









# বেদান্তসম্বয় ।

মূল সংস্কৃতের

অনুবাদ ও অনুব্যাখ্যা ।

---

ভাষাতে প্রেমিতেনায়ে  
মহর্নিস্বসিতান্ননা ।

---

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহর্ষর্ষবেদঃ শিখা

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । ১৬ ।

---

কলিকাতা ।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট ।

নববিধানমণ্ডলীর উপাধ্যায়কর্তৃক উদ্ভাসিত ।

“নবলগ্ন মিশন প্রেসে”

কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত । কে, সি, মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ।

১৮৩৪ শক ।



## সবিনয় নিবেদন ।

বেদান্তসম্বন্ধের বাঙ্গালা অনুবাদ শেষ হইল । গ্রন্থকার স্বয়ং গতিবল্লী শেষ করিয়া তত্ত্ববল্লী আরম্ভ করিতেই রুগ্ন হইয়া পড়েন । সুতরাং তত্ত্ববল্লীতে যে সকল ভ্রম ও ত্রুটি দৃষ্ট হইবে তৎসমুদয় বর্তমান অনুবাদকের । এ সকল সত্ত্বেও মূল শ্রমের অনুসরণ করিতে যত্নের ও পরিশ্রমের ক্রটি হয় নাই । জীমছকর বেগন প্রথর জ্ঞানী তেমনি পূরম যোগী ছিলেন । তিনি যোগের উচ্চতম ভূমিতে বসিয়া তাঁহার শারীরগীমাংসা লিখিয়াছেন । সুতরাং যাহারা সেই ভূমিতে অধিরোহণ না করিয়া তদীয় ব্যাখ্যা সকল পাঠ ও আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট ঐ সকল ব্যাখ্যা অতীব জটিল এবং নিসদৃশ মনে হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । স্বর্গীয় উপাধ্যায় নববিধানের আলোকে বেদান্তভাষ্যে সৰ্ব্বপক্ষের সমন্বয় দর্শন করিয়া এই বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন । যাহারা কোনও বিশেষ পক্ষাশ্রিত, তাঁহাদের নিকট এ সমন্বয় অনায়াসে বোধগম্য হওয়া কঠিন হইলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ও স্থানে স্থানে সকল পক্ষের যে সব বিশেষত্ব প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহা হইতে সৰ্ব্বপক্ষ-সমন্বয়-দর্শনও সুলভ হইয়াছে । কোনও একটা পক্ষাবলম্বনেই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে । যে ভূমিতে সৰ্ব্বপক্ষের অবিরোধ তাহা নববিধানে ভগবৎরূপায় প্রকাশিত হইয়াছে । এ যুগের বিশেষ ভাব উদার সার্বভৌমিকত্ব । আংশিক ভাব লইয়া এ যুগে কেহ পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না । সুতরাং আমাদের আশা আছে সুধীগণ অবিরোধের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া এ গ্রন্থের বিচার করিবেন । অনুবাদের শেষ দুই ফর্ম্মা স্বর্গীয় উপাধ্যায় মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইতে পারা যায় নাই । নম্বর দেহ ত্যাগের দুই দিবস পূর্বে স্বয়ং আফিসংঘরে আসিয়া গ্রন্থাবশিষ্ট কত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং দুই ফর্ম্মা পরিমাণ অবশেষ দেখিয়া একটু যেন নিশ্বাসব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিলেন । মার্চ মাসের প্রথম দিবসে যখন তিনি দেহত্যাগ করিলেন তখন আমাদের মনে হইল, তাঁহার যে দেহত্যাগ এত নিকট তাহা

যেন তিনি তখন হইতেই বুঝিতেছিলেন। গ্রন্থ শেষ হইতে বিলম্ব  
দেখিয়া গ্রাহকগণ পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এক্ষণে ইহা শেষ  
হইল। ইহা স্বর্গীয় উপাধ্যায় ও গ্রাহকগণের তৃপ্তির কারণ হইলে  
সুখের বিষয় হইবে। ইতি

বিনয়াবনভ্য

অনুবাদক







# অনুক্রম ।

## অবতরণিকা ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

১। ভিন্ন ভিন্ন সপ্রদায়—মাধব, রামানুজ, শৈব, শাক্য । ১০ ... ১০

২। প্রতিপাদ্য বিষয়—বেদের সহিত সম্বন্ধ । ব্রহ্ম । জীব । জগৎ । দেহ :

‘ বন্ধ । যোক । উপায় । বিশেষ তত্ত্ব । ১০ ... ২০

## প্রথম অধ্যায় ।

### ১। আরম্ভবলী ।

বৈদিককালাবসানে বৈদান্তিক কালের আরম্ভ । পূর্ববর্তী কালের দোষদর্শন না করিলে পরবর্তী কালে তাহা পরিহার করিয়া নূতন পদ্ধতিবলম্বন হয় না, বেদান্তবাক্য দ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । বৈদিক কালে দেবারাধনায় ত্রিগ্নাবাহুল্য হেতু এবং প্রকৃতির উপাসনাদ্বারা ঐশ্বর্য্যে বিশেষ অনুরক্তিবশতঃ ক্রমে বিমূঢ়তা আসিয়া জ্ঞান চক্ষুকে আবৃত করিয়া দেওয়াতে বেদান্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার নিন্দা করিয়া অপরা বিদ্যার তিরোধান সাধন এবং পরা বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করেন ।

১পৃ: ... ৮পৃ: ।

তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ । ৮পৃ: ... ১০পৃ: ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

### ২। প্রস্থানবলী ।

একদিকে প্রস্থান করিয়া যেখানে প্রকৃষ্ট স্থান লাভ হয় তাহার নাম প্রস্থান । বেদ হইতে প্রস্থান করিয়া বেদান্ত কোষায় প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিলেন, এ অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে । বাহ্য কিছু অনাত্মা তৎসবুদয় পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত আত্মাতে বিশ্বাস লাভ করিলেন । সূর্য্যাদি বৈদিক দেবতা সকলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান ; আবরণ অপসারিত করিয়া ( ১—৪ ), তৎপর তাহাদিগেতে শক্তিসংক্রমণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ( ৫—১১ ) ঐ সকল যে সেই অবয়বী পরমাত্মার অবয়ব ( ১২—১৫ ),



তাহাতেই কৃতার্থতা, আর আর সমুদয় তাহারই লীলাহান ইহা স্বীকার করিয়া  
( ১৬—২১ ) তাহাকে গ্রহণ এবং তাহাতেই প্রস্থান ( ২২ - ২৩ )।

	১১পৃঃ	...	...	২৯পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ।	২৯পৃঃ	...	...	৩৮পৃঃ।

### তৃতীয় অধ্যায়।

#### ৩। আরোহবল্লী।

বৈদিক দেবতা হইতে সোপান পরম্পরায় ব্রহ্মে আরোহণ এই বল্লীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধ্যায়ের নাম আরোহবল্লী। বেদে বৈদিক যজ্ঞসাধন জন্ত অধিরহ প্রাধান্য, কি প্রকারে সেখানে ব্রহ্মে আরোহণ হয় সর্বপ্রথমে ( ১ ) তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। তৎপর ( ২ ) ব্রহ্মবাচক প্রণবে ( ৩৪ ) সমষ্টি জীব, এবং সমষ্টি জগতে ব্রহ্মপ্রদর্শন, ( ৫ ) আগ্রতাবস্থাতে ( ৬ ) জীব ও পরমাত্মার ঐক্যসাধনপূর্বক অনাদিতে, ( ৭ ) আদিত্যপুরুষে, ( ৮ ) চাক্ষুষপুরুষে, ( ৯ ) আকাশে, ( ১০ ) প্রাণে ( ১১ ) গায়ত্রীতে, ( ১২ ) জ্যোতিতে, ( ১৩ ) মন আদিতে, ( ১৪ ) দিম্বাদিতে, ( ১৫ ) হৃৎস্বরূপ আকাশে, ( ১৬ ) পুনরায় অক্ষিগত পুরুষে, ( ১৭ ) ক্রমে ক্রমে তাহাকে পুনরায় প্রদর্শন পূর্বক ভূমিতে, ( ১৮১৯ ) পুনরায় আকাশে, ( ২০ ) মূর্তিতে ও অমূর্তিতে, ( ২১ ) অন্তর্যামীর সহিত জগৎ ও জীবের ঐক্য সম্পাদন পূর্বক তুরীয় ব্রহ্মে, ( ২২ ) অন্তর্যামীতে, ( ২৩ ) অক্ষিপুরুষাদিক্রমে পুনরায় তুরীয় ব্রহ্মে আরোহণ—কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনে, কোথাও বা ব্রহ্মলক্ষণ দর্শনে।

	৩৯পৃঃ	...	...	১৬৫পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ	১৬৫পৃঃ	...	...	১৮৯পৃঃ।

### চতুর্থ অধ্যায়।

#### ৪। ব্রহ্মবল্লী

পূর্বোধ্যায়ের ব্যবহৃত সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্দেশ, আর এ অধ্যায়ে অব্যবহৃত সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্দেশ হইয়াছে। ( ১ ) প্রপঞ্চের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাক। সত্ত্বো হাহার প্রপঞ্চাতীত, অনন্তত্ববশতঃ দূর ও নিকট সম্বন্ধ। ( ২ ) শুদ্ধ জ্ঞান তাহাতে বৈষম্যরাহিত্য। ( ৩ ) তাহাকে প্রপঞ্চরূপে গ্রহণ নিষেধ এবং প্রপঞ্চের প্রেরকরূপে গ্রহণবিধি। ( ৪ ) তিনি হুজের হইলেও তিনি যে স্বয়ং তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানবিধান করেন, তাহাতেই তাহার জ্ঞেয়ত্ব; ( ৫ ) তাহাতে ইহনরনোকের একত্ব; ( ৬ ) তাহার হৃৎস্বরূপ ও সর্ব

প্রকাশ্য; (৭) সর্বাঙ্গীত হইলেও তাঁহাতে সকলের স্থিতি; (৮) তাঁহার সর্বাঙ্গীতবাদিসম্বন্ধেও তাঁহাতে নিতাই ভেদশূন্য; (৯) পরিমিত স্থানেও তাঁহার অপরিমিতরূপেই দর্শন; (১০) তাঁহাতে সর্বান্তর্ভাবকত্ব এবং সর্বাঙ্গীতত্ব, এতদ্ব্যতিরেক একত্ব; (১১) তাঁহার প্রেরণাতে সাধকের তাঁহাতে তাঁহার স্বরূপক্ষুণ্ণি অবিরোধে ভোগ; (১২) স্মৃতিতে তাঁহাতে আনন্দলাভ; (১৩) তাঁহার সর্বকারণত্ব; (১৪) তাঁহাতে প্রণয়ন্যবস্থা নাই তবে কিনা প্রণয়ের শাস্ত্রত্ব; (১৫) তাঁহার কালাতীতত্ব, সর্বাধারকত্ব, প্রাণাদির প্রাণন সামর্থ্যকত্ব, নানাত্ববিহীনত্ব, আকাশাতীতত্ব, প্রবৃত্ত, শুদ্ধত্ব, অজত্ব; (১৬) সর্বথা অগ্রাহ হইলেও হৃদয়যোগে তিনি গ্রাহ, প্রতিমাশূন্য হইলেও তিনি মহদৃশ্য; (১৭) তিনি বেদের প্রভবস্থান।

	১৯০পৃঃ	...	...	২১৩পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ।	২০৩পৃঃ	...	...	২১৭পৃঃ।

### পঞ্চম অধ্যায়।

#### ৫। পরায়বলী।

(১) প্রমোত্তরচ্ছলে পরমাত্মার প্রেরকত্ব স্থাপন; (২) যোগেই পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হন; (৩) তাঁহার কৃপাতেই যোগপ্রাপ্তি, তত্র কষায় পরিপাকপেক্ষা, এবং তাঁহার স্বরূপে বিদ্রোহমানতা; (৪) শব্দাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার স্বরূপ পরিগ্রহ এবং তাহাতেই মুক্তি; (৫) বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন; (৬) চির-অগ্রতাবস্থাতে তৎকর্তৃক অর্থবিধান হইয়া থাকে, সর্বভূতাস্তরায়রূপে এবং রূপে রূপে তাঁহার প্রকাশমানতা; তিনি প্রাণাদি যোড়শকলার উৎপাদয়িতা ও জীবপরিবক্তা পুরুষ; (৭) তাঁহাতে প্রাণাদির অতীত স্বরূপত্ব; (৮) সমুদয় তাঁহাতে সমর্পিত; (৯) তাঁহাকে পাইবার উপায়; (১০) জ্ঞান-পরিশুদ্ধিহেতু তাঁহার উপলব্ধি। (১১) তাঁহার সাক্ষাৎ পরোক্ষত্ব; (১২) তাঁহার সর্বনিয়ন্তৃত্ব; তাঁহাতে বিদ্রোহমান অবিদ্রোহাধার সংসার এবং বিদ্রোহাধার মোক্ষ।

	২১৮পৃঃ	...	...	২৩৭পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ	২৩৭পৃঃ	...	...	২৪৭পৃঃ।

### ষষ্ঠ অধ্যায়।

#### ৬। ভগবদ্বলী।

(১) জীবের প্রাৰ্থনারূপে তাঁহার প্রকাশ; (২) প্রাণস্বরূপে তাঁহার সর্বশেষ দর্শন; (৩) সচ্চিদানন্দ পরম আকাশ স্বরূপে তাঁহার দর্শন; (৪) প্রাণ অনন্ত-ক্রিয়া

বিষয় সকলের তিনি উদ্ভাবয়িতা, আশ্রয় আশ্রা ; ( ৫ ) সৰ্ব্বাভীত, সৰ্ব্বগত. সৰ্ব্বাত্ত-  
 ত্বাবক হইয়াও তিনি এক ; ( ৬ ) তাঁহার এইরূপে প্রকাশকে ভগবান্ বলা হয় ;  
 ( ৭ ) তিনি এক হইয়াও আপন শক্তিতে বহু উৎপন্ন করিয়াছেন এবং সকল অর্পণ  
 স্বরূপ হইতে অভিন্ন রাখিয়াছেন ; তিনি স্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাঁহার ভগবত্ব ;  
 ( ৯ ) ভগবত্ব বর্ণনা ; ( ১০ ) সৰ্ব্বভাবের জ্ঞান প্রবর্তকের তিনি উৎপাদক ; ( ১১ )  
 তাঁহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিবৃতি ; ( ১২ ) তিনি পরাপরা দুই প্রকৃতিকে আলিঙ্গন  
 করিয়া আছেন বলিয়াই তাঁহার ভগবত্ব ।

	২৪৮পৃঃ	...	...	২৭৭পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ ।	২৭৭পৃঃ	...	...	২৯১পৃঃ ।

### সপ্তম অধ্যায় ।

#### ৭। জীবায়ত্ত্ববলী ।

( ১ ) আশ্রয়তত্ত্বের চুলভত্ব বর্ণনা ; ( ২ ) তাহার যোগ্য নির্ণয় ; ( ৩ ) ভোগলালসা  
 হেতু অনিষ্ট ঘোষণা, এ তত্ত্ব অতি চুলভ ; ( ৪ ) বাহ্য কিছু দৃশ্যমান এ তত্ত্ব তাহার  
 অতীত ; ( ৫ ) পরতত্ত্বায়ত্ত্ব বিবৃতি ; ( ৬ ) তত্ত্বতত্ত্বের একত্র সম্মিলে দ্বারা আশ্র-  
 তত্ত্ব লাভ করা ; ( ৭ ) ইহা স্থূল সূক্ষ্ম বিষয় সকলের গ্রহীতা, আশ্রয়জ্ঞানলাভে পরায়-  
 জ্ঞানলাভ ; ( ৮ ) তাঁহার অধিষ্ঠানেই প্রাণাদির ক্রিয়ানির্কাহকত্ব ; ( ৯ ) জীবায়ত্ত্ব  
 পরমায়ত্ত্বের একত্র অবস্থিতি ; ( ১০ ) বিবিধ বৃত্তিদ্বারা আশ্রয়তত্ত্ব নির্ণয় ; ( ১১ ) আশ্রয়  
 বাস্তবত্ব, মনোময়ত্ব, প্রাণময়ত্ব ; ( ১২ ) আশ্রয়স্বরূপ বর্ণনা ।

	২৯২পৃঃ	...	...	৩২৮পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ	৩২৮পৃঃ	...	...	৩৩৫পৃঃ ।

### অষ্টম অধ্যায় ।

#### ৮। প্রকৃতিবলী ।

( ১ ) ভূতযোনি হেতু অক্ষর ব্রহ্মই অপরা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হেতু ; ( ২ ) ব্রহ্ম  
 পরা প্রকৃতিরও অভিব্যক্তির কারণ ; ( ৩ ) অভিব্যক্তি বর্ণনা ; ( ৪ ) পরাপরা প্রকৃতি  
 সমালিঙ্গক পুরুষ হইতে সৃষ্টি ; ( ৫ ) অপরোক্ষ জ্ঞান সাধনের অগ্র জগৎকারণতা বলা  
 হইয়াছে ; ( ৬ ) ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি ; ( ৭ ) আশ্রা হইতেই সৃষ্টি বিস্তার ; ( ৮ )  
 সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা আদিত্যে ব্রহ্মদর্শন ; ( ৯ ) সৎ হইতে সৃষ্টি ; ( ১০ ) সৃষ্টি  
 বস্ত্তদ্বারা প্রাণবহুর অভিব্যক্তিক্রম ; ( ১১ ) পরাপ্রকৃতি তাঁহারই কার্য ; ( ১২ ) অহং

দৃষ্টি ও চাতুর্ক্য প্রবর্তন ; ( ১৩ ) জীবের অভিল্যেবের বিষয় নির্ণয় ; ( ১৪ ) নাম, রূপ ও কৰ্ম্মতত্ত্ব বর্ণনা ; ( ১৫ ) তত্ত্বত্রিতয়ের অভিধান ; ( ১৫ ) ভগবানের শক্তিভেদেই জগতের প্রবর্তন।

	৩৩৬পৃঃ	...	...	৩৮৯পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ।	৩৮৯পৃঃ	...	...	৩৯৮পৃঃ।

### নবম অধ্যায়।

#### ৯। দেবতাবল্লী।

( ১ ) আদিত্য ও চন্দ্র ; ( ২ ) মুখ্যপ্রাণ ; ( ৩ ) আত্মজাত প্রাণ ; ( ৪ ) পাপ এবং পুণ্য ; ( ৫ ) প্রাণ, আদিত্য, অর ; ( ৬ ) স্বর্গলোকস্থারাদিষ্টাত্ দেবগণ ; ( ৭ ) প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ; ( ৮৯ ) বায়ুঃপ্রাণত্বই সেই শ্রেষ্ঠতা ; ( ১০ ) প্রাণতত্ত্ব ; ( ১১ ) ব্রহ্ম-দর্শন না হওয়াতে এক প্রাণেই তিন সহস্র তিনশত ছয় দেবতার পর্য্যবসান।

	৩৯৯পৃঃ	...	..	৪৫৫পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ।	৪৫৫পৃঃ	...	...	৪৬০পৃঃ।

### দশম অধ্যায়।

#### ১০। বিভাবল্লী।

( ১ ) অপরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধ দ্বারা ইহলোকে অনুষ্ঠান ; ( ২ ) অপরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধ হেতু ঐশ্বর্য্যদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম, প্রকৃতিদ্বারা অমৃতত্ব লাভ ; ( ৩ ) সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ; ( ৪ ) স্বদেহস্থ ব্রহ্মের উপাসনা ; ( ৫ ) ব্রহ্মযোগ ; ( ৬ ) ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ; ( ৭ ) কৰ্ম্ম বিহুতা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা দান ; ( ৮ ) অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের উপায় ; ( ৯ ) ব্রহ্মানুগ্রহে তাঁহার স্বরূপজ্ঞানলাভ ; ( ১০ ) ব্রহ্মজ্ঞান সম্প্রদানের বিধান ; ( ১১ ) সংহিতা ষটিত উপাসনা, জ্ঞান বিতরণসামর্থ্য্য প্রার্থনা, ব্যাহতিতে ব্রহ্ম ও তদঙ্গ দেবতা নির্বাচন, সোপান পরম্পরায় ব্রহ্ম প্রবেশ এবং তৎস্বরূপৈক্য, সকলের সহিত একত্বতা সাধন ; ( ১২ ) কর্তব্য সকল, অধ্যয়ন সমাপনান্তে কর্তব্য-সকল ; ( ১৩ ) ব্রহ্মবিদ্যাসাধন ; ( ১৪ ) উল্লীধোপাসনা ; ( ১৫ ) ওঙ্কারাবলম্বনে উল্লীধোপাসনা ; ( ১৬ ) উল্লীধ এবং প্রণবের একত্ব ; ( ১৭ ) অন্নলাভের জন্য উল্লীধোপাসনা ; ( ১৮ ) স্তোতাক্রাবলম্বনে উপাসনা ; ( ১৯২০ ) সাযোপাসনা ; ( ২১ ) সাযোপাসনায় ওঙ্কারের প্রাধান্য ; ( ২২ ) বজ্রাক্রান্ত সানাদির বিষয় ; ( ২৩ ) ঋগাদি আরোপ দ্বারা আদিত্যের উপাসনা ; ( ২৪ ) দীর্ঘাযুসাধক কোষবিজ্ঞান,

স্বাভাবিক ক্রিয়া সকলে যজ্ঞসাধন ; ( ২৫ ) সংবর্গবিদ্যা ; ( ২৬ ) যজ্ঞকৃত প্রতিবিধান ; ( ২৭ ) প্রাণোপাসনা ; ( ২৮ ) বৈবাহার বিদ্যা ; ( ২৯ ) অশ্বমেধের বিধি ; ( ৩০ ) পরায়ণোপাসনা ; ( ৩১ ) ভোক্তৃভোগরূপভূতোপাসনা ; ( ৩২ ) বিস্তবর্জনোপায় ; ( ৩৩ ) প্রাণশক্তিবর্দ্ধন নিয়ম ; ( ৩৪ ) ব্রহ্মকে পাইবার উপায় ; ( ৩৫ ) তৎসম্বন্ধে বিশেষ কথা ; ( ৩৬ ) দমাদি সাধন ত্রিতন্ত্র, সাধনার অন্তরায়সকল ; ( ৩৭ ) মন আদির উপাধিযোগে উপাসনা ; ( ৩৮ ) উপাসনার অন্তরায়সকল ; ( ৩৯ ) ধন উপার্জন দ্বারা মহত্ব লাভের জন্ত উপাসনা ; ( ৪০ ) পুত্রার্থে অনুষ্ঠান ; ( ৪১ ) ধ্যান সাধন ; ( ৪২ ) প্রার্থনা প্রাধাত্রে বিদ্যার উপসংহার ।

৪৬১পৃঃ	...	...	৬৪৭পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ ।	৬৪৭পৃঃ	...	৬৬১পৃঃ ।

### একাদশ অধ্যায় ।

#### ১১। গতিবল্লী ।

( ১ ) সকলের সহিত একায়ত্তা সাধনে সঙ্গতি, তদ্বিশ্রীত অবস্থার অসঙ্গতি ; ( ২ ) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, ভয় শোকাতিক্রম ; ( ৩ ) গতি বৈচিত্রের কারণ এবং স্বরূপে অবস্থান ; ( ৪ ) জ্ঞানরূপ উপাধিগ্রহণ, পরমপুরুষের জ্ঞান লাভে অবিচলিতচিত্তত্বদ্বারা সঙ্গতি ; ( ৫ ) হৃদয় এবং নাড়ী হঠতে প্রাণের উন্নয়ন এবং শরীর হঠতে পৃথক করিয়া জীবের ব্রহ্ম স্বরূপত্ব ; ( ৬ ) পুনরাবর্তনী ও অণুরাবর্তনী গতি ; ( ৭ ) অরণ্যচারী ভিক্ষুকদিগের গতি ; ( ৮ ) জগজ্জীবনিস্তার সাম্রাজ্য অনুভবদ্বারা বন্ধন মোচন, সংশয় দূর ; ( ৯ ) সত্যপ্রয়দ্বারা লোকজয় ; ( ১০ ) তাহাতেই বাহ্য পূর্ব ; ( ১১ ) সন্ধ্যা ও নিশ্চয় সাধকদিগের গতি ; ( ১২ ) জন্মাতিক্রম ও স্বরূপ প্রতিষ্ঠা ; ( ১৩ ) অন্তরলাভ ; ( ১৪ ) সর্বগতত্ব লাভে রসস্বরূপ উপলব্ধি ; ( ১৫ ) ব্রহ্মসন্তোষ বর্ণনা ; ( ১৬ ) উচ্চ গমনেও পরায়াসবিহীনত্ব ; ( ১৭ ) উপাধিযোগোপাসনা ও সাম্যোপাসনাসিদ্ধি গতি ; ( ১৮ ) উচ্চ হইতে উচ্চতর, পরাংপরতরলোকে অধিগমনোপায় ; ( ১৯ ) অণুরাবর্তনী গতি ; ( ২০ ) ২১ ) গতির কারণ বর্ণনা ; ( ২২ ) আত্মার দ্বিবিধাঙ্গিত্ব ; ( ২৩ ) গার্হস্থ্য উপসংহার ; ( ২৪ ) ত্রিলোক জয় সাধন ; ( ২৫ ) যজ্ঞ সাধন দ্বারা ত্রিলোকজয় ; ( ২৬ ) মুদ্রাজয় ; ( ২৭ ) কর্ম দ্বারা তাহার সিদ্ধি ; ( ২৮ ) আত্মার গতি প্রকার ভেদ ; ( ২৯ ) উপাসক বিশেষদিগের গতি ; ( ৩০ ) ভগবদ্ জ্ঞানে মুক্তি ; ( ৩১ ) হৃৎ নাশোপায় ।

৬৬২পৃঃ	...	...	৭৪৮পৃঃ
তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ ।	৭৪৮পৃঃ	...	৭৫৪পৃঃ ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

১২। তত্ত্ববলী ।

( ১ ) হৃষ্ট বস্তু সকলের স্বত্র সত্ত্বা নাই ; ( ২ ) হৃষ্ট তত্ত্ব ; ( ৩ ) আয়ত্তত্ত্ব ; ( ৪ ) তাহার বিশেষ ভাব ; ( ৫ ) বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধতত্ত্ব ; ( ৬ ) লোকতত্ত্ব ; ( ৭ ) লোকতত্ত্ব-  
ষটিত মূলতত্ত্ব ; ( ৮ ) আয়ত্তনাদি বিচারের দ্বারা গোচরীভূত জীবতত্ত্ব ; ( ৯ ) নিখিল-  
তত্ত্ব আয়ত্তীকরণোপায় ; ( ১০ ) বংশকীর্তন ; ( ১১ ) বেদান্ততত্ত্ব সংগ্রহ ; ( ১২ ) পর-  
তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রাধান্য ; ( ১৩ ) বেদপ্রক্ষুরণের তারতম্যের কারণ ; বেদদান,  
তাহার অধিকারী ।

৭৫৫পৃঃ ... ৮৫২পৃঃ ।

তত্ত্ববিচারে অধ্যায় শেষ ।—বৈদান্তিকগণের পঞ্চচতুষ্টয়ের ঐক্যপ্রদর্শন । প্রথম  
পঞ্চ—মাধ্ব ; দ্বিতীয় পঞ্চ—রামানুজ ; তৃতীয় পঞ্চ—শ্রীকৃষ্ণ ; চতুর্থপঞ্চ—শঙ্কর ।  
বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মতপ্রদর্শন । বেদান্ত, জীবতত্ত্ব নহে, ব্রহ্ম-  
তত্ত্ব । ইহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আরম্ভ এবং ব্রহ্মতত্ত্বেই ইহার উপসংহার । বিরোধীপঞ্চ  
সকলের ঐক্যদর্শন জন্ত নিবেদন ।

৮৭পৃঃ .. ৮৮৮পৃঃ ।

## উপনিষৎ-সূচীপত্র ।

উপনিষৎ ।					পৃষ্ঠা ।
ঈশ	...	...	...	...	১০
কেন	...	১০	...	...	১০
কঠ	...	১০	..	...	১০
প্রশ্ন	...	১০	...	...	১০
মুণ্ডক	...	১০	...	...	১০
মাণ্ডুক্য	...	১০	...	...	১০
তিত্তিরি	...	১০	...	...	১০
ঐতরেয়	...	১০	...	...	১০
ছান্দোগ্য	...	১০	...	...	১০
মুহুর্দারণ্যক	...	১০	...	...	১০
শেতাখতর	...	১০	...	...	১০

উপনিষৎ সূচিপত্র সম্পূর্ণ ।



## অবতরণিকা ।

### ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ।

উপনিষৎ ও বেদান্ত একার্থবাচক । উপনিষৎ বা বেদান্ত একই সময়ে এক জন ঋষিকর্তৃক প্রণীত নহে । প্রত্যেক বেদসংহিতার অন্তে এক এক খানি উপনিষৎ সংযুক্ত আছে, এজন্য উপনিষৎ বেদান্ত-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । কোন্ উপনিষৎ কোন্ সময়ে কোন্ ঋষিকর্তৃক প্রণীত হইয়াছে, উহাদের কালব্যবধানই বা কি ইহা নির্ণয়করা সুসাধ্য নহে \* । কঠাদি নাম বা উপনিষদ্বয়ে উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যাদি নাম গ্রহণ-করিয়া ঋষিনির্ণয় কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না বলিয়া উহাকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে না । যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্তৃক উপনিষৎ উক্ত হইয়া থাকে এবং উপনিষৎপাঠে সহজে তাহাই প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে উপনিষৎকে এক অখণ্ড দেবনিষ্কসিত বলিয়া কি প্রকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে ? ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঋষি কর্তৃক ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে যে

\* কালব্যবধানসম্বন্ধে স্বয়ং উপনিষদগুলির মধ্যে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে এই প্রতীত হয় যে ছান্দোগ্যোপনিষৎ শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক, কেন না ঐ উপনিষদে যোর ঋষির নিকটে শ্রীকৃষ্ণের যে তত্ত্ব শিক্ষার কথা উল্লিখিত আছে, তাহা তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমধ্যে নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পরিক্রিষ্টতনয় জনমেজয়ের সমকালিক, কেন না জনকসভাগত লাম্বায়নি 'ভূজ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন, পরিক্রিষ্টতনয়গণ কোন্ লোকে বাস করিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞিগণের লোকে বাস করিতেছেন । বৃহদারণ্যক শতপথব্রাহ্মণের অন্তিম ভাগ ; এই ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত আছে । কঠোপনিষৎখানি প্রাচীন, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বেও উহার স্থিতি মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ এই যে গীতায় যে আত্মতত্ত্বোপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কঠপ্রবচনানুযায়ী । ঈশ্বরে কর্ণসমর্পণপূর্বক তদনুষ্ঠান ঈশোপনিষদের প্রধান কথা । ঈশ্বরে কর্ণসমর্পণপূর্বক তদনুষ্ঠান পীতার প্রধান মত, এ মত সেই উপনিষদ হইতে গৃহীত হইয়াছে এ অমুমান কিছু অব্যক্ত নহে । তিনি কর্ণসমর্পণব্যাপার পাতঞ্জল বোগদর্শন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এ কথা এ অমুমানকে দুর্বল করিতে পারে না, কেন না দর্শনশাস্ত্রগুলির মূল ভিত্তি যখন উপনিষদ তখন পতঞ্জলির অগ্রাে ঈশোপনিষৎকে স্থান দিলে কিছু অযৌক্তিকতা হয় না । মৈত্রায়ণী উপনিষৎ খানি শ্রীকৃষ্ণের সমকালিক এবং তাহারই মতের পরিপোষক । মৈত্রায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্জ্ঞানের পরও বিদ্যমান ছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই বিদ্যুরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভাগবতের এ কথা তৎকৃত উপনিষদের শ্রীকৃষ্ণের সমকালিকই প্রমাণ-করিতেছে । এই উপনিষৎখানি মধ্যে যে যে উপনিষদের প্রবচন উদ্ধৃত আছে, সে উপনিষদগুলি শ্রীকৃষ্ণের সময়ের পূর্বের এরূপ নির্ধারণ করিতে কঠিত হইবার কারণ নাই ।



সকল সত্য উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি অল্প সময়ে উক্ত সত্যসমূহসহকারে সমগ্রস হইয়া এক অথও সত্যাকারে প্রকাশ পাইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে সত্যের 'সত্য' এই আখ্যা কখন থাকে না। যাহা স্থায়ী তাহা সত্য। সত্য যদি সত্যকে খণ্ডন করিল অসত্য করিয়া দিল, তবে উহা সত্যনামের বোধ্য হইবে কি প্রকারে? উপনিষৎ বলিতেছেন,

স যথাহেঁকারেভ্যাহিতাং পৃথক্ কৃমা বিনিশ্চরন্তোঃ বা অরেহন্ত মহতো ভূতন্ত নিবসিতমেত-  
দৃথেনো যজুর্বেদঃ সামবেদোৎপর্কাদ্বিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যমুখ্যাখ্যা-  
নানীষ্টহতমশিতং পারিতময়ঞ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্ত্রৈবৈতানি সর্বাণি নিবসিতানি।

বৃহ, ৩। ৫। ১১।

এ কথার অর্থ অতি গভীর। পরমাত্মা হইতে যাহা কিছু হইয়াছে হইতেছে, তাহার সমভাবে তাঁহারই নিবসিত, সমান সত্য, সমান আদরের বিষয়। আর্দ্র ইন্ধন হইতে যে ধূমরাশি বিনিঃসৃত হয়, নিঃসরণকালে সে সকল পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু রাশিতে তাহার এক ও অথও, একই ধূম বিনা আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, অনুষ্ঠিত কর্ম, ইহলোক পরলোক, সমুদায় ভূত যদি সেই পরমাত্মারই নিবসিত, তাহা হইতে উদ্ভূত, সম্মূলক; তবে কালে একটিকে অধঃকরণ করিয়া অল্পটির উত্থান হইল কেন? এবং ক্রমান্বয়ে আজ পর্য্যন্ত সেই অধঃকরণব্যাপার চলিতেছে কেন? এরূপ হইতেছে কেন, তাহার কারণ জগবিদ্যার আলোচনায় সহজে প্রতীত হয়। জ্ঞানের আরম্ভ হইতে উহার পরিণতিকালপর্য্যন্ত কত আকার প্রকাশ পায়, উহার কোন একটি আকার ছাড়িয়া পরবর্তী আকারের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই, স্মরণ্য চরমে যে আকার প্রকাশ পাইল তাহা অতি সুন্দর সুগঠিত মনোরম হইলেও পূর্ববর্তী আকারগুলিকে তুচ্ছ-ও-স্বর্ণা-করা যাইতে পারে না। তিরোহিত আকারগুলি ব্যর্থ নর, কেন না উহারা জাগতিক বস্তুনিচয়ের কোন্ কোন্ পৃথক্ আকারের ভিতর দিয়া উত্থান করিতে করিতে নয়নানন্দকর শিশুর আকার ধারণ করিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়া থাকে। জ্ঞেয় সত্ত্বর সত্ত্বর যে সকল আকারের পরিবর্তন ঘটয়াছে, কেহ যদি নিপুণতাসহকারে যন্ত্রযোগে সে সকলের অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণিজগতের ক্রমিক আকারপরিবর্তন তাঁহার নিকটে প্রকাশ পায়। পূর্ব পূর্ব আকারের তিরোধানে পর পর আকারের উত্থান পূর্বপূর্বটিকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া হইয়া থাকে, স্মরণ্য তাহাতে পূর্বপূর্বটির বিনাশ বা অত্যন্তাভাব হইল এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদান্তে ঋগ্বেদাদিকে অধঃকরণ-করা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, তদন্তর্ভূত বিষয়গুলি বেদান্ত সর্বতোভাবে পরিত্যাগ-করিয়াছেন, উহাদিগকে অন্তর্ভূত করিয়া লন নাই। বেদান্ত যে ঋগ্বেদাদির বিষয় নূতন ভাবে আপনায় অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন, যে কোন ব্যক্তির নিকটে তাহা

সহজে প্রতিভাত হয়। ক্রমিক প্রসার ও পূৰ্কাপরসামঞ্জস্য সত্যের লক্ষণ, এ লক্ষণের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। সত্য হইতে সত্যকে খণ্ডিত করিয়া লোকে দেখে তাই উহার পূৰ্কাপরসামঞ্জস্য লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সত্যকে অসত্য বলিয়া তাহার প্রহণ করে। যত প্রকার মতভেদ ও বিরোধ এই প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে এবং এই মতভেদ ও বিরোধ হইতে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। আধুনিক জগবিদ্যার দৃষ্টান্ত লইয়া ক্রমবিকাশ-প্রদর্শন অবৈদান্তিক মনে হইতে পারে, কিন্তু যদি বেদান্তব্যবহৃত ব্রহ্মের অব্যবহার্য্যস্বরূপটির তত্ত্বালোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মকে কেনই বা ‘অব্যবহার্য্য’ বলা হইল, এবং তাঁহাকে অব্যবহার্য্য বলাতে জগৎ ব্যবহার্য্য বা ব্যাবহারিক হইয়া কোন্ নিগূঢ় সত্যই বা আমাদের নিকটে উপস্থিত করিল। অক্ষুটকে ক্ষুট করা ব্যবহার-শব্দের অর্থ। ব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ সূতরাং তাঁহাতে যাহা আছে চির দিন আছে তাঁহাতে কোন পরিবর্তন নাই। জগৎসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। জগতে নিরন্তর অক্ষুট ক্ষুট হইতেছে, অব্যক্ত ব্যক্ত হইতেছে প্রকৃতির নামই এজন্ত অব্যক্ত। ভাষ্যকার এ নিমিত্তই বেদান্তসিদ্ধ ব্যাকৃতিশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যাক্রিয়ত—বি আ অক্রিয়ত বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্থ্যাং ব্যক্তীভাবমাপদ্যত।

বিস্পষ্ট হয়, নাম ও রূপের বিশেষাবধারণ করিতে পারা যায়, ব্যক্ত হইয়া পড়ে এজন্ত ব্যাকৃতি। এই সত্যটিকে জগবিদ্যায় নিয়োগ-করিলে উহার ব্যাখ্যা আর অবৈদান্তিক রহিল না।

এক বেদান্ত অবলম্বন-করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের উত্থান কি প্রকারে হইল তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বেদান্তই যদি এ প্রকার ভিন্নতার মূল হন, তাহা হইলে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় এক, কোন বিরোধ নাই, বেদান্তে বেদান্তে সমন্বয় অবগুস্তাবী একথা কি প্রকারে বলা যাইবে। উপরে যে সত্যের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই লক্ষণ যদি বেদান্তমধ্যে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বেদান্তের সত্যত্ব সংশয়ান্বিত। বেদান্তে সৃষ্টাদি নানাবিষয়ের উল্লেখ হইলেও সে সমুদায়ের ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বলিয়া—ব্রহ্মই তাহাদের সকলের মূল বলিয়া বেদান্তে বেদান্তে বিরোধ নাই, “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” এই সূত্রে সূত্রকার ইহা আপনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এ নির্দ্ধারণটি যদি ঠিক না হয় তাহা হইলে “শাস্ত্রযোনিভাৎ” এই পূর্ববর্তী সূত্রটি রচনা-করা বিফল হইয়া যায়। কেন না ব্রহ্ম যদি শাস্ত্রের মূল হন, শাস্ত্র যদি তাঁহারই নিশ্চিস্ত হয়, এবং তাঁহার নিশ্চিস্ত বলিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে উহা যদি মূল প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বেদান্তে বেদান্তে যদি মিল না থাকে, তাহা হইলে উহার ব্রহ্মনিশ্চিস্তত্ব ও ব্রহ্ম-প্রমাণত্ব উভয়ই বিনষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, আত্মমত দৃঢ় করিবার জন্ত সমুদায় বেদান্তবাক্যের সমাধান করিতে যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু অন্ধের হস্তিদর্শনের স্থায় এক এক সম্প্রদায় বেদান্তের এক এক দিক দেখিয়া উহাই



জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুইকে এক বস্তু করিয়া সমানাদিকরণ করিলে জগদগত সমুদায় দোষ কেবল ব্রহ্মেতে সংস্পৃষ্ট হয় তাহা নহে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পাদি সমুদায় গুণের অবিচ্ছেদ্য তিরোহিত হয়, তিনি সর্বপ্রকার অন্তের আশ্রয় হন, ইহা দেখিয়াই তিনি শরীরাস্থ-ভাবে আশ্রয়-করিয়াছেন।

অগদ্বক্ষণোরেকব্রহ্মবাক্যপরে চ সামানাদিকরণে সত্যসঙ্কল্পাদিগুণৈকতানতা নিখিলহেয়প্রত্যানী-কতা চ বাধ্যত সর্বান্ততাপ্তং ভবেৎ। আশ্রয়শরীরতাবতয়েদং সামানাদিকরণং মুখ্যবৃত্তম্।

শ্রীমদ্রামানুজ ভেদবাদী এ কথা শুনিলে সকলে আশ্চর্য্য হইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, কেন না অভেদ ও ভেদাভেদ এ উভয়কে তিনি ভেদশ্রুতি-গুলির সঙ্গে অবিরুদ্ধ করিয়া লইয়া শক্তি ও শক্তিমানের ভেদস্বীকারপূর্ব্বক নিজ মত স্থাপন করিয়াছেন। বিশেষণ ও বিশেষ্যের পার্থক্য অনুভূত হইতে না পারিলে সামানাদিকরণ দ্বারা একতা লক্ষিত হয় না, এজন্যই তাঁহাকে ভেদস্বীকার করিতে হইয়াছে। তাই বেদার্থসংগ্রহের ব্যাখ্যাভা পরিস্কারবাক্যে বলিয়াছেন,

ভেদশ্রুতাবিরুদ্ধো ভেদাভেদাবভেদশাস্ত্রান্ভিতমত ইত্যখ্যাকং ভেদপক্ষ এব।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুর শরীরাস্থতাবপ্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মকে চিদচিদ্ধিশিষ্ট বলাতে তিনি বিশিষ্টাঐতবাদী বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদ নিরস্ত হয় নাই। কেন না জীব ও জগৎ তাঁহার মতে নিত্য ব্রহ্ম সহ অনু-স্থ্যত এবং তাঁহার অনুভবই তাহাদের মূল।

অন্ধের হস্তিদর্শনের দ্বায় বেদান্তের এক এক দেশ দর্শন-করিয়া ভাষারচনা করাতে বেদান্তবাদিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এ কথা কেন বলা হইয়াছে তাহাই এখন প্রদর্শন করা যাইতেছে। সমগ্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য কি, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ উহা প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগ্রদবস্থায় দৃশ্যমান জগতে, স্বপ্নাবস্থায় মানসজগতে এবং সূক্ষ্ম-প্ণ্যবস্থায় জ্ঞানমাত্রাবশেষ জীব ব্রহ্মের পরাস্বরূপে অধিষ্ঠানপ্রদর্শনপূর্ব্বক এ তিন অবস্থার অতীতভূমিতে সর্ব্বাত্ম্য তুরীয় ব্রহ্মের স্থিতি মাণ্ডুক্য নির্দেশ করিয়াছেন। জাগ্রাদি অবস্থাত্রয়ে এবং আপনাতে আপনি বিরাজমান ব্রহ্ম একই, স্বতন্ত্র নহেন, “একাত্মপ্রত্যয়-সারম্” এই বাক্যে মাণ্ডুক্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎ

ত্রিধেবপাচ্চরেদব্রহ্ম ত্রিপাচ্চয়তি চোন্তরে।

এই বাক্যে ঐ কথাই পরিস্কার ভাষায় বলিয়াছেন। প্রকাশস্থলের তারতম্যে ব্রহ্মেতে কোন তারতম্য উপস্থিত হয় না, তিনি সর্বত্র যেমন তেমনি থাকেন, গ্রহীতার গ্রহণসাম-র্থ্যানুসারে তারতম্য প্রতীতির বিষয় হয়, এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি-না-থাকা-বশতঃ বৈষ্ণব-দর্শনকারগণ গ্রহীতার দর্শনতারতম্য পরব্রহ্মে আরোপ-করিয়া তাঁহাতেই ভেদারোপ করিয়াছেন। অতি হৃদয়দর্শী শ্রীমচ্ছঙ্করও এ বিষয়ে ভ্রমে নিপতিত হইয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এ উভয়কে পৃথক বস্তু মনে করত ঈশ্বরকে অনিত্যবস্তুমধ্যে নিষ্কেপ-করিয়াছেন। পরব্রহ্ম

সর্বপ্রকার ভেদশূন্য, তাঁহার শক্তি ও তিনি একই পদার্থ, জীব ও প্রকৃতি শক্ত্যাকারে তাঁহার সহিত এক, ঐশ্বর্য্যাকারে অন্তর্জ হইয়াও অস্বতন্ত্র, যে বাদী যে প্রকার ব্যাখ্যা করুন না কেন, ইহা যে সকলেরই স্বীকার্য্য, অল্প বিচারেই ইহা প্রতিভাত হয়। জীব ও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি, গীতার এ সিদ্ধান্তের মূল বেদান্তের সিদ্ধান্ত এ কথায় কোন সংশয় নাই।

জাগ্রদাদি অবস্থায় এবং স্বয়ং রূপে স্থিতি মাধু্য্য কোন্ কোন্ উপনিষদংশ অবলম্বন-করিয়া স্থাপন-করিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারিত হইলে এক বেদান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পরি-ণত হইত কি প্রকারে তাহা পরিস্কার প্রতীতির বিষয় হইবে।

মাধ্বসম্প্রদায়।

অগ্নির্ধৈকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।  
 একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিচ্চ ॥  
 বায়ুর্ধৈকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।  
 একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিচ্চ ॥  
 সূর্য্যো যথা সর্বসোকস্ত চক্ষুর্ন লিপ্যাতে চাক্ষুর্বেদাঙ্গদোষৈঃ ।  
 একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা ন লিপ্যাতে লোকহুংধেন বাহুঃ ॥  
 একো বশী সর্বভূতান্তরাঙ্গা একং রূপং বহুধা যঃ কুরোতি ।  
 তমাস্ত্বহং যেহুপগুপ্তি ধীরাস্তেবাং যুধং শাশ্বতং নেতরেবাম্ ॥  
 নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।  
 তমাস্ত্বহং যেহুপগুপ্তি ধীরাস্তেবাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেবাম্ । কঠ, ৫।৮—১৩।\*

রূপে রূপে সর্বভূতান্তরাঙ্গা প্রকাশমান, এ কথা বলাতে এখানে রূপেরই প্রাধান্য হইতেছে। স্মৃতরাং এ বাক্যগুলি যে জাগ্রদবহাসমুচিত তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা রূপে রূপে তদন্তরূপ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন, সেই সেই রূপে বদ্ধ থাকেন না, এই ভেদবাদ মাধ্বসম্প্রদায় গ্রহণ-করিয়াছেন। শ্রীমদ্রথ বলিয়াছেন,

ঐক্যতাবদুপ্রবিষ্ট তাং পরিণাম্য তৎপরিণামনিয়ামকতয়া তত্র স্থিত্বা আত্মানো বহুধাকরণাং ।

সর্বভূতান্তরাঙ্গা প্রকৃতিতে প্রবেশ-করিয়া ভিন্নভিন্নরূপে উহাকে পরিণতকরত নিয়ন্তা হইয়া তাহাতে স্থিতি করিতেছেন এবং আপনাকে এইরূপে বহুধারূপে প্রকাশ করিতেছেন।

বহুতরং চাবিকারেণৈবোক্তম্ ।

এরূপে বহু হইয়াও তাঁহাতে কোন বিকার উপস্থিত হয় না। রূপে রূপে তিনি যে আত্মপ্রকাশ করেন, সে প্রকাশ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক এবং শক্ত্যাত্মক।

বদ্যাকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যা-  
 ত্মক ইতি ।

ইয়ং পৃথিবী সর্বোপাং ভূতানাং মধ্বৈঃ পৃথিবী সর্বাণি ভূতানি মধু যস্যায়মন্তঃ পৃথিব্যাং তেজো-  
ময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ যস্যায়মখ্যাঃ শরীরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স বোধয়মানোদ-  
মমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্.....তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহুসরমাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতঃ।

বু, আ, ৪।৫।১-১৯।\*

“অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতঃ” এ শ্রুতির রামানুজীয় পাঠ “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতুতিঃ”  
( ১।১।৪ )। শ্রীমচ্ছঙ্কর “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এ অংশের সহিত সর্বত্র “সর্বাভূতুঃ” এই পাঠ  
সংযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্রামানুজ “তত্ত্বমসি” এই বাক্যের সহিত সর্বত্র “অয়মাত্মা ব্রহ্ম”  
এই অংশমাত্রের যোগ করিয়াছেন “সর্বাভূতুঃ” বা “সর্বাভূতুতিঃ” এ অংশের যোগ করেন  
নাই। ইহার কারণ এই যে, সে সকল স্থলে অসাধারণ ও সাধারণ জীবের ব্রহ্মের সহিত  
একতাপ্রদর্শনমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা উপরে সমগ্র মধুব্রাহ্মণটি শ্রীমদ্রামানুজীয় দর্শনের  
লক্ষ্য বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি, তিনি তেমন করেন নাই বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত  
হইতে পারে না, কেন না “ইদং সর্বং বদয়মাত্মা” এই শ্রুত্যাংশ সহ “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূ-  
তুতিঃ” যখন তিনি সংযুক্ত করিয়াছেন তখন মধুব্রাহ্মণের সমগ্র উদ্দেশ্য উহাতেই সিদ্ধ  
হইয়াছে। অত্ৰ কোন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার ব্রহ্মকে “সর্বাভূতুতি” বলিয়া স্বীকার  
করেন নাই। ব্রহ্ম সকলের অভূতুতি তিনি আপনি স্বাভূতবস্বরূপ, এক শ্রীমদ্রামানুজই  
এ কথা বলিয়াছেন,

নিত্যব্রহ্মস্বরূপশ্চৈতন্যৈক্যব্রহ্মরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানামুভবন্ত ন সম্ভবতি স্বাভূতবস্বরূপত্বাৎ।

শরীরাত্মভাবে ঐক্যসাধনজন্ত শ্রীমদ্রামানুজ সর্বত্র অন্তর্ধ্যামিব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া-  
ছেন, ইহা দেখিয়া এ কথা মনে করা উচিত নহে যে, তৎসম্প্রদায়ের কথা বলিতে গেলে  
ঐ ব্রাহ্মণেরই উল্লেখ সমুচিত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতুঃ” এ শ্রুতি নহে। ধ্যেয় কি  
প্রাপ্য কি, এতন্নির্দারণ দ্বারা সেই সম্প্রদায়ের মূল মত নির্ণীত হয়। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বা-  
ভূতুতিঃ” এই শ্রুতি ধ্যেয়ের স্বরূপনির্দারক বলিয়া তিনি যখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং  
মুক্তাবস্থায় তাঁহারই অভূতবিতা হইয়া স্থিতি স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন, তখন এই শ্রুতি যে  
তৎসম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি তাহাতে কোন সংশয় নাই। ‘ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণের আকর’  
ইহা আমাদেরই অভূতুতি, এ অভূতুতি ব্রহ্মাভূতুতি নয় যদি এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে  
ব্রহ্মকে “অশেষ কল্যাণের আকর” ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট করিয়া তাঁহার উপাসনা অসিদ্ধ  
হইয়া যায়। এ বিশেষণগুলি অসিদ্ধ হইলে তাঁহার সম্প্রদায় একেবারে ভূমিসাৎ হয়।  
শরীরাত্মভাবে ঐক্যসাধনে রামানুজীয় সম্প্রদায়ের কোন বিশেষত্ব নাই, উহাতে শ্রীকর্তৃকৃত  
শৈবভাষ্যেরই বিশেষত্ব, এ অংশে রামানুজকৃত বেদান্তভাষ্য শৈবভাষ্যেরই ছায়ামাত্র। ব্রহ্মকে  
স্বাভূতবস্বরূপে গ্রহণ-করা এবং তদভূতবিরূপে জীবের নিত্য বাস, ইহাই রামানুজকৃত

ভাষ্যের বিশেষত্ব এবং এই এক বিশেষত্বের জন্য বেদান্তের পক্ষচতুষ্টয়মধ্যে ইহার স্থান  
অপরের অনধিগম্য। মাধবভাষ্য জাগ্রদবস্থাসমুচিত; রামানুজভাষ্য অন্তঃকৃত্তির রাজ্য  
স্বপ্নাবস্থাসমুচিত, এ নিমিত্ত উহা তদবস্থামধ্যে নিপতিত।

কেশুরঞ্জে মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট একই বায়ু যেমন ষড়্জাদি বিবিধ বিশেষত্ব অভিব্যক্ত  
করিয়াও বায়ুই থাকে, তেমনি পরাত্মা চিদচিদন্তর মধ্য দিয়া নানাপ্রকারে প্রকাশমান  
হইয়াও আপনি যাহা তাহাই থাকেন। প্রকাশমান বৈশেষ্যগুলি তিনি নহেন তাঁহার  
প্রকার, তাঁহার শক্তি, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার মহিমা, তাঁহার নিয়মনভূমি, তাঁহার অমু-  
ভবের অনুভাব, শ্রীমদ্রামানুজ যখন একথা বলিতেছেন, তখন তৎপ্রতি দোষারোপ সম্ভব-  
পর নহে। ব্রহ্মের তত্ত্বদুভববিশিষ্টত্ব বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের মূল, একথাও দোষযুক্ত নহে,  
কেন না প্রসঙ্গ ও অপ্রসঙ্গ, জ্ঞান ও বল ( চিৎ ও অচিৎ ), বিদ্যা ও অবিদ্যা, নাম ও রূপ  
জ্ঞেয়াকারে ব্রহ্মেতে নিত্য অবস্থিত বেদান্ত আপনি এ কথা বলিয়াছেন এবং সকল  
বাদীই ঐ সকল স্বীকার-করিয়া লইয়াছেন। প্রকাশমান যাহা কিছু সকলই সত্য মিথ্যা  
নহে, এ কথা বলাতেও আমরা তাঁহাতে কোন দোষ দেখিতে পাই না, বরং বেদান্তের  
প্রতি তাঁহার আনুগত্যই দেখিতে পাই।

শ্রীমদ্রামানুজকোষাদি দৃষ্টান্তানামপ্রামাণ্যমশ্রোতব্যাং শ্রোতব্যাং পৰ্য্যায়োদ্যতঃ ।

নির্কিশেষবৈতবাদিগণের প্রতি নিম্নাকীরণ যে এই দোষ দিয়াছেন, সবিশেষা-  
বৈতবাদিগণ সর্বথা সে দোষবর্জিত। জীব ও জগৎ ভগবদ্বিভূতি, এ নিমিত্ত উহাদিগকে  
তত্ত্বরূপে গ্রহণ-করিয়া শ্রীমদ্রামানুজ শরীরী স্বভাবে আত্মসিদ্ধান্ত স্থাপন-করিয়াছেন \* ।

শ্রুতিতে বহুধা ভেদদর্শন যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, উহা জগৎ ও জীব মিথ্যা বলিয়া নহে,  
কিন্তু জগৎ ও জীবের ব্রহ্মাত্মকতাদর্শনের বিরোধী ভেদদৃষ্টি দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে; ‘তিনি  
বহু হইলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি সে সকল শ্রুতি দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না। “দেবতীর্থাঙ্-  
মমুবাশ্বাবরাতি-ভেদ-ভিন্ন জগৎকে ব্রহ্মাত্মকরূপে অনুসন্ধান শাস্তির হেতু অভয়প্রাপ্তির  
হেতু ভয়ের হেতু নহে” ইহা যখন শ্রুতি আপনি বলিতেছেন, তখন নানাস্বদর্শনে ভয় হয়  
এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে,—এইরূপে ব্রহ্মেতে যে স্থিতিলাভ হয়, ভয় এই যে, কি  
জানি বা তদ্বারা সে স্থিতি বিঘটিত হইয়া যায়। সবিশেষবাদিগণ ঐশ্বর্য্য হইতে তদনুরূপ  
জ্ঞান জীবের প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্মরণঃ দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে আরোহণ ইহাদিগের  
পন্থা, নির্কিশেষবাদিগণের পন্থা ইহার বিপরীত, তাঁহারা অদৃশ্য পরাত্মা হইতে দৃশ্যে  
অবतरণ করিয়াছেন।

\* কুৎসস্ত চিদচিদন্তনঃ সর্বতত্ত্বাবস্থিতস্ত পারমার্থিকত্বৈব পরস্ত ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া রূপং  
শরীররূপতঃ শক্তিবিভূত্যাশিতৈস্তচ্ছন্দসামান্যধিকরণেন চাভিধায় তবিভূতিভূতস্ত চিদন্তনঃ  
অরূপণাবস্থিতমবিমিশ্রতমঃ ক্ষেত্রজরূপেণ স্থিতিকোজঃ। ক্ষেত্রজাবস্থায়ঃ পুণাগাপাত্মককর্ণরূপাভিধা-  
বেষ্টিতত্বেন স্বাভাবিকজ্ঞানরূপস্থানমুসন্ধানমচিৎপার্শ্বকারণতয়া অনুসন্ধানঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্ম  
সবিশেষঃ তবিভূতিভূতঞ্চ জগদপি পারমার্থিকমেবেতি, জ্ঞায়তে ।

সর্বঃ ধর্মিণঃ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি । শাস্ত্র উপাসীত । অব ধনু ক্রতুয়ঃ পুরুষো যথাক্রতুয়স্মিন্  
লোকে পুরুষো ভবতি তথেষতঃ প্রেতা ভুবতি । স ক্রতুঃ কুর্বীত ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরে ভারূপঃ সত্যসম্বল আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ  
সর্বমিদমত্যাগতোহবাক্যানাদয়ঃ ।

এবমজ্ঞানাহতহৃদয়েহুপায়ান ব্রীহের্কা যথাযা সর্বগাধা জ্ঞানাকাধা জ্ঞানাক্রতুজাধা এবং জ্ঞান-  
জ্ঞাহরে জ্ঞায়ান পুথিব্যা জ্ঞায়ানন্তরিক্ষাজ্ঞায়ান্ দিবো জ্ঞায়ানেভ্যো লোকেভ্যো ।

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমত্যাগতোহবাক্যানাদয় এবং ম জ্ঞানাহতহৃদয় এভদ্-  
ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি বস্ত্র ভাদকা ন বিচিকিৎসাতীতি ই ন্নাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ।

• শৈবসম্প্রদায়েব ভাস্যাকার ত্রীমচ্ছ্রীকর্ঠ এই শ্রুতির উপরে যে আপনার ভাষা স্থাপন-  
করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই । তিনি বলিতেছেন :—

পরমেশ্বর এবং মনোময়ত্বাদিধর্মস্বকঃ । কৃতঃ ? পরব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরশ্চৈব উপক্রমে ‘সর্বঃ ধর্মিণঃ ব্রহ্ম  
তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত’ ইতি সর্বকারণতোপাস্ত্বেনোপদেশাৎ, শ্রুতিতাৎপর্যাক—তজ্জলানিদং  
সর্বঃ—ব্রহ্মাধীনজন্মস্থিতিধ্বংসকমেতৎ সর্বঃ—চিদচিদ্রূপং ব্রহ্ম ধনু ইতি শাস্ত্র উপাসীত—ব্রহ্মৈতি ।  
যথা সাগরে সম্পন্নজন্মস্থিতিবিলয়বুদ্বুদ্ধকদম্বং তচ্ছরমেব দৃশ্যতে, তথা শক্তিমতি ব্রহ্মণি সম্পন্নজন্মা-  
দিকং তন্ময়ে চ তদ্ব্যতিরিক্তং কিং ন বোগলভ্যতে ।.....অতো ব্রহ্মণাপৃথক্ সিদ্ধজন্মস্থিতিপ্রবৃত্তিকদ্বাদন্ত  
জগতত্ত্ব্যতিরিক্ততা নাস্তি । ( ১ । ২ । ১ ) ।

“পরমেশ্বরই মনোময়ত্বাদিধর্মবিশিষ্ট । কেন না উপক্রমে ‘ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে  
অপৃথকভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া ; অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম । শাস্ত্র ভাবে উপাসনা  
করিবে’ এই বলিয়া সর্বকারণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই উপাস্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্রুতির  
তাৎপর্য এই যে, এ সমুদায় তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অপৃথকভাবে স্থিত, তাঁহার  
ক্রিয়া । স্মরণ্য ব্রহ্মাধীন জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসশীল এ সমুদায় নিশ্চয় চিদচিদ্রূপ ব্রহ্ম, এই বলিয়া  
শাস্ত্র হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে উহার উপাসনা করিবেক । সাগরে বুদ্বুদ্ধসমূহের যে জন্ম স্থিতি ও  
লয় নিশ্চয় হয় তাহা সেই সাগরসমুৎপন্ন বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সর্বশক্তিমান  
ব্রহ্মে যে জন্মাদি নিশ্চয় হয় তাহা তন্ময়েতেই হয় তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই উপলব্ধির বিষয়  
হয় না । ... যেহেতুক এই জগতের জন্ম স্থিতি ও প্রবৃত্তি ব্রহ্ম সহ অপৃথক থাকিয়া সিদ্ধ  
হয়, এজন্ত জগতের ব্রহ্মব্যতিরিক্ততা নাই ।”

প্রপঞ্চরূপা পরিচ্ছেদশূন্যা জ্ঞানানন্দসত্তা স্বভাবসিদ্ধা পরমশক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ ।  
তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার সর্বজ্ঞত্বাদি কিছুই সম্ভবপর নহে । ব্রহ্মরূপতাবশতঃ প্রপঞ্চ  
বোধাদির বিষয় নহে এ কথা সুস্পষ্টভাষায় তিনি বলিয়াছেন :—

সকলচিদ্রিৎপ্রপঞ্চমহাবিভূতিরূপা মহাসংবিদানন্দসত্তা দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্যা স্বাভাবিকী  
পরমশক্তিঃ শিবস্ত নরূপণ গুণন্ত ভবতি । তদ্ব্যতিরেকেণ ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিঃ সর্বকারণত্ব-  
সর্বনিয়ন্তৃত্ব সর্বোপাস্ত্বত্ব-সর্বানুগ্রাহকত্ব সর্বপুরুষার্থহেতুত্বাদিকং সর্বগতত্বক ন সিদ্ধ্যতি ।... ‘সর্বঃ



খবির ব্রহ্ম' ইতি সৰ্ব্বেচিৎপ্রপঞ্চশরীরকং ব্রহ্মাভিধীয়তে, ততো ব্রহ্মরূপত্বাৎ প্রপঞ্চত্বং যোদ্যাদ্যবিষয়-  
ত্বাৎ শাস্তং এব ব্রহ্মোপাসীত। (১।২।১)।

তিনি তাঁহার বিশিষ্টাধৈতবাদিত্ব এইরূপে সমর্থন-করিয়াছেন :—

মহু তদনন্তত্বমিত্যভেদপ্রতিপাদনাৎ প্রপঞ্চব্রহ্মণোৰ্ভেদাভেদঃ সাধিতোক্তবতীতি চেৎ, ন. ভেদা-  
ভেদকল্পং বিশিষ্টাধৈতং সাধয়ামঃ। ন বরং ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োৱাত্মত্বম্বেব ভেদবাদিনো ঘটপটয়োৱিষ্য তদ-  
নন্তত্বপরত্ববিবোধঃ, ন চ ভেদাভেদবাদিনোবস্তুবিবোধঃ কিন্তু শরীরশরীরিণোৱিষ্য গুণগুণিনো-  
ৱিষ্য কার্য্যকারণত্বেন বিশেষণবিশেষ্যত্বেন বিনাস্তাবরহিতত্বম্। ন হি যুধিনা ঘটো দৃষ্টতে নীলিমানং  
বিনা চোৎপলং, তথা ব্রহ্ম বিনা প্রপঞ্চশক্তিস্থিতিঃ শক্তিব্যতিরেকেণ ন কদাচিদপি ব্রহ্ম বিজ্ঞায়তে  
বহিরিবোধ্যঃ বিনা। যেন বিনা বস্তু জায়তে তন্তেন বিশিষ্টমেব, তদ্বৎ তস্য স্বভাব এব। অতঃ  
সৰ্ব্বথা প্রপঞ্চাবিনাস্তং ব্রহ্ম। তদ্বাদনন্তমিত্যুচ্যতে। ভেদশ্চ স্বাভাবিকঃ। ততশ্চ বিশ্ববাদাধিক-  
মেব পরং ব্রহ্ম। কারণত্বং কার্য্যত্বং বাহ্যং "ন তু দৃষ্টান্তাভাবাৎ" ইত্যত্র নিরূপিতম্। তদ্বাদভেদেদ  
প্রতীমানবিলম্ব এবাং মার্গঃ। (২।১।২২)।

সিদ্ধিচিৎকল্পরীকস্য পরব্রহ্মণঃ শিবস্য কারণতয়া কার্য্যতয়াচাবস্থানে গুণদোষব্যবহারাৎ দৃষ্টান্ত-  
পক্ষসম্ভাবাৎ তত্র বেদান্তবাক্যসামরস্যমসমঞ্জসং ন ভবতি। কথম্? যথা শরীরস্য মনুষ্যাত্মাত্মনে  
বালত, যুবত, স্থবিরত,াদিত্যবেহপি বালত,াদয়ঃ শরীরএব মনুষ্যাত্মাত্মনে তদ্বদাত্মপি, শরীরভূতচিৎচিৎক-  
লপতাজ্ঞানবিকারাদিনিষ্টানি শরীরভূতে চিৎচিৎকল্পমেব তিষ্ঠন্তি নিরবতন্ত,াবিকারিত, সার্বজ্ঞ-ন্যত্যসকল-  
জ্ঞানর আত্মভূতে পরব্রহ্মণি। (২।১।২)।

"কার্য্য ও কারণের অনন্ততা প্রতিপাদন-করাতে প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের কি ভেদাভেদ  
সাধিত হইতেছে না? না, আমরা ভেদাভেদসদৃশ বিশিষ্টাধৈত সাধন-করিতেছি। ঘট  
ও পটের মত আমরা ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের অত্যন্ত ভেদবাদী নহি, কেন না সেরূপ করিলে  
যে সকল শ্রুতিতে কার্য্য ও কারণের অনন্ততার উল্লেখ আছে, সে সকলের সহিত বিরোধ  
উপস্থিত হয়। আমরা ভেদাভেদবাদীও নহি, কেন না একই বস্তু ভেদ ও অভেদ  
হইতে পারে না। তবে আমরা বিশিষ্টাধৈতবাদী, কেন না উহাতে শরীর ও শরীরীর মত  
গুণ ও গুণীর মত [ভেদ ও অভেদ উভয়ই সম্ভবপর]। মৃত্তিকা এবং ঘট, গুণ ও গুণী  
এ দুইয়ের একটিতে কার্য্য ও কারণত্বে আর একটিতে বিশেষণ ও বিশেষ্যত্বে নিত্যামুহ্যত-  
তাবশতঃ প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্তত্ব; কেন না যুধিনা যেমন ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না  
নীলিমা বিনা উৎপল দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি উষ্ণ বিনা অগ্নির মত শক্তি  
বিনা ব্রহ্ম কদাপি জ্ঞানের বিষয় হন না এবং ব্রহ্ম বিনা প্রপঞ্চশক্তির স্থিতি জ্ঞানের  
বিষয় হয় না। যাহা বিনা যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় না তাহা তবিশিষ্ট এবং তাহাই  
তাহার স্বভাব ও তত্ত্ব। সুতরাং ব্রহ্ম সৰ্ব্বথা প্রপঞ্চ সহ নিত্যামুহ্যত; অথচ ভেদও  
স্বাভাবিক এবং পরব্রহ্ম বিশ্ব হইতে অধিক। কারণত্ব ও কার্য্যত্বের গুণদোষের ব্যবস্থা  
কিরূপে হয় তাহা 'ন তু দৃষ্টান্তাভাবাৎ' এই হত্রে নিরূপিত হইয়াছে।"

"চিদচিৎকল্পবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শিবের কারণ ও কার্য্যরূপে স্থিতিতেও গুণ ও দোষের  
ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে তাহার যখন দৃষ্টান্ত আছে, তখন বেদান্তবাক্যসমূহের সমরস-

তার কোন অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে না। কেন? না, মহাব্যাদি আত্মার শরীরে বাসস্থ-  
যুবস্ববিরহাদি থাকিলেও আত্মাতে যেমন সুখ, তেমনই এখানেও শরীরভূত চিদচিহ্নভূত  
অজ্ঞানবিকারাদি যে অনিষ্ট আছে তাহা শরীরভূত চিদচিহ্নভূতই থাকে, নির্দোষ অবি-  
কারি স্বর্গজ্ঞ ও সত্যসত্ত্ববাদি আত্মভূত পরব্রহ্মেই অবস্থান করে।”

শ্রীমদ্রামায়ুজ পরব্রহ্মকে স্বাহুভবস্বরূপ বলিয়াছেন, শ্রীমচ্ছ্রীকর্তৃ পরব্রহ্মেরও বাহ্যে-  
স্ত্রিয়নিরপেক্ষ মন আছে এই নির্ধারণ করিয়া মুক্তপুরুষ যেমন তেমন পরব্রহ্মও মনের  
দ্বারা আনন্দভোগ করেন এই মত স্থাপন করিয়াছেন।

‘মনসৈতান্ কামান্ পশুন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে’ ইতি বাহ্যেস্ত্রিয়াদ্যভাবো হি মুক্তস্ত অরূপে  
‘সত্যাত্মপ্রাণারামঃ মন আনন্দম্’ ইতি। আত্মস্তেবারামো ন বাহ্যে, মনস্তেবানন্দো ন বাহ্যে করণে  
ইতি হি তত্র নিরুক্তিঃ (৪।৪।১১)।

অত্র সচ্চিদানন্দরূপপরমার্থাকাররূপং ব্রহ্ম স্বরূপানন্দং মনসৈবাহুভবতি বাহ্যকরণনিরপেক্ষমিতি সিদ্ধং  
‘মন আনন্দম্’ ইত্যনেন। ইদমেব জ্ঞাপকঃ ব্রহ্মভাবমাপন্নানাং মুক্তানাং নিরতিশয়স্বরূপানন্দাহুভব-  
সাধনং বাহ্যকরণনিরপেক্ষমন্তঃকরণমভীতি। (১।১।২)।

ব্যাখ্যাকর্তা দীক্ষিত এখানে ‘মন আনন্দম্’ এই শ্রুতির ভট্টভাস্করকৃত ব্যাখ্যা তুলিয়া  
ঈদৃশ ব্যাখ্যার সমর্থন-করিয়াছেন :—

ভট্টভাস্করোপি বজ্রকোরাগ্যকভাবো ‘মন আনন্দম্’ ইতি বাক্যমিথমেব ব্যাখ্যায়োক্তম্ ‘ইদমেব  
লিঙ্গং মুক্তান্মনাধীষতঃ চ মনোবিশেষোহন্তীত্যত্র’ ইতি।

শিবাচার্য্য শ্রীকর্তৃকৃত ভাব্য সুস্থ্যবস্থাসমুচিত, একরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি,  
তৎপ্রদর্শন প্রয়োজন। তাঁহার মতে স্বাধীন অপ্রাকৃত বিগুণ বাগিন্দ্রিয়াদির সহিত  
সম্বন্ধবশতঃ মুক্তব্যক্তি প্রাকৃত প্রপঞ্চ দেখেন না। পরব্রহ্মই নিরতিশয়ানন্দ প্রপঞ্চাকার  
হইয়া তাঁহার দর্শনগোচর হন। একরূপ দর্শনের কারণ সুস্থ্যস্বরূপ ভূমী পরমপুরুষে মগ্ন  
ভাবে স্থিতি। এ সম্বন্ধে তাঁহার মীমাংসা এই :—

মম পূর্বত্রাধিকরণে ‘নিরঞ্জনঃ পরমঃ সাম্যমুপৈতি’ ইতি মুক্তানাং ব্রহ্ম সাদৃশ্যমভিহিতম্। ততো  
ব্রহ্মণঃ সাব্যুপগম্যগতা মুক্তান্মনন্তংপৃথগ্ভূতা বর্তন্ত ইতি সিদ্ধম্। ‘যত্র নান্তং পশুতি নান্তচ্ছ্ণোতি  
নান্তাভিজ্ঞানতি স ভূমী’ ইতি ভূমশব্দবাচ্যে ব্রহ্মণি দৃষ্টে ভগ্নিভেদপ্রপঞ্চদর্শনাদিনিবেধঃ ক্রিয়তে।

কথমিদং সাক্ষ্যতামিতি চেৎ, ত্বমি প্রত্যকে ‘নান্তং পশুতি’ ইত্যাদেয়মভিপ্রায়ঃ। নিরতিশয়স্ব-  
স্থ্যভাবে যস্মিন্ সাক্ষ্যকৃত্তে সুখান্তরাভিলাষেণ রূপাদিবিষয়দর্শনাদৌ ন প্রবর্ত্ততে স্বয়ং পুরুষঃ, স  
ভূমী ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মেতি ব্রহ্মানন্দলবণপরমাণবো হি বিষয়স্বথবিশেষঃ, তথা হি শ্রুতিঃ ‘এতস্তেবানন্দস্তা-  
ন্তানি ভূতানি মাত্মানুপজীবন্তি’ ইতি। তস্মাদিহ ব্রহ্মণি ন বৈতনিবেধপ্রসক্তিঃ।

এপ্রক্ষে সত্যোয কথং মুক্তানামপুরুষার্থস্ত তত্ত্ব দর্শনং পরিত্রিয়ত ইতি ন বিচার্য্যম্। ন হি মুক্তান্মনা  
প্রাকৃতপ্রপঞ্চোদর্শনবিষয়ঃ কিন্তু নিরতিশয়ানন্দস্বরূপং ব্রহ্মৈব প্রপঞ্চাকারেণ দর্শনগোচরো ভবতি।  
তথাহি শ্রুতিঃ ‘এতৎ ততো ভবতি। আকাশশরীরঃ ব্রহ্ম সত্যাত্মপ্রাণারামম্’ ইতি ‘প্রাপ্নোতি বাক্  
পতিম্’, ‘প্রাপ্নোতি মনশ্চতিম্’ ইত্যাদিনা মুক্তাত্মা প্রাপ্তঃ। তত্র ‘বাক্পতিম্’ ইত্যাদিনা স্বাধীনঃ  
প্রাকৃতবিগুণবাগিন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধ উক্তঃ। তত্র পুনস্তাদৃশাবস্থাপ্রাপ্ত্যনন্তরমভ্যাসানং প্রাকৃতপ্রপঞ্চ

জালমাকালশরীরঃ চিদম্বরপ্রকাশশরীরঃ ব্রহ্মৈব ভবভীতি তাৎপর্যবহুত্বার্থঃ। ততো মুক্তানাং ব্রহ্মণা সাদৃশ্যঃ; তৎসমরসীভূতপ্রপঞ্চদর্শিত্বমিতি সর্বঃ সমীচীনঃ। (১।৩।২)।

দৃশ্যমান সমুদায় বিষয়ের প্রাকৃতভাব তিরোহিত হইয়া গেল, সকলই আনন্দের কারণ-করিল, মুক্তব্যক্তির দৃশ্যকৃত্যাদি প্রাকৃত বিষয় নহে কিন্তু তৎস্থলে আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। এটি কি সম্ভব? হাঁ! সম্ভবস্থাই বটে, কেন না সম্ভবস্থার বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই “হা হা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃশ্যকৃত্য বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি দেখিবেন।” দৃশ্যমান জগৎ এখন তাঁহা হইতে বিভক্ত নাই, স্তব্ধতা উহাকে তিনি দেখেন না বটে কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তিনি নিত্য অমু-  
হ্যত, দৃশ্যকৃত্যের অবিলোপবশতঃ সেই আনন্দময় পরব্রহ্মকে তিনি দর্শন করেন। দৃশ্যকৃত্য-  
সম্বন্ধে যেমন শ্রবণশক্ত্যাদিসম্বন্ধেও সেই একই কথা। তাই উপনিষৎ সম্ভবস্থাসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—“সলিলে সলিলসদৃশ একমাত্র দ্রষ্টা দ্বিতীয়শূন্য হন। হে সত্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক.....। ইহাই ইহার পরমগতি, ইহাই ইহার পরমসম্পদ, ইহাই ইহার পরমলোক, ইহাই ইহার পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে।” “এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে” এই শ্রুতির বলে শ্রীমচ্ছ্রীকর্তৃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রপঞ্চদর্শনাদিজন্ত সূত্র ব্রহ্মানন্দেরই কণা, স্তব্ধতা ব্রহ্মোক্তে দ্বৈতবস্তুনিষেধ নিশ্চয়োজন, কেন না আনন্দ ভিন্ন তাঁহাতে আর কিছুই নাই। সমুদায় প্রপঞ্চ সেই আনন্দেরই কণা।

শাকর সম্প্রদায়।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাঙ্গানমেবাবৎ। অহং ব্রহ্মস্মীতি। বৃহ ৩।৪।১০।

শ্রীমচ্ছ্রীকর্তৃ শাকর সম্প্রদায়কে নিরসনবাদী নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মধ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকর্তৃ পর্য্যন্ত সকলেই অস্বয়বাদী, কেন না ইহার জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধ নিত্য ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছ্রীকর্তৃ একা নিরসনবাদী, কেন না তিনিই কেবল জগৎ ও জীবের সহিত অসম্বন্ধ ব্রহ্মকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “অখাত আদেশো নেতি নেতি” (৪।৩।৬) শ্রুতির এ অংশের অর্থ অস্বয়বাদিগণের মতে ‘এই পর্য্যন্ত নয় এই পর্য্যন্ত নয়’ নিরসনবাদী ভাষ্যকারের মতে মূর্ত্তও নয় অমূর্ত্তও নয়। মাণ্ডুকা উপনিষৎকে আমরা সমুদায় উপনিষদের ব্যাখ্যাস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে আমরা তুরীয়ে বর্ণনস্থলে দেখিতে পাই :—“যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়প্রজ্ঞ নন, প্রজ্ঞানময় নন, প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অব্যাপদেশ্য, একান্তপ্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। ইহাকেই পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।” (৭১পৃ)। এখানে আমরা

দেখিতে পাইতেছি, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও তদন্তরালে এবং পরা ও অপরা প্রকৃতিতে যিনি স্থিতি করেন তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তুরীয় গৃহীত হইয়াছেন ; নিবেদনস্থলে প্রাজ্ঞকে গ্রহণ করা হয় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত করিয়া শ্রুতি নিবৃত্ত হইয়াছেন তাহা নহে, জীব-ও-জগৎ-সংসৃষ্ট বহিঃপ্রজ্ঞাদির নিবেদন করিয়া ‘একাত্মপ্রত্যয়সার’ এই বাক্যে ঐহাদিগের নিবেদন হইল তাঁহাদিগের মধ্যে যে পরাত্মার স্থিতি আছে জগৎ ও জীবকে পরিহার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন সর্বপ্রকার বিশেষত্ব এস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে এ কথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না ‘শাস্ত শিব ও অঐত’ বলাতে তুরীয়েতে বিশেষত্ব উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শিবনামেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমদ্রামানুজ শিবশব্দের কল্যাণার্থগ্রহণপূর্বক অশেষ কল্যাণ-গুণ ব্রহ্মেতে স্বীকার করিয়াছেন। যে শ্রুতিটাকে আমরা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের মূল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই শ্রুতিস্থ ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ বাক্যের ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, কেন না “তন্মাং তৎ সর্বমভবৎ” এ অংশ এই বলিতেছে যে, যেহেতুক তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান ( ৩৮৫পৃ ) তাই তিনি সকল হইলেন ( ৩৮১পৃ )। “তে যদন্তরা তদব্রহ্ম” ( ১৩৫পৃ ) এ শ্রুতি ব্রহ্মকে এইরূপই নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমতঃ ‘নামরূপ ঐহাং মধ্যো’ এই অর্থ করিয়া তৎপর ‘যিনি সেই নামরূপের মধ্যে নামরূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া আছেন’ এই অর্থ করিয়াছেন। এ উভয় অর্থেই ব্রহ্ম সহ সম্বন্ধ হইয়া নামরূপের নিত্যকাল স্থিতি প্রকাশ পাইতেছে। মাণ্ডুকা তুরীয় ব্রহ্ম হইতে প্রাজ্ঞকে (ঈশ্বরকে) স্বতন্ত্র করেন নাই, শ্রীমচ্ছঙ্কর তাহা করিতে গিয়া অকুতার্থ হইয়াছেন ; কেন না ব্রহ্ম জগৎকারণ এ কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। শক্তি বিনা জগৎকারণত্ব সম্ভবে না, সূত্ররাং শক্তিও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যচক্ষুঃসুখভাবঃ শরীরাদধিকমন্তঃ তদ্ব্যং জগতঃ সৃষ্টৃ ক্রমঃ।

( ২।১।২২ )

ব্রহ্মেতে অনভিযাক্রাবস্থায় অবস্থিত সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত নাম ও রূপ সেই শক্তি, ইহা তিনি আপনি বলিয়াছেন। নামরূপ আছে ইহাও বলা যায় না নাই ইহাও বলা যায় না, এজন্তই এই শক্তি অনির্দেয়নীয়। এই আছে এই নাই জগতের এই স্বভাব দেখিয়া বৌদ্ধগণ ‘অস্তি নাস্তি’ সাধারণ লোকের নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন এবং এ মত সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, সূত্ররাং শ্রীমচ্ছঙ্করের এ মত বুদ্ধিগম্য নহে ইহা বলা যাইতে পারে না, তবে জগৎ ও জীব মিথ্যা এমত বেদান্তসম্মত বলিয়া উপস্থিতকরা বিচারসহ নহে।

ব্যবহারাবস্থায়াজ্ঞাতঃ স্তাবগণীষরাদি ব্যবহারঃ। পরমাণীবহ্মায়ামীশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারভাবঃ ( ২।১।১৪ )।

এই দুটা কথায় শ্রীমচ্ছঙ্করের সমগ্র মত সংক্ষেপে প্রকাশ পায়।

উপরে যেরূপ বলা হইল তাহাতে শ্রীমচ্ছঙ্কর আপনার মতকে বেদান্তসম্মত বলিয়া কিরূপে উপস্থিত করিলেন ? অন্ত্যন্তবাদিগণ জগতের বিভক্তাবস্থা শ্রীমচ্ছঙ্কর অবিতক্তা-

বহা গ্রহণ-করিয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন, এ সত্য হৃদয়কম করিলে আর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে না। অবিভক্তাবস্থা হইতে বিভক্তাবস্থায় সমাগম, বেদান্তের সর্বত্র যখন বর্ণিত আছে এবং যোগে অবিভক্তাবস্থা উপস্থিত হয়, ইহা যখন বেদান্তের হিরতর মত, তখন শ্রীমচ্ছঙ্করকে বেদান্তবিরোধী মতের স্থাপয়িতা বলিয়া তৎপ্রতি দোষারোপ অবিচার। অবিভক্তাবস্থা সকলের মূল, সেই মূল হইতে তিনি জগৎ ও জীবে অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি নিন্দনীয় হইবেন কি প্রকারে? ব্রহ্ম চিরশক্তিসমম্বিত, তিনি কখন নিরীক্শেব হইতে পারেন না, অম্বয়বাদিগণের এ নির্দেশ চিন্তাপ্রণালীর প্রতি উপেক্ষা-করিয়া নিবন্ধ হইয়াছে। কোন একটি বস্তুকে সর্বসম্বন্ধবিবর্জিত করিয়া চিন্তা করিতে না পারিলে সে বস্তুটি আপনি কি ইহা কখন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, হুঁড়রাং সম্বন্ধসত্ত্বেও সম্বন্ধবিবর্জিত করিয়া চিন্তা করা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রণালী, এ প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া অবিমিশ্র-বস্তুনির্ণয় কদাপি সম্ভবে না। এ সম্বন্ধে যে তাঁহার পরিষ্কার জ্ঞান ছিল না এ কথাই বা আমরা কি প্রকারে বলিব? লয়প্রণালীতে জগৎ উড়াইয়া দেওয়া জ্ঞানে সিদ্ধ হয় কার্যতঃ হয় না, এ কথা যখন তিনি বলিয়াছেন, তখন তিনি স্বেচ্ছাশী ছিলেন এ কথাই বা কি প্রকারে বলা যায়? ব্রহ্ম চিরশক্তিমান্ এ কথা কি আর তিনি কখন অস্বীকার করিয়াছেন? তিনি তো বলিয়াছেন,

প্রলয়মানমপি চেৎ জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে শক্তিমূলমেব চ প্রভবতীতরণাং কস্মিন্ কন্ত-  
প্রসঙ্গাৎ (১।৩।৩০)।

তিনি কার্য ও কারণের নিয়ত একরূপ অভিন্নভাবে স্থিতি পরিগ্রহ-করিয়াছেন যে কার্য ও কারণের ভেদ বা আশ্রয়াশ্রিত্যব স্বীকার না করিয়া কারণের সংস্থানমাত্রকে তিনি কার্য বলিয়াছেন।

ন হি কার্যাকারণয়োৰ্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিত্তিরভ্যুপগমাতে। কারণশ্চৈব সংস্থানমাত্রঃ কার্যামিত্যভ্যুপগমাৎ (২।২।১৭)।

আধুনিকগণ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশকেই দৃশ্যমান বিষয়সমূহ বলিয়া নির্দেশ-করেন। শক্তিই তাঁহাদের মতে আদিকারণ। শ্রীমচ্ছঙ্করমতে কারণের আত্মভূত শক্তি শক্তির আত্মভূত কার্য, কার্য কারণের সংস্থানমাত্র। তাঁহার একরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে উৎপত্তির পূর্বে যেমন তেমন পরেও কার্য কারণের অনতিরিক্ত হইয়া স্থিতি করে।

যদ বধাশ্বনা যদ ন বর্জতে ন তৎ তত্র তত উৎপাদ্যতে বধা সিকতাভাত্তুলম্। তদ্বাৎ প্রাপ্তংপত্তে-  
রনন্তত্বাদুৎপন্নমণ্যনন্তমেব কাবপাৎ কার্যামিত্যবগমাতে (২।১।১৬)।

কার্য ও কারণ একরূপ অনতিরিক্ত হইয়াও কি প্রকারে ভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা তিনি সমুদ্র ও তাহার ফেনবুদ ও তরঙ্গাদির দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সমুদ্রাহবকাঅনোহনন্তভেদপি তথিকারাপাং কেনবীচিতরনবুদ্ধ্যাদীনামিতরেতরবিভাগ ইতরেতর-  
জ্ঞানৈবাদিনকপঞ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে (২।১।১০)।

ভস্মতে অসুপ্তি ও প্রলয়েতেও জীবের বুদ্ধিসহকারে সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না; বহি বিলুপ্ত

হইত তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিতে জগৎ পুনরায় প্রতিভাত হওয়া কখন সম্ভবপর হইত না।

অরমপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাক্তনা বিদ্যমানএব সুবৃষ্টিপ্রলয়রোঃ পুনঃ এবোধপ্রসবরোরাধিবর্তি।  
এবং হেতুহ্রাস্যতে। ন হ্যাকস্মিকী কন্তুচিহ্নংগতিঃ সম্ভবতি অতিপ্রসঙ্গাৎ (২।৩।৩১)।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নয়নগোচর হয়, সে সকল তত্ত্বৎকারণমধ্যে নিয়ত কাল বিদ্যমান থাকে, যদি না থাকিত তাহা হইলে যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন অভিল-  
ষিত বিষয় আমরা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতাম। তিনি তাই স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছেন :—

দধিঘটচক্ৰান্ত্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরযুক্তিকাম্বর্ণাদীহৃৎপাদীয়মানানি লোকে  
দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যার্থিভিস্তিকোপাদীয়তে, ন ঘটাদ্যর্থিভিঃ ক্ষীরম্। তদসংকার্যবালো নোপ-  
পজ্ঞতে (২।১।১৮)।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি শুক্লিতে রজতভ্রান্তি—দুটির একটি সত্য না হইলে যে কদাপি  
ঘটিতে পারে না, একথা কিছু তাঁহার অবদিত ছিল না, সুতরাং এ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি  
বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন-করিয়াছেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। মাণ্ডুক্য ভাষ্যে তিনি  
বলিয়াছেন :—

ন হি রজতসর্পপুরুষযুক্তিকাদিবিবর্তনঃ শুক্লিকারজ্জ্বাণবরাদিব্যতিরেকেণাবস্থাংশদাঃ শক্যাঃ  
কল্পয়িতুন্।

জীব সম্বন্ধে অত্মাত্মবাদিগণ সহ তাঁহার যে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহাও কার্যতঃ কিছু  
নয় বলিলে অতুক্তি হয় না, কেন না জীবের অনাদি কাল হইতে স্থিতি তিনি অস্বীকার  
করেন নাই। জগৎ যেরূপ ব্রহ্মসত্ত্বাসাপেক্ষ জীবও সেইরূপ ব্রহ্মসত্ত্বাসাপেক্ষ, তৎসত্ত্বায় জীব  
ও জগতের সত্যত্ব; ‘সদাশ্রুনা সত্যত্বমভূাপগমাৎ’ এ কথা বলাতে জীব মিথ্যা হইয়া যাই-  
তেছে না। প্রলয়ে জীবের স্থিতি তিনি যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা উপরে প্রদর্শিত  
হইয়াছে, আত্যন্তিক লয়ে জীব ও জগৎকে মিথ্যাত্ব করিয়া দিয়া তিনি কেবল ব্রহ্ম-  
মাত্রকে অবশেষ রাখেন, অত্মাত্ম আচার্য্যগণ তখনও স্পষ্টভাবে জীব ও জগতের ব্রহ্মেতে  
স্থিতি মানেন, এ প্রভেদ আমাদের মতে অকিঞ্চিৎকর। আত্যন্তিক লয়ের পর যদি আবার  
জগৎ ও জীবের অভ্যুদয় না হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ে বিচার বৃথা, কেন না সে অবস্থা  
আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না, বুদ্ধিগোচর করিতে গেলে যে ব্যক্তি উহা বুদ্ধিগোচর করিবে  
সে আপনার সত্তা অবিলম্বে না রাখিয়া বুদ্ধিগোচর করিবে কি প্রকারে? প্রতিলয়ের অন্তে  
জীব ও জগতের অভ্যুদয় হয় এ কথা বলিয়া ব্রহ্মেতে স্পষ্টভাবে জীব ও জগতের স্থিতি  
যখন তিনি মানিতেছেন, তখন তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ভগবদ্ভাজা বিনা সংসার  
হয় না, তাঁহার অনুরোধ বিনা মোক্ষসিদ্ধি হয় না, এ কথা যখন তিনি বলিতেছেন তখন  
তাঁহার সহিত কোন বাদীরই বিবাদে প্রবৃত্ত না হওয়াই যুক্তিবৃত্ত, কেন না অযুক্ত  
বিষয় ভ্রম ইচ্ছা-করেন বা ইচ্ছা-করেন না এটি আমাদের মতমাত্র, এ সম্বন্ধে নির্বাক্ত

বিফল। ঈশ্বরের আজ্ঞা-ও-অনুগ্রহবিষয়ে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সকল বাদীরই শিরোধার্য।

অনিচ্ছাবস্থায় কাৰ্য্যকারণসংঘাতাবিবেকদর্শিনো জীবতাবিদ্যাতিমিরাক্ত সতঃ পরমাদান্বনঃ কৰ্ম্মাধ্যক্ষাৎ সৰ্ব্বভূতাবিবাং সাক্ষিগণ্ডেতরিতুরীষরাৎ তদনুজ্ঞা কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃস্থলক্ষণং সংসারত্বে সিদ্ধিঃ তদনুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন যোক্তসিদ্ধিৰ্ভিতুমহতি ( ২।৩।৪১ )।

এতদূর যাহা বলা গেল তাহাতে শ্রীমচ্ছঙ্কর এবং অত্মাত্ম বাদিগণের মধ্যে বিরোধের কারণ অতি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইল। বিরোধ প্রথমতঃ প্রণালীগত; তাঁহারা জগজ্জীব হইতে পরাত্মাতে আরোহণ করিয়াছেন, ইনি পরাত্মা হইতে জগজ্জীবে অবরোহণ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন;—

সৰ্ব্বভূতাত্মক ব্রহ্মান্তিপ্রসিদ্ধিঃ। সৰ্ব্বোক্তাত্মাত্তিত্বং প্রত্যোতি ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাত্তিত্বং প্রসিদ্ধিঃ ত্বাৎ সৰ্ব্বো লোকে নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম (১।১।১)।

আমি আছি ( অহমস্মি ) এই সৰ্ব্বজনের অনুভবকে তিনি নিজকৃত ভাষ্যের মূলভিত্তি করিয়াছেন। উপনিষদগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক নিরতিশয় আধ্যাত্মিক, শ্রীমচ্ছঙ্কর উহাকেই নিজমতস্থাপনের নিমিত্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, অত্মাত্ম উপনিষদগুলিকে ব্যাবহারিক পক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছেন। দৃষ্টাদৃশ্ত যাহা কিছু সকলই তন্মতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সত্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে নহে। আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় স্বপ্নসৃষ্টি পারমার্থিক নহে এ কথা বলিয়াও যে তিনি বলিয়াছেন,

ন চ বিজ্ঞাদিসৰ্গভাপাত্যন্তিকসত্যত্বম্ভি ( ৩।২।৪ )।

“আকাশাদি সৃষ্টিও আত্মান্তিক সত্য নয়,” তাহাতে দৃশ্যমান জগৎ স্বপ্নবৎ হইতেছে না, কিন্তু উহাতে নিয়ত রূপান্তরতা আছে বলিয়া ব্রহ্মের ত্রায় উহা আত্মান্তিক সত্য নহে ইহাই আসিতেছে।

একরূপেণ স্ববস্থিতো বোধর্থঃ স পরমার্থঃ ( ২।১।১১ )।

ব্রহ্মই কেবল নিয়ত ব্রহ্মরূপেই স্থিতি করেন, আকাশাদি সেরূপ নহে, স্তরস্তর উহার ব্রহ্মবৎ আত্মান্তিক সত্য কিরূপে হইবে?

প্রাক্ চ ব্রহ্মান্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি ( ৩।২।৪ )।

যত দিন না ব্রহ্মান্বদর্শন হয়, ব্রহ্মে সমুদায় জগৎ বিলীন হইয়া এক ব্রহ্মরূপই দর্শনের বিষয় হন, তত দিন আকাশাদি সমুদায় যেমন আছে তেমন দেখায়, এ কথা বলাতে শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠের সহিত ইহার মতের একতা ঘটিয়াছে। তবে প্রভেদ এই যে, জগৎকে স্বপ্নবৎ দর্শন করাকেই ইনি সিদ্ধাবস্থা বলিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠ স্বপ্ন নয় আনন্দে মগ্নতাবকেই সিদ্ধের লক্ষণ করিয়াছেন।

অত্মাত্ম আচার্য্যগণের সহিত ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক লইয়া যে বিরোধ তাহা এক ‘ব্রহ্মান্বদর্শনে’ নিবৃত্ত হইতেছে, যথার্থ বিরোধ জীবকে লইয়া। তাঁহার মতে জীব ও

অন্ধে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই, একই বস্তু। স্বাভাবিক স্রষ্টা মতের বিরোধী তাঁহাদিগেরই মতখণ্ডনের জন্য তাঁহার এই ভাষ্যরচনা।

ডেবাং সর্বেসামান্যৈকত্বসম্যগ্গর্হণপ্রতিপক্ষত্বতানাং প্রতিবেদ্যায়ৈদং শারীরকমারকমেকএব পরমে-  
শ্বরঃ কুটস্থনিভ্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যায়া মায়য়া মায়্যাবিবদনেকথা বিভাব্যতে নাট্যোবিজ্ঞানধাতুরভীতি  
(১।৩।১১)।

সুতরাং অপরের মতখণ্ডনে অতিশয় নির্বন্ধবশতঃ “জাজ্ঞো জীবজীবীশনীশো” (২২।১১ [৯]) ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অতি স্পষ্ট হইলেও উহাদের ভাবান্তর ঘটাইতে তিনি যত্ন করিয়াছেন। যে বৃহদারণ্যক তাঁহার ভাষ্যরচনার অবলম্বন, সেই বৃহদারণ্যকও জীবের আদি হইতে অপূর্ণতা এবং ভগবদর্চনায় তাহার সামর্থ্য স্বীকার-করিয়াছেন (৩৭২। ৩৬৬পৃ), অথচ তিনি তাহা গণনায় আনেন নাই। এখানেই অত্যাশ্চর্য্যবাদিগণ অতি দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতখণ্ডন করিয়াছেন, এবং সে সকল খণ্ডনের যে উত্তর নাই, তাহা বলি অতিরিক্ত। নামরূপ জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় এবং জ্ঞেয়ত্ববশতঃ উহারা যেমন অপরিহার্য্য তেমনি জীবও তাঁহার জ্ঞেয়, এ কথা বলিলে কোন গোল থাকিত না। স্বয়ং শ্রুতিই যখন ‘প্রজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞকে’ পরাস্বা হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তখন তিনিও যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে কি ক্ষতি হইত? তিনি জীব ও প্রাজ্ঞকে এক করিয়াছেন (১।৪।৬) ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে শ্রুতি প্রজ্ঞের মত প্রাজ্ঞকেও নিষেধের বিষয় করিতেন, নিষেধ না করিয়া প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মকে একই বস্তু করিতেন না। প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্ম শিবস্বরূপে এক তিনিও পাকতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যদি না করিতেন তাহা হইলে পরাস্বার আজ্ঞা ও অনুগ্রহ কখন মানিতেন না। যাক, যখন তিনি আত্মস্তিক লয়ের পূর্বে জীবের জীবরূপে স্থিতি স্বীকার-করিয়াছেন, আত্মস্তিকলয় বিবাদাস্পদ, তখন অপরাপর আচার্য্যগণের সঙ্গে এ মতভেদ আমাদের মতে অকিঞ্চিংকর \*।

বেদান্তসম্মত চারিটী অবস্থার সঙ্গে এই চারিটি সম্প্রদায়ের যোগ আমরা প্রদর্শন করিলাম, বিষ্ণুস্বামি-ও-নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের মত যখন ইহাদেরই মিশ্র তখন আর সে

\* ইশ্বরানুগ্রহে মল অপনীত হইয়া জীব ও ব্রহ্মের মিথ্যাভেদ অপনীত এবং জীবের সম্যক লয় হয় ভাষ্যকার বলিতেছেন, পাকতাত্য পণ্ডিত স্পেন্সার তত দূরও প্রতীক্ষা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন :-

And then the consciousness itself—what is it during the time that it continues? And becomes of it when it ends? We can only infer that it is a specialized and individualized form of that Infinite and Eternal Energy which transcends both our knowledge and our imagination; and that at death its elements lapse into the Infinite and the Eternal Energy whence they were derived



দুই সম্প্রদায়ের উল্লেখ নিম্নয়োজন, অতঃপর উহাদের যে সামান্য \* উল্লেখ আছে তাহাই যথেষ্ট। মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে ভাষ্যচতুষ্টয়ের উপরে যে অতি সূক্ষ্ম বিচার আছে, উহা এই চারি-সম্প্রদায়সম্বন্ধে, অতঃপর দুই সম্প্রদায়ের উহাতে কোন উল্লেখ নাই। হয় মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতি এ দুই সম্প্রদায় হইতে প্রাচীন, না হয় উহারা অপ্ৰধান বলিয়া বিচারের বিষয় হয় নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য কোন সম্প্রদায় উৎপন্ন করে নাই, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নয়োজন। শ্রীমদ্রামানুজ লক্ষণনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এ নিমিত্ত তিনি সেই নামে মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছেন।

উপসংহার।

উপরি উদিত চারিটি পক্ষ প্রত্যক্ষমূলক। বেদান্ত প্রত্যক্ষশাস্ত্র, উহাতে অনুমানের প্রাধান্য নাই। সূত্রকারের “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” এ বাক্য আমাদের এ সিদ্ধান্ত দৃঢ়মূল করিতেছে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং তদন্তীত অবস্থা আমরা জীবনে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। বেদান্তে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এই অবস্থাচতুষ্টয়ের অনুরূপ। সুষুপ্তির প্রক্রমে যে আনন্দানুভব থাকে, উহার ক্রমিক গভীরতায় আর সে অনুভবও থাকে না সর্ববিলয় উপস্থিত হয়। এইটিকে সৃষ্টির প্রাগবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সর্ববিলয়ে পরব্রহ্ম আপনাতে আপনি স্থিতি করেন। এই অবস্থা লক্ষ্য-কারিয়া বেদান্ত বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ”। সর্ববিলয়ে আপনার অভ্যন্তরে অবিভক্তভাবে বিদ্যমান জীব ও জগৎকে তিনি বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, বেদান্তের এই কথা-গুলিতে উহা প্রকাশ পায়—“তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি”। জীব ও জগতের সত্তার মূল তিনি, তাঁহারই সত্তায় উহাদের সত্তা, তাই শ্রুতি বলিতেছেন—“তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ”। ‘তাই তিনি সকল হইলেন’ এস্থলে যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহাতেই তৈত্তিরীয় কথিত ‘তিনি আপনাকে আপনি করিলেন’ এ অংশের প্রকৃতার্থ প্রকাশ পাইতেছে। এখানে ‘আপনাকে’ কে? যিনি ‘আপনাকেই জানিলেন আমি ব্রহ্ম’। আমার ভিতরে সকল আছে যাহাতে এই জ্ঞান বিদ্যমান, তিনি আপনাতত্ত্বের বাচ্য। আপনার ভিতরে আছে কি? নামরূপ জ্ঞানবল (চিৎ অচিৎ)। ‘আপনাকে আপনি করিলেন’ বা ‘সকল হইলেন’ কিরূপে? নামরূপ-বা-জ্ঞানবলের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার আত্মজ্ঞান প্রকাশ করিলেন, এবং সেই জ্ঞান—বেগুয়ঙ্কুর ভিতর দিয়া প্রকাশমান বায়ু যেমন স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া ষড়্জাদি বিবিধ বিশেষ স্বর প্রকাশ করে তেমনি—নামরূপ বা জ্ঞানবলের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া বিচিত্র জগৎ প্রকাশ করিয়াছে। এই বিচিত্র জগৎ প্রথমে বিজ্ঞানধনরূপে বিদ্যমান, জীববুদ্ধিতে উহার বিভক্তাবস্থা প্রকাশ পায় নাই, সকলই চিদাকার, সুতরাং ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এ বাক্য হইতে উহা ভিন্নাকার প্রাপ্ত হয় নাই। এ সময়ে অগ্ন্যাদিদেবগণ, পুরুষাকার ঋষিগণ এবং

অপর সকলেই চিদাকারে প্রকাশমান। এই অবস্থা সুষুপ্তির অবস্থা এবং তৎকালে “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি” এই বাক্য লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত। সুষুপ্তির বিলয়ে যখন অল্পভূতির সময় উপস্থিত, তখন “অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতঃ” বা “সর্বাভূতঃ” এই শ্রুতির বিষয় সমাগত। এইটি স্বপ্নাবস্থা এবং জীবের সন্নিধানে মানসজগতে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অল্পভূতি আত্মপ্রকট করিল। এই সকল পদার্থ যখন রূপের আশ্রয়গ্রহণ করিল, তখন “রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ” এই শ্রুতির বিষয় হইয়া জাগ্রদবস্থা জীবগোচর হইল। “সর্ব-ভূতান্তরাঙ্গার” এই যে বাহ্যে অভিব্যক্তি হইল ইহা কি আকাশ? শ্রীমন্মধব বলিতেছেন—জ্ঞানাকার, ঐশ্বর্য্যাকার এবং শক্ত্যাকার। শ্রীমন্মধব যাহা বলিয়াছেন তদপেক্ষা স্থাপিত হইয়া আর কোন পরিষ্কার ভাষায় বলা যাইতে পারে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

দৃশ্যমান জগৎ আমাদের নিকটে কি প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে? ঐশ্বর্য্যাকারে শক্ত্যাকারে। এ সমুদায় কি দেখিতেছি? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিতেছি, তাঁহার বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রিয়া দেখিতেছি। আর একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে উহা হইতে বিচিত্র জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিগোচর হইতেছে। ঐশ্বর্য্য বিবিধ বটে, শক্তির ক্রিয়া বিবিধ বটে, কিন্তু উহাদের প্রতিটির সতিত প্রতিটি এমন একস্থলে গ্রথিত রহিয়াছে যে উহার পূর্বাঙ্গের সমঞ্জসভাবে কার্য্য করিতেছে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাইতেছে না। পূর্বাঙ্গের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না কেন? সর্বত্র এক জ্ঞানের প্রকাশ তাহারই নিমিত্ত। জ্ঞানাকারে ঐশ্বর্য্যাকারে শক্ত্যাকারে যাহারা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সত্য মিথ্যা নয়; যাহা হইতে এ সকল প্রকাশ পাইতেছে তাঁহা হইতে অতিরিক্ত না হইলেও উহার ভিন্ন, সকল বেদান্ত-বাদীরই এই মত, তবে এক শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য উহাদের ব্যবহারিক সত্য মানেন, পারমার্থিক সত্য মানেন না। ব্যবহারিক সত্যও যখন ব্রহ্মের ত্রায় তিন কালে সত্য তখন এ পার্থক্য কার্য্যতঃ কিছু নহে। ব্যবহার অর্থাৎ অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার উত্থান জগতে নিত্য চলিতেছে, সূত্রতঃ উহার সত্য নিত্য। জীব জ্ঞানাদিতে ক্ষুদ্র হইলেও উহার অনন্ত উন্নতি (স চানন্ত্যায় কল্পতে) যখন বেদান্তসিদ্ধি, তখন জীবেরই বা অত্যন্ত বিলয় কি প্রকারে ঘটে? শ্রীমচ্ছঙ্কর বিনা এ বিষয়ে অথ কোন আচার্য্যের নির্বন্ধ নাই।

এই প্রত্যক্ষমূলক চারিটি পক্ষেরই প্রতিদিন সাধনে নিয়োগ এইরূপে ঘটিতে পারে :—

যোগেনান্তরনিতকৃত্য স্তিতস্ত শাস্তস্ত সর্বাভূতভিভাবনেন কার্য্যোদ্যামো বর্জ্জ্যবহারপ্রসুতিঃ ।

যোগে যে ব্যক্তি অন্তরে ব্রহ্ম সহ অবিভক্তভাবে স্থিতি করিতেছেন, সকল প্রকারের চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়া তিনি শাস্ত হইয়াছেন। এই শাস্তচিত্তে যখন সর্বাভূত পরমদেবের কল্যাণাভূতি প্রকাশ পায়, তখন তদনুসরণে কার্য্য করিবার জ্ঞান উদ্যম উপস্থিত হয়, এবং সেই কার্য্যোদ্যমই জীবসেবার সাধককে প্রবৃত্ত করে। সাধকজীবনের এই প্রতি-

দিনের ব্যাপার দেখাইয়া দিতেছে, বেদান্তের পক্ষচতুষ্টয় কেবল সৃষ্টিবর্ণনোপযোগী জাগ্রদাদি অবস্থার দ্যোতক নহে, প্রতিদিনের জীবনের সাধনোপযোগিতাও উহাতে আছে। পক্ষচতুষ্টয়ের এইরূপ সামঞ্জস্য দেখিলে আর বেদান্ত লইয়া সাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইতে পারে এ ভ্রান্তি থাকে না, সন্দ্বয় উহা হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়।

### প্রতিপাদ্য বিষয়।

ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি, ইত্যাদের পরস্পর সম্বন্ধ, বন্ধ, মোক্ষ ও তত্বপায়, এই গুলিকে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলা যাইতে পারে। বেদান্ত ও বেদান্তহত্র এক নহে। বেদান্ত মূল গ্রন্থ, উহাকে অবলম্বন-করিয়া এদেশের দর্শনসমূহের অভ্যুদয়। এমন যে নিরীশ্বর সাংখ্য, উহাও বেদান্তনিরপেক্ষ নহে, বেদান্তপ্রবচনগুলি উহার নিকটে অপৌরুষেয় বাক্য। এক ‘আত্মানু’ শব্দে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা উভয়ই বুঝায়, এক ব্রহ্মানু শব্দে জগৎকারণ ও সকলের অন্তর্ভাবক বুঝায়, সূতরাং নিরীশ্বর সাংখ্যে উহাদের স্থান হইল কিরূপে এ কথা বলিতে পারা যায় না। শব্দব্যবহারে এইরূপ নিরতিশয় স্বাতন্ত্র্য থাকাতে ব্যাখ্যাভুগণ বিপরীত পন্থা অবলম্বন-করিতে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছেন, সূতরাং একই বেদান্ত হইতে বিভিন্ন প্রস্থান উপস্থিত হওয়া সহজ হইয়া পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্ত-প্রবচনের সমীকরণ, এবং লক্ষণাদি দ্বারা অর্থনির্ণয় না করিলে প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ের নির্ণয় অসম্ভব, এ জ্ঞাত সর্বপ্রথমে সেই পন্থা অবলম্বন-করা প্রয়োজন।

বেদের সহিত সম্বন্ধ।

বেদ হইতে বেদান্তের অভ্যুদয়, সূতরাং বেদ হইতে বেদান্তে অভ্যুত্থান প্রথমে আলোচ্য। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, হ্যালোক, চন্দ্রমা, নক্ষত্র, রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি, এ সকলই বৈদিক দেবতা। বেদান্তে এ সকল দেবতার ভূয়োভূয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকল দেবতাকে এক প্রাণে পরিণত করিয়া প্রাণকে বেদান্ত পরোক্ষব্রহ্মরূপে নির্দেশ-করিয়াছেন। বাক্ ও প্রাণ নিত্যসংযুক্ত, অথর্ববেদ প্রাণকে যেরূপ ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা কিছু অযুক্ত নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একত্রে পরিণত করিবার জ্ঞাত যজ্ঞ ঋগ্বেদেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই বল সকল দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট—ঋগ্বেদের এ কথা অথর্ববেদে এক প্রাণশক্তিতে পরিণত হইবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। প্রাণ সর্বৈশ্বর প্রাণে সমুদায় প্রতিষ্ঠিত, অপারোক্ষ ব্রহ্ম ভিন্ন ইহা আর কাহারও সম্বন্ধে প্রয়োগ-করা যাইতে পারে না। প্রাণ সকলেরই প্রত্যক্ষ, কেহ তো আর বলে না আমার প্রাণ নাই, তবে প্রাণকে পরোক্ষ বলিয়া কেন নির্দেশ করা হইল? প্রাণ—শক্তি। শক্তি ও কার্য্য এ উভয় একগুণ জড়িত

যে শক্তি হইতে কার্যকে কিছুতেই স্বতন্ত্র করা যায় না। নিয়ম্য হইতে নিয়ন্তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করিতে না পারিলে ঈশ্বর ও জগৎ এ উভয় সাক্ষাৎ জ্ঞানগোচর হয় না, সুতরাং প্রাণে যদিও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় তথাপি উহা কার্যোন্মথ্য দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া পরোক্ষ। কার্যানিরপেক্ষ ঈশ্বরানুভব যে নিয়ন্তার সাক্ষাদনুভব তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। বেদান্ত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় ভাবেই ব্রহ্মদর্শন নিবন্ধ করিয়াছেন। ‘দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়’ বেদান্তের এ কথা ঋগ্বেদের সময় পরোক্ষপ্রধান, ইহাই প্রদর্শন-করে। পরোক্ষ হইতে অপরোক্ষে প্রবেশ বেদান্তের বিশেষ লক্ষণ। অগ্ন্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন বেদান্তের পরোক্ষবিভাগ, এই পরোক্ষবিভাগ হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নিয়ন্তাতে আরোহণ বেদান্ত প্রদর্শন-করিয়াছেন। সকলেতে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মেতে সকলের দর্শন বেদান্ত এ দুই বিভাগে বিভক্ত। সকলেতে ব্রহ্মদর্শন বৈদিক, ব্রহ্মেতে সকলের দর্শন বৈদান্তিক। ‘প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু’ ইত্যাদিতে বেদ ও বেদান্তের একত্র মিলন।

ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্, ঈদৃশ প্রভেদ বেদান্তে দেগিতে পাওয়া যায় না। ভাগবত এই প্রভেদ প্রদর্শন-করিয়াছেন। ব্রহ্ম ও পরাত্মা এ প্রভেদ, বলিতে পারা যায়, বেদান্ত অনুমোদন-করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মাতে পরাত্মার প্রকাশ প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত। প্রাজ্ঞকে সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধানী, সকলের প্রসবিতা, সকল ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ, একরূপ বলাতে এবং ব্রহ্মকে যাহা কিছু সকলের অন্তর্ভাবক করিয়া লওয়াতে প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মের প্রভেদ বেদান্তসিদ্ধ এ কথা বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার একরূপ প্রভেদ স্বীকার-করিয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্ম ভেদসাধন-করিয়াছেন এ নিমিত্তই আমরা তাঁহার প্রতি দোষ দিয়াছি। যিনি আপনাতে আপনি বিদ্যমান এবং যিনি জগতে প্রকাশমান, এ উভয় স্বতন্ত্র নহেন একই—স্বয়ং উপনিষৎ ইহা নির্দেশ করাতোই তৎপ্রতি দোষারোপ, অত্থাৎ বেদান্তের উপরে উপরে দেখিলে কোন প্রকার দোষ পড়ে ইহা আমরা বলি নাই। প্রকৃতি ও জীব এ উভয়ের যিনি নিয়ন্তা তাঁহার সহিত বিরোধ ঘুচিয়া গিয়া প্রকৃতি ও জীব তন্নয়নস্থাতে যাই এক হইলেন, অমনি ব্রহ্ম সহ বিরোধ বা বিচ্ছেদ অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মেতে জীবতে ও প্রকৃতিতে একত্ব উপস্থিত হইল। এই একত্বে প্রকৃতি সহ বিভক্তাবস্থা রহিল না, সুতরাং জীবের অবিলুপ্ত দৃকশক্তাদির দর্শনাদির বিষয় এক ব্রহ্মই থাকিলেন। ঐতিহ্যে যে নানান্দ্রদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে উহাতে ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে বিষয়ান্তরদর্শননিষেধ অভিপ্রেত।

ব্রহ্ম সর্বান্তর্ভাবক, পরাত্মা প্রতিপদার্থ-প্রতিজীবহু নিয়ন্তা, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। ব্রহ্ম ও পরাত্মা যে বেদান্তসিদ্ধ এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, এক ভগবান্ই সংশয়ান্বিত। যেতাত্ত্বিক উপনিষৎ পৌরাণিকসময়োচিত, সুতরাং ভগবদ্বিষয়ে সে উপনিষদের প্রমাণ

তত স্ফূট বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু কঠ, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য এ তিন উপনিষদে যে ভগবন্তার প্রমাণ আছে তাহা অপ্রমাণ বলিয়া কদাপি অনাদৃত হইতে পারে না। আধুনিক ভক্তগণ শাণ্ডিল্যবিদ্যার নিরতিশয় আদর করেন এবং শাণ্ডিল্যহত্র “সর্বং খৰিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি” এই শ্রুতি অবলম্বন-করিয়া লিখিত, এ বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় নাই। এ শ্রুতির নবীন প্রণালীর অর্থ যদিও প্রথমতঃ আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, তবুও শাণ্ডিল্যহত্র যে সে অর্থসম্বন্ধে আমাদের মনে নিঃসংশয়তা উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা আমাদেরকে অবশ্য স্বীকার-করিতে হইবে। সমগ্র শাণ্ডিল্যবিদ্যা অতি অন্ততভাবে আমাদের মনে ভক্তিরস উদ্ভিক্ত করে। ‘সর্বকৰ্ম্মা সর্বকাম সর্বগন্ধ সর্বরস’ ব্রহ্মের এই বিশেষণগুলির ব্যবহার ভক্তগণ যে প্রকারই করুন না কেন, উপনিষদ্বক্তৃ এই বিশেষণগুলি ভগবানের লীলারসপ্রত্যক্ষকরিবার পক্ষে অতিশয় প্রধান। যাহার কর্তৃত্বে সমুদায় ক্রিয়া, সমুদায় অভিলাষ, সমুদায় গন্ধ, সমুদায় রস আমাদের নিয়ত উপলব্ধির বিষয় হইতেছে তাঁহার সহিত আমাদের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! তিনি যে আমাদের আত্মার আত্মা, আমির আমি, মনের প্রেরয়িতা, প্রাণ হইয়া প্রকাশমান, আমাদের নিকটে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা তিনিই প্রকাশ করিতেছেন, আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহারই জগৎ আমরা সত্যসঙ্কল্প হইতেছি, ইহাতে আর সংশয় কি? তিনি যখন আমাদের নিকটে আকাশস্বরূপ হইয়া নিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, তখন তাঁহার সহিত আমাদের ক্ষণকাল বিচ্ছেদঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের লীলা-বা-ক্রিয়া-দর্শনে যে সেবা-বা-ক্রিয়ার প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তাহাতে আনন্দ নিম্পন্ন হয়, এজন্তই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন ‘যখনই সুখ পায় তখনই করে, সুখ না পাইয়া করে না।’ অপ্রতিহত ক্রিয়া আর সুখ একই বস্তু, ভক্তগণের ভগবৎসেবায় তাহাই প্রকাশ পায়। জীবসেবা বিনা ভগবৎসেবা হয় না, একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। “শান্ত উপাসীত” “ক্রতুং কুর্কীত” শ্রুতির এ দুই অংশ উহাই ব্যক্ত করে। দ্বৈবাদিবিব্রহিত হইয়া ভগবৎপাসনা করিবে, কার্য্য করিবে, এ কথার অর্থ অল্প কিছু হইতে পারে না।

জীব।

ব্রহ্ম সকলই আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান। তাঁহাতে যাহারা অন্তর্ভূত তাহাদিগের উপরে কালের কোন ক্রিয়া নাই, তিনি যেমন কালাতীত, তেমনি তাহারাও কালাতীত, সূত্রাং এই সকলকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্ত অজ-নিত্য-ও-অনাদিশব্দ \* ব্যবহার

\* বেদান্তে অনাদিশব্দ বিনা কেবল অনাদিশব্দের ব্যবহার দৃষ্টগোচর হয় না, ‘অনাদ্যনন্ত’ এইরূপ সমস্তগণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ‘অনাদ্যনন্ত’ ব্রহ্মবিশেষণ সূত্রাং জীবসম্বন্ধে অনাদ্যনন্ত প্রয়োগ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? অজ ও নিত্য এ দুই শব্দ জীব-ও-প্রকৃতিসম্বন্ধে যখন বেদান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তখন আধুনিক বেদান্তবাদিগণের জীব ও প্রকৃতিসম্বন্ধে অনাদিশব্দের ব্যবহার দুঃখীয় বলা বাইবে কি প্রকারে? জীব অনন্ত নহে কিন্তু আনন্ত্য তাহার প্রাপ্য বেদান্ত বখন

করিয়াছেন। যদি এ সকল নিত্য কাল তাহার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া থাকিত, অন্ততঃ হইয়াও স্বতন্ত্রবৎ তাহাদের স্থিতি না ঘটিত, তাহা হইলে সৃষ্টি বলিয়া কিছু থাকিত না, ক্রিয়াশক্তি কালের কোন কার্য আমাদের বুদ্ধিগোচর হইত না। ব্রহ্মেতে এ সকলের অবস্থিতি নামরূপ ও জ্ঞান-ও-বলের ক্রিয়া বলিয়া বেদান্তে অভিহিত হইয়াছে। নাম ও রূপ যখন প্রকাশমান তখন সং, যখন হ্রস্ব অপ্ৰকাশমান তখন অসং। যাহা কিছু সকলের মধ্যে এ দুইই আছে, তাই ‘সদসং’ শব্দে বৈদাস্তিকগণ নামরূপকে সদসদনির্কচনীয়া মায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা এই—যাহা অনির্কচনীয়, যাহার রহস্য কিছুতেই অন্তরিত হয় না, তাহাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জ্ঞাত এত যত্ন কেন? বলিলেই হইল এক ঈশ্বর আছেন, তাঁহা হইতে জীবাদির জন্ম হইল? কি প্রকারে হইল? এ প্রশ্নের উত্তরে, এটি একটি রহস্য বলিলেই মিটিয়া গেল? এখানেই যদি মিটিত তাহা হইলে ঐ কথা স্বীকার-করিয়া লইলেই চলিত। ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির নিত্যসম্বন্ধের যদি কোন প্রয়োজন না থাকিত, জগৎ কিরূপে হইল সেইটি বুঝাইবার জ্ঞাত ঈশ্বরকে যদি একটি প্রতিপাদ্যের স্বীকার্যরূপে গ্রহণ-করিলেই চলিত, তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের মত অধ্যাত্মবিজ্ঞান সর্ব-প্রশ্নবিবর্জিত করিয়া লইলে কোন ক্ষতি ছিল না। জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। এ উভয়ের সম্বন্ধচিন্তাই উহার সর্বস্ব। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর জীব হইল, ইহা মানিলাম, কিন্তু এই জীব ঈশ্বর হইতে একেবারে ভিন্ন, না জীবের স্থিতি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে? ঈশ্বর হইতে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সে নিয়ত পরিপুষ্ট হইতেছে, না সে জন্মিয়া আপনা হইতে আপনি বাড়িতেছে? এ সংসারে ঈশ্বর বিনা অত্মনিরপেক্ষ জীবনের কোন দৃষ্টান্ত নাই, দৃষ্টান্তভাবে কিরূপে ইহা বুদ্ধিগোচর হইবে যে জীবের আপনা হইতে স্থিতি ঘটিতেছে। যখন ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তখন অবশ্য মানিতে হইতেছে, জীবাদি সকলই ঈশ্বরের জ্ঞানের জ্যেয়। নিজের জ্ঞান হইতে তিনি জীবসৃষ্টি করিয়া উহার বুদ্ধিতে আপনার সর্ববিষয়ক জ্ঞান সংক্রামিত করিলেন। একের অপারেতে ঈদৃশ জ্ঞানসংক্রামণ—এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই, স্মৃতরাং জীব ও আর সকল সমভাবে ঈশ্বরজ্ঞানমূলক এ নির্দারণ করা প্রজ্ঞাসিদ্ধ। এই প্রজ্ঞার প্রামাণ্য অস্বীকার-করিলে সর্বশূন্যবাদ উপস্থিত হয়। সর্বশূন্যবাদ স্বয়ং অসিদ্ধ, কেন না অন্ততঃ যে ব্যক্তি সর্বশূন্যবাদ উপলব্ধিকরিবে, উপলব্ধির নিমিত্ত তাহার নিজের থাকা চাই। বেদান্ত

এ কথা বলিতেছেন তখন অনন্তত্বের সম্ভাবনা চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া ‘অনাদ্যন্ত’ বিশেষণ তাহাতে প্রয়োগ করা তত দূষণীয় নহে। এখন জিজ্ঞাসা এই, অজ্ঞ নিত্য ও অনাদি এক ভিন্ন তিন হইবে কি প্রকারে? প্রজ্ঞাতো কখনও এ কথায় সায় ঘেয় না। একের অন্তত্ব বলিয়া অজ্ঞত্বাদি অপর দুইটিতে সম্ভবিত্তেছে। জ্ঞান ও তৎকল ব্রহ্মেতে অব্যবহিত ভাবে সংযুক্ত, স্মৃতরাং উহাতে জীব ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে যে জ্ঞান বিন্যাস উহা অসাধিত ভাবে নহে, কিন্তু সাধিতভাবে আছে, তাই উহাদের অজ্ঞত্ব নিত্যত্ব ও অনাদিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ বিনা অধিক কিছু স্বীকার-করিয়া লন নাই, সুতরাং প্রজ্ঞাবান্-ব্যক্তিমাত্রের তাঁহার এ স্বীকার্যে সায় দেওয়া ভিন্ন অল্প কোন উপায় নাই।

জ্ঞান বলিলেই তৎসহচর বল আইসে, সুতরাং পরব্রহ্মে সকলই জ্ঞানাকারে বলাকারে বিদ্যমান একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। আকার আমাদের জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞান হইতে আকার কিছু স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং জীব ও জগৎসম্পর্কে তাঁহার যে জ্ঞান আছে, উহাদিগকে তদাকারসমর্পণ বুদ্ধিগম্য। ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানকে খণ্ডজ্ঞানে পরিণামন, জ্ঞানসম্বন্ধে অস্বতন্ত্র হইলেও সেই খণ্ডজ্ঞানকে স্বতন্ত্রকরণ এইটিই সৃষ্টিরহস্ত, এ সৃষ্টিরহস্ত নিত্য প্রত্যক্ষ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য। রহস্ত স্বীকার-না-করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না, ঈশ্বরস্বীকার নিশ্চয়োজন। এই খণ্ড জ্ঞানগুলি সেই অনন্তজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে, সুতরাং উহাদের নিত্য স্বীকার-না-করিয়া উপায়াস্তর নাই। অস্বতন্ত্র জ্ঞান যখনই উপাধিযোগে ব্যক্তিত্ব ধারণ-করে, তখন তাহার জন্ম হইল বলা যাইতে পারে, কিন্তু তখনও মূলজ্ঞান সহ উহা নিত্যসম্বন্ধ রহিল বলিয়া অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্মে উহার স্থিতি জ্ঞানপথে অবধারণ-করা কিছু অযুক্ত নহে। এই ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানখণ্ডে যে সকল বিশেষ ভাব প্রকাশ পায় তাহা সেই মূলজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়া তাঁহা হইতে বর্তমানে উহাদের প্রকাশ আমাদের প্রজ্ঞা মানিয়া লয়। আমাদের প্রজ্ঞাতে যাহা প্রতি-ভাত হয় তাহার সত্যত্ব যিনি তাদৃশ প্রজ্ঞা আমাদিগকে দেন তাঁহার সত্যত্বে। যদি তুমি ইহা অস্বীকার কর, সর্বসংশয়বাদে নিপতিত হইয়া জ্ঞানহীনপশুগণের তুমি দলস্থ হইবে, আর তুমি আপনাকে মনুষ্য বলিতে পার না।

জীব কি তাহা বুঝা গেল, এখন জীবের ঈশ্বর সহ ঈদৃশ সম্বন্ধবশতঃ ক্রিয়া কি তাহাই বুঝা প্রয়োজন। জীব যখন ব্যক্তিত্বলাভ করে, তখন প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেই তাহার জীবনে পাপশোকভয়খাদির সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। অবিভক্তাবস্থায় ঈশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল এখন আর সে সম্বন্ধ রহিল না বৈদান্ত কখন এ কথা বলেন নাই। অবিভক্তাবস্থায় যে অপূর্ণতা জীবে নিগূঢ় ছিল এখন বিভক্তাবস্থায় তাহা প্রকাশ পাইল। ঈশ্বর পূর্ণ জীব অপূর্ণ—এ জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান, সুতরাং জীবে অপূর্ণতা কোথা হইতে আসিল এ প্রশ্ন বৃথা। উপনিষৎ বলিতেছেন :—“সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল। সেই আত্মা পর্যালোচনা করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত অল্প কিছু দেখিলেন না। তিনি প্রথমতঃ ‘সেই আমি আছি’ এই কথা উচ্চারণ করিলেন। তাই তাঁহার নাম আমি হইল। সেই জন্ত আজও তাঁহাকে আপনি কে ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অগ্রে আমি শব্দ বলিয়া তৎপর অল্প যে কোন নাম ইহার আছে তাহাই ইনি বলিয়া থাকেন। যেহেতুক তিনি এ সকলের প্রথম হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন, অতএব যে কোন ব্যক্তি এ সকলের প্রথম হইতে চান, তিনি—আদিপুরুষের পাপদহনব্যাপার অবগত হইয়া—পাপদহন করেন।”

( ৩৭২পৃ ) । এখানে সৃষ্টির পূর্বে জগৎ জীবাশ্মার সহিত অভিন্ন ছিল, তখনও ভিন্ন হয় নাই, এ কথা উক্ত হওয়াতে জীবাশ্মাধোগে সৃষ্টির প্রকাশ—বেদান্তের এ মত স্পষ্ট হইতেছে । জীবাশ্মার পুরুষাকার উক্ত হওয়াতে ভোক্তা জীবের যখনই বিভক্তাবস্থা হয় তখনই সে দেহেন্দ্রিয়মনোযুক্ত হয় ( ৩১২পৃ ) ইহাই বুঝাইতেছে । জীবাশ্মার স্বাধীন সত্তা নাই এজন্য ব্রহ্ম যেমন ‘আমি আছি’ বলিয়াছেন জীব সেরূপ ‘আমি আছি’ না বলিয়া ‘সেই আমি’ অর্থাৎ ব্রহ্মের আমিষে আমি এই কথা বলিয়াছে । কেবল এই পর্য্যন্ত বিশেষ তাহা নহে, বিভক্তাবস্থাাপ্রাপ্ত জীব পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, এ কথা বলাতে উহার প্রথম হইতেই যে অপূর্ণতা আছে তাহা প্রকাশ পাইতেছে । পাপদহন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভুক্তনে তাহাতে সামর্থ্য জন্মায়, এ কথা বলাতে ইহাই দেখাইতেছে যে, জীব আত্মবলে বলী নহে ব্রহ্মবলে বলী, তাই বেদান্ত পরিষ্কার বাক্যে বলিয়াছেন :—  
 “একই বৃক্ষে জীব মগ্ন থাকিয়া দীনতাবশতঃ শোকে মুহমান হয় । যখন সে আপনা ছাড়া সেবাগরিভুট্ট ঈশ্বরকে দর্শন করে, তখন ইহারই সে মহিমা ইহা জানিয়া বীতশোক হয়\* ।”  
 অতএব এজন্য ভগবদর্চনায় আদিজীবের সামর্থ্যলাভ ( ৩৬৬পৃ ) বর্ণিত হইয়াছে । ঈশ্বরের মহিমায় জীবের মহিমা, এ কিছু জীব ও ব্রহ্মের সামান্য প্রভেদ নহে । জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ, খেতাত্তর প্রোক্ত জীবব্রহ্মের এই প্রভেদ, বলিতে হইতেছে, সকল উপনিষদেরই অভিমত । জীব কর্তা, ঈশ্বর কারয়িতা, উপাধিযোগে জীবের কর্ম, সকল আচার্য্যেরই এ কথায় সম্মতি আছে । সূতরাং আধুনিকগণ জীবকে যে স্বাধীন বলেন সে মত ইহাদিগের দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে না । জীব দৈহিকবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণের প্রভু এ মত দাঁড়ায় না, কেন না উহার আত্মপ্রভু ঈশ্বরের যাহারা অধীন তাহাদের অধীন হয় । জীব কর্তা ঈশ্বর ইন্দ্রিয়যোগে কারয়িতা ইহার অর্থ এই যে, জীবের নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব নাই + ।

\* প্রবচনসুতরের ( ৭।৫।৩ ) সহিত মিলাইয়া উপরি উক্ত ব্যাখ্যা করা গিয়াছে । অবশ্যমুখে ব্যাখ্যা করিলেও ঈরূপ অর্থই নিম্পন্ন হয়, সূতরাং এরূপ ব্যাখ্যায় কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই । অবশ্যমুখে ব্যাখ্যা এই—‘যখন সে আপনা ছাড়া সেবাগরিভুট্ট ঈশ্বরকে এবং ইহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন তাই সে বীতশোক হয় ।’ প্রবচনস্থ ‘ইতি’—তাই—শব্দ হেতুপ্রদর্শন করিতেছে । হেতু কি ? ঈশ্বরকে ও তাহার মহিমাকে দেখা । রঃমাসুজযতে ‘নিখিল-জগন্নিয়মন’—ঈশ্বরের মহিমা ; মহিমা—মহত্ত্ব । জীব নিয়াম্য, নিয়ন্তার নিয়মনাসুসরণেই তাহার মহত্ত্ব । জীবের যাহা কিছু উপস্থিত হইতেছে তাহা নিয়ন্তার নিয়মন হইতেই উপস্থিত হইতেছে, সূতরাং তদনুসরণে তাহার মহত্ত্ব ইহা জানিয়া সে বীতশোক হয় । এতগুলি কথা না বলিলে প্রবচনের স্বার্থভাবার্থ প্রকাশ পায় না ইহা দেখিয়াই অজ্ঞ প্রবচনের সহিত মিলাইয়া এ প্রবচনের অর্থ সহজ ও সরল করা হইয়াছে ।

+ জীব কর্তা ঈশ্বর কারয়িতা, ইহা অতি প্রাচীন মত । সূতরাং কোষীতকী উপনিষৎ এই প্রসিদ্ধ মতটি মনে রাখিয়াই বলিয়াছেন :—“এষ হেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেনভ্যো লোকেভ্য উন্নীযত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেনো নিনীযতে । এষ লোকপালঃ । এষ লোকাধিপতিঃ ।”  
 এরূপ প্রকারে অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি সাধু কার্য্য করে ঈশ্বর তাহাকে সাধু কার্য্য করান, যে ব্যক্তি



## প্রকৃতি।

জীবসম্বন্ধে যাহা বলা হইল প্রকৃতিসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। বিশেষ এই যে, জীব জ্ঞানপ্রধান, প্রকৃতি বলপ্রধান। ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ হইতে জীব, বল বা শক্তি হইতে প্রকৃতি। জ্ঞান ও বল উভয়কে কোন কালে বিশ্লেষ করিতে পারা যায় না, ব্রহ্মেতে এ দুই নিত্যকাল এক হইয়া স্থিতি করিতেছে। পরা প্রকৃতি জীব অপরা প্রকৃতি প্রকৃতি, গীতোক্ত এ প্রভেদ বেদান্তানুসারেই হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপের বিশ্লেষ আমাদের মনে, ব্রহ্মেতে কোন কালে বিশ্লেষ নাই। ব্রহ্ম জীব ও প্রকৃতি এ তিন যেমন আমরা বিল্লিষ্টভাবে গ্রহণ করি, বস্তুতঃ সেরূপ বিল্লিষ্ট নহেন। কেন না ব্রহ্মেতে জীব ও প্রকৃতি চির অবিল্লিষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতীত তাহাদের অস্তিত্বই থাকে না। যদিও অস্তিত্ব থাকে না, তথাপি জ্ঞানে যেমন তিনের বিশ্লেষ অবগুস্তাবী, বিশ্লেষ না করিলে পদার্থত্রয়ের অবিশিষ্ট ভাব উপস্থিত হইয়া উহার জ্ঞানের অবিসয় হয়, তেমনি পরা ও অপরা প্রকৃতিকে বিশ্লেষ না করিলে বিমিশ্রতাবশতঃ এ উভয়ের পরিষ্কার জ্ঞান হয় না। জ্ঞানে এই বিশ্লেষ রাখিয়া জগতে ব্রহ্ম জীব ও প্রকৃতির সংমিশ্রণে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই বিচার্য বিষয়, স্মতরাং এ তিনের সম্বন্ধসূচক জগৎ আমরা পর্যালোচনার বিষয় করিতেছি।

## জগৎ।

জীব ও প্রকৃতি এ উভয়ে নিরন্তর এমন মিশিয়া আছে যে, এ দুইকে পৃথক করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই বিমিশ্র ভাবকেই ‘জগৎ’ শব্দে \* অভিহিত করা যাইতে পারে। বেদান্তে যদিও জড় শব্দ নাই, তথাপি জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া একত্র উল্লিখিত হওয়াতে ইহাই প্রতীত হয় যে, জ্ঞান জীবের বদ্ধ রাখিয়া জ্ঞানবিল্লিষ্ট বলকে জগতের উপাদান করিয়া লওয়া হইয়াছে। বেদান্ত পৃথিব্যাदि সমুদায় পদার্থ এক প্রাণেতে একীভূত করিয়াছেন, স্মতরাং প্রাণই সমুদায় জগতের উপাদান ( ৯২ ; ৯১১ )। এ প্রাণ আত্মা হইতে প্রসূত, স্মতরাং বলিতে হইবে চেতনাচেতনের মধ্যবর্তী প্রাণ। যদিও আত্মা প্রাণের সহিত নিত্য

অসাধু কার্য্য করে ইধর তাহাকে অসাধু কার্য্য করান। তিনি এরূপ করেন কেন? তিনি লোকাধিপতি, তিনি যদি এরূপ না করেন তাহা হইলে লোকপালন হয় না। সাধু ও অসাধু কার্য্য উভয়ের ফল যদি একই হয়, তাহা হইলে লোকপালন হইল কোথায়? তাই যে ব্যক্তি সাধু কার্য্য করে তাহাকে তিনি উন্নত, যে ব্যক্তি অসাধু কার্য্য করে তাহাকে তিনি অবনত করেন, তিনি এরূপ করেন বলিয়াই লোকভঙ্গনিবারণ হয়, হুং পাইয়া পাপীর শুভকর্মে মতি হয়। উপনিষৎ সাধারণ জীবগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ভক্তগণ তাহারই এই বিশেষ নিয়োগ করিয়াছেন :—“বস্ত্রং কারয়শীশান তৎকরোদি তবাজয়া।”

\* গমধাতু হইতে ‘জগৎ’ শব্দ উৎপন্ন। এই জগতের যেমন গতি আছে তেমনি সে গতির জ্ঞান-সম্পন্ন ক্রিয়াও আছে। যদি জ্ঞানসম্পন্ন ক্রিয়া না থাকিত তাহা হইলে জগতে বিবিধ বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইত না।

প্রতি, তথাপি জগতে উহার যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাকে আত্মার ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করা হয়। জগতে যে ক্রমাভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশ পাইলেও সে অংশের কোন সংবাদ না লইয়া 'ইহা হইতে উহা হয়' এইরূপ প্রাণের ক্রিয়া গণনার বিষয় হইয়া থাকে। জগদ্রূপ শরীর যেমন প্রাণের ক্রিয়া, তেমনি প্রাণ-মানবের শরীর প্রাণের ক্রিয়া। উপনিষৎ ক্রিয়া বা কর্ম দেহে আবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং তৎসহ প্রাণকে সংযুক্ত করিয়াছেন (৮।১৪)। আত্মা ও দেহ যেমন ভিন্ন, কর্ম ও আত্মা তেমনি ভিন্ন। কর্ম্মানুসারে আত্মার নহে দেহের উৎপত্তি, আত্মা স্বয়ং অজন্মা। কর্ম্ম দেহ ও প্রাণ এ তিনের সম্বন্ধ পর্যালোচনা করিলে অতি অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের নিকটে প্রকাশ পায়। আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণ যে প্রাণশক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত বেদান্তের প্রাণশক্তির একত্বপ্রদর্শন কঠিন নহে। এরূপ হইল কেন? তাহার একই উত্তর। চিন্তার আরম্ভ এবং ক্রমবিকাশ সত্যের একত্ব ও ক্রমিক বিস্তার দেখাইয়া থাকে, সুতরাং বেদান্তে যে চিন্তার আরম্ভ হইয়াছে, আজ যদি সেই চিন্তার বিস্তার প্রাণশক্তিসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কিছু আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। বেদান্ত দৃশ্যমান হইতে চিন্তার আরম্ভ করিয়া অদৃশ্যে আরোহণ করিয়াছেন, এ প্রণালী বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই দেহে প্রাণের ক্রিয়া অবধারণপূর্ব্বক বেদান্ত সমুদায় জগতে উহার ক্রিয়া অবধারণ-করিয়াছেন। ক্রিয়া দেহে হয় দেহ বিনা ক্রিয়া হয় না, সমুদায় জগৎ একটি প্রকাণ্ড দেহ, সুতরাং জগৎ ক্রিয়ার আশ্রয়। এই ক্রিয়া কাহার? প্রাণশক্তির। প্রথম প্রথম জীবের প্রেরণায় দেহে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, এই ক্রিয়া সেই প্রাণশক্তির। কালে আর জীবের সকল কার্য্যে প্রেরণা থাকে না দেহ-ব্যাপী প্রাণশক্তি সেই কার্য্য আপনি নির্বাহ করে, যেমন আমাদের অজ্ঞাতসারে হস্তপদাদির পরিচালন। যে সকল ক্রিয়া প্রথম ঐচ্ছিক ছিল, পরে অনৈচ্ছিক হইয়া গিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ঘটে, কিন্তু কতকগুলি ক্রিয়া আছে, তাহা প্রথম হইতেই অনৈচ্ছিক যেমন নিমেষ উন্মেষ রক্তসঞ্চালনাদি। আত্মার প্রেরণা বিনা প্রাণশক্তি যে সকল ক্রিয়ানিষ্পন্ন করে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। দেহের উপাদানসমূহ ক্রমে বিলিষ্ট হইয়া যাইতেছে, অথচ পূর্ব্ববৎ সকল ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাতে এই দেখায় যে বিলিষ্ট উপাদান সকল দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া ধারণ-করিয়া রহে নাই, প্রাণশক্তিতেই ঐ সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈতন্য অবিকারী, যত বিকারের প্রকাশ প্রাণশক্তিতে, বেদান্তের এ মত এইরূপে সিদ্ধ পায়। প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীব ও জগতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ এই প্রাণশক্তির মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। গীতা যে বলিয়াছেন

ন কৰ্ত্ত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকতঃ স্মৃতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ৫। ১৪।

এ কথার অর্থ কোন অর্থ নাই। প্রাণশক্তিতে দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, সেখানে আত্মার কর্তৃত্ব কোথায়? তবে কি আত্মা বেদান্তমতে কর্তৃত্ব-বিরহিত। না, কর্তৃত্ববির-

হিত নয়, যেখানে আসক্তিবশতঃ সেই সেই ক্রিয়াকে আপনার ক্রিয়া বলিয়া সে গ্রহণ করে, তাহাতে সে আবদ্ধ হয়। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ, এই তিন হইতে ( ৭।১২ ) ক্রিয়ার ফলের সহিত তাহার সংযোগ হয়। জীবতে তত্ত্বদৃষ্টি উপস্থিত হইলে স্বভাবের ক্রিয়াকে স্বভাবের ক্রিয়া জানিয়া তন্মধ্যে পরমাত্মার কারয়িত্বদর্শনপূর্বক তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া সে প্রমুক্ত হয়। ফলতঃ পরাত্মা, জীব ও প্রকৃতি ( শুদ্ধা প্রাণশক্তি ) এ তিনের ক্রিয়া জগন্মধ্যে যুগপৎ বিদ্যমান। এই তিন ক্রিয়াকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া বাহার যে ক্রিয়া তাঁহাতে সেই ক্রিয়া নির্ধারণপূর্বক জীবন নিয়মিত করা তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রকৃত কল্যাণ, এই কল্যাণে সর্বৈক্য কি প্রকারে উপস্থিত হয় (১৫০পৃ) মধুব্রাহ্মণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিব্যাদি সমুদায় পদার্থ, পরাত্মা ও জীব এ তিনের কল্যাণে ঐক্য হইলেই অন্তর্ভাবক শিবস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্বৈক্য হয়। পৃথিব্যাদি অচেতন পদার্থের আবার কল্যাণ কি, এই বিজ্ঞানপ্রধানসময়ে আর এ কথা বলিবার উপায় নাই। শুদ্ধ প্রাণশক্তিতে প্রাকৃতিক উন্নতির শেষ যেখানে হয়, সেখানে জীববুদ্ধির প্রবেশে কতদূর উন্নতি হয়, বিজ্ঞান তাহা প্রতিদিন দেখাইয়া দিতেছেন। যে সকল যুগাদি পদার্থ অনু-বর্ত্তন ছিল, যে সকল উদ্ভিদ বিবাক্ত ছিল, যে সকল জীব কোন বৈচিত্র্য প্রকাশ করিত না, সে সকল জীববুদ্ধির সহায়তায় দিন দিন কীদৃশ রূপান্তরতা ধারণ-করে, বিজ্ঞান তাহার প্রমাণ নিত্য উপস্থিত করিতেছেন। মধুব্রাহ্মণ এত দিন একপ্রকার অর্থশূন্য ছিল, এখন বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার দেখাইয়া দিতেছে উহা নিরতিশয় অর্থপূর্ণ। প্রাণশক্তি জগতের মূল উপাদান, এই উপাদান চেতন না হইয়াও চেতনবৎ ক্রিয়া করে। উপনিষদে প্রাণ-শক্তিসম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা উল্লিখিত হইয়াছে উহাকে কেবলমাত্র আখ্যায়িকা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। প্রাণশক্তির ক্রিয়াপার্যবেক্ষণ করিয়া তাদৃশ আখ্য-য়িকাবিরচন প্রাচীন রীতি, এ রীতি যে সত্যমূলক তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইবে ?

দেহ।

বেদান্ত বলিতেছেন “ইনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন। যে যে শরীর ইনি গ্রহণ করেন সেই সেই শরীরযোগে তিনি [ সেই সেই ভাবে ] রক্ষিত হন ( ৩২৪। ২৫পৃ )।” এ কথা বলিয়া তৎপন্ন বলিতেছেন “সঙ্কল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুক্রমে দেহী কার্য্যাত্মায়ী রূপ সকল এবং অন্নপান সেবনে শরীরের বৃদ্ধি ও জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।” জীব অজ, জন্মবুদ্ধিরহিত, তাহার জন্ম দেহের জন্ম। সে যদি কর্ম্মাত্মায়ী দেহগ্রহণ করে, তবে সে কার্য্য তাহার নিজের, কিন্তু উপনিষৎ বলিতেছেন, কর্ম্ম দেহের কর্ম্ম, জীবের নহে ( ৩৮৫পৃ ), এখানে কার্য্যাত্মায়ী দেহগ্রহণ কি প্রকারে সিদ্ধ পায় ? কর্ম্ম না হইলেই বা উচ্চ নীচ দেহে জীবের প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভবে ? প্রাণশক্তির অধিষ্ঠানভূমি দেহ, সুতরাং প্রথম হইতে উহাতে কর্ম্মের

স্থিতি মানা কিছু অযুক্ত নয়, কিন্তু জীবের কার্যানুসারী উচ্চতা নীচতা প্রাপ্তি যে কৰ্ম্ম হয় সে কৰ্ম্ম কি অনাদি? সে কৰ্ম্ম যে জীবের অনুষ্ঠানঘটিত, জীবের পর তাহার অভ্যাস অগ্রে নহে, স্মরণ তাদৃশ কৰ্ম্মকে অনাদি বলা ভ্রান্তিসম্মত। তবে জীবের উচ্চতা নীচতা আসিল কোথা হইতে? জীবের স্বাভাবিক অপূর্ণতা হইতে (৩৭২পৃ; ১২।১১ [৯])। বেদান্তমতে সকল জগতে জীব অনুপ্রবিষ্ট, স্মরণ বেদান্ত যদি বলিয়া থাকেন সুন্দর আচরণে সুন্দর যোনি এবং মন্দ আচরণে মন্দ যোনিপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা আদিমজন্মসম্বন্ধে নহে, আদিমজন্মসম্বন্ধে মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য।

বস্তু কৰ্ম্মণি বশ্বিন্ স স্তব্ধস্ত প্রথমং প্রভূঃ। স তদেব স্বয়ং ভেজে স্বজায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২৮। \*

‘মনু’র এ মত বেদান্তবিরোধী বলিতে পারা যায় না, কেন না বেদান্ত সাধারণ ভাবে জন্মের কারণ উল্লেখ-করিয়াছেন প্রথম কি দ্বিতীয় এরূপ কোন নির্দেশ-করেন নাই, সকলেরই প্রারম্ভ পরাশ্রয় হইতে, বেদান্তের ইহা বিশেষ মত। মৈত্রায়ণীয় যে ঐশ্বর্য্যকর অবলম্বন-করিয়া বলিয়াছেন,

মহানদীযুর্ধ্ব ইবানিবর্ত্তকমস্ত যৎ পুরাকৃতম্।

তাহাতে পুরাশব্দে কিছু অনাদি বুঝায় না পূর্বকালমাত্র বুঝায়। পূর্বকৃত কিসে নিবৃত্ত হয়, তাহারই উপায় বলিবার নিমিত্ত যখন এ অধ্যায় তখন এখানকার ‘অনিবর্ত্তক’ শব্দ একেবারে পূর্বকার্য্য নিবৃত্ত হয় না ইহা বুঝাইতেছে না, ভগবদনুশাসনের অনুসরণ করিলে উহার নিবৃত্তি হয় ইহাই বুঝাইতেছে। জীব যখন অপূর্ণ এবং ভগবদর্চনায় তাহার অপূর্ণতা হরণ-করিতে হইবে, তখন ভগবদ্বৈমুখ্য হইতে জীবের অসঙ্গতি এবং ভগবদনুকূলচিত্তাবশতঃ সঙ্গতি হইবে, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। মৈত্রায়ণীয় এই কথাই বলিয়াছেন,

অধ্যাত্মোহস্তাহংস্মা বিন্দুরিব পুষ্করা ঈতি স বা এবোহভিভূতঃ প্রাকৃতৈস্তৈগৈরতি, অপোহভিভূত-  
স্তাৎ সংসৃঢ়ঃ প্রবাতঃ সংসৃঢ়ত্বাদায়ত্বং প্রভুঃ ভগবন্তঃ কারয়িতারঃ নাপশ্চদৃগ্গৌবৈক্যহমানঃ কলুষী-

\* কর্ত্ত্ব ও কৰ্ম্ম প্রভৃ স্বজন করেন না, স্বভাব আপনি প্রবৃত্ত হয়, গীতার এ কথা অর্থ মনু’র এই বাক্যে পরিচ্ছন্ন হইতেছে। জীবের কর্ত্ত্ব এবং স্বভাবের কার্য্যে ভগবান্ বাধা দেন না, যদি দিতেন তাহা হইলে জীবের কর্ত্ত্ব ও স্বভাবের কার্য্য তখনই অসম্ভব হইয়া যাইত। তিনি কর্ত্তা নহেন কারয়িতা, তাহার অর্থ এই যে তিনি বাহ্যকে যে সামর্থ্য্য দিয়াছেন, সে সামর্থ্য্যানুসারে কার্য্য করিতে তিনি তাহার সাহায্য করেন। এরূপ সাহায্য করাতে কোন দোষ হয় না, কারণ সাহায্য করিবেন এই অভিপ্রায়েই তিনি তত্ত্ব সামর্থ্য্য দিয়াছেন। তবে এই সাহায্য হইতে যে কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহার যদি স্বধঃখোৎপাদনে সামর্থ্য্য না থাকিত এবং তদ্বারা কল্যাণপথে আনয়ন না ঘটিত তাহা হইলে স্রষ্টাতে দোষ পড়িত। আমরা কাহাকেও কোন কার্য্যে সাহায্য করিলে কার্য্যের সদস্য-  
আনুসারে ফলভাগী হই, তাহার কারণ এই যে, অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণয়ন আমাদের কর্ত্তব্যধীন  
নহে।

কৃতচাষ্টিয়শ্চক্লে! লোলুপানঃ সম্পূহো ব্যাঘ্রশান্তিনানিধং প্রবাতা ইত্যঙ্ক সো \* মমেদমিত্যেবঃ  
মন্তমানো নিমগ্নানিহন্তানম্ ।

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জীবাশ্ম স্বয়ং অবিকারী, প্রকৃতির সহিত যোগ-  
বশতঃ তাহার মূর্ততা উপস্থিত হয়। প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা সে অভিভূত হইয়া পড়ে  
তাই সে আপনি কর্তা—কারয়িতা আর কেহ নাই, এরূপ অভিমানে বদ্ধ হয়। আশ্চ-  
দেহে ও জগতে যদি সে নিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্ব দেখিত তাহা হইলে তাহাতে বিজ্ঞানের  
অভ্যুদয় হইত, এবং সেই বিজ্ঞানে তাহার ভ্রম নিবৃত্তির কারণ হইত। ভগবদ্গীতা—  
‘নিখিলজগন্নিয়মন’ সেই মহিমা প্রত্যক্ষ করিলে বিজ্ঞানদৃষ্টি উৎপন্ন হয় ইহা আর কে  
অস্বীকার করিবেন? দেহ কর্মের আধার, সেই দেহ এবং কর্মের বিষয় এখন আলোচনা  
করা যাউক।

এই প্রাণাণ বিশ্ব একটি দেহ, প্রাণরূপী প্রজাপতি বা আদিজীব এই দেহে বিরাজমান,  
ইনি সাধারণতঃ বিরাট নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রত্যেক জীব ইহারই অনুরূপ।  
“মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নি” ( ৩৫৩পৃ ) ইত্যাদি যাহা আদিজীবসম্বন্ধে উক্ত  
হইয়াছে প্রতিজীব সম্বন্ধে তাহাই। মূল গ্রন্থে এ স্থলের ব্যাখ্যাতে বিশেষ বক্তব্য বিষয়  
উল্লিখিত হইয়াছে। বেদান্তমতে জীবের ত্রিবিধ জন্ম, প্রথম জন্ম পিতৃদেহে বীজরূপে,  
দ্বিতীয় জন্ম মাতৃগর্ভে জগুরূপে, তৃতীয় জন্ম দেহান্তে পরলোকে। এ জন্ম অচিরে।  
বৃহদ্রক্ণ তাই আপনার মৃতপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

ইদং ত একং পর উ ত একং তৃতীয়েন জ্যোতিষা সংবিশম্ ।

সংবেদনে তবচাক্ষরেণি প্রিয়ো দেবানাম পরমে জনিত্বে। ( ১০ম, ৫৬স্থ. ১৭ক্ )

বীজ ও জগুরূপে শারীরিক উপাদানের বিকাশ, জীব তথায় দ্রষ্টৃরূপে বিদ্যমান, যখন তিনি  
দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আর কেহ তথায় আছেন কি না পর্যবেক্ষণ করিলেন তখন পরাশ্রয়কে  
দেখিলেন। গৃহস্থের অন্তর্গত পঞ্চাগ্নিহবনে দ্যালোক ( আকাশ ), পর্জন্ত ( বাষ্পরাশি ),  
পৃথিবী, পুরুষ ও ষোষা প্রধান। আকাশ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া পৃথিবী শস্তশালিনী  
হয়, সেই শস্তরসে বীজ পুরুষদেহে উৎপন্ন হইয়া জরায়ু মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকে ;  
পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইহাই দেখাইয়া থাকে। আকাশাদি সর্বত্র বেদান্ত পরাশ্রয় ও জীবাশ্মার  
যুগপৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের অধিষ্ঠানবশতঃ উহাদিগকে দেব দৃষ্টিতে  
দেখেন, সুতরাং ইঞ্জিয়গণকে দেবতা বলিয়াছেন এবং জীবের আশ্রয়ে তাঁহাদের স্থিতি  
তিনি বর্ণন করিয়াছেন। চন্দ্রলোক হইতে পুনরাগমন কেন বর্ণিত হইয়াছে, ইহার  
তত্ত্বালোচনা করিয়া এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, চন্দ্র জলময়, জল হইতে বীজের উৎপত্তি, সেই  
বীজে পুরুষাকারের স্থিতি, এইট অবধারণ করিয়া বেদান্ত তাদৃশ সিদ্ধান্তে আগমন

গ্রন্থমধ্যে ‘অহং স মবেদং’ এ পাঠ ভ্রান্তিসম্ভূত। ‘সঃ উ’ সন্ধিতে ‘সো’ হইয়াছে।

করিয়াছেন \* । বীজরূপে যখন পিতৃদেহে জীবের প্রথম জন্ম তখন পৈত্রপৈতামহ দোষগুণ সংসৃষ্ট হইয়া জীবদেহের উৎপত্তি, ইহা আর বলিয়া দিতে হয় না । ইঞ্জিয়গণের দৃষ্টি

\* পুনরাগমন কাহার ? আত্মার না দেহোপাদানসকলের ? দেহোপাদানসকল প্রাণশক্তির রূপভূমি দেবক্রিয়াবিশিষ্ট পঞ্চাশির বিষয় । ইহাদেরই পিতৃদেহে বীজরূপে পরিণতি হয় । এই দেহোপাদানের সঙ্গে পরলোকগত জীবের সেই বীজে অনুপ্রবেশ বেদ বা বেদান্ত কি কোথাও বর্ণন করিয়াছেন ? জীবের ( প্রজ্ঞের ) দেহে স্থিতি, না প্রাজ্ঞে স্থিতি ? জীব যখন চলিয়া যায়, কাহার সঙ্গে যায়, দেহের সঙ্গে না প্রাজ্ঞের সঙ্গে ? যদি জীবের প্রাজ্ঞে স্থিতি হয়, প্রাজ্ঞের সঙ্গে পরলোকে গমন হয় তবে জীব জীব গতির ভিন্নতা হয় কিরূপে ? জীব প্রাজ্ঞের নিয়মনুস্থান, তাহারই নিয়মনে । জীব পূর্ববৎ পৃথিবীতে ফেরে না তাহার লোকলোকান্তরে প্রবেশ হয় ? "সহোভির্বিধং পরিাক্রমজঃ" ( ১০ম, ৫৬শ, ৫৪ক্ ) "ইদং বিশ্বমেজৎ সমেতি" ( ১০ম, ৮০শ, ১৫ক্ ) এতদনুসারে পরলোকগত আত্মা কি লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করে না ? যে যেমন ইচ্ছা করে, তেমনি কি সে লোকলোকান্তরে ভ্রমণ করিতে পার ? যুক্তব্যক্তি পায় বটে, কেন না প্রাজ্ঞ সহ তাহার ইচ্ছা এক হইয়াছে । কিন্তু অমুক ব্যক্তি নিজের নয় কিন্তু প্রাজ্ঞের ইচ্ছায় তাহার জ্ঞান ও শক্তির ক্ষুণ্ণির অনুসারে ( উহারই নিমিত্ত ইহার এদেহে জন্ম ) লোকলোকান্তরে গমন ও ভ্রমণ করে । লোকলোকান্তরে কি এ লোকের মত পিতৃদেহে জন্ম নাই ? বেদ ও বেদান্ত যখন সে কথা বলেন নাই বরং বিপরীত বলিয়াছেন, তখন তাহারই নামে সে মত কি প্রকারে প্রচার করিতে পারা যায় ?

অজ্ঞোভাগন্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপত্ব তং তে অর্জিঃ ।

যান্তে শিবাস্তেহা জাতবেদস্তাভির্বহ্নৈঃ স্তুতানু লোকম ॥ ( ১০ম, ১৬শ, ৪৪ক্ ) ।

ইহার পূর্ব বকে কি পৃথিবীতে গমনের কথা নাই ? আছে, কিন্তু পুনরায় পিতৃদেহে প্রবেশ নাই, লোকলোকান্তরমধ্যে যে পৃথিবীলোক আছে, তাহাতে গমন উল্লিখিত হইয়াছে । আশ্চর্য্য এই, আমাদের ধর্ম্মবন্ধু ঐমচার্লস বরসি এ সম্বন্ধে সম্প্রতি ( ১০ই নবেম্বর ১৯০৭ ) বাহা বলিয়াছেন, বেদ ও বেদান্তের সহিত উহার ঐক্য আছে ।

We must remember, however, that Heredity from first to last is concerned only with the bodies of men, not with souls, and this is why the theory of Heredity is so often apparently upset by finding children in the same family, born of the same parents and having a similar environment, nevertheless showing marvellous differences in character, in moral sensitiveness and in general disposition and temper. There is a vast invisible spiritual sphere into which Heredity cannot enter. All of us owe our bodies and all that belongs to them to our parents and our ancestor up to the earliest period. But the soul is not inherited. It may be impossible to demonstrate its source ; but it is as reasonable as it is reverent and devout to trace the soul to the living God as its real Father ; it is the very offspring of the great Spirit, "begotten not made," "being of one substance with the Father " —as is said of Jesus Christ in the Nicene Creed.

সাহিরের দিকে ( ৫।৫ ) স্মৃতরাং জীবের বহির্জীবনতঃ শরীরের প্রতি অভিনিবেশ হয়, এবং সেই শরীরের দোষগুণে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। কৰ্ম্ম শরীরনিষ্ঠ, স্মৃতরাং কৰ্ম্মদ্বারা তাহার বন্ধন ঘটে এ কথা বলা কিছু অযুক্ত নহে। কৰ্ম্ম দেহসংস্রবে প্রবাহ-ক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

বন্ধ !

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই বন্ধনের কারণ কি তাহা এক প্রকার বিবৃত হইল। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদের বন্ধন-বিষয়ক এই বর্ণনাটা অতি সুন্দর।

অখাত্তাপ্যুক্তং মহানদীৰ্ঘদূরং ইবানিবৰ্ত্তকমন্তঃ পুরাকৃতং সমুদ্রবেলের দুর্নিবার্যমন্তঃ স্মৃত্যোরাগ-রাগমনং সদলংকলময়ৈঃ পাণৈঃ পঙ্কুরিব বন্ধং বন্ধনস্থন্তেবান্ধাত্তাঃ সমবিষয়স্থন্তেব বহভরাবস্থং যদিরোদ্ভাব্য ইব মোহমদিরোদ্ভাব্যং পাপম্ভা পৃথীত ইহ ভ্রাম্যমাণং মহোরগদষ্ট ইব বিষদষ্টং মহাক্ষকার-নিব রাগাক্ষমিলিতজালনিব মায়াময়ং স্বপ্ন ইব মিথ্যাাদর্শনং কদলীগর্ভতবাসারং নট ইব ক্ষণবেষং চিত্রভিঙ-রিব মিথ্যামনোরমমিত্যাখোক্তম্।

এখানে ক্লীবলিঙ্কের বিশেষণগুলি দেখাইয়া দিতেছে এগুলি আত্মার বিশেষণ নহে, আত্মার দেহের সহিত সংযোগে যে ভূতাত্ত্ব উপস্থিত হইয়াছে উহার তাহারই বিশেষণ।

অন্ত কো নিধিত্ব'তাস্তনো যেনৈনঃ িদ্বাবহুস্বরৈব সাযুক্তামুপৈতি,

এই পূর্ববর্তী বাক্যের 'ইদং শব্দ' ঐ কথাই বুঝাইতেছে।

শব্দস্পর্শাদিরোহর্থা মর্ত্যোহনর্থা ইবাহুস্থিতাঃ। যেবাং সন্তস্ত ভূতাত্মা ন স্মরং পরমং পদম্ ॥

শব্দস্পর্শাদির প্রতি আসক্তিবশতঃ জীবের আত্মস্বরূপবিস্মৃতি মহান্ অনর্থের কারণ ইহাতে আর সংশয় কি ?

মোক্ষ।

বিষয়াসক্তিবশতঃ জীবের দেহের প্রতি অভিনিবেশ এবং ভগবানের প্রতি ঔদাসীন্ময় কি বিষময় ফল উৎপাদন করে মৈত্রায়ণ উহা অতিসুন্দররূপে বর্ণন-করিয়াছেন। “কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতফলাভের অভিলাষে বাহ্য বিষয় হইতে নয়নঃফিরাইয়া অন্তরস্থ পরাত্মাকে দেখিয়াছিলেন ( ২২২পৃ )” উপনিষদের এ কথা যোগধর্ম্মের আরম্ভ এবং তাহা হইতে মোক্ষ প্রদর্শন-করিতেছে। কেবল জ্ঞানে নহে কিন্তু পরমাত্মদর্শনে মোক্ষ হয়, বেদান্ত পরিষ্কার ভাষায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। “যে ব্যক্তি দৃষ্টিরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, শাস্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, অব্যাপৃতচিত্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি স্বরূপমাত্রজ্ঞানে ইহাকে প্রাপ্ত হয় না ( ২২০পৃ )।” মোক্ষ ভগবদ্রুপগ্রন্থে এ কথা বলিতেও উপনিষৎ কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলিতেছেন, “বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধাদ্বারা, বহুশ্রবণদ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। ইনি যাহাকে অল্পগ্রহ-করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন, তাহার সন্নিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন।” পাণ্ডিত্য ও মোনিষ্য নিঃশেষ করিয়া বালভাবে স্থিতি বেদান্তধর্ম্মের উচ্চাবস্থা। বালভাবে মোক্ষলাভ সহজ ধর্ম্মের লক্ষণ। ঈশ্বরে নিত্যস্থিতি নিখাসপ্রস্থাসের ত্রায় যাহার সহজ হইল, তিনি

নিরন্তর কালত্রয়ের নিরন্তর পরাঙ্গাকে আত্মসমীপে দর্শন করেন। “এই কর্ম-ফলভোক্তা জীবাত্মাকে ও তৎসমীপবর্তী কালত্রয়ের নিয়ন্তাকে যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয় সে আর সেই জ্ঞানানন্তর আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না (৩১৭পৃ)।” আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না কেন? বালকের সারল্য তাহাতে উপস্থিত, সে আর অন্তর ও বাহির ভিন্ন রাখিবে কি প্রকারে? বালকের তায় নিরতিমান তাবশতঃ এই কার্য্য করিয়া আমি বড় হইলাম বা এই কার্য্য করিয়া আমি ছোট হইলাম, এ ভাব আর তাহার হয় না। কর্মের মহিমা কি—স্বরূপ কি, ইহা জানিয়া সে আর পাপকর্মে লিপ্ত হয় না। পাপকর্মে লিপ্ত হয় না এ নিমিত্তই সে শাস্ত দাস্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া সর্বাত্মাকে দর্শন করে, পাপ আর ইহাকে স্পর্শ করে না, সকল পাপকে এ অতিক্রম করে; পাপ ইহাকে তাপ দেয় না, পাপকেই এ তাপ দেয়। এ ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়, নিরভিলাষ হয়, নিঃসংশয় হয়, ব্রহ্মসংস্থ (ব্রাহ্মণ) হয় (১০।৩৫)। শরীর থাকিয়াও ইহার শরীর থাকে না, ব্রহ্মই ইহার প্রাণ হন, ব্রহ্মই ইহার তেজ (উদাম) হন (১১।১৮)। সকলের সহিত ইহার একাত্মত্বলাভ হয় (১১।১৫)।

#### উপায়।

লোভবর্জিত হইয়া ঈশ্বরদত্তবিষয়সম্ভোগ সর্বপ্রথম উপায়। ভোগ দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয়, ভোক্তা ভোগশূন্য হইবে, ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যাহারা অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের পতন অবশ্যস্বাবী, বেদান্ত এজ্ঞ প্রকৃতিসিদ্ধ উপায়গুলিকে সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ-করিয়াছেন। বেদেতে অন্নপ্রাপ্তির অভিলাষ প্রার্থনার বিষয়। বেদান্তে ব্রহ্মবিজ্ঞান আকাঙ্ক্ষিত বিষয়; প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ, ও অন্ন উহার অবশ্যস্বাবী ফলমাত্র। ঈদৃশ পরিবর্তন কিছু সামান্য পরিবর্তন নহে। ব্রহ্ম এবং তৎসম্পর্কীয় জ্ঞান বেদান্তে প্রধান, বেদে প্রজা পশু প্রভৃতিই লক্ষ্য। স্বাভাবিক ক্রিয়া-সমূহে যজ্ঞকল্পনা—বেদান্তে ব্রহ্ম ও তাহার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অস্ত্র উদ্দেশ্যে নহে। বেদে বাহ্যবিষয়সমূহে দেবদর্শন, বেদান্তে শরীরঘটিত ইন্দ্রিয়াদিসমূহে ব্রহ্মদর্শন, ইহাতেই একটি অধিভূত এবং অধিদৈব বলিয়া পরিগণিত, অপরটি আধ্যাত্মিক। মূলগ্রন্থে এ সমুদায় ভেদ পাঠকগণ বিশিষ্টরূপে অবগত হইবেন, সে মহলের এখানে বিস্তৃত বর্ণন নিষ্পয়োজন। বেদান্তে বিশেষ সাধনের বিষয় কি, ইহারই উল্লেখ করিয়া অবতরণিকার উপসংহার করা যাউক। (১) ব্রহ্ম সহ জীবের যোগ, (২) এই যোগের উপযোগিকরূপে বিষয়সেবা, (৩) কেবল জীবে নহে কিন্তু সমুদায় জগতে ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষীকরণ, (৪) প্রকৃতি জীব ও পরাঙ্গা এ তিনকে এক কল্যাণে একীভূত করিয়া ব্রহ্ম সহ অবিরোধিত্বস্থাপন (৫) কালাতীত আয়ুরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মকে বশ ও সম্পদ্রূপে দর্শন, অবিচ্ছেদে ব্রহ্মেতে হিতি এবং ঈদৃশ স্থিতিতে বালভাবপ্রাপ্তি। এ সকলের সিদ্ধির নিমিত্ত ধ্যান মনন





বেদাদির অনুশীলন বা অগ্র কারণে সাধকের চিত্ত যখন অন্নমাত্রও ব্রহ্ম হইতে অবস্থিত হয় তখন তাহার ভয় উপস্থিত হয়।

যদা হ্যেবৈষ এতন্মিদ্রমূদ্রমন্তরং কুরুতে । অথ তন্ত ভয়ং ভবতি ।

কি জানি বা পাপাদি বিরোধী বিষয় দ্বারা ব্রহ্মযোগের অণুমাত্র বিচ্ছেদ হয়, এ ভয় যখন সাধকে স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তখন সেই ভয়ই পাপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট কারণ। কি জানি বা ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে বেদান্তবিৎ সাধকের চিত্তে এ ভয়ের বিদ্যমানতাসঙ্গে পাপে নিপতন কি প্রকারে সম্ভববে? পাপে পতনের সম্ভাবনা সঙ্গে তাহা হইতে নিবৃত্তি জীবের শুদ্ধতা এবং সেই শুদ্ধতাই তাহাকে পাপস্পর্শবর্জিত করিয়া রাখে। এই আপেক্ষিক শুদ্ধত্ব ও অপাপবিক্তত্ব যখন জীবে সম্ভবপর তখন বেদান্তসিদ্ধ মোক্ষ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব—আর অসম্ভব রহিল কোথায়?



# বেদান্তসম্বয়

## প্রথম অধ্যায় ।

### আরম্ভবলী ।

পরমেশে পরাসরসূতে ব্যাখ্যাকার  
সবারে প্রশ্নি, তাঁহাদের অনুসারে  
উক্তাসয়ে ভাষায় বেদান্তসম্বয় ।  
বহুযত্নে সূত্রকার সাধিলেন যাহা  
ব্যাখ্যানে তাহার তত্ত্ব, এ হেন উদ্যম ।  
কোথা হ'তে তাহে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ  
আরভিল, সংঘটিল কোথা হ'তে যোগ  
পুরাণের সঙ্গে, আগে চিন্তনীয় তাই ।  
বেদোক্তারে কৃতশ্রম পাশ্চাত্যপণ্ডিত-  
গণে নহি, শ্রমফল ভুলি তাঁহাদের ।

১। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

‘যে’ জনাঃ ‘অবিদ্যাম্’ অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াম্ ‘উপাসতে’ ‘তে’ ‘অন্ধং’ জ্ঞানপ্রতিরোধি ‘তমঃ’ অজ্ঞানং ‘প্রবিশন্তি’ । ‘যে’ ‘উ’ পুনঃ ‘বিদ্যায়াং’ দেবারাধনায়াং ‘রতাঃ’ ‘তে’ ‘ততো ভূয়ঃ ইব’ ততো-  
হধিকমিব ‘তমঃ’ প্রবিশন্তি ।

যাহারা অবিদ্যায় উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তম অর্থাৎ দর্শন-  
প্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে । যাহারা বিদ্যাতে রত তাহারা  
ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ।

ভাব—পুত্রাভিলাষ-বিভ্রাভিলাষ-লোকাভিলাষ-পরিচ্যোগ না করিলে মূনিষের সম্ভা-  
বনা কোথায়? কেন না এই সকল অভিলাষ মননের প্রতিকূল, মনন বিনা মূনিষ  
অসম্ভব । মনন হইতে যখন উপনিষদের উদয় হইয়াছে তখন সর্বপ্রথমেই উপনিষৎ যে  
পুত্রাদির উদ্দেশ্যে অল্পপ্তি ক্রিয়াকলাপে দোষদর্শন করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক ।  
অগ্রে দোষদর্শন পরে পরিহার, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । পরিহার আবার সহসা হয় না,

তাই আমরা দেখিতে পাই, বেদান্তমধ্যে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে বৈদিক দেবতাগণে উপ-নিষৎসমুচিত ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিরূপে উপনিষৎসমুচিত ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয় দ্বিতীয় বস্তুর বিবেচিত হইবে। যে সকল বেদান্তপ্রবচনে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে সেইগুলি এখানে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া—অবিদ্যা, কেন না উহা হইতে দর্শনপ্রতিরোধী অজ্ঞান উপস্থিত হয়। দেবারাধনা—বিদ্যা। যাহারা দেবারাধনা করে তাহারা দেবগণের দাস হয় (পশুরেব স দেবানাম্), সুতরাং বিদ্যা অর্থাৎ দেবারাধনায় রত ব্যক্তিগণ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণাপেক্ষায় অধিকতর অজ্ঞানতার বদ্ধ হইয়া থাকে \*। ১।

## ২। অন্যদেবাহুর্বিদ্যোহন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।

ইতি শুভ্রম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

‘বিদ্যয়া’ দেবজ্ঞানেন ‘অন্তঃ এব’ ‘অবিদ্যয়া’ কর্ম্মণা ‘অন্তঃ এব’ ফলম্। ‘ইতি’ ‘যে’ ‘নঃ’ অস্বভ্যঃ ‘তৎ’ ‘বিচচক্ষিরে’ ব্যাখ্যাতবস্তুঃ তেবাঃ ‘ধীরাণাং’ ‘শুভ্রম’ ক্রতবস্তুঃ বয়ম্।

যে সকল ধীর ব্যক্তি আমাদের নিকটে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে আমরা এই শুনিয়াছি যে, বিজ্ঞার ফল এক প্রকার অবিজ্ঞার ফল অন্ত প্রকার।

ভাব—উভয়ের ফল কেন এক প্রকার নহে তাহার কারণ শতপথব্রাহ্মণ এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন ;—“আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ অথবা দেবযাজী শ্রেষ্ঠ এ প্রশ্নের উত্তর এই, আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ। তিনিই আত্মযাজী যিনি জানেন ‘এটি আমার, এতদ্বারা অঙ্গ সংস্কৃত হয়, এটি আমার, এতদ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ + হইয়া থাকে। সর্প যেমন তাহার নির্মোক হইতে নিশ্চুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও সেই প্রকার পাপরূপ মর্ত্যশরীর হইতে নিশ্চুক্ত হয়। [ মর্ত্যশরীর হইতে নিশ্চুক্ত হইয়া ] সে ব্যক্তি ঋগ্‌ময় যজুর্ময় সামময় আহুতিময় হইয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সেই ব্যক্তিই দেবযাজী

\* বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে আমি পুয়লাভ করিব, আমি বিভ্রাণ্ড করিব ইত্যাদি উদ্দেশ্য সংযুক্ত থাকতে এখানে আমিত্বের লোপ হয় না, এজন্য এই আমিৎকে সহজে আত্মজ্ঞানে পরিণত করা যািতে পারে, কিন্তু যেখানে মানুষ দেবতাবিশেষের দাস হইল, সেখানে আমিৎ লুপ্ত হইয়া গেল, সে স্থল হইতে আত্মজ্ঞান উদ্ধারকরা কদাপি সহজ নহে। পরবর্ত্তী প্রবচনের ব্যাখ্যায় এই কথাই নিবদ্ধ হইয়াছে।

+ ‘এতদ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ হইয়া থাকে।’ এ উপাধি কি? ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে যে সকল পাপ মালিন্য সংযুক্ত আছে উহাদের তিরোধানের ঋণাদিময় নূতন উপাধি। এই সকল উপাধিযোগে স্বর্গলোকে জন্ম হয়। এজন্যই অব্যবহিত পরে কথিত হইয়াছে “ঋগ্‌ময় যজুর্ময় সামময় আহুতিময় হইয়া স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে।”

যে কেবল দেবতাকেই জানে—‘আমি এই যজ্ঞ করিতেছি, দেবগণকে সমর্পণ করিতেছি।’ এ ব্যক্তি সেইরূপ করে যেমন অধম ব্যক্তি শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে উপহার দেয়, বাণিজ্যব্যবসায়ী রাজাকে উপহার দিয়া থাকে। আত্মযাজীর যে পরিমাণ লোকজয় হয়, এ ব্যক্তির তাহা হয় না।” ২।

৩। বিদ্যাংকাবিদ্যাংক যন্তুদেদোভয়ং সহ ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে ॥

‘বিদ্যাং’ চ ‘অবিদ্যাং’ চ ‘তৎ’ ‘উভয়ং’ ‘সহ’ একত্র ‘যঃ বেদ’ ন ‘অবিদ্যায়া’ কৰ্ম্মণা ‘মৃত্যুং’ ‘তীর্ত্বা’ অতিক্রম্য ‘বিদ্যয়া’ দেবসাহায্যেণ ‘অমৃতম্’ ‘অশ্নুতে’ প্রাপ্নোতি ।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কে যে ব্যক্তি একযোগে জানে, সে ব্যক্তি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম-করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতভোগ করিয়া থাকে ।

ভাব—‘এটি আমার, এতদ্বারা অঙ্গ সংস্কৃত হয়, এটি আমার এতদ্বারা আমার অঙ্গের উপাধিলাভ হয়’ যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অবিদ্যা ও বিদ্যাকে একত্র গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যুজয় করিয়া দেবসাহায্যে অমৃতভোগ করিয়া থাকে \* । ‘যদি সকলেই অমৃতত্ব লাভ করে, কে আমার অধিকারভুক্ত হইবে?’ মৃত্যুর এই প্রশ্নের উত্তরে শতপথব্রাহ্মণে যাহা লিখিত হইয়াছে ব্যাখ্যাত প্রবচনটি তাহারই অনুরূপ। ৩।

৪। অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহসম্ভুতিমুপাসতে ।

ততো ভূয়ইব তে তমো য উ সম্ভুত্যাং রতাঃ ॥

ঈশ ৯—১২ ।

‘যে’ ‘অসম্ভুতিং’ প্রকৃতিম্ ‘উপাসতে’ তে ‘অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি’ ‘যঃ’ ‘উ’ পুনঃ ‘সম্ভুত্যাং’ ঐশ্বর্যে ‘রতাঃ’ ‘তে’ ‘ততো ভূয় ইব’ ততোদিকমিব ‘তমঃ’ প্রবিশন্তি ।

যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা ঐশ্বর্যে রত, তাহারা ততোদিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ।

ভাব—ভগবান্ এবং তাঁহার প্রকৃতি, এ উভয়কে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া প্রকৃতির বশ-বস্তী হইলে অন্ধতা উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি কোন ঐশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় লোকে তাহারই অনুসরণ করে, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যলাভে লুক্ক ব্যক্তির তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে । ৪ ।

\* যজ্ঞের উপকরণসমুদারে ‘এটি আমার’ এইরূপ জ্ঞান থাকিতে উহারা প্রাধান্তলাভ করিতে পারে না, উহারা অঙ্গসংস্থার অর্থাৎ আত্মার মালিকগণের উপায় হয়। যজ্ঞে যে সকল দেবতা

৫। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ

স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্তমানাঃ ।

দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিসম্ভি মুঢ়া

অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাক্কাঃ ॥ কঠ, ২।৫ । \*

‘অবিদ্যায়াম্’ অগ্নিহোত্রাদৌ ‘অন্তরে’ মধ্যে ‘বর্তমানাঃ’ সন্তঃ ‘স্বয়ং ধীরাঃ’ প্রজ্ঞাবন্তঃ ‘পণ্ডিতম্মন্ত-  
মানাঃ’ শাস্ত্রকুশলা ইতি মন্তমানাঃ যে, তে ‘মুঢ়াঃ’ ‘অন্ধেন’ ‘এব’ ‘নীয়মানাঃ’ ‘অন্ধাঃ’ ‘যথা’ তথা  
‘দন্দ্রম্যমাণাঃ’ ভৃশং কটিলং গতিং গচ্ছন্তঃ ‘পরিসম্ভি’ ভ্রমন্তি ।

অবিদ্যামধ্যে (ময়) থাকিয়া যাহারা আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ এবং  
শাস্ত্রকুশল বলিয়া মনে করে, তাহারা মুঢ় । অন্ধদ্বারা অন্ধেরা পরি-  
চালিত হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা একবার এদিক  
আর বার ওদিক করিয়া ভ্রমণ করে ।

ভাব—অবিদ্যামধ্যে—বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মরূপ বোর অন্ধকারের মধ্যে । ৫ ।

৬। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব

বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা ।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-

মথৰ্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥

অথৰ্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা-

হথৰ্ব্বা তাং পুরোবাচাহস্মিহ ব্রহ্মবিদ্যাম্ ।

স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ

ভরদ্বাজোহস্মিহসে পরাবরাম্ ॥

আহুত হইয়া থাকেন, সে সকল দেবতা স্বর্গে তাহারই চিরস্থ দেহের উপাধি (১।২৪) হইবেন এই  
জ্ঞান থাকতে তিনি আর দেবগণের দাস হন না ; দেবতারাই তাহার সন্তোগের উপায়বিধান করিয়া  
থাকেন । এই দেবগণ তাহার দিবা প্রাণ, দিবা বাক্, দিবা মন হন । স্বল্প, বজ্রমর্, সামসর এবং  
আহুতিস্বর তাহার দেহ হয় । শতপথব্রাহ্মণ অন্তর আহুতিকে পরলোকগত ব্যক্তির আত্মা বলিয়া-  
ছেন । এ আত্মা শব্দে দেহই বুঝিতে হইবে । দিবাধামে প্রাণাদির ক্রিয়ার উপযোগী দেহ রূপা-  
সমুত্ত, সূতরাং উহা হইতে বিশুদ্ধ ভাবসমূহই প্রকাশ পায় । বিশুদ্ধভাব অনুতসন্তোগের হেতু, এ  
অনুতসন্তোগ প্রাণাদিযোগেই হইয়া থাকে । [ ১।২৪ এই গ্রন্থের অধ্যায় ৩ প্রবচন সংখ্যা । অন্তঃ ৩  
এইরূপ বুঝিতে হইবে ] ।

• যগুৎকোপনিষদে ( ১।২৮ ) এই প্রবচনটি আছে । তাহাতে ‘দন্দ্রম্যমাণাঃ’ স্থলে ‘অবন্তমানাঃ’  
এই পাঠ দৃষ্ট হয় । বিবিধ বিশ্লে নিরূপিত, এ পাঠের এই অর্থ ।

শৌনকোহ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ ।  
কশ্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ।

তন্মৈ স হোবাচ । যে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্ম-  
বিদো বদন্তি পরা চৈবা পরা চ ।

তত্রাহ পরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো  
ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষর-  
মধিগম্যতে । মু, ১।১।:—৫ ।

'বিশ্বত্ব কর্তা' 'ভুবনস্ত গোপা' 'ব্রহ্ম' হিরণ্যগর্ভঃ 'দেবানাং' 'প্রথমঃ' 'সংবত্ৰব' । 'স' 'সৰ্ববিদ্যা-  
প্রতিষ্ঠাং' সৰ্ববিদ্যাভিব্যক্তিহেতুং 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'জ্যোতিপুত্রায়' 'অথর্বায় প্রাহ' ।

'ব্রহ্ম' 'বাং' ব্রহ্মবিদ্যাম্ 'অথর্ববেদে' 'প্রবেদেত' প্রাহ 'অথর্ব' 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'পুরা' 'অঙ্গিরে'  
'উবাচ' । 'স' অঙ্গীঃ 'ভরদ্বাজায়' ভরদ্বাজগোত্রায় 'সত্যবাহায়' 'প্রাহ' 'ভরদ্বাজঃ' 'অঙ্গিরসে'  
'পরাবরাং' পরাকাশরাক বিদ্যাং প্রাহ ।

'মহাশালঃ' মহাগৃহস্থঃ 'শৌনকঃ' শুনকস্তাপত্যং 'অঙ্গিরসং' ভরদ্বাজশিষ্যম্ আচার্য্যঃ 'বিধিবৎ'  
যথাশাস্ত্রম্ 'উপসন্নঃ' উপাগতঃ সন্ 'পপ্রচ্ছ' পৃষ্টবান্ । শেষঃ স্তমঃ ।

বিশ্বের কর্তা ভুবনপালক ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে প্রথম হইয়াছিলেন ।  
তিনি সৰ্ববিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বনামা জ্যোতিপুত্রকে বলিয়া-  
ছিলেন ।

ব্রহ্মা অথর্বকে যে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, পূর্বকালে অথর্বঋষি  
সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিষ্ঠাষিকে বলিয়াছিলেন । তিনি আবার ভরদ্বাজ-  
গোত্র সত্যবাহকে উহা বলিয়াছিলেন । ভরদ্বাজ অঙ্গিরসকে পরা এবং  
অপর্য্য উভয় বিদ্যা বলেন ।

মহাগৃহস্থ শৌনক যথাশাস্ত্র অঙ্গিরসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন  
করিলেন, ভগবন্, কি জানিলে সকল জানা হয় ?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, দুইটি বিদ্যা জানিতে হইবে । যে দুইটিকে  
ব্রহ্মবিদ্যাগ পরা ও অপর্য্য নাম দিয়া থাকেন ।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ,  
নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এগুলি অপর্য্য বিদ্যা । পরা বিদ্যা সেইটী যদ্বারা  
অক্ষর পয়ব্রহ্মকে জানা যায় ।

ভাব—পর্য্য—পরমাত্মবিদ্যা, অপর্য্য—কর্মবিদ্যা । ঋগ্বেদাদিতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পর-  
ব্রহ্মের তত্ত্ব নাই এজন্ত উহার অশ্রেষ্ঠ । শিক্ষা-কল্প-প্রভৃতি ছয়টি বেদান্ত । ৬ ।



৭। প্ৰবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা

অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কৰ্ম্ম ।

এতচ্চেয়ো যেহভিনন্দন্তি মৃঢ়া

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ মু, ১।২।৭ ।

‘যেযু’ ঋষিগাদিবু অষ্টাদশম্ ‘কৰ্ম্ম’ ‘অবরম্’ ‘অশ্রেষ্ঠম্’ ‘উক্তম্’ তে ‘এতে’ ‘যজ্ঞরূপাঃ’ যজ্ঞনির্কৰ্ত্তকাঃ ‘অষ্টাদশ’ ‘হি’ যন্মাৎ ‘অদৃঢ়াঃ’ অস্থিরাঃ তন্মাৎ ‘প্ৰবাঃ’ বিনাশিনাঃ । ‘যে’ জনাঃ ‘এতৎ’ কৰ্ম্ম ‘শ্রেয়ঃ’ ইতি ‘অভিনন্দন্তি’ তে ‘মৃঢ়াঃ’ ‘পুনরেব অপি’ ‘জরামৃত্যুম্’ ‘যন্তি’ প্রাপ্নুযন্তি ।

যে আঠারটি ব্যক্তি দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই শৈব্যাহীন স্মৃতরাং মৃত্যুর অধীন । এই আঠারটির মধ্যে কৰ্ম্মকেই অশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে । যে সকল মৃঢ় ব্যক্তি এই কৰ্ম্মকেই শ্রেয় মনে করিয়া বহু মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যুর বশবর্তী হয় ।

ভাব—আঠারটি ব্যক্তি—যোল জন ঋষিক্, পত্নী ও যজমান । কৰ্ম্মকে অশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে—কৰ্ম্ম আত্মজাননশূন্য স্মৃতরাং আত্মজানসম্পন্ন ঋষিগাদি হইতে অশ্রেষ্ঠ । ৭ ।

৮। অবিদ্যায়াং বহুধা বৰ্ত্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্ত্যন্তি বালাঃ ।

যংকৰ্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাস্চ্যবন্তে ॥

‘অবিদ্যায়াং’ বৈদিককৰ্ম্মণি ‘বহুধা’ ‘বৰ্ত্তমানাঃ’ ‘বালাঃ’ মন্মবুদ্ধয়ঃ, ‘বয়ং’ ‘কৃতার্থাঃ’ ইতি ‘অভিমন্ত্যন্তি’ । ‘যং’ যন্মাৎ ‘কৰ্ম্মিণঃ’ ‘রাগাৎ’ আসক্তিবশাৎ ‘ন প্রবেদয়ন্তি’ ন জানন্তি তেষাং দ্রবন্ত, ‘তেন’ হেতুনা ‘আতুরাঃ’ সন্তঃ ‘ক্ষীণলোকাঃ’ ক্ষীণপুণ্যাঃ ‘চ্যবন্তে’ স্বৰ্গলোকাৎ অধোগচ্ছন্তি ।

মন্মবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিবিধপ্রকারে অবিদ্যাতে স্থিতি করিয়া আগর্য কৃতার্থ এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে । যেহেতুক আসক্তিবশতঃ কৰ্ম্মগণ কৰ্ম্মের বিনাশিত্র বৃদ্ধিতে পারে না, তাই তাহারা পুণ্যক্ষয়ে দুঃখার্ন্ত হইয়া স্বৰ্গ হইতে বিচ্যুত হয় ।

ভাব—যে পুণ্যজন্ত যে লোকজয় হয়, ভোগ দ্বারা সেই পুণ্যক্ষয় হইলে আর সে লোকে জীব থাকিতে পারে না, পুনরায় পুণ্যার্জনজন্ত তত্পরযোগী লোক প্রাপ্ত হয় । উপার্জিত পুণ্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমায় উপস্থিত হইলে আবার পুণ্যোপার্জন দ্বারা লোকজয় করিতে হয় । ৮ ।

\* “লোকজয়” বেদান্তপ্রচলিত এই বাক্যটির অর্থ কি, ইহার অনুসন্ধান করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তে যে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সেই ভাবানুযায়ী লোক অর্থাৎ ভোগায়তন আয়ত্তীকৃত হয় । এই আয়ত্তীকরণই লোকজয় ।

৯। ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিস্তং

নান্যচ্ছ্রয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ ।

নাকস্ম পৃষ্ঠে তে স্কৃত্তেহনুভূত্বে-

মং লোকং হীনতরং চাবিশন্তি ॥ মু, ১২২১১০ ।

‘ইষ্টাপূর্তং’ ইষ্টং বাগাদি শ্রোতং কৰ্ম ‘পূর্তং’ বাপিতড়াগাদি স্মার্তং কৰ্ম ‘বরিস্তং’ প্রধানং ‘মন্যমানাঃ’ ‘প্রমূঢ়াঃ’ ‘ন অন্তঃ’ ‘শ্রেয়ঃ’ ‘বেদয়ন্তে’ জানন্তি । ‘তে’ ‘নাকস্ম’ স্বর্গস্ত ‘পৃষ্ঠে’ উপরি স্থানে ‘স্কৃত্তে’ পুণ্যানিলয়ে ‘অনুভূত্বে’ স্বখননুভূত্বে ‘ইমং লোকং’ পৃথিব্যনুরূপং লোকং ‘হীনতরং চ’ তদপেক্ষা হীনতরং বা ‘লোকম্’ ‘আবিশন্তি’ অবিশন্তি ।

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি যাগাদি শ্রোত কৰ্ম এবং বাপিতড়াগাদি স্মার্ত কৰ্ম প্রধান বলিয়া মনে করে তাহারা তদপেক্ষা আর যে কিছু শ্রেয় আছে তাহা জানে না । স্বর্গোপরি পুণ্যানিকেতনে সুখানুভব করিয়া তাহারা এই পৃথিবীর অনুরূপ লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে ।

ভাব—অভিমানের তারতম্যানুসারে পৃথিবীর অনুরূপ বা তদপেক্ষা হীন লোক-প্রাপ্তি হয় । ৯।

১০। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ ।  
তথ্ হোবাচ যদেথ তেন মোপসীদ ততস্তে উর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি ।

স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যোমি যজুর্বেদত্ সামবেদমার্থর্কণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাক্যোবাক্যমেকাযনং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্র-বিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোহধ্যোমি ।

সোহহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্তাবিং, শ্রুতত্বেহেব মে ভগব-দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাক্ষোক্ত্য পারং তারয়ন্তিতি । ছা, ৭।১।১—৩ ।

‘ভগবঃ’ হে ভগবন্ ‘অধীহি’ জ্ঞাপয় ‘ইতি’ ‘হ’ ‘নারদঃ’ ‘সনৎকুমারম্’ উপসসাদ উপজ্ঞাপ্য । ‘তং’ নারদং ‘হ’ কিল স ‘সনৎকুমারঃ’ ‘উবাচ’ ‘যৎ’ স্বঃ ‘বেথ’ জানাসি, ‘তেন’ তৎপ্রথাপনেন ‘মা’ মাম্ ‘উপসীদ’ উপগচ্ছ ‘ততঃ’ ‘উর্দ্ধং’ ‘তে’ তুভ্যং ‘প্রবক্ষ্যামি’ ‘ইতি’ ।

‘স’ নারদঃ ‘হ’ ‘উবাচ’—‘ভগবঃ’ হে ভগবন্, ‘ঋগ্বেদম্’ ‘অধ্যোমি’ স্মরামি, ‘যজুর্বেদং’ ‘সামবেদং’ ‘চতুর্থম্’ আর্থর্কণং ‘পঞ্চমম্’ ইতিহাসং পুরাণম্ ‘বেদানাং বেদং’ বেদজ্ঞানকারণং ব্যাকরণং, ‘পিত্র্যং’ শ্রাদ্ধকরং ‘রাশিং’ গণিতং ‘দৈবম্’ উৎপাতজ্ঞানং ‘নিধিং’ মহাকালাদিনিবিশাত্তং ‘বাক্যোবাক্যং’

তর্কশাস্ত্রং ‘একায়নং’ নীতিশাস্ত্রং ‘দেববিদ্যাং’ নিরুক্তং ‘ব্রহ্মবিদ্যাং’ ঋগাদিসম্পর্কীয়শিক্ষাকল্পছন্দোক্তগাং  
‘ভূতবিদ্যাং’ ভূততত্ত্বং ‘ক্ষত্রিয়বিদ্যাং’ ধর্মুর্কেদং, ‘নক্ষত্রবিদ্যাং’ জ্যোতিষং ‘সর্পদেবজনবিদ্যাং’  
পাকড়ং গন্ধর্ববিদ্যাং ‘এতৎ’ সর্কং ‘অধ্যোমি’ স্মরামি ।

‘ভগবঃ’ হে ভগবন্ ‘সোহং’ ‘মন্ত্রবিং’ কর্মবিং ‘ন আত্মবিং’ । ‘আত্মবিং’ ‘শোকং’ ‘তরতি’ ‘ইতি’  
‘মে’ ময়া ‘ভগবদ্-শেভ্য’ যুৎসৎসদৃশেভ্যঃ ‘ক্ষতং হি’ । ‘ভগবঃ’ হে ভগবন্ ‘সোহং’ ‘শোচামি’, ‘তং’  
শোকসন্তপ্তং ‘মা’ মাং ‘শোকন্ত’ ‘পারং’ ‘ভগবান্’ ‘তারয়তু’ ‘ইতি’ ।

আমাকে শিক্ষা-দিন, এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারসমীপে আগমন  
করিলেন । সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, যত দূর আপনি জানেন  
তাহা বলিয়া আমার নিকটে বসুন, তাহার পর যাহা কিছু আছে তাহা  
আপনাকে বলিব ।

নারদ বলিলেন, হে ভগবন্, ঋগ্বেদ, যজুর্কেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব-  
বেদ, পঞ্চম ইতিহাসপুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান,  
নিমিষশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদিবেদসম্পর্কীয়বিজ্ঞা,  
ভূতবিজ্ঞা, ধর্মুর্কেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ববিজ্ঞা, এ সকলই আমার  
স্মরণে আছে ।

এইরূপে, হে ভগবন্, আমি মন্ত্রবিং হইয়াছি কিন্তু আত্মবিং হই  
নাই । আপনাদের ছাত্র ব্যক্তির নিকটে শুনিয়াছি, আত্মবিং শোক  
হইতে উত্তীর্ণ হন । হে ভগবন্, আমি শোকসন্তপ্ত, আমাকে আপনি  
শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন ।

ভাব—ঋগাদি অপরা বিদ্যাপেক্ষা পরাত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ, কেন না উহার সাহায্যে  
শোকোত্তীর্ণ হওয়া যায় । ১০ ।

অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, এই তিনটি বৈদিক মূল দেবতা । ইন্দের স্থলে বায়ু মূলদেবতা বলিয়া  
গৃহীত হইয়া থাকেন । (১) অগ্নি । অগ্নায়ী, পৃথিবী, ইলা—ইহার অগ্নির সহচরী ।  
হবিবহনকরা, দেবগণকে আহ্বানকরা অগ্নির বিশেষ কার্য্য । অগ্নির সঙ্গে এই সকল  
দেবতার স্তব হইয়া থাকে—ইন্দ্র, সোম, বরুণ, পর্জন্য, ঋতু । অস্ত্র দেবতার সঙ্গে  
যাঁহার স্তব হন তাঁহার—‘সংস্তুবিক দেব’ ।

(২) ইন্দ্র । ইন্দের সহচরী—অদিতি, সরমা, সরস্বতী, বাক্, অহুমতি, রাক্ষা,  
সিনীবানী, কুহু, ঘনী, উরুশী, পৃথিবী, ইন্দ্রাণী, গৌরী, গো, ধেনু, অয়্যা, পথ্যা, স্বস্তি,  
উষা, রোদনী । ইহার বিশেষ কার্য্য—বর্ষণাদি, বৃত্রবধ, যে কোন বিক্রমসাধ্য কার্য্য ।

ইহার সঙ্গে এই সকল দেবতারা স্তত হইয়া থাকেন—অগ্নি, সোম, বরুণ, পুষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্কত, কুৎস, বিষ্ণু, বায়ু ।

(৩) হৃদ্য । হৃদ্যের সহচরী—উষা, হৃদ্যা, বৃষাকপারী, সরণা, দেবপত্নীগণ । বিশেষ কার্য—রসাকর্ষণ, রশ্মিযোগে রসধারণ, রশ্মিদ্বারা আচ্ছাদন । ইহার সঙ্গে এই সকল দেবতা স্তত হইয়া থাকেন—চন্দ্রমা, বায়ু, সংবৎসর ।

বৈদিক আর আর দেবতা এই তিন দেবতার বিশেষ প্রকাশমাত্র । বেদে পাষাণ-নিষ্ঠেও চেতনের কার্য আরোপিত হইয়াছে । বৈদিক পণ্ডিতগণ ঐ আরোপকে রূপক বলিয়া গ্রহণ-করিয়া থাকেন । পৃথিব্যাदि কিছু জীবন্ত পুরুষ নহে, তবে যে উহার জীবন্ত পুরুষরূপে বেদে বর্ণিত হইয়া থাকে তাহার কারণ এই যে, উহাদের মধ্যে এক এক জন জীবন্ত পুরুষ বিদ্যমান থাকিয়া উহাদিগকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছেন এই বিশ্বাস । পৃথিবী স্ত্রীরূপধারণ করিয়া ভাববতরণনিমিত্ত ব্রাক্ষার নিকটে গমন করিলেন এটি যেমন আখ্যান উহাও সেইরূপ আখ্যানমাত্র । নিবৃত্তকার এদ্রুই বলিয়াছেন, “যজ্ঞ কিছু পুরুষবিশেষ নহে অথচ যজ্ঞমানের সম্বন্ধে উহা যেমন পুরুষবিশেষ, তেমনই বাহার পুরুষবিশেষ নহে তাহাদিগের ক্রিয়া প্রবর্তক অধিষ্ঠাতৃগণ পুরুষবিশেষ ; আখ্যা-নাকারে এইটি প্রকাশ পায় ।” যজ্ঞমানগণ এই সকল দেবতার নিকটে আত্মজ্ঞান নহে কিন্তু পুত্র, বিত্ত ও শত্রুবধাদি যাচঞা করিয়া থাকেন । এই জন্তই নারদ সনৎকুমারের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন—“আমি আত্মবিৎ নই মন্ত্রবিৎ ।”

উপনিষদ্ভ্রষ্টা ঋষিগণ বৈদিক কন্ধ্যামুষ্ঠায়ীদিগকে কেন মন্দমতি বালক বলিয়া নিন্দা-করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসাকরা নিষ্পয়োজন । পুত্রবিভাদির নিমিত্ত বৈদিক অমুষ্ঠান । এ সকলের অনিত্যত্ব নিত্যপ্রত্যক্ষ, স্মরণ্য তৎপ্রতি অনাস্থা স্বতই উদিত হয় । “আত্মা ভিন্ন অত্ম কাহাকেও যে ব্যক্তি প্রিয় বলে তাহাকে যে সাধক বলেন, তোমার প্রিয় বিনষ্ট হইবে, ইহা বলিতে তিনি স্তম্ভম, কেন না এইরূপই হইবে” (১০।৩০)\* উপনিষদ্-ভ্রষ্টগণের এ কথার সত্যত্ব কে না আর সেকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ? যাহা কিছু অনিত্য এবং পরিমিত তাহা স্মৃতির নিমিত্ত হয় না, প্রভূত চরমে হৃৎখেরই কারণ হয়, স্মরণ্য তাঁহাদের সেইটির অবশেষে মহান্ যত্ন উপস্থিত হইয়াছিল, যদ্বারা কেবল হৃৎখের নিবৃত্তি নহে কিন্তু আত্যন্তিক স্থখলাভ হয় । “যদ্বারা আমি অমর হইব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব,” মৈত্রেয়ীর এ কথা তৎপূর্বে অনেকের মন হইতেই উথিত হইয়াছে ।

“যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিদাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সমুদায় ধাম অবগত, যিনি সকল দেবগণের নাম-ধারণ করিয়া এক হইয়া আছেন, অন্তান্ত সকল ভূবন তাঁহারই বিষয়ে প্রশ্ন করে ।” (১০ম, ৮২শ্র, ৩ ঋক্) । এতলের প্রশ্নটি উপ-

\* এই গ্রন্থের ১০ম বলীর ৩০ প্রবচনাবলি । এইরূপ অমুষ্ঠানও বুঝিতে হইবে ।

নিষদে—“যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাহাতে জীবনধারণ করে, অস্তে যাহার দিকে গমন করে ও যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম (৪।১৩)”—এই পরিষ্কার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পরিণত হইয়াছে। “সে সময়ে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না” ( ১০ম, ১২২শ্র, ১৬ক্ ), এ চিন্তা প্রথমতঃ ঋকসংহিতাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এই চিন্তার ফলেই উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ দেখিতে পাইলেন, নানাদ্রব্যযোগে যে সকল বৈদিক অনুষ্ঠান হয় এবং তৎসহ বহু দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, উহারাই জগতের যিনি একমাত্র কারণ তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে দেয় না, সুতরাং তাঁহারা “দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে” ইত্যাদি প্রবচন দ্বারা বৈদিক কর্ম এবং বৈদিক দেবতাগণকে অধঃকরণ-করিয়া মননরূপ তপ আশ্রয়-করিলেন এবং বলিলেন,—“তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া অন্নব্রহ্ম এই জানিলেন। তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া প্রাণব্রহ্ম এই জানিলেন, মনোব্রহ্ম এই জানিলেন, বিজ্ঞানব্রহ্ম এই জানিলেন, আনন্দব্রহ্ম এই জানিলেন (১০।১৩)।” শ্রীমচ্ছবর বলিয়াছেন, “বাহ্যেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সমাধান তপ, এই তপদ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভব হয়। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, ‘মন এবং ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপ। সকল ধর্ম হইতে উহা শ্রেষ্ঠ এ জন্ত উহাকে পরম ধর্ম বলা হইয়া থাকে।’” যজ্ঞবিল্ডার দ্বারা যেমন বৈদিক কাল লক্ষিত হয়, তেমনি তপের অস্ত্র নাম যে মনন তদ্বারা বৈদান্তিক কাল লক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি মনন করেন তিনি মূনি, এজন্তই বৈদান্তিক ঋষিগণে মুনিস্ব এবং অরণ্যে বাস উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যে বাস এবং প্রজ্ঞানের পূর্বে তাঁহারা গৃহে বাস করিয়া মননপরায়ণ ছিলেন, উপনিষদ্দ্রষ্টা জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-জৈবলি-প্রভৃতিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠের কর্মে, অনুষ্ঠানদ্রব্যে এবং দেবগণে পরমাত্মদর্শনে এই মনন যে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, উপনিষদই উহার প্রমাণ। সুতরাং স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ স্বাভাবিক গতিতেই হইয়াছে।

ইতি আরম্ভবলী প্রথম অধ্যায় ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রস্থানবল্লী \* ।

১। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাত্মাপিহিতং মুখম্ ।

তৎ ত্বং পূষনপারু সত্যব্রহ্মায় দৃষ্টয়ে ॥

‘পূষন্’ হে সূর্য্য, ‘হিরণ্ময়েন’ জ্যোতির্শ্ময়েন ‘পাত্রেণ’ মণ্ডলেন ‘সত্যাত্ম’ ‘মুখং’ মুখ্যং স্বরূপম্ ‘অপি-  
‘হিতম্’ আচ্ছাদিতং স্বয়া ‘সত্যব্রহ্মায়’ সত্যমেব ধর্ম্মো যন্ত তস্মৈ মহৎ ‘দৃষ্টয়ে’ দর্শনায় ‘তৎ’ সত্যং  
‘ত্বম্’ ‘অপারু’ অনাচ্ছাদিতং কুরু ।

হে সূর্য্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া  
রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমার দর্শনের জন্য সেই  
সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর ।

ভাব—উপনিষদ্দ্রষ্টা ঋষিগণ বৈদিক দেবতা ও তদ্বিহিত অমুষ্ঠানগুলিকে ক্ষুদ্রজ্ঞানে  
পরিচ্যাগ-করিলেন এবং সর্বপ্রথমে সেই সকলের মধ্যে এক মহান্ সত্য পুরুষকে এবং  
অমুষ্ঠের কর্ম্ম ও প্রাপ্য লোকগুলির মধ্যে আত্মাকে দেখিলেন। এই জগত্ই কখন  
আবরকরূপে, কখন নিরতিশয় ভিন্ন ভাবে, কখন ভিন্নতাসঙ্গেও অভিন্নরূপে, কখন স্বতন্ত্র  
ও অস্বতন্ত্ররূপে, কখন তৎসহ অভিন্নরূপে, কখনও তাঁহার অবয়বরূপে এইগুলিকে দেখিয়া  
তাঁহাদের নিজ নিজ অমুভূতি উপনিষৎ বলিয়া প্রকাশ করিলেন। সর্বশেষে সেই  
মহান্ সত্যপুরুষকে লীলাময়রূপে সর্বত্র বিরাজমান দেখিয়া এই নবীন প্রস্থানের তাঁহার  
পূর্ণতাসম্পাদন করিলেন।

হিরণ্ময়—জ্যোতির্শ্ময় ; পাত্র—মণ্ডল ; মুখ—মুখ্যস্বরূপ। এখানে জ্যোতির্শ্ময় সূর্য্য-  
মণ্ডলকে আবরকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আবরণ অপসারিত করিয়া মহান্ সত্য  
পুরুষকে দর্শন করিবার জন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন।

• যেখানে প্রকৃষ্টস্থিতিলাভ হয় তাহাকে প্রস্থান বলে। প্রকৃষ্ট স্থিতি বলিলেই তুলনা বুঝায়।  
পূর্বে যে স্থানে স্থিতি ছিল, সে স্থান স্থিতির পক্ষে আর উপযোগী নয় টো দেখিয়া অন্ততঃ যে স্থলে প্রকৃষ্ট  
স্থিতিলাভ হইল তথায় স্থিতিকেই ‘প্রস্থান’ বলে। বৈদিক দেবগণ ও তদ্বিহিত অমুষ্ঠানাদিতে প্রথমতঃ  
তাঁহাদের স্থিতিলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদের সম্বন্ধে সে স্থিতি আর যখন উপযোগী রহিল না, তখন  
তাঁহারা তাহা হইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রকৃষ্ট স্থিতিলাভ করিলেন। প্রস্থান এই অর্থে এখানে  
ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রস্থানশব্দের সাধারণ অর্থ মার্গ (system)। যে এণালী ধরিয়া সত্যের অন্বেষণ  
হয় তাহাকে মার্গ বলে। সত্য্যন্বেষণ ও সত্য্য স্থিতি মার্গ ও প্রস্থান এ দুই শব্দের মধ্যে এ পার্থক্য  
আছে।

২। পৃষ্মৈকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যাহ রশ্মীন্ সমূহ ।

তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্চামি

যোহমাবসৌ পুরুষঃ সেহহমস্মি ॥

‘পৃষন্’ হে রশ্মিপরিপুষ্ট ‘একর্ষে’ হে অধিতীয়গন্তঃ ‘যম’ হে অন্তর্যাবহাদিত্য, ‘সূর্য্য’ হে রশ্মি-  
পেরমিতঃ, ‘প্রাজাপত্য’ হে প্রজাপতের্বজ্ঞতাপত্য, ‘রশ্মীন্’ ‘বাহ’ বিগময়, ‘তে’ তব ‘তেজঃ’ ‘সমূহ’  
উপসংহর। ‘কল্যাণতমং’ শিবতমং ‘তে’ তব ‘যৎ’ ‘রূপং’ ‘তৎ’ ‘তে’ তব রূপং ‘পশ্চামি’। ‘যঃ’  
‘অসৌ’ ‘পুরুষঃ’ মণ্ডলঃ ‘স’ ‘অসৌ’ ‘অহম্’ ‘অস্মি’ তৎস্বরূপঃ ।

হে পৃষা, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রজাপতির অপত্য, তোমার  
রশ্মি সরাইয়া লও, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর যে তোমার কল্যাণতম  
রূপ দেখিতে পাই । এই পুরুষ বাহা আমিও তাহা ।

ভাব—সূর্য্য যখন রশ্মিসমূহে পরিপুষ্ট হন তখন তাঁহার নাম পৃষা, তিনি একা  
আকাশপথে গমন করেন এ জ্ঞাত তাঁহার নাম একর্ষি, যখন তাঁহার অন্তর্যাবহা তখন  
তিনি যমনামে অভিহিত । আকাশে সূর্য্যের আরোহণ যজ্ঞপ্রভাবে । উবাকে যে  
কারণে সূর্য্যের জননী বলা হইয়াছে, যজ্ঞকেও সেই কারণে সূর্য্যের জনক বলা বাইতে  
পারে । যজ্ঞের একটি নাম প্রজাপতি । সূর্য্যকে প্রজাপতির অপত্য বলিবার অর্থ এই  
যে, যজ্ঞ হইতেই তাঁহার উদয় হইয়াছে । অগ্নির প্রজাপতিগণমধ্যে গণ্য । অগ্নিরগণের  
অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে সূর্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, সে কারণেও সূর্য্যকে প্রজাপতিতনয় বলা  
যাইতে পারে ( ১০ম, ৬২শ্র, ৩৬ক্ ) ।

কল্যাণতম রূপ—সূর্য্যমধ্যে অধিষ্ঠিত কল্যাণই কল্যাণতম রূপ । সূর্য্যে কল্যাণের  
অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই উহা হইতে কল্যাণ হয় ।

এই পুরুষ বাহা আমি তাহা—সূর্য্য স্বয়ং কল্যাণবিধানে অসমর্থ, তদধিষ্ঠিত পুরুষ  
হইতেই কল্যাণ প্রসূত হয় । সুতরাং তদধিষ্ঠিত পরমপুরুষই কল্যাণময় । অধিষ্ঠাতা  
পুরুষ কল্যাণগুণসম্পন্ন, এজ্ঞাত তাঁহার সাধকও তাঁহার স্বরূপের সহিত একতাবশতঃ  
কল্যাণগুণসম্পন্ন হন । ‘এই পুরুষ বাহা আমিও তাহা’ স্বরূপের একতা উপলক্ষ করিয়া  
ইহা উক্ত হইয়াছে ।

৩। বায়ুরনিমমমৃতমথৈদং ভস্মাস্তত্ শরীরম্ ।

ওঁ ত ক্রতো স্মর কৃতত্ স্মর ক্রতো স্মর কৃতত্ স্মর ॥

‘বায়ুঃ’ প্রাণবায়ুঃ ‘অমৃতং’ নিত্যকালস্থায়িনম্ ‘অনিলাঃ’ বাহবায়ুঃ গচ্ছতু । ‘অথ’ অনন্তরং ‘ইদং’  
‘শরীরং’ প্রাণহীনং ‘ভস্মাস্তত্’ ভবতু । ‘ওঁ’ সত্যং ব্রহ্ম । ‘ক্রতো’ হে কর্ম, হে যজ্ঞ, ‘কৃতত্’ সমাহৃত্য  
কর্ম ‘স্মর’ । ‘ক্রতো স্মর কৃতত্’ স্মর ইতি পুনর্বিচিন্তনমাদরাধম্ ।

প্রাণবায়ু বহিঃস্থ নিত্যকালস্থায়ী বায়ুতে প্রতিগমন করুক । তদন-

স্তর এই শরীর ভস্মশেষ হউক। ওঙ্কার আত্মার উপাস্ত। হে কৰ্ম হে যজ্ঞ, আমার অনুষ্ঠিত কৰ্ম স্মরণ কর, হে কৰ্ম, হে যজ্ঞ আমার অনুষ্ঠিত কৰ্ম স্মরণ কর।

ভাব—শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে, “এই আহুতি পরলোকে আত্মা (শরীর) হয়। যে ব্যক্তি এই সত্য অবগত হইয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করে, আহুতি তাহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া তাহাকে সন্মোদন করিয়া বলে—‘এই আমি এখানে তোমার আত্মা (শরীর) হইয়া আছি।’ এইরূপে আহ্বান করে বলিয়াই ইহার নাম আহুতি।” (শ, ব্রা, ১১।২।২৬)। “সত্য ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। পুরুষ কৰ্মময় (যজ্ঞময়)। সে যে পরিমাণ কৰ্ম (যজ্ঞ) করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, তদনুরূপ কৰ্মময় (যজ্ঞময়) হইয়া পরলোকে গমনপূর্বক ভগ্নগ্রহণ করে।” (শ, ব্রা, ১০।৬।৩১)। এতদনুসারে ব্রহ্মপ্রতীক ওঙ্কারকে এখানে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কৰ্ম বা যজ্ঞকে সন্মোদন করিয়া আমার অনুষ্ঠিত কৰ্ম স্মরণ কর এরূপ বলা হইয়াছে। ‘যজ্ঞই বিষ্ণু’—এই শ্রুতি কৰ্ম বা যজ্ঞকে তদধিষ্ঠাতার সহিত অভিন্ন করিয়া সন্মোদনকরিবার হেতু।

৪। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অশ্মান  
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।  
যুযোধাস্মজ্জুহুরাণমেনো  
ভূমিষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম ॥

ঈশ ১৫—১৮ । ঋ, ৭। ১৫। ১।

‘অগ্নে’ হে হবির্বাহ ‘রায়ে’ ধনায় ‘অশ্মান্’ ‘সুপথা’ শোভনমার্গেণ ‘নয়’ গময়। হে ‘দেব’ ‘বিশ্বানি’ সৰ্ব্বাণি ‘বয়ুনানি’ প্রশস্তকর্ণাণি প্রজানানি বা ‘বিদ্বান্’ জ্ঞানন্ ‘অশ্বং’ অশ্বতঃ ‘জুহুরাণং’ কুটিলন্ ‘এনঃ’ পাপঃ ‘যুযোধি’ বিযোজয়। ‘তে’ তুভ্যং ‘ভূমিষ্ঠাং’ বহুতমাং ‘নম উক্তিং’ নমস্কারবচনং ‘বিধেম’ কুৰ্য্যাম।

হে অগ্নি, সম্পদলাভের জন্য তুমি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও। আমাদের বিবিধ প্রশংসনীয় কৰ্ম অবগত হইয়া আমাদিগকে কুটিল পাপ হইতে বিযুক্ত কর। আমরা তোমার উদ্দেশে বহুল নমস্কারবচন উচ্চারণ করিতেছি।

ভাব—এ সকল স্থলেই অধিষ্ঠাতা কল্যাণময় পরমপুরুষকে তত্তদাবরণ হইতে বিযুক্ত করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫। ব্রহ্ম হ দেবেভ্যা বিজিগ্যে তস্ম হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা



অমহীয়ন্ত ত ঐকন্ত্যাত্মাকমেবায়ং বিজ্ঞয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ।

তদ্ব্যেবাং বিজ্ঞেতাং তেভ্যোহ প্রাদুর্ভূত্ব, তন্ন বাজ্ঞানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি ।

তেহগ্নিমক্ৰবন্ জাতবেদ এতদ্বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথ্যেতি ।

তদভ্যদ্রবৎ । তমভ্যবদৎ কোহসীতি ? অগ্নির্বা অহমস্মীত্যত্র-বীং জাতবেদা বা অহমস্মীতি ।

তস্মিৎস্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি । অপীদৎ সৰ্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদদহেতি । তদুপপ্রোয়ায় সৰ্ব্বজবেন, তন্ন শশাক দক্ষুম্ । স ততএব নিবরুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্য-ক্ষমিতি ।

অথ বায়ুমক্ৰবন্ বায়বেতদ্বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথ্যেতি ।

তদভ্যদ্রবৎ । তমভ্যবদৎ কোহসীতি । বায়ুর্বা অহমস্মীত্য-ত্রবীণ্মাতরিশ্চ বা অহমস্মীতি ।

তস্মিৎস্বয়ি কিং বীৰ্য্যমিতি । অপীদৎ সৰ্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ।

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎসেতি । তদুপপ্রোয়ায় সৰ্ব্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ । স ততএব নিবরুতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্য-ক্ষমিতি ।

অথেন্দ্রমক্ৰবন্ মঘবমেতদ্বিজ্ঞানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি । তথ্যেতি । তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাৎ হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি । কেন ৩ । ১—১২ ।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজ্ঞয়ে মহীয়স্বমিতি ততো হৈষ বিদাঙ্ককার ব্রহ্মেতি ।

তস্মাদ্ধা এতে দেবা অতিতরামিবান্মান্ দেবান্ যদগ্নির্বাষ্ণুরি-

ব্রহ্মে হেনমৈদিষ্ঠং পম্পৃষ্ঠস্তে হেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার  
ব্রহ্মেতি।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরামিবান্যান্ দেবান্ স হেনমৈদিষ্ঠং পম্পৃষ্ঠ  
স হেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।

তন্ত্ৰৈষ আদেশো যদেতদৃ বিদ্যাতো ব্যাভ্যুতদা ইতীতি ঋষীমি-  
ষদা ইতি। কেন ৪। ১—৪।

‘ব্রহ্ম’ ‘হ’ কিল ‘দেবেভ্যঃ’ তেবাং গৌরবার ‘বিজিগো’ অয়ং লক্ষ্যং। ‘তন্ত্ৰ হ ব্রহ্মণঃ বিজিগো’  
‘দেবাঃ’ অগ্ন্যায়ঃ ‘অবহীয়ন্ত’ মহিমানং লক্ষ্যন্তঃ। ‘তে’ দেবাঃ ‘ব্রহ্মন্ত’ ইক্ষিতবন্তঃ—‘অস্মাকম্’ এব  
অয়ং বিজয়ঃ ‘অস্মাকম্’ এব অয়ং মহিমা’ ইতি।

‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘ই’ এবাং দেবানাং নিষেধকণঃ ‘বিজজো’ জাতবৎ। ‘তেভ্যঃ’ দেবেভ্যঃ ‘হ’ ‘প্রাচু-  
র্বভূব’ আত্মানং প্রকাশয়ামাস। তে ‘ন’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘ব্রাহ্মানন্ত’—‘কিম্ ইদং যক্ষ’ পূজ্যম্ ‘ইতি’।

‘তে’ দেবাঃ ‘অগ্নিম্’ অক্রবন্ উক্তবন্তঃ, হে ‘জাতবেদঃ’ ‘এতৎ’ সমুৎপন্নং যক্ষঃ ‘বিজ্ঞানীহি’—‘কিম্  
এতৎ যক্ষম্ ইতি’। স আহ—‘তথা’ তথাস্ত ‘ইতি’।

‘স’ ‘তৎ’ যক্ষম্ ‘অভ্যাজবৎ’ অভিগতবান্। তৎ ‘তম্’ অগ্নিম্ ‘অভ্যাজবৎ’—‘কঃ অসি’ ভম্ ‘ইতি’।  
‘অগ্নিঃ বা অহম্’ অগ্নি ইতি ‘জাতবেদাঃ বা অহম্’ অগ্নি ইতি’ স ‘অব্রবীৎ’ উক্তবান্।

তৎ আহ—‘তস্মিন্ ভূমি কিং বীৰ্য্যম্ ইতি?’ স আহ—‘যৎ ইদং পৃথিব্যাম্’ ‘অপি ইদং সৰ্ব্বম্  
দহেয়ম্’ ইতি’।

‘এতৎ দহ ইতি’ তৎ ‘তৈস্মৈ’ অগ্নয়ে ‘তৃণঃ’ ‘নিদধৌ’ স্থাপিতবৎ। স ‘তৎ’ তৃণম্ ‘সৰ্ব্বজবেন’  
নিখিলবেগেন উপগ্রেয়ার উপগতবান্। স ‘তৎ’ তৃণঃ ‘দক্ষু’ ‘ন’ ‘শশাক’। ‘স’ অগ্নিঃ ‘ততঃ’  
যক্ষাৎ ‘এব’ ‘নিববৃত্তে’ প্রতিগতবান্। নিবৃত্ত্য স আহ—‘যৎ এতৎ যক্ষং ন এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অশ-  
কম্ ইতি’।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘বায়ুম্’ ‘অক্রবন্’—হে ‘বাহো’, ‘এতৎ বিজ্ঞানীহি’—‘কিম্ এতৎ যক্ষম্  
ইতি’। স আহ—‘তথা’ তথাস্ত ‘ইতি’।

স ‘তৎ’ যক্ষম্ ‘অভ্যাজবৎ’। ‘তৎ’ বায়ুঃ তৎ ‘অভ্যাজবৎ’ ‘কঃ অসি’ ভম্ ‘ইতি’। ‘বায়ুঃ বা অহম্’  
অগ্নি ইতি, সাতরিশ্বা বা অহম্’ অগ্নি ইতি’ স ‘অব্রবীৎ’।

তৎ আহ—‘তস্মিন্ ভূমি কিং বীৰ্য্যম্ ইতি’। স আহ—‘যৎ ইদং পৃথিব্যাম্’ ‘অপি ইদং সৰ্ব্বম্  
আদদৌ’ হানান্তরং কুৰ্য্যাম্।

‘এতৎ আদৎ ইতি’ ‘তৈস্মৈ’ বায়বে ‘তৃণং নিদধৌ’ তৎ। স ‘তৎ’ তৃণং ‘সৰ্ব্বজবেন উপগ্রেয়ার’।  
স ‘তৎ’ ‘আদাতুং’ ‘ন’ ‘শশাক’। ‘স’ বায়ুঃ ‘ততঃ’ তস্মাৎ ‘এব’ ‘নিববৃত্তে’। নিবৃত্ত্য আহ—‘যৎ  
এতৎ যক্ষং ন এতৎ বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ ইতি’।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘ইন্দ্রম্’ ‘অক্রবন্’—হে ‘স্বধবন্’, ‘এতৎ বিজ্ঞানীহি’—‘কিম্ এতৎ যক্ষম্  
ইতি’। স আহ—‘তথা’ তথাস্ত ‘ইতি’। ‘তৎ’ যক্ষং স ‘অভ্যাজবৎ’। ‘তস্মাৎ’ ইন্দ্রাৎ ‘তিরোদধে’  
অভিহিতবৎ তৎ।

‘স’ ইন্দ্রঃ ‘তস্মিন্’ এব ‘আকাশে’ ‘স্মিৎ’ স্ত্রীপাং ‘বহশোভমানাং’ ‘হৈমবতীং’ ‘উমাং’ বিদ্যাস্  
‘আজগাম’ সাক্ষাৎকৃতবান্ । স ‘তাম্’ বিদ্যাং ‘হ’ ‘উবাচ’ আহ—‘কিম্ এতৎ বক্ষ্যম্ ইতি’ ।

‘স’ উমা ‘হ’ উবাচ—এতৎ ‘ব্রহ্ম’ ইতি ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘বা’ এব ‘বিজ্ঞেয়’ যুগং ‘মহীরদ্ধং’ মহিমানং  
প্রাপ্নুঃ ইতি’ । ‘ততঃ’ উমাচরণাং ‘হ’ ‘এব’ ইন্দ্রঃ ‘ব্রহ্ম ইতি’ ‘বিদাঞ্চকার’ জ্ঞাতবান্ ।

‘বৎ’ বস্মাৎ ‘তে’ ‘অগ্নিঃ’ বায়ুঃ ইন্দ্রঃ ‘হি’ ‘নেদিত্তং’ সমীপগতম্ ‘এনৎ’ ব্রহ্ম ‘পশ্পতঃ’ ‘স্পষ্টবস্তঃ’,  
‘প্রথমঃ’ ইন্দ্রঃ ‘ব্রহ্ম ইতি’ ‘এনৎ’ ব্রহ্ম ‘বিদাঞ্চকার’ জ্ঞাতবান্, ‘তে’ ততঃ বিদাঞ্চকুঃ ‘তস্মাৎ’ ‘বৈ’ এব  
‘তে’ ‘এতে’ ‘দেবাঃ’ ‘অন্তান্’ ‘দেবান্’ ‘অতিতরান্’ ইব’ অতিশয়েরতে এব ।

‘স’ ইন্দ্রঃ ‘হি’ ‘নেদিত্তম্’ ‘এনৎ’ ব্রহ্ম ‘পশ্পতঃ’ ‘স’ ‘হি’ ‘প্রথমঃ’ ‘ব্রহ্ম ইতি’ ‘এনৎ’ ‘বিদাঞ্চকার’  
‘তস্মাৎ’ ‘বৈ’ ইন্দ্রঃ ‘অন্তান্’ ‘দেবান্’ ‘অতিতরান্’ ইব’ অতিশয়েরতে এব ।

‘তত্ত’ ব্রহ্মণঃ ‘এব’ আদেশঃ উপদেশঃ । কোহসৌ ? ‘বিদ্যাতঃ’ সৌদামিনীভ্যাঃ ‘বৎ’ ‘এতৎ’ ‘ব্যাহু-  
তৎ’ বিদ্যোতনং ‘আ ইতি’ তদেব ইতি । ‘স্বামীমিবং আ ইতি’ চক্ৰবো নিমেষ ইব ইতি ।

দেবগণের গৌরববর্দ্ধনার্থ ব্রহ্ম [ সকলকে ] জয়-করিলেন । সেই  
ব্রহ্মের জয়ে দেবগণ গৌরবাস্থিত হইলেন । দেবতারা মনে করিলেন,  
এ আমাদেরই জয়, আমাদেরই গৌরব ।

ব্রহ্ম ইহা জানিতে পাইলেন । তিনি তাহাদের সম্মুখে প্রাচুর্ভূত  
হইলেন । এই পূজ্য পদার্থ কি, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ।

দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন, জাতবেদঃ, এই সম্মুখস্থ পূজ্য পদার্থ কি,  
আপনি তাহা জানিয়া আসুন । অগ্নি বলিলেন, আচ্ছা ।

অগ্নি তাঁহার নিকটে গেলেন । তিনি অগ্নিকে বলিলেন, তুমি কে ?  
অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাতে কি শক্তি আছে ? অগ্নি উত্তর  
দিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সকলই দহন করিতে পারি ।

অগ্নির সম্মুখে একগাছি তুণ রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, এইটি  
দহ কর । অগ্নি নিজের সমগ্র সামর্থ্যসহকারে তুণটিকে আক্রমণ করি-  
লেন কিন্তু তাহাকে দহ করিতে পারিলেন না । অগ্নি ব্রহ্মের নিকট হইতে  
প্রত্যাহ্বস্ত হইলেন, প্রত্যাহ্বস্ত হইয়া বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি  
আমি তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না ।

অনন্তর দেবগণ বায়ুকে বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি, বায়ু, আপনি  
তাহা জানিয়া আসুন । বায়ু বলিলেন, আচ্ছা ।

বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন । তিনি বায়ুকে বলিলেন, তুমি কে ?  
বায়ু বলিলেন, আমি বায়ু, আমি স্নাতরিখা ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাতে কি শক্তি আছে ? বায়ু উত্তর দিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সকলই উড়াইয়া লইতে পারি ।

বায়ুর সম্মুখে একগাছি তুণ রাখিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, ইহাকে উড়াইয়া লও । বায়ু নিজের সমগ্র সামর্থ্যসহকারে তুণটিকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু উগাকে উড়াইতে পারিলেন না । বায়ু ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই পূজ্যপদার্থ কি, আমি তাহা জানিতে সমর্থ হইলাম না ।

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন, মঘবন্, এই পূজ্য পদার্থ কি আপনি তাহা জানিয়া আনুন ! ইন্দ্র বলিলেন আচ্ছা । ইনি তাঁহার নিকটে গেলেন, আর তিনি অন্তর্হিত হইলেন ।

সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপে বলশোভায় শোভাস্বিতা হৈমবতী উমাকে দেখিতে পাইলেন । তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পূজ্যপদার্থ কি ?

তিনি উত্তর দিলেন, ইনি ব্রহ্ম । এই ব্রহ্মেরই নিজস্ব তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ । তাঁহার কথা শুনিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মকে জানিলেন ।

অগ্নি বায়ু ইন্দ্র ইঁহারা সমীপবর্তী ব্রহ্মের স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন, ( তাঁহাদের মধ্যে ) প্রথম ইন্দ্র তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তদনন্তর তিন জনই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, এজন্ত ইঁহারা সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন ।

ইন্দ্র সমীপবর্তী ব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, প্রথম তাঁহাকে জানিয়া-  
ছিলেন, এজন্ত তিনি অন্য সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেন ।

ব্রহ্মসম্বন্ধে উপদেশ এই :—ব্রহ্ম বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম নিমেষের ন্যায় ।

ভাব—অগ্নি বায়ু ইন্দ্র এই তিনটি বৈদিক শ্রেষ্ঠ দেবতা । অগ্ন্যাত্ত দেবগণ ইহাদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, ঐ তিন দেবতার মহত্ত্ব ব্রহ্মেরই জন্ত । আখ্যায়িকাঙ্কলে এইটি ব্যক্ত করিয়া ইন্দ্রাদিদেবগণকে এখানে অধঃকরণ করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম যে দেবগণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্রহ্ম একবার দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হন, এইটি দেখাইবার জন্ত, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও নিমেষের সহিত তাঁহার দর্শনের তুলনা করা হইয়াছে, আখ্যায়িকাতেও ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব সেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

৬। জানাম্যহং শেবধিগ্নিত্যনিত্যং

ন হৃৎবৈঃ প্রাপ্যতে হি হৃৎবন্তঃ ।

ততো ময়া নাচিকেতশ্চিত্তোহগ্নি-

রনিত্যৈর্জৈব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ কঠ, ২।১০ ।

‘অহং’ যমঃ ‘শেবধিঃ ইতি’ পার্থিবধনমিতি ‘অনিত্যং’ ‘জানামি’ । ‘ন’ ‘হি’ ‘অহংবৈঃ’ অনিত্য-  
জ্যৈব্যৈঃ ‘হৃৎবঃ’ ‘তৎ’ এক ‘হি’ ‘প্রাপ্যতে’ । ‘ততঃ’ তস্মাৎ কারণাৎ ‘অনিত্যৈঃ’ ‘জ্যৈব্যৈঃ’ ‘ময়া’ ‘নাচি-  
কেতঃ’ ‘অগ্নিঃ’ ‘চিত্তঃ’ নির্বৃদ্ধিতঃ । তেন ‘নিত্যং’ বাম্যস্থানং ‘প্রাপ্তবান্’ ‘অস্মি’ ।

পার্থিব ধন অনিত্য ইহা আমি জানি । অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম লাভ-করিতে পারা যায় না । সে জন্যই আমি নাচিকেত অগ্নি-  
চয়ন-করিয়াছি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্য বাম্য (যমসমুচিত) পদ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

ভাব—ধনাদি অনিত্য দ্রব্য দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না, কিন্তু সেই সকল অনিত্য দ্রব্য যদি তাঁহার আরাধনায় নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তৎপ্রদত্ত নিত্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় । যম তাঁহার আরাধনায় আধিকারিকপুরুষের + পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এ কথা বলিয়া তিনি আপনার ব্রহ্মাধীনতা ব্যক্ত করিতেছেন ।

৭। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনু ভাতি সৰ্ব্বং

তত্ত্ব ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ শ্বে, ৬। ১৪ ।

‘তত্র’ ব্রহ্মণি ‘সূর্য্যঃ’ ‘ন ভাতি’ ন প্রকাশবান্ ভবতি । ‘চন্দ্রতারকং’ ‘ন ভাতি’ ন প্রকাশবৎ ভবতি ; ‘ইমাঃ’ ‘বিদ্যুতঃ’ ‘ন’ ‘ভাস্তি’ ন প্রকাশবত্যাঃ ভবন্তি । ‘কুতঃ’ ‘অয়ং’ বৈদিকঃ ‘অগ্নিঃ’ ভাস্ততি । ‘ভাস্তং’ দীপ্যমানং ‘তন্’ ইদম্ ‘এব’ ‘অনু’ ‘সৰ্ব্বং’ ‘ভাতি’ । ‘তত্ত্ব’ ‘ভাসা’ ‘ইদং সৰ্ব্বং’ ‘সূর্য্যাদিকং’ ‘বিভাতি’ ।

ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এ সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে । দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান ।

\* নাচিকেতাগ্নিবিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ তৃতীয় ব্রহ্মীর প্রথমে উক্ত হইয়াছে ।

† তাপাদিদানের অন্ত ইদমনিবৃত্ত আদিত্যাগ্নি আধিকারিক পুরুষ । আধিকারিক পুরুষগণের নিয়ন্তা স্বয়ং ইদম্ ।

ভাব—স্বর্ধ্যাদিকে ব্রহ্মের অবভাসরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ব্রহ্মই ইহা-  
দিগের অবভাসক।

৮। শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্ধ্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥

স্বাক্ষ ১। ৯০। ৯।

নমো ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। স্বামেব  
প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। তৈ, ১। ১।

‘মিত্রঃ’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শম্’ সুখকৃৎ; ‘বরুণঃ’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শম্’ সুখকৃৎ; ‘স্বর্ধ্যমা’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শম্’ সুখকৃৎ; ‘ইন্দ্রঃ বৃহস্পতিঃ’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শম্’ সুখকৃৎ ‘উরুরুক্রমঃ’ বিস্তীর্ণপাদঃ ‘বিষ্ণুঃ’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘শম্’ সুখকৃৎ ‘ভবতু’। ‘ব্রহ্মণে নমঃ’ হে ‘বায়ো’ ‘তে’ ভুতায় ‘নমঃ’ ‘স্বম্’ ‘প্রত্যক্ষং’ ‘ব্রহ্ম’ ‘অসি’ ‘স্বাম্’ ‘এব’ ‘প্রত্যক্ষং’ ‘ব্রহ্ম’ ‘বদিষ্যামি’।

মিত্র আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, বরুণ আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, স্বর্ধ্যমা আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, উরুরুক্রম (বিস্তীর্ণপাদ) বিষ্ণু আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার। বায়ু, তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার, বায়ু তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব।

ভাব—ঋগ্বেদের হৃক্তে (১।৯০।৯) প্রথমতঃ প্রার্থনা করিয়া ‘ব্রহ্মকে নমস্কার’ এই কথার যোগে উপনিষৎসম্পর্কীয় জ্ঞানের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং ভেদসঙ্কে অভেদ ভাবে গ্রহণ করিয়া বায়ুতে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে।

৯। ভীষাম্মাদ্রাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাম্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

তৈ, ২। ৮। ১।

‘অস্মাৎ’ ব্রহ্মণঃ ‘ভীষা’ ভয়েন ‘বাত্তঃ’ বায়ুঃ ‘পবতে’ ‘ভীষা’ ভয়েন ‘সূর্য্যঃ’ ‘উদেতি’, ‘অস্মাৎ’ ব্রহ্মণঃ ‘ভীষা’ ভয়েন ‘অগ্নিঃ’ ‘চ’ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘চ’ ‘পঞ্চমঃ’ ‘মৃত্যুঃ’ ‘ধাবতি’।

ইহার ভয়ে বায়ু বহমান হয়, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, ইহার ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।

ভাব—এখানে ব্রহ্ম হইতে বৈদিকদেবগণের অত্যন্ত ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০। এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বৈ দেবা  
ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যে-  
তানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ

জারুজানি চ শ্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চান্থা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো  
যৎ কিঞ্চিদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্ সৰ্বং তৎ  
প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা  
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । ঐ, ৫। ৩।

‘এষ ব্রহ্মা’ ‘এষ ইন্দ্রঃ’ ‘এষ প্রজাপতিঃ’ ‘এতে সৰ্বের দেবঃ’ ‘ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি’ ‘পৃথিবী  
বায়ুঃ আকাশঃ আপঃ জ্যোতীষি ইতি এতানি’ ‘ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ইব’—ইব অনর্থকঃ—\* সর্পা-  
দীন, ‘ইতরাণি চ ইতরাণি চ বীজানি’ কারণানি । কানি তানি ? ‘অণুজানি’ পক্ষাদীন, ‘জারুজানি’  
জরায়ুজানি, ‘শ্বেদজানি’ যক্ষাদীন, ‘উদ্ভিজ্জানি’ বৃক্ষাদীন, ‘অন্থাঃ’ ‘গাবঃ’ ‘পুরুষাঃ’ ‘হস্তিনঃ’ ‘যৎকিঞ্চি-  
দং প্রাণি’ ‘জঙ্গমং’ পদগামি ‘পতত্রি’ আকাশগামি, ‘যৎ চ’ ‘স্থাবরম্’ অচলং ‘সৰ্বং তৎ’ ‘প্রজ্ঞানেত্রং’  
প্রজ্ঞা এষ নেত্রী যন্ত তৎ, ‘প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং’ ‘লোকঃ’ ‘প্রজ্ঞানেত্রঃ’ তস্মাৎ ‘প্রজ্ঞানং’ ‘ব্রহ্ম’ ।

এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমুদায় দেবতা, এই পঞ্চ  
মহাভূত, পৃথিবী বায়ু আকাশ জল তেজ এইগুলি, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র  
সর্পাদি, এই সকল বীজ—যথা অণুজ, জরায়ুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অস্থ,  
গো, পুরুষ, হস্তী, বাহা কিছু প্রাণযুক্ত, জঙ্গম, পতত্রি (উড্ডয়নশীল), বাহা  
কিছু স্থাবর, এ সকলেরই নেতা প্রজ্ঞা, এ সকলই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত,  
লোকমাত্রের নেতা প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাই আশ্রয়, অতএব প্রজ্ঞান ব্রহ্ম ।

ভাব—এখানে ব্রহ্মকে নেতা এবং আর সকলকে তৎপরতন্ত্র বলিয়া প্রদর্শিত  
হইয়াছে ।

১১। সৰ্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি, শান্ত উপাসীত । অথ  
খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ  
প্রৈত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্বাতি । ছা, ৩। ১৪। ১ ।

‘ইদং’ ‘সৰ্বং’ ‘খলু’ ‘ব্রহ্ম’ । কথম্ ‘তজ্জলান্’ ইতি তজ্জং তন্নং তদন্ ইতি হেতুঃ । ‘শান্তঃ’  
রাগধেমাদিরহিতঃ ‘উপাসীত’ তৎ সৰ্বস্মৈ । ‘অথ’ ‘খলু’ ‘পুরুষঃ’ ‘ক্রতুময়ঃ’ কৰ্মময়ঃ, ‘অস্মিন্’  
‘লোকে’ ‘পুরুষঃ’ ‘যথাক্রতুঃ’ যাদৃশকৰ্ম্ম ‘ইতঃ’ অস্মাৎ লোকাৎ ‘প্রৈত্য’ ‘তথা’ ‘ভবতি’ । অতএব  
‘স’ পুরুষঃ ‘ক্রতুং’ কৰ্ম্ম ‘কুর্বাতি’ ।

\* ভাব্যকার লিখিয়াছেন, এস্থলে ইব শব্দ অনর্থক ব্যবহৃত হইয়াছে । আমাদের মনে হয়,  
সর্পাদি বিবিধপ্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল জীব আছে, তাহারা আকার-বর্ণ-পরিমাণাদিতে এমনই  
বিশিষ্ট যে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীনিবন্ধন করা সুকঠিন । শ্রেণীনিবন্ধন সুকঠিন বলিয়াই যে  
তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে একটা মিশ্রজাতিমাত্র, তাহা নহে । এই অভিজ্ঞানেই (ইব)  
যেন এই শব্দ এখানে শুভি ব্যবহার করিয়াছেন । বর্তমানে বিজ্ঞানবিদগণ শ্রেণীনিবন্ধনে প্রযুক্ত হইয়া  
কথঞ্চিৎ কৃতকার্য হইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাহারা নির্দিষ্টবাদ ভূমিতে উপস্থিত হন নাই ।

ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপ্রথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া •  
অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম । শাস্ত্রভাবে সেই সর্বস্বরূপের উপাসনা  
করিবে । নিশ্চয় পুরুষ কর্মময় । ইহলোকে পুরুষ যাদৃশকর্মা হয়,  
এখান হইতে গমন করিয়া তাদৃশ হইয়া থাকে । সুতরাং সে কর্ম্মানু-  
ষ্ঠান করিবে ।

ভাব—এস্থলে সমুদায়কে ব্রহ্মের সহিত অবিভক্তভাবে গ্রহণকরিয়া ব্রহ্মকে সমুৎপদ  
করা হইয়াছে । এ শ্রুতির বিশেষ ব্যাখ্যা ষষ্ঠবল্লীর অধ্যায়প্রপুস্তিতে দেখিতে হইবে ।  
কর্মাভ্যুষ্ঠানে সমগ্র জীবন ব্যয় করা সমুচিত, এজন্ত বাজসনেয় উপনিষৎ বলিয়াছেন ;—  
“এসংসারে কেহ যদি শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে নিত্য কর্ম্মাভ্যুষ্ঠান  
করিতে হইবে । প্রথম প্রবচনোক্ত + প্রণালীতে তুমি এই বিধির অনুসরণ করিবে, অস্ত  
প্রকারে নহে । কেন না এই প্রকারে কর্ম্ম করিলে মানবে কর্ম্মজনিত দোষ স্পর্শ  
করে না ( ১০।২ )।”

১২ । তস্ম হ বা এতস্ত্যাত্মনো বৈশ্বানরস্ত মুর্দ্ধৈব সূতেজাঃ চক্ষু-  
বিশ্করূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্ভ্রাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিঃ পৃথি-  
ব্যোব পাদৌ উরএব বেদিলোমানি বহিঃ হৃদয়ং গার্হপত্যো মনো-  
হৃদহার্যাপচন আশ্রমাহবনীয়ঃ । ৫। ১৮। ২ ।

‘তস্ত’ ‘হ’ ‘বৈ’ ‘এতস্ত’ ‘আত্মনঃ’ পরাত্মনঃ ‘বৈশ্বানরস্ত’ ‘সূতেজাঃ’ দ্যৌঃ ‘মূর্দ্ধা’ ‘এব’ ; ‘বিশ্-  
করূপঃ’ সূর্য্যঃ ‘চক্ষুঃ’ ‘পৃথগ্ভ্রাত্মা’ ‘প্রাণঃ’ বায়ুঃ ‘আত্মা’ স্বভাবঃ, ‘বহুলঃ’ আকাশঃ ‘সন্দেহঃ’ দেহস্ত  
মধ্যভাগঃ, ‘রয়িঃ’ আপঃ ‘বস্তিঃ’ ‘পৃথিবী’ এবং ‘পাদৌ’ ‘বেদিঃ’ ‘উরঃ’ এবং ‘বহিঃ’ কুশঃ ‘লোমানি’  
‘গার্হপত্যঃ’ ‘হৃদয়ম্’, ‘অদ্বাহার্যাপচনঃ’ দক্ষিণাশ্বিঃ ‘মনঃ’, ‘আহবনীয়ঃ’ ‘আশ্রম’ ।

পরমাত্মা বৈশ্বানরের দ্ব্যলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, পৃথক্ পথগামী বায়ু  
স্বভাব, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, বারি বস্তি ( মূত্রকোষ ), পৃথিবী পাদ,  
বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যাশ্বি হৃদয়, দক্ষিণাশ্বি মন, আহবনীয়াশ্বি  
মুখ ।

ভাব—“হে অগ্নি, অস্ত্রান্ত অগ্নি তোমারই শাখা, সকল অমর তোমাতেই আমো-  
দিত । হে বৈশ্বানর, তুমি মহাভাগের নাভি, নিখাত স্তম্ভের জায় তুমি লোকদিগকে

• এখানে মূল গ্রন্থে প্রাচীন ব্যাখ্যার রীতিতে “ব্রহ্মেতে ক্রিয়াশীল” এই অর্থ আছে । ব্রহ্মাণী-  
য়ের “অধ্যায়প্রপুস্তিতে” কারণপ্রদর্শনপূর্বক যে অর্থ নিশ্চয় করা হইয়াছে, এখানে তাহাই গৃহীত  
হইল ।

+ দশম বল্লীর প্রথম বচনসমষ্টি দেখ ।



ধারণ করিয়া আছ (১ম, ৫৯শৃ, ১শৃক্) ইত্যাদি স্তোত্রে বৈশ্বানরনামা অগ্নির স্তোত্র নিবন্ধ রহিয়াছে। “তুমি মহুষণের নাভি” এই কথাতে ঈশ্বর অগ্নিকে বৈশ্বানর নামে গ্রহণ করিয়া বেদান্ত প্রতিনিধির অন্নপান সেই অগ্নিতে হবনকরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ যেমন এই অগ্নিকে দ্যালোকের মন্তক পৃথিবীর নাভি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এখানে তেমনি সেই অগ্নিতে পরমাশ্রমর্শনপূর্বক তবিগরীতে দ্যালোককে বৈশ্বানরের মন্তক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। বৈশ্বানরকে দ্যালোক ও পৃথিবীর অধিপতিরূপে ঋগ্বেদ যখন গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে পরমাত্মরূপে গ্রহণ বেদান্তসময়কে স্বাভাবিক। বৈশ্বানরে পরমাশ্রমর্শনপূর্বক যেমন এখানে অবয়বকল্পনাকরা হইয়াছে, বেদান্তে অজ্ঞত তেমনই সাক্ষাৎ পরমাত্মাতেও রূপকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায় :—“এই সর্বভূতাত্ত্বরাশ্রয় অগ্নি মন্তক, চক্ৰস্বৰ্ঘ্য চক্ৰ, দিক্ সকল শ্রোত্র, বিবৃত বেদ সকল ইহার বাক্, বায়ু প্রাণ, সমস্ত জগৎ হৃদয়, পৃথিবী পদ।” বেদান্তস্বরের প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের চতুর্বিংশ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্যায়পরিসমাপ্তি যাবৎ নয়টি সূত্রে বৈশ্বানর-বিদ্যার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

১৩। সোহকাময়ত মেধ্যং ম ইদংস্মাদাত্মস্থ্যনেন স্মামিতি ।  
ততো হৃৎ সমভবদৃষদশ্চত্বেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্তাশ্বমেধত্বম্ ।  
এস হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ । তমনবরুদ্ধোবামন্তত ।  
তৎ সংবৎসরশ্চ পরস্তাদাত্মন আলভত । পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রতোহ-  
হৎ । তস্মাৎ সর্বদৈবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজ্ঞাপত্যামালভন্ত । এষ  
বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্মাৎ সংবৎসর আত্মায়মগ্নিরকন্তুস্ত্রোমে  
লোকা আত্মানঃ তাবেতাবর্কাস্বমেধো । সা পুনরেকৈব দেবতা  
ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুঞ্জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি, মৃত্যুরস্তাত্মা  
ভবতি, এতাসাং দেবতানামেকোভবতি । য়, আ, ৩। ২। ৭।

‘স’ প্রজাপতিঃ ‘অকাময়ত’—‘ইদং’ ‘মে’ মম শরীরং ‘মেধ্যং’ যজ্ঞীয়ং ‘স্তাৎ’ ‘অনেন’ শরীরেণ ‘আত্মায়ী’ আত্মবান্ ‘স্তাম্’ ‘ইতি’ ? ‘যৎ’ বস্মাৎ ‘তৎ’ শরীরম্ ‘অশ্বং’ অশ্বরং উচ্ছন্নভাবনগচ্ছৎ, ‘ততঃ’ তস্মাৎ স ‘অশ্বঃ’ ‘সমভবৎ’ । ‘তৎ’ শরীরম্ ‘মেধ্যং’ যজ্ঞার্থম্ ‘অভূৎ’ ‘ইতি’ ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘অশ্বমেধত’ ক্রতোঃ ‘অশ্বমেধত্বং’ অশ্বমেধনামলাভঃ । ‘যঃ’ ‘এষম্’ অশ্বম্ ‘এবং বেদ’ ‘এষ’ ‘হ বৈ’ নিশ্চিতমেব ‘অশ্বমেধং’ ‘বেদ’ । স প্রজাপতিঃ ‘তম্’ ‘অনবরুদ্ধা’ অবরুদ্ধমকুড়া ‘এষ’ ‘অমন্তত’ অচিন্তয়ৎ । ‘সংবৎসরশ্চ’ ‘পরস্তাৎ’ উচ্ছিন্নং ‘আত্মনে’ আত্মার্থং ‘তম্’ অশ্বম্ ‘আলভত’ আলভৎ কৃতবান্ । অত্মান্ গ্রাম্যান্ আরণ্যাম্ ‘পশূন্’ ‘দেবতাভ্যঃ’ বধাদৈবতম্ ‘প্রতোহহৎ’ প্রতিগনিতবান্ । ‘তস্মাৎ’ তৎকারণাৎ বাজিকাঃ ইদানীং ‘সর্বদৈবত্যং’ ‘প্রোক্ষিতং’ মন্ত্রসংস্কৃতং ‘প্রাজ্ঞাপত্যং’ পত্নম্ ‘আলভন্ত’ । ‘যঃ’ ‘এষ’ ‘তপতি’ ‘এষ’ ‘বৈ’ ‘অশ্বমেধঃ’ ‘তত’ তপতঃ ‘সংবৎসরঃ’ ‘আত্মা’ শরীরম্ ‘অরম্’ পার্শ্ববঃ ‘অগ্নিঃ’ সাধনভূতত্বাৎ

‘অর্কঃ’ ‘তত’ অর্কত ইমে লোকাঃ’ ‘আত্মানঃ’ শরীরাবয়বঃ ‘তো’ ‘এতো’ ‘অর্কো’ অগ্ন্যর্কো একভূতো  
‘অর্কাশ্বেষো’। ‘তো’ অগ্ন্যর্কো ‘পুনঃ’ ‘এক’ ‘এব’ ‘দেবতা’ ‘ভবতি’। কাসো? ‘মৃত্যুঃ’ ‘এব’।  
এতবেতা ‘মৃত্যুঃ’ ‘পুনঃ’ ‘অপজায়তি’ ‘ন এনং’ জনঃ ‘মৃত্যুঃ’ ‘আগ্নোতি’। কথং? ‘অত’ জনত ‘মৃত্যুঃ’  
‘আত্মা’ ‘ভবতি’। ‘এতাসাং’ ভববরবভূতানাং ‘দেবতানাম্’ ‘একো’ ভবতি ।

আমার এই শরীর মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) ইউক, এই শরীর দ্বারা  
আমি আত্মবান্ হই, প্রজাপতি এইরূপ অভিলাষ করিলেন। প্রাণের  
প্রয়াণে উহা ‘অশ্বৎ’ অর্থাৎ স্ফীত হইল, এজন্য উহার নাম অশ্ব হইল।  
সেই শরীর এইরূপে মেধ্য হইল এবং তাহা হইতেই অশ্বমেধের অশ্বমেধ  
নাম হইল। যে ব্যক্তি এই অশ্বকে (প্রজাপতির দেহরূপী) জানে, সেই  
অশ্বমেধ কি তাহা জানে। প্রজাপতি তাহাকে না বান্ধিয়া (বলি অর্পণ  
করিবেন এইরূপ) মনে করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি আত্মার্থ উহাকে  
ছেদন করিলেন, এবং যে দেবতার যে পশু সেই দেবতার উদ্দেশে সেই  
পশুর ছেদন হইল। যাজ্ঞিকগণ সেই কারণেই আজও প্রজাপতির  
উদ্দেশে অশ্ব এবং অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রসংস্কৃত পশু ছেদন  
করিয়া থাকেন। যিনি তাপদান করেন তিনি অশ্বমেধ, সংবৎসর  
তাঁহার শরীর। এই অগ্নি বাঁহাতে যজ্ঞ সাধিত হয়, ইনি অর্ক  
(আদিত্য)। এই সকল লোক (ভুবন) ইঁহার শরীরের অবয়ব। এই  
অগ্নি এবং অর্ক একীভূত হইয়া অর্কাশ্বমেধ হয়। এই অগ্নি এবং অর্ক  
একই দেবতা। মৃত্যু সেই দেবতা। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অশ্বমেধ এবং  
আপনাকে তৎসহ এক জানে, সে মৃত্যুকে জয় করে, মৃত্যু ইহাকে স্পর্শ  
করে না ; এই সকল অবয়বভূত দেবগণ মধ্যে মৃত্যু এক জন হন।

ভাব—ভাষ্যকার বলিয়াছেন “প্রজাপতি যখন আপনাকে এইরূপ মনে করিলেন,  
তখন অপরেও তাঁহার সেই বিধির অনুসরণ করিয়া আপনাকে মেধ্য অশ্বরূপ পশু কল্পনা-  
পূর্বক—আমি সর্গদেবতাময় মন্ত্রসংস্কৃত বলিরূপে অর্পিত হইয়া আশ্বমেধ হইব,—এইরূপ  
মনে করে। যে যে দেবতার যে যে গ্রাম্য ও আরণ্য পশু, তাহাদিগকে সেই সেই  
দেবতার উদ্দেশে ছেদন করিয়া জানিবে, এ সকল দেবতা আমারই অবয়বভূত।” গ্রাম্য  
পশুগুলির ছেদন, আরণ্য পশুগণের বন্ধনমোচন অশ্বমেধে ব্যবস্থা। গ্রাম্য এবং আরণ্য  
পশুতে ছয় শত নয়টি পশু অশ্বমেধে নিয়োজিত হইয়া থাকে। প্রজাপতির শরীর অশ্ব  
এবং উহা মেধ্য এইটি কল্পনা করিবার পর, দৃশ্যমান আদিত্যকে অশ্বমেধকল্পনাকরা  
হইয়াছে। অশ্বমেধ পার্থিব অগ্নিতে সাধিত হইয়া থাকে, সূতরাং অগ্নি ও আদিত্যকে

একীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহাকে অর্কাশমেধ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । যুক্তাকে জয় করিয়া আত্মা সকল পরিবর্তনের অতীত হইবে, বেদান্তের এই উদ্দেশ্য । সুতরাং এখানে অগ্নি ও আদিত্যকে যুক্ত্যরূপে গ্রহণপূর্বক যুক্তার উল্লেখ হইয়াছে । অশ্বমেধে বিবিধ দেবতার উদ্দেশে বলি অর্পিত হয় ; সেই সকল দেবতার প্রাধান্যলাভ না হয়, একজ্ঞ উহার আত্মার অবয়বরূপে গৃহীত হইয়াছে ।

১৪ । অথ যো হ বা অস্মাৎ লোকাৎ স্বং লোকমদৃষ্ট্বা প্রৈতি স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি যথা বেদো বা হননুক্তোহশ্রদ্ধা কস্ম কৃতং যদিহ বা অপ্যনৈবংবিৎ মহৎ পুণ্যং কস্ম করোতি তদ্ধাত্মাততঃ ক্ষীয়ত এবাত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাত্ম কস্ম ক্ষীয়তে । অস্মাক্ষোবাত্মনো যদ্যৎ কাময়তে তত্তৎ সৃজতে । ৩৪।১৫ ।

‘অথ’ ‘যঃ’ কচিৎ ‘হ বৈ’ ‘স্ব’ আত্মানং ‘লোকম্’ ‘অদৃষ্টা’ অবিদিত্বা ‘অস্মাৎ’ ‘লোকাৎ’ ‘প্রৈতি’ ‘অবিদিতঃ’ ‘ন’ ‘এনম্’ আত্মানং ‘ন ভুনক্তি’ ন পালয়তি, ‘যথা’ ‘অনুক্তঃ’ অনধীতঃ ‘বেদঃ’ ‘বা’ ‘অশ্রুৎ’ ‘কৃতং’ কৃত্যাদি ‘কস্ম’ বা নাত্মানং পালয়তি । ‘অনৈবংবিৎ’ আত্মানং লোকতেনাবিশ্বান্ ‘স্বং’ ‘ইহ’ ‘বৈ’ ‘মহৎ’ ‘পুণ্যং’ ‘কস্ম’ ‘করোতি’ ‘তৎ’ ‘হ’ ‘অত’ ‘অন্ততঃ’ ‘ক্ষীয়তে’ ‘এব’ । ‘আত্মানম্’ ‘এব’ ‘লোকম্’ ‘উপাসীত’ । ‘ন’ ‘যঃ’ ‘আত্মানং’ ‘এব’ ‘লোকম্’ ‘উপাস্তে’ ‘ন’ ‘হ’ ‘অত’ ‘কস্ম’ ‘ক্ষীয়তে’ । ‘স্বং’ ‘স্বং’ স ‘কাময়তে’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘অস্মাৎ’ ‘আত্মনঃ’ ‘এব হি’ ‘সৃজতে’ উৎপত্ততে ।

যে কোন ব্যক্তি আত্মাকে অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে অপস্থত হয়, অনধীত বেদ এবং কৃত্যাদিকৰ্ম্ম যেক্রপ আত্মার উপকারের জ্ঞান হয় না সেইরূপ সেই অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার উপকারক হয় না । ইহলোকে অনাত্মবিৎ যদি মহৎ পুণ্য কার্য্যও করে, অস্তে উহা নিশ্চয় ক্ষয় পায় । আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা অর্থাৎ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে । যে ব্যক্তি আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা-করে তাহার কৰ্ম্ম কখন ক্ষয় পায় না । সে ব্যক্তি বাহ্য যাহা অভিলাষ করে, এই আত্মা হইতেই সে সকল উৎপন্ন হয় ।

ভাব—ব্রাহ্মণবিভাগে আত্মদৃষ্টিতে অহুষ্ঠানের আরম্ভমাত্র দেখা যায়, উপনিষদে উহাই সৰ্ব্বত্র হইয়াছে ।

১৫ । অথো অয়ং বা আত্মাসর্কেষাং ভূতানাং লোকঃ । স যজ্জুহোতি যদ্যজ্ঞতে তেন দেবানাং লোকঃ ; অথ যদনুক্ৰতে তেন ঋষীণাম্ ; অথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন

পিতৃগণ; অথ যন্মমুখ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোহশনং দদাতি তেন  
মমুখ্যাণাং; অথ যৎ পশুভ্যতৃণোদকং বিন্দতি তেন পশুনাং,  
যদস্ত্য গৃহেষু স্বাপদা বয়াৎশ্রাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং  
লোকঃ। যথা হ বৈ স্বায় লোকারিষ্টিমিচ্ছেদেবৎহৈবংবিদে  
সর্করাণি ভূতান্মরিষ্টিমিচ্ছন্তি তদা এতদ্বিদিতং মীমাংসিতম্।

৩।৪।১৬।

‘অথো’ বিপরীতে ‘অরং’ ‘বৈ’ ‘আত্মা’ ‘সর্করাণাং’ ‘ভূতানাং’ ‘লোকঃ’ ভোগ্যঃ পরতঃ। ‘স’ আত্মা  
‘বৃং’ ‘কুহোতি’ ‘বৎ’ ‘বজতে’ ‘তেন’ ‘দেবানাং’ ‘লোকঃ’ ভবতি; ‘অথ’ ‘বৎ’ স ‘অমুক্ততে’ স্বাধায়ম্  
অধীতে, ‘তেন’ স ‘স্বাধায়ঃ’ লোকঃ ভবতি; ‘অথ’ স ‘যৎ’ ‘পিতৃভ্যঃ’ ‘নিপুণ্যতি’ ‘পিণ্ডোদকাদি  
প্রবচ্ছতি, ‘বৎ’ চ ‘প্রজাং’ ‘সন্ততিম্’ ‘ইচ্ছতে’ ‘তেন’ ‘পিতৃগণাং’ লোকঃ ভবতি; ‘অথ’ স ‘যৎ’  
‘মমুখ্যান্’ ‘বাসয়তে’ গৃহে ভূম্যদকাঙ্গিলানেন, ‘বৎ’ চ ‘এভ্যঃ’ ‘অশনং’ ‘দদাতি’ ‘তেন’ ‘মমুখ্যাণাং’  
লোকঃ ভবতি; ‘অথ’ ‘বৎ’ স ‘পশুভ্যঃ’ ‘তৃণোদকং’ ‘বিন্দতি’ লভয়তি, ‘তেন’ ‘পশুনাং’ লোকঃ  
ভবতি; ‘বৎ’ ‘অস্ত’ ‘গৃহেষু’ ‘স্বাপদাঃ’ ‘হিংস্রজন্তবঃ’ ‘বয়াংসি’ পক্ষিণঃ ‘শ্রাপিপীলিকাভ্যঃ’ ‘পিপীলি-  
কাভিঃ’ সহ ‘উপজীবন্তি’ কণাধিভক্ষণেন ‘তেন’ স ‘তেষাং’ ‘লোকঃ’ ভবতি। ‘যথা’ ‘হ’ ‘বৈ’ ‘স্বায়’  
বৈ ‘লোকার’ দেহস্ত ‘অরিষ্টম্’ ‘অবিনাশম্’ ‘ইচ্ছৎ’, ‘এবং’ ‘হ’ ‘এবংবিদে’ সর্করাণাং ভূতানাং  
লোকোহহমিতি বিদ্ববে ‘সর্করাণি’ ‘ভূতানি’ ‘অরিষ্টম্’ ‘অবিনাশম্’ ‘ইচ্ছন্তি’। ‘তৎ’ ‘বৈ’ ‘এতৎ’ পক্ষ-  
মহাবজ্ঞপ্রকরণে ‘বিদিতং’ ‘মীমাংসিতং’ বিচারিতম্।

এই আত্মা সকল প্রাণীর লোক (ভোগ্য) হয়। সেই আত্মা যে  
হবন করে যজ্ঞন করে তাহাতে দেবগণের; যে স্রাদ্ধায় অধ্যয়ন করে  
তাহাতে ঋষিগণের; পিতৃগণকে যে পিণ্ডাদি দেয়, সন্তানকামনা করে  
তাহাতে পিতৃগণের, মমুখ্যাগণকে যে ভূম্যাদিদানে বসতি করায় অন্ন দেয়  
তাহাতে মমুখ্যাগণের, পশুগণকে যে তৃণ দেয় জল দেয় তাহাতে পশু-  
গণের, ইহার গৃহে পিপীলিকা ইহিতে আরম্ভ করিয়া হিংস্রজন্তু পক্ষী  
পর্যন্ত যে আহার পায়, তাহাতে তাহাদের লোক (ভোগ্য হয়)। আপ-  
নার শরীরের বিনাশ প্রাণিগণ যে প্রকার ইচ্ছা করে না, তেমনি যে  
ব্যক্তি আপনাকে সকল প্রাণীর ভোগ্য বলিয়া জানে প্রাণিগণ তাহারও  
বিনাশ ইচ্ছা করে না। এটি সকলেরই জানা আছে, এটি মীমাংসিতও  
হইয়াছে।

ভাব—আত্মবিৎ না হইয়া বাহারা দেবাদির সেবায় নিরত হয়, তাহারা তদ্বারা  
দেবাদির অধীন হয়, তাহাদের আত্মবক্তা থাকে না।

এটি জানা আছে, এটি মীমাংসিত হইয়াছে—পক্ষমহাবজ্ঞপ্রকরণে এইরূপ মীমাংসিত

হইয়াছে যে, চুল্লী, পেয়ণী, সংমার্জনী আদি গৃহের উপকরণ, উত্ত্বল ও মূল, জলকুম্ভ, গৃহস্থের গৃহে এই পাঁচটিতে প্রাণিবধ ঘটয়া থাকে । ( মনু, ৩অ, ৬৮শ্লো ) । যে ব্যক্তি গৃহে স্থিতি করিয়া যথার্থক্ৰি এক দিনের জন্তও পঞ্চমহাযজ্ঞ ত্যাগ করে না, এই সকলের ব্যবহারে যে প্রাণিবধজনিত পাপ সংক্রামিত হয় সে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না । অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি-অর্পণ ভূতযজ্ঞ, অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ । ( মনু ৩অ, ৭০।৭১ শ্লো ) । এরূপ অহুষ্ঠান করিলে আমাতে তত্তৎ পাপ সংক্রামিত হইবে না, এই জ্ঞান থাকিতে আত্মা এস্থলে দেবাদির ভোগ্য হয় না, যেখানে এরূপ জ্ঞান নাই সেই স্থলে আত্মা দেবগণের ভোগ্য হয় ।

১৬। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিতুল্লোকে জুহোতি যজ্ঞতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্ত্য তত্ত্বতি, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মিতুল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোহথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাহস্মিতুল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ । ৫। ৮। ১০ ।

হে 'গার্গি' 'যঃ' 'বৈ' 'এতৎ' 'অক্ষরং' ক্ষয়পচয়শূন্য 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্' 'লোকে' 'বহুনি' 'বর্ষসহস্রাণি' 'জুহোতি' 'যজ্ঞতে' 'তপঃ' 'তপ্যতে' 'অন্ত' 'তৎ' হবনাদিকং 'অন্তবৎ' বিনাশি 'এব' ভবতি । হে 'গার্গি' 'যঃ' 'বৈ' 'এতৎ' 'অক্ষরম্' 'অবিদিত্বা' 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি' 'স' 'কৃপণঃ' কৃপাণাত্ম । 'অথ' হে 'গার্গি' 'যঃ' 'এতৎ' 'অক্ষরং' 'বিদিত্বা' 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'প্রৈতি' 'স' 'ব্রাহ্মণঃ' ব্রহ্মসম্পন্নঃ ।

হে গার্গি, এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোকে যে ব্যক্তি বহুসহস্র বর্ষ যাবৎ হোম করে, যজ্ঞ করে, তপস্ত্যা করে, তাহার সেই হোমাদি ক্ষয়িষ্য হয় । হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, সে ব্যক্তি কৃপাপাত্র । আর যিনি, হে গার্গি, অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ ।

ভাব—পরব্রহ্মকে না জানিলে সর্ববিধ অহুষ্ঠান বিফল । উহার আত্মার দীনতা-হরণে অসমর্থ । যিনি পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ হন, ব্রহ্মসম্পন্ন হন ।

১৭। এষ হি দেবঃ প্রদিশোহনুমসর্বাঃ

পূর্কোহি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ।

স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ

প্রত্যজ্ঞানাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥

'এষ' 'হি' 'দেবঃ' 'প্রদিশঃ' প্রাচ্যাত্মাঃ দিশঃ, 'অনুমসর্বাঃ' উপনিষদঃ । 'স' 'হি' 'পূর্কঃ' 'জাতঃ'

আদিপুরুষরূপেণ 'স' 'উ' 'গর্ভে' 'অন্তঃ', 'স' 'বিজাতঃ' শিঙঃ, 'স' 'জনন্যামাণঃ' জননোন্মুখঃ 'স' 'জনান্' 'প্রত্যঙ্' গচ্চাৎ 'ভিষ্ঠতি', স 'সর্বতোন্মুখঃ' সর্বপ্রাণিগতানি য়ানি অন্ত ।

এই দেবই দিক্ ও উপদিক্, ইনিই পূর্কজ, ইনিই গর্ভে, ইনিই জাত, ইনিই জননোন্মুখ, সকল লোকের পশ্চাতে ইনিই স্থিতি করেন, সকল প্রাণীর মুখ ইহার মুখ ।

ভাব—জন্মমরণাদি কিছুই পরাস্থানিরপেক্ষ হয় না, সকলের অন্তরালে থাকিয়া তিনিই সকল ঘটান। শ্রুতি এই সত্যপ্রতিপাদন করিয়া পরমাত্মার লীলাময়ত্ব প্রদর্শন-করিতেছেন। এই শ্রুতিটী যজুর্বেদ ( ৩২ অ, ৪৬ক) হইতে উদ্ধৃত।

১৮। যো দেবোহগ্নৌ যোহগ্নু

যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু

তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ শ্বেত, ২। ১৬। ১৭।

'যঃ' 'দেবঃ' 'অগ্নৌ' 'যঃ' 'অগ্নু' 'যঃ' 'বিশ্বং' নিধিলঃ 'ভুবনম্' 'আবিবেশ' এবিষ্টবান্, 'তস্মৈ' 'দেবায়' 'নমোনমঃ'।

যে দেব অগ্নিতে, জ্বলেতে, বিশ্বভুবনে, ওষধি এবং বনস্পতিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেই দেবতাকে নমস্কার করি।

ভাব—তত্ত্বস্থানে প্রবিষ্ট থাকিয়া পরমাত্মা লীলাবিস্তার করেন। "যে যে রূপ অভিলাষ করেন, সেই সেই রূপে দেবগণ প্রবেশ করেন" "যে যে রূপ অভিলাষ করেন, দেবগণ সেই সেই রূপ হন" ( নি, ১০।১৭ ) "দেবতার ঐশ্বর্য্য এই যে, যে যে রূপ ইচ্ছা করেন সেই সেই রূপ ধারণ-করেন" ( টীকা )। "হে বাস্তোপত্যে, তুমি রোগবিনাশক। বিবিধ রূপে প্রবেশ করিয়া তুমি আমাদের সখা হও, সুখকর হও ( ৭ম, ৫৫শ্ল, ১শ্লক )।" এস্থলে সেই সেই রূপে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ উল্লিখিত হইয়াছে। "ইন্দ্র বিবিধ জ্ঞানকোশল করিয়া রূপে রূপে আপনার তমুর পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষসাধন করেন ( ৩ম, ৫৩শ্ল, ৮শ্লক )। এখানে স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্টরূপপরিগ্রহ নিবদ্ধ হইয়াছে। "এই জীবাশ্মা সহ প্রবেশ করিয়া আমি নামরূপ অভিযাক্ত করিব" ( ১২।২ ) এই শ্রুতি পরমাত্মার সর্বত্র অনুপ্রবেশই যে তত্ত্ব, তাহা প্রদর্শন-করিতেছে।

১৯। যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্রবশ্চ

বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগর্ভঃ জনয়ামাসপূর্কঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

‘বঃ’ ‘দেবানাং’ ‘ঐতবঃ’ সামর্থ্যহেতুঃ, ‘উত্তবঃ’ উৎপত্তিহেতুঃ ‘চ’ ‘বিষাদিপঃ’ বিষম পালয়িতা, ‘বহুবিঃ’ সৰ্বজ্ঞঃ ‘রুদ্রঃ’ সংসাররূপত্ৰাবকঃ ‘পুরুষঃ’ সর্গদেও ‘হিরণ্যগর্ভঃ’ জনরামাস ‘স’ ‘নঃ’ অম্যান্ ‘ভুতগা’ ‘বুদ্ধা’ ‘সংযমনজ্জু’।

যিনি দেবগণের সামর্থ্য ও উৎপত্তির কারণ, বিশ্বের পালয়িতা, সংসারক্লেশের অপহর্তা (রুদ্র), সৰ্বজ্ঞ, যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদের কাছে শুভ বুদ্ধি দিন।

২০। যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহপাপকাশিনী।

তয়া নন্তনুবা শন্তময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥

হে ‘রুদ্র’, হে ‘গিরিশস্তা’ গিরিশ্বস্থবিতানক ‘যা’ ‘তে’ তব ‘শিবা’ মঙ্গলময়ী ‘অঘোরা’ অভয়-  
‘অপাপকাশিনী’ পুণ্যভিভাবিকরী ‘তনুঃ’ ‘তয়া’ ‘শন্তময়া’ স্থখতময়া ‘তনুবা’ তবা ‘নঃ’ অম্যান্ ‘অভি-  
চাকশীহি’ নিরীক্ষয়।

হে রুদ্র, হে গিরিশ্ব স্থখবিস্তারক, তোমার তনু মঙ্গলময়ী, অভয়-  
দাত্রী, পুণ্যপ্রকাশিনী। সেই স্থখতম তনুবোলে তুমি আমাদের কাছে  
অবলোকন কর।

২১। যামিষুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষাস্তবে।

শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংশীঃ পুরুষং জগৎ ॥

৩।৪।৫।৬।

হে ‘গিরিশস্তা’ ‘গিরিত্র’ ‘যাম্’ ‘ইষুং’ ‘অস্তবে’ ক্ষেপুঃ ‘হস্তে’ ‘বিভর্ষি’ ষারয়সি, ‘তাম্’ ‘ইষুং’  
‘শিবাং’ ‘মঙ্গলময়ীং’ ‘কুরু’ ‘পুরুষং’ ‘জগৎ’ চ ‘মা হিংশীঃ’।

হে গিরিশ্ব স্থখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ-  
করিবার জন্ত হস্তে ধারণ-করিয়াছ, সেই বাণকে তুমি মঙ্গলময় কর,  
জীব ও জগৎকে হিংসা করিও না।

ভাব—এই দুইটা ঋক্ যজুর্বেদোক্ত শতরুদ্রীয় হোমের অন্তর্গত (যজু ১৬অ, ২১৩ক)।  
এতদ্বারা পৌরাণিক সময়ের প্রারম্ভ সূচিত হইতেছে।

২২। ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি

ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চয়সি

ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥

হে দেব ‘ত্বং’ স্ত্রী ‘ত্বং’ পুমান্ ‘অসি’ ‘ত্বং’ কুমারঃ ‘উত বা’ কুমারী ‘ত্বং’ জীর্ণঃ ‘সন্’ ‘দণ্ডেন’  
‘বঞ্চয়সি’ বন্ধুপাচ্ছাদনং করোমি, ‘ত্বং’ ‘বিশ্বতোমুখঃ’ ‘জাতঃ’ ‘ভবসি’।

হে দেব, তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, তুমি কুমার হও কুমারী হও, তুমি ব্রহ্ম হইয়া দণ্ডধারণপূর্বক বঞ্চনা অর্থাৎ স্বরূপাচ্ছাদন কর, সকলের মুখ তোমার মুখ, অথচ তুমি জাত হও ।

ভাব—স্রীপুরুষাদি সকলের সঙ্গে পরাঙ্গা বিহার করেন, স্রীষাদিলাভের কারণ তিনি, স্ত্রুতরাং এখানে তাঁহাকে কার্যের সহিত অভিন্ন ভাবে পৌরাণিক রীতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে । এ ঋক্টি অথর্ববেদ হইতে গৃহীত ( ১০।৮।২৭ ) ।

২৩ । নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাঙ্ক-

স্তুড়িগর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।

অনাদিমত্বং বিভূত্বেন বর্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪।৩।৪।

স্বং ‘নীলঃ পতঙ্গঃ’ জমরঃ, স্বং ‘লোহিতাঙ্কঃ হরিতঃ’ শুকাদিঃ, স্বং ‘স্তুড়িগর্ভঃ’ মেঘঃ, স্বং ‘ঋতবঃ’ স্বং ‘সমুদ্রাঃ’ ‘অনাদিমং’ আবারম্ভরহিতঃ, স্বং ‘বিভূত্বেন’ ব্যাপকত্বেন ‘বর্তসে’ ‘বতঃ’ স্বস্তঃ ‘বিশ্বা’ বিশ্বানি সর্বানি ‘ভুবনানি’ ‘জাতানি’ ।

তুমি নীল পতঙ্গ, তুমি লোহিতাঙ্ক হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমি তুড়িগর্ভ মেঘ, তুমি ঋতু, তুমি সমুদ্র, তুমি আদ্যন্তরহিত, তুমি ব্যাপী হইয়া বিদ্যমান, তোমা হইতেই সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ।

ভাব—“দেবতির্ঘানরাদিতে স্বেচ্ছায় লীলা করেন” পৌরাণিকগণের এ কথার মূল এখানে দেখিতে পাওয়া যায় ।

উপনিষদ্ভট্টা ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উদয় হইয়াছে । স্ত্রুতরাং বলিতে হইবে, যদি তাঁহাদের বাক্যমধ্যে দর্শনশাস্ত্রের মূল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই । উপনিষদগুলির দর্শনশাস্ত্র সহ ঈদৃশ ঐক্য কেন দেখিতে পাওয়া যায়, একথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয়, যে সকল মূলতত্ত্ব ঋক্সংহিতামধ্যে অক্ষুটভাবে ছিল, সেইগুলি লইয়া চিন্তা করিতে করিতে উহাদের তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং উহারাই দর্শনোচিত ভাবে ঋষিগণের হৃদয় প্রদীপ্ত করিয়াছে । ঋক্সংহিতামধ্যে মূল তত্ত্বগুলি অক্ষুটভাবে ছিল, এ কথা কেন বলা হইতেছে, তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।

হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখারা সমানং বৃক্ষং পরিবহজাতো ।

তয়োন্নতঃ পিন্নলং বাহন্তানন্নরন্তো অতি চাকাশীতি ॥ (১ম, ১৬৪শ্র, ২০ঋক্)



এই ঋক্টার মধ্যে জীবাশ্ম ও পরমাশ্মা উল্লিখিত হইয়াছেন, গভীর চিন্তা বিনা ইহা কোনরূপে মনে প্রতিভাত হয় না। কেন না অগ্নি ও আদিত্যের বিষয় বলিতে গিয়া এই ঋক্ নিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এ ঋকের বিষয় অগ্নি ও আদিত্য হওয়ারই সম্ভবিত। এই শ্লোকটির আগাগোড়া অতি অবিবদ, অর্থ নিতান্ত অক্ষুট। এই অপরিক্ষুটানিবদ্ধনই ঋক্টাকে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মার বিষয়ে নিয়োগ করা সহজ হইয়াছে। বৃত্তিকারগণ নিক্কপরিশিষ্টের চতুর্থার্থ্যায়ের ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই অধ্যায়ে এই ঋক্টা পরিশিষ্টকার কর্তৃক এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ;—“হুটি হুটি স্কন্ধস্কন্ধং ধর্মকর্তা প্রতিষ্ঠিত আছেন। হুত—পাপ—প্রসরণশীল বলিয়া কথিত হয়। ‘হুটি পান্থী একত্র অবস্থিত এবং সখা’ এ কথা হুরাশ্মা আশ্মা এবং পরমাশ্মার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা ( সখিৎ ও একত্র বাস ) শরীরেতেই হইয়া থাকে। বৃক্ষ—শরীর বৃক্ষ, ইহাকে রক্ষা কর। হুটি পক্ষী স্থাপনকরা হইতেছে—সে হুটির একটি ভোগ্যবিষয় ভোগ-করিয়া অশ্রুটি ভোগ না করিয়া সমানরূপ সমান লোক প্রাপ্ত হয়। ভোগ না করিয়া অপরটি অবলোকন করেন, ইহা যে ব্যক্তি জানেন তিনি ( তদ্বারা ) আশ্মার গতিপ্রতিপাদন করেন।” অপিচ রথ-অশ্ব-সারথি-অস্ত্রশস্ত্র-বসন-ভূষণাদি উপকরণবতা, ভ্রাতা-ভ্রাতৃপুত্র পুত্রদারাদি-নিরতত্ত্ব, কেশ-শ্রদ্ধ-দত্ত-নাসা-হস্ত-বাহু-ও-মস্তকাদিবিশিষ্টতা, ক্রোধ-হিংসা-তৃষ্ণা ও-হর্ষা-মর্ষাদিপরাবশত্ব, জন্ম-বৃদ্ধি-বয়োবহাদিযুক্তত্ব বৈদিক দেবগণেতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তেমনই দেখা যায়, জগৎপতিত্ব, জগদাধারত্ব, জগদেকমূলত্ব, শাস্ত্বত্ব, নেতৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমানত্ব, স্বরাটত্ব, অজ্ঞেয়ত্ব, বরদত্ব, পালকত্ব, প্রণতবৎসলত্ব—অধিক বলিয়া কি প্রয়োজন—সর্ববিধ ঈশ্বরগুণবত্ব তাঁহাদিগেতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন,

“হে মঘবন, তোমার অশ্বরজ্জু অভিষ্টবর্ষী, হিরণ্ময়ী কশা অভিষ্টবর্ষী, রথ অভিষ্টবর্ষী, অশ্বঘর অভিষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু, তুমি অভিষ্টবর্ষী।” ( ৮ম, ৩৩শ্ল, ১১ঋক্ )।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে রথাদি বর্ণিত হইয়াছে।

“বৃষের শ্রায় বেগগামী হইয়া ইন্দ্র সোমগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিবিধ যজ্ঞে অভিবৃত্ত (চুরান) সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান বিনাশসাধক বজ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তদ্বারা অহিগণের মধ্যে অগ্রজকে হনন করিয়াছিলেন।” ( ১ম, ৩২শ্ল, ৩ঋক্ )।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে বজ্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

“হে ইন্দ্রাগ্নি, তোমাদিগের মহিমা বিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও প্রশংসনীয়, তোমাদের উভয়ের একই পিতা, তোমরা দুই জন যমজ ভ্রাতা, তোমাদের মাতা এখানে ওখানে সর্বত্র বিদ্যমান।” ( ৬ম, ৫২শ্ল, ২ঋক্ )।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে ভ্রাতাদি বর্ণিত হইয়াছে।

“ইন্দ্রের শ্রদ্ধ উজ্জল, কেশ উজ্জল, তিনি দ্বৌহের শ্রায় দৃঢ়কার.....। ( ১০ম, ২৬শ্ল, ৮ঋক্ )।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে শ্রুতকেশাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

“হে ইন্দ্র, তুমি কি আমাদেরকে হনন করিতে ইচ্ছা কর। মরুদগণ তোমার দাতা, সুখে তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞভাগী হও । সময়কালে আমাদেরকে বধ করিও না ।”

(১ম, ১৭০শ্রু, ২ঋক্) ।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে ক্রোধাদিপদবর্ণন বর্ণিত হইয়াছে ।

“যে দিন জন্মিয়াছিলে সেই দিন তোমার সোমপানের ইচ্ছা হইলে তুমি গিরিন্দ্র সোমের রস পান করিয়াছিলে । তোমার যুবতি মাতা অদিতি তোমার মহান পিতার গৃহে প্রথমে তোমার সোমরসে সিক্ত করিয়াছিলেন ।” (৩ম, ৪৮শ্রু, ২ঋক্) ।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে জন্মাদি বর্ণিত রহিয়াছে ।

“যিনি নিখিল গমনশীল প্রাণযুক্ত জীবের অধিপতি, যিনি যাজ্ঞিকদিগের জন্ত প্রথমতঃ গো আনয়ন করিয়াছিলেন, যিনি দম্বাদিগকে হীন করিয়া বধ করিয়াছিলেন, মরুদগণ সহ আমাদের সখা হইবার জন্ত আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি ।” (১ম, ১০১শ্রু ৫ ঋক্) ।

ইত্যাদি ঋকের মধ্যে জগৎপতিত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

সুতরাং এই সকল দেবতার জীবোচিত হেয়গুণসমুদায় পরিহার করিয়া “মিত্র আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন, বরুণ আমাদের সুখবর্দ্ধক হউন” ইত্যাদি উপনিষদে উদ্ধৃত ঋগ্‌গুলিতে উপনিষদ্রষ্টা ঋষিগণ ঈশ্বরোচিত কল্যাণগুণসমূহ পরিগ্রহ করিয়াছেন । বৈদিক দেবগণকে আবরকাদিরূপে দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের পন্থা তাঁহারা উৎপাদন করিয়াছেন । সাক্ষাৎসম্বন্ধে বেদান্ত হইতে যে যে পন্থা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইগুলি শ্রীমদ্রামায়ুক্ত কৃত বেদার্থসংগ্রহ হইতে এখানে সংক্ষেপে সংগ্রহ করা যাইতেছে ।

শ্রুতিগণ যে সকল বিবিধ অশেষ শ্রুতির ব্যাখ্যানে শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল শ্রুতি ও তাহার ব্যাখ্যা হইতে এই অবধারিত হয় যে, অনেকবিধ শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি ও ব্রহ্মতে উহার প্রলয়ের বিষয় যাহা বলেন তাহা গ্রামাণ্যন্তরে দেখিতে পাওয়া যায় না । এই সৃষ্টিপ্রলয়সম্বন্ধে অসংখ্য পরিণাম, অনেক তত্ত্ব এবং উহাদিগের স্থিরতর ক্রম শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কোন কোন শ্রুতি নিরবদ্য, নিরঞ্জন, বিজ্ঞান, আনন্দ, নির্বিকার, নিরাকার, নিজ্জিন্ন, শাস্ত, নিঃশব্দ, ইত্যাদি বিশেষণে ব্রহ্মকে নিঃশব্দ ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন । ‘এখানে কিছুই এক বিনা অনেক নাই, যে ব্যক্তি এ স্থলে অনেক দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে (৪।৫)।’ ‘যেখানে সকলই আত্মা হইয়া গেল সেখানে কে কাহাকে দেখে..... কে কাহাকে জানে’ (১২।৪) ইত্যাদি বলিয়া কোন কোন শ্রুতি নানাশ্রুতি নিবেদন করিয়া থাকেন । ‘যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ, জ্ঞানময় বাহার তপ (৮।১)’ ‘সেই দীর্ঘ ব্রহ্ম নিখিল রূপগুলির

পর্যালোচনা করিয়া তাহাদিগের নাম দিলেন এবং যে নামে উহাদিগকে অভিহিত করিলেন সেই নামে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন ।’ ‘সেই বিদ্যাতাধিষ্ঠিত পুরুষ হইতে নিমেষগুলি জন্মিয়াছিল’ ‘এই আত্মা পাপশূত্র, জরাশূত্র, মৃত্যুশূত্র, শোকশূত্র, ভোজন-শূত্র, পিপাসাশূত্র, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ( ৩১৮ )’ ইত্যাদি কতকগুলি ঋতি এই জগতে যে সকল হেয়গুণ আছে সে গুলির প্রতিবেদ করিয়া নিরতিশয় কল্যাণগুণের আনন্দ্য, সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমিলনস্থান, নিখিলনামরূপের অভিব্যক্তিকর্তা, সকলের আধার বলিয়া তাঁহাকে নির্দেশ করেন । ‘তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অগৃথকভাবে স্থিত, তাঁহাতে ক্রিয়াশীল অতএব নিশ্চয়ই এ সকল ব্রহ্ম’ ( ২১১ ) ‘এ সকলই ইহার স্বরূপের অনুরূপ’ ( ২১২ ) ‘এক হইয়া বহু প্রকাশমান’ এই সকল ঋতি ব্রহ্মস্বষ্ট জগতের নানাকার প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার সহিত উহার ঐক্য প্রতিপাদন করেন । ‘আপনাকে এবং প্রেরয়িতাকে পৃথক মনে করিয়া’ ( ২২১১ ) ‘ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতাকে মনন করিয়া ( ২২১১ )’ ‘প্রজ্ঞাস্বজন করিয়া প্রজ্ঞাপতি এই অভিলাষ করিলেন’ ‘বিশ্বের পতি, আত্মা, ঈশ্বর সনাতন, শিব, ‘অচ্যুত’ ‘ভূমি সকল দেবতার পরম দেবতা ( ৬১১ ),’ ‘সকলের বশকর্তা, সকলের শাস্তা’ ( ১০১৩ ) ইত্যাদি ঋতি সকল হইতে ঈশ্বরের ভিন্নতা, সকলের নিয়াম্যত্ব ঈশ্বরের নিরন্তর, সকলের আনুগত্য ঈশ্বরের স্বামিত্ব প্রদর্শন করেন । ‘সর্বাশ্মা অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকে শাসন করেন’ ‘ইনি অন্তর্যামী অমৃত পৃথিবী বাহার শরীর, জল বাহার শরীর, তেজ বাহার শরীর’ ইত্যাদি, ‘অব্যক্ত বাহার শরীর, অক্ষর বাহার শরীর, মূঢ়া বাহার শরীর, আত্মা বাহার শরীর’ এইরূপ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তু ব্রহ্মের শরীর, তিনি উহাদের আত্মা, ঈশ্বর শরীরাত্ম্যতাব কোন কোন ঋতি দেখাইয়া থাকেন ।’

যে সকল ঋতি সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় বর্ণন করে সেগুলি অতি প্রসিদ্ধ, এজন্য দে সকলকে উদ্ধৃত না করিয়া উহাদের অর্থমাত্র এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । কোথাও তেজ, জল ও অন্ন, কোথাও পঞ্চভূতমাত্র, কোথাও মহাদাদি সৃষ্টিতে উল্লিখিত হইয়াছে, সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদান্তে বেদান্তে এই মাত্র পার্থক্য আছে । ‘নিরবদ্য’ ইত্যাদি ঋতিতে নিশ্চয়, ‘এখানে কিছুই এক বিনা অনেক নাই’ ইত্যাদি ঋতিতে ভেদনিবেদ, ‘যিনি সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি ঋতিতে সঙ্কল, ‘নিশ্চয় সমুদায় ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ঋতিতে অভেদ, ‘আপনাকে পৃথক’ ইত্যাদি ঋতিতে ভেদ, ‘অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া’ ইত্যাদি ঋতিতে শরীরাত্ম্যতাব প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীমদ্রামায়জ্ঞ এ সকল ঋতির এই প্রকারে অবিরোধসাধন করিয়াছেন ;—

“যেক্ষণে বিবৃত করিলে নানারূপ বাক্যের অবিরোধ এবং মুখ্যার্থের অপরিভাগ্য সম্ভবে, সেইরূপে বিবৃত করা যাইতেছে । যে সকল ঋতিতে অবিকার বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল ঋতির মুখ্যার্থ এই যে, ব্রহ্মস্বরূপের রূপান্তরতা নাই । যে সকল ঋতিতে ব্রহ্মকে

নিশ্চয় বলা হইয়াছে সে সকল প্রতির সমাধান এই যে, তদ্বারা ব্রহ্মেতে প্রাকৃত হুয় গুণের নিবেশ হইয়াছে। যে সকল প্রতিতে ব্রহ্মের নানাবিধ নিবেশ হইয়াছে, সে সকল প্রতি এই বলিয়া সুরক্ষিত হয় যে, সমুদায় চেতনাচেতন বস্তু ব্রহ্মের শরীর স্তরায় তাঁহারই প্রকারভূত। সকলের তিনি যখন আত্মা, তখন তিনিই সর্বপ্রকার। তিনি সর্ববিলক্ষণ, সকলের পতি ও ঈশ্বর, সকল প্রকার কল্যাণগুণের তিনি আধার, তিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বাক্য—স্বীকার-করিয়া লইয়াই—রক্ষা পায়। সকল হইতে যিনি অস্ত্রবিধ, সকল কল্যাণগুণের যিনি আশ্রয়, সকলের যিনি ঈশ্বর, বিশেষণভূত সকলের যিনি বিশেষ্য, সকলের যিনি আধার, সকলের উৎপত্তি হিঁহি ও প্রলয়ের যিনি হেতু, যিনি নিরবদ্য নির্বিকার, সকলের আত্মভূত, সেই পরব্রহ্মের মালিন্য-বিরোধী আনন্দস্বরূপ জ্ঞানই স্বরূপনিরূপক ধর্ম। যখন তিনি স্বপ্রকাশ তখন তাঁহার স্বরূপ, জ্ঞান বিনা, আর কি হইতে পারে? এইরূপ প্রতিপাদন দ্বারা যে সকল বাক্য ব্রহ্মকে জ্ঞানানন্দময় বলে তাঁহার রক্ষা পায়। শরীরাত্মভাবে যে সমনাদিকরণতা উপস্থিত হয় উহা মুখা, এইটি প্রতিপাদনকরাতেই ঐক্যবাদগুলি সুব্যবস্থিত হইয়াছে।

“যখন এইরূপ হইল, তখন অভেদ, ভেদ বা ভেদাভেদ, ইহার কোনটি বেদান্তবেদা পক্ষ বলিয়া সমর্থিত হয়? বেদান্তে যখন এ কয়েকটিই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার সকলগুলিই সমর্থিত হয়। সকলই ব্রহ্মশরীর, তিনিই সকল প্রকার, স্তরায় তিনিই সকল হইয়া আছেন, এ বলিয়া অভেদতাব সমর্থিত হয়। একই ব্রহ্ম নানাবিধ-

• অধিকরণ—অভিধেয়। অভিধেয়—বক্তব্য বিষয়। বক্তব্য বিষয় যেখানে সমান—এক, সেখানে সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। ‘রাজপুরুষ’ এ শব্দে যদিও রাজকর্মচারীকেই বুঝায় অস্ত্র কাহাকেও বুঝায় না, তথাপি রাজপুরুষশব্দে রাজশব্দ ও পুরুষশব্দ এক নয়, রাজশব্দে রাজকে পুরুষশব্দে কর্মচারীকে বুঝাইয়া থাকে। স্তরায় রাজশব্দ ও পুরুষশব্দের সমানাধিকরণতা চলি না। গুরু বসন—এখানে গুরু ও বসন শব্দের বক্তব্য বিষয় ভিন্ন নহে এক। গুরুশব্দটি ছাড়িয়া দিলে অন্ত্য বসন হইতে উহার বিশেষ কিছুই রহিল না; বসনশব্দ ছাড়িয়া দিলে গুরুর বসনসহ সম্বন্ধ-বশতঃ উহার যে বিশেষ সম্বন্ধ ঘটিরাছিল তাহাও চলিয়া গেল। স্তরায় গুরু ও বসন এ উভয়ের বক্তব্য একই হওয়াতে এখানে সমানাধিকরণ ঘটিতেছে। ‘ঐ সেই মানুষটি বাইতেছে’ যখন একথা বলি তখন ‘ঐ সেই’ শব্দের সহিত মানুষশব্দের সমানাধিকরণ হইতেছে। কেন না পূর্বদিন যে মানুষকে দেখিরাছিলাম এ মানুষ সেই মানুষ এইরূপ বুঝানে, এখানে বক্তব্য বিষয়ের একতার সমানাধিকরণতা উপস্থিত হইতেছে। যখন কোন ব্যক্তিকে রামচন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করি, তখন রামচন্দ্রের শরীর ও আত্মাকে তৎসহ এক করিয়াই তাহাকে রামচন্দ্র বলি। এখানে শরীর ও আত্মা রামচন্দ্রের সমানাধিকরণ। এ সমানাধিকরণ গৌণ নহে মূখ্য। ব্রহ্ম আত্মা, জগৎ ও জীব শরীর, স্তরায় শরীরাত্ম-ভাবে তাঁহার সহিত জগৎ ও জীবের সমানাধিকরণতা ঘটিতেছে। এই সমানাধিকরণতাতেই শ্রীম-জানানন্দ ঐক্যবাদ (জীব জগৎ ও ব্রহ্মের একতা) বুঝা বলিয়া স্থাপন-করিয়াছেন।

চিদ্রিচরিত্তপ্রকারে নানাভাবে অবস্থান করিতেছেন এ বলিয়া ভেদাভেদ, এবং অচিদ্রিচরিত্ত এবং ঈশ্বর, ইহাদের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য থাকিতে বিমিশ্রতা উপস্থিত হয় না এ বলিয়া ভেদপক্ষ সমর্থিত হইয়াছে।\*

শ্রীমদ্রামানুজ যে সমাধান করিয়াছেন যদিও তাহাতে সকল আচার্য্যের সৰ্ব্বথা সম্মতি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এ সমাধানের এই এক ক্ষমহান্ গুণ যে, বেদান্তবাক্য-অবলম্বনে যে সকল পক্ষ মূলে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার এক আবরণপক্ষ ছাড়া অন্য সকল গুলিরই তিনি সমর্থন করিয়াছেন, কোন একটিই তৎকর্তৃক অনাদৃত হয় নাই। এস্থলে কেবল ইহাই নির্ণয় করা উচিত যে, এমন কি আছে বাহাতে সকল আচার্য্যেরই সম্মতি আছে, এবং সেইটি অবলম্বন করিয়া সৰ্ব্বসামঞ্জস্য সম্ভব। প্রকৃতি ও জীব ব্রহ্মের পরা ও অপরা প্রকৃতি। এ দুই নিত্য হইলেও ইহাদের সত্তা ব্রহ্মসত্তাসাপেক্ষ, ব্রহ্মের সত্তার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে ইহাদের সত্তা থাকে না। এ কথার কাহারও অসম্মতি হইতে পারে না। শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন “এখন যেমন কারণের জন্ত কার্য্য আছে, উৎপত্তির পূর্বেও তেমনি ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। এখনও কারণ ছাড়িয়া কার্য্য স্বতন্ত্র নাই, এজন্তই প্রতি বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি আত্মাকে ছাড়িয়া সকল জানিতে যায়, সেই সকলই তাহাকে অবজ্ঞা করে’ \*।” (বে, স্থ, ২।১।৭)। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়, যদিও তাহার এই মত দৃষ্ট হয়, তথাপি যে পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব থাকে সে পর্য্যন্ত জীব “সম্মূলক বলিয়াই উহার সত্যত্ব (ছা, ৬।৩।২ ভা,)” ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। জীব যে অনাদি কাল হইতে আছে তাহাও তিনি স্বীকার-করিয়াছেন, কেন না তিনি বলিয়াছেন “‘এই জীবাশ্বসহকারে’ এই কথার সৃষ্টির আরম্ভে শারীর আত্মাকে প্রাণধারণের কারণ জীবশব্দে উল্লেখ করাতে সংসার অনাদি ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সংসারের যদি আদি থাকিত তাহা হইলে সংসারের আরম্ভের পূর্বে প্রাণ বলিয়া কিছু অবধারিত বস্তু থাকিত মা, সুতরাং সৃষ্টির আরম্ভে জীবাশ্বা কখন প্রাণধারণের কারণ জীবশব্দে উল্লিখিত হইত না।” (বে, স্থ, ২।১।৩৬)। শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য বলিয়াছেন, “জগতের জন্মাদি, স্থিতি, প্রবৃত্তি ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্ভাবে স্থিতিবশতঃ হইয়া থাকে, এজন্ত জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে” (বে, স্থ, ১।২।১)। ইহার মতে সমগ্রজগৎ ব্রহ্মশক্তি, শক্তি কখন শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহে “অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির অতিরিক্ত বলিয়া পরিচিন্তিত হয় না,” সুতরাং শক্তি শক্তিমানের অতিরিক্ত নহে। শ্রীমচ্ছ্রীকণ্ঠ ও শ্রীম-দ্রামানুজ এ উভয়ের মূলতঃ মতসাম্য সুস্পষ্ট। বৈকবধর্ম্মের অগ্রে শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয়, এ জন্ত প্রথমে শিবাচার্য্যের মত সন্নিবিষ্ট হইল। শ্রীমদ্রামানুজও বলিয়াছেন “সকলই ব্রহ্মকার্য্য এইটি প্রতিপাদন করাতে তাহাকে লইয়াই উহার সত্যত্ব অন্তথা উহার সত্যত্ব

\* অর্থাৎ উহার তাহার জ্ঞানের বিষয় হয় না, উপরে উপরে দেখিতে দিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে না।

নাই।” (বে, সং)। বেদার্থসংগ্রহের টীকা ভাৎপর্ধ্যাদীপিকা বলিয়াছেন, “ব্রহ্মমূলকভা-  
বশতঃ জগতের সত্যত্ব, জগৎ আপনি আপনাতে অসত্য।” “ভেদাভেদ এবং অভেদ  
ভেদপ্রতির বিরুদ্ধ নয় এই আমাদের মত, সুতরাং ভেদপক্ষই আমাদের পক্ষ।” ভাৎ-  
পর্ধ্যাদীপিকা যখন এ কথা বলিয়াছেন তখন শ্রীমজ্জীব যে বলিয়াছেন “শ্রীমাম্মজ্জীয়গণ  
শক্তি ও শক্তিমানের ভেদই বর্ণনা করিয়া থাকেন,” তাহা কিছু ভগ্নাতের বিরুদ্ধ  
হইতেছে না। ভাৎপর্ধ্যাদীপিকা হইতে উদ্ধৃত বাক্যে এই বুঝা যাইতেছে যে, শক্তি যখন  
স্বরূপভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন ভেদেতেই অভেদ স্বীকারকরা হইয়াছে। শ্রীমদ্রথ  
বলিয়াছেন “অনেক গুলি স্বতন্ত্র আয়োজন লইয়া লোকে সৃষ্টি (রচনা) করে দেখিতে  
পাওয়া যায়। ব্রহ্মের সৃষ্টি কিন্তু তাঁহার স্বরূপসামর্থ্য হইতেই হইয়া থাকে” (বে, স্থ,  
১৩১৫); “তিনি কেবল বিচিত্রশক্তি নন কিন্তু সর্বশক্তি” (২১৩১) “প্রকৃতির সন্ধানি  
(ব্রহ্মই) দেন ইহা অশীকৃত হইয়াছে” (বে, স্থ ২১২৫)। শ্রীমদ্বিষ্ণুকোয়গণ বলিয়াছেন  
“অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক অসংখ্য সদ্গুণের সাগর ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তমই জগতের  
অভিন্ন নিমিত্ত-ও-উপাদান কারণ” (বে, স্থ ১১১২)। “জড়ভূতীস্বরূপত্ববশতঃ ব্রহ্মই  
সর্বাত্মক” (বে, স্থ ১১৩১) শ্রীমদ্ভগবত এই কথা বলিবার পূর্বে যে “সকলের শুদ্ধ  
ব্রহ্মই” (বে, স্থ ১১১০) প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই অত্যন্ত বেদান্তবাদীর সঙ্গে  
তিনিও স্পষ্ট বলিয়াছেন সকলকে সত্তাদানকরা ব্রহ্মের ধর্ম। শ্রীমজ্জীব বলিয়াছেন  
“কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, সুতরাং স্থূলসূক্ষ্ম-চিদচিবস্তুশক্তিবিশিষ্ট পরমপুরুষই কার্য্যাবস্থ  
এবং কারণাবস্থ উভয়ই।” শ্রীমদ্রামানুজীয়গণ যে স্থলে শরীরশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,  
ইনি সেই স্থলে আপনার অভিন্নত শক্তিশব্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ।  
তবে এই শরীরশব্দের স্থলে শক্তিশব্দের সন্নিবেশ কিছু রামানুজীয়গণের অনভিন্নত নহে,  
কেন না শ্রীমদ্রামানুজ বলিয়াছেন “আপনা ছাড়া নিখিল চিৎ অচিৎ বস্তুর অন্তরায়া  
হইয়া তিনি সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, এই নিয়মনকেই—তাঁহার শক্তি, তাঁহার  
অংশ, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার রূপ, তাঁহার শরীর, তাঁহার তত্ত্ব ইত্যাদি শব্দে—তাঁহার  
সহিত এক করিয়া প্রতিপাদনকরা হইয়া থাকে।” “নিখিল জগৎ তাদৃশ ব্রহ্মোপাদান-  
সম্বৃত, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।”—শ্রীমদ্বলদেব।

ব্রহ্মসত্তাতে জীব ও জগতের সত্তা—এই এক কথাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রহানের একত্ব,  
এইরূপে সহজে দেখান যাইতে পারে। নামরূপবিভাগের পূর্বে ব্রহ্ম আপনার সত্তাপ্রয়

• ‘প্রপঞ্চ ভগবানের কার্য্য’, তাঁহারই ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, অসৎ হইতে নহে সং হইতে অর্থাৎ  
আত্মসত্তা হইতে উহাকে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সত্তার সঙ্গে ইহার কোন কালে বিচ্ছেদ হয়  
না, এ অল্প উহার বিনাশ নাই, আবির্ভাব ও তিরোভাবমাত্র আছে, এ সকল কথার অত্যন্ত বেদান্ত-  
বাধিপণের সঙ্গে বস্তুতঃ ইহার অসৎ প্রভেদ হইতেছে; কেন না ব্রহ্মসত্তাতেই প্রপঞ্চের সত্তা তিনিও  
বসিতেছেন। বস্তুতঃ জীববিভূত্বাধিসম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁহার ভাব্যই এখন সে সম্প্রদায়ের মাতঙ্গ!

করিয়া আপনি সত্য, এইরূপে যদি তাঁহার সত্যনির্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে উহা কাহারও মতবিরুদ্ধ হয় না, কেন না তাঁহার সত্য সর্বনিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র ।

যাহারা একুতির উপাসনা করে, তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। বাহ্যগা ঐশ্বর্যে রত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ।

এই বাক্যে ভীত হইয়া কোন্ উপায়ে প্রকৃতি ও ঐশ্বর্য এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তাহার অল্পসন্ধানে নিরত বেদা হবাদিগণ—

হে সূৰ্য্য, তুমি ‘হিরণ্যপাত্র’ দ্বারা সত্যের মূখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ । সত্যই আমার এক-মাত্র ধর্ম, আমার দর্শনের জন্ত সেই সত্যকে তুমি আচ্ছাদিত কর ।

এই প্রতিবাক্যে উদ্ধুদ্ধ হইয়া প্রকৃতি ও ঐশ্বর্যকে সত্যের আবরণরূপে গ্রহণপূর্বক জ্ঞানযোগে ব্রহ্মসত্তা হইতে উহাদের সত্তা বিচ্ছিন্ন করত উহাদের লয়সাধন করিলেন । ইহাতে উহারা পূর্বে যাহা ছিল তাহাই হইল । এইরূপে আবরণ প্রত্যাখ্যাত হইলে সর্বনিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে—“ব্রহ্ম একই অদ্বিতীয়” “তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনি তুমি” এই সকল বাক্যে—তাঁহারা ধারণার বিষয় করিলেন ।

তাঁহাকে বাক্য দ্বারা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তিনি আছেন এ কথা যিনি বলেন, তাঁহার নিকটে ছাড়া অন্যত্র তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ।

‘এই আছেন’ এই কথার ব্রহ্মের সর্বাতীত এবং সর্বান্তর্ভাবক এ উভয় ভাবই চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধি-করিতে হইবে । ‘এই আছেন’ বলিয়া যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে তাহার চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধি সহজ হইয়া আইসে ।

ঐহ্যুক্ত এই প্রণালীতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবার জন্ত যত্ন কোন আচার্য্যেরই অনভি-মত নয় । ব্রহ্মসত্তার সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদ বিনা সর্বপ্রকার আবরণের উন্মোচন কিছুতেই সম্ভবে না । সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিলেই ব্রহ্মসত্তানিরপেক্ষ যাহা কিছু সকলই তিরোহিত হয় ; “সত্যস্বরূপের সহিত সম্বন্ধবশতঃ নামরূপাদি সকলই সত্য, অত্রথা জন্যপদার্থদমূহ আপনি মিথ্যা” ( ছা, উ, ভা, ) এই যুক্তিতে যোগীর নিকটে সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতি-ভাত হয় । “কার্য্যের সত্যত্ব কারণকে লইয়া—ইহা এখনও যেমন সৃষ্টির পূর্বেও তেমনি” (২।১।৭) এই যুক্তিতে জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন, কারণে অপূৰ্ণ ভাবে অবস্থিত কার্য্যের চিন্তাপথ হইতে অপসারণ বিনা যে আর কিছুই নয়, নিরবয়বাদিগণও \* ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন । জগৎ মিথ্যা ইহা প্রতিপাদন করিলে যোগের পক্ষে আনুকূল্য হয়, এজন্য তদ্বিষয়ে যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় । এরূপ যত্নের আর এক কারণ এই যে, স্বপ্নে যেমন একই আত্মাতে নানা বিচিত্র সৃষ্টি উপস্থিত হয় (২।১।২৬) অথচ আত্মার স্বরূপের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না, সেইরূপ জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যাত্ব করিলে ব্রহ্মে স্বরূপের কোন বিকার ঘটে না । বস্তুতঃ তাঁহারা আপনাই ইহা স্বীকার করি-

\* ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া জগতের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন যাহাদের অভিমত, তাঁহা-দিগকে শিষ্টাচার্য্য ঐকর্ষ নিরবয়বাদী নামে অভিহিত করিয়াছেন । ঐকর্ষক নিরবয়বাদী ।

রাছেন যে, “যদি এই কথা বলা যায় যে, দেহাদিলক্ষণাক্রান্ত আধ্যাত্মিক এবং পৃথিবাদি লক্ষণাক্রান্ত বাহ্য এই সমুখস্থ প্রপঞ্চের লয় করিতে হইবে, তাহা হইলে সেরূপ লয়সাধন পুরুষমাত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে ( যে, হু, ৩২।২১ )।”

যাঁহারা নামরূপে প্রকাশমান ব্রহ্মকে উপাস্তরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ ও জীবকে তাঁহার অংশ, তাঁহার বিভূতি, তাঁহার রূপ, তাঁহার শরীররূপে স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে দেখেন। এজতাই ভেদবাদ, অভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ উদ্ভিত হইয়া থাকে। ভেদবাদে জগৎ ও জীব অস্বতন্ত্র, ইহাতে ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরয়িতা ভেদভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জগৎ ও জীব ঈশ্বরের শক্তি, স্তুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের একত্ববশতঃ তাঁহার সহিত উহারা যে স্থলে অভিন্নরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, সে স্থলে অভেদবাদ। ভেদাভেদবাদে শক্তি ঈশ্বর আলিঙ্গিত পরব্রহ্ম ভেদাভেদদৃষ্টিতে আরাধিত হইয়া থাকেন। জগৎ ও জীব শরীর, ব্রহ্ম আত্মা—এই ভাবে আরাধনা ভেদের অবিরোধী ভেদাভেদ ও অভেদভাবে সম্পন্ন হয়। এই সকল ভাবে যাঁহারা আরাধনা করেন তাঁহারা সকলেই অস্বয়বাদী।

নিরস্বয়বাদিগণের সঙ্গে অস্বয়বাদিগণের বিরোধ ক্রমাধরে চলিতেছে। এ সময়ে সে বিরোধ কি মিলনে পর্যাবসন্ন হইবে না ?

যে স্বর্ধা, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম। আমার ধর্মের অন্ত সেই সত্যকে তুমি আচ্ছাদিত কর।

এখানে যদ্বারা সত্যের মুখ্যস্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে তাঁহারা সে আবরণের অপনোদন সম্ভব তাহাও বলা হইয়াছে। যদি এইরূপই সম্ভব হয় তাহা হইলে এই দাঁড়াইতেছে যে, সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যাঁহারা উহাকে সত্তামাত্রের নিষিদ্ধ করিলেন, তাঁহাদের অন্তর ও বাহির সেই সত্তা দ্বারা পূর্ণ এই তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের নিকটে সেই সত্তামাত্র সর্বকারণ ব্রহ্ম “যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান (৩৬)” এই ঋতাত্মসারে বাহ্যবিষয়সমূহে আনন্দের প্রকাশরূপে এবং “প্রত্যেক বোধে তিনি বিদিত” (৪৪) এই ঋতাত্মসারে সাধকের অন্তরে প্রত্যেক বোধে বোধিরূপে উপলব্ধির বিষয় হন। “যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পান” এ ঋতিতে সেই সত্তা জগতে সৌন্দর্য্যাকারে প্রকাশ পায় সাক্ষাৎ আনন্দরূপে প্রকাশ পায় না; প্রত্যেক বোধে বোধিরূপে প্রকাশ ও বোধনিরপেক্ষ নয়, স্তুতরাং এ দুই স্থলে সর্বথা আবরণগোচর হইল না একথা সত্য বটে, কিন্তু এইরূপে উপলব্ধি আবরণগোচরনের কারণ হয়, কেন না কালে সেই আনন্দে ও সেই বোধিত্ব তাতে নিখিল কার্যভূত জগৎ তাঁহারা ইজ্ঞানবৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ পাইয়া স্বচ্ছ হইয়া যায় এবং চির অনাগত ব্রহ্ম নিরন্তর দর্শনের বিষয় হন। যখন এইটি হয় তখন “আনন্দ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়, আনন্দেতে জীবনধারণ করে, আনন্দের অভিযুখে গমন করে”



(১০।১৩[৬অঙ্ক]) এই শ্রুতাক্ত কারণরূপী আনন্দ “তিনিই রসস্বরূপ” (৪।১২) এতদমুসারে সর্বত্র রসস্বরূপরূপে প্রকাশ পান সুতরাং সকলই একরস হইয়া যায়। যখন এইরূপ হয়, তখন নিরস্বর অস্বর এ ভেদও তিরোহিত হয়।

এক পক্ষের বিবর্তবাদ অপর পক্ষের পরিণামবাদ মিলনের বাধা উপস্থিত করিবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাদের কোন পক্ষই অনন্ত বিচিত্রশক্তি বিনা আর কিছুই আবিষ্কার করে না। এক পক্ষ ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্তে, অপর পক্ষ আকাশাদি হইতে আকাশাদিরূপপরিহার না করিয়া শব্দাদির উৎপত্তি হয় এই দৃষ্টান্তে, একই ব্রহ্মে স্বরূপের অত্থা না হইয়া বিবিধাকার সৃষ্টি হয় এইরূপ মনে করিয়া সমান পণ্ডিতোবলাভ করেন। আকাশাদি হইতে শব্দাদির উৎপত্তি একটি পরমরহস্য, সুতরাং এ পক্ষেও সর্বথা ঐন্দ্রজালিকতার অবকাশ নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। ঐন্দ্রজালিকত্বস্বীকার করিলে ইন্দ্রজালঘটিত মিথ্যাও আসিয়া উপস্থিত হয়, এ আশঙ্কা মূলশূন্য। এ দৃষ্টান্তেও যিনি ঐন্দ্রজালিক তিনি সত্য, তাঁহার শক্তি সত্য, আর যে সকল বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা সেই ইন্দ্রজালিকের শক্তিসম্মত, ইহা তো আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বৈচিত্র্যপ্রদর্শন যদি নিত্যকালই চলে তাহা হইলে বৈচিত্র্যেরও আপেক্ষিক সত্যও ঘটিতেছে। বস্তুতঃ প্রতিনিয়ত অন্তর ও বাহির হইতে যে প্রতিরোধ অনুভূত হইতেছে, সেই প্রতিরোধ হইতে শক্তি প্রত্যক্ষ হইতেছেন, এ শক্তি বিনা অত্ৰ কোন বস্তু প্রত্যক্ষগম্য নয়। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তাহা ঐ শক্তিরই বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য সেই শক্তিরই সংস্থানবিশেষমাত্রঘটিত। ভগবানের শক্তি সেই সেই রূপে বিবর্তিত হন, অথবা স্বরূপপরিহার না করিয়া তত্ত্বরূপে পরিণত হন, ইহার মধ্যে আর পার্থক্য কি আছে? এজন্তই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন ;—

স্বং, লোহ, বিষ্ণু লিঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টান্তে অথবা অত্ৰ কোন প্রকারে যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি কেবল সৃষ্টিকথা-অবতারণের উপায়, বস্তুতঃ সেগুলিতে কোন ভেদ নাই।

সুতরাং বেদান্তবাদী আচার্যগণের বিতর্কজাল বেদান্তের প্রতি অনাস্থাউৎপাদন করিতে পারে না। আর অধিক বলা নিম্নয়োজন।

ইতি প্রস্থানবল্লী দ্বিতীয় অধ্যায় ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

আরোহবল্লী ।

১। প্র তে ব্রবীমি তদু মে বিবোধ  
স্বর্গামগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন্ ।  
অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং  
বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াম্ ॥  
লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ  
যা ইষ্টেকা যাবতীর্ক্সা যথা বা ।  
স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্ত-  
মথাস্ত্র মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥  
ত্রিণাটিকেতস্ত্রিভিরেতা সন্ধিঃ  
ত্রিকর্ম্মকুং তরতি জন্মমৃত্যু ।  
ব্রহ্মজন্তুং দেবমীড্যং বিদিত্বা  
নিচায়োমাণ্ শান্তিমত্যন্তমেতি ॥

কঠ ১। ১৪। ১৫। ১৭।

‘তৎ’ স্বৎপ্রার্থিতং ‘উ’ পুনঃ ‘স্বর্গাং’ স্বর্গসাধনম্ ‘অগ্নিঃ’ ‘বিজানন্’ বিজ্ঞাতবান্ অহং ‘তে’ তুভ্যঃ  
‘প্রব্রবীমি’, হে ‘নচিকেতঃ’, ‘মে’ মন্তঃ ‘বিবোধ’ বুদ্ধ্যায় স্বহৃৎ । ‘গুহায়াম্’ বিহুবাং বুজৌ ‘নিহিতং’  
নিবিষ্টম্ ‘এনম্’ অগ্নিঃ ‘অনন্তলোকাপ্তিঃ’ অক্ষয়লোকাপ্তিসাধনং ‘অথো’ অপি ‘প্রতিষ্ঠাং’ জগদাশ্রয়ঃ  
‘যা’ ‘বিদ্ধি’ জানীহি ।

‘লোকাদিঃ’ সর্জনায় প্রাক্ প্রাহুর্ভূতং ‘তৎ’ অনন্তলোকগ্রহণসাধনম্ ‘অগ্নিঃ’ ‘যাঃ’ যৎস্বরূপাঃ  
‘যাবতীঃ’ সংখ্যায়া ‘বা’ ‘ইষ্টেকাঃ’ ‘বথা’ বেন প্রকারেণ চেতব্যাঃ ‘তস্মৈ’ নচিকেতসে ‘উবাচ’ সঃ । ‘স’  
নচিকেতাঃ ‘চ’ ‘অপি’ ‘বথা’ ‘উক্তং’ বৃত্তানা তথা ‘তৎ’ ‘প্রত্যবদৎ’ প্রত্যুচ্চারিতবান্ ‘অথ’ ‘অন্ত’  
নচিকেতসঃ প্রত্যুচ্চারণেন ‘তুষ্টঃ’ ‘মৃত্যুঃ’ ‘পুনঃ’ ‘এব’ ‘আহ’ ।

‘ত্রিভিঃ’ পিতৃমাতাচাৰ্যৈঃ ‘সন্ধিঃ’ সম্বন্ধম্ ‘এতা’ প্রাপ্য তচ্ছিক্ষমানুশিষ্টে ‘ত্রিণাটিকেতঃ’ ত্রিকুণ্ডঃ  
নচিকেতোগ্নিস্থিতো বেন সঃ, ‘ত্রিকর্ম্মকুং’ ইজ্যাদ্যন্নদানানাম্ কৰ্ত্তা, ‘জন্মমৃত্যু’ ‘তরতি’ অতিক্রামতি ।  
‘ব্রহ্মজন্তুং’ ব্রহ্মজঃ সর্বং জাতাতীতি সর্বজঃ তন্, ‘ইড্যং’ জুড্যং ‘দেবম্’ অগ্নিঃ ‘বিদিত্বা’ ‘নিচায়’  
আয়তাবেন চ তুষ্টা ‘ইমাং’ প্রত্যেকাং ‘শান্তিম্’ ‘অত্যন্তম্’ অতিশয়েন ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ।

হে নচিকেত, যে অগ্নির দ্বারা স্বৰ্গলাভ হয় সেই অগ্নির বিষয় আমি জানি। তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা অবগত হও। এই অগ্নিকে তুমি হৃদয়ে নিহিত জান। ইনি অক্ষরলোকপ্রাপ্তির সাধন, ইনি সকলের আশ্রয়।

সৃষ্টির পূর্বে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই অনন্তলোকপ্রাপ্তির সাধন অগ্নির বিষয়ে তিনি তাঁহাকে বলিলেন। যেরূপের ইষ্টক, যত খানা ইষ্টক, যে প্রণালীতে ইষ্টকচয়ন করিতে হয় তাহা তিনি তাঁহাকে অবগত করিলেন। মৃত্যু যাহা যাহা বলিলেন নচিকেতা ঠিক সেই গুলি যথাবৎ উল্লেখ করিলেন। ইহাতে ইহার প্রতি তুষ্ট হইয়া পুনরায় মৃত্যু বলিলেন।

পিতা মাতা এবং আচার্য্য এ তিনের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যিনি তাঁহাদের অনুশাসনে অনুশাসিত, তিন বার যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান, এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম-করেন। সৰ্ব্বজ্ঞ, স্তবনীয় দ্যোতন-শীল অগ্নিকে জানিয়া এবং আত্মভাবে দর্শন-করিয়া সাধক এই (প্রত্যক্ষ) নিরতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভাব—প্রস্থানবল্লীতে বৈদিক দেবতা এবং বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহে বেদান্তসমুচিত ভাবের সন্নিবেশ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে বৈদিক হইতে বৈদান্তিক ভাবে আরোহণ হইল তাহা প্রদর্শিত হয় নাই, এ অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ এস্থলে পার্থিব বৈদিক অগ্নিকে কেবল অক্ষরলোকপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু সৰ্ব্বলোকের আশ্রয় বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে নৈদিক হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানে আরোহণ সৰ্ব্বথা সিদ্ধ হইল একথা বলা যাইতে পারে না, কিন্তু যখন বলা হইয়াছে এই অগ্নি হৃদয়ে নিহিত, তখনই বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ ঘটিয়াছে, কেন না বাণির হইতে অন্তরে প্রবেশই বেদান্তের পন্থা।

নাচিকেত অগ্নিবিষয়ে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ;—“যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নি-চয়ন করে, যে উহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি অনন্ত অপার অক্ষরলোক জয়-করে। যথাক্রম ব্যক্তি যে প্রকার দুই ধারের পদার্থসমূহ ঘুরিয়া আসিতেছে দেখিতে পার, তেমনি এ ব্যক্তি অহোরাত্রের প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করে। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করে, যে উহার উপাসনা করে, সে ব্যক্তি যে লোকে অহোরাত্রের পরিবর্তন আছে সে লোকে গমন করে না ( অ১১৮ )।” ইষ্টকচয়নে লোকজয় যে প্রকারে হয় সেই

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেই উহা এইরূপে লিখিত আছে ;—“প্রথম যে ইষ্টক স্থাপিত হয়, সেই ইষ্টকে এই লোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে এ লোকে যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদের সাযুজ্য-ও-সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। দ্বিতীয় যে ইষ্টক স্থাপিত হয় সেই ইষ্টকে অন্তরিক্ষলোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে অন্তরিক্ষ লোকে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের সাযুজ্য-ও-সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। তৃতীয় যে ইষ্টক স্থাপিত হয়, সেই ইষ্টকে পরলোকজয় হইয়া থাকে। ইহাতে পরলোকে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদের সাযুজ্য-ও-সমানলোকতা-প্রাপ্তি হয়। এই তিনখানি ইষ্টকস্থাপনের পর আর আঠারখানি ইষ্টক স্থাপিত হইয়া থাকে, তদ্বারা যে সকল উরু ও বরীয় লোক আছে, তদ্বারা সেই সকলের জয় হয়। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে এবং এইরূপ উপাসনা করে, সে ব্যক্তির উরু ও বরীয় লোকে স্বাভিলাষাত্মসারে বিচরণ হয় ( ৩।১।১০. ) ।”

“লোকোহসি” এই মন্ত্রে স্থাপিত প্রথম ইষ্টক দ্বারা ভূলোক জয় হয়। ইহাতে তদ্রত্যা দেবগণের সহিত সহবাস এবং সমানলোকস্বামিত্ব হইয়া থাকে। ‘তপোহসি’ ‘তেজোহসি’ এই দুই মন্ত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইষ্টকস্থাপন করিলে অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকজয়াদি হইয়া থাকে। ‘সমুদ্রোহসি’ ইত্যাদি অবশিষ্ট মন্ত্রে আঠারখানি ইষ্টক স্থাপিত হইয়া থাকে। আদিত্যালোকের অধোতে উরু এবং উর্দ্ধে বরীয় লোক সকল আছে, এই সকল ইষ্টকচয়ন দ্বারা সেই সকল লোকজয় হয়। যে ব্যক্তি নাচিকেত অগ্নিচয়ন করে, এবং সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই উভয়বিধ ব্যক্তি আদিত্যালোকের অধঃ এবং উর্দ্ধস্থিত লোকসকলে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে।”

সর্কজ—‘ব্রহ্মজজ্ঞ’ এই শব্দের অর্থ—ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতে জাত—ব্রহ্মজ-জ্ঞ। যিনি ব্রহ্মজ তিনিই জ্ঞ (অভিজ্ঞ) এইরূপ সমান করিয়া ভাষ্যে সর্কজ অর্থ করা হইয়াছে। এ স্থলে সহজ পদ্ম ধরিয়া দৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই ব্রহ্মজ। জ্ঞতরায় ব্রহ্মজ শব্দে ‘সর্ক’ করিয়া লইয়া ‘সর্ক’ যিনি জানেন তিনি সর্কজ, এইরূপ অর্থ নিশ্চয় করা হইয়াছে। ভাষ্যকার-কৃত অর্থে বৈদাস্তিক অগ্নি না বুঝাইয়া পার্থিব অগ্নি বুঝাইতে পারে, এ জন্তই এই সহজ পদ্ম অবলম্বিত হইয়াছে।

২। সর্কে বেদা যৎপদমামনস্তি

তপাত্‌সি সর্কোণি চ যদ্বদন্তি ।

যদিচ্ছতো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥

এতদ্ব্যবাস্করং ব্রহ্ম এতদেবাস্করং পরম্ ।

এতদ্ব্যবাস্করং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

কঠ ২।১৫—১৭ ; প্র ৫, মা, তৈ ১।৮ ; ছা, ১।১।১—১০ ।

‘সর্কে’ ‘বেদাঃ’ ‘বৎপদং’ বৎস্বরূপং ‘আমনন্তি’ কীৰ্ত্তয়ন্তি ‘সর্কাণি’ ‘চ’ ‘তপাংসি’ ‘বৎ’ ‘বদন্তি’ আলোচয়ন্তি, ‘বৎ’ ‘ইচ্ছন্তঃ’ ‘ইচ্ছন্তঃ’ ‘ব্রহ্মচর্যাং’ ‘চরন্তি’ ‘তৎ’ ‘পদং’ ‘তে’ তুভ্যং ‘সংগ্রহেণ’ সংক্ষেপেণ ‘ব্রবীমি’ কথয়ামি । কিন্তুৎ ? ‘ওম্’ ‘ইতি’ ‘এতৎ’ ।

‘এতৎ’ ‘হি’ ‘এব’ ‘অক্ষরম্’ ওঙ্কারঃ ‘ব্রহ্ম’ সর্বগতম্ ‘এতৎ’ ‘এব’ ‘অক্ষরম্’ ওঙ্কারঃ ‘পরম্’ সর্কা-  
তীতং ব্রহ্ম । ‘এতৎ’ ‘হি’ ‘এব’ ‘অক্ষরম্’ ‘জ্ঞাত্বা’ ‘বৎ’ ‘বৎ’ পরমপরং বা ‘ইচ্ছতি’ ‘তত্ত’ ‘তৎ’ ভবতি ।

‘এতৎ’ ‘শ্রেষ্ঠং’ প্রশস্ততরম্ ‘আলম্বনং’ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ ‘এতৎ’ ‘পরম্’ উৎকৃষ্টম্ ‘আলম্বনং’ ব্রহ্ম-  
জ্ঞাপকম্ ‘এতৎ’ ‘আলম্বনং’ প্রাপ্ত্যুপায়ং জ্ঞাপককং ‘জ্ঞাত্বা’ ‘ব্রহ্মলোকে’ ‘মহীয়তে’ সম্পন্নো ভবতি ।

সমুদায় বেদ যে স্বরূপ কীৰ্ত্তন-করে, সমুদায় তপস্তায় যাহার  
মনন হয়, যে স্বরূপলাভের অভিলাষে সংযমিগণ ব্রহ্মচর্যাচরণ করিয়া  
থাকেন, সংক্ষেপে তোমায় সেই স্বরূপ বলিতেছি । ওঁ এইটি সেই  
স্বরূপ ।

এই অক্ষরটিই সর্বগত ব্রহ্ম, এই অক্ষরটি সর্কাতীত ব্রহ্ম । এ অক্ষরটি  
জানিয়া যে যা চায় সে তাই পায় ।

এইটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, এইটি ব্রহ্মের প্রকৃষ্ট জ্ঞাপক । ইহাকে  
ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও ব্রহ্মের জ্ঞাপক জানিয়া ব্রহ্মলোকে মহিমাম্বিত  
হয় ।

ভাব—সমুদায় বেদ যে স্বরূপ কীৰ্ত্তন-করে—মূলে পদশব্দ আছে । সত্যং জ্ঞানমনস্তং  
প্রভৃতি পদ স্বরূপবাচক এজন্ত পদ—স্বরূপ । বেদে আদ্যন্তে ওঙ্কার উচ্চারিত হইয়া  
থাকে । ওঙ্কার ব্রহ্মের স্বরূপবাচক, কেন না উহার অর্থ রক্ষাকর্ত্তা \* ।

সমুদায় তপস্তায় যাহার মনন হয়—বেদান্তে তপস্তা মননপ্রধান । যে তপস্তার সঙ্গে  
ব্রহ্মমনন নাই, সে তপস্তা বেদান্তসমুচিত নয় ।

সর্বগত ব্রহ্ম, সর্কাতীত ব্রহ্ম—মূলে এক স্থলে কেবল ব্রহ্মশব্দ অপর স্থলে পরব্রহ্ম  
শব্দ আছে । ভাষ্যকার যেখানে কেবল ব্রহ্মশব্দ আছে সেখানে অপরব্রহ্মগ্রহণ করি-  
য়াছেন । অপর-ও-পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে ভাষ্যকারগণের অতি বিপরীত মত । যাহারা  
সম্পূর্ণবাদী তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম এবং নিগুণ ব্রহ্মকে অপর ব্রহ্ম বলেন ।  
নিগুণ ব্রহ্মবাদিগণের মত ইহার বিপরীত । জগৎ ও জীবের ভিতর দিয়া যিনি আপনার  
স্বরূপবিভবপ্রকাশ করিতেছেন, নিখিলস্বরূপের প্রকাশবশতঃ তিনিই পরব্রহ্ম, সম্পূর্ণ-

বাদিগণ এইরূপ বলেন। জগৎ ও জীবের ভিতর দিয়া যিনি আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইলেন না, এই যুক্তিতে নিগূর্ণবাদিগণ জগৎ ও জীবের যিনি অতীত তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলেন। ইহাদের বিরোধপরিস্ফুটনের জন্ত \* সৰ্ব্ভূত ও সৰ্ব্বাতীত এই দুইটি বিশেষণ অপর ও পর স্থলে গৃহীত হইয়াছে। যিনি সৰ্ব্ভূত তিনিই সৰ্ব্বাতীত † সুতরাং এক অভিন্ন পদার্থ, এস্থলে বিরোধ রূপ।

ব্রহ্মের জ্ঞাপক—প্রণব ব্রহ্মবাচক এজন্ত ইহাকে ব্রহ্মের জ্ঞাপক বলা হইয়াছে।

প্রমোদনিন্দ, মাধুক্য, তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যে ওঙ্কারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সকল এখানে ক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে।

\* অথ হৈনঃ শৈবঃ সত্যকামঃ পথচ্ছ—স যোহ বৈ তৎ ভগবন্ মহুযোহু প্রায়শাস্তমোকারমতিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকঃ জয়তীতি । ১।

তথৈব স হোবাচ—এতদৈব সত্যকাম পরম্পরক ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ, তন্মাদ্বিদানেতেনৈবায়তনেনৈক-তরমধেতি । ২।

স যদ্যেকমাত্মমতিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্বর্গেব জগতামতিসম্পদ্যতে। তদ্ব্যচো মহুযলোক-মুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমহুতবতি । ৩।

অথ যদি বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোহন্তরিকঃ বজুর্ভিরস্তরীযতে, স সোমলোকম্। স সোম-লোকে বিভূতিমহুভূয় পুনরাবর্ততে । ৪।

যু পুনরেতৎত্রিমাতেগৈবোমিত্যোতেনাক্ষরেণ পরং পুরুষমতিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যো সম্পন্নঃ। বধা পাদোদরস্তচা বিনির্গুচ্যত এবং হ বৈ স পাপমনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরস্তরীযতে ব্রহ্মলোকঃ, স এতস্মাজ্জীবয়নাং পরাংপরঃ পুরিশয়ঃ পুরুষমীকতে তদেভৌ লোকৌ ভবতঃ । ৫।

তিপ্রোমাজা যুভ্যমত্যঃ প্রযুক্তা অস্তোমসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।

ক্রিয়াম্ বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাম্ সম্যক্ প্রযুক্তাম্ ন কম্পতে জঃ ॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতৎ বজুর্ভিরস্তরিকঃ স সামভির্যন্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনাধেতি বিধান্ যচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরকেতি ॥ ৭ ॥ অথ ৫।

(১) অনন্তর শিবপুত্র সত্যকাম ইহাকে (পিপ্লগাদকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, মহুযগণের মধ্যে যে ব্যক্তি মরণান্তপর্য্যন্ত সন্মুখীনভাবে ওঙ্কারের চিন্তা করেন, তিনি সেই ধ্যানের দ্বারা কোন্ লোক জয়-করেন।

(২) তিনি সত্যকামকে বলিলেন, হে সত্যকাম, এই ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি এই ওঙ্কাররূপ আয়তন (আলয়ন) দ্বারা পর বা অপর ব্রহ্মের একতরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

• গীতাসম্বন্ধভাবে এ সকলের উল্লেখ আছে বলিয়া বুল সংস্কৃতে এ সকল কথা উল্লেখ নাই।

† শাণ্ডিল্য যে উপাসনার প্রণালী (২।১১) প্রবর্তিত করিয়াছেন তদনুসরণ করিলে সর্ব্বদৈবদ্বার উপাসনা হয়। নিরন্তর ব্রহ্মসংসর্গত ও সর্ব্বাতীত যে ভিন্ন নহেদ একই পদার্থ, তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বঠাখ্যায়ের ৪র্থ অধ্যায়প্রসূতি দেখ।

(৩) সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যদি ওঙ্কারের একমাত্রা (অ) সম্মুখীনভাবে ধ্যান করেন তাহা হইলে তিনি তদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া শীঘ্রই মনুষ্যালোকসম্পদে সম্পন্ন হন । [ অকারমাত্রাটী ঋগ্বেদরূপী সূতরাং ] ঋক্ সকল সেই ব্যক্তিকে মনুষ্যালোকে উপনীত করে, সেখানে সে ব্যক্তি তপশ্চা-ব্রহ্মচর্য্য-ও-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইয়া মহিমান্বিত করিয়া থাকেন ।

(৪) তিনি যদি ওঙ্কারের দুই মাত্রা ( অ উ ) সম্মুখীনভাবে ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি মানসসম্পদে সম্পন্ন হন । [ অকার-উকারমাত্রাদ্বয় যজুঃরূপী সূতরাং ] যজুঃসকল সে ব্যক্তিকে অন্তরিক্ষলোকে লইয়া যায় । তিনি চন্দ্রলোককে ( জয়-করেন ) \* । চন্দ্রলোকে তিনি ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করিয়া পুনরাবর্তন করেন ।

(৫) যিনি ত্রিমাত্র ( অ + উ + ম্ ) ওম্ এই অক্ষরে সম্মুখীনভাবে পরম পুরুষের ধ্যান করেন তিনি তেজোময় সূর্য্যে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হন । সর্প যেমন ঐশ্বিনীশ্মুক্ত হয় তেমনি তিনি পাপ হইতে বিনীশ্মুক্ত হইয়া, [ ত্রিমাত্র সামরূপী সূতরাং ] তিনি সামসমূহ দ্বারা উর্দ্ধে নীত হন, তিনি ব্রহ্মলোক জয়-করেন । তিনি এই জীবঘন ( সমষ্টিজীব ) হইতে পরাংপর পুরিশয় ( নিখিলশরীরে অস্থপ্রবিষ্ট ) পরমপুরুষকে দর্শন-করেন । এই দুইটি শ্লোকে এই অর্থ ই ব্যক্ত হইয়াছে ;—

(৬) কেবল যদি তিনটি মাত্রা ( অ + উ + ম্ ) বর্ণমাত্রা প্রয়োগকরা হয়, তাহা হইলে উহার মৃত্যুযুক্ত থাকে অর্থাৎ তদ্বারা মৃত্যু-অতিক্রম হয় না । বাহু ( ব্যাপার ) অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়, অভ্যন্তর অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায়, মধ্যম অর্থাৎ এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সুষুপ্তির অবস্থায় অধিষ্ঠিত পরমপুরুষকে আশ্রয়-করিয়া যে ধ্যানক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই ধ্যানক্রিয়ায় যদি এই তিনটি মাত্রার সম্যক প্রয়োগ পরম্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ( ধোয়বিষয়ের একতা-বশতঃ ) অবিচ্ছিন্নভাবে হয়, তাহা হইলে জ্ঞানসম্পন্ন যোগী (মৃত্যুভয়ে ) কম্পিত হন না ।

(৭) ঋক্‌সকলের দ্বারা মনুষ্যালোক, যজুঃসকলের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক এবং সামসকলের দ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির কথা তত্ত্বদর্শিগণ যে বলেন, জ্ঞানী ব্যক্তি সেই তিন লোক এক ওঙ্কার-আলম্বনে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এমন কি যিনি শাস্ত্র (প্রপঞ্চাতীত) অজর, অমৃত, অভয়, সেই পরব্রহ্মকেও তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তন্তোপব্যাখ্যানং ভবতি, তুতং ভবন্তবিষয়াদিতি সর্বমোঙ্কার এব । যচ্চান্তঃ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব । ১ ।

সর্বং হেতুং ব্রহ্মায়মাত্রা ব্রহ্ম সোহয়মাত্রা চতুষ্পাৎ । ২ ।

ইত্যাদি সমগ্র শ্রুতির ব্যাখ্যা এম বেদান্তপ্রবচনসমষ্টিতে ব্যাখ্যাত হইবে ।

ওমিতি ব্রহ্ম । ওমিতীদং সর্বম্ । ওমিত্যেতদক্ষরমুতীহ' ন বা অপ্যো আবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি । ওমিতি সামানি গায়ন্তি । ও'শোমিতি শস্ত্রাণি শ'সন্তি । ওমিত্যধ্বর্ষ্যঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি ।

\* প্রথমধ্যে 'কৌন্ লোক জয়-করেন' আছে, সেই প্রসঙ্গ হইতে 'জয় করেন' বাক্য গ্রহণ করা গেল ।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসোতি । ওমিত্যাগ্নিহোত্রমমুজান্নাতি । ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যামাহ ব্রহ্মোপাধ্বান্না-  
নীতি, ব্রহ্মোপাধ্বান্নোতি । তৈ, ১। ৮ ।

ওঁ এই শব্দ ব্রহ্ম । এ সমুদায়ই ওঁ । “করিয়াছ কি?” এতদ্বত্তরে ওম্ ( হাঁ  
করিয়াছি ) এরূপ বলার প্রসিদ্ধি আছে । ইহা ছাড়া “অঙ্গীকার কর,” বলিলে, ওম্  
( হাঁ ) এই বলিয়া অঙ্গীকার করে । সামগগণ ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সামগান  
করেন । ওঁ শোম্ এই দুই শব্দে শব্দ [ গানে অব্যবহৃত ঋক্ ] শংসিতুগণ \* উচ্চারণ  
করেন । হোতার প্রত্যুত্তরে অধ্বর্যু ওঁ এই শব্দে যজুর্কিংশেষ উচ্চারণ করেন ।  
ওম্ এই শব্দে ব্রহ্মা ক্রিয়ায় প্রবর্তিত করেন । “হবন কর” এ কথা বলাতে ওঁ শব্দ-  
পূর্বক যজ্ঞকর্তা অগ্নিহোত্রে অভিমত জ্ঞাপন করেন । ওঁ শব্দপূর্বক বেদাধারী বলেন  
আমি বেদ গ্রহণ করিব, তৎপর বেদ গ্রহণ করেন ।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত । ওমিতি জুলায়তি তস্তোপব্যাখ্যানম্ । ১ ।

এবাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপোরসোহপানোষধোরস ওষধীনাং পুরুষোরসঃ, পুরুষস্ত  
বাগ্রসো বাচশ্চগ্রস ঋচঃ সাম রসঃ, সাম উদগীথো রসঃ । ২ ।

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরাক্রোহইষ্টনোযছুদগীথঃ । ৩ ।

কতমা কতমর্ক্, কতমং কতমং সাম, কতমঃ কতম উদগীথ ইতি বিযুষ্টং ভবতি । ৪ ।

বাগেবর্ক্, গ্রাণঃ সানোমিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ, তষা এতন্নিধুনং যদ্বাক্ চ গ্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ । ৫ ।

তদেতন্নিধুনোমোমিত্যেতদ্বিন্নরক্ষরে স\*স্বজ্যতে, যদা বৈ মিধুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাব-  
শ্চোত্তমস্ত কামম্ । ৬ ।

আপয়িতাহ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিধানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে । ৭ ।

তষা এতদমুজ্ঞাক্ষরং যচ্চি কিঞ্চামুজান্নাতোমিত্যেতৎ তদাহ এষ এষ সমুদ্বির্ষদমুজ্ঞা । সমর্দয়িতা হ  
বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিধানক্ষরমুদগীথমুপাস্তে । ৮ ।

তেনৈয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে ওমিত্যাশ্রয়তেত্যমিতি শংসত্যোমিভুলাদায়তেতশ্চৈবাক্ষরস্তাপচিঠৈয়া  
মহিয়া রসেন । ৯ ।

ভেনোভো কুরুতো যষ্টেতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ । নানা ভু বিদ্যা চাবিদ্যা চ । যদেব বিদ্যায়  
করোতি শ্রদ্ধোপনিষদা তদেব বীর্ধ্যবত্তরং ভবতীতি ধবেতশ্চৈবাক্ষরস্তোপব্যাখ্যানং ভবতি । ১০ ।

ছা ১।৩।১।১—১০ ।

(১) ওঁ এই অক্ষররূপী উদগীথের উপাসনা করিবেক । ওঁ শব্দপূর্বক সামগান  
করিয়া থাকে ।

(২) পৃথিবী এই সমুদায় ভূতের রস ( জন্ম স্থিতি ও লয়ের হেতু ), জল পৃথিবীর রস  
( জলে ওতপ্রোত হইয়া পৃথিবী স্থিতি করে তজ্জন্ত ), ওষধিসকল জলের রস ( ওষধি  
জলের পরিণাম এই জন্ত ) পুরুষ ওষধিগণের রস ( পুরুষ অয়ের পরিণাম এই জন্ত ),  
বাক্ পুরুষের রস ( পুরুষে বাক্যই সারভূত তজ্জন্ত ) বাক্যের রস ( সার ) ঋক্, ঋকের  
রস সাম, সামের রস উদগীথ ।

\* বাঁহারা গীতে অব্যবহৃত ঋক্গুলি উচ্চারণ করেন তাঁহাদিগকে শংসিতা বলে ।



(৩) এই উল্লীখাধ্য ঙ্কার, রসসমূহের মধ্যে রসতম, শ্রেষ্ঠ পরমাত্মহানীয়। পৃথি-  
ষাদি রসের গণনার উল্লীখ অষ্টম।

(৪) কোনটি কোনটি ঋক্, কোনটি কোনটি সাম, কোনটি কোনটি উল্লীখ এইটি  
সুস্পষ্ট করা হইতেছে।

(৫) বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম, ওম্ এই অক্ষরই উল্লীখ। বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম,  
এই দুই দুইটি যুগ্ম।

(৬) এই দুই দুইটি যুগ্ম ওম্ এই অক্ষরে সংস্থষ্ট হয়। দম্পতী বধন একত্র সম্বত  
হয়, তখন তাহারা পরস্পরের অভিলাষপরিপূরণ করে।

(৭) যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উল্লীখের উপাসনা করেন, তিনি অভিলাষসমূহের  
পূরয়িতা হন।

(৮) এটি অল্পমতিদানের অক্ষর। ধনী বা জ্ঞানী যে কোন বিষয়ের সম্বন্ধে অল্পমতি-  
দান করেন, ওম্ এই শব্দেই করিয়া থাকেন। এই অল্পমতিই সমৃদ্ধির হেতু। যে ব্যক্তি  
এইরূপ জানিয়া উল্লীখের উপাসনা করেন, তিনি অভিলাষনিচয়ের সমৃদ্ধির কারণ হন।

(৯) [ ঋক্‌ক্‌ যজমানাদির ] মহত্ত্ব, [ ব্রীহিষাদির ] রসে এই অক্ষরের অর্চনার  
জ্ঞাত সেই অক্ষর আশ্রয়করিয়াই বৈদিক কশ্মের প্রবর্তনা হয়। ওঁ শব্দপূর্বক অঙ্গীকার  
করে, ওঁ শব্দ পূর্বক উচ্চারণ করে, ওঁ শব্দপূর্বক সামগান করে।

(১০) যিনি এরূপ জানেন যিনি এরূপ জানেন না, উভয়েই সেই অক্ষরযোগে অনু-  
ষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিদ্যা (উপাসনা) ও অবিদ্যা (কশ্ম) বিবিধপ্রকারের। বিদ্যা  
(উপাসনাবিজ্ঞান), শ্রদ্ধা ও উপনিষদযোগে যাহা করা হয় তাহাই শীঘ্রফলপ্রদ হয়।  
তজ্জন্মই ওম্ এই অক্ষরের ব্যাখ্যান অর্থাৎ কিরূপে উহার উপাসনা করিতে হইবে,  
কিরূপে উহার ঐশ্বর্য্য, কি বা উহার ফল এইগুলির ব্যাখ্যান হইল।

[ উল্লীখাতা যে সামগান করেন সেই সামের দ্বিতীয় ভাগ উল্লীখ। (১) প্রস্তাব, (২)  
উল্লীখ, (৩) প্রতিহার, (৪) উপদ্রব, (৫) নিধন ; হিকার ও অ্রণব লইয়া সাতটি ভাগ। ]

৩। যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতমদ্ব্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥

এতদ্বৈ তৎ।

যা প্রাণেন সম্ভবত্যাদিতিদেবতাময়ী।

গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ॥

এতদ্বৈ তৎ।

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদা গৰ্ভইব স্ফূটো গৰ্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিবে ঐভ্যোজাগৃবন্তিহ বিষ্যন্তিমমুযোভিরয়িঃ ॥

এতদৈ তৎ ।

যতশ্চোদেতি সূর্যো হস্তং যত্র চ গচ্ছতি ।

তং দেবাঃ সর্কেহর্পিতাস্তুদু নাত্যোতি কশ্চন ॥

কঠ ৪ । ৬—৯ । এতদৈ তৎ ।

‘যঃ’ ‘অভ্যঃ’ ‘পূর্বম্’ ‘অজায়ত’ ‘পূর্বং’ ‘তপসঃ’ চিহ্নকৈঃ ‘জাতং’ ‘গুহাং’ সর্কভূতগূঢ়দেশঃ  
‘এবিশ’ ‘ভূতেভিঃ’ ভূতৈঃ সহ ‘তিষ্ঠন্তঃ’ তং সমষ্টিজীবঃ ‘যঃ’ মুমুকুঃ ‘ব্যপশ্যত’ স ‘তৎ’ ‘এতৎ’  
জীবান্তিগতং পরাশ্রয়ং ‘পশ্যতি’ ।

‘প্রাণেন’ সমষ্টিজীবেন সহ ‘দেবতাময়ী’ তেজোবরাদিরূপা ‘বা’ ‘অদিতিঃ’ সমষ্টিজগদ্রূপা ‘সম্ভবতি’  
প্রাদুর্ভবতি, ‘বা’ ‘ভূতেভিঃ’ ভূতৈঃ, ‘ব্যজায়ত’ অভিব্যক্তা অভবৎ তাং ‘গুহাং’ সর্কভূতগূঢ়দেশঃ  
‘এবিশ’ ‘তিষ্ঠন্তীং’ ‘যঃ’ মুমুকুঃ ‘ব্যপশ্যত’ স ‘এতৎ’ ‘বৈ’ ‘তৎ’ সমষ্টিজগদ্রূপং ব্রহ্ম পশ্যতি ।

‘গৰ্ভিণীভিঃ’ ‘স্ফূটঃ’ সম্যক্পরিপোষিতঃ ‘গৰ্ভঃ’ ‘ইব’ ‘জাতবেদাঃ’ অয়িঃ ‘অরণ্যোঃ’ ‘নিহিতঃ’  
‘দিবে দিবে’ অহস্তহনি ‘জাগৃবন্তিঃ’ জাগরণশীলৈঃ ‘বিষ্মভিঃ’ ‘আজ্যাদিবন্তিঃ’ ‘মমুযোভিঃ’ ‘মমুযোঃ’  
‘ঈভ্যঃ’ স্তভ্যঃ, তৈঃ ‘এতৎ বৈ তৎ’ ব্রহ্ম ঈক্ষত ইতি শেষঃ ।

‘যতঃ’ ‘চ’ ‘স্বর্ঘ্যঃ’ ‘উদেতি’ ‘যত্র’ ‘চ’ ‘অন্তং গচ্ছতি’ ‘তৎ’ সমষ্টিজীবম্ ‘অর্পিতাঃ’ সংপ্রবেশিতাঃ  
‘সর্কে’ ‘দেবাঃ’—অগ্নাদয়ঃ অধিদৈবতম্ বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মম্ । ‘তৎ’ সমষ্টিজীবগতং ব্রহ্ম ‘কশ্চন’ ‘ন’  
‘অত্যোতি’ ন অতিবর্ততে । ‘এতৎ বৈ তৎ’ ব্রহ্ম ।

জলহৃষ্টির পূর্বে যিনি জন্মিয়াছিলেন, প্রথমে চিহ্নকৃতি হইতে উৎপন্ন  
হইয়া ভূতগণের নিগূঢ়স্থানে প্রবেশপূর্বক ভূতগণ সহ যিনি স্থিতি করি-  
তেছেন, যে মুমুকু ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই জীব-  
সমষ্টিগত ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন ।

দেবতাময়ী যে অদिति সমষ্টিজীবসহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, যিনি  
ভূতগণ সহ অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; সর্কভূতের গূঢ়প্রদেশে প্রবেশ করিয়া  
অবস্থিত সেই অদিতিকে যে মুমুকুব্যক্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি এই  
সমষ্টিজগদ্রূপ ব্রহ্মকে দেখিয়াছেন ।

গৰ্ভিণীগণ কর্তৃক স্তম্ভরূপে পোষিত গৰ্ভের স্তায় অরণিৱয়মধ্যে  
অগ্নি নিহিত থাকেন । জাগরণশীল যজ্ঞোপকরণবান্ মনুষ্যাগণকর্তৃক  
সেই অগ্নি প্রতিদিন স্তুত হইয়া থাকেন । সেই অগ্নিই এই ব্রহ্ম ।

বাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়, বাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করে, সকল

দেবতা তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। সেই সমষ্টিজীবই ব্রহ্ম যাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই ব্রহ্ম।

ভাব—ওকারেতে ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে, এখন সমষ্টিজীবপ্রভৃতিতে ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইতেছে।

জলসৃষ্টির পূর্বে—এখানে জল বলিতে তৎসহ অন্ত্যাত্ম ভূতও গ্রহণ-করিতে হইবে অত্যাশ্চর্য্য শতপথব্রাহ্মণের উক্তির সঙ্গে বিরোধ ঘটে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ;—“সৃষ্টির পূর্বে অপুং সলিল হইয়াছিল। কি করিয়া জন্মগ্রহণ করি, তাহাদের ( ভূত-গণের ) এই অভিলাষ জন্মিয়াছিল। তাহারা শাস্ত হইল, তাহারা তপস্তা করিল। তাহারা তপস্তা-করাতে হিরণ্যয় অণু উৎপন্ন হইল।.....সেই অণু হইতে এক বৎসরে পুরুষ জন্মিলেন, সেই পুরুষই প্রজাপতি।” (৪।১।১।১২)।

অদিতি—দেবমাতা, এইরূপ প্রসিদ্ধি। নিরুক্তকার বলিয়াছেন—“অদিতি—অদীনা দেবমাতা ( ৪।৪।১ )। ঋক্ সংহিতার দশমমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় ;—

হে দক্ষ, যে অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি তোমার হুহিতা। তাঁহার পরে কলাগমুর্তি অমর-সুহৃৎ দেবগণ জন্মিয়াছিলেন। ( ১০ম, ৭২স্থ, ৫ ঋক্ )।

দেবগণের জন্মের পূর্বকালে ব্রহ্মগণশক্তি কর্মকারের জ্ঞান তাঁহাদিগকে নির্দ্বাণ করিয়াছিলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ( ২ ঋক্ )।

এই ঋক্‌টীতে দেখা যাইতেছে, চিচ্ছক্তি যখন সৃষ্ট্যুন্মুখ হইলেন তখন ক্রিয়াশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান জগৎ উৎপাদন-করিলেন। সে সময়ে দেবগণের উৎপত্তি হয় নাই। যে সময়ে অদিতি হইতে দেবগণের উৎপত্তি হয়, সে সময়ে সকলই সলিলে নিমগ্ন ছিল,

যে সময়ে দেবগণ মহোত্তমশালী হইয়া বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা যেন মৃত্যু করিতে লাগিলেন আর তাহাতেই বিপুল ধূলি উলগত হইল ( ৬ ঋক্ )।

আদিত্য নামে অদিতির আটটি পুত্র প্রসিদ্ধ। কোথাও দ্বাদশ পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বাদশ মাস দ্বাদশ আদিত্য, কেন না শতপথব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে—“আদিত্য কয়টি? সংবৎসরের দ্বাদশ মাস ইহারাই আদিত্য।” (১।১।৬।৩।৮)। পঞ্চম-মণ্ডলে এই ঋক্‌টী দেখিতে পাওয়া যায় :—

হে মিত্র ও বরুণ, প্রভাব্যে সূর্য্যোদয় হইলে তোমরা সূর্য্যবর্ণ লৌহকিলকবৃত্ত রথে আরোহণ কর এবং সেই রথ হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর ( ৫ম, ৬স্থ, ৮ ঋক্ )।

এখানে মিত্র ও বরুণ সূর্য্যোদয়ে রথোপরি স্থিতি করিয়া অদিতি ও দিতিকে অবলোকন-করেন এরূপ বলাতে অদিতি সমষ্টিজগৎ, দিতি—ব্যক্তিগণ ইহাই বুঝাইতেছে। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার মূল কি ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় :—“এই জীবাত্মা সহ এই তিনটি ( তেজ, জল, অন্ন ) দেবতাতে প্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ

অভিব্যক্ত করিব, সেই দেবতা এইরূপ আলোচনা করিলেন। তাহাদের এক এক-টীকে তিন তিনটিতে মিশাইব এই বলিয়া এই জীবাত্মা সহ সেই তিন দেবতাতে প্রবেশ-পূর্বক সেই দেবতা নামরূপ অভিব্যক্ত করিলেন।” এখানে জীব—সমষ্টিজীব, পরা প্রকৃতি ; আর সমষ্টি জগৎ অপরা প্রকৃতি। এই অপরাপ্রকৃতির বৈদিক নাম অদिति, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। এই জন্তই—

অদिति আকাশ, অদिति অন্তরীক্ষ, অদिति মাতা, অদिति পিতা, অদिति পুত্র, অদिति নিধিদেব, অদिति পদ্বর্ক, পিতৃগণ, দেব, অসুর ও নিবাদ এই পঞ্চজন, অদिति জন্ম ও জন্মের কারণ।

( ১ম, ৮২শ্রু. ১০ স্বকৃ )।

• ঋষেদের এ উক্তি শোভা পায়। জগজ্জপ বৈদিক অদিতিতে এখানে ব্রহ্মদর্শন উক্ত হইয়াছে।

প্রতিদিন হবনকালে অগ্নিতেই এখানে ব্রহ্মদর্শন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্যের সঙ্গে সমষ্টিজীবকে সম্বন্ধ করিয়া লইয়া তৎস্থিত পুরুষে ব্রহ্মদর্শন কেন বিহিত হইল, তাহার কারণ এই যে, সূর্য্যের উদয় বা অস্ত নাই, আকাশে সূর্য্য নিত্য বিদ্যমান ; জীবের দৃষ্টিতে উহার উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয়। সেই জীবেতে অগ্নাদি আদিদৈবিক ও বায়াদি আধ্যাত্মিক দেবগণের স্থিতি। সুতরাং এই সমুদায় লইয়া সেই জীবই সূর্য্যাদিষ্ঠিত পুরুষ সহ এক এবং ব্রহ্মদর্শনের স্থল।

৪। হংসঃ শুচিষদসুরসুরিন্ক্ষস-

ক্লোতা বেদিষদতিথিহুরোণসদৃ।

নৃষদ্বরসদৃতসদ্যোমসদজা।

গোজা পাতজা অদ্রিজা পাতং বৃহৎ ॥

কঠ, ৫।২ (৪ম, ৪০শ্রু, ৫শ্রু)।

‘হংসঃ’ সূর্য্যঃ ‘শুচিষদ’ ব্রীহিবাদিতা ‘হৃষদ’, ‘বহুঃ’ বায়ুঃ ‘অন্তরিক্সসদৃ’, ‘ক্লোতা’ অগ্নিঃ ‘বেদিষদ’, ‘অভিষিঃ’ ‘হুরোণসদৃ’ গৃহসদৃ ; ‘পাতং’ সত্যঃ ‘নৃষদৃ’ ‘বরসদৃ’ দেবসদৃ ‘কতসদৃ’ যজ্ঞসদৃ ‘ব্যোমসদৃ’ ‘অজাঃ’ শম্বত্ত্বাদায়ঃ ‘গোজাঃ’ ব্রীহিবাদায়ঃ ‘কতজাঃ’ যজ্ঞাদায়ঃ ‘অদ্রিজাঃ’ নত্বাদায়ঃ। অন্ততঃ ‘কতং’ ‘বৃহৎ’ ব্রহ্ম।

সূর্য্য ব্রীহ্ম ও আকাশে প্রতিষ্ঠিত, বায়ু অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠিত, অগ্নি বেদিপ্রতিষ্ঠিত, অতিথি গৃহে প্রতিষ্ঠিত ; সত্য মনুষ্যে প্রতিষ্ঠিত, দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত ; জলজ শম্ব-শুক্ৰিকাদি, পৃথিবীজ ব্রীহিবাদি, যজ্ঞজ যজ্ঞের অঙ্গাদি, অদ্রিজ নত্বাদি, এ সকলই সত্য। অতএব সত্যই ব্রহ্ম।

ভাব—এই সূক্তটির দেবতা স্বৰ্ঘ্য । তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“এ মন্ত্রে স্বৰ্ঘ্য আদিত্য উল্লিখিত হন, তখনও আদিত্য আত্মার স্বরূপরূপে অঙ্গীকৃত হন বলিয়া ব্রহ্মপক্ষে ইহার ব্যাখ্যানে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না ।” ভাষ্যকারমতে পূৰ্ব্ব প্রবচনে স্বৰ্ঘ্যকে অপ্রধানরূপে বর্ণনাকরা হইয়াছে, এ প্রবচনে স্বৰ্ঘ্যোতে ব্রহ্মদর্শন অভিহিত হইয়াছে । এ প্রবচনে সত্যের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাই আমরা মনে করি এস্থলে সত্যোতে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে ।

৫ । অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণো গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্তেতন্মিন্ পুরুষে কানি স্বপত্তি কান্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চতি কষ্টৈতৎ স্মখং ভবতি কস্মিন্মু সৰ্ব্বৈঃ সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ।

তস্মৈ স হোবাচ যথা গার্গ্য মরীচয়োহর্কশ্রাস্তং গচ্ছতঃ সৰ্ব্বাঃ এতন্মিৎস্তেজোমণ্ডলং একীভবন্তি, তাঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তোবৎ হ বৈ তৎ সৰ্ব্বং পরে দেবে মনশ্চেকীভবতি । তেন তহে'ষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্চতি ন জিহ্বতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ।

প্রাণায়ম এবেতন্মিন্ পুরে জাগ্রতি গাহ'পতোহ বা এষোহপানো ব্যানো হৃদাহার্য্যপচনো যদগাহ'পত্যাং প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ।

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ । মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহত্র'ঙ্ক গময়তি ।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি । যদৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্চতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টাদৃষ্টং চ শ্রুতশ্রুতকানুভূতং চাননুভূতং চ সৰ্ব্বং পশ্চতি সৰ্ব্বঃ পশ্চতি ।

স যদা তেজসাহভিভূতো ভবতি, অথৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্চত্যাথ তদৈতন্মিঞ্জরীরে এতৎ স্মখং ভবতি ।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোরক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে, এবং হ বৈ তৎ সৰ্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ।

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা  
চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ  
শ্রোতব্যঞ্চ শ্রাণঞ্চ শ্রাতব্যঞ্চ রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ  
বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেত-  
য়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যোত্যয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ।

এষ হি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা শ্রোতা শ্রাতা রসয়িতা মস্তা বোদ্ধা কৰ্ত্তা  
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেহঙ্করে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ।

পরমেবাঙ্করং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলো-  
হিতং শুভ্রমঙ্করং বেদয়তে যন্ত সোম্য স সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বৌ ভবতি  
তদেষ ল্লোকঃ ।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সৰ্বৈঃ

প্রাণাভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র ।

তদঙ্করং বেদয়তে যন্ত সোম্য

স সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বমেবাবিবেশেতি ॥ প্রশ্ন, ৪১২—১১।

ছা, ৮।১০—১২।১ । স্ব-আ, ৪।১।১—২০ । ভা। ১—৩৮ ।

মাণ্ডু ১—১২ ।

‘অথ’ ‘হ’ ‘এনং’ পিঙ্গলাদঃ ‘সৌর্যায়ণঃ’ ‘সৌর্য্যাপত্যঃ’ ‘গার্গ্যঃ’ নার্য্য ‘পশ্চাচ্ছ’ । হে ‘ভগবন্’  
‘এতস্মিন্’ ‘পুরুষে’ ‘কানি’ ‘অপত্তি’ স্বাণঃ ভজন্তি ‘কানি’ ‘জস্মিন্’ ‘জাগ্রতি’ ‘কতরঃ’ ‘এব’ ‘দেবঃ’  
যঃ ‘অপান্’ ‘পশ্চতি’ ‘এতৎ’ ‘স্বং’ ‘কন্ত’ ‘ভবতি’ ‘সৰ্বৈ’ ‘কস্মিন্’ ‘হু’ ‘সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ’ ‘ভবন্তি’  
ইতি ।

‘তস্মৈ’ গার্গ্যায় ‘স’ পিঙ্গলাদঃ ‘হ’ ‘উবাচ’—হে ‘গার্গ্য’ ‘ঋষা’ ‘অন্তঃ গচ্ছতঃ’ ‘অকৃত্ত’ হৃদ্যন্ত  
‘সৰ্ব্বাঃ’ ‘মহীচয়ঃ’ রশ্ময়ঃ ‘এতস্মিন্’ ‘তেজোমণ্ডলে’ হৃদৌ ‘একীভবন্তি’ বিবেকানর্ধরূপেণ তিষ্ঠন্তি,  
‘পুনঃ’ ‘উদয়তঃ’ ‘উদগচ্ছতঃ’ তন্ত ‘তাঃ’ ‘প্রচরন্তি’ বিকীৰ্ণ্যন্তে ‘এবং’ ‘হ’ ‘নৈ’ ‘তৎ’ ‘সৰ্বাঃ’ বিদ্যেজ্জিম-  
জাতঃ ‘পরে’ প্রকৃষ্টে ‘দেবে’ দ্ব্যোতনবতি তেজোময়হাং ‘মনসি’ ‘একীভবন্তি’ বিবেকানর্ধরূপেণ  
তিষ্ঠন্তি । ‘তেন’ কারণেন ‘তর্হি’ তস্মিন্ স্বাপকালে ‘পুরুষঃ’ জীবঃ ‘ন শূণোতি’ ‘ন পশ্চতি’ ‘ন  
জিহ্বতি’ ‘ন রসয়তে’ ‘ন স্পৃশতে’ ‘ন অভিবদতে’ ‘ন আদত্তে’ ‘ন আনন্দয়তে’ ‘ন বিহৃজতে’ ‘ন ঈয়া-  
য়তে’ ন বিজ্ঞতে, স ‘অপত্তি’ নিত্রাং যতি ‘ইতি’ ‘আচক্ষতে’ কথয়ন্তি লোকাঃ ।

‘এতস্মিন্’ ‘পূরে’ দেহে ‘প্রাণায়ুঃ’ ‘জাগ্রতি’ । ‘এব’ ‘অপানঃ’ ‘হ’ ‘বৈ’ ‘গার্হপত্যঃ’ ‘ব্যানঃ’  
‘অষাধার্য্যপচনঃ’ দক্ষিণায়িঃ, দক্ষিণভবিষ্যরেণ নির্গমাৎ ‘যৎ’ যস্মাৎ ‘গার্হপত্যং’ অপানায়—স্বাপ-  
কালে অন্তঃপ্রবেশবশাৎ—‘প্রণয়তে’ তন্মাৎ ‘প্রণয়নাৎ’ ‘প্রাণঃ’ ‘আহবনীয়ঃ’ ।

‘বৎ’ যস্মাৎ ‘এতৌ’ ‘উচ্ছ্বাসনিধাসৌ’ ‘আহতৌ’ ‘সমং’ ‘নয়তি’ সাম্যাবস্থায়ং স্বাপয়তি, ‘উতি’

হেতোঃ 'সমানঃ' হোতা । 'মনঃ' 'হ' 'বাব' এব 'বজমানঃ' 'উদানঃ' 'এব' 'ইষ্টকলম্' । কথং ? 'স' 'এনং' বজমানম্ 'অহরহঃ' প্রাতিদিনং 'ব্রহ্ম' 'পময়তি' প্রাপয়তি স্মৃতিকালে ।

'অত্র' বাগকালে 'এব' 'দেবঃ' মনঃ 'মহিমানম্' অনেকাভ্যুতাবগমনরূপাঃ বিভূতিম্ 'অনুভবতি' । কথং ? 'যৎ' 'দৃষ্টং' তৎ 'দৃষ্টম্' 'অনুপপত্তি' পূর্বানুরূপং পত্ততি, যৎ 'ঋতং' তৎ 'ঋতম্' এব 'অৰ্ঘম্' 'অনুশৃণোতি' পূর্বানুরূপং শৃণোতি 'দেশদিগন্তরৈঃ' 'চ' যৎ 'প্রত্যনুভূতং' তৎ 'পুনঃ' 'প্রত্যনুভবতি' । 'সর্বঃ' অনেকাভ্যুতাবগতঃ মনোদেবঃ 'দৃষ্টাদৃষ্টং' দৃষ্টং চ অদৃষ্টং চ 'ঋতাক্রতং' ঋতং চ অঋতং চ 'অনুভূতং' 'চ' 'অননুভূতং' 'চ' 'সর্বঃ' 'পত্ততি' 'সর্বঃ' 'নিখিলাভ্যুতাবাগমঃ' 'পত্ততি' ।

'স' মনোদেবঃ 'যথা' 'ভেজসা' বিজ্ঞানেন 'অভিভূতঃ' নিরুদ্ধবাসনো 'ভবতি' 'তদা' 'অত্র' নিরুদ্ধ-বাসনাবহায়াঃ 'এব' 'দেবঃ' 'স্বপ্নান্' 'ন' 'পত্ততি' 'এতন্মিন্' 'শরীরে' 'এতৎ' বিজ্ঞানঃ 'স্বপ্নঃ' 'ভবতি' ।

'স' দৃষ্টান্তঃ স্মৃণ্ডাবহায়াঃ—হে 'সোম্য' 'যথা' 'বয়ংসি' পক্ষিণঃ 'বাসোবৃক্ষং' বাসার্থং বৃক্ষঃ 'সম্প্রতিষ্ঠতে' গচ্ছন্তি 'এব' 'হ' 'বৈ' 'তৎ' 'সর্বঃ' 'পরে' 'আত্মনি' 'সম্প্রতিষ্ঠতে' ।

কিতং সর্বম্ ? 'পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ' ইত্যাদি স্বপ্নম্ ।

'এব' 'হি' 'বিজ্ঞানাত্মা' 'পুরুষঃ' জীবঃ 'দ্রষ্টা' 'শ্রোতা' 'প্রোতা' 'ব্রাতা' 'রসয়িতা' 'মন্তা' 'বোদ্ধা' 'কর্ত্তা' । 'স' জীবঃ 'অক্ষরে' অপ্রচ্যুতস্বভাবে 'পরে' 'আত্মনি' সংপ্রতিষ্ঠতে ।

'সঃ' 'যঃ' 'হ' 'বৈ' 'তৎ' 'অচ্ছায়ং' তমোবর্জিতম্, 'অশরীরং' নিরবয়বম্ 'অলোহিতং' অবর্ণং 'শুভ্রং' বিশুদ্ধম্ 'অক্ষরং' 'প্রতিপদ্যতে' ; 'যঃ' 'তু' 'বেদয়তে' জানাতি তৎ, 'স' 'সর্বজঃ' সর্ববিজ্ঞান-সম্পন্নঃ 'সর্বঃ' অথভো 'ভবতি' অক্ষরেণৈকত্বাৎ । 'তৎ' তন্মিন্ অর্থে 'এব' 'স্নোকঃ' ।

'সর্বৈঃ' 'দেবৈঃ' 'সহ' 'বিজ্ঞানাত্মা' জীবঃ 'প্রাণাঃ' 'ভূতানি' 'চ' 'বজ্র' 'সম্প্রতিষ্ঠন্তি' হে 'সোম্য' 'স' 'তু' 'তৎ' 'অক্ষরং' 'বেদয়তে' 'স' 'সর্বজঃ' সন্ 'সর্বম্' 'এব' 'আবিবেশ' ইতি ।

অনন্তর সূর্য্যাতনয় গার্গ্য ইহাকে ( পিঙ্গলাদকে ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, এই জীবে কি কি নিদ্রিত থাকে, কি কি জাগ্রৎ থাকে, এ দেবতা কে যিনি স্বপ্ন দেখেন, কাহার এই সুখ হয়, কাহাতে সকলে প্রতিষ্ঠিত থাকে ?

তিনি গার্গ্যকে বলিলেন—হে গার্গ্য, সূর্য্য অন্তঃগমন করিলে যেমন উহার নিখিল কিরণ এই তেজোমণ্ডলের সহিত এক হইয়া যায়, আবার যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন উহারা ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি পরমদেব মনেতে সকলই এক হয় । এ জন্তই সে সময়ে জীব শোনে না, দেখে না, জ্ঞান লয় না, রসাস্বাদ করে না, স্পর্শ করে না, বলে না, গ্রহণ করে না, সুখানুভব করে না, পুরীষোৎসর্গ করে না, বিচরণ করে না । লোকে তখন নিজা যাইতেছে এই কথা বলে ।

প্রাণাগ্নি এই দেহপুরীতে জাগিয়া আছেন । এই অপান গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান দক্ষিণাগ্নি । গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি লওয়া হয় । নিজাকালে অপান হইতে প্রাণকে লওয়া হয় বলিয়া প্রাণ আহবনীয় অগ্নি ।

শ্বাস ও প্রশ্বাস এ দুইটি আছতি । সমান বায়ু এই দুইটিকে সাগ্যা-বন্থায় স্থাপন করে স্ততরাং ইহা হোতা, মন যজমান, উদান অভিলষিত ফল, কেন না এই উদান প্রতিদিন যজমানকে ব্রহ্মসমিহিত করে ।

নিদ্রাকালে এই দেব ( মন ) স্বপ্নে স্বীয় মহিমানুভব করেন । যাহা দেখা হইয়াছে মন তাহারই অনুরূপ দেখেন, যাহা শুনা হইয়াছে সেই শুনা কথারই অনুরূপ শ্রবণ করেন, দেশান্তরে দিগন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছেন তদনুরূপই অনুভব করেন । [ এই পর্য্যন্ত নয় ] যাহা দেখা হইয়াছে ও দেখা হয় নাই, যাহা শুনা হইয়াছে ও শুনা হয় নাই, যাহা অনুভব করা হইয়াছে ও অনুভবকরা হয় নাই, মন এ সকলই দেখেন,— সকলের সহিত একাত্মভাবাপন্ন বলিয়াই দেখেন ।

যখন এই মনোদেব বিজ্ঞানজ্যোতিতে আচ্ছন্ন হন, ইনি আর স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে সেই বিজ্ঞানই সুখস্বরূপ হয় ।

হে সোম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসার্থ বৃক্ষআশ্রয়-করে, তেমনই পৃথিব্যাदि সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে । এটি সুযুগ্মির দৃষ্টান্ত ।

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা (সূক্ষ্মভূত), জল এবং জলমাত্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, বায়ু এবং বায়ুমাত্রা, আকাশ এবং আকাশমাত্রা, চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়, শ্রোত্র এবং শ্রোতব্য বিষয়, আণ এবং আতব্য বিষয়, রস এবং আস্বাদ্য বিষয়, ত্বক্ এবং স্পর্শয়িতব্য বিষয়, বাক্ এবং বক্তব্য বিষয়, হস্ত এবং গ্রহণীয় বিষয়, জননেন্দ্রিয় এবং আনন্দয়িতব্য বিষয়, চিত্ত এবং চেতয়িতব্য বিষয়, তেজ এবং বিদ্যোতয়িতব্য বিষয়, প্রাণ এবং ধারয়িতব্য বিষয় [ পরমাত্মাতে স্থিতি করে ] ।

এই বিজ্ঞানস্বভাব পুরুষ ( জীব ) দ্রষ্টা, স্পৃষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, স্বাদ-গ্রহীতা, মননকর্তা, বোদ্ধা এবং কর্তা । সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে ।

ছায়াশূন্য, শরীরশূন্য, লোহিতাদি সৰ্ববর্ণশূন্য, শুদ্ধ, পরম অক্ষরকে যিনি আশ্রয়-করেন তিনি এবং তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি সৰ্ববিধ জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং সকলের সহিত একাত্মা হন । এ বিষয়ে শ্লোক এই :—

সমুদায় দেবগণ সহকারে যাহাতে জীব, প্রাণসমূহ ও ভূতনিচয় স্থিতি



করে, যে সৌম্য, যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানেন, তিনি সৰ্ববিধ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হন ।

ভাব—এস্থলে বৈদান্তিক মুখ্য আরোহক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । এক হয়—অবিভক্ত-ভাবে স্থিতি করে, পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইতে পারে না ।

প্রাণায়—দেহস্থ পঞ্চ প্রাণবায়ুকে অগ্নিরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে । গৃহস্থের সৰ্ব্ব-প্রথম কর্তব্য অপান বায়ুর সাহায্যে নিশ্বাস হয়, এজন্ত অপানবায়ুকে গার্হপত্য অগ্নি কল্পনাকরা হইয়াছে । হৃদয়ের দক্ষিণরন্ধ্র দিয়া ব্যান বায়ু নির্গত হয় এজন্ত দক্ষিণ দিকের সহিত সঙ্ঘর্ষ আছে বলিয়া ব্যান বায়ুকে দক্ষিণাগ্নি কল্পনাকরা হইয়াছে । গার্হ-পত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নির উদ্ধার হইয়া থাকে । নিদ্রাকালে মুখনাসিকা হইতে বিনিঃসৃত প্রাণবায়ু অপানবায়ুতে প্রবিষ্ট হয় এবং সেই প্রবিষ্টাবস্থায় অপানবায়ুর স্থিতি স্থান হইতে উত্থান করত মুখনাসিকা দিয়া বিনিঃসৃত হয়, স্তবরাং গার্হপত্যস্থানীয় অপান হইতে উদ্ধার হইল বলিয়া প্রাণবায়ু আহবনীয় অগ্নিরূপে কল্পিত হইয়াছে ।

প্রমোপনিষৎ হইতে যে আরোহক্রম মূলে গৃহীত হইয়াছে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও মাণ্ডুক্য হইতে সেই ক্রম যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ।

য এষ ঋগ্নে মহীরদানন্দরভ্যেব আত্মোতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রজেতি । স হ শান্ত্বদ্বয়ঃ প্রবব্রাজ । স অপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্বয়ং দদর্শ, তত্ত্বদপীড়ঃ শরীরমন্ধঃ ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি, যদি স্নানমস্নানঃ । ন বৈবোহস্ত দোষণে দ্ব্যতি । ১ ।

ন বধেনান্ত হস্ততে, নান্ত স্নানোপ স্নানো, যন্তি ত্বৈবনঃ বিচ্ছাদয়ন্তীবাশ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদ্ভি-  
তীব নাইমত্ৰ ভোগ্যং পশ্যামি । ২ ।

স সন্নিপাতিঃ পুনরায় । ত'হ প্রজাপতিরূবাচ, মঘবন্, যচ্ছান্ত্বদ্বয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি । স হোবাচ তৎত্বদপীড়ঃ ভগবঃ শরীরমন্ধঃ ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্নানমস্নানো নৈবৈবোহস্ত দোষণে দ্ব্যতি । ৩ ।

ন বধেনান্ত হস্ততে নান্ত স্নানোপ স্নানো যন্তি ত্বৈবনঃ বিচ্ছাদয়ন্তীবাশ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদ্ভি-  
তীব নাইমত্ৰ ভোগ্যং পশ্যামিতি । এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতদ্ব্যেব তে ভূয়োহনুবাখ্যাত্তামি  
বগ্নাপরাগি ষাতি'শতানি বর্ষাণীতি স হাপরাগি ষাতি'শতং বর্ষাণ্যুবাচ । তস্মৈ হোবাচ । ৪ ।

তদ্যজ্ঞেতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সস্ত্যসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেব আত্মোতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্র-  
জেতি । স হ শান্ত্বদ্বয়ঃ প্রবব্রাজ । স অপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্বয়ং দদর্শ, নাহ খণ্ডয়ম্বে' সস্ত্যত্যা-  
জ্ঞানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেষানি ভূতানি বিনাশমেবাগীতো ভবতি, নাইমত্ৰ ভোগ্যং পশ্যামি-  
নতি । ১ ।

স সন্নিপাতিঃ পুনরায় । ত'হ প্রজাপতিরূবাচ, মঘবন্ যচ্ছান্ত্বদ্বয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিবেচ্ছন্ পুনরাগম ইতি । স হোবাচ নাহ খণ্ডয়ঃ ভগব এব' সস্ত্যত্যা-  
জ্ঞানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেষানি ভূতানি বিনাশমেবাগীতো ভবতি, নাইমত্ৰ ভোগ্যং পশ্যামিতি । ২ ।

এবমৈবৈব মনবদ্বিতি হোবাচ এতদ্বৈব তে ভূয়ো হুয়্যাখ্যাখ্যানি নো এবান্ত্রৈতম্বাষসাহপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি । স হাপরাণি পঞ্চবর্ষাণ্যাবাস তাত্ত্বেকশত' সন্মোহুঃ । এতত্তত্ত্বদাহরেকশত' হ বৈ বর্ষাণি মনবান্ প্রজাপতে ব্রহ্মচর্য্যমুবাঃ । তস্মৈ হোবাচ : ৩ ।

মনবন্ মর্ত্য্যং বা ইদং শরীরমাত্ত্বং যুতান্, তদন্তায়ুতন্তাশরীরন্তান্ননোহবিধানমাত্ত্বো বৈ সশরীরঃ প্রিয়ারপ্রিয়ার্য্যং ন বৈ সশরীরন্ত সতঃ প্রিয়ারপ্রিয়ারপহতিরত্যশবীরং বাঃ সন্তঃ ন প্রিয়ারপ্রিয়ে স্পৃশতঃ । ১ ।

(১) যিনি স্বপ্নে [ স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ ভোগ্য বিষয় দ্বারা ] গৌরবান্বিত হইয়া বিচরণ করেন ইনি আস্বা । এই আস্বাই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, প্রজাপতি এই কথা বলিলেন । তিনি ( ইন্দ্র ) শাস্ত্রদ্বয় হইয়া [ প্রজাপতির নিকট হইতে ] প্রতিগমন করিলেন । তিনি দেবতাদিগের নিকটে না গিয়া ( পথেই ) এই ভয় দেখিলেন । এই শরীর যদি অন্ধ হয় আস্বা অন্ধ হয় না, এই শরীর যদি শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় আস্বা শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না । এই শরীরের দোষে এই আস্বা দূষিত হয় না ।

(২) এই শরীরের বধে আস্বা হত হয় না, এই শরীরের শ্লেষ্মাদিস্রাবিদে সে শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না, কিন্তু স্বপ্নে এই আস্বা ব্যাঘ্রাদি যেন তাহাকে বধ করিতেছে, যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, যেন তাহার কিছু অপ্রিয় উপস্থিত এইরূপ মনে করে এবং তজ্জন্ত যেন রোদন করে । এ আস্বায় আমি কোন ফল দেখি না ।

(৩) ইন্দ্র পুনরায় সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন । প্রজাপতি তাহাকে বলিলেন, হে মনবন্, তুমিতো শাস্ত্রদ্বয় হইয়া চলিয়া গিয়াছিলে কি ইচ্ছা করিয়া আবার আসিলে ? ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, এই শরীর যদি অন্ধ হয়, আস্বা অন্ধ হয় না, এই শরীর যদি শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয়, আস্বা শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না । এই শরীরের দোষে আস্বা দূষিত হয় না ।

(৪) এই শরীরের বধে আস্বা হত হয় না, এই শরীরের শ্লেষ্মাদিস্রাবিদে সে শ্লেষ্মাদিস্রাবী হয় না, কিন্তু স্বপ্নে এই আস্বা ব্যাঘ্রাদি যেন তাহাকে বধ করিতেছে, যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, যেন তাহার অপ্রিয় কিছু উপস্থিত এইরূপ অল্পভব করে এবং তজ্জন্ত যেন রোদন করে । এ আস্বায় আমি কোন ফল দেখি না । প্রজাপতি বলিলেন হাঁ এইরূপই বটে ; আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর, এই আস্বার বিষয় আবার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব । ইন্দ্র বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিলেন । তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন ;—

(৫) যে সময়ে আস্বাতে স্নপ্তি উপস্থিত, সে সময়ে আস্বা অখণ্ডভাবাপন্ন হয়, সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আর স্বপ্ন দেখে না, এই স্নপ্ত আস্বাই আস্বা । এই আস্বাই অমৃত অভয়, এই আস্বাই ব্রহ্ম । ইন্দ্র শাস্ত্রদ্বয় হইয়া চলিয়া গেলেন । তিনি দেবগণের নিকটে না গিয়া [ পথেই ] এই ভয় দেখিলেন :—আস্বা এখন 'এই আমি অছি'

এ ভাবে আপনাকে জানিতেছে না, এ সকল ভূতকেও জানিতেছে না, এতো বিনাশই প্রাপ্ত হইরাছে । এ আত্মার আমি কোম ফল দেখি না ।

(২) ইন্দ্র পুনরায় সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন । প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, হে মঘবন্, তুমিতো শাস্ত্রদ্বয় হইয়া চলিয়া গিয়াছিলে, কি ইচ্ছা করিয়া আবার আসিলে ? ইন্দ্র বলিলেন, আত্মাতো এখন 'এই আমি আছি' এ ভাবে আপনাকে জানিতেছে না, এ সকল ভূতকেও জানিতেছে না, এ ভো! বিনাশই প্রাপ্ত হইরাছে । এ আত্মার আমি কোন ফল দেখি না ।

(৩) প্রজাপতি বলিলেন, হাঁ, এইরূপই বটে ; আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর, এই আত্মার বিষয় আবার তোমার নিকটে ব্যাখ্যা করিব । তিনি আর পাঁচ বৎসর রহিলেন, ইহাতে এক শত বৎসর হইল । এইটি উপলক্ষ করিয়াই লোকে বলে, ইন্দ্র প্রজাপতিসন্নিধানে এক শত বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিয়াছিলেন । প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন :—

(১) হে মঘবন্, এই শরীর মরণশীল । অমরণধর্ম্মা অশরীর এই আত্মার অধিষ্ঠানস্থান এই শরীর মৃত্যুকর্ত্তক অধিকৃত । যাহার শরীর আছে সে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের অধীন, সশরীর থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের কদাপি তিরোধান হয় না । অশরীর হইয়া থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না ।

ভাব—দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থান করিলে প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত হওয়া যায় ।

দৃষ্টবানাকির্ঘ্মুচানো গার্গ্যজ্ঞান । সহোবাচাজাতশত্রুঃ কান্ত্য ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি । সহোবা-  
চাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতন্ম্যং বাচি যদ্যো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি । ১ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাস্যাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশত্রু  
র্বা মৈতন্মিন্ সংবদিতাঃ, অতিষ্ঠাঃ সর্কেবাঃ ভূতানাং মূর্খা রাজেতি বা অহমেতন্মুপাস ইতি । স  
যএতমেবমুপাস্তেহতিষ্ঠাঃ সর্কেবাঃ ভূতানাং মূর্খা রাজা ভবতি । ২ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশত্রু  
র্বা মৈতন্মিন্ সংবদিতা বৃহন্ পাণ্ডুরবাসা শোনো রাজেতি বা অহমেতন্মুপাস ইতি । স য এবমেতন্মুপাস্তে  
হরহর্হ সূতঃ প্রমুভো ভবতি নাস্যায় ক্ষীরতে । ৩ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশত্রু  
র্বা মৈতন্মিন্ সংবদিতান্তেজস্বীতি বা অহমেতন্মুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বীহ ভবতি  
তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি । ৪ ।

স হোবাচ-গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশত্রু  
র্বা মৈতন্মিন্ সংবদিতাঃ পূর্ণদণ্ডবন্তীতি বা অহমেতন্মুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে পূর্ণ্যতে প্রজয়া  
পতন্তিনাস্যান্নান্নোকাং প্রজোযর্ত্ততে । ৫ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ো পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজাতশত্রু  
র্বা

মৈতস্মিন্ সংবদিতা ইজ্ঞাঃ পৈকুষ্ঠোৎপন্নাজ্জাতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে  
জিকুহঁপিন্নাজ্জিকুর্ভবত্যজ্জাতাজ্জায়ী । ৬ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্রমী  
মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ বিবাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে বিবাসহিহঁ ভবতি  
বিবাসহিহঁস্য এজ্ঞা ভবতি । ৭ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্রমী  
মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপ হৈবৈন-  
মুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোহস্মাজ্জায়তে । ৮ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্রমী  
মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ রোচিকুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে রোচিকুহঁ ভবতি  
রোচিকুহঁজ্ঞ এজ্ঞা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্কীঃ স্তানতিরোচতে । ৯ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছকোহনুনেত্যেতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচা-  
জ্জাতশক্র মী মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ অশুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে সর্ক  
হৈবান্মিলোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্ প্রাণো জহাতি । ১০ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিকু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্রমী  
মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ দ্বিতীরোহনপণ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে দ্বিতীরোহ-  
ন ভবতি, নান্মাক্ষণাচ্ছিত্তে । ১১ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছারায়মঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্র  
মী মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ মৃতুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে সর্ক হৈবান্মিলোক  
আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যুরাগচ্ছতি । ১২ ।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি । স হোবাচাজ্জাতশক্রমী  
মৈতস্মিন্ সংবদিতাঃ আত্মব্রীতি বা অহমেতমুপাস ইতি । স য এতমেবমুপাস্তে আত্মব্রীহ ভবত্যাত্ম-  
ব্রীনি হান্ত এজ্ঞা ভবতি । স হ তুক্ষীমাস গার্গ্যঃ । ১৩ ।

স হোবাচাজ্জাতশক্রেরেতাবনু ইত্যেতাবদ্বীতি, নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি । স হোবাচ গার্গ্য  
উপ ছারানীতি । ১৪ ।

স হোবাচাজ্জাতশক্রঃ প্রতিজ্ঞোং চৈতন্ত্বা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াং ব্রহ্ম নে বক্ষ্যতীতি । যোষ ডা  
জ্ঞাপরিষ্যাদীতি তং পাণাবাদায়োক্তৌ । তৌ হ পুরুষ স্তপ্তমাজগদুত্তমমৈতৈনামিত্তিরানব্রহ্মাণ্ডে  
বহনু পাণ্ডরবাসঃ সোমরাজম্রিতি, স নোত্তরৌ তং পাণিনা পেযং যোষরাক্ষকার, স হোত্তরৌ । ১৫ ।

স হোবাচাজ্জাতশক্রঃ ঐত্রেয এতৎ স্তপ্তোহভূজ্যএষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈব তদাভূৎ কৃতএতদাণ-  
দ্বিতি । তদ্বহ ন যেনে গার্গ্যঃ । ১৬ ।

স হোবাচাজ্জাতশক্রঃ ঐত্রেয এতৎ স্তপ্তোহভূজ্যএষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদোষাঃ প্রাণানাং বিজ্ঞানেন  
বিজ্ঞানমাহার যএবোহন্তজ্জগন্ আকাশস্তস্মিন্হেতে তানি যদা গৃহ্যাত্যং হৈতৎপুরুষঃ ঋণিতি নান  
তদগৃহীতএষ প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্ গৃহীতকলুগৃহীত শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ । ১৭ ।

স যত্রৈতৎ ঋণায় চরতি তে হান্ত লোকান্তস্থতেষ মহারাজোভবত্বাভেব মহাব্রাহ্মণ উত্তেবোচ্চাচল  
নিপচ্ছতি । স যদা মহারাজো জ্ঞানপদান্ গৃহীত্বা যেনপদে যথাকামঃ পরিবর্তেতৈবমৈবৈ এতৎ  
প্রাণান্ গৃহীত্বা যেন পরীরে যথাকামঃ পরিবর্ততে । ১৮ ।

অথ যদা পুরুষো ভবতি হৃদান কস্তচন বেদ হিতা নাম নাভ্যো বাসগুতিসংগ্রাণি হৃদয়াং পুরীতত-  
মভিস্তিষ্ঠন্তে, তানিঃ প্রত্যবস্থ্য পুরীততি শেতে । স যদা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো  
বাহিত্রীমানম্ভগ্ন গহা শরীত, এবমেবৈষ এতচ্ছেতে । ১৯ ।

স যথোদ্যাত্তিষ্ঠন্তনোচরন্তথাগেঃ ক্ষুত্রা বিক্ষুলিঙ্গাব্যচরন্ত্যবমেবান্মাদাভ্যনঃ সর্কে গ্রাণাঃ  
সর্কে লোকাঃ সর্কে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি বৃচ্চরন্তি । তন্তোপনিষৎ সত্যন্ত নত্যমিতি । গ্রাণা বৈ  
পতঃ তেবামেব সত্যম্ । ২০ ।

(১) কথিত আছে, গর্গগোত্রোৎপন্ন গার্গ্য এক্ষিত বাল্যকি বাক্পটু ছিলেন । তিনি  
কানীশরাজ অজাতশত্রু জনকের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি আপ-  
নাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব । অজাতশত্রু বলিলেন, আমি আপনার এই কথাতেই আপনাকে  
সহস্র গো দান করিব, কেন না এই দানের কথা শ্রবণ করিয়া [ ব্রহ্মশ্রবণ-কথন গ্রহণা-  
কাজী ] ব্যক্তিগণ জনক [ দাতা ] জনক [শ্রোতা] এই বলিয়া আমার নিকটে দ্রুতপদে  
আগমন করিবে ।

(২) গার্গ্য বলিলেন, আদিত্য ( চক্ৰতে ) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকেই আমি  
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি । অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলি-  
বেন না । ইনি সর্বভূতকে অতিক্রম-করিয়া বিরাজমান বৈরাঙ্গপুরুষ । ইনি সকল  
ভূতের শীর্ষস্বরূপ, আমি ইহার উপাসনা করি । যিনি ইহার এইরূপ উপাসনা করেন,  
তিনি সর্বভূতকে অতিক্রম করেন, তাহাদের শীর্ষভূত রাজা হন ।

(৩) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, চন্দ্রে ( মনেতে ) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি  
ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি । অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলি-  
বেন না । বৃহৎ, শুক্লাবাসা সোমরাজা বলিয়া আমি ইহার উপাসনা করি । যিনি  
ইহার এইরূপে উপাসনা করেন প্রতিদিন ( তাহার গৃহে ) প্রচুর সোম নিষ্পিষ্ট হয় এবং  
তাঁহার অন্ন কখন ক্ষয় হয় না ।

(৪) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন এই বিদ্যাতে ( স্বকে ) যে পুরুষ বিদ্যমান, আমি ইহার  
উপাসনা করি । অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না ।  
আমি তেজস্বী বলিয়া ইহার উপাসনা করি । যিনি এই রূপ তেজস্বী বলিয়া ইহার উপা-  
সনা করেন তিনি তেজস্বী হন এবং ইহার সম্ভতিও তেজস্বী হয় ।

(৫) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আকাশে ( হৃদয়ে ) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে  
আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি । অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা  
তুলিবেন না । আমি পূর্ণ অপরিণামী বলিয়া ইহার উপাসনা করি । যিনি এইরূপে পূর্ণ  
অপরিণামিরূপে ইহার উপাসনা করেন, তিনি সম্ভানসম্ভতি ও পশুভে সম্পন্ন হন, এ  
লোক হইতে তাঁহার সম্ভানসম্ভতির উচ্ছেদ হয় না ।

(৬) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, বায়ুতে ( প্রাণে ) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি

ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ইন্দ্র (ঐশ্বর্যপূর্ণ), বৈকুণ্ঠ (বিরুদ্ধগতির অবরোধক), অপরাজিত সেনা এই বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন, তিনি জিহ্ম অপরাজিহ্ম সপত্নজয়শীল হন।

(৭) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, অগ্নিতে (বাকো হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ক্ষমাশীল • বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ক্ষমাশীল হন, তাঁহার সম্ভানসম্ভতি ক্ষমাশীল হয়।

(৮) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, জলে (রেত ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান, ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি প্রতিকরূপ বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন, তিনি প্রতিকরূপই (অনুকূল বিষয়ই) প্রাপ্ত হন অপ্রতিকরূপ (অননুকূল বিষয়) নয়, এই উপাসকের প্রতিকরূপ তনয় জন্মায়।

(৯) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আদর্শে (বজ্রাদিতে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ [প্রতি-বিশ্বরূপে] বিদ্যমান, ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি রোচিহ্ম (দীপ্তিমান) বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি রোচিহ্ম হয়েন, তাঁহার সম্ভানসম্ভতিগণ রোচিহ্ম হয়। তিনি বাহাদের সম্বন্ধ করেন তাহাদের সকলের অপেক্ষা দীপ্তিমান হন।

(১০) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, গমনকারী ব্যক্তির পৃষ্ঠভাগে যে শব্দ উদ্ভিত হয় সেই শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া আমি উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি জীবন বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, জীবিতকালের পূর্বে প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

(১১) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, দিক্‌সমূহে (কর্ণে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান ইহাকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি। অজ্ঞাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আমি ইহাকে দ্বিতীয় (ভূতাপরিভূত) অদিসূক্ত বলিয়া ইহার উপাসনা করি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন। তিনি দ্বিতীয়বান্ হন, তাঁহা হইতে তাঁহার দল কখন বিচ্ছিন্ন হয় না।

---

• মূলে 'বিবাসহি' শব্দ আছে। বাহা কিছু অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় তাহাকে তিনি তপ করেন কোব একার বিরাগ প্রকাশ না করিয়া লক্ষ করেন, এজন্য তিনি বিবাসহি।

(১২) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, যিনি এই ছন্দোময় পুরুষ, আমি সেই ছন্দোময় পুরুষের উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। যুত্সা বলিয়া আমি এই পুরুষের উপাসনা করি। যিনি এই রূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে সমগ্র জীবন লাভ করেন, জীবিতকালের পূর্বে যুত্সা ইহার নিকটে আগমন করেন না।

(১৩) গার্গ্য পুনরায় বলিলেন, আত্মাতে (জীবে বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে) এই যে পুরুষ বিদ্যমান, ব্রহ্ম বলিয়া আমি ইহার উপাসনা করি। অজাতশত্রু বলিলেন, না না আপনি এ ব্রহ্মের কথা তুলিবেন না। আত্মবান্ বলিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি এইরূপে ইহার উপাসনা করেন তিনি আত্মবান্ হন, তাঁহার সম্বন্ধসম্বন্ধি আত্মবান্ হয়। গার্গ্য মৌনাবলম্বন করিলেন।

(১৪) অজাতশত্রু বলিলেন, এই পর্য্যন্ত কি? তিনি বলিলেন, এই পর্য্যন্ত। অজাতশত্রু বলিলেন—এটুকুতে ব্রহ্ম জানা হয় না। গার্গ্য বলিলেন, আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছি।

(১৫) অজাতশত্রু বলিলেন, এ অতি বিপরীত যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকটে উপনীত হইয়া বলিবেন আমার ব্রহ্মোপদেশ দিন। যাহা হউক আমি আপনাকে জ্ঞাপন করিব এই বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া তিনি উত্থান করিলেন। তাঁহারাই জনে একটি প্রমুখ পুরুষের নিকটে আসিলেন এবং হে হৃৎ, হে শুক্লাসা, হে সোমরাজন্ ইত্যাদি নামে তাঁহাকে ডাকিলেন। সে উঠিল না, তখন তাহাকে হাত দিয়া ঠেলিয়া জাগাইলেন, সে উঠিল।

(১৬) অজাতশত্রু বলিলেন, এই ব্যক্তি যে সময়ে এইরূপে নিদ্রা বাইতেছিল, এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ তিনি তখন কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতেই বা আসিলেন? গার্গ্য কিছুই বলিতে পারিলেন না।

(১৭) অজাতশত্রু বলিলেন, যে সময়ে এই পুরুষ এইরূপে নিদ্রিত হন, তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ অন্তঃকরণযোগে ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ জ্ঞান ভিতরে লইয়া গিয়া এই যে ভিতরে হৃদয়াকাশ তাহাতে গিয়া শয়ন করেন। যখন এইরূপে ইন্দ্রিয়গণকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয় তখন লোকে বলে এই পুরুষ নিদ্রা বাইতেছেন। সে সময়ে বাক্ ভিতরে গৃহীত হয়, চক্ষু ভিতরে গৃহীত হয়, শ্রোত্র ভিতরে গৃহীত হয়, মন ভিতরে গৃহীত হয়।

(১৮) জাগরণকালে যেমন, তেমনি স্বপ্নাবস্থায় বিজ্ঞানময় পুরুষ—যে যে স্থলে বিচরণ করেন সেই সেই স্থল ইহার প্রাপ্য লোক হয়। তিনি হয়তো মহারাজ হইলেন, নয়তো মহাব্রাহ্মণ হইলেন, হয়তো উচ্চ হইলেন, নয়তো নীচ হইলেন, এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ যে প্রকার আপনার লোকদিগকে লইয়া জনপদে বধেচ্ছ

বিচরণ করেন, তেমনি এই বিজ্ঞানময় পুরুষ জাগরণকালে যে প্রকার সেই প্রকার স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া নিজ শরীরमध्ये যথেষ্ট বিচরণ করেন ।

(১৯) যখন তিনি সুস্থ হন, তখন তিনি কিছুই আনিতে পান না । হাসপতি-সহস্র হিতানামক নাড়ী সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই নাড়ী দিয়া বিজ্ঞান-ময় পুরুষ গমন করিয়া সমগ্র দেহে শয়ন করেন । কুমার যেমন, মহারাজ যেমন, মহা-ব্রাহ্মণ যেমন আনন্দে সমুদায় হৃৎ নিঃশেষ করিয়া শয়ন করেন, ইনিও সেই ভাবে শয়ন করেন ।

(২০) উর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্র সকল, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিক্ষুব্ধসকল নিঃসৃত হয় তেমনি এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ ( ইন্দ্রিয়গণ ) সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত নিঃসৃত হয় । সেই আত্মার গূঢ় নাম ( উপনিষৎ )—সত্যের সত্য । প্রাণগুলি সত্য, ইনি আবার সেই প্রাণগুলির সত্য ( সত্যার হেতু ) ।

ভাব—“তিনি তখন কোথায় ছিলেন” ইহার উত্তর দিয়া “কোথা হইতে আসিলেন” প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে । “সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে” (৩৫-৫৩পৃ ) একরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিত্যকাল পরমাত্মাতে স্থিতি করে, কখন সে ঠাঙ্গা হইতে বিনিঃসৃত হয় না । সেই জন্তই এখানে আত্মা হইতে প্রাণাদির নিঃসরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মার নিঃসরণ বর্ণিত হয় নাই । “এই জীবাশ্মার সঙ্গে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব” এই শ্রুতির অনুসারে সুস্থিতি হইতে বিজ্ঞানাত্মার যখন উত্থান হয় তখন প্রাণাদিবোগেই উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই প্রকাশে তাহাদেরই বহির্নিঃসরণ হয়, বিজ্ঞানাত্মা পরমদেবতাতেই স্থিতি করে । বিজ্ঞানাত্মা নিরন্তর পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অবস্থিত, এ জন্ত “আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ ( ইন্দ্রিয় ), সমুদায় দেবতা, সমুদায় ভূত বিনিঃসৃত হয়” এখানকার ‘আত্মা’ শব্দে আলিঙ্গনকর্তা পরমাত্মা পর্য্যন্ত বুঝায় । অত্থা “সত্যের সত্য” এ নাম জীবাশ্মাতে অর্পিত হইতে পারে না, কেন না জীবাশ্মার পরমাত্মানিরপেক্ষ সত্তা নাই ।

জনক হ বৈদেহঃ রাজবক্ষ্যো জগাম, স যেন ন বদিত্যইত্যং হ যজ্ঞনকশ বৈদেহো রাজবক্ষ্য-শ্চাগ্নিহোজঃ সমুদাতে তন্নৈ হ রাজবক্ষ্যো বরং নদৌ স হ কামপ্রদেব বত্রে ত হাশ্মৈ নদৌ, ত সত্রাডেব পূর্বাং প্রচ্ছ ১ ।

রাজবক্ষ্য কিংজ্যোতিরয়ঃ পুরুষ ইতি । আদিত্যজ্যোতিঃ শম্রাডিতি হোবাচাদিত্যো নৈব জ্যোতি-বাস্তে পল্যরতে কর্ণ কুরুতে বিপল্যোভীত্যেবমৈব তত্ত্বাজবক্ষ্য । ২ ।

অতনিত আদিত্যে রাজবক্ষ্য কিংজ্যোতিরৈবায়ঃ পুরুষ ইতি চন্দ্রো এবাশ্চ জ্যোতির্ভবভীতি চন্দ্র-মসৈবায়ঃ জ্যোতিবাস্তে পল্যরতে কর্ণ কুরুতে বিপল্যোভীত্যেবমৈব তত্ত্বাজবক্ষ্য । ৩ ।

অতনিত আদিত্যে রাজবক্ষ্য চন্দ্রমতত্ত্বমিতে কিংজ্যোতিরৈবায়ঃ পুরুষ ইত্যগ্নিরৈবায়ঃ জ্যোতি-র্ভবত্যগ্নিসৈবায়ঃ জ্যোতিবাস্তে পল্যরতে কর্ণ কুরুতে বিপল্যোভীত্যেবমৈব তত্ত্বাজবক্ষ্য । ৪ ।

অতনিত আদিত্যে রাজবক্ষ্য চন্দ্রমতত্ত্বমিতে শাণ্ডেয়দৌ কিংজ্যোতিরৈবায়ঃ পুরুষ ইতি বাগেবাত



জ্যোতির্ভবতীতি বাচ্যবায়ং জ্যোতির্ভবন্তে পরায়তে কর্ণ কুরুতে বিপল্যোতীতি তদ্ব্যবৈ সত্রাভিপি যৎ  
যঃ পাণিন' বিনিজ্ঞা'রিতঃ ২৬ যঃ বাস্তবরয়ত্বাণৈব তত্র স্তেতীভ্যবমেবৈতদ্ব্যাজবক্য' ৫ ।

অনুমিত আদিত্যে বাজবক্য চক্রমন্তমিতে শান্তেহমৌ শান্তাঃ বাচি কিংজ্যোতির্বেবায়ং পুরুষ  
ইত্যাম্বায়ন্ত জ্যোতির্ভবতীতাত্মনৈবায়ং জ্যোতির্ভবন্তে পরায়তে কর্ণ কুরুতে বিপল্যোতীতি । ৬ ।

কতমং আশ্বেতি, যোঃয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেন হৃদয়জ্যোতিঃ পুরুষঃ । স সমানঃ সন্নভৌ লোকা-  
বহুসকরতি ধারতীষ লেলায়তীষ । স হি অধো ভূত্বমং লোকমতিক্রামতি যতোঃ রূপাণি । ৭ ।

স বায়ং পুরুষো জায়মানঃ পরীরমতি সম্পদ্যমানঃ পাপমতিঃ স'হজাতো স উৎক্রানন' স্মিয়মানঃ  
পাপমনো বিজহতি । ৮ ।

উক্ত বা এতত্ত পুরুষস্ত যঃ এব তানে ভবত ইদং পরলোকস্থানক সদ্ভাং তুতীরং স্বপ্নস্থানং । তস্মিন্  
সদ্যে স্থানে তিষ্ঠেতে উতে স্থানে পশ্চাতীরক পরলোকস্থানক । অথ বর্ণাক্রমোহয়ং পরলোকস্থানে  
ভবতি তদ্ব্যক্রমমাক্রমোভয়ান্ পাপম্নমানল্যা'শ পশ্চতি । স যঃ প্রথিতাত্ত জ্যোতিঃ সর্বা বতো  
মাত্মাদায়ার স্বয়ং বিহত্য সয়ং নির্দায় সেন তাসা যেন জ্যোতিষা প্রথিতাত্তায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতি-  
র্ভবতি । ৯ ।

ন তত্র রথান রথযোগান পদ্বানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ স্বজতে, ন তজানল্যা মুদঃ  
প্রমুদো ভবন্ত্যথানল্যা মুদঃ প্রমুদঃ স্বজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুরুষাঃ সবন্তো ভবন্ত্যথ বেশান্তাঃ পুরু-  
ষাঃ সবন্তাঃ স্বজতে স হি কর্তা । ১০ ।

তদেতে লোকা ভবন্তি । অগ্নেন শরীরমতি গ্রহতামুগুঃ হৃদ্যানভিচাকশীতি । শুক্রমাদায় পুন-  
রেতি হান'হিরণ্যঃ পুরুষ একহ'নঃ । ১১ ।

প্রাণেন রক্ষস্বয়ং কুলারঃ বহিঃকুলারাদমুতচ্চরিষ্য । স ইয়তেহমুতো যঃ কান' হিরণ্যঃ পুরুষ  
একহ'নঃ । ১২ ।

সম্প্রাপ্ত উচ্চাবচমীরমানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি ।

উত্তেব জীভিঃ সহ মোদমানো জকছুতেবাণি ভয়ানি পশন্ত ॥ ১৩ ॥

আরামমন্ত পশন্তি ন তং পশতি কশচনেতি ।

তন্নায়তঃ বোধেরদিতাঃ । হুর্ভিবজা' হাটৈব ভবতি যমেব ন প্রতিপদ্যতে । অথো ধবাহ-  
জ'গিরিতদেশ এবাত্তৈব ইতি যানি ছেব জাঃ ৭ পশতি তানি হুগ ইত্যাত্রয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-  
র্ভবতি সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্জুঃ বিমোক্ষায় কহীতি । ১৪ ।

স বা এব এতস্মিন্ সস্ত্র্যালে রজা চরিষ্য দৃষ্টৈব পুণ্যক পাণক পুনঃ প্রতিজ্ঞায় প্রতিবোক্তা ভবতি  
স্বপ্নায়ৈব । স যন্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্তত্যানবাগতন্তেন ভবত্যাসদো স্বয়ং পুরুষ ইতোবমেবৈতদ্ব্যাজবক্য ।  
সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্জুঃ বিমোক্ষায়ৈব কহীতি । ১৫ ।

স বা এব এতস্মিন্ স্বপ্নে রজা চরিষ্য দৃষ্টৈব পুণ্যক পাণক পুনঃ প্রতিজ্ঞায় প্রতিবোক্তা ভবতি  
বুদ্ধান্তায়ৈব । স যন্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্তত্যানবাগতন্তেন ভবত্যাসদো স্বয়ং পুরুষ ইতোবমেবৈতদ্ব্যাজবক্য,  
সোহহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্জুঃ বিমোক্ষায়ৈব কহীতি । ১৬ ।

স বা এব এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রজা চরিষ্য দৃষ্টৈব পুণ্যক পাণক পুনঃ প্রতিজ্ঞায় প্রতিবোক্তা ভবতি  
স্বপ্নায়ৈব । ১৭ ।

তদ্ব্যবাহারমন্ত উতে কুলে হুসকরতি পূর্বকাপরকৈবমেবায়ং পুরুষাঃ একাবুতাবতাবহুসকরতি  
স্বপ্নাভক ক্রান্তক । ১৮ ।

তদ্ব্যখ্যাস্থানকালে ত্রেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য ভ্রান্তঃ স'হত্য পক্ষৌ সন্নয়ায়ৈব প্রিরত এব-  
সেবারং পুৰ্ব্ব এবম্। অস্তার বাবতি যত্র স্ত্রোত ন ককন কামং কামরতে ন ককন স্বপ্নং পশতি । ১৯ ।

তা বা অস্ত্রোতা হিতা নাম নাভ্যো যথা কেশঃ সহজ্ঞা ত্রিগ্রস্তাবতাহণিমা তিষ্ঠন্তি তুরন্ত নীলস্যা  
পিজলস্যা হরিতস্যা সোহিতস্যা পূর্ণা অথ যত্নেনঃ স্রস্তীৰ জিনস্তীৰ হস্তীৰ বিচ্ছারয়তি গর্ভসিৰ পশতি ।  
বদেব জাগ্রদ্রং পশতি তদ্রতাবিত্তরা মন্ততেহব যত্র দেবইব রাজেবাহমেবেদ' সর্কোহস্মীতি মন্ততে  
সোহস্য পরমো লোকঃ । ২০ ।

তদ্বা অস্ম্যতদতিচ্ছন্দা অপহতপার্শ্বমাহভর' রূপম্ । তদ্ব্যখা প্রিয়রা জিয়া সম্পরিষক্তে। ন বাহং  
কিঞ্চ বেদ নাস্তরম্, এবমেবারং পুৰ্ব্বঃ প্রাজ্ঞোনান্না সম্পরিষক্তে। ন বাহং কিঞ্চ বেদ নাস্তরম্ । তদ্বা  
অস্ম্যতদাপ্তকামমাত্মকামমকাম' রূপ' শোকাস্তরম্ । ২১ ।

অত্র পিতাহপিতা ভবতি নাতাহবাতা লোক। অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ । অত্র স্ত্রেনো-  
হস্তেনো ভবতি অগহাহকগহা চাণ্ডালোহচাণ্ডালঃ শৌল্কসোহপৌল্কসঃ অমগোহগ্রমণস্তাপসোহিতা-  
পসোহিনবাগতং পুণ্যোনানবাগতং পাপেন তীর্থোহি তদা সর্কোহোক্তান্ ছন্দয়মা ভবতি । ২২ ।

যথৈ তন্ন পশতি পশন্ত বৈ তন্ন পশতি । ন হি ত্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার তু  
তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যৎ পশ্যেৎ । ২৩ ।

যথৈ তন্ন মিত্রতি মিত্রবৈ তন্ন মিত্রতি । ন হি ত্রাতুর্অ'তেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার তু  
তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যচ্ছিত্র্যেৎ । ২৪ ।

যথৈ তন্ন রসরতে রসন্ বৈ তন্ন রসরতে । ন হি রসরিভুরসরতেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশি-  
দ্ধার তু তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যৎসরতে । ২৫ ।

যথৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি । ন হি বস্তুর্জ্ঞেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার তু  
তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যৎসদেৎ । ২৬ ।

যথৈ তন্ন শৃণোতি শৃণন্ বৈ তন্ন শৃণোতি । ন হি শ্ফটেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার তু  
তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যচ্ছৃণোৎ । ২৭ ।

যথৈ তন্ন মমুতে মবানো বৈ তন্ন মমুতে । ন হি মন্তর্ভেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার তু  
তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যদ্ববীত । ২৮ ।

যথৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি । ন হি স্পৃষ্টুঃ স্পৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনাশিদ্ধার  
তু তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যৎ স্পৃশেৎ । ২৯ ।

যথৈ তন্ন বিজানতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানতি । ন হি বিজাতুর্বিপরিলোপো বিদ্যতেহবিনা-  
শিদ্ধার তু তদ্বিতীয়মন্তি ততোহন্তবিত্তং যদ্বিজানীয়াৎ । ৩০ ।

যত্র বাহন্তদিব স্তান্ত্রাত্তোহস্তং পশ্যেদন্তোহস্তজ্জিয়েদন্তোহস্তস্রসেদন্তোহস্তবদেদন্তোহস্তচ্ছৃণ্বান-  
তোহস্তবদীতাত্তোহস্তং স্পৃশেদন্তোহস্তবিদানীয়াৎ । ৩১ ।

সলিল একোত্রষ্টাহৈর্যো ভবত্যেব ত্রাকালোকঃ সন্ন্যতিতি হৈনমমুশশাস যাজবল্ক্য। এষাস্য পরমা  
পতিরেষাস্য পরমা সম্পদেবোহস্য পরমো লোক এবোহস্য পরম আনন্দ এতসৈবানন্দস্যাস্তানি  
সুতানি নাত্যমুশসীবতি । ৩২ ।

ন বো মনুষ্যাণা' রাজঃ সন্যকো তবত্যন্তেবামবিপতিঃ সর্কোহ'তুর্ভ্যোভোঁগৈঃ সম্প্রতমঃ স মনুষ্যাণাঃ  
পরম আনন্দোহব যে শতং মনুষ্যাণাবানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানানন্দোহব যে শতঃ  
পিতৃণাং জিতলোকানানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোহব যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স

একঃ কর্ণদেবানামানন্দো যে কর্ণণা দেবত্বমভিসম্পদ্যতে । অথ বে শতং কর্ণদেবানামানন্দাঃ স একঃ  
আজানদেবানামানন্দো বস্তু শ্রোত্রিরোহুজ্জিনোহকামহতোহথ বে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ  
প্রজাপতিলোক আনন্দো বস্তু শ্রোত্রিরোহুজ্জিনোহকামহতোহথ বে শতঃ প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ  
স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো বস্তু শ্রোত্রিরোহুজ্জিনোহকামহতোহথৈব এব পরম আনন্দঃ । এব ব্রহ্ম-  
লোকঃ সম্রাট্টিতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোহিহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উৰ্দ্ধ্বং বিমোক্ষারৈব কথীতাত্র হ  
যাজ্ঞবল্ক্যো বিভ্রাণ্ডককার মেধাবী রাজা সৰ্ব্বৈভ্যোমাহস্তৈভ্যউদরৌৎসীদিতি । ৩৩ ।

স বা এব এভম্বিন্ স্বপ্নান্তে রত্না চরিতা দৃষ্টৈব পুণ্যং পাপক পুনঃ প্রতিভারঃ প্রতিবোক্তা ত্রবতি  
বুদ্ধান্তারৈব । ৩৪ ।

তদবধানঃ স্তসমাহিতমুৎসর্জদায়াদেবমেশ্বরং শাণীর আত্মা প্রাজেনান্দ্রনাথাক্ষমুৎসর্জদ্যতি,  
যত্রৈতদুচ্ছোচ্ছাসী ভবতি । ৩৫ ।

স যত্রারমণিমানঃ স্তেতি জরয় বোপতপভোবাণিমানং নিগচ্ছতি তদবধানং বোদ্ধুধরং বা পিঙ্গলং  
বা বন্ধনাং প্রমুচ্যত এবমেবারং পুরুষ এভ্যোহস্তৈভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিভারঃ প্রতিবোক্তা ত্রবতি  
প্রাণারৈব ৩৬ ।

তদবধা রাজানমায়ান্তমুগ্ধাঃ প্রত্যেনসঃ স্ততগ্রামণ্যোহস্তৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পান্তেহরমায়াত্যর-  
মাগচ্ছতোভ্যেব হৈবংবিদং সৰ্ব্বাণি ভূতানি প্রতিকল্প্যন্ত ইদং ব্রহ্মারাতীদমাগচ্ছতীতি । ৩৭ ।

তদবধা রাজানং প্রযিযাসন্তমুগ্ধাঃ প্রত্যেনসঃ স্ততগ্রামণ্যোহস্তিসমায়ন্ত্যেবমেবমায়ানমন্তকালে  
সৰ্ব্বে প্রাণা অভিসমারন্তি যত্রৈতদুচ্ছোচ্ছাসী ভবতি । ৩৮ ।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহাধিপতি জনকের নিকটে আগমন করিলেন । তিনি মনে  
করিলেন, আমি কিছু বলিব না । [ একরূপ মনে করিবার কারণ এই যে ] পূর্বে বিদে-  
হাধিপতি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্রবিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাতে  
যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন । জনক যথেষ্ট প্রশ্ন করিবেন এই বর চাহিয়াছিলেন,  
তিনিও তাঁহাকে সেই বরই দিয়াছিলেন । তাই সম্রাট্টিই তাঁহাকে পূর্বে প্রশ্ন করিয়া-  
ছিলেন ।

(২) [ সম্রাট্টি জিজ্ঞাসা করিলেন ] হে যাজ্ঞবল্ক্য, এ পুরুষের জ্যোতি কে ? [ যাজ্ঞ-  
বল্ক্য উত্তর দিলেন ] হে সম্রাট্টি, আদিত্য ইহার জ্যোতি । এজন্ত আদিত্যজ্যোতিতেই  
তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন, এবং প্রত্যাগমন করেন । [ সম্রাট্টি  
বলিলেন ] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে ।

(৩) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য যখন অন্তর্মিত তখন এ পুরুষের জ্যোতি কে ? চন্দ্রমা  
ইহার জ্যোতি হয় এজন্ত চন্দ্রবার জ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য  
করেন এবং প্রত্যাগমন করেন । [ সম্রাট্টি বলিলেন ] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে ।

(৪) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অন্তর্মিত হইলে চন্দ্র অন্তর্মিত হইলে এ পুরুষের জ্যোতি  
কে ? অগ্নিঃ ইহার জ্যোতি হন । এজন্ত অগ্নির জ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ  
করেন, কার্য্য করেন এবং প্রত্যাগমন করেন । [ সম্রাট্টি বলিলেন ] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই  
বটে ।

(৫) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অন্তমিত হইলে, চন্দ্র অন্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ক্ষণ হইলে এই পুরুষের জ্যোতি কি ? বাকুই ইহার জ্যোতি হয়। এজন্য বাগ্জ্যোতিতে তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন, এবং প্রতিগমন করেন। সেই কারণেই (অন্ধকারে) যখন নিজের হস্ত পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, সে সময়ে সম্রাট্, আপনিও যেথান হইতে শব্দ উত্থিত হয় সেখানে গমন করিয়া থাকেন। [ সম্রাট্ বলিলেন ] যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে।

(৬) হে যাজ্ঞবল্ক্য, আদিত্য অন্তমিত হইলে, চন্দ্র অন্তমিত হইলে, অগ্নি নির্ক্ষণ হইলে, বাকু নিবৃত্ত হইলে এই পুরুষের জ্যোতি কি ? আত্মাই ইহার জ্যোতি হয়। এজন্য এই আত্মজ্যোতিতেই তিনি থাকেন, বিচরণ করেন, কার্য্য করেন এবং প্রত্যাগমন করেন।

(৭) আত্মা কি ? প্রাণসমূহে ( বাগাদিতে হৃদয়ে ) যিনি অন্তর্জ্যোতি বিজ্ঞানময় পুরুষ [ তিনিই আত্মা ]। তিনি ( বুদ্ধির মধ্যে ) এক হইয়া যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন নিরতিশয় চঞ্চল হইতেছেন, এইভাবে উভয় লোকে বিচরণ করেন। তিনি স্বপ্ন হইয়া এ লোক এবং মৃত্যুর রূপ ( বিষয়েজ্জিয়সমষ্টি ) অতিক্রম করেন।

(৮) সেই পুরুষ জন্মিয়া দেহে আত্মভাববশতঃ পাপসংস্থষ্ট হন। মরিয়া শরীর হইতে উদ্ধে গমন করিয়া তিনি পাপবিমুক্ত হন।

(৯) এই পুরুষের দুইটি স্থান—ইহলোক ও পরলোক। এ দুইয়ের সন্ধিস্থল স্বপ্ন তৃতীয় স্থান। এই সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করিয়া তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় স্থানকে দর্শন করেন। যে রূপ সাধন লইয়া ইনি পরলোকস্থানে স্থিতি করেন সেই সাধন অনলখন করিয়া ইনি পাপ বা আনন্দ প্রত্যক্ষ করেন। যখন ইনি নিদ্রাগত হন তখন আপনাকে নিশ্চেষ্ট করত এই লোকে অম্লভূত বিষয়ের মাত্রা লইয়া আপনাকেই বিরচন-পূর্ব্বক নিজের দোষিতে নিজের জ্যোতিতে নিদ্রা যান। এস্থলে পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হন।

(১০) যথেষ্ট রথও নাই, অশ্বাদিও নাই, পদও নাই, অথচ তিনি রথ, অশ্বাদি ও পদ সৃজন করেন। সেখানে আনন্দও নাই, তর্ষও নাই, নিরতিশয় হর্ষও নাই, অথচ আনন্দ, হর্ষ, ও নিরতিশয় হর্ষ তিনি উৎপাদন করেন। সেখানে পঞ্চলও নাই, তড়াগও নাই, বহমান নদীও নাই, অথচ পঞ্চল, তড়াগ ও নদী তিনি সৃজন করেন।

(১১) এ বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে :—একা ( আত্মা স্বপ্ন ইহলোক পরলোকে ) গমনশীল হিরণ্ময় পুরুষ নিদ্রায় শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া স্বয়ং অস্ত্র না হইয়াও অস্ত্রিকালে উদ্ভূত বিষয়সমূহকে প্রকাশ করেন। আবার পুনরায় শুদ্ধবোধ লইয়া জাগরণস্থানে আইসেন।

(১২) নিন্দনীয় কুল্যকে ( শরীরকে ) প্রাণযোগে রক্ষা করিয়া অমরণপর্য্যন্ত সেই

এক গমনশীল হিরণ্য পুরুষ কুলায়ের বাহিরে বিচরণপূর্বক যেখানে তাঁহার অভিলাষ সেখানে অমরবর্ষা থাকিয়া অভিলাষ প্রাপ্ত হন ।

(১৩) স্বপ্নস্থানে উচ্চ নীচ অবস্থাপ্রাপ্ত সেই দেব অসংখ্য রূপ উৎপাদন করেন । কখনও বা জীর্ণ সহ আমোদিত হইয়া যেন হাসেন, কখনও বা যেন ভয় দেখেন । সোক সকল ইহার ক্রীড়াস্থান দেখে, ইহাকে কেহ দেখিতে পার না ।

(১৪) [ চিকিৎসকগণ ] বলেন, সেই স্বপ্ন পুরুষকে সহসা জাগাইবে না । [ কেন না ] যে ইচ্ছায়দ্বারে ইনি যান নাই, সেইটি দেহের সম্বন্ধে হৃদয়কিঞ্চিৎ হইয়া উঠিবে । অপরে বলিয়াছেন, এই পুরুষের সম্বন্ধে এই স্বপ্নস্থানই জাগরিতপ্রদেয়, কেন না ইনি জাগরণকালে যে সকল দেখেন নিদ্রাকালে সেই সকলই দেখিয়া থাকেন । এই স্বপ্নস্থানে পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন । ( জনক বলিলেন ), আমি আপনাকে সহস্র গো দান করিব । ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন ।

(১৫) এই হৃদয়স্থি অবস্থায় সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ-দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া স্বপ্নস্থানে আগমন করেন । তিনি সেখানে যাহা দেখেন তাহাতে লিপ্ত হন না, কেন না এ পুরুষ অসঙ্গ । ( জনক বলিলেন ) হে বাজবল্য, এই রূপই বটে । আমি আপনাকে সহস্র গো দান করিব । ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন ।

(১৬) সেই স্বপ্নাবস্থায় সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ-দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া জাগরিতস্থানে আগমন করেন । তিনি সেখানে যাহা দেখেন তাহাতে লিপ্ত হন না, কেন না এ পুরুষ অসঙ্গ । ( জনক বলিলেন ) হে বাজবল্য, এইরূপই বটে । আমি আপনাকে সহস্র গো দান করিব, ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে আপনি বলুন ।

(১৭) এই জাগরিতস্থানে সেই পুরুষ আমোদ, বিচরণ এবং পুণ্য-পাপ-দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া স্বপ্নস্থানে যান ।

(১৮) মহামত্ত যেমন পূর্বাঙ্গ উত্তর কূলে সঞ্চরণ-করে, সেইরূপ এই পুরুষ স্বপ্নস্থান জাগরিতস্থান উত্তর স্থানে বিচরণ-করেন ।

(১৯) এই আকাশে যেমন মহাকায় যন্দবেগ পক্ষী অথবা অল্পকায় বেগবান্ পক্ষী নানা গতিতে গমন করিয়া যখন প্রান্ত হয় তখন পক্ষবদ্য সমুচ্চিত করিয়া আপনার নীড়ের দিকে গমন করে, তেমনি এই পুরুষ হৃদয়স্থির দিকে ধাবিত হন এবং হৃদয়স্থিতে কোন অভিলষণীয় বিষয়ে অভিলাষ করেন না, কোন স্বপ্নও দেখেন না ।

(২০) এই পুরুষের ( দেহ ) হিতনামক নাড়ীগুলি একটি কেশকে সহস্রখা ভিন্ন করিলে ঘেরূপ স্তম্ভ হয় সেইরূপ স্তম্ভাকারে ( দেহে ) আছে । এগুলি সুর, নীল, পিঙ্গল হরিৎ, লোহিত ( রস ) পূর্ণ । এই সকল স্থলে কেহ কেহ যেন ইহাকে বধ করিতেছে

কেহ কেহ যেন ইহাকে অধীন করিয়া ফেলিতেছে, হস্তী যেন ইহাকে তাড়া করিয়া বাইতেছে, ইনি যেন গর্ভে পড়িয়াছেন, এমন কি জাগ্রদবস্থায় যে ভয় দেখেন স্বপ্নাবস্থায় মোহবশতঃ তাহাই মনে করেন। যে সময়ে তিনি মনে করেন আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা, আমিই এ সব, তখন উহাই তাঁহার সম্বন্ধে পরম লোক।

(২১) এইটি এই পুরুষের সম্বন্ধে কামনাভীত বিগতপাপ অভয় অবস্থা। প্রিয়-  
জীকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ( প্রিয়তম) যেমন বাহু কিছু জানিতে পান না অন্তরেরও কিছু জানিতে পান না, সেইরূপ এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা ( পরাজ্ঞা ) কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহু কিছু জানিতে পান না অন্তরেরও কিছু জানিতে পান না। এইটিই ইহার আশ্রয়কাম, আশ্রয়কাম, অকাম ও শোকাভীত অবস্থা।

(২২) এই স্রুষ্টিতে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হয়, বেদ অবেদ হয়। এই স্রুষ্টিতে চোর অচোর হয়, ক্রণহা অক্রণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌকস অপৌকস হয়, ভ্রমণ অভ্রমণ হয়, তাপস অতাপস হয়। পুণ্যে অলিপ্ত পাপে অলিপ্ত [ ইহার অবস্থা ] হয়। ইনি সে সময়ে হৃদয়ের সর্ববিধ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।

(২৩) বাহা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না। ঐষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃকশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি দেখিবেন।

(২৪) বাহার তিনি শ্রাণ লন না, শ্রাণ লইয়াই তাহার শ্রাণ লন না। শ্রাণকর্তী অবিনাশী তাই তাঁহার শ্রাণশক্তির বিলোপ হয় না, তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি শ্রাণ লইবেন।

(২৫) তিনি যে স্বাদ লন না, স্বাদ লইয়াই স্বাদ লন না। স্বাদগ্রহীতা অবিনাশী তাই তাঁহার স্বাদগ্রহণশক্তির লোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি স্বাদ লইবেন।

(২৬) তিনি যে বলেন না, বলিয়াই বলেন না। বক্তা অবিনাশী তাই তাঁহার বলবার শক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি বলিবেন।

(২৭) তিনি যে শোনেন না, শুনিয়াই শোনেন না। শ্রোতা অবিনাশী তাই তাঁহার শ্রবণশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি শ্রবণ করিবেন।

(২৮) তিনি যে মনন করেন না, মনন করিয়াই মনন করেন না। মননকর্তা অবি-  
নাশী তাই তাঁহার মননশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি মনন করিবেন।

(২৯) তিনি যে স্পর্শ করেন না, স্পর্শ করিয়াই স্পর্শ করেন না। স্পর্শকর্তা অবিনাশী তাই তাঁহার স্পর্শশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে তিনি স্পর্শ করিবেন।

(৩০) তিনি যে বিশেষভাবে জানেন না, বিশেষভাবে জানিয়াই বিশেষভাবে জানেন না। বিজ্ঞাতা অবিনাশী তাই তাঁহার বিজ্ঞানশক্তির বিলোপ হয় না। তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে, তিনি বিশেষভাবে জানিবেন।

(৩১) যেখানে ( জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থায়) আপনা ছাড়া অস্ত্র কিছু থাকে, অস্ত্র অস্ত্রকে দেখে, অস্ত্র অস্ত্রের ঘ্রাণ লয়, অস্ত্র অস্ত্রের স্বাদ লয়, অস্ত্র অস্ত্রকে বলে, অস্ত্র অস্ত্রকে শ্রবণ করে, অস্ত্র অস্ত্রকে মনন করে, অস্ত্র অস্ত্রকে স্পর্শ করে, অস্ত্র অস্ত্রকে বিশেষ করিয়া জানে।

(৩২) (স্বয়ুপ্তিতে) সলিলে সলিলগদ্য একমাত্র দ্রষ্টা দ্বিতীয়শূন্য হন। হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক—জনককে যাজ্ঞবল্ক্য এই উপদেশ দিলেন। ইহাই ইহার পরম গতি, ইহাই ইহার পরম সম্পৎ, ইহাই ইহার পরম লোক, ইহাই ইহার পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণা অপরাপর প্রাণী ভোগ করিয়া থাকে।

(৩৩) মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি সিদ্ধ, সমৃদ্ধ, অস্ত্র লোকের অধিপতি, মনুষ্যোচিত নিখিল ভোগসম্পন্ন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে পরম আনন্দ। মনুষ্যগণের জন্ম শত আনন্দ আর যে পিতৃগণ লোকজয় করিয়াছেন তাঁহাদের একটি আনন্দ সমান। লোকজয়কারী পিতৃগণের শত আনন্দ আর গন্ধর্ব্বলোকে একটি আনন্দ সমান। গন্ধর্ব্বলোকের শত আনন্দ আর কৰ্ম্ম দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের একটি আনন্দ সমান। কৰ্ম্মদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্ত দেবগণের শত আনন্দ আর আজন্ম যাহারা দেবতা তাঁহাদের একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীতভৃঞ্চ, তাঁহার আনন্দ আর আজন্ম যাহারা দেবতা তাঁহাদের আনন্দ সমান। আজন্ম যাহারা দেবতা তাঁহাদের শত আনন্দ আর প্রজাপতিলোকে একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীতভৃঞ্চ তাঁহার আনন্দ ইহার মত। প্রজাপতিলোকের শত আনন্দ আর ব্রহ্মলোকের একটি আনন্দ সমান। যিনি অধীতবেদ, পাপশূন্য, বীতভৃঞ্চ তাঁহার আনন্দ ইহার মত। এইটিই পরম আনন্দ। \* যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, ইহাই ব্রহ্মলোক। ( জনক বলিলেন: )

\* এই কথাগুলিই তৈত্তিরীয় উপনিষদে একটু বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। যথা—“সৈবানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুগুণাধ্যায়িকঃ। আশিষ্টো জটিলো বলিষ্ঠঃ। তস্যোয়ং পৃথিবী সৰ্ব্বা বিস্তৃতা পূর্ণা স। ১। স একো মাত্মন আনন্দঃ। ১।

তে যে শতং মাত্মন্য আনন্দাঃ; স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ; স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ; স একঃ পিতৃণাং চিরলোকানামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকানামানন্দাঃ; স একঃ আজারজানাং দেবানামানন্দঃ; শ্রোত্রিয়স্য

আমি আপনাকে সহস্র গৌ দান-করিব, ইহার পর মোক্ষবিষয়ে কি আছে বলুন। এই কথায় যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবিয়া ভীত হইলেন যে, আমি যতগুলি প্রেমের উত্তর দিলাম, ( তাহার পর আর কি আছে ) এই বলিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা আমার রোধ করিলেন ( দেখিতেছি প্রশ্নজালে আমার উপার্জিত সমুদায় জ্ঞান ইনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবেন ) ।

(৩৪) সেই পুরুষ স্বপ্নস্থানে আমোদ, বিচরণ এবং পাপপুণ্য দর্শন করিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া জাগরিতস্থানে গমন করেন ।

(৩৫) সেই সময়ে ভাৱাক্রান্ত শব্দট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের উর্দ্ধ্বাশ উপস্থিত হয় ।

(৩৬) যে সময়ে এই পুরুষ জরা বা রোগ দ্বারা ক্লশ হইয়া পড়েন, তৎকালে আত্ম, ডুম্বুর বা তৎসদৃশ ফল যেপ্রকার বৃন্ত হইতে খসিয়া পড়ে, তেমনি এই পুরুষ এই সকল অঙ্গ হইতে প্রযুক্ত হইয়া যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন সেই স্থান দিয়া প্রাণের দিকে গমন করেন ।

(৩৭) রাজা আসিতেছেন জানিয়া যেমন উগ্রগণ এবং [ তন্ত্ৰাদিদগুনে নিযুক্ত ] হৃত ও গ্রামনেতৃগণ অন্ন-পান-পটবাসাদি লইয়া—এই রাজা আসিতেছেন এই রাজা আসিতেছেন বলিয়া—প্রতীক্ষা করে, প্রয়াণকালে সেই রূপ এই ব্রহ্ম ( ভোক্তা ) আসি-তেছেন, এই ব্রহ্ম আসিতেছেন বলিয়া সমুদায় ভূতগণ স্বকর্মফলজ ব্যক্তির প্রতীক্ষা করে ।

(৩৮) রাজা যখন প্রতিগমন করেন তখন যেমন উগ্রগণ, হৃত ও গ্রামনেতৃগণ তাঁহার সমুখে আগমন করে, তেমনি মরণকালে সমুদায় প্রাণ আত্মার সমুখে আসে। যে কালে এইটি হয় সে কালে পুরুষের উর্দ্ধ্বাশ হয় ।

ভাব—(৭) মৃত্যু—ভোক্তা জীবসমষ্টি (৮।১০) । (৯) বিরচন—বাসনাময়দেহ-বিরচন । (১৪) সেইটি চিন্তিকিংশ্র—যে ইন্দ্রিয়দ্বারে আত্মা যায় নাই, সেই ইন্দ্রিয়দ্বার অবরুদ্ধ থাকিয়া যায়, সুতরাং অজ্ঞতাবিধিরতাদি উপস্থিত হইয়া উহা চিকিৎসার অতীত হয় । (১৫) অসঙ্গ—স্বপ্নাবস্থার পুরুষ অসঙ্গ ইহাতেই বুঝা যায় যে, স্বপ্নে যে সমুদায় ভোগ হয়, সে সমুদায় আর জাগরণের অবস্থায় থাকিয়া যায় না ।

চাকামহস্য। তে যে শতমজানমানান্ দেবানামানন্নাঃ স একঃ কর্ণদেবানামানন্নাঃ, যে কর্ণণী দেবা-  
নপিরন্তি ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ণদেবানামানন্নাঃ, স এক ইন্দ্রসানিন্নাঃ, শ্রোত্রি-  
রস্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিত্রস্যানিন্নাঃ, স একো বৃহস্পতেরানিন্নাঃ ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য।  
তে যে শতং বৃহস্পতেরানিন্নাঃ, স একঃ ঐজাপতেরানিন্নাঃ ; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং  
ঐজাপতেরানিন্নাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনিন্নাঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। স যশ্চাঃ পুরুষে বশ্চাসা-  
বাতিভ্যে স একঃ ।



ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তত্তোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবন্তবিষয়মিতি সৰ্ববোদ্ধার এব চ । বক্তাভিং  
ত্রিকালাতীতং তদপোদ্ধার এব । ১ ।

সৰ্বং হেতুত্রকারমাত্মা ব্রহ্ম সোহরমাত্মা চতুশ্চাং । ২ ।

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিশতিমুখঃ স্থলভূতৈবানরঃ প্রথমঃ পাদঃ । ৩ ।

স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভূত্ব চৈক্সনো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ । ৪ ।

যত্র স্থপ্তো ন ককন কারং কামরতে ন ককন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ স্থপ্তম্ । স্থপ্তস্থান একীভূতঃ  
প্রজ্ঞানঘন এবানন্দমরো হ্যনন্দভূত্ব চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞত্বতীয়ঃ পাদঃ । ৫ ।

এষ সৰ্বের্ষর এব সৰ্বজ্ঞ এষোহন্তর্ধামেষ বোনিঃ সৰ্বস্য প্রভাবাপ্যরো হি ভূতানাম্ । ৬ ।

নাত্তঃপ্রজ্ঞঃ ন বহিঃপ্রজ্ঞঃ নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞা নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ-  
মলক্ষণমচ্ছিন্নমব্যাপদেস্তমেকাঙ্গপ্রত্যয়সারং প্রত্যকোপশমং শান্তং শিবমবৈতং চতুর্থং মন্তজে স আত্মা স  
বিজ্ঞেয়ঃ । ৭ ।

সোহরমাত্মাহ্যক্ষরমোদ্ধারোহবিমাত্মং পাদা মাত্রাঃ । মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার  
ইতি । ৮ ।

জাগরিতস্থানো বৈদ্যানরোদ্ধারঃ প্রথমা মাত্রাহেতুেরাহিসমত্যা । আগ্নোতি হ বৈ লক্ষ্মান্  
কামানামিচ্ছ ভবতি য এবং বেদ । ৯ ।

স্বপ্নস্থানৈত্তজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়দ্বারা উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসত্ত্বতি সমানশ্চ  
ভবতি নাস্যাত্রক্ষবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ । ১০ ।

স্থপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারত্বতীয়া মাত্রা মিতেরণীতের্বা । মিনোতি হ বা ইহং সৰ্বমপীত্বশ্চ  
ভবতি য এবং বেদ । ১১ ।

অমাত্রাশ্চতুর্থোব্যবহার্যঃ প্রপকোপশমঃ শিবোহবৈত এবমোদ্ধার আত্মৈব সংবিশত্যাঙ্গানাঙ্গানং  
য এবং বেদ ।

(১) ওঁ এই অক্ষরই সকল । উহার ব্যাখ্যান এই—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—  
ওদ্ধারই সকল । যাহা কিছু তিন কালের অতীত তাহাও ওদ্ধার ।

(২) এ সকলই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম—এই আত্মা । এই আত্মা চতুশ্চাং ।

(৩) (আত্মার) প্রথম পাদ বৈদ্যানর । ইনি জাগরিতস্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিশতিমুখ, স্থলভূত্ব ।

(৪) (আত্মার) দ্বিতীয় পাদ তৈজস । ইনি স্বপ্নস্থান, অন্তঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোন-  
বিশতিমুখ, স্থলবিষয়ভূত্ব ।

(৫) স্থপ্ত ব্যক্তি যে স্থলে কামনার বিষয় কামনা-করে না কোন স্বপ্ন দেখে না সেইটি  
স্থপ্তম্ । (আত্মার) তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞ । ইনি স্থপ্তস্থান, (স্বপ্ন ও জাগরণে অচতুত  
বিষয়সমূহ হীহাতে ) একীভূত, প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়, তজ্জগ্ৰই ইনি আনন্দভূত্ব, চেতনা  
ইহার মুখ ।

(৬) ইনি সৰ্বের্ষর, ইনি সৰ্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্ধামী, ইনি সকলের প্রসমিতি, ইনি সকল  
ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ ।

(৭) যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নন, বহিঃপ্রজ্ঞ নন, উভয়প্রজ্ঞ নন, প্রজ্ঞানধন নন, প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণরহিত, অচিন্ত্য, অবাগদেয়, একাত্ম-প্রত্যয়সার, প্রপঞ্চোপশম, শাস্ত, শিব, অষ্টৈবত। ইহাকেই পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

(৮) সেই এই আত্মা ওকার। ওকারের অক্ষর ও মাত্রাবলম্বনে পাদ ও মাত্রা। অকার, উকার ও মকার পাদ ও মাত্রা।

(৯) যিনি জাগরিতস্থান বৈখানর তিনি আশ্রি অর্থাৎ ব্যাপ্তি বা আদিমস্বাবশতঃ প্রথম মাত্রা অকার। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি সর্ববিধ অভিজ্ঞানের বিষয় লাভ করেন।

(১০) যিনি স্বপ্নস্থান তৈজস তিনি উৎকর্ষ-বা-উভয়ত্ববশতঃ দ্বিতীয় মাত্রা উকার। যিনি এরূপ জানেন তিনি বিজ্ঞানপ্রবাহের উৎকর্ষসাধন করেন, (শক্রমিত্র সকলের নিকট) সমান হন, ইহার কূলে কেহ অবক্ষবিৎ হয় না।

(১১) যিনি সূক্ষ্মস্থান প্রাজ্ঞ তিনি মিত্র বা একীভূতত্ববশতঃ তৃতীয় মাত্রা মকার। যিনি এই প্রকার জামেন তিনি এ সকলের পরিমাণ করেন এবং এক হন।

(১২) যিনি মাত্রাহীন চতুর্থ তিনি অব্যবহার্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব ও অষ্টৈবত। এই রূপে আত্মাই ওকার। যিনি এরূপ জানেন তিনি আপনি পরাশ্রিতে প্রবেশ করেন।

ভাব—(১) তিন কালের অতীত—এখনও ব্রহ্মের ভিতরে বাহ্য অব্যক্ত ভাবে আছে, তাহা তিন কালের অতীত।

(২) ব্রহ্ম—এই আত্মা—ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত পরোক্ষ। তিনি যখন আত্মা হইয়া প্রকাশ পান তখন তিনি অপরোক্ষ—এই আত্মা—এইরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন।

(৩) বৈখানর—বিশ্বরূপ। বহিঃপ্রজ্ঞ—জাগরিত অবস্থায় আপনাকে ছাড়া বাহ্যিকের বিষয়সমূহ যিনি জানেন তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ। লপ্তাজ্ঞ—দ্যালোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী, আহবনীর অগ্নি এই সপ্ত অঙ্গ। একোনবংশতিমুখ—পঞ্চ জ্ঞানেঞ্জিয়, পঞ্চ কার্ষেঞ্জিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই উনিশটি মুখ। স্থলভূক্—স্থল বিষয়-সমূহের সহিত সঞ্চর্ষবশতঃ ইঞ্জিয়যোগে স্থল বিষয়ের ভোগ হয় বলিয়া স্থলভূক্।

(৪) তৈজস—বিষয়শূন্য কেবল প্রকাশরূপ—তেজ, তাদৃশ বাহার প্রজ্ঞা তিনি তৈজস। অন্তঃপ্রজ্ঞ—অন্তঃকরণস্থ বাসনাময় বিষয় জানেন এজ্ঞ তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ। লপ্তাজ্ঞ—বাসনাকারে স্থিত পূর্ব্বোক্ত দ্যালোক প্রভৃতি লাভটি। একোনবংশতিমুখ—স্বপ্নজ্ঞানাকারে ভাসমান ইঞ্জিয়াদি। স্বপ্নবিষয়ভূক্—জ্ঞানাকারে অবস্থিত স্বপ্নবিষয়সমূহের ভোক্তা।

(৫) প্রাজ্ঞ—প্রজ্ঞাবান্ (পা, ৫।২।১০)। প্রজ্ঞা—স্বরূপভূত চিহ্নকৃতি (৬।২)। একীভূত—স্বপ্ন ও জাগরণে বিষয়সমূহ আপনাকে অতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

সেই সমুদায় বিষয় আর এখন আত্মার অতিরিক্ত নয়, তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং একীভূত । প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়—বিষয়সমূহের জ্ঞান—প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান ঘন অর্থাৎ অবিভক্ত ভাব ধারণ করিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে । জ্ঞানের অবিভক্তাবস্থায় কেবল আনন্দমাত্রের অমৃতুতি থাকে, সুতরাং প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় এইরূপ অভেদ নির্দেশ হইয়াছে । আনন্দ সমুদায়ের মূল (১০।১১) এজ্ঞা উহা স্রষ্টার স্বরূপ এবং স্বরূপ বলিয়াই উহা অলুপ্ত থাকে । আনন্দভূক্ত চেতনা ইহার মুখ—পরাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীবের যদিও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়সম্পর্কে জ্ঞান আর নাই, তথাপি জ্ঞানের অবিভক্তাবস্থায় যে আনন্দ অবশেষ থাকে সেই আনন্দে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দের ভোক্তা । জীবাত্মা অগৃহীততত্ত্ব, সুতরাং তাহার চেতনা সকল সময়ে বিদ্যমান থাকে । এই চেতনামায়ে আনন্দসন্তোষ হয় বলিয়া উহা মুখ । এইরূপে জীবের যে আনন্দসন্তোষ হয় সেই আনন্দ প্রাজ্ঞের স্বরূপ ।

(৬) ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি সর্বাঙ্গধামী ইত্যাদি প্রাজ্ঞের বিশেষণ এই দেখাইয়া দিতেছে যে সৃষ্টির আরম্ভে জীবকে লইয়া যিনি জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি প্রাজ্ঞ । সুতরাং জীব ও জগৎকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাজ্ঞ বিদ্যমান ।

(৭) কি অন্তঃপ্রজ্ঞ, কি বহিঃপ্রজ্ঞ, কি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এ উভয়ের অন্তরালস্থ বিষয়জ্ঞ, ইহাদের সকলের সঙ্গেই জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ আছে । সুবুণ্ডাবস্থায় জীব প্রজ্ঞানঘন হইয়া স্থিতি করেন । প্রজ্ঞা—পরাপ্রকৃতি, অপ্রজ্ঞা—অপরা প্রকৃতি । এ সমুদায় হইতে পৃথক্ না করিলে, যিনি সর্বাভীত তুরীয় তাঁহাকে ধারণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাই তুরীয়ে অন্তঃপ্রজ্ঞাদি নিবিদ্ধ হইয়াছে । সর্বাভীত ব্রহ্ম কোন কালে প্রজ্ঞাবর্জিত নহেন । তিনি ও প্রজ্ঞা একই বস্তু, তবে সৃষ্টির পূর্বে প্রজ্ঞা অব্যক্ত থাকেন, সৃষ্টিপ্রারম্ভে ‘আমি ব্রহ্ম’ এই কর্তৃত্ববাচক আমিরূপে ইনি প্রকাশ পান \* । ব্রহ্মেতে এই কর্তৃত্ব নিত্যকাল আছে, সুতরাং তিনি কোন কালে অপ্রাজ্ঞ নহেন । অন্তঃপ্রজ্ঞাদির নিবেদনমধ্যে এজ্ঞা প্রাজ্ঞ নিবিদ্ধ হন নাই । প্রাজ্ঞের আনন্দময় নিত্যসিদ্ধ, এজ্ঞা তুরীয়ে উহার নিবেদন দেখিতে পাওয়া যায় না ।\* অদৃষ্ট—চক্ষুর অবিষয় । অব্যবহার্য—ব্যবহারের অবিষয় । অগ্রাহ—কর্মেজিয়ের অবিষয় । অলক্ষণ—কোন লক্ষণবিশেষ নাই যে তিনি তদ্বারা লক্ষিত হইবেন সুতরাং অচিন্ত্য—চিন্তার অবিষয় । চিন্তার অবিষয় সুতরাং অব্যাপদেশ—শব্দের অব্যচ্য । তবে কি তিনি অবস্তা ? না । তিনি একাত্ম-প্রত্যয়সার—জাগ্রাদি সকল অবস্থামধ্যে—সেই একই আত্মা—এই যে প্রত্যয় অক্ষুর-

\* জীব আপনার ভিতরে দুই আমিরা ফিরা নিয়ত প্রত্যক করে । এক আমি ভোক্তা, এক আমি নিয়ন্তা । জীবের কর্তৃত্ব ভোগে, নিয়ন্তার কর্তৃত্ব ভোগবিতরণে । সকল বস্তুতেই এই নিয়ন্তা আমি বিদ্যমান, তবে তাহার অচেতন বলিয়া এই নিয়ন্তার সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য সুতরাং ‘আমি’ এ বোধ তাহাদের নাই ।

ভাবে বিদ্যমান থাকে সেই প্রত্যয়ই ইহার অন্তিষেব প্রমাণ । প্রপঞ্চোপশম—রূপরসাদি বিষয় প্রপঞ্চ, সেই প্রপঞ্চের ধাঁহাতে নিযুক্তি হইয়াছে তিনি প্রপঞ্চোপশম—জগৎের সহিত সম্বন্ধবর্জিত । সূতরাং শাস্ত—বিকারহীন, শিব—মঙ্গল, অদ্বৈত—বৈতবিরহিত । তিনি আত্মা, তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য—সমুদায় জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবর্জিত হইয়াও তিনি যে আত্মা সেই আত্মাই রহিলেন, সূতরাং তাঁহাকে সর্বসম্বন্ধবিবর্জিত আত্মস্বরূপে জ্ঞানের বিষয় করিতে হইবে । ইনি শিবস্বরূপ, এজন্তই ইনি সৃষ্টির জন্ত পরা ও অপরা প্রকৃতিকে আপনার বলিয়া স্বীকার করেন ।

(৯) আশ্চি অর্থাৎ ব্যাশ্চি—অকার সমুদায় বর্ণমধ্যে আছে বলিয়া ব্যাশ্চি । আদি-মত্তা—অকার সকল বর্ণের আদিবর্ণজন্ত ।

(১০) উৎকর্ষ-বা-উভয়ঃ—অকার হইতে উকারের উৎকৃষ্টত্বাৎ উৎকর্ষ, বিশ্ব ও প্রাজ্ঞ এ উভয়ের মধ্যবর্তী এ জন্ত উভয়ঃ । সমান হন—প্রিয় হন অদেয়া হন ।

(১১) মিতঃ বা একৌতঃ—সুস্পির অবস্থায় বৈখানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে, এবং অকার ও উকার মকারে প্রবেশ করিয়া পরিমিত হইয়া যায়, বিস্তৃতি চলিয়া যায় এজন্ত মিতঃ । জাগরিতাবস্থায় আবার বৈখানর ও তৈজস প্রাজ্ঞ হইতে, অকার ও উকার মকার হইতে বিনিঃসৃত হয়, সূতরাং মিতঃ । অকার ও উকার মকারে এবং বৈখানর ও তৈজস প্রাজ্ঞে এক হইয়া যায় এজন্ত একৌতঃ । যিনি এই প্রকার জানেন—প্রবেশ, নির্গম ও একীভবন জানেন । ৫ ।

৬। স বা এষ পুরুষোহম্বরসময়ঃ । তস্মৈদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাশ্রা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদ-পোষ শ্লোকো ভবতি । ২ । ৩ । ৪ ।

অশ্রাটৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ ।

অথোহ্মেনৈব জীবন্তি অথৈনদপিয়ন্ত্যন্ততঃ ।

অমত্ৰহি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্কৌষধমুচ্যতে ॥

সর্কং বৈ তেহম্মাপু বন্তি যেহম্নং ত্রক্কোপাসতে ।

অমত্ৰহি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং তস্মাৎ সর্কৌষধমুচ্যতে ॥

অশ্রাদুতানি জায়ন্তে জাতান্মেনে বর্দ্ধন্তে ।

অদ্যতেহতি চ ভূতানি তস্মাদম্নং তদুচ্যতে ॥ ইতি ।

তস্মাচ্চা এতস্মাদম্নরসময়াদন্যোহস্তর আশ্রা প্রাণময়ঃ । তেনৈষ পূর্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তস্মৈ পুরুষবিধতান্ অবয়ং পুরুষ-

ବିଧଃ । ତସ୍ମିନ୍ନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶିରଃ । ବ୍ୟାନୋ ଦକ୍ଷିଣଃ ପଞ୍ଚଃ । ଅପାନ  
ଉତ୍ତରଃ ପଞ୍ଚଃ । ଆକାଶ ଆତ୍ମା । ପୃଥିବୀ ପୁଞ୍ଚଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ତଦ-  
ପୋଷ ଶ୍ଳୋକୋ ଭବତି । ୨ । ୧—୩ ।

ପ୍ରାଣଂ ଦେବା ଅନୁପ୍ରାଣନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟାଃ ପଶବଃ ଷେ ।

ପ୍ରାଣୋ ହି ଭୂତାନାମାୟୁଃ ତସ୍ମାଂ ସର୍ବୀୟୁଷ୍ମୁଚ୍ୟାତେ ।

ସର୍ବମେବ ତ ଆୟୁର୍ଯନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣଂ ବ୍ରହ୍ମୋପାସତେ ।

ପ୍ରାଣୋ ହି ଭୂତାନାମାୟୁଃ ତସ୍ମାଂ ସର୍ବୀୟୁଷ୍ମୁଚ୍ୟାତେ । ଇତି ।

ତତ୍ତ୍ୱେଷ ଏବଂ ଶାରୀର ଆତ୍ମା, ଯଃ ପୂର୍ବସ୍ତୁ ।

ତସ୍ମାନ୍ନା ଏତସ୍ମାଂ ପ୍ରାଣମୟାଂ ଅନ୍ତୋହନ୍ତର ଆତ୍ମା ମନୋମୟଃ ।  
ତେନୈଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଃ । ସ ବା ଏଷ ପୁରୁଷବିଧ ଏବଂ । ତସ୍ମିନ୍ନ ପୁରୁଷବିଧାତାମ୍  
ଅହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷବିଧଃ । ତସ୍ମିନ୍ନ ଯଜୁରେବ ଶିରଃ । ଶ୍ୱାଦକ୍ଷିଣଃ ପଞ୍ଚଃ । ସାୟୋ-  
ତ୍ତରଃ ପଞ୍ଚଃ । ଆଦେଶ ଆତ୍ମା । ଅଧର୍ବ୍ବାସିରସଃ ପୁଞ୍ଚଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।  
ତଦପୋଷ ଶ୍ଳୋକୋ ଭବତି । ୩ । ୧ । ୨ ।

ସତୋ ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସା ସହ ।

ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବିଦ୍ଧାନ୍ ନ ବିଭେତି କଦାଚନେତି ॥

ତତ୍ତ୍ୱେଷ ଏବଂ ଶାରୀର ଆତ୍ମା, ଯଃ ପୂର୍ବସ୍ତୁ ।

ତସ୍ମାନ୍ନା ଏତସ୍ମାଂ ମନୋମୟାଂ ଅନ୍ତୋହନ୍ତର ଆତ୍ମା ବିଜ୍ଞାନମୟଃ ।  
ତେନୈଷ ପୂର୍ଣ୍ଣଃ, ସ ବା ଏଷ ପୁରୁଷବିଧ ଏବଂ । ତସ୍ୟ ପୁରୁଷବିଧାତାମ୍ ଅହସ୍ୟଂ  
ପୁରୁଷବିଧଃ । ତସ୍ୟ ଶ୍ରୈକ୍ଷେବ ଶିରଃ । ଶ୍ୱାତଂ ଦକ୍ଷିଣଃ ପଞ୍ଚଃ । ସତ୍ୟମୁତ୍ତରଃ  
ପଞ୍ଚଃ । ଯୋଗ ଆତ୍ମା । ମହଃ ପୁଞ୍ଚଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ତଦପୋଷ ଶ୍ଳୋକୋ  
ଭବତି । ୪ । ୧ । ୨ ।

ବିଜ୍ଞାନଂ ଯଜ୍ଞଂ ତନ୍ମୁତେ କର୍ମାଗି ତନ୍ମୁତେହି ପି ଚ ।

ବିଜ୍ଞାନଂ ଦେବାଃ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋର୍ଥମୁପାସତେ ।

ବିଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚେଦ୍ଧେଦ ତସ୍ମାନ୍ନେତ୍ସମ ପ୍ରମାଦ୍ୟାତି ।

ଶରୀରେ ପାପମ୍ବନୋ ହିତ୍ୱା ସର୍ବୀନ୍ କାମାନ୍ ସମୁଦ୍ଧୂତ ଇତି ।

ତତ୍ତ୍ୱେଷ ଏବଂ ଶାରୀର ଆତ୍ମା, ଯଃ ପୂର୍ବସ୍ତୁ ।

ତସ୍ମାନ୍ନା ଏତସ୍ମାଦ୍ବିଜ୍ଞାନମୟାଂ ଅନ୍ତୋହନ୍ତର ଆତ୍ମାନ୍ନାନନ୍ଦମୟଃ । ତେନୈଷ

পূর্ণঃ । স বা এষ পুরুষবিধ এব । তন্ত্ৰ পুরুষবিধতাম্ অষয়ং পুরুষ-  
বিধঃ । তন্ত্ৰ প্রিয়মেব শিরঃ । মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ । প্রমোদ  
উত্তরঃ পক্ষঃ । আনন্দ আত্মা । ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তদপোষ  
শ্লোকো ভবতি । ৫ । ১ । ২ ।

অসম্ভব ভবতি অসদ্ব্রজ্জ্যোতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রজ্জ্যোতি চেদেদ সন্ত্যমেনং ততো বিদুরিতি ।

তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূৰ্ব্বন্ত্ৰ ।

তৈ, উ, ৬।১। মু ২।২ ৭।

‘স’ ঈশঃ ‘বৈ’ নিশ্চয়নে ‘এব’ জীবঃ অভেদাৎ ‘পুরুষঃ’ শরীরী ‘অন্নরসময়ঃ’ যেতঃসত্ত্বতৎবাৎ ।  
‘তন্ত্ৰ’ পুরুষবিধস্যেবরন্ত্ৰ ‘ইদম্’ শিরঃ ‘এব’ ‘শিরঃ’ ‘অয়ং’ দক্ষিণবাহুঃ—পক্ষিকরণত্বাৎ—‘দক্ষিণঃ’ পক্ষঃ’  
‘অয়ম্’ বামবাহুঃ ‘উত্তরঃ পক্ষঃ’ ‘অয়ং’ দেহমধ্যভাগঃ ‘আত্মা’ দেহমধ্যভাগঃ, ‘ইদং’ নাভেরন্থাদপম্  
‘প্রতিষ্ঠা’ আধারভূতং ‘পুচ্ছম্’ । ‘তৎ’ তস্মিন্নপে ‘অপি’ ‘এব’ শ্লোকঃ ‘ভবতি’ ।

‘যঃ কাশ্চ’ ‘প্রজাঃ’ ‘পৃথিবী’ ত্রিতাঃ তাঃ ‘অন্নং’ ‘বৈ’ এব ‘প্রজায়ন্তে’ । ‘অথো’ অপি জাতাঃ  
‘অন্নেন এব’ ‘জীবন্তি’ । ‘অথ’ অপি ‘অন্ততঃ’ জীবনান্তে ‘এনং’ অয়ম্ ‘অপর্যন্তি’ প্রতিগচ্ছন্তি । ‘অন্নং’  
‘হি’ ‘ভূতানাং’ ‘জ্যোতিঃ’ প্রথমজং, ‘তন্মাত্রং’ অন্নং ‘সর্কীয়ম’ সর্কীয়াম্ দেহদাহপ্রশমনং ‘উচ্যতে’ । ‘যে’  
‘অন্নং’ ‘ব্রহ্ম’ ‘উপাসতে’ ‘তে’ ‘সর্কম্’ ‘বৈ’ এব ‘অন্নম্’ ‘আপ্নুবন্তি’ । ‘অন্নং হি’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।  
‘ভূতানি’ ‘অন্নং’ ‘জায়ন্তে’ ‘জাতানি’ ‘অন্নেন’ ‘বর্গন্তে’ বর্জিতাপ্নুবন্তি । ‘অন্ততে’ ভূতৈঃ ‘ভূতানি চ’  
তৎ অস্তি ‘তন্মাত্রং’ ‘তৎ’ ‘অন্নম্’ ‘উচ্যতে’ । ‘ইতি’—প্রথমকোশঃ ।

‘তন্মাত্রং’ ঈশাৎ ‘বৈ’ ‘এতন্মাত্রং’ জীবাৎ ‘অন্নরসময়ঃ’ ‘অন্তঃ’ বাতিরিক্তঃ ‘অন্তরঃ’ তদন্তর্কর্ত্তী ‘আত্মা’  
‘প্রাণময়ঃ’ বায়ুময়ঃ । ‘তেন’ অন্নময়াদিভিত্তেনেনেন ‘এব’ প্রাণময়ঃ ‘পূর্ণঃ’ ওতপ্রোক্তঃ । ‘স’ ঈশঃ ‘বৈ’  
‘এবঃ’ জীবঃ ‘পুরুষবিধঃ’ ‘এব’ । ‘তন্ত্ৰ’ ঈশন্ত্ৰ ‘পুরুষবিধতাম্’ ‘অম্’ অমুহ্যত্যা ‘অয়ং’ জীবঃ ‘পুরুষ-  
বিধঃ’ । ‘তন্ত্ৰ’ ঈশন্ত্ৰ ‘প্রাণ এব’ ‘শিরঃ’ ‘বানঃ’ ‘দক্ষিণঃ পক্ষঃ’ ‘অপানঃ’ ‘উত্তরপক্ষঃ’ ‘আকাশঃ’ ‘আত্মা’  
মধ্যভাগঃ ‘পৃথিবী’ ‘প্রতিষ্ঠা’ আধারভূতং ‘পুচ্ছম্’ । ‘তৎ’ তস্মিন্নপে ‘অপি’ ‘এব’ শ্লোকঃ ‘ভবতি’ ।

‘দেবাঃ’ ইন্দ্রিয়ানি ‘যে’ ‘চ’ ‘মহুযাঃ’ ‘পলবঃ’ তে ‘প্রাণম্’ অমুপ্রাণন্তি ‘প্রাণনক্রিয়ানন্তো’ ভবন্তি ।  
‘প্রাণঃ’ ‘হি’ ‘ভূতানাং’ ‘প্রাণিনাম্’ ‘আয়ুঃ’ জীবনম্ ‘তন্মাত্রং’ ‘স’ ‘সর্কীয়ম’ সর্কীয়াম্ আয়ুরেব সর্কীয়-  
মম্ ‘উচ্যতে’ । ‘যে’ ‘প্রাণঃ’ ‘ব্রহ্ম’ ‘উপাসতে’ ‘তে’ ‘সর্কম্’ ‘এব’ ‘আয়ুঃ’ ‘যন্তি’ ‘প্রাপ্নুবন্তি’ ।  
‘প্রাণো হি ভূতানাম্’ ইতি পূর্ববৎ । ‘ইতি’ কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ ।

‘পূৰ্ব্বন্ত্ৰ’ অন্নময়ন্ত্ৰ ‘যঃ’ ‘আত্মা’ ভূলোপাধিবিশিষ্টঃ ‘তন্ত্ৰ’ ‘এব’ প্রাণময়ঃ ‘এব’ ‘আত্মা’ সূক্ষ্মোপাধি-  
বিশিষ্টঃ ‘শারীরঃ’—তদন্তর্কর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা ।

‘তন্মাত্রং’ ঈশাৎ ‘বৈ’ ‘এতন্মাত্রং’ জীবাৎ ‘প্রাণময়ঃ’ ‘অন্তঃ’ অতিরিক্তঃ ‘অন্তরঃ’ তদন্তর্কর্ত্তী  
‘আত্মা’ ‘মনোময়ঃ’ । ‘তেন’ ‘প্রাণময়াদিভিত্তেনেনেন’ ‘এব’ মনোময়ঃ ‘পূর্ণঃ’ । ‘স’ ঈশঃ ‘বৈ’ ‘এব’  
জীবঃ ‘পুরুষবিধঃ’ ‘এব’ । ‘তন্ত্ৰ’ ঈশন্ত্ৰ ‘পুরুষবিধতাম্’ ‘অম্’ অমুহ্যত্যা ‘অয়ং’ জীবঃ ‘পুরুষবিধঃ’ ।  
‘তন্ত্ৰ’ ঈশন্ত্ৰ ‘বহুঃ’ ‘এব’ ‘শিরঃ’, ‘বহুঃ’ ‘দক্ষিণঃ পক্ষঃ’ ‘সানঃ’ ‘উত্তরঃ পক্ষঃ’ ‘আদেশঃ’ ব্রাহ্মণগ্রন্থঃ

‘আত্মা’ মধ্যভাগঃ, ‘অবকীর্ণিরসঃ’ তত্ত্বদৃষ্টী মত্ৰা ত্রাক্ষণক ‘প্রতিষ্ঠা’ আধারভূতং ‘পুচ্ছম্’ । ‘তৎ’ তস্মিন্ অর্থে ‘অপি’ ‘এব শ্লোকঃ’ ‘ভবতি’ ।

‘মনসা’ ‘সহ’ ‘অপ্রাণা’ স্ববিষয়ং কর্তৃমশক্তাঃ ‘বাচঃ’ বাহ্যরবেদাঃ ‘যতো’ মনোময়াদিষ্টিতাবীশাৎ ‘নিবর্তন্তে’ তত্ত্ব ‘ত্রাক্ষণঃ’ ‘আনন্দঃ’ বিধান্ অতুভববিষয়ং কুর্কন্ জনঃ ‘ন’ ‘বিত্তেতি’ সংসারতরেনা-  
কুলো ভবতি । ‘ইতি’ কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ ।

‘পূর্বত’ প্রাণময়ত্ব ‘যঃ’ ‘আত্মা’ হুমোপাধিবিশিষ্টঃ ‘তত্ত্ব’ ‘এব’ মনোময়ঃ ‘এব’ ‘আত্মা’ হুম-  
তরোপাধিবিশিষ্টঃ ‘শারীরঃ’—তদন্তর্কর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা ।

‘তস্মাৎ’ ঈশাৎ ‘বৈ’ ‘এতস্মাৎ’ জীবাৎ ‘মনোময়াৎ’ ‘অন্তঃ’ অতিরিক্তঃ ‘অন্তরঃ’ অন্তর্কর্ত্তী  
‘আত্মা’ ‘বিজ্ঞানময়ঃ’ । ‘তেন’ মনোময়াদিষ্টিতেনেশেন ‘এব’ বিজ্ঞানময়ঃ ‘পূর্ণঃ’ । ‘স’ ঈশঃ ‘বৈ’  
‘এব’ জীবঃ ‘পুরুষবিধঃ’ ‘এব’ । ‘তত্ত্ব’ ঈশস্য ‘পুরুষবিধতাম্’ ‘অহু’ অহুস্য ‘অয়ং’ জীবঃ ‘পুরুষ-  
বিধঃ’ । ‘তস্য’ ঈশস্য ‘শ্রদ্ধা’ সত্যধারণরূপিত্তিঃ ‘এব’ ‘শিরঃ’ ‘হৃৎ’ মানসার্থনিষ্ঠরঃ ‘দক্ষিণঃ পক্ষঃ’  
‘সত্যং’ বাহ্যার্থনিষ্ঠরঃ ‘উত্তরঃ পক্ষঃ’ ‘যোগঃ’ সমাধানম্ ‘আত্মা’ মধ্যভাগঃ ‘মহঃ’ মহত্বম্ ‘প্রতিষ্ঠা’  
আধারভূতং ‘পুচ্ছম্’ । ‘তৎ’ তস্মিন্নেব ‘এব শ্লোকঃ’ ‘ভবতি’ ।

‘বিজ্ঞানঃ’ ‘যজ্ঞঃ’ ‘তত্ত্বতে’ তদোতি ‘অপি চ’ ‘কর্দ্বাপি’ ‘তত্ত্বতে’ ‘সর্কে’ ‘দেবাঃ’ ‘জ্যোত্বাৎ’ প্রথমজঃ  
‘বিজ্ঞানঃ’ ‘ত্রাক্ষ’ উপাসতে । ‘চেৎ’ যদি ‘বিজ্ঞানঃ’ ‘ত্রাক্ষ’ ‘বেদ’ জানাতি, ‘চেৎ’ যদি ‘তস্মাৎ’  
ত্রাক্ষঃ ‘ন’ ‘প্রযাত্তি’ ন চাতো ভবতি ‘শরীরে’ সত্যপি ‘পাপম্নোঃ’ শরীরপ্রতবপাণি ‘হিষা’  
অসদ্রোভূতা ‘সর্কান্ কামান্’ ‘সমমুতে’ সম্যক্ ভুঙক্তে । ‘ইতি’ কোশপরিসমাপ্তিসূচকঃ ।

‘পূর্বত’ মনোময়স্য ‘যঃ’ ‘আত্মা’ হুমতরোপাধিবিশিষ্টঃ, ‘তস্য’ ‘এব’ বিজ্ঞানময়ঃ ‘এব’ ‘আত্মা’  
হুমতরোপাধিবিশিষ্টঃ ‘শারীরঃ’—তদন্তর্কর্ত্তী তদতিরিক্তঃ আত্মা ।

‘তস্মাৎ’ ঈশাৎ ‘বৈ’ ‘এতস্মাৎ’ জীবাৎ ‘বিজ্ঞানময়াৎ’ ‘অন্তঃ’ অতিরিক্তঃ ‘অন্তরঃ’ অন্তর্কর্ত্তী  
‘আত্মা’ ‘আনন্দময়ঃ’ । ‘তেন’ বিজ্ঞানময়াদিষ্টিতেনেশেন ‘এব’ আনন্দময়ঃ ‘পূর্ণঃ’ তদনতিরিক্তঃ । ‘স’  
ঈশঃ ‘বৈ’ ‘এব’ জীবঃ শুদ্ধঃ ‘পুরুষবিধঃ’ ‘এব’ । ‘তস্য’ ঈশস্য ‘পুরুষবিধতাম্’ ‘অহু’ অহুস্য ‘অয়ং’  
জীবঃ অপুণ্ড্রতঃ ‘পুরুষবিধঃ’ । ‘তস্য’ ঈশস্য ‘শিরম্’ ইষ্টবর্শনস্থম্ ‘এব’ ‘শিরঃ’ ‘মোদঃ’ হর্ষঃ  
‘দক্ষিণঃ পক্ষঃ’ ‘প্রমোদঃ’ প্রকৃষ্টহর্ষঃ ‘উত্তরঃ পক্ষঃ’ ‘আনন্দঃ’ স্থম্ ‘আত্মা’ মধ্যভাগঃ ‘ত্রাক্ষ’ ‘প্রতিষ্ঠা’  
আধারভূতং ‘পুচ্ছম্’ । ‘তৎ’ তস্মিন্নেব ‘অপি’ ‘এব’ শ্লোকো ভবতি’ পরংগততচ্ছব্দেন সব্যক্তবশাৎ ।

‘ত্রাক্ষ’ ‘অসৎ’ ‘ইতি’ ‘চেৎ’ ‘কোহপি’ ‘বেদ’ স ‘অসৎ’ ‘এব’ ‘ভবতি’ ‘ত্রাক্ষ’ ‘অস্তি’ ‘ইতি’ ‘চেৎ’  
‘কোহপি’ ‘বেদ’ ‘ততঃ’ অতিদূর্ববেদনাৎ ‘এনং’ জনং সত্ত্বং ‘বিদুঃ’ । ‘ইতি’ কোশসমাপ্তিসূচকঃ ।

‘পূর্বস্য’ বিজ্ঞানময়স্য ‘যঃ’ ‘আত্মা’ হুমতরোপাধিবিশিষ্টঃ ‘তস্য’ ‘এব’ আনন্দময়ঃ ‘এব’ ‘আত্মা’  
‘শারীরঃ’—তদন্তর্কর্ত্তী তদতিরিক্তঃ—আত্মা—ত্রাক্ষ । ‘এব’ আনন্দময় আত্মা ত্রেক্ষতি শ্লোকস্য যোজন্য ০ ।

\* এখানে বৈরাগ্য ব্যাখ্যা হইল, তাহার সহিত মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যার পার্থক্য সকলেই দেখিতে  
পাইবেন । মূলে প্রথমতঃ ভাব্যকারের অনুসরণ করিয়া পঞ্চকোষের ব্যাখ্যা, এবং তাহার সূদে সজে  
ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তবাদিগণের ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ হইয়াছে, তৎপর বলা হইয়াছে,—‘মিতাক্ষরা  
ত্রাক্ষ্যাবিরূপিত’ গ্রন্থের পছাৎ অবলম্বন-করিয়া ব্যাখ্যা করিলে এই সকল বিরুদ্ধমতের সারসংগ্রহ হয় ।  
এছন্দ্যে সেই ব্যাখ্যারীতি অবলম্বন-না-করিয়া অধ্যায়োক্ত বিষয়গুলির তত্ত্ববিচারের জন্য অধ্যায়শেষে  
যে ‘অধ্যায়সম্পূর্ণ’ আছে তদ্বোধে সেই রীতিতে ব্যাখ্যা করিলে কলে বিষয়টি বৈরাগ্য দাঁড়ায় তাহাই

[ অন্ন হইতে রক্ত, রক্ত হইতে পুরুষ, স্তন্যরাং ] সেই [ ঈশ্বরাদি-  
ষ্ঠিত ] এই [ জীবপ্রধান ] পুরুষ অন্নরসময় । এই শিরই তাঁহার শির,  
এই ( দক্ষিণবাহুই ) তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, এই ( বামবাহুই ) তাঁহার বাম-  
পক্ষ, এই ( মধ্যদেহই ) তাঁহার মধ্যদেহ, এই ( দেহের অধোভাগই )  
তাঁহার আধারভূত পুচ্ছ । সেই অর্থে এই শ্লোকগুলি আছে ।

যে কোন প্রজা এই পৃথিবী আশ্রয়-করিয়া আছে, তাহার অন্ন হই-  
তেই উৎপন্ন । অপিচ অন্নই জীবনধারণ করে, অস্ত্রে অন্নই প্রতিগমন  
করে । অন্ন সমুদায় ভূতের প্রথমজ, স্তন্যরাং অন্ন সর্বৌষধ বলিয়া  
উক্ত হয় ।

অনেকে ব্রহ্ম বলিয়া যাহারা উপাসনা করে, তাহার নিখিল অন্ন  
প্রাপ্ত হয় । অন্ন সমুদায় ভূতের প্রথমজ, স্তন্যরাং অন্ন সর্বৌষধ বলিয়া  
উক্ত হয় ।

অন্ন হইতে ভূতগণ জন্মগ্রহণ করে, জন্মিয়া অন্নই বর্দ্ধিত হয় । ভূত-  
গণ অন্নকে, অন্ন ভূতগণকে অশন-করে, এ জন্ত উহাকে অন্ন বলা হয় ।

সেই [ ঈশ্বরাদিষ্ঠিত ] এই [ জীবপ্রধান ] অন্নরসময় হইতে অতি-  
রিক্ত তদন্তর্ভুক্তী আত্মা প্রাণময় । এই প্রাণময় সেই ( অন্নময়াদিষ্ঠিত )  
ঈশ্বরে পূর্ণ । সেই [ ঈশ্বর ] এবং এই [ প্রাণময় ] আত্মা পুরুষাকার ।  
তাঁহার ( ঈশ্বরের ) পুরুষাকারের অনুরূপ এই প্রাণময় আত্মা পুরুষা-  
কার । তাঁহার ( ঈশ্বরের ) প্রাণই মস্তক, ব্যানই দক্ষিণপক্ষ, অপানই

প্রদর্শিত হইয়াছে । ঈহারা বেদান্তবিৎ পণ্ডিত তাঁহার পঞ্চকোষবিচারে ঐ রীতি আপনায় প্রয়োগ  
করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ অধ্যাত্মগণের সরল করিবার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন বঙ্গভাষায়  
নিবন্ধ বেদান্তসম্বন্ধে প্রথমে হইতেই সেই রীতি অবলম্বন-করিয়া ব্যাখ্যা করা গেল । এখানে মূল  
সর্বস্ব “নিভাক্ষরা ব্রহ্মস্বমিহুতি” পদ্য অবলম্বন-করা হইয়াছে । এরূপ পদ্য অবলম্বন-করিবার  
কারণ এই যে “সকলেতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেতে সকল” এই মূলতত্ত্বোপরি সমুদায় বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত ।  
বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিকৃ দেখাইয়াছেন, বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাণ্ডটি ‘সক-  
লেতে ব্রহ্ম’ এবং তৃতীয় পাণ্ডটি ‘ব্রহ্মেতে সকল’ এই তত্ত্ব দুইটি ধরিয়া রচিত হইয়াছে । এই কোষ-  
বিচারের প্রকরণটি ‘সকলেতে ব্রহ্ম’ এই মূলতত্ত্ব প্রদর্শন করে । কোষবিচারের অব্যবহিত পরে যে  
প্রকরণটি নিবন্ধ হইয়াছে, তাহা ‘ব্রহ্মেতে সকল’ এই মূলতত্ত্বোপরি স্থাপিত । কোষবিচারপ্রকরণটিতে  
‘সকলেতে ব্রহ্ম’ এ মূলতত্ত্বের ক্রিয়া সকলে দেখিতে পাইবেন । ইহার অব্যবহিত পরস্থ প্রকরণটি  
অষ্টাধ্যায়ের বিবৃত হইয়াছে । সেখানে ‘ব্রহ্মেতে সকল’ এ মূলতত্ত্বের প্রক্রিয়া । যে যে মূল তত্ত্ব  
হইতে অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যা হইয়াছে সেখানে অনুবাদ নয় কিন্তু অনুব্যাখ্যা ।



উত্তরপক্ষ, আকাশ মধ্যদেহ, পৃথিবী আধারভূত পুঙ্খ । সেই অর্থে এই শ্লোকগুলি আছে ।

দেবগণ ( ইন্দ্রিয়গণ ), মনুষ্যগণ, পশুগণ, ইহারা প্রাণের অনুসরণে প্রাণবন্ত । প্রাণই ভূতগণের আয়ু, একজন্তু প্রাণই সকলের আয়ু বলিয়া উক্ত হয় ।

যাহারা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে তাহারা পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হয় । প্রাণই ভূতগণের আয়ু, একজন্তু প্রাণই সকলের আয়ু বলিয়া উক্ত হয় ।

পূর্বোক্ত অন্নরসময়ের যিনি আত্মা, এই [ সূক্ষ্মোপাধিবিশিষ্ট ] প্রাণ-গয় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ভূতী আত্মা ।

সেই [ ঈশ্বরোধিষ্ঠিত ] এই [ জীবপ্রধান ] প্রাণগয় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ভূতী আত্মা মনোগয় । এই মনোগয় সেই [ প্রাণময়াধিষ্ঠিত ] ঈশ্বরে পূর্ণ । সেই [ ঈশ্বর ] এবং এই (মনোগয়) আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার [ ঈশ্বরের ] পুরুষাকারের অনুরূপ এই মনোগয় আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার [ ঈশ্বরের ] যজুর্বেদই গন্তক, ঋগ্বেদই দক্ষিণ পক্ষ, সামবেদই বামপক্ষ, আদেশ ( ব্রাহ্মণগ্রন্থ ) গধ্য দেহ, অথর্ব-ও অঙ্গিরঃ-প্রোক্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আধারভূত পুঙ্খ । সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে ।

মনের সহিত বাক্যসমূহ ঘাঁহাকে না পাইয়া ঘাঁহা হইতে নিরন্তর হয় সেই ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিয়া সাধক কদাচ ভীত হন না ।

পূর্বোক্ত প্রাণময়ের যিনি আত্মা এই [ সূক্ষ্মতরোপাধিবিশিষ্ট ] মনোগয় আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ভূতী আত্মা ।

সেই ( ঈশ্বরোধিষ্ঠিত ) এই ( জীবপ্রধান ) মনোগয় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ভূতী আত্মা বিজ্ঞানময় । এই বিজ্ঞানময় সেই ( মনোগয়াধিষ্ঠিত ) ঈশ্বরে পূর্ণ । সেই ( ঈশ্বর ) এবং এই (বিজ্ঞানময়) আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার ( ঈশ্বরের ) শ্রদ্ধাই গন্তক, ঋত (মানসার্থ-অবধারণ) দক্ষিণ পক্ষ, সত্য ( বাহ্যার্থ-অবধারণ ) বামপক্ষ, যোগ মধ্যদেহ, মহত্ব আধারভূত পুঙ্খ । সেই অর্থে এই শ্লোক দুটি আছে ।

বিজ্ঞান যজ্ঞবিস্তার করে, কর্মবিস্তার করে, সমুদায় দেবগণ এই প্রথমজ বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে ।

বিজ্ঞানকে যদি কেহ ব্রহ্ম বলিয়া জানে এবং তাঁহা হইতে স্থলিত না হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি শরীরসত্ত্বেও পাপপরিহার করিয়া সমুদায় অভিলষণীয় বিষয় সম্যক ভোগ করে ।

পূর্বোক্ত মনোময়ের যিনি আত্মা এই (স্বল্পতমোপাধিবিশিষ্ট) বিজ্ঞানময় আত্মা তাঁহার শারীর অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ভুক্ত আত্মা ।

সেই (ঈশ্বরাদিষ্ঠিত) এই (জীবপ্রদান) বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্ভুক্ত আত্মা আনন্দময় । এই আনন্দময় সেই (বিজ্ঞানময়া-দিষ্ঠিত) ঈশ্বরে পূর্ণ । সেই (ঈশ্বর) এবং এই (আনন্দময়) আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার (ঈশ্বরের) পুরুষাকারের অনুরূপ এই [অপৃথগ্-ভূত] আনন্দময় আত্মা পুরুষাকার । তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রায়ই মন্তক, হর্ষ দক্ষিণপক্ষ, প্রকৃষ্ট হর্ষ বামপক্ষ, আনন্দ মধ্যদেহ, ব্রহ্ম আধারভূত পুচ্ছ । সেই অর্থে এই শ্লোকটি আছে ।

ব্রহ্মকে যদি কেহ অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া যদি কেহ জানেন তাঁহাকে তজ্জন্মই পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়া জানেন ।

পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের যিনি আত্মা এই আনন্দময় (শুদ্ধ) আত্মা তাঁহার শারীর আত্মা অর্থাৎ তদতিরিক্ত তদন্তর্ভুক্ত আত্মা—ব্রহ্ম ।

ভাব—এস্থলে ঈশ্বরাদিষ্ঠিত জীব কেন গৃহীত হইয়াছে, এ প্রশ্ন বাহাদের মনে উপস্থিত হইবে, তাঁহারা এই প্রকরণের আরম্ভটি ভাল করিয়া পর্যালোচনা-করিবেন । জীবহৃদয়ে সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম নিগূঢ় ভাবে বিদ্যমান, আরম্ভে এই কথাগুলি আছে । সুতরাং এখানে জীব ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে জীবনিয়মেক্ষ ব্রহ্মদর্শন নহে । তৎপর যে আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ’ এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ; এজন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্র স্থিতিতেই জগতের উৎপত্তি—ঐশ্বর্য এইরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন । জীব ব্রহ্মের অমুপ্রবেশে সৃষ্টি হয়, বেদান্তের যখন এই মত, তখন সৃষ্টিকালে জীবব্রহ্মের একত্র স্থিতি ‘তৎ’ ও ‘এতৎ’ শব্দ দ্বারা গৃহীত হইবে, ইহাইতো অতি স্বাভাবিক । তৎ শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম, এতৎ শব্দ দ্বারা জীব এই জন্ত প্রকরণের সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে । বাহ্যজগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম বৈখানর, অন্তর্জগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম তৈজস, জীব প্রকাশমান ব্রহ্ম প্রাজ্ঞ, বেদান্তে এইরূপ সংজ্ঞা থাকিতে অল্পসময়ে

বৈশ্বানর, প্রাণ ও মনে তৈজস, বিজ্ঞানময়ে প্রাজ্ঞ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া এ সকলের সাধারণ নাম ঈশ্বর, এজ্ঞ এক ঈশ্বরশব্দই সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । ভাষ্যকার এবং অজ্ঞাত আচার্য্যগণের পক্ষা পরিহার করিয়া “মিতাক্ষরা ব্রহ্মত্ববিত্তির” পক্ষা কেন অমুসরণ করা গেল এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, তৎ শব্দে অতীত এবং এতৎ শব্দে বর্তমান পদার্থ বুঝাইয়া থাকে । ভাষ্যকার ও অপরাপর আচার্য্যগণ সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পক্ষা অমুসরণ-মা-করিয়া মিতাক্ষরাকারের পক্ষা অমু-বর্তন-করিতে বাধ্য হইয়াছি । অপিচ এই পক্ষায় ব্যাখ্যা করিলে শ্রুতিগুলির অভিমত অর্থ নিস্পন্ন হয় দেখিয়া আমরা উহারই আদর করিয়াছি । কি প্রকার অভিমত অর্থ নিস্পন্ন হয়, তাহা তত্ত্বনির্ণায়ক এই ভাষ্যায়ের প্রাপ্তিতে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে । দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই পাঁচেষ্টে ব্রহ্মদর্শন কোষবিচারের লক্ষ্য ।

এই শিরই তাঁহার শির—তাঁহার কাহার ? পুরুষাশ্রিতি ঈশ্বরের । এখানে যদিও দৃশ্যমান মস্তক প্রভৃতি অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এগুলিকে অতিক্রম করিয়া পক্ষিত্বের আরোপ এই দেখাইয়া দেয় যে, বৈশ্বানরে পক্ষকশ্মেদ্রিয় পক্ষজ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলই যখন তাঁহার অঙ্গভূত, তখন দৃশ্যমান মস্তকপ্রভৃতিতে বৈশ্বানরের অধিষ্ঠানদর্শনে যদিও কোন দোষ পড়ে না, তবুও এস্থলে অল্পময়ে ব্রহ্মদর্শনপূর্বক উপাসনা যখন ব্যবস্থা পিত হইয়াছে, তখন “এক বৃক্ষে দুই পাখী বাস করিতেছেন” এই শ্রুতির অনুসারে দেহে পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে পক্ষিরূপে গ্রহণ করিয়া দর্শনসাধনই শ্রেয়স্কর । স্থলের স্থলত্ব উড়াইয়া না দিলে উপাসনা হয় না, এ জন্যই পক্ষিআরোপ করা হইয়াছে । \*

আধারভূত—মূলে প্রতিষ্ঠাশব্দ আছে । “পক্ষিগুলি যখন উড়িতে থাকে, তখন পুচ্ছকে আধার করিয়া উড়ে সূতরাং সেই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা ( আধার ) । এজন্যই তৈত্তি-

\* সর্বভূতের অন্তরাত্মা “রূপে রূপে প্রতিরূপ” হন, বেদান্তের এই প্রবচন এখানে প্রয়োগ করিলে এরূপ আরোপের মূল কি তাহা স্বয়ংকম হয় । “নামরূপ বাঁহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম” এখানে নামরূপ অবশ্য দৃশ্য নহে অদৃশ্য, জ্ঞানাকারমাত্র । ব্রহ্মেতে বাহ্য জ্ঞানাকারে আছে তাহাই তাঁহার বিচিত্র শক্তিযোগে বাহ্যে রূপপরিগ্রহ করে । “রূপে রূপে তিনি প্রতিরূপ” তাহার অর্থ এই যে, জ্ঞানাকারে তাহাতে বাহ্য আছে তাহা সেই জ্ঞানের অনুরূপে বাহিরে প্রকাশ পায় । সূতরাং বাহিরে বাহ্য প্রকাশ পায় তাহা দেখিয়া ব্রহ্মের তদনুরূপ জ্ঞান আমরা পরিগ্রহ করিয়া থাকি । এখানে দৃশ্য জীবদেহ হইতে অদৃশ্য তদনুরূপ জ্ঞান পরিগ্রহকরা হইয়াছে বলিয়া পর পর স্থলে যে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের পুরুষরূপের অনুরূপ জীবের পুরুষরূপ, তাহা বলা হয় নাই । প্রথমটিতে দৃশ্য দেহ হইতে অদৃশ্য পুরুষাকার ঈশ্বরে আরোহণ এবং অবশিষ্টগুলিতে অদৃশ্য ঈশ্বরাকার হইতে দৃশ্য প্রাণাদিতে অবতরণ বর্ণিত হইয়াছে । সর্বত্রই পক্ষি-আরোপ দেখিতে পাওয়া যায় । জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র স্থিতি ‘দুইটি পাখীর এক বৃক্ষে বাস’ এই ঋক্ অবলম্বন করিয়া পরিগ্রহকরা যে তৎকালে রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল পঞ্চকোষবিচারে তাহাই প্রতীত হয় । ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপে একতা লইয়া উপাসনা নিস্পন্ন হয় । আরোপস্থলেও ঈদৃশ একতা পরিগ্রহ না করিয়া উপাসনা হইতে পারে না, তাই প্রথমটিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে,

ক্রিয়গণ বলিয়াছেন—“সেই জন্য সকল পাখী পুচ্ছে ভয় করিয়া থাকে, পুচ্ছে ভয় করিয়া উড়ে” সুতরাং গৃহ প্রতীষ্ঠা।”—মিতাক্ষরা ব্রহ্মহর্যবৃত্তি।

এই (মধ্যদেহ) তাঁহার মধ্যদেহ—মূলে ‘আত্মা’ শব্দ আছে। “এই সকল অঙ্গের মধ্যই আত্মা” ভাষ্যকার এই শ্রুতি অবলম্বন-করিয়া ‘আত্মা’ শব্দের মধ্যদেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সর্বোষধ—রুদ্র হইতে দেহের দাহ অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া উহা উৎসব।

অন্নরসময় হইতে অতিরিক্ত তদন্তর্কর্ত্তী আত্মা—‘অতিরিক্ত’ এই বিশেষণে অন্নরসময়ের স্থূল উপাধি-ও-তদগত-দোষ-বর্জিত, এবং ‘তদন্তর্কর্ত্তী’ এই বিশেষণে অন্নরসময়ে স্থূক্ষোপাধি-বিশিষ্ট প্রাণময় বিরাজমান, সুতরাং উহা উহার শরীর আত্মা।

এই প্রাণময় সেই (অন্নময়াদিষ্টিত) ঈশ্বরে পূর্ণ—অন্নময় হইতে সকল কোষগুলিতে একই ঈশ্বর বিদ্যমান একত্র কোষগুণম্পর্কিতে ঈশ্বরসম্মুখে কোন ভিন্নতা নাই সর্বত্র এক তিনিই উপাস্তরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অন্নময় ও প্রাণময়াদিতে যে সকল জীবাংশ বিদ্যমান তাহাদের উপাধিগত শুদ্ধতার তারতম্য আছে, সুতরাং তত্ত্বস্থলে ব্রহ্মানির্ভাব-দর্শনে তারতম্য অবশ্যজ্ঞাব্য। শেষ কোষ আনন্দময়। বিজ্ঞানময়ের অতিরিক্ত তদন্তর্কর্ত্তী আত্মা হইয়া আনন্দময় প্রকাশমান। বিজ্ঞানময়ের জীবাংশ পরিশুদ্ধ স্বচ্ছ, সুতরাং তদতিরিক্ত তদন্তর্কর্ত্তী আনন্দময় আত্মা জীবাংশে আনন্দসংক্রামিত করিতেছেন এবং আনন্দময় কোষরূপে উহাকে পরিণত করিতেছেন, ঈশ্বর্যাংশে এক অভিন্ন বস্তু হইয়া আছেন। জীবোপাধিতে প্রকাশমান বলিয়া জীববৎ ঈশ্বরও শোধানীয়, এ মত বেদান্ত-বিরুদ্ধ কেন না তন্মতে তিনি নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। এই কারণেই কোষে কোষে উপাধিগত পার্থক্য থাকিলেও ঈশ্বরকে লইয়া কোন পার্থক্য নাই, এটাই দেগাটনার ভ্রান্ত এক কোষ যে ঈশ্বরে পূর্ণ অত্র কোষ সেই ঈশ্বরে পূর্ণ শ্রুতি ইহা পরিদ্রাব বলিয়াছেন। \* সুতরাং আনন্দময়—ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ, পরাশ্রা, ব্রহ্ম—এই সহজ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে। সূত্রকার একত্রই আনন্দময় ব্রহ্ম এতদর্থক (১১।১২—১৯) সূত্ররচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক কোষের অন্তিম স্রোকে তত্ত্বকোষ সহ ব্রহ্মকে অন্তিমরূপে এবং স্নোয়কোষে তদতীতরূপে দর্শনের ব্যবস্থা আছে, কেবল এক আনন্দময়ে সাক্ষাৎ অন্তিমাত্মত্বের

বিতরণটিতে প্রাপ্যটিতে, তৃতীয়টিতে বহুঃপ্রভৃতিতে, চতুর্থটিতে শ্রদ্ধাঃপ্রভৃতিতে, পঞ্চমটিতে প্রিয় প্রভৃতিতে জীবাঙ্গ ও পরমাত্মার স্বরূপেকা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাত্মা ‘সর্বাত্মক’ কোন অমুতব নাই বাহা তাঁহার অমুতবের অমুতরূপ নয়, এই মূল তত্ত্ব প্রাণময়াদিতে প্রাণাদির আরোপের হেতু। চরম অধ্যায় তত্ত্ববলী অধ্যয়ন-করিলে, এ সকল কথা ভাল করিয়া সকলের জ্ঞানসম হইবে।

\* ‘জলপূর্ণ ঘট’, এ কথা বলিলে জল যেমন ঘট দ্বারা পরিমিত বুঝার এখানে সঙ্গত নহে। পূর্ণ—ওতপ্রোত। ‘লব্ধাঃ মধুরতাপূর্ণ’, একথা বলিলে লব্ধার সর্বোৎকৃষ্টতাপী মধুরতা যেমন বুঝার, পূর্ণপদে এখানে ভেদনই বুঝিতে হইবে।

উল্লেখ হইয়াছে । এ প্রকরণে জগজ্জীব ব্রহ্মদর্শন, ইহার পয়ের প্রকরণে ব্রহ্মতে জগ-  
জ্জীবদর্শন, একথা মনে রাখিলে আর তৈত্তিরীয় উপনিষদে সর্বত্র আনন্দময়ের পুনঃ  
পুনঃ উল্লেখ, এ কথাতে কোন সংশয় থাকে না, স্বত্রকারের স্বত্ররচনায় কোন  
দোষও পড়ে না—ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয় \* ।

তাহার ( ঈশ্বরের ) পুরুষরূপতার অহুসারে এই প্রাণময় আত্মা পুরুষরূপ—প্রাণময়,  
মনোময় এবং বিজ্ঞানময়—তৈজস, সূতরাং স্বল্পবাসনাকারে প্রাণাদি লইয়া ‘রূপে রূপে  
প্রতিরূপ’ এই মূলতত্ত্বাহুসারে প্রাণাদির মূলে যে জ্ঞান বিদ্যমান তাহার বিশেষ বিশেষ  
প্রকাশ ঈশ্বরের প্রকাশ এইরূপে গ্রহণপূর্বক পুরুষরূপ কথিত হইয়াছে । আনন্দময়—  
প্রাজ্ঞ । এজন্ত আনন্দের বিশেষ বিশেষ প্রকাশাবলম্বনে পুরুষরূপ কল্পিত । আনন্দময়  
ব্রহ্ম, এজন্ত পুরুষাবয়বমধ্যে তত্ত্বংপ্রকাশবিশিষ্ট ব্রহ্ম নিবিষ্ট হইয়াছেন ।

এই প্রাণময় সেই ( অন্নময়াধিষ্ঠিত ) ঈশ্বরে পূর্ণ, এস্থলে প্রাচীন স্মৃতির ব্যাখ্যা এই :  
—সেই প্রাণময় আত্মার দ্বারা এই অন্নময় আত্মা পূর্ণ । এস্থলে নিকটবর্তী প্রাণময়েতে  
‘সেই’ এবং দূরবর্তী অন্নময়ে ‘এই’ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । একরূপ প্রয়োগে একতারক্ষা-  
করা হয় নাই, কেন না পরস্পরেই—‘সেই অন্নময়ের পুরুষাকারের অহুরূপ এই প্রাণ-  
ময় পুরুষাকার’ একথা বলিয়া অন্নময়ে ‘এই’ না দিয়া ‘সেই’ এবং প্রাণময়ে ‘সেই’ না  
দিয়া ‘এই’ দেওয়া হইয়াছে । এইরূপ মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় সর্বত্র ‘সেই’ ‘এই’র  
বিপরীত ব্যবহার দেখা যায় । নিরস্বয়াদিগণের মতে বিজ্ঞান—বুদ্ধি, অস্বয়াদিগণের মতে  
বিজ্ঞান—জীব । নিরস্বয়াদিগণের মতে আনন্দময়—জীব, অস্বয়াদিগণের মতে আনন্দ-  
ময়—পরমাত্মা । এই উভয় পক্ষের বিরোধের সমাধান কি প্রকারে হয়, উপরে যে  
ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহাতেই সকলে উহা দেখিতে পাইবেন । আনন্দময়ের মধ্যে যে বিশুদ্ধ  
জীবাংশ আছে উহা শুদ্ধতাবশতঃ ব্যবধায়ক নহে, তাই তাহাতে আনন্দময় পরমাত্মা  
সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রকাশমান, এই কথা এই সমাধানের মূল ।

এই পঞ্চকোষাবলম্বনে যাহা কথিত হইয়াছে, মাধুক্য উপনিষদ্ একটা শ্লোকে তাহা  
বলিয়াছেন ;—

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যৈত্তথ মহিমা তুবি  
দিব্যে ব্রহ্মপুত্রে শ্বেব ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
মনোময়ঃ প্রাণশরীরেনেতা  
প্রতিষ্ঠিতোহরে জদয়ং সন্নিধায়  
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশুন্তি ধীরা  
আনন্দরূপমবৃত্তং যদ্বিতাতি ॥

\* এস্থলে ‘মিতাকরা ব্রহ্মহুত্ববিবৃতির’ রচয়িতার ভ্রম ঘটয়াছে, তজ্জন্মই একবার উল্লেখ কর  
গেল ।

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, এই ভূলোকে যাহার মহিমা, যিনি মনোময়, প্রাণ এবং শরীরের নেতা, অগ্নি প্রভিষ্ঠিত, তিনিই এই পরমাত্মা হইয়া দিব্য ব্রহ্মপুত্রে মানসাকাশে বিদ্যমান আছেন। ধীরগণ হৃদয়কে আত্মস্থ করিয়া তাঁহাকেই দর্শন করেন যিনি অমৃত (নির্লিকার) হইয়া আনন্ধ্যুগে প্রকাশ পান।

“সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম” এইটি প্রথমে বিস্তৃত করিয়া পরিশেষে দেহাদিতে ব্রহ্মদর্শন যেমন পঞ্চকোষবিচারে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ ‘যিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ’ এই কথা বলিয়া মনে প্রাণে অগ্নি ব্রহ্মদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে। ‘সত্য জ্ঞান অনন্ত’ এখানকার অনন্ত্ব ‘এই ভূলোকে যাহার মহিমা’ এই কথায় ভূমন্ডলের সহিত এক হইতেছে। ‘ব্রহ্মকে যিনি পরমাকাশে হৃদয়গুহার নিহিত জ্ঞানেন’ এ কথার সঙ্গে ‘দিব্য ব্রহ্মপুত্রে মানসাকাশে বিদ্যমান’ এ কথার সাদৃশ্য আছে।

এখানে মাণ্ড্যু উপনিষৎখানির পুনরুল্লেখ হইলে পঞ্চকোষের বিচারের তত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। সমুদায় বেদান্তের তত্ত্বোদঘাটনে এই উপনিষৎখানি কৃষ্ণিকাস্বরূপ। ইহার বিণেষ নিয়োগ অধ্যায়প্রাপ্তিতে দৃষ্ট হইবে।

৭। অথ য এষ অন্তরাদিত্যো হিরণ্যঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্য-  
শ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আগ্রণখাৎ সর্ব এব স্ববর্ণঃ ।

তস্ম যথা কপ্যাসপুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্মাদিত্যো নাম, স সর্বেভ্যঃ পাপমভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপমভ্যো য এবং বেদ ।

তস্মর্ক্ চ সাম চ গেফো তস্মাদুদনীথস্তস্মাস্ত্বেবোদগাতৈতস্ম  
হি গাতা স এষ যে চামুদ্রাৎ পরাক্ষো লোকাস্তেবাং চেষ্টে দেব-  
কামানাম্ । ছা, ১ । ৩ । ( ৬ ) ৬—৮ ।

‘অথ য এষ’ ‘অন্তরাদিত্যো’ আদিত্যত মথো ‘হিরণ্যঃ’ ‘হিরণ্যশ্মশ্রুঃ’ ‘হিরণ্যকেশঃ’ ‘আগ্রণখাৎ সর্ব এব স্ববর্ণঃ’ ‘পুরুষঃ দৃশ্যতে’ ।

‘কপ্যাসপুণ্ডরীকম্’ কপিপৃষ্ঠতাপসদৃশলোহিতগম্ভঃ ‘যথা’ ‘এবং’ ‘তত্’ পুরুষত ‘অক্ষিণী’ চকুর্বা, ‘তত্’ ‘উৎ’ ‘ইতি’ ‘নাম’ । ‘স সর্বেভ্যঃ পাপমভ্যঃ’ ‘উদিতঃ’ উদগতঃ । ‘যঃ এবং যেষ’ স ‘হ’ ‘বৈ’ ‘সর্বেভ্যঃ পাপমভ্যঃ’ ‘উদেতি’ উদগচ্ছতি ।

‘তত্’ ঋক্ চ সাম চ ‘গেফো’ পর্বণী ; ‘তস্মাৎ’—উদ্রায়খাৎ ঋক্ সামগেফখাৎ—‘উদনীথঃ’ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতত্’ উদ্রায়ত ‘গাতা’ ‘তস্মাৎ এব’ তচ্ছতোরেব ‘উদগাতা’ । ‘যে চ’ ‘অমুদ্রাৎ’ আদি-  
ত্যাৎ ‘পরাক্’ উর্দ্ধাৎ ‘লোকাঃ’ ‘তেবাং’ ‘দেবকামানাম্’ ‘স এব’ ‘ইষ্টে’ তান্ নিষচ্ছতি ।

অনন্তর এই আদিত্যমধ্যে হিরণ্যম্, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, আন-  
খাগ্র নিখিল স্ববর্ণময় পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায় ।

কপির উপবেশনাদ্ভসদৃশ লোহিত পদ্মের মত তাঁহার দুই চক্ষু, তাঁহার নাম উৎ, তিনি সকল পাপের উর্দ্ধে উদ্ভিত হইয়াছেন । যিনি এইটি জানেন, তিনি সকল পাপের উর্দ্ধে উদ্ভিত হন ।

ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ (গ্রন্থি) দ্বয় তজ্জন্ত (উৎ নাম ও গেষদ্বয়ের জন্ত ) তিনি উচ্চীত । এই উৎ নাম যিনি গান করেন তিনি তজ্জন্ত উচ্চাতা । এই আদিত্যের উর্দ্ধে যে সকল লোক আছে সেই সকল লোকের অধিষ্ঠাতৃদেবগণের অভিলষিত বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন ।

ভাব—উপাসনার্থ বৈদিক রীতি অবলম্বন-করিয়া যিনি সর্বেশ্বর তাঁহাকে এখানে দেবাকারে বর্ণনকরা হইয়াছে ।

পুরুষ—পুরি অর্থাৎ দেহে যিনি শয়ান আছেন অথবা যিনি আপনার দ্বারা সমুদায় জগৎ পূর্ণ করেন ।

সকল পাপের উর্দ্ধে উদ্ভিত—অপাপবিক্র ।

ইনি অপাপবিক্র, ঋক্‌সামাদির প্রবর্তক, নিখিল স্তোত্রের বিষয়, লোকসমূহের অভিলষিত বিষয়ের নিয়ন্তা ( ১।১।২০ ) । সর্বেশ্বর ভিন্ন এ সকল অস্ত্র কাহাতেও সম্ভবে না ; সুতরাং তিনিই এ প্রবচনের বিষয় ।

৮ । অথ য এষোহন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুৎখৎ তদ্যজুস্তদব্রাহ্ম তস্মৈতস্ম তদেব রূপং যদমুখ্য রূপং যাব-মুখ্য গেষো তো গেষো যন্নাম তন্নাম ।

স এষ যে চেতস্মাদর্ক্যাক্ষো লোকান্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানা-ক্ষেতি তস্ম ইমে বীণয়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাতে ধন-সনয়ঃ । ছা, ১।৩।( ৭ ) ৫।৬ ।

‘অথ য এষ’ ‘অন্তরক্ষিণি’ অক্ষঃ মধ্যে ‘পুরুষঃ’ ‘দৃশ্যতে’ ‘স। এষ ঋক্’ ‘তৎ সাম’ ‘তৎ উৎখৎ’ ‘তৎ যজুঃ’ ‘তৎ ব্রাহ্ম’ বেদত্রয়ম্ । ‘তস্ম এতস্ম’ চাক্ষুষপুরুষস্ত ‘তৎ এব রূপম্’ ‘যৎ’ ‘অমুখ্য’ আদিত্য-পুরুষস্ত ‘রূপং’ হিরণ্য ইত্যাদি । ‘যো’ ‘অমুখ্য’ আদিত্যপুরুষস্ত ‘গেষো’ ‘তো’ এতস্ত ‘গেষো’ ‘যৎ’ ‘অমুখ্য’ ‘নাম’ ‘তৎ’ এতস্ত ‘নাম’ ।

‘যে চ’ ‘এতস্মাৎ’ আদিত্যাৎ ‘অর্ক্যাক্ষঃ’ অথস্বাঃ ‘লোকাঃ’ ‘তেষাং মনুষ্যকামানাং’ ‘স এষ’ ‘ইষ্টে’ তান্ নিষচ্ছতি । ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘যে’ ‘ইমে’ ‘বীণয়া’ ‘গায়ন্তি’ ‘তে’ ‘এতং’ ‘গায়ন্তি’ ‘তস্মাৎ’ ‘তে’ ‘ধনসনয়ঃ’ ধনলাভযুক্তাঃ ।

অনন্তর এই চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষকে দেখা যায়, তিনিই সেই ঋক্, তিনিই সেই সাম, তিনিই সেই উৎখৎ, তিনিই সেই যজু, তিনিই সেই

বেদত্রয় । এই আদিত্যপুরুষের যে রূপ এই পুরুষের সেই রূপ, এই আদিত্যপুরুষের যে ঐহিক এই পুরুষের সেই ঐহিক, যে নাম সেই নাম ।

এই আদিত্যের অধোভাগে যে সকল লোক আছে সেই সকলের ( অধিবাসী ) মনুষ্যগণের অভিলষণীয় বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন । যাঁহারা বীণাযোগে গান করেন তাঁহারা তাঁহাকেই গান-করেন এবং তাঁহা হইতে তাঁহারা ধনলাভ করেন ।

ভাব—ঋগ্-যজুঃ-সামাদি সৰ্ব্বময়, মনুষ্যলোকসমূহের অভিলষণীয় বিষয়ের নিয়ন্তা, এবং পূৰ্ব্বোক্ত অপাপবিদ্ধাদিবশতঃ ইনি সৰ্ব্বেশ্বর ( ১১।২০ ) ।

২। অস্ত্র লোকস্ত কা গতিরিত্যাকাশো হোবাচ সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদান্ত আকাশং প্রত্যন্তং যন্ত্যা-কাশোহ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।

স এষ পরোবরীয়ানুদীপ্তঃ স এযোহনন্তঃ পরোবরীয়োহাস্তা ভবতি পরোবরীয়মোহ লোকান্ জয়তি য এতদেব বিদ্বান্ পরো-বরীয়াংশ্চমুদীপ্তমুপাস্তে । ছা, ১। ৩। (৯) : ১২ ।

‘অস্ত্র লোকস্ত কা গতিঃ ?’ ইতি শালাবত্যপ্রশ্নোত্তরে জৈবলিঃ উবাচ—‘আকাশঃ ইতি ।’ কথং ? ‘সৰ্ব্বাণি হ বৈ’ ইমানি ভূতানি স্বাবরজঙ্গমানি ‘আকাশং এব’ ‘সমুৎপদন্তে’ ‘আকাশং প্রতি’ ‘অন্তঃ যন্তি’ অন্তঃ গচ্ছন্তি । ‘আকাশঃ হি এব’ ‘এত্যাঃ জ্যায়ান্’ ‘আকাশঃ’ ‘পরায়ণঃ’ প্রতিষ্ঠা আধারঃ ।

‘স এষ’ আকাশঃ ‘পরোবরীয়ান্’ কালতো বস্তুতোঃ অপরিচ্ছিন্নঃ ‘উদীপ্তঃ’ ‘স এষ’ ‘অনন্তঃ’ দেশতোহপরিচ্ছিন্নঃ, ‘যঃ এতৎ এব’ ‘বিদ্বান্’ জ্ঞানন্ ‘পরোবরীয়াঃসম্’ ‘উদীপ্তম্’ ‘উপাস্তে’ ‘অস্ত্র’ ‘হ’ ‘পরোবরীয়ো’ জীবনঃ ‘ভবতি’, ‘পরোবরীয়সঃ’ ‘লোকান্’ ‘হ’ জয়তি ।

( শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন ) এ লোকের গতি কি ? ( জৈবলি উত্তর দিলেন )—আকাশ । কেন না আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অন্তঃগমন করে, আকাশ এ সকল হইতে সহস্রগ, আকাশ ইহাদিগের আধার ।

সেই এই আকাশ গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদীপ্ত, সেই এই আকাশ অনন্ত । যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া গুণে উৎকৃষ্ট কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদীপ্তের উপাসনা করেন, পর পর তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন হয়, পর পর তিনি উৎকৃষ্ট লোক জয় করেন ।



ভাব—উৎপত্তি, লয় ও স্থিতির হেতু, মহত্তর, সর্বোৎকৃষ্ট অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত এই সকল বিশেষণ দেখাইতেছে আকাশ এখানে সর্বোৎকৃষ্ট ( ১।১।২২ )।

১০। প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণ-  
মেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমহ্বায়তা ।

ছা, ১।৩ (১১) ৫।

“কতমা সা দেবতেতি” প্রস্তোতুঃ প্রস্তোত্তরে চাক্রারণঃ—‘প্রাণ ইতি’ ‘হ’ কিল ‘উবাচ’। কথম্ ? ‘সর্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি’ ‘প্রাণম্’ এব’ ‘অভিসংবিশন্তি’ তন্নিহ্ন লীনানি ভবন্তি ‘প্রাণম্’ ‘অতি’ লক্ষীকৃত্য ‘উজ্জিহতে’ উদগচ্ছন্তি জয়কালে। ‘সা এষা দেবতা’ ‘প্রস্তাবম্’ সারঃ প্রথমভাগম্ ‘অহু’ ‘আয়তা’ অমুগতা নির্দিষ্টা। উৎপত্তিলয়শ্রবণং প্রাণোহত্র ব্রহ্মৈব।

( সে দেবতা কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে চাক্রারণ ) প্রাণ । কেন না এই সকল ভূত প্রাণে প্রবেশ করে আবার প্রাণ হইতে উৎখিত হয় । সামগানের প্রথমভাগে এই দেবতা নির্দিষ্ট ।

ভাব—প্রাণ হইতে উৎপত্তি, প্রাণেতে লয় বর্ণিত হওয়াতে প্রাণ এখানে ব্রহ্ম ( ১।১।২৩ )।

১১। গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাঐ গায়ত্রী  
বাঐ ইদং সর্বং ভূতং গায়ত্রী চ ত্রায়তে চ ।

যা বৈ সা গায়ত্রীযং বাব সা য়েয়ং পৃথিব্যাত্মা হীদং সর্বং  
ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়েতে ।

যা বৈ সা পৃথিবীযং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্  
হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়েন্তে ।

যদ্বৈতং পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্বদিদমস্মিন্মন্তঃপুরুষে হৃদয়-  
মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়েন্তে ।

সৈষা চতুষ্পাদা ষড়্ বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাত্মনুক্তম্ ।

তাবানস্তা মহিমা ততো জ্যায়াৎশ্চ পুরুষঃ পাদোহস্তা সর্কা  
ভূতানি ত্রিপাদস্তায়তং দিবীতি ।

যদ্বৈতদ্ব্যক্লেতীদং বাব তদ্যোহয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশো যো  
বৈ স বহির্ধা পুরুষাদাকাশঃ ।

অয়ং বাব স যোহয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো যো বৈ সোহন্তঃ পুরুষ  
আকাশঃ ।

অয়ং বাব স যোহয়মন্তুহঁদয় আকাশন্তুদেতং পূর্ণমপ্রবর্তি পূর্ণা-  
মপ্রবর্তিনীতু শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ।

ছা, ৩। ৫। ১২। ১—৯।

‘ইদং সৰ্বং’ ‘ভূতং’ আগিজাতং ‘বং ইদং কিঞ্চ’ ভাবয়ঃ জন্ময়ঃ তৎ সৰ্বং ‘গায়ত্রী’ ‘বৈ’ এব।  
‘বাক্ বৈ গায়ত্রী’ ‘বাক্ বা ইদং সৰ্বভূতং’ ‘গায়তি’ অসৌ গৌঃ অসৌ অশ্বঃ ইতি শব্দয়তি ‘চ’ ‘তায়তে  
চ’ অমুখ্যং বা ভৈবীঃ ইতি বাচা রক্ষতি চ ।

‘বা বৈ সা গায়ত্রী—‘বা ইদং পৃথিবী’ ‘ইদং বাব সা’ । ‘হি’ বস্মাৎ ইদং সৰ্বং ভূতম্ ‘এতত্ত্বাং’  
পৃথিব্যাং ‘প্রতিষ্ঠিতম্’ ‘এভাং’ পৃথিবীম্ ‘এব’ ‘ন অতিশীয়েতে’ ন অতিবর্ততে ।

‘বা বৈ সা পৃথিবী’ ‘ইদং’ গায়ত্রী ‘বাব’ এব ‘সা’ । ‘অস্মিন্ পুরুষে’ ‘বং ইদং শরীরং’ ‘অস্মিন্  
হি ইমে প্রাণাঃ’ ভূতশব্দবাচ্যাঃ ‘প্রতিষ্ঠিতাঃ’ ‘এতৎ’ শরীরম্ ‘এব’ প্রাণাঃ ‘ন অতিশীয়েতে’ ন অতি-  
বর্তন্তে ।

‘পুরুষে’ ‘বং বা এতৎ’ ‘শরীরং’ ‘ইদং বাব’ ‘তৎ’ গায়ত্রীধরুগম্ ‘অস্মিন্’ অন্তঃ পুরুষে ‘বং ইদং’  
‘জন্ময়ঃ’ ‘অস্মিন্ হি’ ‘ইমে প্রাণাঃ’ ‘প্রতিষ্ঠিতাঃ’ ‘এতৎ’ জন্ময়ম্ ‘এব’ ‘ন অতিশীয়েতে’ ন অতিবর্তন্তে  
প্রাণাঃ ।

‘সা এবা’ ‘গায়ত্রী’ ‘চতুৰ্দ্ধা’ বড়ঙ্করৈঃ ‘বড়বিধা’ বাগ্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-জন্ম-প্রাণরূপা ।  
‘তদেতৎ’ এতশ্লিষ্টার্থে ‘কচা’ মন্ত্রেণ ‘অত্যানুৎ’ প্রকাশিতম্ ।

‘অন্ত’ গায়ত্র্যক্ষরস্যা ব্রহ্মণঃ ‘তাবান্’ মহিমা’ বিহুতিবিস্তারঃ প্রোক্তঃ বড়বিধঃ । ‘ততঃ’ মহিযঃ  
‘পুরুষঃ’ ‘জায়ান্’ মহন্তরঃ । ‘সৰ্বাণি ভূতানি’ তেজোহিবস্মানি ‘অস্মা’ পুরুষস্য ‘সিপাৎ’ ‘অমৃতং’  
পুরুষাধঃ ‘দ্বিবি’ দ্বোভোনামকে পরব্যোমি । ‘ইতি’ ।

‘বং বা’ ‘এতৎ’ ত্রিপাদমুত্তং ‘ব্রহ্ম ইতি’ গায়ত্রীমুখেনোক্তঃ ‘ইদং’ ‘বাব’ এব ‘তৎ’ । কিন্তুঃ ?  
জাগ্রদবস্থায়ঃ ‘পুরুষাৎ বহির্ধা’ ‘যঃ’ ‘অয়ম্’ সমুৎপন্নঃ ‘আকাশঃ’ ণ্ডাকাশঃ ‘পুরুষাৎ বহির্ধা’ ‘যঃ’  
‘বৈ’ ‘স’ দূরত্বঃ ‘আকাশঃ’ অথওকাশঃ ।

অপ্রাবস্থায়াম্ ‘অন্তঃ পুরুষে’ ‘যঃ অয়ম্’ সমুৎপন্নঃ ‘আকাশঃ’ ণ্ডাকাশঃ, ‘অন্তঃ পুরুষে’ ‘যঃ বৈ’ ‘সঃ’  
দূরত্বঃ ‘আকাশঃ’ অথওকাশঃ ।

সুখ্যবস্থায়ঃ ‘অন্তর্হৃদয়ে’ জগৎপুণ্ডরীকে ‘যঃ অয়ম্’ ‘আকাশঃ’ ‘অয়ঃ’ ‘বাব’ এব ‘স আকাশঃ’  
অথওকাশঃ—সমুৎপন্নবাসিবিগমাৎ—‘তৎ’ সৰ্বভূতম্ ‘এতৎ’ সৰ্বগতং ব্রহ্ম ‘পূর্ণম্’ সৰ্বমধিকৃত্য  
বর্তমানম্, অথচ ‘অপ্রবর্তি’ বিকারাতীতম্ । ‘যঃ এবঃ’ ‘বেদ’ জানাতি স ‘পূর্ণান্’ ‘অপ্রবর্তিনীঃ’ স্থিরাঃ  
‘শ্রিয়ং’ ‘লভতে’ ।

সমুদায় ভূত, সমুদায় স্থাবর জন্ম যাহা কিছু, সকলই এই গায়ত্রী ।  
বাক্ই গায়ত্রী, বাক্ই সমুদায় ভূতকে গায় [ শব্দযোগে প্রখ্যাত করে ],  
বাক্ই [ কি ভয় বলিয়া ] ভ্রাণ করে ।

সেই গায়ত্রী যাহা, এই যে পৃথিবী ইহাও তাহা, কেন না এই পৃথি-  
বীতে সমুদায় ভূত প্রতিষ্ঠিত এবং উহা এই পৃথিবীর অতীত নহে ।

সেই পৃথিবী বাহ্য এই গায়ত্রীও তাহা । এই পুরুষে এই যে শরীর, এই শরীরে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত এবং উহার। এই শরীরের অতীত নহে ।

পুরুষে এই যে শরীর উহা সেই গায়ত্রীরূপ । এই অন্তঃপুরুষে এই যে হৃদয় উহাতে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত এবং উহার। ইহার অতীত নহে ।

সেই এই গায়ত্রী ( ছয় ছয় অক্ষরে গণনা করিয়া ) চতুষ্কাং ও ( বাক্-ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-ও-প্রাণরূপে ) ষড়্বিধ । এতদর্থে এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে ;—

[পৃথিব্যাদি সমুদায়] এই পুরুষের তৎপরিমিত মহিমা, তাহা হইতে ইনি মহত্তর, সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র । ছ্যালোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত ( অবিকারী ) ।

এই যে ব্রহ্ম ইনিই সেই যিনি [ জ্ঞানদবস্থায় ] পুরুষের বহিস্থ এই [ সম্মুখবর্তী ] আকাশ এবং পুরুষের বহিস্থ সেই [ দূরবর্তী ] আকাশ ।

ইনিই সেই যিনি [ স্বপ্নাবস্থায় ] অন্তঃপুরুষে এই আকাশ এবং অন্তঃপুরুষে সেই আকাশ ।

[ স্নগুণ্যবস্থায় ] যিনি এই অস্ত্রহৃদয়ে ( হৃৎপদ্মে ) আকাশ ইনিই সেই আকাশ । সেই ( সর্কাতীত ) এই ( সর্কগত ) ব্রহ্ম পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় । যে ব্যক্তি তাঁহাকে এইরূপ জানেন তিনি পূর্ণ অপরিবর্তনীয় জ্ঞী লাভ করেন ।

ভাব—গায়ত্রীতে ব্রহ্মের আবির্ভাবদর্শনপূর্বক তাঁহার উপাসনা এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে । সকলই এই গায়ত্রী—চরাচর বিধে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মদর্শনের প্রণালী, গায়ত্রীর সহিত সে জগৎই চরাচর বিধে অভিন্নতা সাধিত হইয়াছে ।

বাক্ ই গায়ত্রী—নিখিল প্রাণী নিখিল পদার্থ শব্দযোগে বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে । নিখিল প্রাণীর অভয়লাভও বাগযোগেই নিম্পন্ন হয় । সুতরাং বাক্ ও গায়ত্রী এখানে ব্যুৎপত্তিবলে এক করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।

যিনি সকলকে গায়েন ও জ্ঞান করেন তিনি গায়ত্রী । অস্ত্র ( ১০। ৩৮ [ ১৪ ] ) গায়ত্রী শব্দের অস্ত্র প্রকার ব্যুৎপত্তি থাকিলেও উহা এ ব্যুৎপত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নয়, কেন না যেখানে প্রাণকে জ্ঞান করা এখানে প্রাণমূলক ভূতগণকে জ্ঞান করা প্রায় একই ।

তৎপরিমিত মহিমা—এইটি পুরুষশব্দের ( ১০ম, ২০ম ) তৃতীয় ঋক্ । পৃথিব্যাদি পরম পুরুষের বিদ্যুতি বা ঐশ্বর্য । ‘মহিমা’ শব্দে এই বিদ্যুতি বা ঐশ্বর্য । পরমপুরুষ

অপরিসীম অনন্ত । জগৎ যত কেন বৃহৎ হউক না, পরিমিত । জগতের পরিমিতত্ব এবং পরমপুরুষের অপরিমেয়ত্ব প্রদর্শনকরিবার জ্ঞা জগৎকে এক পাদ এবং পরমপুরুষকে তিনপাদরূপে বর্ণন করা হইয়াছে । ইনিই সর্বাভীত ও সর্বগত চতুষ্পাং ব্রহ্ম । চতুষ্পাং গায়ত্রীর সঙ্গে ইহাকে অভিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে ।

এই যে ব্রহ্ম ইনিই সেই—এই যে সর্বাভীত সর্বগত ব্রহ্ম তাঁহাকে উপাসনার্থ হৃদয়-কাশে দর্শনের নিমিত্ত ইনিই সেই আকাশ বলিয়া এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে । জাগ্রদ-বস্থায় সমুখস্থ আকাশে সর্বগতরূপে, দূরস্থ আকাশে সর্বাভীতরূপে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন । স্বপ্নাবস্থায় আকাশগ্রহণ জাগ্রদবস্থার অধরূপ । সুশুপ্তাবস্থায় হৃদয়াকাশের ‘এই আর ঐ’ এ প্রভেদ থাকে না অথগতাকাশ হইয়া যায়, সুতরাং এখানে সে প্রভেদ আর উল্লিখিত হয় নাই । “পরমাকাশে হৃদয়ে” ( ৪।১১ ) এরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ এই দেখাইয়া দেয় যে, উপাসনাকালে হৃদয়দেশকে অতি হৃদয় ও অতি মহান্ ভাবে ( ৬।৪ ) উপলব্ধিকরা হইয়া থাকে । ‘ধারণায় হৃদয় জ্ঞানে অনন্ত’ সাধকগণের ব্রহ্মভূতবের এই রীতি । সর্বত্র এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে ।

পূর্ণ এবং অপরিবর্তনশীল—এখানে গায়ত্রী ছন্দ নহে । গায়ত্রী শব্দে ‘সমুদায় ভূতের জাগরণ’ এইটি নিম্পন্ন করিয়া সমুদায় জগতেঃ সহিত উহার একত্বসাধনপূর্বক উহাকে পূর্ণ অপরিবর্তনশীল ব্রহ্মবিভাবদর্শনের উপায় করিয়া লওয়া হইয়াছে । সন্দেহরূপ, পূর্ণ, অপরিচ্ছদা, ভূতাদি উহার পাদমাত্র, এই সকলের উল্লেখ করিয়া গায়ত্রীকে উপাত্ত-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং গায়ত্রী এখানে ব্রহ্ম ( ১।১২।২৭ ) ।

১২ । অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু তমেষু লোকেষিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্মন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তত্ত্বৈষা দৃষ্টিঃ ।

যত্রৈতদস্মিঞ্জরীরে সৎস্পর্শেনোন্নিমানং বিজানাতি, তত্রৈষা ঐতির্যত্রৈতং কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপ-শৃণোতি, তদেতদৃষ্টঞ্চ ঐতৎকেতুপাসীত চক্ষুষাঃ ঐতো ভবতি য এবং বেদ । ছা, ৩।৫।(১৩) ৭।৮।

‘অথ’ ‘যৎ’ ‘অতঃ’ অনুযায়ং ‘দিবঃ’ দ্ব্যলোকাং ‘পরঃ’ পরস্তাং ‘জ্যোতিঃ’ ‘দীপ্যতে’ তৎ ‘ইদং’ ‘বাব’ এব ‘বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু’ নিখিল প্রাণিবর্গোপরি ‘সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু’ সর্বদংসারমণ্ডলোপরি, ‘উত্তমেষু’ ‘অনুত্তমেষু’ নাস্তি উত্তমো যেভ্যঃ তেহু ‘লোকেষু’ দীপ্যত ইতি শেষঃ । অস্মিন্ ‘অন্তঃ পুরুষে’ দেহাভ্যন্তরে ‘তৎ যৎ ইদং’ ‘জ্যোতিঃ’ জঠরাগ্নিঃ ‘তস্য’ জ্যোতিষঃ ‘এবা’ ‘দৃষ্টিঃ’ দর্শনোপায়ঃ ।

‘যত্র’ যস্মিন্ কালে ‘এতৎ’ উচ্চাভূতবনঃ যথা স্যাৎ তথা ‘অস্মিন্ শরীরে’ ‘সংস্পর্শেন’ ‘উন্নিমানং’ ‘জানাতি’ অনুভবতি, ‘তস্য’ জ্যোতিষঃ ‘এবা’ ‘ঐতিঃ’ শ্রবণোপায়ঃ । কৈবা ? ‘যত্র’ যস্মিন্ কালে

‘এতৎ’ নিনদাপ্রভবনং যথা স্যাৎ তথা ‘কর্ণো’ ‘অপিগৃহ’ অপিধায় ‘নিনদয় ইব’ যথোবাচঃ ইব ‘অনন্তঃ’ ‘অঃ’ ইব ‘নদধুঃ’ নিনাদঃ ‘ইব’ ‘উপশৃণোতি’। ‘তৎ এতৎ’ জ্যোতিঃ ‘দৃষ্টং চ ঞ্চতৎ চ’ ইতি ‘উপাসীত’। ‘যঃ এনং’ ‘বেদ’ জ্ঞানাতী স ‘চক্ষুযাঃ’ দর্শনীয়ঃ ‘ঞ্চতঃ’ বিস্তৃত ভবতি। ষিরভ্যাস আদরার্থঃ। ‘বদন্তঃ পরঃ’ ইত্যত্রত্যবচ্ছবেন “পাদোহস্য সৰ্বা ভূতানি” ইত্যত্রত্যাগাদশব্দোহিত্রোপ-  
তিষ্ঠতে তেনাজ জ্যোতিরত্র চতুষ্পাৎ ব্রহ্মেতি।

অনন্তর এই ছ্যলোকের উপরি হইতে যে জ্যোতি দীপ্তি পায় সেই জ্যোতি সমুদায় প্রাণিবর্গের উপরি সমুদায় সংসারমণ্ডলের উপরি উত্তম অনুত্তম সমুদায় লোকে দীপ্তি পায়। এই শরীরের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি ( জঠরাগ্নি ) সেই জ্যোতির দর্শনের এই উপায়।

যে সময়ে এই শরীরে স্পর্শযোগে উষ্ণতা অনুভূত হয় সে সময়ে এই জ্যোতি প্রবণগোচর করিবার এই উপায়—কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া যৎকালে রথনির্ঘোষের স্রায় জ্বলন্ত অগ্নির শব্দের মত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সেইটিতে এই জ্যোতি দৃষ্ট হইল ঞ্চত হইল এই ভাবে উপা-  
সনা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি দর্শনীয় হন বিস্তৃত হন।

ভাব—গায়ত্রীতে ব্রহ্মদর্শনের অব্যবহিত পরেই জাঠর অগ্নিতে ব্রহ্মদর্শন নিবন্ধ হইয়াছে। “এই ছ্যলোকের উপরিস্থ যে জ্যোতি” এই বাক্যের ‘যৎ’ শব্দ পূর্ববর্তী—  
“সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র ছ্যলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত”—এই বাক্যগত ছ্যলোকের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে, সুতরাং সেখানেও যেমন চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম এখানেও তেমনি চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছে ( ১।১।২৪ )।

:৩। মনো ব্রহ্মেতু্যপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশোব্রহ্মে-  
তুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মকাধিদৈবতঞ্চ।

তদেতচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম—বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদইত্যধ্যাত্ম, অথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো, বায়ুঃ পাদ, আদিত্যঃ পাদো, দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবা-  
ধিদৈবতঞ্চ।

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোহগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ।

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ।

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ, স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ  
তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশস। ব্রহ্মবর্চসেন য এবং  
বেদ ।

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্ভিজ্যোতিষা ভাতি চ  
তপতি চ, ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশস। ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ  
য এবং বেদ । ছা, ৩। ৫। (১৮) ১—৬ ।

‘মনঃ’ অন্তঃকরণং তৎ ‘ব্রহ্ম’ ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ ‘ইতি’ ‘অধ্যাত্ম্য’ করণবিষয়কমুপাসনম্ । ‘অথ’  
‘আকাশঃ’ ‘ব্রহ্ম’ ‘ইতি’ ‘অধিদৈবতম্’ করণার্থিত্বদেবগরমুপাসনম্ । ‘ইতি’ ‘অধ্যাত্ম্য চ’ ‘অধিদৈবতঃ’  
চ ‘উভয়ম্’ ‘আদিষ্টম্’ উপদিষ্টং ‘ভবতি’ ।

‘তৎ এতৎ’ মনআখ্যঃ ‘ব্রহ্ম’ ‘চতুর্থাৎ’—‘বাক্ পাদঃ’ ‘শ্রাণঃ’ ‘ব্রাণঃ’ ‘পাদঃ’ ‘চক্ষুঃ’ ‘পাদঃ’ ‘শ্রোত্রঃ’  
‘পাদঃ’ ‘ইতি’ ‘অধ্যাত্ম্যম্’ । ‘অথ’ ‘অধিদৈবতঃ’ চতুর্থাৎ—‘অগ্নিঃ’ ‘পাদঃ’ ‘বায়ুঃ’ ‘পাদঃ’ ‘আদিত্যঃ’ ‘পাদঃ’  
‘দিগ্ভিঃ’ ‘পাদঃ’ ‘ইতি’ ‘অধ্যাত্ম্য চ’ ‘অধিদৈবতঃ’ চ ‘উভয়ম্’ এবং ‘আদিষ্টং’ ‘ভবতি’ ।

‘বাক্’ ‘এব’ মনসো ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুর্থঃ’ ‘পাদঃ’ ‘স’ ‘অগ্নিনা’ অধিদৈবতেন ‘জ্যোতিষা’ ‘ভাতি চ’  
দীপ্যতে চ ‘তপতি চ’ সত্তাপং চৌক্যঃ কথোতি । ‘য এবং বেদ’ স ‘কীর্ত্যা’ যশস। ব্রহ্মবর্চসেন  
ভাতি চ তপতি চ’ ।

‘শ্রাণ এবং ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুর্থঃ’ ‘পাদঃ’ স ‘বায়ুন’ অধিদৈবতেন ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘চক্ষুরেব ব্রহ্মণঃ চতুর্থপাদঃ’ ‘স আদিত্যেন’ অধিদৈবতেন ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘শ্রোত্রম্ এবং ব্রহ্মণঃ চতুর্থপাদঃ’ ‘স দিগ্ভিঃ’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘মন ব্রহ্ম’ এইরূপে উপাসনা করিলে, এটি অধ্যাত্ম । ‘আকাশ ব্রহ্ম’  
এইরূপে উপাসনা করিলে এইটি অধিদৈবত । এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধি-  
দৈবত উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে ।

এই মন ব্রহ্ম চারি পাদ—বাক্ এক পাদ, শ্রাণ এক পাদ, চক্ষু এক  
পাদ, শ্রোত্র এক পাদ । এটি অধ্যাত্ম । অগ্নি এক পাদ, বায়ু এক পাদ,  
আদিত্য এক পাদ, দিক্ সকল এক পাদ ইটি অধিদৈবত, এইরূপে  
অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে ।

বাক্ই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ । সেই চতুর্থপাদ অধিক্রম জ্যোতির দ্বারা  
দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি কীর্ত্তি, যশ  
ও ব্রহ্মতেজ দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন ।

শ্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, সেই চতুর্থপাদ বায়ুরূপ জ্যোতি দ্বারা  
দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় । যিনি এরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তি, যশ ও  
ব্রহ্মতেজ দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন ।

চক্ষুই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ । সেই চতুর্থপাদ আদিত্যরূপ জ্যোতির দ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন ।

শ্রোত্রই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ । সেই চতুর্থপাদ দিক্‌সমূহরূপ জ্যোতির দ্বারা দীপ্তি পায়, তাপ দেয় । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজের দ্বারা দীপ্তি পান ও তাপযুক্ত হন ।

ভাব—“মনোময়, প্রাণশরীর, সর্বপ্রকাশক, সত্যসঙ্কর, আকাশ স্বরূপ (৬।৭),” এই ঋতিতে মনোময় এবং আকাশস্বরূপকে ভিন্নভিন্নরূপে এবং উপরি উক্ত ঋতিতে এ দুইকে একত্র করিয়া গ্রহণকরা হইয়াছে । মনে ব্রহ্মদৃষ্টি অধ্যাত্ম, আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি অধিদৈবত, এই দুইটি এখানে একত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । মনের স্বস্ব এবং আকাশের স্বস্ব, সর্বগতত্ব এবং নিরূপাধিকত্ববশতঃ উহারা ব্রহ্মদর্শনে অনুকূল ।

অধ্যাত্ম—ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া যেখানে উপাসনা বিহিত হয় সে স্থলে অধ্যাত্ম ।

অধিদৈবত—ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা লইয়া বিহিত উপাসনা অধিদৈবত ।

অধিভূত—ইন্দ্রিয়গণের বিষয় লইয়া বিহিত উপাসনা অধিভূত ।

বাক্‌ই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ—বাক্যাকারে মন বাহিরে প্রকাশ পায় এজন্ত উহার প্রাধান্য ।

অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারা—“তৈল ঘৃতাদি আগ্নেয় আহার্যাসামগ্রীতে প্রদীপ্ত হইয়া বাক্‌ দীপ্তি পায় ও তাপ দেয় অর্থাৎ বলিবার নিমিত্ত উৎসাহিতা হয়”—ভাষ্যকার । সরল সিদ্ধান্ত এই যে, বাক্যোক্তে তেজের অধিষ্ঠান, সূত্রেরাঃ উহাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব অনুভূত হয় বলিয়া অগ্নিকে উহার অধিদেবতা করা হইয়াছে ।

লোকে নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট করে উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টদৃষ্টি করে না, এই লৌকিক রীতির অনুবর্তন করিয়া রাজপুরুষে রাজদৃষ্টি সমুচিত, কিন্তু রাজ্যে রাজপুরুষদৃষ্টি কদাপি সমুচিত নহে, সেইরূপ মনআদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি দৃশ্যীয় নয়, ব্রহ্মোক্তে মনআদিদৃষ্টি দৃশ্যীয় (৬।১।৫) । মনআদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি যত স্থিরতালাভ করে, তত তেজস্বিতা প্রভৃতি দৃষ্ট ফল লোকে দেখিতে পায়, ভিতরে যে ব্রহ্মসম্পন্নতা উপস্থিত হইতে থাকে তাহা জনচক্ষুর অগোচর ।

১৪। অথ হৈনয়ষভোহভ্যুবাদ সত্যকামঃ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্বঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলম্ ।

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রহ্মণীতি, ব্রহ্মীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্‌লা, প্রতীচী দিক্‌লা, দক্ষিণা দিক্‌লোদীচী দিক্‌-  
লৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্‌ নাম ।

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্য-  
পাস্তে প্রকাশবানস্মি'ল্লোকে ভবতি, প্রকাশবতোহ লোকাঞ্জয়তি য  
এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যপাস্তে ।

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার  
তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়  
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ।

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকামও ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব ।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ  
হোবাচ পৃথিবী কলাহস্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা, সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ  
সোম্য চতুক্ষলঃ পাদো ব্রহ্মণোহনন্তবান্ নাম ।

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যপা-  
স্তেহনন্তবানস্মি'ল্লোকে ভবতানন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং  
বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যপাস্তে ।

হত্ংসস্তে পাদং বক্তেতি স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চ-  
কার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধ-  
মাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ।

তৎ হত্ংস উপনিপত্যভ্যুবাদ সত্যকামও ইতি ভগব ইতি হ  
প্রতিশুশ্রাব ।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ  
হোবাচাগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা, বিদ্যুৎকলৈষ বৈ সোম্য  
চতুক্ষলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানাম ।

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্য-  
পাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মি'ল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি  
য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুক্ষলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যপাস্তে ।

মদৃগুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বো ভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার  
তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায়  
পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ।



তং মদৃগুরুপ নিপত্যাভ্যুবাদ সত্যাকামঃ ইতি ভগব ইতি হ  
প্রতিশ্রুতাব।

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তন্মৈ  
হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য  
চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্নাম।

স য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যু-  
পাস্তে আয়তনবানস্মি'ল্লোকে ভবতি, আয়তনবতোহ লোকাঞ্জয়তি  
য এতমেবং বিদ্বাৎশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে।

ছা, উ, ৪। ৬। (৫) ২—৮। য়, আ ৬। ১। :—৭।

'অথ' ভবা 'হ' 'এনং' 'সত্যাকাম' 'ঋষভঃ' হে 'সত্যাকাম ইতি' 'অভ্যুবাদ' সন্মোদয়ামাস। সত্য-  
কাম আহ—'ভগবঃ' 'ভগবন্' ইতি 'প্রতিশ্রুতাব' প্রতিবচনং দদৌ। ঋষভ আহ—হে 'সোম্য' 'সহস্রং'  
'প্রাপ্তাঃ' 'মঃ' ? 'আচার্য্যকুলং' 'নঃ' 'অন্যান' 'প্রাপয়'।

'ব্রহ্মণঃ' 'তে' 'তুভ্যং' 'পাদং' 'ব্রবণি' কথয়ানি 'ইতি'। সত্যাকাম আহ 'ভগবান্' 'মে' মমঃ  
'ব্রবীতু' কথয়তু। 'তন্মৈ' 'হ' ঋষভঃ 'উবাচ'—'প্রাণী দিক্ কলা' ব্রহ্মণঃ পাদস্ত চতুর্ভাগঃ এবং  
'প্রাণী দিক্ কলা' 'দক্ষিণা দিক্ কলা' 'উনীচী দিক্ কলা'। হে 'সোম্য' 'এব বৈ' 'প্রকাশবান্' নাম  
'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ পাদঃ'।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্' ইতি 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে'  
'প্রকাশবান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্' ইতি 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে'  
স 'হ' 'প্রকাশবতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

স ঋষভ আহ—'অগ্নিঃ' 'তে' 'তুভ্যং' 'পাদং' 'বজ্রা' বসিতা 'ইতি'। 'স' সত্যাকাম 'হ' 'ষোড়শে'  
পরেহ্যঃ নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা 'গাঃ' 'অভিপ্রহাপরাঙ্ককার' আচার্য্যকুলং প্রতি। 'তাঃ' 'যত্র' 'সায়ম্' 'অভি'  
'বত্নঃ' 'আতিমুখাঃ' সজ্জতাঃ 'তত্র' 'অগ্নিম্ উপগমাধার' প্রজালা 'গাঃ' 'উপক্ৰম্য' গমনাং প্রতিনিবর্ত্য  
'সমধিন্' ইকনম্ 'আধার' অগ্নৌ নিক্ষিপ্য 'অগ্নেঃ' 'পশ্চাৎ' 'প্রাঙ' 'প্রাঙ্কঃ' সন্ উপবিবেশ।

তমগ্নিঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ।

হে 'সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'পাদং' 'তে' 'তুভ্যং' 'ব্রবণি ইতি' 'ভগবান্' 'মে' ব্রবীতু ইতি। 'তন্মৈ'  
সত্যাকামার অগ্নিঃ 'উবাচ'—'পৃথিবী কলা' 'অন্তরিক্ষঃ কলা' 'ভ্রোঃ কলা' 'সমুদ্রঃ কলা'। হে 'সোম্য'  
'ব্রহ্ম বৈ' 'অনন্তবান্' নাম 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলঃ' 'পাদঃ' 'অনন্তবান্' ইতি।

'স যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'অনন্তবান্' ইতি 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে' স 'অস্মিন্ লোকে'  
'অনন্তবান্' 'ভবতি'। 'যঃ এতম্ এবং বিদ্বান্' 'অনন্তবান্' ইতি 'ব্রহ্মণঃ' 'চতুষ্কলং পাদম্' 'উপাস্তে'  
স 'হ' 'অনন্তবতঃ' 'লোকান্' 'জয়তি'।

'হংসঃ' 'তে পাদং বজ্রা ইতি' ইত্যাদি পূর্ববৎ।

হে 'সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ' 'তে পাদং ব্রবণি ইতি' 'ভগবান্' 'মে ব্রবীতু ইতি'। 'তন্মৈ' হংসঃ 'উবাচ'—

‘অগ্নিঃ কলা’ ‘স্বৰ্ঘাঃ কলা’ ‘চন্দ্রঃ কলা’ ‘বিহ্যৎকলা’ হে ‘সোম্য’ ‘এব বৈ’ ‘জ্যোতিষ্মান্’ নাম ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদঃ’ ।

‘স যঃ এতন্ম এবং বিদ্বান্’ ‘জ্যোতিষ্মান্’ ইতি ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদম্’ উপাস্তে’ ‘অগ্নিন্ লোকে’ ‘জ্যোতিষ্মান্’ ভবতি । ‘যঃ এতন্ম এবং বিদ্বান্’ ‘জ্যোতিষ্মান্’ ইতি ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদম্’ উপাস্তে’ স ‘হ’ ‘জ্যোতিষ্মতঃ’ ‘লোকান্’ জয়তি ।

‘মন্তঃ তে পাদঃ বস্তা ইতি’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

হে ‘সোম্য’ ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘তে’ পাদঃ ‘ব্রহ্মণি ইতি’ ‘ভগবান্’ ‘ব্রহীতু’ মে ‘ইতি’ । ‘তন্মৈ’ সত্যকামায় স ‘উবাচ’—‘প্রাণঃ কলা’ ‘চক্ষুঃ কলা’ ‘প্রোত্রঃ কলা’ ‘মনঃ কলা’ । হে ‘সোম্য’ ‘এব বৈ’ ‘আয়তনবান্’ নাম ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদঃ’ ।

‘স যঃ এতন্ম এবং বিদ্বান্’ ‘আয়তনবান্’ ইতি ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদম্’ উপাস্তে’ ‘অগ্নিন্ লোকে’ ‘আয়তনবান্’ ভবতি । ‘যঃ এতন্ম এবং বিদ্বান্’ ‘আয়তনবান্’ ইতি ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘চতুৰ্ভুজঃ পাদম্’ উপাস্তে’ স ‘হ’ ‘আয়তনবতঃ’ ‘লোকান্’ জয়তি ।

হে সোম্য সত্যকাম, এই বলিয়া ঋষভ (রুষ) ইঁহাকে সম্বোধন করিলেন । হে ভগবন্, এই বলিয়া তিনি তাহার উত্তর দিলেন । ঋষভ বলিলেন, হে সোম্য, আমরা সহস্রসংখ্যক হইয়াছি, এখন আমাদের আচার্য্যকুলে লইয়া যাও ।

আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি । সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমার বলুন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, পূর্বদিগ্ এক পাদাংশ, পশ্চিম দিগ্ এক পাদাংশ, দক্ষিণ দিগ্ এক পাদাংশ, উত্তর দিগ্ এক পাদাংশ । হে সোম্য, প্রকাশবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া প্রকাশবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে প্রকাশবান্ হন । যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া প্রকাশবান্ চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি প্রকাশবান্ লোকসমূহকে জয়-করেন ।

ঋষভ বলিলেন, অগ্নি তোমায় এক পাদ বলিবেন । পর দিন প্রাতঃকৃত্যসমাপনান্তর তিনি গোগুলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন । যেখানে সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইল, সেখানে উহার সকলগুলি পরস্পরের অভিমুখী হইল । সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন-করিলেন, গো-গুলির গতি স্থগিত করিলেন, অগ্নিতে ইন্ধন আধান-করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাত্তাণ্ডে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন ।

অগ্নি তাঁহাকে সত্যকাম বলিয়া সম্বোধন করিলেন । তিনি, হে ভগবন্, বলিয়া উত্তর দিলেন ।

অগ্নি বলিলেন, হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি । সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, পৃথিবী এক পাদাংশ, অন্তরিক্ষ এক পাদাংশ, দ্যুলোক এক পাদাংশ, সমুদ্র এক পাদাংশ । হে সোম্য, অনন্তবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া অনন্তবান্ চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হন । যিনি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া অনন্তবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি অনন্তবান্ লোকসমূহকে জয়-করেন ।

অগ্নি বলিলেন, হংস তোমায় এক পাদ বলিবেন । পর দিন প্রাতঃ-কৃত্যসমাপনানন্তর, তিনি গোগুলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন । যেখানে সায়কাল উপস্থিত হইল, সেখানে উহার সকলগুলি পরস্পরের অভিমুখী হইল । সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন করিলেন, গো-গুলির গতি স্থগিত করিলেন, অগ্নিতে ইন্ধন আধান করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাত্তাগে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন ।

হংস তাঁহার নিকটে অবতরণ করিয়া, হে সত্যকাম বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন । হে ভগবন্, বলিয়া সত্যকাম উত্তর দিলেন ।

হংস বলিলেন, হে সোম্য, তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি । সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, অগ্নি এক পাদাংশ, সূর্য্য এক পাদাংশ, চন্দ্র এক পাদাংশ, বিদ্যা এক পাদাংশ । হে সোম্য, জ্যোতিষ্মান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ হন । যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জানিয়া জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি জ্যোতিষ্মান্ লোকসমূহকে জয়-করেন ।

হংস বলিলেন, মদগু ( পানিকোড়ী ) তোমায় এক পাদ বলিবেন ।

পর দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর তিনি গোষ্ঠলিকে আচার্য্যকুলের দিকে ছাড়িয়া দিলেন । যেখানে সায়ঙ্কাল উপস্থিত হইল সেখানে উহারা সকলগুলি পরস্পরের অভিमुखী হইল । সত্যকাম অগ্নি উদ্দীপন করিলেন, গোষ্ঠলির গতি শ্রুগিত করিলেন । অগ্নিতে ইন্ধন আধান করিলেন এবং অগ্নির পশ্চাত্তাণ্ডে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন ।

মদুগু তাঁহার নিকটে অবতরণ করিয়া, হে সত্যকাম, বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন । হে ভগবন্, বলিয়া সত্যকাম উত্তর দিলেন ।

মদুগু বলিলেন, হে সোম্য, তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিতেছি । সত্যকাম বলিলেন, ভগবান্ আমায় বলুন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রাণ এক পাদাংশ, চক্ষু এক পাদাংশ, শ্রোত্র এক পাদাংশ, মন এক পাদাংশ । হে সোম্য, আয়তনবান্ নামে ব্রহ্মের এই চারি পাদাংশ ।

যে ব্যক্তি এই এক পাদকে এইরূপ জ্ঞানিয়া আয়তনবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আয়তনবান্ হন । যিনি এই এক পাদকে এইরূপ জ্ঞানিয়া আয়তনবান্ বলিয়া চারি পাদাংশ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি আয়তনবান্ লোকসমূহকে জয় করেন ।

ভাব—ব্রহ্ম সমুদায় দিগ্যাপী, পূর্ব-পশ্চিমাদি সমুদায় দিকে তিনি প্রকাশবান্ হইয়া প্রকাশিত । সকল দিকে তাঁহাকে যাহারা প্রকাশবান্ রূপে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা আপনারা প্রকাশস্বভাব হন ; পরলোকে প্রকাশস্বভাব লোকসমূহ অধিকার করেন ।

পৃথিব্যাদি বৃহত্ত্বশতঃ আমাদের হৃদয়ে অনন্তের ভাব উদ্দীপন করে । ঐ সকলে ব্রহ্মের অনন্তত্ব যত হৃদয়ে মূর্ত্তিত হইতে থাকে সাধক তত আপনাতে অনন্তের অনন্তত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করেন । ইহলোকে যেমন সর্বত্র অনন্তত্বের অনুভব হয়, তেমন পরলোকও তাঁহার নিকটে অনন্তলোক হইয়া প্রকাশ পায় ।

অগ্ন্যাদির জ্যোতিতে ব্রহ্মেরই জ্যোতি সাধক দেখিতে পান, স্মৃতরাং তিনি আপনি যে জ্যোতিষ্মান্ হইবেন, এবং পরলোক তাঁহার নিকটে জ্যোতিষ্মান্ হইবে, ইহা অতি স্বাভাবিক ।

ব্রহ্মের দৃষ্ট স্পৃষ্ট শ্রাব্য ও চিন্তনীয় বিষয়সমূহের আয়তন ভ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ । যেসাদি সমুদায় বিষয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রেরণায় ( ৬ । ৪ ) সাধক অনুভব করেন, স্মৃতরাং ব্রহ্ম

সে সমুদারে সাক্ষাৎসাক্ষকে অনুভবগোচর হন । এইরূপ সর্বত্র আয়তন ( আশ্রয় ) লাভ সাধকের পক্ষে নিরতিশয় সুলভ হয় ।

এইটির সঙ্গে যে আখ্যায়িকা সংযুক্ত আছে তাহা এই .—

সত্যকামোহ জাবালো জাবালাঃ শাত্তরশামস্রগাংকণ্ডে ব্রহ্মচর্যাং, তবতি; বিবৎস্তামি কিং গোত্রো-  
হহমস্মীতি । ১ । সা হৈনমুবাচ নাহমেতন্মহে, তাত, বদেগৌত্রমসি । বহুহং চরন্তী পরিচারিণী  
যৌবনে স্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ বঙ্গোত্রমসি, জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ভমসি, স  
সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীষাইতি । ২ । স হ হারিভ্রমতঃ পৌতমমেতোবাচ ব্রহ্মচর্যাং তপবতি  
বৎস্তাম্যুগেয়াং ভগবন্তস্মিতি । ৩ । ত' হোবাচ কিং গোত্রো হু সোম্যাসীতি ; স হোবাচ নাহমেতন্মহে  
ভো বঙ্গোত্রোহহমস্মি, অশুচঃ শাত্তরং সা মাং প্রত্যব্রবীৎ “বহুহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে স্বাম-  
লভে সাহমেতন্ন বেদ বঙ্গোত্রমসি, জাবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ভমসীতি ।” সোহহং  
সত্যকামো জাবালোহস্মি । ৪ । ত' হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্থতি, সন্নিধং সোম্যাংহরোপ স্বাং  
নেযে ন সত্যাদগা ইতি । ভমূপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচমাঃ সোম্যাসু  
সংব্রজেতি । তা অতিপ্রশাপয়ন্নুবাচ নাসহশ্রোণবর্তয়েতি স হ বর্ষণং শ্রোবাস তা বদা সহস্র  
লক্ষেশ্বঃ । ৫ ।

জাবালাতনয় সত্যকাম মাতা জাবালার সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, শাত্তঃ, আমি  
আচার্য্যগৃহে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিব—আমি কোন্ গোত্র ? তিনি ইহাকে বলিলেন, বৎস,  
তুমি কোন্ গোত্র আমি তাহা জানি না । আমি যৌবনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া  
বহু জনের সেবানিরতা ছিলাম, সেই সময় তোমার লাভ করিয়াছি, তুমি কোন্ গোত্র  
তাহা আমি জানি না । আমার নাম জাবালা তোমার নাম সত্যকাম, জাবালাতনয়  
সত্যকাম এই গিয়া বল ।

শ্রী হারিভ্রমত পৌতমসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, আপনার নিকটে ব্রহ্মচর্য্যে  
বাস করিব, এজন্ত আপনার নিকটে আসিয়াছি ।

ঔহাকে তিনি বলিলেন, হে সোম্য, তুমি কোন্ গোত্র ? তিনি বলিলেন, আমি  
কোন্ গোত্র আমি তাহা জানি না । আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি  
আমায় এই উত্তর দিয়াছেন যে “আমি যৌবনে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহু জনের  
সেবানিরতা ছিলাম, সেই সময় তোমার লাভ করিয়াছি, তুমি কোন্ গোত্র তাহা  
আমি জানি না । আমার নাম জাবালা, তোমার নাম সত্যকাম ।” আৰ্য্য, আমি  
জাবালাতনয় সত্যকাম ।

আচার্য্য ঔহাকে বলিলেন, অত্রাক্ষপ কখন এক্রপ বলিতে পারে না । হে সোম্য,  
সমিৎ আনয়ন কর । তুমি সত্য হইতে দ্রষ্ট হও নাই এজন্ত আমি তোমার উপনীত  
করিব । ঔহাকে উপনীত করিয়া চারিশত কৃশ দুর্বল গো বাহির করিয়া বলিলেন,  
সোম্য, ইহাদিগের অনুগমন কর । গোগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি ঔহাকে বলিলেন,

ইহারা সহস্রসংখ্যক না হওয়া পর্যন্ত ফিরিও না । তিনি অনেক বর্ষ প্রবাসে রহিলেন, ভৎণার বধন তাহার। সহস্রসংখ্যক হইল ( সেই সময়ে ইত্যাদি )— ।

আখ্যায়িকা এই কথা গুলিতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে :—

প্রাপ হাচার্য্যকুলঃ, তমাচার্য্যোহভূবান সত্যকামঃ ইতি, ভগব ইতি হ প্রতিশ্রুত্বাঃ । ১ । ব্রহ্ম-  
বিদ্যৈব বৈ, সোম্য, তাসি, কোম্ব দ্বামুশশাসেতি অস্ত্রে মনুষ্যোভ্য ইতি হ প্রতিজ্ঞে, ভগবান্বেব বৈ  
কামে ক্রা৭ । ২ । ক্ষতং হেব মে ভগবদশেষঃ— আচার্য্যাক্ষেব বিদ্যা বিদিতা সাধিঃ প্রাপয়তীতি,  
তস্মৈ হৈতদেবোবাচ, অত্র হ ন কিঞ্চন বীষ্যেতি বীষ্যেতি । ৩ ।

সত্যকাম আচার্য্যকুলে উপস্থিত হইলেন । আচার্য্য তাঁহাকে সম্বোধন-করিয়া বলি-  
লেন—সত্যকাম । তিনি উত্তর দিলেন—ভগবন্ ।

আচার্য্য বলিলেন, সোম্য, তোমাকে ব্রহ্মবিদের ত্রায় দেখাইতেছে, কে তোমার  
অনুশাগন করিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, মনুষ্য ছাড়া অস্ত্রে । ভগবান্ আপনি আমার  
ইচ্ছামত বলুন ।

আপনাদের ত্রায় ব্যক্তিগণের সন্নিধানে শুনিয়াছি, আচীর্য্যের নিকট হইতে বিদ্যা  
অবগত হইলে উহা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় । আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিই বলিলেন, তন্মধ্যে  
একটীও বাদ পড়িল না ।

বৃহদারণ্যকে জনক-বাজবল্যক-সংবাদে ঐ কথাগুলি প্রকারান্তরে নিবদ্ধ হইয়াছে  
যথা ;—

জনকো হ বৈদেহ আসাক্ষেহ হ বাজবল্যক্য আব্রাজ । ত' হোবাচ বাজবল্যক্য কিমর্থমচারীঃ  
পশুনিচ্ছন্নবস্তানিতি । উত্তরমেব সম্বালিতি হোবাচ ।

যন্তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছূণ্বাসেমিতি । অব্রবীন্মে জিহ্বা শৈলিনির্বাধে ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্  
পিতৃমানাচার্য্যাবান্ ক্রা৭ তথা তচ্ছৈলিনোহব্রবীৎ বাধে ব্রহ্মেত্যাবদতো হি কি'স্তাদিতি । অব্রবীন্  
তে তস্তায়তনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মে হব্রবীদিতি । একপাদ বা এনং সম্বাড্ভিতি । স বৈ নো ব্রহ্ম  
বাজবল্যক্য । ১ ।

বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যোনুপাসীত । কা প্রজ্ঞতা বাজবল্যক্য । বাগেব সম্বাড্ভি  
হোবাচ । বাচা বৈ সম্বাড্, বকুঃ প্রজায়ত স্বধেদো বজুর্বেদঃ সামবেদোহধ্বর্ক্যাদিরস ইতিহাসঃ  
পুরাণবিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যখ্যানানীষ্ট' হস্তমালিতং পায়িতমরতলোকঃ পরম লোক  
সর্ক্যপি চ ভূতানি বাচৈব সম্বাড্, প্রজায়ন্তে বাধে সম্বাট্, পরম ব্রহ্ম । নৈনং বাগ্, জহাতি সর্ক্যগোনাং  
ভূতান্ততিরক্ষতি দেবোভূত্বা দেবানপোতি ব এবং বিধানেন্তদুপান্তে । হস্ত্যখভ' সহস্রঃ দদাবীতি  
হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ বাজবল্যক্যঃ পিতা মেহমন্ত নানমুশিয়া হরতেতি । ২ ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছূণ্বাসেমিতি । অব্রবীন্ উদকঃ শৌষায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা  
মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যাবান্ ক্রা৭ তথা তচ্ছৌষায়নোহব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যাগতো হি কি'  
স্তাদিতি । অব্রবীন্ তে তস্তায়তনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মেহব্রবীদিতি । একপাদা এতৎ সম্বাড্ভিতি ।  
স বৈ নো ব্রহ্ম বাজবল্যক্য । প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যোনুপাসীত । কা প্রিয়তা  
বাজবল্যক্য । প্রাণএব সম্বাড্ভিতি হোবাচ প্রাপ্ত বৈ সম্বাট্, কামারবাক্যঃ বাজবল্যপ্রতিপূহস্ত  
প্রতিপূহাত্যপি ভজ বধাশক্যং ভবতি বাঃ দিশমেতি প্রাণন্তেব সম্বাট্, কামার প্রাণো বৈ সম্বাট্, পরম

ব্রহ্ম । নৈনং গ্রাহ্যে জহাতি সৰ্বাগেণং ভূতান্তভিন্নকৃষ্ণি দেবো ভূষা দেবানপোতি য এবং বিধানেন-  
তদুপান্তে । হৃত্যৰ্ঘত' সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা  
মেহমন্তত নানমুশিষ্য হরতেতি । ৩ ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি । অব্রবীন্নে বকুর্বাণ্যক'ন্তকুর্কৈ ব্রজেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃ-  
মানাচার্য্যবান্ ক্রমাৎ তথা তদ্বাক্যে'হব্রবীতকুর্কৈ ব্রজেতাপত্ততো হি কি' জ্ঞাদিতি । অব্রবীন্তু তে  
তত্তারতনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মে হব্রবীদিতি । একপাষা এতৎ সত্রাড়িতি । স বৈ নো ক্রহি যাজ্ঞবল্ক্য ।  
চকুরেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত । কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য । চকুরেব সত্রাড়িতি  
হোবাচ চকুৰা বৈ সত্রাট্ পত্তন্তমাহরজাক্রোশিতি । স আহারাক্রমিতি । তৎ সত্যং তবতি, চকুর্কৈ  
সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম । নৈনং চকুজ'হাতি সৰ্বাগেণং ভূতান্তভিন্নকৃষ্ণি দেবো ভূষা দেবানপোতি য এবং  
বিধানেনতদুপান্তে । হৃত্যৰ্ঘত' সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা  
মেহমন্তত নানমুশিষ্য হরতেতি । ৪ ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি । অব্রবীন্নে গর্দভীবিপীতো ভারহাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রজেতি  
যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রমাৎ তথা তত্তারহাজো'ব্রবীচ্ছেত্রং বৈ ব্রজেতাপত্ততো হি কি' জ্ঞাদিতি ।  
অব্রবীন্তু তে তত্তারতনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মে হব্রবীদিতি । একপাষা এতৎ সত্রাড়িতি । স বৈ নো ক্রহি  
যাজ্ঞবল্ক্য । শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্ত ইত্যেনদুপাসীত । কাহনন্ততা  
যাজ্ঞবল্ক্য ? দিশ এব সত্রাড়িতি হোবাচ, তস্মাৎ বৈ সত্রাড়পি যাং কাক দিশং গচ্ছতি নৈবান্তা অন্তঃ  
গচ্ছতানন্তা হি দিশো, দিশো বৈ সত্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম । নৈনং শ্রোত্রং জহাতি  
সৰ্বাগেণং ভূতান্তভিন্নকৃষ্ণি দেবো ভূষা দেবানপোতি য এবং বিধানেনতদুপান্তে । হৃত্যৰ্ঘত' সহস্রং  
দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্তত নানমুশিষ্য হরতেতি । ৫ ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি । অব্রবীন্নে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রজেতি যথা  
মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রমাৎ তথা তজ্জাবালো'ব্রবীন্মনো বৈ ব্রজেতামননো হি কি' জ্ঞাদিতি ।  
অব্রবীন্তু তে তত্তারতনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মেহব্রবীদিতি । একপাষা এতৎ সত্রাড়িতি । স বৈ নো ক্রহি  
যাজ্ঞবল্ক্য । মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাহনন্ত ইত্যেনদুপাসীত । কা আনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য ।  
মন এব সত্রাড়িতি হোবাচ, মনসা বৈ সত্রাট্ ত্রিরমভিচার্য্যতে তত্তাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স  
জ্ঞানন্দো মনো বৈ সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম । নৈনং মনো জহাতি সৰ্বাগেণং ভূতান্তভিন্নকৃষ্ণি দেবো ভূষা  
দেবানপোতি য এবং বিধানেনতদুপান্তে । হৃত্যৰ্ঘত' সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স  
হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্তত নানমুশিষ্য হরতেতি । ৬ ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণ্বামেতি । অব্রবীন্নে বিদকঃ শাকল্যো হরয়ং বৈ ব্রজেতি যথা  
মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ক্রমাৎ তথা তচ্ছাকল্যো'ব্রবীজ্ হরয়ং বৈ ব্রজেতাহরয়ন্ত হি কি' জ্ঞাদিতি ।  
অব্রবীন্তু তে তত্তারতনং প্রতিষ্ঠাম্ । ন মেহব্রবীদিতি । একপাষা এতৎ সত্রাড়িতি । স বৈ নো ক্রহি  
যাজ্ঞবল্ক্য । হরয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত । কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য ।  
হরয়মেব সত্রাড়িতি হোবাচ, হরয়ং বৈ সত্রাট্ সর্বেশং ভূতানামারতনং হরয়ং বৈ সর্বেষাং ভূতানাং  
প্রতিষ্ঠা, হরয়ে হেব সত্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হরয়ং বৈ সত্রাট্ পরমং ব্রহ্ম । নৈনং  
হরয়ং জহাতি, সৰ্বাগেণং ভূতান্তভিন্নকৃষ্ণি দেবো ভূষা দেবানপোতি য এবং বিধানেনতদুপান্তে ।  
হৃত্যৰ্ঘত' সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ । স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্তত নানমুশিষ্য  
হরতেতি । ৭ ।

(১) বিদেহাধিপতি জনক উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য উপস্থিত হইলেন । তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কি জ্ঞাত আগমন ? পত্নী চাই কি স্বামী সিদ্ধান্ত চাই ? তিনি উত্তর দিলেন, হে সম্রাট্, উভয়ই ।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনাকে কোন আচার্য্য বাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই । জনক বলিলেন, শিলিতনয় জিহ্বা আমার বলিয়াছেন বাক্ই ব্রহ্ম । মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন শিলিপুত্রও আমার বাক্ই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন । যে কণা কহিতে পারে না তাহার [ ইহ-পরলোকে ] কি হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন ? জনক উত্তর দিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ । জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে উদ্ধা বলুন । বাক্ [ ব্রহ্মের ] আয়তন, আকাশ [ তাঁহার ] প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞা বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে । জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞা বিষয়টা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, হে সম্রাট্, বাক্ই প্রজ্ঞা । হে সম্রাট্, বাক্য দ্বারাই বস্তু জানা যায়, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ক্বাদ্বিরসপ্রোক্ত অথর্ক্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, যজ্ঞ-হোম-অন্নদান-পানীয়দান-নিমিত্ত ধর্ম্মসমূহ, ইহ-লোক পরলোক, সমুদায় তৃত, হে সম্রাট্, বাক্যেই জানা যায় । হে সম্রাট্, বাক্ই পরব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সর্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বুঝ দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিবাকে কৃতার্থ না করিয়া তাহা হইতে ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এই দ্বন্দ্ব মত ছিল [ আমারও সেই মত ] ।

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনাকে কোন আচার্য্য বাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই । জনক বলিলেন, শ্রুতনয় উদক প্রাণই ব্রহ্ম আমার এই বলিয়াছেন । মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন সেইরূপ শ্রুতনয় প্রাণই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন । প্রাণশূত্রের [ ইহ-পরলোকে ] কি হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন । জনক উত্তর দিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ । জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে উদ্ধা বলুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাণ ব্রহ্মের আয়তন, আকাশ তাঁহার প্রতিষ্ঠা, প্রিয় বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয় বিষয়টা কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, প্রাণই প্রিয় । প্রাণের অভিলষতৃষ্ণির জ্ঞাত, হে সম্রাট্, লোকে অযাজ্যযাজনা করে, অপ্রীতিগৃহ প্রীতিগ্রহণ করে, যে দিকে গেলে বিনাশের আশঙ্কা আছে, সে দিকেও যায়,



এ সকল বাহা কিছু প্রাণেরই অভিলাষতৃষ্ণির জ্ঞাত। অতএব, হে সম্রাট, প্রাণই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি একরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, সৰ্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দান করিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিবে না, আমার পিতার এইরূপ মত ছিল [ আমারও সেই মত ]।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে বাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, বৃষভতনয় বর্কু চক্ষুই ব্রহ্ম আমার এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, বৃষভতনয় তেমনি চক্ষুই ব্রহ্ম আমার এই উপদেশ দিয়াছেন। যে দেখিতে পায় না, তাহার [ ইহ-পরলোকে ] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠাবিশয়ে তিনি আপনার কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে সম্রাট, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, চক্ষুই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, সত্য বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, সত্য বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, চক্ষুই সত্য। যে চক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে, হে সম্রাট, লোকে বলে তুমি দেখিয়াছ, সে বলে আমি দেখিয়াছি, আর সেইটি সত্য হয়, স্মরণ্যং, হে সম্রাট, চক্ষুই পরব্রহ্ম। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন চক্ষু তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, আপনাকে হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ দিতেছি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এই মত ছিল [ আমারও সেই মত ]।

(৫) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনার বাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই। জনক বলিলেন, ভরদ্বাজগোত্র গর্দভবিপীত শ্রোত্রই ব্রহ্ম আমার এই বলিয়াছেন। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, ভরদ্বাজ তেমনি শ্রোত্রই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন। যে শুনিতে পায় না, তাহার [ ইহ পরলোকে ] কি হয়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ব্রহ্মের আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনার কি বলিয়াছেন? জনক বলিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ। জনক বলিলেন, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রোত্রই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, অনন্ত বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ত বিষয়টা কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট, দিক্‌সমূহই অনন্ত। সে জগৎই সম্রাট আপনিও যে দিকে যান, তাহার অন্ত পান না,

কেন না দিক্ অনন্ত । হে সম্রাট্, দিক্ই শ্রোত্র, দিক্ই পরব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, শ্রোত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন । বিদেহাধিপতি জনক তাঁহাকে বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষত আপনাকে দান করিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধনগ্রহণ করিবে না আমার পিতার এই মত ছিল [ আমারও এই মত ] ।

(৬) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে বাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে চাই । জনক বলিলেন, জাবালাতনয় সত্যকাম মনই ব্রহ্ম আমার এই বলিয়াছেন । মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন, জাবালাতনয় তেমনি আমার মনই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন । অমনাব্যক্তির [ ইহ-পরলোকে ] কি হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন ? জনক বলিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ । জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মনই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, আনন্দ বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । জনক বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আনন্দ বিষয়টা কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, মনই আনন্দ । হে সম্রাট্, মনের দ্বারা স্ত্রীপ্রার্থী হয়, স্ত্রীতে প্রতিক্রম পূত্র জন্মে, সেই পুত্রই আনন্দ । স্নাতরাং মনই পরব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না, সকল ভূত তাঁহাকে রক্ষা করে, দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন । বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষত আপনাকে দিতেছি । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাহার নিকট ধন লইবে না, আমার পিতার এই মত ছিল [ আমারও এই মত ] ।

(৭) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কোন আচার্য্য আপনাকে বাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিতে চাই । জনক বলিলেন, শকলতনয় বিদগ্ধ হৃদয়ই ব্রহ্ম এই আমার বলিয়াছেন । মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তি যেরূপ উপদেশ দেন শাকল্য আমার তেমনি হৃদয়ই ব্রহ্ম এই উপদেশ দিয়াছেন । অহৃদয় ব্যক্তির ( ইহ-পরলোকে ) কি হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাঁহার আয়তন ও প্রতিষ্ঠার বিষয় তিনি আপনায় কি বলিয়াছেন ? জনক বলিলেন, না আমার কিছুই বলেন নাই । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, এ যে ব্রহ্মের এক পাদ । জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি বিশেষজ্ঞ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, হৃদয়ই আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা, স্থিতি বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে । জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিতি বিষয়টা কি ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের আয়তন, হৃদয়ই সর্বভূতের প্রতিষ্ঠা, কেন না হৃদয়েই সর্বভূত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম । যে ব্যক্তি এরূপ

জানিয়া ইহার উপাসনা করেন, স্বয়ং তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। সকল ভূত তাঁহাকে স্নান করে। দেবতা হইয়া তিনি দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হস্তিতুল্য সহস্র বৃষভ আপনাকে দিতেছি। বাস্তুবল্য বলিলেন, শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া তাঁহার নিকট ধন লইবে না আমার পিতার এই মত ছিল [ আমারও এই মত ]।

১৫। [ তন্মৈ হোচুঃ ] প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ।  
স হোবাচ বিজ্ঞানাম্যহং যং প্রাণোব্রহ্ম কঞ্চ তু খঞ্চ ন বিজ্ঞানামীতি ।  
তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ  
হাস্মৈ তদাকাশঞ্চোচুঃ । ছা, ৪।১।১০। ৫ । বৃ, আ ৭।।১।

[ 'তন্মৈ' উপকোসলার 'হ' 'উচুঃ' অর্থঃ : ] 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' 'কং ব্রহ্ম' 'খং ব্রহ্ম' 'ইতি' । 'স' উপকোসলঃ 'হ' পুনঃ 'উবাচ' 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' ইতি 'যং' তং 'অহম্' বিজ্ঞানামি 'তু' কিন্তু 'কং চ' 'খং চ' 'ন বিজ্ঞানামি' 'তে' অর্থঃ 'হ' 'উচুঃ' 'যং' 'বাব' এব 'কং' যৎ 'তং এব' 'যম্' আকাশঃ 'যং এব খং' 'তং এব কম্' ইতি 'অস্মৈ' উপকোসলার 'প্রাণং চ' 'হ' পুনঃ 'তদাকাশং চ' সুখস্বরূপাকাশং চ 'উচুঃ' ভে ।

[ তাঁহারা ( অগ্নিগণ ) তাঁহাকে ( উপকোসলকে ) বলিলেন ] প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম । তিনি উত্তর দিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, এ কথা আমি জানি, কিন্তু ক খ ব্রহ্ম জানি না । তাঁহারা বলিলেন, কও যা খও তা, খও যা কও তা । প্রাণই সুখস্বরূপ আকাশ, ইহাই তাঁহারা ইহাকে বলিলেন ।

ভাব—প্রাণ অমূর্ত, আকাশও অমূর্ত, স্ততরাং এ উভয়কে ব্রহ্ম সহ এক করিয়া লওয়া হইরাছে। ক—সুখ, খ—আকাশ ; এ উভয়কে এক করিয়া গ্রহণ-করাতে এই প্রতীপন্ন হইতেছে যে, সুখ এখানে পরিমিত বিষয়সুখ নহে সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম । আকাশও এখানে ভূতাকাশ নহে, কেন না ভূতাকাশ কি প্রকারে সুখস্বরূপ হইবে ( ১।২।১৫ )।

এখানে ক-বিশেষণে খ উক্ত হইরাছে, বৃহদারণ্যকে ওঙ্কারের সহিত এক করিয়া খ গৃহীত হইরাছে। যথা—

ওঁ ত খং ব্রহ্ম । খং পুরাণং বায়ুং ধমিতি হ স্নাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোহমং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদ-  
দেন বদেদিত্যম্ ।

ওঁ খ ( আকাশস্বরূপ ) ব্রহ্ম । খ চিরন্তন । কৌরব্যায়ণীপুত্র বলিয়াছেন, খ ( আকাশ ) বায়ুযুক্ত । যাহা কিছু জাতব্য তাহা এই ওঙ্কারের দ্বারাই জানা যায়, স্ততরাং এই ওঙ্কারকেই ব্রাহ্মণগণ বেদ বলিয়া জানেন ।

ভাব—খ চিরন্তন—শাশ্বত আকাশস্বরূপ পরমাত্মা । খ বায়ুযুক্ত—ভূতাকাশ । বেদ

বলিয়া জানেন—ঋক্ বজ্জঃ সাম প্রভৃতি বেদ হইতে ওকার অভিন্ন। ‘চিরন্তন’ এই বিশেষণে নিরুপাধিক ব্রহ্ম, ‘বায়ুযুক্ত’ এই বিশেষণে সোপাধিক ব্রহ্ম আকাশশব্দে গৃহীত হইয়াছেন, ভববিলাপ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

১৬। য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আশ্নেতি হোবাটৈ-  
তদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিকন্তি  
বহ্নীনি এব গচ্ছতি ।

এতৎ সংযদাম ইত্যচক্ষত এতৎ হি সর্ক্সাণি বামান্তি সংযন্তি  
সর্ক্সাণ্যেমং বামান্তি সংযন্তি য এবং বেদ ।

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ক্সাণি বামানি নয়তি সর্ক্সাণি বামানি  
নয়তি য এবং বেদ ।

এষ উ উব ভামনীরেয হি সর্ক্সেযু লোকেযু ভাতি সর্ক্সেযু  
লোকেযু ভাতি য এবং বেদ । ছা, ৪।৩।১৫।১—৪। ৮।১০।৭।৪ ।

‘অক্ষিণি’ অক্ষিহানে ‘যঃ এব’ ‘পুরুষঃ’ দৃষ্ট্যুপলক্ষিতব্রহ্ম। ‘দৃশ্যতে’ নিবেশিত্তিঃ ‘এষ আশ্না’ ‘ইতি  
ই উবাচ’ আচার্য্যঃ। ‘এতৎ’ আশ্নতব্ধম্ ‘অমৃতম্’ ‘অভয়ম্’ ‘এতৎ’ ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্ম’। ‘যজ্ঞপি’ ‘তৎ’  
তত্র ‘অস্মিন্’ অক্ষিহানে ‘সর্পিঃ’ ‘বা’ ‘উদকং’ ‘বা’ ‘সিকন্তি’ ‘বহ্নীনি’ নেত্রচ্ছদো ‘এব’ তৎ ‘গচ্ছতি’  
প্রাপ্নোতি ন চক্ষুবা সম্বধ্যতে ।

‘এতৎ’ পুরুষং ‘সংযদামঃ’ ‘ইতি’ ‘অচক্ষতে’। ‘হি’ যস্মাৎ ‘এভঃ’ পুরুষঃ ‘সর্ক্সাণি’ ‘বামানি’  
শোভনানি ‘অভিসংযন্তি’ অতিসংগচ্ছতি । ‘যঃ এবং বেদ’ তন্ম ‘এনং’ ‘সর্ক্সাণি’ ‘বামানি’ ‘অভি-  
সংযন্তি’ ।

‘এষ উ এব বামনীঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘এষ’ ‘সর্ক্সাণি বামানি’ ‘নয়তি’ প্রাপ্নয়তি প্রাপিত্যঃ—বামানি  
নয়তীতি বামনীঃ—সর্ক্সভূতপ্রাপকঃ । ‘যঃ এবং বেদ’ তৎ ‘সর্ক্সাণি বামানি নয়তি’ ।

‘এষ উ এব ভামনীঃ’, ‘হি’ যস্মাৎ ‘সর্ক্সেযু লোকেযু ভাতি’—ভামান্ নয়তীতি ভামনীঃ—সর্ক্স-  
প্রকাশকঃ । ‘যঃ এবং বেদ’ স ‘সর্ক্সেযু লোকেযু’ ‘ভাতি’ ।

আচার্য্য বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়,  
ইনি আশ্না । এই আশ্নতব্ধই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । সেই এই  
অক্ষিপ্ৰদেশে যদি ঘৃত বা জল নেচন করা যায়, চক্ষুর পাতায় পঁতছায়  
( চক্ষুর মধ্যে নহে ) ।

এই পুরুষকে ‘সংযদাম’ বলে, কারণ সকল প্রকার ( বাম ) শোভন-  
বিষয় এই পুরুষকে প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এইটি জানেন, সকল প্রকার  
শোভনবিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ।

এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনি সর্ক্সপ্রকার শোভনবিষয় ( জীবকে )

পাওয়ান । যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তাঁহাকে সৰ্ব্বপ্রকার শোভনবিষয় (ইনি) পাওয়ান ।

এই পুরুষই ভামনী ; কারণ সকল লোকে ইনি দীপ্তি পান । যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তিনি সৰ্ব্বলোকে দীপ্তি পান ।

ভাব—পুরুষ—চক্ষুতে স্থিতি করিয়া যিনি দৃশ্যক্ৰিয়বিধান করেন তিনি চক্ষুঃ পুরুষ । আত্মা—অহংকারী আত্মা । অমৃত অভয়—চক্ষুতে স্থিতি করিয়াও তদ্বিকার্য-ভীত । ইনিই ব্রহ্ম—যিনি প্রতিচক্ষুতে দৃশ্যক্ৰিয়বিধাতা হইয়া স্থিতি করেন, তিনি সেখানে আবদ্ধ নহেন ব্যাপী, হৃতরাং ব্রহ্ম । চক্ষুর পাতায় পঁহছার—অধিষ্ঠাতার গুণে চক্ষুও নির্লিপ্ত ।

সংযম—বাঁহাতে শোভনবিষয়সমূহ সত্ত্ব ( সংযুক্ত ) রহিয়াছে তিনি সংযম । পরাত্মা সৰ্ব্বপ্রকার-শোভনগুণবিশিষ্ট । সকল প্রকার শোভনবিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়—শোভনগুণ পরাত্মাকে জানিলে—তাঁহাকে সাক্ষাৎ সৰ্ব্বদে উৎপলদ্বির বিবর করিলে—সাক্ষ্যকে সৰ্ব্ববিধ শোভনগুণ সংক্রামিত হয় ।

ভামনী—ভাম + নী—যিনি শোভন বিষয়সমূহ পাওয়ান—সৰ্ব্বভূতপ্রাপক ।

ভামনী—ভাম + নী—ভাম দীপ্তি—যিনি দীপ্তি পাওয়ান—সৰ্ব্বপ্রকাশক । আত্মত্ব, অমৃতত্ব, অভয়ত্ব, নির্লিপ্তত্ব ইত্যাদি গুণের উল্লেখবশতঃ অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম (১।২।১০) ।

প্রজাপতি ইন্দ্র ও বিরোচনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যথা—

য এযোহক্সিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মোতি হোবাচৈতদব্রুতমভয়মেতদব্রুহেতি । অথ বোহরং ভগবোহস্তু পরিত্যায়তে বস্তারমাদর্শে কতম এষ ইতি । এষ উ ঐবৈবু সৰ্ব্বদেহেভেবু পরিত্যায়ত ইতি হোবাচ ।

প্রজাপতি বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি আত্মা । এই আত্মত্ব অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, হে ভগবন, এই জলেতে যিনি আপনাকে দেখান, এই আদর্শে ( দর্পণে ) যিনি আপনাকে ( প্রতিবিম্বাকারে ) দেখান ইনি কে ? প্রজাপতি বলিলেন, ইনিই এসকলেতে আপনাকে দেখান ।

ভাব—ভাব্যকার বলেন, প্রজাপতির এক্রপ বলাতে মিথ্যাবাদিও হইল না, কেন না ইনি সৰ্ব্বাত্মরাত্মা ।

চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়—চক্ষুর প্রেরয়িত্বরূপে যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন । ইন্দ্র ও বিরোচন ছায়াপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন প্রেরয়িত্বকে লক্ষ্য করিয়া নহে । ছায়াপুরুষের প্রকাশও প্রেরয়িত্বনিরপেক্ষ নয়, প্রজাপতির উত্তর ইহাই প্রদর্শন করে ।

\* বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের আরোহণ সূত্র । পূর্বে ও পরে বেদান্তে এইরূপ প্রজাপতি আছে, সেখানে বেদান্তসূত্রের অধ্যায় পাদ ও সূত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে

১৭। তৎ হোবাচ যদৈ কিকৈতদধ্যগীষ্ঠ। নান্নৈবৈতৎ ।

নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ আখর্ষণশ্চতুর্থ ইতিহাস-  
পুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ পিত্র্যো রাশিদেবো নিধির্বাকোবা-  
ক্যমেকায়নং দেববিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা ভূতবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা নক্ষত্রবিদ্যা  
সর্পদেবজনবিদ্যা নান্নৈবৈতন্মামোপাস্থেতি ।

স যো নাম ব্রহ্মেতুপাস্তে যাদন্নান্নো গতং তত্রাস্ত যথা কাম-  
চারো ভবতি যো নাম ব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি ভগবো নান্নো ভূয়  
ইতি । নান্নো বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

বাথাব নান্নো ভূয়সী, বাথ্য ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং  
সামবেদমাখর্ষণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং  
পিত্র্যং রাশিঃ দৈবং নিধিঃ বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্ম-  
বিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাং  
দিবক পৃথিবীক বায়ুকাশকাপশ্চ তেত্রশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ  
পশুংশ্চ ব্যাংসি চ ত্রণবনস্পতীঙ্ পদান্মাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মং  
চাধর্ম্মক সত্যং চানৃতক সাধু চাঙ্গাধু চ হৃদয়জ্ঞকাহৃদয়জ্ঞক যদৈ বাঙ-  
নাভবিষ্ম ধর্ম্মো নাধর্ম্মো ব্যজ্ঞাপিষ্ম সত্যং নানৃতং ন সাধু  
নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতং সর্কং বিজ্ঞাপয়তি  
বাচমুপাস্থেতি ।

স যো বাচং ব্রহ্মেতুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্ত যথা কাম-  
চারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি ভগবো বাচো ভূয়  
ইতি । বাচো বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

মনোবাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ  
বাকৌ মুষ্টিমুভবতোব্যং বাচং চ নাম চ মনোহ্মুভবতি স যদা  
মনসা মনস্ততি মন্ত্রানধীয়ায়েত্যধীতে কর্ম্মাণি কুর্বীয়েত্যথ কুরুতে  
পুত্রাংশ্চ পশুংশ্চৈচ্ছয়েত্যথৈচ্ছতে ইমং চ লোকমমৃংচৈচ্ছয়েত্যথৈ-  
চ্ছতে মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্থেতি ।

স যো মনো ব্রহ্মেতুপাস্তে যাবদ্মননো গতং তত্রাস্ত যথা কাম-

চারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেতুপাস্তে অস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি । মনসো বাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

সঙ্কল্পো বাব-মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেহথ মনস্তাত্য বাচমীরয়তি তামু নামীরয়তি নান্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ।

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমকুপতাং দ্যাভাখিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পস্তায়াশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংকুপ্তৈশ্চ বর্ষাং সঙ্কল্পতে বর্ষস্তাং সংকুপ্তা অম্মাং সঙ্কল্পতেহম্মস্তাং সংকুপ্তৈশ্চ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংকুপ্তৈশ্চ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংকুপ্তৈশ্চ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মাণাং সংকুপ্তৈশ্চ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্তাং সংকুপ্তৈশ্চ সর্ব্বাং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্থেতি ।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেতুপাস্তে সংকুপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রবঃ প্রতিষ্ঠিতোহব্যর্থমানানব্যর্থমানোহভিসিদ্ধ্যতি বাবং সঙ্কল্পস্তাং গতং তত্রাস্তা যথা কামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাভূয় ইতি । সংকল্পাভাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীদ্বিতি ।

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেহথ সঙ্কল্পয়তেহথ মনস্তাত্য বাচমীরয়তি তামু নামীরয়তি নান্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি ।

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তীত্যেবৈনমাহর্ষদয়ং বেদ যদ্বায়ং বিদ্বামেথমচিন্তঃ স্তাদিতি । অথ যদ্বায়ং বিচিন্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুক্লশব্দে চিত্তং হেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিন্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্থেতি ।

স যশ্চিন্তং ব্রহ্মেতুপাস্তে চিত্তবান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোহব্যর্থমানানব্যর্থমানোহভিসিদ্ধ্যতি, বাব-

চিত্তশ্রু গতং তত্রাশ্র যথা কামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে ।  
অস্তি ভগবশ্চিত্তাভ্যু ইতি । চিত্তাধাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগ-  
বান্ ব্রবীত্বিতি ।

ধ্যানং বাব চিত্তাভ্যুয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবাশ্রমিক্ণ  
ধ্যায়তীব দৌর্ধ্যায়তীবাণো ধ্যায়তীব পক্ষতা ধ্যায়তীব দেবমনুষ্যাঃ  
তস্মাদ্য ইহ মনুষ্যাণাং মহতাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাত্মশা ইবৈব  
তে ভবন্তি, অথ যেহ্নাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তে, অথ যে  
প্রভবো ধ্যানাপাদাত্মশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্মেতি ।

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে যাবদুধ্যানশ্রু গতং তত্রাশ্র যথা  
কামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবো  
ধ্যানাভ্যু ইতি । ধ্যানাধাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্  
ব্রবীত্বিতি ।

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাভ্যুয়ো বিজ্ঞানেন বা যথৈদং বিজ্ঞানাতি যজু-  
র্বেদং সামবেদমাতর্কর্ষণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং  
পিত্র্যাশ্র রাশিং দৈবং নিধিং বাক্যোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্ম-  
বিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাশ্র সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবক-  
পৃথিবীক বায়ুকাকাশকাপশ্চ তেজশ্চ দেবাত্মশ্চ মনুষ্যাশ্রশ্চ বয়াশ্রসি  
চ তৃণবনস্পতীশ্র পদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্ম্মকাধর্ম্মক সত্যকা-  
নৃতক সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞকাহৃদয়জ্ঞকায়ক রসকেমক লোকমমুচ  
বিজ্ঞানেনৈব বিজ্ঞানাতি বিজ্ঞানমুপাস্মেতি ।

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকান্  
জ্ঞানবতোহ ভিসিদ্ধ্যতি, যাবদ্বিজ্ঞানশ্রু গতং তত্রাশ্র যথা কামচারো  
ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতু্যপাস্তে । অস্তি ভগবো বিজ্ঞানাভ্যু  
ইতি । বিজ্ঞানাধাব ভূয়োহস্তীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

বলং বাব বিজ্ঞানাভ্যুয়োহপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবা-  
নাকম্পয়তে স যদা বলী ভবতি, অথোখাতা ভবত্যান্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা  
ভবতি পরিচরমুপসত্তা ভবতু্যপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি



মস্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ  
পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনাস্তুরিষ্কং বলেন দ্যৌর্বলেন পৰ্বতা বলেন  
দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পত্যঃ ঋপদান্ঢাকীট-  
পতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকন্তিষ্ঠতি বলমুপাস্থেতি ।

স যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্থে যাবদ্বলস্ত গত্য তত্রাস্ত যথা কাম-  
চারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেতু্যপাস্থে । অস্তি ভগবো বালাভূয়  
ইতি । বলাদ্যব ভূয়োহস্তীতি । তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

অম্নং বাব বলাভূয়স্তস্মাদ্যাদ্যপি দশরাত্রীনাঋষীাদ্যত্মা হ জীবৈ-  
দখবাহুদ্রেষ্টাহশ্রোতাহমস্তাহবোদ্ধাহকর্তাহবিজ্ঞাতা ভবতি, অথাম-  
স্তাহহয়ে দ্রেষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মস্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা  
ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতাম্মমুপাস্থেতি ।

স যোহম্নং ব্রহ্মেতু্যপাস্থেহম্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোহভি-  
সিদ্ধ্যতি যাবদম্নস্ত গত্য তত্রাস্ত যথা কামচারো ভবতি যোহম্নং ব্রহ্মে-  
তু্যপাস্থে । অস্তি ভগবোহম্নাভূয় ইতি । অম্নাদ্যব ভূয়োহস্তীতি ।  
তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

আপো বাব অম্নাভূয়স্তস্মাদ্যাদ্যপি স্রষ্টির্ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা-  
অম্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীতি, অথ যদা স্রষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা  
ভবন্ত্যম্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তুরিষ্কং  
যদ্যৌর্ঘৎপৰ্বতা যদেবমনুষ্যা যৎপশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পত্যঃ  
ঋপদান্ঢাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবমা মূর্তা অপ উপাস্থেতি ।

স যোহপো ব্রহ্মেতু্যপাস্থে আপোতি সর্কান্ কামাং স্তৃপ্তিমান্  
ভবতি যাবদপাং গত্য তত্রাস্ত যথা কামচারো ভবতি যোহপো ব্রহ্মে-  
তু্যপাস্থে । অস্তি ভগবোহদৃভ্যো ভূয় ইতি । অদৃভ্যো বাব ভূয়ো-  
হস্তীতি । তস্মৈ ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

তেজো বাব অদৃভ্যো ভূয়স্তদা এতদ্বায়ুমপগৃহ্যাকাশমভিতপতি  
তদাছর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি । তেজ এব তৎ পূৰ্ব্বং  
দর্শয়িত্বাংখাপঃ সৃজতে তদেতদূর্দ্ধাতিশ্চ তিরস্চীতিশ্চ বিদ্যুদ্বিরাট্

দাশ্চর্য্যস্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি । তেজ  
এব তৎ পূর্বে দর্শয়িত্বাংখাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্থেতি ।

স যন্তেজোব্রহ্মেতুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্  
ভাষতোহপহততমস্কানভিসিদ্ধ্যতি যাবতেজসো গতং তত্রাস্ত যথা  
কামচারো ভবতি যন্তেজোব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি ভগবতেজসো  
ভূয় ইতি । তেজসো বাব ভূয়োহস্তুীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

আকাশো বাব তেজসোভূয়ানাকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসাবভৌ  
বিদ্যুমক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতি-  
শৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশ-  
মভি জায়ত আকাশমুপাস্থেতি ।

স য আকাশং ব্রহ্মেতুপাস্তে আকাশবতো বৈ স লোকান্  
প্রকাশবতোহসম্বাধানুরুগায়বতোহভিসিদ্ধ্যতি, যাবদাকাশস্ত গতং  
তত্রাস্ত যথা কামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি  
ভগব আকাশাভূয় ইতি । আকাশাব ভূয়োহস্তুীতি । তন্মে ভগ-  
বান্ ব্রবীত্বিতি ।

স্মরো বাব আকাশাভূয়স্তস্মাদ্যদ্যপি বহবঃ আসীরম স্মরন্তো নৈব  
তে কঞ্চন শৃণুন্ মন্দীরম বিজ্ঞানীরন্ যদা বাব স্মরৈয়ুরথ মন্দীরমথ  
বিজ্ঞানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজ্ঞানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপা-  
স্থেতি ।

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেতুপাস্তে যাবৎ স্মরস্ত গতং তত্রাস্ত যথা কাম-  
চারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেতুপাস্তে । অস্তি ভগবঃ স্মরাভূয় ইতি ।  
স্মরাব ভূয়োহস্তুীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

আশা বাব স্মরাভূয়স্তাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কৰ্ম্মাণি  
কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেষ্টত ইমক লোকমমৃক্ষেত আশামুপা-  
স্থেতি ।

স য আশাং ব্রহ্মেতুপাস্তে আশয়াস্ত সৰ্ব্বৈ কামাঃ সমৃদ্ধান্ত্য-  
মোবা হান্তাহংশিষো ভবন্তি, যাবদাশায়া গতং তত্রাস্ত যথা কাম-

চায়ে ভবতি য আশাং ব্রহ্মত্বপাদে । অস্তি ভগব আশায় ভূয়  
ইতি । আশায়া বাব ভূয়োহসীতি । তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ।

প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এব-  
মস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্ । প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং  
দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণোহ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা  
প্রাণঃ স্বস্রা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা  
ব্রাহ্মণং বা কিকিদ্ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বা হস্তিত্যেবৈনমাহঃ পিতৃহা  
বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বস্রহা বৈ ত্বমস্রাচা-  
র্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ।

অথ যদাপ্যোনামুৎক্রান্তপ্রাণাঙ্গুলেন সমাসং ব্যতিষং দহেহ্মৈ-  
বৈনং ক্রয়ঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি ন স্বস্রহা-  
সীতি নাচার্য্যহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি ।

প্রাণো হেবৈতানি সর্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্চন্মেবং  
মদ্বান এবং বিজ্ঞানমতিবাদী ভবতি, তুৎকৈদুক্রয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিগা-  
দ্যস্মীতি ক্রয়ামাপহু বীত ।

এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি । মোহং ভগবঃ সত্যে-  
নাতিবদানীতি । সত্যন্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । সত্যং ভগবো  
বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যদা বৈ বিজ্ঞানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজ্ঞানন্ সত্যং বদতি  
বিজ্ঞানম্বেব সত্যং বদতি । বিজ্ঞানন্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ।  
বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যদা বৈ মনুতেতথ বিজ্ঞানাতি নামহা বিজ্ঞানাতি মত্বেব বিজ্ঞা-  
নাতি । মতিন্তেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি । মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস  
ইতি ।

যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে শ্রদ্ধদম্ মনুতে শ্রদ্ধদেব মনুতে ।  
শ্রদ্ধা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি । শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধধাতি নানিস্তিষ্ঠংচ্ছ্রদ্ধধাতি নিস্তিষ্ঠম্বেব শ্রদ্ধধাতি । নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি । নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃষ্য নিস্তিষ্ঠতি কৃষৈব নিস্তিষ্ঠতি । কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যোতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যদাঃ বৈ স্মখং লভতেহথ করোতি নাস্মখং লব্ধ্বা করোতি স্মখমেব লব্ধ্বা করোতি । স্মখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি । স্মখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যো বৈ ভূমা তৎ স্মখং নাগ্নে স্মখমস্তি ভূমৈব স্মখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ।

যত্র নান্যং পশ্চতি নান্যচ্ছ্রণোতি নান্যদ্বিজ্ঞানোতি স ভূমা । অথ যত্রান্যং পশ্চত্যন্যচ্ছ্রণোত্যন্যদ্বিজ্ঞানোতি তদগ্নং । যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদগ্নং তমর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি । স্মে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ।

গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভাগ্যং ক্ষেত্রাগ্নায়তনানীতি নাহমেবং ত্রবীমি ত্রবীমীতিহোবাচান্যো হন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ।

স এশাধস্তাং স উপরিষ্ঠাং স পশ্চাৎ স পূরস্তাং স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্কমিতি । অথাতোহহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্ঠাদহং পশ্চাদহং পূরস্তাদহং দক্ষিণতোহহমুত্তরতোহহমেবেদং সর্কমিতি ।

অথাত আত্মাদেশএব, আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্ঠাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পূরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মেবেদং সর্কমিতি । স বা এষ এবং পশ্চম্বেবং মশান এবং বিজ্ঞানমাত্মরতিরাভ্রকীড় আভ্রমিথুন আভ্রানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্মা সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । অথ বেহন্থাংহতো বিদুরন্থরাজ্ঞানন্তে ক্ষয়্যলোক । ভবন্তি, তেষাং সর্কেষু লোকেষুকামচারো ভবতি ।

তস্মৈ হ বা এতদ্রৈবং পশ্যত এবং মন্থানত্রৈবং বিজ্ঞানত আত্মতঃ  
প্রাণঃ আত্মত আশাহততঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতন্তেজ আত্মত  
আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোহন্নমাত্মতোবলমাত্মতো  
বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্পঃ আত্মতো মন  
আত্মতো বাগাত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কৰ্ম্মাণ্যাত্মতএবেদং  
সৰ্বমিতি ।

তদেষ শ্লোকো—ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখ-  
তাম্ । সৰ্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সৰ্বমাপ্নোতি সৰ্বশঃ ॥ ইতি । স  
একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ  
স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ । আহারশুদ্ধৌ  
সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুব স্মৃতিঃ স্মৃতিশ্চৈব সৰ্বগ্রহীনাং বিশ্রমোক্ষঃ ।  
তস্মৈ স্মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং  
স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে । ছা, ৭ । ৯ । ১—২৬ ।

‘তং’ নারদং সনৎকুমারঃ ‘হ’ পুনঃ ‘উবাচ’—‘যং’ ‘বৈ’ এব ‘কিঞ্চ এতৎ’ ‘অধাগীতাঃ’ অধীতবান্  
সং ‘নাম এব এতৎ’ ।

‘নাম’ বৈ ‘অথেনং’ ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ( ১ । ৬ ) । ‘নাম এব এতৎ’ ‘নাম’ ব্রহ্মবৃদ্ধা ‘উপাশ্ব’  
‘ইতি’ ।

‘স যঃ নাম ব্রহ্ম ইতি উপাশ্বত্বে’ ‘নামঃ’ ‘বাবং’ ‘গতং’ গতিঃ ‘তত্র’ তাবৎ ‘অত্র’ জনত্র ‘বধা’ রাজঃ  
তথা ‘কামচারঃ’ বধেঃ গতিঃ ‘ভবতি’ পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদআহ—‘ভগবঃ’ ‘ভগবন্’ ‘নামঃ’  
ভূয়ঃ ‘অন্তি’ ‘ইতি’ । সনৎকুমার আহ—‘নামঃ’ ‘বাব’ পুনঃ নিশ্চিতং ভূয়ঃ অন্তি ইতি’ । নারদঃ—  
‘তৎ’ ‘মে’ মন্থং ‘ভগবান্ ব্রবীতু’ ‘ইতি’ । ১ ।

‘বাক্’ ‘বাব’ পুনর্নিশ্চিতং ‘নামঃ’ ‘ভূয়সী’ অধিকতরা । কথম্ ? ‘বাক্’ ‘বৈ’ এব ‘অথেনং’ বিজ্ঞাপ-  
নতি ‘বজ্রকর্ষনং’ ‘সানবেদং’ ‘চতুর্ভুজ আধর্ষণং’ ‘পঞ্চমস্ ইতিহাসপুরাণং’ ‘বেদানাং বেদং ( ১ । ৬ )’  
‘পিত্র্যং’ ‘রাশিঃ’ ‘দৈবং’ ‘নিধিঃ’ ‘বাকোবাক্যম্’ ‘একায়নং’ ‘বেববিজ্ঞাঃ’ ‘ভূতবিজ্ঞাঃ’ ‘স্বত্রবিজ্ঞাঃ’  
‘নক্ষত্রবিজ্ঞাঃ’ ‘সর্গদেবজনবিজ্ঞাঃ’ ‘দিবং চ’ ‘পৃথিবীং চ’ ‘বায়ুং চ’ ‘আকাশং চ’ ‘অগ্নিঃ চ’ ‘তেজঃ চ’  
‘দেবান্ চ’ ‘মহুর্য়ান্ চ’ ‘পশূন্ চ’ ‘বয়ান্’ পক্ষিণঃ ‘চ’, ‘ভূগবনশ্চ’ ‘বাপদানি’ ‘আকীটগতজ-  
পিপীলকং’ ‘ধর্মং চ’ ‘অধর্মং চ’ ‘সত্যং চ’ ‘অনৃতং চ’ ‘সাঁধু’ ‘অসাঁধু চ’ ‘হৃদয়জঃ’ ‘অহৃদয়জঃ চ’ জ্ঞাপয়-  
তীতিশেষঃ । ‘যং’ যদি ‘বৈ’ পুনঃ ‘বাক্’ ন অভবিষ্যৎ ‘ন ধর্মঃ ন অধর্মঃ’, ‘ন সত্যং ন অনৃতং’  
‘ন সাধু ন অসাধু’ ‘ন হৃদয়জঃ ন অহৃদয়জঃ’ ‘ব্যজ্ঞাপিষ্যৎ’ বিজ্ঞাতম্ অভবিষ্যৎ । ‘বাক্’ এব এতৎ  
সৰ্বং ‘বিজ্ঞাপয়তি’ ‘বাচঃ’ ব্রহ্মবৃদ্ধা ‘উপাশ্ব ইতি’ ।

‘স যঃ’ ‘বাচঃ ব্রহ্ম ইতি’ ‘উপাশ্বত্বে’ ‘বাচঃ’ ‘বাবং’ ‘গতং’ ‘তত্র’ ‘অত্র’ ‘বধা’ রাজঃ তথা ‘কামচারঃ’

ভবতি'। পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'বাচঃ ভূঃ' 'অতি' ইতি'। সনৎ-  
কুমারঃ—'বাচঃ বাব ভূঃ অতি ইতি'। নারদঃ—'ভং মে ভগবান্ ত্রবীতু ইতি'। ২।

'মনঃ' 'বাব' 'বাচঃ' 'ভূঃ' অবিক্তরম্। কথং? 'ববা' 'বৈ' এষ 'বৈ বা' আমলকে' কলে  
'বৈ বা' 'কোদে' বদরকলে 'বৌ বা' 'অকৌ' বিভীতকলে 'মুষ্টিঃ' 'অমুতবতি' 'এষং বাচঃ চ নাম চ'  
ষে 'মনঃ' 'অমুতবতি'। 'বদা' 'স' পুরুষঃ 'মত্ৰান্ অধীশী ইতি' 'মনস্ততি' মানসঃ করোতি, 'অথ'  
অনন্তরম্ 'অবীতে', 'কর্মাণি কুর্য্য ইতি' মনস্ততি 'অথ' অনন্তরঃ 'কুরতে'; 'পুত্ৰান্ চ পশুন্ ইচ্ছের  
ইতি' মনস্ততি 'অথ অনন্তরম্' ইচ্ছতে' 'ইমং চ লোকম্' 'অমুং চ' লোকম্ 'ইচ্ছের ইতি' মনস্ততি  
'অথ' অনন্তরম্ 'ইচ্ছতে'। স্ততরাঃ 'মনঃ হি আত্মা' 'মনঃ হি লোকঃ' 'মনঃ হি ব্রহ্ম' 'মনঃ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা  
উপাষ ইতি'।

'স যঃ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাশ্তে' 'বাবং মনসঃ পতঃ' 'তত্র' তাবৎ 'অত্র' 'ববা' রাজঃ তথা 'কাম  
চারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী। নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্, 'অতি' 'মনসঃ ভূঃ ইতি'।  
সনৎকুমারঃ—'মনসঃ বাব ভূঃ অতি ইতি'। নারদঃ—'ভং মে ভগবান্ ত্রবীতু ইতি'। ৩।

'সকলঃ বাব মনসঃ ভূয়ান্'। কথং? 'বদা বৈ' 'সকলরতে' কর্তব্যাদিবিষয়ান্ বিভক্ততে 'অথ'  
তদা 'মনস্ততি' 'অথ' অনন্তরঃ 'বাচম্ ইরয়তি' 'তাং' 'বাচম্' 'উ' পুনঃ 'নারি' নামাবলম্বনে ইরয়তি'  
'নারি' 'মত্ৰাঃ' 'একং ভবতি' একীভবতি, যত্রৈবু কর্মাণি একীভবতি মনসাধাওয়াং তেষাম্।

'তানি' 'হ বৈ' 'এতানি' মনসাদীনি 'সকলৈকায়নানি' সকলঃ একম্ অয়নং লরহানং বেবাং তানি  
'সকলান্যকানি' সকলোৎপন্নানি, 'সকলে প্রতিষ্ঠিতানি' 'জ্ঞাপাণ্ডিণী' 'সমক্ পতাং' সকলঃ কৃতবন্তৌ  
ইব নিশ্চলে লক্ষ্যতে, 'বায়ুঃ চ আকাশঃ চ' 'সমকলেতাং' সকলঃ কৃতবন্তৌ ইব অবিচলিতঃ চির  
স্থিরক্। 'আপঃ চ তেজঃ চ' 'সমকলস্তাহ' স্বেনরূপেণ নিশ্চলানি। 'তেবাং' জ্ঞাপাণ্ডিণীনাং  
'সংক্ ষ্টো' সকলনিমিত্তং 'বর্ষঃ' বৃষ্টিঃ 'সকলেতে' সমর্থঃ ভবতি। 'বর্ষস্ত সংক্ ষ্টো' 'অন্নঃ' 'সকলেতে'  
'অন্নস্ত' 'সংক্ ষ্টো' 'প্রাণাঃ' 'সকলেতে' সমর্থঃ ভবতি। 'প্রাণানাং সংক্ ষ্টো' 'মত্ৰাঃ' 'সকলেতে'  
আজ্ঞাপ্রকাশসমর্থঃ ভবতি, 'মত্ৰাণাং সংক্ ষ্টো' 'কর্মাণি' 'সকলেতে' কলবতি ভবতি 'কর্মাণাং সংক্ ষ্টো'  
'লোকঃ' 'সকলেতে' তত্তৎকর্ণোচিতাধিষ্ঠানভবনসমর্থঃ ভবতি। 'লোকস্ত সংক্ ষ্টো' 'সকলং' অগ্নং  
'সকলেতে' অগ্নিরূপপ্রকাশসমর্থঃ ভবতি। 'স এষ সকলঃ' ভূয়ান্ ইতি শেবঃ। 'সকলঃ' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা  
'উপাষ ইতি'।

'স যঃ সকলঃ ব্রহ্ম ইতি উপাশ্তে' 'স' উপাসিতা 'সংক্ ষ্টান্' ধাতা সকলিতান্ 'ক্রবান্' নিত্যান্  
'প্রতিষ্ঠিতান্' উপকরণসম্পন্নান্ 'অব্যর্থমানান্' জাসরহিতান্ 'লোকান্' 'ক্রবঃ' চিরজীবী 'প্রতিষ্ঠিতঃ'  
সর্বোপকরণসম্পন্নঃ 'অব্যর্থমানঃ' জাসরহিতঃ সন্ 'অতিসিদ্ধাতি' অতিপ্রাপোতি। 'বাবং সকলস্ত  
পতং' 'তত্র' তাবৎ 'অত্র' 'ববা' রাজঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি'। পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী। নারদঃ—  
'ভগবঃ' ভগবন্ 'অতি' সকলঃ ভূঃ ইতি'। সনৎকুমারঃ—'সকলঃ বাব ভূঃ অতি ইতি'। নারদঃ—  
'ভং মে ভগবান্ ত্রবীতু ইতি'। ৪।

'চিন্তঃ বাব সকলঃ ভূঃ'। কথং? 'বদা বৈ' 'চেতয়তে' পূর্বাগরাস্তদান্ করোতি 'অথ' তদা  
'সকলরতে' 'অনেনেদং কর্তব্যমিতি, 'অস্য' তদনন্তরঃ 'মনস্যতি' 'অথ' তদনন্তরঃ 'বাচম্' ইরয়তি'  
'তাং' বাচঃ 'উ' 'নারি' ইরয়তি 'নারি মত্ৰাঃ' 'একং ভবতি' একীভবতি 'যত্রৈবু কর্মাণি একীভবতি'।

'তানি হ বৈ' 'এতানি' সকলাদীনি 'চিষ্টৈকায়নানি' 'চিষ্টোদ্যানি' 'চিষ্টে প্রতিষ্ঠিতানি'। 'তত্ৰাং'  
হেতোঃ 'বদাণি বহবিশং' 'অতিষ্ঠঃ' চেতয়িতৃষামর্থ্যরহিতঃ 'ভবতি' 'ন অন্নং' জনঃ 'অতি ইতি' এষ

সদ্যপি অসন্নিব 'এনং' বহুবিরং লৌকিকাঃ 'আহঃ', 'বৎ' 'অয়ং বেদ' ন তৎ অস্তি, 'বৎ' বদি 'অয়ং বিদ্বান্' স্যাৎ 'ইথন্' 'অচিন্ত্যঃ' 'ন' 'স্যাৎ' ইতি' তে বদন্তি । 'অথ বদি অজবিৎ চিন্তবান্ ভবতি' 'তন্মৈ এব' 'উত' অপি 'উজ্জ্বলতে' শ্রোতুমিচ্ছন্তি জনাঃ । সুতরাং 'চিন্তং হি' 'এবাং' সঙ্কল্পাদীনাম্ 'একায়নং' 'চিন্তম্ আত্মা' 'চিন্তং প্রতিষ্ঠা' 'চিন্তং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাশ্ব' ইতি' ।

'স যঃ চিতং ব্রহ্ম ইতি উপান্তে' 'চিন্তবান্' 'স' উপাসিতা 'ব্রহ্মবান্' 'প্রতিষ্ঠিতান্' 'অব্যর্থমানান্' 'লোকান্' 'ব্রহ্মঃ' 'প্রতিষ্ঠিতঃ' 'অব্যর্থমানঃ' সন্ 'অভিসিদ্ধাতি' 'যাবৎ চিত্তস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্যা' 'বথা' রাজঃ তথা 'কামচারঃ' 'ভবতি' । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী । নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'চিন্তাৎ ভূয়ঃ ইতি' । সনৎকুমারঃ 'চিন্তাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' । নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' । ৫ ।

'ধ্যানং বাব চিন্তাৎ ভূয়ঃ' । কথম্ ? 'পৃথিবী' 'ধ্যায়তি' নিশ্চলতয়া তিষ্ঠতি 'ইব' 'অন্তরিক্ষং ধ্যায়তি ঠেব' 'জ্যোঃ ধ্যায়তি ইব' 'আপঃ ধ্যায়ন্তি ইব' 'পর্শ্বতাঃ ধ্যায়ন্তি ইব' 'দেবমমুখাঃ ধ্যায়ন্তি ইব' । 'তন্মৈ' চেতোঃ 'ইহ' 'যে' 'মমুখ্যাণাং' 'মহতাং' মহত্বং 'প্রাপ্ন' 'বতি' 'তে' 'ধ্যানপাদাংশাঃ' ধ্যানফললাভকলাবন্ত 'ইব' 'এব' 'ভবন্তি' । 'অথ' 'যে' 'অজ্ঞাঃ' কৃত্বাঃ তে 'কলহিনঃ' 'পিশুনাঃ' দোষদর্শিনঃ 'উপবাদিনঃ' পরদোষদোষকাঃ । 'অথ' 'যে' 'প্রভবঃ' মহত্বং প্রাপ্তাঃ 'তে' 'ধ্যানপাদাংশা ইব এব ভবন্তি' । অন্তঃ 'ধ্যানং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাশ্ব ইতি' ।

'স যঃ ধ্যানং ব্রহ্ম ইতি উপান্তে' 'যাবৎ ধ্যানস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্যা' 'বথা' রাজঃ তথা 'কামচারঃ' ভবতি' । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী । নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'ধ্যানাৎ ভূয়ঃ ইতি' । সনৎকুমারঃ—'ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' । নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' । ৬ ।

'বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাৎ ভূয়ঃ' । কথম্ ? 'বিজ্ঞানেন বা স্বথেষৎ বিজ্ঞানাতি' ইত্যাদি পূর্ক্বেব (২) 'অমুং চ' 'রসং চ' 'ইমং চ' 'অমুং চ' 'লোকং' 'বিজ্ঞানেন এব বিজ্ঞানাতি' । 'বিজ্ঞানং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাশ্ব ইতি' ।

'স যঃ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি উপান্তে' 'স' উপাসিতা 'বিজ্ঞানবতঃ' শাস্ত্রীজ্ঞানযুক্তান্ 'জ্ঞানবতঃ' শাস্ত্রাতিরিক্তজ্ঞানযুক্তান্ 'লোকান্' 'অভিসিদ্ধাতি' প্রাপ্নোতি । 'যাবৎ বিজ্ঞানস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্যা' 'বথা' রাজঃ তথা 'কামচারঃ' ভবতি' । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী । নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ ইতি' । সনৎকুমারঃ—'বিজ্ঞানাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' । নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' । ৭ ।

'বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ' । কথম্ ? 'অপি' পুনঃ 'একঃ বলবান্' 'বিজ্ঞানবতাং' 'শতম্' 'আক-  
শ্মরতে' । 'স' পুরুষঃ 'যথা বলী ভবতি' 'অথ' তদা 'উখাতা ভবতি' 'উত্তিষ্ঠ' 'পরিচরিতা' আচার্যা-  
সেবী 'ভবতি' 'পরিচরন্' 'উপসত্তা' সমীপগঃ প্রিয়ঃ 'ভবতি' 'উপনীদন্' 'সমীপং গচ্ছন্' 'দ্রষ্টা ভবতি' 'জ্যোতা ভবতি' 'মত্তা ভবতি' 'বোদ্ধা ভবতি' 'কর্তা ভবতি' 'বিজ্ঞাতা ভবতি' 'বলেন বৈ পৃথিবী' 'বলেন অন্তরিক্ষং' 'বলেন জ্যোঃ' 'তিষ্ঠতি' 'বলেন পর্শ্বতাঃ' 'বলেন দেবমমুখাঃ' 'বলেন পশবঃ' চ  
বরাংসি চ তৃণবনস্পত্যঃ চ 'আকীটপতঙ্গপিপীলকং' 'স্বাপদানি' তিষ্ঠন্তি 'বলেন লোকঃ' 'তিষ্ঠতি' 'বলং' ব্রহ্মবুদ্ধ্যা 'উপাশ্ব ইতি' ।

'স যঃ বলং ব্রহ্ম ইতি উপান্তে' 'যাবৎ বলস্য গতং' 'তত্র' তাবৎ 'অস্যা' 'বথা' রাজঃ তথা 'কাম-  
চারঃ' 'ভবতি' । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থী । নারদঃ—'ভগবঃ' ভগবন্ 'অস্তি' 'বলাৎ ভূয়ঃ ইতি' । সনৎকুমারঃ—'বলাৎ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি' । নারদঃ—'তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি' । ৮ ।

‘অন্নং বাব বলাৎ ভূয়ঃ’ । ‘তন্মাৎ’ হেতোঃ ‘বলাপি দশরাজীঃ ন অরীয়াৎ’ ‘বদি উ হ’ ‘জীয়েৎ’ ‘অথ’ পুনঃ ‘অজ্ঞা’ ‘অশ্রোতা’ ‘অমতা’ ‘অবোদ্ধা’ ‘অকর্তা’ ‘অবিজাতা’ ‘ভবতি’ । ‘অথ’ অনন্তরঃ ‘অন্নস্য’ ‘আয়ে’ প্রাপ্তৌ ‘হ্রষ্টা ভবতি’ ‘শ্রোতা ভবতি’ ‘মজ্জা ভবতি’ ‘বোদ্ধা ভবতি’ ‘কর্তা ভবতি’ ‘বিজাতা ভবতি’ ‘অন্নং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাশ ইতি’ ।

‘স যঃ অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘স’ উপাসিতা ‘বৈ’ ‘অন্নবতঃ’ ‘পানবতঃ’ ‘লোকান্’ ‘অভিসিদ্ধ্যতি’ প্রাপ্নোতি ‘বাং অন্নস্য গতং’ ‘তত্র’ তাবৎ ‘অস্য’ ‘বখা’ রাজঃ তথা ‘কামচারো ভবতি’ । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অস্তি’ ‘অন্নং ভূয়ঃ ইতি’ । সনৎকুমারঃ—‘অন্নং বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ৯ ।

‘আপঃ বাব অন্নং ভূয়ঃ’ ‘স’ ‘তন্মাৎ’ হেতোঃ ‘বদা হৃঃ ণিঃ ন ভবতি’ তদা ‘অন্নং’ ‘কনীয়ঃ’ ‘অন্নং’ ‘ভবিষ্যতি’ ইতি হেতোঃ ‘প্রাণাঃ’ ‘ব্যাধীরন্তে’ চুঃখিনো ভবন্তি ‘অথ বদা হৃঃ ণিঃ ভবতি’ ‘অন্নং বহু ভবিষ্যতি’ ইতি হেতোঃ ‘প্রাণাঃ’ ‘আনন্দিনঃ’ ‘ভবন্তি’ । ‘ইমা’ ‘আপঃ’ ‘এব’ ‘মূর্তাঃ’—অপ্ স্তবৎ মূর্তস্যান্নস্য । ‘বা ইয়ং পৃথিবী’ ‘যৎ অন্তরিক্ষং’ ‘যদ্যোঃ’ বা দ্যোঃ ‘যৎপৰ্বতাঃ’ ‘যে পৰ্বতাঃ’ ‘যদেব-মহুযাঃ’ ‘যে দেবমহুযাঃ’ ‘যৎপশবঃ’ ‘যে পশবঃ’ ‘চ’ ‘বয়ং সি চ’ ‘তৃণবনান্যতরঃ’ ‘আকীটপতঙ্গপীপিলকং’ ‘বাগদানি’ ‘ইমাঃ’ ‘আপঃ’ ‘এব’ ‘মূর্তাঃ’ । ‘অপঃ’ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাশ ইতি ।

‘স যঃ অপঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘স’ ‘সৰ্গান্ কামান্’ ‘আপ্নোতি’ ‘তৃপ্তিমান্ ভবতি’ ‘বাং অপাঃ গতং’ ‘তত্র’ তাবৎ ‘অস্য’ ‘বখা’ রাজঃ তথা ‘কামচারঃ’ ‘ভবতি’ । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ‘অস্তি’ ‘অন্তাঃ ভূয়ঃ ইতি’ । সনৎকুমারঃ—‘অন্তাঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ১০ ।

‘তেজঃ বাব অন্ত্যঃ ভূয়ঃ’ । কথং ? ‘তৎ বৈ এতৎ’ তেজঃ ‘বায়ুন্’ ‘উপগৃহ্’ অবষ্টত্যা বদা ‘আকাশন্’ ‘অভিতপতি’ উকং করোতি ‘তদা’ ‘আহঃ’ ‘লৌকিক্যঃ’ ‘নিশোচতি’ বায়ুঃ শুকঃ তিষ্ঠতি ‘নিতপতি’ দেহসত্তাপং জনয়তি, অতঃ ‘বর্ধিষ্যতি’ বারিবর্ষণং ভবিষ্যতি ইতি ‘বৈ’ প্রসিদ্ধম্ । ‘তেজঃ’ ‘এব’ ‘তৎ’ ‘পূৰ্ণং’ বারিবর্ষণলক্ষণং ‘দর্শয়িষ্য’ ‘অথ’ অনন্তরম্ ‘অপঃ’ ‘স্বজতে’ ইংপাদয়তি । ‘তৎ এতৎ’ তেজঃ ‘উদ্ধৃতিঃ’ ‘চ’ উদ্ধৃগতিশ্চ ‘তিরস্কীতিঃ’ ‘তিরস্কংগতাতিঃ’ ‘চ’ ‘বিহুয়তিঃ’ ‘আহুয়তিঃ’ ‘স্বনয়নশব্দাঃ’ ‘চরন্তি’ ‘প্রচরন্তি’ ‘তদাৎ’ জনাঃ ‘আহঃ’—‘বিদ্যোততে’ বিদ্যাপ্রকাশো ভবতি ‘স্বনয়তি’ নিদোষয়তি, অতঃ ‘বর্ধিষ্যতি’ বারিবর্ষণং ভবিষ্যতি ইতি ‘বৈ’ । ‘তেজ এব তৎপূৰ্ণং দর্শয়িষ্য অথ অপঃ স্বজতে’ । অতঃ ‘তেজঃ’ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাশ ইতি ।

‘স যঃ তেজঃ ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘স’ উপাসিতা ‘বৈ’ ‘তেজস্বী’ সন্ ‘তেজস্বতঃ’ ‘ভাবতঃ’ ‘প্রকাশ-বতঃ’ ‘অপহতমদগ্ধান্’ ‘লোকান্’ ‘অভিসিদ্ধ্যতি’ প্রাপ্নোতি, ‘বাং তেজসঃ গতং’ ‘তত্র’ তাবৎ ‘অন্ত’ ‘বখা’ রাজঃ তথা ‘কামচারঃ’ ‘ভবতি’ । পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অস্তি’ ‘তেজসঃ ভূয় ইতি’ । সনৎকুমারঃ—‘তেজসঃ বাব ভূয়ঃ অস্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ১১ ।

‘আকাশঃ বাব তেজসঃ ভূয়ান্’ । কথং ? ‘আকাশে বৈ’ ‘উর্ভৌ’ ‘স্বর্বাচল্লয়মসৌ’ ‘বিদ্যাৎ নক্ষত্রাণি অগ্নিঃ’ । ‘আকাশেন আয়রতি’ ‘আকাশেন শৃণোতি’ ‘আকাশেন প্রতিশৃণোতি’ ‘আকাশে রমতে’ ‘আকাশে ন রমতে’ বিবাদকারণে হুপুয়িতে ‘আকাশে আয়তে’ ‘আকাশম্’ ‘অভিজায়তে’ অভিলক্ষ্য আয়তে । অতঃ ‘আকাশং’ ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাশ ইতি ।

‘স যঃ আকাশং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘স’ উপাসিতা ‘বৈ’ ‘আকাশবতঃ’ ‘বিভারবতঃ’ ‘প্রকাশবতঃ’



‘অসংবাদান্’ অতোত্তপীড়ারহিতান্, ‘উরুগারবতঃ’ বিকীর্ণগতীন্ ‘লোকান্’ ‘অতিসিদ্ধান্তি’ প্রাধোতি,  
‘বাবৎ আকাশত গতঃ’ ‘তজ্জ’ তাবৎ ‘অন্ত’ ‘বখা’ রাজঃ তথা ‘কামচারঃ ভবতি’ পুনরুক্তিরূপসংহা-  
রার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অন্তি’ ‘আকাশং ভূয়ঃ ইতি’ । সনৎকুমারঃ—‘আকাশং বাব ভূয়ঃ  
অন্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ১২ ।

‘স্বয়ং’ স্বয়ং ‘বাব আকাশং ভূয়ঃ’ । ‘ভস্মাৎ’ হেতোঃ ‘বধ্যপি’ ‘ন স্বয়ন্তঃ’ ‘বহবঃ’ ‘আসীরন্’  
‘ন এব তে’ ‘কঞ্চন পুণ্ড্রঃ’ ‘ন ময়ীরন্’ ‘ন বিজানীরন্’ ‘ববা বাব তে স্বরেষুঃ’ ‘অথ’ তদা ‘পুণ্ড্রঃ’ ‘অথ’  
তদা ‘ময়ীরন্’ ‘অথ’ তদা ‘বিজানীরন্’ ‘স্বরেষু বৈ পুত্ৰান্’ ‘স্বরেষু পশুন্’ ‘বিজানীতি’ । অতঃ ‘স্বয়ং’  
স্বয়ং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস ইতি’ ।

‘স বঃ স্বয়ং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘বাবৎ স্বরস্ত গতঃ’ ‘তজ্জ’ তাবৎ ‘অস্য’ ‘বখা’ রাজঃ তথা ‘কামচারঃ  
ভবতি’ পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অন্তি’ ‘স্বয়ং ভূয়ঃ ইতি’ । সনৎকুমারঃ  
—‘স্বয়ং বাব ভূয়ঃ অন্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ১৩ ।

‘আশা বাব স্বয়ং ভূয়সী’ । কথম্ ? ‘আশেক্ষো’ আশয়া বর্জিতঃ ‘বৈ’ ‘স্বয়ঃ’ ‘স্বত্ৰান্ অধীতে’  
‘কর্ণাণি কুরতে’ ‘পুত্ৰান্ চ পশুন্ চ ইচ্ছতে’ ‘ইমং চ লোকম্ অম্ চ ইচ্ছতে’ । অতঃ ‘আশাং’ ব্রহ্ম-  
বুদ্ধ্যা উপাস ইতি’ ।

‘স বঃ আশাং ব্রহ্ম ইতি উপাস্তে’ ‘অন্ত’ উপাসিতুঃ ‘আশয়া’ ‘সর্বের কামাঃ সমুদ্ভাস্তি’ ‘অন্ত’ ‘হ’  
পূনঃ ‘অনোবাঃ’ ‘আশিবঃ’ ‘ভবন্তি’ ‘বাবৎ আশায়াঃ গতঃ’ ‘তজ্জ’ তাবৎ ‘অন্ত’ ‘বখা’ রাজঃ তথা  
‘কামচারো ভবতি’ পুনরুক্তিরূপসংহারার্থা । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্, ‘অন্তি’ ‘আশায়াঃ ভূয়ঃ ইতি’ ।  
সনৎকুমারঃ—‘আশায়াঃ বাব ভূয়ঃ অন্তি ইতি’ । নারদঃ—‘তৎ মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি’ । ১৪ ।

‘প্রাণঃ বাব আশায়াঃ ভূয়ান্’ । কথম্ ? ‘বখা’ ‘বৈ’ লোকে রথচক্রস্ত ‘অরঃ’ ‘নাভৌ’ রথনাভৌ  
‘সমর্পিতাঃ’ সস্ত্রোতাঃ ‘এবম্’ ‘অস্মিন্ প্রাণে’ ‘সর্বং সমর্পিতম্’ । ‘প্রাণঃ’ ‘প্রাণেন’ স্বশস্ত্র্য ‘বাতি’  
‘প্রাণঃ’ ‘প্রাণং’ স্বশস্ত্রি ‘প্রাণায়’ স্বশস্ত্রিত্ত্বায় ‘দদাতি’ । ‘প্রাণঃ’ ‘হ’ এবং ‘পিতা’ ‘প্রাণঃ মাতা’  
‘প্রাণঃ জাতা’ ‘প্রাণঃ স্বস’ ‘প্রাণঃ আচার্ধ্যাঃ’ ‘প্রাণঃ ব্রাহ্মণঃ’ ।

‘স’ ‘যদি’ ‘পিতরং বা’ ‘মাতরং বা’ ‘জাতরং বা’ ‘স্বসারং বা’ ‘আচার্ধ্যং বা’ ‘ব্রাহ্মণং বা’ ‘কিঞ্চিং’  
‘ভূশম্’ ইব তদনুরূপং স্বকারাদিবচনম্ ‘আহ’ ‘যিক্ ত্বাম্ অন্ত ইতি এব’ ‘এনং’ স্বকারাদিপ্রয়োগ-  
শীলম্ ‘আতঃ’ বিবেকিনঃ—‘পিতৃহা’ ‘বৈ’ নিশ্চিন্তং ‘ত্বম্’ অসি’ ‘মাতৃহা বৈ ত্বমসি’ ‘জাতৃহা বৈ ত্বম  
অসি’ ‘স্বস্থহা বৈ ত্বম্’ অসি’ ‘আচার্ধ্যহা বৈ ত্বম্’ অসি’ ‘ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বম্’ অসি’ ইতি’ ।

‘স যদাপি’ ‘উৎক্ৰান্তপ্রাণান্’ মৃতান্ ‘এনান্’ পিত্রাদীন্ ‘শূনেন’ ‘সমানং’ রাশিং কৃৎবা ‘ব্যতিবৎ’  
খণ্ডশ্চ কৃৎবা ‘দহেৎ’ ‘ন এব এন’ ক্রয়ঃ—‘পিতৃহা অসি ইতি’ ‘ন’ ক্রয়ঃ ‘মাতৃহা অসি ইতি’ ‘ন’ ক্রয়ঃ  
‘জাতৃহা অসি ইতি’ ‘ন’ ক্রয়ঃ ‘স্বস্থহা অসি ইতি’ ‘ন’ ক্রয়ঃ ‘আচার্ধ্যহা অসি ইতি’ ‘ন’ ক্রয়ঃ ‘ব্রাহ্মণহা  
অসি ইতি’ ।

‘এতানি সর্বাণি’ ‘প্রাণঃ হি এব’ ‘ভবতি’ । ‘স বা এস’ প্রাণস্বাবাদী ‘এবং পশুন্’ ‘এবং মন্বানঃ’  
‘এবং বিজ্ঞানম্’ ‘অতিবাদী’ নামান্যশাস্ত্রম্ অতীত্য বদনশীলঃ ‘ভবতি’ । ‘তৎ চেৎ ক্রয়ঃ’ জনাঃ  
‘অতিবাদী অসি’ ত্বম্ ইতি’ স ‘ক্রয়ং অতিবাদী অস্মি ইতি’ ‘ন অগলুবীত’ ন অগলপেৎ’ । ১৫ ।

তজ্জ তুভ্যস্তং নারদমাহ সনৎকুমারঃ—‘এব তু অতিবদতি বঃ সত্যেন অতিবদতি’ । তচ্ছ বা নারদঃ  
—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘সোহং সত্যেন অতিবদানি ইতি’ । সনৎকুমার আহ—‘সত্যং তু এব বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যম্ ইতি’ । নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘সত্যং’ বিজিজ্ঞাসে’ অহম্ ইতি’ । ১৬ ।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘বিজ্ঞানাতি’ বিশেষজ্ঞানং লভতে ‘অথ’ তদা ‘সত্যং বদতি’ ‘ন অবিজানন্  
সত্যং বদতি, বিজ্ঞানন্ এষ সত্যং বদতি’। অতঃ ‘বিজ্ঞানং তু এষ’ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’।  
নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘বিজ্ঞানং’ ‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ১৭।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘মহুতে’ মননবিষয়ং করোতি ‘অথ’ তদা ‘বিজ্ঞানাতি’, ‘ন জম্বা বিজ্ঞা-  
নাতি মজা এষ বিজ্ঞানাতি’ ‘মতিঃ’ মননঃ ‘তুঃ’ ‘এব’ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’। নারদঃ—‘ভগবঃ’  
ভগবন্ ‘মতিঃ’ ‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ১৮।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘অদ্বাতি’ ‘অথ’ তদা ‘মহুতে’। ‘ন অদ্বাধ্যৎ মহুতে অদ্বাধ্যৎ এষ মহুতে’।  
‘অদ্বা তু এষ বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’। নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অদ্বাঃ’ ‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ১৯।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘নিষ্ঠিতি’ নিরন্তরং তিষ্ঠতি জ্ঞানঃ সবাচাৰ্য্যসিদ্ধৌ ‘অথ’ তদা ‘অদ্ব-  
ধাতি’ ‘ন অনিষ্ঠিতম্’ ‘অদ্বাতি’ ‘নিষ্ঠিতম্’ এষ অদ্বাতি’। ‘নিষ্ঠা’ তু এষ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’।  
নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘নিষ্ঠাঃ’ ‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ২০।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘করোতি’ সংবাদিকমহুতিষ্ঠতি ‘অথ’ তদা ‘নিষ্ঠিতি’। ‘ন অকৃদ্বা  
নিষ্ঠিষ্ঠতি কৃদ্বা এষ নিষ্ঠিষ্ঠতি’। অতঃ ‘কৃতিঃ’ তু এষ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’। নারদঃ—‘ভগবঃ’  
ভগবন্ ‘কৃতিঃ’ ‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ২১।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘হৃৎ’ লভতে ‘অথ’ তদা ‘করোতি’ ‘ন অহৃৎ লভা করোতি হৃৎম্’ এষ  
লভা করোতি’। অতঃ ‘হৃৎ’ তু এষ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’। নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘হৃৎ’  
‘বিজ্ঞানাসে ইতি’। ২২।

সনৎকুমারঃ—‘বদা বৈ’ ‘ভূমা’ বাহল্যাৎ নানভাশূন্তঃ ‘তৎ’ হৃৎম্ ‘ন অল্পে হৃৎম্’ অস্তি ভূমা এষ  
হৃৎম্’ ‘ভূমা’ তু এষ ‘বিজ্ঞানাসিতব্যম্’ ইতি’। নারদঃ—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘ভূমানং’ ‘বিজ্ঞানাসে  
ইতি’। ২৩।

নিরবকাশত্বং ‘বহু ন অন্তং পত্ততি’, ‘ন অন্তং শৃণোতি’ ‘ন অন্তং বিজ্ঞানাতি’ ‘স ভূমা’। ‘অথ  
বহু অন্তং পত্ততি’ ‘অন্তং শৃণোতি’ ‘অন্তং বিজ্ঞানাতি’ ‘তৎ’ অজম্ ‘যো বৈ ভূমা তৎ অযতম্’ অথ  
বৎ অজম্ তৎ সৰ্বম্’। নারদঃ—‘স’ ভূমা ‘কস্মিন্’ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি’। ‘যে মহিম্নি’ মাহাশ্বেদে স্বরূপে  
প্রভাবে স্বাক্ষরানতিরিক্তে’। ‘বদি বা’ স্বাক্ষরানতিরিক্তঃ সন্তঃস—‘ন মহিম্নি ইতি’।

‘ইহ’ ‘গো অথঃ’ ‘মহিমা’ ঐশ্বর্যম্, ‘ইতি’ আচক্ষতে ‘হৃদ্বিহরণ্যঃ’ দাসভাৰ্য্যঃ কেদ্রাপি আরতনামি’  
মহিমসংজ্ঞকানি। ‘ন অহম্’ এবং ‘মহিমসেতি’ ত্রবীমি। কথং ন এবং মহিমসেতি বদসি? ‘অন্তঃ’ হি  
অন্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি’ হেতোঃ ‘ত্রবীমি’ তথা ইতি ‘হ’ পুনঃ স ‘উবাচ’। ‘হুদ্বি তু তদতিরিক্তত্ব  
নাবকাশ ইতি’ নাহমেবং ত্রবীমীতি তপনম্’। ২৪।

কথং তস্মিন্ তদতিরিক্তত্ব নাবকাশ?—‘স’ ভূমা ‘এব’ ‘অধস্তাৎ’ ‘স উপরিষ্টাৎ’ ‘স পশ্চাৎ’ ‘স  
পূরতাৎ’ ‘স দক্ষিণতঃ’ ‘স উত্তরতঃ’ ‘স এষ ইদং সৰ্বম্’ ইতি’। ‘অথ অতঃ’ ভূমোপদেশানন্তরম্  
‘অহঙ্কারোদেশঃ’ ‘অহঙ্কারোপদেশঃ’ ‘এব’। ‘অহম্’ এষ অধস্তাৎ ‘অহম্ উপরিষ্টাৎ’ ‘অহং পশ্চাৎ’ ‘অহং  
পূরতাৎ’ ‘অহং দক্ষিণতঃ’ ‘অহম্ উত্তরতঃ’ ‘অহম্ এষ ইদং সৰ্বম্’ ইতি’।

‘অথ অতঃ’ আত্মাদেশঃ ‘এব’। ‘আত্মা এষ অধস্তাৎ’ ‘আত্মা উপরিষ্টাৎ’ ‘আত্মা পশ্চাৎ’ ‘আত্মা  
পূরতাৎ’ ‘আত্মা দক্ষিণতঃ’ ‘আত্মা উত্তরতঃ’ ‘আত্মা এষ ইদং সৰ্বম্’ ইতি’। ‘স বা’ এষ ‘নিদান্,  
‘এবং পশ্চন্’ ‘এবং সন্ধানঃ’ ‘এবং বিজ্ঞানন্’ ‘আত্মরতিঃ’ ‘আত্মকীড়ঃ’ ‘আত্মবিশ্বনঃ’ ‘আত্মানন্দঃ’।  
অতরাং ‘স পরাট্’ আত্মনি বিরাজমানঃ ‘ভবতি’। ‘সর্বেরূ লোকেষু’ ততঃ ‘কামচারঃ’ ভবতি’। ‘অথ’

পঞ্চান্তরে 'অতঃ' 'অন্তথা' 'বে' 'বিহুঃ' 'তে' 'অন্তরাজানঃ' 'অন্তপরতত্ত্বাঃ' 'কবালোকাঃ' 'বিনাশিলোকাঃ' 'ভবতি' । 'সর্কেষু লোকেষু' 'তেষাম্' 'অক্ষমচারঃ' বাহতগতিঃ 'ভবতি' । ২৫ ।

'এবং পশ্চতঃ' 'এবং মনানসা' 'এবং বিজ্ঞানতঃ' 'তসাহ বৈ এতস্যা' বিহুবঃ 'আন্ততঃ প্রাণঃ' 'আন্ততঃ আশা' 'আন্ততঃ মনঃ' 'আন্ততঃ আকাশঃ' 'আন্ততঃ তেজঃ' 'আন্ততঃ আপঃ' 'আন্ততঃ আবির্ভাবতিরোভাবৌ' অপ্ সন্তবাং মূর্তীমূর্তয়োঃ 'আন্ততঃ অন্নম্' 'আন্ততঃ বলম্' 'আন্ততঃ বিজ্ঞানম্' 'আন্ততঃ চিত্তম্' 'আন্ততঃ সঙ্কল্পঃ' 'আন্ততঃ মনঃ' 'আন্ততঃ বাক্' 'আন্ততঃ নাম' 'আন্ততঃ যজ্ঞাঃ' 'আন্ততঃ কর্ম্মাণি' 'আন্ততঃ এব ইদং সর্কম্ ইতি' ।

'তৎ' 'তন্নিগদে' 'এব শ্লোকঃ'—'পশ্যঃ' তথোক্তদর্শী 'ন যত্নাৎ' 'ন রোগাৎ' 'ন উত দুঃখত্যাৎ' 'পশ্চতি' 'পশ্যঃ' 'হ' পুনঃ 'সর্কম্' 'পশ্যতি' 'সর্কশঃ' 'সর্কম্' 'আমোতি' ইতি' । 'স' বিধান্ প্রাক্ স্থটেঃ 'একথা ভবতি' পশ্যাৎ 'ত্রিধা ভবতি' তেন্নোবরৈঃ, 'পঞ্চা ভবতি' শব্দাদিতঃ, 'সপ্তা ভবতি' ধাতুতঃ 'নবধা চ এব ভবতি' ইন্দ্রিয়গোলকৈঃ 'পুনঃ চ একাদশ ইন্দ্রিয়ৈঃ' 'শতং চ দশ চ একঃ চ' ইন্দ্রিয়বৃত্তিতঃ 'বিংশতিঃ' 'সহস্রাণি চ' বাসনাতিঃ 'দ্ব্যুতঃ' । 'আহারশুদ্ধৌ' 'সম্ব্যুক্তিঃ' চিত্তশুদ্ধিঃ, 'সম্ব্যুত্বৌ' 'ঋবা' নিশ্চলা 'দ্ব্যুতিঃ' বস্তুপলকিঃ 'দ্ব্যুতিভক্তে' লক্ষ্যায় দ্ব্যুতৌ 'সর্কগ্রহীনাং' নিখিলবাসনানাং 'বিপ্র-মোক্ষঃ' বিমোচনম্ । 'তন্মৈ' 'দ্ব্যুতিভক্তায়' রাগদ্বेषাদিরঞ্জনরহিতায় নারদায় 'ভগবান্' সনৎকুমারঃ 'তমসঃ পারং দর্শয়তি' : 'তং' সনৎকুমারঃ 'স্বল্পঃ' ইতি আচক্ষতে' তদ্বিৎ । দ্বিবাচনমধ্যাপরি-সমাপ্তার্থম্ ২৬ ।

সনৎকুমার তাঁহাকে ( নারদকে ) বলিলেন, আপনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন সে সমুদায় নাম ।

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ষবেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষাদিবেদসম্পর্কীণ বিজ্ঞা, ভূতবিজ্ঞা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্কবিজ্ঞা, এ সকলই নাম, এই নামের উপাসনা করুন ।

যে ব্যক্তি নাম ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করে, নামের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয় \* । নারদ বলিলেন, ভগবান্, নামাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, নামা-পেক্ষা অধিকতর আছে । নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন । ১ ।

নামাপেক্ষা বাক্ই অধিকতর । কেন না বাক্ই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ষবেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধকল্প, গণিত উৎপাত-

\* 'যে ব্যক্তি নাম ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে,' এই বাক্যটি মূলে পুনরুক্তিযুক্ত হইয়াছে । বাক্যের উপসংহারপ্রদর্শনের জন্ত সংস্কৃতে এইরূপ পুনরুক্তির ব্যবহার আছে । ভাবায় এরূপ ব্যবহার নাই ; এজন্য এখানে ও সর্কম্ তাবুশ পুনরুক্তি পরিহার করা গেল ।

বিজ্ঞান, নির্দিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্ষানিবেদসম্পর্কীণ  
বিজ্ঞা, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গজর্ক বিদ্যা, দ্ব্যলোক,  
পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষি-  
সমূহ, তৃণ ও বনস্পতিসমূহ, স্থাপদগণ, কীটপতঙ্গপিপীলক পর্য্যন্ত, ধর্ম  
অধর্ম, সত্য অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ, এ সমুদায়ই বাক্  
জ্ঞাপন-করে। যদি বাক্ না থাকে, তাহা হইলে ধর্ম অধর্ম, সত্য  
অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ এ কিছুই জ্ঞানের বিষয় হইতে  
পারে না। বাক্ই এ সকলকে জ্ঞাপন করে। বাকেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি বাক্কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, বাকের যত দূর গতি  
তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগ-  
বন্ বাকের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন,  
বাকের অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমার  
তাই বলুন। ২।

বাকের অপেক্ষা মনই অধিকতর। কেন না মুষ্টি যেমন দুইটি আয়-  
লক, দুইটি কুল বা দুইটি বহেড়াকে অনুভব-করে, মনও তেমনি বাক্ ও  
নাম উভয়কেই অনুভব-করে। মন যখন মন্ত্র অধ্যয়ন-করিল এইরূপ মনে  
করে তখন অধ্যয়ন-করে, কর্ম করিল এইরূপ মনে করিলে কর্ম করে,  
পুত্র ও পশু চাই মনে করিলে পুত্র ও পশু চায়, ইহলোক ও পরলোক  
চাহিলে ইহলোক ও পরলোক ইচ্ছা-করে। মনই আত্মা, মনই (প্রাপ্য)  
লোক, মনই ব্রহ্ম, মনের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, মনের যত দূর গতি,  
তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্,  
মনের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, মনের  
অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমার তাই  
বলুন। ৩।

মনের অপেক্ষা সঙ্কল্পই অধিকতর। কেন না যখন সঙ্কল্প করে,  
তখনই মনে করে, বাক্ উচ্চারণ করে, নামাবলম্বনে কথা কয়, নামে  
মন্ত্রগুলি এক হয়, মন্ত্রগুলিতে কর্মগুলি এক হয়।

নাম, বাক্, মন, এগুলির একত্বের স্থান সঙ্কল্প, উহার সঙ্কল্প হইতে

উৎপন্ন, সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত, দ্যুলোক ও পৃথিবী, বায়ু ও আকাশ, জল ও তেজ [ যেন ] সঙ্কল্প করিতেছে [ তাই নিশ্চল ]। ইহাদেরই সঙ্কল্প-নিমিত্ত বর্ষণসম্ভব হয়, বর্ষণসম্ভাবনাতেই অন্ন সম্ভবে, অন্ন সম্ভবে বলিয়াই প্রাণ ক্রিয়াসমর্থ হয়, প্রাণের ক্রিয়াসামর্থ্যেই মন্ত্রগুলির সামর্থ্য জন্মায়, মন্ত্রের সামর্থ্যে কৰ্ম্মগুলি ফলবান্ হয়, কৰ্ম্মগুলির ফলবত্তাতেই প্রাপ্য লোক কৰ্ম্মানুষ্ঠায়িগণের বাসোচিত হয়। প্রাপ্য লোকের ঈদৃশ সামর্থ্যে নিখিল জগৎ [ আত্মস্বরূপপ্রকাশে ] সমর্থ হয়। সঙ্কল্প যখন ঈদৃশ তখন সঙ্কল্পের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি চিরজীবী, সৰ্ববিধ উপকরণসম্পন্ন এবং ত্রাসরহিত হইয়া বিধাতৃনিয়োজিত, নিত্য, উপকরণসম্পন্ন, ত্রাসরহিত লোকসকল প্রাপ্ত হয়। যত দূর সঙ্কল্পের গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, সঙ্কল্পাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্পাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৪।

সঙ্কল্পাপেক্ষা চিত্তই অধিকতর। কেন না যখন চিত্তের ক্রিয়া ( পূৰ্ব্বা-পরসম্বন্ধান ) হয় তখনই সঙ্কল্প করে, মনে করে, বাক্ উচ্চারণ করে, নাগাবলম্বনে কথা কয়, নাগে মন্ত্রগুলি এক হয়, মন্ত্রগুলিতে কৰ্ম্মগুলি এক হয়।

নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, এগুলির একত্বের স্থান চিত্ত, উহার। চিত্ত হইতে উৎপন্ন, চিত্তে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্ম বহুজ্ঞ ব্যক্তির যদি চিত্তভ্রংশ হয় তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে, এ ব্যক্তি আর নাই ; যদি ইনি জ্ঞানসম্পন্ন হইতেন, যদি ইনি বিদ্বান্ হইতেন, ইহার এরূপ চিত্তভ্রংশ হইত না। পক্ষান্তরে অল্পবিৎও যদি স্বস্থচিত্ত হন, লোকে তাঁহারই কথা শুনিয়া থাকে। চিত্তই সঙ্কল্পাদির একত্বের স্থান, চিত্তই উহাদের উদ্ভবভূমি, চিত্তই উহাদের প্রতিষ্ঠার স্থল, অতএব চিত্তের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি চিত্তবান্, চিরজীবী, উপকরণসম্পন্ন, এবং ত্রাসরহিত হইয়া নিত্য, উপকরণসম্পন্ন,

ব্রাহ্মসংহিতা লোকসকল প্রাপ্ত হয়, চিত্তের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবান্, চিত্তাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, চিত্তাপেক্ষা অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৫।

ধ্যানই চিত্তাপেক্ষা অধিকতর। কেন না পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে, অন্তরীক্ষ যেন ধ্যান করিতেছে, দ্ব্যলোক যেন ধ্যান করিতেছে, জল যেন ধ্যান করিতেছে, পৰ্ব্বতসকল যেন ধ্যান করিতেছে, দেবগণ-মুখ্য-গণ যেন ধ্যান করিতেছেন। সেই জন্যই এখানে যে সকল গনুমা মহত্ব লাভ করেন তাঁহারা যেন ধ্যানফলাংশলাভ করিয়াছেন তদ্রূপ (নিশ্চয়) হন। পক্ষান্তরে যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা কলহী, দোষদণ্ডী ও পরদোষ-ঘোষক। মহত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেন ধ্যানফলাংশলাভ করিয়াছেন তদ্রূপ হন। অতএব ধ্যানের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, ধ্যানের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবান্, ধ্যানাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, ধ্যানাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ৬।

বিজ্ঞানই ধ্যানাপেক্ষা অধিকতর। কেন না বিজ্ঞান দ্বারাই ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাবকল্প, গণিত, উৎপাতবিজ্ঞান, নিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, শিক্কাদি বেদসম্পর্কীণ বিজ্ঞা, ভূতবিজ্ঞা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্প ও গন্ধর্ব্ব বিজ্ঞা, দ্ব্যলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেবগণ, গনুমাগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসমূহ, ভূ ও বনস্পতিসমূহ, স্বাপদগণ, কীট-পতঙ্গ-পিপীলক-পর্যন্ত, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, সাধু অসাধু, হৃদয়জ্ঞ অহৃদয়জ্ঞ, অন্ন, রস, ইহ-লোক পরলোক, এ সকল বিজ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। অতএব বিজ্ঞানের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবান্, বিজ্ঞানাপেক্ষা

অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, বিজ্ঞানাপেক্ষাও অধিকতর আছে । নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন । ৭ ।

বলই বিজ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর । কেন না এক জন বলবান্ শত জন বিজ্ঞানবান্কে কল্পিত করে । যখন সে বলবান্ হয় তখন সে উত্থান করে, উত্থান করিয়া আচার্য্যসেবী হয়, আচার্য্যসেবী হইয়া তৎ-সমীপগত ( প্রিয় ) হয়, সমীপগত হইয়া দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মননকর্ত্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্ত্তা হয়, বিজ্ঞাতা হয় । বলে পৃথিবী, বলে অন্তরিক্ষ, বলে দ্যুলোক, বলে পর্কৃত সকল, বলে দেবমনুষ্যগণ, বলে পশু সকল পক্ষিসকল, তৃণবনস্পতি সকল স্বাপদ সকল কীটপতঙ্গপিপীলকপর্য্যন্ত, বলে ( প্রাপ্য ) লোক স্থিতি করে । অতএব বলের উপাসনা করুন ।

যে ব্যক্তি বলকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, বলের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয় । নারদ বলিলেন, ভগবন্, বলের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, বলাপেক্ষাও অধিকতর আছে । নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন । ৮ ।

অন্নই বল হইতে অধিকতর । সে জ্ঞানই যদি দশরাত্রি আহার না করিয়া বাঁচিয়াও থাকে, তবু দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বোদ্ধা কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা থাকে না । অনন্তর অন্ন পাইলে দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা বোদ্ধা কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা হয় । অতএব অন্নের উপাসনা করুন ।

যে ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে ব্যক্তি অন্নপানযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয় । অন্নের যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয় । নারদ বলিলেন, ভগবন্, অন্মাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, অন্মাপেক্ষাও অধিকতর আছে । নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন । ৯ ।

জলই অন্মাপেক্ষা অধিকতর । সে জ্ঞানই যখন সুরূপি হয় না, অন্নের অল্পতা হইবে এ নিমিত্ত প্রাণসকলের কষ্ট সমুপস্থিত হয় । পক্ষান্তরে যখন সুরূপি হয়, অন্ন প্রচুর হইবে এ নিমিত্ত প্রাণ সকল আনন্দিত হয় । জলই এ সকল মূর্ত্ত পদার্থ । এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক, এই যে পর্কৃত সকল, এই যে দেবমনুষ্য, এই যে পশু পক্ষী তৃণ-

বনস্পতি স্থাপদ কীট-পতঙ্গ-পিপীলক-পর্যন্ত, জলই এ সকল মূর্ত পদার্থ। অতএব জলেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি জলকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে সমুদায় অভিলষিত প্রাপ্ত হয়, তৃপ্তিমান হয়। জলের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, জলাপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, জলাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১০।

তেজই জলাপেক্ষা অধিকতর। কেন না সেই তেজই বায়ুর গতি অবরুদ্ধ করিয়া যে সময়ে আকাশকে উত্তপ্ত করে, তখন লোকে বলিয়া থাকে, বায়ু স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে গান্ধদাহ উপস্থিত, রুষ্টি হইবে। তেজই বারিবর্ষণের পূর্বলক্ষণ দেখাইয়া পরে জলোৎপাদন করে। আর এই তেজই উর্দ্ধগত বিদ্যুৎ দ্বারা ঘোর শব্দ করিতে থাকে, সে জন্মই লোকে বলে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, গর্জ্জন হইতেছে, রুষ্টি হইবে। তেজই সেই পূর্বলক্ষণ দেখাইয়া তৎপর জলমুজ্জন করে। অতএব তেজেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে তেজস্বী হয়; যে সকল লোক তেজস্বান্, দীপ্তিমান্, অঙ্ককারশৃঙ্গ সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়। তেজের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, তেজের অপেক্ষা অধিকতর কি আছে? সনৎকুমার বলিলেন, তেজের অপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১১।

আকাশই তেজের অপেক্ষা অধিকতর। কেন না আকাশেই সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ নক্ষত্র অগ্নি স্থিতি করে। অপিচ আকাশযোগেই আত্মান করে, আকাশযোগেই শ্রবণ করে, এক জন যে কথা বলে অপর জন আকাশযোগেই সে কথা শ্রবণ করে, আকাশেই আমোদ করে, আকাশেই বিষাদ করে, আকাশেই জন্মে, আকাশাভিমুখেই জন্মে। অতএব আকাশেরই উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, সে আকাশসদৃশ প্রকাশবান্ অসঙ্কীর্ণ বহুবিস্তৃত লোক সকল প্রাপ্ত হয়। আকাশের যত



দূর গতি তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, আকাশাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, আকাশাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১২।

স্মরণই আকাশাপেক্ষা অধিকতর। সেই জন্ত যদি বহুজনও থাকে যদি তাহাদের স্মরণ না থাকে, তাহাদের কেহ কাহাকেও শোনে না, কেহ কাহাকেও মনে করে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কিন্তু যখন স্মরণে পড়ে, তখন ( একে অপরকে ) শোনে, মনে করে, জানে, স্মরণ-যোগে পুত্রকে চেনে পশুকে চেনে। অতএব স্মরণের উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি স্মরণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা-করে, স্মরণের যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, স্মরণাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, স্মরণাপেক্ষা অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১৩।

আশাই স্মরণাপেক্ষা অধিকতর। কেন না আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্মরণ করে, মন্ত্রাধ্যয়ন করে, কার্য্য করে, পশু পুত্র ইচ্ছা-করে, ইহলোক পরলোক ইচ্ছা-করে। অতএব আশার উপাসনা করুন।

যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, আশাযোগে ইহার সমুদায় অভিলাষ সমৃদ্ধিমান্ হয়, ইহার শুভাকাঙ্ক্ষা অমোঘ হয়। আশার যত দূর গতি, তত দূর ইহার রাজার মত অব্যাহত গতি হয়। নারদ বলিলেন, ভগবন্, আশাপেক্ষা অধিকতর কি আছে ? সনৎকুমার বলিলেন, আশাপেক্ষাও অধিকতর আছে। নারদ বলিলেন, ভগবান্ আমায় তাই বলুন। ১৪।

প্রাণই আশাপেক্ষা অধিকতর। চক্রে নান্নিদেশে অরা সকল যেমন প্রোথিত থাকে, সেইরূপ এ সমুদায় প্রাণে প্রোথিত রহিয়াছে। প্রাণই প্রাণশক্তিতে গতিশীল হয়, প্রাণই প্রাণকে প্রাণশক্তি দেয়, প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রাহ্মণ।

তোমাকে দিক্ এই বলিয়া যদি কেহ পিতাকে বা মাতাকে,

জাতাকে বা ভগিনীকে, আচার্য্য বা ব্রাহ্মণকে অভ্যক্তি করে, লোকে তাহাকে বলে, তুই পিতৃহা, তুই মাতৃহা, তুই জাতৃহা, তুই ভগ্নীহা, তুই আচার্য্যহা, তুই ব্রাহ্মণহা ।

প্রাণ যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন যদি ইহাদিগকে শূলের দ্বারা শুণ্ণীকৃত করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কেহ দহন-করে, লোকে তাহাকে বলে না, তুই পিতৃহা, তুই মাতৃহা, তুই জাতৃহা, তুই ভগ্নীহা, তুই আচার্য্যহা, তুই ব্রাহ্মণহা ।

প্রাণই সকল হন । যে ব্যক্তি প্রাণকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া, এইরূপ মনে করিয়া এইরূপ জানিয়া প্রাণকে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বলে, তাহাকে যদি কেহ বলে, তুমি অতিরিক্ত বলিতেছ, তাহা হইলে সে ব্যক্তি গোপন করিবে না, বলিবে আমি ( প্রাণকে ) অধিকই বলিতেছি । ১৫ ।

যে ব্যক্তি সত্যকে অবলম্বন করিয়া অধিক বলে, সেই অতিবাদ করে । নারদ বলিলেন, ভগবন্, আমি সত্যকে অবলম্বন করিয়াই অতিবাদ করিতেছি । সনৎকুমার বলিলেন, সত্য কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, সত্য কি তাহা জানিতে চাই । ১৬ ।

যখনই কেহ সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানে, তখনই সে সত্য বলে । সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না জানিয়া কেহ সত্য বলে না, সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিয়াই সত্য বলে । সাক্ষাৎ-জ্ঞান ( বিজ্ঞান ) কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, সাক্ষাৎ-জ্ঞান কি তাহা জানিতে চাই । ১৭ ।

যখনই কেহ মনন করে, তখনই সাক্ষাৎ-জ্ঞান লাভ করে । মনন না করিয়া সাক্ষাৎ-জ্ঞানলাভ হয় না, মনন করিয়াই সাক্ষাৎ-জ্ঞানলাভ হয় । মনন কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, মনন কি তাহা জানিতে চাই । ১৮ ।

যখনই অশ্রদ্ধাশীল হয় তখনই মনন করে । অশ্রদ্ধাশীল মনন করে না, শ্রদ্ধাশীল হইয়াই মনন করে । শ্রদ্ধা কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, শ্রদ্ধা কি তাহা জানিতে চাই । ১৯ ।

যখনই নিষ্ঠা উপস্থিত হয়, তখনই শ্রদ্ধা করে, নিষ্ঠা না করিয়া শ্রদ্ধা করে না, নিষ্ঠা করিয়াই শ্রদ্ধা করে । নিষ্ঠা কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, নিষ্ঠা কি তাহা জানিতে চাই । ২০ ।

যখনই ইন্দ্রিয়সংঘমাদি করে, তখনই নিষ্ঠা উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয়সংঘ-  
মাদি না করিয়া নিষ্ঠা উপস্থিত হয় না, ইন্দ্রিয়সংঘমাদি করিয়াই নিষ্ঠা  
উপস্থিত হয় । কিয়া কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন,  
ভগবন্, কিয়া কি তাহা জানিতে চাই । ২১ ।

যখনই সুখ পায়, তখনই করে, সুখ না পাইয়া করে না, সুখ পাইয়াই  
করে, সুখ কি তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, সুখ কি  
তাহা জানিতে চাই । ২২ ।

যাহা ভুগা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই ভুগাতেই সুখ । ভুমা কি  
তাহাতো জানা চাই । নারদ বলিলেন, ভগবন্, ভুমা কি তাহা জানিতে  
চাই । ২৩ ।

যেখানে অস্ত্র কিছু দেখা যায় না, অস্ত্র কিছু শুনা যায় না, অস্ত্র কিছু  
জানা যায় না, তাহাই ভুমা । পক্ষান্তরে যেখানে অস্ত্র কিছু দেখা যায়,  
অস্ত্র কিছু শুনা যায়, অস্ত্র কিছু জানা যায়, তাহা অল্প । ভুমা যাহা  
তাহাই অমৃত, অল্প যাহা তাহাই মৰ্ত্ত্য । নারদ বলিলেন, হে ভগবন্,  
সেই ভুমা কিসে প্রতিষ্ঠিত ? আপনার মহিমাতে । যদি বলা যায়,  
মহিমায় নয় তাহা হইলে সে স্থলে গো অশ্ব, হস্তি হিরণ্য, দাস ভার্য্যা,  
ক্ষেত্র আয়তন, এই সকলকে মহিমা বলা হয় । আমি কিন্তু তাহা বলি-  
তেছি না, কেন না যদি সেরূপ বলি, এক অন্তেতে প্রতিষ্ঠিত বলা হয়  
( ভুমাতো আপনাতেই আপনি প্রতিষ্ঠিত, অন্তেতে প্রতিষ্ঠিত নয় ) । ২৪ ।

তিনিই অধোতে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে,  
তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এ সমুদায় । অনন্তর অহঙ্কার-  
সম্বন্ধে উপদেশ এই :—অহমই অধোতে, অহমই উর্দ্ধে, অহমই পশ্চাতে,  
অহমই সম্মুখে, অহমই দক্ষিণে, অহমই উত্তরে, অহমই এ সমুদায় ।

অনন্তর আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ এই :—আত্মাই অধোতে, আত্মাই  
উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই  
উত্তরে, আত্মাই এ সমুদায় । যে সাধক এরূপ দেখেন, এরূপ মনে  
করেন, এরূপ জানেন তিনি আপনাতেই ক্রীড়া করেন, আপনি আপ-  
নার সঙ্গী, আপনাতেই তাঁহার আনন্দ । তিনি স্বর্গাট্ হন, সকল লোকে  
তাঁহার অব্যাহত গতি হয় । পক্ষান্তরে যে সকল ব্যক্তি এ ছাড়া অন্তরূপ

জানে তাহারা অন্তের অধীন, তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু লোকে গতি হয়, সকল লোকে তাহাদের গতি অব্যাহত হয় না । ২৫ ।

যিনি এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনে করেন, এইরূপ জানেন তাঁহার সম্মুখীন আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মরণ, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতে আবির্ভাব তিরোভাব, আত্মা হইতে অগ্নি, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে দিক্জান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সঙ্কল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্র, আত্মা হইতে কৰ্ম্ম, আত্মা হইতে এ সমুদায়ই ।

সেই অর্থে এই শ্লোক—আত্মদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু দেখেন না, রোগ দেখেন না, দুঃখ দেখেন না । তিনি সকলই দেখেন, সকল দিক্ হইতে সকলই পান । তিনি একধা হন, ত্রিধা হন, পঞ্চধা হন, সপ্তধা হন, নবধা হন, তিনি একাদশ হন, শত দশ ও এক হন, বিংশতি সহস্র হন । আহাৰ শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধিতে অবিক্লিষ্ট স্মৃতি, স্মৃতিলাভে সৰ্ব্বপ্রকার গ্রন্থির ছেদ হয় । ভগবান্ সনৎকুমার—গাঁহাঁকে জ্ঞানিগণ কন্দ বলেন—রাগদ্বৈবাদিকষায়বিমুক্ত সেই নারদকে সংসারের পার দেখাইলেন ।

ভাব—এখানে নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মা পর্যন্ত আরোহণ করিত হইয়াছে । বাকের অভিব্যক্তিবর্ণ—নাম, স্মৃতিঃ নাম হইতে বাক্ অধিকতর । নাম ও বাক্ উভয়-ব্যাপী মন, স্মৃতিঃ মন অধিকতর । সঙ্কল্প বিনা মনের ক্রিয়া উপস্থিত হয় না, স্মৃতিঃ মনের অপেক্ষা সঙ্কল্প অধিকতর । সঙ্কল্প হইতে মনের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়া হইতে বাক্-ক্ষুধা, বাক্-ক্ষুধা হইতে নামের অভিব্যক্তি, নামের অভিব্যক্তি হইতে তৎসংযোগপরম্পরা মন্ত্রের অভ্যাস, মন্ত্রের অভ্যাস হইতে তদযোগে অমূর্ত্তান হইয়া থাকে । স্মৃতিঃ এ সমুদায় এক সঙ্কল্পমূলক বলিয়া সঙ্কল্পে পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বোপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে । সঙ্কল্পে নিশ্চাক্ষুণ্য উপস্থিত হয় । দ্ব্যংক ও পৃথিবী, আকাশ ও বায়ু, তেজ ও জল, এ সকলই স্ব স্ব ব্যাপারে নিশ্চকল ভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । এই নিশ্চকল ভাবে তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্তিকেই প্রতি সঙ্কল্প বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । স্থিরসঙ্কল্প নিরন্তরকে লক্ষ্য করিয়া প্রতি অচেতন দ্ব্যলোকাদিতে সঙ্কল্পের আরোপ করিয়াছেন, এটি স্বয়ং প্রাণের আর কোন অসঙ্গতি মনে স্থান পায় না ।

চেতনাবিষ্ঠান বিনা সঙ্কল্পের সম্ভাবনা নাই, পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বোদিত সঙ্কল্পাদি সকলগুলিই

চেতনার ক্রিয়াতেই সম্ভবপর হয়, সুতরাং চিন্তকে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে। কেবল চেতনা থাকিলেই কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই, চিন্ত যদি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তাহা হইলে সে চিন্তে মহেশ্বের সঞ্চারণ হয় না, দিন দিন ক্ষুদ্রতাই বাড়িতে থাকে, এ জন্তই ধ্যানকেই শ্রুতি চিন্ত হইতে অধিকতর বলিয়াছেন। ধ্যান কিছু নিরবলম্ব হয় না, বিজ্ঞান ধ্যানের অবলম্বন। সুতরাং ধ্যানাপেক্ষা বিজ্ঞান অধিকতর।

“এই পরায়্যা বলহীন ঘায়া লজ্জ হন না” (১০:২) এই বাক্যের মধ্যে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বলকে বিজ্ঞান হইতে অধিকতর বলিবার তাহাই কারণ। যেখানে মানসিক বল নাই সেখানে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিও যে অকর্ষণ্য হন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। বল হইতে অল্পকে অধিকতর বলাতে মনে হয়, এ বল পার্শ্বিক। অস্বাভাবে দেহের বল ক্ষয় পায়, তাহাতে কি মনের বল ক্ষয় পায়? যদি পায়, তবে মনও পার্শ্বিক হইয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের জ্ঞান ও বল অস্বাভাবিত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীব জ্ঞান ও বলসঞ্চারণের কারণ হয় (১২:২[৫]), উপনিষদের এ মত মনে রাখিলে বল বা মনের পার্শ্বিক হুটে না।

জল বিনা অগ্নির সম্ভাবনা নাই, জল বিনা পৃথিবী শস্তশালিনী হয় না, জল হইতে মূর্তিমত্তা উপস্থিত হয়, এই সকল কারণে অঙ্গাপেক্ষা জলকে অধিকতর করা হইয়াছে। জলাপেক্ষা তেজ অধিকতর, কেন না উহা হইতেই জলের আগম হইয়া থাকে। ফলতঃ তেজ জল ও অগ্নি এই তিনটিকে জগতের মূল উপাদান এবং দেবামিষ্টানে ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন। তেজ হইতে জল, জল হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্বপূর্বটি পরপরটি হইতে অধিকতর। আকাশ হইতে তেজের স্ফূর্তি হয়, এজন্ত তেজ হইতে আকাশকে শ্রুতি অধিকতর বলিয়াছেন।

আকাশাপেক্ষা অগ্নকে, অগ্নাপেক্ষা আশাকে, আশাপেক্ষা প্রাণকে শ্রুতি অধিকতর বলিয়া তাহার এই কারণপ্রদর্শন করিয়াছেন যে, অগ্নি না থাকিলে কেহ কাহাকেও চেনে না, কেহ কাহাকেও জানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না, অতএব আকাশাপেক্ষা অগ্নি অধিকতর। আকাশে সমুদায় নামরূপ নিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, অগ্নির সাহায্য বিনা সে সকল নামরূপ থাকিয়াও নাই হইয়া যায়, অতএব আকাশাপেক্ষা অগ্নিকে অধিকতর বলা ঠিকই হইয়াছে। অগ্নাপেক্ষা আশা অধিকতর এই জন্ত যে আশাই অগ্নিকে জাগাইয়া রাখে, যে বিষয়ের সঙ্গে আশা সংযুক্ত থাকে না, সে বিষয় আমাদের অগ্নি হইতে অতি সত্ত্বর অপসৃত হয়। আমাদের আশা উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতির মূলে প্রাণশক্তি অবস্থিত। এক প্রাণশক্তির অভাবে সকলই নির্লিপ্যাপ্ত হয়। সুতরাং প্রাণকে আশাপেক্ষা ধেন, অগ্নিাদি পূর্ব পূর্ব সকলগুলির অগ্নিপেক্ষা অধিকতর বলা হইয়াছে। যিনি প্রাণকে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলেন, তিনি সত্যাবলম্বনে সেরূপ বলেন, এজন্ত কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিলেও তিনি উহা গোপন করেন না।

সত্য কি ? ইহার উত্তরে বিজ্ঞান ; বিজ্ঞান কি ? ইহার উত্তরে মনন ; মনন কি ? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধা কি ? ইহার উত্তরে নিষ্ঠা ; নিষ্ঠা কি ? ইহার উত্তরে ক্রিয়া ; ক্রিয়া কি ? ইহার উত্তরে সুখ ; সুখ কি ? ইহার উত্তরে ভূমাকে উপস্থিত করা হইয়াছে । এক্ষণ উত্তরের হেতু কি, অল্প চিন্তাতেই প্রতিভাত হয় । যে সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান জন্মে, উহা আমাদের নিকটে সত্য । মনন বিনা কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান অন্বেষিতে পারে না, সুতরাং মননকেই সাক্ষাৎ জ্ঞানের কারণ বলিয়া আমাদের কাছে গ্রহণ করিতে হয় । যে বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা নাই, সে বিষয়ে আমাদের মনোভিনিবেশ হয় না, মনোভিনিবেশ বিনা মনন কি প্রকারে সম্ভবে । শ্রদ্ধার কারণ নিষ্ঠা, নিষ্ঠা বিনা শ্রদ্ধা উপস্থিত হয় না । কোন একটি বিষয় করিতে করিতে তৎপ্রতি আমাদের নিষ্ঠা জন্মে আমরা আর তাহা না করিয়া থাকিতে পারি না । সুতরাং ক্রিয়াই নিষ্ঠার হেতু । ক্রিয়াতে সুখ উপস্থিত হয় বলিয়াই নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি জন্মে । সুখই তবে নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়ার কারণ । পরিমিত বিষয়ে সুখ পরিমিত, সুতরাং সেখানে সুখের সঙ্গে সঙ্গে বিরাগ উপস্থিত হয় । সকল প্রকার পরিমাপশূন্য ভূমিতে যে সুখ সেই সুখই সুখ ।

ভূমাকে ? যিনি আপনাতে আপনি পূর্ণ, ইহার পূর্ণতা অছানিরপেক । ভূমা আপনি আপনার মহিমায় অবস্থিত । এ মহিমা তাঁহার অতিরিক্ত নহে, অতিরিক্ত হইলে আর তাঁহার ভূমত্ব রহিল কোথায় ? যখন জন ঐশ্বর্য্যাদিতে মানুষ মহাবলাভ করে, একজ্ঞ তাহাদিগের এই সকলই মহিমায় হেতু । ভূমা পরমদেবসম্বন্ধে এ কথা কখন বলা বাইতে পারে না ; কেন না তদতিরিক্ত কিছুতে তাঁহার মহিমা হয় না, তিনি আপনার মহিমাতেই মহিমাযুক্ত ।

আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব—আত্মা হইতে জল, জল হইতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । যখন মূর্ত্তাবস্থা তখন বস্তুর আবির্ভাব, যখন অমূর্ত্তাবস্থা তখন বস্তুর তিরোভাব হয় । উপনিষদে বায়ু ও অস্তরীক অমূর্ত্তমধ্যে গণ্য । জল দৃশ্যমান স্থল, উহারই স্বক্কাবস্থা বায়ু, আরও স্বক্কাবস্থা অস্তরীক । “আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন” (৮৪) এ কথার পরম স্বক্কা আত্মা হইতে তাঁহার তুলনায় স্বক্কা হইয়াও স্থল এই আকাশ উৎপন্ন হয়, উপনিষৎ এই কথা বর্ণিতছেন । আকাশের তুলনায় বায়ু স্বক্কা হইয়াও স্থল, বায়ুর তুলনায় অগ্নি স্বক্কা হইয়াও স্থল, সুতরাং ইহাদের একটি হইতে অপরটির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে । অগ্নি—তেজ ; তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এ সমুদায়ই মূর্ত্ত-মধ্যে গণ্য । দৃশ্য হইতে অদৃশ্যের অনুমান হইয়া থাকে । সেই দৃশ্যই আবির্ভাব, এবং উহার অদর্শনই তিরোভাব বলিয়া পরিগণিত হয়, একজ্ঞ “আত্মা হইতে জল” একথা বলিবার পর “আবির্ভাব ও তিরোভাব” উল্লিখিত হইয়াছে ।

তিনি একথা হন ইত্যাদি—স্রষ্টা হইলে যে পার্থক্য হয়, তাহার পূর্বে একতা ; ত্রিধা—তেজ, অণু ও অন্ন ; পঞ্চাধা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ; সপ্তাধা—সপ্ত ধাতু ; নবধা—নয়টি ইন্দ্রিয় দ্বার ; একাদশ—ইন্দ্রিয় ; শত দশ এক—ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ ; বিংশতি-সহস্র—বিবিধ বাসনাভেদ ।

নাম প্রভৃতির যত দূর গতি তত দূর ইহার রাজ্যের মত অব্যাহত গতি হয়—নামাদি সকলই ব্রহ্মেতে অগম্য, ব্রহ্মনিরপেক্ষ তাহাদের সত্তা নাই। ব্রহ্মেতে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত নামাদির কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না, ততরাং উহাদের ইয়ত্তা আমাদের বুদ্ধিমনের অগোচর। এই ইয়ত্তাবিরহিতত্বেই নামাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টি শোভা পায়, এবং যিনি উহাদের উপাসনা করেন তিনি আপনার ইয়ত্তাবিহীনত্ব তৎসহ অস্বীকার করেন ।

১৮। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরো-  
হস্মিন্ স্তুরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ।

তৎকেদৃক্ৰম্যুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম দহরো-  
হস্মিন্ স্তুরাকাশঃ কিন্তুদত্র বিদ্যাতে যদশ্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসি-  
তব্যমিতি ।

ক্রয়াদ্যাবাষ্ম অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশ উভে  
অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যা-  
চন্দ্রমসাবভৌ বিদ্যামক্ষত্রাণি যচ্চাস্ত্রোহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্  
সমাহিতমিতি ।

তৎকেদৃক্ৰম্যুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপূরে সর্বং সমাহিতং সর্বাণি  
চ ভূতানি সর্বে চ কামা যদৈনজ্জরাবাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং  
ততোহতিশিষ্যত ইতি ।

স ক্রয়াং নাস্ত্র জরয়ৈতজ্জীর্ঘ্যতি ন বধেনাস্ত্র হন্যত এতং সত্যং  
ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাহবহতপাপ্মা বিজরো  
বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কলো যথা  
হেবেহ প্রজা অশ্বাশিষস্তি যথাহনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি  
যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ।

তদ্যথেষ কস্মিজিতো লোকঃ ক্লীয়ত এবমেবামুত্র পূণ্যজিতো  
লোকঃ ক্লীয়তে । তদ্য ইহাস্তানমননুবিদ্য ব্রহ্মস্বোতাত্মশ্চ সত্যান্

কামাত্তেষাং সৰ্কেষু লোকেষুকামচারো ভবতাৎ য ইহাঙ্গানমমু-  
বিদ্য ব্রহ্মন্তোতাৎশ্চ সত্যান্ কামাত্তেষাৎ সৰ্কেষু লোকেষু কাম-  
চারো ভবতি । ছা, উ, চ। ১০। ১। ১—৬।

‘অথ’ ভূমোপদেশানন্তরং ‘অগ্নিন্’ প্রত্যকে ‘ব্রহ্মপুত্র’ শরীরে ‘বৎ ইবঃ’ অতি প্রসিদ্ধং ‘বহরম্’ অন্নঃ  
‘পুণ্ডরীকং বেষ্র’ হৃদয়ং ‘অগ্নিন্’ হৃৎপুণ্ডরীকে বেষ্রনি ‘বহরঃ’ অন্নঃ ‘অন্তরাকাশঃ’ আকাশাখ্যঃ ব্রহ্ম ।  
‘তস্মিন্’ হৃৎপুণ্ডরীকাকাশে ‘অন্তঃ’ ‘বৎ’ ‘তৎ’ আকাশাখ্যঃ ব্রহ্ম ‘অবেষ্টব্যঃ’ ‘তৎ’ ‘বাব’ এব ‘বিজি-  
জাসিতব্যা’ সাক্ষাৎকরণীয়ম্ ।

‘তন্’ আচার্য্যঃ ‘চেৎ’ ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ—‘অগ্নিন্ ব্রহ্মপুত্র’ ‘বৎ ইবঃ’ ‘বহরঃ’ ‘পুণ্ডরীকং বেষ্র’ ‘অগ্নিন্’  
‘বহরঃ’ ‘অন্তরাকাশঃ’ ‘অজঃ’ ‘কিং তৎ’ ‘বিজ্ঞতে’ ‘বৎ অবেষ্টব্যঃ’ ‘বৎ বাব’ ‘বিজিজ্ঞাসিতবান্’ ‘ইতি’ ।

‘জ্ঞাত্যৎ’ আচার্য্যঃ শিষ্যান্—‘বাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ’ দৃষ্টমানঃ ‘তাবান্ এবঃ’ অন্তঃকরণাকাশঃ  
‘অগ্নিন্’ আকাশে ‘উভে’ ‘দ্বাবাপুবিবী’ ‘অন্তঃ এব’ ‘সমাহিতঃ’ সমাকৃ হিতে ‘উভৌ’ অগ্নিঃ চ বায়ুঃ  
চ ‘উভৌ’ স্বর্বাচক্রমণৌ’ হিতৌ ‘বিদ্বান্ধক্যনি’ হিতানি ‘অন্তঃ’ দেহবতঃ ‘বৎ চ’ ‘ইহ অগ্নি’ ‘বৎ চ  
ন অগ্নি’ ‘সৰ্কে’ ‘তৎ’ ‘অগ্নিন্’ ‘সমাহিতঃ’ হিতম্ ‘ইতি’ ।

‘তন্’ আচার্য্যঃ ‘চেৎ’ ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ—‘অগ্নিন্’ ‘ব্রহ্মপুত্র’ ‘চেৎ ইবঃ’ ‘সৰ্কে’ ‘সমাহিতঃ’ ‘সৰ্কে’পি চ  
তুতানি ‘সৰ্কে চ কামাঃ’ ‘বৎ’ ‘এবং’ ব্রহ্মপুত্রাখ্যঃ শরীরঃ ‘জরা’ ‘অবাধোতি’ অধিকরোতি ‘প্রাঙ্ক-  
সতে’ সৰ্কে বিনষ্টঃ ভবতি ‘বা’ অথ বা ‘কিং ততঃ’ ‘অতিশিখাতে’ অবতিষ্ঠতে ‘ইতি’ ।

‘স’ আচার্য্যঃ ‘জ্ঞাত্যৎ’ শিষ্যান্—‘অন্তঃ’ শরীরন্ত ‘জরয়া’ ‘এতৎ’ অন্তরাকাশাখ্যঃ ব্রহ্ম ‘ন জীৰ্যতি’  
‘অন্তঃ’ শরীরন্ত ‘বধেন’ ‘ন’ ‘হন্ততে’ ‘এতৎ’ ‘ব্রহ্মপুত্রঃ’ ‘সত্যঃ’ স্থায়ি ‘অগ্নিন্’ অন্তরাকাশাখ্যো ব্রহ্মপি  
‘কামাঃ’ ‘সমাহিতাঃ’ হিতাঃ । নৈতৎ কেবলঃ পরোক্ষমপেরোক্ষমপি—‘এব’ ‘জ্ঞাত্য’ অপহতপাপ্ণয়া’  
পাপমালিন্তরহিতঃ ‘বিজয়ঃ’ জয়ান্তঃ ‘বিসৃজ্য’ ‘বিশোকঃ’ ‘বিজয়ৎসঃ’ বিগতাপনৈচ্ছঃ ‘অপিপাসঃ’  
অপানৈচ্ছঃ ‘সত্যকামঃ’ ‘সত্যসঙ্কল্পঃ’ । আত্মজ্ঞানাতাবে—‘বথা হি এব’ ‘ইহ’ লোকে ‘প্রজাঃ’ ‘ববাসু-  
শাসনঃ’ স্বামিন অজ্ঞানমতিক্রম্য ‘অবাবিশন্তি’ ভোগমুপলভন্তে ‘বঃ বম্’ ‘অন্তঃ’ প্রত্যন্তঃ ‘বৎ জনপদং’  
‘বঃ ক্ষেত্রভাগঃ’ ‘অতি’ সাক্ষীকৃত্য ‘কামাঃ’ অধিনঃ ‘ভবতি’ ‘তঃ তন্’ এব ‘উপজীবতি’—স তু কামাচারো  
ভবতি ;—

‘তৎ’ তন্মাত্রং ‘বথা’ ‘ইহ’ লোকে ‘কর্মজিতঃ’ স্বামিসেবাদিকর্ষায়তীকৃতঃ ‘লোকঃ’ ভোগঃ ‘কীরতে’  
‘এবম্’ এব ‘অমৃত’ পরলোকে ‘পুণ্যজিতঃ’ অগ্নিহোমাদিযায়তীকৃতঃ ‘লোকঃ’ ‘কীরতে’, ‘তৎ’ তন্মাত্রং  
‘ইহ’ ‘যে’ আত্মানম্ ‘তান্ চ সত্যান্ কামান্’ ‘অনমুজি’ অজ্ঞাত্য ‘ব্রহ্মজি’ ভোগঃ সৰ্কেষু লোকেষু  
‘অকামচারঃ’ অবধেষ্টগতিঃ ‘ভবতি’ ‘অথ’ পক্ষান্তরে ‘যে’ ‘জ্ঞাত্যান্’ ‘তান্ চ সত্যান্ কামান্’ ‘অমু-  
বিদ্য’ জ্ঞাত্য ‘ব্রহ্মজি’ ‘জ্ঞেয়াঃ’ ‘সৰ্কেষু লোকেষু’ ‘কামচারঃ’ বধেষ্টগতিঃ ‘ভবতি’ ।

অনন্তর এই ব্রহ্মপুত্রে ( দেহে ) এই যে ক্ষুদ্র হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়,  
ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিद्यমান তন্মধ্যে যিনি আছেন তাঁহাকে  
অবেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে হইবে ।

শিষ্যগণ যদি আচার্য্যকে বলেন, এই ব্রহ্মপুত্রে এই যে ক্ষুদ্র হৃৎপুণ্ড-  
রীকনিলয় ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিद्यমান তন্মধ্যে কে



আছেন, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, যাঁহাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিতে হইবে ।

আচার্য্য শিষ্যগণকে বলিবেন, এই সম্মুখবর্তী আকাশও যৎপরিমাণ, এই অন্তরস্থ আকাশও তৎপরিমাণ, ইহার ভিতরেই দ্ব্যলোক ও পৃথিবী উভয়ই, উভয় অগ্নি ও বায়ু, উভয় সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যাৎ ও নক্ষত্রসমূহ অবস্থিত । এই দেহীর সম্মুখে যাহা আছে, সম্মুখে যাহা নাই সে সকলই ইহার ভিতরে অবস্থিত ।

শিষ্যগণ যদি আচার্য্যকে বলেন, সকল প্রাণী, সকল অভিলষিত বিষয়, সকলই যদি এই ব্রহ্মপুরে অবস্থিত, তাহা হইলে যখন ইহা জরা-গ্রস্ত হয়, তখন সকলই কি ধ্বংস হয় অথবা উহাকে অতিক্রম করিয়া অবশেষ থাকে ।

তিনি বলিবেন, এই দেহের জরায় ইনি [ অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম ] জীর্ণ হন না, ইহার বধে তিনি হত হন না, এই ব্রহ্মপুর সত্য, ইহারই ভিতরে সমুদায় অভিলষিত বিষয় অবস্থিত । ইনি আত্মা, ইনি পাপমালিন্য-বিরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, ক্ষুৎপিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প । ইহলোকে প্রজাসকল যেমন স্বামীর আজ্ঞানুসারে ভোগ করে ; যে যে স্থান, যে যে জনপদ, যে যে ক্ষেত্র ভোগ-করার প্রার্থী হয়, কেবল সেই সকলে উপজীবিকা প্রাপ্ত হয় ;—

ইহলোকে স্বাগিসেবাদি কৰ্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, পরলোকে পুণ্যকৰ্ম্ম দ্বারা আয়ত্তীকৃত ভোগ যেমন ক্ষয় পায়, সেইরূপ ইহলোকে যাহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়সমূহকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে, তাহাদের সকল লোকে যথেষ্ট গতি হয় না, পক্ষান্তরে যাঁহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন তাঁহাদের সকল লোকে যথেষ্ট গতি হয় ।

ভাব—ভূম্যপদেশানন্তর হৃদয়মধ্যে ব্রহ্মদর্শন নিবদ্ধ হইতেছে । হৃদয়াকাশ যদিও ক্ষুদ্র তথাপি সেই ক্ষুদ্রাকাশমধ্যে যখন ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন ব্রহ্মের আনন্দ্য জ্ঞানপথে উদ্ভিত হইয়া সেই আনন্দ্যমধ্যে দৃষ্টাদৃষ্ট সমুদায় জগৎ সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় । যে সকল অভিলষিত বিষয় আমাদের হৃদয়ের অতীত ভূমিতে বিদ্যমান হইয়া

আমাদের নিকটে আর নাই হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হইলে সে সমুদায় আমাদের জ্ঞানগোচর হয় । গতিবল্লীর একবিংশ অবচনসমষ্টি দেখিলে এখানকার তৎ সজ্জ হৃদয়ঙ্গম হইবে । আকাশে তিন আকাশ হইয়া আছেন, এই বৈদ্যাস্তিক স্রীতি-অবলম্বনে বাধ্যানে আকাশাখ্য ব্রহ্ম পরিগৃহীত হইয়াছে ।

নিষাকীরগণ এইরূপে ‘দহরাকাশের’—কৃত্ত অন্তরাকাশের ঈশ্বরত্বসাধন করিয়াছেন :—“এই উপাসকের শরীর—উপাস্তরূপে সমীপগত ব্রহ্মের পুর । সেই শরীরমধ্যে তাহার অবয়বভূত পুণ্ডরীকাকার অণুপরিমাণ হৃদয়—নিম্নরূপে সিদ্ধিষ্ট হইয়াছে । সেই নিম্নরূপ পরমাখ্যাকে যুক্তরূপে ধ্যান করিতে হইবে এ তত্ত্ব ‘দহরাকাশ’ শব্দে উহার উল্লেখ হইয়াছে । তাঁহার ধ্যানসাধনের জন্ত ক্রতি পাপমালিন্যবিরহিতত্বাদি কলাগুণসমূহ উপদেশ-করিয়াছেন । যদি বল এরূপ কি প্রকারে বুঝিলে, বুঝিলাম এই তত্ত্ব যে, ‘এই সমুখবর্তী আকাশ ও তৎপরিমাণ এই অন্তঃস্থ আকাশ ও তৎপরিমাণ’ এই কথায় দহরাকাশের আকাশসদৃশত্ব উল্লেখ-করিয়া ‘ইহার ভিতরেই উভয় ছালোক ও পৃথিবী অবস্থিত’ ইত্যাদি উক্তিতে উহার সমুদায় ভগ্নতের আধারনির্দেশ হইয়াছে । ‘এই দেহীর সমুখে যাহা আছে সমুখে যাহা নাই সে সকলই ইহার ভিতরে আছে’ এখানকার ‘ইহার ভিতরে’ এ কথায় সেই ‘দহরাকাশই’ বুঝাইতেছে । ‘এই দেহের জরায় ইনি জীর্ণ হন না’ এরূপ বলাতে সেই দহরাকাশ যে দেহভরণে লিপ্ত নহেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে । ‘এই ব্রহ্মপুর সত্য’ এ কথায় ইহার নিখিল নিষাধারত্ব ; ‘ইহার ভিতরে সমুদায় অভিল-ষিতবিষয় (কাম) অবস্থিত’ এখানকার অভিলষিতবিষয় শব্দে কলাগুণসাধারত্ব ; ‘ইনি আত্মা ইনি পাপমালিন্যবিরহিত’ ইত্যাদিতে সেই দহরাকাশের আত্মত্ব এবং অভিলষিতকলাগুণসমূহ সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয় । তাহাকে এবং তাঁহার গুণসমুদায় যে ব্যক্তি জানে না সে অন্তর্নিশিষ্ট ফললাভ করে এবং সে মিথ্যাসঙ্কল্প হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে ‘যাহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিতবিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন’ এই শেষবাক্যে দেখায় যে, যাহারা সেট দহরাকাশশব্দনির্দিষ্ট আত্মাকে এবং তাঁহার গুণসমুদায় জানেন, তাহারা তৎপ্রসাদে সত্যাসক্ত হন ( ১ । ৩ । ১৪ ) ।”

১৯। আকাশো বৈ নাম নাগরূপয়োনির্কীৰ্ত্তিতা তে যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা প্রজ্ঞাপতেঃ সভাং বৈশ্ব প্রপদ্যে যশো-হহং ভবাগি ব্রাহ্মণানাং যশো রাজ্ঞাং যশো বিশাং যশোহহমমু-পাপংসি স হাহং যশসাং যশঃ শ্বেতমদংকমদংকং শ্বেতং লিন্দু মাভিগাং লিন্দু মাভিগাম্ । ছা, উ, চ । ১০ । ১৪ । ১ ।

‘আকাশঃ’ ‘বৈ’ এবং ‘নাম’ প্রসিদ্ধঃ ‘নামরূপয়োঃ’ ‘নির্কীৰ্ত্তিতা’ নির্কীৰ্ত্তা বাক্যবর্তী, ‘তে’ নামকপে ‘যদন্তরা’ বস্তু মধ্যে জেরাকারেণ বর্ততে ‘তৎ ব্রহ্ম’ ‘তৎ অমৃতং’ ‘স আত্মা’ । এতৎ জানবান্ অর্থে

‘প্রজাপতেঃ সত্যং বশং’ ‘প্রপত্তে’ গচ্ছেরন্, গচ্ছন্ ‘ব্রাহ্মণানাং’ ‘বশঃ’ ব্রহ্মলোকগমনরূপাং কীর্তিঃ, ‘ব্রাহ্মণাঃ’ ক্ষত্রিয়গণাং ‘বশঃ’ ‘বিশাং’ বৈজ্ঞানাং ‘বশঃ’ ‘অহং’ ‘অমুগ্ৰাণংসি’ আশুশিক্ষাণি ; ‘বশসাং বশঃ’ কৈবল্যাশ্রয়গণাং আশ্রয়ঃ । কৈবল্যাশ্রয়ো কিং ভবিষ্যতি ? ‘বেতং’ বর্ণিতঃ ‘অদংকং’ দত্ত-  
রহিতং অংকং ‘অদংকং’ ভুক্তিরিত্ ‘বেতং’ লিলু’ ব্রহ্মহানঃ ‘মা অভিগাম’ ‘লিলু’ ‘মা অভিগাম’ মা  
অভিগচ্ছেরন্ । রম উরিদস্য মূচ্ চ রস্য লভ্যম্ । দ্বিরুক্তিরত্যাগানর্থহেতুঃ প্রদর্শনার্থা । ( ১:৩:১৭ ) ।

আকাশই নামরূপের নির্বাহক । সেই নামরূপ বাঁহার মধ্যে  
আছে তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা । [ এই জ্ঞানে ] আমি  
প্রজাপতির সভাসমুদয়ে গমন করিব । ব্রাহ্মণগণের বশ, ক্ষত্রিয়গণের  
বশ, বৈশ্যগণের বশ, বশের বশ ( কৈবল্য ) পাইতে আমি ইচ্ছা করি ।  
[ কৈবল্যালাভে ] আমি আর নিরতিশয় অনর্থের হেতু শ্বেতবর্ণ, দম্ভহীন  
অথচ ভক্তক ( বলবীৰ্য্যহর ) জননেন্দ্রিয়াভিমুখে গমন করিব না ।

ভাব—হৃদয়স্থ কুদ্রাকাশে ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া তন্মধ্যে কেন সমগ্র জগৎ অন্ত-  
শ্চকুর গোচর হয় তাহার কারণ দেখাইবার জন্য ব্রহ্মকে আকাশরূপরূপে এখানে  
গ্রহণপূর্বক তিনিই নামরূপের নির্বাহক—অভিব্যক্তির হেতু, তাঁহারই মধ্যে নামরূপের  
জ্যেষ্ঠাকারে স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে । যোগপ্রণালীতে সমুদায় পদার্থ বিলীন করিয়া  
দিলে ব্রহ্মসত্তা নীরূপ আকাশরূপে প্রকাশ পান । রূপবর্ণাদিবিহীন এই আকাশ চারি-  
দিকে প্রকাশ পান বলিয়া ইহার নাম আকাশ । সকলই নির্বাণপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু  
অপ্রকাশ চিৎসত্তাকে কোন উপায়ে নির্বাণ করিতে পারা যায় না । সেই চিৎসত্তাই  
আকাশ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরাত্মা ( ১। ৩। ১৭ ) ।

২০ । হে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তকৈবামূর্ত্তক মর্ত্ত্যাকামূর্ত্তক স্থিতং  
চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ।

তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োচ্চাস্তুরিচ্ছাচ্চৈতদমূর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং  
সং তস্মৈতস্ম মূর্ত্তস্মৈতস্ম মর্ত্ত্যস্মৈতস্ম স্থিতস্মৈতস্ম সতএষ রসো  
য এষ তপতি সতো হোষ রসঃ ।

অথামূর্ত্তং বায়ুচ্চাস্তুরিচ্ছাং চৈতদমূর্ত্তমেতদাদেতন্তাং তস্মৈতস্মা-  
মূর্ত্তস্মৈতস্মামূর্ত্তস্মৈতস্ম যত এতস্ম ত্যস্মৈষ রসো য এষ এতস্মিন্  
মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্ম হোষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ।

অথাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যং প্রাণাচ্চ যচ্চায়মন্তরাশ্রমাকাশএত-  
ন্মর্ত্ত্যমেতং স্থিতমেতং সং তস্মৈতস্ম মূর্ত্তস্মৈতস্ম মর্ত্ত্যস্মৈতস্ম স্থিত-  
স্মৈতস্ম সতএষরসো যচ্চক্ষুঃ সতো হোষ রসঃ ।

অথামূর্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাঙ্গমাকশ এতদমৃতমেতদাদেতত্যাং  
তশ্চৈতশ্চামূর্তশ্চৈতশ্চামৃতশ্চৈতশ্চ যত এতশ্চ ত্যশ্চৈব রসো যোহয়ং  
দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষস্ত্যশ্চ হোষ রসঃ ।

তশ্চ হৈতশ্চ পুরুষশ্চ রূপম্ । যথা মহারাজনং বাসো যথা  
পাণ্ডুবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্যার্চিযথা পুণ্ডরীকম্ ; যথা সফুদ্বি-  
দুত্তম্ সফুদ্বিদুত্তেবং হ বা অশ্চ শ্রীভবতি য এবং বেদাখাত  
আদেশো নেতি নেতি । ন হ্যেতশ্চাদিতি নেতাস্তাং পরমস্তাথ নাম-  
ধেয়ম্ সত্যশ্চ সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ।

রু, আ, ৪ । ৩ । ১—৬ ।

‘ব্রহ্মণঃ’ ‘বে’ ‘বাব’ এব ‘রূপে’ নিরূপণোপায়ভূতে ‘মূর্তং চ’ ‘অমূর্তং চ’ মূর্তং ‘মর্ত্যং চ’ অমূর্তং  
‘অমূর্তং চ’ মূর্তং ‘হিতং চ’ অব্যাপি, অমূর্তং ‘যং চ’ ব্যাপি, মূর্তং ‘সং চ’ প্রত্যক্ষোপলভ্যম্, অমূর্তং  
‘ত্যং চ’ চক্ষুরাদেববিষয়ম্ ।

‘বায়োঃ চ’ ‘অন্তরীক্ষাং চ’ ‘বৎ অন্তঃ’ তেন্নোবরং ‘তৎ মূর্তং’ ‘এতৎ মর্ত্যং’ ‘এতৎ হিতম্’ ‘এতৎ  
সং’ । ‘ততঃ’ ‘এতৎ মূর্ততঃ’ ‘এতৎ মর্ত্যতঃ’ ‘এতৎ হিততঃ’ ‘এতৎ সতঃ’ ‘এব’ ‘রসঃ’ সারঃ ‘যঃ এব’  
সবিতা ‘তপতি’ । ‘হি’ যস্মাৎ ‘সতঃ’ ভূতজয়ন্ত ‘এব’ ‘রসঃ’ ।

‘অথ’ ‘বায়ুঃ চ’ ‘অন্তরীক্ষক’ ‘অমূর্তম্’ । ‘এতৎ অমূর্তম্’ ‘এতৎ বৎ’ ‘এতৎ ত্যং’ । ‘তস্য’ ‘এতস্য  
অমূর্তস্য’ ‘এতস্য অমূর্তস্য’ ‘এতস্য যতঃ’ ‘এতস্য ত্যস্য’ ‘রসঃ’ ‘য এব এতস্মিন্ মতলে’ ‘পুরুষঃ’  
হিরণ্যগর্ভঃ ‘এবঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘তস্য’ চক্ষুরাদেববিষয়স্য ভূতজয়ন্ত ‘এব রসঃ’ । ‘ইতি অবদৈবতম্’ ।

‘অথ অধ্যাত্মম্’ ‘প্রাণাৎ’ ‘বায়োঃ চ’ ‘অন্তরীক্ষম্’ ‘অন্তরীক্ষনি’ ‘বন্ত অন্তঃ’ ‘আকাশঃ’ ‘তস্মাৎ’ ‘বৎ  
অন্তঃ’ ‘তৎ’ ‘ইদং’ ভূতজয়ঃ ‘এব’ ‘মূর্তম্’ । ‘এতৎ’ ‘ভূতজয়ম্’ ‘মর্ত্যম্’ ‘এতৎ হিতম্’ ‘এতৎ সং’ ।  
‘তস্য’ ‘এতস্য মূর্তস্য’ ‘এতস্য মর্ত্যস্য’ ‘এতস্য হিততঃ’ ‘এতস্য সতঃ’ ‘বৎ চক্ষুঃ’ ‘এব’ ‘রসঃ’ সারঃ ।  
‘হি’ যস্মাৎ ‘সতঃ’ ভূতজয়ন্ত ‘এব’ ‘রসঃ’ সারঃ ।

‘অথ অমূর্তম্’ । ‘প্রাণঃ’ ‘বায়ুঃ চ’ ‘অন্তরীক্ষম্’ ‘অন্তরীক্ষনি’ ‘যঃ চ’ ‘অয়ম্ আকাশঃ’ ‘অন্তরীক্ষম্’  
‘এতৎ অমূর্তং’ ‘এতৎ বৎ’ ‘এতৎ ত্যং’ । ‘তস্য’ ‘এতস্য অমূর্তস্য’ ‘এতস্য অমূর্তস্য’ ‘এতস্য যতঃ’  
‘এতস্য ত্যস্য’ ‘রসঃ’ সারঃ ‘যঃ অয়ঃ’ ‘দক্ষিণেক্ষন্’ দক্ষিণে অক্ষি ‘পুরুষঃ’ জীবঃ । ‘হি’ যস্মাৎ ‘তস্য’  
চক্ষুরাদেববিষয়স্য ভূতজয়ন্ত ‘এব রসঃ’ ।

‘তস্য’ হ এতস্য পুরুষস্য ‘রূপং’ বাসনাময়ঃ ‘যথা’ লোকে ‘মহারাজনং’ হরিজয়ন্তঃ ‘বাসঃ’ বহুঃ  
‘যথা’ ‘পাণ্ডুবিকং’ ‘পাণ্ডুর্যাদিকং’ ‘যথা’ ‘ইন্দ্রগোপঃ’ ‘অতীবরজতবর্ষকীটবিশেষঃ’ ‘যথা’ ‘অগ্ন্যার্চিঃ’ ‘যথা’  
‘পুণ্ডরীকঃ’ ‘রক্তপদ্মম্’ ‘যথা’ ‘সফুদ্বিহৃতঃ’ ‘সফুদ্বিদুত্তমঃ’—তথা । ‘যঃ এবং বেদঃ’ ‘সফুদ্বিহৃতঃ’ ‘ঈদং হ  
বৈ অস্য ঈঃ ভবতি’ । ‘অথ’ ‘অনন্তরম্’ ‘অতঃ’ ‘মূর্ত্যমূর্ত্যত্যাং’ ‘ন ইতি ন’ ‘ইতি’ অথ বা ‘ন ইতি’ ‘ন  
ইতি’ । ভূয়ো বদতি কতিঃ বিশ্লেষ্টার্থঃ—‘ন হি এতস্মাৎ’ প্রকৃত্যং ‘ইতি’ ‘ন ইতি’ । অতোবেতি ‘ন’  
‘বীতি’—‘অতঃ পরম্’ ‘অতি’ । ‘কিতং ?’ ‘অথ’ ‘সত্যস্য সত্যম্’ ইতি ‘নামধেয়ম্’ । ‘প্রাণা বৈ সত্যঃ’  
‘তেষাং’ ‘প্রাণানাম্’ ‘এব’ পরাস্তা ‘সত্যম্’ ।

মূৰ্ত ও অমূৰ্ত দুইই ব্রহ্মের রূপ । মূৰ্ত মৰ্ত্য, অমূৰ্ত অমৃত । মূৰ্ত স্থানে বদ্ধ, অমূৰ্ত ব্যাপী । মূৰ্ত প্রত্যক্ষগম্য, অমূৰ্ত চক্ষুরাদির অতীত ।

বায়ু ও অন্তরীক্ষ ছাড়া যাহা কিছু তাহা মূৰ্ত । এই মূৰ্ত মৰ্ত্য, স্থানে বদ্ধ, এবং প্রত্যক্ষগম্য । এই যে সবিতা তাপদান করেন ইনি এই মূৰ্তের, এই মৰ্ত্যের, এই স্থানে বদ্ধের, এই প্রত্যক্ষগম্যের রস ( সার ), কেন না এই প্রত্যক্ষগম্য ( তেজ অপ্ ও অগ্নের ) ইনি রস ।

অনন্তর বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূৰ্ত । এই অমূৰ্ত অমৃত, ব্যাপী ও চক্ষুরাদির অতীত । এই যে সবিতৃগণলস্ব পুরুষ ইনি এই অমূৰ্তের, এই অমৃতের, এই ব্যাপী ও চক্ষুরাদির অতীতের রস ( সার ) । কেন না ইনি চক্ষুরাদি অতীতের রস । ইটি অধিদেবত ।

অনন্তর অধ্যাত্ম । বায়ু ও অন্তরাত্মস্থ আকাশ এ ছাড়া যাহা কিছু উহাই মৰ্ত্য । এইটি মৰ্ত্য এইটি স্থানে বদ্ধ, এইটি প্রত্যক্ষগম্য । এই যে চক্ষু ইহাই সেই এই মূৰ্তের, এই মৰ্ত্যের, এই স্থানে বদ্ধের, এই প্রত্যক্ষগম্যের রস ( সার ) । কেন না প্রত্যক্ষগম্যের ইহা রস ।

অনন্তর অমূৰ্ত । বায়ু ও অন্তরাত্মস্থ আকাশ, এইটি অমৃত, এইটি ব্যাপী, এইটি চক্ষুরাদির অতীত । দক্ষিণচক্ষুতে যে এই পুরুষ, ইনিই সেই এই অমূৰ্তের, এই অমৃতের, এই চক্ষুরাদির অতীতের রস ( সার ) । কেন না ইনি চক্ষুরাদি অতীতের রস ।

হরিদ্রারঞ্জিত বগন যেমন, পাণ্ডুরবর্ণ উর্ণাদি যেমন, ইন্দ্রগোপ ( অতি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট ) যেমন, অগ্নির শিখা যেমন, রক্তবর্ণ পদ্ম যেমন, ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভা যেমন, তেমনই এই সেই পুরুষের রূপ । যে ব্যক্তি ইহা জানেন, ক্ষণিক বিদ্যুৎপ্রভার মত তাঁহার জ্ঞী হয় । অনন্তর উপদেশ—এ ছাড়া যে আর নাই তা নয় । এ ছাড়া যে আর নাই তাহা নয় এই জ্ঞাত্য যে, এ ছাড়া আরও শ্রেষ্ঠ আছে, সত্যের সত্য এই তাঁহার নাম । প্রাণ-সমূহ সত্য, ইনি সেই প্রাণসমূহের সত্য ( সত্তার হেতু ) ( ৩।২।২২ ) ।

ভাব—মূৰ্ত ও অমূৰ্ত পদার্থ ব্রহ্মনিরূপণের উপায় ; উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই উহাদিগের কারণরূপী ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিগোচর হন । বন্ধারা নিরূপিত হয়, তাহাকে রূপ বলে \* । এ জ্ঞাত্য মূৰ্ত ও অমূৰ্তকে ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে । মূৰ্তমাত্রেরই রূপ-

\* সাধারণতঃ রূপধাতুতে ভাববাচ্যে অপ্ প্রত্যয় করিয়া রূপশব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে, সেই-

স্বরূপ আছে, এ অল্প মূল্য মর্ত্য। স্থানে বন্ধ—মূলে স্থিতি শব্দ আছে। যাহার এক স্থানে স্থিতি হয় তাহা কখন অল্প স্থানে থাকিতে পারে না। একমুখ স্থিতি শব্দে স্থানে বন্ধ এই অর্থ নিশ্চয় করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষগম্য—মূলে ‘সং’ শব্দ আছে। যেদ্বারা ‘সং ও অসং’ প্রত্যক্ষগম্য ও প্রত্যক্ষগম্য নয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, সূত্রের এখানে ‘সং’ শব্দের স্থলে প্রত্যক্ষগম্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় বিন্যাসার্থক ‘সং’ শব্দের ব্যবহার আছে, অথচ উহার ব্যবহার না করিয়া তৎস্থলে প্রত্যক্ষগম্য শব্দ ব্যবহারের কারণ এই যে সূত্রের বিপরীত ‘তাং’ শব্দের বঙ্গভাষায় ব্যবহার নাই। তাম্রাঙ্কিতসমুৎপন্ন ‘তাং’ শব্দটি নিরতিশয় পরোক্ষাচক। ‘তাং’ শব্দে ‘চক্ষুরাদির অতীত’ না করিলে উহার অর্থ যুক্তিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন ‘তাংকে’ ‘চক্ষুরাদির অতীত’ বলা হইল তখন তাহার বিপরীত ‘সংকে’ ‘প্রত্যক্ষগম্য’ না বলিলে বৈপরীত্য প্রকাশ পায় না, একমুখ উদ্ভাষে ‘প্রত্যক্ষগম্য’ বলা হইল। যাহা স্থানে বন্ধ তাহার বিপরীত—যাহা স্থানে বন্ধ নয়—বাপী। সুতরাং মূলস্থ ‘যং’ শব্দের স্থলে বাপী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ‘যং’ শব্দ যাহাতু হইতে উৎপন্ন। যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার উপরে আরও দৃষ্টি যায়, তাহার উপরে আরও যায়, এইরূপে ক্রমান্বয়ে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যার কোন একটি সীমায় গিয়া উপনীত হয় না এই অর্থে ‘যং’ শব্দের স্থলে ‘বাপী’ শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

বায়ু ও অন্তরীক্ষ ছাড়া যাহা কিছু তাহা মর্ত্য—তেজ, অপ ও অন্ন (সং) এই তিনটি মর্ত্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই তিনটি সংযোগে দৃশ্যমান সর্ববিধ পরিণামী পদার্থের উৎপত্তি হয়, একমুখ উহার মর্ত্য। ছান্দোগ্য সৃষ্টিশ্রবণে এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়াছেন, আকাশ ও বায়ুকে এ তিনের সঙ্গে গ্রহণ করেন নাই। একরূপ করিবার কারণ এই যে, এ দুইতে কোন পরিণাম + উপস্থিত হয় না। ছান্দোগ্য

টি এইখানে গৃহীত হইয়াছে। অগ্নির প্রস্তুতিতে রূপশব্দ রূপাত্মক উগাদি প্রত্যয় প যোগে (উ, ৩-৬২) সাধিত। সেখানে রূপাত্মক ব্রহ্ম দকার নিপাতনে দীর্ঘ হইয়াছে।

• সর্বনামবাচক ‘বং’ শব্দ বঙ্গ ভাষাতু হইতে উৎপন্ন (উ, ১৩২২)। এখানে বা ভাতুর উত্তর সেই প্রত্যয় (অং) সেই অনুবন্ধ (ড) যোগে ‘বং’ শব্দ নিশ্চয় হইয়াছে।

† সাধারণতঃ বায়ু বলিয়া লোকে সাহায়ে গ্রহণ করে, তাহা পরিণামী পদার্থ। উপনিষৎ প্রাণকেই বায়ু বলেন। সুতরাং উপনিষদে ব্যবহৃত বায়ুশব্দ ক্রিয়াশক্তিমান বস্তু। ‘আকাশ হইতে আকাশ’ ‘আকাশ হইতে বায়ু’ (৮। ৪) তৈত্তিরীর লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রাণোপনিষৎ বলিতেছেন “আকাশ হইতে এই প্রাণ উৎপন্ন হয়” (২। ৩)। এতলে আপাততঃ মনে হয় উত্তর উপনিষদে বিরোধ উপস্থিত, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় “আকাশ” সঙ্গীত, সুতরাং আকাশ সহিত উহাকে প্রাণোপনিষৎ এক অভিন্ন পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সত্তার প্রথম প্রকাশ প্রাণ। এই প্রাণটী শক্তিরূপে বলরূপে আমাদের সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হয়। তৈত্তিরীর এই অল্পটী বলিয়াছেন ‘বায়ু (প্রাণ), তাহাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব’ (২। ৮)। ব্রহ্ম আপেক্ষে শক্তিরূপে

আকাশকে নামরূপের নির্বাহক, বায়ু অগ্নাদির বিলয় স্থান (১০।২৫) করিয়া ঐ দুইটিকে সৃষ্টির উপাদান তেজ অপ্ ও অন্ন (মৃৎ) হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। বৃহদা-  
রণাক এস্থলে প্রাণ ও বায়ুকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, ছান্দোগ্য একই বায়ুকে  
বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ ভেদে বায়ু ও প্রাণ এই স্বতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন (১০।২৫)। এক  
আকাশকে অন্তরস্থ ও বহিঃস্থ ভেদে গ্রহণ করিতে গিয়া উপনিষৎ কোন নামান্তর দেন  
নাই, বায়ুসম্বন্ধে নামান্তর দিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। ‘আকাশই নামরূপের নির্বাহক-  
(৩।১৯)’ এস্থলে আকাশ সত্ত্বামাত্র, ‘ইনিই প্রাণ যিনি সকল ভূতের সঙ্গে প্রকাশ  
পান’ (৬।২) এখানে প্রাণ ক্রিয়াশক্তি। উপাধিসংযুক্ত প্রাণ হইতে পরাত্মাকে  
প্রাণের প্রাণ এবং উপাধিসংযুক্ত আকাশ হইতে পরাত্মাকে ‘আকাশাত্মা’ আকাশস্বরূপ  
বলিয়া উপনিষৎ স্বতন্ত্র করিয়াছেন।

আমাদের প্রত্যক্ষ হন, আকাশস্বরূপে সত্ত্বামাত্র গৃহীত হইয়া থাকেন এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ  
এ বিষয়ে উপনিষদের অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা বলা কিছু অত্যাুক্তি নহে। লুইস বলিতেছেন ;—  
“.....beside the conception of Humanity, we need the conception of a God as  
the Infinite Life, from whom the universe proceeds, not in alien indifference  
—not in estranged subjection—but in fulness of abounding Power, as the  
incarnation of restless Activity !”

এখানে উপনিষদেরই কথা স্মরণ নূতন পরিচ্ছদে উদ্ভূত করা হইয়াছে, এ বিনা আর কি বলা  
বাইতে পারে ? এ দেশের কোন কোন গণ্য লোক আকাশকে ‘ether’ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা  
যে বেদান্তসম্মত নয়, তাহা আর বলিতে হয় না। মনের উপরে শরীর ক্রিয়াপ্রকাশ করে কি প্রকারে,  
জড় বলবহা শিরার ক্রিয়া ভাবে পরিণত হয় কি প্রকারে, ইহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া সূক্ষ্মতম  
‘ether’কে মধ্যবর্তী করিয়া স্পন্দার বলিয়াছেন ;—

“ This, however, is but a semblance of an explanation, since we know not  
what the ether is, and since, by the confession of those most capable of  
judging, no hypothesis that has been framed accounts for all its process.  
Such an explanation may be said to do no more than symbolize the pheno-  
mena by symbols of unknown natures.”

ব্রহ্মের সত্ত্বাত্মক আকাশ জড়সংলব্ধবস্ত্রিত, উহার উৎপত্তি নাই। উপনিষদে যেখানে আকাশের  
উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে জীবাত্মার জন্মের স্তায় উপাধিবোণে। আকাশের স্পর্শমাত্রা শৈত্য  
ও উষ্ণাকে ether বলিতে চাও বল, শুদ্ধ আকাশ কদাপি ether নহে। শৈত্যোত্তে স্থিতি ও উষ্ণোত্তে  
প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত। পরাত্মা প্রকারী আকাশ উহার প্রকার,  
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভৌতিক আকাশকে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। “বাহ্য কঠিন তাহাকে  
পৃথিবী, বাহ্য দ্রব তাহাকে জল, বাহ্য উষ্ণ তাহাকে তেজ, বাহ্য সঞ্চরণ করে তাহাকে বায়ু, বাহ্য  
স্বমির (শূন্যগর্ভ) তাহাকে আকাশ বলে” (গর্ভোপনিষৎ)। পঞ্চভূতের এ ব্যাখ্যা এখনকার বিজ্ঞানের  
অনুরূপ নহে। পঞ্চভূতকে বেরূপ স্থূল ভাবে লোকে গ্রহণ করে বাস্তবিক উত্তরা তরুণ নহে, এখন  
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে বাহ্য হউক, ঈশ্বর অনন্ত প্রাণ এ সম্বন্ধে  
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, আকাশসম্বন্ধে তাঁহাদের মত কি দেখা বাউক ;—

এই সেই পুরুষের রূপ—বাসনাযোগে পুরুষ জ্ঞানগোচরে হন, স্মৃত্যাং রূপ বাসনা-ময় । হরিজারজিত বাস টতাাদি রূপের উপমা বাসনাময় প্রদর্শনের জন্য ।

অনন্তর উপদেশ এই—মূর্ত্ত—ভেজ, অপ্ ও অন্ন, অমূর্ত্ত—আকাশ ও বায়ু । এ সমুদায়কে ব্রাহ্মের রূপরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সবিত্তমণ্ডলবর্তী হিরণ্যগর্ভ, ও চক্ষুঃ পুরুষ এ দুইয়ের উন্মেষপূর্ব্বক সমষ্টি ও বাষ্টি জীব গৃহীত হইয়াছে । স্মৃত্যাং “ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এ তিনের মননপূর্ব্বক সকলই এই তিন প্রকার ব্রহ্ম-রূপে কথিত,” ( ১২। ১১ ) প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন । ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা এ দুইয়ের নিয়ন্তা । মাণ্ডুক্যোপনিষৎ এই তিনকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের ত্রিপাৎ নির্দেশ করিয়াছেন, চতুর্থ পাদ তুরীয় ব্রহ্ম । তুরীয় এ তিনের অতীত, এই অর্থে তিনটির নিবেদন দ্বারা তুরীয়কে স্থির করা হইয়াছে, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকাশ কিছুই নয় বলিয়া নিবেদন হয় নাই । মৈত্রায়ণীর উপনিষৎ এজ্জাই বলিয়াছেন :—

চাক্ষুষঃ স্বপ্নচারী চ স্মৃষ্ণঃ স্থপ্তাং পবন্ত যঃ ।

ভেদাষ্টেভেৎসং চহরন্তেভ্যঃ স্বযাঃ মহত্তরম্ ॥

ত্রিষেকপাৎ চরেৎ ব্রহ্ম ত্রিপাচ্চরতি চোত্তরে ।

সত্যানুতোপভোগার্থো বৈতীত্যর্থো মহাত্মনঃ ॥ ৭ প্র, ১১ ।

তুরীয় তিনে বিরাজ করেন, তিন তুরীয়ে বিরাজ করেন, মাণ্ডুক্য উপনিষৎ এই কথায় ‘একাত্মপ্রত্যয়সার’ এই দর্শনসমুচিত ভাষায় বাক্ত করিয়াছেন । ‘গতা ও অন্ত এ দুইয়ের ভোগের (আয়ত্তীকরণের) নিমিত্ত অর্থেতে বৈতীত্যর্থ’, এ অংশের বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যাহা নিয়ত বিদ্যমান, এবং যাহা নিয়ত রূপান্তর হইতেছে, এ দুইই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দৃষ্টান্তসামঞ্জস্য সাধকের অবলম্বনীয় । সেই মৈত্রায়ণীয় উপনিষৎই এ জন্ম বলিয়াছেন ;—

“Then comes the thought of this universal matrix itself, antecedent alike creation or evolution, whichever be assumed, and infinitely transcending both, alike in extent and duration ; since, both, if conceived at all, must be conceived as having had beginnings, while space had no beginning. The thought of this blank form of existence, which, explored in all directions as far as imagination can reach, has, beyond that, an unexplored region compared with which the part which imagination has traversed is but infinitesimal—the thought of a Space compared with which our immeasurable sidereal system dwindles to a point, is a thought too overwhelming to be dwelt upon. Of late years the consciousness that without origin or cause infinite Space has ever existed and must ever exist, produces in me a feeling from which I shrink.

পাক্ষাত্য পণ্ডিতাশ্রয়ী, জ্ঞানবুদ্ধ, দর্শনে নিষ্ঠূর্ণ জীবনে সত্ত্ব ব্রহ্মবাণী শ্রীমৎ শেন্সারের জীবনের এই শেষ কথাগুলি দেখাইয়া দেয়, আকাশ ‘ব্রহ্মলিঙ্গ’ বলিয়া বেদান্তবিদগণের এত অভিহিত কেন, আকাশ দ্বারা নয় ব্রহ্মসত্ত্বাদ্বারা আমরা পরিবৃত, এ সাক্ষাৎ অনুভূতিই বা কেন ?



শব্দ-স্পর্শাদিহো হৃদা মর্ত্যেহনর্থা ইবাহিতাঃ ।

যেবাং সত্ত্বাত্ত ভূতান্য ন স্মরেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪৪, ২ ।

শব্দ-স্পর্শাদি মানবের নিকটে অনর্থক বলিয়া প্রতীত হয় কেন ? এ সকলের সত্তা যে পরাত্মার স্বরূপপ্রকাশের উৎকৃষ্ট উপায় জীব তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। কোষীতকী উপনিষৎ এই অর্থেই বলিয়াছেন, প্রজ্ঞা না থাকিলে শব্দ-স্পর্শাদি থাকে না, শব্দ-স্পর্শাদি না থাকিলে প্রজ্ঞা থাকে না, এ দুইয়ের কোন একটিতে পদার্থ (রূপ) সিদ্ধ হয় না। পদার্থ কিছু পৃথক্ ভাবাপন্ন নহে\* । এই সকল কথা বিচারে বুঝিতে পারা যায় মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এবং জীবকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্ধারণ পূর্বক শ্রুতি কেন এই উপদেশ দিতেছেন ‘এ ছাড়া যে আর নাই তা নয়’ ‘এ ছাড়া যে আর নাই তাহা নয়’ এই জ্ঞাত যে এ ছাড়া শ্রেষ্ঠ আছে’। সে শ্রেষ্ঠ কে ? যিনি ‘সত্যের সত্য’ তিনি। যে প্রাণাদিতে ব্রহ্ম প্রকাশমান সেই প্রাণাদি সত্য কিন্তু ইহাদের সত্যত্ব ব্রহ্মসত্ত্বানিরপেক্ষ নয়, সূতরাং ব্রহ্ম সত্যের সত্য। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্যতীত আর সকল আচার্য্য শ্রুতির এ অংশের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত তুরীয় ভিন্ন ব্রহ্মের আর তিন প্রকারের প্রকাশ মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, সূতরাং তিনি ‘তা নয় তা নয়’ ( নেতি নেতি ) এই বাক্যে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত এ দুই এবং ভূত-ঘটিত মূর্ত্ত অমূর্ত্ত ও বাসনাময় আত্মার রূপ এ দুই উড়াইয়া দিয়াছেন। ‘তা নয় তা নয়’ দুইবার বলিবার উদ্দেশ্য তিনি এই নির্ধারণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মেতে যাহা কিছু কল্পিত (যেমন দ্রষ্টৃবাদি) সকলই এতদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

২১। ইয়ং পৃথিবী সর্কেষাং ভূতানাং মধ্বস্থৈ পৃথিব্যৈ সর্কাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্ত্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম শারীরন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

ইমা আপঃ সর্কেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাত্ম সর্কাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্থপ্পু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম রৈতসন্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্মৈদমমৃত-মিদং ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

অয়মগ্নিঃ সর্কেষাং ভূতানাং মধ্বস্ত্যাগেঃ সর্কাণি ভূতানি মধু

\* তাবা এতা ঠশৈব ভূতমাতা অধিপ্রজাঃ বশপ্রজামাতা অধিভূতং বদ্ধি ভূতমাতা ন স্য ন’ প্রজা-মাতাঃ স্ব্যর্থাঃ প্রজামাতা ন স্যন’ ভূতমাতাঃ স্ব্যঃ । ন হন্ততরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধ্যেৎ । নে এতন্নান। ৩৪, ৮ ।

যশ্চায়মস্মিন্ময়ৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বায়ু-  
স্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং  
ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

অয়ং বায়ুঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ বায়োঃ সৰ্বাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং  
প্রাণস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং  
ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

অয়মাদিত্যঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাদিত্যস্য সৰ্বাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিন্মাদিত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং  
চাক্ষুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃত-  
মিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

ইমা দিশঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাং দিশাং সৰ্বাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মাস্মি দিক্ষু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং  
শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুতং কস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়-  
মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

অয়ং চন্দ্রঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ চন্দ্রস্য সৰ্বাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিৎ চন্দ্রে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং  
মানসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃত-  
মিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

ইয়ং বিদ্যুঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থে বিদ্যুতে সৰ্বাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মাৎ বিদ্যুতি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং  
তৈজসস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তেদমমৃত-  
মিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

অয়ং স্তনয়িত্বঃ সৰ্বেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ স্তনয়িত্বোঃ সৰ্বাণি  
ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিৎ স্তনয়িত্বৌ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো  
যশ্চায়মধ্যাত্মং শব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব  
স যোহয়মাত্তেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সৰ্বম্ ।

অয়মাকাশঃ সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাকাশস্ত সর্কাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিন্মাকাশে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম  
হৃদয়াকাশস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তৈদমমৃত-  
তমিদং ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

অয়ং ধর্ম্যঃ সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ ধর্ম্যস্ত সর্কাণি ভূতানি মধু  
যশ্চায়মস্মিন্ ধর্ম্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধর্ম্য-  
স্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তৈদমমৃতমিদং  
ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

ইদং সত্যং সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থ সত্যস্ত সর্কাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম  
সাত্যস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তৈদমমৃতমিদং  
ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

ইদং মানুষং সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাত্মনঃ সর্কাণি ভূতানি  
মধু যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্ম  
মানুষস্তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তৈদমমৃতমিদং  
ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

অয়মাত্মা সর্কেষাং ভূতানাং মধ্যস্থাত্মনঃ সর্কাণি ভূতানি মধু যশ্চা-  
য়মস্মিন্মাত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়ো-  
হমৃতময়ঃ পুরুষোহয়মেব স যোহয়মাত্তৈদমমৃতমিদং ব্রহ্মৈদং সর্কম্ ।

স বা অয়মাত্মা সর্কেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্কেষাং ভূতানাং  
রাজা তদাখা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চার। সর্কে সমর্পিতা এবমেবা-  
স্মিন্মাত্মনি সর্কাণি ভূতানি সর্কে দেবাঃ সর্কে লোকাঃ সর্কে প্রাণাঃ  
সর্কএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্গাথর্কণোহশ্বিত্যাম্বাচ তদেতদৃষিঃ পশু-  
ম্বোচৎ—“তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্রমাবিক্ৰণোমি তন্ততূর্ন বৃষ্টিম্ ।  
দধ্যঙ্গ যম্মথার্থর্কণো বামশ্চ শীর্ষা প্রযদীম্বাচ ॥”

( ১ম, ১১৬সূ, ১২ শ্লক ) ইতি ।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ণাথর্কণোহস্থিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্চ-  
মবোচৎ—“আথর্কণায়ান্বিনা দধীচেহস্বাৎ শিরঃ প্রতৈয়ন্নতম্ । স  
বাং মধু প্রাবোচদৃত্যন্থ স্বাষ্ট্রং যদ্রূপাবপি কক্ষ্যং বাম্ ॥”

( ১ম, ১১৭সূ, ২২ শ্লক ) ইতি ।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ণাথর্কণোহস্থিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্চ-  
মবোচৎ—“পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ পক্ষী ভূত্বা  
পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি ॥” স বা অয়ং পুরুষঃ সর্কাস্থ পূর্ব পুরি-  
শয়ো নৈনেন কিকনানাস্বতং নৈনেন কিকনাসংস্বতম্ ।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যাঙ্ণাথর্কণোহস্থিভ্যামুবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্চ-  
মবোচৎ—“রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব তদস্মা রূপং প্রতিচক্ষণায় ।  
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হস্ম হরয়ঃ শতা দশ ॥”  
( ৬ম, ৪৭সূ, ১৮শ্লক ) ইত্যয়ং বৈ হরয়োহয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি  
বহুনি চানন্তানি চ তদেতদ্ব্রক্ষাপূর্ব্বমনপরমনস্তরমবাহুময়মাত্মা ব্রক্ষা  
সর্কানুভূরিত্যানুশাসনম্ । য, আ, ৫।৫।১—১৯ ।

‘ইয়ং পৃথিবী’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ উপকারিণেন । ‘অন্তৈ পৃথিব্যৌ সর্কাসি ভূতানি’ ‘মধু’  
উপকারিত্বাৎ । ‘অন্তাং পৃথিব্যাং’ ‘যঃ চ’ ‘অয়ং’ ‘তেজোময়ঃ’ ‘অমৃতময়ঃ’ ‘অমরণধর্ম্মা’ ‘পুরুষঃ’ ‘অন্তর্ধামী’  
‘যঃ চ’ ‘অয়ম্’ ‘অধ্যাত্মম্’ ‘আত্মানম্’ ‘অধিকৃত্য করণাধিতাতা’ ‘শরীরঃ’ ‘শরীরসম্পর্কী’ ‘তেজোময়ঃ’ ‘অমৃত-  
ময়ঃ’ ‘পুরুষঃ’ ‘জীবঃ’—‘অনয়োঃ পরস্পরমধুত্বং চকারাৎ । ‘অয়ং’ ‘জীবঃ’ ‘এব’ ‘স’ ‘অন্তর্ধামী’—‘নিরন্ত-  
নিরম্যারোরেকরসস্বে । ‘এবমেকরসস্বে’—‘যঃ অয়ম্’ ‘আত্মা’ ‘ইদম্’ ‘অমৃতম্’ ‘ইদং’ ‘ব্রক্ষ ইদং সর্কম্’—  
‘অব্যাকৃতাংস্বারাং যথা তথা ।

‘ইমাঃ আপঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ রৈতসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘অয়ম্’ ‘অগ্নিঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ বায়বঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘অয়ং বায়ুঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ আগোপাধিকঃ পুরুষঃ জীব ইতি  
বিশেষঃ ।

‘ঐয়ম্’ ‘আবিত্যঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ চাক্ষুযঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘ইমাঃ দিশঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ প্রাতিজ্ঞৎকঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।  
প্রতিজ্ঞৎকাঃ প্রবণবেলা ভব ভবঃ—প্রাতিজ্ঞৎকঃ ।

‘অয়ং চন্দ্রঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মানসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘ইয়ং বিহাৎ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ তৈজসঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘অয়ং তনরিস্রুঃ’ ‘সর্কেষাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ শাকঃ সৌবরঃ পুরুষঃ জীব ইতি  
বিশেষঃ । শক্বে ভবঃ শাকঃ যস্মৈ নিবাদাদিহ্মনৌ ভবঃ সৌবরঃ ।

‘অন্নং আকাশঃ’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ স্বরূপাকাশোপাধিকঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘অন্নং বর্ধঃ’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ বর্ধঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ বর্ধে ভবঃ বর্ধঃ ।

‘ইদং সত্যং’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ সত্যঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ সতি বৎ সমুৎপন্নঃ তত্তাবেন তৎ সত্যং, সত্যে ভবঃ সত্যঃ ।

‘ইদং’ ‘মানুষঃ’ ‘মহাব্যক্তঃ’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ মানুষঃ পুরুষঃ জীব ইতি বিশেষঃ ।

‘অন্নং’ ‘আজ্ঞা’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং মধু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘স বৈ অন্নং’ একরসীভূতঃ ‘আজ্ঞা’ পরাজ্ঞা ‘সর্কেবাং ভূতানাং’ ‘অন্নপতিঃ’ ‘সর্কেবাং ভূতানাং’ ‘রাজা’ ‘তৎ যথা’ ‘রথনাত্তৌ চ রথনেমৌ চ’ ‘সর্কে’ ‘অরাঃ’ ‘সমর্পিতাঃ’ সম্বন্ধাঃ ‘এবম্ এষ’ ‘অগ্নিন্’ ‘আত্মনি’ পরাত্মনি ‘সর্কানি ভূতানি’ ‘সর্কে দেবাঃ’ ‘সর্কে’ ‘প্রাণাঃ’ বাগাদয়ঃ ‘সর্কে এতে’ ‘আত্মানঃ’ জীবাঃ ‘সমর্পিতাঃ’ সম্বন্ধাঃ ।

‘ইদং বৈ তৎ মধু’ বৎ ‘দধ্যাৎ’ আধর্ষণঃ ‘অধিত্যাম্ উবাচ ।’ ‘তৎ এতৎ’ কর্ণ ‘পশুন্’ উপলভমানঃ ‘অধিঃ’ ‘অবোচৎ’ উক্তবান্—হে ‘নর’ নরৌ অধিনৌ, ‘সনরে’ লাতার ব্রহ্মবিদ্যাশ্রান্তয়ে ‘তৎ’ উগ্রং ‘বাং’ বুঝায়ঃ ‘দংসঃ’ কর্ণ—ব্রাহ্মণাকরোঃ শিরশ্ছেননরূপং—‘তত্ত্বতুঃ’ মেঘঃ ‘বৃষ্টিম্’ ‘ন’ ইব ‘আবিকৃণোমি’ একটং করোমি । কিন্তুৎকর্ম ? ‘বৎ’ যত ‘দধ্যাৎ’ ‘আধর্ষণঃ’ ‘হ’ কিল ‘অথত’ ‘শীক’ শিরসা ‘বাং’ বুঝায়ঃ ‘যৎ মধু’ আত্মজ্ঞানলক্ষণং তৎ ‘এ’ উবাচ’ প্রোক্তবান্ । ‘ইম্’ নিপাতঃ নিরর্থকঃ । ‘ইতি’ সমাপ্তৌ ।

‘ইদং বৈ তন্নমু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘অধিনা’ হে অধিনৌ ‘আধর্ষণায় দধীচে’ ‘অধ্যাৎ’ অধ্যসম্বন্ধি ‘শিঃ’ ‘প্রোক্তরতঃ’ প্রত্যর্পিতবক্তৌ । ‘স’ অধিঃ ‘কতান্’ বক্ষ্যামীতি বাবঃ সত্যং কুর্স্ব ‘বৎ’ ‘বাক্তি’ যজ্ঞশিরশ্ছেননপ্রতিসন্ধানবিষয়ঃ ‘মধু’ দর্শনং তৎ ‘বাং’ বুঝায়ঃ ‘প্রাবোচৎ’ হে ‘দমৌ’ পরবল-করিতারো, বৎ ‘কক্ষ্যৎ’ গোপ্যং রহস্তং পরমাত্মসম্বন্ধি তৎ ‘অপি’ ‘বাং’ বুঝায়ঃ ‘প্রাবোচৎ’ । ‘ইতি’ সমাপ্তৌ ।

‘ইদং বৈ তন্নমু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘দ্বিপদঃ’ মহাব্যক্ত ‘পুরঃ’ পুরাণি শরীরানি ‘চক্রে’ ‘চতুষ্পদঃ’ ‘পুরঃ’ পুরাণি ‘চক্রে’ । ‘পুরঃ’ পুরতঃ ‘পুরুষঃ’ ঈশ্বরঃ ‘পক্ষী’ ‘ভূত্’ ‘পুরঃ’ শরীরানি ‘আবিশৎ’ ইতি সমাপ্তৌ । ‘স’ বৈ ‘অন্নং পুরুষঃ’ ‘সর্কান্’ ‘পুর্নু’ শরীরেযু ‘পুর্নিয়ঃ’ ‘ন’ ‘এনেন’ অনেন পুরুষেণ ‘কিঞ্চন’ ‘অনাবৃত্তম্’ অনাচ্ছাদিতম্ ‘ন এনেন’ পুরুষেণ ‘কিঞ্চন’ ‘অসংবৃত্তং’ অব্যাপ্তম্ ।

‘ইদং বৈ তন্নমু’ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘ইন্দ্রঃ’ ঈশ্বরঃ ‘মাতাতিঃ’ প্রজ্ঞাতিঃ ‘রূপং রূপং’ রূপং প্রতি রূপং প্রতি ‘প্রতিরূপঃ’ তত্ত্বরূপানুরূপঃ ‘বত্বঃ’ । ‘অন্ত’ ইন্দ্রস্ত ‘তৎ’ প্রসিদ্ধং ‘রূপং’ ‘প্রতিরূপায়’ প্রতিথাপনার আশ্রয়প্রকাশায় ‘পুরুরূপং’ বহুরূপঃ ‘ঈয়তে’ গম্যতে । ‘হি’ যন্নাৎ ‘অন্ত’ ইন্দ্রস্ত ‘বুভুঃ’ রথে যোজিতঃ ‘হরয়ঃ’ অধাঃ ‘ইব’ ‘শতা’—শতানি ‘দশ’ চ হরয়ঃ ইন্দ্রিয়ানি দশশতানি ভবন্তি প্রাপি-ভেদবাহুল্যাৎ । ‘অন্নং’ পরাজ্ঞা ‘বৈ’ এষ ‘হরয়ঃ’ ইন্দ্রিয়ানি তেভ্যং বিষয়ান্ত ‘দশ চ’ ‘সহস্রাণি’ চ ‘বহুনি চ’ ‘অনন্তানি চ’ নামানি । এবং বহুত্বেন ‘তৎ এতৎ ব্রহ্ম’ ‘অপূর্বং’ অক্ষু ‘অনপন্নম্’ অকার্য্যাত্মকম্ ‘অনন্তরং’ বাবধানশূন্যম্ ‘অবাহুৎ’ বাহুশূন্যম্ । ‘অন্নম্’—সর্কান্নমিতি সর্কোপাধিতাউপস্থিতঃ—‘আজ্ঞা’ সর্কান্তর্ভাবকঃ পরাজ্ঞা ‘ব্রহ্ম’ সর্কান্নুভূঃ সর্কান্নুভবিতা ইতি অমুখ্যাসনং সর্কবেদান্তোপদেশঃ ।

এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু ( উপকারী ), সকল ভূত এই পৃথিবীর মধু । এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শারীর পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু ( প্রিয় ) । এই জীবই ( একত্রে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই সকল জল সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই জলসমূহের মধু । এই সকল জলে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় রেতঃসম্ভূত পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্রে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব-সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই অগ্নি সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই অগ্নির মধু । এই অগ্নিতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় বায়ব পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্রে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই বায়ু সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই বায়ুর মধু । এই বায়ুতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় প্রাণময় পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্রে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই আদিত্য সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আদিত্যের মধু । এই আদিত্যে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় চাক্ষুষ পুরুষ ( জীব ) ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্রে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই সকল দিক্ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই সকল দিকের মধু । এই দিক্ সকলেতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী )

পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শ্রৌত্র প্রাতিশ্রুৎক ( শ্রবণকালে প্রকাশমান ) পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্যামী । [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই চক্ষু সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই চক্ষের মধু । এই চক্ষুতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্যামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় মানস পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্যামী । [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই বিদ্যা সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই বিদ্যাতের মধু । এই বিদ্যাতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্যামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় তৈজস পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্যামী । [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই মেঘ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই মেঘের মধু । এই মেঘে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্যামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় শব্দময় স্বরময় পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্যামী । [ জীব সহ এক হইয়া অবস্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই আকাশ সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আকাশের মধু । এই আকাশে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্যামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় হৃদাকাশময় পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধু । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্যামী । [ জীব সহ এক হইয়া অবস্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল ।

এই ধর্ম সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই ধর্মের মধু । এই ধর্মে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্যামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় ধর্মসম্বৃত পুরুষ ( জীব ), ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের

মধু। এই জীবই (একত্রে) সেই অন্তর্ধামী। [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সত্য সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই সত্যের মধু। এই সত্যে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্ধামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় সত্যসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্রে) সেই অন্তর্ধামী। [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই মনুষ্যই সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই মনুষ্যের মধু। এই মনুষ্যে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্ধামী) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় মনুষ্যসম্ভূত পুরুষ (জীব), ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্রে) সেই অন্তর্ধামী। [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই আত্মা সকল ভূতের মধু, সকল ভূত এই আত্মার মধু। এই আত্মাতে এই যে তেজোময় অমৃতময় (অন্তর্ধামী) পুরুষ, এই যে তেজোময় অমৃতময় আত্মাস্বরূপ পুরুষ (জীব), ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধু। এই জীবই (একত্রে) সেই অন্তর্ধামী। [ জীব সহ এক হইয়া স্থিত ] এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল।

এই সেই পরাত্মাই সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা; রথনাভি ও রথনেগিতে অরা সকল যেমন অর্পিত থাকে তেমনই এই পরাত্মাতে সকল ভূত, সকল দেব, সকল লোক, সকল প্রাণ (বাগাদি), সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।

এই সেই মধু, অধর্কার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ঋষি সেই কাষ্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—“হে নরাকার অশ্বিদ্বয়, [ তোমাদেরই ] লাভের জন্ত—যে যেমন রুটিকে—তেগনি (ব্রাহ্মণ ও অশ্বের শিরশ্ছেদনরূপ) তোমাদের সেই ক্রুর কর্মকে আমি প্রকাশ করিতেছি। যে ক্রুর কর্মে অধর্কার পুত্র দধীচি অশ্বশিরে (অশ্বমুখ দিয়া) যেটি মধু সেটি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন।”

এই সেই মধু, অধর্কার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন।



ঋষি সেই কার্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—“হে অশ্বিনয়, তোমরা অধর্কার পুত্র দধীচিকে অশ্বশির দিয়াছিলে । সেই ঋষি আপ-  
নার বাক্যকে সত্য করিবার জন্য মধু ( ভৃষ্টার উক্ত বিড়া ) তোমা-  
দিগকে বলিয়াছিলেন, [ কেবল তাহাই নহে ] হে পরবলক্ষয়িতা অশ্বি-  
দ্বয়, তোমাদিগকে গোপনীয় রহস্যও বলিয়াছিলেন ।”

এই সেই মধু, অধর্কার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিনয়কে বলিয়াছিলেন ।  
ঋষি সেই কার্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—“পুরুষ ( ঈশ্বর ),  
দ্বিপদের পুর ( শরীর ) নির্মাণ করিয়াছিলেন, চতুষ্পদের পুর নির্মাণ  
করিয়াছিলেন । তিনি পক্ষী হইয়া সম্মুখস্থ সেই পুরে প্রবেশ করিয়া-  
ছিলেন ।” এই সেই পুরুষ সমুদায় পুরে পুরিশয় হইয়া আছেন । ইঁহার  
দ্বারা কিছুই অনারত নাই, ইঁহার দ্বারা কিছুই অসংরত নাই ।

এই সেই মধু, অধর্কার পুত্র দধীচি যাহা অশ্বিনয়কে বলিয়াছিলেন ।  
ঋষি সেই কার্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিয়াছিলেন :—“ইন্দ্র স্বীয় প্রজ্ঞা-  
যোগে রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিক্রম হইয়াছিলেন । আপনার  
সেই রূপ প্রকাশ করিবার জন্য বহুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যেহেতুক  
ইঁহার রথে যোজিত অশ্বের স্রায় ইন্দ্রিয়গণ দশ শত । ইনিই সেই  
ইন্দ্রিয়গণও [ তাহাদের ] দশ সহস্র বহু ও অনন্ত বিষয় । এই সেই ব্রহ্ম  
পূর্বহীন, পরহীন, ব্যাবধানশূন্য, বাহ্যশূন্য । এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূ  
( সর্ববিষয়ের অনুভবিতা ) । এইটি ( বেদান্তের ) অনুশাসন ।

ভাব—‘এইটি [ বেদান্তের ] অনুশাসন’—ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন,  
‘এইটি নিখিল বেদান্তের উপদেশ’ । এ কথা নিরতিশয় সত্য, কেন না সমুদায় বেদান্তের  
তাৎপর্য এই মধুভ্রাক্ষণে প্রকাশিত রহিয়াছে । জগতের পদার্থে পদার্থে কি সম্বন্ধ, সেই  
পদার্থ সমূহের নিয়ন্তা পরাত্মা এবং ভোক্তা জীব কি সম্বন্ধ, ভোক্তা জীব পরাত্মার সহিত  
এক হইলে তাহার কৃতার্থতা কি, ভোক্তা জীবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া পরাত্মা  
যখন বিরাজমান হন, তখন তিনি কি হন, এ সকল বিষয়ের বিচার বাস্তবিকই সমগ্র  
বেদান্তের বিচার্য বিষয় । জগতের পদার্থে পদার্থে সম্বন্ধ মধুময়, কেন না এক পদার্থ অল্প  
পদার্থের সহিত এমনি অভেদ্যভাবে গ্রথিত যে কোনটি অজ্ঞাতি বিনা স্থিতি করিতে পারে  
না । ভাষ্যকার জগতের সর্বত্র উপকার্য ও উপকারকের সম্বন্ধদর্শন করিয়া সেই  
সম্বন্ধের মধু নির্দেশ করিয়াছেন । এ জগতে সকলই সকলের নিকট উপকার প্রাপ্ত  
হয় । কেহই কাহারও নিকটে, কিছুই কিছুর নিকটে উপকৃত নয়, এ কথা বলিলে

অসত্য বলা হয়, দৃষ্ট স্পষ্ট সত্য গোপন-করা হয়। উপকার কি ? কল্যাণ ও মঙ্গল। উপকারের আকারে জগতের সর্বত্র কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞা না থাকিলে শব্দস্পর্শাদি থাকে না, শব্দস্পর্শাদি না থাকিলে প্রজ্ঞা থাকে না, কোষীতকী উপনিষৎ এই এক কথা বলিয়া জীব ও জগতের সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্মরূপে দেখাইয়াছেন। একের স্থিতিতে অপরের স্থিতি, একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, এতদপেক্ষা আর কিরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ? এই মধু ব্রাহ্মণটি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপায় ব্যাখ্যা-গণ একরূপ নির্দ্বারক করিয়া যথার্থ তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত, জীবের সহিত, ব্রহ্মের সহিত যোগনিবন্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় ইহাদিগের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধদর্শন বিনা আর কি হইতে পারে ? এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধদর্শন এখানে যে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই ক্রমে উহার অনুসরণ করিয়া সাধন সহজ পন্থা। প্রথমতঃ পদার্থে পদার্থে কি প্রকার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সেইটি পর্যালোচনার বিষয় করিলে সেই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কোথা হইতে উৎপন্ন তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ে। যিনি জগতের নিয়ন্তা তিনিই যে এইরূপ সম্বন্ধে ইহাদিগকে নিয়ত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা জ্ঞানের বিষয় হয়। নিয়ন্তা কেবল জগতের নহেন জীবেরও নিয়ন্তা। জগৎ ও জীবের মধ্যে যে পার্থক্য, একই নিয়ন্তার অধীনতাবশতঃ সেই নিয়ন্তার যোগেই অন্তর্হিত হয়। যিনি জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি জীবের কল্যাণার্থই তাহাকে নিয়মিত করিতেছেন, তাই জগৎ হইতে নিয়ত জীবের কল্যাণ হইতেছে, জীব যখন ইহা বুঝিতে পারে তখন নিয়ন্তার সহিত জীবের প্রিয় সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, জগৎও তজ্জন্ত তাহার প্রিয় হয়। জগৎ, জীব ও নিয়ন্তা এ তিনের এইরূপ মধুর সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া পরিশেষে জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এ তিনের একত্ব উপস্থিত হয়। জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এ তিন এইরূপে যোগে একীভূত হইলে তুরীয় বা সর্গাতীত ব্রহ্মের সহিত একত্ব ঘটে। এই চারিটি পক্ষ সমুদায় বেদান্তের আলোচ্য বিষয়, মধু ব্রাহ্মণে যখন এ কয়েকটি একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন, এইটি সমুদায় বেদান্তের অর্থের উপসংহার, এ কথা সহজে প্রতিপন্ন হয়। মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে প্রকারে সমুদায় বেদান্তের অর্থের উপসংহার হইয়াছে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এখানেও সেই প্রকারে অর্থোপসংহার হইয়াছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। পৃথিব্যাদির যিনি নিয়ন্তা তিনি নৈশ্বানর, বিজ্ঞানময় জীবের যিনি নিয়ন্তা তিনি তৈজস, বিজ্ঞানঘন জীবের যিনি নিয়ন্তা বা আনন্দদাতা তিনি প্রাজ্ঞ, এই প্রাজ্ঞ যখন সকলকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিরাজমান তখন তুরীয়। বেদান্তের এই অর্থও ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন-করিয়াছেন। এসকল কথা আর এখানে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ নিম্নয়োজন। সমগ্র গ্রন্থ হইতে এ সকল কথা ক্রমে বিকাশ পাইবে ; এখানে বোধসৌকর্য্যার্থ দিগ্‌মাত্র প্রদর্শিত হইল।

“অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাধরে প্রবেশ

করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অন্ধিহরে প্রবেশ করিলেন, দিক্‌সমুদায় শ্রোত্র হইয়া কর্ণধরে প্রবেশ করিলেন, ওষধি ও বনস্পতি সকল লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া জ্ঞানদে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু আপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, জল রেত হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন" (৮।৭(২)) এই শ্রুতিতে রেতঃসম্ভূত, বায়্বর, প্রাণময়, চাক্ষুষ, শ্রোত্র প্রাপ্তিভ্রংক, এবং মানস পুরুষের এই সকল বিশেষণ কেন হইল, তাহার মূল পাওয়া যায় ।

এই ধর্ম সকল ভূতের মধু—সকল ভূতে তাহাদিগের যে যে ধর্ম (বিশেষ লক্ষণ ও গুণ) প্রকাশ পায়, সেগুলি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, একজ্ঞ 'এই ধর্ম' বলা হইয়াছে। প্রত্যেক ভূতের ধর্মামুসারে ভূত সকল নিয়ন্তা কর্তৃক নিয়মিত হয়, একজ্ঞ শ্রুতি নিয়ন্তাকে ধর্ম প্রাপ্তিষ্ঠিত বলিয়াছেন। জীবন্ত ধর্মোচরণের উপরে নির্ভর করে এ জ্ঞাত শ্রুতি উহাকে ধর্মসম্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

এই সত্য সকল ভূতের মধু—সকল ভূতের মূল উপাদান সত্য (১০:৩৬[৫])। সেই মূল উপাদানে স্বয়ং নিয়ন্তা প্রাপ্তিষ্ঠিত আছেন। ধর্ম ও সত্যে প্রভেদ এই যে, মূল উপাদান এক, ধর্ম বহু ।

এই মধুস্বাদ সকল ভূতের মধু—মধুস্বাদমধো নিয়ন্তা আপনাকে প্রকাশ করেন, এই কথাতীতে পুরাণের সঙ্গে বেদান্তের যোগ আমরা দেখিতে পাই। খেতাস্থতর উপনিষদের পৌরাণিক ভাবের মূল যখন মধু ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন উহাতে সকল উপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে সংগৃহীত রহিয়াছে, এ কথা বলিতে আর কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। যাহাতে মধুস্বাদ উক্ত হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মাবতরণ দর্শন সহজ ।

মধুব্রাহ্মণে যে সকল ঋক্ উক্ত হইয়াছে, প্রাচীন ব্যাখ্যানসারে এখানে উহাদের ব্যাখ্যা হয় নাই। ভাষ্যকার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাই মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতিই এই ঋক্গুলির বিশেষ নিয়োগ ও ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্‌টীতে মধুবিদ্যাঘটিত আখ্যায়িকা এবং সেই মধুবিদ্যার প্রথম বক্তা কে, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠী—ইন্দ্র, তিনিই এই মধুবিদ্যার বক্তা, তাই চরমে ইন্দ্রের বহুরূপ ধারণের উল্লেখ করিয়া সেখানে শ্রুতি উপনিষৎসমুচিত ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। সায়ন ষষ্ঠীশব্দে ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে যাহারা সংশয় করেন, তাহাদিগের সংশয় ১৮ ঋকের পরবর্তী ঋকে ষষ্ঠীশব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নিরসন করিতেছে। দ্বিষধাতু হইতে ষষ্ঠীশব্দ উৎপন্ন, সুতরাং ব্যুৎপত্তিতে ইন্দ্রশব্দের সঙ্গে উহা তুল্য। অথর্বশাস্ত্রের পূর্ব দধীচিকে ইন্দ্র মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিলেন, ঐ বিদ্যা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিলে তিনি তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন। অশ্বিনয় বিদ্যাপ্রাপ্তির লোভে দধীচি ঋষির নিকটে গমন করেন। আত্মপ্রাণবাসে অর্থীর প্রার্থনা পূরণ ইহার স্বভাব। তিনি অর্থীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। স্বর্বেদ্য

অখিষয় দখোচি ঋষির শিরশ্ছেদন করিয়া সে স্থলে অখশির যোজনা করিয়া দেন। তিনি সেই অখশিরে তাঁহাদিগকে মধুবিদ্যাশিক্ষাদান করেন। ইহাতে ইন্দ্র পূৰ্ব্বপ্রতিজ্ঞাহুসারে ঋষির অখশিরশ্ছেদন করিলে ঋষির ছিন্নমস্তক আনিয়া অখিষয় তাঁহার মস্তক তাঁহাতে যোজনা-করেন।

ইনিই সেই ইন্দ্রিয়গণ — ‘আমি বহু হইব’ (৮।৪) সৃষ্টিপ্রারম্ভে ব্রহ্মের এই যে প্রতিজ্ঞা তাহাই এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে। নামরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত, সেই নামরূপের রূপে রূপে বিচিত্রশক্তিয়োগে প্রবেশপূৰ্ব্বক তিনি রূপে রূপে রূপধারণ করিলেন, নামে নামে প্রবেশপূৰ্ব্বক ইন্দ্রিয় ও বিষয়সমূহ হইলেন এইটী এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চারিটা ঋকের বিষয়বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রথম দুইটা ঋকে মধুবিদ্যাসম্পর্কীয় আখ্যায়িকা, তৃতীয় ঋকে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন, চতুর্থ ঋকে বাহিরে ব্রহ্মদর্শন নিবন্ধ হইয়াছে। উপনিষৎপ্রোক্ত অবিভক্তযোগ কোন ঋকের বিষয় না করিয়া স্বয়ং উপনিষৎই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুব্রাহ্মণের উল্লিখিত ক্রম—প্রথমে বাহিরে তৎপরে অন্তরে ব্রহ্মদর্শন—ঋকসংগ্রহে সমাদৃত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, অন্তরে ব্রহ্মদর্শন প্রথম বা বাহিরে ব্রহ্মদর্শন প্রথম, ইহা সাধকগণের প্রকৃতিভেদের উপরে নির্ভর করে, কেহ বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করেন, কেহ ভিতর হইতে বাহিরে আইসেন। অবিভক্তযোগ এ দুইয়ের চরমে সিদ্ধ হয়, সূতরাং আরম্ভে ও শেষে উহার উল্লেখ হইয়াছে।

সর্ববিষয়েচ্ছান্নভবিভা—নিখিল বিশ্ব নিখিল জীব যখন পরাধ্বাতে অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তখন তাহাদের আর স্বল্প সত্তা থাকে না, ইহাতে কি উহাদের সর্বপা বিলোপ হইল? “নামরূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম (৩।১৯)” এস্থলে জ্ঞেয়া-কারে নামরূপের ব্রহ্মে স্থিতি যে প্রকার নির্দ্বারিত হইয়াছে সেইরূপ এখানে অন্নভবা-কারে সকলের তাঁহাতে স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে। এগন্ধে বিশেষ কথা অধারপ্রাপ্ত-ভিত্তিতে দ্রষ্টব্য।

২২। অথ হৈনমৃদালক আকুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যোতিহোবাচ  
মদেষনসাম পতঞ্জলশ্চ কাপ্যশ্চ গৃহেযু যজ্ঞমধীয়ানান্ত্রশ্যাসীদ্বাগ্য  
গন্ধর্কগৃহীতা। তমপচ্ছাম কোহনীতি। মোহব্রবীৎ কবন্ধ আথ-  
র্কণ ইতি। মোহব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ—বেথ নু  
ত্বং কাপ্য তৎ সুব্রতং যেনারক লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ক্বাণি চ  
ভূতানি সন্দৃদ্ধানি ভবন্তীতি। মোহব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যো নাহং  
তদৃ ভগবন্ বেদেতি। মোহব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ—

বেথ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্য়ামিণং য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং  
সর্বাণি চ ভূতানি যোহন্তরো যময়তীতি । সোহব্রবীৎ পতঞ্জলঃ  
কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি । সোহব্রবীৎ পতঞ্জলং কাপ্যং  
যান্তিকাত্মশ্চ যো বৈ তং কাপ্য সূত্রং বিদ্যাং তৎকান্তর্য়ামিণমিতি স  
ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ  
স সর্কবিদিতি তেভ্যোহব্রবীৎ তদহং বেদ । তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য  
সূত্রমবিদ্বাত্মস্তুকান্তর্য়ামিণং ব্রহ্মগবীরুদঙ্গসে মূর্খা তে বিপতিষা-  
তীতি । বেদ বা অহং গোতম তং সূত্রং তৎকান্তর্য়ামিণমিতি । যো  
বা ইদং কশ্চিদক্রিয়াং বেদ বেদেতি যথা বেথ তথা ক্রহীতি ।

স হোবাচ বায়ুর্বে গোতম তং সূত্রং বায়ুনা বৈ গোতম সূত্রে-  
ণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সন্দৃদ্ধানি ভবন্তি  
তস্মাদ্ধৈ গোতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ক্যশ্রুতৃসিষতাস্ত্রাঙ্গানীতি বায়ুনা  
হি গোতম সূত্রেণ সন্দৃদ্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্য়ামিণং  
ক্রহীতি ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ  
যস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম-  
ম্যমৃতঃ ।

যোহপ্পু তিষ্ঠন্মন্ড্যোহন্তরো যমাপো ন বিদুর্গম্যাপঃ শরীরং যোহ-  
পোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ ।

যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্মগ্নেরন্তরো যমগ্নিন বেদ যস্তাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নি-  
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ ।

যোহন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্মন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্তান্ত-  
রিক্ষং শরীরং যোহন্তরিক্ষমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ ।

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্ত বায়ুঃ শরীরং  
যো বায়ুমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ ।

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্ত দ্যৌঃ শরীরং  
যো দিবমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ ।

য আদিত্যে তিষ্ঠাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যন্তাদিত্যঃ  
শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিদূর্যন্ত দিশঃ  
শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠৎশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যশ্চন্দ্রতারকং ন বেদ  
যন্ত চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্ত-  
র্ধ্যাম্যতঃ ।

য আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যন্তাকাশঃ  
শরীরং য আকাশমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যন্তমসি তিষ্ঠৎশ্চন্দ্রমসোহন্তরো যং তমো ন বেদ যন্ত তমঃ শরীরং  
যন্তমোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যন্তেজসি তিষ্ঠৎশ্চন্তেজসোহন্তরো যং তেজো ন বেদ যন্ত তেজঃ  
শরীরং যন্তেজোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ । ইত্যধি-  
দৈবতম্ ।

অথাধিভূতম্ । যঃ সর্কেয়ু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেভ্যো ভূতেভ্যো-  
হন্তরো যৎ সর্কানি ভূতানি ন বিদূর্যন্ত সর্কানি ভূতানি শরীরং যঃ  
সর্কানি ভূতান্যন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ । ইত্যধিভূতম্ ।

অথাধ্যাত্মম্ । যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ  
যন্ত প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাগ্ ন বেদ যন্ত বাক্ শরীরং  
যো বাচমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠৎ শ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যন্ত চক্ষুঃ শরীরং  
যশ্চক্ষুরন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ত্শ্রোত্রাদন্তরো যৎ শ্রোত্রং ন বেদ যন্ত শ্রোত্রং  
শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যন্ত মনঃ  
শরীরং যো মনোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যতঃ ।

যন্তুচি তিষ্ঠৎস্তুচোহন্তরো যৎ ত্বৎ ন বেদ যন্তু ত্বৎ শরীরং যন্তুচ-  
মন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ।

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যন্তু  
বিজ্ঞানত্ শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ ।

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যৎ রেতো ন বেদ যন্তু রেতঃ  
শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতঃ । অদৃষ্টো  
দ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতাহমতোমস্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোহতোহস্তি  
দ্রষ্টা নান্যোহতোস্তি শ্রোতা নান্যোহতোহস্তি মস্তা নান্যোহতোহস্তি  
বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃতোহতোহন্যদার্ত্তম্ । ততোহোদ্যালক  
আরুণিরূপররাম । বৃহ ৫ । ৭ । ১—২৩ ।

‘অথ হ’ ‘এনং’ জনকসভাপত্যং যাজ্ঞবল্ক্যং ‘আরুণিঃ’ অরুণভাপত্যম্ ‘উদ্যালকঃ’ ‘পপ্রচ্ছ’ পৃষ্টবান্ ।  
‘হে ‘যাজ্ঞবল্ক্য’ ইতি সম্বোধ্য স ‘উবাচ’—‘মজ্জেন্’ দেশেষু ‘কাপ্যাত্ত’ কপিগোত্রস্ত ‘পতঞ্জলস্ত’ ‘গৃহেযু’  
‘বজ্জং’ বজ্জশাব্রম্ ‘অধীরানাঃ’ বরম্ ‘অবসাম’ । ‘তত্ত’ পতঞ্জলস্ত ‘ভাষ্যা’ ‘গন্ধর্ব্বগৃহীতা’ ‘আনীৎ’ ।  
‘তৎ’ গন্ধর্ব্বম্ ‘অপুচ্ছাম’ বরম্—‘কঃ অসি ইতি’ । ‘স’ গন্ধর্ব্বঃ ‘অত্রবীৎ’—‘আথর্ব্বগঃ’ অথর্ব্বগোহপত্যং  
‘কবন্ধঃ’ নামতঃ ‘ইতি’ । ‘স’ গন্ধর্ব্বঃ ‘পতঞ্জলঃ কাপ্যঃ’ ‘যাজ্ঞিকান্ চ’ ‘অত্রবীৎ’ হে ‘কাপ্য’ ‘যেন’  
‘সুত্রেণ’ ‘অয়ং চ লোকঃ’ ‘পরং চ লোকঃ’ ‘সর্বাণি চ ভূতানি’ ‘সন্দৃদ্ধানি’ সংপ্রিথিতানি ‘ভবন্তি’ ‘তৎ  
‘সুত্ৰঃ’ ‘বেথ’ জানাসি ‘হু’ ইতি’ । ‘স’ ‘পতঞ্জলঃ কাপ্যঃ’ ‘অত্রবীৎ’—হে ‘ভগবন্’ ‘অহং’ ‘তৎ’ ‘ন’  
‘বেদ’ ইতি’ । হে ‘কাপ্য’ ‘যঃ’ অন্তর্ধামিণং ‘ইমং চ লোকঃ’ ‘পরং চ লোকঃ’ ‘সর্বাণি চ ভূতানি’ ‘যঃ’  
‘অন্তরঃ’ সন্ অন্তর্য্যমিতঃ সন্ ‘যময়তি’ নিয়ময়তি ‘তন্ অন্তর্ধামিণং’ ‘বেথ’ জানাসি ‘হু’ ইতি’ । ‘স’  
‘পতঞ্জলঃ কাপ্যঃ’ ‘অত্রবীৎ’—হে ‘ভগবন্’ ‘অহং তৎ’ ‘ন’ ‘বেদ’ ইতি’ । ‘পতঞ্জলঃ কাপ্যঃ’ ‘যাজ্ঞি-  
কান্ চ’ ‘স’ গন্ধর্ব্বঃ ‘অত্রবীৎ’—হে ‘কাপ্য’ ‘যঃ’ বৈ তৎ ‘সুত্ৰং’ ‘তৎ চ অন্তর্ধামিণম্’ ইতি’ গন্ধর্ব্বোক্ত-  
প্রকারেণ ‘বিদ্যাৎ’ জানীয়াৎ ‘স ব্রহ্মবিৎ, স লোকবিৎ, স দেববিৎ, স বেদবিৎ, স ভূতবিৎ, স আত্ম-  
বিৎ, স সর্কবিৎ ইতি’ । ‘তেভ্যঃ’ পতঞ্জলযাজ্ঞিকেভ্যঃ স গন্ধর্ব্বঃ যৎ ‘অত্রবীৎ’ ‘তৎ’ ‘অহম্’ উদ্যালকঃ  
‘বেদ’ । হে ‘যাজ্ঞবল্ক্য’, ‘তৎ’ ‘সুত্ৰং’ ‘তৎ চ অন্তর্ধামিণম্’ ‘চেৎ’ যদি ‘ত্বম্’ ‘অবিদ্বান্’ ‘অবিদিত্বা’  
‘ব্রহ্মগবীঃ’ ব্রহ্মবিদ্যাং স্বভূতাঃ গাঃ ‘উদজসে’ উদয়সি ‘তে’ তব ‘হৃদ্ধা’ ‘বিপতিষ্যতি’ মচ্ছাপাৎ ইতি’ ।  
যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে ‘গৌতম’ ‘তৎ সুত্ৰং’ ‘তৎ চ অন্তর্ধামিণং’ ‘অহং’ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ‘বেদ’ ‘বৈ’ এষ ইতি’ ।  
উদ্যালক আহ—‘যঃ’ ‘কশিৎ’ প্রাকৃতোজনাঃ ‘বেদ বেদ’ জানামি জানামি ‘ইতি’ ‘ইদং’ ‘করাৎ’ ‘বখা’-  
ত্বং ‘বেথ’ জানাসি ‘তথা’ ‘ক্রহি’ ইতি’ ।

‘স’ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ‘হ’ ‘উবাচ’—হে ‘গৌতম’ ‘বায়ুঃ বৈ তৎ সুত্ৰম্’ । হে ‘গৌতম’ ‘বায়ুনা’ প্রাণেন  
‘বৈ’ ‘সুত্রেণ’ ‘অয়ং চ লোকঃ’ ‘পরং চ লোকঃ’ ‘সর্বাণি চ ভূতানি’ ‘সন্দৃদ্ধানি’ প্রিথিতানি ‘ভবন্তি’ । হে  
‘গৌতমঃ’ ‘তন্মাৎ বৈ’ ‘প্রোত’ প্রাণবায়ুভ্যক্তং ‘পুরুষম্’ ‘আহঃ’ দৌকিকাঃ—‘অন্ত’ ‘অদ্বানি’ ‘বায়-  
সিবত’ বিদ্বতানি নিদ্রিতানি ‘ইতি’ । কথম্? ‘হি’ বদ্যৎ হে ‘গৌতম’, ‘বায়ুনা’ ‘সুত্রেণ’ সর্বাণি

‘সংস্কৃতানি’ সংগ্রহিতানি ‘ভবন্তি’ ইতি । সৌতম আহ—হে ‘বাক্যব্যা’ ‘এবং এষ এতৎ’ ‘অন্তর্ধামিণঃ জাহি’ ইতি ।

‘বঃ’ ‘পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্’ ‘পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ’—অন্তরঃ অন্তর্ধামিণঃ তদন্তীতঃ, ‘বঃ’ পৃথিবী ‘ন বেদ’ ন জানাতি ‘পৃথিবী’ ‘বত’ ‘শরীরঃ’—তদন্তীতঃ তৎপ্রকৃত্যামুসারতন্তরিয়মনাৎ, ‘বঃ’ ‘অন্তরঃ’—অন্তা-  
ন্তরঃ অন্তর্ধামিণঃ তদন্তীতঃ—সন্ ‘পৃথিবীঃ’ ‘যমরতি’ ‘নিয়মরতি’ ‘এব’ ‘তে’ তব—মম চ সর্বভূতানাঞ্চ  
—‘আত্মা অন্তর্ধামী’ ‘অমৃতঃ’ সর্ববিকারাতীতঃ ।

‘বঃ’ অগ্নি তিষ্ঠন্ অন্তঃ অন্তরঃ বঃ আপো ন বিদুঃ ন জানন্তি ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ অরো তিষ্ঠন্ অরোঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ অন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্ অন্তরিক্ষাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ বারৌ তিষ্ঠন্ বারোঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ দিবি তিষ্ঠন্ দিবঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত ১৭ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ দিকু তিষ্ঠন্ দিগ্ভ্যাঃ অন্তরঃ বঃ দিশঃ ন বিদুঃ ন জানন্তি ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ চল্লতারকে তিষ্ঠন্ চল্লতারকাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ তমসি তিষ্ঠন্ তমসঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ তেজসি তিষ্ঠন্ তেজসঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ইতি অধিদৈবতম্ ।

অবাধিত্বতম্—‘বঃ’ সর্বৈষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বৈষাং অন্তরঃ বঃ সর্বানি ভূতানি ন বিদুঃ ন জানন্তি  
ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

অবাধাঙ্গম্—‘বঃ’ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ বাচি তিষ্ঠন্ বাচঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ চক্ষুষি তিষ্ঠন্ চক্ষুষাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ মনসি তিষ্ঠন্ মনসাৎ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ বচি তিষ্ঠন্ বচঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘বঃ’ বিজ্ঞানে জীবৈ বুদ্ধৌ বা ‘তিষ্ঠন্’ ‘বিজ্ঞানাৎ’ জীবাং বুদ্ধৌ ‘অন্তরঃ’ ইত্যাদি পূর্ববৎ । অয়ং  
কাৰণাঃ । মাধ্বিনীয়ে পাঠে ‘যো’ রেতসি তিষ্ঠন্ ইত্যাত্ম্যে ‘য’ আত্মনি তিষ্ঠান্মনোহন্তরঃ  
বদাত্মা ন বেদ বসাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যমরতোব ত আত্মান্তর্ধামামৃতঃ’ ইতি ।

‘বঃ’ রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসঃ অন্তরঃ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘অদৃষ্টঃ’ অষ্টৈঃ অয়ং অন্তর্ধামী ‘ঐষ্টা’,  
‘অজ্ঞাতঃ’ অষ্টৈঃ অয়ং ‘প্রোতা’ ‘অমতঃ’ অষ্টৈঃ অয়ং ‘মজ্জা’, ‘অবিজ্ঞাতঃ’ অষ্টৈঃ অয়ং ‘বিজ্ঞাতা’,  
‘অতঃ’ অন্তর্ধামিণঃ ‘অন্তঃ’ ‘ঐষ্টা’ ‘ন’ ‘অতি’, ‘অতঃ’ ‘অন্তঃ’ ‘ন’ ‘প্রোতা’ ‘অতি’, ‘অতঃ’ ‘অন্তঃ’ ‘ন’  
‘মজ্জা’ ‘অতি’, ‘অতঃ’ ‘অন্তঃ’ ‘ন’ ‘বিজ্ঞাতা’ ‘অতি’ । ‘এব’ আত্মা ‘তে’ তব—মম চ সর্বভূতানাঞ্চ—  
‘অন্তর্ধামী অমৃতঃ’ । ‘অতঃ’ অন্তর্ধামিণঃ ‘অন্তঃ’ ‘আর্জঃ’ বিনাশি—তদন্তীতঃ সত্ত্বাৎ তত্ত্ব । ‘ততঃ’  
‘উদ্বালকঃ’ আকুণ্ঠিঃ ‘উপরায়ান’ বিরতো বভূব—সম্যক্তত্ত্বপ্রবণেন ।

অনন্তর অরুণতনয় উদ্বালক ইহাকে ( জনকসভাগত বাজবক্ষ্যকে )



জিজ্ঞাসা করিলেন :—হে যাজ্ঞবল্ক্য, মন্ত্রদেশে কাপ্য (কপিগোত্রোৎপন্ন) পতঞ্জলের গৃহে যজ্ঞশাস্ত্রপাঠার্থী হইয়া আগরা বাস করিতেছিলাম। তাঁহার ভার্য্যাকে গন্ধর্বে পাইয়াছিল। আগরা সেই গন্ধর্বেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আপনি কে ? তিনি বলিয়াছিলেন—আমি অথর্বপুত্র কবন্ধ। সেই গন্ধর্ব কাপ্য পতঞ্জল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে সন্মোদন করিয়া কাপ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে কাপ্য, তুমি কি সেই সূত্রের বিষয় জান, যাহার দ্বারা ইহলোক পরলোক সমুদায় ভূত ঐখিত রহিয়াছে ? কাপ্য পতঞ্জল বলিলেন, হে ভগবন্, না আমি জানি না। কাপ্য পতঞ্জল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে সন্মোদন করিয়া তিনি বলিলেন, হে কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্ধামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া ইহলোক পরলোক এবং সমুদায় ভূতকে নিয়মিত করেন ? কাপ্য পতঞ্জল বলিলেন, হে ভগবন্, না, আমি জানি না। তিনি কাপ্য পতঞ্জল এবং যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যায়িগণকে বলিলেন, হে কাপ্য, যে ব্যক্তি সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্ধামীকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনি লোকবিৎ, তিনি দেববিৎ, তিনি বেদবিৎ, তিনি ভূতবিৎ, তিনি আত্মবিৎ, তিনি সর্ববিৎ। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা জানি। হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি যদি সেই সূত্র এবং সেই অন্তর্ধামীকে না জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির প্রাপ্য গোদন লইয়া যাও, তোমার শিরঃপাত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গৌতম, আমি সেই সূত্র, এবং সেই অন্তর্ধামীকে জানি। গৌতম বলিলেন, আমি জানি আমি জানি সকল লোকেই বলিবে, তুমি যেমন জান তেমনি বল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গৌতম, বায়ুই ( প্রাণই ) সেই সূত্র। হে গৌতম, এই বায়ুসূত্রে ইহলোক পরলোক সমুদায় ভূত ঐখিত রহিয়াছে। তাই, হে গৌতম, জীব গতানু হইলে লোকে বলে, ইহার অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। হে গৌতম, বায়ুসূত্রেই সকল ঐখিত থাকে। গৌতম বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, এইরূপই বটে ; এখন অন্তর্ধামীর কথা বল।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অতীত, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা।

যিনি জলে থাকিয়া জলের অতীত, জল যাঁহাকে জানে না, জল যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া জনকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অতীত, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষের অতীত, অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানে না, অন্তরীক্ষ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অতীত, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া বায়ুকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি দ্যুলোকে থাকিয়া দ্যুলোকের অতীত, দ্যুলোক যাঁহাকে জানে না, দ্যুলোক যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া দ্যুলোককে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অতীত, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি দিক্‌সমূহে থাকিয়া দিক্‌সমূহের অতীত, দিক্‌সমূহ যাঁহাকে জানে না, দিক্‌সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া দিক্‌সমূহকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া চন্দ্রতারকের অতীত, চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি আকাশে থাকিয়া আকাশের অতীত, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি অন্ধকারে থাকিয়া অন্ধকারের অতীত, অন্ধকার যাঁহাকে

জানে না, অঙ্ককার ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি তেজ ধাকিয়া তেজের অতীত, তেজ ষাঁহাকে জানে না, তেজ ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া তেজকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা । এই পর্য্যন্ত অধিদৈবত ;

অনন্তর অধিভূত :—যিনি সমুদায় ভূতে ধাকিয়া সমুদায় ভূতের অতীত, সমুদায় ভূত ষাঁহাকে জানে না, সমুদায় ভূত ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া সমুদায় ভূতকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা । এই পর্য্যন্ত অধিভূত ;

অনন্তর অধ্যাত্ম :—যিনি প্রাণে ধাকিয়া প্রাণের অতীত, প্রাণ ষাঁহাকে জানে না, প্রাণ ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া প্রাণকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি বাক্যে ধাকিয়া বাক্যের অতীত, বাক্য ষাঁহাকে জানে না, বাক্য ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া বাক্যকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি চক্ষুতে ধাকিয়া চক্ষুর অতীত, চক্ষু ষাঁহাকে জানে না, চক্ষু ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি শ্রোত্রে ধাকিয়া শ্রোত্রের অতীত, শ্রোত্র ষাঁহাকে জানে না, শ্রোত্র ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া শ্রোত্রকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি মনে ধাকিয়া মনের অতীত, মন ষাঁহাকে জানে না, মন ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া মনকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি ত্বকে ধাকিয়া ত্বকের অতীত, ত্বক্ ষাঁহাকে জানে না, ত্বক্ ষাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া ত্বকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি বিজ্ঞানে ধাকিয়া বিজ্ঞানের অতীত, বিজ্ঞান ষাঁহাকে জানে

না, বিজ্ঞান যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া বিজ্ঞানকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা ।

যিনি রেতে থাকিয়া রেতের অতীত, রেত যাহাকে জানে না, রেত যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া রেতকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা । অন্তের অদৃষ্টে ইনি দ্রষ্টা, অন্তের অশ্রুত ইনি শ্রোতা, অন্তের মননের অবিষয় ইনি মননকর্তা, অন্তের অবিজ্ঞাত ইনি বিজ্ঞাতা । ইহাকে ছাড়া অন্য দ্রষ্টা নাই, ইহাকে ছাড়া অন্য শ্রোতা নাই, ইহাকে ছাড়া অন্য মননকর্তা নাই, ইহাকে ছাড়া অন্য বিজ্ঞাতা নাই । ইনি তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা । ইহাকে ছাড়া অন্য [ সকলই ] বিকারাধীন । এই কথার পর অরুণ-তনয় উদ্দালক নিবৃত্ত হইলেন ।

ভাব—অতীত—নিয়ন্তা যে বস্তুকে বা ব্যক্তিকে নিয়মিত করেন, তিনি যদি তাহার অতীত না হন, তাহাতে বন্ধ থাকেন, তাহা হইলে তিনি উহাকে নিয়মিত করিতে পারেন না, সেই বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিবর্তিত হন, উহাকে নিয়মিত করিবেন কি প্রকারে ? যিনি অতীত, তিনি জ্ঞানের অনায়ত্ত ।

শরীর—নিয়ন্তার ক্রিয়াপ্রকাশের ভূমি ।

অভ্যন্তরবর্তী হইয়া—নিয়ন্তা যদিও অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, তবুও তাঁহার নিয়মিত নিয়ম্য বস্তু বা ব্যক্তির অভ্যন্তরে কার্য্য করে, সেখানেই উহা অনুভূত হয়, তাই ‘অভ্যন্তর-বর্তী’ বলা হইয়াছে ।

অবিকারী আত্মা—নিয়ম্যের পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ন্তার যদি পরিবর্তন হয় তাহা হইলে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সুতরাং নিয়ন্ত্রণ অবিচলিত অবশ্যজ্ঞাবী । তিনি যদি আত্মা না হন সকলের অন্তরে বাহিরে কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিবেন । যদি তিনি আত্ম চৈতন্য না হন, তাহা হইলে নিয়ম্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধরক্ষা করিয়া তাহাদের কল্যাণ উদ্ধৃত করা কখন তাঁহার কার্য্য হইতে পারে না ।

যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া—এটি কাণ্ডসম্মতপাঠ, মাধ্যমিকীয় পাঠে “যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অতীত, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তর-বর্তী হইয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অবিকারী আত্মা”, এই পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় । এ অংশ “যিনি রেতে থাকিয়া” ইত্যাদির পরে নিবদ্ধ আছে ।

ইহাকে ছাড়া অন্য দ্রষ্টা নাই—নিয়ন্তার কর্তৃত্ব অন্তর্নিরূপক, নিয়ম্যের কর্তৃত্ব নিয়ন্তা:

সাপেক্ষ । স্তূতরাং “ইহাকে ছাড়া” এ অংশের অর্থ—ইহাকে ছাড়িয়া নয়, ইহাকে লইয়া অপরের দ্রষ্টৃষাদি ।

২৩ । জনকোহ বৈদেহঃ কুর্চ্চাদুপাবসর্গমুবাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞ-  
বল্ক্য অনু মা শাধীতি । স হোবাচ যথা বৈ সত্ৰাণ্মহান্তমধ্বান-  
মেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতেবমেবৈতাভিরূপনিষত্তিঃ সমা-  
হিতাত্মাহস্তেবং স্বন্দারক আচ্যঃ সমধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো  
বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসীতি । নাহং তদ্রূপবন্ বেদ যত্র গমিষ্যা-  
মীতি । অথ বৈ তেহং তদ্বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি । ত্রবীতু  
ভগবানিতি ।

ইক্কো হি বৈ নাত্মৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ । তং বা  
এতমিচ্ছং সন্তমিস্ত ইত্যচক্ষতে পরোক্ষেনৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব  
হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ।

অথৈতদ্ব্যমেহক্ষিণি পুরুষরূপমেষাস্ত্র পত্নী বিরাক্ তয়োরেষ  
সংস্তুবো য এষোহন্তর্হৃদয় আকাশোহথৈনয়োরেতদমং য এষো-  
হন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোহথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে  
জ্বালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্দ্ধা নাড্যুচ্চরতি  
যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্মৈতা হিতা নাম নাড্যোহন্তর্হৃদয়ে  
প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেয প্র বিবিক্তা-  
হারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছারীরাদান্ননঃ ।

তস্ম প্রাচী দিক্ প্রাকঃ প্রাণাঃ দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ  
প্রতীচী দিক্ প্রত্যকঃ প্রাণা উদীচী দিগুদকঃ প্রাণা উর্দ্ধা দিগুর্দ্ধাঃ  
প্রাণা অবাচী দিগবাকঃ প্রাণাঃ সর্কী দিশঃ সর্কে প্রাণাঃ স এষ  
নেতি নেত্যাহ্মাহগৃহো ন হি গৃহতেহশীর্যো ন হি শীর্যতেহসঙ্গো  
ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যাথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তো-  
হসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । স হোবাচ জনকো বৈদেহোহভয়স্তা  
গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্ভয়ং বেদয়সে নমস্তেহস্ত্রিমে  
বিদেহা অয়মহমস্মীতি । য়, আ, ৬। ২। ১—৪ ।

‘বৈদেহঃ’ বিদেহাধিপতিঃ ‘জনকঃ’ হ’ কিল ‘কূর্জাৎ’ আসনবিশেষাৎ ‘উপ’ সর্বাণাম্ ‘অবসর্গন্’ ভূমিসংস্পৃষ্টিকারেন গচ্ছন্ ‘উবাচ’ হে ‘বাজবল্য’ ‘তে’ তুভ্যং ‘নমঃ’ ‘অন্ত’ ।—‘বা’ বাম্ ‘অহুশাষি’ উপ-  
নিশ ‘ইতি’ । ‘স’ বাজবল্য ‘হ’ ‘উবাচ’—‘হে সত্রাট্’ ‘বধা’ ‘বৈ’ এষ ‘মহান্তঃ’ দীৰ্ঘম্ ‘অদ্বানং’ পদ্বানং  
‘এষান্’ পমিষান্ ‘রথং বা’ ‘নাবং বা’ ‘সমাদদীত’ ‘এবম্’ এষ ‘এতাভিঃ’ উপনিষত্তিঃ ‘সমাহিতাঙ্ক্য’  
বুভুক্ষা ‘অসি’ স্বম্ । ‘এব’ ‘বুল্লারকঃ’ পূজাঃ ‘আচাঃ’ সম্পন্নঃ ‘সন্’ ‘অধীতবেদঃ’ উক্তোপনিষৎকঃ  
লকবেদোপনিষদ্বিজ্ঞানঃ ‘ইতঃ’ অস্মাৎ দেহাৎ ‘বিমুচ্যমানঃ’ ‘ক’ ‘পমিষাসি’ ‘ইতি’ । জনক আহ—হে  
‘ভগবন্’ ‘ন অহং তৎ’ ‘বেদ’ ‘বদ পমিষামি’ ‘ইতি’ । বাজবল্য আহ—‘অথ বৈ’ যন্তোবং ‘বদ  
পমিষাসি’ ‘তে’ তুভ্যাম্ ‘তৎ’ ‘অহং’ ‘বক্ষ্যামি’ ‘ইতি’ । জনক আহ—‘ভগবান্’ ব্রবীতু ‘ইতি’ ।

‘যঃ অরঃ’ ‘দক্ষিণে’ ‘অক্ণ’ অক্ণি ‘পুরুষঃ’ বিদুঃ ‘এষ’ ‘হি’ ‘বৈ’ ‘ইকঃ’ ‘নাব’—দীপ্তিমদ্বাৎ ।  
‘তং বৈ’ ‘এতঃ’ প্রত্যকং ‘সন্তঃ’ বিদ্যমানঃ ‘ইকং’ ‘পরোক্কেণ’ ইল্ল ইতি ‘আচক্রেত’ । কথম্ ? ‘হি’  
যস্মাৎ ‘সেবাঃ’ ‘পরোক্কেপ্রিয়া ইব’ ‘প্রত্যক্ধ্বিনঃ’ প্রত্যক্ষনামগ্রহণে যেষবন্তঃ ।

‘অথ’ ‘বামে’ ‘অক্ণি’ ‘এতৎ’ ‘পুরুষরূপং’ বিবাত্যাম্ ‘অন্ত’ ‘এবা’ ‘গভী’ ‘বিরাট্’ অন্নং ভোগা-  
দ্বাং । ‘যঃ’ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ ‘তরোঃ’ ইল্লাপ্যাঃ ইল্লন্ত চ ‘এষ সংস্তুবঃ’ স্তবপ্রদেশঃ । ‘অথ’  
‘যঃ’ এষ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ ‘অনরোঃ’ ইল্লাপ্যাঃ ইল্লন্ত চ ‘এতৎ অন্নং’ ভোজ্যাম্ । ‘অথ’ ‘যৎ  
এতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকম্’ ইব ‘অনরোঃ’ ‘এতৎ’ ‘প্রাবরণং’ আচ্ছাদনবস্ত্রম্ । ‘অথ’ ‘বা’ এবা হৃদয়াৎ  
উর্দ্ধা নাড়ী ‘উচ্চরতি’—উর্দ্ধং প্রসরতি ‘এনরোঃ’ ‘এবা’ ‘হৃতিঃ’ মার্গঃ ‘সকরণী’ সকরণসাধনভূতা—  
যশস্জাগরিতদেশগমনমার্গঃ । ‘যথা’ কেচনঃ সহস্রাশা তিন্নঃ, এবম্’ এব অন্ত এতাঃ হিতাঃ নাম নাভ্যাঃ  
অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি’ । ‘এতাভিঃ’ নাড়ীভিঃ ‘বৈ’ এষ ‘আশ্রবঃ’ গচ্ছৎ ‘এতৎ’ শোণিতরূপ-  
মন্নম্ ‘আশ্রবতি’ ইত্যন্ততো দেহে গচ্ছতি । ‘তস্মাৎ’ ‘অথাৎ’ শরীরাৎ আয়তনঃ ‘বৈদ্যানরাৎ’ ‘এব’  
‘তৈজসঃ’ প্রবিবিত্তাহারভরঃ ইব এষ ভবতি ।

বিবস্ত অকিণ্ডাত্মা, তৈজসস্ত হৃদ্যতাক্ষা, প্রাজ্ঞস্ত প্রাণগতাক্ষা । ষয়মুক্তা তৃতীরমাহ—‘তন্ত’  
বিষতৈজসপ্রাপ্তানন্তরং প্রাণাত্মানমাপন্নস্ত—‘প্রাণী দিক্’ প্রাণঃ প্রাণাঃ, ‘দক্ষিণা দিক্’ দক্ষিণে প্রাণাঃ,  
‘প্রতীণী দিক্’ প্রতাক্ প্রাণাঃ, ‘উদীণী দিক্’ উদকঃ প্রাণাঃ ‘সর্ক্সাঃ’ দিশঃ সর্ক্সে প্রাণাঃ । তুরীঃ পুন-  
রাহ—‘স’ এষ সর্ক্সাত্মা ‘ন ইতি ন ইতি’ ন এতাবান্ ন এতাবান্ ভবতি । কিত্তিহি ‘আত্মা’ তত্ত্বভীতঃ  
তুরীঃ ‘অগৃহঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘ন গৃহতে’ কেনাপ্রাপাধিনা ‘অশীর্ষাঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘ন’ ‘শীর্ষাতে’ কেনাপি,  
‘অসঙ্গঃ’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘ন’ ‘সঙ্গাতে’ কেনাপি ‘অসিতঃ’ বন্ধনরহিতঃ ‘ন ব্যথতে’ ‘ন রিষ্যতি’ ন বিন-  
শ্রুতি । হে ‘জনক’ ‘অন্তরঃ’ ‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘প্রাপ্তঃ’ ‘অসি’ ‘ইতি’ ‘হ’ ‘বাজবল্যঃ’ ‘উবাচ’ । ‘স হ’  
‘বৈদেহঃ’ ‘জনকঃ’ ‘উবাচ’—হে ‘বাজবল্য’ ‘হা’ স্বাম্ ‘অন্তরঃ’ ‘গচ্ছতাৎ’ ‘যঃ’ ‘নঃ’ অন্নভ্যঃ ‘অন্তরঃ’  
‘বেদরসে’ জাগরসি । ‘তে’ তুভ্যং ‘নমঃ’ ‘অন্ত’ ইমে বিদেহাঃ অন্নম্ অহম্ ‘অসি’ তব ইতি শেবঃ ।

বিদেহাধিপতি জনক কূর্জাসন হইতে উত্থান করিয়া ভূমংস্পৃষ্টদেহে  
সমীপে গমনপূর্বক বলিলেন, হে বাজবল্য, আপনাকে নমস্কার, আপনি  
আমায় উপদেশ দিন । বাজবল্য বলিলেন, দূরপথ গমন-করিতে হইলে  
সত্রাট্ আপনি যেমন রথ বা নৌকা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তেমনি  
আপনি এই সকল উপনিষদ্ব্যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়াছেন । আপনি  
পূজ্য, আপনি সম্পন্ন, আপনি বেদ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন, উপ-

নিষদ্বন্দ্বলি শ্রবণ করিয়াছেন। বলুন এই দেহ হইতে মুক্ত হইয়া আপনি কোথায় যাইবেন ? জনক বলিলেন, হে ভগবন, আমি কোথায় যাইব তাহা জানি না। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন, আমি তাহা বলিতেছি। জনক বলিলেন, ভগবান্ তাহা বলুন।

এই দক্ষিণ অক্ষিতে যে পুরুষ বিদ্যমান, ইঁহার নাম ইক্ষ্ণ। এই সাক্ষাৎ বিদ্যমান ইক্ষ্ণকে পরোক্ষভাবে ইক্ষ্ণ বলা হয়। দেবগণ যেন পরোক্ষ ভাল বাসেন, প্রত্যক্ষ দ্বেষ-করেন।

এই বাম অক্ষিতে সেই পুরুষরূপই (ইক্ষ্ণ) বিদ্যমান। বিরাট্, ইঁহার পত্নী। এই হৃদয় মধ্যে যে আকাশ আছে সেই আকাশই এ দুইয়ের স্তবের স্থান। এই হৃদয়ে যে রক্তপিণ্ড আছে, ইহাই এ দুইয়ের ভোজ্য। এই হৃদয়মধ্যে যাহা জালের মত আছে, উহাই এ দুইয়ের আচ্ছাদনবসন। এই হৃদয় হইতে উর্দ্ধে যে নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে, এই নাড়ীই এ দুইয়ের সঞ্চরণ পথ। একটি কেশ সহস্র ভাগে বিভক্ত করিলে যেমন হয় তেমনই সূক্ষ্ম হিতানামক নাড়ীগুলি হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে (৬৬পূ[২০])। এই সকল নাড়ী দিয়া গমনশীল ভোজ্য ইত্যন্ততঃ দেহে ভ্রমণ করে। সেই জন্ত এই (তৈজস) আত্মা এই শারীর পুরুষ (বৈশ্বানর) অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আহারের ভোক্তা (৭০পূ[৪])।

[ বিশ্ব ও তৈজস প্রাণির পর ] সেই [ প্রাজ্ঞ সহ একীভূত ] সাধকের পূর্বাদিক পূর্ব প্রাণসমূহ, দক্ষিণদিক দক্ষিণ প্রাণসমূহ, পশ্চিমদিক পশ্চিম প্রাণসমূহ, উত্তরদিক উত্তর প্রাণসমূহ, উর্দ্ধ দিক উর্দ্ধ-প্রাণসমূহ, অধোদিক অধঃপ্রাণসমূহ, সকল দিক সকল প্রাণসমূহ। সেই সর্বাঙ্গা—এই পর্য্যন্ত নন, এই পর্য্যন্ত নন। ইনি অগৃহ্য এজন্ত কাহারও কর্তৃক গৃহীত হন না, অশীর্ষ্য এজন্ত কাহারও কর্তৃক খণ্ড খণ্ড হন না, অসঙ্গ এজন্ত কাহারও সহিত সংস্পৃষ্ট হন না, বন্ধনরহিত এজন্ত কিছুতেই ব্যধিত হন না বিনষ্ট হন না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক, তুমি অভয় প্রাপ্ত হইলে। বিদেহাধিপতি জনক বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমাদিগকে অভয় জ্ঞাপন-করিলেন, আপনার অভয়প্রাপ্তি হউক, আপনাকে নমস্কার, এ বিদেহ রাজ্য এবং আমি আপনারই।

ভাব—এখানে অঙ্গিগত আত্মা বিশ্ব—বাহ্যজগতের ব্রহ্মা ; হৃদয়গত আত্মা তৈজস—

অন্তর্গতের দৃষ্টা; প্রাণগত আত্মা শাক্ত—সর্বাধার্মী সর্বেশ্বর। প্রাণ ও প্রজা কৌবীতকী উপনিষদের মতে একই • । প্রজাবান্ প্রাজ; স্তুতরাং এখানে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আত্মাকে প্রাজ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সমুদায় দিশেশব্যাপী প্রাজ। দৃষ্টি যত দূর যায়, তত দূর অধার্মী প্রাজের প্রেরণা অনুভূত হইয়া থাকে। এই পর্য্যন্তই পরাআর সীমা নহে। বাহা আজ পর্য্যন্ত ব্যক্ত হয় নাই, তন্মধ্যেও তিনি বিরাজমান। স্তুতরাং এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন বলিয়া সর্বাধার্মী তুরায়ের এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সর্বেশ্বর ও সর্বাধার্মী এ উভয়ের জ্ঞান সাধকে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার কৃত্যার্থতা হয়, অভয়প্রাপ্তি হয়। জনককে রাজ্যবক্ষ্য এখানে তাহাই বলিয়াছেন। পরাআ অপরোক্ষ ভাবে, দেবগণ পরোক্ষ ভাবে আরাধিত হইয়া থাকেন। দেবগণ পরোক্ষ, চিরদিন পরোক্ষই থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে পরোক্ষপ্রিয় বলা হইয়াছে।

১। বৈদিক দেবগণ হইতে সোপানপরম্পরায় ব্রহ্মতে কি প্রকারে আরোহণ হয়, বেদান্তবচননিচয় দ্বারা এই অধ্যায় তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে যে অগ্নিতে বৈদিক যজ্ঞ নিম্ন হয় সেই অগ্নির উল্লেখপূর্ব্বক তাহাতে ব্রহ্মদর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্বাশ্রয়, জ্ঞানিগণের বুদ্ধিহু, শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া শ্রুতি এই অগ্নিকে ভৌতিকাগ্নি হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। বেদে যদি এই ভাবে অগ্নিকে গ্রহণ করা না হইয়া থাকে, তাহা চলিলে সহসা তাহাতে এই সকল ভাবের আরোপ কি প্রকারে করা হইল, এই সংশয়নিরসনের জন্য কয়েকটা শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

সুক্ষ্মা জ্ঞানসম্পন্ন বৈদ্যানর যিনি লোক সকল এবং আকাশের দীপ্তি (নক্ষত্রাদি) নির্মাণ করিয়াছেন, চারিদিকে নিখিল ভুবন একালিত করিয়াছেন, তিনি অজের প্রতিপালক ও অমৃতের রক্ষক। (৬ম, ৭ম, ৭ম)।

সকলের মিত্র অদ্বিত বৈদ্যানর স্বর্ণ ও পৃথিবীকে স্বয়ং স্থানে বিশেষরূপে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, দীপ্তি দ্বারা অন্ধকার অর্জিত করিয়াছেন, আধারভূত স্বর্ণ ও পৃথিবীকে দুই ধানি চর্কের দ্বারা বিকৃত করিয়াছেন এবং নিখিল বীর্ষ্য ধারণ করেন। (৬ম, ৮ম, ৯ম)।

এই দুইটা শ্লোকের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৈদ্যানরকে নিখিল জীবের মিত্র, রক্ষয়িতা, লোকাতীত, ভুবননির্মাণ বিস্তার এবং স্বয়ং স্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপনের কর্তা, তমোনিরাসক জ্যোতির স্রষ্টা, সমস্ত বীর্ষ্যের আধার, অজের, সর্বাশ্রয় বলিয়া বর্ণন করা

\* যে বৈ প্রাণঃ সা প্রজা বা বা প্রজা স প্রাণঃ সহ জ্যেতাশ্বিন্ শরীরে বসতঃ সহোংক্রান্ততঃ ।  
০। ৩ অধ্যায়। এখানে কেবল প্রাণ বলা হইয়াছে প্রাণসমূহ বলা হয় নাই, ইহাতে কোন গোল হইতেছে না, কেন না ‘প্রজার বাচঃ সমারুহ বাচা সর্বাণি নানান্তানোতি’ ইত্যাদি শ্লোকে বাণাদি সহকারে এই মুখ্য প্রাণের সমস্ত অনর্গত হইয়াছে, স্তুতরাং সেগুলিকে মুখ্য প্রাণের সঙ্গে গ্রহণ করিয়া প্রাণসমূহ বলা হইয়া উপনিষদের রীতি।



হইয়াছে । “অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন” “সত্য মন্ত্র দ্বারা আকাশকে দৃঢ় বন্ধ রাখিয়াছেন” “পশুগণের প্রিয়বিচরণভূমি রক্ষা কর” ( ১ম, ৬৭শ্র, ৩ ঋক্ ) ; “অনেক শ্রেষ্ঠ পুষ্টির হেতু” “স্বর্গদাতা”, “লোকসকলের রক্ষক” “স্থালোক ও পৃথিবীর উৎপাদক ( ২৬শ্র, ৪ ঋক্ )” “সেই জাতবেদা অগ্নি পশু-পক্ষি-স্বাবর-জঙ্গমপ্রভৃতি অচিরে রচনা করেন [ ১০ম, ৮৮শ্র, ৪ ঋক্ )” ইত্যাদি ঋক্ ঐ সকল কথাই সুদৃঢ় করে ।

মনের জ্ঞান জ্ঞতগানী নিশ্চল জ্যোতি স্বপ্নদর্শনের নিমিত্ত চলিছে জীবহৃদয়ে নিহিত আছে । নিখিল দেবগণ সমচিত্ত সমপ্রজ্ঞ হইয়া সমগ্রম একমাত্র কর্তৃকর্তার ( বৈশ্বানরের ) অভিযুখীন হন ।

আমার কর্ণধর, আমার চক্ষু, আমার হৃদয়ে এই যে জ্যোতি নিহিত আছে, আমার যে মন দূরে বিচরণ করিতেছে, ইহার। [ তাঁহার বিকে ] ধাবিত হইতেছে । আমি তাঁহার বিষয়ে কি বলিব, কিরূপেই বা আমি তাঁহাকে মনন করিব ? ( ৬ম, ২শ্র, ৫-৬ ঋক্ ) ।

জীবহৃদয়ে আলোক হইয়া বৈশ্বানর স্রুথের পঞ্চ প্রদর্শন-করেন, বুদ্ধিতে তিনি অধিষ্ঠিত আছেন, এ কথা বলাতে অগ্নির বুদ্ধিস্থতা প্রতিপন্ন হইতেছে ।

হে অগ্নি, প্রতিদিন অন্নলাভের নিমিত্ত তুমি সেই মানবকে উৎকৃষ্ট অমৃতত্বে ধারণ কর, উভয়বিধ অন্নের জন্ত যে ব্যক্তি নিরতিশয় তৃষ্ণায়ুক্ত হয়, সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে স্রুথ ও অন্ন উভয়ই দাও । ( ১ম, ৩১শ্র, ৭ ঋক্ ) ।

ঋতুপ্রবর্তক সূর্য্যের জ্ঞান দেব অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নেতা, সত্যবান্, বৃত্রহা, সনাতন, সর্বজ্ঞ ও দ্ব্যতিমান । তিনি স্তোভাকে নিখিল দুরিত অতিক্রম করাইয়া লইয়া যাউন ( ৩ম, ২০শ্র, ৪ ঋক্ ) ।

“দেবগণ তোমাকে অমৃতের নাভি করিয়াছেন” ( ৩ম, ১৭শ্র ৪ ঋক্ ) ; তোমার যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হন” ( ৬ম, ৭শ্র, ৪ ঋক্ ) “অগ্নি প্রভূত অমৃতদানে সমর্থ” ( ৭ম, ৪ শ্র, ৬ ঋক্ ) ইত্যাদি ঋকে অগ্নির শাস্তি-ও-মুক্তিপ্রদাতৃত্ব প্রকাশ পাইতেছে ।

তবে যে কথিত হইয়াছে,

ব্রহ্মসন্নিধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এসকল বিদ্যাও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে । দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান ( ২ । ৭ ) ।

এ সকল ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনাবৃত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি । আরোহণের অবস্থায় নহে, আকৃষ্টাবস্থায় ব্রহ্ম এইরূপে অমুভূত হন ।

২ । ব্রহ্মের অতিথৈয়রূপে সমুদায় বেদের অগ্রে ওঙ্কার উচ্চারিত হইয়া থাকে । এস্থলে সেই ওঙ্কারে ব্রহ্মদর্শন অভিহিত হইয়াছে । ঋক্ আদি বেদভেদে ওঙ্কার উচ্চারণের ভেদ হয় । ঋগ্বেদে একাক্ষর স্বরিতোদান্ত, যজুর্বেদে ত্রৈস্বর্ঘ্যোদান্ত, সামবেদে একাক্ষর দীর্ঘোদান্ত, অথর্ববেদে একাক্ষর সংক্ষিপ্তোদান্ত । ঋগ্বেদে ওঙ্কারবিষয়ে কোন স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায় না । “পরি স্রংসমোমনা বাৎ বয়ো-গাং” ( ৭ম, ৬২শ্র,

৪ ঋক্) (দীপ্ত অন্ন রক্ষার জন্ত তোমাদিগকে পরিবেষ্টন করে)। এ স্থলে নিরুক্ত-  
 ব্যাখ্যাকর্তা অবনশব্দের ঐকার ও বকারকে ওকার ও মকারে পরিবর্তিত করিয়া  
 বিভক্তিবোধে 'ওমনা' পদটির সাধন করিয়াছেন। এই প্রণালীতে অবধাতুর ক্রিয়ন্ত  
 অব্ পদটি হইতে ওম্ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রিকগণ অবধাতুর উত্তর  
 মনিন্ প্রত্যয় দ্বারা ওমন্ ও মন্ প্রত্যয় দ্বারা ওম্ শব্দের সাধন করিয়া থাকেন।  
 "বিশ্বেতির্গোমোভির্ভূবানঃ" (৫ম, ৪৩য়, ১৩ ঋক্) (আহুত হইয়া সমস্ত রক্ষার সহিত  
 আগমন করুন) এস্থলে ওমন্ শব্দের অবধাতুতে মনিন্ যোগে সাধন যেমন সমুচিত  
 ওম্ শব্দেরও তেমনি মন্ যোগে সাধন সমুচিত। ঔণাদিক মন্ প্রত্যয় পরে  
 অবধাতুর বকার ও অকার স্থলে উঠ্ (পা, ৬। ৪। ২৫) হয়। উকারব্দের  
 সর্বা দীর্ঘ হইয়া ঔণ হয় (পা, ৭। ৩। ৮৪), তৎপর প্রত্যয়ের টি (মনের অন্)  
 লোপ করিয়া (উণাদি ১। ১৩৯) ওম্ এই পদ 'রক্ষা করেন' এই অর্থে নিষ্পন্ন হয়।  
 ওম্ শব্দটি মাস্ত অব্যয় হইল বলিয়া উহার কোন সাধন হয় না (পা, ১। ১৩৯) সকল  
 বিভক্তিতে একই রূপ থাকে। যিনি রক্ষা করেন তিনি ওম্, স্তব্রাং সেই রক্ষা-  
 কর্তার ওম্ নাম উচ্চারণপূর্বক সর্বত্র বেদবাক্য উচ্চারিত হয়। "বেদগ্রাহিণ  
 ওম্ বলেন" "করিয়াছ কি?" এতদ্বত্তরে ওম্ (হাঁ করিয়াছি) এরূপ বলার প্রসিদ্ধি  
 আছে। ইহা ছাড়া 'অঙ্গীকার কর' বলিলে, ওম্ (হাঁ) এই বলিয়া অঙ্গীকার করে"  
 (৪৫পৃ) ইত্যাদি স্থলে ওম্ যখন সম্মতি বুঝায় তখন রক্ষাকর্তাকে স্মরণ করিয়া সম্মতি-  
 দানকরা হইতেছে ইহাই বুঝাইয়া থাকে। অসম্মতিস্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।  
 কে রক্ষা করেন তাঁহার ব্যাখ্যানের জন্ত ওম্ শব্দটির স্থানী অ-উ ওম্ গ্রহণপূর্বক অকারে  
 বিশ্ব, উকারে তৈজস, মকারে প্রাজ্ঞ এইরূপ সোপাধিক ব্রহ্মের বাচক ওকার বেদান্তে  
 ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক কণ্ঠের প্রবর্তক ওকারের ঋক্ যজু ও সামরূপ তিনটি  
 মাত্রা, হিনের সাধনে মনুষ্যলোক, চন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। স্তব্রাং হিরণ্য-  
 গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পরমপুরুষপর্যন্তের প্রাপ্তি ওঙ্কারেতেই হইয়া থাকে। "তাঁহার  
 (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব" (১। ২৭) এই কথা বলিয়া যোগসূত্র ওঙ্কারকে ব্রহ্মবাচক  
 বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিত্য বিদ্যমান, ওঙ্কার তাঁহাকে পৃথিবীর জন্ত একটি  
 সংকেতমাত্র—ব্রহ্মবাচক বলিবার এই ভাব। ওঙ্কারে ব্রহ্মদর্শনার্থ উহাকে প্রতীকরূপে  
 সর্বত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের জ্ঞাপক ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় এই ভাবে স্বয়ং  
 স্রুতি ওঙ্কারকে আশ্রয়ন করিয়াছেন।

৩। ৪। তৃতীয় ও চতুর্থ সমষ্টিজীবে, সমষ্টিজগতে, অগ্নি ও ঋতে ব্রহ্মদর্শন উদ্ভি-

• অবধাতুর বর স্থলে উ হইয়াছিল। বকারস্থলে উকার উচ্চারণসাম্যে এক, স্তব্রাং উকার  
 বকারের স্থানিল্পে এখানে পৃথক হইয়াছে।

খিত হইয়াছে । এস্থলে মূলে বাহ্য কথিত হইয়াছে তাহাই বথেষ্ট, আর এখানে অধিক বলা নিম্নরোজন ।

৫ । পঞ্চমে বৈদান্তিক আরোহক্রম পরিকার প্রকাশ পায়, সূত্ররাং এ অংশের অনতিবিস্তীর্ণ ব্যাখ্যান সমুচিত । এখানে তাহাই করা যাইতেছে । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এ তিন অবস্থার একই আত্মার অনুসন্ধান আত্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, এ জ্ঞাত বেদান্তে ইহারই প্রাধান্য । এই অনুসন্ধানই বেদ হইতে বেদান্তের প্রভেদ, সূত্ররাং প্রায় সকল বেদান্তেই হয় জাগ্রৎ, নয় স্বপ্ন, নয় সুষুপ্তিকে প্রধান করিয়া লওয়া হইয়াছে । জাগ্রৎ অবস্থার বহির্জগতের সঙ্গে, স্বপ্নাবস্থার মানসজগতের সঙ্গে, সুষুপ্তাবস্থার আনন্দানুভবের সঙ্গে যে আত্মপ্রত্যয় অনুসৃত থাকে সেই আত্মপ্রত্যয় বহির্জগৎ-মানসজগৎ-ও আনন্দানুভবমধ্যে ব্রহ্মানুসন্ধান উপস্থিত করে । সুষুপ্তিতে যখন সমুদায় বিজ্ঞানের বিলোপ হয়, তখন সুষুপ্তিতে আনন্দানুভব থাকে, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না সুপ্তোখিত ব্যক্তি যখন বলে ‘আমি সুপ্তে নিজা গিয়াছিলাম’ তখন সে সময়েও সুখানুভবের সঙ্গে আত্মপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে । যদি বল এটি সুপ্তোখিত ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সুখানুভব নহে, নিজা হইতে উত্থান করিলে শরীরের অনুভবশতঃ সে সময়ে যে একটা সুখানুভব হইয়া থাকে উহা তাহাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা আইসে যে, সুপ্তাবস্থার আত্মানুভব বিদ্যমান ছিল না যে আত্মার সুখানুভব থাকিবে । সুপ্ত আত্মার অনুভূতির বিলোপ হয়, একথা আদরযোগ্য নয়, কেন না দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর নিজাভিত্ত ব্যক্তিও যে মুহূর্ত্তে উঠিবে সক্ষম করিয়া নিজা যায়, সেই মুহূর্ত্তে জাগ্রৎ হয়, শব্দঘণ্টাদির বাদ্যে নিজা না ভাবিলেও যাহার প্রতি মন অভিনিবিষ্ট করিয়া সে নিজা গিয়াছিল তাহার একটু আর্ন্ত-স্বরেই অমনি জাগিয়া উঠে । বহির্জগতে মানসজগতে ব্রহ্মদর্শন যেমন, সুষুপ্তের সুখানুভবে তেমনি জীব ব্রহ্মদর্শন, সর্বাভীত ব্রহ্মঘটিত সাক্ষাদর্শন নহে । জাগ্রদাদি অবস্থা-ত্রয়ের যিনি অভীত তাঁহাকে তুরীয় বলে । এই তুরীর একটি বিশেষণ ‘অব্যবহার্য’ । এই বিশেষণে এই বুঝাইতেছে যে তিনি সকল সম্বন্ধের অভীত, তাই তিনি সর্বাভীত । ‘অব্যবহার্য’ বিশেষণের এরূপ অর্থনির্দেশ লৌকিক, তদ্ব্যতঃ এরূপ বিশেষণপ্রয়োগকরিবার অতিপ্রায় এই যে, ইহাতে হরণযোগ্য অসমগ্র ভাব নাই । ব্যবহারশব্দে ঋণদানাদি অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের মূল বুঝায় । কাভ্যায়ন এই ব্যবহারশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

নানাবিধ অর্থে বি, সম্বেহার্থে অব, হার শব্দে হরণ উক্ত হইয়া থাকে । নানাবিধ সম্বেহহরণ হয় এজন্ত উহাকে ব্যবহার বলে ।

এ স্থলে সম্বেহ কি ভিন্নগণ জ্ঞাত তিনি বলিয়াছেন :—

ভার্যনির্ধারণে ধর্মপ্রতিপাদন কটীসাধ্য ও দুজ্ঞের হইলে ঋণদানাদি বিবর লইয়া যে বাদ উপস্থিত হয়, তাহাকে ব্যবহার বলে ।

ঋণনানাদি বিষয় লইয়া বাণ উপস্থিত হইলে ত্রায়নির্ণয়করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে ; এবং কি প্রমাণ ছিল কি অভিপ্রায় ছিল সেগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়া উহাদের কোনটিকে বৃক্ত কোনটিকে অবৃক্ত সেইটি প্রতিপাদনকরত ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করাকে ব্যবহার বলে ০। অব এই উপসর্গের অর্থ—ক্রয় অসাকল্য। কাত্যায়নের নিকৃষ্টি হইতে এই আসিতেছে—যে স্থানে অসমগ্রতানিবন্ধন বস্তুর পরিমুখ হইয়া নাহি সে স্থানে সেই অসমগ্রতা অপনয়ন করিয়া সেই বস্তুকে পরিমুখ করাই ‘ব্যবহার’।

আমি অবাক্ত, অজ্ঞানী লোকেরা আমার ব্যক্ততাবাপন্ন মনে করে। আমি অন্যর ও অনুত্তম এই পরম ভাব না জানাতেই এরূপ করিয়া থাকে।

এ কথার এই বুঝা যাইতেছে যে, পরব্রহ্ম পূর্ণ, অখণ্ড, অসমগ্রতাশূন্য সূত্ররূপে তাঁহার সম্বন্ধে অক্ষুট-ক্ষুটকরণরূপ ব্যবহার সম্ভবে না। এই জন্তই তাহাতে ‘ব্যবহার্য্য’ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশ্ব অবাক্ত, অপূর্ণ এবং অসমগ্র সূত্ররূপে উহা ব্যবহার্য্য বা ব্যবহারিক। এই অসমগ্রতানিবন্ধনই উহা ক্রমিক অভিব্যক্তির অধীন। ক্রমিক অভিব্যক্তি এই ব্যবহারেরই আর একটি নাম মাত্র। “জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ দুইই জন্মরহিত ( ১২।১১[৯] )” এই শ্রুতির অনুসারে জীবের জ্ঞান ও শক্তির অভিব্যক্তি আছে বুঝাইতেছে, সূত্ররূপে জীব সম্যক্ প্রকারে ব্যবহারের (অভিব্যক্তির) অবিসরণ নহে। এইরূপে বিশ্বের ব্যবহারিকত্ব সিদ্ধ হইলেও নামরূপময় বলিয়া উহার মিথ্যা স্ব সিদ্ধ হয় না, কেন না “সেই নামরূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম” ( ৩। ১৯ ) শ্রুতি এই কথা বলিতে ব্রহ্মেতে বিদ্যমান নামরূপ ‘বিশ্পষ্টীকরণ’ প্রণালীতে তাহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ইহাই আসিতেছে। সিতাক্ষরব্রহ্মস্বরূপিতিকার জীব ঈশ্বর ইত্যাদি সকলের ব্যবহারিকধর্ম্মস্বীকার করিয়া উহাদের ব্যবহারিকত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্পষ্টীকরণ ব্যবহারিক ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সিদ্ধ পায়, ব্যবহারিক মিথ্যা এ কথা বলিলে সিদ্ধ পায় না। ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য বিশ্ব ব্যবহার্য্য, বেদান্তসিদ্ধ এ কথার অর্থ—ব্রহ্ম নিবর্তের অধীন নন বিশ্ব নিবর্তের অধীন, সূত্ররূপে শ্রীমচ্ছঙ্কর পারমার্থিক ও ব্যবহারিক এই যে ভেদ করিয়াছেন তাহাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। “যে পদার্থ একই রূপে অবস্থান করে তাহা পরমার্থ” ( বে, হৃ ২।১১।১ ভা ) শ্রীমচ্ছঙ্করের এ নিকৃষ্টি সকল বাদীরই আদরণীয়। ব্রহ্ম যদিও স্বয়ং অব্যবহার্য্য, তথাপি নামরূপের অভিব্যক্তিকালে ব্যবহর্তা হইয়া আপনাকে সর্বত্র শিবস্বরূপে সাক্ষাৎকারের বিষয় করিয়া থাকেন। এজন্তই,

• মূলে যে ব্যাখ্যান অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে অনুবাদ বিঘ্ন হয় না, তাই অনুবাদে প্রাচীন ব্যাখ্যাত্তর গ্রহীত হইল।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ঋতা, পিতামহ ( গী. ১। ১৭ )

ইত্যাদি সম্বন্ধ তাঁহাতে সম্ভবপর হয়।

“একাত্মপ্রত্যয়সার” (৭১পৃ) এই বিশেষণটি বিশেষ, মনোরাজ্যে, আনন্দাত্মতবে, এবং তাহার অতীত ভূমিতে এক পরাত্মাই বিদ্যমান ইহাই প্রকাশ করে। বিশ্বাদি ভেদে একই আত্মার চারিপাদ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বাদিতে সেই একই আত্মা। সেই সেই স্থলে তিনি বিশ্বাদির অসমগ্রতা-হরণপূর্বক প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং তিনি ব্যবহার্য্য-সহ-সম্বন্ধ ব্যবহর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধির বিষয় হন। বিশ্বাদিনিরপেক্ষ আত্মা অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ ও অচিন্ত্য হইয়াও কিপ্রকারে বস্তুরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন, এই সংশয়নিরসনকরিবার নিমিত্ত লোকে-ব্যবহর্ত্তা হইতে ব্যবহার্য্যবিষয়ের যে ভিন্নতা প্রতীতি করিয়া থাকে, শ্রুতি সেইটিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যবহর্ত্তা এবং ব্যবহার্য্য এ দুই যে স্বতন্ত্র নয়, ইহা কোন ব্যক্তিই বুদ্ধিগোচর করিতে পারে না। ব্যবহর্ত্তা বাহ্য ব্যবহার-করেন, উহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র না হইলে উহা কদাপি তাঁহার ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে না। বৃক্ষচ্ছেদনকালে ছেদক কেবল কুঠারব্যবহার করিয়া থাকে তাহা নহে, হস্তাদি সকলই ব্যবহার করে; সেই ব্যবহর্ত্তা যে সে সকল হইতে ভিন্ন, ইহা সকলেরই প্রত্যয়। এই জগৎ অসমগ্র (অপূর্ণ)। পরাত্মা নিরন্তর ইহার সমগ্রতাসাধন করিতেছেন এ জ্ঞান তিনি ব্যবহর্ত্তা। বিবিধ প্রকারের অসমগ্রতা-হরণ-করেন, এই অর্থে তিনি ব্যবহর্ত্তা। বিশ্বাদিতে পরাত্মা ব্যবহর্ত্তা হইয়া বিদ্যমান, অতএব তিনি উহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র এবং এই স্বতন্ত্রতাই উঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই স্বতন্ত্রতা হইতে তাঁহার শাস্ত্রত্ব, প্রপঞ্চাতীতত্ব, তুরীয়ত্বও সিদ্ধ পায়। তিনি এরূপে সর্বাতিত হইয়াও শিব এই জ্ঞান সাক্ষাৎকারের বিষয় হন, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীব এবং “পৃথিবী এবং পৃথিবীমাত্রা” ( ৫৩পৃ ) ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে এই তুরীয় আত্মাতে সমুদায় ভূত ও ভৌতিক বিষয় স্থিতি করে। এই জীব পরা এবং এই সকল ভূত অপরা প্রকৃতি। সেই পরাত্মাই সকলের উৎপত্তি-ও-প্রলয়স্থান, তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই। এ জ্ঞানই কথিত হইয়াছে :—

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত আমার প্রকৃতি; এমি অপরা প্রকৃতি। জ্ঞানিও এ অপেক্ষা আর একটা আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে, সেটা জীব-প্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতির দ্বারা সমুদায় জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় ভূতের উৎপত্তি জ্ঞানিও। আমিই সমুদায় জগতের উৎপত্তি-ও-প্রলয়স্থান। আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে, তেমনি আবার এই সমুদায় গ্রথিত রহিয়াছে। ( গীতা ৭অ, ৪—৭ শ্লো )।

পরাত্মা কর্তৃক আগমিত পরা প্রকৃতি আনন্দের ভোক্তা হইয়া তত দিন অন্তর্বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাতে স্থিতি করে, যত দিন না তিনি তাহাকে চেতনান্ভিমুখী করেন।

বধন সে চেতনাভিমুখী হয়, তখন মনন উপস্থিত হয়। এই মননই মন এই সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। সেই মনের ভিতরে স্বপ্ন ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নেন্দ্রিয়গণসমূহ এই মন বাসনাময় স্বাক্ষরকারে অবস্থিত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে। স্বপ্নে প্রতি এই মনকেই—“পরম দেব মনেতে সকলই এক হয়” (৫২পৃ) “নিজা কালে এই দেব ( মন ) স্বপ্নে স্বীয় মহিমান্বিত করেন” (৫৩পৃ) এই পরিষ্কার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। “বধন স্বপ্নের উদয় হয়, তখন উহার ছাড়াইয়া পড়ে” (৫২পৃ) এই শ্রোত যুক্তিতে মন জাগ্রৎ হইলে অপরা প্রকৃতি তাহার অভিমুখীন হয়। মনের (মননশক্তি) সহিত অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ হইবামাত্র পৃথিব্যাदि ভূত ও ভৌতিক সমুদায় বিষয় এবং তাহাদিগের গ্রাহক গ্রাণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়সমূহ সকলই উদ্ভূত হয়।

একই নিরুপাধি পরমাঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপবাজক উপাধিযোগে প্রাজ্ঞ, অন্তঃপ্রাজ্ঞ ও বহিঃপ্রাজ্ঞ এই সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হয়, বেদান্তের এই মত। যদি এরূপ না হইবে, তাহা হইলে “একান্নগ্রত্যয়নার” এ বিশেষণ কখন সিদ্ধ হয় না। এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে:—তুরীয় পরাঙ্গার সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ নিষিদ্ধ হইয়াছে (৭১পৃ)। যিনি সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা তিনি প্রাজ্ঞ। সুতরাং প্রাজ্ঞত্বের নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে ঐষ্ট্ব নিষিদ্ধ হইল। ঐষ্ট্ব নিষিদ্ধ হওয়াতে জীবকে লইয়া সৃষ্টিকরাও সিদ্ধ হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাতে ঐষ্ট্ব ঘটতেছে না। ঐষ্ট্ব না ঘটিলে তাঁহাতে সমুদায়ের বিলয়ও যদি হয় তথাপি তাঁহা হইতে সে সকল বিনিঃসৃত হইবে কি প্রকারে? যদি তাঁহা হইতে সমুদায় বিনিঃসৃত না হয় তাহা হইলে তিনি বিষয়োনি হইলেন কোথায়? যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তাহা হইলে সমুদায় বেদান্ত বিকল হইয়া যায়। এ বিরোধের এই প্রকারে পরিহার হইতে পারে। পরাঙ্গা একই সময়ে পূর্বাঙ্গের সমুদায় জ্ঞানের আধার। তাঁহা হইতে জীবে জ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া তাহার জ্ঞাতৃত্ব উপস্থিত হয়। এতদ্বারা বিরোধপরিহার হইবে কিরূপে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতার ভিন্নতা বিনা জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাঙ্গার ঈদৃশ ভিন্নতা সম্ভবপর নহে, কেন না জ্ঞেয় ভিন্ন হইলে তাহার দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন হইলেন, আবার জ্ঞেয়ও তাঁহা ছাড়া সত্তাবান্ হইতে পারিল না। অধিকন্তু মনন বিনা জ্ঞাতৃত্ব সম্ভবে না। বাহ্য প্রতীতির বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রতীতি কন্মাইনার অন্ত জ্ঞাতা মনন করিয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞাতার জ্ঞানের অপূর্ণতা প্রকাশ পায়, এরূপ অপূর্ণতা পরাঙ্গাতে কদাপি সম্ভবে না।

এস্থলে আর একটি সংশয় উপস্থিত হইতেছে:—তাঁহাতে যদি জ্ঞাতৃত্ব সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, অন্ত্রিব। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া এ সকল বাহ্য কিছু সকলই সৃজন করিলেন (৮।৫) “তিনি আপনি আপনাকে [বিতক্ত] করিলেন (৮।৬)” এ স্থলে অন্ত কোন উপকরণনিয়োগ হইয়া সৃষ্টিকরার

কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর হইল না। ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বে দোষ দেখান হইয়াছে, কেবল জ্ঞাতৃত্বে কেন শক্তিমত্তাতেও দোষ পড়িতেছে। দোষ পড়িতেছে কেন, তাহা এইরূপে দেখান যাইতে পারে। বাহা ছিল না তাহা তিনি করিলেন, এ কথাই এই আসিতেছে যে, ব্রহ্মের ক্রিয়ায় নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে। ক্রিয়াশক্তির কখন আগম হয় কখন অপগম হয়, ইহাতে উহার অনিত্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ণ পরা-  
 ত্মার ক্রিয়াশক্তি স্বরূপশক্তি নহে কিন্তু তটস্থা (alien) শক্তি। ‘দেবাত্মশক্তি’ ( ১২। ১১ [৩] )—‘দেবাত্মা ঈশ্বররূপ। ঈশ্বররূপে অবস্থিত শক্তি’—এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ঈশ্বরের উপাধি মায়া, সেই মায়াই এখানে শক্তিশব্দে উল্লিখিত হইতেছে ইহাই বুঝাইয়াছে। ব্রহ্ম মায়াস্বীকারকরাতে তাঁহার প্রথম ঈশ্বররূপ হইল, সুতরাং মায়াবহিঃ স্বয়ং ব্রহ্ম যে ঈশ্বর নহেন এটি সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতেছে। ব্রহ্ম যদি ঈশ্বর না হন তাহা হইলে তাঁহার জগৎকারণত্ব দাঁড়াইতেছে না। সকল বেদান্তে ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং অনীশ্বরত্বস্থাপন করিয়াও তিনিই সর্বকারণ ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে প্রকৃতিই সকলের কারণ বেদান্তের সিদ্ধান্তের বিপরীত এই মত আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন সকল বেদান্তবাদী ব্রহ্মের সর্বকারণত্ব স্বীকার করেন, তখন সেই স্বীকারটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে সকল মতের সামঞ্জস্য ঘটিবে ইহা জানিয়া আমরা তাহাই আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীমচ্ছঙ্কর যে বলিয়াছেন, “আকাশাদি বহু প্রপঞ্চ জগৎ—কার্য্য, কারণ—পরব্রহ্ম। পরমার্থতঃ সেই কারণ হইতে কার্য্য অনতিরিক্ত, অতিরিক্ত হইলে কার্য্যের অভাবই ছদয়ঙ্গম হয় ( বে, সু ২। ১। ১৪ ভা )”; এ কথায় বেদান্তবাদিগণের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ব্রহ্ম একমাত্র কারণ, তাহা ছাড়া সকলই কার্য্য। কার্য্য ব্যবহারোৎপন্ন ব্যাবহারিক। এ ব্যবহার কাহার? একমাত্র কারণ ব্রহ্মেরই; সুতরাং তিনি ব্যবহর্তা। এইরূপে তাঁহার ব্যবহর্তৃত্বসিদ্ধি পাইলে এই আসিতেছে যে, তাঁহাতে অব্যাকৃত (অনভি-  
 ব্যাক্ত) ভাবে যে নামরূপ ছিল, তাহার ব্যাকরণই (বিস্পষ্টীকরণই) ব্যবহার। ব্যাক-  
 তৃত্বেই (বিস্পষ্টীকরণকর্তৃত্বেই) তাঁহার ব্যবহর্তৃত্ব। ব্রহ্মের যদি কারণত্ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শক্তিকে স্বরূপশক্তি না বলিয়া তটস্থা বলা জ্ঞানসঙ্গত নয়, এজন্যই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন, শক্তি “অজ্ঞ (ব্রহ্মাতিরিক্ত) নয়, অসং-  
 নয়” ( বে, সু ২। ১। ১৮ ভা )। “ইগর বিবিধ পরম শক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শক্তি স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া ( ৬। ১১ [২] )”, এই প্রতিপ্রমাণে জ্ঞান ও শক্তি উভয়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ, এ উভয়ের একত্বে এই শক্তি চিহ্নজি, এ কথা বলিলে কোন দোষ পড়ে না। শক্তির আগম ও অপগম যে প্রতীত হয়, উহা ব্রাহ্মসম্বৃত। শক্তির নিরোধ ও শক্তির আবিষ্কার কিছু শক্তির অসত্তাপ্রতিপাদন-করে না। “বহু ইইব” এখানে শক্তির আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের পূর্বে “সেই নাম ও রূপ বাহার মধ্যে তিনি

ব্রহ্ম" এখানে তত্ত্ববিদগণ শক্তির নিরোধ নির্ধারণ করিয়া থাকেন। নিরাকারগণের মতে এইটি 'শক্তিবিক্ষেপোপসংহারবাদ'। অনন্তশক্তির সম্যক্ আধিকার কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং পরাশ্রিতে উহার নিরোধও নিত্যকাল আছে। নিরোধাংশে শক্তি অব্যক্ত, সুতরাং অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত চরিত্ররূপ সৃষ্টি তিন কালেই চলিতেছে, কার্যরূপা সৃষ্টি চিরদিনই আছে।

'ব্রহ্ম মার্যারীকারকরাতে তাঁহার প্রথম ঈশ্বররূপ হইল' এই কথার মধ্যে কি তত্ত্ব নিহিত আছে সেইট প্রকাশ পাইলেই জ্ঞাতৃবাদি দোষ চলিয়া যাইবে। পরব্রহ্ম একই সময়ে পূর্ণাঙ্গের সকল জ্ঞানের আধার, জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় ত্রৈলোক্য ভেদশূন্য, একরূপ নির্ধারণ করিলে নামরূপের অভিব্যক্তি এবং শক্তির আনন্দের ও নিরোধ তাঁহাতে নহে জীব-বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় এই কথা আসিতেছে। পরব্রহ্মে জ্ঞান ও বলরূপে যাহা বিদ্যমান জীববুদ্ধিতে তাহার অঙ্গদাকারে প্রকাশ—সৃষ্টি, তাই শ্রুতিসকল সৃষ্টির আদিতে পরাশ্রয়ার জীবে প্রবেশ বর্ণন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সম্পদশক্তি এবং সৰ্বজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীব-বিনা কে তাহা উপলব্ধি করে, তাই জীবে অল্প প্রবেশ হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব জীববুদ্ধি-গোচর হয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সৰ্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্গামী, ইনি সকলের প্রসবিভা, ইনি সকল ভূতের উৎপত্তি ও নিরোধ (৭০পৃ)।" পরাশ্রয়ার আলিঙ্গনে অন্তর্ভুক্তজ্ঞানশূন্য জীব প্রবুদ্ধিবাহার প্রিয়তমতঃ তাঁহার সর্বেশ্বরত্বাদি অনুভব করে, এই জন্তই শ্রুতি ওরূপ বলিয়াছেন। পরাশ্রয়া সকলের ঈশ্বর, সকল জ্ঞানের আধার, সকলের নিয়ন্তা, সকলের কারণ, সকলের উৎপত্তি-ও-নিরোধস্থান হইলেও জীবই সেই সেই নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, এজন্ত জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা প্রাক্তেতে ঐ সকল বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে, তুরীয়ে নহে। সর্বেশ্বরত্বাদি পরব্রহ্মেতে ছিল না, অকস্মাৎ ঐ সকল জীববুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণিত পাইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। কোথা হইতে সে সকলের ক্ষুণ্ণিত হইল তাহার কারণাবধানে প্রস্তুত হইলে সকলের কারণ পরব্রহ্মেতেই উহা বিশ্রামলাভ করে। এই জন্তই বৃহদারণ্যকে নিকৃপাধি পরব্রহ্মে 'সৰ্বাত্মত্ব' (৩। ২১) এই বিশেষণের উল্লেখ হইয়াছে।

সর্বেশ্বরত্বাদি মায়িক যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে পরাশ্রয়া মার্যার, মার্যার তাঁহার অনতিরিক্ত, তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শক্তি, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপমধ্যে উহার প্রবেশ কে নিবারণ করিবে? 'ইন্দ্র স্বীয় প্রজ্ঞাযোগে রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিরূপ হইয়াছিলেন। আপনার সেই রূপ প্রকাশকরিবার জন্ত বহুরূপ হইয়াছিলেন। যেহেতুক ইহার রথে যোজিত অশ্বের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গণ দশ শত।' (৫।২১) বৃহদারণ্যকে উদ্ধৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যানকালে ভাব্যকার বৈদিক মার্যারশব্দের নিকটোক্ত প্রজ্ঞা অর্থের আদর করিয়াছেন। উপরে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সকলই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বদ্বারা শব্দিত হয়, তাহাকে রূপ বলে। "সত্য জ্ঞান অনন্ত" ইত্যাদি



শব্দ দ্বারা যাহা প্রখ্যাত হয়, তাহা রূপ। সত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ সেই রূপ জীবের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য ইন্দ্র ( সর্বেশ্বরব্যাক্ত পরাশ্রয় ) রূপে রূপে ( শব্দের বিষয়ভূত প্রত্যেক বিষয়ে ) “ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট প্রপঞ্চ” এই যুক্তিতে প্রতিরূপ অর্থাৎ সত্যাদি শব্দের অল্পবায়ী হইয়া যে যে বিষয়ে যে যে রূপ প্রকাশ পায় সেই সেই রূপ হইলেন। এইরূপ প্রতিরূপ হওয়াতে তিনি মায়ায় ( বিচিত্র জ্ঞানকৌশলে ) এক হইয়াও বহুরূপ হইলেন। ইহার অর্থ এই—“বহু হইব” এই প্রতিজ্ঞানুসারে এক অক্ষর জ্ঞানবস্তুর বিষয়ে বিষয়ে ভিন্নরূপে প্রতীতির বিষয় হইলেন। ঋক্‌সংহিতাসমুচিত ব্যাখ্যা গৃহীত না হয় এজন্ত বেদান্ত আপনি উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ইনিই সেই ইন্দ্রিয়গণ [ও তাহাদের] দশ সহস্র, বহু ও অনন্ত বিষয়।” এই পরাশ্রয়ই সেই ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয় চন্দ্র-সুগাঢ়িক সকলই, কেন না উহার সকলে ইহার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং ইহাকে ছাড়িয়া উহাদের সহ্য নাই। বিষয় সকল অসংখ্য এজন্ত দশ সহস্র, বহু ও অনন্ত বলা হইয়াছে। “যদি নামরূপ অভিব্যক্ত না করিতেন তাহা হইলে পরাশ্রয় নিজের নিরূপাধিক প্রজ্ঞানঘনান্য রূপ প্রকাশ পাইত না” এ কথা বলাতে আমরা যাহা বলিলাম তাহাই যে ভাষ্যকারের অভিপ্রেত অর্থ তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তপনের তাপ সর্বতো-বিসারী, অথচ যেমন—জীবের তাৎকালিক অল্পভূতি অবলম্বন করিয়া—বলা হয় ‘তপন তাপ দিতেছেন’, সেইরূপ একই সময়ে পূর্বাধার নিখিল জ্ঞানের আধার পরাশ্রয় সম্বন্ধে “তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন” ( ৬৬[১৯] ) “তিনি তপ করিয়া এ সমুদায় স্বজন করিলেন” ( ৮৫ ) ইত্যাদি বর্তমান ও অতীত কালের প্রয়োগ জীবের তাৎকালিক অল্পভূতি অবলম্বন করিয়া করা হয় ; এই জন্য ইহাতে কোন দোষ পড়ে না।

“বাক্ দ্বারা যে নাম উদ্ভূত হয়, সেই নাম বিকার, যুক্তিকাই সত্য ( ১২।১ )” এই শ্রুতির যদি এই অর্থ হয় যে, সর্বকারণ ব্রহ্মই সত্য বিকারসমূহ অসত্য, তাহা হইলে “নামরূপ ইহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম” এই শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মেতে নামরূপের নিত্য স্থিতি খণ্ডিত হইয়া যায়। “যুক্তিকাই সত্য” এ কথা বলাতে তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকল বিকার অসত্য, এ সিদ্ধান্ত শ্রীমচ্ছরীর উক্তিতেই সংশোধিত হইতেছে, কেন না তিনি বলিয়াছেন “সংস্করণের সহযোগে সমুদায় নামরূপাদি সত্য, তন্নিরপেক্ষ বিকারসমূহ স্বয়ং অসত্য”। তাঁহার এই উক্তি সকলবাদীর মতের সামঞ্জস্যসাধন করে, সুতরাং ইহা লইয়া বাদপ্রতিবাদ বৃথা। এরূপ ভ্রম হওয়া সমুচিত নয় যে, ব্রহ্মেতে নামরূপের স্থিতি শ্রুতি যে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তেজ অপ্ ও অন্নরূপ স্থূল পদার্থ স্বল্প নহে। শ্রুতি যখন তেজ অপ্ ও অন্নের সৃষ্টি এবং “পৃথিবী ও পৃথিবীমাত্রা” ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন তখন সেই উক্তিতে নাম ও রূপের আকার যে জ্ঞান ও বল তাহাই সিদ্ধ হইতেছে। এজন্তই বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই, পরমাশ্রয়ী জগতের প্রকৃতি জগতের যোনি, জগতের বীজ ( ১৪।২৩—২৭ )। বিশেষ বিবাক্যমান পরাশ্রয় প্রথমতঃ বিশ্বযোগে বুদ্ধিগোচর হন,

এজ্ঞ তিনি জীবসন্নিধানে বিধনামে প্রসিদ্ধ । মন বিনা চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্ৰিয় স্ব স্ব বিষয়-  
গ্রহণে অসমর্থ । স্থূলজগন্নিরপেক্ষ মানসব্যাপার যে স্বপ্ন উহাই মনের সাক্ষ্য প্রমাণ, যথেষ্ট  
জ্ঞানমাত্র প্রতিভাত হয়, স্তূতরাং স্বপ্নে বিরাজমান পরাশ্রা তৈজসনামে প্রসিদ্ধ । স্বপ্ন  
জীবন্ত বা ব্রহ্মন্ত, ( অ২।১—৬ ) এ মতভেদ অকিঞ্চিকর । দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়-  
সমূহ স্বপ্নাকারে উপস্থিত হয়, এজ্ঞ উহা জীবন্ত একথা বলিলে যিনি সর্বকারণ তাঁহার  
সর্বকারণত্বের হানি হয় । এজ্ঞই শ্রীমচ্ছঙ্কর বলিয়াছেন “স্নেহ ও শ্রাজের ক্রিয়া আছে,  
এ কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না । তিনি যখন সর্বেশ্বর, তখন সকল অবস্থাতেই  
তিনি অধিষ্ঠিত ইহাই প্রতিপন্ন হয় । আকাশাদি সৃষ্টির ত্রায় সক্ষাপ্রতি (জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি  
এ দুইয়ের স্বাধীনতা স্বপ্নাবস্থায় ) সৃষ্টি পারমার্থিক নয়, এই কথাই কেবল আমরা প্রতি  
পাদন করিতেছি (অ২।৪ ভা) ।” তুরায় এবং প্রাজ্ঞের তত্ত্ব গীতা এইরূপ বলিয়াছেন :—

সেই অবাক্ত হইতে আর একটি যে অবাক্ত সনাতন পরম ভাব আছে, সেটি সমুদায় ভূত নষ্ট হইয়া  
গেলো বিনষ্ট হয় না ( ৮।২০ ) ।

ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রকৃতি হইতে জগতের অভিব্যক্তি হইলেও  
প্রকৃতির অতীত অবাক্ত, জ্ঞানাদির অবিসয়, নিত্য, অবিনাশী, সত্ত্বামাত্র তুরায় এক  
পরতত্ত্ব আছেন । যদি জগৎ অভিব্যক্তি হইলেই পরতত্ত্ব নিঃশেষ হইয়া যান, তাহা হইলে  
তিনি জীবৎ জগদ্রূপ শরীরে বদ্ধ হইয়া পড়েন, বদ্ধ হইলে আর তাঁহার নিঃসৃত্ব থাকে  
না, জগতের ক্রমিক অভিব্যক্তিতেও তাঁহার কোন সামর্থ্য থাকে না । এজ্ঞই ঋক্  
বলিয়াছেন “গমুদায় ভূত ইহার এক পাদ, দিব্য লোকে ইহার তিন পাদ অমৃত ( অবি-  
কারী ),” ( ১০ম, ৯০ম, ৬৭ম ) ।

যে পার্শ্ব, অনন্তভক্তিতে সেই পরমপুরুষকে লাভ করা যায়, তাঁহার অন্তঃস্থ সমুদায় ভূত এবং যিনি  
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন (৮।২২) ।

যিনি সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন তিনি  
প্রোক্তনামা পরমপুরুষ । একই পরমাত্মা একটু সময়ে সর্বাতিত, সকলকে আপনার  
অন্তর্ভূত ও সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, স্তূতরাং কোন একপক্ষ আশ্রয় করিয়া অপর  
পক্ষের সহিত বিরোধ নিখা । জীববুদ্ধি সহজে গ্রহণ করিতে পারিলে, দর্শনকালে  
ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত ভাবে দর্শন হইল তাহা বুদ্ধিতে পারিলে, এ নিমিত্ত একই  
পরমাত্মা জগতে জীবে ও তদতীত ভাবে আছেন বলিয়া নামভেদে তাঁহাকে গ্রহণ করা  
হইয়াছে, বস্তুতঃ তাঁহাতে ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক কোন ভেদ নাই ( অ২।১১—২১ ) ।  
বুদ্ধিভেদে দর্শনের তারতম্য হয় গীতা ইহা বলিয়াছেন :—

জ্ঞানী ব্যক্তি বিভক্ত সর্বভূতে যে জ্ঞানের দ্বারা এক নির্বিকার অবিভক্ত ভাব দেখিয়া থাকে, সেই  
জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জ্ঞান । যে জ্ঞান সর্বভূতে পৃথক পৃথক নানা ভাব পৃথক ভাবে অবগত করে,  
তাহাকে রাজস বলিয়া জ্ঞান । যিনি প্রমাণে এই একটি কাণ্ডাই সমগ্র এইরূপ বাহাতে অতিনিবেশ  
হয়, বাহাতে বহুভূত তত্ত্ব কিছুই নাই, বাহা অতি তুচ্ছ তাহাকে তামস জ্ঞান বলে ( ১৮। ২০—২২ ) ।

যে জ্ঞান জগৎ জীব ও তাহার অতীত ভূমিতে “একাত্মপ্রত্যয়সার” এই শ্রুতির  
কল্পরূপ একই পরমাষ্ট্রাকে দর্শন করে, সে জ্ঞান সাত্বিক ; বিখ-ভৈরবাদি ভেদ তাত্ত্বিক  
(real) মনে করিয়া যে জ্ঞান পরমাষ্ট্রাকে সেইরূপ ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, সে জ্ঞান  
রাজসিক ; যে জ্ঞান যুৎ ও শিলাখণ্ডাদিকে ঈশ্বর মনে করিয়া তাহা ছাড়া অপর স্থলে  
তঁাহাকে দর্শন করে না, এবং তদতিরিক্ত জগজ্জীব তঁাহার অধিষ্ঠানবর্জিত এই ভাবিয়া  
তাহাদের অবমাননা করে, সে জ্ঞান তামসিক, এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। যিনি পরাষ্ট্রা  
যিনি শিব তঁাহার প্রপঞ্চাভীত প্রজ্ঞানঘন কল্যাণঘন রূপ বুদ্ধিগোচর করিবার জন্য জগৎ  
ও জীবকে পরা-এবং-অপরা-প্রকৃতি-সমুৎ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া এক পরমাষ্ট্রাতে উপ-  
হিতচৈতন্য, অমুপহিতচৈতন্য ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি উৎপাদনকরত সেই ভেদ অবিদ্যাকৃত,  
এরূপ বাঁহারা মনে করেন, তঁাহারা রজোগুণের প্রেরণায় লৌকিক সিদ্ধান্তকেই তাত্ত্বিক  
বলিয়া উপস্থিত করেন ; কারণ পরমাষ্ট্রাতে কদাপি অবিদ্যার সংস্পর্শ সম্ভব না ; রজ-ও-  
তমোগুণের প্রাচুর্য্যাবে জীবের উহার সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে এবং তৎসংস্পর্শেই জীবের  
অগণ্ডে খণ্ডবুদ্ধি উপস্থিত হয়। যদি বল আমরা তো ভেদ অবিদ্যাকৃত বলিতেছি না,  
মারাকৃত বলিতেছি। যদি মারাকৃত বল, তাহা হইলে মারা যখন প্রজ্ঞা, তখন তাহা  
হইতে বাঁহা মিথ্যা তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে, মিথ্যার উৎপত্তি হইলে যে প্রজ্ঞার  
স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে। স্বরূপবিচ্যুতি ঘটে বলিয়াই পরাষ্ট্রাতে ভেদকল্পনা প্রজ্ঞারূপিনী  
মারাকৃত নহে অবিদ্যাকৃত এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে শ্রুতি  
কেন বলিলেন, “সত্যই সত্য ও অনৃত উভয় হইলেন (৮৫)” ইহার কারণ “সৃষ্টির পূর্বে  
এই বিশ্ব অসৎ ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ হইল (৮৬)” এই শ্রুতিতে খুঁজিয়া লইতে  
হইবে। অনৃত - অসৎ, অভাবাত্মক, অসমগ্র, অব্যক্ত। সেই অসৎ, অভাবাত্মক,  
অসমগ্র, অব্যক্তের জগৎই ব্যবহৃত্যর ব্যবহারে ভাবাত্মক সত্তের স্বরূপাভূ প্রবেশ উপস্থিত  
হইল। যদি এইরূপ সৎ ও অসত্তের একত্র স্থিতি না থাকিত তাহা হইলে ব্যবহৃত্যর  
ব্যবহারের বিচ্ছেদ ঘটিত। শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎস্বপ্নেশ্বর যেমন বলিয়াছেন  
“ভগবান্ বাদরায়ণ কোন সূত্রে সংসারের অজ্ঞানপরিকল্পিতত্ব বলেন নাই, প্রত্যুত স্বপ্ন-  
সৃষ্টির নিরাকরণের দ্বারা জাগ্রৎ সৃষ্টিরই সত্যত্ব নির্দ্বারক করিয়াছেন”, তেমনি এ  
কথাও বলা যাইতে পারে ভগবান্ বাদরায়ণ কোন সূত্রে পরমাষ্ট্রাতে উপহিতচৈতন্য  
অমুপহিতচৈতন্য ইত্যাদি ভেদ ঘোষণা করেন নাই। যে অবিদ্যা অথগে খণ্ডবুদ্ধি  
উৎপাদন করে, সেই অবিদ্যাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবরুদ্ধ করিতে হইবে, এ জগৎই  
তত্ত্বজিজ্ঞাসা এবং অবিদ্যানিরোধের উপায়ভূত বেদান্তসমালোচনা প্রয়োজন।

• ব্রহ্ম যখন মারা দ্বারা উপহিত (প্রচ্ছন্ন) হন তখন তিনি মারোপহিত চৈতন্য। এক্ষণে  
প্রচ্ছন্ন হইয়া তিনি ঈশ্বর হন, সৃষ্টির কর্তা হন। যখন ব্রহ্ম মারা দ্বারা উপহিত (প্রচ্ছন্ন) হন না  
তখন তিনি অমুপহিতচৈতন্য ব্রহ্ম বা তুরীয় আত্মা।

সর্বাঙ্গীত ত্বীয় পরাঙ্গাতে আত্মা ও শিব এই দুইটি বিশেষণ থাকাতে তিনি জীবের অমুভবগোচর হন, সুতরাং তাঁহার প্রজ্ঞানঘন কলাগঘন রূপ কোন বাদীই অনাদর-করিতে পারেন না। জনক সহ দৃষ্টবাল্যকির কথোপকথনে দেখিতে পাওয়া যায় সত্তামানে বস্তুজ্ঞান অপেক্ষা যে স্বরূপ দ্বারা উহা অস্ত্র বস্তু হইতে পৃথক্ হয়, সেই স্বরূপে উহার বিশেষত্ব। বেদান্তের সর্বত্রই যে ঐদৃশ স্বরূপজ্ঞানের বিশেষত্ব দেখা যাইবে, ইহা আর কিছু বিচিত্র নহে। স্বরূপ বিনা বস্তুর সত্তা বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না, ইহা সকল লোকেই অমুভব-করিয়া থাকেন, সুতরাং সে অমুভূতি কোন তর্কের দ্বারা অপসারিত করিতে পারা যায় না। শক্তি হউক, চৈতন্য হউক, শিব হউক বা শিবের অপর নাম অনন্দ হউক, ইহার। নিয়ত সত্তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান থাকে, তাই ‘ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ’ এ কথায় সকল বাদীই একমত। যেখানে একতা আছে সেখানে বিতঙাকরাতে দৃষ্টিমালিন্য প্রকাশ পায়, সুতরাং পণ্ডিতগণের সেরূপ বিতঙা সপাণা পরিহায্য। এগুলি বিশেষণ নয় কিংব স্বরূপ, এরূপ হুস্ত বিচার তুলিয়া বিশেষণ-গুলি আগন্তুক সুতরাং অস্থায়ী, স্বরূপগুলি বস্তুগত সুতরাং স্থায়ী ও পারমার্থিক, এরূপ বলাতে বিচারের গভীরতা প্রকাশ-পায় না। গভীরতা প্রকাশ পায় না বলিয়াই কতকগুলি বিশেষণ বস্তুগত, কতকগুলি আগন্তুক এরূপ ভেদ সাধন করাতে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। যে বিশেষণ বস্তুগত ও বস্তুর স্বভাবসম্মত উহা স্বরূপ, যে বিশেষণ আগন্তুক উহা অত্ৰপ্রকার, কেন না উহা বিপর্যবর্তিত হইয়া যায়। সামুদ্রিক ও বৈসাদৃশ্য বিনা বস্তুর পার্থক্যজ্ঞান কদাপি সম্ভবে নী। বস্তুগত এবং আগন্তুক বিশেষণ দ্বারা বস্তুর পার্থক্য জ্ঞান উপস্থিত হয়। গুরুত্বাদির আগন্তুকত্ব এবং শক্তির বস্তুত্ব যদিও আধুনিকগণ প্রমাণসিদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি সে প্রমাণে গুরুত্বাদি যে সর্বথা মিথ্যা হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, কেন না শক্তিরূপে গুরুত্বাদি মিথ্যা হইলেও শক্তির সহ-চালিত্ব তাহাদিগের সত্য কোন বাদীই অস্বীকার করিতে পারেন না। শক্তিতে যদি বৈচিত্র্য না থাকিলে তাহা হইলে অত্ৰ উহার সংক্রমণ হয় কিরূপে? শক্তি যে চিহ্নকিত তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শক্তি যে পরাঙ্গার অধিরক্ত নয়, অসং নয় তাহাও বলা হইয়াছে। শক্তির বৈচিত্র্যগুলি জগতে প্রকাশ পাইয়া বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। শক্তি সত্য, তাহার বৈচিত্র্যসম্বৃত বিশেষণগুলি অসত্য একথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রজ্ঞানঘনাত্ম-রূপ-প্রকাশের নিস্তি যদি নামরূপের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যপ্রকাশার্থ পদার্থসমূহে গুরুত্বাদি সংক্রামিত করাতে কি দোষ? নামরূপের অভিব্যক্তিই বৈচিত্র্যপ্রকাশ এ কথা বলিলে, গুরুত্বাদি রূপ এবং গুরুত্বযুক্ত নাম পদার্থ, ইহাই আসিতেছে। স্রষ্টাঃসিদ্ধ এ সিদ্ধান্ত লইয়া আমরা বিরোধ উপস্থিত করি নাই, কেন না প্রজ্ঞানঘন রূপ ও শক্তি এ দুই কিছু ভিন্ন পদার্থ নহে। বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুদ্ধিগম্য করাইবার জন্য নামরূপের অভিব্যক্তি এবং বৈচিত্র্য-

প্রকাশ এ দুইটিকে প্রতিযোগী ভাবে উপস্থিত করা আমাদের অভিপ্রায়। এইরূপে সনিশেষ ও নির্কিংশেষবাদীগণের বিরোধ অপসারিত হইতেছে। কেন না পরমাশ্রীতে স্বয়ংভেদসাধক বিশেষত্ব না থাকিলেও তাঁহার আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত জগৎ ও জীবের সঙ্গে ভেদসাধক বিশেষত্ব তাঁহাতে আছে। এ বিশেষত্ব ব্যবহারিক, এ কথা বলিলেও উহার পারমার্থিকত্বের কোন হানি হইতেছে না, কেন না পরাশ্রী হইতেই সে ব্যবহারের প্রবর্তনা হইতেছে, এবং সে ব্যবহার নিত্য প্রবৃত্ত রহিয়াছে। পরাশ্রীপ্রবর্তিত ব্যবহার নিত্য প্রবৃত্ত আছে আমাদের এ কথা বলাতেই ‘মিতাক্ষরা ব্রহ্মহ্রদবিসৃতির’ প্রণেতা যে বলিয়াছেন “নির্কিংশেষত্বনশতঃ জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার থাকে না এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না পরমার্থতঃ জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার না থাকিলেও ব্যবহারিক ধর্ম লইয়া জীব ও ঈশ্বর এ ব্যবহার প্রতিপন্ন হয়”, এ কথার সহিত আমাদের কথার কোন বিরোধ হইতেছে না। “আকাশাদির দ্বারা এই সন্ধ্যাপ্রতি সৃষ্টি পারমার্থিক নয়” এবং “আকাশাদিসৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্য নাই” ( ৩২।৪ ভা ) শ্রীমচ্ছঙ্করের এই উক্তিতে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না, কেন না সংস্করণের সাহচর্য্যে সত্য, তন্নিরপেক্ষতার অসত্য ইহা তিনি আপনি স্বীকার করিয়াছেন। জীব নিয়তই আপনা হইতে পরমাশ্রীর বিশেষত্ব দেখিয়া তাঁহার সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ অল্পভবগোচর করে এবং সেই সকল স্বরূপ আত্মস্থ করিয়া আত্মস্থ স্বরূপবিন্দুগুলিকে বাড়ায়, এ কথার কোন বিতর্ক উথিত হইতে পারে না। আর এই কথাতেই আরম্ভে যে বলা হইয়াছে ‘সত্তামাত্রে বস্তুজ্ঞানাপেক্ষা যে স্বরূপ দ্বারা উহা অল্প বস্তু হইতে পৃথক হয় সেই স্বরূপে উহার বিশেষত্ব’ তাহা দোষশূন্য হইতেছে। প্রাজ্ঞালিঙ্গিত জীবের নিত্যত্ব, এবং প্রাজ্ঞের সহিত উহার সম্যক একতা হইলেও জীবের দৃকশক্ত্যাদির অবিলোপ যখন স্বয়ং বেদান্তই পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, তখন সে কথা লইয়া বিচার বুধ। জীবাত্মার দৃকশক্ত্যাদির বিলোপ না হইয়াও, উহা ক্রিয়াশীল থাকিয়াও প্রকৃতি ও পরমপুরুষ হইতে উহার বিভক্তত্ব ও দ্বিতীয়ত্ব কেন ঘটে না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে “কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়াও তিনি কিছু করেন না” ( গী, ৪।২০ ) এই কথার অনুসারে বিভক্তত্ব ও দ্বিতীয়ত্ব থাকে না, কারণ প্রকৃতি ও পরম পুরুষের সহিত সর্ব্বথা বিরোধিতাপরিহার করিয়া, আত্মকর্তৃত্ববিলোপ করাতে কেবল প্রকৃতি ও পরম পুরুষের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। পরাশ্রী অকর্তা তাঁহার আবার কর্তৃত্ব কোথায়? তিনি সর্ব্বকারণ এ অল্পই তাঁহার কর্তৃত্ব। আপনি অবিক্রিয় হইয়াও অল্পই তিনি ক্রিয়াসঞ্চারণ করেন, এজন্যই তিনি কারণ।

৬। উপরে জীব ও ব্রহ্মের নিত্য সম্বন্ধের বিষয় যে প্রকার উক্ত হইল তদনুসরণ করিলে সকল বাদীর বিরোধের নিশ্চিন্তি হয়, এজন্য তাহাই অবলম্বন করিয়া তৎসমীকরণ করা যাইতেছে। জীব ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বিনা সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। এজন্য ‘মিতাক্ষরা

ব্রহ্মব্রহ্মবিভূতির' প্রণেতা বে বলিয়াছেন, জীব ও পরাশ্রা এ উভয়কে একত্র গ্রহণপূর্বক এই প্রকরণটি নিবদ্ধ হইয়াছে সেই কথাই আমরা ঠিক মনে করি ।

“ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । সেই অস্ত্রই এই ব্ৰহ্ম উক্ত হইয়াছে—পরমাকাশে যিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে হৃদয়গুহার নিপুতভাবে স্থিত জানেন তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম সহ এক হইয়া সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ-করেন ( ৪ । ১১ ) । সেই এই আশ্রা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধি সকল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রোম, রোম হইতে পুষ্ক ( ৮৪ ) ।

এই প্রকারে জীব ও পরাশ্রা একত্র স্থিতি এই প্রকরণে প্রধানরূপে উপস্থিত হইয়াছে । ‘পরমাকাশে হৃদয়ে নিহিত সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি জানেন’ এরূপ বলাতে জীবের আলিঙ্গিতরূপে জীবাশ্রাতে বিদ্যমান ব্রহ্ম এখানকার অভিধেয় হইতেছেন । মাছুক্যে এবং বৃহদারণ্যকে ( ৩ । ২২ ) যে প্রকার, এখানেও সেই প্রকার ‘সেই এই আশ্রা হইতেই,’ এ কথার ‘সেই’ ব্রহ্ম ‘এই’ জীবাশ্রা আলিঙ্গনে এক ও অভিন্ন হওয়ার্তে এক ‘আশ্রা’ শব্দে শ্রুতি উল্লেখ-করিয়াছেন । একান্তই অন্নময়াদি পাঁচটি পর্কেই (কোষেই) পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীব অভিধেয় । ‘ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ-করিয়া থাকেন’ উপক্রমে এই কথা বলিয়া ‘তিনি সর্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত সমুদায় কামনার বিষয় ভোগ-করেন’ এখানে উপক্রান্ত বাক্যের সাফল্য হইল, সুতরাং পাঁচটি পর্কে আর এ উপক্রমের সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না, সেই সেই পর্কে পরাশ্রাকর্তৃক আলিঙ্গিত জীবেরই প্রাধাত্য, এ কথা বলিতে পার না, কেন না শ্রুতির উদ্দেশ্য মোক্ষ তিনি কখন আলিঙ্গনকর্তাকে অপ্রধান করিয়া জীবের প্রাধাত্যস্থাপন করিতে পারেন না । যদি তাহাই হইত তাহা হইলে “আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় আশ্রা শুদ্ধ হউক” এতদনুসারে জীব হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ করিয়া কেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না । যদি অন্নময়াদি সর্বত্রই পরব্রহ্মকে পরমাত্মরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আর সকল হইতে আনন্দময়ের অন্তরতমম্বনির্দ্ধারণ করিয়া চরমপর্বন্ত আনন্দময়ের ব্রহ্মহীনরূপণকরা সূত্রকারের ভ্রম হইয়াছে । ইহার উত্তর এই—সর্ববিধ উপাধিতে ব্রহ্মদর্শন জীবের নিকটে সমান নয়, কেন না সেই সেই উপাধি দর্শনে ব্যবধান ঘটায়, নিজের আশ্রাতে দর্শনে কোন ব্যবধান উপস্থিত করে না, একান্ত শ্রুতি ‘সেই তুমি’ ( ১২ । ২৯ ) ইত্যাদি বাক্যে অপরোক্ষব্রহ্মদর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন । পরাশ্রা কর্তৃক আলিঙ্গিত জীবে আশ্রাপরিশোধন দ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন হয়, একান্ত সেই অপরোক্ষদর্শনসাধনের নিমিত্ত পর্বন্তগুলির তারতম্যানুসারে অন্তরত্বের উল্লেখ করিয়া আনন্দময় চরমকোষে সর্বান্তরত্ব কথিত হইয়াছে । “একাত্ম প্রত্যয়সার” এই শ্রুতানুসারে সকল পর্কেতেই এক আশ্রা ব্রহ্ম এইটি প্রদর্শনজন্য ‘অসৎ হয়’ ( ৭২পৃ ) এই মন্ত্রের পরেও “পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের যিনি আশ্রা এই আনন্দময় আশ্রা তাহার

শারীর আত্মা" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ করিয়া তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পর্বে একমাত্র 'ব্রহ্মবেদন' (ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান) উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে এ তিন পর্বের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয় পর্বে ব্রহ্ম মনের অতীত এই কথা বলিয়া উহাতে আনন্দের ক্ষুধা উক্ত হইয়াছে। চতুর্থ পর্বে অল্পাধিক কৰ্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ-করিয়া প্রমাদনিবৃত্তি, পাণ্ডপরিহার ও সমুদায় অভিলষিতবিষয়প্রাপ্তি হয় এরূপ বলাতে এখানে 'ব্রহ্মবেদন' কৰ্ম্মোপনিষদিত ব্যবহৃত, সুতরাং পঞ্চমপর্বোক্ত 'ব্রহ্মবেদন' এইতে উহা পৃথক হইতেছে। "এই তিনি আছেন একথা যিনি বলেন তাঁহার নিকট ছাড়া অল্প তিন কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন" এই শ্রুতির অহুসারে পঞ্চম পর্বের 'ব্রহ্মবেদন' সাক্ষাৎ দর্শন। আনন্দময় ও আনন্দ এক নয়, আনন্দই ব্রহ্ম, সুতরাং আনন্দময় জীব, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, কেন না মাধুক্য উপনিষদে জীবের আলিঙ্গনকর্তা আনন্দময় বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তুরীয়ে 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা বলাতে জীবের আলিঙ্গনকর্তা ব্রহ্ম নন এ যদি বলা হয়, তাহা হইলে 'একাত্মপ্রত্যয়সার' এ কথার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, জীবপ্রকৃতি যখন তুরীয়ের সঙ্গে অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করিল তখন বিভক্তাবস্থায় যে আলিঙ্গনকর্তৃত্ব উপলব্ধির বিষয় ছিল, তাহা আর রহিল না। আলিঙ্গনকর্তা ব্রহ্ম নন ইহা বলা যদি উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে 'প্রজ্ঞানঘন নন' এ কথা না বলিয়া 'প্রজ্ঞান নন' এই কথা বলা হইত। যদি এরূপ বলা হয়, আলিঙ্গনকর্তাকে আনন্দভূক্ত বলাতে আনন্দ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার স্বতন্ত্রতা, যিনি আনন্দভূক্ত তিনি আনন্দময় এরূপ বলাতে নিরূপাধি পরাত্মা হইতে তাঁহার ভেদ, তাহা হইলে তদন্তরে এই বলিতে হয়, বিশ্ব ও তৈজস এ উভয়ের একোনবিংশতি মুখের স্থায় চেতনামুখে আনন্দসম্ভোগ আলিঙ্গনকর্তার নহে, তদ্ভাবাপন্ন জীবের কারণ

৬টি মন্দরপক্ষমুখ পাখী সর্বদা একত্র সংযুক্ত, পরস্পর সখা; তাঁহারা একই বৃক্ষ আলিঙ্গন-করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি খাদ্য ফল ভোজন করেন, অপরটি অনশন থাকিয়া দেখিতে-ছেন। ( স্বক্ ১ম. ১৬৭স্থ, ২০ স্বক্ )।

এই ঋকে যিনি আলিঙ্গনকর্তা তিনি আনন্দদাতা যিনি জীব তিনি আনন্দভোক্তা, এ উভয়কে পক্ষিরূপে বর্ণনকরা হইয়াছে। যদি বল ইহাতেও ব্রহ্ম আনন্দময় এ কথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না এখানে জীব আনন্দ সংক্রামিত হওয়াতে জীবই আনন্দময়। আনন্দের ভোক্তা হইয়া তিনিই আনন্দময় এ কথা সিদ্ধ হয় না, কেন না ইহাতে দাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এ ভেদ বিলুপ্ত হয়। আচ্ছা, প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় এ কথা বলাতে যখন জীব ও পরাত্মার একত্ব উপস্থিত হইতেছে, তখন দাতৃত্ব-ভোক্তৃত্ব তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে এ কথা কেন বলা যায় না? এই জ্ঞান বলা যায় না যে, ভোক্তৃত্ব

পরাস্মাতে কোন কালে সম্ভবে না। হুতরাং দাতৃ ও ভোক্তৃ এ ভেদ চির অপরি-  
হার্য। জীব এবং পরাস্মা এ উভয়ের একত্রে প্রোক্ত এই নাম হইলেও জীব ও পরাস্মার  
উপযোগী বিশেষণগুলির এক সঙ্গে উল্লেখ এইমাত্র দেখায় যে জীব ও পরাস্মা এক হইয়া  
স্থিতি করিতেছেন। যেহেতু আনন্দভূক্ত চতুর্নাম্য, অতএব আনন্দময় প্রোক্ত, এ কথা  
বলাতে এই দেখাইতেছে যে, আনন্দময়েরই জীবসম্বন্ধবশতঃ প্রোক্তসংজ্ঞা। আনন্দ না  
বলিয়া আনন্দময় বলাতে এই বুঝাইতেছে যে আনন্দসম্ভোগকালে জীব আনন্দের উচ্ছ-  
সিতত্ব আনন্দের প্রাচুর্য্য অল্পভব-করিয়া থাকে। আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ নাই  
আনন্দ এই পদেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে, হুতরাং পুনঃ পুনঃ উল্লেখ-না থাকা বশতঃ  
আনন্দময় ব্রহ্ম নন, এ কথা বলা ঠিক নয়, কেন না জীব আনন্দের প্রাচুর্য্য অল্পভব করিল  
বলিয়া আলিঙ্গনকর্তার আনন্দত্বের ব্যাঘাত হইতেছে না। আনন্দাল্পভবে জীবেরই  
অন্তর্বাহজ্ঞানশূন্যতা উপস্থিত হয় আলিঙ্গনকর্তার নহে, হুতরাং তিনি জীবের অল্প-  
ভবে আনন্দময় হইয়াও স্বয়ং আনন্দই রহিলেন। যখন আনন্দময় ও আনন্দ এইরূপে  
এক হইল, তখন আনন্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আনন্দময়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কে  
নিবারণ করিবে? ময়টপ্রত্যয়ে আনন্দই (পা ৫।৪।২১) বুঝাক আর আনন্দের  
প্রাচুর্য্যট বুঝাক, ইহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। পঞ্চপর্কের সমাপনের পর,  
“অনন্তর, অন্তি নান্তি এই কথা বলাতে [ শিষ্য ] প্রশ্ন করিতেছেন” (৮।৫) এখানে  
‘অনন্তর’ শব্দ থাকিতে সাক্ষাৎ আনন্দপ্রধান এই প্রকরণটি হইতে জীব ও জীবের  
আলিঙ্গনকর্তৃপ্রধান পঞ্চপর্কপ্রকরণটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে\*, যাহারা এরূপ মনে  
করেন, তাঁহারা এই উপনিষদের আদ্যস্ত মধ্যে আনন্দস্বরূপের ব্যাখ্যান করাই যে লক্ষ্য  
তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। “এক আকাশগীর, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, মনের আনন্দ,  
শাস্তিসমৃদ্ধ ও অমৃত” (৬।৩) উপক্রমে এই কথা বলিয়া মধ্যে “সেই এই বিজ্ঞানময়  
হইতে অতিরিক্ত অন্তর্দর্শী আনন্দময়” (৩।৬); “তিনিই রস, এই জীব রসলাভ  
করিয়া আনন্দসম্পন্ন হয়। এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত কে চেষ্টা করিত কে  
জীবনধারণ করিত, ইনিই আনন্দিত করেন” (৪।২২); অন্তে “ব্রহ্ম আনন্দ এই জানি-  
লেন” (১০।১৩ [৬]) “এইরূপে আনন্দময় পরাস্মার সমাপনভর্তী হইয়া” (১১।১৫)  
এই সকলে আনন্দ ও আনন্দময় সমানভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। আনন্দময় জীব,  
“ব্রহ্ম আধারভূত পুচ্ছ” (৭৯পূ) এই পুচ্ছ ব্রহ্মই প্রধান, এ কথা বলিয়া যাহারা ব্রহ্ম-  
পুচ্ছবাদ স্থাপন করেন তাঁহাদের মত আমরা ঠিক মনে করি না, কারণ এ মতে শ্রুতির  
প্রেক্ষমন্ডল হয়, সূত্রাকরের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে যুক্তাযুক্ত বিচার  
মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্রবিবৃতিতে সকলে দেখিতে পাইবেন।

\* পূর্বপ্রকরণটি হইতে এ প্রকরণটিকে কি অভিপ্রায়ে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে আমরা পূর্বে  
(৮২ পৃষ্ঠায়) তাহার উল্লেখ করিয়াছি।



“প্রাণের প্রাণ, চকুর চকু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনকে বাঁহারা জানেন তাঁহারা চিরন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের নিশ্চয় করিয়াছেন ( ৪। ১৫ )”

এতদনুসারে অন্নময়াদিতে • অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও জীবে তত্ত্বচরিত্রক অন্তর্ধ্যামী পরাশ্রয়কে দর্শন-করিয়া তাঁহার মনন-ও-চিন্তনরূপ উপাসনা এ প্রেক্ষণের অভিপ্রায় । তবে চিন্তাসম্বন্ধে এই বিশেষ যে, অন্নময়কোষে অন্নরসপরিপুষ্ট অঙ্গসমূহে অন্নের অন্নরূপে পোষয়িত্বরূপে ব্রহ্মের সান্নিধ্যচিন্তন । এজন্তই সেই সেই অঙ্গে জীব ও পরাশ্রয় একত্র স্থিতিপ্রদর্শনের জন্ত পক্ষিৎ আরোপিত হইয়াছে । অত্যাশ্র কোষেও এই উদ্দেশ্যেই প্রাণাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ করিয়া জীব ও পরাশ্রয় একত্র-স্থিতিপ্রদর্শনার্থ পক্ষিৎ আরোপ । ঋগ্বেদও এ সাধনের অনুমোদন করেন, কেন না উঠাতে লিখিত আছে—

আমার এই হস্ত ভগবান্ ( ঐশ্বর্যসম্পন্ন ), আমার এই হস্ত ভগবন্তর, আমার এই হস্ত সকলের পক্ষে ঔষধস্বরূপ, ইহার স্পর্শ কলাপকর ( ১০ম, ৬০ সূ ১২ বক্ ) ।

প্রাণময়কোষে এই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন পদে প্রাণের যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাতে প্রাণের প্রাণরূপে জীবনধারয়িত্বরূপে ব্রহ্মের সান্নিধ্যচিন্তাপূর্বক প্রাণ-ক্রিয়ার পরিপোষক পৃথিবীতে প্রাণরূপী ব্রহ্মের চিন্তা । এই জন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন “এই পুরুষই প্রাণ যিনি সকল ভূতের সঙ্গে প্রকাশ পান” ( ৬। ২ ) ।” মানোময়-কোষে মজুঃপ্রভৃতি অধ্যয়নবিষয়ে মনের মনোরূপে চেতয়িত্বরূপে বাক্যের অতীত ব্রহ্মের চিন্তন এবং সেই চিন্তাজনিত আনন্দ ও ভয়শূন্যতা । বিজ্ঞানময়কোষে ব্রহ্মকর্ষ-সমাধানোপযোগী মনোবৃত্তিসমূহ এবং সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের কারণ মানসিক মহত্ব “বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম” ( ১২। ৮ [ ২৮ ] ) “বুদ্ধিমানের আমি বুদ্ধি” ( গী ৭। ১০ ) এতদনুসারে বুদ্ধির বুদ্ধিরূপে বোধয়িত্বরূপে ; বিজ্ঞানময় জীব—ইহা বাঁহারা বলেন তাঁহাদের পক্ষে প্রজ্ঞানধনরূপে ব্রহ্মদর্শন । আনন্দময়কোষে আনন্দের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রিয়াদিতে এবং সেই সেই অভিব্যক্তির মূল সর্বাস্তর্ভাবক ব্রহ্মে “বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম” এতদনুসারে নিজের আশ্রয়, পক্ষান্তরে জীবের আলিঙ্গনকর্তৃত্বে সাক্ষাৎ আনন্দধন ব্রহ্মদর্শন । আনন্দধনত্বপরিগ্রহকরিবার নিমিত্ত সর্বাস্তর্ভাবকরূপে এবং প্রিয়াদি অভিব্যক্তির মূলরূপে এখানে ব্রহ্মমনন হইয়া থাকে, এজন্ত সাধনপক্ষে ব্রহ্ম-পুচ্ছবাদের সামঞ্জস্য ঘটে । সুতরাং এইরূপে সকল পক্ষেরই দোষাপনয়ন সিদ্ধ পায় ।

৭—২৩। অধারপরিসমাপ্তি পর্যন্ত ব্রহ্মের সর্বগতত্ব এবং প্রসঙ্গক্রমে সর্বাভীত-ত্বের উল্লেখ করিয়া সর্বগতত্ব উপাসনার উপযোগী এবং সর্বাভীতত্ব জ্ঞানপরিপুষ্টির উপযোগী শ্রুতিসমূহ ইহাই দেখাইয়াছেন । যদিও উঁহারা বেদোক্ত কৰ্ম্মগুলির নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বেদোক্ত দেবগণকে—“এক হইলেও পণ্ডিতগণ ইহাকে

বহুরূপ বলেন" (১১৬৪৪৬) বেদোক্ত এই যুক্তির অনতিক্রমণীয়তা বশতঃ—একই পরমাত্মার আত্মপ্রকাশের স্থলরূপে গ্রহণপূর্বক সেই সকলতে এবং বেদান্তের আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহে ব্রহ্মাত্মসন্ধান নিয়োগ করেন, ইহাতে সৰ্বত্র ব্রহ্মের সৰ্বগতত্ব পরিষ্কৃত হয়। "ইহাতে একটুও ভেদ করিলে, ভেদকরণের পরক্ষণেই তাঁহার ভয় হয়" (১১।১৩) • এজন্যই একাশ্বানগুলিকে দৃষ্টি হইতে অপসারণপূর্বক সৰ্বত্র ব্রহ্ম গ্রহণেরই প্রাধান্ত। আদিভ্য, অগ্নি, বায়ু, প্রাণ, পৃথিবী, আকাশ, অন্তরীক্ষ, ছালোক, সমুদ্র, চন্দ্র, বিদ্যাৎ, গায়ত্রী, জ্যোতি, অক্ষকার, হৃদয়, চক্ষু, শ্রোত্র, দিক্‌সমূহ, স্বপ্ন, নাম, বাক্, মন, সঙ্কল্প, চিন্তা, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অহ, জল, তেজ, অন্ন, আশা ইত্যাদি স্থলে অভেদভাবে ব্রহ্মদর্শন প্রতি উল্লেখ করেন। এ সমুদায়কে ভূমিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রতি অহম্ ও আত্মাতে সৰ্বগতত্বরূপে দর্শন পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। আদিভ্যো হিরণ্য, অক্ষরাদি করন ঋষেদের অহুসরণ করিয়া করা হইয়াছে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহারা এইটিকে প্রমাণ করিয়া পরব্রহ্মেতে রূপবস্তা স্থাপন করিতে যত্ন করেন তাঁহাদিগকেও—“রূপে রূপে প্রবেশ করিয়া প্রতিকরূপ হইয়াছিলেন, আপনার সেই রূপ প্রকাশ করিবার জন্ত বহুরূপ হইয়াছিলেন" (৩২১) বেদান্তাত্মমোদিত এই ঋক্ প্রজ্ঞানবনরূপস্বীকারে বাধ্য করিয়াছে, সূতরাং তাঁহাদের কথা লইয়া এখানে বাধ্যতাপূর্ণ। এ স্থলে 'মিতাক্ষরা ব্রহ্মসূত্র'বৃত্তির' প্রণেতা বলিয়াছেন "জন্মানি সূত্রে ব্রহ্মেতে নিত্য জ্ঞান ও অনান্দাদি যে প্রকার গ্রহণ করা হইয়াছে সেই প্রকার নিত্য অনপারী বিগ্রহবিশেষও গ্রহণকরা সমুচিত। সূতরাং সূত্রের আদিপদ ধরিয়া অনান্দাদি যে প্রকার গৃহীত হইয়া থাকে সেই প্রকার পরব্রহ্মবিদ্যামধ্যে বিগ্রহবিশেষেরও সৰ্বত্র সমাবেশ করা কর্তব্য। এ কথা অসম্ভব। কেন না নিয়বয়ব ব্রহ্মের যে কোন বিগ্রহ আছে তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই, ইহা জন্মানি সূত্রেই উক্ত হইবে। মৈত্রায়ণী প্রভৃতি শ্রুতিতে 'অশরীর ব্রহ্ম' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, সূতরাং ওরূপ নির্দ্ধারণ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কার্যাবিশেষে মার্যাবশতঃ সত্ত্ব ব্রহ্মের বিগ্রহবিশেষ সম্ভবপর হইলেও উহা যখন মায়িক তখন উহা নিত্য ও অনপারী হইবে কি প্রকারে? কেবলমাত্র চিন্ময় নিত্য অনপারী বিগ্রহবিশেষের অস্তিত্ব শশশবৎ কল্পনামাত্র।" "ঈশ, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি বিষয়বিভাগ না জানা থাকাতাই বিষ্ণুই জগৎকারণ শিব নন কেন না তিনি জীব, শিবই জগৎকারণ বিষ্ণু নন, কেন না তিনি জীব ইত্যাদি বাদ

\* বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ শ্রুতির এইরূপ ভাব পরিগ্রহ করিয়াছেন—যে স্থলে ভগবানের আবির্ভাব হয় সেই স্থলটি ও ভগবানকে একটুও পৃথক করিলে সাধককে ভয় হয়। আমরা এ শ্রুতির যে ভাব-পরিগ্রহ করিতেছি, তাহাতে এই আসিতেছে যে, পরব্রহ্মেতে ভেদসাধন ভয়ের কারণ। তাঁহাতে ভেদসাধিত না হয় এজন্য বেদান্ত জগৎকে তন্মধ্যে বলীন করিয়া একমাত্র তাঁহাকেই সাক্ষাৎসবদে বর্ণন করেন। আমাদের দিকটে এই বেদান্তসিদ্ধ রীতিই আদরণীয়।

তুলিয়া ইহার আপনারাই পরাস্ত হইয়াছেন।” প্রস্থানান্তরগত শিব বিষ্ণু-নারায়ণাদি যে বেদান্তস্থত্রে বিষয় নন তিনিই উহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন :—“আগা গোড়া মুখ্য ব্রহ্ম যে প্রেকরণেব প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতে অকস্মাৎ মাঝখানে আনন্দময় (১।১।১৩) স্ত্রে গোণব্রহ্মঘটিত ব্রহ্মপদযোজন করা অসুচিত। শৈবগণ ‘নেতরোহ্মুপপত্তেঃ’—হিরণ্যগর্ভ নয়, কেন না তাহা উপপন্ন হয় না (১।১।১৭—২০) ইত্যাদি চারিটি সূত্র মহানারায়ণ-ঘটিত বলিয়া গ্রহণপূর্বক বিবৃত করিয়াছেন, উহা অসুচিত, কেন না এখানে নারায়ণোপ-নিষদ্ধত্ব বাক্যের প্রতীক (অবয়ব) গ্রহণ করা হইয়াছে ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন সেই উপনিষদগণটি এই সূত্রগুলি ইহা বলা যাইতে পারে না। যে যে অধিকরণে যে যে শ্রুতি বিবৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে প্রথমেই সেই সেই শ্রুতির অবয়ব অবলম্বিত হইয়াছে। যদি বল, আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী এ দুইয়ের পরেই মহানারায়ণঘটিত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আনন্দবল্লীর ‘আনন্দময়’ এই প্রতীকগ্রহণপূর্বক আনন্দময়ের বিষয়বিচারের সঙ্গে মহানারায়ণসম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করাতে পৃথক প্রতীক গ্রহণ-না-করাতেও কোন দোষ হইতেছে না, এ কথা বলিতে পার না। কেন না মহানারায়ণ যখন ভিন্ন প্রস্থানের বিষয় তখন প্রতীক (অবয়ব) গ্রহণ না করিলে সূত্রগুলি সেই উপনিষদঘটিত, ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।”

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তবচননিচয়ে যে সকল অবশ্যবস্তুক্য বিষয় আছে সেগুলি এখানে দ্বিগদর্শনরূপে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে। সপ্তম ও অষ্টম (৭।৮) বচননিচয়ে আদিভ্যো হিরণ্যশ্রীহাদি কেন কল্পিত হইয়াছে তাহা বলা গিয়াছে। এখানে দেবলোক ও মনুষ্যালোকের বহু উল্লিখিত হওয়াতে লোকবিষয়ে কি সিদ্ধান্ত স্বতঃ উপস্থিত হয় উহা গতিবল্লীতে দেখান যাইবে। নবমে (৯) যে লোকসম্পর্কীয় বিবরণ আছে, উহাও গতিবল্লীতে প্রদর্শিত হইবে। দশমে (১০) এবং তৎপূর্বটিতে এই দেখান হইয়াছে যে যাহাতে কারণধর্ম প্রকাশ পায় সেইটিকে দৃষ্টি হইতে অপসারণপূর্বক বেদান্ত অপসারিতবিষয়টির নামে ব্রহ্মের নামকরণ করেন। “নামধা (নামধারী) একই” (৯পূ) এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া ঐহারী ঈশ্বরেতে সর্ববিধ নাম মুখ্য অতীত উহার গোণ একরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহাদের সেই সিদ্ধান্তকে ঐহারী ‘নামধা’ বলাতে এটা জীবঘটিত উক্তি এই বলিয়া খণ্ডন কবেন তাঁহাদিগকেও—‘নামধারণ করেন বা পোষণ করেন’ এই ব্যুৎপত্তিতে ‘নামধা’ পদটি পরমাছার বিশেষণ—এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতঃ যেখানে কারণধর্ম প্রকাশ পায় সেখানে পরাণের প্রকৃতি ও উহাদের ঈশ্বর এ দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত অভেদজ্ঞান যেমন উপস্থিত হয়, তেমনি নাম ও ঐহার প্রেরয়িতা এ দুইয়ের মধ্যেও অভেদতাব উপলব্ধির বিষয় হয়। একরূপ কেন হয় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই বলিতে হয় যে, কারণধর্ম (শক্তিজ্ঞানাদি) অপসারিত করিয়া লইলে নাম অর্থশূন্য হইয়া লোপ পায়; একজন্মই বেদ ও বেদান্ত উভয়েতেই আকাশাদিকে

অভেদভাবে ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহ করা সমান । সেই সেই পদার্থে শক্তি-জ্ঞানাদি অল্পভূত হইয়া শক্তি জ্ঞানাদির অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম আনন্দ যখন উহাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয় তখন নামরূপাদি সমুদায় তিরোহিত হইয়া গিয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা আত্মার সম্মিথানে প্রকাশ পান । চতুর্দশে ( ১৪ ) লোকসম্পর্কার যে বিবরণ আছে উহা গতিবলীতে বিবৃত হইবে । সপ্তদশে ( ১৭ ) ভূমা কি তাহা পরিষ্কৃত করিবার জ্ঞান যাহা হইতে যাহা অধিক যথাক্রমে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অনন্তর যদিও আপনি নিরত ভাণ-মান, তথাপি উহা কাহারও চিন্তার আয়ত্ত নয় । যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে নানরূপের তিরোহানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মার প্রকাশ কিরূপে হইবে ? ভূমধ্যে । সর্ব্বতোবিসারী এক সত্তাদ্বারা গ্রস্ত হইয়া চিন্তা নিরবকাশ হইয়া পড়ে । অহম্ উপদেশেও এইরূপ আত্মোপদেশেও এইরূপ ।

অষ্টাবিংশ উনবিংশ (১৮।১৯) এবং তাহার পূর্বেও আকাশকে ব্রহ্মরূপে পরিগ্রহ অতি সুস্পষ্ট নীরূপ আকাশকে ব্রহ্মলিঙ্গ ( নিদর্শন ) বলিয়া গ্রহণ সাধকগণের ব্যবহার । এ সম্বন্ধে সৌক্যগণেরও বিমত নাই । আকাশকে একরূপে কেন গ্রহণ করা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তরে এই বলিতে হয়, নিগিল অপেক্ষের তিরোধান দ্বারা ব্রহ্মসত্তাপরিগ্রহ করিতে গেলে সেই নীরূপ সত্তা চারি দিকে প্রকাশ পাইয়া অন্তর ও বাহির পূর্ণ করত সাধককে আলিঙ্গন করে । এই নিরূপম সত্তাকে বুদ্ধিগোচর করিতে হইলে আকাশের সহিত উহার উপমা হয় । এই সত্তাতে সমগ্র বিশ্ব ও ভূত-সমূহ প্রকাশ পায় এ জন্ত এ উপমা ঠিক \* । ভাষ্যকারও বলিয়াছেন, “ব্রহ্মের লক্ষণ-

• In youth we pass by without surprise the geometrical truths set down in our Eucl d's. It suffices to learn that in a right angled triangle the square of the hypothenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides : it is demonstrable and that is enough. Concerning the multitudes of remarkable relations among lines and among spaces very few even ask— Why are they so ? Perhaps the question may in later years be raised, as it has been in myself by some of the more conspicuously marvellous truths now grouped under the title of “the Geometry of Position”. Many of these are so astounding that but for the presence of ocular proof they would be incredible ; and by their marvellousness as well as by their beauty, they serve, in some minds at least, to raise the unanswerable question. —How come there to exist among the parts of this seemingly structureless vacancy we call Space, these strange relations ? How does it happen that the blank form of things presents us with truths as incomprehensible as do the things it contains !

Beyond the reach of our intelligence are the mysteries of the objects known by our senses, those presented in their universal matrix are, if we may say so, still further beyond the reach of our intelligence ; for whereas those of the one kind may be, and are thought of by many as explicable on the

নির্দেশার্থই কথিত হইয়াছে ‘আকাশই’ ইত্যাদি। ধ্যানের জ্ঞাতীশ্রুতিসকলেতে আকাশই পরমাত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আকাশের জ্ঞান অশরীর ও স্থল এ জ্ঞাতী তিনি আকাশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।” ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন, ‘ধ্যানের জ্ঞাতী এই কথা বলিয়া এই হৃদয়ে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ’ এরূপ লক্ষণনির্দেশের প্রকৃত উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথমতঃ “তে যদন্তরা তদ্বাক্ষ” এই অংশের ‘তৎ’ শব্দকে প্রথমার দ্বিবিচিনাস্ত-রূপে গ্রহণ করিয়া “সেই নাম ও রূপ বাঁহার মধ্যে আছে” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরে সেই ‘তৎ’ শব্দকে ষষ্ঠার্থে দ্বিতীয়ার দ্বিবিচন করিয়া “সেই নাম ও রূপের মধ্যে যিনি নামরূপের দ্বারা অস্পৃষ্ট” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্ম নিরবকাশ, সূতরাং নাম ও রূপের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার দ্বারা পূর্ণ, এই এক প্রকারের ব্যাখ্যাতেই দুই প্রকারের ব্যাখ্যা সিদ্ধ পায়, তবে যে তিনি দুই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা কেবল বিস্মৃষ্ট করিবার জ্ঞাতী।

বিংশে (২০) তেজ, জল, অন্ন মূর্ত্তি ; বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমূর্ত্তি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিখিল জগৎ তেজ জল ও অন্নময়। ব্রহ্ম বাহাতে প্রকাশ পান সেইটিকে দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিলেই ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয়, পূর্বে এই যে প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতেই জগতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি ঘটিতেছে। এরূপ স্থলে জগৎকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া কেন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার কারণ এই সকল শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল আনন্দ, মত্তক ও গ্রীবা তাঁহারই আনন্দ, মত্তক ও গ্রীবা, সকল ভূতের নিগূঢ় স্থানে তিনিই অবস্থিত, ভগবান্ সর্বব্যাপী, অতএব তিনিই সর্বগত মঙ্গল।

সহস্র তাঁহার মত্তক, সহস্র তাঁহার চক্ষু, সহস্র তাঁহার পদ। সেই পুরুষ চারিদিক্ হইতে ভূমি আবৃত করিয়া দশাঙ্গুল উহাকে অতিক্রম করিয়া স্থিতি করিতেছেন।

hypothesis of Creation, and by the rest on the hypothesis of Evolution, those of the other kind cannot by either be regarded as thus explicable. Theist and Agnostic must agree in recognizing the properties of Space as inherent, eternal, uncreated—as anteceding all creation, if creation has taken place, and all Evolution, if evolution has taken place.

Hence, could we penetrate the mysteries of existence, there would remain still more transcendent mysteries. That which can be thought of neither as made nor evolved presents us with facts the origin of which is even more remote from conceivability than is the origin of the facts presented by visible and tangible things. It is impossible to imagine how there came to exist the marvellous space-relations referred to above. We are obliged to recognize these as having belonged to Space from all eternity.—FACTS AND COMMENTS, BY HERBERT SPENCER.—“আকাশই নামরূপের নির্দ্ধাহকর্তা” উপনিষদের এ উক্তি কত গভীর এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তিতে সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

চারিদিকে তাঁহার কর ও পাখ, চারিদিকে তাঁহার নয়ন মস্তক ও আনন, সকল দিকে তিনি শ্রুতিবান্, সকল লোকে তিনি সকল আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন । (৬৩)।

এরূপে কেন ঈশ্বরের রূপ বর্ণিত হইল, তাহার তত্ত্ব শ্রুতি এই সকল কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

বাঁহা হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, বিনি আপনি সকল ইন্দ্রিয়বর্জিত তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা, সকলের নিয়ন্তা ব্রহ্ম ।

তিনি করচরণহিত, অখণ্ড দূরগামী ও সর্বত্রাহী, তিনি নেত্রহীন অখণ্ড দেখেন, শ্রোত্রহীন অখণ্ড শ্রবণ করেন, তিনি বেদ্য বিষয় সকলই জ্ঞানেন, অখণ্ড তাঁহার বেত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহান্ পরমপুরুষ বলেন ( ৬৪ ) ।

শ্রুতিতে যে সকল শোধানবাক্য আছে সেগুলি যদি বুদ্ধিস্থ থাকে, তাহা হইলে পরা ও অপরা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমান সর্বনিয়ন্তা করাদির প্রেরক বলিয়া যদি তাঁহাতে সেই সকলের আরোপ হয় তাহা হইলে সে আরোপ কিছু অযুক্ত হয় না । এজন্তই মিতাক্ষরা ব্রহ্মত্ববিবৃতির প্রণেতা বলিয়াছেন—“জীবযোগে পরমাত্মা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন এজন্ত যদি তাঁহার শারীরত্ব হয়, তাহা নিবারণ করা যাইতেছে না, এখানে ঈশ্বরের স্বতন্ত্রভাবে শারীরত্বই কেবল নিবারণ করিতেছি ।” শ্রীমচ্ছঙ্করও “জগদাত্মক ঈশ্বরের আদিক্রপ” স্বীকার করিয়াছেন । এ কথার সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব আচার্যগণের কোন বিরোধ নাই । বিরোধ কেবল এই রূপ মায়িক বা মায়িক নয় ইহা লইয়া । এ বিরোধ তুচ্ছ, কেন না মায়িকই হউক আর অমায়িকই হউক কোন বাদীরই ঈশ্বরে শরীরের ধর্ম্মারোপ আদয়ের বিষয় নয় । মায়ী পরমাত্মার অনতিরিক্তা, মায়ী এই শব্দে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া তাঁহার আদর কদাপি বিম্বৃত হওয়া সমুচিত নয় । তিনিই বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়া রূপে রূপে পরমাত্মার প্রজ্ঞানঘনত্ব অভিব্যক্ত করেন । এইরূপে ইনি শিবস্বরূপ হইয়া জীবসন্নিধানে পরতত্ত্বজ্ঞাপন করেন । চিংসুখাদির ঘনত্বপ্রতিপাদন দ্বারা যে মূর্ত্ত্বকল্পনা তাহাও জীবের অমূর্ত্ত্বিতে অশরীররূপেই অমূর্ত্ত্ব হইয়া থাকে, কেন না শরীররূপে অমূর্ত্ত্বিতার বিষয় করিতে গেলেই অভিনিবেশ শিথিল হইয়া আইসে, আর তাঁহার ঘনত্ব থাকে না । ঘনত্ব বা অঘনত্ব ইহা পরব্রহ্মে নহে জীবের অমূর্ত্ত্বিতে, সূত্রতাং তাঁহাতে সেই ঘনত্ব বা অঘনত্বের আরোপ ভ্রান্তি বিনা আর কিছুই নহে । বায়ু অমূর্ত্ত্ব হইলেও স্পর্শগ্রাহ্য, এজন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন “বায়ু, তোমার নমন্যকার, তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম । (২১৮) ।” অন্তরীক্ষ আকাশ, আকাশের ব্রহ্মলিঙ্গত্ব ব্যাখ্যা করা গিয়াছে । শ্রুতিতে অন্তরীক্ষের অন্তরীক্ষ এইরূপ হ্রস্ব-ইকারযুক্ত পাঠ বৈদিক । ইহার ভিতরে অগণ্য ঈজিত ( দৃষ্ট ) হয়, এজন্ত অন্তরীক্ষ । অন্তরীক্ষের এজন্তই ব্রহ্মসাধ্য ।

একবিংশে (২১) জগৎ, জীব ও অন্তর্গামীর পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন-করিয়া ব্রহ্মোক্তে সকল ভেদের অপগম বিবৃত হইয়াছে । মধুবিদ্যা এই জন্ত তত্বনিরূপণবিষয়ে প্রধান ।

জগৎ ও জীব অন্তর্ধামীর শরীর ; জীব—নিয়ন্তা অন্তর্ধামীর সর্বধা নিয়মাধীন ; প্রিয়ছে জগৎ ও জীব অন্তর্ধামী সহ এক ও অখণ্ড ; এই অখণ্ডে—বিভক্ত হইবার পূর্বে যেমন কার্যকারণাদি ভেদ ছিল না তেমনি সর্বাঙ্গভাবক ব্রহ্ম সহ সকলে একরস, শ্রুতি এই গুলি মধুবিদ্যায় প্রদর্শন করিয়াছেন । একরসত্ব হইল বলিয়া একথা বলা যায় না, ব্যবহৃত্যর সকল ব্যবহারের নিবৃত্তি হইল, জগৎ ও জীবাদি সকলই উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইল । যখন সকলই একরস হইল তখন সেই পরমাত্মাই ‘সর্বানুভূ’—সকলের অনুভবকর্তা রহিলেন ‘সপাত্মা হইয়া সকলকে অনুভব করিতে লাগিলেন ।’ এ অতি বিচিত্র কথা যে, পরাত্মা সকলকে অনুভব করেন । যদি তিনি তাই করেন, তাহা হইলে তিনি তুরীয়, প্রপঞ্চাতীত, শাস্ত, শিব ও অদ্বৈত হইলেন কৈ ? জীবের অনুভবগুলি বিচিত্র, অসম, স্তূতরাং পরাত্মার অনুভবগুলিও বিচিত্র ও অসম হইয়া উঠে । একরূপ হইলে তাঁহার শাস্ত্যাদিতে ক্ষতি উপস্থিত হয় । না, একরূপ হয় না । একত্ব বৈচিত্র্যের জীবন, একত্ব না থাকিলে বৈচিত্র্যই থাকিতে পারে না । সেই পরমাত্মা আপনি নিত্য এক থাকিয়া নিম্নলি জগৎ ও নিম্নলি জীবে তাহাদিগের অসমগ্রতাহরণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন ভাব \* উদ্ভাবিত করেন । যদি নামরূপযুক্ত সেই সেই বৈচিত্র্য এবং সেই সেই ভাব তাঁহাতে অবিভক্তভাবে না থাকিত তাহা হইলে সে সকল জগৎ ও জীবে কোথা হইতে আসিত । যদি বল, অনুভবগুলির সঙ্গে নিয়ত সূত্র বা দুঃখ সংযুক্ত থাকে । পরাত্মার অনুভব থাকিলে তাঁহাতেও সূত্রদুঃখস্পর্শ হয়, এ কথা বলিতে পার না । জীব মনের স্বস্থ বা অস্থস্থ অবস্থানুসারে একই মঙ্গলকে সূত্ররূপে বা দুঃখরূপে অনুভব করে । একই মঙ্গলকে এইরূপ দুই ভাবে অনুভব করে বলিয়া জীবের ভোগ ও শোধান উভয়ই হয়, একরূপ অনুভবের ইচ্ছাই তত্ত্ব । সকল প্রকার বিরোধের তিরোধানে জীব যখন পরমাত্মার সঙ্গে একরস + হয়, তখন সে আপনাতে যে ভাব উদ্ভূত হয় তাহার কর্তা সে আপনাকে মনে করে না, কিন্তু পরাত্মা হইতে উহার আগম সে মনে করে । উদ্ভূত অনুভব মিথ্যা নয়, কেন না এই উদ্ভূত অনুভবই সত্য । এই সত্য অনুসরণ করিয়াই শ্রুতি নিকৃপাধি প্রক্ষেপে ‘সর্বানুভূ’ এই বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন । ‘সেই

\* এ সত্যটি এমনই অপরিহার্য যে অজ্ঞেয়বাদিশিরোমণি শ্রীমৎশ্রীসারকেও বলিতে হইয়াছে “Like every other man, he may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief, he is thereby authorized to profess and act out that belief.....Not as adventitious therefore will the wise man regard the faith which is in him.”

+ লবণ জলে নিক্ষেপ-করিলে সমুদায় জল লবণরস হয়, অভিন্নযোগসম্বন্ধে বেদান্ত এই দৃষ্টান্ত ব্যবহার-করিয়াছেন । আমরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ‘রসযন’ হলে ‘একরস’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি ।

এই পরাশ্রা সকল ভূতের অধিপতি" ইত্যাদি বাক্যও এইরূপ নিরূপাধি ব্রহ্মের বশেষণ । এ সকল ঋতির বিশেষ যোজনা তত্ত্ববলীতে দৃষ্ট হইবে । ষাট্টিংশ ও অরোষিংশে (২২।২৩) যে তত্ত্ব আছে, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত বচনসমূহের বিবৃতিতেই প্রকাশ পাইয়াছে, সুতরাং আর এখানে সে সকলের বিবৃতি নিশ্চয়োজন ।

উপসংহারে দুটি কথার বিচার প্রয়োজন । প্রথম কথাটি এই :—যদি ব্রহ্ম জীব-সন্নিধানে আপনাকে ব্যাক্ত্বরূপে ব্যবহৃত্বরূপে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া দ্বারা প্রজ্ঞানঘনরূপে, সর্কামুত্বরূপে, সর্কনিয়ন্ত্বরূপে, সর্কোপরি শিবরূপে প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে তিনি সকল সময়ে অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য ইত্যাদি শব্দের বাচ্য থাকেন কি প্রকারে ? অনন্তের পারগমনে কেউ কোন কালে সমর্থ নয় । দৃষ্ট হইয়াও এ জ্ঞাত তাঁহার অদৃষ্টত্ব চলিয়া যায় না । অদৃষ্ট অপার, এজ্ঞাত যেটুকু দৃষ্ট হইল সেটুকু সেই অনন্তের ভিতরে তিরোহিত হইয়া যায় । জীব এইরূপে নিত্যকাল আপনাকে অসম্পন্ন দেখে বলিয়াই জীব পরাশ্রার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করিবার জ্ঞাত, তাঁহার সর্কামুত্ব অমুভব করিবার নিমিত্ত নিরবচ্ছন্দে যত্ন করে । এইরূপ যত্নই তাহার পক্ষে সম্পন্নত । দ্বিতীয় কথাটি এই :—উপনিষদের একটি স্থলে ‘অব্যবহার্য্য’ শব্দ আছে । এই একটি অব্যবহার্য্যশব্দ অবগমন-করিয়া ব্যবহার, ব্যাবহারিক, ব্যবহর্ত্তা ইত্যাদি এতগুলি কথা আনা সমুচিত নয় । এরূপ আপত্তি নিষ্ফল, কেন না ব্যবহারশব্দের ব্যবহারে যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দে যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এক ‘ব্যাক্তি’ শব্দে সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে । ব্যাকার, ব্যাকারিক, ব্যাকর্ত্তা ইত্যাদি শব্দাপেক্ষা অব্যবহার্য্য শব্দের বিপরীত ব্যাবহারিক শব্দ বেদান্তে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ; ঐ শব্দ ব্যবহার করিলে ঐতিহ্য অর্থবোধের সম্ভাবনা তাই ব্যবহারশব্দের বিশেষ ব্যাখ্যান করা গিয়াছে । ভাষ্যকার ব্যাক্তিশব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “বিস্পষ্ট হয়, নাম ও রূপের বিশেষাবধারণ করিতে পারা যায়, ব্যক্ত হইয়া পড়ে এজ্ঞাত ব্যাক্তি ।” ব্যবহারশব্দের ব্যাখ্যা কিছু ব্যাক্তিশব্দের ব্যাখ্যা অতি-ক্রম-করিতেছে না । পণ্ডিতগণ দেখিতে পাইবেন, এ গ্রন্থে সর্বত্র বেদান্তের অক্ষরানু-সরণ করিয়া ব্যাখ্যা হইয়াছে । ব্যাখ্যানদ্বারা অর্থের বিস্তৃতকরিবার জ্ঞাত যত্ন কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই,—ব্যাখ্যান ভগবন্নিবাসিতসত্ত্ব, তাই তৎ-প্রতি এত সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ইতি আরোহবলী তৃতীয় অধ্যায় ।



## চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মবল্লী ।

১ । অনেজদেকং মনসো জবীয়ো  
নৈনদেবা আপ্পুবন্ পূৰ্ব্বমৰ্ষৎ ।  
তদ্ধাবতোহন্যানতোতি তিষ্ঠ-  
ভস্মিন্নপোমাতরিখা দধাতি ॥

তদেজতি তমৈজতি তদুদ্রে তদ্বদন্তিকে ।

তদন্তরশ্চ সৰ্বশ্চ তদু সৰ্বশ্চাস্ত বাহতঃ ॥ ঈশ ৪ । ৫ ।

তৎ পরতত্বম্ 'একম্' অসহায়ম্ 'অনেজৎ' নিশ্চলং সৰ্বদা একরূপম্, অথচ 'মনসঃ' 'জবীরঃ' দ্রুত-  
গামি, জবীরত্বাৎ 'পূৰ্ব্বম্' 'অৰ্ষৎ' গতম্ তস্যাং 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ঃ 'এনৎ' 'ন আপ্পুবন্' ন প্রাপ্তবন্তঃ ।  
'তৎ' পরতত্বং 'ধাবতঃ' দ্রুতং গচ্ছতঃ 'অন্তান্' 'অতোতি' অতীত্য গচ্ছতি । 'তৎ' 'তিষ্ঠৎ' সৰ্বং  
ব্যাপ্য হিতম্ । 'ভস্মিন্' ত্রিতঃ 'মাতরিখা' প্রাণঃ 'অপঃ' কৰ্ম্মাণি 'দধাতি' নিৰ্ব্বহতি ।

'তৎ' পরতত্বম্ 'এজতি' চলতি—প্রাণাদিহু ক্রিয়াসংকারণাৎ, 'তৎ' 'ন এজতি' ন বিক্রিয়াং ভজতে  
'তৎ দূরে' 'তৎ অতিক্'—অনন্তত্বাৎ 'অন্ত সৰ্বশ্চ' 'অন্তঃ' 'তৎ' 'উ' পুনঃ 'অন্ত' 'সৰ্বশ্চ' 'বাহতঃ' ।

তিনি এক ও নিশ্চল, তিনি মন হইতেও দ্রুতগামী, তিনি অগ্রেই  
চলিয়া গিয়াছেন, তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পায় নাই । যাহারা  
ধাবমান, তাহাদিগকে তিনি অতিক্রম-করিয়া যান । তিনি স্থিরভাবে  
স্থিত, তাঁহাতে থাকিয়া প্রাণ ক্রিয়া নিম্পন্ন করে ।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না, তিনি দূরে তেমনি মিকটে, তিনি .  
সকলের অন্তরে, আবার তিনি সকলের বাহিরে ।

ভাব—আরোহবল্লীতে সৰ্বগত ও সৰ্বাতীত ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন । এখন  
ব্রহ্মবল্লীতে তাঁহার লক্ষণাদি নিরূপিত হইতেছে । সৰ্বপ্রথমে দুইটি প্রবচনে আপাত-  
বিরোধী বিশেষণে তাঁহার বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইতেছে । এ জগতে সকলেই সহায়পেক্ষী,  
তিনি কিন্তু এক—অসহায় । তিনি নিশ্চল অথচ মনের অপেক্ষা দ্রুতগামী । দ্রুতগামী  
কেন ? না মন দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারে না । তিনি নিশ্চল কেন ? না তিনি

সর্বদা একই রূপ থাকেন। তিনি যখন মনের অপ্রাপ্য, মন যখন তাঁহাকে পায় নাই, তখন মনের অমুগামী ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে পাইবে কি প্রকারে? এই কথাই ভাষান্তরে ঐতি বলিয়াছেন—“তিনি আগেই চলিয়া গিয়াছেন, তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে পায় নাই।” বেদান্তে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দেবমধ্যে গণ্য। যাহারা ধাবমান তাহাদিগকে তিনি অতিক্রম করিয়া যান—এ বিশেষণটিতে এবং পূর্ববর্তী বিশেষণগুলিতে ব্রহ্ম যে সর্বা-ভীত, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি তিনি কেবল এইরূপই হইলেন, তবে তিনি উপাত্ত হইবেন কি প্রকারে? তাই ঐতি বলিতেছেন—“তিনি স্থিরভাবে স্থিত তাঁহাতে থাকিয়া প্রাণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে।” আপনি অচল থাকিয়া অগ্নিতে ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া আপনার ক্রিয়াকারিত্ব তিনি প্রদর্শন-করিতেছেন, অথচ ক্রিয়ার আরম্ভ-ও-শেষ-থাকা-বশতঃ যে বিকারিত্ব উপস্থিত হয় তাহা তাঁহাতে নাই এতদ্বারা তাহাও দূরীভূত হইতেছে।

তিনি চলেন তিনি চলেন না—এ কথার দ্বারা পূর্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই বিস্মষ্ট করা হইয়াছে। তিনি দূরে তেমনি নিকটে—এতদ্বারা এক দিকে তাঁহার অনন্তত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অল্প দিকে দৃষ্টির নৈর্ঘলো নিকটে এবং মালিঙ্গে নিকটে থাকিতেও তিনি দূরে, ইহা বুঝাইতেছে। তিনি সকলের অন্তরে তিনি আবার সকলের বাহিরে—এ কথায় তাঁহার সর্বগত ও সর্বাভীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

২। স পর্যাগাচ্ছূদ্রমকায়মব্রণ-

মন্সাবিরত্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবিন্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-

যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

ঈশ ৮।

‘স’ পরাত্মা ‘পৰ্বাগাৎ’ সমস্তাৎ গতবান্ । সোহমাত্মা ব্রহ্ম ‘শুদ্ধঃ’ দীপ্তিমৎ ‘অকারম্’ শরীর-স্বচ্ছবর্জিতম্, ‘অব্রণম্’ অন্ধতম্ ‘অমাবিরঃ’ স্নায়ুরহিতঃ ‘শুদ্ধঃ’ ‘নির্ঘলম্’ ‘অপাপবিদ্ধঃ’ পাপৈঃ অবি-দ্ধম্ । স পরাত্মা ‘কবিঃ’ সৰ্বদৃক্ ‘মনীষী’ সৰ্বজ্ঞঃ ‘পরিভূঃ’ সৰ্বোপরিবিভূমানঃ ‘স্বয়ম্ভুঃ’ সৰ্বনিরপেক্ষঃ, অথচ ‘যাথাতীভ্যঃ’ নিত্যাতীভ্যঃ ‘সমাভ্যঃ’ বৎসরেভ্যঃ—নিত্যকালমিতি বাবৎ ‘যাথাতথ্যতঃ’ যথা বস্ত প্রয়োজনং তথা তদনুসারতঃ ‘অর্থান্’ প্রয়োজনানি ‘ব্যদধাৎ’ ব্যভজৎ ।

সেই পরাত্মা চারি দিকে ব্যাপ্ত। তিনি দীপ্তিমান, শরীররহিত, ক্লতরহিত, স্নায়ুরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সৰ্বদ্রষ্টা, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বোপরি বিদ্যমান, স্বয়ম্ভু। তিনি নিত্যকাল যাহার যে প্রকার প্রয়োজন তদনুসারে অর্থসকল বিধান-করিতেছেন।

ভাব—“তিনি দূরে তেমনি তিনি নিকটে” বেদান্তে এ কথার প্রয়োগ প্রায় দূরবর্তিত্ব

বাচক ‘তৎ’ শব্দে এবং নিকটবর্তিত্ববাচক ইদম্ আদি শব্দে প্রদর্শিত হইয়া থাকে । এই প্রবচনটির পূর্ববর্তী দুইটি প্রবচনে ( ১১।১।২ ) ‘আত্মা’ শব্দ অপরোক্ষবাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । অতঃ এই প্রবচনে ‘তৎ’ শব্দ দ্বারা উহার পরোক্ষত্ব সাধিত হইয়াছে । এইরূপ পরোক্ষত্ব সাধিত হওয়াতেই সর্বাভীত ব্রহ্মোচিত পুংলিঙ্গের পরিবর্তে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণগুলির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । এই ক্লীবলিঙ্গবিশেষণগুলির পরে আবার ‘সর্বদ্রষ্টা’ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের দ্বারা পরোক্ষ ব্রহ্মের স্থলে অপরোক্ষবাচক ‘আত্মা’ এই শব্দ উপস্থিত করিয়া প্রবচনের শেষাংশে দূর হইতে আবার তাঁহাকে নিকটে আনা হইয়াছে । ব্রহ্ম সকলই আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান স্মরণ্যে তিনি সর্বাভীত-বশতঃ পরোক্ষ সর্বগতবশতঃ অপরোক্ষও বটেন ।

তিনি দীপ্তিমান্—“তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান ( ২।৭ )” এজন্ত দীপ্তিমান্ । শরীররহিত—“এ সকলই ব্রহ্ম” ( ৭০ পৃ ) এ কথা বলাতে মনে হয় তিনি যখন সর্বস্বরূপ, তখন দৃশ্যমান শরীর সমুদায় তাঁহারই শরীর । শরীরে অবস্থিত তিনি শরীর নহেন, এইটি দেখাইবার জন্য শ্রুতি স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন তিনি ‘শরীররহিত’ । ক্ষতরহিত—অপূর্ণতাশূন্য । দ্বায়ুরহিত—শরীররহিত এ কথা বলাতেই ‘দ্বায়ুরহিত’ এ কথাও আসি-তেছে, অতঃ ‘দ্বায়ুরহিত’ বিশেষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেমন তাঁহার শরীর নাই, তেমনি দ্বায়ুজন্ত যে সূক্ষ্মঃখবোধ জন্মায় তাহাও তাঁহার নাই ; তিনি সূক্ষ্মঃখবোধের অতীত । অর্থ সকল বিধান করিতেছেন—এখানে পরব্রহ্মে যে সকল বিশেষণ নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাতে যে অণুমাত্র বৈষম্য নাই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় । যদি তিনি আমাদের স্থায় শরীরী হইতেন, অপূর্ণ হইতেন, অল্পজ্ঞান হইতেন, সর্বোপরি বিদ্যমান না থাকিতেন, পরাপেক্ষী হইতেন, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাতে জীববৎ পক্ষপাতদোষ সম্ভবপর ছিল । যাহার যাহা প্রয়োজন তাহাকে যে তিনি তাহাই দেন, তাহার কারণ তাঁহার বৈষম্যদোষরাহিত্য । তিনি যাহা দেন, তাহাতে জীব অজ্ঞানতাবশতঃ সন্তুষ্ট না থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণ অনুধ্যান-করে, এবং তাঁহার স্বরূপ অবগত হয়, সে ব্যক্তি আপনার অল্পজ্ঞত্ব ক্ষয়ক্ষয় করিয়া যাহা তিনি বিধান করেন, তাহাই তাহার পক্ষে প্রয়োজন ইহা জানিয়া সন্তুষ্টমনা থাকে ।

৩। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্যো ন বিজ্ঞানো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদত্থে অবিদিতাদধি । ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নন্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ।

যদ্বাচানভ্যাদিতং যেন বাগ্ভূদাতো ।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যম্মনসা ন মনুতে যেনাচ্ছন্নোমতম্ ।  
 তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥  
 যচ্চক্ষুবা ন পশ্চতি যেন চক্ষুংষি পশ্চতি ।  
 তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥  
 যচ্ছোত্রোণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্ ।  
 তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥  
 যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে ।  
 তদেব ব্রহ্ম তৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

তলু ( ১ ) ৩—৮ ।

‘চক্ষুঃ’ ‘ন’ ‘তত্র’ ‘গচ্ছতি’—অনুইং তৎ, ‘বাক্’ ‘ন’ তত্র ‘গচ্ছতি’—অবাগ্-বিষয়ং তৎ, ‘মনঃ’ ‘নো’ ন তত্র গচ্ছতি—অচিন্ত্যং তৎ, ‘ন বিদ্যঃ’ ন বয়ং তৎ সাক্ষাৎজ্ঞানবিষয়ং কৃতবন্তঃ । ‘বখা’ যেন প্রকা-  
 রেণ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘অমুশিষ্যাৎ’ উপদিশেৎ তৎ ‘ন বিজ্ঞানীমঃ’ । কথম্ ? ‘তৎ’ ‘বিদিতাৎ’ ইন্দ্রিয়গো-  
 চরবিষয়াৎ ‘অন্তঃ’ এবং ‘অথো’ অগিত ‘অবিদিতাৎ’ ইন্দ্রিয়গোচরবিষয়াৎ ‘অবি’ উপরি । ‘পূর্বেণাং’  
 আচার্য্যাণাং ‘যে’ ‘নঃ’ অমুত্যাং ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘ব্যাচচকিরে’ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেভ্যঃ ‘ইতি’ এবং ‘তত্র’  
 কৃতবন্তঃ ।

‘বাচা’ ‘বৎ’ ‘জনভূমিতম্’ ‘অনভূক্তঃ’ ‘যেন বাক্’ ‘অভূত্যাতে’ প্রকান্তে ‘তৎ’ এবং ‘ব্রহ্ম’ ‘তৎ’  
 ‘বিদ্ধি’ জানীহি ‘বৎ’ ইদং’ বাহুবন্তজাতম্ ‘উপাসতে’ ‘ন ইদং’ ব্রহ্ম ।

‘মনসা’ ‘যৎ’ ‘ন মনুতে’ ন মননবিষয়ীকরোতি জনঃ ‘যেন’ ‘মনঃ’ ‘মতম্’ আত্মবিষয়ীকৃতম্ ইতি  
 ‘জাহঃ’ ব্রহ্মবিদঃ ‘তদেব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘চক্ষুবা’ ‘বৎ’ ‘ন পশ্চতি’ ন বিষয়ীকরোতি জনঃ ‘যেন’ ‘চক্ষুঃ’ ‘চক্ষুঃক্রিয়াঃ’ ‘পশ্চতি’ বিষয়ীকরোতি  
 জনঃ ‘তদেব’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘শ্রোত্রোণ’ ‘বৎ’ ‘ন শৃণোতি’ জনঃ ‘যেন’ ‘ইদং’ ‘শ্রোত্রঃ’ ‘শ্রুতং’ বিষয়ীকৃতং ‘তদেব’ ইত্যাদি  
 পূর্ববৎ ।

‘প্রাণেন’ ‘বৎ’ ‘ন প্রাণিতি’ ন চেষ্টেতে ‘যেন প্রাণঃ’ ‘প্রণীয়তে’ শব্দার্থঃ নির্বাহতি ‘তদেব’ ইত্যাদি  
 পূর্ববৎ । প্রাণঃ স্রাণমিত্যর্থে ‘প্রাণিতি’ স্রাণবিষয়ীকরোতি ‘প্রণীয়তে’ শব্দবিষয়ীকরোতি ।

চক্ষু তাঁহাকে পায় না, বাক্য তাঁহাকে পায় না, মন তাঁহাকে পায়  
 না, আমরা তাঁহাকে জানি না । যে প্রকারে ইঁহার বিষয়ে উপদেশ  
 দিতে হয় তাহাও আমরা জানি না । ইন্দ্রিয়গোচর-বিষয়-ছাড়া তিনি,  
 ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ের উপরে তিনি । পূর্বতন আচার্য্যগণ বাঁহারা  
 আমাদের নিকট তাঁহার বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের  
 নিকটে আমরা এই কথা শুনিয়াছি ।

বাক্য দ্বারা যাঁহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে ।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের মনন জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে, উহা ব্রহ্ম নহে ।

চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, চক্ষুর বিষয়সমূহ যাঁহার দ্বারা দেখা যায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে, উহা ব্রহ্ম নহে ।

শ্রোত্র দ্বারা যাঁহাকে শুনা যায় না, শ্রোত্রের বিষয় যাঁহার দ্বারা শ্রুত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে ।

যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণবান্ নহেন, প্রাণ যাঁহার দ্বারা স্বকার্য্য করে, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে এই দৃশ্যমান যাহাকে উপাসনা-করে উহা ব্রহ্ম নহে \* ।

ভাব—চক্ষু তাঁহাকে পায় না ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মকে অবিজ্ঞেয় বলিয়া শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন । ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়েরও অতীত, সূত্রাং তৎসম্বন্ধে উপদেশ অসম্ভব । যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে পূর্বাচাৰ্য্যগণ জীদৃশ অবিজ্ঞেয় পদার্থের উপদেশ করিলেন কিরূপে ? যদিও তিনি ইন্দ্রিয়গোচর বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহের মত নহেন, তথাপি তিনি সৰ্ব্ববিষয়ের প্রেরকরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয় । অগ্ন্যাদি দৃশ্যমান পদার্থসমূহের লোকে পূজা করিয়া থাকে, সে সকল কখন ব্রহ্ম নহে, কিন্তু অগ্ন্যাদি যাঁহার প্রেরণায় স্ব স্ব কার্য্য নির্বাহ করে, তিনি ব্রহ্ম । “ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া” (২।১।১) এই শ্রুতি অনুসারে অগ্ন্যাদি তাঁহার ক্রিয়া বলিয়া অগ্ন্যাদি ব্রহ্ম নহে কিন্তু অগ্ন্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন বেদান্ত-বিহিত ।

৪ । যদি মন্যসে স্তবেদেতি দত্ত-

মেবাপি নূনং ত্বং বেথ ব্রহ্মণোরূপম্ ।

\* ভ্রাণেন্দ্রিয়কে বেদান্ত প্রাণ বলিয়া থাকেন । প্রাণশব্দে ভ্রাণেন্দ্রিয় অর্থ গ্রহণ করিলে—ভ্রাণ দ্বারা যাঁহাকে ভ্রাণের বিষয় করিতে পারা যায় না, ভ্রাণ যাঁহার দ্বারা ভ্রাণ লয় তাঁহাকেই তুমি ইত্যাদি

যদন্ত ত্বং যদন্ত দেবেষু নু

মীমাংস্তমেব তে—মন্ত্রে বিদিতম্ ॥

নাহং মন্ত্রে স্তবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ ।

যো নস্তবেদে তবেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥

যস্তামতং তস্ত মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্ ॥

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে ।

আত্মনা বিন্দতে বীৰ্য্যং বিদ্যায়া বিন্দতেহমৃতম্ ॥

ইহ চেদবেদীদথ সতামন্তি

ন চেদিহাবেদীম্হতী বিনষ্টিঃ ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রোত্যান্মালোকাদিমূতা ভবন্তি ॥

তল ( ২ ) ৯—১৩ ।

‘যদি’ হে শিবা, ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘রূপং’ স্বরূপং ‘সুবেদ’ হৃষ্ট, জানাসি ‘ইতি’ ‘মন্যসে’, ‘নুনং’ নিশ্চিতং ব্রহ্মণোরূপং ‘ত্বং’ ‘নত্বম্’ অল্পম্ ‘এব’ অপি ‘বেদ’ জানাসি। ‘ত্বম্’ ‘অন্ত’ ব্রহ্মণঃ ‘বৎ’ ‘দেবেষু’ ‘অন্ত’ ব্রহ্মণঃ ‘বৎ’ তৎ ‘নু’ ‘তে’ তব ‘মীমাংস্তম্’ এব। এবং পৃষ্টঃ শিবা আহ—‘মন্ত্রে’ ‘বিদিতং’ জাতম্ ।

কিং জাতং তদেবাহ—‘অহং’ ব্রহ্ম ‘সুবেদ’ হৃষ্ট, জানামি ‘ইতি’ ‘ন’ মন্ত্রে, ‘ন বেদ’ ইতি ‘নো’ ন, ‘বেদ’ ইতি চ ন। ‘ন বেদ’ ইতি ‘নো’ ন, ‘বেদ’ ইতি চ ন ‘নঃ’ অস্মাকং মধ্যে ‘বঃ’ ‘বেদ’ স ‘তৎ বেদ’ ।

‘যন্ত’ ব্রহ্ম ‘মতং’ অবিজ্ঞাতং—ন হি জানানীতি বুদ্ধিঃ ‘তন্ত’ ব্রহ্ম ‘মতং’ জাতম্ । ‘যন্ত’ ব্রহ্ম ‘মতং’ জাতং—জানানীতি বুদ্ধিঃ ‘ন’ ‘স’ ব্রহ্ম ‘বেদ’ । ‘বিজ্ঞানতাং’ জানবতাং ব্রহ্ম ‘অবিজ্ঞাতং’—ন বয়ং জানীম ইতি বুদ্ধিঃ, ‘অবিজ্ঞানতাম্’ অজানানং ব্রহ্ম ‘বিজ্ঞাতং’ জানীম ইতি বুদ্ধিঃ ।

কথমুক্তং ‘মন্ত্রে বিদিতম্’ ইতি তদাহ—তৎ ব্রহ্ম ‘প্রতিবোধবিদিতং’ বোধং বোধং প্রতি বিদিতং বোধরিত্তরূপেণ জাতম্ ইতি ‘মতং’ সমাগ্, দৃষ্টিঃ । এতদষ্ট । ‘অমৃতত্বং’ মোক্ষঃ ‘হি’ ‘বিন্দতে’ প্রাপ্নোতি । ‘আত্মনা’ আত্মজ্ঞানেন ‘বীৰ্য্যং’ বলং—‘নাগমাক্সা বলহানেন লভাঃ’ (১০:৯) ইতি শ্রুতেঃ—‘বিন্দতে’ লভতে, ‘বিদ্যায়া’ ব্রহ্মজ্ঞানেন ‘অমৃতং’ মোক্ষঃ ‘বিন্দতে’ লভতে । অন্ত বোধং বোধং প্রতি বোধরিত্ত তদিতি ‘যদন্ত ত্বম্’ ইত্যন্তোত্তরম্ ‘যদন্ত দেবেষু’ ইত্যন্তোত্তরং পরবর্তিতাখ্যায়িক্রিয়া (২।১১—১৪ ।

‘ইহ’ জ্ঞাননি ‘চেৎ’ তৎ ‘অবেদীৎ’ বিদিতবান্ ‘সত্যম্’ সত্তাবাপন্নত্বং স্বত্ ‘অতি’ । ‘চেৎ’ ‘ইহ’ ‘ন’ ‘অবেদীৎ’ ‘মহতী’ ‘বিনষ্টিঃ’ দুর্গতিঃ । ‘ধীরাঃ’ ‘ভূতেষু ভূতেষু’ তৎ ‘বিচিন্ত্য’ ধ্যাওয়া বোধরিত্তরূপেণ প্রেরিত্তরূপেণ ‘অস্মাং লোকাং’ ‘প্রোত্যা’ ‘অমৃতং’ সম্প্রদাঃ ‘ভবন্তি’ ।

যদি মনে কর ব্রহ্মের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিয়াছ, তবে তাঁহার

অরূপ নিশ্চয় অল্পই জানিয়াছি । তুমি ইঁহার যাহা, দেবগণেতে ইঁহার যাহা ( আছে ) তোমায় তাঁহার মীমাংসা করিতে হইতেছে । [ শিষ্য বলিলেন ] মনে হয় ( তাঁহাকে ) জানিয়াছি ।

আমি মনে করি না যে, আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিয়াছি । আমি তাঁহাকে জানি না যে তাহাও নয়, জানি যে তাহাও নয় । জানি না যে তাহাও নয়, জানি যে তাহাও নয়, আমাদের মধ্যে যিনি এইটী জানেন তিনি তাঁহাকে জানেন ।

ব্রহ্ম যাঁহার অজ্ঞাত, ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞাত ; ব্রহ্ম যাঁহার জ্ঞাত, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না । জ্ঞানবান্দিগের নিকটে তিনি অবিজ্ঞাত, অজ্ঞানদিগের নিকটে তিনি বিজ্ঞাত ।

বোধে বোধে তিনি বিদিত, এইটী মত ( সম্যক্ দৃষ্টি ) । [ এই দৃষ্টিতে ] অমৃতত্বলাভ হয় । আত্মজ্ঞানে বললাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে অমৃতলাভ হয় ।

ইহ জন্মে যদি তাঁহাকে কেহ জানে, সে সম্ভাবাপন্ন হয়, যদি না জানে তাহার মহতী দুর্গতি হয় । দীরগণ ভূতে ভূতে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া ইহ লোক হইতে অপসৃত হইয়া অমৃত হয়েন ।

ভাব—ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে কেহ জানিবে ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে । অজ্ঞান লোকেই বলে আমি ব্রহ্মকে জানি, জ্ঞানী ব্যক্তি কদাপি এরূপ বলেন না । যাহারা বলেন ব্রহ্মকে একেবারে জানা যায় না তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাহারা বলেন ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিয়াছি তাঁহারাও তেমনি ভ্রান্ত । তিনি নিয়ত প্রতি-ব্যক্তির নিকটে প্রেরয়িত্বরূপে বোধয়িত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । এ আত্মপ্রকাশ যদিও তাঁহার সম্বন্ধে নিঃশেষ জ্ঞান উপস্থিত করে না, অনন্তের নিঃশেষ জ্ঞান যদিও কদাপি সম্ভবে না, তথাপি তিনি আপনাকে যতটুকু আমাদের নিকটে প্রকাশ করেন, তৎপ্রতি আমরা অনাদর করিতে পারি না, কেন না আমাদের তৎসম্বন্ধে ভাবী জ্ঞান উহারই উপরে নির্ভর করে । বাক্ প্রভৃতিতে তৎপ্রেরয়িত্বরূপে তাঁহাকে দেখা যদিও সাক্ষাদর্শন নহে, প্রতিজনের আত্মবোধে বোধয়িত্বরূপে দর্শন যদিও বোধ অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি বোধ এবং বোদ্ধা যখন অভিন্ন তখন এ দর্শনকে নিতান্ত অসাক্ষাৎ দর্শন বলা যাইতে পারে না । বোধয়িত্বরূপে দর্শন করিয়া শিষ্য একজুই বলিয়াছেন—‘মনে হয় (তাঁহাকে) জানিয়াছি ।’ এই বোধয়িত্বরূপে দর্শনেই, জীব ব্রহ্মের যাহা তাহাও প্রকাশ পাইতেছে, কেন না এতদ্বারা এই স্থির হইতেছে যে জীব ব্রহ্মের

আত্মপ্রকাশের ভূমি। প্রস্থানবলীর ১৬১৭ পৃষ্ঠার উল্লিখিত আখ্যায়িকা দ্বারা দেবগণের নিজের কোন শক্তি নাই, ব্রহ্মশক্তিতে তাঁহারা শক্তিমান্ এইটি প্রদর্শন-করিতে, তিনি দেবগণেতে তাঁহাদের শক্তি হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই স্থির হইতেছে।

ধীরগণ ভূতে ভূতে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া—এস্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং তন্মূলক সমুদায় বিজ্ঞানের মূল বিশুদ্ধ হইয়াছে। অবিবর্ত্তী (exact) বিজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞানসদৃশ চিরন্তন • । সর্বত্র-ব্রহ্মের স্বরূপের প্রকাশ ও তাঁহার ক্রিয়া দর্শন-করিয়া তদনুগত হইয়া জীবনযাপন অমৃতত্বের হেতু। তাঁহার স্বরূপ ও ক্রিয়া দর্শন-করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করিলেই বিজ্ঞান হয়। সমুদায় জগতে ও জীব ব্রহ্মের স্বরূপ-ও ক্রিয়াদর্শন হইতে যে উপনিষৎ উৎপন্ন হইয়াছে, প্রত্যেক উপনিষৎ তাহা দেখাইয়া দেয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান যে এইরূপে উদ্ধৃত, তাহা এ কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে † ।

৫। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদস্বিহ ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাप्নোতি য ইহ নানৈব পশ্চতি ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাप्নোতি য ইহ নানৈব পশ্চতি ॥

• Belief in a Power, which transcends knowledge, is that fundamental element in Religion which survives all its changes of form. This inextinguishable belief proved to be likewise that on which all exact science is based.

† But it is at any rate conceivable that the nature of the Deity and his relations to the universe, and more specially to mankind, are capable of being ascertained, either inductively or deductively, or by both process. And, if they have been ascertained; then a body of a science has been formed which is very properly called theology.—HUXLEY.

তৎসঙ্গে এক্ষণ বলিলেন কেন, তাহার মূল স্পেন্সারের এই লেখায় দেখিতে পাওয়া যায় :— But an account of the Transformation of things, given in the pages which follow, is simply an orderly presentation of facts; and the interpretation of the facts is nothing more than a statement of the ultimate uniformities they present—the laws to which they conform.

Is the reader an atheist? The exposition of these facts and these laws will neither yield support to his belief nor destroy it. Is he a pantheist? The phenomena and the inferences as now to be set forth will not force on him any incongruous implication. Does he think that God is immanent throughout all things, from concentrating nebulae to the thoughts of Poets? Then the theory to be put before him contains no disproof of that view. Does he believe in Deity who has given unchanging laws to the Universe? Then he will find nothing at variance with his belief in an exposition of those laws and an account of their results. এই সকল পক্ষमध्ये স্পেন্সার স্বয়ং কোন পক্ষাবলম্বী “personal superintendence becomes merged in universal immanence” এই ব্যেকটি কথার সহজে জয়লাভ হয়।



‘কং এব’ ইহা ইহলোকে ‘তৎ’ এব ‘অমৃত’ পরলোকে, ‘বং অমৃত’ ‘তৎ’ ‘অমৃত’ তদনুরূপম্ ‘ইহ’ ইহলোকে । ‘বঃ’ ইহা ‘নানাইব’ ‘পশুতি’ ‘ন’ ‘বৃত্তোঃ’ অনন্তরং ‘বৃত্তাং’ ভরকারণম্ ‘আধোতি’ ।

‘ইহ’ ‘কিঞ্চন’ ‘ন’ ‘নানা’ ‘অতি’ ‘ইদং’ ‘মনসা’ অধ্যাত্মযোগেন ‘এব’ ‘আপ্তব্যম্’ আয়তীকৰ্তব্যম্ ।

ইহলোকে বাহা পরলোকে তাহাই ; পরলোকে বাহা ইহলোকে তদনুরূপই । যে ব্যক্তি এখানে ভিন্নরূপ দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে ।

এখানে ভিন্নরূপ কিছুই নাই, এইটি অধ্যাত্মযোগে আয়ত্ত করিতে হইবে । যে এখানে ভিন্নরূপ দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে ।

ভাব—যে সকল ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক এ উভয়কে ভিন্নজাতীর বলিয়া মনে করে, তাহারা একটি আর একটির প্রস্তুতির জন্ত ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না, স্মৃতরাং অসার বিষয়ে জীবনাতিপাত করিয়া আপনাদিগকে পরজীবনের উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে না । ইহলোক ও পরলোক উভয়ই ঈশ্বরেতে অবস্থিত, একই ঈশ্বরের শাসনে শাসিত, স্মৃতরাং উভয়ের মধ্যে একতা থাকিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক । ইহলোক পরলোকের অনুরূপ, কেবল আমরাই আমাদের পাপদৃষ্টিতে ইহাকে স্বর্গ নয় নরক করিয়া তুলি, এ কথা মনে থাকিলে এবং তদনুরূপ আচরণ করিলে, অধ্যাত্মযোগে এই পৃথিবী স্বর্গ হয় । এ শ্রুতির বিশেষ নিয়োগ গতিবলীতে, তবে এখানে ইহার সংগ্রহ, ব্রহ্মের সৰ্বাস্তিত্বাবকল্প স্পষ্ট প্রদর্শনের জন্ত ।

৬ । তদেতদিত্তি মন্যন্তেহনির্দেশ্যং পরং সুখম্ ।

কথং নু তদ্বিজ্ঞানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্

নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেবভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং

তস্মা ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ কঠঃ ৫। ১৪ : ১৫ ।

মু ২ (২)। ১০। শ্বেত ৬। ১৪ ।

‘অনির্দেশ্যং’ নির্দেশ্যমশকাং ‘তৎ’ পরোক্ষং ব্রহ্ম ‘পরং’ পরমং ‘সুখম্’ ‘এতৎ’ অপারোক্ষং ব্রহ্ম ইতি ‘মন্তন্তে’ যোগিনঃ । অহম্ অযোগী—‘তৎ’ পরোক্ষং ব্রহ্ম ‘কথং নু’ ‘বিজ্ঞানীয়াম্’ ? ‘কিমু’ তৎ ‘ভাতি’ স্বয়ং প্রকাশতে ‘বা’ অথবা ‘বিভাতি’ বিস্পষ্টং দৃশ্যতে ?

‘ন তত্র সূর্য্যোভাতি’ ইতি ব্যাখ্যাতম্ (২। ৭) ।

সেই অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে যোগিগণ এই (সম্মুখম্) পরম সুখস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন । তাঁহাকে আমি কিরূপে জানিব ? তিনি

আপনি প্রকাশ পান অথবা এমনি তাঁহাকে বিম্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ?

ব্রহ্মসূত্রধানে সূর্য্যও দীপ্তি পায় না, চন্দ্রতারকও দীপ্তি পায় না, এ সকল বিদ্যুৎও দীপ্তি পায় না, অগ্নি কি প্রকারে দীপ্তি পাইবে । দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান ।

ভাব—যখন সন্মুখস্থ পরম সূর্য্যস্বরূপে অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে যোগিগণ মনে করেন তখন হয় তিনি আপনি তাঁহাদিগের নিকটে প্রকাশ পান, অথবা এমন কোন উপায় আছে যদ্বারা দৃশ্য পদার্থের জায় তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । যদি ব্রহ্ম সর্ব্বথা অনির্দেশ্য হন, তাহা হইলে যোগিগণের সন্মুখস্থ পরম সূর্য্যস্বরূপে ব্রহ্মকে মনে করা মনে করা মাত্র, উহাতে কোন বাস্তবিকতা নাই । এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, সূর্য্য চন্দ্রাদি পদার্থান্তরকে প্রকাশ করিলেও ব্রহ্মকে তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না, তিনিই তাহাদিগকে প্রকাশ করেন । সূর্য্যচন্দ্রকে তিনি প্রকাশ করেন এবং তাহাদের অপরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যও তাঁহা হইতে লব্ধ । সুতরাং অধ্যাত্মযোগাবলম্বন করিয়া যোগিগণ তাঁহাকে যোগবলে অন্তরে প্রত্যক্ষ করেন, এ কথা বলা যাইতে পারে না, যোগ দ্বারা দর্শনের যে সকল অন্তরায় আছে সেগুলি অন্তরিত হইয়া গেলে, মেঘান্তরিত সূর্য্যের জায় তিনি সাধকের নিকটে আপনি প্রকাশ পান । ব্রহ্ম নিয়ত অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান আছেন, আমাদেরই দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে এবং মনের অন্ত্র অভিনিবেশে তিনি বিদ্যমান থাকিয়াও আমাদের নিকটে অবিদ্যমানবৎ হইয়া আছেন । যোগদ্বারা দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও মনের অন্ত্র অভিনিবেশ বিদূরিত করিতে হয়, এই জন্ত যোগের আদর । যখন তিনি এইরূপে দর্শনের বিষয় হন, তখন দীপ্যমান তাঁহারই প্রকাশে সকল প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতেছে না, ইহা জদয়ঙ্গম হয় । শ্রুতি এই সত্যটি জদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন “দীপ্যমান তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া এ সকল দীপ্তি পায়, তাঁহারই দীপ্তিতে এ সকল দীপ্যমান ।” যোগী যখন এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করেন, তখন যোগের অভিমান আর তাঁহাতে তিষ্ঠিতে পারে না ।

৭ । উর্দ্ধমূলোহবাকৃশাখ এবোহস্বথঃ সনাতনঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্রূপং তদেবামৃতমুচ্যতে ॥

তস্মিন্মূলোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বৈ তদু নাত্যোতি কশ্চন ।

তদ্বৈতং ।

যদিদং কিক্ জগৎ সৰ্বং প্রাণএজ্জতি নিঃসৃতম্ ।

মহন্তয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥

ভয়াদন্ত্যাগ্নিস্তপতি ভয়াস্তপতি সূর্য্যঃ ।

ভয়াদিত্তশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥

কঠ ৬।১।২।৩, তৈ ২।৮।১।

‘উর্দ্ধমূলঃ’ উর্দ্ধঃ সর্গাভীতং ব্রহ্ম মূলং যন্ত সঃ, ‘অবাক্ শাখঃ’ অর্কাচ্যঃ অধোগতাঃ শাখাঃ মহা-  
ভূতাত্মাঃ যন্ত স ‘এব’ ‘অখণ্ডঃ’ ন যঃ তিষ্ঠতীতি অখণ্ডঃ সংসারঃ ‘সনাতনঃ’ প্রবাহক্রমেণ নিত্যস্থায়ী।  
‘তৎ’ মূলম্ ‘এব’ ‘তৎকং’ জ্যোতিষং শুদ্ধং, ‘তৎ ব্রহ্ম’ ‘তৎ এব’ ‘অমৃতম্’ অবিনশ্বরম্ ‘উচ্যতে’।  
‘তস্মিন্’ ব্রহ্মণি ‘সর্বো’ ‘লোকাঃ’ ‘প্রিতাঃ’ আশ্রিতাঃ ‘তৎ’ ‘উ’ পুনঃ ‘কশ্চন’ ‘ন অতোতি’ ন অতি-  
ক্রম্য বর্ততে। ‘এতৎ বৈ তৎ’—বজ্রজ্ঞানামৃততা ভবন্তি ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ।

‘বৎ’ ‘কিক্’ ‘ইদং’ ‘সর্বং’ নিখিলং জগৎ ততঃ ‘নিঃসৃতং’ নির্গতং সৎ ‘প্রাণে’ প্রাণস্বরূপে তস্মিন্  
অধিষ্ঠায় ‘এজ্জতি’ প্রচলতি ক্রিয়াবৎ ভবতি। তৎ ‘মহৎ’ অতএব ‘ভয়ম্’ ‘উদ্যতং’ ‘বজ্রং’। ‘বে’  
‘এতৎ’ ‘বিহুঃ’ ‘তে’ ‘অমৃতাসঃ’ ‘ভবন্তি’।

‘জন্ত’ ‘ভয়াৎ’ ‘অগ্নিঃ’ ‘তপতি’ ‘ভয়াৎ’ ‘সূর্য্যঃ’ ‘তপতি’ ‘ভয়াৎ’ ‘ইন্দ্রঃ’ চ ‘বায়ুঃ’ চ ‘পঞ্চমঃ’ ‘মৃত্যুঃ’  
‘ধাবতি’ স্বৰ্গকাগ্নির্কোষাহার।

এই সনাতন অমুখ ( সংসার ) উর্দ্ধমূল এবং অধোগতশাখাবিশিষ্ট।  
তিনিই ( সেই মূলই ) শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত  
হয়েন। তাঁহাতেই সকল লোক আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহই  
অতিক্রম-করিতে পারে না। ইনিই তিনি।

এই জগতের বাহা কিছু সকলই তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণ-  
স্বরূপ তাঁহাতে [ স্থিতি পূর্ব্বক ] ক্রিয়াশীল হইয়া আছে। তিনি উদ্যত  
বজ্র মহৎ ভয়, বাঁহারা ইঁ হাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

ইঁ হার ভয়ে অগ্নি তাপ দেয়, ইঁ হার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দেয়, ইঁ হার  
ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও (গগনায়) পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হয়।

ভাব—যঃ ( কল্য ) বাহা থাকে না—অখণ্ড শব্দের এই ব্যুৎপত্তিতে অখণ্ড সংসার।  
উর্দ্ধমূল—উর্দ্ধ—ব্রহ্ম, ব্রহ্ম এই সংসারের মূল। অধোগতশাখাবিশিষ্ট—মহাভূতাদি  
উঁহার শাখা। সনাতন—প্রবাহক্রমে চিরস্থায়ী। এখানে রূপকবর্ণনা দ্বারা ব্রহ্মের সর্গা-  
ভীত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক—ইনিই তিনি—এই কথায় যিনি সমুখস্থ, তিনিই সর্গাভীতু দূরস্থ,  
সমুখস্থ ও দূরস্থ কোন ভেদ নাই ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাকে কেহই অতিক্রম  
করিতে পারে না—তাঁহারই শাসনে জগৎ ও জীব শাসিত।

প্রাণস্বরূপ তাঁহাতে [ স্থিতিপূর্ব্বক ]—জগতের উৎপত্তি যেমন ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে,

ভেমনি তাহার ক্রিয়াবত্তাও তন্নিরপেক্ষ নহে । উহার প্রত্যেক ক্রিয়া প্রাণস্বরূপে স্থিতি-বশতঃ তাঁহা হইতে সঞ্চারিত হইয়া উপস্থিত হয় ।

তিনি উদ্যত বজ্র মহৎ ভয়—ব্রহ্মকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার শাসনে জগৎ শাসিত, এইটি রূপকে এখানে বর্ণিত হইয়াছে ।

ইহার ভয়ে—অগ্নি নিত্য তাপ দেয়, সূর্য্য নিয়ত উষ্ণা বিতরণ-করে, মেঘ বারিবর্ষণ করে, বায়ু অবিরত প্রবাহিত হয়, মৃত্যু নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করে । সকলেই তটস্থ হইয়া মহাপরাক্রান্ত পরব্রহ্মের অনুসরণ করিতেছে ।

৮ । আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরমাম

মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্ ।

এজৎ প্রাণম্মিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসম্বরেণ্যং

পরং বিজ্ঞানাদৃ যদ্বরিষ্ঠং প্রজ্ঞানাম্ ॥

যদর্চ্চিমদ্যদগুভ্যোহু চ

যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ।

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বায়ুনঃ

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বৈদ্যং সোম্য বিদ্ধি ॥

মু ২ (২) । ১ । ২ ।

‘আবিঃ’ প্রকটং বখা ত্যাং তথা ‘সন্নিহিতং’ ‘গুহাচরং’ গুহ্যরাং হৃদি চরতি ‘নাম’ প্রসিদ্ধম্ । এবং সন্নিহিতং কৃতঃ সর্বাভীতভয়—‘মহৎপদং’ মহৎ অনন্তং পদং ভূতনিবাসস্থানম্ । অপিচ—‘অত্র’ অগ্নিন্ ‘এজৎ’ চলৎ ‘প্রাণং’ প্রাণবৎ ‘মিমিষৎ’ নিমেষোন্মেষবৎ ‘এতৎ’ সর্বং ‘সমর্পিতং’ নিহিতম্ । ‘যৎ এতৎ’ ‘সৎ’ সর্কোপাদানং ‘অসৎ’ অব্যক্ততয়া স্থিতং ‘বরেণ্যং’ বরণীয়ং ‘যৎ বরিষ্ঠং’ বরতমম্ । তৎ ‘প্রজ্ঞানাং’ লোকানাং ‘বিজ্ঞানাং’ ‘পরম্’ অতিরিক্তম্ ইতি ‘জানথ’ অবগচ্ছৎ যুগ্ম শিষ্যাঃ ।

‘যৎ’ ‘অর্চ্চিমৎ’ দীপ্তিমৎ ‘যৎ অগুভ্যঃ’ অগ্নৌ ‘চ’ ‘যস্মিন্’ ‘লোকাঃ’ ‘লোকিনঃ’ ভবাসিনঃ ‘চ’ ‘নিহিতাঃ’ ‘তৎ এতৎ অক্ষরং ব্রহ্ম’ । ‘স প্রাণঃ’ ‘তৎ উ বায়ুনঃ’ ‘তৎ এতৎ সত্যং’ ‘তৎ অমৃতম্’ হে ‘সোম্য’ ‘তৎ’ ‘বৈদ্যং’ অধ্যাত্মবোপেন প্রবেষ্টব্যম্ ইতি ‘বিদ্ধি’ জানিহি ।

ইনি প্রকটভাবে সন্নিহিত, ইনি হৃদয়ে বিরাজমান ইহা প্রসিদ্ধ, ইনি অনন্ত ভূতনিবাসস্থান । এ সমুদায় ইহাতে নিহিত থাকিয়া জীবন্ত, প্রাণবন্ত, নিমেষ-উন্মেষবন্ত । যিনি সৎ (সকলের সত্যাত্ম) ও অসৎ (অব্যক্ত), বরেণ্য ও বরিষ্ঠ, প্রজাগণের বিজ্ঞানের অতীত, ইহাকে তোমরা অবগত হও ।

যিনি দীপ্তিমান, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, যাঁহাতে সমুদায় লোক ও

তত্ত্বলোকবাসিগণ অবস্থিত, তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম । তিনি প্রাণ, তিনিই বায়ন, তিনিই এই সত্য, তিনিই অমৃত । হে সোম্য, তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইতে হইবে, এইটি জ্ঞান ।

ভাব—এ সকল স্থলে যিনি সৰ্গগত তিনিই সৰ্ব্বাতীত, যিনি সৰ্ব্বাতীত তিনিই নিকটস্থ, এই সত্য শ্রুতি বোষণা করিয়াছেন । ব্রহ্মের মহত্ববশতঃ তিনি অনন্ত ও সৰ্ব্বাতীত, আবার অনন্তের ভিতরে সকলের স্থিতি সকলের বাস এজ্ঞ তিনি সৰ্ব্বাতীতবাক হইয়া সৰ্গগত । তিনি সকলের সত্তা হইয়া সকলের সঙ্গে আছেন, অথচ তাঁহার শাস্ত্রত অব্যক্ত ভাব তাহাতে বিনষ্ট হয় নাই । যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি সৎ ( বিদ্যমান ), যাহা নিঃশেষরূপে কোন কালে ব্যক্ত হইবার নহে তাহাতে তিনি অসৎ ( অগোচর ) । এ জগৎ ও জীবের সৰ্ব্ববিধ ক্রিয়া তাঁহা হইতে তাহাদিগেতে সঞ্চারিত হইতেছে । যদিও তিনি এইরূপে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন, সকলের বাক, মন, প্রাণ হইয়া আছেন, তথাপি তিনি মহাযোগের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত । যদি তিনি এইরূপে বিবিধপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াও জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর রহিলেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের আরাধ্য আমাদের অমৃতত্বের হেতু হইবেন কি প্রকারে ? তাঁহার সৰ্ব্বাতীতত্ব সৰ্গগতত্ব সৰ্ব্বাতীতবাকত্ব চিন্তা করিতে করিতে সেই অনন্ত মহানের ভিতরে প্রবিষ্ট হওয়া, তৎকর্তৃক গ্রস্ত হওয়াই তাঁহার আরাধনা ।

৯। হিরণ্যে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্ ।

তচ্ছূত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥

ত্রৈকৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ্চ'ত্তরেণ  
অধশ্চোৰ্দ্ধক্ষং প্রস্থতং ত্রৈকৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥

মু ২ (২) । ৯ । ১১ ।

‘হিরণ্যে’ জ্যোতির্থে ‘পরে’ শ্রেষ্ঠে ‘কোষে’ বিজ্ঞানমরকোষে ‘বিরজং’ রজঃ মলং তৎক্লিষ্টং, ‘নিকলং’ নিরবয়বং ‘ব্রহ্ম’ । ‘তৎ’ ‘তত্ত্বং’ শুদ্ধং ‘জ্যোতিষাং’ ভৌতিকানাং ‘জ্যোতিঃ’ প্রকাশকম্ । ‘আত্মবিদঃ’ বিবেকিনঃ ‘বৎ’ এবভূতং ‘বিদুঃ’ জ্ঞানন্তি ‘তৎ’ ব্রহ্ম ।

‘ইদম্’ ‘অমৃতম্’ অবিকারি ‘ব্রহ্ম’ এষ ‘পুরস্তাৎ’ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ‘ব্রহ্ম দক্ষিণতঃ’ ‘উত্তরেণ’ ‘চ’ ‘ইদং’ ‘ব্রহ্ম’ এষ ‘অধঃ চ উৰ্দ্ধং চ’ ‘প্রস্থতম্’ ‘ইদং বরিষ্ঠং’ ব্রহ্ম ‘বিশ্বং’ সমস্তম্ ।

নিরবয়ব নির্মল ব্রহ্ম হিরণ্য পরম কোষে বিদ্যমান । তিনি শুদ্ধ, জ্যোতির জ্যোতি, তিনি ব্রহ্ম যাহাকে আত্মবিকাণ অবগত করেন ।

এই অবিকারী ব্রহ্ম সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে উত্তরে উর্দ্ধে অধোতে পরিব্যাপ্ত । এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই সমস্ত ।

ভাব—হিরণ্য পরমকোষে—হিরণ্য জ্যোতির্থে বিজ্ঞানমর কোষে—অন্তরের অন্তরে

বিশেষগণ নিরবয়ব নির্মল পরিস্কৃত জ্যোতির জ্যোতি ব্রহ্মকে দর্শন-করিয়া থাকেন। জ্যোতির জ্যোতি এই কথা বলাতে কোন ভৌতিক জ্যোতি তিনি নন, নিম্নবয়ব বলাতে কোন প্রকার আকারবিশিষ্ট তিনি নন, প্রতি ইহাই নির্দ্বয়গ করিয়াছেন।

সমুদ্র, পশ্চাৎ, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ অধঃ সমস্তই এই প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মে পূর্ণ—যোগী প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত ব্রহ্মেতে পূর্ণ দেখিতে দেখিতে এক ব্রহ্মই তাঁহার অন্তশব্দে সন্নিহানে বিদ্যমান থাকেন, আর সমস্ত অন্তর্হিতপ্রায় হয়।

১০। বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিস্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।

দূরাৎ সূদূরে তদিত্যন্তিকে চ

পশ্চাৎস্থিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ যু ৩(১)। ৭।

‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বৃহৎ’ সর্বাভীতঃ ‘দিব্যম্’ অপার্থিবম্ ‘অচিস্ত্যরূপম্’ অচিস্ত্যস্বরূপম্ ‘তৎ’ ‘সূক্ষ্মাৎ চ’ ‘সূক্ষ্মতরং’ ‘বিভাতি’ প্রকাশতে। ‘তৎ’ ‘দূরাৎ সূদূরে’ ‘ইহ অন্তিকে চ’ ‘পশ্চাৎস্থ’ দর্শনসামর্থ্যবুদ্ধেয় ‘ইহ এব’ ‘গুহায়াম্’ হৃদি ‘নিহিতম্’।

তিনি বৃহৎ, দিব্য, অচিস্ত্যস্বরূপ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতররূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতে সূদূরে নিকট হইতেও নিকটে; দর্শনসামর্থ্যবান্-দিগের নিকটে তিনি হৃদয়ের অন্তরতমদেশে নিহিত।

ভাব—এখানে সর্বাভীতবাক ও সর্বাভীত উভয়ের একত্র সন্নিবেশ হইয়াছে। হৃদয়ে নিহিতরূপে নিকটে এবং অনন্তস্থ সূদূরে চিস্তার অতীতরূপে দর্শনে একই সময়ে সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং উপলভ্যমান বস্তুর আরও উপলব্ধবাক হৃদয়ঙ্গম হয়।

১১। ও ব্রহ্মবিদ্যাপোতি পরম্। তদেষাহভূক্তা। সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে বোয়াম্। সোহম্ভূতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি। তৈ ২। ১।

‘ব্রহ্মবিৎ’ ব্রহ্মজ্ঞঃ ‘পরম্’ ব্রহ্ম ‘আপোতি’ তৎসাক্ষাৎকারঃ লভতে। ‘তৎ’ তন্মাৎ ‘এবা’ বৃক্ ‘অভূক্তা’ আয়াতঃ—‘যঃ’ জনঃ ‘পরমে’ ‘বোয়াম্’ বোয়ি আকাশস্বরূপে অন্ধরে পরব্রহ্মণি বিদ্যমানায়ঃ ‘গুহায়াম্’ স্বহৃদি ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং’ সত্যাদিষ্বরূপবৎ ‘ব্রহ্ম’ ‘নিহিতং’ নিগূঢ়তাবেন বর্ন্তমানং ‘বেদ’ অন্তর্দৃষ্ট্য জ্ঞানতি, ‘স’ জ্ঞানানন্তরঃ ‘বিপশ্চিত্তা’ সর্কজেন ‘ব্রহ্মণা’ ‘সহ’ সাক্ষাৎসম্বন্ধবশাৎ দেকীভূয় ‘সর্কান্ কামান্’ তৎপ্রেরিতান্ ‘অম্ভূতে’ ভূক্তে।

ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সে জন্মই এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। যিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে পরমাক্রাশে হৃদয়গুহায় নিগূঢ়ভাবে স্থিত জানেন, তিনি সর্কজ ব্রহ্ম সহ এক হইয়া সকল কামনা ভোগ-করেন।

ভাব—লক্ষণ বিনা কোন বস্তুর পরিগ্রহ হয় না। যিনি সর্বাভীত এবং সমুদায়

সম্বন্ধবিবৰ্জিত তাঁহার লক্ষণনিরূপক স্বরূপ কি প্রকারে নির্ণীত হইবে ? যেখানে সাদৃশ্য-ও-বৈসাদৃশ্যযোগে বিচার চলে না, সেখানে কিছুই বুদ্ধিগোচর হয় না । হৃদয়ে যদি ঐক্যবিশয়ক জ্ঞান স্বতঃ প্রতিভাত না হইত, তাহা হইলে কোন প্রকার প্রয়াসেই তৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভবপর হইত না । কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান-করা, তাহাও স্বতঃ হৃদয়নিহিত কার্য্যকারণজ্ঞান বিনা সম্ভবে না । সেস্থলেও ইটি কার্য্য ইটি কারণ ইহা নির্ণয়করিবার পূর্বে কার্য্যকারণজ্ঞান অবশ্য থাকা চাই, কেন না কার্য্যকারণজ্ঞান না থাকিলে সেরূপ নির্ণয়ই অসম্ভব । আপনা হইতে প্রতিভাত হওয়া আপনা হইতে হৃদয়ে নিহিত থাকা এই দেখাইয়া দেয় যে, কোথাও হইতে উহার আগম হইয়াছে । আগম একটি কার্য্য, সুতরাং উহা কারণনিরপেক্ষ হইতে পারে না । অতএব যিনি সর্বস্বাক্ষরণ সেই পরাত্মা হইতেই তদ্বিশয়ক স্বরূপজ্ঞান আত্মাতে আবির্ভূত হয়, ইহাই সং সিদ্ধান্ত । ঋতি সেই জন্তই সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম হৃদয়গুহার নিগূঢ়ভাবে স্থিত, এই কথা বলিয়া হৃদয়ে তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ নিবদ্ধ করিয়াছেন ।

পরমাকাশে—“যে অক্ষর পরমাকাশে নিখিল দেবগণ অধিবাস করেন, উহাতে ঋক্ সকল স্থিতি করে” ( ১০ম, ২২য়, ১৬৪ঋক্ ) এতদনুসারে এস্থলে পরমাকাশ অক্ষর পরব্রহ্ম । জানেন—অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন । সর্বত্র ব্রহ্মসহ এক হইয়া—সর্বজ্ঞ এই বিশেষণ থাকাতো এই বুঝাইতেছে যে, যে যে ভোগের বিষয় যে যে নিরমাবলম্বনপূর্বক ভোগ-করিলে সেই সেই বিষয়োপযোগী স্বরূপসমূহ সাধকেতে আবিষ্ট হইবে, স্বয়ং পরব্রহ্ম তত্ত্বৎবিধিসহকারে তত্ত্বভোগের বিষয় সাধকের সন্নিধানে উপস্থিত করেন । পরবর্তী এত্বাংশে বিধি বিবৃত হইবে । বিশেষ ব্যাখ্যা অধ্যায়প্রাপ্তিতে দ্রষ্টব্য ।

১২ । যত্নৈতৎ স্মরুতম্ । রসো বৈ সঃ । রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি । কো হ্যেবান্মাং কঃ প্রাপ্যাত্ । যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্ম্যাত্ । এষ হ্যেবানন্দয়াতি । তৈ, ২ । ৭ । ২ ।

‘বৎ’ বস্মাৎ ‘বা’ এব ‘এতৎ’ ‘স্মরুতং’ পুণ্যং তস্মাৎ ‘রসঃ’ ‘বৈ’ এব ‘সঃ’ । ‘অয়ং’ জীবঃ ‘রসঃ’ হি এব ‘লব্ধ্বা’ ‘আনন্দী’ আনন্দপ্লাবিতঃ ‘ভবতি’ । ‘বৎ’ যদি ‘এষ আকাশঃ’ ‘আনন্দঃ’ ‘ন স্ম্যাত্’ ‘কঃ’ হি এব ‘অস্তাৎ’ চেষ্টেত ‘কঃ’ ‘প্রাপ্যাত্’ প্রাপধারণঃ কুৰ্য্যাত্ । ‘এষ’ আনন্দঃ ‘এব’ ‘হি’ ‘আনন্দয়াতি’ আনন্দয়তি স্বয়ংতি ।

যেহেতুক ইনি স্মরুত ( পুণ্য ), তাই ইনি রসস্বরূপ । এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দপ্লাবিত হয় । এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত ? ইনিই আনন্দিত করেন ।

ভাঃ—ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তিকে স্মরুত বলা যায়, কেন না তাঁহার ক্রিয়া ভাল । এই

স্বকৃতই পুণ্য, কেন না যে ব্যক্তি তাঁহার ক্রিয়ার অনুসরণ করে তাহার চিত্ত নির্মল হয়। যেখানে পুণ্য সেখানে আনন্দের আবির্ভাব অবশ্যস্বাভাবী, তাই ঐতি সেই স্বকৃতকে রস—সাক্ষাৎ আনন্দ বলিয়াছেন। জগজ্জীবাদির সৌন্দর্য্যদর্শনে যে আনন্দ উদ্ভূত হয়, উহা সাক্ষাৎ আনন্দ নহে, কেন না সেখানে উহাদের সৌন্দর্য্যব্যবধান করিয়া আনন্দ জন্মিয়া থাকে, তন্নিরপেক্ষ নহে। পুণ্যস্বরূপের অভ্যাসে যে আনন্দ উপস্থিত, সে আনন্দের কোন ব্যবধান না থাকাতে সাক্ষাৎ আনন্দ। এই আনন্দকে ঐতি রস বলিয়াছেন এই জন্য যে উহার আবির্ভাবমাত্র তৃপ্তি উপস্থিত হয়, উহার দ্বারা সমুদায় প্রাণিত হইয়া যায়।

এই আকাংক্ষা যদি আনন্দ না হইত—এখানে আকাশ ও আনন্দ এক করিয়া উদ্ভি-  
খিত হওয়াতে, এ আকাশ ভূতাকাশ নহে। ‘যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিত’—  
এইরূপে আকাশশব্দকে সপ্তমাস্ত পদ করা যে সমুচিত নয়, মিতাক্ষরা ব্রহ্মস্বত্রবিবৃতির  
প্রণেতা তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, দুই দিকে প্রথমাস্ত (এই ও আনন্দ)  
পদের মধ্যে যখন আকাশশব্দ আছে তখন উহার প্রথমাস্ত হওয়াই সমুচিত সপ্তমাস্ত  
নহে।

ইনিই আনন্দিত করেন—এস্থলে ‘আনন্দিত করেন’ তাঁহার অর্থ সুখদ্বারা চেষ্টাবস্ত ও  
জীবন্ত করেন, এজন্যই অন্তত্ৰ লিখিত হইয়াছে—“যখনই সুখ পায়, তখনই করে, সুখ না  
পাইয়া করে না, সুখ পাইয়াই করে” (৩।১৭।১২৮ পৃষ্ঠা)।

১৩। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি  
জীবন্তি। যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজ্ঞানস্ব তদব্রহ্মোতি।

তৈ, ৩।১।২।

‘যতঃ’ ‘বৈ’ এষ ‘ইমানি ভূতানি’ ‘জায়ন্তে’ ‘জাতানি যেন জীবন্তি’ ‘যৎ’ ‘প্রযন্তি’ প্রতিগচ্ছন্তি  
লয়কালে ‘অভিসংবিশন্তি’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বিজ্ঞানস্ব’ জ্ঞাতুমিচ্ছন্ত ‘তৎ ব্রহ্ম’ ইতি।

বাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া বাঁহাতে  
জীবনধারণ করে, অস্তে বাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয় তাঁহার  
বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

ভাব—এখানে ব্রহ্মকে সকলের কারণরূপে নির্দেশ করিয়া তাঁহার অবধারণ করা  
হইয়াছে।

১৪। স হোবাচৈতন্তৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-  
শূলমনগুহুস্বমদীর্ঘমলোহিতমন্নেহমচ্ছায়মতমোহবাযুনাকাশমসস্রমস-  
মগন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্মনস্করমবাহুং  
ন তদস্মাতি কিঞ্চন ন তদস্মাতি কশ্চন।



এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ  
তিষ্ঠত এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে  
তিষ্ঠতঃ । এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহো-  
রাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা প্লতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্ম বা  
অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যা নদাঃ স্তন্দন্তে ষ্বেতেভ্যঃ পর্ক-  
তেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যা যাং যাক্ দিশমষ্যেতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে  
গার্গি দদতো গনুয্যা প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্কীং পিতরোহ-  
ষায়ন্তাঃ ।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মি'ল্লোকে জুহোতি যজতে  
তপস্তপাতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্ম তদ্ববতি যো বা এতদক্ষরং  
গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাং প্রৈতি স রূপণোহথ য এতদক্ষরং গার্গি  
বিদিত্বাহস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্চৈতৎ শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতৃ নান্দতৌহস্তু দ্রষ্টৃ নান্দতৌহস্তু শ্রোতৃ নান্দতৌহস্তু  
মন্ত্ৰ নান্দতৌহস্তু বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্মু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ  
প্রোতশ্চেতি । বৃহৎ ৫ । ৮ । ৮—১১ ।

'স' বাজ্যবাক্যঃ 'হ' 'উবাচ'—হে 'গার্গি' 'ব্রাহ্মণাঃ' ব্রহ্মজ্ঞাঃ 'এতৎ বৈ' 'তৎ অক্ষরং' ব্রহ্ম 'অস্তি-  
যন্তি' যৎ 'অস্থলং' স্থলাদন্তং 'অনং' স্থন্দাদন্তং, 'অহং' ব্রহ্মাদন্তং, 'অদীর্ঘং' বীর্ঘাদন্তং, 'অলোহি-  
তম্'—অগ্নেৰ্হো লোহিতগুণত্বাহিতম্, 'অমেহম্' অপাং যঃ স্নেহগুণত্বাহিতম্, 'অচ্ছায়ম্'—অনির্দেহ-  
ত্বাৎ ভবতু তৎ ছায়ৈব ন তৎ ছায়া, 'অতমঃ'—ভবতু তর্হি তমঃ তদপি ন, 'অবায়ুঃ'—ভবতু তর্হি বায়ুঃ  
ন সোহপি তৎ, 'অনাকাশং'—ভবতু তর্হি আকাশং তদপি ন তৎ, 'অসঙ্গং'—ভবতু তর্হি সজাত ইতি  
সঙ্গঃ স্পর্শঃ ন সোহপি তৎ, 'অরসং'—ভবতু তর্হি রসো ন সোহপি তৎ, 'অগন্ধং'—ভবতু তর্হি গন্ধঃ ন  
সোহপি তৎ, 'অচক্ষুষ্ম অশ্রোত্রং'—'পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ' ইতি চক্ষুঃশ্রোত্রকর্ণবিরহিতম্,  
'অবাক্'—ভবতু তর্হি বাক্ . ন সাপি তৎ, 'অমনঃ'—ভবতু তর্হি মনঃ ন তদপি তৎ, 'অতেজস্বং'—  
নাগ্নাদিবজ্ঞৌতিকভেদোযুক্তম্, 'অপ্রাণম্'—ভৌতিকপ্রাণোহপি ন তৎ, 'অমুখং'—মুখবিরহিতম্,  
'অমাত্রং'—মাত্রা মানং তদ্রহিতম্, 'অনন্তরং'—হিত্রশূন্যম্, 'অবাহং'—বাহুবল্লাসাদৃশ্যরহিতম্ । তস্মিন্মু  
কেহপি জীবধর্ম্মা ন বিদ্যন্ত ইতি প্রদর্শনায়—'ন তৎ কিঞ্চন অস্মাতি, ন কশ্চন তৎ অস্মাতি'—ন  
ভজয়িতু ন ভজ্যং তৎ ।

'হে গার্গি,' 'এতৎ বৈ অক্ষরস্ম প্রশাসনে' নিমন্তৃষ্যধীনে 'সূর্য্যচন্দ্রমসৌ সূর্য্যচন্দ্রমাস  
'বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' । 'হে গার্গি, এতৎ বৈ অক্ষরস্ম প্রশাসনে' 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'বিধৃতে'

‘তিষ্ঠতঃ’। ‘হে গার্গি,’ ‘এতত্ত্ব বৈ অক্ষরন্ত প্রশাসনে’ ‘নিমেবাঃ, মুহূর্তাঃ, অহোরাত্রাণি, অর্দ্ধমাংসাঃ, নাসাঃ, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ ইতি’ কালাবরবাঃ ‘বিদ্বতাঃ’ ‘তিষ্ঠতি’। ‘হে গার্গি,’ ‘এতত্ত্ব বৈ অক্ষরন্ত প্রশাসনে’ ‘প্রাচ্যাঃ’ আগকনাঃ পূর্বদিগ্গমনাঃ গন্ধাত্তাঃ ‘অন্ত্যাক’ নন্তুঃ ‘বেতেভ্যাঃ’ ‘গর্কতেভ্যাঃ’ হিমবদাদিভ্যাঃ ‘তন্মন্তে’ অবন্তে বহন্তি ; ‘প্রতীচ্যাঃ’ প্রতীচীং দিশম্ অকন্ত্যাঃ সিন্ধাত্তাঃ নদ্যাঃ ‘অন্ত্যাক’ ‘বাং বাং’ দক্ষিণাম্ উত্তরং ‘দিশম্,’ ‘অম্’ অম্প্রবৃত্তাঃ তাং তাং দিশম্ অমু তন্মন্তে বহন্তি। ‘হে গার্গি,’ ‘এতত্ত্ব বৈ অক্ষরন্ত প্রশাসনে’ ‘দদতঃ’ হিরণ্যাদীন্ প্রবচ্ছতঃ জনান্ ‘মহুভ্যাঃ’ তচ্ছাসনবস্ততা-বশাদবশতাবেন ‘প্রশংসন্তি,’ ‘দেবাঃ’ ‘বজমানং’ ‘পিতরঃ’ ‘দর্বাঃ’ প্রকৃতিবিকৃতিভাবরহিতহোমস্, ‘অস্বারন্তাঃ’ অমুগতাঃ। সমর্থানাং তৃপ্তানামেবমধীনতাপীকারে প্রশান্তঃ শাসনমেব হেতুঃ।

‘হে গার্গি,’ ‘যো বৈ এতদক্ষরম্’ ‘অবিদিত্বা’ অজ্ঞাত্বা। ‘অগ্নিন্ লোকে’ ‘বহুনি বর্ষসহস্রাণি’ ব্যাপ্য ‘জুহোতি,’ ‘বজতে,’ ‘তপঃ তপাতে,’ ‘অন্ত’ জনন্ত তৎ হবনাদিকম্ ‘অন্তব্যং’ বিনাশি ‘ভবতি’—বিকল-মেব স তদনুভিষ্ঠতে। ‘হে গার্গি,’ ‘যো বৈ এতৎ অক্ষরম্’ ‘অবিদিত্বা’ অজ্ঞাত্বা। ‘অগ্নাং লোকাং’ ‘প্রৈতি’ প্রযাতি ‘স কৃপণঃ’ কৃপাপাত্রম্। ‘অথ যঃ এতৎ অক্ষরং’ ‘বিদিত্বা’ জ্ঞাত্ব। ‘অগ্নাং লোকাং’ ‘প্রৈতি’ ‘স ব্রাহ্মণঃ’ ব্রহ্মসম্পন্নঃ।

‘হে গার্গি,’ ‘তৎ বৈ এতৎ অক্ষরম্’ ‘অদৃষ্টম্’ অদ্রষ্টে ‘দ্রষ্টৃ’ দর্শনক্রিয়াকর্তৃ, ‘অপ্রতম্’ অদ্রষ্টে ‘প্রোতৃ’, ‘অনতম্’ অদ্রষ্টে ‘মন্তৃ’, ‘অবিজাতম্’ অদ্রষ্টে ‘বিজাতৃ’, ‘অতঃ’ ‘অন্তং’ ‘ন’ ‘দ্রষ্টৃ’ ‘অন্তি,’ ‘অতঃ’ ‘অন্তং’ ‘ন’ ‘প্রোতৃ’ ‘অন্তি,’ ‘অতঃ’ ‘অন্তং’ ‘ন’ ‘মন্তৃ’ ‘অন্তি,’ ‘অতঃ’ ‘অন্তং’ ‘ন’ ‘বিজাতৃ’ ‘অন্তি’—দর্শন প্রবণাদিকং সর্বং ভদবীনং ন তদনপেক্ষ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। ‘হে গার্গি,’ ‘এতন্মিন্ দু খলু অক্ষরে’ ‘আকাশঃ ওতন্ত প্রোতন্ত’ ইত্যুত্তরম্ (১।৩।১০—১২)।

তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বলিলেন, হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা ষাঁহাকে অভি-বাদন-করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, দ্রব্ধ নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিল্লি লোহিত নহেন, তিনি স্নেহপদার্থও নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, স্পর্শ নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কণ নাই, বাক্য নাই, মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, পরিমাণ নাই, তিনি অন্তর্বাছ-শূন্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ-করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ-করে না।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিদ্বত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে দ্যুলোক ও ভুলোক বিদ্বত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর বিদ্বত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে অনেকানেক পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল ষ্বেতপর্কতসমূহ হইতে

নিঃসৃত হইয়া যে যে দিকে বাইবার সেই সেই দিক্ অনুসরণ-করিতেছে । হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মের শাসনে দাতাদিগকে মনুষ্যগণ প্রশংসা করে, দেবগণ যজ্ঞমানের এবং পিতৃগণ পিতৃযজ্ঞের অনুবর্তন করেন ।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মকে না জানিয়া বহু সহস্র বর্ষ ইহলোকে যে ব্যক্তি হোম যাগ তপস্যা করে সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না । হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে ক্রুপাপাত্র । আর যিনি এই অবিনাশী ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ।

হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মকে কেহ দেখে নাই, ইনি সকলকে দেখেন, ইঁহাকে কেহ শোনে নাই, ইনি সকলকে শোনেন, ইঁহাকে কেহ মননের আয়ত্ত করে নাই ইনি সকলকে মনন করেন, ইঁহাকে কেহ বিশেষভাবে জানে নাই ইনি সকলকে বিশেষরূপে জানেন । ইঁহা ছাড়া-কেহ দ্রষ্টা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ প্রোতা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ মননকর্তা নাই, ইঁহা ছাড়া কেহ বিজ্ঞাতা নাই । হে গার্গি, এই অবিনাশী ব্রহ্মেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ।

ভাব—“আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ?” (১২।৭) এই প্রশ্নের উত্তরে ষাণ্মবাক্য পরব্রহ্মকে চেতন ও অচেতনবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া “এই অবিনাশী ব্রহ্মেতেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত” এই উত্তর দিয়াছেন । সকল হইতে কেন তাঁহাকে স্বতন্ত্র করা হইতেছে, তাহার কারণ তিনি এই দেখাইয়াছেন যে তিনি সকলের ধারক ও নিয়ন্তা । যিনি সকলের ধারক তিনি অস্ত কৰ্ত্তৃক বিধৃত হইবেন কি প্রকারে ? যিনি সকলের নিয়ন্তা তিনি অপরের আয়ত্তাধীন হইবেন কি প্রকারে ? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই, তিনি সকলকে দেখেন ইত্যাদি বলাতে সকলে তাঁহার জ্ঞেয় হইতেছে, এবং বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতেছেন । ইঁহা ছাড়া কেহ দ্রষ্টা নাই ইত্যাদি বলাতে সকলই মিথ্যা হইতেছে একরূপ মনে করা ভ্রম, তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন কেহ দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, মনন করিতে পারে না, জানিতে পায় না, এই কথাই সত্য । যেখানে নিয়ন্তৃত্ব সেখানে তাঁহারই কর্তৃত্ব, ইঁহাই সত্য দৃষ্টি, নিয়ন্তার সঙ্গে নিয়াম্য চির-প্রথিত । নিয়মনের বিষয় তাঁহাতে বিলীন ভাবে স্থিতি করিলে আর তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, এ কথা কথার কথা । যখন সৰ্ব্ববিলয়ে তত্ত্বসম্পর্কীয় অমুভব (৩।২১) তাঁহাতে বিদ্যমান থাকে, তখন নিয়াম্য সমুদায় তাঁহাতে বিলীনভাবে স্থিতি করিলেও নিয়ন্ত্বের অমুভব তখনও রহিল (১।৩।১০—১২) ।

১৫। যম্মাদর্শাক্ সংবৎসরোহহোতিঃ পরিবর্ততে ।

তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরাযুর্হেঁপাসতেহমৃতম্ ॥

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোহমৃতম্ ॥

প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসে

যে মনোবিভূঃ । তে নিচিক্যুব্রহ্মপুরণমগ্র্যম্ ।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশুতি ।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ ।

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা এহান্ ধ্রুবঃ ॥

বৃহ ৬। ৪। ১৬—২০ ।

‘অহোতিঃ’ ‘সংবৎসরঃ’ ‘যম্মাং’ ‘অর্শাক্’ অন্তর ‘পরিবর্ততে’ ভ্রমতি ‘তৎ’ কালাতীতং ‘জ্যোতিষাং  
জ্যোতিঃ’ ‘অমৃতং’ পরতত্ত্বং ‘দেবাঃ’ ‘আয়ুঃ’ আয়ুরূপেণ ‘হেঁ’ উপাসতে’ ।

‘যস্মিন্’ ‘পঞ্চ’ পঞ্চসংখ্যাতাঃ ‘পঞ্চজনাঃ’ দেবপিতৃমরুগন্ধর্বরাক্ষসি প্রতিষ্ঠিতাঃ ‘আকাশঃ’ চ’  
‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ ‘তন্ম্’ এব ‘আত্মানং’ পরাত্মানম্ ‘অমৃতম্’ অবিনাশী ‘ব্রহ্ম’ ‘মন্ত্রে’ অহম্ । এবং  
‘বিদ্বান্’ ‘অমৃতঃ’ অবিলাষিষমাণ্ডঃ অহম্ ।

‘যে’ সাধকঃ ‘প্রাণস্ত প্রাণং’ ‘উত’ অপি চ ‘চক্ষুষঃ চক্ষুঃ’ ‘উত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং’ ‘মনসে’ ‘মনঃ’  
‘যে’ জ্ঞানস্তি ‘তে’ ‘পুরণং’ চিরন্তনং ‘অগ্র্যং’ সর্বশ্রেষ্ঠং ‘ব্রহ্ম’ ‘নিচিক্যুঃ’ নিশ্চিতবস্তঃ । ‘ইহ’  
ব্রহ্মণি ‘নান’ অনেকং ‘কিঞ্চন’ ‘ন’ ‘অস্তি’ । ইতি ‘মনসে’ অধ্যাত্মযোগেন ‘এব’ ‘অনুদ্রষ্টব্যম্’ । ‘যঃ’  
‘ইহ’ ব্রহ্মণি ‘নান’ অনেকম্ ‘ইব’ ‘পশুতি’ ‘স’ ‘মৃত্যোঃ’ মৃত্যোরনন্তরং ‘মৃত্যুং’ ভয়কারণম্  
‘আপ্নোতি’ ।

‘অগ্রমেয়ম্’ ‘অনন্তং’ ‘ধ্রুবং’ শাশ্বতং ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘একধা’ অখণ্ডম্ ‘এব’ ‘অনুদ্রষ্টব্যম্’ । তৎ ব্রহ্ম  
‘মহান্’ ‘আত্মা’ ‘ধ্রুবঃ’ ‘অজঃ’ ‘আকাশাৎ’ ‘পরঃ’ তদতীতঃ ‘বিরজঃ’ মালিন্যরহিতঃ ।

দিবসনিচয়সহকারে সংবৎসর বাঁহাকে ছাড়িয়া অন্তর ভ্রমণ করে,  
তাঁহাকে দেবগণ জ্যোতির জ্যোতি অগর আয়ুরূপে উপাসনা করেন ।

বাহাতে পঞ্চসংখ্যক দেব-পিতৃ-অমর-গন্ধর্ব-রাক্ষস পঞ্চজন \* এবং

\* শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্তু তাঁহার বেদান্তভাষ্যে ‘পঞ্চ পঞ্চ জন’ এ অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—  
প্রাণাদি পঞ্চ প্রতিব্যক্তিতে পাঁচ পাঁচটি করিয়া আছে, এজন্য পঞ্চ পঞ্চ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে ।  
পাঁচটি প্রাণ কার্যভূত হইলেও উহার শক্তি। মূলশক্তি এক হইলেও ইহাদিগের নানাভাবে উহার একত্ব  
নিরূপ হইতেছে না । ‘পঞ্চ পঞ্চ জন’ এহলে প্রাণাদি পঞ্চগ্রহণ করিবার যেহে এই যে অব্যবহিত পরেই

আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই আমি অবিনাশী আত্মা ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। আমি এইরূপ জানিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়াছি।

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারা চিরন্তন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চয়-করিয়াছেন। এই ব্রহ্মেতে কিছুই ভিন্নরূপ নাই, এইরূপ মনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইহাতে ভিন্নরূপের মত কিছু দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে।

ব্রহ্ম, অপ্রমেয় এই ব্রহ্মকে অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে। তিনি আকাশের অতীত নিৰ্ম্মল, জন্মরহিত, মহান্, ধ্রুব, পরাত্মা।

ভাব—কালের সহিত পরিবর্তনের যোগ, পরিবর্তন দ্বারাই কাল আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। ব্রহ্মেতে কোন পরিবর্তন নাই, সুতরাং তিনি কালের অতীত। কাল আবৃত্তি করিয়া, তিনি অনন্ত জীবন অর্পণ করেন, সুতরাং দেবগণ তাঁহাকে আবৃত্তি বলিয়া অনন্তজীবন বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।

দেবাদি সকলে যেমন ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সকলের আধার আকাশও তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাতে এইরূপে সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া সৰ্ব্বাত্তীর্ণ ব্রহ্মের যাহারা আরাধনা করেন তাঁহারা অমৃতত্বলাভ করেন।

প্রাণের প্রাণ ইত্যাদি বলিয়া পরব্রহ্মকে প্রেরয়িত্বরূপে প্রত্যক্ষকরিবার প্রকৃষ্ট উপায় এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্ম অপ্রমেয়—এখানে পরোক্ষ এবং অপারোক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শনের রীতি নিবদ্ধ হইয়াছে।

নিৰ্ম্মল, আকাশের অতীত, জন্মরহিত—আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ আকাশ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম কোন মালিন্য স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্বারা তাঁহার কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু আকাশ রজঃসংস্পর্শে মলিন হয়, আকাশ জন্মরহিত নয়, আত্মা হইতে উৎপত্তি অতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ আত্মা প্রকারী আকাশ আত্মার প্রকার। অল্প বস্তুর

“যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন বলিয়া জানেন” এই বলিয়া বহুতর পূর্ব পূর্ব প্রাণাদিশব্দের সঙ্গে প্রতিবাক্যভেদে যে প্রাণাদি পঞ্চ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতেই বাক্যপরিণামাণ্ডিকর হইয়াছে (১। ৪। ১২) ; সুতরাং পঞ্চপ্রাণাদি বিনা আর কিছুই বুঝায় না। পূর্বোক্ত অতিশীঘ্রাধিনাশাধাতে উক্ত হইয়াছে। কাংখাধাতে প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এই চারিটি মাত্রেয় উল্লেখ আছে, ইহাতে পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয় না। কাংখ্যাতে আরও মন না থাকিলেও ইহাতে যে জ্যোতির জ্যোতি আছে তদ্বারা পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ হয় (১। ৪। ১০)। অজ্ঞাত ভাব্যও এই কথাই আছে।

সংবোধে আকাশ বিবিধাকার প্রাপ্ত হয়; আত্মা নিত্য একই রূপ। আকাশ অচেতন, আত্মা চৈতন্ত্বরূপ।

১৬। নৈনমূৰ্দ্ধং ন তিৰ্য্যক্ ন মধ্যো পরিক্রান্তং ।

ন তন্ত্ৰ প্রতিমা অস্তি যন্ত্ৰ নাম মহদ্যশঃ ।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত্ৰ

ন চক্ষুৰা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।

হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-

মেবং বিদূরমুতাস্তে ভবন্তি ॥

শ্লোক ৪। ১৯। ২০।

‘এন’ পরাক্রান্তং ‘ন’ উচ্চৈঃ ‘ন তিৰ্য্যক্’ ‘ন মধ্যো’ ‘পরিক্রান্তং’ পরিগ্রহীত্বং ন শব্দভাঃ। অতএব ‘ন তন্ত্ৰ’ ‘প্রতিমা’ সাদৃশ্যম্, ‘অস্তি’। কথং স আরাধ্যঃ? ‘যন্ত্ৰ নাম’—‘মহৎ’ দিগাদ্যনবচ্ছিন্নঃ সৰ্ব্বত্র পরিপূর্ণঃ ‘যশঃ’ গৌরবম্।

‘অন্ত’ ‘রূপ’ স্বরূপং ‘সন্দৃশে’ চক্ষুরাদিগ্রাহ্যবোধাপ্রদেশে ‘ন’ ‘তিষ্ঠতি’। ‘কশ্চন এনম্’ ‘চক্ষুৰা’ ‘ন’ ‘পশ্যতি’। ‘হৃদা’ ভক্তিযোগেন ‘মনসা’ জ্ঞানযোগেন ‘যে’ ‘এনম্’ ‘এবং’ মহাবশব্দেन ‘বিদুঃ’ ‘তে’ ‘অমৃতাস্তে’ ‘ভবন্তি’।

উক্তে, মধ্যো বা তিৰ্য্যগ্ভাবে কেহ তাঁহাকে পরিগ্রহ-করিতে সমর্থ নহে। বাঁহার নাম মহৎ যশ, তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই।

চক্ষুরাদির গ্রাহ্য প্রদেশে ইঁহার রূপ স্থিতি-করে না। কেহ ইঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। মহৎ যশ এই ভাবে বাঁহার ইঁহাকে হৃদয়-ও-মানসযোগে হৃদয়স্থ জ্ঞানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন।

ভাব—তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই—সাদৃশ্য বিনা কোন পদার্থ আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় না। পরাক্রান্ত যখন কোন সাদৃশ্য নাই, তখন তিনি আমাদের আরাধ্য হইবেন কি প্রকারে? তিনি ‘মহৎ যশ’ এই নামে তাঁহার আরাধনা সম্ভবপর। যদি যশই তাঁহার নাম বা স্বরূপ হইল, তাহা হইলে তিনি সাদৃশ্যবিরহিত হইলেন কোথায়? যশ বলিতে আমরা বাহা বুঝি, উহারই সাদৃশ্যে তো আমরা তাঁহাকে যশ বলিতেছি। এ যশ মহৎ—সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নবিরজিত, স্তব্ধতাং উহার সাদৃশ্য কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত অথ দক্ষিণ বাম, সৰ্বত্র পূর্ণ করিয়া এই যশ—সৌন্দর্য্য \*—

\* ই (ঈ)+অশ্+অশ্=যশস্—চারিদিকে শোভা ব্যাপ্ত হইয়া গড়ে এ যশ যশ। উক্ত অর্থেও দক্ষিণ বামে সৰ্বত্র বাঁহার সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে যশ এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

বিদ্যমান, এই ভাবে ইহার পরিগ্রহ হইয়া থাকে, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন কোন বশের সহিত ইহার উপমা হয় না।

হৃদয়-ও-মানসযোগে—হৃদয়—অহুরাগ ভক্তি, মানস—জ্ঞান—ভক্তি-ও-জ্ঞানযোগে। পরাআর বশে—সৌন্দর্য্যে—হৃদয় আকৃষ্ট হয় মন মুগ্ধ হয়, এজন্ত এইরূপে তাঁহাকে দর্শন সহজসাধ্য।

১৭। তদেদগুহোপনিষৎসু গুঢ়ং

তদা ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মাণোনিম্।

যে পূর্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিত্ব-

স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ ॥ শ্বে ৫। ৬।

‘তৎ’ পরতত্ত্বং ‘বেদগুহোপনিষৎসু’ বেদগুহাঃ যাঃ উপনিষদঃ তাম্ ‘গুঢ়ং’ প্রচ্ছন্নভাবেন অবস্থিতম্। ‘ব্রহ্মা’ আদিপুরুষঃ ‘তৎ’ পরতত্ত্বং ‘বা’ এব ‘ব্রহ্মাণোনিম্’ নিজস্তাক্ষজ্ঞানপ্রচারমূলবেগপ্রভব-স্থানং ‘বেদতে’ জানাতি, ‘পূর্বং’ পুরাকালে ‘দেবাঃ’ ‘ঋষয়শ্চ’ ‘তৎ’ পরতত্ত্বং ব্রহ্মাণোনিম্বেন ‘বিত্বঃ’ ‘তে’ ‘তন্ময়াঃ’ তদাকৃত্বতাঃ ‘বৈ’ এব ‘অমৃতাঃ’ ‘বভূবুঃ’।

তিনি বেদগুহ্য, উপনিষৎসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত। আদিপুরুষ তাঁহাকে বেদের প্রভবস্থান বলিয়া জানেন। পূর্বকালে যে সকল দেব-গণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন।

ভাব—বেদগুহ্য—উপনিষৎসমূহে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে তত্ত্ব বেদে প্রচ্ছন্ন ছিল। উপনিষৎসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত—উপনিষৎসমূহ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াও উহা তন্ময়া নিগূঢ়ভাবে স্থিতি করিতেছে, কেন না কেবল অধ্যয়ন দ্বারা উহার তত্ত্ব কাহারও হৃদয়ে স্ফূর্তি পায় না, ভগবান্ ও তাঁহার জনগণের প্রতি ভক্তি (১২।১৩) অর্থপ্রকাশের কারণ। বেদের প্রভবস্থান—আদিপুরুষের হৃদয়ে তিনি বেদ প্রাহুর্ভাবিত করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাঁহা হইতে বেদ প্রাহুর্ভূত ইহা অবগত আছেন। আদিপুরুষের হৃদয়ে তিনি বেদ প্রাহুর্ভাবিত করিলেন কেন? করিলেন এই জন্ত যে, তিনি নিজস্বক্ষীয় জ্ঞান আপনি মানবহৃদয়ে প্রাহুর্ভাবিত না করিলে মানুষ তাঁহাকে জানিতে পায় না, তাঁহার জ্ঞান বেদমূলক (১।১।৩) এবং সে বেদ প্রতিহৃদয়নিহিত\*। তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন—সেই বেদপ্রভব পরাআর স্বরূপ সহ একত্বলাভ করিয়া মৃত্যু অতি-

\* “তুমি বেদ,” (১০।৪০) জন্মমাত্র শিশুর এ নামকরণ এজন্তই বেদান্তসিদ্ধ। “মৃত্যুনিবারণসি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততঃ মন্থয়িতব্যং মনসা মহানভূতেন।” অমৃতবিন্দু ও ব্রহ্ম-বিন্দু উপনিষদের এ কথা এজন্তই সঙ্গজনগ্রাহ্য। “সর্ব্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ সর্ব্বে নিত্যং ব্যা-হ-রন্তে চ ব্রহ্ম” মহাভারতীয় এ উক্তি এজন্ত স্মৃতিসিদ্ধ।

ক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ অমৃতফলাভ করিয়াছিলেন আমরাও সেইরূপ তৎ-  
স্বরূপতা প্রাপ্তিতে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিব, ইহাই একরূপ বলিবার অভিপ্রায়।

আদিত্যাদিতে ব্রহ্মের লক্ষণদর্শন করিয়া সূত্রকার উহাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছেন। আদিত্যাদিসম্বন্ধে যে সকল প্রবচন আছে, সেগুলি ব্রহ্মবল্লীতে সংগ্রহ-না-  
করিয়া আরোহবল্লীতে কেন সম্মিষ্ট করা হইয়াছে এ প্রশ্নের উত্তর এই—বেদে ব্যবহৃত  
আদিত্যাদি শব্দ পরিহার-না-করিয়া সেই সকল শব্দ লইয়া বেদ হইতে বেদান্তে আরোহণ  
হইয়াছে। পরিণেবে বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মাদিশব্দের ব্যবহারে সেগুলির তিরোধান হইয়াছে।  
এই তিরোধানই বেদ হইতে বেদান্তের ভেদপ্রদর্শন করে। এই ভেদাবলম্বন করিয়াই বস্ত-  
গত পার্থক্য না থাকিলেও আরোহবল্লী হইতে ব্রহ্মবল্লীকে স্বতন্ত্রকরা হইয়াছে। ব্রহ্মেতে  
কোন ভেদ আমরা স্বীকার করি না, তবে যে একই ব্রহ্মসম্বন্ধে পরাশ্রা ও ভগবান্ এই  
নামভেদে দুইটা স্বতন্ত্র বল্লী পরে নিবদ্ধ হইয়াছে, উহা সহজে বস্তুপরিগ্রহকরিবার নিমিত্ত।

১—৪। প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে (১) প্রপঞ্চাতীত পরাশ্রার সান্নিধ্যবশতঃ জগত্তের  
ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত হয়; প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধ হইয়াও কেন তাঁহার প্রপঞ্চাতীতত্বের  
ক্ষতি হয় না, শ্রুতি তাহা প্রদর্শনকরিয়াছেন। দূর ও নিকট সম্বন্ধ অনন্তত্ব জড়ই সিদ্ধ  
হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ে (২) যে তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে, অধ্যায়মধ্যেই তাহা উক্ত  
হইয়াছে। তৃতীয়ে (৩) বিষয়বিষ্টচিত্ত লোকেরা ব্রহ্মকে প্রপঞ্চরূপে পরিগ্রহ-করে;  
এরূপে গ্রহণনিষেধ করিয়া প্রপঞ্চের প্রেরকরূপে তাঁহাকে গ্রহণকরা শ্রুতি নিবদ্ধ  
করিয়াছেন। চতুর্থ (৪) ব্রহ্ম ছুঙ্কর, তাঁহাকে বোধয়িত্বরূপে কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয়  
করিতে পারা যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে জীবে বোধের উৎপত্তি হয়,  
এ কথা ভাষ্যকারেরও অনভিমত নয়। বোধের উৎপত্তি ও বিনাশ অবশ্রম্ভাবী হইলেও  
উহা বোধগ্নিতাতে উপস্থিত হয় না। ব্রহ্মকে বোধস্বরূপরূপে গ্রহণ করিলে জীবের  
বোধের যে প্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তাঁহাতেও তাহা উপস্থিত হয়, এরূপ মনে  
করিবার কোন কারণ নাই, কেন না তিনি যে ‘সর্সামুভূ’, নিত্যকাল তাঁহাতে সর্বপ্রকা-  
রের অমুভব বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্রহ্মের বোধ অখণ্ড হইলেও জীব তাহার সমগ্র একে-  
বারে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং অখণ্ড বোধ তাহাতে খণ্ডশঃ প্রতীতির বিষয়  
হয়। পূর্বে যে বোধ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বোধের বিলয় হইলে তৎপর বোধান্তর  
উপস্থিত হয়, সুতরাং অখণ্ড বোধ কদাপি জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এরূপ বিতর্ক  
বিষয়টির উপরে উপরে দেখা হয় বলিয়া উপস্থিত হয়। এক বোধের পর যে অপর  
বোধ উপস্থিত হয় উহাতে কিছু পূর্বাটির উচ্ছেদে পরটির উদয় হয় তাহা নহে, কেন না  
পূর্ববোধ অবলম্বন-করিয়া পর বোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, পূর্বাটির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইলে



পরটির উদয়েরই সম্ভাবনা থাকে না ; বোধগুলি একটি অখণ্ডস্থলে নিরত প্রথিত থাকে। “তুমি ইহার বাহা দেবগণেতে ইহার বাহা” এ অংশের ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন দোষ পড়িতেছে না, কেন না স্বয়ং শ্রুতি দেবমন্ত্রাদি সকলকে ব্রহ্মের প্রকাশস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোন এক স্থলে ব্রহ্মের সমগ্র প্রকাশ কদাপি সম্ভবপর নহে, সুতরাং চরাচরে ব্রহ্মের প্রকাশদর্শন বিনা জীব পূর্ণতালাভ করে না, এ সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছে।

৫—১০। পঞ্চমে ( ৫ ) ব্রহ্মেতে ইহলোকপরলোকের যে একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জীবের জীবনের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইহলোক পরলোকে সর্বত্র যখন একই শাস্তা, তখন জীবনের অখণ্ডত্ব ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তিনি মঙ্গলস্বরূপ সর্বত্রই তাঁহার মঙ্গল শাসন, ইহ বা পরলোকে কোথাও ভয়ের কারণ নাই। ভেদবুদ্ধিবশতঃ যে ভয় উপস্থিত হয়, উহা অজ্ঞানতামূলক। এ শ্রুতির বিশেষ নিয়োগ গতিবলীতে দৃষ্ট হইবে। যষ্ঠে ( ৬ ) প্রথমতঃ সূক্ষ্মস্বরূপরূপে ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব নির্ণয় করিয়া পরে জ্ঞান-স্বরূপ নির্ণয়-করাতে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না, কেন না ব্রহ্মেতে স্বরূপের নানাত্ব নাই—যদি নানাত্ব থাকিত তাহা হইলে ব্রহ্মেতে স্বরূপে স্বরূপে বিরোধ অপরিহার্য হইয়া উঠিত। সূক্ষ্ম এবং জ্ঞান তাঁহাতে একই, যদি তাহা না হইত তাহা হইলে প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে তাঁহার অপরোক্ষত্ব সিদ্ধ করিয়া ‘আমি তাঁহাকে কিরূপে জানিব ?’ এ প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানস্বরূপে তাঁহার অপরোক্ষত্ব নির্দিষ্ট হইত না। স্বরূপগুলির একত্ব কিরূপে সিদ্ধ পায়, পরে তাহা বলা যাইতেছে। সপ্তমে (৭) ব্রহ্ম সর্বাতিত হইলেও নিখিল সংসারের নিত্যকাল তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ শ্রুতি প্রদর্শন-করিতেছেন। অষ্টমে (৮) সর্বাতিতের সর্বগতত্ব ও সর্বান্তর্ভাবকত্ব কদাপি অস্বীকৃত হয় না ইহা দেখাইয়া ব্রহ্ম যে নিত্য ভেদশূন্য, ইহাই শ্রুতি দৃঢ় করিয়াছেন। নবমে (৯) যদিও বিজ্ঞানাত্মাতে জ্ঞানস্বরূপে পরাআর উপলব্ধি উক্ত হইয়াছে, তথাপি উহাতে পরিমিতরূপে নয় কিন্তু ব্যাপকরূপে দর্শন সমুচিত। স্থানে দৃষ্টি নিবিষ্ট রাখিয়া জ্ঞানে অনন্তত্বরক্ষা করিতে হইবে, এই যে সাধকগণের রীতি তাহা এতদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। দশমে (১০) অষ্টমে যে বিষয়টির স্থাপনা হইয়াছে তাহাই নিঃসংশয়রূপে স্থাপনকরা হইয়াছে।

১১। একাদশে স্বরূপজ্ঞান, স্বরূপজ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত একতা, একতায় ভোগ নিবদ্ধ হইয়াছে! পরাআর প্রেরণায় হৃদয়ে স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তবৃত্ত হয়, এরূপ নির্দেশ বেদান্তমতসিদ্ধ কি না প্রথমতঃ এইটি বিবেচনা করিতে হইতেছে। আদিপুরুষে বেদান্ত প্রাপ্তবৃত্ত হইয়াছিল, এ মতে কাহারও অসম্মতি নাই। সত্যরূপে প্রতিহৃদয়ে উহার প্রাপ্তবৃত্ত বেদান্তের মত :—“সত্য কিসে প্রতিষ্ঠিত ? হৃদয়ে, কেন না হৃদয় দ্বারা সত্য জানা যায়, হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।” ( ১২।৮[৩] )। এজন্তই সদ্যোজাত শিশুর ‘বেদ’ নামে নামকরণ এবং অথর্ষবেদে ( ১১।২৪প্রা৫।৭ ) ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণতনয়ের বেদোৎ-

পাদস্বিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। যদি বল আদিপুরুষে যে পরতত্ত্ববিজ্ঞান প্রাপ্তকৃত্ত হইয়াছিল সেইটি সম্প্রদায়পরম্পরায় চলিয়া আসিতে তচ্ছ্রবণে আজকালের লোকদিগেরও পরতত্ত্বজ্ঞান সম্ভব, এ কথা ঠিক নয়। “বাহাকে ইনি অমুগ্রহ করেন তৎকর্তৃক ইনি লক্ হন” এই ঋতির অমুসারে পরাত্মার আত্মপ্রকাশ বিনা শ্রবণ দ্বারা তৎসম্পর্কীয় সাক্ষাৎ জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই, এজন্তই সেই ঋতিই বলিয়াছেন “বেদাধারন, মেধা বা বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানেও এই আত্মা লক্ হন না।” যেভাবেও এনিমিত্তই বলিয়াছেন,

বাহার দেবতাত্তে পরমা তত্ত্বি আছে, যেমন দেবতাত্তে তেমনি আচার্য্যে সেই মহাত্মার নিকটে এ সকল বাহা বলা হইল তাহার অর্থ প্রকাশ পায় (১২।১৩)।

অন্ধের যেমন বর্ণাদিজ্ঞান সম্ভবে না, তেমনি পরমা তত্ত্বির দ্বারা বাহার অন্তর্দর্শন উন্নীলিত হয় নাই, শ্রবণাধারনাদি দ্বারা তাহার পরতত্ত্বপরিগ্রহ হয় না। অন্তরে যখন তাঁহার স্বরূপ ক্ষুর্তি পায় তখনই তাঁহার সহিত জীবের একতা হয়। স্বরূপক্ষুর্তি কিরূপে হয় একথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর এই, পরাত্মাস্বরূপের অহরূপ জীবের স্বরূপ সেজন্তই স্বরূপক্ষুর্তি সম্ভবে। কেবল যে স্বরূপের ঐক্য হয় তাহা নহে, স্বরূপের অম-স্তম্ববশতঃ যেক্রমে ক্রমে ভোগের বিধি প্রকাশ পাইলে জীবের উত্তরোত্তর অপূর্ণতাহরণ হয়, সেইরূপে জীবজন্মেরে উহা ক্ষুর্তি পায়। অম্মাদিতে ব্রহ্মদর্শনে বিশেষ বিশেষ স্বরূপের ক্ষুর্তি হয় পূর্বে (১৮২ পৃ) বলা হইয়াছে। অম্মাদি সকলই যে ভোগের উপকরণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সর্ববিধ ভোগের উপকরণে ব্রহ্মদর্শন করিলে তত্ত্বগুণকরণে ব্রহ্মের যে যে স্বরূপ প্রকাশ পায় তদ্বারা জীবের আত্মত্ব সেই সেই স্বরূপের পরিপুষ্টি হয়। এজন্ত ব্রহ্মদর্শনবিধি অবলম্বন-করিয়া সেই সেই ভোগোপকরণের সম্ভোগ করিতে হইবে এই ব্যবস্থা। বিদ্যাবল্লীতে ইহার বিস্তার দৃষ্ট হইবে।

“সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম” এস্থলে স্বরূপ এক না বহু এইটি বিচার করিতে হইতেছে। সত্য যদি সত্তামাত্র হয় তাহা হইলে উহা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। সকলই সম্মূলক এ কথা বলা কিছু বিরুদ্ধ নয়, কেন না ব্রহ্মসত্তাতেই তাহাদের সত্তা। জ্ঞান চৈতন্ত-মাত্র, ব্রহ্মই জ্ঞান তাঁহা হইতে উহার কোন ভিন্নতা নাই। ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ নাই অনন্ত এইটি দেখায়, সুতরাং অনন্ত তাঁহার সহিত অভিন্ন। এইরূপে সত্যাদি স্বরূপের ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে গ্রহণকরিবার কোন হেতু যখন নাই, তখন উহাদের দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও অখণ্ডত্ব অপনীত হইবে কেন? তিনি ‘স্বকৃত রসস্বরূপ’ এ কথা বলিলে তদ্বারা কোন ভেদের কারণ উপস্থিত হয় না, কেন না ক্রিয়াশক্তি তাঁহার অতিরিক্ত নহে। আনন্দ ব্রহ্মের পূর্ণত্বপ্রদর্শন করে, সুতরাং কি ক্রিয়াশক্তি কি আনন্দ দ্বারা ব্রহ্মের অখণ্ডত্বের কোন হানি হয় না। এইরূপে অখণ্ডত্ব সিদ্ধ পাইলেও মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এক্ষেপে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইবার কোন কারণ নাই, কেন না মঙ্গলভাবে যখন জ্ঞানের পূর্ণতা প্রকটিত করে, তখন পূর্ণ জ্ঞান

মঙ্গলভাববিরহিত হইবে কি প্রকারে ? পূর্ণতাসম্পাদনের জন্ত পূর্ণ জ্ঞান বাহা বাহা করেন তদ্বারা জীবের হিত হয় সুখ হয়, ইহা দেখিয়া উহার শিব ( মঙ্গল ) এই নামকরণ হইয়াছে ।

১২—১৭ । ষাদশে (১২) বাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এইটি অতিরিক্ত বলিতে হইতেছে যে আনন্দ সাধকে কোন কালে নিষ্ক্রিয়ত্ব আনয়ন-করে না কিন্তু পূর্ণক্রিয়া-শীলত্ব উপস্থিত করে । “তিনি-আপনাকে আপনি করিলেন” ( ৮।৬ ) এই শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের ‘স্বকৃতত্ব’ স্থাপিত হইয়াছে । ব্রহ্মে নিত্য উত্তম ক্রিয়া স্থিতি করিতেছে, তাই তিনি ‘স্বকৃত’ ! এই ক্রিয়াই আপনাকে সর্বত্র আনন্দরূপে প্রকটিত করিয়া থাকে । বাহারা সেই আনন্দের স্পর্শলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তৎস্বভাব পাইয়া ক্রিয়াশীল হন । এই জগুই শ্রুতি বলিয়াছেন “সুখ পাইয়াই করে ।” ত্রয়োদশে (১৩) যে কারণের লক্ষণ বলা হইয়াছে সেই লক্ষণে সর্বত্র কার্য্যসমূহে কারণের ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া কার্য্যের সেই অংশে কারণের আবির্ভাব শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন । কারণ যিনি কার্য্যের কার্য্যত্ব কদাপি সম্ভবে না, সুতরাং আদিত্যাদি দেবগণের আদিত্যত্বাদি কারণরূপী ব্রহ্মে বিদ্যমান । ব্রহ্মেতে বিদ্যমান সেই সেই আদিত্যাদি কার্য্যাংশ তিরো-হিত করিয়া দিয়া কারণরূপী ব্রহ্মের দর্শন শ্রুতি উপদেশ-করিয়াছেন । চতুর্দশে (১৪) ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাবত্ব নিবেদন-করিয়া শ্রুতি তাঁহার শাস্ত্বস্থাপন করিয়াছেন । শাসনীয় এবং শাসক এ দুইয়ে ভেদ না থাকিলে একের শাস্ত্বত্ব অপরের শাসনীয়ত্ব কদাপি সম্ভবে না । যিনি শাসনীয়ের ধর্ম্মের অতীত নহেন, তিনি শাসনীয়কে শাসনীয়ের উপযুক্ত ধর্ম্ম কি প্রকারে অর্পণ করিবেন ? এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্ম স্থূলত্বাদি শাসনীয়ের ধর্ম্মের অতীত, শ্রুতি ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন । দৃষ্ট শ্রুত চিন্তিত বিজ্ঞাত বিষয়সমূহকে দেখিবার শুনিবার চিন্তাকরিবার জানিবার সামর্থ্য জীবে অর্পণ-করিয়া দর্শনাদির কারণরূপে গব্যাজা পক্ষাশ পান এতদু তাঁহাতে দৃষ্টবাদি ধর্ম্ম শ্রুতি আরোপ করিয়াছেন, সুতরাং ওগুলি প্রপঞ্চধর্ম্ম নহে । চতুর্দশে ব্রহ্মের আকাশাতীতত্ব সিদ্ধ করিয়া পঞ্চদশে ( ১৫ ) প্রথমে শ্রুতি তাঁহার কালাতীতত্ব দেখাইয়াছেন । ব্রহ্ম যদি কাল ও দেশের অতীত না হইতেন তাহা হইলে কালদেশগত বস্তুসমূহের শাস্তা তিনি কখন হইতে পারিতেন না । তিনিই সকলের আয়ুঃ, কেন না সকলে নিত্যকাল তাঁহাতে স্থিতি করিবে, এইটি অতি সুন্দর কথা । ব্রহ্মেতে স্পষ্ট কথায় দেবাদির † স্থিতি উল্লেখ করিয়া তিনি আকাশের আধার এই কথায় তাঁহাতে সমুদায় বিখের স্থিতি

\* মহর্ষি ঈশা অনন্তজীবন জীবের প্রাপ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন । ব্রহ্মই আয়ু এ কথা বলাও বাহা, তিনিই আমাদের অনন্ত জীবন এ কথা বলাও তাহা ।

† ‘পঞ্চ পঞ্চ জন’ ইহার দেবাদি অর্থ না করিয়া পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ করিলেও গ্রাণে দেবাদি সকলই বধন গৃহীত হইয়া থাকে তখন উহাকে দেবাদি বলাতে কিছু ক্ষতি হইতেছে না ।

উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাণাদির প্রাণনাদি ক্রিয়ায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া তাঁহার নানাঞ্চ উপস্থিত হয়, অথগুণ খণ্ডিত হয়, এই দোষনিরসনের জন্ত বলা হইয়াছে, বিবিধ বিষয়ে তাহাদের মূল শক্তিরূপে প্রকাশমান ব্রহ্ম তাঁহার আপনায় এক্ষণ কদাপি পরিহার করেন না, যদি করিতেন তাহা হইলে সেই সকল বিষয়ের বিনাশে তাঁহারও বিনাশ উপস্থিত হইত। বাহারা নানা বিষয়ে তাঁহার নানাঞ্চ অবধারণ-করে তাহাদের বুদ্ধিভেদ উপস্থিত হয়, এবং “বিভীয়ে চিত্তের অভিনিবেশ হইলেই ভয়ের কারণ জন্মায়” এই যুক্তিতে তাহাদিগের ভয়ের কারণ উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মের আকাশলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাতে বা আকাশবুদ্ধি জন্মায়, সেইটি নিবারণকরিবার অভিপ্রায়ে এখানে তাঁহার আকাশত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। বোড়শে (১৬) ব্রহ্মোক্তে সমুদায়-সাদৃশ্যনিবারণপূর্বক কেবল পূর্ণরূপে তাঁহাকে গ্রহণ-করিতে হইবে, এইটি এখানে নিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পূর্ণত্ব কি প্রকারে অল্পভবগোচর হইবে সেইটি প্রদর্শনজন্ত জ্ঞান ও ভক্তি উভয়কে তাঁহার পূর্ণত্বপরিগ্রহের হেতুরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। একথা বলিতে পারা যায় না, ভক্তি উপনিষদের বিষয় নহে, উহা পুরাণের বিষয়। এই (ঋতাস্থতর) উপনিষৎ-খানিতে স্পষ্ট পুরাণ ভক্তির উল্লেখ আছে। এই উপনিষৎখানি\* পুরাণের মূল, পণ্ডিত-গণ ইহা বিচার-করিয়া দেখিবেন। সপ্তদশে (১৭) ব্রহ্মোপলক্ষিত নিঃসংশয় উপায় নিবদ্ধ হইয়াছে। চক্ষুরাদির প্রেরকত্বে, শক্তিমত্তায় উর্দ্ধাদি-পূর্ণত্বে এবং সত্তামাত্রে তাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদি তাঁহার জ্ঞান না থাকে এবং সে জ্ঞান যদি আমাদের মঙ্গলপথপ্রদর্শক বলিয়া প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের মধুরতর সম্বন্ধ কদাপি অল্পভবগোচর হয় না। তিনি জ্ঞানবিতরণ করেন বলিয়া আমাদের হৃদয়ে সেই সম্বন্ধাল্পভব হয়। তিনি জ্ঞানবিতরণ করুন, কিন্তু যদি আমাদের হৃদয়ে সে জ্ঞান গ্রহণকরিবার উপযোগিতা না থাকিত তাহা হইলে তিনি যে বেদের প্রভবস্থান ইহা অল্পভবগোচর হইত কিরূপে? এই জন্তই তত্ত্বদর্শী উপনিষদ্ভট্টা স্ববিগণ জাতমাত্রই শিশুর বেদত্ব এবং তাহার বেদগ্রহণোপযোগিত্ব স্বীকার-করিয়াছেন। আর অধিক কথায় নিম্নয়োজন।

ইতি ব্রহ্মবল্লী চতুর্থ অধ্যায়।

\* এই উপনিষৎ পুরাণের মূল একথা বলাতে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, ভক্তির পরা কাষ্ঠার ত্ব অত উপনিষদে নাই। উপনিষৎ সর্বত্র একত্বের সহিমাগান করেন। প্রেমোক্তে একত্ব ভক্তির পরা কাষ্ঠা। “প্রিয়া ভীকর্ষক আনিন্দিত হইয়া” ইত্যাদি (৬৭শ) স্তোত্র কি উহাই প্রদর্শন করেন না? “পরমাত্মকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে” (১০।৩০) এইতো পরা ভক্তি।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

### পরাত্মবলী ।

১ । কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ  
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ ।  
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি  
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥  
শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনো য-  
দ্বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ  
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ

প্রোত্যান্মালোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ তল ১(১)১১২ ।

‘কেন’ ‘প্রেষিতং’ প্রেরিতঃ ‘মনঃ’ ‘ইষিতম্’ অভিলষিতং ‘পততি’ অদুগচ্ছতি । ‘প্রথমঃ’ মুখ্যঃ  
‘প্রাণঃ’ ‘কেন’ ‘যুক্তঃ’ প্রেরিতঃ ‘প্রৈতি’ গচ্ছতি স্বব্যাপারঃ প্রতি ; ‘ইষিতাম্’ অভিলষিতাং ‘ইমাং’  
‘বাচং’ ‘কেন’ সহায়েন ‘বদন্তি’ লৌকিকাঃ ‘কঃ’ ‘উ’ পুনঃ ‘দেবঃ’ ‘চক্ষুঃ’ ‘শ্রোত্রং’ ‘যুনক্তি’ প্রেরয়তি ?  
‘যৎ’ যস্মাৎ স দেবঃ ‘শ্রোত্রস্ত’ ‘শ্রোত্রং’ শ্রবণকারণং ‘মনসঃ’ ‘মনঃ’ মননকারণং ‘বাচঃ’ ‘বাচং’ বচন-  
কারণং ‘প্রাণস্ত’ ‘প্রাণঃ’ শ্বাসনকারণং ‘চক্ষুষঃ’ ‘চক্ষুঃ’ দর্শনকারণং তস্মাৎ ‘ধীরাঃ’ ‘অতিমুচ্য’ শ্রোত্রা-  
দিভ্যঃ তত্ত্বংসামর্থ্যভূতং কারণম্ অতিশয়েন পৃথক্কৃত্য ‘অস্মাৎ লোকাং’ ‘প্রোত্যা’ ‘অমৃতাঃ ভবন্তি’ ।

কাহার দ্বারা মন প্রেরিত হইয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুসরণ-করে,  
মুখ্য প্রাণ কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, কাহার  
সহায়তায় এই অভিলষিত বাক্য লোকে বলিয়া থাকে, সে দেব কে  
যিনি চক্ষু ও শ্রোত্রকে নিয়োগ-করেন ।

যেহেতু সেই দেব শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের  
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, সেই হেতু ধীরগণ [ শ্রোত্রাদি হইতে তাঁহাকে ] নির-  
তিশয় পৃথক্ করিয়া লইয়া ইহলোক হইতে গমনপূর্বক অমৃত হয়েন ।

ভাব—ব্রহ্ম ও পরাত্মা উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য না থাকিলেও ব্রহ্মের  
সর্বাত্মকতাবশত্বে হইতে তাঁহা হৃদেহাদির প্রেরকত্ব ভিন্ন করিয়া লইয়া পরাত্মবলী স্বতন্ত্র  
নিবদ্ধ হইয়াছে । এখানে প্রোত্মস্তরচ্ছলে প্রতি পরাত্মার চক্ষুরাদির প্রেরকত্ব নিবদ্ধ  
করিয়াছেন ।

শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদি—কার্য ও কারণ অনন্ত—সর্বত্র বেদান্তে এই স্থান অবলম্বিত হইয়াছে। কার্যের উল্লেখ হইলেই তৎসহ অভিন্নভাবে নিত্যসংযুক্ত কারণ উল্লিখিত হইলেন, এটি স্বীকার্যরূপে পরিগৃহীত হওয়াতেই আদিত্যাদিতে ব্রহ্মলক্ষণসমিবেশ বেদান্তে দেখিতে পাওয়া যায়। এজ্যুই “[বেদান্তে] সর্বত্র প্রসিদ্ধের (ব্রহ্মের) উপদেশ (১।২।১)” এই বলিয়া বাদরায়ণ একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। কারণের অনুরূপ কার্য এ নিমিত্ত শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদিতে কার্য ও কারণ একই নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্তে অনেকস্থলে কার্যের নামে কারণ অভিহিত হইতে দেখা যায়।

নিরতিশয় পৃথক্ করিয়া—কার্য ও কারণ অনন্ত হইলেও কার্য কিছু কারণ নহে কারণ কিছু কার্য নহেন। সর্বত্র বেদান্তে কার্যের ধর্ম কারণে নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্মৃতরাং কার্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কারণের আরাধনা করিতে হইবে। কার্য যে কোথাও বেদান্তে আরাধ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই, এ সম্বন্ধে সংশয়করিবার কোন কারণ নাই; কেন না ভূয়োভূয় তাদৃশ উপাসনার নিন্দা স্বয়ং শ্রুতিই নিবদ্ধ করিয়াছেন।

## ২। তদুদ্দেশং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং

মহা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ কঠ ২।১২ ।

‘দুর্দর্শং’ দুঃখেন দর্শনীয়ং ‘গুঢ়ং’ গহনম্ ‘অনুপ্রবিষ্টং’ প্রচ্ছন্নং ‘গুহাহিতং’ গুহায়াং হৃদি স্থিতং ‘গহ্বরেষ্ঠম্’ ইন্দ্রিয়াতীতদুর্গমস্থানস্থং ‘পুরাণম্’ সনাতনং ‘তং’ প্রসিদ্ধং ‘দেবম্’ ‘অধ্যাত্মযোগাধিগমেন’ আত্মসমাধানারম্ভকরণেন ‘মহা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ’ সংযতাত্মা ‘হর্ষশোকৌ’ ‘জহাতি’ ত্যজতি ।

সেই দুর্দর্শ, গুঢ়, অনুপ্রবিষ্ট, হৃদিস্থ, ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গমস্থানে স্থিত, সনাতন দেবকে ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অধিগম্য করিয়া তাঁহাকে জ্ঞানিয়া হর্ষশোকপরিহার করেন।

ভাব—দুর্দর্শ প্রভৃতি যতগুলি বিশেষণ এখানে আছে, সকলগুলিই—পরাত্মার অনধিগম্য প্রদর্শন করে। যদি তিনি এইরূপ অনধিগম্য হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানিয়া তাঁহার আরাধনা কি প্রকারে হইবে? জগতের কারণ বলিয়া তাঁহাকে কে না গ্রহণ করে? ঘোর সংশয়ীকেও কোন না কোন আকারে তাঁহাকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এরূপ স্বীকার তাহাদিগকে আরাধনায় প্রবৃত্ত করিতে পারে না। অনধিগম্য পরাত্মা অধ্যাত্মযোগে অধিগম্য হন শ্রুতি একথা বলিলেন বটে, কিন্তু অধ্যাত্মযোগ বিষয়টা কি তাহাতো এখানে বলিলেন না। বিষয়টা কি, তাহা পঞ্চম প্রবচনে ব্যক্ত হইবে।

৩। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা ঋতেন ।

যমেবৈষ যুগুতে তেন লভ্য-

স্ত্যস্তৈষ আত্মা যুগুতে তনুৎস্বয় ॥

নাবিরতো দুষ্করিতাম্মাশাস্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশাস্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্ ।

মৃত্যুৰ্যশ্চোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ॥

কঠ ২ । ২৩—২৫ ।

‘অয়ম্’ ‘আত্মা’ পরাত্মা ‘ন’ ‘প্রবচনেন’ বেদাধ্যয়নেন ‘মেধয়া’ গ্রন্থাবধারণসামর্থ্যেন ‘বহুনা’ ‘ঋতেন’ প্রবর্ণেন ‘ন’ ‘লভ্যঃ’ । ‘যং’ জনম্ ‘এব’ পরাত্মা ‘যুগুতে’ অমুপুত্রাতি ‘তেন’ জনেন ‘এব’ পরাত্মা ‘লভ্যঃ’ । কথং ? ‘এব’ ‘আত্মা’ পরাত্মা ‘স্বাং’ ‘তনুৎ’ স্বরূপং ‘তস্ত’ সমিধৌ ‘যুগুতে’ অগ্নয়ুগুতে প্রকাশয়তি ।

যঃ ‘দুষ্করিতাৎ’ পাপমুক্ততাৎ ‘না’ ন ‘বিরতঃ’ যঃ ‘না’ ন ‘শাস্তঃ’ ন নিরন্তরভ্রিয়চাক্ষুঃ যঃ ‘না’ ন ‘সমাহিতঃ’ ন একাগ্রমনাঃ যঃ ‘না’ ন ‘শাস্তমানসঃ’ ন অব্যাপ্তচিত্তঃ, এতোকমেবাং ‘প্রজ্ঞানেন’ স্বরূপমাত্রজ্ঞানেন ন ‘এন’ ‘পরাত্মানম্’ ‘আপ্নুয়াৎ’ ।

‘যথা’ পরাত্মনঃ ‘ব্রহ্ম’ ব্রাহ্মণঃ ‘ক্ষত্রং’ ক্ষত্রিয়ঃ ‘চ’ উভে ‘ওদনং’ সংহরণবিষয়ং ‘ভবতঃ’ ‘মৃত্যুঃ’ ‘যত্র’ উপসেচনং অশনোপকরণং, ‘যত্র’ নিজস্বরূপে ‘সঃ’ বিজ্ঞমানঃ, তত্র ‘ইথা’ ইথাং বিজ্ঞমানঃ ইতি ‘কঃ’ ‘বেদ’ জ্ঞানান্তি ।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা, মেধা দ্বারা, বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না । ইনি বাঁহাকে অনুগ্রহ-করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ-করেন, তাঁহার যদ্বিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-করেন ।

যে ব্যক্তি দুষ্করিত হইতে বিরত হয় নাই, শাস্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, অব্যাপ্তচিত্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি স্বরূপমাত্রজ্ঞানে ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই বাঁহার ওদন, মৃত্যু বাঁহার ভোজনোপকরণ, তিনি বেক্রপে বিজ্ঞান, সেক্রপে বিজ্ঞমান তাঁহাকে কে জানে ?

তাব—যয়ং পরাত্মা আপনাকে প্রকাশ না করিলে কোন উপারে তাঁহাকে লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, বেদাধ্যয়নাদি সকল উপায়ই বিফল হইয়া যায় । তাঁহার অনুগ্রহই

তাহাকে লাভকরিবার কারণ। তিনি যাহার প্রতি অমুগ্রহ করেন, তাঁহার নিকট তিনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। আত্মস্বরূপপ্রকাশই তাঁহার বিশেষ অমুগ্রহ।

বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা পরাস্বামীর লক্ষণাদি জানিলেই তাঁহাকে লাভকরা হইল তাহা নহে। তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হইলে তাঁহাকে পাইলাম এ কথা বলা বাইতে পারে না। সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইবার উপায় কি ? উপায় মালিন্তরাহিত্য। বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা পরাস্বামীর স্বরূপজ্ঞান জন্মিল, কিন্তু হৃদয়ের মালিন্ত, হৃদয়ের চাঞ্চল্য, বিষয়াস্তরে চিন্তের ব্যাপ্তি তাঁহা হইতে চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিল। সুতরাং স্বরূপের অর্নেকাবশ্যতঃ শাস্ত্রীয় জ্ঞান-সম্বন্ধেও তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেন না। বিষয়াস্তর হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতে চিত্তস্থাপনে যখন চরিত্র শুদ্ধ হইল, মন অচঞ্চল হইল, স্বরূপে স্বরূপে একতা ঘটিল, তখন তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হইলেন এবং তাঁহার অমুগ্রহ প্রকাশ পাইল। অমুগ্রহজ্ঞান একবার দর্শন হইলেও চিন্তের মালিন্ত থাকিলে সে দর্শন স্থায়ী হয় না, চিন্তের মালিন্ত চলিয়া গেলে অবিচ্ছেদ্য দর্শন ঘটে, নারদ প্রভৃতি সাধকগণের জীবন ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

পরাস্বামীসাক্ষাৎকারে এরূপ কঠিন ব্যবস্থা কেন ? বস্তুমাত্রেরই সাক্ষাৎ উপলব্ধি সহজে ঘটে, এক পরমবস্তুসম্বন্ধে তাহা হয় না কেন ? পরাস্বামীতে সকলের বিলয়সাধন না করিলে, তাঁহার দ্বারা সমুদায় শ্রুতি ইহা না দেখিলে, তিনি যে কোথায় কিরূপে বিদ্যমান তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না, প্রতি এইটি রূপকবর্ণনে প্রকাশ করিয়াছেন। সৃষ্টিমধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ দুই প্রধান। এই প্রধান দুইটিকে সমুদায় সৃষ্টির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ-করিয়া উহাদের বিলয়ে শ্রুতি সমুদায় সৃষ্টির লয়সাধন করিয়াছেন। এরূপে সৃষ্টির লয়সাধনে কি প্রয়োজন ? মৃত্যুই তো নিরন্তর লয়সাধন করিতেছে। মৃত্যু পরাস্বামিরূপে হইয়া লয়সাধন করিতেছে তাহা নহে। তিনি স্বয়ং লয়সাধন করিতেছেন, মৃত্যু লয়সাধনের একটি উপকরণমাত্র। বস্তুমাত্রেরই লয় আছে, মৃত্যু নিঃশব্দে পদসঞ্চরণ করিয়া ইহা দেখাইতেছে এবং লোকদিগকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে ধর্মসংরক্ষণে প্রবৃত্ত, সমুদায় মানবসমাজে তাঁহারা এজন্ত শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁহারাও অপর সকলের দ্বারা মৃত্যুর অধীন। সুতরাং সকলকে মৃত্যুর অধীন করাতে পরাস্বামীতে কোন বৈষম্য হয় নাই, সকলকে আত্মস্বরূপপ্রদর্শনপূর্বক কৃতার্থ করিবার জন্ত এ প্রকার ব্যবস্থা, তাহা তাঁহার এই অবিষমব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে। যত ক্ষণ দৃষ্টাদি সকলের বিলয় না হয় তত ক্ষণ পরাস্বামী কিরূপে বিদ্যমান তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। সকলের বিলয় হইলেও যাহার বিলয় হয় না, যিনি সকলের কারণ হইয়া তখনও বিদ্যমান থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম তিনিই পরাস্বামী ( ১১২৯ )।

## ৪। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ বং ।



অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায তন্মৃত্যুমাখাং প্রমুচ্যাতে ॥ কঠ ৩। ১৫ ।

‘বৎ’ পরাশ্রতত্বম্ ‘অশঙ্কম্’ ‘অস্পর্শম্’ ‘অরূপম্’ ‘অব্যয়ম্’ অক্ষরম্, ‘তথা’ অরসং ‘নিত্যম্’ অগন্ধবচং  
তৎ ‘অনাদ্যনন্তম্’ আশ্রিতবিরহিতং, ‘মহতঃ’ বৃদ্ধে: ‘পরম্’ অতীতঃ ‘ধ্রুবং’ কূটস্থং নিত্যং পরাশ্রতত্বম্  
‘নিচাযা’ অবগম্য ‘মৃত্যুমাখাং’ মৃত্যুভরাৎ ‘প্রমুচ্যাতে’ মুক্তো ভবতি ।

যিনি অশঙ্ক, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস ও নিত্য অগন্ধবান্, তিনি  
অনাদি, অনন্ত, বুদ্ধির অতীত, কূটস্থ ( নিত্য অবিকারী ) । তাঁহাকে  
অবগত হইয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ।

ভাব—ব্রহ্ম প্রপঞ্চের অতীত প্রপঞ্চস্বরূপ নহেন, এইটি দেখাইয়া জগৎ হইতে  
তাঁহাকে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে । জীব ও জগৎ অনাদি হইলেও অনন্ত নহে ; জীব  
বিজ্ঞানময়, ব্রহ্ম কিন্তু বিজ্ঞানের ( বুদ্ধির ) অতীত । যদি তিনি একুপই হইলেন, তাহা  
হইলে তাঁ তিনি কোনরূপে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিলেন না । এ সমুদায় উড়াইয়া  
দিলেও যাহাকে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, কূটস্থ—সকল বস্তু সকল পদার্থের অন্তর-  
তম প্রদেশস্থ—নিত্য অবিকারী আশ্রিতৈতত্ত্বরূপে স্থিতি করেন তিনিই তিনি, এইরূপে  
তাঁহাকে সাধক অবগত করেন ।

৫ । পরাক্ষি খানি ব্যতৃণং স্বয়ন্তু-

স্তস্মাৎ পরাণ্ড পশ্চতি নান্তরাঅনু ।

কশ্চিকীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-

দারতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

কঠ ৪। ১ ।

‘স্বয়ন্তুঃ’ পরাশ্রা ‘পরাক্ষি’ বাহ্যবিষয়াভিমুখানি ‘খানি’ শ্রোত্রাদিরক্ষানি ‘ব্যতৃণং’ ব্যতন্ত্রং স্বইবান্ ;  
‘স্তস্মাৎ’ জনঃ ‘পরাণ্ড’ বাহ্যবস্ত্র ‘পশ্চতি’ ন অন্তরাঅনু ন অন্তরাঅ্যানং । ‘আদ্যন্তচক্ষুঃ’ তেভ্যঃ  
পরাত্তনয়নঃ ‘কশ্চিৎ’ ধীরঃ ধীমান্ বিবেকী ‘অমৃতত্বম্’ ইচ্ছন্ ‘প্রত্যগাত্মানং’ পরাত্মানম্ ‘একং’  
দৃষ্টবান্—অধুনাপি পশ্চতি তং তাদৃগ্ জনঃ ।

স্বয়ন্তু বাহ্যবিষয়াভিমুখী শ্রোত্রাদিরক্ষা স্বজন করিয়াছেন । সেই  
জন্ত মানব বাহ্যবিষয় দর্শন করে, অন্তরাঅনাকে দেখে না । কোন ধীর  
ব্যক্তি অমৃতত্বলাভের অভিলাষে বাহ্যবিষয় হইতে নয়ন ফিরাইয়া অন্তরস্থ  
পরাত্মাকে দেখিয়াছিলেন ।

ভাব—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বাহ্যবিষয় লইয়া ব্যাপৃত, আপনা হইতে উহাদের  
অন্তরের দিকে গতি হইবার সম্ভাবনা নাই । ধীর—বিবেকী বিবেকযোগে বাহিরের চক্ষু  
ভিতরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিলে, তবে অন্তরের অন্তরস্থ পরাত্মা নয়নগোচর হন ।  
মায়ায যখন বাহ্যবিষয়সমূহের অনিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করে, ইহাদের বিনাশে ক্রমিক-শোক-

হুঃখে নিপীড়িত হইতে থাকে, তখন বাহিরের দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরে অবিনাশী বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যে দিন হইতে এই অন্বেষণের আরম্ভ, সেই দিন হইতে অধ্যাত্মযোগের সূত্রপাত। পরাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, নিত্য বিদ্যমান আছেন; বিবরাস্তর হইতে চিত্তের অভিনিবেশ নিবৃত্ত হইলেই অন্তশ্চক্ষুঃসন্নিধানে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। হৃচ্চরিতাদি বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে, এই জন্ত সে সমুদায় হইতে বিমুক্ত না হইলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না শ্রুতি এই কথা বলিয়াছেন।

মৈত্রায়ণী উপনিষৎ বলিয়াছেন :—

পঞ্চতমাত্মা ভূতশব্দেনোচ্যন্তেহং পঞ্চমহাত্মানি ভূতশব্দেনোচ্যন্তেহং তেবাং বৎ সমুদয়ং তচ্ছ-  
রীরমিত্যুক্তম্ অথ যোহ ধনু বাব শরীর ইতু'ক্তং স ভূতান্নেতু'ক্তম্। কথন্তোহন্তান্না শিন্দুরিব পুঙ্করা  
ইতি স বা এবোহভিত্ততঃ প্রাকৃতৈত্ত্বাশ্রিতি ॥ ৩৮।

“এই শরীর ভূতসমষ্টি, সুতরাং এই শরীরে যিনি বাস করেন তিনি ভূতাত্মা। পদ্মে জলবিন্দুর জায় ইনি স্থান। ইনি প্রকৃতিসম্বৃত্ত গুণসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন।” এই কথাগুলির সঙ্গ কর্তৃশ্রুতির অময় করিলে এই প্রতীত হয় যে বাহ্য বিষয়সমূহকে গ্রহণকরিবার জন্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। উহার বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিতে গিয়া প্রকাশ (সব), প্রবৃত্তি (রজ) ও মোহ (তম) এই প্রাকৃতিকগুণ ত্রিতরে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণ ভূতাত্মাকে বিষয়ে বদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই আকর্ষণে ভূতাত্মা যত দিন বদ্ধ থাকেন, তত দিন পরাত্মার সহিত তাঁহার যথার্থ সম্বন্ধ অন্তর্ভূত হয় না।

৬। য এষ স্পেয়েষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নিশ্চিন্মাণঃ

তদেব শুক্রং তদ্ব্রজ্ঞ তদেবাত্মমুচ্যতে ।

তন্মি'ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে

তদুনাতে্যতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈতং ।

অগ্নির্ঘথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সর্কভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥

বায়ুর্ঘথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।

একস্তথা সর্কভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥

সূর্যো যথা সৰ্বলোকস্ত চক্ষু-  
 ন লিপ্যতে চাক্ষুৰ্বৈবাহদোষৈঃ ।  
 একস্তথা সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা  
 ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ ।  
 একো বশী সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা  
 একং রূপং বহুধা যঃ কৰোতি ।  
 তমাত্মস্থং যেহনুপশ্চন্তি ধীরা-  
 স্তেবাং স্থখং শাস্বতং নেতুরেষাম্ ॥  
 নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-  
 মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।  
 তমাত্মস্থং যেহনুপশ্চন্তি ধীরা-  
 স্তেবাং শান্তিঃ শাস্বতী নেতুরেষাম্ ॥

কঠ ৫।৮—১৩।

‘বঃ এব’ পুরুষঃ ‘সুপ্তে’ প্রাণিষু ‘কাম’ পর্যাপ্তং যথা জ্ঞাৎ তথা ‘কামম্’ অভিলষিতার্থনিচয়ঃ  
 ‘নির্নির্মাণঃ’ নিশ্চায়ন ‘জাগতি’ ‘তৎ’ পরতত্বম্ ‘এব’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’ ‘তৎ’  
 ‘উচ্যতে’ । ‘সৰ্ব’ ‘লোকঃ’ ‘তস্মিন্’ পরব্রহ্মণি ‘প্রিতাঃ’ স্থিতাঃ । ‘তৎ’ পরতত্বম্ ‘উ’ এব ‘কশ্চন’  
 ‘ন অত্যোতি’ ন অতিক্রম্য বর্ততে । ‘এতৎ’ আত্মতত্বম্ ‘বা’ এব ‘তৎ’ পরতত্বম্ ।

‘বধা’ ‘অগ্নিঃ’ ‘একঃ’ সন্ ‘ভুবনঃ’ জগৎ ‘প্রবিষ্টঃ’ ‘রূপং রূপং’ কাঠতৃণাদিরূপং এতি ‘প্রতিরূপঃ’  
 প্রতিরূপবান্ ‘বভূব’ ; ‘তথা’ ‘একঃ’ ‘সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা’ সৰ্ব্বেবাং ভূতানাম্ অভ্যন্তরঃ আত্মা ‘রূপং  
 রূপং’ এতি ‘প্রতিরূপঃ’ তত্ত্বদ্বয়রূপঃ ‘বহিষ্’ তদ্ব্যাহত ।

‘বধা’ ‘বায়ুঃ’ ‘একঃ’ সন্ ইত্যগ্নি পূৰ্ব্ববৎ ।

‘বধা’ ‘সূর্যঃ’ ‘সৰ্বলোকস্ত চক্ষুঃ’ সন্ ‘চাক্ষুৰ্ভৈঃ’ বাহুদোষৈঃ ‘ন লিপ্যতে’ ‘তথা’ ‘একঃ’ সৰ্ব-  
 ভূতান্তরাঙ্গা’ ‘বাহুঃ’ সন্ ‘লোকদুঃখেন’ ‘ন লিপ্যতে’ ।

‘বশী’ আত্মবশে হিতঃ ‘বঃ’ ‘সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা’ ‘একঃ’ সন্ ‘একং’ ‘রূপং’ বহুধা ‘করোতি’  
 পাজ্ঞেদ্যৎ ‘বে’ ‘ধীরাঃ’ ‘আত্মস্থং’ ‘তৎ’ ‘অনুপশ্চন্তি’ ‘তেবাং’ ‘শাস্বতং’ চিরস্থায়ী ‘স্থখং’ ‘ন ইতরেবাং’  
 ন অপরেবাং ।

‘বঃ’ ‘নিত্যানাং’ মধ্যে ‘নিত্যঃ’ ‘চেতনানাং’ মধ্যে ‘চেতনঃ’ ‘বহুনাং’ মধ্যে ‘একঃ’ ‘কামান্’  
 অর্থাৎ ‘বিদধাতি’ ‘বে’ ‘ধীরাঃ’ ‘আত্মস্থং’ ‘তৎ’ ‘অনুপশ্চন্তি’ ‘তেবাং’ ‘শান্তিঃ’ ‘শাস্বতী’ ‘ন ইতরেবাং’ ন  
 অপরেবাং ।

সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ পর্যাপ্তপ্রমাণ অভিলষিত বিষয়-  
 নির্মাণ-করিতে-করিতে জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম,

তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন, তাঁহাতে সকল লোক আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না । ইনিই সেই ।

একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, এবং তাহার বাহিরেও আছেন ।

একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন ।

সূর্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া চক্ষুর বাহ্যদোষে লিপ্ত নহেন, তেমনি একমাত্র সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা লোকদুঃখের অতীত বলিয়া উহাতে লিপ্ত হন না ।

একমাত্র সৰ্বভূতান্তরাঙ্গা আত্মবশে অবস্থিত এবং যিনি একই রূপকে বহুপ্রকার করেন, যে সকল ধীরব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাস্বত সুখ হয়, অপরের নহে ।

নিত্যাগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহুপ্রাণীর অভিলষিত বিধান-করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাস্বত সুখ হয়, অপরের নহে ।

ভাব—যিনি জীবে নিয়ন্তা হইয়া অবস্থিত তিনি পুরুষ । ইনি প্রাজ্ঞ অন্তর্ধামী । ইনি চিরজাগ্রৎ । সকল প্রাণী যখন নিদ্রিত তখন তিনি জাগ্রৎ । তিনি যদি নিরন্তর জাগ্রৎ না থাকিতেন, বিশ্বের সমুদায় ক্রিয়া অপরূপ হইত । তাঁহার অবিষ্টানে নিরবচ্ছেদে বিবিধ ভোগ্য বিষয় উৎপন্ন হইতেছে, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—‘পৰ্যাপ্ত প্রমাণ অভিলষিত বিষয় নির্মাণ করিতে করিতে জাগ্রৎ থাকেন’—তাঁহার নিরবচ্ছেদ ক্রিয়াই তাঁহার জাগ্রদবস্থা ।

ইনিই সেই—ইনি—পুরুষ, সেই—ব্রহ্ম । যিনি প্রতিভূতে অন্তর্ধামী পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনি—সমুদায় বিশ্ব আপনার অন্তর্ভূত করিয়া যিনি বিদ্যমান এবং ব্রহ্ম নামে অভিহিত—তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন ।

একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া—সমুদায় বিশ্ব অগ্নি উদ্ধৃত অচক্ষুত পাপরূপে বিদ্যমান । তাপের অতি হৃদয়বশতঃ যে কোন রূপবান্ বস্তুতে তদাকারে উহা বিদ্যমান, অথচ তদ্বারা উহা সীমাবদ্ধ নহে, কেন না উহার বাহিরেও উহার বিদ্যমানতা আছে । সমুদায় জগতে প্রবিষ্ট অথচ তদভীত হইয়া বিদ্যমান পরাস্রবণকে

যুদ্ধিগোচর করিতে হইলে তাপরূপী অগ্নির দৃষ্টান্ত নিরতিশয় উপযোগী। একটি লৌহ-গোলক উত্তপ্ত হইলে তাহার সকল ভাগে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয় তেমনি তাহার অতীত দেশেও হইয়া থাকে ; স্থূল গোলক বা বহিঃস্থ আকাশ এ ছইয়ের কোনটি উত্তাপকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। যিনি সমুদায় জগতের নিয়ন্তা তিনি সমুদায় জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়াও উহার বাহিরে কি প্রকার বিদ্যমান এই দৃষ্টান্তে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই দৃষ্টান্তে একদেশমাত্র প্রকাশ পায়। তাপ কিছু চেতন নহে, যিনি সর্বভূতান্তরাঙ্গা তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি কেবল রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়া আছেন, তাহা নহে ; সেই সকল রূপও তাঁহার জ্ঞানামুরূপ। সে সকল রূপ তাঁহার জ্ঞানামুরূপ বলিয়াই সেই সেই রূপের তিনি প্রতিক্রম এ শব্দ তাঁহাতে ব্যবহার-করিতে পারা যায়, অতথা আকারবর্ণাদিবিহীন জ্ঞান বাহুরূপের প্রতিক্রম হইবে কি প্রকারে ?

একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া—বায়ু-প্রাণশক্তি ।

স্বর্গা যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া—স্বর্গ্য না থাকিলে কেহ কিছু দেখিতে পায় না, সূতরাং দেখিবার কারণ স্বর্গ্য। লোকে দেখিতে গিয়া অভদ্রাদিও দেখিয়া থাকে কিন্তু লোকে অভদ্রাদি দেখে বলিয়া স্বর্গ্য কিছু অভদ্রাদি দোষে লিপ্ত হন না। সর্ব-বিধ জ্ঞানের যিনি কারণ, তাঁহার জ্ঞানার্থিষ্ঠানে আমরা সকল জানিতে পাই এবং সেই জানা হইতে সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য আমাদিগেতে সংক্রামিত হয় কিন্তু সে সুখ দুঃখে পাপ-পুণ্যে তিনি নিলিপ্ত।

যিনি একই রূপকে বহুপ্রকার করেন—চৈতন্যস্বরূপ অন্তরাঙ্গা স্বরূপতঃ এক, অথচ সেই স্বরূপ পাত্রভেদে বিবিধ প্রকার প্রতীত হইয়া থাকে। রূপভেদে বিবিধ প্রকার প্রতীত হইবার কারণ স্বয়ং পরাঙ্গা, এজন্য ‘একই রূপকে বহুপ্রকার করেন,’ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৭। অথ হৈনং স্নকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ  
কৌশল্যো রাজপুত্রো মামুপৈতৈত্যতং প্রশ্নমপ্ৰচ্ছত। ষোড়শকলং  
ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ তমহং কুমারমব্রবৎ নাহমিদং বেদ যদ্যহমিম-  
মবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যামিতি সমুলো বা এষ পরিণ্ডাতি যোহনৃত-  
নভিষদতি তস্মান্মাহাঁম্যানৃতং বক্তুং স তুষ্ণীং ব্রথমারুহ প্রবব্রাজ।

তং ত্বাং প্ৰচ্ছামি কাসৌ পুরুষ ইতি। তস্মৈ স হোবাচ।  
‘ইহৈবাস্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নৈতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভব-  
ন্তীতি।

স ইক্ষাক্রকে । কস্মিন্‌হমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্  
বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্তামীতি ।

স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছৃদ্ধাং ঋং বায়ুজ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্,  
মনোহ্নমম্মাদীর্ঘাং তপো মন্ত্রাঃ কন্দ্ৰ লোকা লোকেষু চ নাম চ ।

স যথেনা নদাঃ স্তন্যমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি  
ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্রইত্যেবং প্রোচ্যতে । এবমেবাস্ত  
পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি  
ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোহক-  
লৌহম্বতোভবতি । তদেষ শ্লোকঃ ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

তং বেদাং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি

তান্‌ হোবাচৈতাবদেবাহমেতং পরং ব্রহ্ম বেদ ।

নাতঃ পরমস্তীতি । প্রশ্ন ৬ । ১—২ ।

তে তমর্চয়ন্তুং নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং  
তারয়সীতি । নমঃ পরমশ্রুতিভ্যো নমঃ পরমশ্রুতিভ্যঃ ।

অর্থ হেনমিত্যাখ্যায়িকা । ‘ভারদ্বাজঃ’ ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্নঃ নাম ‘হৃকেশাঃ’ । ‘কৌশল্যো’  
কৌশলদেশীয়ঃ ‘রাজপুত্রঃ’ নাম ‘হিরণ্যনাভঃ’ । ‘ষোড়শকলং’ প্রাণাভ্যাঃ ষোড়শকলাঃ বস্ত্রাং যস্মিন্  
তং ‘পুরুষঃ’ জীবপরিষক্তারম্ ।

‘তঃ’ ‘ত্বা’ ‘ত্বাং’ ভগবন্তং ‘পৃচ্ছামি’—‘অসৌ পুরুষঃ’ ‘ক’ ইতি । ‘তস্মৈ’ হৃকেশসে ‘স’ পিঙ্গ-  
লাদঃ ‘হ’ ঐতিহ্যে ‘উবাচ’ । হে ‘সোমা’ ‘ইহ’ এব অন্তঃশরীরে ‘হুদি’ ‘স পুরুষঃ’ জীবপরিষক্তা ‘যস্মিন্’  
পুরুষে ‘এতাঃ’ ‘ষোড়শকলাঃ’ প্রাণাভ্যাঃ ‘প্রভবন্তি’ উৎপদ্যন্তে ।

‘স’ ষোড়শকলঃ পুরুষঃ ‘ইক্ষাক্রকে’ পর্য্যালোচয়ামাস ‘কস্মিন্’ ‘উৎক্রান্তে’ বহির্নিঃসৃত্তে ‘অহম্’  
শরীরায় ‘উৎক্রান্তঃ’ নিঃসৃত্তঃ ‘ভবিষ্যামি’ ‘কস্মিন্’ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্তামীতি ।

‘স’ পুরুষঃ ‘প্রাণঃ’ হিরণীগর্ভম্ ‘প্রাণাং’ ‘শ্রদ্ধাং’ স্তবপ্রদত্তিত্ত্বভূতাং ‘অসৃজত’ সৃষ্টবান্ । ততঃ  
‘ধম্’ আকাশং ‘বায়ুঃ’ জ্যোতিঃ ‘তেজঃ’, ‘অপাঃ’ জলঃ ‘পৃথিবী’ ক্ষিতিঃ ‘ইন্দ্রিয়ং’ দশসংখ্যং ‘মনঃ’  
সকলবিকল্পাত্মকম্ ‘অন্নং’ ত্রীহিযবাদিকম্, ‘অন্নং’ ‘বীর্ষং’ সামর্থ্যং বলং ‘তপঃ’ বিশুদ্ধিসাধনং ‘মন্ত্রাঃ’  
কর্মসাধনা ঋগায়ঃ ‘কন্দ্ৰ’ অগ্নিহোত্রাদি ‘লোকাঃ’ কর্মকলরূপাঃ ‘লোকেষু চ’ ‘নাম চ’ দেবাদয়ঃ কর্ম-  
কলভোক্তারঃ ‘বহুবু’ উৎপন্নঃ ।

‘স’ ষোড়শকলঃ পুরুষঃ—‘যথা’ ‘স্তন্যমানাঃ’ স্রবস্ত্যাঃ ‘সমুদ্রায়ণাঃ’ সমুদ্রাভিমুখগমনশীলাঃ ‘ইমাঃ’  
‘নদাঃ’ ‘সমুদ্রং প্রাপ্য’ ‘অন্তঃ গচ্ছন্তি’ তিরোদধতে ‘তাসাং’ নদীনাং ‘নামরূপে’ গঙ্গাযমুনেত্যাদিলক্ষণে  
‘ভিদ্যেতে’ বিনশ্তেতে ‘সমুদ্র ইতি’ এবং ‘প্রোচ্যতে’ ‘এবম্’ এব ‘অন্ত’ ‘পরিদ্রষ্টুঃ’ সাক্ষিত্বস্ত পুরুষতঃ

‘ইমাঃ’ ‘পুরুষারণাঃ’ পুরুষাভিমুখগমনশীলাঃ ‘বোড়শকলাঃ’ প্রাণাদ্যাঃ ‘পুরুষঃ প্রাপ্ত’ ‘অন্তঃ পচ্ছতি’ ‘ভাসাঃ’ বোড়শকলানাং ‘নামরূপে’ ‘ভিদ্যোতে’ ‘পুরুষঃ ইতি এব’ ‘প্রোচ্যতে’ । ‘স এব’ সকলঃ পুরুষঃ ‘অকলঃ’ প্রাণাদিকলাশূন্ত ‘অমৃতঃ’ সর্বাভ্যুতঃ ‘ভবতি’ \* । ‘তৎ’ তন্নিবন্ধে ‘এব লোকঃ—

‘রথনাতো’ রথচক্রস্ত নাতো ‘অরাঃ’ রথচক্রপরিবারাঃ ‘ইব’ ‘বস্মিন্’ পুরুষে ‘কলাঃ’ প্রাণাদ্যাঃ ‘প্রতিষ্ঠিতাঃ’ ‘তৎ’ ‘বেদাৎ’ বেদনীয়াং ‘পুরুষাৎ’ ‘বেদ’ জানানীয়াৎ ‘বধা’ ‘মৃত্যুঃ’ ‘নঃ’ বুদ্ধ্যান্ ‘মা’ ‘পরিব্যাধাঃ’ মা পরিব্যাধয়তু তথা তৎ বেধ ইতি শেষঃ ।

‘তান্’ শিষ্যান্ পিঙ্গলাদঃ ‘উবাচ—‘এতৎ পরং ব্রহ্ম’ ‘এতাবৎ এব অহম্’ ‘বেদ’ জানামি ‘ন অতঃ’ পরন্তরাৎ ‘পরং’ প্রকৃষ্টতমম্ ‘অস্তি’ ইতি’ ।

হে পিঙ্গলাদ ‘হং’ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘পিতা’ ‘যঃ’ হং ‘অবিদ্যায়াঃ’ অজ্ঞানভায়াঃ ‘পরং পায়ং তায়সি ইতি’ । ‘তে’ শিষ্যাঃ ‘তৎ’ পিঙ্গলাদম্ ‘অর্চয়ন্তঃ’ ‘পরমঞ্চিভাঃ’ তত্তত্তবদ্ভাঃ ‘নমঃ’ নমস্কর্য্যুঃ ‘পরম-ঞ্চিভাঃ’ পূর্বেভাঃ ‘নমঃ’ নমস্কর্য্যুঃ ।

অনন্তর ইহাকে ( পিঙ্গলাদকে ) ভরদ্বাজগোত্রোৎপন্ন স্নেকেশা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্, কোশলদেশীয় হিরণ্যনাভনামা রাজ-  
তনয় আগার নিকটে আসিয়া আমায় এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—হে ভরদ্বাজ, তুমি বোড়শকলাবিণিষ্ট পুরুষকে কি জান ? আমি সেই কুমারকে বলিলাম আমি উহা জানি না । যদি আমি জানিতাম, কেনই বা তোমাকে বলিতাম না । সে ব্যক্তি মিথ্যা বলে, সে ব্যক্তি সমূলে শুদ্ধ হইয়া যায়, স্মৃতরাং আমি মিথ্যা বলিতে পারি না । এই কথা শুনিয়া তিনি গোঁবালদ্বন্দ্বনপূর্ব্বক রথারোহণকরত চলিয়া গেলেন । এই পুরুষ কোথায়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । সেই স্নেকেশাকে তিনি বলিলেন, হে সোম্য, এই শরীরের অভ্যন্তরেই সেই পুরুষ অবস্থিত, বাঁহা হইতে এই বোড়শকলা উৎপন্ন হয় ।

সেই পুরুষ পর্যালোচনা করিলেন—কে এই শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে আমি নিঃসৃত হই, কে এই শরীরে থাকিলে আমি থাকি ।

তিনি প্রাণকে এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃজন-করিলেন । আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্ন হইতে বীৰ্য্য, তপ, মত্ত, কৰ্ম্ম, লোকসকল এবং লোকসকলেতে নাম ( কৰ্ম্মফলভোক্তৃগণ ) হইল ।

সমুদ্রাভিমুখে গমনশীল বহমান নদী নৃকল যেমন সমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া

\* মূল গ্রন্থে ‘বএবং বিধান্’ এ বাক্য অধ্যাহারমাত্র মূলে নাই, স্মৃতরাং অধ্যাহার না করিয়া যে অর্থ নিষ্পন্ন হয় তাহাই এখানে গৃহীত হইল ।

অন্তঃগমন করে, তাহাদের নামরূপ বিলুপ্ত হয়, সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তেমনি সাক্ষিভূত এই পুরুষের পুরুষাভিমুখে গমনশীল ঘোড়শকলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃগমন করে তাহাদের নামরূপ বিলুপ্ত হয়, পুরুষ বলিয়া উক্ত হয়। সেই এই কলাশূন্য পুরুষ অমৃত হয়েন। সেই অর্থে এই শ্লোকটি :—

রথের নাভিদেবে অরাসকল যেমন তেমনি বাঁহাতে কলাগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জাতব্য পুরুষকে জানিতে হইবে। মৃত্যু তোমা-দিগকে বাহাতে ব্যথা না দেয়, [ সে জন্ত তাঁহাকে জান ]।

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই পর্য্যন্ত আমি এই পরব্রহ্মকে জানি, ই'হা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই।

আপনি আমাদিগকে অবিচার পরপারে লইয়া গেলেন, আপনি আমাদিগের পিতা, এই কথা বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে অর্চনা করত বর্তমান পরমশ্রমিগণকে নমস্কার করিলেন, পূর্ববর্তী পরম শ্রমিগণকে নমস্কার করিলেন।

ভাব—সেই এই কলাশূন্য পুরুষ অমৃত হয়েন—“[ পৃথিবাদি সমুদায় ] এই পুরুষের তৎপরিমিত মহিমা, তাহা হইতে ইনি মহত্তর, সমুদায় ভূত ইহার পাদমাত্র। ছালোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত ( অবিকারী )।” ( ৮৮ পৃ ) এই শ্রুতিটির তত্ত্ব বুঝিলে এখানকার ভাবার্থ বিষদরূপে প্রতিভাত হয়। যিনি কলাশূন্য তিনি সর্বগত, যিনি কলাশূন্য তিনি সর্বাঙ্গীত। পুরুষের একপাদমাত্র কলাশূন্য, পুরুষের তিনপাদ কলাশূন্য। প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিব্যাদি সকলই পুরুষের মহিমা বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। সর্বাঙ্গীত পরম পুরুষের তুলনায় তাঁহার বিভূতি অত্যন্ত, এতজ্ঞ উহাকে কলাশূন্যে অভিহিত করা হইয়াছে। স্মৃষ্টিকালে প্রতিদিন এই কলাগুলি সাক্ষিভূত পুরুষে বিলয়প্রাপ্ত হয়, স্মৃতরাং উহাদের গতি যে তাঁহার দিকে তৎসম্বন্ধে সংশয়করিবার আর কোন কারণ নাই। স্মৃষ্টিকালে ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম ও রূপ কিছুই থাকে না একমাত্র সর্বাঙ্গীত পুরুষই বিদ্যমান থাকেন। তখন ইহাকে ‘অমৃত’ বলা হয়, কেন না ইনি সর্বপ্রকার উপাধিবিবর্জিত হইয়া স্বয়ং বিদ্যমান। সর্বোপাধিবিবর্জিত পরাস্রাকে উপলব্ধির বিষয় করিবার জন্ত একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ প্রবচনসমষ্টিতে এই শ্রুতিটির অনুরূপ শ্রুতির পুনরুল্লেখপূর্বক পরাস্রার সহিত জীবের স্বরূপৈক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। দিব্যো হমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদয়ঃ।

অপ্রাণো হমনাঃ শুভ্রো হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ মু ২(১)।২।



‘স’ পুরুষঃ ‘হি’ দিবাঃ লোকাভীতঃ, ‘অমৃতঃ’ সৰ্ববিশ্বমুৰ্ত্তিবর্জিতঃ ‘বাহ্যভ্যন্তরঃ’ বাহ্যভ্যন্তরেণ বর্তমানঃ ‘অজঃ’ জগদ্রহিতঃ ‘অপ্রাণঃ’ প্রাণরূপকরণবর্জিতঃ ‘অমনাঃ’ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমনোরহিতঃ ‘শুভ্রঃ’ শুভ্রঃ । ‘পরতঃ’ অব্যাকৃত্যং ‘অক্ষরাং’ হিরণ্যগর্ভাং ‘পরঃ’ ।

সেই পুরুষ লোকাভীত, মূর্ত্তিহীন, অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান, জন্ম-রহিত, প্রাণরহিত, মনোরহিত, পরাপর প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ।

ভাব—লোকাভীত—দিব্য । দিব্য শব্দ দ্বারা ঈদ্র্যলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত এইটি ধ্বনিত হইয়াছে । মূর্ত্তিহীন—সর্বগত হইয়া যিনি মূর্ত্তপদার্থমাত্রের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান তিনি কি প্রকারে মূর্ত্তিমান হইবেন । প্রাণরহিত—যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁহার ক্রিয়া প্রাণাধীন কি প্রকারে সম্ভবে ? মনোরহিত—পূর্ণজ্ঞান কখন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক নহে । পরাপর প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ—পরা ও অপরা প্রকৃতির তিনি নিয়ন্তা সূতরাং তদুভয় হইতে শ্রেষ্ঠ ।

৯ । অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ-

মোতঃ মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কৈঃ ।

তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমত্রা

বাচো বিমুক্তং অমৃতশ্চৈষং সেতুঃ ॥

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ

স এষোহন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ।

ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মানং

স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাং ॥

মু ২ (২) । ৫ । ৬ ।

‘দ্যৌঃ’ পৃথিবী ‘অন্তরীক্ষঃ’ ‘চ’ সর্কৈঃ ‘প্রাণৈঃ’ করণৈঃ ‘চ’ সহ ‘মনঃ’ ‘অস্মিন্’ পরাত্মনি ‘ওতঃ’ সমর্পিতম্ । ‘তম্’ এব একম্ ‘আত্মানং’ পরাত্মানং ‘জ্ঞানং’ জানীত ‘অন্তাঃ’ বাচঃ গ্রাম্যকথাঃ ‘বিমুক্তং’ বিমুক্তত । কথং ? ‘এব’ পরাত্মা ‘অমৃতশ্চ সেতুঃ’ সংসারোত্তারহেতুঃ ।

‘রথনাভৌ’ ‘অরাঃ’ ইব ‘যত্র’ হৃদি ‘নাভ্যঃ’ ‘সংহতাঃ’ সম্প্রবিষ্টাঃ তত্র হৃদয়ে ‘স এব’ পরাত্মা ‘বহুধা’ জায়মানঃ প্রকাশমানঃ ‘অন্তঃ’ ‘চরতে’ বিরাজতে । তম্ ‘আত্মানং’ পরাত্মানং ‘ওম্’ ইতি ওঙ্কাররূপেণ ‘ধ্যায়থ’ চিন্তয়ত । ‘তমসঃ পরস্তাং’ তমোরূপং সংসারং তীৰ্ণ্য ‘পরায়’ পরকালার ‘বঃ’ বৃথাকং ‘স্বস্তি’ নির্রিষম্ ‘অন্তঃ’ ।

দ্র্যলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ সহকারে মন এই পরাত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে । একমাত্র এই পরমাত্মাকে জ্ঞান, অন্ত সকল কথা পরিত্যাগ-কর । ইনি অমৃতের হেতু ।

রথের নাভিদেখে অরা সকল যেমন তেমনি নাভী সকল যে হৃদয়ে

প্রবিষ্ট হইয়া আছে সেই হৃদয়ে এই পরাত্মা বহুধা প্রকাশমান হইয়া অন্তরে বিরাজ করেন । ওম্ এই শব্দে তাঁহাকে ধ্যান কর । তমোরূপী সংসার উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকের জন্ত তোমাদের নির্বিল্ল হউক ।

ভাব—অন্ত সকল কথা পরিত্যাগ কর—সাধকগণ গ্রাম্য কথা বলিবেন না এরূপ নিয়ম এই জন্ত হইয়াছে যে, যে সকল কথার উদ্দেশ্য ঈশ্বর নহেন সে সকল কথাতে যোগের অন্তরায় উপস্থিত হয়, মনকে পরাত্মাতে সমাধানকরা কঠিন হইয়া পড়ে । বাহারা যোগাকাজী তাঁহাদের গ্রাম্য-কথা-পরিহার অবশ্য কর্তব্য । অমৃতের সেতু—সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার হেতু ।

ওম্ এই শব্দে তাঁহাকে ধ্যান কর—ওম্ এই শব্দ মনে মনে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও তাহার অর্থাবধারণ ঈশ্বরপ্রণিধানের উপায় । ওম্—রক্ষাকর্তা ।

২০ । সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্রেষ আত্মা

সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্ ।

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো

যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্লীণদোষাঃ ॥ মু. ৩ (১) । ৫ ।

‘এষ আত্মা’ ‘সত্যেন’ সত্যাচরণে ‘তপসা’ মননের ‘সম্যগ্জ্ঞানেন’ ‘নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেণ’ অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযমেন ‘লভ্যঃ’ । ‘অন্তঃ শরীরে’ শরীরাত্মান্তরে সোহং পরাত্মা ‘জ্যোতির্ম্ময়ঃ’ জ্ঞানোজ্জ্বলঃ ‘শুভ্রঃ’ শুদ্ধঃ ‘যং’ সত্যাদিভিঃ ‘ক্লীণদোষাঃ’ ক্লীণকোষাদিচিত্তমলাঃ ‘যতয়ঃ’ যত্নশীলাঃ ‘পশ্যন্তি’ সাক্ষাৎ কুর্যন্তি । স্বরূপবাচকবাদস্তা অত্র সন্নিবেশঃ ।

সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও নিরবচ্ছেদ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় । জ্যোতির্ম্ময় শুদ্ধ সেই পরাত্মা শরীরাত্মান্তরে বিद्यমান, ক্রোধাদিচিত্তমলবিরহিত যতিগণ বাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ।

ভাব—গ্রাম্যকথাবর্জন করিয়া কি করিলে পরাত্মাকে লাভ করা যায়, এ প্রশ্ন তাহাই বলিতেছেন । সত্য—সত্য আচরণ । তপস্যা—মনন । সম্যক্ জ্ঞান—স্বাধাযত্ন জ্ঞান, তত্ত্বদর্শন । নিরবচ্ছেদ ব্রহ্মচর্য্য—অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম \* । এই সকলের দ্বারা ক্রোধাদি চিত্তের মালিন্য অন্তর্হিত হইলে যতিগণ—যত্নশীল ব্যক্তিগণ—জ্যোতির্ম্ময়—স্বপ্রকাশ জ্ঞানোজ্জ্বল পরিশুদ্ধ পরাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন । জীবাত্মা ও পরাত্মা নিরন্তর অবিভক্তভাবে একত্র অবস্থিত, উভয়ের ভিতরে কোন ব্যবধান নাই, পাপমালিন্য

\* জয়দ্রাকার্ণবে চিত্ত নিবিষ্ট রাখা অভ্যাস হইলে সর্বেন্দ্রিয়সংযম, যোগের অন্তরায়সমূহের প্রশমন এবং প্রশান্তবাহিত্যর জীবনের সর্ব্ববিধকর্তব্যনির্ব্বাহ সিদ্ধ হয় ।

ব্যবধান জন্মায় । যাই সেই পাপমালিন্ত অন্তর্হিত হয় অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ  
অমৃতবগোচর হয় ।

১১- ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা ।

নানৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা ।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-

স্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো

যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চা সংবিশেষ ।

প্রাণৈশ্চিহ্নং সর্বমোতং প্রজানাং

যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥

মু ৩।(১)।৮।২।

‘ন চক্ষুষা’ ‘ন অপি বাচা’ ‘ন অস্ত্রৈঃ’ ‘দেবৈঃ’ ইন্দ্রিয়ৈঃ ‘তপসা’ কৃচ্ছ্রসাধনেন ‘কর্ম্মণা’ অগ্নিহোত্ৰা-  
দিনা ‘বা’ ‘গৃহ্যতে’ পরাত্মা । ‘জ্ঞানপ্রসাদেন’ জ্ঞাননৈর্ম্মল্যেন ‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ বিশুদ্ধচিত্তঃ সন্ ‘ততঃ’  
তদনন্তরং ‘ধ্যায়মানঃ’ চিত্তম্ ‘নিষ্কলং’ সর্বাবয়বশূণ্যং ‘তং’ পরাত্মানং ‘পশ্যতে’ পশ্যতি সাক্ষাৎ-  
করোতি ।

‘যস্মিন্’ শরীরে ‘পঞ্চা’ প্রাণাপানাদিভেদেন ‘প্রাণঃ’ ‘সংবিশেষঃ’ সমাক্রমবিষ্টবান্, তস্মিন্ ‘এষ’  
‘অণুঃ’ অতিসূক্ষ্মঃ ‘আত্মা’ পরাত্মা ‘চেতসা’ চিত্তেন ‘বেদিতব্যঃ’ । ‘প্রজানাং’ ‘সর্বং’ নিখিলং ‘চিহ্নং’  
‘প্রাণৈঃ’ ইন্দ্রিয়ৈঃ ‘ওতং’ ব্যাপ্তম্, ‘যস্মিন্’ চিত্তে ‘বিশুদ্ধে’ মলবিরহিতে ‘এষ’ ‘আত্মা’ পরাত্মা ‘বিভ-  
বতি’ আত্মশক্তিং প্রকটয়তি ।

চক্ষুর দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, অথবা  
কর্ম্মদ্বারা পরাত্মা গৃহীত হন না । জ্ঞানের নৈর্ম্মল্য দ্বারা বাঁহার চিত্ত  
বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই শুদ্ধচিত্তে যিনি ধ্যান করেন, তিনি সেই নিরবয়ব  
পরাত্মাকে দর্শন করেন ।

যে শরীরে প্রাণ পঞ্চপ্রকার হইয়া অবস্থিত, সেই শরীরে এই অতি-  
সূক্ষ্ম পরাত্মা চিত্তদ্বারা জ্ঞাতব্য । সকল লোকেরই সমগ্রচিত্ত ইন্দ্রিয়গণ  
দ্বারা ব্যাপ্ত । সেই চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই পরাত্মা উহাতে আত্মশক্তি প্রক-  
টিত করিয়া থাকেন ।

‘ভাব—পরাত্মা স্বয়ং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ । অতরাং যে চিত্ত পাপকলুষিত সে চিত্তের  
সহিত তাঁহার স্বরূপের অনৈক্য । এই অনৈক্যবশতঃ পরাত্মার সহিত যোগবন্ধন কদাপি  
সম্ভবে না । জীবকে শুদ্ধ হইতে হইবে, অপাপবিদ্ধ হইতে হইবে, বালকের জ্ঞান নির্দোষ-

চরিত্র হইতে হইবে, পাণ্ডিত্যাদির অভিমানেশুভ হইতে হইবে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের একতা চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া উপনিষৎ ভূয়োভূয় এই কথা বলিয়াছেন। সাধক পাপ-পুণ্যের অতীত হইবেন, একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে তজ্জনিত অবসাদ ও গৰ্ব্ব যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। ফলতঃ পাপে অবিলিণ্ণতা সাধকের প্রধান লক্ষণ (১০।৩৫)।

১২। অখহৈনমুযস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ  
যং সাক্ষাদপরোক্ষাদৃত্রক্ষ য আত্মা সৰ্বাস্তরস্তং মে ব্যাচক্ষেতি ।  
এষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ । কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সৰ্বাস্তরঃ । যঃ  
প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সৰ্বাস্তরো যোহপানেনাপানিতি স ত  
আত্মা সৰ্বাস্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সৰ্বাস্তরো য  
উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সৰ্বাস্তর এষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ ।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিক্রাদসৌ গৌরসাবধইতোব-  
মৈবৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদৃত্রক্ষ য আত্মা  
সৰ্বাস্তরস্তং মে ব্যাচক্ষেতি । এষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ । কতমো  
যাজ্ঞবল্ক্য সৰ্বাস্তরঃ । ন দৃষ্টেজ্জ'ষ্টারং পশ্চেন' শ্রুতে: শ্রোতারং  
শৃণুয়া ন মতেমস্তারং মখীথা ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজানীয়া: ।  
এষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরোহতোহন্যদার্ত্বম্ । ততোহোষস্তশ্চাক্রায়ণ-  
উপরাম । স্বহ ৫।৩।১২ ।

‘অখ’ অনন্তরঃ ‘এনঃ’ যাজ্ঞবল্ক্যঃ জনকসভাপত্যং ‘চাক্রায়ণঃ’ চক্রভাপত্যম্ ‘উষন্তঃ’ ‘পপ্রচ্ছ’  
পৃষ্টবান্, হে ‘যাজ্ঞবল্ক্য’ ইতি সম্বোধ্য ‘উবাচ’—‘অপরোক্ষাৎ’ ব্রষ্ট: পরোক্ষত্বাভাৱং ‘সাক্ষাৎ’  
অবাবহিতঃ ‘যং ব্রক্ষ’ ‘যঃ’ ‘আত্মা’ পরাত্মা ‘সৰ্বাস্তরঃ’ ‘তং’ ‘ব্যাচক্ষু’ বিবৃণু ‘ইতি’। এবমুক্তো  
যাজ্ঞবল্ক্য আহ—‘এষ’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ ‘সৰ্বাস্তরঃ’ সৰ্বভাভ্যন্তরঃ । আত্মশব্দস্ত দেহাদিবচনত্বাৎ  
সংশয়বশতউষন্ত আহ—হে ‘যাজ্ঞবল্ক্য’, ‘কতমঃ’ আত্মা ‘সৰ্বাস্তরঃ’ ? যাজ্ঞবল্ক্য আহ—‘যঃ’ ‘প্রাণেন’  
স্থানাসিকাসকারণিণা ‘প্রাণিতি’ প্রাণচেষ্টাঃ কৰোতি ‘স’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ সৰ্বাস্তরঃ ‘যঃ’ ‘অপানেন’  
অধোগবায়ুনা ‘অপানিতি’ অপানক্রিয়াঃ কৰোতি ‘স’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ সৰ্বাস্তরঃ ‘যঃ’ ‘ব্যানেন’  
সৰ্বদেহগবায়ুনা ‘ব্যানিতি’ সৰ্বদেহগতচেষ্টাঃ কৰোতি ‘স’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ সৰ্বাস্তরঃ ‘যঃ’ ‘উদা-  
নেন’ উৰ্দ্ধগবায়ুনা ‘উদানিতি’ উৰ্দ্ধগতচেষ্টাঃ কৰোতি ‘স’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ সৰ্বাস্তরঃ । আত্মাত্ত  
প্রাণনাদিক্রিয়াপ্রবর্তকঃ পরাশ্ৰেয়ত্বাস্তরব্যাক্যোনায়াতি ।

‘স হ উবাচ উষন্ত: চাক্রায়ণঃ’—‘অসৌ গৌঃ’ বশলতি ‘অসৌ অখঃ’ যো ধাবতি ইতি লক্ষণেন ন  
পুনঃ প্রত্যক্ষপ্রদৰ্শনেন ‘যথা’ ব্যাপদিস্ততে ‘এবমেষ’ স্বরা ‘এতৎ ব্যপদিষ্টং ভবতি’ প্রাণনাদিলক্ষণৈঃ ।  
অতঃ পুনঃ প্রদৰ্শনাগতি—‘যং এষ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রক্ষ যঃ আত্মা সৰ্বাস্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষু’

ইতি। 'এব তে আত্মা সর্কাস্তরঃ' ইতি পূর্ববহুস্তরম্। 'কতমঃ যাজ্ঞবল্ক্য সর্কাস্তরঃ' ইতি উষন্তঃ পূর্ববৎ লিঙ্গাস্তে। প্রেরক্কাহুতবেনারঃ প্রত্যক্ষোক্তবতীতি লক্ষ্যতি—'দুষ্টেঃ' চক্ষুঃ 'ইষ্টারঃ' মর্শন-কর্তারঃ তৎপ্রেরকক 'ন' পত্রেঃ 'হং', 'ঐতঃ' প্রোক্ত 'শ্রোতারঃ' 'ন' শৃণাঃ 'হম্', 'মতেঃ' মনন-স্ত 'মতারঃ' 'ন' 'মবীথাঃ' 'হং', 'বিজাতেঃ' বিজাতারঃ 'ন' 'বিজানীয়াঃ' 'হম্'। 'এব' 'তে' তব 'আত্মা' পরাত্মা 'সর্কাস্তরঃ' 'অতঃ' পরাত্মনঃ 'অস্তং' 'অর্ন্তম্'। 'ততঃ' তদনন্তরম্ 'উষন্তঃ' চাক্ষয়ণঃ 'উপরমান' নিয়ন্তো বভূব।

অনন্তর চক্রতনয় উষন্ত ইহাকে প্রাপ্ত করিলেন এবং বলিলেন, যে যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্কাস্তর আত্মা, তাঁহার বিষয় আপনি আমার নিকটে ব্যাখ্যা করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এই আপনার আত্মা সর্কাস্তর। [ দেহও আত্মা সূতরাং ] উষন্ত বসিলেন, কোন্ আত্মা সর্কাস্তর? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন তিনি আপনার সর্কাস্তর আত্মা, যিনি অপান দ্বারা অপানক্রিয়াসম্পাদন করেন তিনি আপনার সর্কাস্তর আত্মা, যিনি ব্যান দ্বারা সর্ষদেহগত-চেষ্টাসাধন করেন তিনি আপনার সর্কাস্তর আত্মা, যিনি উদান দ্বারা উর্দ্ধগানি-চেষ্টাসাধন করেন তিনি আপনার এই সর্কাস্তর আত্মা।

চক্রতনয় বলিলেন, এক ব্যক্তি যেমন কথায় 'এই গো' 'এই অশ্ব' বলে এ যে সেইরূপ বলা হইল। যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্কাস্তর আত্মা, তাঁহারই বিষয় আপনি আমার নিকটে ব্যাখ্যা করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এই আপনার আত্মা সর্কাস্তর। উষন্ত বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মা সর্কাস্তর? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, দৃষ্টির দ্রষ্টাকে আপনি দৈর্ঘ্য না, শ্রোত্রের শ্রোতাকে আপনি শুনিতে না, মনের মনন-কর্তাকে আপনি মননের বিষয় করেন না, বুদ্ধির বোধনকর্তাকে আপনি জানেন না। এই আত্মাই আপনার সর্কাস্তর। এ ছাড়া অন্য যাহা কিছু সকলই দুঃখনিপীড়িত। ইহা শুনিয়া চক্রতনয় উষন্ত নিবৃত্ত হইলেন।

ভাব—'তোমার আত্মা' এই কথাতে তুমি জীব তোমার আত্মা—আত্মার আত্মা—পরাত্মা—যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন। উষন্ত আত্মাশব্দে শরীর গ্রহণ করিয়া 'কোন্ আত্মা?' ছইবার এই প্রশ্ন করিয়াছেন। 'প্রাণদ্বারা যিনি প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে আত্মা—দেহ ও জীব উভয়ই বুঝাইতে পারে, সূতরাং উষন্ত বলিতেছেন, 'এক ব্যক্তি কথায় যেমন 'এই গো' 'এই অশ্ব' বলে এ যে সেইরূপ বলা

হইল।' গো কি? অথ কি? এ প্রকার প্রশ্ন করিলে গো এবং অথকে প্রত্যক্ষ না দেখাইয়া ইহাকেই গো বলে ইহাকেই অথ বলে এইরূপ কথার গো ও অথের লক্ষণ বলিয়া যেমন প্রশ্নকর্তাকে গো অথ বুঝান হয়, তেমনি আত্মাকে প্রত্যক্ষ না দেখাইয়া 'যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণক্রিয়াসম্পাদন করেন' ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণ দ্বারা আত্মাকে বুঝান হইল। সর্বশেষে উক্ত যে উক্তের সম্বন্ধ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন, তাহাতে সংশয় হইতে পারে, এতো আর পরাশ্রয়পদেশ হইল না, জীবাশ্রয়পদেশই হইল। দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা, মননকর্তা, বোধনকর্তা জীব বিনা পরাশ্রয় হইবেন কি প্রকারে? বেদান্তমতে চক্ষুরাদি যখন প্রেরিতার অধীন, তাহার সাহায্য বিনা জীব যখন দর্শনাদির কর্তা হইতে পারে না, তখন দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্তা বোধনকর্তা এ কথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎপ্রেরিতার উল্লেখ হয়, ইহা নিশ্চয় কথা। "বাক্য দ্বারা বাহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য বাহার দ্বারা প্রকাশ পায়" (৪১০) ইত্যাদি শ্রুতিগুলি এই কথাই পরিকার বলিয়াছেন। মৈত্রায়ণীর উপনিষৎ এতদপেক্ষা আরও পরিকারবাক্যে বলিয়াছেন,

যঃ কর্তা গোহরং বৈ ভূতাত্মা করণৈঃ কারয়িতাহন্তঃপুরুষঃ। ৩৫।

"যিনি কর্তা তিনিই ভূতাত্মা (জীব), ইঞ্জিয়গণযোগে যিনি কারয়িতা তিনি অন্তঃপুরুষ (অন্তর্ধামী)।" এই জ্ঞান বিলুপ্ত হইলে জীবের বন্ধন হয় তাই মৈত্রের বলিয়াছেন,

স বা এবৈহিভূতঃ প্রাকৃতৈস্তৈরিতি। অথোহিভূতত্বাৎ সংসৃজ্যং এবাতঃ সংসৃজ্যাদান্নহং প্রভুঃ ভগবন্তঃ কারয়িতারং নাপন্তং ভূগোবৈরহমানঃ কলুবীকৃতশ্চক্ষুরা লোলুপ্যমানঃ সম্পূর্নো ব্যগ্রশ্চাভিমানিহঃ প্রযাতা ইত্যহং স সমেনমিত্যেবং মন্তমানো নিব্রহ্মজ্ঞানান্মানম্। ৩৬।

এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে মূঢ়তাবশতঃ জীব কেবল প্রেরিতাকে ভুলিয়া যায় তাহা নহে, আমিই প্রভু, এ জগৎ আমারই অধীন, ঈদৃশ অভিমান পর্যন্ত তাহাতে উপস্থিত হয়। এই অভিমানই তাহার বন্ধনের কারণ। যে ইঞ্জিয়গণ দ্বারা সে বিষয়-ভোগ করে, সে ইঞ্জিয় ও বিষয়সমূহ যখন পরাশ্রয়ধীন, তখন এ জ্ঞান তাহাতে বিলুপ্ত হইলে তাহার যে অধোগতি হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? স্বত্রকার এজন্তই বলিয়াছেন, বেদান্তে সর্বত্র মনআদির সঙ্গে প্রসিদ্ধ পরমাশ্রয়ই উপদেশ হইয়া থাকে (১২১)। "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে আপনি দেখেন না" ইত্যাদি স্থলে দৃষ্টি আদিত্ত যিনি প্রেরিতা তন্নিরপেক্ষ দ্রষ্টৃবাদি যখন কদাপি সম্ভবে না তখন দৃষ্টি ও দ্রষ্টৃবাদি সহকারে নিত্যসম্বন্ধ পরাশ্রয়কে প্রত্যক্ষ না করা মূঢ়তা বিনা আর কি বলা যাইতে পারে? শ্রুতির ব্যাখ্যায় বাহার এ উভয়কে নিত্যসম্বন্ধরূপে উপস্থিত করেন না তাহারী দৃষ্টির কালুযাবশতই এরূপ করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিকালুযানিবারণজন্তই আমরা পদবোধক টীপনীতে মূলগ্রন্থের অন্তঃসরণপূর্বক "দৃষ্টেঃ চক্ষুঃ দ্রষ্টারং দর্শনকর্তারং তৎপ্রেরককং" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছি। পরাশ্রয়কে দ্রষ্টা শ্রোতা বলিতে বাহারের আপত্তি হয়,

তাহাদের এই প্রতিগুলি মনে রাখা সমুচিত “চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন, কণ নাই অথচ তিনি শোনেন” “সকল ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক অথচ সর্বেন্দ্রিয়গর্ভিত, সকলের াত্ব, সকলের নিয়ন্তা” ( ৬৬ ) ইত্যাদি ।

১৩ । যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা ।

ঈশানং ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপসতে ॥

বৃহ ৬ । ৪ । ১৫ ।

‘বদা’ ‘এতং’ ‘দেবং’ ‘ঈশানং ভূতভব্যস্ত’ কালত্রয়স্ত নিয়ন্তারম্ ‘আত্মানং’ পরাত্মানং ‘অঞ্জসা’ সাক্ষাৎ ‘অনুপশতি’ সাক্ষাৎকরোতি ‘ততঃ’ তদা ‘ন’ বিজুগুপসতে’ ন আত্মানং গোপনিত্বমহুতি অস্তঃ নিদ্রতি বা ।

কালত্রয়ের নিয়ন্তা এই দেব পরাত্মাকে সাধক যখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখেন, তখন তিনি আত্মগোপন বা অপরের নিন্দা করেন না ।

ভাব—যাহাকে ছাড়িয়া দ্রষ্টৃ স্ব শ্রোতৃ স্ব প্রভৃতি কিছুই সম্ভবে না, তাহাকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জানিলে সাধকের আর আত্মগোপন করিবার কোন কারণ থাকে না । এই জন্ত তিনি যখন জানিলেন যে তাহার কর্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন, আপনার কোন বিষয়ে অভিমান-করিবার কোন কারণ নাই ; যে বিষয় লইয়া তিনি গৌরব করিবেন সে গৌরব তাহার নহে পরমাত্মারই গৌরব, তখন তিনি আপনি কিছুই নন, যত গৌরব পরমাত্মার এবং যত অগৌরব আপনার ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তরে বাহিরে সরল ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, আত্মসম্বন্ধে আর কিছু গোপন রাখেন না । এই কারণেই তিনি অপরের নিন্দাতেও প্রবৃত্ত হন না, কেন না তিনি জানেন, অপরের দোষধূর্কলতাগুলি স্বয়ং পরাত্মাই তাহার কল্যাণার্থ দৈহিক রোগের স্থায় বাহিরে আনিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছেন ।

১৪ । য়ে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে

বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে ।

ক্ষরন্তুবিদ্যা হুমতং তু বিদ্যা

বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যন্ত সোহন্তঃ ॥ শ্বেত ৫ । ১ ।

‘বদ্য’ ‘অক্ষরে’ পরব্রহ্মনি ‘অনন্তে’ ‘ব্রহ্মপরে’ হিরণ্যগর্ভাৎ শ্রেষ্ঠে ‘গূঢ়ে’ অনভিব্যক্তে ‘বিদ্যাবিদ্যে’ বিদ্যা চ অবিদ্যা চ ‘য়ে’ ‘নিহিতে’ স্থাপিতে, তস্মিন্ বিদ্যমানা ‘অবিদ্যা’ তু ‘ক্ষরং’ সংসারকারণ ‘বিদ্যা’ তু ‘হুমতং’ মোক্ষকারণ । ‘বঃ তু’ ‘বিদ্যাবিদ্যে’ ‘ঈশতে’ নিয়ময়তি ‘স’ ভাত্যাম্ ‘অন্তঃ’—তস্মিন্নন্তঃস্থঃ ।

হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, গূঢ়, যে অনন্ত অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা ( ক্রিয়াশক্তি ) নিহিত রহিয়াছে, তাহাতে বিদ্যমান অবিদ্যা

কর (পরিবর্তনশীল), বিদ্যা অমৃত (অবিকারী)। বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়কে যিনি নিয়মিত করেন তিনি তদুভয় হইতে ভিন্ন।

ভাব—বিদ্যা—চিহ্নজ্ঞি, অবিদ্যা—ক্রিয়াশক্তি। হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ—চিহ্নজ্ঞি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের সম্মিলনে আদি জীবের উৎপত্তি, স্তত্রাং এ ছই তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ। এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায়প্রসূতিতে উক্ত হইয়াছে।

বেদ ও বেদান্তে এক আত্মশব্দ ভূতসমূহ, জীব ও পরাত্মা এ তিনেতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভূতাদির লক্ষণানুসারে সেস্থলে অর্থাবধারণই নিয়ম। দেহ, মন, জীব ও পরাত্মা এ চারি স্থলেই আত্মশব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ইন্দ্রিয়াদি শব্দের সঙ্গে আত্মশব্দের প্রয়োগ সেখানে দেহ, যেখানে পরাত্মশব্দের সঙ্গে আত্মশব্দের প্রয়োগ সেখানে মন ও জীব বুঝায়। প্রসিদ্ধ বেদান্তগুলিতে পরাত্মশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ কোথাও ‘আত্মনি পরে’ এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রেরকত্বাদি লক্ষণ দেখিয়া আত্মশব্দ পরাত্মা অর্থে এই বলিতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। প্রথম সংগৃহীত বচনগুলিতে প্রধানতঃ প্রেরকত্বলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রোত্রের শ্রোত্র ইত্যাদি স্থলে আক্ষরিক অর্থ করিলে দ্বিতীয় শ্রোত্রাদিশব্দে যে শ্রবণাদির কারণ বুঝায় ইহা হৃদয়ঙ্গম হয় না, অথচ এখানে এমনি করিয়া শব্দসন্নিবেশ করা হইয়াছে যে উহার সন্নিবেশক্রম উল্লভ্যন না করিয়া আর অর্থান্তর ঘটাইতে পারা যায় না। বেদান্তে এই প্রকার কৌশলেই সর্বত্র শব্দসন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যানকালে এই কৌশলটি স্মরণে রাখিলে অনেক বৃথা বিতর্ক বিনা কথার নিশ্চিন্তি হইয়া যায়। এখানে যেমন কার্য ও কারণ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, সর্বত্র সেই প্রকারই কোন না কোন উপায়ে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। কারণজ্ঞানে মুক্তি হয়, এতদ্ভ্য কার্য হইতে কাংগকে বিভক্ত করিয়া দেখান বেদান্তের বিশেষ বস্তু।

২। অধ্যাত্মযোগে অনধিগম্য বস্তুর অধিগম হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর বস্তুমাত্র-দর্শনের রীতি আলোচনা করিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়। বস্তু সম্মুখে থাকিলেও মন যদি অস্ত্র বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে তবে সে বস্তুর জ্ঞান জন্মে না, এ স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। পক্ষমে এইটি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৩। তৃতীয় বচনসমষ্টির প্রবচনগুলি পরাত্মবিষয়ক কি না এ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়; কেন না এগুলি জীববিষয়ক প্রশ্নোত্তরের অন্তর্গত। “ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই বাহ্যর ওদন” মহর্ষি বাদরায়ণ এই বাক্যটিকে ব্রহ্মবিষয়করূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। এটির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী দুইটা প্রতিবর্তক বক্তব্য বিষয়ের একতা আছে, স্তত্রাং সে



হুইটীও অবশ্য পরিত্যক্তব্য এই জানে এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই প্রতিপত্তি জীবিত্যকে কর্তা ও পরিত্যক্ত্যকে কর্মপদ করিয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, সুতরাং উহার। যে পরিত্যক্ত্যবিষয়ক তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না, পণ্ডিতেরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পরিত্যক্ত্য যখন নিজস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন তখন তিনি অনধিগম্য, তিসটি প্রবচন এই একই কথা বলিতেছে। যদি তিনি অনধিগম্যই হন, তবে তাঁহার মননাদি সকলই ব্যর্থ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ অসম্ভব হইলে জীব নিতাই সংসারদুঃখভাজন হইবে এ কথা আর বলিতে হয় না। তাঁহার অমুগ্রহে তাঁহার স্বরূপোপলব্ধি হয় তাঁহাকে লভি করা যায়, এ কথা বলাতে অমুগ্রহের যখন স্থিরতা নাই, তখন সকল জীবেরই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হইবে, এই প্রতিজ্ঞার শাস্ত্রারম্ভ নিফল হইতেছে। বহু জীব অমুগ্রহের অবতরণ এবং স্বরূপজ্ঞান হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ অবিচ্ছেদ্য সাক্ষাৎকার ও সংসারবাসনার নিবৃত্তি তাহাদিগেতে দেখা যায় না। এজন্যই ক্রতি “যে ব্যক্তি দৃষ্টিরিত হইতে বিরত হয় নাই” ইত্যাদি কথার অবিচ্ছেদ্য সাক্ষাৎকারের ও বাসনানিবৃত্তির উপায় বলিয়াছেন। যদি দৃষ্টিরিত হইতে বিরতি প্রভৃতিতেই পরিত্যক্ত্যপ্রাপ্তি হয় তবে অমুগ্রহে কি প্রয়োজন, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কারণ স্বরূপজ্ঞানের হেতু অমুগ্রহ অহেতুক হইলেও স্বরূপজ্ঞান বিনা পরিত্যক্ত্য আরাধনা সম্ভবে না, আরাধনা বিনা মালিত্তাপগম সম্ভবে না, মালিত্তাপগম বিনা নিরবচ্ছেদ সাক্ষাৎকার সম্ভবে না, নিরবচ্ছেদ সাক্ষাৎকার বিনা নিত্য সুখপ্রাপ্তি সম্ভবে না; এইরূপে আরাধনাদি দ্বারা সাধকজীবনে ভগবদমুগ্রহ স্থিরতালাভ করে বলিয়া ইহাদের কোনটিকে বিফল বলা যাইতে পারে না। অহেতুক কিছু হয় না, সুতরাং অমুগ্রহেরও অজ্ঞাত কোন হেতু থাকিবে, জীবনিষ্ঠ কর্ম সেই হেতু হউক, একথা বলিলে, যিনি সর্বকারণ তিনি যদি হেতু অপেক্ষা করেন, তবে সেই হেতুই তাঁহার নিয়ন্তা হয়, এবং তাঁহার আর সর্বকারণতা থাকে না। কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, সেই হেতুর আবার হেতু কি, অধেষণ করিতে গিয়া কোথাও আর দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। অতএব মানিতে হইতেছে মঙ্গলস্বরূপের অমুগ্রহ স্বাভাবিক, সেখানে আর কোন হেতু নাই। “অমুগ্রহ অহেতুক হইলেও” একথা বলা এজন্যই ভাল হইয়াছে। আরাধনাদি সকলই যখন অমুগ্রহমূলক, তখন সেগুলিকে কারণপরম্পরা বলিলেও যিনি অমুগ্রহ করিলেন তাঁহার সর্বকারণতার কোন ক্ষতি উপস্থিত হইল না।

৪। স্বভাবসাম্য বিনা দুই বস্তুর মধ্যে কদাপি সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। ঘট এবং পট যদিও ভিন্ন বটে তবু প্রপঞ্চের গুণবর্ণাদিতে উহাদের সম্বন্ধ আছে। স্বভাবসাম্য না থাকিলেও নিয়ম্য এবং নিয়ন্তা এ সম্বন্ধ ঘটিতে পারে কি না? “তিনি স্থল নহেন অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন” (৪।১৪) ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্থলঘাদি সকলই কখন থাকে কখন থাকে না সুতরাং উহার। ব্রহ্মস্বভাব হইবে কি

প্রকারে ? ব্রহ্মের প্রপঞ্চস্বভাব নথি থাকুক প্রপঞ্চের যদি ব্রহ্মস্বভাব নথি থাকিত তাহা হইলে প্রপঞ্চ এবং ব্রহ্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ঘটিত না। সম্ভাবিত প্রপঞ্চের ব্রহ্মস্বভাব আছে। এই প্রপঞ্চ ব্রহ্মের শক্তিবৈচিত্র্য সমুৎপন্ন; স্থলবাদি বৈচিত্র্য চলিয়া গেলেও সে স্থলে শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এই শক্তি এবং ব্রহ্ম কিছু ভিন্ন নহেন, সুতরাং শব্দ-স্পর্শাদিতে সমতা না থাকিলেও সেই শক্তির জন্তই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন কালে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় না। এ জন্তই এখানে সর্ব প্রকার প্রপঞ্চের গুল পরিহার-করিয়া “তিনি অনাদি অনন্ত বুদ্ধির অতীত, কূটস্থ (নিত্য অবিকারী)” এই বাক্যে তাঁহাকে নির্দেশপূর্বক “তাঁহাকে জানিলে জীব মৃত্যুগুণ হইতে প্রমুক্ত হয়” শ্রুতি এ কথা বলিয়াছেন।

৫। বিষয়গ্রহণের জন্ত ইন্দ্রিয়গুলি দেহে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং তাহাদের বিষয়প্রবণতা স্বাভাবিক। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আত্মাকে কখন গ্রহণ করিতে পারে যায় না। যদি একরূপই হইল, তবে শ্রুতি কেন এ কথা বলিলেন—“বাহ্যবিষয় হইতে ন্যূন ফিরাইয়া অন্তরস্থ পরাত্মাকে দেখিয়াছেন ?” ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখীন ভাবে স্থাপনকরা যায়, তখন উহার মনের সহিত এক হয়। বিষয়-মলপরিশুদ্ধ মন আত্মার দৈব চক্ষু। একজন্তই “মন ইহার দৈব চক্ষু” (১১।১২[৫]) এ স্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “[ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান] তিন কালস্থ বিষয়সমূহের উপলব্ধির নিমিত্ত মন—ইন্দ্রিয়। এই মনের দোষগুলি বিদ্রষ্ট হইলে সূক্ষ্ম ব্যবহিত ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার উপলব্ধির নিমিত্ত উহাই ইন্দ্রিয় হয়; এ জন্তই মনকে দৈবচক্ষু বলা হইয়াছে।” বেদান্তে কোথাও মনের দ্বারা পরাত্মাকে পাওয়া যায় না কোথাও বা পাওয়া যায়, এইরূপ বলা হইয়াছে। যেখানে পাওয়া যায় না বলা হইয়াছে সেখানে মনের দোষগুলি নষ্ট হয় নাই, আর যেখানে পাওয়া যায় বলা হইয়াছে সেখানে মনের দোষগুলি নষ্ট হইয়াছে এইরূপ বুঝাইতেছে, সুতরাং বেদান্তের উক্তিতে কোন দোষ পড়িতেছে না। আত্মা ও পরাত্মা এ উভয়ের সঙ্গে বিরোধের পরিহার হইয়া মন নির্মল হইয়াছে একজন্ত উহাকে দৈব চক্ষু বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এ স্থলে বিরোধ কি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা এই যে, মন যখন বিষয়গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তায় ব্যাপ্ত হয়, তখন উহা বিষয়মলসংস্পর্শে মলিন হয় এবং উহার বিষয়াতীত সূক্ষ্ম-বস্তুদর্শনের সামর্থ্য চলিয়া যায়। এইরূপ সামর্থ্যবিলোপকেই বিরোধ বলিয়া জানিতে হইবে। বিষয়দর্শন স্বাভাবিক ক্রিয়া, মনের তদ্বর্ণনে সাহায্য করাও স্বাভাবিক, তাকে কেন উহা বিরোধ বলিয়া পরিগণিত হয় ? বিবেকপরিশুদ্ধতা মনের স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক অবস্থা গৃহস্থধর্মনিরত শুকাদিতে এবং এ সময়েরও কোন কোন ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থার মন যদি বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের সহায়তা করে, তাহা হইলে বিষয়াতীত-সূক্ষ্মবস্তুদর্শনের সামর্থ্য বিলুপ্ত হয় না। যেখানে উহার স্বাভাবিক

তদ্ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়াছে সেখানে উহার মলাপনয়নজ্ঞ বোগোপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। মলাপনীত হইলে নিত্যমসিহিত পরাত্মবস্তুদর্শনে উহার সামর্থ্য জন্মায়। এ স্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞানকেই দর্শন বলিয়া জানিতে হইবে।

৬। পূর্ববর্তী বচনসমূহে জীবের গতি বলিয়া “সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ...জাগ্রৎ থাকেন” এইরূপ বলাতে শ্রীমচ্ছ্রীকর্তা বলিয়াছেন,—“সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে যে পুরুষ ... জাগ্রৎ থাকেন” এরূপ বলাতে পূর্বের বাহার বিষয় বলা হইয়াছে তাঁহারই বিষয় এখানে বলা হইতেছে এইরূপ বুঝায়, সুতরাং এস্থলে জীবই অভিলষিত-বিষয়সমূহের নির্মাণী ইহাই কথিত হইয়াছে। বাক্যাংশে ‘তিনিই শুদ্ধ তিনিই ব্রহ্ম’ এ কথা বলাতে সেই জীবেরই জীবভাব বিবর্তিত করিয়া ব্রহ্মভাব উপদেশকরা হইয়াছে (বে, স্থ, ভা ৩২।৪)। শ্রীমচ্ছ্রীকর্তা বলিয়াছেন—“জীবের সত্যসঙ্কল্পাদি তিরোহিত হইয়াছে সুতরাং তাহাতে স্বপ্নাদিসৃষ্টি সম্ভবপর নহে। সুতরাং ‘অভিলষিত বিষয় নির্মাণ করিতে করিতে’ এ বাক্যটি জীববিষয়ক নয় কিন্তু ‘তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হইলেন। তাঁহাতে সকল লোক আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না,’ এই সকল কথায় বাক্যাশেষকরাতে পূর্ব ও পরে ঈশ্বরের সহিত একার্থতাবশতঃ তিনিই এ শ্রুতির বিষয়।” এইরূপ অপরেণও কহিয়াছেন। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এ বিরোধ তত্ত্বতঃ অকিঞ্চিংকর; কারণ স্বয়ং ভাষ্যকার শঙ্কর আপনিও পরবর্তী কথায় এই মীমাংসাই করিয়াছেন—“স্বপ্নেও আমরা প্রাজ্ঞের ক্রিয়ার প্রতিবেশ করিতেছি না।” ‘য এষ’ এস্থলে যৎপদে উপক্রমস্থ পরাত্মা ও এতৎপদে সমীপগত জীব গৃহীত হইতেছে। পরা ও অপরা প্রকৃতির আশ্রয়নে পরাত্মাতে পুরুষাকারিতা উপস্থিত হয় বেদান্তের যখন এই মত, তখন এ শ্রুতির পুরুষশব্দে জীব ও পরাত্মার একত্র স্থিতি সূচিত হইয়াছে। পরবর্তী তৎপদের সহিত আদিস্থ যৎপদের সম্বন্ধবশতঃ জীবালিঙ্গনকর্তা পুরুষেরই নির্মাণকর্তৃত্ব স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতিতে ‘স্বপ্নে’ পদ থাকাতে স্বপ্নাবস্থা বুঝাইতেছে না। যদি বা স্বপ্নও বুঝায় তবু “নিদ্রাকালে এই দেব (মন) স্বপ্নে স্বীয় মহিমাভূত করেন” (৬৬) ইত্যাদি বেদান্তপ্রবচন দ্বারা জীবের স্বপ্নগত বিষয়ের অনুভব হয়, নির্মাণত্ব জীবের নহে প্রাজ্ঞের, এই বুঝাইতেছে। সকল প্রাণী নিদ্রিত হইলে চির জাগ্রৎ পরাত্মা বাহার যেমন প্রয়োজন তদনুসারে জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-সমুচিত অর্থ সকল নির্মাণ করেন। সুষুপ্তিতে জীবের জ্ঞাত অর্থবিধান কি প্রয়োজন এ কথা বলা বাইতে পারে না। কেন না সুষুপ্তিতেও “দেখিয়াই তাহা দেখে না” (৩।৫ [ ৬৭ ] ) ইত্যাদি বলাতে পরব্রহ্মেতে অনন্ত আনন্দসম্ভোগ অর্থশূন্য নয় জানিতে হইবে।

সর্বভূতান্তরাত্মা এক হইয়া বহু হন কি প্রকারে? এ প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, রূপে রূপে যখন তিনি প্রতিক্রম হইলেন তখনই তিনি বহু হইলেন, ইহাতে সন্দেহনিরসন হয় না, কেন না ইহাতে তাঁহার বিকারিত্ব সম্ভব হইল। শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিয়া

তাহার বিকারিত্বনিবারণ করিয়াছেন। অগ্নিকে আধারাত্মসারে আধারাত্মরূপ দেখা গেলেও অগ্নি কেবল তাহাতে আপনার অগ্নিত্বপরিহার করে না তাহা নহে বস্তুতঃ সে আধারাত্মরূপও হয় না, কেন না তখনও উহা ভুবনব্যাপী থাকে এবং সর্বত্র অবিকারিত্বাবে অগ্নিরূপেই বিদ্যমান থাকে। বায়ুসম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। অগ্নি বা বায়ু সেই সেই বিষয়সম্বন্ধবশতঃ কি মলিন হয় না? দুর্গন্ধাদি আগন্তক হইলেও শব্দানিসংস্পৃষ্ট অগ্নি ও বায়ু দূষিত বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং স্বর্ঘ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা সর্বভূতান্তরাত্মার নিলেপতা শ্রুতি দেখাইয়াছেন। হুঃখনিপীড়িত জীবমাত্রেয় সহিত অপৃথক্ ভাবে থাকিয়াও পরাত্মার হুঃখবাহুত্ব কি প্রকারে সম্ভবে, এ প্রশ্নের উত্তর এই, হুঃখ অজ্ঞানতামূলক, তাই জ্ঞানের সহিত তাহার কোন সংশ্লেশ নাই। হুঃখ অজ্ঞানতামূলক কি প্রকারে? কল্যাণে অকল্যাণ-দর্শন অজ্ঞান, তাহা হইতেই হুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে মিথ্যাদৃষ্টি পরমাত্মাতে কদাপি সম্ভবপর নহে। রূপে রূপে তিনি প্রতিক্রম হন, এস্থলে সেই রূপ যদি তত্ত্বতঃ রূপ না হয়, তাহা হইলে শ্রুতির এতগুলি কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ কি বুধা প্রশ্নাস নয়? এটি বিফল প্রশ্নাস নয়, কেন না “শ্রোত্রের শ্রোত্র” ইত্যাদির মত স্বর্ঘ্যের স্বর্ঘ্য, চক্ষুর চক্ষু, পর্বতের পর্বত, সমুদ্রের সমুদ্র ইত্যাদি ভাবে রূপে রূপে সর্বভূতান্তরাত্মাকে গ্রহণ করিলে সর্বত্র স্বর্ঘ্যাদি কার্য্য এবং উহাদের কারণ পরাত্মা এ উভয়কে এক সঙ্গে উপলব্ধিকরার অনায়াসসাধ্য হয়। যদি তাঁহাকে কারণরূপে উপলব্ধিকরার না যায় তাহা হইলে আপনাতে আপনার নিয়ন্তৃত্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎসাদৃশ্যে অতত্র তাঁহাকে নিয়ন্তৃত্বরূপে দর্শনকরা সম্ভবে না এবং এক্ষণে দর্শন না করিলেও শাস্ত্রতত্ত্বখলাত হয় না। যদি এই উপায়ে শাস্ত্রতত্ত্বখলাত হয়, তবে কে আর না দ্বৈদশ প্রশ্নাস স্বীকার করিবে? “এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্কাত্মত্ব ( সর্ববিষয়ের অনুভবিতা )” ( ৩২১ [১৫০পৃ] ) এই শ্রুতির এস্থলে নিয়োগ করিলে ‘রূপে রূপে প্রতিক্রম’ কেন বলা হইয়াছে তাহার মূল প্রকাশ পায়। অনুরূপ-হওয়ারকে অনুভব বলে। যে বস্তু যেক্ষণ সেইরূপ জ্ঞান—অনুভব। এ লক্ষণ আর অনুরূপ হওয়া এ দুইয়ের কোন বিরোধ হইতেছে না। সকল অনুভব-করেন—সেই সেই বস্তুর অনুরূপ হন, এজন্য পরাত্মা সর্কাত্মত্ব। সর্কাত্তরাত্মা কদাপি বস্তুর অনুরূপ নহেন, বস্তুই তাঁহার অনুরূপ, এক্ষণে স্থলে সর্কাত্মত্ব এ বিশেষণ কেন তাঁহাতে আরোপিত হইল? কেন বলা হইল তাহার কারণ বলিতেছি। সকল বস্তু পরাত্মার জ্ঞানাত্মরূপ হয়, তাঁহার জ্ঞানাত্মরূপ না হইলে তাহাদের উৎপত্তিই সম্ভবে না। কারণে যে জ্ঞান আছে কার্য্যে তাহা প্রতিভাত হয়, এই নিয়মাত্মসরণ করিয়া কার্য্যে যে জ্ঞান প্রকাশ পায় কারণে সেই জ্ঞান আছে, আমরা এইরূপ অনুভব করি। এইরূপ অনুভব করিয়া সেই পরাত্মা জ্ঞানাত্মে কার্য্যের অনুরূপ হন, ‘সর্কাত্মত্ব’ এই বিশেষণে আমরা এই কথা প্রকাশ করিয়া থাকি। যদি এক্ষণে বলাতে দোষ পড়ে, তাহা হইলে

কার্যাকারণের অন্তর্গত (অভিন্নত্ব) ঘটে না। রূপে রূপে প্রতিকরূপ, এস্থলেও কারণগত-শক্তি-বৈচিত্র্যাত্মরূপ সমুদায় রূপ হয় এইটি বুঝাইতেছে এবং ‘রূপে রূপে প্রতিকরূপ হন’ এরূপ বলার কারণ উহাই। শক্তিবৈচিত্র্যের অত্মরূপ এই সকল রূপ কি বস্তুস্তর? উহা জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে। কারণ একই শক্তিকে দ্রষ্টা জীবের সন্নিধানে স্বজ্ঞানাত্মরূপ বৈচিত্র্যে বিবর্তিত বা পরিণত করিয়া স্বয়ং পরাত্মা সেই বৈচিত্র্যের অতীত এক অপরিবর্তিতরূপে স্থিতি করেন, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “একই রূপকে যিনি বহুধা করেন।” সেই এক অপরিবর্তিত রূপের ব্যাখ্যানে শ্রুতি বলিয়াছেন “নিত্যগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহু প্রাণীর অভিলম্বিত বিধান করেন।” নিত্যচেতনতা বিনা তাঁহার আর অস্ত্র কোন রূপ নাই। ‘চেতনগণের’ এই শব্দে পরা প্রভৃতি, ‘বহু প্রাণীর’ এই শব্দে অপরা প্রকৃতি, ‘নিত্যগণের’ এই শব্দে পরাত্মা সহ এ দুইয়ের অন্তর্গত সূচিত হইয়াছে।

৭। পুরুষ কে? জীবালিন্ধনকর্তা পরাত্মাই পুরুষ। জীবসৃষ্টি বেদান্তাত্মমোদিত নয়। জীবের জন্মমরণাদি উপাধিযোগে হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। মূল উপাদানে জীবসহকারে পরাত্মার অল্পপ্রবেশ বিনা সৃষ্টি সম্ভবে না, এজন্ত সকলের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান জীবালিন্ধনকর্তা পুরুষ কর্তৃক প্রাণাদি বোড়শকলার উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সৃজন করিলেন এই শব্দের সঙ্গে হিরণ্যগর্ভরূপী প্রাণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উল্লেখ-করিয়া তাঁহা হইতে অপর সকলের উৎপত্তি কেন বলা হইল? সকল প্রাণীই ইন্দ্রিয়সমূহের আধার হিরণ্যগর্ভ পরাত্মার নিয়োগে সমুদায় সৃজন করিয়াছেন, স্মার্তগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। তবে কি স্মার্ত ও বেদান্তবাদিগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ আছে? স্মার্তগণ কি এই শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া স্বমতবিস্তার করেন নাই? সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সমূহের আধার যদি হিরণ্যগর্ভ হইলেন, তবে তিনিই কি সকলের উৎপত্তি ভূমি? ইহা বেদান্তসিদ্ধান্তের বিরোধী, কেন না “যাহা হইতে এই বোড়শকলা উৎপন্ন হয়” এ কথা বলাতে হিরণ্যগর্ভ নহেন পুরুষই সকলের উৎপত্তিভূমি। “তিনি প্রাণকে এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃজন করিলেন” এই কথা বলিয়া আকাশাদি সমুদায় ‘হইল’ এই কথা বলাতে বুঝাইতেছে, হিরণ্যগর্ভরূপী প্রাণ হইতে উহাদের সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায় (৩৩[৪৮পৃ]) হিরণ্যগর্ভপ্রসূত প্রজাপতি কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া ভূরাদি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তাহা হইতেই ভূরাক্ষির উৎপত্তি হইল। “তিনি সংবৎসর পরে কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভূঃ এই কথা উচ্চারণ করিলে সেই কথা পৃথিবী হইল, ভুবঃ এই কথা বলিলেন তাহাই এই অন্তরীক্ষ হইল, স্বরূ এই কথা বলিলেন, ঐ কথা ছালোক হইল (১৩।১।৬।৩)।” ঐদৃশ বিচার্য্যবিষয়স্থলে মন্থ বলিতেছেন :—

অনন্তর অব্যক্ত অপ্রতিহতপ্রভাব স্বরূপ ভগবান এই আকাশাদি-সহাত্মকে ব্যক্ত করিয়া সমুদায়

অন্ধকার অর্ণনোদয়পূর্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন । তিনি সূক্ষ্ম, অবাচ্ছ, সনাতন, মানসগ্রাহ্য, সর্বভূতময়, অচিন্ত্য, তিনিই স্বয়ং প্রকাশ পাইলেন । তিনি বিবিধ প্রজা সৃজন-করিবার ইচ্ছায় অনুধ্যানপূর্বক আপনাদি [ প্রকৃতিরূপ ] শরীর হইতে সর্বপ্রাণে জল সৃজন করিলেন, এবং সেই জলে বীজনিষ্কপ করিলেন । সেই বীজ সহস্রকিরণসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট সূর্য্যও হইল, সেই অণুও সকল লোকের পিতা-মহা স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মিলেন (মমু ১অ, ৬—২ শ্লোক) । ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণুও এক বৎসর বাস করিয়া আপনি আপনাকে অনুধ্যানপূর্বক উহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন, এবং সেই দুই খণ্ডে ভূমি ও দিব্যালোক এবং তদুভয়ের মধ্যস্থলে আকাশ, অষ্ট দিক্, এবং হিরতর জলের স্থান নির্দ্বাণ করিলেন (১১।১৭শ্লোক) ।

এই সকল মমুর বাক্য যদিও প্রতীত হয় যে, হিরণ্যগর্ভ হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি “আকাশাদিমহাভূতকে ব্যক্ত করিয়া” “অপ্রতিহতপ্রভাব” “সর্বভূতময়” “বিবিধ প্রজা সৃজনকরিবার ইচ্ছায়” “বীজ সৃজন-করিলেন” স্বয়ম্ভু ভগবানে প্রযুক্ত এই সকল বিশেষণ দেখাইয়া দেয় হিরণ্যগর্ভে তাঁহার যে শক্তি নিহিত ছিল তাহা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে । জীব এবং পরাশ্রা এ উভয়ের অনুপ্রবেশে যখন জগতের জন্ম, তখন বেদান্ত ও শ্রুতিতে কোন বিরোধ নাই, ইহা মানিতে হইবে । বস্তুতঃ ঋগ্বেদে অবলম্বন করিয়াই এ শ্রুতি এবং মমু আদি শ্রুতির মতের উৎপত্তি । ঋগ্বেদে কেবল প্রজাপতির নহে ঋষি-গণেরও স্রষ্টৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায় :—

স্বাবরজঙ্গমলোক নিশ্চিত হইলে যে সকল ঋষি এই সকল ভূত উৎপন্ন করিয়াছিলেন সেই সকল প্রাচীন ঋষি প্রভূত স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয়-করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন ( ঋক্ ১০ম ৮২স্থ, ৪৩ক্ ) ।

“প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা” এই কথার আকাশাদির পূর্বে শ্রদ্ধার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রদ্ধা ভগ্নঃস্থানীয়, স্মৃতরাং এই শ্রদ্ধাকে সহায় করিয়া প্রজাপতি সকল উৎপাদন করিলেন এইরূপ প্রতীত হয় । প্রাণকে কেন হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দেশ করা হইল ? ঋগ্বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ-করিয়া প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ভূরি পরিমাণ জল এই বিশ্বকে আচ্ছাদন করিয়াছিল । উহার গর্ভধারণ করিয়া অগ্নিকে উৎপন্ন করিল । তাহা হইতে দেবগণের একমাত্র প্রাণ প্রাদুর্ভূত হইলেন । কোন্ দেবতাকে হবির দ্বারা পূজা করিব ? ( ১০ম, ২২স্থ, ৭৩ক্ ) ।

অগ্নি হিরণ্যগর্ভই ছিলেন । তিনি জাতমাত্র সর্বভূতের একাধিপতি হইলেন । তিনিই এই পৃথিবী এবং ছালোককে ধারণ করিয়াছিলেন । কোন্ দেবতাকে হবির দ্বারা পূজা করিব (১৩ক্) ।

এখানে দেখা যাইতেছে হিরণ্যগর্ভ ভূতগণের অগ্নি ছিলেন, তিনিই জাতমাত্র উহা-দেব একাধিপতি হইলেন, তিনিই পৃথিবী ও ছালোককে স্থাপন করিলেন । সেই দেবতা কে বাহা হইতে হিরণ্যগর্ভ জন্মিলেন । তিনি কে এখানে তাহার কোন নির্দেশ নাই, তাই বেদান্ত পুরুষকেই সেই দেবতা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । কোন্ দেবতা এস্থলে কশ্যক আছে, বেদবাদিগণ কশ্যক প্রজাপতি বোঝেন । অন্তিম ঋকে সেই কথাই উক্ত হইয়াছে :—

হে প্রজাপতি, তোমা ব্যতীত আর কেহ এই উৎপন্ন বিশ্বকে আরম্ভ করিয়া রাখিতে পারে নাই ।

যে কামদার আমরা তোমার হোম করিতেছি, আমাদের তাহা নিদ্ধ হউক, আমরা যেম ধনসমূহের  
অধিগতি হই (১০ স্বক)।

দ্বিতীয় ঋক্ হইতে অপর ঋক্সমূহে যে ‘যৎ-পদ’ আছে সেই যৎ-পদের সঙ্গে প্রথম ঋকে যে তৎ-পদ আছে তাহার সম্বন্ধবশতঃ পরবর্তী স্মার্ত ও বেদান্তিগণ প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ভ হইতে সৃষ্টি নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই পুরুষই শ্রষ্টা, প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ তাঁহার অধীন হইয়া বিশ্বরচনা করেন তত্ত্বতঃ ইহাই দাঁড়াইতেছে। “পুরুষ প্রাণকে প্রাণ হইতে প্রজ্ঞাকে স্বজন-করিলেন” এখানে যেমন সৃষ্টিবিষয়ে পুরুষের সাক্ষাৎ কারণত্ব তেমনি প্রাণ হইতে আকাশাদি হইল এখানেও তাঁহার সাক্ষাৎকারণত্ব রহিয়াছে। মধ্যদি স্থতিতে হিরণ্যগর্ভের যেমন নিষ্ঠাত্ব তেমনি শ্রষ্টৃত্বও দেখিতে পাওয়া যায়, এটি ঋগ্বেদ ঋষিগণের শ্রষ্টৃত্বের জ্ঞান হিরণ্যগর্ভের তপঃপ্রভাবপ্রদর্শনের নিমিত্ত। ঋষিগণের মনে তপস্তা (মনন) দ্বারা পদার্থসমূহের যে রূপান্তরতাপ্রাপ্তি হয়, তাহাকেই ঋষিসৃষ্টি জানিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ হিরণ্যগর্ভ কে ? মহত্ত্ব—বুদ্ধি। ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ সেই বুদ্ধিরই অংশ। “অথাবস্যায় বুদ্ধি। ২। ১৩।” এই সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমদ্ভিক্ষান-ভিক্ষু বলিয়াছেন :—“বুদ্ধি মহত্ত্বেষুর পর্যায়ঃ শব্দ ।...এই বুদ্ধির ইহাই মহত্ব বুঝিতে হইবে যে উহা আপনা ছাড়া যাঁহা কিছু সকলেতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং উহার ঐশ্বর্য্য মহৎ । ...চেতন হিরণ্যগর্ভে যে মহান্ শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা তিনি বুদ্ধাভিমাত্রী দেবতা বলিয়া । ...এইরূপ রুদ্রাদিতে যে অহঙ্কারাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা তাঁহারাই অহঙ্কারাদি অভিমাত্রী দেবতা বলিয়া । প্রকৃতাভিমাত্রিদেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার ভূতাভিমাত্রী দেবগণ পর্যন্তের স্বল্পবুদ্ধিরূপ প্রতিনিয়ত উপাধিশুলি মহত্ত্বেষুর অংশ ।” পরমপুরুষ আপনার শক্তিবৈচিত্র্য এবং বেদ জীববুদ্ধিতেই প্রকটিত করিয়া থাকেন, একজন্ম বুঝিতে হইবে যে উহাকেই অবলম্বন-করিয়া সৃষ্টি ও বেদপ্রকাশ হইয়া থাকে। অতএবই “ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম” (১২। ১০) এস্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার পর আর আচার্য্যপরম্পরা নাই।” এস্থলে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন :—“হিরণ্যগর্ভে বেদ স্বয়ং প্রতিভাত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আর আচার্য্যান্তরের অপেক্ষা নাই। এরূপ কথার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরামূল্যবোধী ব্যক্তির বুদ্ধিতে আবর্তিত বেদ হইতেই বিদ্যালোভ সম্ভব।”

পুরুষ হইতে উৎপন্ন প্রাণাদির পুনরায় পুরুষে প্রবেশ হইলে পুরুষমাত্র অবশেষ থাকে, এ জ্ঞান হইতে অমৃতত্বলাভ হয় কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা তত্ত্ববল্লীতে দৃষ্ট হইবে।

৮—১১। পুরুষ হইতে প্রাণাদি সকলই জন্মিল, জন্মিবার পূর্বে পুরুষেতেই উহা-  
দের অভিন্নভাবে স্থিতি ছিল, একরূপ স্থলে অষ্টমে (৮) কেন বলা হইয়াছে তিনি 'প্রাণ-  
রহিত' এবং 'মনোরহিত' ? যিনি যাহাদের ধারয়িতা তিনি তাহাদের অতীত, একজন্মই  
পরমপুরুষ প্রাণও নন মনও নন। যদি একরূপ হয় তাহা হইলে কাণী ও কারণের একরূপ

যটে কি প্রকারে ? এক্ষণ উপাধিবোধে নয় তাঁহার শক্তিযোগে । এজন্যই শ্রীমচ্ছর বলিয়াছেন “শক্তি কারণের আত্মভূত, কার্য শক্তির আত্মভূত” ( বে, স্থ, ভা ২।১।১৮ ) ।” নবমে (৯) একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় এজন্য পরাস্বাব্দকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে । একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান বিষয়টি কি ? যে জ্ঞান হইতে বুদ্ধির বৈমল্য উপস্থিত হয় বলিয়া সকলই যথাযথ প্রতিভাত হয়, উহাকেই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান বলে । পরাস্বাব্দকে উপেক্ষা করিয়া যে সকল ব্যক্তি বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্টচিত্ত, তাহাদের বুদ্ধি অধাবসারশূন্য স্তবরাং তাহাতে তৎক্ষণাৎ হয় না । দশমে (১০) ইন্দ্রিয়গণ বিষয়প্রবণ, উহারা পরাস্বাব্দভিনিবেশ হইতে মনকে দূরে লইয়া যায় । কোন্ কোন্ উপায়ে সেই মনের নিরোধ হইতে পারে তাহাই উক্ত হইয়াছে । সত্য, তপ, সম্যক্ জ্ঞান, তত্ত্বচর্চা এ চারিটির একত্র অবলম্বন শ্রেয়স্কর, কেন না ইহারা পরস্পরসাপেক্ষ । সত্যোচরণ বিনা মনন, মনন বিনা সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞান বিনা নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়সংযম সম্ভবে না । এরূপ হয় কেন ? অসত্যনিষ্ঠ চিত্ত সর্বদা চঞ্চল, চঞ্চল চিত্তে মনন হইবে কিরূপে ? চঞ্চলচিত্ততাবশতঃ যদি মনন সম্ভব না হইল তাহা হইলে কোথা হইতে সম্যক্ জ্ঞানের ক্ষুধা হইবে । সম্যক্ জ্ঞানের ক্ষুধা না হইলে দেহধারণোপযোগী তত্ত্বালোচনাস্বকূল বিষয়সেবা কি, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে এবং এই সংশয় হইতে দেহকর্ণনাদি আত্মরিক প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয় ; আত্মরিক প্রবৃত্তি ধাতুকরজনিত কামক্রোধাদির উদ্বেগ জন্মাইয়া বিশ্ব উৎপাদন করে । একাদশে (১১) এই সকল উপায়মধ্যে সম্যক্ জ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে, কেন না তদ্বারা বাহ্যর চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে তাঁহাতে পরাস্বাব্দ আপন প্রকাশ পান ।

১২।১৩ । দ্বাদশে (১২) মহর্ষি বাজবল্য যিনি সর্বাঙ্গুরাস্বাব্দ তাঁহারই ব্যাখ্যান করি-  
য়াছেন । যিনি প্রাণ দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া সম্পাদন-করেন, যিনি ব্যান দ্বারা সর্কদেহগত  
চেষ্টা সাধন-করেন, যিনি উদান দ্বারা উর্দ্ধগামী চেষ্টা সাধন-করেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করাত্তে  
প্রতিত হয় তিনি জীবাঙ্গাকেই সর্কাস্তুরাস্বাব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা-করিয়াছেন । যদি এইরূপই  
হয় তাহা হইলে তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত মধুস্রাক্ষণ ও অন্তর্ধামিত্রাক্ষণ বিফল হইয়া যায় ।  
শরীরের সঙ্গে আস্বাব্দকে লোকে যেমন অপৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে, প্রাণাদি-  
শরীর পরাস্বাব্দও তেমনি “রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন” এই শ্রোত বুদ্ধিতে  
প্রাণাদির সহিত অপৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়া থাকেন । শব্দে ঐক্য থাকিলেও লক্ষণ  
দ্বারা অর্থনির্ণয় করিতে হইবে, এ নিয়ম বেদান্তে কোথাও পরিহার করিতে পারা যায়  
না । এ নিয়ম-পরিহার করিলে পদে পদে বিপরীতার্থপ্রতীতি ঘটে । জিজ্ঞাসা উক্ত  
অভাবি উত্তর পাইবার নিমিত্ত সাতিশর নির্বন্ধসহকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও  
বাজবল্য আপনার নির্বন্ধ-পরিভাষা করেন নাই । পরে যে উত্তরে প্রশ্নকর্তা নিবৃত্ত  
হইলেন সে উত্তরে যদি তাঁহার মনে প্রেরিত্য প্রতিভাত না হইতেন কখন উহা তাঁহার



ভূটিকর হইত না। তুমি দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখ না, শ্রোত্রের শ্রোতাকে শোন না, মনের মননকর্তাকে মননের বিষয় কর না, বুদ্ধির বোধনকর্তাকে জান না, অথচ প্রতিকণ প্রেরণাহুত্ব কর, এ কথা বলিলে কে আর ঐ কথা আপনার নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিবে না। শ্রোণাদির সেই অন্তরতম প্রেরণিতা যে জীব নয় সৰ্বাস্বধামী, ইহা বুদ্ধিতে সহজেই উদ্ভিত হয়। মহর্ষি বাজবল্ক্যের তাহাই অভিপ্রায়। মধুভ্রাক্ষণে তিনি স্বয়ং সৰ্বৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মকে সৰ্বাহুত্ব বলিয়া সৰ্বত্র ঘোষণা করিয়াছেন, স্তম্ভরায় ব্যাখ্যানবৈকল্যবশতঃ স্ববচনবিরোধী বাক্য বলিয়াছেন এ দোষ তাঁহাতে আরোপ করা বাইতে পারে না। ত্রয়োদশে (১৩) তিনিই আবার পরাত্মাকে কালত্রয়ের নিয়ন্তা বলিয়া আপনার পূর্ব উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

১৪। অবিদ্যা এবং বিদ্যা কি? বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম—অবিদ্যা; দেবারাধনা বিদ্যা। তত্ত্ববিদগণ বিদ্যাকে জ্ঞান এবং অবিদ্যাকে কৰ্ম বলিয়া থাকেন। “[ বিষ্ণুর ] অপর যে তৃতীয় শক্তি আছে পণ্ডিতগণ তাহাকে কৰ্মসংজ্ঞক অবিদ্যা বলিয়া থাকেন ( ৬। ৭। ৬১ )” বিষ্ণুপুরাণের এই বাক্যানুসারে পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি এই অবিদ্যা। অবিদ্যাশব্দে যেখানে ক্রিয়াশক্তি বুঝায় সেখানে অবিদ্যা—বিদ্যার বিপরীত বিদ্যার অভাব নয়, ইহাই জানিতে হইবে। এখানে শ্রুতি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে পরাত্মার শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন তাহা হইলে অবিদ্যাসংস্পর্শবর্জিত পরাত্মাতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত ও তদনতিরিক্ত, ইহা বলা সিদ্ধ হইত না। চিহ্নক্ৰি বিদ্যা, ক্রিয়াশক্তি অবিদ্যা। “অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত ভোগ করিয়া থাকে” (১৩) এস্থলে মৃত্যু—সংসারকারণ চিত্তমালিন্য। ক্রিয়াশক্তি দ্বারা উহাকে পরিত্যক্ত করিয়া চিহ্নক্ৰিয়োগে সাধক অমৃতত্বলাভ করেন, শ্রুতির এই অভিপ্রায়। ক্রিয়াশক্তি হইতেই কৰ্মে প্রবৃত্তি হয়। পরাত্মা বিনা অন্ন কাহারও ক্রিয়া-প্রবর্তনে সামর্থ্য নাই। কৰ্মের সঙ্গে পরাত্মার সম্বন্ধ দেখিয়া যে ব্যক্তি কৰ্মাহুত্বান করেন তাঁহাকে কৰ্মদোষ স্পর্শ-করিতে পারে না। প্রত্যুত স্মৃতি ( ৪। ১২ ) পরাত্মার সহিত যোগবশতঃ শুদ্ধি ও আনন্দ উহার ফল হয়। “এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয়” এই হইতে আরম্ভ করিয়া “কৰ্ম মনুষ্যে লিপ্ত হয় না” ( ১০। ১ ) শ্রুতির এই বাক্য ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। আচ্ছা, অবিদ্যাই যদি পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি তাহা হইলে তাহার ক্ষরত্ব—বিনাশিফলবৎ—কেন উল্লিখিত হইয়াছে? ক্রমিক বিপর্যবর্তনই ক্রিয়াশক্তির কার্য। পূৰ্ব্বটির বিরোধান না হইলে পরবর্তিটির আগম সম্ভবে না। বিরোধান কথল অভাস্ত বিনাশ নহে কিন্তু অন্তর্বিলানাবস্থায় স্থিত; পূৰ্ব্বটি হইতে বাহার উদয় হয় সেইটি পরটির উপাদান হইয়া উহাতে বিলীন হইয়া থাকে। বাহার এই প্রকার ক্রমিক অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তিকে দুঃখনিবারণ বলিয়া জানেন, তাঁহার পরাত্মাকে স্মৃতিরূপে নহে কিন্তু নিষ্ক্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। চিহ্নক্ৰি দ্বারা অপরিবর্তনীয়ত্ব

সাধিত হয়, সুতরাং তাহার ফল অমৃতত্ব । চিহ্নকৃতি এবং ক্রিয়াশক্তি পরাস্রাব্য অতিরিক্ত নহেন, তাই পরাস্রাব্যকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের কার্য্য প্রবৃত্ত হয় না, যদি হইত তাহা হইলে আপনাকেই আপনি অতিক্রমকরা উপস্থিত হইত । ঈদৃশ অনতিরিক্ততা থাকিলেও নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধ আছে, এইরূপ প্রতীত হয়, কেন না শ্রুতি বলিয়াছেন—“বিদ্যা ও অবিদ্যা এ উভয়কে যিনি নিয়মিত করেন তিনি তদুভয় হইতে ভিন্ন ॥” বিপরिवৰ্ত্তনসময়ে তত্ত্বংকার্য্যের অনুরূপ চিহ্নকৃতির যে অভিব্যক্তি হয় তাহাই ক্রিয়া-শক্তি । সুতরাং শক্তি দুটি নয় একটাই । শ্রীমচ্ছ্রীধর ভাণ্ডাই বলিয়াছেন—“স্বরূপই যখন কার্য্যোন্মুখ হয় তখন উহা শক্তিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ।” আর অধিক বলা নিশ্চয়োজন ।

ইতি পরাস্রাবলী পঞ্চম অধ্যায় ।

---

\* বাহা আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, তাহার নিয়ন্তা সে ব্যক্তি আপনি কি প্রকারে হইবে, এ চিন্তা তুচ্ছ, কেন না যে ব্যাপার নিত্য প্রত্যক্ষ তাহার বিরুদ্ধে বিভর্ক-উত্থাপন চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে, চিন্তার বাহা মূল তাহারই উচ্ছেদসাধনমাত্র । আমাদের প্রতিজ্ঞার শক্তি আমাদের হইতে অতিরিক্ত নহে অথচ আমরা প্রতিজ্ঞাই কার্য্যকাল আমাদের শক্তির নিয়োগ করিয়া তাহার নিয়ন্তা হইতেছি এবং যথেষ্ট শক্তিব্যয় ব্যয়ণ-করিতেছি, ইহা কি নিত্য প্রত্যক্ষ নয় ? আমরা আমাদের শক্তি হইতে অভিন্ন হইয়াও এইরূপে ভিন্ন । অতেন্দে ভেদ এসতের উৎপত্তি এই হইতেই । ঔপনিষদ গ্রন্থে ইহাকে আত্মা অবিভাগে বিভাগ বলি ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ভগবদ্ভক্তি ।

১। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্ততে ॥ এতদৈ তৎ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধুমকঃ ।

ঈশানো ভূতভব্যস্ত স এবাদ্য স উ ঋঃ ॥ এতদৈ তৎ ।

কঠ ৪। ১২। ১৩।

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ’ হৃৎপুণ্ডরীকপ্রমাণানুসারতঃ তৎপ্রমাণকঃ হৃদরাকাশব্যাপী ‘পুরুষঃ’ পরাপরপ্রকৃতি-  
পরিষক্ত। ‘ভূতভব্যস্ত’ কালত্রয়স্ত ‘ঈশানঃ’ নিয়ন্তা সন্ ‘মধ্যে আত্মনি’ দেহে ‘তিষ্ঠতি’। ‘ততো ন  
বিজুগুপ্ততে’ ন আত্মানং গোপয়িতুমিচ্ছতি সাধকঃ। ‘এতৎ’ পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তরূপং ‘তৎ’  
পরং ব্রহ্ম ।

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ’ ‘জ্যোতিরিব’ জ্যোতিঃ যথা ধূমেনানাচ্ছাদিতঃ তথা ‘অধুমকঃ’ অনাচ্ছন্নরূপঃ  
‘পুরুষঃ’ ‘ভূতভব্যস্ত ঈশানঃ’ সন্ ‘স এব অস্ত স এব ঋঃ’ আগামিনি দিনে বিদ্যমানঃ। ‘এতৎ বৈ তৎ’।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ কালত্রয়ের নিয়ন্তা হইয়া দেহমধ্যে স্থিতি করি-  
তেছেন। সাধক তাঁহা হইতে আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করেন না।  
ইনিই নিশ্চয় তিনি ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জ্যোতির স্থায় অনারতস্বরূপ ও কালত্রয়ের  
নিয়ন্তা হইয়া আছেন। তিনিই অদ্য তিনিই কল্য বিদ্যমান। ইনিই  
নিশ্চয় তিনি ।

ভাব—দেহাদির প্রেরক্বে ব্রহ্মই যেমন পরাত্মা তেমনি জীবের নিকটে ঈশ্বরত্ব-ও-  
ঐশ্বর্য্য-প্রকটনে ব্রহ্মই ভগবান্। সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য হইলেও আপনার স্বরূপ-  
মহিমায় তিনি যখন জীবজন্মের অতুরাগাকর্ষণ করেন, তখনই তাঁহার ভগবত্ব সাক্ষাৎ  
উপলব্ধি হেতু হয়। তাঁহার দ্বারা চিত্ত আকৃষ্ট না হইলে সকলই যে তুচ্ছ হইয়া পড়ে  
তাঁহার দৃষ্টান্ত বিচিত্রানন্দপ্রতিভা আকাশ। উহা নিয়ন্ত চক্ষুর সমীপানে বিদ্যমান থাকি-  
য়াও জনগণের হৃদয়াপহরণ করে না। হৃদয়াপহরণের কথা দূরে থাকুক, কেহ আশ্রয়-  
দিত হইয়া একবার তাঁহার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপও করে না \*। ব্রহ্মকে পরাত্মরূপে অনুভব

\* সাধারণ জনগণের সম্বন্ধে এ কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃত বিজ্ঞানবিলাপের সম্বন্ধে এ কথা বলা  
হয় নাই।

করিবার কারণ যেকোন তাঁহার সৰ্ব্বভূত, তেমনি তাঁহাকে ভগবদ্রূপে অনুভবকরিবার কারণ তাঁহার শিবস্বরূপত্ব ।

অদ্বৈতপ্রমাণ পুরুষ—জীবের কল্যাণার্থ ভগবান্ কালত্রয়ের নিয়মন করেন, এবং তৎপ্রতি অনুগ্রহপূৰ্ব্বক তাহার আত্মরূপ ভাবে হৃদয়াকাশব্যাপী পরা এবং অপরা প্রকৃতির আলিঙ্গনকর্তা পুরুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন। পরাত্মা এইরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেও তাঁহার অনন্তত্ব সাধকের চিন্তাপথ হইতে অপসৃত হয় না (৪)। এইরূপ আত্মপ্রকাশে অনুগ্রহীত সাধক আশ্চর্য্যচিত্ত হন এবং ভগবানের নিকটে আত্মগোপন করিতে আর তাঁহার ইচ্ছা থাকে না ।

২। যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং

কর্তারগীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

প্রাণোহেষ যঃ সৰ্ব্বভূতৈর্বিভাতি

বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী ।

আত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-

নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিত্তঃ ॥ মু ৩ (১) । ৩।৪।

‘যদা’ ‘পশ্যঃ’ বিদ্বান্ ‘রুক্মবর্ণং’ উজ্জলবর্ণং দীপ্যমানতয়া প্রকাশমানং ‘কর্তারং’ স্বকৃতম্ ‘ঈশং’ শাস্তারং ‘ব্রহ্মযোনিং’ বেদপ্রভবস্থানং ‘পুরুষং’ পরাপরপ্রকৃতিপরিষক্তারং ‘পশ্যতে’ সংস্কারকরোতি ‘তদা বিদ্বান্’ ‘পুণ্যপাপে’ পাবিত্র্যাভিমানং মলিষ্ঠঞ্চ ‘বিধূয়’ দূরে নিক্ষিপ্য ‘নিরঞ্জনঃ’ নির্মলঃ সন্ ‘ভেন পরমপুরুষেণ ‘পরমং’ নিরতিশয়ং ‘সাম্যম্’ একত্বম্ ‘উপৈতি’ প্রাপ্নোতি ।

‘এব’ পুরুষঃ ‘হি’ ‘প্রাণঃ’ প্রাণস্ত প্রাণঃ ‘যঃ’ ‘সৰ্ব্বভূতঃ’ সর্বৈঃ ভূতৈঃ সত্ততঃ ‘বিভাতি’ প্রকাশতে । তং ‘বিজানন্’ বিশিষ্টভাবেন জানন্ ‘বিদ্বান্’ সাধকঃ ‘ন অতিবাদী’ ন তমতিক্রমা বিষয়াস্তর-কথানিরতঃ ‘ভবতে’ ভবতি । কিন্তু ‘আত্মকীড়ঃ’ আত্মনি পরাত্মনি কীড়া কীড়নং বস্ত, ‘আত্মরতিঃ’ আত্মনি পরাত্মনি রতিঃ প্রীতিঃ বস্ত, ‘ক্রিয়াবান্’ তত্বননাদিনিরতঃ ‘এব’ সাধকঃ ‘ব্রহ্মবিদাং’ ব্রহ্মজ্ঞানাং ‘বরিত্তঃ’ শ্রেষ্ঠঃ—কেবলজ্ঞানমাত্রাৎ তস্মিন্ কীড়নাদেঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ ।

দ্রষ্টা যখন উজ্জলবর্ণ, কর্তা, শাস্তা, বেদপ্রভবস্থান পরমপুরুষকে দর্শন-করেন, তখন জ্ঞানী ব্যক্তি পুণ্যপাপ দূরে নিক্ষেপপূৰ্ব্বক নির্মল হইয়া [ সেই পরমপুরুষ সহ ] নিরতিশয় একত্ব প্রাপ্ত হন ।

যিনি সৰ্ব্বভূতে প্রকাশ পান ইনিই প্রাণ । জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে জানিয়া ইঁহাকে অতিক্রম-করিয়া কোন কথা কহেন না । ইনি আত্ম-কীড়, আত্মরতি এবং ক্রিয়াবান্ হন, ইনি ব্রহ্মবিদ্যাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

ভাব—দ্রষ্টা—জীব যখন ভগবৎসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন তখন তিনি দ্রষ্টা হয়েন।  
অবিস্তৃত বাঁ দ্রষ্টৃ তত দিন হয় না, যত দিন ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হয় \* ।

উচ্ছলবর্ণ—মূলে রক্তবর্ণ আছে। রক্ত স্বর্ণ—রক্তবর্ণ স্বর্ণবর্ণ। ধাতুর মধ্যে সোণা উচ্ছল, উচ্ছল্যপ্রকাশ করিতে বেদ উপনিষৎ প্রভৃতি রক্তবর্ণের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে ধাতু হইতে উহার উৎপত্তি সেই ধাতুর অর্থ ধরিয়া দীদৃশ ব্যবহার হইয়াছে। রূচ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, সুতরাং রক্তবর্ণ দীপ্তিমত্তা বুঝাইতেছে। রক্তবর্ণের জ্ঞান হিরণ্যবর্ণের এই অর্থে ব্যবহার বেদোপনিষদে বিরল নহে। হর্য্য ধাতুর অর্থ কান্তি (শোভা)। সেই হর্য্য ধাতুর উত্তর কণ্যচ্ প্রত্যয় এবং হির আদেশ করিয়া হিরণ্যবর্ণ উৎপন্ন। সুতরাং শোভনীয়তাপ্রদর্শন দীদৃশ শব্দব্যবহারের মূল।

• কর্তা—পরাপরপ্রকৃতির আলিঙ্গনকর্তা পুরুষকে যখন কর্তা বলা হইয়াছে তখন ব্রহ্ম স্বয়ং নিষ্ক্রিয় পরাপরশক্তির ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপ-করিয়া শ্রুতি কর্তা বলিয়াছেন, এ কথা বলিলে চলিতেছে না, কেন না তাঁহার নিয়ন্তৃত্বব্যতীত পরাপরপ্রকৃতি স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না। এই সত্য প্রকাশকরিবার জন্ত শ্রুতি বলিয়াছেন “তিনি আপনি আপনাকে করিলেন, তাই তিনি স্ক্রুত বলিয়া উক্ত হয়েন।” (৮।৬)।

বেদপ্রভবস্থান—মূলে ব্রহ্মযোনি শব্দ আছে। বেদান্তহত্রের ‘শান্ত্র্যোনি’ (১।১।৩) শব্দে পক্ষান্তরে ‘শান্ত্র্যপ্রমাণ’ অর্থ করা হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রমাণ শান্ত্র্য, শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া তিনি জ্ঞানের বিষয় হন, এ কথা এখানে বলিলে চলিতেছে না, কেন না এখানে ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যায় তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে, তিনি কি, তাহাই বলা এখানকার উদ্দেশ্য।

পুণ্যপাপ দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক—পুণ্যে অভিমান পাপে মালিগ্র জন্মায়। এ উভয়ই একত্বভাবে অন্তরায়, সুতরাং এ দুইকে পরিহার না করিলে স্বরূপসাম্য অসম্ভব। স্বরূপসাম্য কি? স্বয়ং ব্রহ্ম অভিমানশূন্য মালিগ্রবর্জিত, জীবেরও তাদৃশ অভিমানশূন্যতা ও মালিগ্রবর্জিত স্বরূপসাম্য।

নির্ম্মল হইয়া—পুণ্যপাপ উভয়কেই যদি সমান মালিগ্রমধ্যে গণ্যকরা হয় তাহা হইলে জীবের অসুসর্তব্য বা পরিহার্য্য কিছুই রহিল না। মধুত্রাস্রাণোক্ত প্রণালীর অমু-

\* প্রত্যেক মানবের ত্রিবিধ জন্ম শাস্ত্রসম্মত। প্রথমটি দৈহিক, দ্বিতীয়টি শাস্ত্রজানজ, তৃতীয়টি ভগবদারাদনার্ষ দীক্ষাযুক্ত।

মাতুরগ্রেহবিজ্ঞানং দ্বিতীয়ং যৌদ্ধীবন্ধনং ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষারং বিজ্ঞাত্য শ্রুতিচোদনাং ॥ মধু ২অ, ১৬৯ শ্লোক ।

চরকসংহিতা ভগবদারাদনার্য যে ফল হয় সেইটি দৃষ্টির সপক্ষে রাখিয়া বলিয়াছেন :—

বিভাসমাপ্তো ব্রহ্মং বা সম্ভবাম্বশাপি চ ।

প্রবমাবিশতি জ্ঞানাং তন্মাতৈষ্যাত্মজঃ স্মৃতঃ ॥ ১অ, চিকিৎসাস্থান ।

সারে নিয়ন্তার সহিত পরব্রহ্মের সহিত একত্ব স্বরূপসাম্য। আমি পুণ্যার্জন করিতেছি, আমি পুণ্যবান, এ অভিমান যেমন একত্ববিরোধী, নিয়ন্তার প্রেরণার বিপরীতচরণ তেমনি একত্ববিরোধী, স্তবরাং এ দুইয়ের অতীত না হইলে শিশুর ছায় স্বভাবতঃ নির্মল-চিত্ত না হইলে, অল্প কথায় বলিতে গেলে নিরভিমান না হইলে স্বরূপসাম্য অসম্ভব। এ অবস্থা পুণ্যভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত, পাপভূমির উপরে নহে, যখন এই কথা সত্য, তখন ‘পুণ্য পাপ দূরে নিক্ষেপের’ অর্থ—পুণ্যপাপভেদের সোপান অতিক্রম করিয়া তদ্বর্কে আরোহণ। পুণ্যার্জন এখানে যত্নসাধ্য নহে, পুণ্যস্বভাব হইয়া যাওয়া এ সোপানের লক্ষণ।

ইনিই প্রাণ—প্রাণের প্রাণ। নিয়ন্তৃহীন প্রাণের ক্রিয়া কদাপি প্রকাশ পাইতে পারে না। যেখানেই প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে শ্রুতি এইরূপ বলেন, সেখানেই প্রাণশব্দে প্রাণের প্রাণ বুঝিতে হইবে (৫।১)।

ইহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না—প্রাণের অভ্যন্তরে প্রাণের প্রেরক হইয়া তিনি যাহা কিছু বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাত করেন, সাধক কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ করেন।

ইনি আত্মকীড় আত্মরতি এবং ক্রিয়াবান হন—এরূপ অনুসরণের এই ফল হয় যে, যিনি আত্মার আত্মা (৪) তাঁহাতেই সাধকের বিচরণ, তাঁহাতেই রতি উপস্থিত হয়। তাঁহাতে বিচরণ তাঁহাতে-অনুরাগ সাধককে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে না কিন্তু তিনি যেমন স্ক্রুত—নিত্যক্রিয়, সাধকও তেমনি নিত্যক্রিয় হন। অনুরাগ দীপ্ত ক্রিয়াবন্তার মূল।

৩। এতত্ততোভবতি । আকাশশরীরং ব্রহ্ম । সত্যাত্ম প্রাণা-  
রামং মনআনন্দম্ । শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্ । তৈ ১।৬২।

‘ততঃ’ স্বরাজ্যপ্রাপ্তানন্তরঃ ‘এতৎ ভবতি’। কিন্তু? ‘আকাশশরীরম্’ আকাশএব শরীরং লিঙ্গং যন্ত তৎ ‘ব্রহ্ম’ ভবতি, ‘সত্যাত্ম’ সত্যানাং মূর্ত্যামূর্ত্তানাং আত্মা স্বরূপঃ যতঃ তৎ, ‘প্রাণারামং’ প্রাণানাম্ আরামো যস্মিন্ তৎ, ‘মনআনন্দঃ’ মনসঃ আনন্দঃ যস্মিন্ তৎ ‘শান্তিসমৃদ্ধং’ শান্ত্যা সমৃদ্ধং ‘অমৃতং’ সাধকসম্মিধাবিশেষঃ।

তদনন্তর এই হয়—ব্রহ্ম আকাশশরীর, মূর্ত্তামূর্ত্তের আত্মা, প্রাণারাম, মনের আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ এবং অমৃত হন।

ভাব—মন বাক্ শ্রোত্র বিজ্ঞান এ সকলের উপরে আধিপত্যপ্রাপ্তিকে স্বরাজ্য বলে (১০।১১ ‘ভাষ্য’))। এই স্বরাজ্যের পর ব্রহ্ম সহ একত্বলাভ হয়। মন প্রভৃতির উপরে আধিপত্যলাভ তাহাদিগের নিয়ন্তার সহিত একত্বে ঘটে। নিয়ন্তার সহিত একত্ব ব্রহ্মের সহিত একত্বের কারণ। ব্রহ্মের সহিত একত্ব হইলে ব্রহ্ম যে প্রকার উপাধিবর্জিত স্বপ্রকাশ, সাধকও তেমনি উপাধিবর্জিত স্বপ্রকাশ হন। তখন তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম

সকলের আত্মা, প্রাণের আনাম, মনের আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধি এবং অমৃত বলিয়া উপলব্ধ করেন। এক্ষেত্রে যে জীবের বোধ বিলোপ হয় না এ প্রকৃতি তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বোধবিলোপ যে জীবের কৃতার্থতা নহে, ইচ্ছা ও প্রজ্ঞাপতির সংবাদে উপনিষৎ তাহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন ( ৫৬ পৃ ) ।

৪। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসকল্ল আকাশাত্মা সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাতোহবাক্য-  
নাদরঃ ।

এম ম আত্মাহন্তুহৃদয়েহণীয়ান্ ত্রীহের্বা যবাচ্চ সৰ্ষপাচ্চ শ্রামা-  
কাচ্চা শ্রামাকতগুলান্চা এম ম আত্মাহন্তুহৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান-  
নন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাতোহবাক্য-  
নাদর এম ম আত্মাহন্তুহৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাতিসম্ভবিতা-  
স্মীতি যন্ত্ৰ শ্রাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ।

ছ। ৩। ৫। ১৪। ২—৪।

‘এম’ ‘মে’ মম ‘আত্মা’ অন্তর্ধামো ‘মনোময়ঃ’ মনউপাধিকঃ মনসঃ প্রেরয়িতা, ‘প্রাণশরীরঃ’ প্রাণ  
এব শরীরঃ প্রকাশনানং যন্ত ‘ভারূপঃ’ সর্বপ্রকাশকঃ ‘সত্যসকল্লঃ’ অবিতথসকল্লঃ ‘আকাশাত্মা’  
আকাশধরূপঃ ‘সৰ্বকৰ্ম্মা’ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি যতঃ যস্মিন্ যেন স এবং ‘সৰ্বকামঃ’ ‘সৰ্বগন্ধঃ’ ‘সৰ্বরসঃ’ ।  
‘সৰ্বম ইদম্’ ‘অভ্যাতঃ’ স্ববশে স্থাপিতং যেন স ‘অবাকী’ বাঙুনিষ্পত্তিরহিতঃ ‘অনাদরঃ’ সৰ্বা-  
নপেক্ষঃ ।

‘এম মে আত্মা’ ‘অন্তহৃদয়ে’ হৃদয়মধ্যে ‘ত্রীহেঃ বা যবাৎ বা সৰ্ষপাৎ বা শ্রামাকাৎ বা শ্রামকতগুল-  
ান্ বা’ ‘অণীয়ান্’ অণুতরঃ । তথা ‘এম মে আত্মা’ ‘অন্তহৃদয়ে’ ‘পৃথিব্যাঃ’ ‘জ্যায়ান্’ ‘অন্তরিক্ষাৎ’  
‘জ্যায়ান্’ ‘দিবঃ’ ‘জ্যায়ান্’ ‘এভ্যঃ লোকেভ্যঃ’ ‘জ্যায়ান্’ ।

‘সৰ্বকৰ্ম্মা’ ইত্যাদি পূর্ববৎ । ‘অন্তহৃদয়ে’ ‘এম মে আত্মা’ ‘এতৎ ব্রহ্ম’ ‘এতৎ’ পরাত্মনঃ ‘ইতঃ’  
প্রাণঃ ‘প্রেত্য’ প্রস্থায় ‘অতিসম্ভবিতাস্মি’ তদাভিমুখোন সম্ভবিষ্যামি ‘ইতি’ ‘যন্ত্ৰ’ সাধকন্ত বেদনঃ  
‘অদ্ধা’ সত্যং ‘স্তাৎ’ । তত্র ‘ন’ ‘বিচিকিৎসা’ সংশয়ঃ ‘অতি’ ‘ইতি’ ‘হ’ কিল ‘শাণ্ডিল্যঃ’ ‘আহম্’  
উক্তবান । বিরভ্যাস আদরার্থঃ । ইয়ং শাণ্ডিল্যবিদাঃ ।

এই আমার আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, আলোকরূপ, সত্যসকল্ল, আকাশরূপ, সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকাম, সৰ্বগন্ধ, সৰ্বরস, সকলই ইঁহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্বানপেক্ষ ।

এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে ত্রীহি অপেক্ষা, যবাপেক্ষা,

সর্ষপাপেক্ষা, শ্রামাপেক্ষা, শ্রামাকতুল্যাপেক্ষা স্তূম্বতর। এই আগার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষাপেক্ষা, দ্যুলোক-পেক্ষা, অন্ত্যন্ত লোকাপেক্ষা বৃহত্তর।

ইনি সর্ষকর্মা, সর্ষকাম, সর্ষগন্ধ, সর্ষরস, সকলই ইঁহার আয়ত্ত, ইনি অবাকী, সর্ষানপেক্ষ। এই আগার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে, ইনি ব্রহ্ম। ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহলোক হইতে গমনপূর্বক ইঁহারই অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিব এইরূপ বাঁহার জ্ঞান তাঁহার সে জ্ঞান সত্য হইবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন, শাণ্ডিল্য এই কথা বলিয়াছেন।

ভাব—এই আমার আত্মা—আত্মার আত্মা, অন্তর্গামী আত্মা। যখন আমার আত্মার আত্মা, তখন আমার মনের সঙ্গে এক হইয়া আছেন, প্রাণে ( ইন্দ্রিয়সমূহে ) নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, আলোকরূপে, সত্যসঙ্কল্পরূপে, আকাশস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, আত্মাতে সর্ষবিধ কর্ম, সর্ষবিধ অভিলাষ, সর্ষবিধ গন্ধ, সর্ষবিধ রস তাঁহা হইতে প্রসৃত হইতেছে, এসমুদায় তিনি অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, বিনা বাঙনিম্পত্তিতে তিনি সকলই সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

ত্রীহি অপেক্ষা...স্তূম্বতর—; পৃথিবী অপেক্ষা...বৃহত্তর—যদিও তিনি আমার হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, তথাপি তিনি সেখানে বদ্ধ নহেন। হৃদয়ে তিনি যে প্রকার অতি স্তূম্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন তেমনি সেই স্তূম্বের ভিতরে তাঁহার অনন্ত রহিয়াছে, স্তূম্বতরং তিনি আমার জ্ঞানে বৃহৎ হইতেও বৃহদ্রূপে বিদ্যমান।

সর্ষকর্মা, সর্ষকাম, সর্ষগন্ধ সর্ষরস—এই বিশেষণগুলির পুনরুল্লেখ সাধনপক্ষে ইহাদের বিশেষ নিয়োগ দেখাইতেছে। “ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া” ( ২।১১ ) সর্ষকর্মাদি বিশেষণের সঙ্গে এই ক্রতির নিয়োগ করিলে এই অর্থ নিম্পন্ন হয় :—সর্ষবিধ কর্ম, সর্ষবিধ অভিলাষ, সর্ষবিধ গন্ধ, সর্ষবিধ রস ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্ম সহ অপৃথক্ ভাবে স্থিত করে, আমাদের নিকট ব্রহ্মের ক্রিয়া ব্যক্ত করে। আমরা যে সকল কর্ম করি, যে সকল অভিলাষ করি, যে সকল গন্ধ গ্রহণ করি, যে সকল রসাস্বাদ করি, সে সকল ব্রহ্মনিরপেক্ষ নয়, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া উহার তাঁহাতে অপৃথক্ ভাবে স্থিত করে এবং কার্যকালে আমাদের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে অপৃথক্ভাবে স্থিত, একথা বলাতে উহার যে মিথ্যা নয় সত্য ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা ভোক্তা, আমাদেরকে ভোগদান করিবার জন্ত, আমাদেরকে সুখী করিবার জন্ত তিনি আত্মক্রিয়ায় আমাদের সঙ্গে উহাদের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন ; স্তূম্বতরং ব্যবধান না ঘটাইয়া এ সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই আমা-



দেয় দ্রব্যাচর করে । এই সত্যটি দৃঢ়রূপে আমাদের চিত্তে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন “নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম” ।

ইনি ব্রহ্ম—হৃদয়ের অন্তঃস্থত্রে যাঁহাকে সাধক আত্মার-আত্মা-আমির-আমি-রূপে উপলব্ধি করেন, তিনি ব্রহ্ম—বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান ।

ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া—যখন জীব ইহলোক হইতে অপমৃত হয়, তখন ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া—‘প্রাপ্ত আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া’ (৬৯পৃ)—পরলোকে প্রস্থান করে ।

ইহারই অভিমুখে জয়গ্রহণ করিব—যে সাধকের এইরূপ ধারণা যে পরাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরলোকে প্রস্থানপূর্বক তাঁহারই অভিমুখে—আত্মকুলো—তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সেখানে নবজন্ম লাভ হইবে, তাঁহার সে ধারণা সত্য হয়, কেন না স্বকীয় অনুষ্ঠানানুসারে (২।১১) সেইরূপই হইবে । অপর ও পরা প্রকৃতি এবং পরাত্মা, এ তিনের সম্বন্ধ নিত্য । জীবের আত্মিক অবস্থানুসারে এ তিনের যে নব নব সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, উহাই নব নব জন্ম (১।১৪) ।

এই শ্রুতিতে উক্ত উপাসনাপ্রণালীকে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলে, ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা অধ্যায়প্রাপ্তিতে দৃষ্ট হইবে ।

৫ । পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণম্ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ বৃ ৪ । ১ ।

‘অদঃ’ বিশকৃষ্টং সর্বাভীতং ব্রহ্ম ‘পূর্ণং’ ব্যাপি নিরন্তরং নিরুপাধিকঃ ; ‘ইদং’ সমীপস্থং প্রতিহৃদং । ব্রহ্মপরাত্মরূপি ব্রহ্ম ‘পূর্ণম্’ ; ‘পূর্ণাৎ’ সর্বাভীতসর্গগতোত্তরমিলনাৎ ‘পূর্ণং’ সর্গমন্তর্ভূতবর্তমানং ভগবত্ত্বাৎ প্রথ্যাতং ব্রহ্ম ‘উদচ্যতে’ উল্লিখ্যতি—প্রতিহৃদয়ং বিভূতানমপি তদভীতী বর্তমানং সৎ সর্গ-নাশান্তর্ভূতং প্রকাশতে । যুগপৎ ত্রৈবিধেন গ্রহণাসম্ভাবনায়াং কিং ভবতি ?—‘পূর্ণম্’ সর্বাভীতম্ ‘পূর্ণং’ সর্গান্তর্ভাবকম্ উপাসনার্থম্ ‘আদায়’ যৎ ‘অবশিষ্যতে’ তৎ প্রতিহৃদয়গতং ব্রহ্ম ‘পূর্ণম্ এব’ । ইদং শব্দোক্ত্য ন জগৎ প্রতীততে তন্ত ব্যবহার্য্যবাদপূর্ণত্বাৎ ।

ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই ব্রহ্ম পূর্ণ । ঐ এবং এই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণ ব্রহ্মই উদ্ভূত হন । ঐ এবং এই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে ঐ পূর্ণ ব্রহ্মকে আদান করিলে যিনি অবশেষ থাকেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মই ।

ভাব—ঐ শব্দে দূরস্থ বুঝায়, স্তূতরাং ঐ ব্রহ্ম—সর্বাভীত ব্রহ্ম । এই শব্দে নিকটস্থ বুঝায় স্তূতরাং এই ব্রহ্ম—হৃদয়স্থ ব্রহ্ম—পরাত্মা । ঐ দূরস্থ এবং এই নিকটস্থ এ দুইয়ের সম্মিলনে পূর্ণ ব্রহ্ম—ভগবান্ । দূরস্থ—জগৎ, নিকটস্থ—আত্মা । যুগপৎ জগৎ ও আত্মায় অনুভূত ব্রহ্ম ভগবান্, কেন না জগৎ ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য সহ যিনি আত্মায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধির বিষয় হন তিনি ঐশ্বর্য্যবান্ জৈশ্বর্য্য । জগৎ বলিতে দৃশ্যাদৃশ্য নিখিল জগৎ বুঝায় । অদৃশ্য জগৎ আমাদের বুদ্ধির অতীত । ব্রহ্মকে অন্তরে না

দেখিয়া বাহিরে দেখিতে গেলে আমাদের বুদ্ধির অতীত বাহিরের জগৎ পর্য্যন্ত আসিয়া মনে উপস্থিত হয়, সেখানেই মন বিশ্রামলাভ করে না, অতীতের পর অতীত, জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া সৰ্ব্বাধীত হৃদয়ে মুদ্রিত হয়, এইরূপ আত্মার অতীত ভূমির বাহিরে ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া সৰ্ব্বাধীত ব্রহ্ম আমাদের বুদ্ধিহীন বলিয়া ‘ঐ ব্রহ্ম’—সৰ্ব্বাধীত ব্রহ্ম এইরূপ নির্দেশ করা গিয়াছে। যিনি এইরূপে সৰ্ব্বাধীত তিনিই যখন তত্ত্বাবে আত্মাতে প্রকাশমান হন, তখন তাঁহাকে ভগবান্ এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়। অতীত ও নিকটস্থ এ উভয়কে যুগপৎ ধারণার বিষয় করা অসম্ভব, এ কারণেই অতীত ও নিকটস্থের সম্মিলনে যিনি ভগবান্ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছেন তাঁহা হইতে অতীতকে বাদ দিলে যিনি নিকটস্থ থাকেন তিনিই উপনিষদে উপাসনানিমিত্ত গৃহীত হইয়াছেন। নিকটস্থ যিনি তিনি হৃদয়স্থ পরাত্মা; পরাত্মাই তবে বেদান্তবাদিগণের উপাস্ত।

ভগবান্কে ধারণার বিষয় মনে করিয়া বেদান্তবাদিগণ যদি পরাত্মাকে উপাস্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শাণ্ডিল্য এবং তাঁহার অনুবর্তী ভক্তিপথাবলম্বিগণ ভগবান্কে উপাস্ত করিলেন কি প্রকারে, এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলিতে পারা যায় যে, শাণ্ডিল্য এবং তদনুবর্তী ভক্তগণ ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট পরাত্মারই উপাসনা করেন, সূত্রান্ বেদান্তবাদিগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। আচার্য্য কাশ্যপ জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বরকে, আচার্য্য বাদরায়ণ জীবের সহিত স্বরূপে অভিন্ন পরাত্মাকে এবং আচার্য্য শাণ্ডিল্য জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বর এবং তৎসহ স্বরূপে অভিন্ন পরাত্মাকে উপাসনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় একজন্মই ‘এ সমুদায় ব্রহ্ম’ এবং ‘এই আমার আত্মা’ এ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক ভক্তসম্প্রদায় জগতে প্রকাশিত কল্যাণ-গুণসমূহ তন্নিস্তৃতাতে প্রত্যক্ষ করিয়া কল্যাণগুণবিশিষ্ট পরাত্মাকেই পরমপুরুষরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।

৬। য একো জ্ঞালবান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ

সৰ্ব্বাল্লোকানীশত ঈশিনীভিঃ ।

য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ

য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু-

র্ষইমাল্লোকান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ ।

প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বকোপাস্তকালে

সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো  
 বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাং ।  
 সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-  
 র্দ্যাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥  
 যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ  
 বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।  
 হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বে  
 স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥  
 যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাহপাপকাশিনী ।  
 তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশস্তাভিচাক্ষীহি ॥  
 যামিযুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে ।  
 শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসী পুরুষং জগং ॥  
 ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং  
 যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্ ।  
 বিশ্বৈশ্চৈকং পরিবেষ্টিতার-  
 মীশং তং জ্ঞাত্বাহমতাভবন্তি ॥  
 বেদাহম্মেতং পুরুষং মহান্ত-  
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।  
 তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমোহিত  
 নাত্নঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায় ॥  
 যস্মাং পরং নাপরমস্তি কিঞ্চি-  
 দ্যস্মান্মাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ ।  
 ব্রহ্ম ইব স্তকো দিবি তিষ্ঠত্যেক-  
 স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥  
 ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ।  
 যএতদ্বিত্তরম্যতাস্তে ভবন্ত্য-  
 থেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

সৰ্বাননশিরোগ্রীবঃ সৰ্বভূতগুহাশয়ঃ ।  
 সৰ্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সৰ্বগতঃ শিবঃ ॥  
 মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ সত্ত্বৈশ্চৈষ প্রবর্তকঃ ।  
 স্নানির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥

অস্মৃষ্টমাত্রঃ পুরুষোহন্তরাঙ্গা  
 সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
 হৃদা যথীশো মনসাভিকুল্পো  
 যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।  
 স ভূমিৎ বিশ্বতোবৃত্তা অত্যতিষ্ঠদশাস্কুলম্ ॥  
 পুরুষ এবৈদং সৰ্বং যদ্বৃতং যচ্চ ভবাম্ ।  
 উতামৃতত্ত্বৈশ্চৈশানো যদমেনাতিরোহতি ॥  
 সৰ্বতঃ পাণিপাদন্তং সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।  
 সৰ্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥  
 সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।  
 সৰ্বস্য প্রভুমীশানং সৰ্বস্য শরণং বৃহৎ ॥  
 নবদ্বারে পুরে দেহী হৃৎসোলেলায়তে বহিঃ ।  
 বশী সৰ্বস্য লোকস্য স্বারস্য চরস্য চ ॥

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা  
 পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।  
 স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্ম্যাস্তি বেত্তা  
 তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥  
 অপোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-  
 নাত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ ।  
 তমক্রতুং পশ্চতি বীতশোকো  
 ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমীশম্ ॥

বেদাহমেতমক্ষরং পুরাণং

সৰ্বাঙ্গানং সৰ্বগতং বিভূত্বাৎ ।

জ্ঞানিরোধং প্রবদন্তি যন্তু

ব্রহ্মবাদিনোহভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ শ্বেত ৩।১—২।১ ।

‘ক একঃ’ ‘জালবান্’ মারী ‘ইশিনীতিঃ’ বশক্তিভিঃ ‘ঈশতে’ ঈষ্টে নিষচ্ছতি । কান্? ‘সৰ্বান্’ লোকান্ ‘ইশিনীতিঃ’ ‘ঈশতে’ । ‘উক্তবে’ বিভূতিবিত্তারে ‘সত্তবে’ আত্মপ্রকাশে ‘বঃ’ ‘একঃ’ ‘এব’ । ‘যে’ ‘এতৎ’ একত্বেনাবিকারিত্বং তন্ত ‘বিহুঃ’ জানন্তি ‘তে’ ‘অমৃতঃ’ ‘ভবন্তি’ ।

‘বঃ’ ইমান্ লোকান্ ‘ইশিনীতিঃ’ ‘ঈশতে’ স ‘ব্রহ্মঃ’ সংসাররূপ্ হাবকঃ ‘হি’ বতঃ ‘একঃ’ ততঃ ‘বিত্তোর’ বিত্তোর ‘ন তলুঃ’ ন স্বীকুরুন্তি ব্রহ্মবিদঃ । ‘প্রত্যঙ্’ সৰ্ব্বেবাম্ অভ্যন্তরঃ সন্ স ‘জনান্’ ‘তিষ্ঠতি’ অধিতিষ্ঠতি ‘অন্তকালে’ এলয়ে স ‘জনান্’ ‘সঙ্কোপ’ সংহতবান্ ‘বিদ্যা’ বিদ্যানি সৰ্বাণি ‘ভুবনানি’ ‘সংস্রজ্যা’ সৃষ্টা। স ‘গোপাঃ’ গোপ্তা রক্ষিতা ।

স ‘বিশ্বতশ্চকুঃ’ সৰ্বপ্রাণিগতানি চকুঃবি অস্ত ইতি বিশ্বতশ্চকুঃ—এবমন্তরায় । ‘উত’ অপিচ ‘বিশ্বতোমুখঃ’, ‘বিশ্বতোবাহঃ’ ‘উত’ অপিচ ‘বিশ্বতস্পাৎ’ । স ‘একঃ’ দেবঃ ‘জ্ঞাবাত্মো’ জ্ঞাৎ ভূমিক ‘জনয়ন্’ ‘বাহত্যা’ ‘সংধমতি’ ‘সংযোজয়তি’ মনুয্যাদীন ‘পত্নীত্রেঃ’ পত্নীঃ ‘সংধমতি’ পক্ষিণঃ ।

‘বঃ’ ‘বিদ্যাধিপঃ’ বিশ্বত পালয়িতা ‘মহর্ষিঃ’ সৰ্বদর্শী ‘ব্রহ্মঃ’ ‘দেবানাম্’ ‘প্রভবঃ’ ‘চ’ উৎপত্তিহেতুঃ ‘উক্তবঃ’ চ ঐশ্বর্যাহেতুঃ ‘পূৰ্ব্বঃ’ সৃষ্টাদৌ ‘হিরণ্যগৰ্ভং’ ব্রহ্মাণং ‘জনয়ামান’ ‘ন’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘তত্তদা’ কল্যাণময্যা ‘বুদ্ধ্যা’ ‘সংযুজ্যতু’ সম্পন্নান্ করোতু ।

হে ‘ব্রহ্ম’ ‘বা’ ‘তে’ তব ‘শিবা’ মঙ্গলময়ী ‘অঘোরা’ সোম্যা ‘অপাপকাশিনী’ পুণ্যাতিব্যক্তিকরী ‘তনুঃ’ স্বরূপং ‘তন্মা’ শতময়ী ‘সুখতময়া’ ‘তনুবা’ স্বরূপেণ হে ‘গিরিশত’—গিরৌ তুলাধিকরণে হিষ্টা শং সুখং তনোতীতি গিরিশত—‘অভিচারকশীহি’ অভিগন্ত শ্রেয়সা নিবোজয়ত্ব ।

হে ‘গিরিশত’, ‘অন্তবে’ ক্ষেপ্তং ‘বাম্ ইম্’ বাগঃ ‘হন্তে’ ‘বিতর্বি’ ধারয়সি হে ‘গিরিত্র’ গিরিহৃত্যতঃ ‘তান্’ ইম্ ‘শিবাং’ মঙ্গলময়ী ‘কুরু’ ‘পুরুষং’ জীবং ‘জগৎ’ বিশ্বং ‘মা হিংসীঃ’ ।

‘ততঃ’ পুরুষযুক্তজগতঃ ‘পরং’ শ্রেষ্ঠং ‘ব্রহ্মপরং’ ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগৰ্ভাৎ ‘পরং’ ‘বৃহত্তং’ মহাত্তং ‘যথা-নিকারং’ যথানুরীত্যং ‘সৰ্বভূতেষু’ ‘গুঢ়ম্’ অন্তরবহিতং ‘বিশ্বত একং পরিবেষ্টিতারং’ ‘তন্’ ‘ঈশন্’ ঈশরং ‘জাহা’ ‘অমৃতঃ’ বিকারাতীতাঃ ‘ভবন্তি’ ।

‘তমসঃ’ অজানাতং ‘পরন্তাৎ’ অতীতম্ ‘আদিত্যবর্ণং’ প্রকাশস্বরূপং ‘মহাত্তম্’ ‘এতং’ ‘পুরুষং’ পরাপরপ্রকৃতিগরিষত্তারম্ ‘অহং’ ‘বেদ’ জ্ঞানে । ‘তং’ পুরুষম্ ‘এব’ ‘বিদিত্বা’ জাহা ‘বৃত্ত্যং’ ‘অত্যতি’ অতিক্রান্তি ‘অন্যনাম্’ পরমপদপ্রাপ্তরে ‘অন্তঃ পছাঃ’ ‘অপরঃ উপারঃ’ ‘ন’ ‘বিদ্যাতে’ ।

‘বদ্যং’ পরমপুরুষাৎ ‘পরং’ শ্রেষ্ঠং ‘ন’ ‘অপরং’ ‘কিঞ্চিৎ’ ‘অন্তি’ ‘বদ্যং’ ‘ন অপরঃ’ ‘ন স্পন্দন্তঃ’ ‘ন জায়ঃ’ ‘ন বৃহন্তঃ’ ‘কিঞ্চিৎ অন্তি’ ‘দিবি’ জ্ঞোতনশীলে যে মহিষি ‘বৃক্ষ ইব’ ‘তুচ্ছঃ’ ‘অবাকী’ ‘একঃ’ ‘অসহারঃ’ ‘তিষ্ঠতি’ ; ‘তেন’ এবভূতেন ‘পুরুষেণ’ পরাপরপ্রকৃতিগরিষত্তা। ‘ইদং’ ‘সৰ্বং’ ‘পূর্ণম্’ ।

‘ততঃ’ পুরুষযুক্তজগতঃ ‘উত্তরতরম্’ অতীতং ‘তৎ’ ‘অরূপম্’ রূপাদিরহিতম্ ‘অনাময়ং’ তাপরহিতং ‘যে’ ‘এতৎ’ পরতত্ত্বং ‘বিহুঃ’ জানন্তি ‘তে’ ‘অমৃতঃ’ ‘ভবন্তি’ ‘অব’ ‘ইতরে’ তদনভিজাঃ ‘দ্বঃখম্’ ‘এব’ ‘অপিরতি’ প্রাপ্যন্তি ।

‘সৰ্বান্ননশিরোজীবঃ’ সৰ্বাণি আননানি মুখানি শিরাংসি মন্তকানি গ্রীবাশ্চ অন্ত, ‘সৰ্বভূতগ্ৰহা-  
শরঃ’ সৰ্বেষাং ভূতানাং গ্ৰহাণাং যুদ্ধো শেতে ইতি শরঃ ‘সৰ্বব্যাপী’ ‘স ভগবান্’ সৰ্বৈষব্যাপূৰ্ণঃ  
‘ভবাৎ’ কারণাৎ স ‘সৰ্বগতঃ’ নিখিলে জগতি প্রকাশমানঃ ‘শিবঃ’ মঙ্গলস্বরূপঃ ।

‘এব’ ‘মহান্’ ‘প্রভুঃ’ সমর্থঃ ‘পুরুষঃ’ পরমপরপ্রকৃতিপরিব্রজা ‘সমস্ত’ অন্তঃকরণত্ব ‘প্রবর্তকঃ’  
প্রেরয়িতা ‘মুনির্জলান্’ অতিবিশুদ্ধাঃ ‘প্রাপ্তিঃ’ পরমপদপ্রাপ্তিঃ ‘ঈশানঃ’ ঈশিতা নিয়ন্তা ‘জ্যোতিঃ’  
প্রকাশনস্বরূপঃ ‘অব্যয়ঃ’ অপকরবিরহিতঃ ।

‘অদ্বৈতমাত্রাঃ’ হৃদয়রত্ন পরিমাণঃ হৃদয়প্রকাশব্যাপী ‘পুরুষঃ’ ‘অন্তরাত্মা’ সন্ ‘সদা’ জনানাং হৃদয়ে  
সন্নিবিষ্টঃ’ । ‘হৃদা’ অমুরাগেণ ‘মনসা’ মননেন স ‘মবীশঃ’ জ্ঞানেশঃ ‘অভিকৃপ্তঃ’ অভিযুক্ততঃ  
অভিব্যক্তঃ । ‘যে’ ‘এতৎ’ তৎ ‘বিহুঃ’ জানন্তি ‘তে’ ‘অমৃতঃ’ বিকারাতীতাঃ ‘ভবন্তি’ ।

‘পুরুষঃ’ ‘সহস্রশীৰ্ষঃ’—সহস্রাণি অনন্তানি শীৰ্ষাণি বস্ত—এবমুত্তরত্ব, ‘সহস্রাক্ষঃ’ ‘সহস্রপাং’ ‘স’  
‘বিষতঃ’ সৰ্বভূতঃ ‘ভূমিঃ’ ‘বৃক্ষা’ ব্যাপা ‘দশাঙ্গুলম্’ ‘অত্যতিষ্ঠৎ’ অতীত্য অতিষ্ঠৎ । দশাঙ্গুলমিত্য-  
বিবক্ষিতমনস্তব্ধমেবাভিপ্ৰেতম্ ।

‘বৎ ভূতং’ ‘বৎ চ ভবাৎ’ ভবিষ্যৎ ‘বৎ ইদং’ বর্তমানং তৎ সৰ্বং ‘পুরুষঃ’ এব—ততএব কালজয়ন্ত  
ভবন্তিবিষয়াণ্যং প্রযুক্তেঃ । ‘বৎ অগ্নেঃ’ ‘অতিরোহতি’ বর্ধতে তন্ত ‘উত’ অপিচ ‘অমৃতত্বন্ত’ ‘ঈশানঃ’  
‘নিয়ন্তা’ সঃ ।

‘তৎ’ পরতত্ত্বং ‘সৰ্বভূতঃ’ ‘পাণিপানঃ’ ‘সৰ্বভূতঃ’ ‘অক্ষি-শিরো-মুখং’ ‘সৰ্বভূতঃ’ ক্রতিমৎ শ্রবণং,  
‘লোকং’ ত্রিভুবনং ‘সৰ্বম্’ ‘আবৃত্তা’ আচ্ছাদা ‘ভিষ্ঠতি’ ।

‘সৰ্বেন্দ্রিয়গুণাতামং’ সৰ্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গুণানাং দর্শনশ্রবণাদীনাম্ আভাসঃ কিরাপ্রকাশঃ  
যতঃ তৎ, স্বয়ন্ত ‘সৰ্বেন্দ্রিয়বিবক্ষিতং’ সৰ্ববিধকরণরহিতম্ ‘সৰ্বন্ত’ জগতঃ ‘প্রভুম্’ অধীশ্বরং ‘ঈশানং’  
নিয়ন্তু ‘সৰ্বভূতং’ ‘শরণম্’ আশ্রয়ঃ ‘বৃহৎ’ কারণকং ।

‘নবদ্বারে’—শিরসি সপ্তদ্বারাণি অবাসী যে—‘পুরে’ দেহে ‘দেহী’ জীবঃ ‘হংসঃ’ সন্ পরাক্রান্তা একঃ  
সন্ তৎপ্রেরণয়া ‘বহিঃ’ ‘লেলায়তে’ বিষয়গ্রহণায় চকলো ভবতি । স তু পরাক্রান্তা ‘সৰ্বন্ত লোকসঃ’  
‘হাবরস্য চরস্য চ’ ‘বশী’ বশিতা নিয়ন্তা ।

‘অপানিপানঃ’ করচরণরহিতঃ অথচ ‘জবনঃ’ দূরগামী ‘গ্রহীতা’ সৰ্বগ্রাহী সৰ্বশক্তিহাৎ, ‘অচক্ষুঃ’  
চক্ষুরহিতঃ অথচ ‘পশ্চতি’ ‘অকর্ণঃ’ কর্ণরহিতঃ অথচ ‘শৃণোতি’ জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ, ‘বেদাৎ’ জ্ঞাতাবিষয়ঃ  
‘স বেত্তি’—অমনকোপি সৰ্বজ্ঞত্বাৎ, ‘ন চ’ ‘তস্য’ ‘বেত্তা’ জ্ঞাতা ‘মত্তি’—সৰ্বপ্রকাশকত্বাদানন্ত্যাচ্চ ।  
‘তৎ’ ‘মহাত্তমং’ ‘অধ্যাৎ’ প্রথমং—সৰ্বকারণত্বাৎ—‘আহঃ’ ব্রহ্মবিদঃ ।

‘অণোঃ’ হুম্মাৎ অপি ‘অণীয়ান্’ হুম্মতরঃ ‘মহতঃ’ বৃহতঃ অপি ‘মহীয়ান্’ বৃহত্তরঃ ‘আত্মা’ পরাক্রান্তা  
‘অন্ত জন্তোঃ’ প্রাণিজাতন্ত ‘গ্ৰহাণাং’ হৃদি ‘নিহিতঃ’ স্থিতঃ । ‘তম্’ ‘অক্ষতুং’ বিষয়ভোগসংকল্পরহিতং  
‘নহিমানং’ বুদ্ধিকরণরহিতং ‘ঈশন্’ ‘ঈশ্বরং’ ‘ধাতুঃ’ সৰ্বনিয়ন্তঃ ‘প্রদাদাৎ’ অমুগ্রহতঃ জনঃ ‘পশ্চতি’  
পশ্চন্ ‘বীতশোকঃ’ শোকরহিতঃ ভবতি ।

‘বিভূত্বাৎ’ আকাশব্যাপকত্বাৎ ‘এতম্’ ‘অজরং’ পরিণামধর্মবর্জিতং ‘পুরাণং’ শাস্ত্রতঃ ‘সৰ্বজ্ঞানং’  
সৰ্বৈষ্যামানুভূতং ‘সৰ্বগতং’ ‘ঈশন্’ ‘অহং’ ‘বেদ’—ধাতুঃ প্রসাধাদিতিশেষঃ ;—‘ব্রহ্মবাদিনঃ’ ‘বস্য’  
‘অম্মনিরোষণং’ জ্ঞানাতাবৎ প্রবর্তিত, ‘নিত্যম্’ ‘অভিব্যক্তি’ সম্যক্ৰুচি তম্ ।

যিনি একমাত্র মায়ী তিনি বিবিধ শক্তিয়োগে জীবকে এবং নিখিল

লোককে শাসন করেন । যিনি বৈভবপ্রকাশে আত্মপ্রকাশে একই থাকেন তাঁহাকে বাঁহারা জানেন তাঁহার অমৃত হয়েন ।

যিনি এই সকল লোককে বিবিধশক্তিসাধনে শাসন-করেন, সেই রুদ্র এক, তাঁহার দ্বিতীয় আছে [ ত্র্যম্বকবিদ্যায় ] তাহা স্বীকার-করেন না । তিনি অভ্যন্তরবর্তী হইয়া জনগণে স্থিতি করেন, অন্তকালে তিনিই তাহাদিগকে লয়-করিয়াছিলেন । তিনি বিশ্বভুবন সৃজন-করিয়া তাহার রক্ষক হইয়া আছেন ।

সকলের চক্ষু তাঁহার চক্ষু, সকলের মুখ তাঁহার মুখ, সকলের বাহু তাঁহার বাহু, সকলের পদ তাঁহার পদ । সেই এক দেবতা দু্যলোক ভুলোক উৎপন্ন করিয়া মনুষ্যাদিতে বাহুদ্বয় এবং পক্ষিগণে পক্ষযোজনা করিয়াছেন ।

বিশ্বের অধীশ্বর, মহর্ষি ( সর্দেজ ) রুদ্র দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্যের হেতু । তিনিই পূর্বকালে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন করেন ।

হে রুদ্র, হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, তোমার তনু মঙ্গলময়ী, অভয়দাত্রী, পুণ্যপ্রকাশিনী, সেই সুখতম তনুযোগে তুমি আমাদিগকে অবলোকন কর ।

হে গিরিস্থ সুখবিস্তারক, হে গিরির ত্রাতা, তুমি যে বাণ ক্ষেপণ-করিবার জন্ত হস্তে ধারণ করিয়াছ, সেই বাণকে তুমি মঙ্গলময় কর । পুরুষ ( জীব ) ও জগৎকে হিংসা-করিও না ।

পুরুষযুক্ত জগৎ এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি বৃহৎ, বাহার ষাটশ শরীর তাহার সেই শরীরানুসারে যিনি সর্বভূতে গৃহভাবে স্থিতি করিতেছেন, যিনি বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টক, সেই ঈশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত ( বিকারাতীত ) হয় ।

অন্ধকারের ( অজ্ঞানের ) অতীত ভূমিতে আমি এই আদিত্যবর্ণ ( প্রকাশস্বরূপ ) মহান পুরুষকে জানি । তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, পরমপদপ্রাপ্তির জন্ত আর অন্য পথ নাই ।

বাঁহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, বাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর বা বৃহত্তর

কিছু নাই, তিনি স্বষ্কের স্থায় নিস্তক হইয়া দিব্যধামে একা বাস করিতেছেন । এই পরমপুরুষ কর্তৃক এ সমুদায় পূর্ণ ।

পুরুষযুক্ত জগতের বাহ্য অতীত তাহা অরূপ ও অনাগম্য । যাহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন, যাহারা ইহাকে জানে না তাহারা কেবল দুঃখপ্রাপ্ত হয় ।

সকল আনন্দ শির ও গ্রীবা তাঁহার, সকল ভুতের গূঢ় প্রদেশে তিনি স্থিত । তিনি সর্বব্যাপী ভগবান্, তাই তিনি সর্বগত মঙ্গলস্বরূপ ।

এই মহান্ প্রভু পরমপুরুষ অন্তঃকরণের প্রবর্তক । এই সুনির্মল পদপ্রাপ্তির ইনি নিয়ন্তা । ইনি জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বরূপ), ইনি অব্যয় ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ (হৃদয়ব্যাপী) পরমপুরুষ অন্তরাত্মা হইয়া সদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন । হৃদয় ও মনের দ্বারা সেই জ্ঞানেশ সাক্ষাৎ প্রকাশ পান । যাহারা এ তত্ত্ব জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন ।

সহস্র যাহার শির, সহস্র যাহার চক্ষু, সহস্র যাহার পদ, সেই পুরুষ সকল দিক্ হইতে ভূমিকে (জগৎকে) আবৃত করিয়া দশ অঙ্গুলি অতীত হইয়া আছেন ।

যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, যাহা কিছু বর্তমান সে সকলই সেই পুরুষ । যাহা অন্ন দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহার এবং অমৃতের তিনি নিয়ন্তা ।

সকল দিকে তাঁহার পাণিপাদ, সকল দিকে তাঁহার চক্ষু শির ও মুখ, সকল দিকে তিনি শ্রুতিমান্, তিনিই সকল আবৃত করিয়া স্থিতি করিতেছেন ।

তাঁহা হইতেই সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, অথচ তিনি আপনি ইন্দ্রিয়বর্জিত । তিনিই সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় ও রূহৎ ।

এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে (দেহে) দেহী পরাত্মা সহ এক হইয়া বহির্ক্ৰিয় গ্রহণে চঞ্চল হয় । সেই পরাত্মা স্থাবর জড়ম সকল লোকের নিয়ন্তা ।

তাঁহার পদ নাই অথচ তিনি দূরগামী, তাঁহার হস্ত নাই অথচ তিনি সর্বগ্রাহী, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি দেখেন, তাঁহার কণ্ঠ নাই অথচ



তিনি শোনে। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, তাঁহার বেজ্ঞা কেহ নাই। ব্রহ্মবিদগণ সেই মহান্ পরমপুরুষকে প্রথম বলেন।

পরাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতেও মহত্তর, এই প্রাণিগণের স্বদয়ে তিনি নিহিত। বিষয়ভোগসকল্লরহিত, বুদ্ধিকল্পবর্জিত, সেই ঈশ্বরকে বিধাতৃপ্রসাদে লোকে দেখে দেখিয়া বীতশোক হয়।

এই অজ্ঞর পুরাণ সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বগত পরাত্মাকে ব্যাপিত্ববশতঃ আমি জানি। ব্রহ্মবাদিগণ যাহার জন্মাতাব ঘোষণা-করেন তাঁহারই অস্তিত্ব বাদন-করেন।

ভাব—আমাদের সম্মানিত একাদশধ্যান উপনিষদে ‘জাল’ ‘জালক’ ‘জালবৎ’ এই তিনটি শব্দ এক এক বার মাত্র উল্লিখিত আছে। জাল জীবনোপাদান ( ৬১০ ), জালক জাল (৩২০), জালবান্ মায়া। ইন্দ্রজাল শব্দ এ কয়েকধ্যান উপনিষদে কোথাও নাই। মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ নিরন্তর রূপান্তর হয় বলিয়া এই জগৎকে ইন্দ্রজালের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু মিথ্যা বলেন নাই। জালবান্ এই শব্দ অবলম্বন করিয়া জগৎকে ইন্দ্রজাল বলিলে উহা যে উপনিষদ মতের বিরোধী স্বৈরাচারের উপনিষদের প্রমাণে এ কথা বলা বাহ্যেতে পারে না। যাহারা ঈশ্বরের অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতিপুরুষাদি শক্তি স্বীকার করেন তাঁহারা জগতের ক্ষণভঙ্গুরতাবশতঃ মায়া, ইন্দ্রজাল, সমুদ্রের তরঙ্গ ও বৃহৎদের সঙ্গে উহার তুলনা করিতে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু এরূপ তুলনা করেন বলিয়া তাঁহারা জগতের মিথ্যাও প্রতিপাদন করেন না, পরন্তু এই কথা বলেন—জগতের রূপান্তরতার মধ্যে রূপে রূপে পরাত্মা যে প্রজ্ঞানঘনরূপ নিরন্তর প্রকাশ-করেন, উহাই জগদ্রূপে ভাসমান হয়। এ কথা বলিলে বেদান্তবিরুদ্ধ কথা কিছুই বলা হয় না, বরং ইহার বিপরীত কথাই উহার মতবিরোধী, এ সম্বন্ধে পূর্বে যে সকল বিচার হইয়াছে তাহাতে তাহাই প্রকাশ পায়। বিবিধ শক্তিযোগে—এক অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি বিবিধ শক্তির আকারে প্রকাশ পায়, তাই সৃষ্টিতে আমরা বিবিধ প্রকারের শক্তি প্রত্যক্ষ করি।

পুরুষযুক্ত জগৎ এবং হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ—পূর্ব প্রবচনে ‘পুরুষ, জীব ও জগৎকে হিংসা করিও না’ এই প্রার্থনা করিয়া পরমর্তী প্রবচনের আরম্ভেই ‘তৎ’ শব্দ প্রয়োগ করাতে ঐ শব্দ দ্বারা পুরুষযুক্ত জগৎ বুঝাইতেছে। জীব ও জগৎ পরমাত্মার অধীন, স্তূতরাং পরমাত্মা উহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির প্রবন্ধে জীবের প্রকাশ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পরাত্মা সৃষ্টিবিস্তার করেন, পরমাত্মার আবির্ভাব বিনা হিরণ্যগর্ভ তৎকার্যে স্বয়ং অসমর্থ, স্তূতরাং হিরণ্যগর্ভ হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ।

বৃক্ষের ভ্রাতা নিম্বক হইয়া—সেই পুরুষ-পুরুষের প্রেরণায় জগতের নিখিল কার্য

নিশ্চয় হইতেছে, অথচ তিনি বুদ্ধের দ্বার দ্বন্দ্ব—অবাকী হইয়া আছেন, তিনি যে সকলই করিতেছেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেছেন না। তাঁহার প্রেরণা বা ভাব আমাদের নিকটে বাক্যের আকারে প্রকাশ পায় এ কথা সত্য, কিন্তু সে বাক্য জীব-নিষ্ঠ ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে। নাম ও রূপ ব্রহ্ম নহেন, নাম ও রূপ জগদ্বিধায়িনী পরাপরপ্রকৃতি, তব্বিদ্গণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

পুরুষযুক্ত জগতের যাহা যাহা অতীত তাহা অরূপ ও অনাময়—জীব ও জগৎ স্বয়ং নহে, পরাস্পরতন্ত্র। জগৎ রূপযুক্ত, জীব তৎসংসৃষ্ট। উপাধির সঙ্গে যোগ থাকিতে জীব অনাময় নহে, তাহাকে সংসারতাপে সম্বলিত হইতে হয়। এই জীব ও জগতে যিনি বদ্ধ নহেন, তাহাদিগেতে থাকিয়াও তাহাদের অতীত, তিনিই পরাত্মা তিনিই উহাদের নিয়ন্তা। যাহারা এই নিয়ন্তার অধীন হইয়া চলে তাহারা নির্বিকারচিত্তে জীবননির্বাহ করে, যাহারা তাঁহার অধীন হইয়া চলে না, তাহারা দুঃখভাজন হয়।

সকল আনন শির ও গ্রীবা তাঁহার—পরাত্মা আননাদিরহিত, অথচ জীবের আন-নাদি তাঁহার আননাদি, কেন না তদ্ব্যোগে তিনি নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন (১৮৬। ৭পূ)।

বিধাতৃপ্রসাদে—স্বয়ং পরাত্মা যাহার যাহা প্রয়োজন আপনি তাহা বিধান করিয়া থাকেন (৪। ২), একথা বেদান্তে অপরিচিত নয় স্মৃতরাং বিধাতৃত্বের ভাব বেদান্তসমু-চিত নয়, এ কথা বলা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রসাদ বা অমুগ্রহ, ইহাও বেদান্ত-সিদ্ধ, কেন না যখন শ্রুতি বলিতেছেন “ইনি যাহাকে অমুগ্রহ করেন তিনিই ইহাকে লাভ করেন” (৫। ৩) তখন ভগবদমুগ্রহ বেদান্তসম্মত নয়, ইহা বলা ঠিক নয়। অমুগ্রহ বেদান্তসম্মত বলিয়াই শ্রীমচ্ছবরও স্বভাষ্যে লিখিয়াছেন “তাঁহার (ঈশ্বরের) আজ্ঞার জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বলক্ষণ সংসার সিদ্ধ হয়, তাঁহারই অমুগ্রহহেতু বিজ্ঞানযোগে মোক্ষ সিদ্ধ হওয়া সমুচিত (বে, সূ, ২। ৩। ৪১)।”

৭। য একবর্ণোবজ্জধা শক্তির্যোগা-

দ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুক্তঃ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চক্ষুঃশ্রোত্রাঃ ।

তদেব শুক্রং তদুত্রাক্ষ তদাপদ্বয়ং প্রজাপতিঃ ॥ শ্বেত ৪। ১। ২

‘বঃ’ একঃ’ অসংখ্যঃ ‘অবর্ণঃ’ ভেদসাধকবর্ণরহিতঃ । ‘নিহিতার্থঃ’ নিগূঢ়প্রয়োজনঃ ‘বহবাশক্ত-  
বোধঃ’ ‘অনেকান্’ ‘বর্ণান্’ ওক্তাদিক্রপান্ ‘দধাতি’ বিধাতি ‘স দেবঃ’ ‘আদৌ’ অগ্রে ‘বিশ্বঃ’,

‘এতি’ প্রাপ্নোতি স্বস্বদেহেন একটরতি ‘অন্তে’ লয়কালে ‘চ’ ‘ব্যেতি’ সংহরতি । ‘ন’ ‘নঃ’ অন্নান্  
‘তত্ত্বা’ ‘বুদ্ধা’ ‘সংযুক্তু’ সংযোজয়তু ।

‘তৎ’ পরতস্মৎ, ‘এব’ ‘অগ্নিঃ’ ‘তৎ আদিত্যঃ’ তৎ ‘বায়ুঃ’ ‘তৎ’ ‘উ’ এব ‘চন্দ্রমাঃ’ ‘তৎ এব শুক্রঃ’  
শুক্রঃ ‘তৎ ব্রহ্ম’ সৰ্ব্বান্তর্ভাবকম্, ‘তৎ আপঃ’ জলম্, ‘তৎ প্রজাপতিঃ’ ত্রিগণ্যগর্ভঃ ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, যাঁহার অভিপ্রায় নিগূঢ়, যিনি বিবিধশক্তি-  
যোগে অনেক বর্ণ বিধান-করেন, সেই দেব আদিত্যে সকল ব্যক্ত করেন,  
অন্তে সংহরণ-করেন । তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধি দান-করুন ।

তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই  
শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি ।

ভাব—পরাত্মা স্বয়ং এক রূপরহিত হইয়াও স্বশক্তিযোগে বিবিধ রূপবান্ পদার্থ  
অভিব্যক্ত করেন । এই সকল পদার্থ বিনা প্রয়োজনে বিনাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হয় না ।  
প্রত্যেক পদার্থের সঙ্গে প্রত্যেক পদার্থের সম্বন্ধ পর্যালোচনা-করিয়া দেখা যায়, এক  
অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, সকলগুলি মিলিত হইয়া স্রষ্টার মহান্ অভিপ্রায়  
সিদ্ধ করিতেছে । যদি স্রষ্টার কোন অভিপ্রায় না থাকিত স্রষ্টা অন্ধ ও অজ্ঞান বলিয়া  
গৃহীত হইতেন । আমাদের বুদ্ধি যখন নির্মল হয়, স্রষ্টার মঙ্গলাভিপ্রায় অনুবর্তন করে,  
তখন তাঁহার মহান্ অভিপ্রায় আমাদেরকে তাঁহার আত্মরূপ করিয়া লয় । সৃষ্ট  
স্রষ্টার অনুরূপত্ব লাভ-করিবে, বেদান্তমতে ইহাই স্রষ্টার মহান্ অভিপ্রায় ।

তিনিই অগ্নি তিনিই আদিত্য—তিনিই অগ্নির অগ্নি, তিনিই আদিত্যের আদিত্য,  
তিনিই বায়ুর বায়ু, তিনিই চন্দ্রমার চন্দ্রমা, তিনিই জলের জল, তিনিই প্রজাপতির  
প্রজাপতি বৈদান্তিক কার্য্যকারণের অভেদভাবে উল্লেখের রীতি অনুবর্তন করিয়া এইরূপ  
অর্থ নিশ্চয় হয় ( ৫১ ) ।

৮ । যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো

যস্মিন্নিদং সঞ্চ বি চৈতি সর্বম্ ।

তমীশানং বরদং দেবমীড্যং

নিচাযোমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ শ্বেত ৪ । ১১ ।

‘যঃ’ ‘একঃ’ ‘যোনিং যোনিং’ মূলপ্রকৃত্যন্তরপ্রকৃতীঃ ‘অধিতিষ্ঠতি’ ‘ইদং’ ‘সর্বং’ ‘যস্মিন্’ ‘সমেতি’  
সদচ্ছতে ‘চ’ ‘ব্যেতি’ লয়ং প্রাপ্নোতি ‘চ’ ‘তৎ’ ‘বরদম্’ অভীষ্টদ্রব্যম্, ‘ইড্যং’ স্তব্যম্, ‘ইশানং’  
নিয়ন্তারং ‘দেবং’ ‘নিচাযা’ অপরাধীকৃত্য ‘অত্যন্তং’ সর্বনিবৃত্তিকরং যথা ত্রাণ তথা ‘ইমাং’ প্রত্যেকাং  
‘শাস্তিম্,’ ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ।

যিনি এক হইয়া যোনিতে যোনিতে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে এই সমুদায়  
সঙ্গত ও বিলীন হয়, সেই অভীষ্টদ, স্তবনীয়, নিয়ন্তা দেবকে সাক্ষাৎদর্শন  
করিয়া জীব প্রত্যক্ষ শাস্তি লাভ-করিয়া থাকে ।

ভাব—যোনিতে যোনিতে—পরাত্মার প্রকাশস্থল মূল প্রকৃতি ও অবাস্তব প্রকৃতি । সেই সেই প্রকাশস্থলে তিনি ‘এক হইয়া’—স্বয়ং নিয়ন্ত্ৰরূপে অপরিবর্তিত থাকিয়া—অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । সঙ্গত ও বিলীন—মূল প্রকৃতি ও অবাস্তব প্রকৃতির সহিত পরাত্মার মিলনে সৃষ্টি, বিচ্ছেদে লয় । প্রতিদিনের সাধনার্থ সাধকগণ এই মিলন ও বিচ্ছেদের নিয়োগ করিয়া থাকেন । যখন তিনি জগতে ব্রহ্মদর্শন করেন তখন তিনি পরাত্মাকে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত দেখেন, সকল প্রকার বিচিত্রতার মধ্যে, একমাত্র তিনিই সাধকের দৃষ্টিগোচর হন । যখন প্রকৃতির সঙ্গবর্জিত স্বয়ং পরাত্মাকে সাধক প্রত্যক্ষ করিতে চান, তখন তিনি প্রকৃতির লয়সাধন করিয়া মাৎসর্যসম্বন্ধে পরাত্মাতে স্থিতি করেন ।

৯। যো দেবানামধিপো

যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ ।

য ঈশেহস্ম্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ

কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্ম্য মধ্যে

বিশ্বস্ম্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

বিশ্বস্মৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥

স এব কালে ভুবনস্ম্যস্ম গোপ্তা

বিশ্বাধিপঃ সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ ।

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ

তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্চিন্তি ॥

স্থতাং পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং

জ্ঞাত্বা শিবং সৰ্ব্বভূতেষু গুঢ়ম্ ।

বিশ্বস্মৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মৃত্যুতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সম্বিবিষ্টঃ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তো  
 য এতদ্বিরম্যতাস্তে ভবন্তি ॥  
 যদাহতমস্তম্ দিবা ন রাত্রি-  
 ম্ সম চাসংস্থিৎ এব কেবলঃ ।  
 তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বিরেণ্যং  
 . প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রশুতা পুরাণী ॥

শ্বেত ৪।১৩—১৮ ।

‘বঃ’ ‘দেবানাং’ ব্রহ্মাদীনাম্ ‘অধিপঃ’ স্বামী ‘যস্মিন্’ লোকাঃ অধিষ্ঠিতাঃ ‘বঃ’ ‘অন্ত দ্বিপদঃ চতুষ্পদঃ’  
 ‘দ্বিশে’ দ্ব্যষ্টে ‘তন্মৈ’ ‘কন্মৈ’—ছান্দসঃ—কায় সুখস্বরূপায় ‘দেবার’ ‘হবিষা’ পূজোপহারেণ ‘বিশেষ’  
 পরিচরয়েম ।

‘কলিলত’ গহনত ‘মধ্যে’ ‘সুস্মাতিসুস্ম’ অতিসুস্মদ্ব্যাৎ তত্তৎ এবিষ্টম্ ‘অনেকরূপং’ ‘বিবিধস্বরূপং’  
 ‘বিশ্বত্’ স্রষ্টার ‘বিশ্বত্’ পরিবেষ্টিতারম্ ‘একম্’ অধিতীয় ‘শিবং’ ‘জ্ঞাত্বা’ বিদিত্বা ‘অত্যন্তং’ বধা ত্বাৎ  
 তথা ‘শান্তিম্’ ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ।

‘স এব’ ‘কালে’ সৃষ্টিস্থিতিগময়ে ‘অন্ত’ ‘ভুবনত’ ‘গোপ্তা’ রক্ষিতা ‘বিষাধিপঃ’ বিশ্বত্ পালয়িতা,  
 ‘সর্বভূতেষু গুঢ়ং’ প্রচ্ছন্নভাবেনং বস্থিতঃ ‘যস্মিন্’ বিশ্বপতো ব্রহ্মধ্বং দেবতাঃ চ ‘বৃজাঃ’ যোগসম্প্রদাঃ  
 ‘তম্’ ‘এব’ এবম্ভকারেণ ‘জ্ঞাত্বা’ বিদিত্বা ‘মৃত্যুপাশান্’ ‘হিনতি’ হিন্নান্ করোতি ।

‘মৃত্যুৎ পরং’ তদুপরি বিদ্যমানং ‘মণ্ডং’ তৎসারঃ ‘ইব’ ‘অতিসুস্ম’ ‘সর্বভূতেষু গুঢ়ং’ ‘বিশ্বত্’  
 পরিবেষ্টিতারম্ ‘একম্’ অধিতীয় ‘দেবং’ ‘জ্ঞাত্বা’ ‘সর্বপাশৈঃ’ ‘মৃত্যুতে’ মুক্তো ভবতি ।

‘এষ দেবঃ’ ‘বিশ্বকর্মা’ বিশ্বস্রষ্টা ‘মহাজ্ঞা’ সর্বব্যাপী, ‘সদা জনানাং হৃদয়ে’ ‘সন্নিবিষ্টঃ’ সম্যক্ এবিষ্ট  
 স্থিতঃ ‘হৃদা’ ‘অমুরাগেণ’ ‘মনীষা’ বিবেকেন, ‘মনসা’ মননেন ‘অতিকৃপ্তঃ’ অতিমুখীকৃতঃ । ‘যে’  
 ‘এতৎ’ তৎ ‘বিদ্বঃ’ ‘জানন্তি’ ‘তে’ ‘অমৃত্যুঃ’ ‘ভবন্তি’ ।

‘বদা’ ‘অতঃ’ তমসোঃপ্রভং সৃষ্টেঃ প্রাক্কালঃ অন্তবৎ ‘তৎ’ তদা ‘ন দিবা’ ‘ন রাত্রিঃ’ ‘ন চ সন্’  
 ‘ন চ অসন্’ আসীৎ ‘কেবলঃ’ অদ্বৈতঃ ‘শিবঃ এব’ আসীৎ । ‘তৎ’ শিবভবম্ ‘অক্ষরম্’ অবিনাশি,  
 ‘তৎ’ ‘সবিতুঃ’ প্রকাশমতাবস্ত সুবাস্ত ‘বিরেণ্যং’ ভজনীয়ম্ । ‘তস্মাৎ’ শিবভব্যাৎ ‘পুরাণী’ নিত্যকাল-  
 সিদ্ধা ‘প্রজ্ঞা চ’—‘মহং ব্রহ্মাস্মি’তি—‘প্রশুতা’ একটীভূতা, অতএব চ সৃষ্টিকালে প্রাজ্ঞ ইতি সংজ্ঞা ।

যিনি দেবতাগণের স্বামী, লোকসমূহ বাঁহাতে আশ্রিত, যিনি এই  
 দ্বিপদ ও চতুষ্পদের শাসন করিতেছেন, সেই সুখস্বরূপ দেবতাকে  
 পূজোপহার অর্পণ-করি ।

অতি-গহনমধ্যে যিনি সুস্মাতিসুস্ম, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক  
 বাঁহার রূপ, বিশ্বের যিনি পরিবেষ্টিতা, সেই একমাত্র মঙ্গলস্বরূপকে  
 জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ।

তিনিই কালে এই ভুবনের রক্ষাকর্তা, বিশ্বের পালয়িতা, সর্বভূতে

গূঢ়ভাবে স্থিত, ব্রহ্মর্ষি এবং দেবগণ তাঁহাতে যোগযুক্ত, তাঁহাকে জীব এই প্রকার জানিয়া মৃত্যুপাশ ছিন্ন করে ।

স্বতের উপরে যেমন মণ্ড, তেমনি অতি সুক্ষ্ম, সৰ্ব্বভূতে নিগূঢ়, মঙ্গলস্বরূপ, বিশ্বের পরিবেষ্টিতা, একমাত্র দেবতাকে জানিয়া জীব সৰ্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত হয় ।

এই দেব বিশ্বশ্রষ্টা, মহান্ আত্মা, সৰ্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, হৃদয় মন ও বিবেক দ্বারা ইনি অনুকূল হন, যে সকল ব্যক্তি ইহা জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন ।

যে সময়ে অন্ধকারের অন্ধতা হইয়াছিল সে সময়ে দিবা ছিল না, রাত্রিও ছিল না, সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্যমান ছিলেন । তিনি অক্ষর, তিনি সূর্য্যের ভজনীয় । তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসূত হইয়াছিল ।

ভাব—তিনিই কালে—বিধ যখন তাঁহাতে নিগূঢ়ভাবে স্থিত ছিল, তখন তিনি যে এই ভুবনের রক্ষক, বিশ্বের পালয়িতা ইহা কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় নাই । সত্য বটে, তখনও দেবগণ ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহারা তৎসহ অভিন্ন-যোগবশতঃ আনন্দে অভিভূত ছিলেন, অথ কোন বিষয়ের তাঁহারা তত্ত্ব লন নাই । যখন কালে সৃষ্টি প্রকাশ পাইল তখন তিনি যে রক্ষক ও পালয়িতা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহা জীবের বুদ্ধিগোচর হইল । যিনি আপনি নিগূঢ় তিনি সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ জানিলে মৃত্যুপাশ ছিন্ন হয় ।

হৃদয় মন ও বিবেক দ্বারা—জগতের স্রষ্টা জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক সৃষ্টান্তিস্বল্প হইয়া সকলের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ; দেবগণ ও ঋষিগণের তিনিই বন্দনীয় আরাধ্য, তাঁহাকে জানিতে হইলে বিবেক দ্বারা অত্যাশু পদার্থ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাঁহাতে মনোভিনিবেশ করিতে হয় । এইরূপ মনোভিনিবেশে তাঁহার প্রতি হৃদয়ের অনুরাগেই তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় হন ।

অন্ধকারের অন্ধতা হইয়াছিল—সৃষ্টি প্রকাশ পাইলে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতের পালয়িত্বরূপে জীবের জ্ঞানের বিষয় হইলেন । তৎপূর্বে কিরূপ অবস্থা ছিল ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে অবলম্বন-করিয়া শ্রুতি তাহা ব্যক্ত করিতেছেন । “তম দ্বারা তম নিগূঢ় ছিল” ( ৩৭ক্ ) এ অংশের ব্যাখ্যানকালে শ্রুতি বলিতেছেন, সৃষ্টিমুখে যখন অন্ধকারের অন্ধতা হইল, তখন বুঝিতে পারা গেল সৃষ্টির পূর্বাৱস্থা ঘোর অন্ধকারের অবস্থা । এখন যে অন্ধকার অন্তর্ভূত হইতেছে, ইহা সেই ঘোর অন্ধকারের দ্বারা আবৃত-থাকা বশতঃ কাহারও অন্তর্ভব গোচর হয় নাই । “সে সময়ে রাত্রি ও দিনের চিহ্ন ছিল

না” ( ২ ঋক্ ) এ অংশের ব্যাখ্যানে শ্রুতি বলিতেছেন, না দিবা না রাত্রি—সে সময়ে দিবাও ছিল না রাত্রিও ছিল না সুতরাং দিবারাত্রির চিহ্ন থাকিবে কোথায় ? “সে সময়ে সংও ছিল না অসংও ছিল না” ( ১ ঋক্ ) এস্থলে শ্রুতি সং ও অসং শব্দ পুংলিঙ্গ শিব-শব্দের বিশেষণে বিপর্যয়বর্ত্তিত করিয়া ঋগ্বেদোক্ত সং ও অসং শব্দের বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন । বিশেষণীভূত সদসদ্ব্যাচ্য নিখিল স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু তৎকালে শিবস্বরূপ পরমদেবের সঙ্গে অভিন্ন সুতরাং অব্যক্ত ছিল, কেবল একমাত্র মঙ্গল তিনিই আপনাতে আপনি বিদ্যমান ছিলেন । “একমাত্র তিনি বায়ু বিনা আত্মশক্তিব্যোগে প্রাণবান্ ছিলেন, তাঁহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না ।” ( ২ ঋক্ ) । মূল ঋকে যে ‘স্বধা’ শব্দ আছে আমরা তাহার অনুবাদ আত্মশক্তি করিয়াছি । শ্রুতি স্বধাশব্দের স্থলে প্রজ্ঞাশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । জলবাচক স্বধাশব্দের ব্যুৎপত্তি নিকটের ব্যাখ্যাকার মাহা করিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তি অবলম্বন-করিয়া স্বধা-ও-প্রজ্ঞাশব্দ যে একই তাহাতে আর সংশয় থাকে না । স্ব—আত্মা পরাত্মা, তাঁহাকে ধারণ করেন সর্বত্র প্রকট করেন এ ব্যুৎপত্তিতে প্রজ্ঞাই বুঝাইয়া থাকে, কেন না সমগ্র জগৎ ও জীবে পরাত্মা প্রজ্ঞারূপে প্রকাশিত । পরাত্মা প্রজ্ঞাবান্, এজ্ঞ প্রাজ্ঞ তাঁহার প্রধান সংজ্ঞা । “সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি সে সময়ে ‘আমি আছি’ বলিয়া আপনাকে জানিলেন ( ৮।১২ ) ।” ‘আমি আছি’ ইহা চিহ্নিত্তির অভিযুক্তি । প্রজ্ঞা ও চিহ্নিত্তি একই । সৃষ্টির ভজনীয়—মূলে সবিতৃশব্দ আছে । গায়ত্রীতে সবিতা নহেন সবিতার জ্যোতি ধ্যানের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় । সূর্য্যাধিষ্ঠিত এই জ্যোতি সূর্য্যাতিরিক্ত, ইনি সূর্য্যেরও ভজনীয় ।

১০ । যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো

বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ ।

স্বাষিৎ প্রসূতং কপিলং যন্তুমগ্রে

জ্ঞানৈর্বিভক্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥

একৈকং জালং বহুধা বিকূর্ব-

মস্মিন্ ক্লেত্রে সংহরত্যেব দেবঃ ।

ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পত্যয়ন্তথেষঃ

সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥

সর্বা দিশউর্দ্ধমধশ্চ তির্ধ্যাক্

প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনডান্ ।

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো

যোনিম্ভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥





মরীচ্যাদি ) প্রজ্ঞাপতিগণকে স্বজনপূর্বক আপনি নিরস্ত্র হইয়া সুৰ্বাধিপত্য করেন ।

অধ, উৰ্দ্ধ, তিৰ্য্যক্, এবং সকল দিক্ প্রকাশিত করিয়া সূর্য্য যেমন দীপ্তিমান্ হন, তেমনি সেই একমাত্র ভজনীয় সৰ্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন ।

[ প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত বলিয়া ] যিনি বিশ্ববানি, যিনি স্বভাবকে পরিপাক করেন, সমুদায় পরিণামযোগ্য বিষয়সমূহকে যথা-প্রয়োজন তত্ত্বরূপে প্রকাশ করেন ; এক হইয়া এই নিখিল বিশ্বে বিরাজ করেন, গুণসমুদায়কে প্রয়োজনানুসারে নিয়োগ করেন ;

তিনি বেদগ্রাহ্য, উপনিষৎসমূহে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি বেদের উৎপত্তির হেতু, ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন, পূৰ্ব্বকালের দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানেন । তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন ।

ভাব—যোনিতে যোনিতে—প্রকৃতি এবং অবাস্তর প্রকৃতিতে ; প্রকৃতি মূলশক্তি, অবাস্তর প্রকৃতি তত্ত্বংপন্ন শক্তি । সকল রূপেতে—প্রকৃতি হইতে নীললোহিতাদি যে সকল বর্ণ প্রকাশ পায় তন্মধ্যে । সকল উৎপত্তিস্থানেতে—প্রকৃতিসমুৎপন্ন বৃক্ষলতাপ্রাণি-প্রভৃতির জন্মস্থানে । পূৰ্বে প্রসূত—‘নিখিল জ্ঞানে পরিপোষণ করেন’ এস্থলে বর্তমানার প্রয়োগ এবং পরে তাঁহার সম্বন্ধে উৎপাদ্যমান এই বিশেষণ থাকাতে—ঋষিসম্প্রদায়ের প্রবর্তনার পূৰ্বে তিনি ভগবদ্ধৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন পরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন,—এই তত্ত্বটি বুঝাইতেছে ।

একটি একটি জীবনোপাদান—মূলে জীবনোপাদান নহে জালশব্দ আছে । এতদ্বারা জীবন ধারণ করে—শাস্তিকগণ জালশব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন । জালশব্দের ঈদৃশ অর্থগ্রহণ না করিলে, একটি একটি জালকে নানারূপে পরিণত করা সম্ভব হয় না । জাল, জালক ও জালবান্ উপনিষদে এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । জালক শব্দের অর্থ সামান্ত্র জাল ( ১৬৪ পৃ ), জালবান্ শব্দের অর্থ মায়ী ( ২৬২ পৃ ) । জালবান্ শব্দের অর্থ যখন মায়ী, তখন এখানে জালশব্দে মায়ী গ্রহণ করাই সমুচিত, তাহা না করিয়া জীবনোপাদান এ অর্থ করিবার কি প্রয়োজন ? মায়ী বলিলে বেদান্তমতে প্রকৃতি এবং বৈদিক মতে প্রজ্ঞা বা চিচ্ছক্তি বুঝায় । সুতরাং জালশব্দে শক্তি বা বল এতদতি-রিক্ত আর কিছু বুঝায় না । শক্তি বা বলই যে সকল জগতের উপাদান এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । জীবন এই শক্তি ও বলের বিশেষ প্রকাশ বিনা আর কিছুই নহে । যখন শাস্তিকগণ জালশব্দে জীবনোপাদান করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সে অর্থগ্রহণ করিলে, প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি, শক্তি ও বল এ সকল মূল বিষয়ের সহিত কোন বিরোধ উপস্থিত হয়

না, বরং ধার্মিকযোগে কিপ্রকারে জালশব্দে উহার প্রতিপন্ন হয় তাহা যখন আমাদের সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন জালশব্দের জীবনোপাদান অর্থই সঙ্গত জানিয়া এখানে আমরা উহাই গ্রহণ করিয়াছি। সংহরণ করেন—জীবনোপাদানগুলিকে নানারূপে পরিণত করিয়া আবার তাহাদিগকে আপনাতে সংহরণ—বিলীন—করেন, এ কথার অর্থ কি ? আমরা যদি বলি আত্মশক্তিকে নামরূপে পরিণত করা আদিসৃষ্টি, তাহা হইলে মনে হয় কোন দোষ উপস্থিত হয় না। নামরূপ জ্ঞেয়রূপে ব্রহ্মেতে স্থিতি করে, বেদান্তের যখন এই মত তখন জ্ঞানেতে জ্ঞেয়রূপে বিলীন করিয়া রাখাই সংহরণ এ কথা বলিলে কিছু দোষ পড়ে না। যখন জগৎপ্রকাশে তাঁহার ইচ্ছা হইল, তখন সেই আত্মস্থ নামরূপ-যোগে নাম ও রূপবান্ মরীচি প্রভৃতিকে তিনি ব্যক্ত করিলেন, এইটিকে উপনিষদের মতে আমরা দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিতে পারি।

প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন—প্রকৃতি এবং স্বভাব এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এই শ্রুতি তাহা প্রদর্শন-করিতেছেন। প্রকৃতি—অপরা প্রকৃতি, স্বভাব—ব্রহ্মের আপনার ভাব—স্বরূপ—পরা প্রকৃতি। গীতা এ জন্তই স্বভাবকে আত্মতত্ত্ব বলিয়াছেন (গী ৮।৩)। অনুবাদে আমরা প্রকৃতিশব্দের ব্যবহার করিয়াছি মূলে যোনিশব্দ আছে। “এই মহৎ ব্রহ্ম (অপরা প্রকৃতি) আমার যোনি, তাহাতে আমি গর্ভ আধান-করিয়া থাকি, তাহাতেই সমুদায় ভূতের উৎপত্তি হয়” (গী ১৪।৩) গীতার এ কথায় বেদান্তাত্মরূপ জীবের তেজ অণু ও অরে অনুপ্রবেশে ভূতোৎপত্তি নিবদ্ধ হইয়াছে। ভূতের উৎপত্তি কেবল জীবের অনুপ্রবেশে হয় না। নিরন্তর নিয়ম তাহাতে প্রয়োজন, এজন্ত ‘একমাত্র ভজনীয় সৰ্বৈশ্বর্যপূর্ণ’ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন’ এই বাক্যে শ্রুতি সেই কথা বলিয়াছেন।

যিনি স্বভাবকে—অগ্ন্যাদিতে প্রবিষ্ট জীবতত্ত্ব অগ্ন্যাদির বিশেষ বিশেষ গুণ ও শক্তির বিকাশসাধন করে বটে, কিন্তু নিরন্তর হইতে তত্ত্বদ্বিষয়ের বিশেষজ্ঞান জীবে উপস্থিত হইয়া তাহার জ্ঞান পরিপক্ব হইলে তবে সেই বিকাশসাধন তদ্বারা সাধিত হয়। এজন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন—‘স্বভাবকে পরিপক্ব করেন।’ যথাপ্রয়োজন ও প্রয়োজনানুসারে এ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণ মূলে নাই অথচ এ দুইটি ক্রিয়াবিশেষণ ‘পরিণাময়েৎ’ ও ‘বিনিয়োজয়েৎ’ এই লিঙের প্রয়োগ হইতে উপস্থিত হইয়াছে। যাহার সতত অনুষ্ঠান হয় তাহাতে লিঙের প্রয়োগ হয় না। এখানে লিঙের প্রয়োগ এই দেখাইয়া দিতেছে যে, পৃথিব্যাদির বিশেষ বিশেষ পরিণাম ও সঙ্ক-রজ-ও-তমোগুণের বিশেষ বিশেষ নিয়োগ যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেইরূপ নিরন্তর কৰ্ত্তৃক সাধিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন—ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধি—ব্রহ্মা।

১১। তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরন্তা-  
 দ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥  
 ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিদাতে  
 ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।  
 পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব জায়তে  
 স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥  
 ন তস্মা কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে  
 ন চেশিতা নৈব চ তস্মা লিঙ্গম্ ।  
 স কারণং করণাধিপাধিপো  
 ন চাস্মা কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥  
 যন্তু র্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ ।  
 স্বভাবতো দেব একঃ স্বমারূণোৎ ।  
 স নো দধাদ্বৈজ্ঞাপ্যম্ ॥  
 একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু গুড়ঃ  
 সৰ্ব্বব্যাপী সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা ।  
 কস্মাধ্যক্ষঃ সৰ্ব্বভূতাধিবাসঃ  
 সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥  
 একোবশী নিক্রিয়াগাং বহুনা-  
 মে কং বীজং বহুধা যঃ করোতি ।  
 তমাঅস্থং যেহনুপশ্রুস্তি ধীরা-  
 স্তেষাং সুখং শাস্তং নৈতরেষাম্ ॥  
 নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-  
 মেকোবহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।  
 তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং  
 জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাঠৈঃ ॥

শ্লোক ৬ । ৬—১০ ।

‘দৈবরাগাং’ ক্ষমতাপালিনাং ‘তং পরমং মহেশ্বরম্’ ‘দেবতানাম্’ ইজ্ঞাদীনাং ‘তং পরমং চ দৈবতম্’

‘পতীনাং’ প্রজাপতীনাং ‘ভং পতিশ্চ’ ‘পরন্তাং’ পরতঃ অক্ষরাং ‘পরমঃ’ ‘দেবঃ’ ‘ঈতাং’ জ্ঞাতাং ‘ভুবনেশং’ ভুবনেশ্বরং ‘বিদ্যাম’ জানীম ।

‘তত্ত্ব’ ‘কার্য্যং’ দেহং ‘করণং’ চক্ষুরাদি ‘চ’ ‘ন’ ‘বিজ্ঞতে’ ‘ভং সমঃ চ’ ‘অত্যধিকঃ চ’ ‘ন’ ‘দুস্ততে’ ‘অন্ত’ ‘বিবিধা এব’ ‘পর্য্য’ ‘শক্তিঃ’ ‘জয়তে’ বেদাদিশু । সা চ শক্তিঃ ‘স্বাভাবিকী’ স্বরূপভূতা ‘জ্ঞান-বলক্রিয়া’ জ্ঞানক্রিয়া চিহ্নস্তিঃ বলক্রিয়া ক্রিয়াশক্তিস্চ ।

‘লোকং’ ‘ভক্ত’ ‘কশ্চিৎ’ ‘পতিঃ’ ‘ন’ ‘অশ্চি’ । সূত্রং ‘ন’ ‘তত্ত্ব’ ‘ঈশিতা’ শাস্তা ‘ন এব চ তত্ত্ব’ ‘লিঙ্গম্’ অমুখ্যাপকং চিহ্নম্ । ‘স’ ‘কারণং’ সর্কেষাং ‘করণাধিপাধিপঃ’ করণানাম্ ইন্দ্রিয়গাম্ অধিপানাং তদধিষ্ঠাতৃগাম্ অধিপঃ প্রেরয়িতা, সূত্রং ‘ন চ অস্যা কশ্চিৎ’ ‘জনিতা’ জনয়িতা ‘ন চ অধিপঃ’ ঈশ্বরঃ ।

‘উর্ণনাভঃ’ লুতা তন্তুরাং ‘তন্তুভিঃ’ স্বপ্রভবৈঃ ‘ইব’ ‘যঃ তু’ ‘দেবঃ’ ‘স্বভাবতঃ’ স্বরূপতঃ ‘একঃ’ সন্ ‘প্রধানৈঃ’ স্বশক্তিপ্রভবৈঃ নাসরূপৈঃ ‘সম্’ আত্মানং ‘আয়ুগোং’ আচ্ছাদিতবান্ ‘স’ ‘নঃ’ অম্লভাং ‘ব্রহ্মাপ্যম্’ ব্রহ্মণি অপ্যমং প্রবেশং ‘দধাৎ’—লেটি—দধাতু ।

‘একঃ’ অসহারঃ, ‘দেবঃ’ জ্যোতনস্বভাবঃ, ‘সর্বভূতেষু গৃচঃ’ প্রচ্ছন্ন ভাবেনাবস্থিতঃ, ‘সর্বব্যাপী’ সর্বতোবিসারী, ‘সর্বভূতান্তরাঙ্গা’ সর্কেষাং ভূতানাম্ অন্তরাঙ্গা অন্তান্তরঃ আত্মা নিয়ন্তা, ‘কর্মাধ্যক্ষঃ’ কর্মপ্রাণ প্রবর্তয়িতা, ‘সর্বভূতাদিবাংসঃ’ সর্বপ্রাণিণু বসতীত্যর্থঃ ‘সাক্ষী’ সর্বভূতানাং দ্রষ্টা ‘চেতা’ চেতয়িতা, ‘কেবলঃ’ নিরূপাধিকঃ ‘নির্ভণঃ’ সম্বাদিতগণরহিতঃ ‘চ’ ।

‘যঃ’ ‘একঃ’ অসহারঃ, ‘বশী’ স্বতন্ত্রঃ, ‘বহুনাং’ ‘নিক্রিয়াণাং’ কর্তৃদ্বরহিতানাং জীবানাম্ ‘একঃ’ ‘বীজং’ সূক্ষ্মভূতং জীবনোপাদানং ‘বহুধা’ বিবিধাকারং ‘করোতি’ ‘যে’ ‘ধীরাঃ’ বুদ্ধিমন্তঃ ‘তন্ম’ ‘আজ্ঞাহং’ ‘অমুপশ্চি’ ‘তেবাং’ ‘শাস্তং’ নিত্যং ‘সুখং’ ‘ন’ ‘ইতরেবাং’ অপরেবাং ।

‘নিত্যানাং’ মধ্যে যঃ ‘নিত্যঃ’, ‘চেতনানাং’ জীবানাং মধ্যে যঃ ‘চেতনঃ’ চেতয়িতা, ‘বহুনাং’ মধ্যে যঃ ‘একঃ’, ‘কামান্’ অভিলষিতান্ ‘যঃ’ ‘বিদধাতি’ যচ্ছতি, ‘সাংখ্যযোগাধিপম্যং’ জ্ঞানযোগেন প্রাপ্যং ‘দেবং’ জ্যোতনস্বভাবং, ‘কারণং’ সর্কেষাং জনয়িতু ‘ভং’ পরতঃ ‘জ্ঞাত্বা’ ‘সর্বপাশৈঃ’ সর্ববিধবন্ধনৈঃ ‘মুচ্যতে’ মুক্তো ভবতি ।

যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর, যিনি সকল দেবতার পরম দেবতা, যিনি সকল পতির পরম পতি, সেই পরাংপর স্ববনীয় দেব ভুবনেশ্বরকে জ্ঞাত হই ।

তঁহার দেহ নাই ইন্দ্রিয় নাই, তঁহার সগান এবং তঁহা হইতে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না । তঁহার বিবিধ পরম শক্তি জ্ঞাত হওয়া যায় । জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি ।

সংসারে কেহ তঁহার পতি নাই, কেহ তঁহার শাস্তা নাই, তঁহার কোন ( বাহু ) লক্ষণও নাই । তিনি কারণ এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি, তঁহার কেহ জনয়িতা নাই, তঁহার কেহ প্রভুও নাই ।

উর্ণনাভ যেমন আপনার তন্তুতে আবৃত হয় তেমনি যে দেব স্বভা-

বতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব সূত্রে (নামরূপে) আপনাকে আবৃত করি-  
য়াছেন তিনি আমাদিগকে ব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হইতে দিন ।

সেই অধিতীয় দেব সৰ্বভূতে গূঢ়ভাবে আছেন, তিনি সৰ্বব্যাপী,  
সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, কৰ্ম্মের প্রবর্তক, সৰ্বভূতাদিবাশ, সাক্ষী, চেতয়িতা,  
নিরূপাধিক ও নিষ্ঠূর্ণ ।

কৰ্ত্তৃত্বশূন্য বহুর ভিতরে যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র, যিনি একটি বীজকে  
বহুপ্রকার করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন-করেন,  
তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপরের নহে ।

নিত্যসমূহের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনসমূহের মধ্যে যিনি চেতন,  
বহুর মধ্যে যিনি এক, যিনি অভিলম্বিত বিষয়সমূহ বিধান-করেন, জ্ঞান-  
যোগে অধিগম্য সেই সৰ্ব্ভাব্য দেব পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব সৰ্ব্বপাশ-  
বিমুক্ত হয় ।

ভাব—সকল ঈশ্বরের—ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের । শক্তি শ্রুত হওয়া যায়—বেদাদিতে  
বর্ণিত হয় । জ্ঞানক্রিয়া—চিহ্নকৃতি, বলক্রিয়া—ক্রিয়াশক্তি । স্বাভাবিক—আগন্তুক নয়  
স্বরূপভূত ।

ব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হইতে দিন—বিবিধ নামরূপ দ্বারা তিনি আবৃত হইয়া আছেন,  
তাঁহার সেই আবরণ মন হইতে অপসারিত করিলে যে সৎ ও চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে,  
তাহাই তাঁহার স্বরূপ । সেই স্বরূপে নিবিষ্ট হওয়াই তাঁহাতে নিবিষ্ট হওয়া ।

কৰ্ম্মের প্রবর্তক—কৰ্ম্মাধ্যক্ষ । প্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে  
সে সকল তাঁহা হইতে প্রবর্তিত হইতেছে, এ কথা বলিলে কোন দোষ উপস্থিত হয় না,  
কেন না প্রকৃতি তাঁহার সম্পূর্ণ কৰ্ত্তৃত্বাধীন । জীব যদি ঈদৃশ ঈশ্বরের সম্পূর্ণ কৰ্ত্তৃত্বাধীন  
হয়, তাহার নিজের কোন কৰ্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে তাহাতে ধৰ্ম্মকৰ্ম্মাদি এবং তজ্জনিত  
ফলভোগ অসম্ভব হইয়া পড়ে । আমরা ( ২৩৫ পৃষ্ঠায় ) এতৎসম্বন্ধে বেদান্তসিদ্ধ বিশেষ  
মত কি তাহা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি । জীব যাহা ইচ্ছা করে ঈশ্বর তাহার ইচ্ছায়গণ  
যোগে সেইটুকু করান, ইহাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার কৰ্ত্তৃত্ব আছে বটে কিন্তু  
উহা নিরপেক্ষ কৰ্ত্তৃত্ব নহে ইহাই বুঝিতে হইবে । জীব কৰ্ত্তা পরাত্মা কারয়িতা, এ কথা  
বলিলে পরাত্মার কৰ্ম্মপ্রবর্তয়িতৃত্বের কোন ক্ষতি হইতেছে না ।

কৰ্ত্তৃত্বশূন্য—নিরপেক্ষ কৰ্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া কৰ্ত্তৃত্বশূন্য বলা হইয়াছে । স্বতন্ত্র—মূলে ‘বাকী’  
শব্দ আছে । তিনি আপনার বশে আপনি অবস্থিত, কৰ্ত্তৃত্বে অত্বনিরপেক্ষ, স্মরণ্য স্বতন্ত্র ।  
একটি বীজকে—সকল জীব একই চৈতন্য জীবনের মূল উপাদান, অথচ ভিন্ন ভিন্ন জীব

উহার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি হইয়া জীব পরম্পর হইতে স্বতন্ত্র জীবন ধারণ করে । 'এক্লপ হইবার কারণ এখানে শ্রুতি স্বরং পরাঙ্গাৎকেই নির্দারণ করিয়াছেন । এক্লপ ভিন্নতার ভিতরে যদি জীবনিষ্ঠ সংস্কারাদি কারণরূপে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরাঙ্গাতে বৈষম্যদোষ উপস্থিত হয় । এই দোষনিরসনের জন্ত শ্রুতির কি সিদ্ধান্ত জীবাঙ্গবলীতে উহার উল্লেখ আছে ।

১২ । একো হংসো ভুবনস্ত্র মধো  
 স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ ।  
 তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি  
 নাত্মঃ পস্থাঃ বিদ্যাতে হয়নায় ॥  
 স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাঙ্গ্যোনিঃ  
 কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ ।  
 প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ  
 সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥  
 স তন্ময়ো হুমত ঈশসংস্থো  
 জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্ত্রাশ্র গোপ্তা ।  
 য ঈশে অস্ত্র জগতো নিত্যমেব  
 নাত্মো হেতুবিদ্যাতে ঈশনায় ॥  
 যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বে  
 যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।  
 তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং  
 মুমুক্ষুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ॥  
 নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ।  
 অমৃতস্ত্র পরং সেতুং দন্ধেক্ষনমিবানলম্ ॥

শ্লোক ২।১৫—১৬ ।

'ভুবনস্ত্র মধো' 'একঃ' 'হংসঃ' পরাঙ্গা । 'স এব অগ্নিঃ' স এব 'সলিলে' জলে 'সন্নিবিষ্টঃ', 'তম্' পরাঙ্গানম্ 'এব' 'বিদিত্বা' 'মৃত্যুং' 'অতি' 'এতি' অত্যোতি অতিক্রামতি । 'অরনায়' পরমপদপ্রাপ্তরে 'ন অস্ত্রঃ' 'পস্থা' উপাধিঃ 'বিদ্যাতে' ।

'বঃ' 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বকৃৎ 'বিশ্ববিৎ' বিশ্বসর্ববিষয়বেত্তা, 'আঙ্গ্যোনিঃ' স্বরভূঃ 'কালকারঃ' কালতর্কতা এবর্জয়িতা 'গুণী' সর্ববিধকল্যাণগুণসম্পন্নঃ, 'সর্ববিৎ' সর্বজ্ঞঃ 'স' 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ' পরাপর-

প্রকৃতিধারী 'জ্ঞানেশঃ' সত্ত্বরজতমসঃ নিয়ন্তা 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধাহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধনানাং কারণম্ ।

'স' 'ভগ্নঃ' জগদাত্ততঃ, অথচ 'অমৃতঃ' অবিকারী, 'ঈশসংস্থঃ' নিয়ন্তরূপেণ নিত্যপ্রকাশমানঃ 'জঃ' জ্ঞাতা, 'সর্বগঃ' সর্বত্র প্রবিষ্টঃ, 'অন্ত' 'ভুবনন্ত' 'গোপ্তা' পালয়িতা, 'বঃ' 'নিত্যম্' এবং 'অন্ত জগতঃ' 'ঈশ' টীক্টে 'ঈশনার' জগদ্রিয়মনায় 'ন অন্তঃ' 'হেতুঃ' কারণং কর্তা 'বিদ্যতে' তদ্ব্যুত ।

'পূর্বঃ' সর্গাদৌ 'বঃ' 'ব্রহ্মাণ্যু' হিরণ্যগর্ভঃ 'বিদধাতি' ব্যক্তং করোতি 'বঃ পুনঃ' 'তদৈশ' তিরণ্য-গর্ভায় 'বেদান্ চ' 'প্রহিণোতি' প্রচোদয়তি, 'তং' 'হ' এবং 'আন্তপ্রকাশম্' আত্মনঃ জীবন্ত বুদ্ধেঃ প্রকাশো যস্মাৎ 'দেবং' 'মুমুক্শুঃ' মুক্তীচ্ছুঃ সন্ 'অহং' 'শরণং' 'প্রপদো' গচ্ছামি ।

'নিষ্কলং' নিরবয়বং 'নিষ্ক্রিয়ং' কূটস্থং 'শান্তং' প্রপঞ্চাতীতং 'নিরঞ্জনং' নিলেপ্যম্ 'অমৃতন্ত' মোক্ষন্ত 'পরং সেতুং' পরমোপায়ং 'দম্ভেদনং' দম্ভানি ইন্দ্রানি কাষ্ঠানি যেন তং দেদীপ্যমানম্ 'অনলম্' 'ইদং' তমন্তঃ শরণং প্রপদো ইতি পূর্বেণাশয়ঃ ।

এই ভুবনমধ্যে যিনি একমাত্র পরমাত্মা, তিনিই অগ্নি, তিনিই সলিলে সন্নিবিষ্ট । তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রমকরা যায়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর পরম্পদপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই ।

যিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বস্থ সমুদায় বিষয়ের বেত্তা, স্বয়ম্ভু, কালের কর্তা, নিখিলগুণসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ ; তিনি প্রকৃতি ও পরমেশ্বর স্বামী, গুণসমূহের নিয়ন্তা, সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-ও-বন্ধনের হেতু ।

তিনি জগন্ময় অথচ অবিকারী, তিনি নিয়ন্তরূপে নিত্য প্রকাশমান, তিনি জ্ঞাতা, সর্বগত, ভুবনের পালয়িতা, এবং তিনি এই জগতের শাসন করেন, তাঁহা ব্যতিরেকে জগতের নিয়গনার্থ আর কোন কর্তা নাই ।

যিনি সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মাকে ব্যক্ত করেন এবং যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদসকলের প্রেরণা করেন, মুমুক্শু হইয়া আগি সেই জীবের বুদ্ধিপ্রকাশক দেবের শরণাপন্ন হই ।

নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক, অমৃতের পরম সেতু, দীপ্যমান অনলসদৃশ [ সেই দেবের শরণাপন্ন হই ] ।

ভাব—একমাত্র পরমাত্মা—মূলে হংসশব্দ আছে । হংসশব্দের আভিধানিক অর্থ পরমাত্মা । হন্ ধাতুর অর্থ—গতি ( বৈদিক ) । সর্বত্র যাহার গতি, যাহা হইতে সকলের গতি উৎপন্ন হয় তিনি হংস, এই অর্থে হংস শব্দের অর্থ পরমাত্মা । যিনি অজ্ঞানতা বিনাশ করেন তিনি হংস, ঈদৃশ অর্থ করিলেও পরমাত্মাই বুঝায় ।

ব্রহ্মাকে ব্যক্ত করেন—মূলে যে ক্রিয়াটি আছে তাহার আক্ষরিক অর্থ বিধান করেন । বিধান করেন এ ক্রিয়ার অর্থ স্বজন করেন করিলেও বিধাতৃপুরুষে জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত আদিতীবকে তিনি অভিযুক্ত করিলেন এই অর্থই প্রকাশ পায় । সুতরাং 'ব্যক্ত করেন'

এই সুস্পষ্ট কথা আমরা অনুবাদে নিবিষ্ট করিয়াছি। জীবের বুদ্ধিপ্রকাশক—এই বিশেষণে কেবল আদিজীবের হৃদয়েই বেদবিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে জীবমাত্রের হৃদয়ে তিনি বেদবিস্তার করেন, ইহাই বুঝাইতেছে।

নিষ্ক্রিয়—নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ—কূটস্থ। বিবিধ পরিবর্তনের মধ্যে যিনি আপনি নিত্য অপরিবর্তিত থাকেন তিনি কূটস্থ। বিবিধক্রিয়াপূর্ণ এই জগতের মধ্যে আপনি সকল ক্রিয়ার মূল হইয়াও যিনি আপনি অক্রিয় ক্রিয়াশূন্য ক্রিয়াজনিতবিকার-বিরহিত হইয়া স্থিতি করেন, তিনি নিষ্ক্রিয়। অতথা “তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তাঁহাকে স্ক্রুত বলা হইয়া থাকে” (৮।৬) এবং বিধ উপনিষৎবাক্যসকল অসিদ্ধ হয়।

ঐশ্বর্যবত্তাই ভগবত্তা, স্মৃতরাং পরব্রহ্ম যখন সকল ঐশ্বর্য্য সংহরণ-করিয়া আপনাতে আপনি বিদ্যমান থাকেন, তখন আর তাঁহাকে ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, এই জ্ঞানে অনেকে ভগবান্ শব্দটি অনিত্য মনে করেন। লয়কালে সকল ঐশ্বর্য্য যদি তাঁহাতে অব্যক্তভাবে স্থিতি করে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তৎকালে সে সকল তাঁহার জ্ঞানের বিষয় কি না? যদি বল উহার তাঁহার জ্ঞানের বিষয় নয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানস্বরূপেরও অনিত্যতা উপস্থিত হয়। যদি বল তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিষয়ক জ্ঞান তখনও থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ভগবত্তাও নিত্য হইল। এজন্তই শ্রুতি বলিয়াছেন—“এই ব্রহ্মতে কিছুই ভিন্নরূপ নাই মনের দ্বারা এইরূপ তাঁহাকে দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইহাতে ভিন্ন রূপের মত কিছু দেখে, সে মৃত্যুর পর ভয়ের কারণ দেখে। ঐব, অপ্রমেয় এই ব্রহ্মকে অখণ্ডরূপে দেখিতে হইবে। তিনি নিশ্চল জন্মরহিত আকাশের অতীত মহান্ ঐব পরাত্মা ( ৪।১৫ )।” এই শ্রুতিমধ্যে যে সকল বিশেষণ আছে, সেগুলি ভগবত্তা যে নিত্য তাহাই প্রদর্শন-করিয়া থাকে। “যিনি এক এবং বর্ণহীন” ( ৬।৭ ) এই শ্রুতির প্রতি উপেক্ষা করিয়া যাহারা মনে করেন, স্বীয় ঐশ্বর্য্যে বহু হওয়াই তাঁহার ভিন্নরূপত্ব, তাঁহার ঐশ্বর্য্যগুলির অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিয়া ব্রহ্মের একবিধত্ব রক্ষা-করেন। তাঁহার ভিতরে নিবিষ্ট হইয়া যে সকল ঐশ্বর্য্য আছে তাহাদের তাঁহাকে ছাড়িয়া—তাঁহার সত্তানিরপেক্ষ হইয়া কদাপি স্থিতি নাই, স্মৃতরাং সে সকল ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কূটস্থ নিত্য অপরিবর্তনীয় তাঁহার যে ভিন্নরূপতা হয় না, এই সিদ্ধান্তই আদরণীয়। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে “সেই নামরূপ যাহার মধ্যে আছে তিনি “ব্রহ্ম” (৩।১৯) এবং বিধ শ্রুতিসকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐশ্বর্য্যবিস্তার করিতে গিয়া যদি তাঁহার পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে সমূলে সকলই বিনষ্ট হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাঁহার জ্ঞানে যে সকল বিষয় আছে উহার অনাদি এবং সেই অনাদিম্ববশতই সেই জ্ঞান হইতে উহার যথাযথ



উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্তত্রাং অসংস্কৃত জীবে উত্তরোত্তর নানা ভাব উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতে যে জ্ঞান উপস্থিত হয় পরমাত্মাতে সে দোষ ঘটে না ।

১২। ব্রহ্ম প্রতিদ্বন্দ্বের প্রকাশ পাইতেছেন, অথচ সেরূপে প্রকাশ পাইয়াও উহার অতীত হইয়া আছেন, এইটি যেখানে বর্ণিত হয় সেখানেই ব্রহ্মের ভগবৎ অনুভূত হইয়া থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয় বচনসমষ্টিতে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। হৃদয়ে যখন চিত্ত নিবিষ্ট হয় তখন উহার সম্মুখস্থ হইয়া কিছুই থাকে না, স্বপ্ন চিৎসত্তা উহাতে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেই সত্তা ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইলেও বুদ্ধিতে উহার অনন্তত্ব থাকিয়া যায়। অনন্তত্ব বুদ্ধিতে থাকে বলিয়াই সেই সত্তার সর্বকালনিয়ন্তৃত্ব মনে প্রতিভাত হয় এবং সেই সত্তা পুরুষ ( পুরিশ ) শব্দে উক্ত হইয়াও উহা যে পরা ও অপরা প্রকৃতি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ইহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। “নিখিলগুণসম্পন্ন ( শুণী ) ( ৯১২ )” এই শ্রুতি দেখাইতেছে, ব্রহ্মোক্তে বিবিধ কল্যাণগুণ ক্ষুণ্ণ নাই পাইলে তাঁহার ভগবৎ পরিকার প্রতিভাত হয় না। আর এই জ্ঞানই পরম পুরুষে “জ্যোতির ঞ্চ অনাবৃত্তরূপ” “উজ্জল-বর্ণ” জৈদৃশ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। “শাস্ত, শিব, অৰ্ঘ্যেত” ( ৭১পৃ ) এখানে অৰ্ঘ্যেত এই বিশেষণ দেখাইতেছে শিবস্বরূপের কোন কালে ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। এ অধ্যায়েও ভাবান্তরতাপ্ত দেখাইবার জ্ঞান “তিনিই অদ্য তিনিই আগামী দিনে বিদ্যমান” এরূপ উক্ত হইয়াছে। শিবই সেই পরাত্মা। যদিও সর্বত্র শিবস্বরূপের স্পষ্টবাক্যে উল্লেখ হয় নাই, তথাপি ভগবৎপ্রদর্শনের জ্ঞান তৎপ্রকাশক যে সকল বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে সে সকল বিশেষণের মূল শিবস্বরূপ। যেমন এই অধ্যায়ে “বেদের উৎপত্তির হেতু ( ব্রহ্মযোনি )” এই বিশেষণটি সাধকবুদ্ধিতে তাঁহার বেদপ্রকাশক স্বকৃতি প্রকাশ করে তেমনি “কর্তা” এষ্ট বিশেষণটি তিনি যে ভার্যপণের স্থান, এবং “প্রাণ” এই বিশেষণটি তিনি যে নিরতিশয় প্রিয় ইহা প্রকাশ করিয়া থাকে। তিনি এই সকল বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাতে ক্রীড়া, তাঁহাতে রতি, তাঁহার মননাদিতে অনুরাগ সম্ভব পায়। ভগবদারাদনার তাঁহার সামালাভ এবং নিষ্কলঙ্কতা তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহ দেখায়।

৩। তৃতীয়ে যে শ্রুতিটি আছে উহার অর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে। শিবাচার্য্য কিন্তু ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “চারিদিকে প্রকাশ পায় এই অর্থে আকাশ—প্রকাশ। ভূতাকাশে কিছু বিশেষত্ব নাই, স্তত্রাং এ আকাশ ভূতাকাশ নয় চিদাকাশ। এই চিদাকাশকেই পরমপ্রকৃতিরূপা পরমশক্তি বলা যায়, ইনি জলধির ঞ্চ যাহার মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরাশি স্তূপে স্তূপে ভাসমান রহিয়াছে। চিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম আকাশশরীর। চিদাকাশের পরমপ্রকৃতিত্ব—‘আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অন্তর্গমন করে’ ‘আকাশই নাম-রূপের নির্বাহক’—এই সকল শ্রুতিতে সিদ্ধ হয়। সত্যাত্ম—সত্তাস্বরূপ। প্রাণারাম—সকলের আধারভূত চিদাকাশ-প্রকৃতি—প্রাণ ; সেই স্বরূপভূত চিদাকাশপ্রকৃতিতে যাহার

আরাম তিনি প্রাপ্যায়। মনআনন্দ—বাহ্যেদ্বিরেঁ নহে কিন্তু মনেতেই বাঁহার আনন্দ তিনি মনআনন্দ। এস্থলেও সেই চিদাকাশ-প্রকৃতিই আনন্দ, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন ‘এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত?’ শান্তিসমুদ্র—শিবস্বসম্পন্ন। অমৃত—অনাদিমুক্ত। সচ্চিদানন্দ পরমাকাশস্বরূপ ব্রহ্ম বাহ্যেদ্বিরনিরপেক্ষ হইয়া আপনার স্বরূপানন্দ মনের দ্বারা অনুভব-করেন, মনআনন্দ এই বিশেষণে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। এই বিশেষণটিই বুঝাইতেছে, বাহ্যেদ্বিরনিরপেক্ষ অন্তঃ-করণ ব্রহ্মভাবাপন্ন মুক্তগণের স্বরূপানন্দসন্তোগের উপায় হইয়া থাকে। অতএব বাহ্যে-দ্বিরনিরপেক্ষ শুদ্ধবোধশক্তিরূপ মনের দ্বারা স্বরূপানন্দসন্তোগপূর্বক ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত।” এখানে চিহ্নকৃতিই ব্রহ্মের শরীর এইরূপ নির্দেশ করিয়া বাহ্যেদ্বিরনিরপেক্ষ বোধরূপ মনের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপানন্দসন্তোগ বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দসন্তোগে মুক্তগণের ব্রহ্ম সহ সমতা। ফলতঃ চিহ্নকৃতি ব্রহ্মের শরীর নহে, কিন্তু চিহ্নকৃতির প্রকাশই ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ। আনন্দ কি? আত্মস্বরূপপ্রকাশই আনন্দ। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন :—“তিনি আপনি আপনাকে করিলেন, তাই তাঁহাকে স্মরুত বলা যায় (৮।৬) “যেহেতু ইনি স্মরুত, তাই ইনি রসস্বরূপ (৪।১২)।” স্বরূপানন্দসন্তোগ কি? স্বরূপলীলাবিস্তারই স্বরূপানন্দসন্তোগ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—“তাঁহাকেই দর্শন করেন যিনি অমৃত ( নির্বিকার ) হইয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পান” (৮৩পৃ) “এই আকাশ যদি আনন্দ না হইত, তাহা হইলে কে চেষ্টা করিত, কে প্রাণধারণ করিত? ইনিই আনন্দিত করেন (৪।১২)।” ব্রহ্ম বাহ্য ও অন্তর সর্বোদ্বির-বিবর্জিত (৬।৬), তিনি যেমন বাহ্যেদ্বিরনিরপেক্ষ তেমনি অন্তরেদ্বিরনিরপেক্ষ। তাঁহাতে স্বরূপাতিরিক্ত জীবের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি কদাপি সম্ভবে না। বোধস্বরূপই তাঁহার মন যদি এ কথা বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে মননের সম্ভাবনাম্বলবৎ মননসম্ভাবনাবশত তাঁহাতে জ্ঞান-জ্ঞেয়-ও-জ্ঞাতৃস্বভেদ উপস্থিত হয়। ইহাতে জীবের যে প্রকার নিত্য-সন্নি-হিত জ্ঞান নর, ব্রহ্মেরও সেই প্রকার নিত্যসন্নিহিত জ্ঞানের অভাব ঘটে। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে শ্রুতি কেন বলিয়াছেন “ইহাকে ছাড়া অন্য মননকর্তা নাই (১৬১পৃ)।” “মনের মন” (৫।১) শ্রুতি এখানে তাঁহাকে মনের প্রেরয়িতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেরণা বিনা কাহারও মনে সামর্থ্য জন্মায় না, তাই এস্থলে শ্রুতির অর্থ এই যে, ইহাকে—প্রেরয়িতাকে—ছাড়া—তন্নিরপেক্ষ কেহ মননকর্তা নাই। সুতরাং মূলে যে শ্রুতিটী আছে উহা জীবের সন্নিধানে পরাশ্রা কি প্রকারে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাই প্রদর্শন করে, এই সিদ্ধান্তই ঠিক। ব্যাখ্যা সেইরূপই করা গিয়াছে।

৪। চতুর্থে ব্রহ্ম যেখানে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশে ভগবদ্ভাপে আত্মপ্রকাশ করেন সেখানে তাঁহার উপাসনা কি প্রকারে হয় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। “বাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া বাঁহাতে জীবন ধারণ করে, অন্তে বাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়” (৪।১৩) এস্থলে জন্ম জীবনধারণ ও মরণ এই ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। “ব্রহ্ম

হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া ( ২।১ )", এখানে জন্ম জীবনধারণ ও লয় এ ক্রম লজ্জন-করিয়া জন্ম লয় ও জীবনধারণ এই ক্রম নিবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণ ক্রমলজ্জনের কারণ কি তাহা বিচার করিয়া দেখা সমুচিত। কারণনির্ণয় করিতে গিয়া "তজ্জলান্" এস্থলে প্রত্যয়লোপ হইয়াছে এক্রপ কল্পনা না করিয়া অনুযেমন আছে তেমনই ভাবে উহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অনু—অনন। তদনু—তাহার ( ব্রহ্মের ) অনন—ক্রিয়া। ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্ ভাবে স্থিতি না হইলে জগৎ আবরণ হইয়া উঠে, ব্রহ্ম পরোক্ষ হন। এজ্জহই কারণে কার্যের লয় করিয়া তৎসহ অপৃথক্ ভাবে স্থাপন-পূর্বক বাহ্য অবশেষ থাকে উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে বা স্বপ্ন নহে, কিন্তু তাহারই অনন ( ক্রিয়া ), তাহারই স্বরূপপ্রকটন, তাহারই বিচিত্র শক্তির আবিষ্কার এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত "বাহ্য হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া বাহ্যতে জীবনধারণ করে" এই শ্রুত্যান্ত ক্রম উল্লঙ্ঘনকরা হইয়াছে। এইরূপে জগতের লয়সাধন এবং বিচিৎ্রশক্তির আবিষ্কার প্রত্যক্ষ-করা বাহ্যেজ্জিয় দ্বারা হয় না জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা হয় ভাব্যাকারের নিজের কথাই ( ৩৬।৩৭পৃ ) উহার প্রমাণ। তবে যে তিনি সমাধান করিয়াছেন, উপাসনা সিদ্ধ করিবার জন্ত যখন এখানে মনোময়াদি উল্লিখিত হইয়াছে তখন মনোময়াদির লয়সাধন করিতে হইবে না, তাহা—শ্রুতিতে কেন ক্রম উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে তাহার কোন বিচার না করিয়াই—তিনি করিয়াছেন ইহাই মনে করিতে হইবে। শ্রুতি কখন বিনা কারণে চিরপ্রসিদ্ধ ক্রমের বিপর্যয়কর্তন করেন নাই। কারণ ব্রহ্মই সর্বত্র উপাস্ত, কার্য্য কোথাও উপাস্ত নহে। "নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম" এস্থলে "ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া" এই হেতুতে এখানে ব্রহ্মই উপাস্ত, কার্য্যভূত জগৎ কদাপি উপাস্ত নহে। যদি বলি যার "ব্রহ্মদৃষ্টির উৎকর্ষবশতঃ ( ৪।১।১৫ )" জগতে ব্রহ্ম দৃষ্টিই এখানে বিহিত হইয়াছে, জগদ্বিলয় করিয়া ব্রহ্ম এখানে উপাস্ত বলিয়া গৃহীত হন নাই, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, শ্রুতিতে অগ্রে জগতের লয় নিবদ্ধ হইয়াছে, সেই লয়ের পর উল্লিখিত অনন ( স্বরূপ প্রকটন ) কাহার? যদি পূর্বে জগতের লয় হইয়া থাকে, তবে সে জগতের অনন ( ক্রিয়া ) কি প্রকারে হইবে? লয় দ্বারা কারণ ব্রহ্মের সহিত জগৎকে অপৃথক্ করিয়া লওয়াতে তখনও যে অনন ( ক্রিয়া ) প্রত্যক্ষ হয়, উহা সেই জগতের নহে কিন্তু জগতের প্রেরয়িতা ব্রহ্মের, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত। ফলতঃ মন, প্রাণ, ভা ( দীপ্তি ), সঙ্কল্প, আকাশ, কন্ম, অভিলাষ, গন্ধ ও রস এ সকলের যিনি কারণ সেই ব্রহ্মই এখানে উপাস্তরূপে গৃহীত হইয়াছেন মনআদি উপাস্তরূপে গৃহীত হয় নাই। যদি মনআদি উপাস্তরূপে গৃহীত হইয়া থাকে তাহা হইলে "হনি আমার আত্মা" এ কথা বলার কোন অর্থ থাকে না। আত্মা এই শব্দের উল্লেখ হওয়াতে বুঝা যাইতেছে, এখানে ব্রহ্মকে অন্তর্ধামি-ও-প্রেরকরূপে গ্রহণ শ্রুতির অভিপ্রায়। শ্রুতির এ অভিপ্রায়ের অনাদর করিয়া এখানে প্রপঞ্চগ্রহণে উপাসনাবিধানকরা হইয়াছে এ কথা বলা শ্রুতির অভিপ্রায়ের

বিপরীত। যদি বল প্রপঞ্চপরিত্যগ করিয়া ব্রহ্মই যদি এখানে গ্রহণীয় হইবেন তাহা হইলে মনআদি কেন গৃহীত হইল? এ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই :—“দ্বৈত প্রপঞ্চের বিলয়সাধন না করিলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধ হয় না, এজন্ত ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের প্রতিকূল দ্বৈত প্রপঞ্চের বিলয়সাধন করিতে হইবে” এ কথা নির্বিকার হইলেও “বিলয়সাধনকরা পুরুষ-মাত্রের অশক্য” এই সঙ্কট উপস্থিত। যদি বল বিদ্যার সহায়তায় এ সঙ্কট হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেন মনে কর না এই শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেই তাহা হইবে, কেন না এই বিদ্যাতে প্রপঞ্চের লয়সাধনের সরলপন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। মনআদির উল্লেখ কেন হইল এ সংশয় করিবার কোন মূল নাই। উহার যে ব্রহ্মদর্শনে প্রতিকূল, ইহা তো সকলেরই নিত্য প্রত্যক্ষ। যাহারা প্রতিকূল তাহাদিগকে কি প্রকারে অতিকূল করিয়া লইতে হইবে শ্রুতি তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। মনআদিকে এখানে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, যদি প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইত তাহা হইলে এখানে আত্মার উপদেশ (৪।১।৪) থাকিত না, কেন না আত্মার উপদেশ প্রতীক-বিরোধী। “ব্রহ্ম রূপবৎ নহেন, কেন না তিনি প্রধান (৩।২।১৪)।” ব্রহ্ম প্রধান—নামরূপের নির্বাহক—কারণ, সুতরাং নামরূপবান্ কার্য্যসমূহের মধ্যে তিনি অরূপ, স্বভাবের এ কথা বলিতে বুঝা যাইতেছে রূপবান্ কার্য্যসমূহের মধ্যে অরূপবান্ কারণদর্শন তাঁহার অমুমোদিত। এ সকল কথা শাণ্ডিল্যমন্ত্রের ব্যাখ্যার পরিকার হইবে।

শাণ্ডিল্যমন্ত্র বলিতেছেন :—[ জীবাত্মা হইতে পরাত্মা ] নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ এজন্ত “কান্তপাচাৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্যবিষয়ক বুদ্ধিকেই [ শ্রেয়ের কারণ মনে করেন ]।” ২৯। “শুদ্ধ আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধিকেই বাদরায়ণাচাৰ্য্য [ মুক্তির কারণ মনে করেন ]। ৩০। “ঐশ্বৰ্য্য ও আত্মা এ উভয়বিষয়ক বুদ্ধিকে শাণ্ডিল্য আচাৰ্য্য [ শ্রেয়ের কারণ মনে করেন ], কেন না শ্রুতি ও বুদ্ধি উভয়দ্বারা” [ ইহাই প্রতিপন্ন হয় ]। ৩১। “নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম” (২১প) এস্থলে ঐশ্বৰ্য্য এবং “এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে (২৫২প)” এস্থলে স্বয়ং আত্মা, উপা-সনাবিধানস্থলে এ উভয়ই যে শ্রুতি বিধান-করিয়াছেন, শ্রুতি-বৃত্তি-পূরণাদির পর্যালোচ-নায় তাহাই প্রতীত হইয়া থাকে। “ভজনীয় পরাত্মা সহ এ সমুদায় অদ্বিতীয় [ অর্থাৎ অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত ] কেন না সমুদায়ের তৎস্বরূপে স্বরূপবত্তা”। ৮৫। এখানে ভগব-জ্ঞানচিন্ত্রিকাশা শাণ্ডিল্যমন্ত্রের ব্যাখ্যারচয়িতা শ্রীমন্নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন :—“সমুদায় পদার্থ তাঁহারই (ব্রহ্মেরই) বিবর্ত, সুতরাং তৎস্বরূপ। পূৰ্ণরূপ পরিত্যাগ না-করিয়া পরবর্তী রূপে প্রকাশ বিবর্ত। ঘটাদি যেমন স্বকারণ মৃত্তিকা হইতে সত্তার অপৃথক্, বিবর্তের তেমন স্বকারণ হইতে অপৃথক্ সত্তা। বাহাতে সত্তা নাই উহা অলীক। সত্তা—বিষয়জ্ঞান। সত্তা যদি তাহাই হইল তাহা হইলে জটিলতাপরিহার-জন্ত বলিতে হইবে সেই নিত্যজ্ঞান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপ। অস্তিত্ব ভাতি ও প্রিয়রূপে

প্রকাশমান নামরূপাঙ্ক এ সমুদায়ের নামরূপের অভাব হইলে ব্রহ্মই থাকেন ।.....  
 ‘সমুদায় বাসুদেব [ এ বুদ্ধি বাঁহার ] তাদৃশ মহাত্মা সুহৃদভ ।’ ভগবদগীতার এ কথার  
 অবৈতজ্ঞানযুক্ত ভক্তেরই উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবৈতজ্ঞানযুক্ত বলিবার  
 অভিপ্রায় এই যে, সর্বত্র যে বিবিধ প্রকারের পরিচ্ছিন্নতা লক্ষিত হয় ‘সমুদায় বাসু-  
 দেব’ এ বুদ্ধিবশতঃ উহা আর লক্ষিত হয় না, পূর্ণতাদি মাহাত্ম্যজ্ঞান জন্মায়। সেই জ্ঞানে  
 ব্যাবধানসত্ত্বেও সকলের ব্রহ্মস্বরূপতা অনুভূত হয় এবং সেই অনুভবে ব্রহ্মেতে নিরতিশয়  
 প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূত্রস্থ অষ্টমী শব্দ পারমার্থিক, কেন না তৎস্বরূপতাবশতঃ  
 যখন সকলই উপাদেয় ( কারণ সহ অভিন্ন ) হয় তখন আর দ্বিতীয় রহিল না। উপাদেয়ের  
 [ কারণ সহ অভিন্নতাপ্রাপ্ত পদার্থের ] অবিনাশিত্বলক্ষণাক্রান্ত পারমার্থিকতা সম্ভবে না ;  
 সুতরাং উহার যে তৎস্বরূপতা তাহা তাদাত্ম্য ; তাদাত্ম্য—ওতপ্রোতভাবে স্থিতির  
 অবিরুদ্ধ অভেদ ও অবিভাগ। ইহার প্রমাণ—‘ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে অপৃথক্ ভাবে স্থিত,  
 ব্রহ্মের ক্রিয়া অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম,’ ‘তাহা হইতে জগৎ, জগৎ তাঁহাতে, হে মুনি,  
 তিনি নিখিল জগৎ ।’ কারণ-ব্রহ্ম—জগতে প্রকটশক্তি, আত্মাতে পরাত্মা—এই উভয়  
 ভাবের মিলনজন্ত ভগবান্, শাণ্ডিল্যবিদ্যাতে এইটি যে পরিষ্কার আছে, তাহাতে আর  
 কোন সংশয় নাই।

জগতে প্রকটশক্তি আত্মাতে পরাত্মা—এ অংশের প্রকৃত ভাব বুঝিতে হইলে দুইটি  
 ক্ষুতির নিয়োগ প্রয়োজন। প্রথমটি “রূপে রূপে তিনি প্রতিক্রপ” দ্বিতীয়টি “এই পরাত্মা  
 ব্রহ্ম সর্ভাহুত্ ।” জগৎকে ব্রহ্মেতে লয় করিয়া অপৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিলে যে বৈচিত্র্য  
 সাধকসম্মিধানে প্রকাশ পায় সে বৈচিত্র্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎক্রিয়াশক্তির, সুতরাং “রূপে  
 রূপে”—বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যে তিনি আপনি “প্রতিক্রপ” হইয়া প্রকাশমান। এইটি পরিগ্রহ  
 হওয়াতে জগৎ নহে কিন্তু ব্রহ্মের আত্মশক্তির প্রকাশ সাধকের অনুভবগোচর হইল।  
 যেখানে শক্তিবৈচিত্র্য নহে কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য প্রকাশমান, সেখানে পরাত্মা আপনার  
 বিচিত্র অনুভবসমূহ জীবাত্মাতে প্রকাশ করিতেছেন, এইটি পরিগ্রহ হওয়াতে সে সকল  
 অনুভব জীবাত্মার নহে কিন্তু পরাত্মার, সুতরাং যিনি সর্ভাহুত্ ( সর্ববিশয়ের অনুভবিতা )  
 তিনি সাধকের অনুভবগোচর হইলেন। ব্রহ্মের শক্তিবৈচিত্র্য ও জ্ঞানবৈচিত্র্য এইরূপে  
 অনুভবগোচর হয় বলিয়া এ দর্শনকে ভগবদ্ভীলাদর্শন বলা যাইতে পারে। সত্তামাত্র  
 ব্রহ্মদর্শন সাক্ষাদর্শন এ দর্শন সাক্ষাৎ দর্শন নহে, এরূপ বিতর্ক বুধা, কেন না ব্রহ্মের  
 জ্ঞান ও শক্তি কোন কালে তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, আমাদেরই বোধসৌকর্য্যার্থ আমরা  
 আমাদের মন হইতে জ্ঞান ও শক্তির চিন্তা অপসারিত করিয়া রাখিয়া কেবল সত্তামাত্র  
 চিন্তার বিষয় করি। ভগবানের জ্ঞানশক্তিতে জগৎ জ্ঞানশক্তির আকারে বিদ্যমান  
 রহিয়াছে, সুতরাং ভগবান্ সেই জগৎকে জীববুদ্ধিতে প্রকট করেন, এখানকার মুখ্য কথা  
 এই। জগৎপ্রকটনে তাঁহার আত্মপ্রকটন হইতেছে, ইহাই বা কি প্রকারে অস্বীকার

করা যাইতে পারে ? তাঁহার আপনার জ্ঞানশক্তিপ্রকটনই যে আত্মপ্রকটন, তত্ত্বরূপে ইহার বিশেষ বিবৃতি দৃষ্ট হইবে ।

৫। পঞ্চমে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, জীবের বুদ্ধিতে ব্রহ্ম যদিও ত্রিবিধ প্রকারে প্রকাশ পান, তথাপি তাঁহাতে কোন ভেদ উপস্থিত হয় না, কেন না এই ত্রিবিধ প্রকাশের একটিতেও পূর্ণতার হানি হয় না । শ্রীমচ্ছঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আপনাদের মত এই শ্রুতির সাহায্যে যে প্রকারে সমর্থন-করিয়াছেন, এ উভয়ই এখানে ব্যাখ্যানরীতিতে অনাদৃত হয় নাই, বরং তত্ত্বাবিস্কার করিতে গিয়া, আমরা মনে করি, উভয় পক্ষের ব্যাখ্যানমধ্যে যে সত্য আছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে । শ্রীমচ্ছঙ্করকৃত ব্যাখ্যানের সার এই :—“সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন” এই শ্রুতির অর্থ হইতে “ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ” “এই ব্রহ্ম পূর্ণ” নিশ্চয় হইতেছে । কেন না ঐ শব্দে অপরোক্ষ ব্রহ্ম পূর্ণ এইটি নির্ণয় করিয়া এই শব্দে নামরূপস্থ কার্য্যাত্মক ব্রহ্ম পূর্ণ এইটি অবধারিত হইতেছে । “ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে এই পূর্ণ ব্রহ্ম উদ্ভূত হন” এ অংশের এই অর্থ হইতেছে যে কারণাত্মক পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যাত্মক ব্রহ্মের উদয় হইলেও তদ্বারা স্বস্বরূপের পূর্ণতার কিছু হানি হইতেছে না । “পূর্ণের পূর্ণত্ব আদান করিলে পূর্ণ অবশেষ থাকেন” এ অংশের অর্থ এই যে, কার্য্যাত্মক পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণত্ব আদান করিলে অর্থাৎ ভূতমাত্র উপাধির সংসর্গজ্ঞ যে প্রতীতি হয় সেইটিকে নিজ জ্ঞানে অপসারিত করিয়া দিলে কেবল পূর্ণ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন । শ্রীমচ্ছঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার কার্য্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই তিনি সর্বাভীত, যিনি প্রতিকার্য্যে প্রবৃষ্ট হইয়া আছেন তিনি সর্বগত, যিনি সর্বকার্য্যে প্রবৃষ্ট থাকিয়াও মায়াগন্ধশূন্যতাবশতঃ তাহার অভীত, তিনি সর্বাস্তর্ভাবক, এ সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই । “যদিও সর্বত্রই পূর্ণতা অবিশেষ তথাপি তাঁহার শক্তির ব্যক্ততা-ও অব্যক্ততানিবন্ধন তারতম্য আছে” বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এ সিদ্ধান্ত নিরতিশয় বিরুদ্ধ নহে । কেন না সর্বত্র বিস্তৃত পূর্ণতা অবিশেষ এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহারা “ঐ ব্রহ্ম পূর্ণ এই ব্রহ্ম পূর্ণ” এই শ্রুতিটা উদাহরণ স্বলে গ্রহণ-করিয়াছেন এবং উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ঐ অবতারী রূপ এই অবতার রূপ উভয় পূর্ণ ।” পূর্ণ অবতারিরূপ হইতে সর্বশক্তিমান পূর্ণ অবতাররূপ লীলাবিস্তারের জন্ম আপনি উদ্ভূত হন, এ প্রাচুর্য্য লীলাপ্রপূর্তির নিমিত্ত । পূর্ণ অবতাররূপের পূর্ণস্বরূপ আদান অর্থাৎ আপনাতে এক করিয়া লইয়া পূর্ণ অবতারিরূপ অত্যাধিক বিলীন না হইয়া অবশেষ থাকেন—স্থিতি করেন ।” শক্তিপ্রকাশের তারতম্যে যে তারতম্য উপস্থিত হয়, উহা ব্রহ্মতে নহে কিন্তু গ্রহীতাতে, এইটি বুঝিলে আর কোন দোষ পড়ে না ।

৬। ষষ্ঠে ব্রহ্মকে রূপরূপে গ্রহণকরা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । এ অতি আশ্চর্য্য যে বেদান্ত ঋক্সংহিতোক্ত অত্যাধিক দেবতার অধঃকরণ করিয়াছেন কেবল রূপেরই

করেন নাই। এ যে ঋক্‌সংহিতোক্ত রুদ্র নন এ কথা বলিতে পারা যায় না, কেন না সে রুদ্রের সহিত এ রুদ্রের কেবল সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, বিশেষণসমূহে একত্ব আছে। এখানে শিবনামা রুদ্র বর্ণিত হইয়াছেন সেখানে শিবনামা নহেন, এ উক্তিও বিচার করিলে দাঁড়ায় না। সংহিতোক্ত রুদ্রেরও শিবত্ব নিঃসন্দিগ্ধ। নিরুক্তকার শিবশব্দকে সুখার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণ—“শিব ( সুখকর ) ও স্মিতযুক্ত ( বারিধারা ) সহ আগমন করিয়াছে ( ১ম, ৭৯শ্র, ২৭ক্ )।” শিবশব্দরূপ ও আনন্দশব্দরূপ অভিন্ন, সুতরাং শিবশব্দের সুখার্থে বেদান্তবিরুদ্ধ নহে। শম্ ও শিবশব্দ একপার্থ্যায়ের অন্তর্গত। শস্তম-শব্দ বেদে যেমন তেমনি বেদান্তে একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাপজনিত ভয় যদি ত্রকের রুদ্রমূর্ত্তিদর্শনে তেতু হয়, তাহা হইলে ঋক্‌সংহিতায় এটি যেমন স্পষ্ট, বেদান্তে তেমন স্পষ্ট নয়। রুদ্রের ধর্ম্মই বেদান্তে যে প্রকার সেই প্রকার বেদেও অতি প্রসিদ্ধ। করেকটী ঋক্‌ এখানে উদ্ধৃত করিলে এ কথাগুলিতে নিঃসংশয় প্রত্যয় হইবে।

‘জদয়াধিষ্ঠিত, প্রকৃষ্ট প্রজাবান্, অভীষ্টবর্ষী, বলবিধায়ক রুদ্রের উদ্দেশে কি প্রকারে সুখকর (শস্তম) স্তোত্রোচ্চারণ করিব।

যে স্তোত্র দ্বারা অদিতি আমাদের জন্ত, পুত্রের জন্ত, মহাব্যাগণের জন্ত, পাতীর জন্ত, অপত্যের জন্ত রুদ্রের ( ভেবজ ) উৎপন্ন করেন \* ।

যে স্তোত্রের নিমিত্ত মিত্র বরণ রুদ্র এবং সমানপ্রীতিযুক্ত নিখিল দেবগণ আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন।

স্তোত্রপতি, যজ্ঞপতি, উদক-ভেবজ, রুদ্রসন্নিধানে ( বৃহস্পতিতনয় ) শংখুর সুখ প্রার্থনা-করি।

যিনি সূর্য্যের স্তায় দীপ্তিমান, হিরণ্যের স্তায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বাসস্থান।

সেই রুদ্র আমাদের অব, মেঘ দেবী, পুরুষ স্ত্রী ও গোজাতিকে সুপ্রাপ্য সুখ দিন। ( ঋক্‌ ১ম, ৪৩শ্র, ১—৬ ঋক্‌ )।

এখানে রুদ্রের প্রকৃষ্ট প্রজাবান্, অভীষ্টবর্ষিত্ব, বলবিধায়কত্ব, জদয়াধিষ্ঠাতৃত্ব, রক্তকত্ব, স্তোত্রপতিত্ব, যজ্ঞপতিত্ব, ভিষকৃতমত্ব, সুখদত্ব, দীপ্তিমত্ব, জ্যোতিষত্ব, দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, সকলের বাসস্থানত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

বীরকয়কারী, কপর্দী ( জটাধারী ) মহান রুদ্রকে এই সকল স্তুতিবাদ আমরা অর্পণ করিতেছি, যেন বিপদ ও চতুপদগণ সুখ থাকে, এ গ্রামে সকলই যেন পুষ্ট ও অনাতুর থাকে।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমমণ্ডলের ১১৪সূক্তের সমগ্র স্তোত্রটি পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-গুলির সঙ্গে রুদ্রের অধিকবীর্ঘ্যবস্তা প্রদর্শন-করিয়াছে।

হে রুদ্র, তোমার প্রদত্ত সুখকর ( শস্তম ) ভেবজসমূহ দ্বারা যেন আমরা শত বর্ষ জীবিত থাকি। আমাদের নিকট হইতে যেন বিদূরিত কর, আমাদের পাপ বিদূরিত কর, আমাদের সর্ব্বদেহব্যাপী রোগসমূহ তুমি বিদূরিত কর।

\* অদিতি ( পৃথিবী ) রুদ্রের নামে উচ্চারিত স্তোত্রের প্রভাবে আপনার ভিতর হইতে রোগ-প্রতীকারক ঔষধসকল উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

হে রজ, তুমি সম্পদে সকলের ঐষ্ট । হে বজ্রবাহ, ঐবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি ঐবৃদ্ধতম, তুমি আশাদিগকে পাশের পরপারে লইয়া যাও । কল্যাণ হউক, আশাদিগের হইতে তুমি নিখিল রোগের আক্রমণ বিবোজিত কর । ( ৭৬ ২ম ও ৩য় ২১৩ শ্লোক ) ।

অভীষ্টবর্ষী সন্ন্যাসী রজ বলপ্রদ অন্ন দ্বারা প্রাণী আহার প্রমত্ত করেন । রৌদ্রে উত্তপ্ত ব্যক্তি যেমন ছায়ায় তেমনি নিম্পাপ হইয়া রজের সুখভোগ করি এবং তাঁহার সেবা করি । ( ৬৭ ক ) ।

হে পুত্রনীর, তুমি ধনুর্কোণধারী, হে পুত্রনীর, তুমি বিবিধাকারবিশিষ্ট নিক ( বর্ণহার ) ধারণ করিয়াছ, হে পুত্রনীর, তুমি অগ্নীর বিশ্ব রক্ষা করিতেছ, হে রজ, তোমা হইতে বলবান্ আয় কেহ নাই । ( ১০ ৭৬ ক ) ।

এস্থলে পাপহরণত্ব, পূজার্হত্ব, ধর্ম্মিহাদি সুস্পষ্ট । নিম্পাপ হইয়া ইহার প্রদত্ত সুখ-ভোগপ্রার্থনাও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈদৃশ অস্ত্রাত্ম ঈশ্বরোচিত বিশেষণ অনু-সন্ধান করিলেই অস্ত্র দৃষ্ট হইবে ।

‘গিরিশস্ত’ ‘গিরিত্র’ বিশেষণে এ উপনিষৎখানি ( খেতাস্বতর ) যে শৈবধর্ম্ম-প্রতিপাদক তাহা প্রকাশ পায় । শৈবগণ তাঁহাদিগের পক্ষ-সমর্থনার্থ এই উপনিষৎ-খানি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণভাষ্যব্যাখ্যা শিবাকর্ম্মমণিদীপিকাতে শ্রীমদপায় দীক্ষিত তাই বলিয়াছেন :—“খেতাস্বতরশাখিগণের মন্ত্রোপনিষদের আরম্ভেও ‘ব্রহ্মবাদিগণ বলেন ব্রহ্ম কি কারণ ? আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ?’ ইত্যাদি বাক্যে জগতের জন্মাদি পঞ্চবিধ \* কার্যের কারণভূত ব্রহ্ম কি দেবতাত্মক ? কোন কোন ব্রহ্ম-বাদী ঋষিগণের এই সংশয় তুলিয়া, জগতের কারণ নাই অথবা কালাদি অন্ততর কারণ নাই অথবা কালাদি অন্ততর কারণ আছে, সূতরাং ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদির কারণ নহেন, এই সংশয়টির যে কোন মূল নাই সেইটি দেখাইবার জন্য তাঁহারা নিজেই—জগতের কারণ নাই অথবা অন্তবিধ কারণ আছে এ দুটি পক্ষ—এই কথাগুলিতে নিরসন করিয়াছেন—‘কাল স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ, প্রকৃতি ও পুরুষ [ ইহারা কারণ কি না তাহা ] চিন্তনীয় । ইহারা আপনারা মিলিত হইতে পারে না, আত্মার অধিষ্ঠানে মিলিত হয় । এ আত্মা আপনার প্রভু আপনি নয়, কারণ উহা সূত্র হুঃখের অধীন ?’ এইরূপে নিরসনপ্রদর্শন করিয়া ঐহারা আপনারা এ তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন না তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাশক্তি অধিকার প্রসাদে উহা নির্ণীত হইবে এই অভিপ্রায়ে—‘ধ্যানযোগামুগত হইয়া তাঁহারা স্বগুণে নিগূঢ় দেবের আত্মশক্তিকে দর্শন করিলেন’ এই শ্লোকোক্তে তাঁহার সাক্ষাৎকার নিবন্ধ করিয়াছেন, এবং ‘বিনি এক হইয়া কাল ও আত্মা সংবলিত সেই নিখিল কারণগুলিকে অধিকার করিয়া স্থিতি করিতে-ছেন,’ এই বাক্যে তাঁহার প্রসাদে কালাদি সকল অবাস্তব কারণের অধিষ্ঠাতা পরম

\* জন্ম, ম্রিতি, লয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পাঁচটি কর্ণ । তিরোভাব—জ্ঞানাদির তিরো-ভাব বহে ।



কারণ মহাদেবকে তাঁহারা দেখিলেন এই অর্থ নিশ্চয় করিয়াছেন । এই পরম কারণ যে মহাদেব এখানেই তাহার প্রমাণ অনুসন্ধান করিয়া লইতে হইবে । কেন না ‘যিনি এক হইয়া’ এই মন্ত্রটিতে ‘তাঁহাকে দেখিলেন’ এই ক্রিয়াটি যোগ-করিয়া যদিও সকল কারণের অধিষ্ঠাতা কারণমাত্র প্রতীত হন, শিবশব্দের প্রয়োগ না থাকাতে শিবই যে সেই কারণ তাহা প্রতীত হয় না, তথাপি ‘প্রধান—ক্ষর, হর—অমৃত ও অক্ষর । সেই একমাত্র দেব প্রধান ও পুরুষকে শাসন করেন’ ‘ক্ষর এবং অক্ষর, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই বিশ্বকে ঈশ্বর হরণ-করেন’ ‘বিশ্বের অধীশ্বর মহর্ষি ( সৰ্বজ্ঞ ) রুদ্র’ ‘সেই জ্ঞাত শিব সৰ্বগত’ ‘মায়ী মহেশ্বরকে’ ‘সেই বরদ স্তবনীয় দেব ঈশানকে’ এই সকল উপনিষৎপরিসমাপ্তিপৰ্য্যন্ত অনন্তরবর্তী বাক্যে হর ঈশ রুদ্র শিব মহেশ্বর ঈশান ইত্যাদি শিবের অসাধারণ নামে জগতের কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন ‘যিনি এক হইয়া’ এ মন্ত্রে—জগৎকারণ শিবকেই দেখিলেন—তাৎপর্য্যতঃ ইহাই আসিতেছে ।’ এখানে ষাঁহাকে অধিকা বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই তলবাক্যরোপনিষদে বিদ্যারূপ উমা বলা হইয়াছে ( ২।৫ [ ১৭ পৃ ] “অধিকাপতিকে উমাপতিত্বে” ইত্যাদি বাক্য শৈবভাষ্যে ( ১।২।৪ ) শ্রুতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । টীকাকার বলেন—“অধিকাপতি উমাপতি এরূপ পুনরুক্তি [দেখায়] চিচ্ছক্তির সহিত মিলিত করিয়া পরব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন ।” অবতারবাদের প্রথমপ্রবর্তনা শৈবধর্ম হইতে হইয়াছে, উহা বৈদিক নহে, এ কথা আমরা বলিতে সাহসী নই, কারণ ঋকসংহিতাতেও অবতারবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ( ৬ম, ৪৭ সূ ১৮ ঋক্ [ ৩।২১ ] ); ( ৭ম, ৫৫ সূ ১ ঋক্ [ ২।১৮ ] ) । শৈবধর্ম হইতেই পৌরাণিক ধর্মের অধিকতর অভিব্যক্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।

বৈদিক রুদ্রের অবতাররূপ শিব ও অধিকা সংগ্রামের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মহাত্মারতামিতে দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন ভীষ্মপর্বে ( ২৩অ, ১-৩ শ্লোক )

সঞ্জয় বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের সৈন্ত বুদ্ধার্ঘ উপস্থিত, ইহা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের হিতার্থ এই কথা বলিলেন ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে মহাবাহু, তুমি সংগ্রামের অভিযুগে স্থিতি করিতেছ । শত্রুগণের পরাজয়ের নিশ্চয় শুচি হইয়া তুমি দুর্গান্তোত্র উচ্চারণ কর ।

সঞ্জয় বলিলেন, সংগ্রামক্ষেত্রে ধীমান্ বাহুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিলে, পার্শ্বরথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া শোভা উচ্চারণ-করিলেন ।

তলবাক্যে যেমন তেমনি এ স্তোত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা অধিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন :—

উমা, শাকম্বরী, ( মহাশক্তিমতী ) বেতা, কৃষ্ণা, কৈটভনামিনী, হিরণ্যাক্ষী, বিরূপাক্ষী, সুব্রাহ্মী ভোমার নমস্কার । বেদঋতিতে মহাপবিত্র ব্রহ্মদাক্ষ বৃক্ষ, অগ্নি, জম্বুবৃক্ষ, গিরিমধ্যদেশে এগুলি ভোমার আশ্রয়, ইহাদিগেতে তুমি নিত্যসন্নিহিত । তুমি বিশ্বাশকলের মধ্যে ব্রহ্মবিন্দু, হেহিগণের তুমি মহাদিগ, কার্ত্তিকের তুমি মাতা, তুমি কাত্যায়নামিনী দুর্গা ।

পাণ্ডপতাত্ত্ব লাভের নিমিত্ত অর্জুনের ক্রোধোদ্রোহ, ক্রোধের পর্বতবাসিন্দ দিব্যাস্ত্রধারিণী ইত্যাদি দ্রোণপক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ।

সে সময়ে পার্থ গ্রহ-নক্ষত্র চক্র সূর্য-ও-অগ্নিসম জ্যোতির্মান্ব বেন অলভ পর্বত দেখিলেন । সেই ঠেলে আরোহণ করিয়া শৈলাগ্রে অবস্থিত তপোনিরত মহাত্মা বৃষভরাক্ষকে তিনি অবলোকন-করিলেন । ( ৮০ অ, ৩৭, ৩৮ শ্লো ) ।

ভব, সর্ব, রুদ্র, বরদ, পশুপতি, উগ্র, কপর্দী, মহাদেব, ভীম, ত্র্যম্বক, শান্তি, ভোমার নমস্কার । ( ৫৪ শ্লো ) ।

যে শশর ধনুঃ দ্বারা আমি যুদ্ধে দেবশক্রগণকে বিনাশ করিয়াছি, যে ক্রকার্জুন, ভোমরা সেই শশর ধনুঃ আনয়ন কর । ( ৮১ অ, ৭ শ্লো ) ।

এই প্রবচনসমষ্টিতে ( ৬ । ২ ) বিশ্বকর্মা ও পুরুষও গৃহীত রহিয়াছেন । তাই “চারিদিকে তাঁহার চক্ষু, চারিদিকে তাঁহার মুখ” ঋগ্বেদের এই একাংশীতীতম স্তকের তৃতীয় ঋক্, এবং “সহস্র যাহার শির” “পুরুষই এ সব” এই নবতীতম স্তকের প্রথমা ও দ্বিতীয়া ঋক্ এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে । ‘চক্ষুর চক্ষু’ এই শ্রুতান্ত্রসারে বিশ্বগত চক্ষুরাদি সেই পরম-পুরুষের চক্ষুরাদি বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে । জনগণ চক্ষুরাদিকেই দেখিয়া থাকে তন্মধ্যে যে পরমাত্মা স্থিতি করিতেছেন তাহা দেখে না, তাই সেই ভ্রান্তিবারণের জন্ত ‘চারিদিকে চক্ষু’ ইত্যাদি শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন । “তিনি অরূপবান্হী ( ৩ । ২১৪ )” এই জ্ঞানে পরাত্মা স্বয়ং চক্ষুরাদিব্যক্ত নহেন । “সর্বোজ্জ্বল্য বিবজ্জিত,” “পাণিপাদবিরহিত” শ্রুতি এ কথা আপনি বলাতে এই জ্ঞান উদ্ভাবিত হইয়াছে । “বিধাতৃপ্রাসাদে লোকে দেখে” এ কথার ভগবদর্শন যে তাঁহার প্রসন্নতায় হয়, ইহা সুস্পষ্ট । এ সকলের তত্ত্ব কি ( ২৮ পৃষ্ঠায় ) উক্ত হইয়াছে ।

৭ । পরব্রহ্ম এক তাঁহাতে কদাপি বিবর্ত উপস্থিত হয় না, তিনি নিত্য একই থাকেন ; এ জগতে বহু তাঁহার জ্ঞান ও বলের ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়, এই তত্ত্ব এখানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে । জ্ঞানশক্তি কখন বিনাভিপ্রায়ে কোন পদার্থ উৎপাদন-করেন না, যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে উঁহার জ্ঞানত্বেরই হানি উপস্থিত হইত । পরাত্মা নিত্য এক অথচ তাঁহার অভিপ্রায় বিবিধ, ইহা যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে তদ্বারা তাঁহার একত্বের হানি হয়, কেন না অভিপ্রায়ের বিবিধত্বে তাঁহার ভিন্নতা ঘটে । তিনি এক তাঁহার অভিপ্রায়ও এক, যদি ইহাই হয় তাহা হইলে জগতে তাহার অভিব্যক্তির বিবিধত্ব হইল কিরূপে ? এক শক্তি যেমন আধারভেদে বহুরূপে প্রতীত হয় এবং বহুর উৎপাদনে হেতু হয়, তেমনি অভিপ্রায়সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি যে ভিন্ন নহেন এক, তাহা পূর্বে ( ২৪৭ পৃষ্ঠায় ) উক্ত হইয়াছে । সেখানে যে উক্ত হইয়াছে “কার্য্য সকলের আত্মাহুরূপে বিপরিস্তন কালে” এখানে ‘আত্মাহুরূপ’ কি, পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহা যে অভিপ্রায় ইহাই সিদ্ধ হয় । শক্তি বৈশ্বদ

পরাম্বার স্বরূপ, অভিপ্রায় যদি তেমনি তাঁহার স্বরূপ না হয় তাহা হইলে অভিপ্রায় দ্বারা ই তাঁহাতে ভেদ উপস্থিত হয়। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলাভিপ্রায় বিনা তাঁহাতে আর কিছুই সম্ভবে না। সেই মঙ্গলস্বরূপই তাঁহার অভিপ্রায়। মঙ্গলস্বরূপ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নয়, কেন না পূর্ণ জ্ঞান মঙ্গল বিনা আর কিছুই হইতে পারে না, যদি অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে উহাতে অপূর্ণতা উপস্থিত হয়। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা মঙ্গলই হয়। এইরূপে জ্ঞানক্রিয়া মঙ্গল ও অভিপ্রায়ের একত্বে পরাম্বার সহিত তাহাদের একত্ব ও অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল আধারভেদে ইহাদের বহুবিধত্ব প্রতীত হয়, তাহা হইলে সেই আধারভেদেই ইহাদিগের একত্বের হানি জন্মে। কেন না আধার গুলি শক্তি হইতে ভিন্ন না হইলে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া উহাদের বহুবিধত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হয় না। আধারভেদ আর কিছুই নয় নাম ও রূপ, একথা স্বীকার করিলেও নাম ও রূপ শক্তি হইতে ভিন্ন, সুতরাং সেই নামরূপদ্বারা ই একত্বের ক্ষতি উপস্থিত হইল। ব্রহ্মেতে নাম ও রূপের স্থিতি শ্রুতি অনুমোদন করেন, সুতরাং উহারা নিত্য। নামরূপ যদি ব্রহ্মের শক্তি হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্ববিজ্ঞানের ক্ষতি উপস্থিত হয়। যদি নাম ও রূপ অনিত্য হয়, তাহা হইলে আঁকিম্বিকতানিবারণ হয় না ; ব্রহ্মেরও সর্বকারণত্ব থাকে না।—যদি বল ব্রহ্মের জ্ঞান ও বলের ক্রিয়ায় উহারা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শ্রুতি ব্রহ্মেতে উহাদিগের স্থিতি কেন বর্ণন করেন ? উহারা তাঁহার স্বশক্তিতে নিহিত, স্বতন্ত্র নহে ভিন্ন নহে, একথা বলিলে, নিহিতত্বের অর্থ কি ? যদি আধার ও আধেয় উহাতে বুঝায়, তাহা হইলে শক্তি ও নামরূপের স্বাতন্ত্র্য কে নিবারণ করিবে ? অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি তেমনি ক্ষুঁর্তিপাইবার যোগ্যতাকেই নিহিতত্ব বলিয়া মানিতে হইবে। সেই ক্ষুঁর্তিপাইবার যোগ্যতাকে অবলম্বন-করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন “উহারা যাহার অত্যন্তরে” (৩১৯)। যখন উহাদের ক্ষুঁর্তি হয়, তখন উহারা ই বহুবিধরূপে প্রতীত হইবার কারণ হয়। ক্ষুরণযোগ্যতা বলাতে কিছু রহস্তোক্তেদ হইল না। হইল না বটে, কিন্তু বস্তু এবং উহার সামর্থ্য যখন প্রত্যক্ষ, এবং প্রত্যক্ষের অপলাপ অসম্ভব, তখন এ রহস্ত সহিতেই হইবে। “কার্য্য শক্তির আত্মভূত” এই যে উক্তি আছে, বাহা কিছু এখানে বলা হইল উহা তাহারই প্রপঞ্চমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞাননিরত ব্যক্তিগণ পরীক্ষা দ্বারা বর্ণাদিকে শক্তির বৈচিত্র্যমাত্র প্রতীপাদন-করিয়াছেন, ইহাতে বেদান্তের সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা নিরতিশয় দৃঢ় হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

৮—১২। অষ্টমে (৮) সপ্তমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দৃঢ় করা হইয়াছে। নবমে (৯) “যিনি এই বিশ্ব ও চতুষ্পদের শাসন করিতেছেন” ঋগ্বেদের এই অংশ দেখাইয়া দেয় দশম মণ্ডলের একুশ যজুকের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। যদি তাহাই হইল তবে তদনুসারে পঞ্চমবল্লীতে কশকে প্রজাপতিনির্দেশ পূর্বক (২৪৩ পৃ) এখানে কশকে ব্যাখ্যায় স্বরূপ কেন গ্রহণ করা হইল। এস্থলে এই জানিতে হইবে যে, বৈদিক দেবগণ

মধ্যে যিনি প্রেরিত। তাঁহাকেই শ্রুতি সর্বত্র প্রধানরূপে গ্রহণপূর্বক বেদের বচনগুলিকে প্রেরিতশ্রুতিপাদক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজের অদ্বীভূত করিয়া লইয়াছেন। যেমন “যে সময়ে অন্ধকারের অন্নতা হইয়াছিল সে সময়ে দিবাও ছিল না রাত্রিও ছিল না” এস্থলে শিবশব্দ বেদে নাই অথচ মাণ্ডুক্য উপনিষদের সঙ্গে অবিরোধী ভাবে বেদবেদান্তের মিল করিয়া লইয়া তুরীয় ব্রহ্মকে শিবস্বরূপরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ত্রীকণ্ডও বলিয়াছেন :—“যে শিবতত্ত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট এবং আটটি ঐহার নাম, তিনিই জগৎকারণ ব্রহ্ম, এইটি উক্ত হইয়াছে।” ইহার ব্যাখ্যাতা বলিয়াছেন :—“শিবশব্দব্যবহারের কারণপর্যালোচনা করিলে শিবেরই সর্বজ্ঞত্বাদি ও তাঁহারই আটটি নাম এই অর্থ সিদ্ধ পায়, এইটি অভিপ্রায় করিয়া শিবকেই এখানে বিশেষ্য করা হইয়াছে। শিবই তত্ত্ব—শিবতত্ত্ব। তত্ত্বশব্দে এখানে তিনকালবর্তী শাস্ত্রত বস্তু উক্ত হইয়াছে।.....‘সংও ছিল না অসংও ছিল না, একমাত্র শিবই বিদ্যমান ছিলেন’ এই মন্তোক্ত শিবশব্দ দেখাইয়া দিতেছে যে তিনিই সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, স্তত্রায় অপরাপর কারণবাচক যে সকল বাক্য আছে তদপেক্ষা শিবের জগৎকারণত্বই যে প্রবল ও ঐকান্তিক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে তত্ত্বশব্দের প্রয়োগ উহাই প্রদর্শন করিতেছে।” ভব, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, রুদ্র, উগ্র, ভীম, মহাদেব, শিবের এই আটটি নাম। ‘ভবশব্দে সদ্ভূত ব্রহ্ম বুঝায়’ ‘শর্ব্বশব্দে সকলের সংহর্তা ব্রহ্ম’ ‘নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট এজ্ঞত্ব ঈশানশব্দে ব্রহ্ম বুঝায়’ ‘ঈশ্বরের শাস্ত্র আছে এইটি লক্ষ্য করিয়া পশুপতি শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়’ ‘সংসারক্লেশের (রুকের) ভংগহর্তা (দ্রাবক) এজ্ঞত্ব রুদ্রশব্দে ব্রহ্ম বুঝায়’ ‘নিয়ামকত্বে নিখিল চেতনবানের ভয়ের কারণ এ নিমিত্ত ভীমশব্দের অভিধেয় ব্রহ্ম’ ‘মহত্বে দ্যোতনবিশিষ্ট এজ্ঞত্ব মহাদেব শব্দে শিব উক্ত হইলেন’। দশমে (১০) প্রদর্শিত হইয়াছে যে কেবল সৃষ্টিপ্রবাহ নয় কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেষ্টৃগণেরও প্রবাহক্রমে আগমন হইয়া থাকে। উপদেষ্টৃগণের প্রবাহ কিরূপে হয়? “কপিলঋষিকে নিখিল জ্ঞানে পরিপোষণ করেন এবং তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে উৎপাদ্যমান দেখেন” এই বাক্যে উপদেষ্টৃগণের প্রবাহক্রমে আগমন সিদ্ধ হইতেছে। আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানে ধারণ ও পোষণ এবং উত্তরোত্তর উৎপত্তি, ঋষিসম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদসাধন করিয়া থাকে। পরলোকগত দেবগণ ও ঋষিগণ অদ্যাপি ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় জীবনধারণ করিয়া থাকেন “পূর্বকালের দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানেন” এই কথায় উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। “ব্রহ্মা তাঁহাকে জানেন” এখানকার বর্তমানার প্রয়োগ এই তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিতেছে যে, ঈশ্বরাত্মগৃহীতা বুদ্ধি নিত্যকালই সেই পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়।

একাদশে (১১) “জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি” এই শ্রুতি দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ক্রিয়াযোগে শক্তির বিবিধত্ব প্রকাশ পাইলেও শক্তির একত্বের হানি হইতেছে না। “তাঁহার বিবিধ পরমশক্তি শ্রুত হওয়া যায়” এস্থলে “শ্রুত হওয়া যায়” এই কথায় লোকে ও বেদে শক্তির বিবিধত্ব প্রসিদ্ধ ইহা বলিয়া আবার কেন উহার একত্ব

নিবদ্ধ হইল ? এ জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে, “দেবগণের মহৎ বল এক ( ঋক্ ৩ম, ৫৫য় )” শক্তিবিশয়ে এই বৈদিক সিদ্ধান্ত ইহাই প্রতিপাদন করে যে, শক্তি বিবিধাকারে প্রকাশ পাইয়াও একই। তত্ত্ববিষয়ে সাধারণ লোকের কথা প্রমাণ নয় আপ্তগণের বাক্য প্রমাণ এই যে প্রসিদ্ধি আছে, এ প্রসিদ্ধি তত্ত্বসম্বন্ধে কোন অনাস্থা উপস্থিত করে না। যাহা কিছু বাহিরে প্রকাশ পায় সাধারণ লোকে তাহাই পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহারা তত্ত্ব উদ্ভাবন-করে না, সুতরাং আপ্তগণ হইতে তাহাদিগের নিরতিশয় পার্থক্য। “দেব স্বভাবতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব ( নামরূপে ) আপনাকে আবৃত করিয়াছেন” এই বাক্যে স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন সে আবরণভেদে বিনা তত্ত্ব প্রকাশ পায় না। সেই আপ্তগণ আরাধনাযোগে সেই পরমদেবকে প্রসন্ন করিয়া আবরণগোচরোচনে সমর্থ হন, এইটি দেখাইবার জন্ত “তিনি আমাদেরকে ব্রহ্মেতে প্রবিষ্ট হইতে দিন” এই প্রার্থনাটা শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। “কর্মেণ প্রবর্তক” “কর্তৃত্বশূন্য বহুর ভিতরে যিনি একমাত্র স্বতন্ত্র যিনি একটি বীজকে বহুপ্রকার করেন” ইত্যাদি প্রবচন দ্বারা ব্রহ্মই নিত্য সক্রিয় অপর সকলে নিষ্ক্রিয়, বেদান্তবাদিগণের মতবিরোধী কথা এস্থলে কেন ঘোষণা করা হইয়াছে, এ বিরোধ—ক্রিয়া বিনা কারণের কারণত্ব সিদ্ধ পায় না এই এক কথায়—নিরস্ত হয়। ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়ত্বে বেদান্তবাদিগণের সূদৃঢ়মতি অনাদরের বিষয় নহে, কেন না ব্রহ্ম সক্রিয় হইলেও নির্লিঙ্ঘ্যতায তাহার নিষ্ক্রিয়ত্ব নিত্য সিদ্ধ। এই জন্য পরবর্তী প্রবচনসমষ্টিতে “নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক” এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। জীব কারণ নয় অতএব সে নিষ্ক্রিয়, তাহাতে যে সক্রিয়ত্ব প্রকাশ পায় উহা ক্রিয়াপ্রবর্তনিতার প্রেরণায়। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে কর্মের জন্ত সে ধর্মাদর্শফলভাজন হয় কেন ? “সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন” ( ৬।১০ ) এই কথায় বুঝিতে পারা যাইতেছে, তিনি আপনি জীবকে যে স্বভাব দিয়াছেন সে স্বভাব অতিক্রম করিয়া তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন না। পরমাত্মা তাহাকে যে স্বভাব দিয়াছেন, সে যদি সেই স্বভাব হইতে আপনাকে স্থলিত করে অদর্শ প্রাপ্ত হয়, স্বভাবে বিদ্যমান থাকিলে ধর্মপ্রাপ্ত হয়, এই কথাই নির্বিকার।

দ্বাদশে (১২) “নিখিলগুণসম্পন্ন” “গুণসমূহের নিয়ন্তা” একই মন্ত্রে এই দুইটি বিশেষণের একত্র সম্মিলনে পরমাত্মার নিশ্চুণত্ব ও সগুণত্ব নির্বিকারে কি প্রকারে সম্ভবে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি গুণসমূহের নিয়ন্তা তিনি কখন গুণকৃত বিকারভাজন হইতে পারেন না। সেরূপ হইলে তাহার নিয়ন্তৃত্বই থাকে না। যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে তিনি “নিখিলগুণসম্পন্ন” হইলেন কিরূপে ? স্বরূপে। বস্তু কখন স্বরূপহীন হইতে পারে না। বস্তুর স্বরূপই তাহার গুণ। গুণধাতুর অর্থ আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণের অর্থ সভাজন ( আদরে গ্রহণ )। এতদ্বারা আদরে গৃহীত হয় গুণশব্দের তবে এই মৌলিক অর্থ। এই মৌলিক অর্থে ইহাই আসিতেছে যে, যদ্বারা যাহা অপর হইতে বিশেষ হয় উহাই

উহার গুণ। শক্তি জ্ঞান ও শিবস্বরূপে পরাত্মা বিশেষ হইতেছেন। ভিন্নদৃষ্টিতে ভিন্ন ভাবে দেখিলেও তাঁহার স্বরূপের একতা তিরোহিত হয় না। সূত্রাং আগন্তুক উষ্ম-  
 ষাদি গুণের স্থায় এ সকল গুণের অনিত্যত্ব বা ভেদসাধকত্ব ঘটে না। গুণ যদি বিশেষণ  
 হয়, তাহা হইলে গুণতো ভেদসাধকই হইতেছে। যদি তাহাই হইল তবে উহা সর্বাত্মাতে  
 কি প্রকারে সম্ভবে? জীব ও জগৎ হইতে ইহার নিয়ন্তৃত্বাদিতে বিশেষত্ব আছে, এ জনাই  
 জীববুদ্ধিতে ইহার বিশেষত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে। এরূপ প্রতিভাত হওয়া যে আক-  
 স্মিক নয়, সর্বোচ্চের নিয়ন্তৃত্বাদি সকলই যে আছে, বিশেষণ যে স্বরূপ, ইহা পূর্বেই উক্ত  
 হইয়াছে (১৭৩ ও ১৭৭পৃ)। পরব্রহ্ম সত্তামাত্র—এটি সকল বাদীরই নির্বিবাদ মিলনস্থল  
 ইহা স্বীকার করিলেও সেই সত্তাতে বিশেষ বিশেষ স্বরূপানুভব অনিবার্য। শ্রীমদ্রামানুজ  
 ভালাই বলিয়াছেন :—“হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে সৎই ছিলেন’ ইত্যাদি বেদান্তবাক্য নির্বি-  
 শেষ জ্ঞানৈকরস বস্তুমাত্র প্রতিপাদন করে, এই যে বলা হইয়াছে ইহা অযুক্ত। কেন না  
 এই প্রকরণটি—এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান উৎপন্ন হইবে এতদভিপ্রায়ে সচ্ছন্দবাচ্য পর-  
 ব্রহ্মের জগদ্রূপাদানত্ব, জগন্নিমিত্তত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বাস্তরত্ব, সর্বা-  
 খারত্ব, সর্বনিয়মন ইত্যাদি অনেক কল্যাণগুণবিশিষ্টতা এবং সমগ্র জগতের তৎস্বরূপতা  
 প্রতিপাদনপূর্বক, হে ঋতকেতু, তুমি এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ—ঋতকেতুর প্রতি এই উপদেশ  
 দেওয়ার জন্ত নিবদ্ধ হইয়াছে।” “যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদ সকলের প্রেরণা করেন”  
 এখানে বর্তমানার প্রয়োগ কেন তাহার কারণ বলা হইয়াছে। “যিনি সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মকে  
 ব্যক্ত করেন” এখানে বর্তমানার প্রয়োগ কেন? কেবল সৃষ্টির আদিতে নয় কিন্তু প্রতি-  
 ব্যক্তির বুদ্ধিতে যে নব নব সত্যের অভিব্যক্তি হয়, উহারও প্রবর্তনা পরাত্মসাপেক্ষ, এইটি  
 দেখাইবার জন্ত এস্থলে বর্তমানার প্রয়োগ।

ইতি ভগবদ্গীতা ষষ্ঠাধ্যায় ।

## সপ্তম অধ্যায় ।

জীবাত্মবল্লী ।

১। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ দদৌ । তস্মৈ হ নচিকেতা নাম  
পুত্র আস । ১ ।

তস্মৈ হ কুমারস্মৈ সন্তং দক্ষিণাস্মৈ নীয়মানাস্মৈ শ্রদ্ধা বিবেশ সোহ-  
মম্মত । ২ ।

পীত্বোদকা জঙ্ঘতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ ।

অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদং ॥ ৩

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্ম্যভীতি ।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তস্মৈহোবাচ মৃত্যবে ভা দদামীতি ॥ ৪

বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি মধ্যমঃ ।

কিত্বম্বিদু যমস্মৈ কর্তব্যং যম্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাপরে ।

শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবা জায়তে পুনঃ ॥ ৬

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ত্রাক্ষণো গৃহান্ ।

তস্মৈতাং শাস্তিঃ কুর্কন্তি হর বৈবস্বতোদকম্ । ৭

আশাপ্রতীক্ষে সক্রতস্মৈ স্মৃত্যাক্ষেপ্তাপূর্বে পুত্রপশুশ্চ সর্কান্ ।

এতদূরঙক্তে পুরুষস্তান্নমেধসো যস্তানন্নং বসতি ত্রাক্ষণোগৃহে ॥ ৮

তিস্রোরাত্রীর্ঘদবাংসীর্গৃহে মেহনন্নং ত্রাক্ষমতিধিনর্মমস্যঃ ।

নমস্তেহস্ত ত্রাক্ষন্ স্বস্তি মেহস্ত তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বগীষ ॥ ৯

শাস্তসঙ্কল্পঃ স্মনো যথা স্মাদীতমন্যুর্গোতমো মাভি মৃত্যো ।

ঔৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতল্লয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০

যথা পুরস্তান্তবিতা প্রতীত ঔদ্ধালকিরাকুর্গির্মৎপ্রসৃষ্টঃ ।

স্বপস্মৈ রাজীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্তাং দদৃশিবাস্মৈ ত্যামুখাং প্রমুক্তম্ ॥ ১১

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিকনাশ্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি ।  
 উভে তীর্থাহশনয়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২  
 স ত্বমগ্নিৎ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রক্ৰহি তৎ শ্রদ্ধধানায় মহম্ ।  
 স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তুএতদ্ধিতীয়েন বরণে বরণে ॥ ১৩  
 প্র তে ত্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিমচিকেতঃ প্রজানন্ ।  
 অনন্তলোকাপ্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ১৪  
 লোকাদিমগ্নিৎ তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ক্কা যথা বা ।  
 স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যষোক্তমথাস্ত্র মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫  
 তমত্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ ।  
 তবৈব নান্না ভবিতায়মগ্নিঃ স্ফাঙ্কেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬  
 ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিঃ ত্রিকর্মকুৎ তরতি জন্মমৃত্যু ।  
 ত্রাক্ষজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭  
 ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিষ্য য এবং বিদ্বাৎশ্চিনুতে নাচিকেতম্ ।  
 স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮  
 এষ তেহগ্নিন্চিকেতঃ স্বর্গ্যোহয়মবগীধা দ্বিতীয়েন বরণে ।  
 এতমগ্নিৎ তবৈব প্রবক্ষ্যামি জনাসমুদ্রীয়ং বরং নচিকেতো বগীষ ॥ ১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যোহ-

স্ত্রীত্যেকে নায়মস্ত্রীতি চৈকে ।

এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্রয়াহং

বরাণামেষ বরসুতীয়ঃ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা

ন হি সুবিজ্ঞেয়মগুরেষ ধর্ম্যঃ ।

অন্যং বরং নচিকেতো বগীষ

মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজেনম্ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল

ত্বক মৃত্যো যম সুবিজ্ঞেয়মথ ।



বক্তা চাস্ত্র স্বাদৃগন্তো ন লভ্যো  
 নান্তোবরন্তল্যমেতস্ত কশ্চিৎ ॥  
 শতায়ুষো পূর্য্যপৌত্ৰান্ রণীষ  
 বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্ ।  
 ভূমের্মহদায়তনং রণীষ  
 স্বয়ং জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥  
 এতত্তুল্যং যদি মম্মসে বরং  
 রণীষ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ ।  
 মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি  
 কামানান্ত্বা কামতাজং করোমি ॥  
 যে যে কামা তুল্লভা মর্ত্যালোকে  
 সৰ্ব্বান্ কামাংশ্চন্দতঃ প্রার্থয়স্ব ।  
 ইমা রামাঃ সরথাঃ সতৃপ্যা  
 ন হীদৃশা লভুনিয়া মনুষ্যৈঃ ॥  
 আভির্মংপ্রতাপ্তিঃ পরিচারয়স্ব  
 নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ ॥  
 শোভ্যুবা মর্ত্যস্ত্র যদন্তকৈতৎ  
 সৰ্ব্বৈন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ ।  
 অপি সৰ্ব্বজীবিতমল্লমেব  
 তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥  
 ন বিভেন তৰ্পণীয়ো মনুষ্যো  
 লপ্তশ্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা ।  
 জীবিষ্যামো যাবদৌশিষ্যসি ত্বং  
 বরন্ত মে বরণীয়ঃ স এব ॥  
 অজীৰ্য্যতামমৃতানামুপেত্য  
 জীৰ্য্যম্ভ্যঃ কথং প্রজানন্ ।

অভিধায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদা-  
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥

যস্মিন্মিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো।  
যং সাম্পরায়ে মহতি ক্রোহি নন্তং ।  
যোহয়ং বরো গুঢ়মনুপ্রবিষ্টো  
নান্যন্তস্ম্যামচিকেতা রণীতে ॥ কঠ ১।১—২৯ ।

‘উশন্’ কামরমানঃ—সর্ববদানকলমিতিশেষঃ—‘হ বৈ’—বৃত্তার্থস্মরণার্থনিপাতো—‘বাজ্রবসঃ’ ত-  
ন্নাং নৃগতিঃ ‘সক্লবেদসং’ সর্বস্বং ধনং ‘দদৌ’ দত্তবান্ । ‘তন্ত’ রাজঃ ‘নচিকেতাঃ’ নাম পুত্রঃ—  
‘হ’ কিল—‘আস’ বভূব । ১ ।

‘তং’ ‘হ’ পুনঃ ‘সন্তং’ কামকৃতবিকাররহিতং ‘কুমারং’ বালাং ‘দক্ষিণাহু’ দক্ষিণার্ধাহু গোষু ‘নয়-  
মানাহু’ বিভাগেনোপনীয়মানাহু সতীষু ‘শ্রদ্ধা’ সত্যাবধারণকমা বুদ্ধিঃ ‘আবিবেশ’ আবিষ্টবতী ।  
তদাবেশেন ‘স’ নচিকেতাঃ ‘অমন্ত’ । ২ ।

কিমমন্ত তদাহ—‘পীতাদকাঃ’ পীতম্ উদকং বাতিঃ তাঃ, ‘জঙ্ঘতৃণাঃ’ জঙ্ঘং ভক্ষিতং তৃণং বাতিঃ  
তাঃ, ‘দ্রুক্ষদোহাঃ’ দ্রুক্ষঃ দোহঃ কীরীথাঃ বাসাং তাঃ—পুনন্ততৎক্রিয়াবক্ষ্যমাঃ—‘নিরিক্ষিয়াঃ’ প্রজনন-  
সামর্থ্যরহিতাঃ—জীর্ণাঃ নিফলাঃ ইত্যর্থঃ—‘তাঃ’ গাঃ ‘দদৎ’ ‘স’ বজ্রমানঃ ‘তান্’ লোকান্ ‘গচ্ছতি’  
যে ‘তে’ লোকাঃ ‘অনন্তাঃ’ অনানন্তাঃ অমৃতাঃ ‘নাম’—তন্নাং প্রসিদ্ধাঃ । ৩ ।

‘স’ নচিকেতাঃ পুনঃ ‘পিতরম্’ ‘উবাচ’—হে ‘তত’ তাত, ‘কন্মৈ’ ঋত্বিশেষায় ‘মাং দাত্তসি ইতি’ ।  
পিতা উপেক্ষমাণোহপি ‘দ্বিতীয়’ ‘তৃতীয়ম্’ ‘অপি’ ‘উবাচ’—কন্মৈ মাং দাত্তসি কন্মৈ মাং দাত্তসি  
‘ইতি’ । রাজা পুনরোবপবশ ‘উবাচ’—‘ত্বা’ ত্বাম্ ‘মৃতাবে’ ‘দদামি ইতি’ । ৪ ।

এবমন্তঃ স চিন্তয়ামাস—‘বহুনাং’ পুত্রাণাং শিষ্যাণাং বা ‘প্রথমঃ’ শ্রেষ্ঠঃ সন্ ‘এমি’ গচ্ছামি  
যদমন্দিরমিতি শেষঃ । ‘চেন্ন’ শ্রেষ্ঠোহপি—‘বহুনাং’ ‘মধ্যমঃ’ সন্ ‘এমি’ ন জাহ্বমঃ । ‘কিংবিশং’  
‘বসন্ত’ ‘কর্তব্যং’ করণীয়ম্ অস্তি, ‘যং’ ‘অজ্ঞ পিতা’ ‘ময়া করিষ্যতি’ সাধয়িষ্যতি ? । ৫ ।

সত্যপালনপ্রোৎসাহনার পিতরমুবাচ—‘যথা’ পূর্বে’ অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়ঃ কৃতবন্তঃ ৩৭  
‘অমুপশ্য’ আলোচয়, ‘তথা’ অপরে’ বর্তমানাঃ সাধবঃ যথা বর্তন্তে তৎ ‘প্রতিপশ্য’ আলোচয় । পুত্র-  
বাৎসল্যাদমুখ্যাকরণেন ন কচিল্লাভঃ—যং ‘মর্ত্য’ মরণশীলঃ মানবঃ ‘শস্তম্’ ইব পচ্যাতে’ জীর্ণো  
ভবতি । ‘শস্তম্’ ইব পুনঃ ‘আজায়তে’ আবির্ভবতি । ৬ ।

সএব মৃত্যুং যমালয়ং গতবান্ । তত্র দিনত্রয়ানন্তরং গৃহে প্রত্যাবৃত্তং যমং তদমাতাঃ প্রোচুঃ—  
‘অতিথিঃ’ ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠানঃ অতএব ‘বৈবানরঃ’ জগজ্জীবনোতা—তন্ত দেহো জগৎ স স্বত্বজীব-  
ন্তরোঃ নেতা—পরাজ্ঞা ‘গৃহান্’ ‘প্রনিশতি’ তচ্ছলেন—অতিথৌ তাদৃশী দৃষ্টিঃ কর্তব্য। হে ‘বৈবশ্বত’  
যমঃ, ‘উদকং’ পানীয়ম্ ‘হর’ আহর । কথম্ ? ‘তন্ত’ আতিথেষুত ‘এতাং’ বর্তমানক্লেহরপরাণাং  
‘শান্তিং’ ‘কুর্কন্তি’ পাঞ্জনাত্যাহিতা অতিথয় ইতি শেষঃ । ৭ ।

‘আশাপ্রতীক্ষে’—‘আশা’ ইষ্টার্থপ্রার্থনা, ‘প্রতীক্ষা’ অনির্জাতপ্রাপ্ত্যর্থং প্রতীক্ষণং তে, ‘সদন্তং’  
সংসজজঃ কলং, ‘হনুতাং’ প্রিয়বাড্‌নিমিত্তক কলং, ‘ইষ্টাপুর্বে’ বাগারামাদিত্রিয়াজন্তং কলং, ‘সর্বান্’

‘পুত্রপশুন্ চ’ পুত্রান্ চ পশুন্ চ, ‘এতৎ’ সৰ্বং তত্ত্ব ‘বৃঙ্ক্তে’ নাশয়তি ‘যত’ ‘অন্নমেষসঃ’ মন্দমতেঃ ‘পুরুষত’ ‘গৃহে’ ‘ব্রাহ্মণঃ’ ‘অনন্নং বসতি’ । ৮ ।

এবমুক্তো বসোহতিথিদাহ—‘বৎ’ বস্মাৎ ‘নমন্তঃ’ পূজাহঃ সন্ ‘মে’ মম ‘গৃহে’ ‘তিস্রঃ’ ‘রাজীঃ’ ‘অনন্নং’ ‘অভূজানঃ’, হে ‘ব্রহ্মন্’, যন্ ‘অবাৎসীঃ’ বাসং কৃতবান্, তস্মাৎ হে ‘ব্রহ্মন্’, ‘তে’ তুভ্যং ‘নমঃ’ ‘অন্ত’, ‘মে’ মম ‘অন্তি’ ‘অন্ত’, একৈক্যং রাজিঃ ‘প্রতি’ ‘জীন্ বরান্’ ‘স্বণীষ’ যন্ । ৯ ।

ততো নচিকেতা আহ—হে ‘সুতো’, ‘গৌতমঃ’ মংপিতা ‘বথা’ ‘শান্তসঙ্কল্পঃ’ নিবৃত্তসঙ্কল্পঃ ‘সুমনাঃ’ এসন্নমনাঃ ‘মাম্’ মাম্ ‘অভি’ প্রতি ‘বীতমহ্মাঃ’ অপগতরোষঃ, ‘প্রতীতঃ’ লক্ষ্মণুতিঃ ‘স্বৎপ্রস্টঃ’ স্বয়ং বিযুক্তঃ গৃহং প্রতি প্রেবিতং ‘মাম্’ ‘অভিবদেৎ’ প্রত্যভিজ্ঞায় অভিনন্দেৎ, ‘এতৎ’ এতন্নিমিত্তং ‘ক্রাপাং’ ‘প্রথমং বরং বৃণে’ । ১০ ।

যমআহ—‘মৎপ্রস্টঃ’ ময়া অমুক্তাতঃ ‘ঐদালকিঃ’ আক্লিঃ তে পিতা ‘প্রতীতঃ’ লক্ষ্মণুতিঃ ‘পুন্নতৎ’ ‘বথা’ আসীৎ তথা ‘ভবিতা’—ভাং প্রতি প্রীতিসমমিত ইতি ভাবঃ । ‘বীতমহ্মাঃ’ বিগত-রোষঃ ‘স্বৎ’ বথা স্তাৎ তথা ‘রাজীঃ’ তদর্শনপূর্ববর্তিনীঃ ‘শ্রিতা’ স্বাপং ভোক্তা । ‘সুত্যাং প্রমুক্তং’ ‘জান্’ ‘দদুশিবান্’—মৎকৃপয়া পমনাৎ পূর্বমেব দুষ্টবান্ অধ্যাক্ষদৃশা । ১১ ।

নচিকেতা উবাচ—ব্যাখ্যাত্তেহরং শ্লোকঃ ( ১০।২ ) । ১২

হে ‘সুতো’, ‘স স্বৎ’ ‘স্বর্গং’ স্বর্গসাধনম্ ‘অগ্নিঃ’ ‘অধ্যোষি’ অগ্নিস জ্ঞানাসীত্যর্থঃ । ‘শ্রদ্ধাধানায়’ ‘মহৎ’ ‘তৎ’ ‘প্রত্নি’ কথয় । ‘স্বর্গলোকাঃ’—তদগ্নিনা চিতেন স্বর্গএব লোকঃ যেহাং তে—‘অস্বতস্বং ভজন্তে’ । ‘ষিতীয়েন’ ‘বরেণ’ ‘এতৎ’ অগ্নিবিজ্ঞানং ‘বৃণে’ । ১৩ ।

লোকানিমিত্তি । ব্যাখ্যাতে ( ৩।১ ) ১৪ । ১৫ ।

যম আহ—‘প্রীয়মাণঃ’ মহাত্মা যমঃ, ‘তৎ’ নচিকেতসম্ ‘অত্রবীৎ’—ইহ ‘অন্ত’ ‘ভূমঃ’ ‘তব’ ‘বরং’ ‘দদামি’ । কোহসৌ বরঃ ? ‘অসৌ’ অগ্নিঃ ‘তব এব নামা’—নচিকেত ইতি—ভবিতা । ‘ইমাম্’ অনেকরূপাং বিচিত্রাং ‘স্বকাং’ শব্দবতীং রত্নময়ীং মালাং ‘গৃহাণ’ । অনেকগতিহেতুস্বাৎ স্বকৃতি ভাবণম্ । ১৬ ।

ব্যাখ্যাতঃ ( ৩।১ ) । ১৭ ।

‘বঃ’ ‘ত্রিগাটিকতঃ’—ত্রিকুছো নাটিকেতোহগ্নিকিতো যেন সঃ—‘এবং বিদ্বান্’ ‘নাটিকেতম্’ ‘এতৎ ত্রয়ম্’ ইষ্টকাক্ষরং ‘বিদিতা’—তত্র তত্র লোকাদিদৃষ্টিময়ৌ চ সৰ্ব্বাশ্রয়ং বিজায়—‘চিহ্নতে’ ‘স’ ‘পুরতঃ’ শরীরপাতাং পূর্বং ‘সুত্যাংশান্’ ‘প্রণোদ্য’ অপহার ‘শোকাতিগঃ’ সন্ ‘স্বর্গলোকে’ ‘মোদতে’ । ১৮ ।

হে ‘নচিকেতঃ’, ‘এষ তে অগ্নিঃ’ ‘স্বর্গাঃ’ স্বর্গসাধনঃ ‘ষিতীয়েন বরেণ’ যন্ ‘অবৃণাধাঃ’ তন্ ‘এতম্’ অগ্নিঃ ‘জনাঃ’ জনাঃ ‘তব এব’ ‘প্রবক্ষ্যন্তি’ । হে ‘নচিকেতঃ’, অতঃ ‘তৃতীয়ং বরং’ ‘স্বণীষ’ । ১৯ ।

‘মহুষো’ ‘প্রোতে’ সূতে সতি ‘একে’ ‘অস্তি ইতি’ ‘একে’ অপরে ‘ন অয়ম্’ অস্তি ইতি ‘চ’ বদন্তি । ‘যা ইয়ং’ ‘বিচিকিৎসা’ সংশয়ঃ তৎ ‘এতৎ’ পক্ষবয়ং ‘স্বয়া’ ‘অনুশিষ্টঃ’ ‘অহম্’ ‘বিদ্যাং’ বিজ্ঞানীয়াম্ ; ‘বরাণাম্’ ‘এষ’ ‘তৃতীয়ঃ’ ‘বরঃ’ ।

যম আহ—‘অত্র’ পক্ষবয়বিসয়ে ‘পুরা’ ‘বৈবৈঃ’ ‘অপি’ ‘বিচিকিৎসিতং’ সংশয়িতম্ ‘ন হি’ এতৎ ‘স্তবিজেষম্’ । বৎসং ‘এব স্বর্গঃ’ আত্মজ্ঞানরূপঃ ‘অগ্নুঃ’ স্বলঃ, হে ‘নচিকেতঃ’ ‘অন্তঃ’ বরং ‘স্বণীষ’

প্রার্থয় 'ন' বাস্ 'না উপরোৎসীঃ' উপরুক্তম্ অহরুক্তম্ দাকর্ষীঃ । 'না' বাঃ প্রতি 'এনঃ' বয়ঃ 'অতি' 'স্বল্প' বিমুক্ত ।

নটিকৈতাঃ—'কিল' পুরা 'অত্র' 'দেবৈঃ' 'অপি' 'বিচিকিৎসিতম্' হে 'মৃত্যো' 'স্বং চ' 'বৎ' 'আত্ম-  
তত্বঃ' 'ন' 'স্ববিজ্ঞেয়ম্' ইতি 'আখ' তস্ত 'অত্র' আত্মতত্ত্বস্ত 'তাদৃক্' স্বতুল্যঃ 'অন্তঃ' 'বক্তা' ব্যাখ্যাতা  
'চ' 'ন লভ্যঃ' । 'এতস্ত' 'তুল্যঃ' 'কশ্চিৎ অন্তঃ' 'বয়ঃ' প্রার্থনীরবিবয়ঃ 'ন' অতি ।

যমঃ—'শতায়ুষঃ' শতবর্ষজীবনঃ 'পুত্রপৌত্রান্' 'বৃণীষ' প্রার্থয়, 'বহুন্ পশুন্ হস্তিহিরণ্যম্ অশ্বান্'  
'ভূমে' মহৎ আয়তনং বিতীর্ণ রাজ্যং 'বৃণীষ' 'শরণঃ' বর্ষণি 'বাবৎ ইচ্ছসি' 'বয়ং চ জীব' ;

'এতৎতুল্যং' 'যদি' অন্তঃ 'বয়ঃ' 'মৃত্যুসে' অভিলষসি 'বিতং' প্রভূতহিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাং চ'  
'বৃণীষ' । হে 'নটিকৈতাঃ' 'স্বং' 'মহাত্মনো' 'এষি' আ সম্যক্ ইশিষ ; 'হা' হাং 'কামানাম্' অভিল-  
ষিতানাং 'কামভাজম্' অভিলষিতসম্পন্নং 'করোমি' ।

'মর্ত্যালোক' 'যে যে কামাঃ হ্রস্বভাঃ' তান্ 'সর্কান্ কামান্' 'হ্রস্বতঃ' 'সচ্ছলঃ' 'প্রার্থয়' 'সরণাঃ'  
'সতুৰ্য্যঃ' সবাদিতাঃ 'ইমাঃ' সমুখবর্তিতঃ 'রামাঃ' অপসরঃ 'মহুবোঃ' 'ঈদৃশাঃ' 'ন হি' 'লভনীয়াঃ'  
প্রাপনীয়াঃ । 'মৎপ্রভাভিঃ' ময়া প্রদত্তাভিঃ 'আভিঃ' অপসরাভিঃ 'গরিচারয়' আত্মানং সেবিতং  
কৃক । হে 'নটিকৈতাঃ' 'সরণং' সরণসম্পর্কীয় প্রয়ঃ 'মা অমুপ্রাক্কীঃ' মা পুচ্ছ ।

নটিকৈতাঃ—হে 'অন্তক', 'ষোভাভাঃ'—ষোভাবিষয়িত্ব ন ভবিষ্যতি বেতি সলিহমানএব ভাবঃ  
যেবাং তে ষোভাভাঃ—স্বংপ্রদত্তভোগাঃ 'মর্ত্যস্ত' সমুদ্যস্ত 'বৎ' 'এতৎ' 'সর্কেক্সিরাণাং' 'ভেজঃ' তৎ  
'অরসতি' অপক্ষরতি 'সর্কঃ' 'জীবিতম্' সর্কায়ুঃ 'অপি' 'লজম্' এব 'তব এব' 'বাহাঃ' সপ্ততুরঙ্গাদয়ঃ  
'নৃত্যগীতে' অসরকৃতে 'তব' তিষ্ঠন্ত ।

'মহুযাঃ' 'বিতেন' 'ন' 'তর্পণায়ঃ' ন তোষণীয়ঃ । 'চেৎ' যদি 'হা' 'হাম্' 'কজাক্স' দুইবৃত্তঃ বয়ম্  
স্বতএব 'বিতং' 'লপ্যামহে' তদ্বর্ণনকলাং । 'বাবৎ' 'স্বম্' 'ঈশিষ্যসে' প্রভুঃ ত্বাঃ 'জীবিত্যামঃ' স্বদমু-  
গ্রহাৎ । অতএব 'স এব' 'বয়ঃ তু' 'মে বরণীয়ঃ' ।

'অজীর্ঘ্যতাং' বরোহানিবিব্রিতানাম 'অমৃতানাং' মরণধর্মবিব্রিতদেবানাম 'উপেত্য' লমীপং  
গচ্ছা 'প্রজানন্' মরণধর্মহামরণধর্মস্বং প্রকৃষ্টজ্ঞানেন জাহা 'কথং'—কুঃ পৃথিবী সা এব অথঃ অন্ত-  
রীক্ষাদ্যপেক্ষয়া তত্তাং হিতঃ—'জীর্ঘ্যগ্ৰত্যঃ' অরামরণবান্ 'কঃ' 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' তত্তচ্চকলবিবরান্  
'অভিধায়ান্' আলোচয়ান্ 'অভিদীর্ঘে জীবিতে' 'রমত' রতিং লভেত ?

হে 'মৃত্যো' 'বসিন্' প্রেতে 'ইদম্' অস্তি নাস্তি বেতি 'বিচিকিৎসতি' সংশয়েরতে 'মহতি' 'সাম্প্রারো'  
ণারলৌকিকবিবরে 'বৎ' জ্ঞাতব্যং 'তৎ' 'নঃ' অন্ত্যঃ 'ক্রহি' কথয় । 'গুঢ়ং' প্রচ্ছন্নং গহনম্ 'অমু-  
প্রেষিষ্টঃ' 'যঃ অয়ং বয়ঃ' পরলোকবিষয়কঃ, 'তস্মাৎ' বরাৎ 'অন্তঃ' বয়ঃ 'নটিকৈতাঃ' 'ন' 'বৃণীতে' ন  
প্রার্থয়তে ।

কোন এক সময়ে ফলকামনাপূর্ষক নৃপতি বাজশ্রবণ সর্কস্ব দান-  
করিয়াছিলেন । তাঁহার নটিকৈতা নামে এক পুত্র ছিল । দক্ষিণার্ধ  
গোসকল যখন নীত হইতেছিল, সেই সময়ে সেই বিকাররহিত কুমারে  
শ্রদ্ধা প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই সেই বালক মনে করিল : এ সকল  
গোর জলপান, তৃণভোজন, দুগ্ধদান নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, ইহা-  
দিগকে যিনি দান করিতেছেন তিনি নিরানন্দ লোকে গমন করি-

বেন । এই মনে করিয়া কুমার পিতাকে বলিলেন, হে পিতঃ, তুমি কাকে আমায় দান করিতেছ ? দুবার তিন বার এই একই কথা উচ্চারণ করায় [রোষাশ্বিত] পিতা বলিলেন, তোমায় মৃত্যুকে দিতেছি ।

বহুপুত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া আমি (যমগন্ধিরে) যাইব, যদি শ্রেষ্ঠও না হই মধ্যম হইয়া তথায় যাইব । [দেখা যাউক] যমের কি করণীয় আছে, যে করণীয় পিতা আমার দ্বারা সাধিত করিয়া লইবেন । [এই ভাবিয়া তিনি পিতাকে বলিলেন ], পিতৃপিতামহগণ যাহা করিয়াছিলেন তাহা দেখুন, বর্তমান সাধুগণ যাহা করেন তাহা দেখুন । মরণশীল মানব, শস্যের স্রায় জীর্ণ হয় আবার শস্যের স্রায় পুনরায় জন্মায় । [ইহার পর কুমার যমালয়ে গমন করিলেন । যম গৃহে ছিলেন না । তিন দিবস পর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে বলিলেন] বৈশ্বানর অতিথি ব্রাহ্মণ হইয়া গৃহে প্রবেশ করেন । তিনি গৃহস্থের শাস্তিবিধান করেন । হে বৈবস্বত, উদক আহরণ কর । যে ব্যক্তির গৃহে অতিথি ব্রাহ্মণ অনশন হইয়া বাস করেন, সেই অল্পবুদ্ধি পুরুষের আশা ও প্রতীক্ষা এবং সংসঙ্গ-প্রিয়বাক্য-যাগ-ও-আরামাদিস্থাপনজনিত ফল, এবং পশু পুত্রাদি সকল তিনি বিনাশ করেন । [যম এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিথিকে বলিলেন ], হে ব্রহ্মন্, আপনি অতিথি, আপনি নমস্, আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি, হে ব্রহ্মন্, আমার কল্যাণ হউক, যেহেতুক আপনি আমার গৃহে তিন দিন অনশনে আছেন, অতএব আপনি তিনটি বর প্রার্থনা করুন । নচিকেতা বলিলেন, হে মৃত্যু আমার পিতা গোতম সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়া যাহাতে প্রসন্নমনা হন, আমার প্রতি রোষশূন্য হন, আপনি আমায় তাঁহার নিকটে প্রতিপ্রেরণ করিয়াছেন লক্ষ্ম্যতি হইয়া ইহা বুঝিতে পারিয়া আমায় অভিনন্দন-করেন, তিনটি বরের এই প্রথমটি প্রার্থনা করিতেছি । যম বলিলেন, তোমার পিতা ঐন্দ্রালকি আরুণি আমার প্রেরণায় পূর্বে যেমন স্মৃতিমান ছিলেন তেমনি হইবেন, তোমার প্রতি রোষশূন্য হইয়া স্নেহে নিজাভোগ করিবেন, তুমি মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়াছ ইহা তিনি [আমার মায়ায়] অগ্রেই দেখিয়াছেন । নচিকেতা বলিলেন, স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও দেখানে নাই, জরাকেও কেহ ভয় করে না । ক্ষুধা

পিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শোকাতিক্রমপূর্বক স্বর্গলোকে মানব আমোদিত হয়। হে মৃত্যু, স্বর্গপ্রাপ্তিকর অগ্নির বিষয় আপনি জানেন, আমি শ্রদ্ধাবান্ আমায় সেই অগ্নির কথা বলুন যে অগ্নির চয়নে লোকে স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হয় অমৃতত্বলাভ করে। আমি দ্বিতীয় বরে এইটি প্রার্থনা করিতেছি। নচিকেত, যে অগ্নির দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, সেই অগ্নির বিষয় আমি জানি। তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা অবগত হও। এই অগ্নিকে তুমি হৃদয়ে নিহিত জান। ইনি অক্ষয়লোকপ্রাপ্তির সাধন, ইনি সকলের আশ্রয়। সৃষ্টির পূর্বে যিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সেই অনন্ত-লোকপ্রাপ্তির সাধন অগ্নির বিষয়ে তিনি তাঁহাকে বলিলেন। যে রূপের ইষ্টক, যত খানা ইষ্টক, যে প্রণালীতে ইষ্টকচয়ন করিতে হয় তাহা তিনি তাঁহাকে অবগত করিলেন। মৃত্যু যাহা যাহা বলিলেন, নচিকেতা ঠিক সেইগুলি যথাবৎ উল্লেখ করিলেন। ইহাতে ইহার প্রতি মহাত্মা মৃত্যু প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আবার তোমাকে আজ আমি বর দিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে প্রখ্যাত হইবে। এই অনেকরূপবিশিষ্টা শব্দবতী রত্নময়ী মালা গ্রহণ কর। পিতা মাতা এবং আচার্য্য এ তিনের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যিনি তাঁহাদের অনুশাসনে অনুশাসিত, তিন বার যিনি নাচিকেত অগ্নি চয়ন-করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান এই ত্রিবিধ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম-করেন। সৰ্ব্বজ্ঞ স্তবনীয় ত্রোতনশীল অগ্নিকে জানিয়া এবং আত্মভাবে দর্শন করিয়া সাধক এই (প্রত্যক্ষ) নিরতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই ইষ্টকত্রয় জানিয়া এইরূপ জ্ঞানসহকারে-তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করে, সে ব্যক্তি শরীরপাতের পূর্বেই মৃত্যুপাশপরিহার-পূর্বক শোকাতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকে আমোদিত হয়। হে নচিকেত, এই তোমার অগ্নি স্বর্গপ্রাপক। দ্বিতীয় বরে এই অগ্নিকে বরণ কর। লোকে এ অগ্নি তোমারই অগ্নি বলিবে। হে নচিকেত, অতঃপর তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

মনুষ্যের মৃত্যু হইলে কেহ কেহ বলেন মনুষ্য থাকে, কেহ কেহ

বলেন মনুষ্য থাকে না এই যে সংশয়, এ সংশয়ের তত্ত্ব আপনার অনুশাসনে জানিতে পাইব, এইটি বরসমূহের মধ্যে তৃতীয় বর ।

[ যম বলিলেন ] পূৰ্ব্বেকালে এ বিষয়ে দেবগণের সংশয় জন্মিয়াছিল, বিষয়টি সুবিজ্ঞেয় নয় । এই [ আত্মজ্ঞানরূপ ] ধৰ্ম্ম সূক্ষ্ম । হে নচিকেত, তুমি অল্প বর প্রার্থনা কর । আমায় এ অনুরোধ করিও না, এ বর আমায় ছাড়িয়া দাও ।

[ নচিকেতা বলিলেন ] পূৰ্ব্বেকালে এ বিষয়ে দেবগণেরও সংশয় জন্মিয়াছিল, হে মৃত্যু, আত্মতত্ত্ব যে সুবিজ্ঞেয় নয় আপনিও বলিতেছেন । আপনার মত এ বিষয়ে বক্তা অপর কাহাকেও পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহার তুল্য অল্প কোন বরও নাই ।

[ যম বলিলেন ] শতাব্দী, অনেক পুত্র পৌত্র, বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রার্থনা-কর, যত বৎসর আপনি জীবিত থাকিতে চাও জীবিত থাক ।

ইহার তুল্য অল্প কোন বর যদি অভিলাষ কর, বিত্ত ও চিরজীবিকা প্রার্থনা-কর । হে নচিকেত, বিস্তীর্ণরাজ্যের তুমি অধীশ্বর হও, যত প্রকার অভিলাষের সামগ্রী আছে আমি তোমায় তৎসম্পন্ন করিতেছি ।

মর্ত্যলোকে যে যে অভিলষিত চক্ৰভেদ সে সকল অভিলষিত স্বচ্ছন্দে প্রার্থনা কর । রথ-বাদিত্র-সহকৃত এই সকল অপরাগণ,—মনুষ্যাগণ ঈদৃশ অভিলষিত বিষয় পায় না,—আমি এই সকল তোমাকে দিতেছি, ইহা-দিগের দ্বারা তুমি পরিচারিত হও । হে নচিকেত, মরণসম্পর্কীয় প্রাণ আমায় করিও না ।

[ নচিকেতা বলিলেন ] হে অন্তক, এ সকল আজ আছে কাল নাই, এগুলি সর্বেশ্বরের তেজ হরণ-করে । যদি সমগ্র আত্মাও পাওয়া যায়, তাহাও অল্প । এ সকল নৃত্যগীত-রথতুরঙ্গাদি আপনারই থাকুক ।

মনুষ্য বিস্তে পরিতোষ লাভ-করিতে পারে না । যদি আপনায় দেখিয়া থাকি, এমনই বিত্ত পাইব ; যত দিন আপনি প্রভু থাকিবেন জীবিত থাকিব । [ যে বর চাহিয়াছি ] সেই বরই আমার প্রার্থনীয় ।

যাঁহারা কখন জীর্ণ হন না যাঁহারা অমরণধৰ্ম্মা তাঁহাদের নিকটে আসিয়া প্রকৃষ্টজ্ঞানলাভকরত পৃথিবীরূপ অধোলোকস্থ জরামরণাধীন

কোন ব্যক্তি—রূপানুরাগে আমোদ জন্মায় ঈদৃশ বিষয় চিন্তা-করিয়া—  
দীর্ঘজীবনে আমোদ পাইয়া থাকেন ?

হে মৃত্যু, মরিলে থাকা না থাকা—যে বিষয়ে লোকে সংশয়-করে,  
মহৎ পারলৌকিকবিষয়ে যাহা জ্ঞাতব্য আছে, আপনি আমাদিগকে  
তাহাই বলুন । এই বর অতি নিগূঢ় অন্তঃপ্রসিষ্ট—এ বর ছাড়া নচিকেতা  
অন্য বর চায় না ।

ভাব—বৈশ্বানর অতিথি ব্রাহ্মণ হইয়া—বৈশ্বানর—জগৎ ও জীবের নেতা, ব্রাহ্মণ—  
ব্রহ্মাধিষ্ঠান । অতিথি ব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি, সূতরাং অতিথিচ্ছলে জগৎ ও জীবের নেতা  
পরাত্মা স্বয়ং গৃহে আগমন করেন আতিথেয়কে এই দৃষ্টিতে অতিথিকে দেখিতে হইবে ।

১৪।১৫ ও ১৭ শ্লোকের ভাব ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠায় দেখিতে হইবে ।

২ । অন্যচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়-

স্তে উভে নানার্থে পুরুষত্‌সিনীতঃ ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানশ্চ সাধু

ভবতি হীয়তেহর্থাদ্য উ প্রেমোবৃণীতে ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-

স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।

শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে

প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাচ্ছৃণীতে ॥

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাত্‌শ্চ কামা-

নভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ।

নৈনাত্‌স্ফঙ্কাং বিত্তময়ীমবাণ্ডো

যশ্চাত্‌ মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষৃচী

অবিদ্যা যা চ বিদ্যোতি জ্ঞাতা ।

বিদ্যাভৌগ্নিনন্নচিকেতসং মন্যে

ন ত্বা কামাবহবো লোলুপন্তঃ ॥ কণ্ঠ ২ । ১—৪ ।

পরিভূটঃ যম আহ—‘শ্রেয়ঃ’ নিঃশ্রেয়সম্, ‘অন্তঃ’, ‘শ্রেয়ঃ’ প্রিয়ভবম্, ‘উত’ ‘অন্তঃ’ ‘তে উভে’  
‘নানার্থে’ ভিন্নপ্রয়োজনে ‘পুরুষ’ ব্রীহিঃ ‘সিনীতঃ’ বসীতঃ । ‘তয়োঃ’ শ্রেয়ঃশ্রেয়সোঃ ‘শ্রেয়ঃ’ ‘লাদনা-



মত' পুত্রতঃ 'সাধু ভবতি'। যঃ 'উ' পুনঃ 'প্রেরঃ' 'বৃণীতে' আদন্তে স 'অৰ্বাং' পুরুষাৰ্বাং 'হীরতে' চ্যবতে।

'প্রেরঃ' চ 'প্রেরঃ' চ 'মনুষ্যম্' 'এতঃ' প্রাপ্ততঃ। 'ধীরঃ' বিবেকী 'ভে' প্রেরঃপ্রেরঃপদার্থে 'সম্প-  
রীত্য' সম্যক্ পরিগম্য 'বিশ্বিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' 'প্রেরসঃ' প্রিরতরাং 'প্রেরঃ' 'হি' 'অভি  
বৃণীতে' উপাদন্তে 'মলঃ' মূঢ়ঃ 'বোধজ্ঞেমাং' শরীরাদ্র্যাপচয়রক্ষণহেতোঃ 'প্রেরঃ' প্রিরতরং 'বৃণীতে'  
আদন্তে।

হে 'নচিকেতঃ' 'স হং' 'প্রিরান্' প্রিররপান্ চ 'কামান্' 'অভিধারান্' আলোচরান্ 'অত্যাশ্রাকীঃ'  
পরিভ্যক্তবান্। 'এতাঃ' 'বিন্তময়ীঃ' 'স্বকাঃ' রত্নমালাং 'ন' হম্ 'অবাগুঃ' অবাগুবান্ অসি 'বস্তাং'  
'স্বকারাং' 'বহবঃ' 'মনুষ্যাঃ' 'মজ্জন্তি'।

'বা চ' 'অবিজ্ঞা' কর্ত্ত্ব প্রের্যোবিষয়া বা চ 'বিজ্ঞা' প্রের্যোবিষয়া তে 'এতে' 'বিবৃণী' নানারূপগতি-  
বিশিষ্টে 'দূরঃ' মহতান্তরেণ 'বিপরীতে' ইতি হং 'জ্ঞাতা', অতএব 'নচিকেতসঃ' 'বিদ্যাভিলাষীং' 'মন্তে'  
অহম্। 'ন' 'ভা' স্বাং 'বহবঃ' 'কামাঃ' ভোগবিষয়াঃ 'লোলুপন্তঃ' 'লোলুপঃ' কৃতবন্তঃ।

শ্রেয় এক প্রেয় আর এক। এ উভয়েরই ভিন্ন প্রয়োজন। ইহার।  
পুরুষকে বন্ধ করে। এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয় গ্রহণ-করে তাহার  
ভাল হয়, যে ব্যক্তি প্রেয় গ্রহণ-করে সে পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া  
এ দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া  
শ্রেয়কে গ্রহণ-করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরাদির উপচয় ও রক্ষার  
নিমিত্ত প্রেয়কে গ্রহণ করে।

হে নচিকেত, তুমি প্রিয় ও দৃশ্যতঃ প্রিয় অভিলষিতবিষয়সমূহের  
আলোচনা করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ-করিয়াছ। এই বিন্তময়ী  
রত্নমালা তুমি গ্রহণ-কর নাই, যে রত্নমালাতে বহু মনুষ্য মুগ্ধ হইয়া  
আছে।

অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞা এ দুইয়ের ফল ভিন্ন এবং ইহার। নিরতিশয় বিপ-  
রীত ইহা তুমি জান। তাই আমি নচিকেতাকে বিজ্ঞাভিলাষী মনে  
করি। বিবিধ অভিলষিত বিষয়ও তোমাকে লোলুপ করে নাই।

ভাব—বিন্তময়ী রত্নমালা—স্বকাঃ—স্বম্ স্বম্ (সিম্ সিম্) করিয়া শব্দ করে এজন্ত  
স্বকা রত্নমালা। অনেকগুলি রত্ন একত্র গ্রথিত থাকিয়া পরস্পরের সঙ্গবর্ধনে যে শব্দ  
উৎপাদন-করে, সেই শব্দে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়, বস্তুতঃ উহাতে মুগ্ধ হইবার কোন কারণ  
নাই।

\* মূল গ্রন্থে স্বকা শব্দে—স্বতি পদবী—এই অর্থ করা হইয়াছিল। তাদৃশ অর্থের কোন মূল না  
পাওয়াতে উহা পরিভ্যক্ত হইল।

৩। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং  
 প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মুঢ়ম্ ।  
 অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী  
 পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥  
 অবণায়াপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ  
 শৃণুন্তোহপি বহুবো যম বিদ্যাঃ ।  
 আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্র লকা-  
 শ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥  
 ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ  
 সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।  
 অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-  
 গীয়ান্ হতর্ক্যমণুপ্রমাণাং ॥  
 নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া  
 প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ।  
 যান্ত্রমাপঃ সত্যধৃতিবর্তাসি  
 ত্বাদৃণ্ণো ভূয়ামচিকেতঃ প্রেষ্ঠা ॥  
 জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং  
 ন হৃৎকবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তং ।  
 ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোহগ্নি-  
 রনিত্যাদ্রবৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥  
 কামশ্রাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং  
 ক্রতোরাশ্রয়মভয়শ্চ পারম্ ।  
 স্তোমমহদুরুগায়স্প্রতিষ্ঠাং  
 দৃষ্ট্বা ধৃত্য ধীরো নচিকেতোহত্যশ্রাক্ষীঃ ॥

কণ্ঠ ২। ৬—১১।

‘সাম্পরায়ঃ’ পারলৌকিকবিষয়ঃ ‘বিত্তমোহেন মুঢ়ং’ ‘প্রমাদ্যন্তং’ অমাকুলং ‘বালম্’ অজ্ঞানঃ ‘প্রতি’  
 ‘ন প্রতিভাতি’ ন প্রকাশতে । ‘অয়ং লোকঃ নাস্তি’ ন ‘পরঃ’ ‘ইতি মানী’ মননশীলঃ । তাদৃক্ জনঃ  
 পুনঃ পুনঃ ‘মে’ নম শমনস্ত ‘বশম্’ অধীনতাম্, ‘আপদ্যতে’ প্রাপোতি ।

‘বঃ’ অরমাস্তা ‘প্রবণার’ প্রবণার্শ্ব ‘অপি’ ‘বহতিঃ’ ‘ন লভ্যঃ’ বক্তৃতাভাবাৎ । বক্তৃতাভেদপি—  
‘শূন্যঃ অপি বহবঃ’ ‘বন্’ ইমমাস্তানং ‘ন বিদ্যুঃ’ ন বিজানীয়ঃ ‘অন্ত’ আশ্রয়ঃ ‘বক্তা’ ‘আশ্চর্য্যঃ’ অদ্ভুতঃ  
অলৌকিকত্বাৎ । অন্ত ‘লভ্য’ লাভকর্তা ‘কুশলঃ’ নিপুণঃ । ‘কুশলামুশিষ্টঃ’ কুশলেন আচার্য্যেণ  
অমুশিষ্টঃ উপদিষ্টঃ সন্ অন্ত ‘জাতা’ ‘আশ্চর্য্যঃ’ ।

‘এব’ আত্মা ‘অবরেণ’ হীনেন ‘নরেণ’ ‘প্রোক্তঃ’ ‘ন’ ‘সুবিজ্ঞেয়ঃ’ । কথম্ ? ‘বহবা’ অনিয়তপ্রকারেণ  
‘চিন্ত্যমানঃ’ । ‘অনন্তপ্রোক্তে’ অনন্তভাবেন প্রোক্তে ‘অত্র’ আত্মনি ‘গতিঃ’ অস্তি নাতীত্যাদিরূপা  
বিবিধা চিন্তা ‘ন অস্তি’ । আত্মা ‘অগুপ্রমাণাৎ’ ‘অণীরান্’ ‘হি’ অতএব তৎ আত্মতত্ত্বং ‘অতর্ক্যং’  
তর্কেণ বিবিধমার্গপ্রসারিচিন্তনেন ন লভ্যম্ ।

হে ‘প্রেষ্ঠ’ প্রিয়তম ‘বাৎ’ মতিং ‘ত্বম্’ আপঃ প্রাপ্তবান্ অসি ‘এবা’ ‘মতিঃ’ ‘তর্কেণ’ ‘ন অপনেনা’  
ন অপনেতব্যা । কথম্ ? ‘অন্তেন’ ত্ততো জ্ঞানবতা অগরেণ এব ‘প্রোক্তা’ ব্যাখ্যাতা ‘সুজ্ঞানায়’  
প্রকৃষ্টজ্ঞানায় ভবিষ্যতি । হে ‘নচিকেতঃ’ ত্বং ‘বত’—বিস্ময়ে ‘সত্যমুতিঃ’ সত্যধারণীবান্ ‘অসি’ ।  
‘দাদৃক্’ ত্বংসদৃশঃ ‘প্রষ্টা’ জিজ্ঞাহঃ ‘নঃ’ অস্তভ্যং ‘ভ্রূয়াৎ’ ভবতু ।

জানাম্যহমিতি ব্যাখ্যাতম্ ( ১৮ পৃষ্ঠম্ ) ।

‘কামস্ত’ অভিলষিতস্ত ‘আপ্তিঃ’ প্রাপ্তিঃ, ‘অগতঃ’ ‘প্রতিষ্ঠাঃ’ কর্ণণা অগতঃপ্রবৃত্তাভ্যম্, ‘ত্রোহঃ’  
যজ্ঞস্ত ‘আনন্ত্যম্’ অনন্তকালহারিকলপ্রদম্, ‘অভরন্ত’ প্রচ্যুতিহীনগতে: ‘পারঃ’ পরাং নিষ্ঠাম্ ;  
‘তোমহদ্রপারম্’ তোমং স্তভ্যং মহৎ ঐশ্বর্য্যবৃক্তং তোমক তন্নহত উরুগায়ং বিজীর্ণাং গতিম্ ;  
‘প্রতিষ্ঠাঃ’ সর্বলোকঅরূপাং ‘দৃষ্টা’ শাস্ত্রচক্ষুস্বাধার্য্য হে ‘নচিকেতঃ’ ‘ধীরঃ’ বিবেকী সন্ ‘মৃত্যা’  
সত্যাবধারণেন ‘অতাস্মাকীঃ’ ত্বং ত্যক্তবান্ ।

বিস্তমোহে বিমূঢ় ভ্রান্ত অজ্ঞানের নিকটে পারলৌকিক বিষয় প্রতি-  
ভাত হয় না । এলোকও নাই পরলোকও নাই এরূপ যে ব্যক্তি মনে  
করে, সে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার বশতাপন্ন হয় ।

অনেকে বাঁহার বিষয় শ্রবণ-করিতেও পায় না, শুনিয়াও বাঁহাকে  
অনেকে বুঝিতে পারে না, ইঁহার বক্তা আশ্চর্য্য, ইঁহার লাভকর্তা  
সুনিপুণ, সুনিপুণ ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া ইঁহাকে যে ব্যক্তি জানে  
সেও আশ্চর্য্য ।

অধম নর ইঁহার কথা বলিলে ইনি সুবিজ্ঞেয় হন না, কেন না  
আত্মার সম্বন্ধে তাহার চিন্তা এখন এক প্রকার তখন আর এক প্রকার ।  
অনন্তভাবে আত্মার কথা বলিলে অস্তি নাস্তি প্রভৃতি বিবিধ চিন্তা তৎ-  
সম্বন্ধে থাকে না । এই আত্মা অগুপ্রমাণ হইতেও অগুতর । সুতরাং  
ইনি তর্কের বিষয় নহেন ।

হে প্রিয়তম, তুমি যে মতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এ মতিকে তর্ক দ্বারা  
অপনয়নকরা সমুচিত নয় । কেন না [ তোমা হইতে জ্ঞানবান্ ]

অপরে ব্যাখ্যা করিলে এই মতি তোমার প্রকৃষ্টজ্ঞানের নিমিত্ত হইবে । অহো নচিকেত, তোমাতে সত্যধারণা উপস্থিত । আমাদের পক্ষে তোমার মত জিজ্ঞাস্য হউক ।

পার্থিব ধন অনিত্য ইহা আমি জানি । অনিত্য দ্রব্য দ্বারা নিত্য ব্রহ্ম লাভ-করিতে পারা যায় না । সে জন্মই আমি নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছি, অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আগি নিত্য বায়ুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ।

অভিলষিতবিষয়প্রাপ্তি, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের আনন্দ্য, অভয়ের পার, স্তবনীয় মহৎ বিস্তীর্ণ গতি, সৰ্বলোকজয় এ সকল [ শাস্ত্র দৃষ্টিতে ] দেখিয়া, হে নচিকেত, সত্যারধারণে বিবেকী হইয়া তুমি এ সকলকে ত্যাগ করিয়াছ ।

ভাব—পারলৌকিক বিষয় প্রতিভাত হয় না—যে সকল ব্যক্তি বিষয়ভোগে মত্ত তাহাদের চিন্তা বিমূঢ়তা প্রাপ্ত হয়, তাহারা পারলৌকিক বিষয় ভাবিতে পারে না । স্মতরাং তাহাদিগের নিকট যে কেবল পরলোক নাই তাহা নহে, ইহলোকে যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা চিন্তানিয়োগ করিতে পারে না । স্মতরাং তাহারা দ্বেষমোহাদির অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয় ।

শ্রবণ করিতেও পায় না—আত্মার বিষয় বলিতে পারেন একপ বক্তার অভাব, স্মতরাং তদ্বিষয়ে শ্রবণ দুর্লভ । যদিও বা বক্তা পাওয়া যায়, শুনিয়াও ইহাকে কেহ বুঝিতে পারে না । স্মতরাং যিনি আত্মার বিষয় বলিতে পারেন, তিনি অদ্ভুত ব্যক্তি, যিনি আত্মাকে লাভ করেন, তিনি নিপুণ ব্যক্তি, কেন না নৈপুণ্য বিনা চিন্তের অভিনিবেশ বিনা আত্মা কখন সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয় হন না । আত্মনৈপুণ্য বিনা যখন উপদেশ পাইয়াও আত্মার উপলব্ধি সম্ভব নহে, তখন উপদেশ পাইয়া যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হন, তিনি যে অদ্ভুত ব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় কি ?

সুবিজ্ঞেয় হন না—যে সকল ব্যক্তির চিন্তা নানা বিষয়ে ধাবিত তাহারা আপনাই আত্মাকে জানে না, অপরের হৃদয়ে তাহারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? আত্মাকে জানিতে হইলে অনন্তচিত্ত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয় । এই রূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইলে আত্মসম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অমুভূতি উপস্থিত হয়, সেই অমুভূতির উপরে আত্মস্থাপন প্রয়োজন, নানাপ্রকার সংশয় ও বিতর্কজালে উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা কখন উচিত নয় ।

এই মতি তোমার প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নিমিত্ত হইবে—অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আত্মসম্বন্ধে প্রত্যক্ষামুভূতি জন্মিলে যে মতি বা আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হয়, উহা বৃথা বিতর্ক ও সংশয়জালে আচ্ছন্ন করা এই জন্ম সমুচিত নয় যে, উপযুক্ত উপদেষ্টার সহপদেশে ঐ মতিই প্রকৃষ্ট-

জ্ঞানের কারণ হইবে। যে ব্যক্তির আত্মসম্বন্ধে একটুও প্রত্যক্ষানুভূতি হয় নাই, সে তৎসম্পর্কীয় উপদেশ কিছুই বুঝিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহার নিকটে সমুদায় উপদেশ বিফল হইয়া যায়।

অনিত্য দ্রব্য দ্বারা আমি নিত্য সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি—অনিত্য কোন কালে নিত্য হয় না, ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া তৎপ্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং উহা উপেক্ষা নহে নিত্য বস্তু লাভে উপায় ইহা জানিয়া ভগবৎস্বরূপোপলব্ধির উপায়রূপে উহাকে গ্রহণ করিবে।

জগতের প্রতিষ্ঠা—“ব্রহ্মচারী স্বেচ্ছায় উভয়লোক বিচরণ করেন” “তিনি ছালোক ও পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন” ( অথ ১১।৫।১ ) এ কথায় এই আসিতেছে যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লোক সকল স্বস্থ হয়, কর্ম্ম দ্বারা ছালোক ও পৃথিবী ধৃত হইয়া আছে। যজ্ঞের আনন্দ্য—“নিরন্তরানুষ্ঠিত হবন দ্বারা দেবযাজনা করিয়া জীব অনন্ত (অবিনাশী) উৎকৃষ্টলোকে আরোহণ করে।” ( তৈ, ব্রা, ২।৫।৫ )। অভয়ের পার—যে গতির আর কোন কালে বিচ্যুতি হয় না উহা অভয়। অভয়ের পার—বিচ্যুতিহীন গতির পরাকাষ্ঠা—“যিনি নাচিকৈত অগ্নিচয়ন-করেন তিনি অনন্ত অপার অক্ষয় লোক জয়-করেন” ( তৈ, ব্রা, ৩।১১।১৮ ) স্তবনীয় মহৎ বিস্তীর্ণগতি—কেবল অক্ষয় নহে অপার লোক বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে। সর্বলোক জয়—“যে ব্যক্তি শতৌদনানুষ্ঠান করে সে অন্তরীক্ষ, ছালোক, ভূমি, আদিত্য, মরুৎ, দিক্‌সমূহ, লোকসমূহ এবং সকলই প্রাপ্ত হয়।” [ অথ ১০।৫।১০ )। এ সকল দেখিয়া—অনুষ্ঠানে ঈদৃশ মহৎ ফল লাভ হয় শাস্ত্রাধ্যয়নে অবগত হইয়া।

### ৪। এতচ্ছূদ্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ

প্রবৃহ ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা

বিরতং সন্ন নচিকেতসং মন্তে ॥

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রোধর্ম্মাদন্যত্রান্ম্যং কৃতাকৃত্যং ।

অন্যত্র ভূতাক্র ভব্যাক্র যত্রং পশ্বসি তদ্বদ ॥

কঠ ২।১৩।১৪।

‘এতৎ’ বক্ষ্যমাণং আশ্রিত্বং ‘শূদ্বা’ ‘সম্পরিগৃহ্য’ উপাদায় ‘মর্ত্যঃ’ ‘প্রবৃহ’ সম্পন্নো ভূদ্বা ‘ধর্ম্ম্যং’ বর্ধমানগেতম্ ‘অণু’ ‘সুক্ষ্ম’ ‘এতম্’ আত্মানম্ ‘আপ্য’ ‘প্রাপ্য’ ‘মোদনীয়ং’ হর্ষণীয়ং তমেতৎ ‘লব্ধ্বা’ ‘স’ মর্ত্যঃ ‘মোদতে’। ‘মন্তে’ অহং বসঃ—‘নচিকেতসং’ প্রতি ‘সন্ন’ ব্রহ্মনিকেতনং ‘বিরতম্’ অপা-বৃত্তদ্বারম্।

নচিকেতা আহ—‘ধর্ম্ম্যং’ শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠানং ‘অন্যত্র’ তদন্যতম্ ‘অধর্ম্ম্যং’ অবিহিতানুষ্ঠানং ‘অন্যত্র’ তদন্যতম্ ‘লব্ধ্বা’ লব্ধমানং ‘কৃতাকৃত্যং’ কার্য্যকারণং ‘অন্যত্র’ তদন্যতম্, ‘ভূতাক্র’ অতীতাক্র

‘চ’ ‘অন্তত্’ ভদ্রভীতঃ ‘ভব্যাত্’ ভবিষ্যতঃ ‘চ’ ‘অন্তত্’ ভদ্রভীতঃ—চকারাৎ বর্তমানাৎ অন্তত্ ভদ্রভীতঃ  
‘বৎ’ ‘পঙনি’ জানাসি স্বঃ, ‘তৎ’ ‘বৎ’ । পরতত্ত্বজীবতত্ত্বসাধারণার্থঃ প্রশ্নঃ ।

এই [ বক্ষ্যমাণ ] আত্মতত্ত্ব শ্রবণ-ও-গ্রহণ-করিয়া মর্ত্য সম্পন্ন হয়, ধর্ম্মানুবিক্ত সূক্ষ্ম এই আত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আদরণীয় সেই আত্মাকে পাইয়া সে আনন্দিত হয় । আমি (মৃত্যু) মনে করি, নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে ।

নচিকেতা বলিলেন :—যাহা ধর্ম্মের অতীত, যাহা অধর্ম্মের অতীত, যাহা এই [ দৃশ্যমান ] কার্য্য ও কারণের অতীত, যাহা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অতীত, আপনি তাহা জানেন । আগায় সেইটি বলুন ।

তাব—সম্পন্ন হয়—যত দিন পর্য্যন্ত মহুষ্য আত্মতত্ত্ব অনবগত থাকে তত দিন পর্য্যন্ত আপনার মহত্ব বৃদ্ধিতে পারে না ; যখন বোধে তখন সম্পন্ন হয়, প্রবৃত্ত হয়, আত্মার যে মহত্ব তৎসম্পন্ন হয় । উন্মুক্ত হইয়াছে—আত্মতত্ত্ব শ্রবণ-ও-গ্রহণ-করিয়া সম্পন্ন হইলে ব্রহ্ম সহ জীবের একত্ব প্রাপ্তি হয়, একত্বই এস্থলে কথিত হইয়াছে ব্রহ্মনিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে ।

যাহা ধর্ম্মের অতীত—ধর্ম্ম—বিধি, অধর্ম্ম—নিষেধ ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত—বিধি ও নিষেধের অতীত । পরাত্মা স্বয়ং বিধি ও নিষেধের প্রবর্ত্তয়িতা, স্মৃতরাং এ দুইয়ের অতীত, তিনি কখন এ দুইতে বদ্ধ নহেন । তিনি বিধিরূপী, স্মৃতরাং নিষেধের বিষয় তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না । কার্য্য ও কারণের অতীত—জগতের সমুদায় বিষয় কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যিনি কারণের কারণ তিনিই কেবল সে শৃঙ্খলের অতীত । যাহা অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অতীত—পরাত্মা কালের প্রবর্ত্তক, স্মৃতরাং তিনি কালাতীত । জীবাত্মার সম্বন্ধে এই সকল কথা তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন পরাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত । সে সময়ে জীব ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি ।

৫ । ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-

ন্মায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

হস্তা চেম্মন্যতে হস্তং হতশ্চেম্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতৌ নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-

নাত্মান্স জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ।

তমজ্ঞতুঃ পশুতি বীতশোকো

ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাজ্ঞনঃ ॥

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সৰ্ব্বতঃ ।

কন্তুং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমহঁতি ॥

অশরীরং শরীরেষু বন্থেষু বন্থিতম্ ।

মহাস্তং বিভূমাজ্ঞানং মদ্বা ধীরো ন শোচতি ॥

কণ্ঠ ২ । ১৮—২২ ।

‘বিপশিৎ’ দীর্ঘদর্শী চৈতন্যরূপ আত্মা ‘ন জায়তে’ ‘ন ত্রিযতে’ ‘ন অয়ং’ ‘কুতশিৎ’ কারণাৎ ‘বভূব’—পরপ্রকৃতিত্বাৎ; অতঃ ‘ন’ ‘কশিৎ’ ‘বভূব’—অন্ত সষ্ট্ৰ্ভাভাবাৎ ‘অজঃ’ জন্মরহিতঃ ‘নিত্যঃ’ চিরন্তন্যরী ‘শাবতঃ’ অপক্ষয়শ্চ ‘পূরণঃ’ প্রাচীনঃ ‘শরীরে’ হস্তমানে ‘ন হন্ততে’ অয়ম্ ।

‘হস্তা’ হননান্তিলাধী ‘চেৎ’ ‘হন্তং’ হনিষ্যাম্যেনমিতি ‘মন্ততে’ ‘হতঃ’ বিনষ্টদেহঃ ‘চেৎ’ ‘হতঃ’ হতোহহমিতি ‘মন্ততে’ ‘তো’ ‘উভৌ’ ‘ন বিজানীতঃ’—ন স্বরূপজ্ঞো ‘অয়ম্’ আত্মা ‘ন’ ‘হস্তি’ কমপি ‘ন হন্ততে’ অয়ং কেনাপি ।

‘অন্ত’ ‘জন্তোঃ’ প্রাণিনঃ ‘আত্মা’ ‘অণোঃ’ সূক্ষ্মাৎ ‘অণীয়ান্’ সূক্ষ্মতরঃ ‘মহতঃ’ ‘মহীয়ান্’ মহত্তরঃ ‘জ্ঞায়ান্’ জদি ‘নিহিতঃ’ প্রতিষ্ঠিতঃ । ‘তম্’ আত্মানম্ ‘অজ্ঞতুঃ’ বাহ্যবিরোপপরতবুদ্ধিঃ ‘ধাতুপ্রসা-  
দাৎ’ শোণিতাদিবৈগুণ্যবৈশিষ্ট্যং ‘বীতশোকঃ’ ‘আজ্ঞনঃ’ ‘মহিমানং’ মহত্বং ‘পশুতি’ প্রত্যক্ষীকরোতি ।

‘আসীনঃ’ উপবিষ্টঃ ‘দূরং’ ব্রজতি দূরস্থবিষয়মাক্ষিপ্তায়ত্তং করোতি, ‘শয়ানঃ’ নিদ্রিতঃ ‘সৰ্ব্বতঃ’ ‘যাতি’ ঋণে বিচরতি । ‘মদামদং’ হর্ষবিবাদোত্তরধর্মাচ্ছান্তং ‘তং’ ‘দেবম্’ আত্মানং ‘মদন্তঃ’ মন্তো  
ব্রুতোঃ কঃ অন্তঃ ‘জাতুম্’ ‘অহঁতি’ সমর্থো ভবতি ।

‘অনবহেষু’ অহাষিষু ‘শরীরেষু’ ‘অবস্থিতম্’ ‘অশরীরম্’ ‘আজ্ঞানং’ ‘মহাস্তং’ ‘বিভূং’ দেহাজ্ঞাতীতং ‘মদ্বা’ জ্ঞাত্বা ‘ধীরঃ’ বিবেকী ‘ন শোচতি’—দেহাপন্নমেহপি ।

চৈতন্যরূপী আত্মা জন্মে না, মরে না, সে কাহা হইতেও জন্মে না  
কেহ তাহা হইতেও জন্মে না । আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাস্ত, পূরণ,  
শরীর হত হইলেও সে হত হয় না ।

হস্তা যদি গনে করে সে হনন করিবে, হত যদি গনে করে সে হত  
হইয়াছে, সে দুই জন কিছুই জানে না, কেন না এ হননও করে না হতও  
হয় না ।

এই প্রাণীর আত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহত্তর এবং  
হৃদয়ে নিহিত । বিরোপপরতবুদ্ধি বীতশোক ব্যক্তি শোণিতাদির  
বৈগুণ্য অপনীত হইলে আত্মার মহত্ব প্রত্যক্ষ করেন ।

তিনি আসীন থাকিয়াও [ চিন্তাযোগে ] দূরে গমন করেন, শয়ান

ধাকিয়াও [ স্বপ্নে ] সকল দিকে বিচরণ করেন । হর্ষ বিষাদ উভয় ধর্মাক্রান্ত সেই দেবকে [ আত্মাকে ] আগা ছাড়া অপরে কে জানিতে সমর্থ ।

অস্থায়ী শরীরে অবস্থিত অশরীর আত্মাকে মহান্ এবং দেহাদির অতীত জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি শোক করেন না ।

ভাব—মানবে নিত্য জন্ম মরণ প্রত্যক্ষ করিয়াও আত্মা জন্মে না মরে না এ কথা বলিয়া শরীর হইতে আত্মাকে বেদান্ত সম্যক স্বতন্ত্র করিয়াছেন । আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র, তাই শরীরের কোন প্রকার পরিবর্তনে আত্মার পরিবর্তন হয় না । আত্মা যে শরীর হইতে স্বতন্ত্র, ইহা সেই সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, যাহাদের চিত্ত বাহ্যবিষয়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য । দৈহিক বিকার অন্তর্দৃষ্টির মালিন্য জন্মায় এজন্য সর্বপ্রথমে দৈহিকবিকার যাহাতে নিবৃত্ত হয়, সেই উপায় গ্রহণ-করা কর্তব্য । দেহের অপবিত্র উত্তেজনায় আত্মার মহত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আত্মা বলিয়া যে স্বতন্ত্র কিছু আছে, সে জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায় । এই জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেলেও আত্মার দেহনিরপেক্ষত্ব তৎসহ বিলোপ হয় না, কেন না তখনও আত্মার চিন্তাশক্তি দেশকালে বদ্ধ দেহের ন্যায় দেশকালে বদ্ধ থাকে না, দেহ যেখানকার সেখানেই থাকে, অথচ আত্মা দেশকাল-নিরপেক্ষ হইয়া স্বেচ্ছায় সর্বত্র বিচরণ করে । দেহাদি হইতে আত্মার এরূপ পার্থক্য পরাওয়া সহ আত্মাকে এক করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং আত্মাকে পরাওয়া হইতে পৃথক করিয়া গ্রহণ করিবার কোন কারণ নাই, এরূপ ভ্রান্তি কাহারও মনে না জন্মে, এ জন্য শ্রুতি মৃত্যুর মুখে আত্মা ও পরাওয়ার পার্থক্যসূচক “হর্ষ বিষাদ উভয় ধর্মাক্রান্ত সেই দেবকে [ আত্মাকে ] আগা ছাড়া অপর কে জানিতে সমর্থ” এই বাক্যটি আরোপ করিয়াছেন । আত্মা হর্ষবিষাদ উভয় ধর্মাক্রান্ত বলিয়া সে যে শ্রুতি নহে শ্রুতি হইতে স্বতন্ত্র শ্রুতান্তরও ( ১২।১১[২] ) এ কথা স্মৃতি করিয়াছেন । বেদান্ত সূত্রও ( ৪।৪।১৭ ) সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মন-রূপ ঈশ্বরের বিশেষত্ব জীবতে নাই এজন্যই বলিয়াছেন ।

৬ । ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততস্ত্র লোকে

গুহ্যাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরাঙ্কে ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি

পঞ্চায়য়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যং পরম্ ।

অভয়ং তিতীর্থতাম্পারং নাচিকेतত্থশকেমহি ॥



আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু ।  
 বুদ্ধিস্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥  
 ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহবিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।  
 আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তৃত্যাহম'নীষিণঃ ॥  
 যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবতায়ুক্তেন মনসা সদা ।  
 তস্মৈন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টানি ইব সারথৈঃ ॥  
 যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।  
 তস্মৈন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদা ইব সারথৈঃ ॥  
 যন্তুবিজ্ঞানবান্ ভবতামনস্কঃ সদা শুচিঃ ।  
 ন স তৎপদমাপ্নোতি সৎসারকাধিগচ্ছতি ॥  
 যন্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ ।  
 স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥  
 বিজ্ঞানসারথিৰ্যন্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ ।  
 সোহধ্বনঃ পারম্যাপ্নোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥  
 ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহর্থ্য অর্থৈভ্যশ্চ পরং মনঃ ।  
 মনসশ্চ পরাবুদ্ধিবুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥  
 মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ ।  
 পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ ॥  
 এষ সর্বেষু ভূতেষু গুঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।  
 দৃশ্যতে ত্বেয়া বুদ্ধ্যা সুক্ষ্ময়া সুক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥  
 যচ্ছেদ্বাদ্বানসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞানআত্মনি ।  
 জ্ঞানআত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥  
 উত্তিষ্ঠত আগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত ।

ক্ষুরস্ত্র ধারা নিশিতা দুরতায়।

দুর্গম্পথস্তং কবয়ো বদন্তি ॥ কঠ ৩। ১—১৪।

‘লোক’ জগত্যাং ‘বহুভূত’ ‘বত’ ত্রিমাংসং রসং ‘পিবন্তী’ ভূজানী ‘গুহায়াং’ বুদ্ধৌ ‘পরমে’  
 ত্রেষ্টে ‘পরার্থে’ হার্বাকশে ‘প্রতিষ্ঠৌ’ ‘হারাভণৌ’ তবির নিত্যসংস্কৃতৌ জীবানুপরাআনৌ ‘ব্রহ্মবিদঃ’

‘বদতি’ কথ্যতি । ‘বে চ’ ‘পকাগরঃ’ পকাগ্নিবিভোপাসকাঃ ‘ত্রিাটিকৈতাঃ’ ত্রিকৃষ্ণঃ নাটিকৈতোহগ্নিঃ চিতঃ বৈঃ ভেৎপি বদতি এবম্ ।

‘ঈজানানান্’ বজমানানান্ ‘বঃ’ ‘সেতুঃ’ পারগমনোপায়ঃ ‘বৎ’ ‘অক্ষরঃ’ ‘পরঃ’ ‘ব্রহ্ম’ ‘পারঃ’ ‘ভিত্তী-  
ধতাং’ তত্ত্বমিচ্ছতাম্ ‘অভরঃ’ তং ‘নাটিকৈতম্’ অগ্নিঃ তচ্চ পরং ব্রহ্ম ‘শকেমহি’ জাতুম্ ।

‘আজ্ঞানং’ জীবঃ ‘রথিনং’ রথযাসিনং ‘বিদ্ধি’ জানীহি ‘শরীরম্’ ‘এব তু’ ‘রথঃ’ বিদ্ধি ‘বুদ্ধি তু’  
‘সারথিঃ’ রথচালকং ‘বিদ্ধি’ ‘মনঃ’ ‘এব চ’ ‘প্রগ্রহং’ রথিঃ বিদ্ধি ।

‘ইল্লিরাগি’ ‘হমান্’ অথান্ ‘আহঃ’ ‘তেষু’ ইল্লিরেযু ‘বিষয়ান্’ রূপাণীন্ ‘গোচরান্’ বাগান্ বিদ্ধি  
‘মনীষিণঃ’ বিবেকিনঃ ‘আত্মেল্লিরমনোযুক্তং’ দেহেল্লিরমনোযুক্তং দেহেল্লিরমনোভিঃ যুক্তং ‘ভোক্তা  
ইতি’ সংসারী ইতি ‘আহঃ’ ।

‘সদা’ ‘অযুক্তেন’ অনিয়তেন অসমাহিতেন ‘মনসা’ ‘বঃ তু’ রথী ‘অবিজ্ঞানবান্’ ‘অবিবেকী’  
‘ভবতি’ ‘তত্ত’ ‘সারথঃ’ বুদ্ধেঃ ‘হুটীষঃ ইব’ ‘ইল্লিরাগি’ ‘অবজ্ঞানি’ অনায়তানি ।

‘সদা’ ‘যুক্তেন’ সমাহিতেন ‘মনসা’ ‘বঃ তু’ রথী ‘বিজ্ঞানবান্’ বিবেকী ‘ভবতি’ ‘তত্ত’ ‘সারথঃ’  
বুদ্ধেঃ ‘সদাঃ ইব’ ‘ইল্লিরাগি’ ‘বজ্ঞানি’ দান্তানি ।

‘বঃ তু’ রথী ‘অবিজ্ঞানবান্’ অবিবেকী ‘সদা’ ‘অমনসঃ’ অসংযতমনাঃ ‘অভুচিঃ’ ‘ভবতি’ ‘ন’  
‘স’ ‘তৎ’ পূর্বোক্তং পরং ‘পদং’ ‘আপোতি’ ‘সংসারং’ লোকলোকান্তরভ্রমণং ‘চ’ ‘অধিগচ্ছতি’  
প্রাপোতি ।

‘বঃ তু’ রথী ‘বিজ্ঞানবান্’ বিবেকী ‘সদা’ ‘অমনসঃ’ সংযতমনাঃ ‘ভুচিঃ’ ‘ভবতি’ ‘স তু’ ‘তৎ’  
পূর্বোক্তং পরং ‘পদম্’ আপোতি ‘বস্মাৎ’ পরমপদাৎ ‘ভূমঃ’ পুনঃ ‘ন জায়তে’ ন সংসারগতিং লভতে ।

‘বঃ তু’ নরঃ ‘বিজ্ঞানসারথিঃ’ বিবেকবুদ্ধিসারথিঃ ‘মনঃপ্রগ্রহবান্’ মনোরগ্নিযুক্তঃ ‘স’ ‘অধ্বনঃ’  
সংসারগতেঃ ‘পারঃ’ ‘বিষ্ণোঃ’ সর্বব্যাপিণঃ ‘তৎ’ ‘পরমং’ ‘পদং’ ব্রহ্মণম্ ‘আপোতি’ ।

‘অর্থাঃ’ বিষয়াঃ ‘হি’ ‘ইল্লিরেভ্যঃ’ চক্ষুরাদিভ্যঃ ‘পরাঃ’ শ্রেষ্ঠাঃ—তদ্ব্যাহকৈভ্য ইল্লিরেভ্যঃ তেবাং  
হৃদয়ং, ‘অর্থভ্যঃ’ বিষয়েভ্যঃ ‘চ’ ‘মনঃ’ ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠং—ভবিনা তেবাং নিশ্চলং, ‘মনসঃ’ সঙ্গ-  
বিকল্পাভ্যং ‘চ’ ‘বুদ্ধিঃ’ নিশ্চয়ান্বিতা ‘পরা’ শ্রেষ্ঠা, ‘বুদ্ধেঃ’ মহান্ মহাবিশিষ্টঃ ‘আত্মা’ জীবঃ  
‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ, ‘মহতঃ’ আত্মনঃ ‘অব্যক্তং’ প্রকৃতিঃ ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ—জীবন্ত প্রকৃত্যধীনং, ‘অব্যক্তাং’  
প্রকৃতেঃ ‘পুরুষঃ’ পরাত্মা—সর্বপুরুষাৎ—সর্বান্তর্ভাবকং ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ, ‘পুরুষাং’ ‘ন’ ‘কিঞ্চিৎ’  
‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠম্ । ইল্লিরেভ্য অরভ্য পুরুষে বা পর্য্যবসিতিঃ—‘সা’ ‘কাঠা’ নিষ্ঠা পর্য্যবসানং ‘সা পরা  
গতিঃ’—তস্মিন্ স্থিতৌ সম্পন্নং ।

‘এব’ পুরুষঃ ‘সক্রেবু তুতেষু’ ‘গূঢ়াক্ষা’ গূঢ়ঃ প্রচ্ছন্নঃ আত্মা অন্তর্দৃষ্টতত্ত্বরূপেণ বিরাজমানঃ, ‘সুতরাং  
‘ন প্রকাশতে’ ‘হৃদয়া’ ‘অগ্রা’ একাগ্রভোগেতরা ‘বুদ্ধা’ ‘হৃদয়শিতিঃ’ ‘এবঃ’ ‘হৃদতে’ সাক্ষাৎ-  
ক্রিয়তে ।

‘প্রাজঃ’ প্রজাবান্ বিবেকী ‘মনসী’ মনসি—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্—‘বাক্’ বাচং ‘বচ্ছৎ’ নিরুদ্ভাৎ  
‘তৎ’ মনঃ ‘আত্মনি’ মন আধিব্যাপকে ‘জানে’ বুদ্ধৌ ‘জানং’ বুদ্ধিঃ ‘মহতি আত্মনি’ জীবৈ বচ্ছৎ,  
‘তৎ’ জীবতত্বং ‘শান্তে’ নির্বিকারে ‘আত্মনি’ পরাত্মনি যচ্ছৎ ।

‘উভিত্ত’ উখানং ক্রুতং ‘জাগ্রত’ মোহনিব্রাং অহীত ‘বরান্’ শ্রেষ্ঠান্ আচাৰ্য্যান্ ‘প্রাপ্য’ সন্মম্য  
‘নিবোধত’ অবগচ্ছত । ‘হুরভ্য’ হুর্গমনীয়া ‘নিশিতা’ তিষ্ঠীকৃত্তা ‘কুরত ধারা’ ‘তৎ পথঃ’ বস্ম,  
অতঃ ‘হুর্গম্’ হুঃসম্পাদ্যম্ ইতি ‘কবরঃ’ পণ্ডিতাঃ ‘বদতি’ ।

জগতে সংক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস যে দুইয়ে পান করেন, যে দুই ছায়া ও আতপের স্নায় পরম হৃদয়াকাশে গুহাপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সে দুইয়ের কথা পঞ্চায়িবিজ্ঞার উপাসকগণ এবং নাটিকেতাগির চয়ন-কারিগণ বলেন ।

যজ্ঞমানগণের যিনি সেতু, যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম, পারগমনেচ্ছুগণের সেই অভয় নাটিকেতাগির চয়নে আমরা সমর্থ হইব ।

আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলিয়া জান, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ ( রশ্মি ) বলিয়া অবগত হও ।

পণ্ডিতেরা ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলেন, সেই ইন্দ্রিয়গণ সম্মিধানে বিষয়-সমূহ পথ । যিনি দেহ-ইন্দ্রিয়-এবং-মনোযুক্ত বিবেকিগণ তাঁহাকে ভোক্তা বলেন ।

সদা অসমাহিত-চিন্তবশতঃ যে রথী অবিজ্ঞানবান্, দৃষ্ট অশ্বসমূহের স্নায় তাহার ইন্দ্রিয়গণ অবশীভূত ।

সদা সমাহিতচিন্তবশতঃ যে রথী বিজ্ঞানবান্, উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহের স্নায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত ।

যে রথী সদা সংযতমনা ও অশুচি স্মৃতরাং অবিজ্ঞানবান্, সে কখন সেই পরমপদ পায় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয় ।

যে রথী সদা সংযতমনা ও শুচি স্মৃতরাং বিজ্ঞানবান্ তিনি সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন যাহা হইতে আর পুনরায় জন্ম হয় না ।

যে মানবের বিজ্ঞানই সারথি, মন প্রগ্রহ, সেই মানব পথের পারগত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ।

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ, বিষয়নিচয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা ( জীব ) শ্রেষ্ঠ ।

মহান্ আত্মা ( জীব ) হইতে অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ । পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি পরা কাষ্ঠা, তিনিই পরা গতি ।

সকল ভূতে ইনি গৃহ আত্মা হইয়া আছেন, স্মৃতরাং প্রকাশ পান না । কেবল সূক্ষ্মদর্শিগণ একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই মনকে মন আদি

ব্যাপক জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই জ্ঞানকে মহান্ আত্মাতে (জীবে) নিরুদ্ধ রাখিবেন, সেই মহান্ আত্মাকে শান্ত (প্রপঞ্চাতীত) পরাত্মাতে নিরুদ্ধ রাখিবেন ।

উপান কর, জাগ্রৎ হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণসম্মিধানে গিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর । পণ্ডিতগণ দুরভ্যাস শাপিত ক্ষুরধারের স্যায় এই পথকে দুর্গম বলিয়াছেন ।

ভাব—সংক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস—সংক্রিয়া—সুকৃত—“তিনি আপনি আপনাকে করিলেন তাই তিনি সুকৃত বলিয়া উক্ত হয়েন” (৮৬) ; সুতরাং ভগবৎক্রিয়ার জগৎ যখন তাঁহা হইতে প্রকাশ পায়, সে সময়ে সেই ক্রিয়াদর্শনে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ শোভনকর্ম্মা বলেন । এই শোভনকর্ম্মার—হৃদয়প্রাপী ফলরস—মূলে ‘ঋত’ এই শব্দে উক্ত হইয়াছে । ঋত-শব্দের ঈদৃশ অর্থনিষ্পাদন কষ্টকল্পনা বিনা আর কি বলা যাইতে পারে ? ঈদৃশ অর্থকল্পনা না করিয়া কোন উপায় নাই । কেন না “সুকৃত” শব্দের সঙ্গে “রস” শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । এই ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবশতই ঋতি বলিয়াছেন “যেহেতুক ইনি সুকৃত, তাই ইনি রস ( রসস্বরূপ ) ।” (৪১২) । ভাষ্যকার ঋত-শব্দের “কর্ম্মফল” অর্থ করিয়াছেন ; কর্ম্মফলের সঙ্গে তিনি রসশব্দের যোগ করেন নাই । যখন “পান-করেন” এই ক্রিয়ার সহিত ঋতি ‘ঋত’ শব্দের যোগ করিয়াছেন, তখন সুকৃত শব্দের বলে ‘কর্ম্মফলের’ সঙ্গে রসশব্দযোগকরা যুক্তিসূত্র । সুকৃত-শব্দ হইতে কর্ম্ম পাওয়া যাইতেছে এজ্ঞা আমরা কর্ম্মফল না বলিয়া কেবল ফলশব্দ গ্রহণ-করিয়াছি । ঋতশব্দের সাধারণ অর্থ—সত্য । হৃদয় সত্যের অধিষ্ঠানভূমি, এজ্ঞা শাস্ত্রিকগণ প্রাপ্ত্যর্থক ঋত ধাতুর সঙ্গে হৃদয়ের যোগ করিয়া উহার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন । ঋতশব্দের এই ব্যুৎপত্তির আদর করিয়াই আমরা ‘হৃদয়প্রাপী’ \* এই বিশেষণটি ‘ফলরস’ শব্দের পূর্বে সংযুক্ত করিয়াছি । এইরূপ অর্থনিষ্পন্ন করিলে জীবাত্মা ও পরাত্মা উভয়েতে পানক্রিয়া শোভা পায়, এজ্ঞা আমরা ঈদৃশ অর্থনিষ্পাদন কষ্টকল্পনা মনে করিতেছি না । পরাত্মা নিজানন্দে নিত্য আনন্দিত, তাঁহার শোভনক্রিয়াই তাঁহার বিশ্বব্যাপী আনন্দ, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আনন্দরসপান বর্ণন-করিয়া ঋতি কিছু তাঁহাকে জীববৎ করেন নাই । জীবের আনন্দরস-

\* হৃদয়প্রাপী এই বিশেষণটি জীবতে অসঙ্গত নয়, কিন্তু পরাত্মার পক্ষে উহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে । বিষয়ধারা বাহ্য অপহৃত হয়, তাহাকে হৃদয় বলে, জীব বিষয়ধারা অপহৃত হয়, সুতরাং উহারে হৃদয় আছে । যদি বলা যায়, পরাত্মা আপনার আনন্দে আপনি বিভোর এই তাবটি প্রকাশ-করিবার জন্য হৃদয়শব্দের আধোপ হইয়াছে, তাহা হইলে আলঙ্কারিক আধোপ বিনা একুণ প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না, কেন না পরব্রহ্ম বস্তুবতঃ প্রশস্ত তরঙ্গবর্জিত । আমরা কিন্তু এখানে হৃদয়কে সত্যের অধিষ্ঠানভূমি—বিশ্ব (৮৩) এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছি । সত্যের ধারা বাহ্য হৃত (অঃহৃত—গোচরীভূত) হয় তাহা হৃদয়—এ অর্থে এই ব্যুৎপত্তি ।

পান পরাস্বাপেক্ষ। যখন জীব পরাস্বার সহিত অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তখন পরাস্বার আনন্দ তাহাতে সংক্রামিত হইয়া সে আনন্দরসপানে কৃতার্থ হয়, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দপ্রাপ্তি হয়” (৪।১২)।

ছায়া ও আতপের স্থায়—ছায়া ও আতপের স্থায় নিত্য সংযুক্ত। আতপ আছে বলিয়া ছায়া আছে, ছায়া উহার অস্তিত্বের নিমিত্ত আতপের অপেক্ষা করে, আতপের অস্তিত্ব কিছু ছায়াপেক্ষী নহে। আতপাপেক্ষী ছায়া স্বতঃ অপদার্থ হইলেও আতপের জন্য উহা অস্তিত্ববান্ এবং উহার ক্রিয়া অপরের উপরে প্রকাশ পায়। জীব যখন অবিভক্ত ভাবে ব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে, তখন ছায়ার ন্যায় নিত্য তাঁহার অনুবর্তন করে, এই অনুবর্তনই তাহার মুক্তাবস্থা এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন “ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় [স্থিতি]” (১।১৪)। কি ব্রহ্মবিদগণ, কি পঞ্চাঙ্গবিদ্যার উপাসক, কি নাচিকেতাগ্নিচয়নকারী ব্যক্তিগণ জীব ও ব্রহ্মের দ্বন্দ্ব সন্ধ্য অনুভব করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে মুক্তিসম্ভব হয়।

নাচিকেতাগ্নিচয়নে—নাচিকেতাগ্নিকে এখানে পরব্রহ্ম সহ এক করিয়া লওয়া হইয়াছে, সূত্রের এখানে অগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টিবশতঃ মুক্তি সিদ্ধ হয়।

আত্মাকে রথী—এখানে অবিজ্ঞানবান্ ও বিজ্ঞানবান্, অসমাহিতচিত্ত এবং সমাহিত-চিত্ত, অশুচি এবং শুচি, এ উভয়ের মধ্যে কীদৃশ প্রভেদ ইহা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বেদান্তসিদ্ধ সাধনপ্রণালী অন্ন কথায় এখানে পরিষ্কার ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ—আপাততঃ মনে হইতে পারে কি হইতে কি শ্রেষ্ঠ এ বিচারে কি প্রয়োজন? এক পরম পুরুষে চিত্তের অভিনিবেশ হইলেই যখন কৃতার্থতার সম্ভাবনা, তখন বিষয় ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় নিরর্থক, ইহা বাঁহারা মনে করেন তাঁহারা যোগসাধনের প্রকৃত উপায় ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। যোগশাস্ত্রে সংযমের বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দেশকরিবার অভিপ্রায় এই যে, এইরূপে তত্ত্বস্থানের দৌর্ভাগ্য ও বিকার নিবৃত্ত হইয়া সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। যদিও অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি উদ্ভাবনের বিষয় যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তথাপি সেগুলি যে মুখ্য নহে, তাহা সেই শাস্ত্রই স্পষ্টবাক্যে নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্ত অদ্ভুত অলৌকিক সামর্থ্যোদ্ভাবনের নিমিত্ত বিষয়েন্দ্রিয়াদির পর পর শ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় করেন নাই, সেগুলিকে পরমপুরুষের অধিষ্ঠানের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য তিনি উহাদের বলাবলনির্ণয়ার্থ শ্রেষ্ঠত্বানুসারে পর পর উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ আত্মা ভগবদধিষ্ঠিত, অথচ আমরা সেই অধিষ্ঠান বিষয়েন্দ্রিয়ের কুহকে ভুলিয়া রহিয়াছি। এই কুহকপনয়নের জন্য অন্য স্থান হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে সেই সেই স্থলে ভগবদধিষ্ঠানচিন্তায় নিয়োগ করিলে সেই অধিষ্ঠান আবির্ভাবানুভবে পরিণত হয়। এই আবির্ভাবানুভবে যে প্রবল বলসঞ্চার হয়, তাহার নিকটে কামনা বাসনা দাঁড়াইতে

পারে না। ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়নিচয় শ্রেষ্ঠ, স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়গণ উহাদের আকর্ষণ অতিক্রম-করিতে পারে না। বিষয়নিচয় কিছু ভগবদধিষ্ঠানবর্জিত নহে, স্মৃতরাং যখন যে বিষয়ের আকর্ষণে চক্ষুরাদি বিপথগামী হয় সেই বিষয়ে ভগবদধিষ্ঠান চিন্তার বিষয় করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তায় সে স্থলে যখন ভগবদাবির্ভাব অনুভবগোচর হয়, তখন সে বিষয় চক্ষুরাদিকে বিপথে লইয়া না গিয়া ভগবদদর্শনাদিতে নিযুক্ত রাখে। বিষয়েন্দ্রিয়-শোধান যে প্রণালীতে হয়, মন বুদ্ধি আত্মা ইহারাও সেই প্রণালীতে পরিশুদ্ধ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধানে সর্ববিধ যোগের অন্তরায় নিবৃত্ত হয়—সাধক তখন একথার সত্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া যোগপ্রণালীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান হন।

বাক্যে মনে নিরুদ্ধ রাখিবে—এক বাক্যশব্দে সমুদায় ইন্দ্রিয় এখানে গৃহীত হইতেছে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়গণ যখন মনকে অতিক্রম করে না, তখন বিষয়সমূহের বিপথে লইয়া যাইবার সামর্থ্য অন্তর্হিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মন—মনন। উপরে যে ভগবদধিষ্ঠানচিন্তার কথা বলা গিয়াছে উহা সেই মননই। মনন যখন বিকল্পবর্জিত হয়, তখন উহাকেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলা যায়। সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকে জীবেতে নিরুদ্ধ করিতে শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহাতে এই বুঝায় যে এই নিরোধে জীব ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্ত হয়, সে কখন তদ্বিরহিত হয় না। বুদ্ধিযুক্ত জীব পরাআত্মে অবিভক্তভাবে স্থিতি করে, তাঁহাতেই তাহার অধিবাস হয়। আমরা ভগবদধিষ্ঠান ও ভগবদাবির্ভাবানুভবের কথা কেবল জীবে নহে সর্বত্র উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে শ্রুতি সহ আমাদের কথার বিরোধ যাঁহারা মনে করিয়া লইবেন, তাঁহারা এইটি স্মরণে রাখিবেন যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই হউক, আর উহাদের বিষয়ই হউক, সকলের সঙ্গে পরাআত্মা নিত্য সংযুক্ত আছেন, ইহা যখন বেদান্তের বিশেষ মত, তখন বেদান্ত যদি পরাআত্মার উল্লেখ না করিয়া কেবল উহাদিগেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন তদর্শনে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, উহাদিগের সঙ্গে পরাআত্মা উল্লিখিত হন নাই। বিকারযুক্ত ইন্দ্রিয়াদিতে ঈশ্বরপ্রণিধান করিলে যখন উহাদের বিকার নিবৃত্ত হয় এবং উহারা সাধকের বশে আইসে, তখন এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার অস্বীকারকরা যোগবিজ্ঞানবিরোধী। যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত হইয়াছে সূক্ষ্মবিজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহাদের স্থাননির্দেশ করিয়া না লইলে ধারণায় ফললাভ হয় না, এজন্ত যোগীর যোগের জন্ত শারীরতত্ত্বাদি অবগত হওয়া প্রয়োজন। ইহার দৃষ্টান্ত—

অর্থঃ প্রজননঃ পুংসু ক্রীতরসজ্ঞীহু ভাদৃশম ।

ঋতেৎপ্রমত্ত গুচম্বাচ্ছিতং ন দৃষ্টিগোচরে ॥

এতদবলম্বনে—

চক্ষুরাদিবিদ্রিরেব সংঘমঃ ক্রীতরোহর্ধরোঃ \* ।

আত্মনি মনসি প্রাণে প্রণিধানং পরাআত্মনঃ ।

\* ক্রীতরোহর্ধরোরিত্বপলক্ষণং—চূড়াবধি। ক্রীত+তু+অস্। ব্যাংগতি ক্রীতকশশে দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের সম্মিথানে—এক জন আচার্য্যে জ্ঞানাদির শুদ্ধি সম্ভবপর নহে, একজ্ঞ শ্রুতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন । এক জন গুরুর আশ্রয় না লইয়া বহু গুরুর আশ্রয়ে কি প্রয়োজন, এতৎসম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন,

ন হেক্ষ্যং গুরোজ্ঞানং স্থিরং ত্যং হৃদয়ম্ ।

ব্রহ্মতত্ত্বতীর্থং বৈ গীৰ্জ্যং বহুধাভিঃ ॥ ১১ঙ্ক, ৯ অ, ৩১ শ্লো ।

“ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হইলেও ঋষিগণ বিবিধ প্রকারে তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং এক জন গুরু হইতে জ্ঞান স্থিতির বা প্রচুর হয় না ।” এ কথা উপনিষৎসম্মত, কেন না বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার অপেক্ষা যে সকল ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন এবং সংশয়স্থলে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন (১০।১২ [ ১১অনু ] ) । জ্ঞানশিক্ষায় তত্ত্বশাস্ত্রে ব্রাহ্মণযবনাদির কোন ভেদ নাই, জড় অজড় সকল হইতেই শিক্ষা গ্রহণীয় ।

৭ । যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্ ।

এতেনৈব বিজ্ঞানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ এতদৈ তৎ ।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্ত্ৰকোতো যেনানুপশ্রুতি ।

মহাস্তং বিভুমাত্মানং মহা ধীরো ন শোচতি ॥

যইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাং ।

ঈশানং ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপসতে ॥ এতদৈ তৎ ।

কণ্ঠ ৪।৩—৫ ।

‘যেন’ ‘এতেন’ ‘এব’ আত্মনা বিজ্ঞানম্ভাবেন ‘রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্’ ‘মৈথুনান্’ ‘চ’ ‘বিজ্ঞানাতি’ । ‘অত্র’ জ্ঞানবিষয়ে ‘কিম্’ অন্তঃ ‘পরিশিষ্যতে’—ন কিমপীতি ভাবঃ । ‘তৎ’ ‘এতৎ’ ‘বৈ’ আত্মতত্ত্বং ত্বয়া নচিকেষসা পৃষ্টম্ ।

‘স্বপ্নান্তং’ স্বপ্নবিজ্ঞেয়ং ‘জাগরিতান্তং’ জাগরিতবিজ্ঞেয়ং, ‘উভৌ’ স্বপ্নজাগরিতান্তৌ ‘যেন’ ‘অনুপ-  
শ্রুতি’ তং ‘মহাস্তং’ মহত্ত্বসম্পন্নং ‘বিভুং’ ব্যাপিনম্, ‘আত্মানং’ ‘মহা’ ‘জায়া’ ‘ধীরঃ’ বিবেকী ‘ন  
শোচতি’ ।

‘মধ্বদং’ কর্ণফলভোক্তারং ‘ইমং’ ‘জীবম্’ ‘আত্মানম্’ ‘অন্তিকাং’ সমীপে ‘ভূতভব্যস্ত’ কালত্রয়স্ত  
‘ঈশানম্’ ঈশিতারং ‘যঃ’ ‘বেদ’ ‘ততঃ’ জ্ঞানানন্তরং ‘ন’ ‘বিজুগুপসতে’ আত্মানং ন গোপায়িতুমিচ্ছতি  
‘এতৎ বৈ তৎ’ জীবাত্মপরাসম্বন্ধম্ ।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মিথুনধর্ম্মজ সুখানুভব, যে এই আত্মা দ্বারা জানা যায় তাঁহাকে জানিলে, এই আত্মজ্ঞানবিষয়ে আর কি অবশেষ থাকে । এই সেই আত্মতত্ত্ব ।

স্বপ্নবিজ্ঞেয়, জাগরিতবিজ্ঞেয়, স্বপ্নজাগরিত উভয়-বিজ্ঞেয় যদ্বারা

জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই মহান্ ব্যাপী আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না ।

এই কর্মফলভোক্তা জীবাত্ত্বাকে ও তৎসমীপবর্তী কালক্রয়ের নিম্ন-স্তাকে যে ব্যক্তি জ্ঞাত হয় সে আর সেই জ্ঞানানন্তর আত্মগোপনে ইচ্ছা করে না । এইটি সেই জীবাত্ত্বপরমাত্মতত্ত্ব ।

ভাব—আত্মা যত ক্ষণ দেহে অবস্থান করে তত ক্ষণ রূপরসাদি অনুভূত হয়, আত্মা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে শরীর থাকে অথচ রূপরসাদির জ্ঞান থাকে না । ইহাতে আত্মার অধিষ্ঠানেই যে এককল অনুভূত হয়, আত্মাই যে উহাদের জ্ঞাতা, এ সম্বন্ধে আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই । তাই মৃত্যু বলিতেছেন, রূপরসাদির জ্ঞাতা কে তাহা অবগত হইলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের আর কি অবশেষ থাকে ? আত্মা দেহে আছে বলিয়া জাগরিতাবস্থায় রূপরসাদির অনুভূতি উপস্থিত হয়, নিদ্রিতাবস্থায় বাহ্য রূপরসাদি প্রত্যক্ষ না হইলেও উহাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, স্বপ্নে মন তাই রূপরসাদি সম্ভোগ-করে । অন্তরে ও বাহিরে এইরূপে আত্মার বিদ্যমানতা জ্ঞানের বিষয় হইলে আত্মা যে দেহনিরপেক্ষ তৎসম্বন্ধে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, এই প্রত্যয়ই শোকনিবৃত্তির তেতু, কেন না দেহান্তেও আত্মা চৈতন্তরূপে স্থিতি করিবে, তৎসম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না । আত্মার অস্তিত্ব নিঃসংশয় হইলেও সে যখন কর্মফলভোক্তা তখন তাহার অধীনতা এবং তজ্জনিত দুঃখ অবশ্যজ্ঞাবী । আত্মা তাহার অধীন, কে তাহার নিয়ন্তা, নিয়ন্তার সহিত তাহার নিত্য বা অনিত্য সম্বন্ধ, এ সকল জানিয়া নিয়ন্তার মহত্ত্ব ও গৌরব যখন সে হৃদয়ঙ্গম করে, তখন সে ভয়শূন্য হয়, এজন্ত আর তাহার আত্মগোপনে বাসনা থাকে না, আপনি যাহা সেইরূপে আপনাকে নিয়ন্তৃ-সন্নিধানে প্রকাশ করে, কেন না সে জানে এরূপ সরল অকপট ব্যবহারে তাহার অসঙ্গতি নিবৃত্ত হইয়া সঙ্গতি উপস্থিত হয় ।

৮। উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যানং প্রত্যগশ্রুতি ।

मध्ये वागनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥

अश्रु विश्वसमानश्रु शरीरस्थश्रु देहिनः ।

देहाद्विमुच्यमानश्रु किमत्र परिशिष्यते ॥ एतदैव तत् ।

न प्राणेन नापानেন मर्त्यো जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावুपाश्रितौ ॥ कঠ ৫।৩৪ ।

‘প্রাণ’ প্রাণবায়ু, ‘উর্দ্ধ’ হৃদয়াং ‘উন্নয়তি’ উর্দ্ধং পন্নয়তি ‘অপানং’ ‘প্রত্যক্’ অর্থ ‘অভ্যতি’  
 কিপতি যঃ, ‘মধ্যে’ হৃদয়াকাশে ‘আসীনং’ হিতং তং ‘বায়নং’ শোভনকলপ্রাপকম্, আত্মানং ‘বিশ্বে’  
 সর্বকো ‘দেবাঃ’ চক্ষুরাদয়ঃ ‘উপাসতে’ ভদ্রভূপতাঃ ভবন্তি ।



‘বিলম্বসমানন্ত’ জ্ঞানমানন্ত অতএব ‘দেহাৎ বিমুচ্যমানন্ত’ ‘শরীরহন্ত’ অন্ত ‘দেহিনঃ’ ‘অজ’ দেহে  
‘কিং’ ‘পরিশিষ্যতে’ ? কিমপি নেতব্যঃ । ‘এতৎ বৈ’ ‘তৎ’ আত্মতত্ত্বম্ ।

‘মর্ত্যঃ’ মরণধৰ্মী ‘কশ্চন’ মনুষ্যঃ ‘ন প্রাণেন’ ‘ন অপানেন’ ‘জীবতি’ ‘যস্মিন্’ ‘এতৌ’ প্রাণাপানৌ  
‘উপাশ্রিতৌ’ তেন ‘ইতরেন’ আত্মনা ‘তু’ ‘জীবন্তি’ সৰ্ব্বৈঃ ।

[ যে জীবাত্মা ] প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যায়, অপান বায়ুকে  
অধো দিকে নিক্ষেপ করে, সেই হৃদয়াকাশে আসীন শোভন-ফলপ্রাপ-  
য়িতাকে [ চক্ষুরাদি ] সকল দেবগণ উপাসনা-করে [ অনুগত হয় ] ।

এই শরীরস্থ দেহী যখন শিথিলসন্ধিবদ্ধ হইয়া দেহবিমুক্ত হয়, তখন  
এই শরীরে কি অবশেষ থাকে ? এই সেই আত্মতত্ত্ব ।

কোন মর্ত্য প্রাণদ্বারাও জীবনধারণ করে না, অপানের দ্বারাও  
জীবনধারণ করে না, এই প্রাণাপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে  
অত্মতর তাহাকেই আশ্রয় করিয়া সকলে জীবনধারণ করে ।

ভাব—শোভনফলপ্রাপয়িতা—ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মার আচরণানুসারে শুভ ফল বা অশুভ  
ফল প্রাপ্ত হইলেও আত্মা কিন্তু শোভনফলপ্রাপয়িতা, কেন না চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন  
আত্মার অনুগত হইয়া কার্য্য করে, আত্মাকে তাহার প্রেরয়িতা হইতে অত্ম দিকে লইয়া  
না যায়, তখন উহার আত্মা হইতে শোভন ফলই প্রাপ্ত হয় ।

অত্মতর তাহাকেই—জীবাত্মাকেই ।

## ২। দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সথায়।

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজ্ঞাতে ।

তয়োৱন্যঃ পিপ্লৱং স্বাদ্ধ-

তানশ্লম্ভন্যোহভিচাক্ষীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ-

নীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

জুষ্ঠং যদা পশুত্যান্মনীশ-

মস্তু মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

মু ৩ (১) ১। ২ ; শ্বেত ৪। ৬। ৭।

‘দ্বা’ বো ‘সুপর্ণা’ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ ‘সমুজ্জা’ সমুজ্জৌ সঠৈব সৰ্ব্বাণা যুক্তৌ ‘সথায়’ সথায়ৌ ‘সমানং’  
‘বৃক্ষং’ দেহং ‘পরিষস্বজ্ঞাতে’ আলিঙ্গিতবর্তী ‘তয়োঃ’ পক্ষিণোঃ ‘অন্তঃ’ জীবঃ ‘স্বাদ্ধ’ ‘পিপ্লৱং’ কলং  
‘অভি’ ‘অন্তঃ’ পরাত্মা ‘অনশ্লম্ভন’ অভূক্ষানঃ ‘অভিচাক্ষীতি’ পশুতি সাক্ষিতরা ।

‘সমানে’ ‘বৃক্ষে’ দেহে ‘নিমগ্নঃ’ আসক্তঃ সন্ ‘মুহমানঃ’ ‘পুরুষঃ’ জীবঃ ‘অনীশয়া’ দীনতরা

‘শোচতি’ সম্ভপাতে : ‘জুইং’ যোগদ্বাপায়ন সেধিতম্ ‘ইশং’ পরমেশং ‘বদা’ ‘গন্ততি’ সাক্ষ্যকরোতি, তদা ‘অন্ত’ ইশন্ত ‘বহিনানং’ তদগতেনাত্মানোমহতম্ ‘ইতি’ জাভা ‘বীতশোকঃ’ অগন্তশোকঃ ভবতি ।

দুইটি সুপর্ণ নিত্য একত্র স্থিত, পরস্পর সখা, একই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভোজন-করেন, অপরটি অনশন থাকিয়া [ অল্পটিকে ] দেখেন ।

একই বৃক্ষে জীব গম্ব থাকিয়া দীনতাবশতঃ শোকে মুহুমান হয় । যখন সে আপনা ছাড়া সেবাপরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দর্শন-করে, তখন ইহা হারই সে মহিমা ইহা জানিয়া বীতশোক হয় ।

ভাব—এখানে জীবাণু ও পরমাণ্বাকে পক্ষিরূপে এবং দেহকে বৃক্ষরূপে গ্রহণ-করিয়া জীবতত্ত্ব ও পরাণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । সুপর্ণ—অল্পকায় বেগবান্ পক্ষী । অল্পকায় পক্ষি-গুলি অতি দ্রুতগামী, এবং তাহারা দেখিতে অতি বিচিত্র, নানা বর্ণে তাহাদের পক্ষ অলুরঞ্জিত । জীবাণু ও পরাণাতে ঈদৃশ পক্ষিদের আরোপ এই দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহাদের উভয়েরই গতি অব্যাহত, কেহই বা কিছুই তাঁহাদের গতির অবরোধ জন্মাইতে পারে না । পরমাণ্বার সম্বন্ধে অপ্রতিহতগতিত্ব বলা শোভা পায়, কেন না তাঁহারই ইচ্ছায় সমুদায় জগৎ শাসিত হইতেছে, তাঁহারই অভিপ্রায় সর্বত্র জয়যুক্ত হইতেছে, কিন্তু জীবাণ্বার সম্বন্ধে ঈদৃশ আরোপ যে বিফল তাহা দ্বিতীয় ঋকেই প্রকাশ পাইতেছে । দেহে আসক্তিবশতঃ জীব নিত্যন্ত দীনভাবে শোকে মুহুমান, এই এক কথাতেই বুঝা যাইতেছে, জীবের গতি নিয়ত প্রতিষ্ঠিত বিষমকূল । দেহে আসক্তিবশতঃ তাহার ঈদৃশ দুর্দশা হয় বটে, কিন্তু সে যখন স্বভাবে অবস্থান করে, তখন তাহারও গতি তাহারও ইচ্ছা অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করে । এরূপ অপ্রতিহতত্বের কারণ কি, ঋতি আপনি তাহা দেখাইয়াছেন । জীব ঈশ্বরেরই মহিমা ; তাঁহারই স্বরূপে স্বরূপবান্, আসক্তিবশতঃ যখন তাহার স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখনই তাহার ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হয় । কিন্তু এরূপ দুর্দশা যখন তাহার স্বভাববিসন্ধি নয়, তখন ভগবদ্বাদানায় উহা শীঘ্রই অন্তরিত হয়, এবং পরাণার সহিত নিত্যযুক্ত ও সখ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করে ।

বৃক্ষে—দেহে । গম্ব—আসক্ত । আপনা ছাড়া ঈশ্বরকে—জীব যখন দেহে আসক্ত হয়, তখন সে আপনাকে দেহের সহিত এক মনে করে, সুতরাং দেহের সুখদুঃখাদিতে সে সুখী হয় ও দুঃখী হয় । এই অবস্থায় দৈন্ত ও শোকে মুহুমান হওয়া তাহার পক্ষে অবশ্য-জ্ঞাবী । যদি তাহাতে দীনতা উপস্থিত না হইত, সে যদি শোকাভিভূত না হইত, তাহা হইলে বাহির হইতে তাহার দৃষ্টি অন্তরের দিকে যাইত না, এবং যোগে প্রবৃত্তি জন্মিত না । সেবাপরিতুষ্ট—মূলে জুষ্ট । জুয ধাতুর অর্থ প্রীতি ও সেবা । এই উভয়ার্থ একত্র মিলিত করিয়া সেবাপরিতুষ্ট অর্থ নিম্ন করি হইয়াছে ।

১০। কোহয়মাস্মেতি বয়মুপাস্মাহে কতরঃ স আত্মা । যেন  
বা রূপং পশুতি যেন বা শব্দং শৃণোতি যেন বা গন্ধানাজিহ্বতি যেন  
বাচং ব্যাকরোতি যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজ্ঞানতি ।

বদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতং সঞ্জ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং  
মেধা দৃষ্টিধৃতিশ্রুতিস্মরণীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরমুঃ কামোবশ  
ইতি । সৰ্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি ভবন্তি ।

ঐত ৫। ১। ২।

‘কঃ অয়ম্ আত্মা’ ইতি ‘বঃ বয়ম্’ ‘উপাস্মাহে’ । ‘কতরঃ স আত্মা’ ? ‘যেন বা রূপং পশুতি’, ‘যেন  
বা শব্দং শৃণোতি’ ‘যেন বা গন্ধান্ আজিহ্বতি’ ‘যেন বাচং’ বাক্যং ‘ব্যাকরোতি’ ব্যবহরতি ‘যেন বা  
স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজ্ঞানতি’ স আত্মা ইতি ।

‘বঃ এতৎ হৃদয়ং’ তৎ ‘এতৎ মনঃ’ ‘সংজ্ঞানং’ চেতনভাবঃ ‘আজ্ঞানম্’ আজ্ঞাপ্তিঃ ঈশ্বরভাবঃ,  
‘বিজ্ঞানং’ কলাদিপরিজ্ঞানং ‘প্রজ্ঞানং’ প্রজ্ঞতা, ‘মেধা’ গ্রহধারণসামর্থ্যং ‘দৃষ্টিঃ’ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপ-  
লব্ধিঃ ‘ধৃতিঃ’ ধারণা বৈধ্যা ‘মতিঃ’ মননং ‘মনীষা’ স্বাধীনচিন্তা ‘জুতিঃ’ শাস্ত্রবেদিত্বং ‘স্মৃতিঃ’ স্মরণং  
‘সঙ্কল্পঃ’ গুরুকৃৎকাদিভেদেণ প্রত্যাপস্থিতবিষয়পরিকল্পনং ‘ক্রতুঃ’ অধ্যবসায়ঃ ‘অমুঃ’ প্রাণাদি জীবনক্রিয়া-  
নিমিত্তা হৃতিঃ ‘কামঃ’ বিষয়াকাঙ্ক্ষা, ‘বশঃ’ ভোগাভিলাষঃ, ‘এতানি’ ‘এব’ ‘সৰ্ব্বাণি’ ‘প্রজ্ঞানস্ত নাম-  
ধেয়ানি’ ‘ভবন্তি’ ।

কে সেই আত্মা আমরা যাঁহার উপাসনা করি ? কোন্টি সেই  
আত্মা ? যাঁহার দ্বারা রূপ দেখা যায়, যাঁহার দ্বারা শব্দ শুনা যায়,  
যাঁহার দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করা যায়, যাঁহার দ্বারা বাধ্যবহার করা যায়,  
যাঁহার দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু জানা যায় [ তিনিই সেই আত্মা ] ।

এই যে হৃদয় সেই মন, সেই চেতনা, সেই কর্তৃত্ব, সেই বিজ্ঞান, সেই  
প্রজ্ঞান, সেই মেধা, সেই দৃষ্টি, সেই ধৃতি, সেই মতি, সেই মনীষা, সেই  
ক্ষিপ্ৰবেদিতা, সেই স্মৃতি, সেই সঙ্কল্প, সেই অধ্যবসায়, সেই অমু, সেই  
কাম, সেই ভোগাভিলাষ । এ সকলগুলি প্রজ্ঞানের নামান্তর ।

ভাব—চেতনা—সংজ্ঞান । কর্তৃত্ব—আজ্ঞান । বিজ্ঞান—কলাদির বিশেষ জ্ঞান ।  
মেধা—গ্রহধারণে সামর্থ্য । দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়োপলব্ধি । ধৃতি—ধারণা বৈধ্যা ।  
মতি—মনন । মনীষা—স্বাধীনচিন্তা । ক্ষিপ্ৰবেদিতা—মূলে জুতি । সঙ্কল্প—উপস্থিত  
বিষয়সমূহের গুরুকৃৎকাদিভেদপরিকল্পন । অধ্যবসায়—ক্রতু । অমু—প্রাণাদি জীবন-  
ক্রিয়া যদ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই বৃত্তি । কাম—বিষয়াকাঙ্ক্ষা । ভোগাভিলাষ—মূলে বশ ।  
দর্শনশ্রবণাদি যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক শক্তি যাঁহা হইতে প্রকাশ  
পায় তিনিই আত্মা ।

১১। ত্রীণ্যাত্মনে কুরুতেতি মনোবাচং প্রাণং তান্মাত্মনে  
কুরুতাত্মত্ৰমনা অভূবং নাদর্শমাত্মত্ৰমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা-  
হেব পশ্চতি মনসা শৃণোতি । কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্ৰদ্ধাশ্ৰদ্ধা  
ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধীভীৰিত্যেতৎ সৰ্ব্বং মনএব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টে  
মনসা বিজান্নাতি । যঃ কশ্চ শকো বাগেব স।। এষা হন্তমায়-  
তৈষা হি ন । প্রাণোহপানোব্যান উদানঃ সমানোহন ইত্যেতৎ  
সৰ্ব্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্গয়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ।

বৃহ ৩। ৫। ৩।

‘আত্মনে কুরুত’ ইতি—ব্যাখ্যায়তে, ‘মনঃ বাচং প্রাণঃ’ ‘তানি’ অন্নানি ‘আত্মনে’ আত্মার্ম্বে  
‘কুরুত’ অকুরুত । অতএব ‘অত্মত্ৰমনাঃ অভূবং ন অদর্শম্’ ‘অত্মত্ৰমনাঃ অভূবং ন অশ্রৌষম্’ ইতি  
‘মনসা হি এব পশ্চতি মনসা শৃণোতি’ । ‘কামঃ’ অভিলাষঃ ‘সঙ্কল্পঃ’ প্রত্যাগমিতবিষয়বিকল্পনঃ শুক্ল-  
নীলাদিভেদেন ‘বিচিকিৎসা’ সংশয়জ্ঞানং ‘শ্ৰদ্ধা’ সভ্যধারণোপযোগিনী বুদ্ধিঃ ‘অশ্ৰদ্ধা’ তথিপরীতা  
বুদ্ধিঃ ‘ধৃতিঃ’ দেহাত্মসাদে উত্তত্ত্বনম্ ‘অধৃতিঃ’ তথিপর্যায়ঃ ‘হ্রীঃ’ লজ্জা ‘ধীঃ’ প্রজ্ঞা ‘ভীঃ’ ভয়ম্ ‘এতৎ  
সৰ্ব্বং মনঃ এব’ । ‘তস্মাৎ’ ‘অপি’ এব হেতোঃ ‘পৃষ্ঠতঃ উপস্পৃষ্টঃ মনসা’ ‘বিজান্নাতি’ । ‘যঃ কঃ চ  
শকঃ বাক্ এব স’ । ‘এষা’ বাক্ ‘হি’ ‘অন্তম্’ অভিধেয়নির্ণয়ম্ ‘আয়ত্তা’ অনুগতা অভিধেয়প্রকাশিকা  
‘এষা’ বাক্ ‘হি’ পুনঃ ‘ন’ অভিধেয়বৎ প্রামাণ্য।। ‘প্রাণঃ’ মুখনাসিকাসংস্কারী ‘অপানঃ’ মূত্রপূরীবা-  
দেয়গণেভা ‘ব্যানঃ’ সর্গশরীরব্যাপী ‘উদানঃ’ উদ্ধগমনাদিহেতুঃ ‘সমানঃ’ অন্নপক্তা এতে ‘অনঃ’ দেহ-  
চেষ্টাহেতুঃ ‘ইতি এতৎ সৰ্ব্বং প্রাণঃ এব’ ‘এতন্ময়ঃ’ মনোবাক্ প্রাণ ইতি ত্রিতরারকঃ ‘বৈ’ এষ—‘অয়ম্  
আত্মা বাঙ্গয়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ’ ।

[ প্রজ্ঞাপতি ] তিনটি আপনার জন্ম করিলেন—মন বাক্ প্রাণ এই  
তিনটিকে আপনার জন্ম করিলেন, তাই [ লোকে বলে ] আমার মন  
অত্মত্ব ছিল আমি দেখি নাই, আমার মন অত্মত্ব ছিল আমি শুনি নাই—  
মনের দ্বারাই দেখে মনের দ্বারাই [ লোকে ] শোনে । কাম, সঙ্কল্প,  
সংশয়, শ্ৰদ্ধা, অশ্ৰদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী, এ সকল মনই । তাই  
পৃষ্ঠে স্পর্শ করিলে মনের দ্বারা [লোকে] জানে । যে কোন শব্দ তাহাই  
বাক্ । এই বাক্ অভিধেয়ের অনুগত, স্মৃতরাং উহা [ অভিধেয়তুল্য ]  
নয় । প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান ইহারা অন অর্থাৎ দেহচেষ্ঠার  
হেতু । এ সকল প্রাণই । এই আত্মা এই ত্রিতয়ময়—বাস্কয়, মনোময়,  
প্রাণময় ।

ভাব—তিনটি আপনার জন্ম করিলেন—“পিতা ( প্রজ্ঞাপতি ) প্রজ্ঞা ও তপস্বী  
( ক্রিয়াশক্তি ) দ্বারা যে সাতটি অন্ন উৎপন্ন করিলেন উহার একটি ( সর্বপ্রাণি ) সাধারণ

দুইটি দেবগণকে দিলেন, তিনটি আপনার জন্ত করিলেন, পশুগণকে একটি [ দিলেন ] (১০।৩১) ” এই শ্রুতির ‘তিনটি আপনার জন্ত করিলেন’ এই অংশের ব্যাখ্যা শ্রুতি আপনি করিতেছেন ।

আপনার জন্ত করিলেন—প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ আদিজীব । তাঁহাতে যে সকল আছে প্রত্যেক জীব তাহাই বিদ্যমান । এমন কি শ্রুতি তাঁহাতে পাপের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত (৮।১১) আরোপ করিয়াছেন । এই পাপ তিনি দহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন অপরেও পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় ।

মনের দ্বারা জানে—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং দর্শনাদিতে সমর্থ নয় । মনের অধিষ্ঠানে দর্শনাদি জ্ঞান জন্মায় । মন অত্র নিবিষ্ট হইলে এজ্ঞাই সমুৎপন্ন বিষয়ও দর্শনাদির বিষয় হয় না ।

বাক্ অভিধেয়ের অন্তর্গত—শব্দ ও অর্থ নিত্য সংযুক্ত । শব্দ বাক্, অর্থ অভিধেয় । যখন যে অর্থ চিন্তে প্রতিভাত হয়, সেই অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্ত তদ্ব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে । শব্দ ধ্বনিমাত্র । ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ হয় । এই ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির সাক্ষেতিক বাহু আকার দেওয়া হয়, এই সাক্ষেতিক আকারগুলির নাম বর্ণ বা অক্ষর । ধ্বনির জ্বলন্ত তারতম্যে ভিন্নার্থ প্রকাশ পায়—যেমন সকল, শব্দ । প্রথমটির প্রথমবর্ণ দন্তসংযোগে, দ্বিতীয়টির প্রথম বর্ণ তালুসংযোগে উচ্চারিত হয় । এক এই উচ্চারণের তারতম্যে দুইটি শব্দ একেবারে বিপরীতার্থ প্রকাশ করে ; প্রথমটি সমগ্র দ্বিতীয়টি খণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয় । ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই এই উচ্চারণগত পার্থক্য আজও স্থির আছে, এক বঙ্গদেশেই উহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে । বঙ্গবাসিগণ উচ্চারণে মিষ্টতার পক্ষপাতী, এ ব্যতিক্রম যে তাঁহাদিগের দ্বারা কোন দিন সংশোধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে সংশয় ।

উহা [ অভিধেয়ত্ব ] নয়—অভিধেয় প্রধান, এজ্ঞ অভিধেয় নিত্য এক থাকে । ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেই একই অভিধেয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে অভিযুক্ত হয় । বাহিরে ও অন্তরে যে সকল বিষয় নিত্য বিদ্যমান সেইগুলি অভিধেয় । যে কোন দেশের ব্যক্তিগণের নিকটে উহার একই আকারে প্রকাশ পায় । এই সকল বিষয় ব্যবহার করিতে গিয়া অপরের বুদ্ধি স্থ করিতে হইলেই ধ্বনির সাহায্যের প্রয়োজন হয় । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির যোগ করিয়া একটি বিষয় হইতে অত্র বিষয়টিকে স্বতন্ত্র করা আবশ্যক । বিষয় বহু, স্মৃতরাং ধ্বনির ওলট পালট করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে বুদ্ধি স্থ করা প্রয়োজন হয় । শব ও বশ এ দুই স্থলে ধ্বনির ওলট পালট করিয়া ভিন্ন অর্থ প্রতীতির বিষয় করা হইয়াছে । অভিধেয় বিষয় যেমন নিত্য এক অবস্থায় থাকে, ধ্বনির সংযোগ সেরূপ নয়, স্মৃতরাং দেশভেদে কালভেদে অবস্থানভেদে ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ হইয়া তাহার বহু ঘটয়াছে ।

এই আত্মা এই ত্রিতয়ময়—আত্মা মনোময় এ কথা বলাতে কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, কেন না মন বা মনন আত্মার স্বরূপ, মনন বিনা চিন্তা বিনা আত্মা কিছুই নয়। আত্মা বাস্তব প্রাণময় এ কথা বলাতে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কারণ বাক্ ও প্রাণ কিছু আত্মার স্বরূপ নহে। যদি এইরূপই হইল তবে ঋতি আত্মাকে বাঙ্‌ময় প্রাণময় বলিলেন কেন ? ঋতির এরূপ বলিবার কারণ এই যে, আত্মার যেমন মননশক্তি আছে তেমনি উহার ক্রিয়াশক্তি আছে। মনন এবং ক্রিয়াশক্তি কিছু ভিন্ন নহে, মনন করিতে গিয়াই ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়। প্রাণ যদি ক্রিয়াশক্তি হয়, তাহা হইলে আত্মাকে প্রাণময় বলাতে ক্ষতি কি ? ক্রিয়াশক্তি থাকিলে তাহার বাহ্য প্রকাশও থাকিবে, বাক্ (ধ্বনি) সেই বাহ্য প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহ্য প্রকাশ যখন নিত্য, তখন আত্মার সহিত তাহার নিত্য সংযোগবশতঃ ঋতি আত্মাকে বাঙ্‌ময় বলিয়াছেন।

১২। গুণাশ্চয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা

কৃতস্ত তস্মৈব স চোপভোক্তা ।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবজ্রা ।

প্রাণাদিপিঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ ॥

অক্ষুৰ্ণমাত্রো রবিতূল্যরূপঃ

সঙ্কল্লাহঙ্কারসমম্বিতো যঃ ।

বুদ্ধেত্ত্বগুণেনাত্মগুণেন চৈব

আরাগ্রমাত্রোহপ্যপরোপি দৃষ্টঃ ॥

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্লিতস্ত চ ।

ভাগো জীবঃ স বিভেদয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লতে ॥

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ ।

যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥

সঙ্কল্লনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-

গ্রাসানুরষ্ট্যাত্ত্ববিরুদ্ধজন্ম ।

কর্ম্মানুগান্নানুক্রমেণ দেহী

স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহুনি চৈব

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্গোতি ।

ক্রিয়াগুণৈরাভ্যুপগৈশ্চ তেযাং

সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টে ॥

শ্বেত ৫। ৭—১২।

‘গুণাধরঃ’ গুণৈঃ ইঞ্জিরৈঃ অধরঃ সম্বন্ধো যন্ত সঃ, ‘কলকর্মকর্তা’ কলায় কর্মগাং কর্তা, ‘যঃ’ ‘স’ ‘কৃতন্ত’ ‘তন্ত’ ‘এব’ ‘চ’ উপভোক্তা। ‘স’ ‘বিশ্রুপঃ’ নানারূপঃ ‘ত্রিগুণঃ’ ত্রয়ঃ সদ্ধাদয়ঃ গুণাঃ অন্ত ‘ত্রিবজ্রা’ ত্রীণি বজ্রানি ধর্মাদধর্মজ্ঞানরূপাণি যন্ত, ‘প্রাণাধিপঃ’ প্রাণন্ত পঞ্চবৃত্তে: অধিপঃ, ‘স্বকর্মভিঃ’ স্বামুষ্ঠানৈঃ ‘সঙ্করতি’ বিহরতি তত্ত্বমুরূপভাবেন।

‘অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ’ অঙ্গুষ্ঠপরিমাপঃ সূক্ষ্মত্বাৎ ‘রবিতুল্যরূপঃ’ জ্যোতিঃস্বরূপঃ চৈতন্ত্বত্বাৎ ‘সঙ্কলাহকার-সমবিতঃ’ সঙ্কলঃ প্রভূপস্থিতবিষয়ভেদবিকল্পনঃ চ অহঙ্কারঃ অহংজ্ঞানং চ তাভ্যাং সমবিতঃ ‘বুদ্ধে: গুণেন’ ‘আরাগ্রমাতঃ’ প্রভোদাগ্রপ্রভাতলোহকটকাগ্রমাতঃ সূক্ষ্মঃ ‘আভ্যুপগৈন’ শরীরগুণেন ‘চ এব’ ‘অপরঃ’ ‘অসূক্ষ্মঃ’ ‘অপি’ ‘যঃ’ ‘দৃষ্টঃ’ প্রত্যাক্ষীকৃতঃ।

‘স’ ‘জীবঃ’ ‘বালাগ্রশতভাগন্ত’ কেশাগ্রন্ত শতভাগন্ত ‘শতধা’ ‘কল্পিতন্ত চ’ ‘ভাগঃ’ ‘বিজ্ঞেয়ঃ’। এবমতিসূক্ষ্মোহপি ‘স চ’ ‘আনন্ত্যায়’ অনন্তজ্ঞানাদিলাভায় ‘কল্পতে’ সমর্থো ভবতি।

‘এব’ জীবঃ ‘ন এব স্ত্রী’ ‘ন এব পুমান্’ ‘ন চ এব অয়ং নপুংসকঃ’। ‘যৎ যৎ শরীরম্’ ‘আদন্তে’ গুরাতি ‘ভেন ভেন’ শরীরেণ ‘স’ জীবঃ ‘রক্ষাতে’ দীর্ঘাদিভেদেন রক্ষিতো ভবতি স্বতন্ত্রতয়া গ্রহণায়।

‘সঙ্কলনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ’ সঙ্কলনং মানসক্রিয়া স্পর্শনং ভুগিল্লিয়ব্যাপারঃ, দৃষ্টিঃ দর্শনক্রিয়া মোহঃ বিষয়াপকৃতচিত্তভ্রম এতৈঃ ‘স্থানেষু’ ভিন্ন ভিন্ন দেহেষু ‘কর্মাশ্রয়ানি’ কর্মাস্রয়ানি ‘রূপাণি’ স্বরূপাণি ‘গ্রাসাম্বুরষ্টা’ অন্নপানাসেবনেন ‘আত্মবিবৃদ্ধিভ্যম্’ আত্মনঃ দেহন্ত বিবৃদ্ধিং চ ভ্রম চ ‘দেহী’ জীবঃ ‘অভিসংপ্রপত্ততে’ প্রাপোতি।

‘দেহী’ জীবঃ ‘স্বগুণৈঃ’ স্বাত্মনিষ্ঠসংস্কারৈঃ ‘স্থলানি’ সূক্ষ্মাণি বহুনি চ এব ‘রূপাণি’ স্বরূপাণি ‘বুণোতি’ ভজতে। ‘তেযাং’ রূপাণাং ‘ক্রিয়াগুণৈঃ’ ‘আভ্যুপগৈঃ’ বনিষ্ঠগুণৈঃ চ ‘অপরঃ’ ‘অপিঃ’ ভদতিরিক্তোহপি ‘সংযোগহেতুঃ’ নবনবযোগনাকারণঃ ‘দৃষ্টঃ’ প্রত্যাক্ষীকৃতঃ।

যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ, ফলের জন্ত যিনি কর্ম করেন, তিনি আপনি বাহ্য করেন, তাহাই ভোগ-করেন। নানাবিধ তাঁহার রূপ, তিনি ত্রিগুণ, তিনিটি তাঁহার পথ, তিনি প্রাণের অধিপতি, তিনি আপনার কর্মে বিচরণ করেন।

যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র, রবিতুল্য বাঁহার রূপ, সঙ্কল ও অহঙ্কারে যিনি সম-  
স্থিত, বুদ্ধির গুণে যিনি আরাগ্রমাত্র [ সূক্ষ্ম ], দেহের গুণে যিনি অসূক্ষ্ম ও  
দৃষ্ট হন।

সেই জীবকে—কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ করিলে যে ভাগ  
হয়—সেইরূপ জানিতে হইবে। সেই জীব অনন্তত্বলাভে সমর্থ।

ইনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন, নপুংসকও নন। যে যে শরীর ইনি

গ্রহণ করেন সেই সেই শরীরযোগে তিনি [ সেই সেই ভাবে ] রক্ষিত হন ।

সংকল্প, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ এই সকলের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুক্রমে দেহী কার্য্যানুযায়ী রূপসকল এবং অন্নপানসেবনে শরীরের রক্ষি ও জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

দেহী স্বপ্তগে স্থূল সূক্ষ্ম এবং বহুরূপ ধারণ-করেন । ক্রিয়াগুণে এবং আত্মগুণে সে-সকল-রূপ ছাড়াও উহাদিগের নব নব যোজনার কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

ভাব—যিনি ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ—পরাত্মা সহ জীব যৎকালে অবিতক্ত ভাবে স্থিতি করেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সহ কোন সম্বন্ধ থাকে না, কেন না সে সময়ে জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ হয় নাই । জীবের দেহসম্বন্ধ জগতের সহিত সম্বন্ধ ঘটবার কারণ । সৃষ্টির পূর্বে জীব যেমন পরাত্মা সহ অবিতক্তভাবে স্থিতি করেন, জগৎও সেইরূপ তাঁহার সহিত অবিতক্তভাবে স্থিত । জীব ও জগতের পরাত্মা হইতে বিভক্তাবস্থা সৃষ্টি । জীব ও জগৎ যাহাতে অবিতক্ত ভাবে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম । ব্রহ্মশব্দ এই অবিতক্তাবস্থার জ্ঞাপক, এজন্তই বিভক্ত হইতে অবিতক্তাবস্থায় উত্থান উপনিষদে যেখানে বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মেতেই অবিতক্ততার উল্লেখ দৃষ্ট হয় । “সৃষ্টির পূর্বে এই ( বিভক্ত জগৎ ) ব্রহ্মই ছিলেন (৮।১২)” এ কথা অর্থ এই যে জীব ও জগৎ তৎকালে বিভক্ত হয় নাই ; অবিতক্ত ভাবে পরাত্মাতে অবস্থিত ছিল, এই অবিতক্তভাবে স্থিতি ব্রহ্মশব্দে অভিহিত । “তিনি আপনাকে জানিলেন ।” কি জানিলেন ? “আমি ব্রহ্ম [ হইয়া ] আছি” অর্থাৎ জীব ও জগৎকে—নাম ও রূপকে—আমার অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমি বিদ্যমান । “সে জ্ঞানই তিনি সকল হইলেন” অর্থাৎ নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়া তদ্বারা আপনাকে আবৃত করিলেন (৬।১১) । জীব ও জগতের যখন প্রথম অভি-ব্যক্তি হইল তখন জীব ত্রিগুণার্ঘ এবং জগৎ প্রধান বা প্রকৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইলেন । ত্রিগুণের জ্ঞাত প্রকৃতি যে প্রকার বিবিধাকার গ্রহণ করিলেন, জীবও সেই প্রকার ত্রিগুণের জ্ঞাত প্রকৃতিসমুৎপন্ন বিবিধ দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন । প্রকৃতিই ত্রিগুণ-বিশিষ্ট, জীব ত্রিগুণবিশিষ্ট নহেন, এই শ্রুতি এ কথার প্রতিবাদ করিতেছেন । ত্রিগুণ কি ? প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ—নিশ্চেষ্টাবস্থা । জীব ও জগৎ যখন পরাত্মার সহিত অবিতক্তাবস্থায় ছিল তখন উহাদের মোহ বা নিশ্চেষ্টাবস্থা (৬।৯ [১৮]) । পরাত্মা যখন তাহাদিগকে বিভক্ত ( ব্যক্ত ) করিলেন তখন তাহাদিগেতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হইল । এই ক্রিয়াশক্তিতে তাহারা কি তাহা প্রকাশ পাইল । এই ক্রমোন্মেষ যখন গুণনামে অভিহিত হয়, তখন প্রকৃতি ও জীব উভয়েতেই উহা সমান । পরাত্মা



অপ্রকাশ, সুতরাং তাঁহার স্বরূপপ্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাতে প্রবৃত্তি ও মোহ সম্ভবে না, তিনি শুণাতীত। পরাশ্রা আপনাত্ত নিকটে আপনিত্ত চিত্ত প্রকাশিত্ত, সুতরাং ক্রমে প্রকাশ পাইবার নিমিত্ত যে প্রকাশশক্তির প্রয়োজন তাহাও তাঁহাতে নাই।

ফলের জ্ঞান তিনি কার্য্য করেন—মূলের আক্ষরিক অনুবাদ—ফলের নিমিত্ত তিনি কর্ত্তা। যখন তিনি ত্রিগুণ, যখন তাঁহাতে প্রবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি আছে, তখন কর্ত্তা না করিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন কেন? এই কর্ত্তাই তাঁহার স্বরূপাভিব্যক্তির কারণ হয়, এবং তিনি যাহা ক্রমান্বয়ে তাহাই প্রকাশ পাইতে থাকেন। ক্রমিক স্বরূপাভিব্যক্তি জীবের ক্রিয়ার মুখ্য ফল। তাঁহার সর্ব্ববিধ ক্রিয়ার গতি সেই দিকে।

তিনি আপনিত্ত যাহা করেন তাহাই ভোগ করেন—উত্তরোত্তর ক্রিয়াশক্তির অভি-ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবের গ্রহণশক্তি উদ্ভূত হইতে থাকে। প্রকৃতি জীবের ভোগ্য। প্রকৃতিতে যে সকল ভোগের বিষয় আছে, সেগুলি গ্রহণশক্তির উদ্বেদানুসারে জীবের আয়ত্ত হয় সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি আপনিত্ত যাহা করেন তাহাই ভোগ করেন।

নানাবিধ তাঁহার রূপ ( বিধরূপ )—জগতে যতগুলি বাহুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার সঙ্গে জীব অনুসৃত্ত আছেন। কেন না “সর্ব্বানুভূ” পরমাশ্রার সর্ব্ববিষয়ের অনুভব জীবচৈতন্ত্রে প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলিত অনুভবানুসারে বিবিধ রূপ উদ্ভূত হইয়া থাকে। বেদান্তবাদিগণের মতে জীব—প্রাণধারণশক্তি। জগতে যে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই প্রাণের ক্রিয়া জীবচৈতন্ত্রনিষ্ঠ অনুভবের ( type ) দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিশেষ বিশেষ আকার গ্রহণ-করে। কেবল মনুষ্যোতেই জীবের স্থিতি, অল্প কিছুতে জীবের স্থিতি নাই, বেদান্তের একরূপ মত নহে। নামরূপমাত্রের প্রকাশ জীবানুপ্রবিষ্ট পরাশ্রা কর্ত্তক সাধিত হয়, ইহা যখন বেদান্তের মত তখন পরাশ্রা যেকরূপ সর্ব্বত্র অবস্থিত, জীবও তেমনি সর্ব্বত্র অবস্থিত। একরূপ অনুপ্রবেশে পরাশ্রা এক ও অখণ্ড থাকেন, জীব বহু ও খণ্ড হয়েন, এ প্রভেদ কিছু সামান্য নহে। এক পরাশ্রার অনুপ্রবেশেই যখন জগৎসৃষ্টি সম্ভবে, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জীবকে অনুসৃত্ত করিয়া লইবার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সর্ব্বত্র যে চৈতন্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পায়, উহা পরিমিত। এই পরিমিত চৈতন্ত্র দেখাইয়া দেয়, এ চৈতন্ত্র পরাশ্রাচৈতন্ত্র নয়, জীবচৈতন্ত্র। পরাশ্রাচৈতন্ত্র নিয়ন্তা হইয়া পরিমিত চৈতন্ত্রকে চৈতন্ত্রের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহ করেন, সুতরাং পরিমিত চৈতন্ত্রের ক্রমোন্মেষজ্ঞান পরাশ্রাচৈতন্ত্রসহকারে উহার নিত্য বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। যদি কেহ বলেন, মনুষ্যাদি জীবের সম্বন্ধে এ কথা বলা হইতে পারে, সমগ্র জগৎসম্বন্ধে এ কথার প্রয়োগ কোথায়? তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ক্রমোন্মেষধাতি এ কালের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি পাঠ করুন, সহজতর পাইবেন। সকলই চেতনামূলক, এ

নিমিত্ত বেদান্তের কোন স্থলে জড় বা অচেতন বলিয়া কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না ।  
বিজ্ঞানবিদগণের সিদ্ধান্তেরও এখন এই দিকে গতি ।

তিনি ত্রিগুণ—এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইহার তত্ত্ব প্রকাশ  
পাইয়াছে, আর অধিক বলা নিত্ৰয়োজন ।

তিনটি তাঁহার পথ—জ্ঞান, ধর্ম ও অধর্ম এই তিন ।

প্রাণের অধিপতি—জীব—প্রাণধারণ শক্তি, এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপরে যাহা বলা  
হইয়াছে তাহাই বর্তমানে যথেষ্ট ।

আপনার কর্ম্মে বিচরণ করেন—জীবের ক্রিয়াশক্তির ক্ষুর্তি অনুসারে বিবিধ রূপমধ্যে  
তাঁহার বিচরণ হয় ।

সকল ও অহঙ্কারে যিনি সমন্বিত—সকল—উপস্থিত বিষয়সমূহকে গুরু-কৃষ্ণাদি ভেদে  
ভিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ জীবের সকলশক্তি আছে বলিয়া সম্ভব হয় । যদি এরূপ  
সামর্থ্য না থাকিত তাহা হইলে সে বিষয়সমূহকে বিবিধ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া  
লইতে পারিত না । অহঙ্কার—অহংজ্ঞান । সমুদায় সকলের সহিত আমি এই জ্ঞান  
অনুসৃত থাকে, তাই বিবিধ বিষয়ের ব্যবহার সম্ভবে ।

বুদ্ধির গুণে [ হৃদ ] দেহের গুণে অহৃদ—আত্মা যখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া কার্য  
করে, তখন হৃদ হৃদ বিষয়সমূহ উদ্ভূত করিয়া আপনার হৃদে সঞ্চার করে, কিন্তু  
যখন দেহেতে আবিষ্ট হইয়া কার্য করে, তখন দেহের স্থখ-দুঃখ-মোহাদি আপনাতে  
আরোপ করিয়া তন্ময় হইয়া যায় ।

অনন্তত্বলাভে সমর্থ—জীব যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি তাহার প্রাণ্য অনন্ত কেন না অন-  
ন্তের সহিত সে নিত্য সংযুক্ত । আত্মার জ্ঞানাদিস্বরূপের বিস্তৃতির সীমা নাই, সুতরাং  
অনন্তত্বলাভের সামর্থ্য অবশ্যস্বীকার্য ।

সকল, স্পর্শ, দৃষ্টি এবং মোহ—জীবের নানাবিধ রূপপ্রাপ্তির কারণ কি তাহা  
নির্ধারণ করিতে গিয়া শ্রুতি সকলাদি চারিটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন । সকলানুসারে  
মনুষ্যে মনুষ্যে কত প্রভেদ, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি । স্পর্শশক্তির  
উদ্ভূত অনুদ্ভূত অবস্থায় জীব জীবের কত প্রভেদ উপস্থিত হয়, তাহাও কিছু আমাদের  
চক্ষুর অগোচর নয় । দৃষ্টিভেদে মানুষ দেবতাও হয়, মানুষ পশুও হয়, ইহা আমরা  
প্রতি দিন দেখিতে পাইতেছি । যেখানে মোহ উপস্থিত, সেখানে জীব সকলেই বিপরীত  
ভাবে গ্রহণ করে । সুতরাং বলিতে হইতেছে সকলাদি চারিটি জীব জীবের ভেদসাধক  
এবং উহাদের প্রভাবে জীবের স্বরূপভেদ উপস্থিত হয় । এই সকল ভেদে জীবের প্রবৃত্তি-  
ভেদ হইয়া থাকে, এবং সেই প্রবৃত্তিভেদমূলক কার্যে জীবের রূপান্তরতা ঘটে । এই  
চারিটির মূল শুদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে পূর্কীবস্থা পরিত্যাগ এবং উন্নতাবস্থা উপস্থিত হয় ।  
এইরূপে সকলাদির অন্তিমাবস্থা জীবকে হীন এবং শুদ্ধাবস্থা উন্নত করে ।

বহুরূপ ধারণ করে—‘নানাবিধ তাঁহার রূপ’ শ্রুতি প্রথমতঃ এইমাত্র উল্লেখ করিয়া-  
ছিলেন । এগন সেইটি বিশেষরূপে বিবৃত করিতেছেন । নানাবিধ তাঁহার রূপ—এ  
অংশের ব্যাখ্যায় ‘বহুরূপ ধারণ করে’ ইহার ব্যাখ্যা হইয়াছে ।

পরমপুরুষ পরা-এবং-অপরা-প্রকৃতিবিশিষ্ট, গীতার এই সিদ্ধান্ত বেদান্তের সার কি না,  
এটি আলোচনার বিষয় । গীতা পরা এবং অপরা প্রকৃতিকে পরমপুরুষের সহিত অভেদ-  
রূপে বর্ণন করিয়াও এ দুইয়ের একান্ত বিলোপসাধন করেন নাই, ইহাতেই দেখা যাইতেছে  
যে, বেদান্তের প্রতি অনাদর না করিয়া তিনি আপনার সিদ্ধান্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন ।  
ইন্দের আশঙ্কা হইয়াছিল—স্বযুগ্মিতে আত্মা ও ভূতসকলের বিনাশ হয় । এই আশঙ্কা-  
নিবারণের নিমিত্ত প্রজাপতি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “হে মঘবন্, এই শরীর মরণশীল ।  
অমরগন্ধর্বা অশরীর এই আত্মার অধিষ্ঠানস্থান এই শরীর মৃত্যুকর্তৃক অধিকৃত ।  
যাহার শরীর আছে সে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের অধীন, সশরীর থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ের  
কদাপি তিরোধান হয় না । অশরীর হইয়া থাকিলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে  
না ( ৫৬পৃ ) ।” ইহাতে এই দেখাইতেছে যে স্বযুগ্মিতেও আত্মা পরাত্মা কর্তৃক আলি-  
ঙ্গিত হইয়া অশরীর হইয়া স্থিতি করে । এ জনাই অন্যত্র স্পষ্টবাক্যে কথিত হইয়াছে,  
“সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে ।” সেখানেই আবার “এই বিজ্ঞানস্বভাব পুরুষ  
( জীব ) দ্রষ্টা, শ্রুতা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, স্বাদগ্রহীতা, মননকর্তা, বোদ্ধা এবং কর্তা” এই কথা  
বলিয়া উক্ত হইয়াছে “সেই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অক্ষর পরমাত্মাতে স্থিতি করে ।” ইহাতে  
এই জানা যাইতেছে যে জীবের দ্রষ্টৃত্বাদি কোন কালে বিলুপ্ত হয় না । বিলুপ্ত হয় না বলি-  
য়াই কথিত হইয়াছে “যাহা তিনি দেখেন না, দেখিয়াই তাহা দেখেন না । দ্রষ্টা অবি-  
নাশী তাই তাঁহার দৃশ্যবস্তুর বিলোপ হয় না ( ৬৭ ) ।” যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে  
এ কথা কেন বলা হইয়াছে “তাঁহা হইতে বিভক্ত তাঁহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই যে  
তিনি দেখিবেন ।” স্বযুগ্মিকালে পরমাত্মাতে সকলই জীবের সহিত একীভূত হইয়াছে ;  
সুতরাং তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয় না । প্রতিভাত হয় না বটে, কিন্তু  
যদিও তিনি আর কিছু দেখেন না দেখিয়াই তাহা দেখেন না । ‘দেখিয়াই তিনি দেখেন  
না’ ইহার অর্থ কি ? “হনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস” ( ৬৪ ) এখানে যাহা  
উক্ত হইয়াছে সেই প্রণালীতে পরমাত্মাতে তিনি সকল দেখেন, পরমাত্মাকে ছাড়া আর  
কিছু দেখেন না, আর কিছুর ঘ্রাণ লন না, আর কিছুর স্বাদগ্রহণ করেন না । এইরূপে  
সকলেতেই পরমাত্মাকে তিনি দেখেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে “ইহাই ইহার পরম গতি,  
ইহাই ইহার পরম সম্পৎ, ইহাই ইহার পরম লোক, ইহাই ইহার পরম আনন্দ ( ৬৮পৃ ) ।”  
“সকলই সেই পরমাত্মাতে স্থিতি করে”, এস্থলের সকল-শব্দে বুঝাইতেছে, “পৃথিবী এবং

পৃথিবীমাত্রা ( হৃদয়ভূত ), জল এবং জলমাত্রা, তেজ এবং তেজোমাত্রা, বায়ু এবং বায়ুমাত্রা, আকাশ এবং আকাশমাত্রা, চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়, শ্রোত্র এবং শ্রোতব্য বিষয়, ঘ্রাণ এবং ঘ্রাতব্য বিষয়, রস এবং আস্বাদ্য বিষয়, ত্বক্ এবং স্পর্শয়িতব্য বিষয়, বাক্ এবং বক্তব্য বিষয়, হস্ত এবং গ্রহণীয় বিষয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং আনন্দয়িতব্য বিষয়, চিত্ত এবং চেতয়িতব্য বিষয়, তেজ এবং বিদ্যোতয়িতব্য বিষয়, প্রাণ এবং ধারয়িতব্য বিষয় [ পরমাত্মাতে স্থিতি করে ] ( ৩৫[৫৩পৃ] ) ।” সুতরাং অক্ষর পরমাত্মাতে পরাপরপ্রকৃতির বিলোপ বেদান্তসিদ্ধি নহে, এবং গীতা যে এই বেদান্তসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সংশয় নাই । মধুভ্রাক্ষণে যে সর্বৈক্য উক্ত হইয়াছে উহা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নয়, কেন না “এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূত” ( ৩২১[১৫পৃ] ) এ কথা বলিয়া মধুভ্রাক্ষণ সর্ব-বিলোপ নিবারণ-করিয়াছেন । অতঃসকল স্থলে এই রূপই বুঝিতে হইবে ।

১—৩। প্রথম (১) প্রবচনসমষ্টিতে বহিমুখত্ববশতঃ বহিঃবিষয়বিমুগ্ধ ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অধিকার-করিতে পারে না, বিবিধ বাক্যে এইটি প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয়ে (২) বিষয়াভিলাষবিরহিত ব্যক্তির আত্মতত্ত্বে অধিকারস্বীকারপূর্বক তৃতীয়ে ( ৩ ) আত্মতত্ত্বোপদেষ্টার বিরলত্ব নির্দেশ-করা হইয়াছে । আত্মতত্ত্বলাভে কেবল পার্থিব অভিলাষ বিরোধী নয়, কিন্তু “অযোগাবস্থায় ইহার সিদ্ধি কিন্তু সমাধিতে ইহার বিয়” (প, হ, ৩৩৬) এই যুক্তিতে সর্ববিধ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা স্বরূপপ্রাপ্তিসম্বন্ধে বিয়োৎপাদন করে, এইটি পরিষ্কারবাক্যে এখানে কথিত হইয়াছে ।

৪। আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্য এবং তাহাতে কৃতকৃত্যতার কথা শ্রবণ-করিয়া আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব এ উভয়ের সাধারণ ভূমি আশ্রয়করত নচিকেতা যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব এখানে বিচার্য্য । অশেষব্য বস্তু অধর্ম্মের অতীত না হইলে তৎপ্রতি কাহারও আস্থা জন্মিতে পারে না, সুতরাং উহা অধর্ম্মের অতীত হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি উহা ধর্ম্মেরও অতীত হয় তাহা হইলে অপাপবিদ্ধত্বের হানি হয় বলিয়া মুনুকু ব্যক্তির উহা ইষ্টবিষয় হইতে পারে না । পরাত্মা “ধর্ম্মাবহ পাপের অপহর্ত্তা (৮১৬[৬]),” এ ঋতির সঙ্গে বিরোধবশতঃ ‘ধর্ম্মের অতীত’ এ উক্তি যে যথার্থ তত্ত্ব নয় তাহাই প্রমাণিত হয় । পরাত্মা ধর্ম্ম উৎপাদন-করেন এই অর্থে ‘ধর্ম্মাবহ’ বিশেষণ গ্রহণ-করিলে ধর্ম্ম পরাত্মা-নিষ্ঠ নহে জীবনিষ্ঠ, ইহাই আসে । ধর্ম্ম কি তবে আগন্তুক ? যদি আগন্তুক হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম অশেষব্য বস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইল, ইহাতে বেদান্ত যে তত্ত্বের একত্ব প্রতিজ্ঞা-করিয়াছেন তাহা ভঙ্গ-হইল । ইহার উত্তরে আমরা এই বলিহেঁছি, ক্রিয়াশক্তি যে প্রকার বিবিধ বাহু ধর্ম্ম উৎপাদন-করেন সেইরূপ জ্ঞানশক্তি বিবিধ বিচিত্র ভাব উৎপাদন করেন, এই বিবিধ বিচিত্র ভাবই আস্তরিক ধর্ম্ম । এরূপ নির্দেশে কি প্রমাণিত হইল ? বাহু বৈচিত্র্যে যে প্রকার ক্ষণে ক্ষণে বিবিধ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, ধর্ম্মেতেও তাহাই হইয়া থাকে । বৈচিত্র্যের উত্তরোত্তর অধিকতর প্রকাশ হইয়া থাকে, সুতরাং উহা অনিত্য

নয়। ধর্মের বিপর্যিবর্তন কিরূপে হয় ? তাবের বৈচিত্র্য হইতে বিবিধ আচার উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আচারই ধর্ম। তত্তৎকালসমুচিত ব্যবহারের নিয়ামক আচার, সুতরাং কালান্তরে তাহার রূপান্তরতা অবশ্যজ্ঞাবী। যেমন প্রাচীন আর্ধ্যগণের শবের সঙ্গে যে অহুস্তরণী গো নীত হইত, এবং তাহাকে ছেদনপূর্বক তাহার খণ্ডিত অঙ্গ-খণ্ডি শবের সঙ্গে সঙ্গে যোজনা করিয়া চিতায় দগ্ধ করা হইত, সেই অহুস্তরণীর শব-সহকারে দহননিষেধ। শবদাহের পর অস্থিসঞ্চয়ন করিতে গিয়া মৃতের অস্থির সঞ্চয়ন হইল কি গোর অস্থিসঞ্চয়ন হইল ইহা যখন সন্দিগ্ধ বিষয়, সঞ্চিত অস্থি সমাহিত না হইলে যখন মৃত ব্যক্তির স্বর্গে গমন হয় না, তখন এই সংশয় অবলম্বন-করিয়া কাত্যায়ন ঋষি অহুস্তরণীর ব্যবস্থা বারণ-করিলেন, সেই হইতে ঐ নিষ্ঠুর ব্যবহার বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ অহিংসাধর্মের প্রাধান্যকালে যজ্ঞে পশুহনননিষেধ। এই সকল লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—“বুদ্ধিপূর্বক যিনি কর্ম করেন যদিও তিনিই শাস্ত্রীয় ব্যবহারে অধিকারী, কেন না আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া ঈদৃশ কর্মে প্রবৃত্তি হয় না, তাপাণি ঈদৃশ অধিকারে বেদান্তবেদ্য ক্ষুণ্ণিপাসাদিধর্মের অতীত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিভেদশূন্য, সাধনাতীত আত্মার তত্ত্ব জানার প্রয়োজন নাই, কেন না উহা এ অধিকারের অহুপযোগী এবং বিরোধী। যত দিন সেই আত্মবিজ্ঞান উৎপন্ন না হয় তত দিন শাস্ত্রের কার্য থাকে, এজন্তই বলিতে হইবে শাস্ত্র অবিদ্যামূলক বিষয়ের অতীত নয়। দেখ, ‘ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেক’ ইত্যাদি স্থলে আত্মাতে বর্ণ আশ্রম বয়স ও অবস্থাদি-বিশেষ আরোপ করিয়াই তবে শাস্ত্রের কার্য হয়। যেটি যাহা নয় সেটিকে সেইরূপ মনে করাকে আমরা আরোপ বলিয়া থাকি, যেমন পুত্রভাৰ্য্যাদি ক্রিষ্ট হইলে আমি ক্রিষ্ট, অক্রিষ্ট থাকিলে আমি অক্রিষ্ট লোকে মনে করে। এখানে অপরের ধর্ম আত্মাতে আরোপকরা হইয়াছে। এইরূপ দেহের ধর্ম আত্মাতে আরোপ-করিয়া লোকে বলে আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণবর্ণ, আমি বসিয়া আছি, আমি চলিতেছি, আমি লব্ধন করি; ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলে, আমি মুক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি অন্ধ; অন্তঃকরণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া বলে, আমি অভিলাষ করি, আমি সঙ্কল্প করি, আমি সংশয় করি, আমি নিশ্চয় করি ইত্যাদি।” এইরূপে পরাত্মার ধর্মাতীতত্ব সিদ্ধ হইলেও কৃত ও অকৃতের অতীতত্ব কিরূপে সিদ্ধ পায় ? শ্রুতি অনুসারে তাঁহার নাম স্মৃকৃত, তিনি স্বয়ং কারণ বলিয়া অকৃত। কৃত—কার্য্য; কার্য্য কারণের অনতিরিক্ত হইলেও কার্য্য কখন কারণ নহে, কেন না তাহা হইলে আপনা হইতে আপনার উৎপত্তিরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই অদ্বৈতব্য তত্ত্ব কৃতের অতীত হন হউন, অকৃতের অতীত হইবেন কি প্রকারে ? এখানে অকৃত শব্দে পরা ও অপরা প্রকৃতি উল্লিখিত হইয়াছেন। পরা ও অপরা প্রকৃতি অভিব্যক্তির পূর্বে পরাত্মার সহিত অভেদে লক্ষিত হইয়া থাকেন। অভিব্যক্তি হইলে পরা প্রকৃতি অন্তঃকরণাদিভেদে এবং অপরা প্রকৃতি পৃথিবী ও তন্মাত্রাদিভেদে উপলব্ধি

বিষয়-স্থান। পৃথিব্যাদি অবাস্তবকারণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইহারা নিত্যকাল পরাআত্মেই স্থিতি করে। অকৃত-শব্দে পরা ও অপরা প্রকৃতিকে এবং পৃথিব্যাদিকে গ্রহণ করিয়া পরাআত্মবস্তুকে তদন্তীতরূপে গ্রহণকরাই প্রশংসকর্তার অভিপ্রায়। পরাআত্মার কাল-তীতত্ব সুস্পষ্ট, কেন না তিনি কালের অধীন নহেন, কালের নিয়ন্তা। কালপ্রভাবোৎপন্ন বয়োবহাদি অতিক্রম-করিয়া আত্মা বিদ্যমান, স্মৃতরাং তিনি কালপ্রভাবের অতীত।

৫। জন্মমরণধর্মবর্জিত আত্মা পরাআত্মার সহিত এ সম্বন্ধে এক হইলেও শ্রেষ্ঠত্ব নাই বলিয়া পরাআত্মা হইতে আত্মার প্রভেদ, এই বিশেষ ভাব এখানে পরিগ্রহ-করিতে হইবে। “স্বপ্ন হইতে স্বপ্নতর” ইত্যাদি বিশেষণগুলি পরাআত্মাতেও প্রযুক্ত হইতে পারে, এতলে জীবাত্মা ও পরাআত্মাতে কোন ভেদ নাই। একরূপ স্থলে কিরূপে বুঝা যাইবে যে এই শ্রুতিটী জীববিষয়ক? “হস্তা যদি মনে করে সে হনন করিবে” “তিনি আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন” এই দুইটী শ্রুতির মাঝখানে “এই প্রাণীর আত্মা স্বপ্ন হইতে স্বপ্নতর” এই শ্রুতির সন্নিবেশ হওয়াতে এ শ্রুতি জীবাত্মাবিষয়ক পরাআত্মাবিষয়ক নহে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। অপরা প্রকৃতিতেও স্বপ্ন ও মহৎ আছে, তাহার তুলনায় জীব অতি স্বপ্ন ও অতি মহৎ, পরাআত্মার তুলনায় নহে। “আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন” এ শ্রুতি কেন পরাআত্মাবিষয়ক নহে? “হর্ব্ব বিষাদ উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত সেই দেবকে” এই বিশেষণই এ শ্রুতির পরাআত্মাবিষয়কত্ব অবরুদ্ধ করিতেছে, কেন না পরাআত্মাতে কদাপি হর্ব্ববিবাদের সম্ভাবনা নাই। ‘আসীন’ ও ‘শয়ান’ এ দুইও তাঁহাতে সম্ভবে না, কেন না তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন এ উভয়াবস্থার অতীত। এই দুইটি বিশেষণে শ্রুতি আত্মার কাল ও দেশের অতীতত্ব প্রতিপাদিত করিতেছেন। আত্মাতে “মহান্” এই শব্দ কেন প্রযুক্ত হইয়াছে? আত্মা যদিও প্রকৃতির অধীন, তথাপি যিনি মহতো মহীয়ান্ তাঁহার মহত্ব ইহার মহত্ব এইটি দেখাইবার জন্ত এ বিশেষণের প্রয়োগ। এ নিমিত্তই “সেই মহান্ ব্যাপী আত্মাকে (৭)” এইরূপ বলা হইয়াছে। ‘ব্যাপী (বিভূ)’ এ বিশেষণ এই দেখাইতেছে যে আত্মা শরীরে থাকিয়াও তাহাতে বদ্ধ নহেন। শরীরে থাকিয়াও ইনি তদন্তীত বিষয় গ্রহণ করেন, এজন্ত ইহার দেহাতীতত্ব প্রত্যক্ষ। একরূপে আত্মার ব্যাপিত্ব সিদ্ধ হইলেও পরাআত্মা আত্মার জ্ঞানাদি অতিক্রম-করিয়া বিদ্যমান, স্মৃতরাং আত্মা হইতে পরাআত্মার ভেদ এবং পরাআত্মাতে ব্যাপিত্বের পরাকাষ্ঠা।

৬। জীবই উপাধি পরিত্যাগ-করিলে পরাআত্মা হন এ কথা স্বরূপৈক্যাদি, ভাষ্যে “সংক্রিয়ার হৃদয়প্রাপী ফলরস যে ছুইয়ে পান-করেন” ইত্যাদি শ্রুতি অর্থশূন্য হইয়া যায়। জীব এবং পরাআত্মা যদিও উভয়েই আনন্দভুক্ তবু “এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়াই আনন্দ-প্রাপ্তি হয়” (৪।১২) এখানে যেমন তেমনই পরাআত্মা হইতে জীবের আনন্দসম্ভোগ স্বতন্ত্র। অতথা “চেতনামুখে আনন্দসম্ভোগ আলিঙ্গনকর্তার নহে। তত্ত্বাপন্ন জীবের (১৮০৭)” এ সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “এখানে যদিও একে

কর্মফল পান করেন অপরে নহে, তথাপি ছত্রের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যেমন ছত্রধারীকেও ছত্রী বলা যায়, তেমনি পানকর্তা (জীবের) সহিত সম্বন্ধবশতঃ পরাশ্রাও পান করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে।” একের আনন্দভোগ অপরের আনন্দদান জীব ও পরাশ্রার এই পার্থক্য থাকিলেও সেই আনন্দদানই পরাশ্রার সম্ভোগের বিষয়, কেন না দান স্ক্রুত, স্ক্রুতই আনন্দ। ভোক্তৃ হইলেই বিকারিত্ব উপস্থিত হয়, যদি এ কথা বল, স্বয়ং প্রতিই “এই পরাশ্রা ব্রহ্ম সর্বানুভূ (৩১২)” এই কথা বলিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন \*। “ভোক্তৃ পরাশ্রাতে কোন কালে সম্ভবে না (৮০।৮১পৃ)” এ কথা বলিয়া আবার কেন তাঁহাতে ভোক্তৃ স্বীকার করা হইতেছে? কেন স্বীকার-করা হইতেছে, তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি আনন্দ তাঁহাতে কদাপি আনন্দের বিরোধী ভাব প্রবেশ করিতে পারে না। জীবে যে তিনি আনন্দানুভব উদ্দীপন-করেন, তাহা আপনার আনন্দ তাহাতে সংক্রমণ-করিয়া করিয়া থাকেন। আনন্দ সংক্রমণ-করেন এ কথা সেই-রূপে বলা যায়, যেমন সূর্যের তাপ নিরতিশয় ব্যাপী অথচ অপরকে উহা উত্তপ্ত করে বলিয়া তপন তাপ দিতেছেন বলা হইয়া থাকে। পরাশ্রার আনন্দের বিচ্ছেদ নাই, সেই আনন্দ জীবকে আনন্দিত করে বলিয়া পরাশ্রা জীবকে আনন্দিত করিতেছেন এইরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে।

“যিনি দেহ-ইঞ্জিয়-এবং-মনোযুক্ত বিবেকিগণ তাঁহাকে ভোক্তা বলেন” এই বাক্যানুসারে কেহ কেহ যে বলেন, জীবেরও ভোক্তৃ নাই, দেহাদিয়ুক্তবশতঃ তাঁহার ভোক্তৃ, এ কথা যুক্ত নহে, কেন না দেহ না থাকিলেও “দ্রষ্টা অবিনাশী তাই তাঁহার দৃকশক্তির বিলোপ হয় না (৬৭পৃ)” ইত্যাদি বাক্যে জীবের নিতাই মনআদিযুক্ত এবং তাঁহার ভোক্তৃ প্রকাশ পাইতেছে। দেহের ভোক্তৃ সহায়তা করুণে সম্ভবে শারীরশাস্ত্র তাহা প্রদর্শন-করিয়াছেন।

পবন (প্রাণশক্তি) নিজের নির্দ্ধারিত শিরাসমূহে বিচরণপূর্বক ক্রিয়া সকলের অপ্রতিহততা, বুদ্ধিকার্যের অমোহ এবং অজ্ঞান্ত গুণকর বিষয় উৎপাদন করে।

\* সম্ভোগজ্ঞে দেহ ও মনের রূপান্তরতা এবং সম্ভোগবিষয়ক জ্ঞান এ দুই কিন্তু এক নহে। সম্ভোগে জীবের দেহমনের রূপান্তরতা হয়, পরাশ্রাতে তাহা হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই। জীবের যে দেহমনের রূপান্তরতা হয়, তন্মধ্যে পরাশ্রার কর্তৃত্ব আছে, কেন না তিনি সর্বকারণ। যদি পরাশ্রাতে সেই রূপান্তরতাবিষয়ে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে তিনি জীবের সম্ভোগকালে তাদৃশ রূপান্তরতা আনয়ন-করিবেন কি প্রকারে? পরাশ্রা সর্বানুভূ, সকল বিষয়ের অনুভব (সাক্ষাৎজ্ঞান) তাঁহাতে বিদ্যমান, তাই তিনি যখন জীবকে ভোগদান করেন তখন বিকারাধীন ভোক্তা না হইয়াও জ্ঞানে ভোক্তা অর্থাৎ ভোগবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষানুভূতি নাই, সুতরাং এ যুক্তিকে কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ-করিতে পারা যায় একথা বলা অসম্ভব, কেন না আমরাও যখন সংযমে সিদ্ধ হই, তখন দেখিতে পাই ভোগজনিত বিকার আমাদের চিত্তে উপস্থিত না হইলেও ভোগবিষয়ক জ্ঞান তখনও তাহাতে স্থিতি করে।

প্রাচীনগণ সামান্যভাবে ঔটকয়েক কথায় যাহা বলিয়াছেন, আধুনিকগণ বিবিধভাগে ভাগ করিয়া উহাই পরিস্কাররূপে দেখাইয়াছেন। ‘ক্রিয়াসকলের অপ্রতিহততা’—আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়াতে শিরাসমূহের সহায়তার যেমন প্রাধান্য তেমনি ‘বুদ্ধিকার্যের অমোহ’—মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াতে বিমিশ্রভাব উপস্থিত না হয় এ নিমিত্ত যাহাতে মন আদির দ্বারা পরিস্কারভাবে বোধ অল্পভব প্রভৃতি ক্রিয়া গৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে শিরাসমূহের প্রাধান্য। শিরা সকল ‘অত্যাশ্রয় গুণকর বিষয়’—স্বাথ দুঃখ আনন্দাদির অল্পভব—‘উৎপাদন করে’—তদ্বিষয়ে সাহায্য করে। ‘পবন নিজের নির্দ্ধারিত শিরাসমূহে বিচরণপূর্বক’—এ অংশে ভিতর ও বাহির হইতে শিরাসমূহের উত্তেজক যে ব্যাপার উপস্থিত হয়, উহার কারণ কম্পন \* । সেই কম্পনকে প্রাচীনগণ তাহার পর্যায়শব্দ বায়ু পবন প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিকগণ ক্ষুদ্র-বায়ুমিশ্রবাক্যপরিহারপূর্বক শুদ্ধ বলের ক্রিয়া উল্লেখ-করিয়া থাকেন। শিরাসমূহযোগে বাহির হইতে বল ভিতরে প্রবেশ-পূর্বক শিরাগ্রন্থিসংলগ্ন অত্যাশ্রয় শিরাসহ যে সকল অঙ্গ সংযুক্ত আছে তাহাদের আকুঞ্চন ও প্রসারণসাধনের জন্য সেই সেই শিরা দিয়া বাহিরের দিকে আইসে। আকুঞ্চনাদিকার্যসাধনের জন্য যে বল ভিতরে যায় উহা নিঃশেষভাবে বাহির হইয়া আইসে না। যে সকল শিরা সহ বুদ্ধাদির স্থান সংলগ্ন আছে অবশিষ্ট বল সেই সেই স্থানে গমনপূর্বক বুদ্ধাদিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্য কর্তৃক সাদৃশ্যবৈসাদৃশ্যযোগে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়া তন্মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে তাহার বোধের কারণ হয়। এজন্যই শ্রুতি আত্মার দেহনেতৃত্ব উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, “বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ।” “রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মিথুন-ধর্মজ সুখানুভব যে এই আত্মার দ্বারা জানা যায়,” “যে জীবাত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যায়, অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করে” “সেই জদয়াকাশে অসীম শোভনফল-প্রাপ্যিতাকে [চক্ষুরাদি] সকল দেবগণ উপাসনা করে [তাহার অনুগত হয়]” (৮) ইত্যাদি শ্রুতি আত্মার মহত্বসত্ত্বেও দেহের সহিত উপকার-উপকারিত্বসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন।

“সেই জ্ঞানকে মহান্ আত্মাতে (জীবে) নিরুদ্ধ রাখিবে, সেই মহান্ আত্মাকে শাস্ত (প্রপঞ্চাতীত) পরাআত্মাতে নিরুদ্ধ রাখিবে” এই যোগোপায় সাধক সর্বথা অবলম্বন করিবেন। সমুদায় জগৎ জীববুদ্ধিতে ভাসমান হয়, সেই বুদ্ধি যদি আত্মাতে নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা বিবিধ বাসনাদ্বারা বিচলিত হয় না। এইরূপে জীব স্বয়ংরূপে অধিষ্ঠিত হইলেও বিয়াতিক্রম হয় না, কেন না জীব স্বয়ং অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞান। বিষয়তৃষ্ণা কখন স্থিরতালাভ করে না, যদি অত্যাশ্রয় রসলাভ করিয়া বিষয়রসের বিরসত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইয়া

\* সূর্য্যরশ্মিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, ইহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল না, কেন না ঋগ্বেদ ( ১ম, ৩২শ, ৭ম ) সূর্য্যরশ্মির একটি বিশেষণ “গভীরবেগাঃ” দিয়াছেন। সায়ন ইহার অর্থ করিয়াছেন—“গভীরকম্পনঃ। রশ্মিঃ প্রকম্পনঃ চলনঃ কেনাপি দ্রষ্টৃমশক্যমিত্যর্থঃ।”



না যায়। সকল বিকারের অতীত পরব্রহ্মে আত্মা যখন নিরুদ্ভূত হয়, তখন শান্তিরসে আপ্ত হইয়া আত্মা সর্বথা আকাজ্ঞাশূন্য হইয়া থাকে। জীবের পরাত্মাতে নিরোধ যোগের পরাকাষ্ঠা। এজন্তই কথিত হইয়াছে “পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি পরাকাষ্ঠা তিনি পরা গতি।” “অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ” এ কথা বলাতে এখানে সাংখ্যোক্ত পুরুষ উক্ত হইয়াছেন এরূপ ভ্রম-করা সমুচিত নয়। বেদান্তে যখন পুরুষের সঙ্কল্প (৫।৭) উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এ পুরুষ সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। এই স্থলে নাচিকৈতোপাখ্যান এই কথাগুলিতে পরিসঙ্গাৎ হইয়াছে।

নাচিকৈতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্ ।

উক্তাঃ শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ।

যইসং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ভ্রঙ্কসংসদি ।

প্রায়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্তরায় কল্পতে তদানন্তরায় কল্পতে  
ইতি । ১৭ ।

৭—১১। সপ্তমে (৭) জীবাত্মার জাতৃত্ব এবং স্বপ্নাদি অবস্থার অতীতত্ব নিরূপণ করিয়া কর্মফলভোক্তৃত্ববশতঃ ইহার যে বন্ধন অবশ্যস্তাবী সেই বন্ধন হইতে নিত্যসন্নিহিত পরাত্মার জ্ঞানে মোক্ষ হয় ইহাই চিন্তার বিষয় করা হইয়াছে। কাল আশ্রয়-করিয়া সমুদায় কার্য উপস্থিত হয়। কাল সর্বনিয়ন্ত্রার অধীন। স্তবরাং কালে কালে উহার নিয়ন্তা পরাত্মা কর্তৃক যে সকল কার্য প্রেরিত হয়, সেই সকল কার্য যদি পরাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে জীব নির্বাহ-করে, তাহা হইলে সেগুলি জীবের বন্ধনের জন্ত হয় না কিন্তু মোক্ষের জন্ত হয়। এইরূপে পরাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অবগত হইয়া জীব তাঁহার অভিপ্রায়ানুসরণপূর্বক শঙ্কাশূন্য হয় এবং নিরবচ্ছেদে পরাত্মসমীক্ষিতধানেই স্থিতি করে, তখন আর সে আপনাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করে না, কেন না এইরূপে তাহার কৃতার্থতা উপস্থিত হয়।

অষ্টমে (৮) জীবের প্রাণাদিনিরপেক্ষ কর্তৃত্বের উল্লেখ করিয়া নবমে (৯) তাহার পরাত্মার সহিত সখ্য স্পষ্টবাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। পরাত্মা নিরপেক্ষ আত্মা তদপেক্ষ, এ উভয়ের মধ্যে সখ্য কিরূপে হইতে পারে, এরূপ সংশয় নিস্প্রয়োজন। পিতা এবং পুত্রের সখ্য ধেরূপ স্বাভাবিক, যত্নসাধ্য নয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখ্যও সেইরূপ। দম্পতীর নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ সখ্য ধেরূপ বনিষ্ঠ হয়, সেইরূপ এ সখ্যও বনিষ্ঠ হইয়া থাকে। যিনি নিরপেক্ষ তিনি প্রেমের দ্বারা অপরকে বান্ধিয়া ফেলেন কেন না প্রেম সর্বথা স্বার্থবিরহিত। জীব পরাত্মার অতিরিক্ত নহে, কারণ পরাত্মাই জীবের জীবনোপায়। পরাত্মা আপনার জ্ঞানশক্তাদি দ্বারা নিত্যকাল জীবকে জীবিত রাখেন স্তবরাং সহযোগিত্বাদি না থাকিলে কেন ? “ইহারই মহিমা” এই বাক্যে এ সকল কথা স্বয়ং শ্রুতিই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

“আত্মার সেই মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন ( ৭।৫ [৩] ),” এখানে ‘আত্মা’ শব্দ পরমাত্মা অর্থ করিলে ‘পরমাত্মার মহিমা সেই আত্মাকে’ সহজে এই অর্থ নিম্পন্ন হয় \* ।

দশমে (১০) হৃদয়াদি সকল নাম প্রজ্ঞানরূপ আত্মার, ইহা উক্ত হইয়াছে । একাদশে (১১) আত্মারই জ্ঞাত অপর সকলের ক্রিয়া এইটি দেখাইয়া একথা দৃঢ় করা হইয়াছে । রূপাদি দ্বারা যেমন প্রাকৃতিক বিষয়সমূহ বাহিরে প্রকাশ পায়, তেমনি হৃদয়াদি দ্বারা আত্মা বাহিরে প্রকাশ পান, ইহাই সরল সিদ্ধান্ত । দ্বাদশে (১২) জীবের কর্তৃত্বাদি বিবৃত হইয়াছে । মনের দ্বারা আত্মা দর্শন-করেন ইত্যাদি কারণে মনই ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যদিও ইহা প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু তথাপি জীবের কর্মফলভোগিত্ব দেখাইয়া দেয় মনআদি সকলই আত্মার অধীন অতথাপি তিনি উহাদের কর্মফলভাগী কেন হইবেন ? এই কারণেই “প্রাণের অধিপতি” এই বিশেষণ তাঁহাতে প্রয়োগকরা হইয়াছে । ক্রিয়াসম্পাদনে যদিও গীতাতে দেহাদি সকলেরই কর্তৃত্ব গীত হইয়াছে, তথাপি জীব ও তাঁহার অন্তর্ধ্যামীরই প্রাধান্য মানিয়া লইতে হইবে । অন্তর্ধ্যামীর সহিত সম্বন্ধবশতঃ অপর সকলে যদিও জীবের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া তাহার পরাভবে নিযুক্ত হয় ইহা দেখা যায়, তথাপি জীব উহাদের অধীনতা স্বীকার-করে বলিয়াই ওরূপ হইয়া থাকে । নিজের আত্মভূত অন্তর্ধ্যামীর প্রেরণার প্রতি অনাদর করিয়া জীব যখন কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তখনই সেই সেই কার্যের মূল চক্ষুরাদি তাহার প্রভু হরণ-করিয়া তাহাকে দাসত্বেনিয়োগ করে । এইরূপে পরাভূত হইয়া যখন সে অমৃতপ্ত হয় এবং অমৃতপ্ত হইয়া অন্তর্ধ্যামী পরমপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ-করে তখন তাঁহার শক্তিতে বললাভ করিয়া চক্ষুরাদির নেতৃত্বে পুনরায় সে প্রতিষ্ঠিত হয় । জীবের চক্ষুরাদির অধীনতা কেন হইবে, “ত্রিগুণ” “বুদ্ধির গুণে দেহের গুণে” এই সকল বিশেষণই তাহা দেখাইয়া দেয় । জীবের সহিত অভিন্ন মনআদিকে ‘আশ্রয়-করিয়া সম্বাদি গুণ তাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাই “দীনতাবশতঃ শোকে মুহমান হয়” এইরূপ তাহার অবস্থা উপস্থিত হয় । অতিসূক্ষ্মত্ববশতঃ যদি আত্মাকে আরাগ্রমাত্র, কেশাগ্রের শতভাগের শতভাগ বলা হইয়াছে, তথাপি “সেই জীব অনন্তত্বলাভে সমর্থ” এই উক্তি অল্পশক্তি অল্পজজীবের অনন্তশক্তি অনন্তজ্ঞান যে প্রাপ্য এবং পরাৎপর পরাত্মার মহিমায় যে তাহার মহত্ত্ব তাহাও প্রদর্শন-করিতেছে । “ইনি দ্বীও নন” ইত্যাদি অবশিষ্ট অংশ গতিবলীতে বিবেচিত হইবে ।

ইতি জীবাত্মবলী সপ্তমায়াম ।

\* অপরদিকে এই অর্থ হয় একমাত্র আমরা এই অর্থেরই অনুমোদন করি । “শোণিতাদির বৈগুণ্য অপরীত হওয়াতে বিষয়োপবৃত্তি ও বীতশোক ব্যক্তি সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন ।” কোন আত্মাকে ? “পরমাত্মার মহিমাকে ?” ক্ষতিতে শব্দগুলির যে প্রকার সন্নিবেশ আছে, তাহাতে সহজে এই প্রকার অর্থই নিম্পন্ন হয় । নবম অবচনসমষ্টির বিতীয় ক্ষতির অর্থের সহিত এ অর্থের একাবশতঃ এই অর্থসমূহে কৃত অর্থ যে বর্বার তাহাতে আর কোন সংশয় থাকে না । এখানে এই বিশেষার্থ প্রকাশ-করিতেছে বলিয়াই ‘সমাপ্তপুনরাবৃত্ততা’ ঘোষ নহে—গুণ ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

প্রকৃতিবলী ।

- ১ । যত্তদদেশমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং  
তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সৰ্বগতং স্নসুক্ষ্মং  
তদবায়ং যদ্বৃতযোনিং পরিপশুস্তি ধীরাঃ ॥  
যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহুতে চ  
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।  
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি  
তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥  
তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে ।  
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কৰ্ম্মসু চামৃতম্ ॥  
যঃ সৰ্ব্বভুতঃ সৰ্ব্ববিদ্যস্তা জ্ঞানময়ং তপঃ ।  
তস্মাদেতদব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥

মু ১ ( ১ ) ৬—৯ ।

‘যৎ তৎ’ অক্ষরং তৎ ‘অজ্ঞেয়ম্’ অদৃশ্যং জানেন্দ্রিয়গম্যম্ ‘অগ্রাহং’ কর্ণেন্দ্রিয়বিষয়ম্ ‘অপোত্রম্’  
অমূলম্ ‘অবর্ণং’ ‘শুক্রাদিভ্যঃ’ ‘অচক্ষুঃশ্রোত্রং’ জানেন্দ্রিয়হীনম্ ‘অপাণিপাদং’ কর্ণেন্দ্রিয়-  
বর্জিতং ‘নিত্যম্’ অবিনাশি ‘বিভুং’—‘বিবিধং ব্রহ্মাদিস্তাবরাস্তপ্রাণিতে নৈর্ভবতীতি বিভুং’—‘সৰ্বগতং’  
ব্যাপকং ‘স্নসুক্ষ্মং’ সূতরাম্ ‘অবায়ম্’ অপচয়শূন্যং ‘যৎ ভৃতযোনিং’ ভূতানাং কারণং ‘ধীরাঃ’ বিবেকিনঃ  
‘তৎ’ ‘পরিপশুস্তি’ সৰ্বতঃ পশুস্তি ।

‘যথা’ ‘উর্ণনাভিঃ’ লতাশীটঃ ‘তত্ত্বম্’ ‘সৃজতে’ বহিঃপ্রসারয়তি ‘গৃহুতে চ’ প্রতিসংহরতি চাক্ষু-  
‘যথা’ ‘পৃথিব্যাম্’ ‘ওষধয়ঃ’ ব্রীহাদয়ঃ ‘সম্ভবন্তি’ উৎপদ্যন্তে ‘যথা’ ‘সতঃ’ বিজ্ঞমানাং ‘পুরুষাৎ’ ‘কেশ-  
লোমানি’ প্রভবন্তি ‘তথা’ ‘অক্ষরাৎ’ পরব্রহ্মণঃ ‘ইহ’ ‘বিশ্বং’ ‘সম্ভবতি’ ।

‘তপসা’—জ্ঞানবাহুল্যেন ক্রিয়াশক্তিপ্রকাশেন ‘ব্রহ্ম’ ‘চীয়েতে’ বহভাবেনাস্তানং প্রকাশয়তি । ‘তত্তঃ’  
ব্রহ্মণঃ ‘অন্নম্’ অব্যাকৃতং বীজম্ ‘অভিজায়তে’ । ‘অন্নাৎ’ অব্যাকৃতাং বীজাং ‘প্রাণঃ’ ‘মনঃ’ ‘সত্যং’  
ভূতপঞ্চকং ‘লোকাঃ’ ভূরাদয়ঃ ‘কৰ্ম্মসু চ’ ‘অমৃতং’ অবিনাশি ফলম্ ‘অভিজায়তে’ ।

‘যঃ’ পরাত্মা ‘সৰ্ব্বভুতঃ’ সৰ্বং জানাতি সামাশ্বেন, ‘সৰ্ব্ববিৎ’ সৰ্বং বেত্তি বিশেষণ, ‘যস্তা’ জ্ঞানময়ং  
জ্ঞানপ্রচুরং ‘তপঃ’ ক্রিয়াশক্তেঃ প্রকাশঃ ‘তস্মাৎ’ পরাজ্ঞানঃ ‘এতৎ’ ‘ব্রহ্ম’ হিরণ্যগর্ভাখ্যং ‘নামরূপম্’  
অন্নং চ ‘জায়তে’ ।

সেই অক্ষর যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, চক্ষুঃশ্রোত্রহীন, পাণিপাদশূন্য, নিত্য, বিভূ, সৰ্বগত, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয়, যিনি ভূতসকলের কারণ, ধীরগগণ তাঁহাকেই সকলদিকে দর্শন-করেন ।

উর্ণনাত যেমন তন্তু বাহিরে আনে এবং ভিতরে লয়, পৃথিবীতে যেমন ওষধিসকল এবং বিদ্যমান পুরুষ হইতে যেমন কেশ ও লোম সকল জন্মায় সেইরূপ অক্ষর ( পরব্রহ্ম ) হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয় ।

তপ ( জ্ঞানবাহুল্য ) দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন । ব্রহ্ম হইতে অন্ন ( বীজ ), অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য ( ভূতপঞ্চক ), লোকসকল এবং কর্ম্মসমূহে অমৃত ( অবিনাশী ফল ) জন্মায় ।

যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, জ্ঞানময় বাঁহার তপ, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম ( হিরণ্যগর্ভ ), নামরূপ ও অন্ন জন্মায় ।

ভাব—প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান । প্রকৃতি কি পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, এ বিচার হুত্রকারের মীমাংসাসমূহের পূর্বক ( ১৪।২৩—২৭ ) সকল বেদান্ত-বাদীই পরাঙ্গারই নিমিত্ত-ও-উপাদানকারণে পৰ্য্যবসন্ন করিয়াছেন । যদি ব্রহ্মই প্রকৃতি হন তবে স্বতন্ত্র বল্লীতে প্রকৃতির উল্লেখ হইল কেন ? প্রকৃতি যদিও কারণের আশ্রিত, তথাপি প্রকৃতিই আবার কার্যের আশ্রিত, এই ভেদ দেখাইবার জন্ত বল্লান্তরে প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে । প্রকৃতির ব্রহ্মস্বরূপত্ব মুখ্য কার্য্যত্ব গোণ, এ দ্বিবিধ ভাব হইবার কারণ—ঘনিষ্ঠ বৈচিত্র্য দ্বারা প্রকৃতি দ্বিবিধ হন বলিয়া ।

সেই অক্ষর—পরব্রহ্ম । “পরো বিদ্যা সেইটি দ্বন্দ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায় (১৬)”, এখানে মূলে কেবল অক্ষর শব্দ আছে, কিন্তু ঋগ্বেদাদি অপরা বিদ্যা হইতে পরা বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে বলা হইয়াছে সেখানে অপরা বিদ্যায় উল্লিখিত প্রকৃতি যে পরা বিদ্যার বস্তব্য বিষয় নহে তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে । অক্ষর-শব্দে জীব, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম তিনই বুঝায় । জীব ও প্রকৃতি অপরাবিদ্যায় ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়া কেবল বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই উল্লিখিত হন নাই, সূত্ররাং অক্ষর-শব্দে এ স্থানে পরব্রহ্ম । অথর্ববেদে ব্রহ্মত্ব আছে, অথচ অপরাবিদ্যামধ্যে উহার গণনা এই দেখাইতেছে যে, ব্রহ্ম অথর্ববেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য নন, মারণ উচ্চাটন বশীকরণ প্রভৃতি উহার মুখ্য প্রতিপাদ্য, এবং উহার নিয়োগও প্রাচীন কালে সেই জন্তই হইত । ঋগ্বেদাদিতে যে সকল বিষয় নাই কেবল তাহাই যে অথর্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, বৈদিক সময়ের পরেও যে সকল নূতন বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে, অথর্ববেদের নামেই তাহা সম্মিষিষ্ট হইয়াছে । এই এক কারণেই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সময়ে অদ্বৈত অথর্ববেদকে অপরা বিদ্যার মধ্যে নিক্ষেপ-

করিয়াছিলেন সে সময়ে উহা মারণ উচ্চাটনাদির জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল, ব্রহ্মবিদ্যার জন্ত নহে, উহাতে ব্রহ্মবিদ্যার সমাবেশ পরসময়ে হইয়াছে ।

যিনি ভূতসকলের কারণ—কারণ-স্থলে মূলে যোনি-শব্দ আছে । স্বয়ং পরব্রহ্ম ভূত-সকলের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিভূমি । নিমিত্তকারণ, অধিষ্ঠানকারণ, উপাদানকারণ, সমবায়িকারণ, বেদান্তপর্যালোচনায় এই কয়টি কারণ প্রতিপন্ন হয় । এক বিজ্ঞানভিক্ষু অধিষ্ঠানকারণকে গণনায় আনিয়াছেন, অপরে কেহ আনেন নাই । তাঁহারা সকলেই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ গ্রহণ করিয়াছেন । বিষ্ণুস্বামী মতানুবর্তী বল্লভ নিমিত্ত-ও-সমবায়িকারণ স্বীকার করিয়া বেদান্তস্বত্রের চতুর্থ সূত্রটি তদর্থ্যে যোজনা করিয়াছেন । ব্রহ্ম সকলেতে অনুস্থাত হইয়া আছেন, বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্রের এ অর্থ করিয়াও ব্রহ্মকে সমবায়িকারণ বলেন নাই । কারণের অবিভক্ততায় কার্যের যাহাতে অবিভক্ততা, বিজ্ঞানভিক্ষু তাহাকে অধিষ্ঠানকারণ \* বলিয়াছেন এবং এই অধিষ্ঠানকারণেরই উপাদানত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন । ব্রহ্ম সকলেতে অনুস্থাত হইয়া আছেন বলিয়া যখন সকলের সত্তাদি, এবং সত্তাদিদানের নিমিত্তই যখন ব্রহ্মের উপাদানত্ব, তখন সংক্ষেপে ব্রহ্মকে নিমিত্ত-ও-উপাদানকারণ বলাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না । আমরা এজন্ত এই পক্ষই অবলম্বন করিয়াছি । উপাদানকারণ বলাতে ব্রহ্মে বিকারিত্ব ঘটে, এ দোষের পরিহার—“কারণের আত্মভূত শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য”—শ্রীমচ্ছবের এই কথাতে হয় । অন্যান্যবাদিগণও যখন শক্তির অনন্যাত্মস্বীকার করেন, তখন ও কথা স্বীকার-না-করিলে তাঁহাদিগের মতেও দোষ তদবস্থা থাকিয়া যায় ।

উর্ণনাভ যেমন—ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তিতে কোন প্রয়াস নাই, সহজে উহা উৎপন্ন হয়, এইটি দেখাইবার জন্য “উর্ণনাভ যেমন” ইত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । “উর্ণনাভ যেমন আপনার তন্তুতে আবৃত হয় তেমনি যে দেব স্বভাবতঃ এক হইয়া স্বশক্তিপ্রভব সূত্রে ( নামরূপে ) আপনাকে আবৃত করিয়াছেন ( ৬।১১ )” এ কথায় এই প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্ম অধিষ্ঠানকারণ নামরূপাদিপ্রকাশে শক্তি সাক্ষাৎকারণ, কিন্তু উপনিষৎ যখন শক্তি সহ ব্রহ্মের ঈদৃশ ভেদ সর্বত্র রক্ষা করেন না, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিকে অনন্যরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন আমরাও ব্যাখ্যায় এ ভেদ রক্ষা করি নাই । ব্রহ্ম আত্মশক্তি তে যে সমুদায় সৃজ্য শক্তিকে সৃজন-করিলেন উহারা ব্রহ্মশক্তির আত্মভূত, এই বলিয়া ব্রহ্মের বিকারনিবারণ হইতেছে এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি । বেদান্তের একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা স্মরণ-করিয়া সকল বেদান্তবাদীকেই শক্তিকে ব্রহ্মের

\* কারণ—ব্রহ্মশক্তি । ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম সহ অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত, সূত্রগত শক্তি সহ অবিভক্ত ভাবে বিস্তৃত কাৰ্যাবিস্তার ব্রহ্মতে অবিভক্ত ভাবে স্থিত । শক্তি কার্যের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া ব্রহ্ম এখানে কাৰ্যাবিস্তার অধিষ্ঠানকারণ । “সেই একমাত্র ভজনীয় সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ দেব প্রকৃতিগত স্বভাবে অধিষ্ঠিত আছেন” ( ৬।১০ [২৭০পৃ] ) এ শ্রুতি ব্রহ্মকে অধিষ্ঠানকারণ বলিবার প্রমাণ ।

অনতিরিক্ত স্বীকার-করিয়া লইতে হইয়াছে। অত্যন্তভেদবাদী মধ্বও একজ্ঞ ব্রহ্মের ‘প্রকৃতির সভাপ্রদত্ত’ তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতিশব্দে উক্ত হয় ‘পরাস্বাই প্রকৃতিশব্দবাচ্য’ ইত্যাদি পরিষ্কার কথায় শক্তিকে ব্রহ্মের অনন্ত (অনতিরিক্ত) করিয়াছেন।

তপ দ্বারা—মনন চিন্তা অভিধা (ইচ্ছা) এ সকলই জ্ঞানবাহুলা, সেই জ্ঞানবাহুলা দ্বারা। যখনই সৃষ্টিকরিবার মনন হয়, তখনই ক্রিয়াশক্তি উদ্ভূত হয়, একজ্ঞই অথর্ব-সংহিতা তপ ও কর্মকে এক করিয়াছেন (১১কা, ১০ স্ব, ৬খক)।

জ্ঞানময় যাহার তপ—জ্ঞানময়—জ্ঞানবাহুলা। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ অখণ্ডজ্ঞান। সেই অখণ্ডজ্ঞানমধ্যে বিবিধ বিচিত্র জ্ঞান স্থিতি করিতেছে একজ্ঞ ঐশ্বর্য তাঁহাকে ‘সর্বাত্মত্ব’ বিশেষণে উল্লেখ-করিয়াছেন। ব্রহ্ম (আদিজীব) এবং নামরূপ সেই বিচিত্রজ্ঞানের অনুরূপ। ব্রহ্মেতে জ্ঞানমাত্রে স্থিত সেই সকল তাঁহার শক্তিযোগে বিবিধাকারে প্রকাশিত; তাই ঐশ্বর্য নামরূপকে ‘স্বশক্তিপ্রভব সূত্র’ করিয়াছেন।

২। তদেতৎ সত্যং—

যথা সূদীপ্তাং পাবকাদিস্ফুলিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।

তথাক্ষরাদিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ মু ২ (১) ১।

হে ‘সৌম্য’ ‘তৎ এতৎ সত্যং’—‘অক্ষরঃ পুরুষঃ’ (১ [২] ১৩)—যতঃ ‘অক্ষরাৎ’ পুরুষাৎ—‘সূদীপ্তাং’ প্রজলিতাং ‘পাবকাং’ অগ্নেঃ ‘যথা’ ‘সহস্রশঃ’ ‘সরূপাঃ’ সমানরূপবিশিষ্টাঃ ‘স্ফুলিঙ্গাঃ’ অগ্নিকণাঃ ‘প্রভবন্তে’ উৎপাদ্যন্তে নিঃসৃতা ভবন্তি—‘তথা’ ‘বিবিধাঃ’ ‘ভাবাঃ’ ওদগ্ধভূতিরূপাঃ জীবাঃ ‘প্রজায়ন্তে’ প্রাদুর্ভবন্তি ‘তত্র’ অক্ষরে ‘এব’ ‘চ’ ‘অপি যন্তি’ প্রতিপচ্ছন্তি।

হে সৌম্য, সেই এই সত্য (অক্ষর পুরুষ), যে অক্ষর (পুরুষ) হইতে—প্রজ্বলিত পাবক হইতে যে প্রকার সমানরূপবিশিষ্ট সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিনিঃসৃত হয়—সেই প্রকার বিবিধ ভাব (অক্ষর পুরুষের অনুভূতিরূপ জীব) প্রাদুর্ভূত হয়, প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাতেই প্রতিগমন করে।

ভাব—প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে অপরা প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবচনে তাঁহা হইতে পরা প্রকৃতির নিঃসরণ বর্ণিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যে “প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন” (৭১পু) এই কথায় সর্বাভীত পরাস্বা হইতে সৃষ্টির আকারে প্রকাশিত অপরা ও পরা প্রকৃতিকে পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। পরাস্বাতে অপৃথক ভাবে অবস্থিত পরা ও অপরা প্রকৃতি সৃষ্টির আকারে তখনই প্রকাশ পান, যখন তিনি তত্ত্বভয়ের সহিত নিত্য অপৃথক থাকিয়াও উভয়কে পৃথক আকার দান করেন।

৩। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ ।  
খং বায়ুজ্যৈতীরাপঃ পৃথিবী বিশ্বম্ভু ধারিণী ॥

অগ্নিমুর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো  
দিশঃ শ্রোত্রে বায়ুহিতাশ্চ বেদাঃ ।  
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বম্ভু  
পদ্ম্যং পৃথিবী হোষ সর্কভূতান্তরাঙ্গা ॥  
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যন্ত সূর্য্যঃ  
সোমাৎ পর্জন্ম ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্ ।  
পুমান রেতঃ সিকতি ষোষিতায়াং  
বহ্নীঃ প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥  
তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা  
যজ্ঞাশ্চ সর্কে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ ।  
সংবৎসরঞ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ  
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥  
তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ  
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি ।  
প্রাণাপানৌ ত্রীহিষবৌ তপশ্চ  
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥  
সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ  
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ ।  
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি  
প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥  
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্কেহ-  
স্মাৎ শূন্যস্তে সিক্তবঃ সর্করূপাঃ ।  
অতশ্চ সর্কা ওষধয়ো রসশ্চ  
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হস্তরাঙ্গা ॥

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কস্ম্য তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ।

এতদ্ব্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রস্থিৎ

বিকিরতীহ সৌম্য ॥

মু ২ ( ১ ) ৩—০ ।

‘এতদ্ব্যং’ অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ ‘প্রাণঃ মনঃ’ সর্কেল্লিরাণি সর্কানি ইল্লিরাণি ‘খন্’ আকাশঃ ‘বায়ুঃ জ্যোতিঃ’ ‘আপঃ’ জলং ‘বিশ্বত্’ সর্বত্ ‘ধারিণা’ ধরিজী ‘পৃথিবী’ ‘চ’ ‘জায়তে’ প্রাদুর্ভবতি ।

‘অত্’ সর্বভূতান্তরায়নঃ ‘অগ্নিঃ’ ‘মূৰ্দ্ধা’ শিরঃ ‘চন্দ্রমূৰ্য্যো’ ‘চক্ষুযী’ ‘নিশঃ’ ‘শ্রোত্রে’ কর্ণৌ ‘বিস্বতাঃ’ উদঘাটিতাঃ ‘বেদাঃ’ ‘চ’ ‘বাক্’ ‘বায়ুঃ’ ‘প্রাণঃ’ ‘বিবং’ সমন্তং জগৎ ‘হৃদয়ম্’ ‘পদ্মাং’ পদঘরায় তদর্থং ‘পৃথিবী’ । ‘হি’ অতএব ‘এব’ ‘সর্বভূতান্তরায়ণা’ সর্কেষু ভূতেষু অন্তরায়তয়া বিরাজমানঃ । অত্রা-  
বয়বকল্পনা ।

‘তদ্ব্যং’ সর্বভূতান্তরায়নঃ ‘অগ্নিঃ’ জায়তে, ‘বত্’ অগ্নেঃ ‘সূৰ্য্যঃ’ ‘সমিধঃ’ জ্বলনহেতুঃ—অন্তমিতে সূৰ্য্যো তদর্জিরগ্নৌ নিহিতেতি শ্রোতপ্রসিদ্ধেঃ ; ‘সোম্যং’ সোমরসায় ‘পঙ্কতঃ’ বৃষ্টিঃ, ততঃ ‘পৃথিব্যাম্’ ওষধয়ঃ ত্রীহাদয়ঃ, ওষধিত্যঃ ‘রেতঃ’ শুক্রং যৎ ‘পুমান্’ ‘যোবিতারায়ং’ ‘সিকতি’ এবং পরম্পরয়া ‘পুরুষাৎ’ পরাপরপ্রকৃতিপরিবৃত্ত্যুঃ ‘বহীঃ’ প্রজাঃ সংপ্রসূতাঃ ।

‘তদ্ব্যং’ পুরুষাৎ ‘বচঃ’ ছন্দোবিশিষ্টাঃ ‘সাম’ গীতিবিশিষ্টাঃ ‘বজ্জ্বি’ গদ্যবিশিষ্টানি ‘দীক্ষা’ ‘যজ্ঞাঃ’ অগ্নিহোতাদয়ঃ ‘কৃতবঃ’ সযুগাঃ, ‘দক্ষিণাঃ’ চ ‘সংবৎসরং চ’ কালকৰ্ম্মাদে ‘বজমানঃ চ’ যজ্ঞ-  
কর্তা, ‘লোকাঃ’ কর্ম্মপ্রাপ্যাঃ ‘যত্’ পিতৃবাণে ‘সোমঃ’ ‘পবতে’ পুন্যতি ‘যত্’ দেবদানে ‘সূৰ্য্যঃ’ ‘পবতে’ পুন্যতি ।

‘তদ্ব্যং’ পুরুষাৎ ‘চ’ ‘বহবা’ ‘দেবাঃ’ ‘সাধ্যাঃ’ ‘মহুয্যাঃ’ ‘পশবঃ’ ‘সম্প্রসূতাঃ’ ‘বহাসি’ সম্প্রসূতানি ‘প্রাণাপানৌ’ ‘ত্রীহিবৌ’ সম্প্রসূতৌ ‘তপঃ চ’ সম্প্রসূতং ‘প্রজা সত্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং, বিধিঃ চ সম্প্রসূতাঃ ।

‘তদ্ব্যং’ পুরুষাৎ ‘প্রভবতি’ ‘সপ্তপ্রাণাঃ’ শীর্ষতলগুণ্ডল্লিরাণি ‘সপ্তার্জিঃ’ তেবাঃ দ্বারাপাং স্ব-  
বিষয়স্তোতকদীপ্তয়ঃ, ‘সপ্ত’ ‘সমিধঃ’ বিবরাঃ ‘সপ্তহোমাঃ’ তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি, ‘সপ্ত ইমে লোকাঃ’ ইল্লিরস্তানানি ‘যেষু’ লোকেষু ‘গুহাশয়াঃ’ হৃদয়স্থাঃ ‘নিহিতাঃ’ ধাত্রা স্থাপিতাঃ ‘সপ্ত সপ্ত প্রাণাঃ’ ‘চরন্তি’ ।

‘অতঃ’ পুরুষাৎ ‘সর্কে’ ‘সমুদ্রাঃ’ ‘গিরয়ঃ’ পর্বতাঃ ‘অদ্ব্যং’ ‘সর্বরূপাঃ’ বিবিধাঃ ‘সিদ্ধবঃ’ নন্তুঃ  
‘ভ্রমন্তে’ ‘অতঃ চ’ ‘সর্কী’ ওষধয়ঃ রসঃ চ ‘বেন’ রসেন ‘ভূতেঃ’ পঞ্চভিঃ ‘অন্তরায়ণা’ ‘হি’ ‘তিষ্ঠেত’ ।

‘ইদং’ ‘বিশ্বং’ ‘কস্ম্য’ ‘তপঃ’ ‘পুরুষঃ’ এব । ‘যঃ’ ‘এতৎ’ ‘পরামৃতং’ পরমম্ অব্যতং ‘ব্রহ্ম’ ‘গুহায়াং’  
হৃদি ‘নিহিতং’ ‘বেদ’ হে ‘সৌম্য’ ‘ন’ ‘ইহ’ ‘অবিদ্যাগ্রস্থিৎ’ ‘বিকিরতি’ বিকিপতি নাশরতি ।

ইহা হইতে প্রাণ, মন, সকল ইল্লিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল  
ও বিশ্বধরিজী পৃথিবী উৎপন্ন হয় ।

ইনি সর্বভূতান্তরায়ণা—তাই অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্রসূৰ্য্য চক্ষু, দিক্-  
সকল শ্রোত্র, বিবৃত বেদ বাক্, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পদঘরের নিমিত্ত  
পৃথিবী ।



তাঁহা হইতে সেই অগ্নি যাহার সমিৎ সূর্য্য, সোম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে ওষধি, ওষধি হইতে সেই রেত যে রেত পুরুষ নারীতে সিঞ্চন করে, পুরুষ হইতে পরম্পরায় বহু প্রজা প্রসূত হয়।

তাঁহা হইতে ঋক্, সাম, যজু, দীক্ষা, যজ্ঞ, সৰ্ব্ববিধ ক্রতু, দক্ষিণা, সংবৎসর, যজ্ঞমান, এবং সেই সকল লোক, যেখানে সোম পবিত্র করে সূর্য্য পবিত্র করে।

তাঁহা হইতে বিবিধ দেবগণ, সাধ্যগণ, মনুষ্যগণ, পশুসকল, পক্ষি-সকল, প্রাণ অপান, ত্রীহি যব, তপ, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং বিধি প্রসূত হইয়াছে।

তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত অর্চ্চি, সপ্ত সমিৎ, সপ্ত হোম, এবং এই সেই সপ্ত লোক যে লোকসমূহে স্থাপিত হৃদয়স্থ সপ্ত সপ্ত প্রাণ বিচরণ-করে।

ইঁহা হইতে সকল সমুদ্র, সকল গিরি, ইঁহা হইতে সৰ্ব্ববিধ নদী প্রবাহিত হয়, ইঁহা হইতে সৰ্ব্ববিধ ওষধি ও সেই রস যে রসে ভূতগণকে লইয়া এই অন্তরাত্মা স্থিতি-করেন।

এই বিশ্ব কৰ্ম্ম ও তপ পুরুষই। হে সোম্য, যিনি এই পরম অমৃত ব্রহ্মকে হৃদয়ে নিহিত জানেন, তিনি ইহলোকেই অবিভ্যাগ্রস্থি নিক্ষেপ-করেন।

ভাব—সামান্য ভাবে সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া শ্রুতি বিশেষভাবে উহার উল্লেখ করিতে-ছেন। “রূপে রূপে তিনি প্রতিক্রপ” (৬৬) ইহার অর্থ এই যে, সেই সকলেতে তত্ত্ব-জপের কারণ পরাত্মা অন্তরাত্মা হইয়া বিরাজমান। এই সত্যটি প্রদর্শনের জন্ত অগ্নি-চন্দ্র-সূর্য্যাদি লইয়া পরাত্মার অবয়ব-কল্পনা করা হইয়াছে।

সপ্ত প্রাণ—শীর্ষস্থ সাতটি ইন্দ্রিয় দ্বার। সপ্ত অর্চ্চি—সেই সকল দ্বারের স্বস্ববিষয়-দ্যোতক দীপ্তি। সপ্ত সমিৎ—সাতটি বিষয়। সপ্ত হোম—সেই সেই বিষয়বিজ্ঞান। সপ্ত লোক—ইন্দ্রিয়স্থান।

এই বিশ্ব কৰ্ম্ম ও তপ পুরুষই—পুরুষ সকলের উপাদান সকলের আত্মা। পরা ও অপরা প্রকৃতিকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া আছেন তিনি পুরুষ।

৪। তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ। আকাশাদায়ুঃ,

বায়োরগ্নিঃ । অগ্নেরাপঃ । অভ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ।  
ওষধীভ্যোহন্নম্ । অন্মাদ্রেতঃ । রेतসঃ পুরুষঃ । তৈ ২। ১। ৩।

‘তন্মাৎ’ ব্রহ্মণঃ ‘এতন্মাৎ’ জীবাত্মনঃ উভয়োঃ সম্মিলনাৎ ‘আত্মনঃ’ পরাত্মনঃ ‘আকাশঃ’ ‘সত্ত্বতঃ’  
‘আকাশাত্ বায়ুঃ’ ‘বায়োঃ’ অগ্নিঃ ‘অগ্নেঃ’ আপঃ ‘অভ্যঃ’ পৃথিবী ‘পৃথিব্যাঃ’ ওষধয়ঃ ‘ওষধীভ্যঃ’ অন্নম্  
‘অন্মাদ্রেতঃ’ ‘রেতসঃ’ ‘পুরুষঃ’ জীবঃ ।

সেই এই পরাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে  
অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি  
হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রेत, রेत হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে ।

ভাব—সেই এই পরাত্মা—সেই ব্রহ্ম, এই জীব, উভয়ের একত্র স্থিতিতে পরাত্মা ।  
ব্রহ্ম যখন আপনাতে অবস্থিত, তখন আকাশাদি সমুদায় তাঁহাতে অন্তর্বিলীন অবস্থায়  
অবস্থিত । পরাত্মা প্রথমতঃ প্রস্তুত জীবতত্ত্বকে উদ্ভূত করিলেন (৫।৭) তৎপর তাঁহাতে  
জ্ঞেয়াকারে স্থিত আকাশাদিকে জ্ঞানাকারে জীবতে ব্যক্ত করিলেন (৮।৫) । জীব-  
সহকারে জগতের মূল উপাদানসমূহে প্রবিষ্ট পরব্রহ্ম জগৎসৃজন করিলেন উপনিষদের  
এই মত । এই মূল উপাদানসম্বন্ধে উপনিষদে উপনিষদে যে মতপার্থক্য আছে আমরা  
তাহার উল্লেখ পূর্বে (১৩৯।৪০পৃ) করিয়াছি । প্রথমতঃ পরাত্মা হইতে একটি মূল উপা-  
দান, সেই মূল উপাদান হইতে অত্র একটি উপাদান, এইরূপ পর পর এক উপাদান  
হইতে অত্র উপাদানের বিবর্ত বা পরিণাম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় বর্ণিত হইয়াছে । বর্তমানকালের  
বিজ্ঞানবিদগণ এক শক্তি হইতে অপর শক্তির ক্রমিক রূপান্তরতা (transformation) যে  
বর্ণন করিয়া থাকেন, উহা তাহাই । উপনিষদ্রুত সৃষ্টিপ্রকরণই হউক আর আধুনিক  
বিজ্ঞানবিদগণের রূপান্তরতার মতই হউক, সৃষ্টির রহস্তোদ্ঘাটনে সমান অসমর্থ, ইহা আর  
পুনঃ পুনঃ বলা নিশ্চয়োজন । মূল উপাদানগুলি পরাত্মার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বিনা পরস্পর  
সংমিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতে অক্ষম, উপনিষদের এই কথাই (১২।১১) শেষে দাঁড়ায় ।  
“পরাত্মা প্রস্তুত জীবতত্ত্বকে উদ্ভূত করিয়া তাঁহাতে জ্ঞেয়াকারে স্থিত আকাশাদিকে জ্ঞানা-  
কারে জীবতে ব্যক্ত করিলেন,” আমরা প্রথমে যে এই কথা বলিয়াছি, উহাই কল্পক্লিৎ  
সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের বুদ্ধিগম্য করিয়া দেয়, কেন না এক জনের মানসক্রিয়ার প্রভাব  
অপরের উপরে এই প্রণালীতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । “তাঁহার বিবিধ পরমশক্তি স্রুত  
হওয়া যায় । জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি ( ৬।১১ )” এই শ্রুতিটী  
দেখাইয়া দিতেছে জ্ঞানাকারে প্রকাশমান আকাশাদি বলাকারে জীবশক্তিকে প্রতিকল্প  
করে বলিয়া জীব হইতে উহাদের স্বাতন্ত্র্য অল্পভূত হইয়া থাকে । এইরূপে জ্ঞানক্রিয়া নাম  
এবং বলক্রিয়া রূপ অনুভূতির বিষয় হয় ।

৫। অথাতোহনুপ্রশ্নাঃ । উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন

গচ্ছতীত । অহোবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্রুতা ও উ ।  
সোহকাময়ত । বহু স্ত্রাং প্রজায়েয়েতি । স তপোহতপ্যত । স  
তপস্তপ্তা । ইদং সর্বমশ্রুত । যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্টা  
তদেবানুপ্রাবিশৎ ।

তদনুপ্রবিষ্ট । সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ । নিরুক্তানিরুক্তঞ্চ । নিল-  
য়নকানিলয়নঞ্চ । বিজ্ঞানকবিজ্ঞানঞ্চ । সত্যকানৃতঞ্চ । সত্য-  
মভবৎ । যদিদং কিঞ্চ । তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে । তদপ্যেয  
ল্লোকো ভবতি । তৈ ২ । ৬ । ২ । ১ ।

‘অথ’ অনন্তরঃ ‘অতঃ’ অস্তি নাস্তিভঃ ‘অনু’ আচার্য্যোক্তিমহু ‘প্রশ্নঃ’ জিজ্ঞাসা শিধ্যন্ত—‘কশ্চন’  
‘অবিদ্বান্’ ‘প্রেতা’ ‘অমুং লোকং’ ‘গচ্ছতি’ ‘উত’ নেতি । ‘অহো’ ‘কশ্চিৎ’ ‘বিদ্বান্’ ‘প্রেতা’ ‘অমুং  
লোকং’ ‘সমশ্রুতে’ প্রাপ্নোতি ‘উ’ উত নেতি । ন কেবলমস্তিত্বজ্ঞানেন কিন্তু ই বিশেষজ্ঞানেন গতি-  
বৈশেষ্যমিতি প্রশ্ননার্থাহ—‘স’ পরাশ্রা ‘অকাময়ত’ ঐচ্ছৎ । কিমৈচ্ছৎ ? ‘বহু স্ত্রাং প্রজায়েয় ইতি’ ।  
কিমত্র বহুতবৎ জন্ম চ ? পরাপরপ্রকৃত্যোঃ নামরূপয়োঃ বিভজনম্, অতএবাহ—‘স তপঃ অতপ্যত’—  
‘বস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ’ (৮।১ ) ইতি—আজ্ঞানং জ্ঞানাকারেণ উদ্ভাবয়ৎ । ‘স’ ‘তপঃ’ জ্ঞানং ‘তপ্তা’  
জ্ঞানাকারেণোদ্ভাব্য ‘বৎ ইদং কিঞ্চ’ তৎ ‘ইদং সর্বম্ অশ্রুত’ । ‘তৎ সৃষ্টা’ ‘তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ’ ।

‘তৎ অনুপ্রবিষ্ট’ ‘সৎ চ’ দৃশ্যমানং ‘তৎ চ’ অদৃশ্যমানং ‘নিরুক্তং চ’ বচনীয়ম্ ‘অনিরুক্তং চ’ অববচনীয়ং  
‘নিলয়নং চ’ আশ্রিতম্ ‘অনিলয়নং চ’ অনাশ্রিতং ‘বিজ্ঞানং চ’ বিশেষজ্ঞানম্ ‘অবিজ্ঞানং চ’ অবিশেষ-  
জ্ঞানং ‘সত্যং চ’ স্থায়ী ‘অনৃতং চ’ অস্থায়ী ‘বৎ ইদং কিঞ্চ’ ‘সত্যং’ সমস্ত সঙ্গাধ্যা দেবতা ‘অভবৎ’  
অতএব ‘তৎ’ সমসঙ্গাদি নির্ধিলং ‘সত্যং’ সৎ ব্রহ্ম তদ্ব্যুলকম্ ইতি আচক্ষতে । ‘তৎ’ তস্মিন্নির্বে ‘অপি’  
এব ‘এষ’ পরবর্তী ‘লোকঃ ভবতি’ ।

অনন্তর [ অস্তি নাস্তি ] এইটি কথনের পর [ শিষ্যের ] প্রশ্ন—কোন  
অবিদ্বান্ ব্যক্তি মরিয়া ঐ লোকে গমন করে কি ? অহো কোন বিদ্বান্  
ব্যক্তি মরিয়া ঐ লোক প্রাপ্ত হয় কি ? [ ১১শাঃ ১৩শে যে উত্তর প্রদত্ত  
হইবে তাহার সূচনা করিতেছেন ] তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু  
হইব, আমি জন্মিব [ প্রাচুর্ভূত হইব ] । তিনি তপ করিলেন, তিনি  
তপ করিয়া যাহা কিছু এই সকল সৃজন করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তাহাতে  
অনুপ্রবিষ্ট হইলেন । অনুপ্রবেশ করিয়া তিনি সৎ হইলেন অসৎ হই-  
লেন, নিরুক্ত হইলেন, অনিরুক্ত হইলেন, আশ্রয় হইলেন, অনাশ্রয়  
হইলেন, বিজ্ঞান হইলেন, অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন, অনৃত হই-  
লেন । এ যাহা কিছু হইল সত্যই তাহা হইলেন । পণ্ডিতেরা তাঁহাকে

[ সেই সৎ অসৎ আদিকে ] সত্য বলিয়া থাকেন । সেই অর্থে এই [পরবর্তী] শ্লোকটি ।

ভাব—[ অস্তি ও নাস্তি ] এইটি—“ব্রহ্মকে যদি কেহ অসৎ বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া যদি কেহ জানেন তাঁহাকে তৎক্ষণই পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়া জানেন ( ৭২২ )” । এস্থলে সৎ—অস্তি, অসৎ—নাস্তি । অসৎ বলিয়া জানিলে অসৎ হয়, একথা বলাতে কি এই বুঝায় যে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয় ? সৎ বলিয়া জানিলে সৎ হয়, একথা বলাতে কি এই বুঝায় যে, উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর পর নিতাকাল স্থায়ী হয় ? এই সংশয়নিরসনের জন্ত শিষ্য এখানে প্রশ্ন করিয়াছেন । এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে সৃষ্টিতে পরাঙ্গার অভিলাষ, সৃষ্টিতে তাঁহার প্রবেশ, সেই প্রবেশের অবস্থা ইত্যে পৃথক করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে গ্রহণ, এইগুলি নির্দেশপূর্বক জীবের তাঁহাতে আনন্দ-প্রাপ্তিতে কৃতার্থতা প্রদর্শিত হইয়াছে । যে ব্যক্তি তাঁহাতে স্থিতি করেন তিনি অত্য প্রাপ্ত হন, যে ব্যক্তির তাঁহাতে স্থিতি হয় না, সে ব্যক্তির নিকটে স্বয়ং ব্রহ্মই ভয়ের হেতু হন । ইহাতে এই আসিতেছে যে অবিশ্বাস ( অত্রঙ্ক ) ব্যক্তির মহাবিনাশ হয় না বটে, কিন্তু ইহজীবন ধরজীবন শাস্তার শাসনভয়ে যাপন-করিতে হয় ।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—তিনি ইনি একরূপ প্রয়োগ না করিয়া কেবল তিনি-শব্দের প্রয়োগ করাতে এখানে কেবল পরমায়া গৃহীত হইয়াছেন, ইহা সহজে প্রতীত হয় । পূর্বাধ্যায় ( ৭৭ পৃ ) জীবতে ব্রহ্মের, এ অধ্যায়ে পরাঙ্গাতে জীবের স্থিতি নিবন্ধ হইয়াছে । “এই জীব রসস্বরূপকে পাইয়া আনন্দে প্লাবিত হয়” ( ৪১২ ) এই শ্রুতি দেখাইয়া দিতেছে এ অধ্যায়ে জীব পরাঙ্গার অন্তর্ভূত ।

আমি বহু চাইব আমি জন্মিব—যিনি বেদান্তে সর্বত্র এক বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন, যাহার জন্ম নাই ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বহু হইবেন জন্মগ্রহণ করিবেন, এ কথা আক্ষরিক অর্থ করিলে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না । সুতরাং আপনার অনতিরিক্ত নিজ শক্তিকে বহুত্বাপন্ন করিয়া রূপে রূপে আত্মপ্রকাশ বহু হওয়া ও জন্ম ।

তিনি তপ করিলেন—“জ্ঞানময় যাহার তপ” একথা বলাতে তপকরার অর্থ আর কিছুই নহে, ব্রহ্মেতে জ্ঞেয়াকারে যে নামরূপ আছে উহাকে জ্ঞানাকারে উদ্ভাবন-করা ।

তপ করিয়া এ সকল সৃজন করিলেন—জ্ঞানাকারে উদ্ভাবন করিয়া নামরূপে বিভক্ত করিলেন ।

সৎ হইলেন অসৎ হইলেন ইত্যাদি—দৃশ্যমান সৎ, অদৃশ্যমান অসৎ । নিকট বচনীয় ; অনিরুদ্ধ—বচনাজীত, এখনও যাহা বচনের বিষয় হয় নাই । আশ্রয়—নির্লয়ন ; অনাশ্রয়—অনির্লয়ন, এখনও আশ্রয়প্রতিসম্বন্ধ যাহাতে প্রকাশ পায় নাই ।

বিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞান ; অবিজ্ঞান—বিশেষজ্ঞানরহিত \* । সত্য—সৎ হইতে উদ্ভূত—  
সত্য—বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ ; অনৃত—তিরোহিত-বিষয়বিষয়িসম্বন্ধ ( ১১২১ [৮৩] ) ।

এ বাহা কিছু হইল সত্যই তাহা হইলেন—সৎসদাদি বাহা কিছু তাহা এক  
সত্যই—সৎস্বরূপই—হইলেন । সৎ ভাবাত্মক, অসৎ অভাবাত্মক—এইরূপে ভাবাত্মক  
ও অভাবাত্মক বিষয়সমুদায়ের উৎপত্তি বর্ণিত হইলেও অভাবাত্মকগুলির মূল অভাব নয়  
কিন্তু সত্যই । কেন না এখন বাহা অভাবাত্মক বলিয়া প্রতীত হইতেছে উহাই সদ্ধপে  
প্রকাশ পাইয়া থাকে । পরবর্তী শ্লোকে এই কথাই পরিষ্কার ভাষায় উক্ত হইয়াছে ।

৬। অসদা ইদমগ্র আসীৎ । ততো বৈ সদজায়ত । তদা-  
স্থানং স্বয়মকুরুত । তস্মাস্তৎ স্কৃতমুচ্যাত ইতি । তৈ, ২।৭।১ ।

‘ইদং’ বিষয় ‘অগ্রে’ বিভক্তনাং পূৰ্ব্বম্ ‘অসৎ’ অব্যক্তম্, অব্যাকৃতং ব্রহ্মবস্ত ‘বৈ’ এব ‘আসীৎ’ ।  
‘ততঃ’ অব্যাকৃতব্রহ্মবস্ততঃ ‘বৈ’ এব ‘সৎ’ দৃষ্টমানং সৰ্ব্বম্ ‘অজায়ত’ অভবৎ । কথম্ ? ‘তৎ’ ব্রহ্ম-  
বস্ত ‘আস্থানম্’ পরাপরপ্রকৃতাভিন্নম্ ‘অকুরুত’ বিভক্তবান্ স্বাক্ষশক্তিপ্রকাশনকরণে । ‘তস্মাৎ’ কারণাৎ  
‘তৎ’ ব্রহ্মবস্ত ‘স্কৃতং’ শোভনক্রিয়ম্ ‘উচ্যতে’—সৰ্ব্বেষু কার্ধেষু কৰ্ণু ইতি গীয়তে ।

এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ হইয়াছে ।  
তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তিনি স্কৃত বলিয়া উক্ত  
হয়েন ।

ভাব—এই দৃষ্টমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অদৃষ্ট ছিল, অব্যক্ত ছিল, সম্ভাব্য চক্ষুর  
অগ্রাহ্য ব্রহ্ম সহ অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিল, অনন্তর সৎ হইল, দৃষ্টমান হইল, ব্যক্ত  
হইল, নামরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইল । কিরূপে প্রকাশ পাইল ? তিনি  
আপনাকে আপনি করিলেন—আপনার শক্তি হইতে—আপনার পরা ও অপরা প্রকৃতি  
হইতে—আপনাকে বিভক্ত করিলেন । ‘আপনাকে’ এই কথায় শক্তি ও তিনি অভিন্ন ও  
এক, ইহাই বুঝাইতেছে । ‘করিলেন’ এই কথায় বুঝাইতেছে, শক্তিকে বিভক্ত করিয়া  
জগদাকারে প্রকাশ-করিলেন । শক্তি বা স্বপ্রকৃতি এইরূপে বিভক্ত হইয়াও অবিভক্ত  
থাকিলেন ‘আপনাকে’ এই কথাতে ইহাও বুঝাইতেছে, কারণ যিনি আত্মভূত তিনি  
কখন অনাত্ম হইতে পারেন না ।

স্কৃত—শোভনক্রিয় । তিনি নিষ্ঠাক্রিয়, বিকারিবস্তবৎ কখন তাঁহার ক্রিয়ার আরম্ভ  
ও শেষ নাই, স্তবরাং তাঁহার ‘স্কৃত’ নাম নিত্য । তিনি আপনাকে আপনি করিলেন,  
এরূপ বলাতে যে ক্রিয়ার আরম্ভ বুঝায় উহা—জীব বুদ্ধিতে অব্যক্তকে ক্রমাগত ব্যক্ত  
করিতেছেন—সেই ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে ।

\* মাণ্ড্য—প্রজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞ বলিয়াছেন, এখানে বিশেষজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞানরহিত এরূপ  
বলাতে এই বুঝাইতেছে যে, যিনি প্রজ্ঞ তিনি বিশেষজ্ঞানবিশিষ্ট, তাই বিষয়সমূহকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে  
গ্রহণ করিতে সমর্থ ; অপ্রজ্ঞের বিশেষজ্ঞান নাই তাই উহা অবিচ্ছিন্ন বিষয়াকারে প্রকাশমান ।

৭। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ । নান্যংকিঞ্চন মিষৎ ।  
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ।

স ইমাল্লোকানসৃজত । অস্তো মরীচীর্মরমাপোহদোহন্তঃ পরেণ  
দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠাহন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ । পৃথিবী মরো ঘা অধস্তাত্তা  
আপঃ ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালামু সৃজা ইতি । সোহন্ত্যএব  
পুরুষং সমুদ্ভূত্যা মুচ্ছয়ৎ ।

তমভ্যতপত্তস্তাভিতপ্তস্ত মুখং নিরভিদ্যত যথাগম্ । মুখাঘা-  
স্বাচোহগ্নিনাসিকে নিরভিদ্যোতাং নাসিকাত্যাং প্রাণঃ প্রাণাঘায়ু-  
রক্ষিণী নিরভিদ্যোতামক্ষিত্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ কর্ণৌ নিরভি-  
দ্যোতাং কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদিশ্রুৎ নিরভিদ্যত স্বচো গোমানি  
লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ো হৃদয়ং নিরভিদ্যত হৃদয়ান্মনো মনসশ্চ-  
ন্দ্রমা নাভির্নিরভিদ্যত নাভ্যা অপানোহপানাম্ভূতাঃ শিশ্নং নিরভি-  
দ্যত শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ । ঐ ১।১—৪ ।

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্মহত্যাগবে প্রাপতন্তুমশনায়াপিপা-  
সাত্যামম্ববার্জ্জৎ । তা এনমব্রুবমায়তনং নঃ প্রজ্ঞানীহি যস্মিন্  
প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি ।

তাভ্যো গামানয়তা অক্রবন্ বৈ নোহয়মলমিতি । তাভ্যোহব-  
মানয়তা অক্রবন্ বৈ নোহয়মলমিতি ।

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ং তা অক্রবন্ স্কৃতং বতেতি পুরুষোবাব  
স্কৃতম্ । তা অত্রবীদাথায়তনং প্রবিশতেতি ।

অগ্নির্বাগ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবি-  
শদাদিত্যশ্চক্ষুভূত্বাহক্ষিণী প্রাবিশদ্বিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবি-  
শমোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা স্বচং প্রাবিশশ্চন্দ্রমা গনোভূত্বা  
হৃদয়ং প্রাবিশং মূত্বরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো  
ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ।

তমশনায়াপিপাসে অক্রতামাবাত্যামভিপ্রজানীহীতি । স তে

অত্রবীদেতাস্মৈব বাং দেবতাস্মাভজাম্যেতাস্ম ভাগিন্যৌ করোমীতি ।  
তস্মাদ্যস্মৈ কস্মৈ চ দেবতাস্মৈ হবির্গৃহ্যেভে ভাগিন্যাবেবাস্মামশনায়া-  
পিপাসে ভবতঃ । ঐ ২ । ১—৫ ।

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চামমেভ্যঃ সৃজা ইতি ।  
সোহপোহভ্যতপং তাভ্যোহভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত । যা বৈ  
সামূর্তিরজায়তামং বৈ তৎ ।

উদেতদভিসৃষ্টং নদং পরাভ্যাজিষ্যংসং তদ্বাচাজিষ্মক্ষং তন্মা-  
শক্লোদ্ধাচা গ্রহীতুম্ । স যদ্বৈনদ্ধাচাহগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবামম-  
ত্রপ্যং ।

তৎ প্রাণেনাজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোং প্রাণেন গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনং প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবামমত্রপ্যং ॥

তচ্চক্ষুষাহজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনচ্চক্ষুষাহগ্রহৈষ্যদৃষ্ট্ৰ হৈবামমত্রপ্যং ॥

তচ্ছোত্রেণাজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোচ্ছোত্রেণ গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনচ্ছোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছুত্ৰা হৈবামমত্রপ্যং ॥

তদ্বাচাজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোং ত্বচা গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনং ত্বচাহগ্রহৈষ্যং স্পৃষ্ট্ৰ হৈবামমত্রপ্যং ॥

তন্মনসাহজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোন্মনসা গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনন্মনসাগ্রহৈষ্যদ্ব্যক্তা হৈবামমত্রপ্যং ॥

তচ্ছিষ্মেনাজিষ্মক্ষং তন্মাশক্লোচ্ছিষ্মেন গ্রহীতুম্ ।  
স যদ্বৈনচ্ছিষ্মেনাগ্রহৈষ্যদ্বিসৃজ্য হৈবামমত্রপ্যং ॥

তদপানেনাজিষ্মক্ষং তদা বয়ং স এসোহন্নস্ম গ্রহোষদ্বায়ুরমায়ুর্বা  
এষ সন্মায়ুঃ ।

স ঈক্ষত কথং বিদং মদৃতে স্মাদিতি । স ঈক্ষত কতরেণ  
প্রপদ্যা ইতি । স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহৃতং যদি প্রাণেনাভিপ্রা-  
ণিতং যদি চক্ষুষা দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং যদি ত্বচা স্পৃষ্টং যদি

মনসা ধাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিল্পেন বিসৃষ্টমথ কোহ-  
হমিতি ।

স এতমেব সীমানং বিদার্য্যাতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত । সৈষা বিদু-  
তিনাম দ্বাস্তুদেতম্মান্দনং তস্মা ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্না অয়মাবসথো-  
হয়মাবসথোহয়মাবসথ ইতি ।

স জাতো ভূতান্ভাভিব্যেকং কিমিহান্যং বাবদিষদिति । স এত-  
মেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্চাদিদমদর্শমিতি ।

তস্মাদিদন্দো নামেদন্দো হ বৈ নাম তমিদন্দঃ সন্তমিদমিত্যা-  
চক্ষতে পরোক্ষেন । পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ । পরোক্ষপ্রিয়া  
ইব হি দেবাঃ । ঐ ৩ । ১—১৪ ।

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভে ভবতি । যদেতদ্রেতস্তুদেতং  
সর্কেভ্যোহস্পেভ্যাস্তেজঃ সন্তুত আত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি তদ্যদা স্ত্রিয়াং  
সিঞ্চত্যৈনজ্জনয়তি তদস্মা প্রথমং জন্ম ।

তং স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমহং তথা, তস্মাদেনাং ন  
হিনস্তি সাস্ত্রোতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি ।

স্যা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতবা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি সোহগ্র-  
এব কুমারং জন্মনোহগ্রেহধি ভাবয়তি । স যং কুমারং জন্মনোহগ্রে-  
হুধি ভাবয়ত্যাশ্বানমেব তদ্বাবয়তোষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং  
সন্ততা হীমে লোকাস্তুদস্মা দ্বিতীয়ং জন্ম ।

সোহস্ত্রায়মাত্মা পুণ্যোভ্যঃ কৰ্ম্মাভ্যঃ প্রতিধীয়তে । অথাস্ত্রায়-  
মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ পৈপ্রতি স ইতঃ প্রয়মেব পুনর্জ্জা-  
য়তে তদস্মা তৃতীয়ং জন্ম । তদুক্তমৃষিণা ।

গর্ভে নু গম্নস্বেবামবেদমহং দেবানাং অনিমানি বিস্থা ।

গতং মা পুর আরসীরক্ষমধঃ শ্বেনো জ্ববসা নিরদীয়মিতি ॥

গর্ভএবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ।

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্জ্জ উৎক্রম্যামুগ্মিন্ স্বর্গে লোকে  
সর্কান্ কামানাপ্তাহমৃতঃ সমভবং সমভবং । ঐত ৪ । ১—৫ ।



‘ইদং’ দৃশ্যমান জগৎ ‘অগ্রে’ স্থষ্টে: প্রাক্ ‘একঃ’ ‘এব’ ‘আত্মা’ ‘বৈ’ এব ‘আসীৎ’, ‘ন’ অস্তৎ কিঞ্চন ‘মিবৎ’ ব্যাপারবৎ আসীৎ । ‘ন’ আত্মা ‘ঈকত’ ঈকত জ্ঞানশক্তিসুখতাবরণ ‘লোকান্’ হু’ ‘হুজৈ’ হুজৈম ইতি ।

‘স ইমান্ লোকান্ অহুজত’ । কে পুন তে ? ‘অন্তঃ মরীচিঃ মরম্ আপঃ’ । ‘দিবং পরেণ’ ছালো-  
কাৎ উপরি ‘অদঃ’ তনেতৎ ‘অন্তঃ’ ‘দৌঃ অস্ত্র প্রতিষ্ঠা’ তদুপরিস্থিতবাৎ ‘মরীচয়ঃ’ ‘অন্তরিক্ষম্’ ‘পৃথিবী  
মরঃ’ সুতোারধীনত্বাৎ ‘বাঃ অধস্তাৎ’ পৃথিব্যাঃ ‘তাঃ আপঃ’ ।

‘ন’ ‘ঈকত’ ঈকত ‘ইমে হু লোকাঃ’ এবাং পালনার ‘লোকপালান্’ হু’ ‘হুজৈ’ হুজৈম ‘ইতি’ । ‘ন  
অন্তাঃ এব’ ‘পুরুষম্’ আদিজীবং ‘সমুচ্ছৃতা’ নিকৃষা ‘অমুচ্ছৃৎ’ মূর্ত্তিমন্তং কৃতবান্ ।

‘তং পুরুষম্ অভ্যতপৎ’—সর্বাশুভৃতাং স্মৃতিনিহিতেন জ্ঞানেন তদাকারতরা উদভাবরণং, ‘অভিত-  
প্তত’ জ্ঞানেনোজুতত ‘তৎ’ মুখং ‘নিরভিদ্যত’ মুখাকারং হৃষিরম্ অজায়ত ‘বধা অতঃ’ পক্ষিণঃ;  
‘মুখাৎ’ বাক্ বচনং, ‘বাচঃ’ বচনাৎ ‘অগ্নিঃ’; নাসিকে নিরভিদ্যোতাং ‘নাসিকাভ্যাং’ ‘প্রাণঃ’ জ্ঞাণে-  
শ্লিয়ঃ ‘প্রাণাৎ বায়ুঃ’; ‘অক্ষিণী নিরভিদ্যোতাং’ ‘অক্ষিভ্যাং’ ‘চক্ষুঃ’ দর্শনেশ্লিয়ং ‘চক্ষুঃ আদিত্যাঃ’;  
‘কর্ণৌ নিরভিদ্যোতাং’ ‘কর্ণাভ্যাং’ ‘শ্রোত্রং’ শ্রবণেশ্লিয়ং ‘শ্রোত্রাৎ দিশঃ’; ‘ভৃক্’ চর্ম্ম ‘নিরভিদ্যত’  
‘হৃচঃ লোমনি’ ‘লোমভ্যাং’ ‘ওষধিবনশ্লিতয়ঃ’; ‘হৃদয়ং নিরভিদ্যত’ ‘হৃদয়াৎ মনঃ’ ‘মনসঃ চক্সমাঃ’;  
‘নাভিঃ নিরভিদ্যত’ ‘নাভ্যাং অপানঃ’ ‘অপানাৎ স্তুতাঃ’; ‘শিখঃ নিরভিদ্যত’ ‘শিখাৎ রেতঃ’ ‘রেতসঃ  
আপঃ’ অজায়ন্তেতি শেষঃ । ১ ।

‘তাঃ এত্যাঃ’ অগ্ন্যাাদ্যা, ‘দেবতাঃ’ ‘স্থষ্টাঃ’ সত্যাঃ ‘অগ্নিন্’ ‘মহতি’ অতিবিস্তীর্ণে ‘অর্গবে’ জলরাশৌ  
‘প্রাপতন্’ পতিতবন্তঃ । ‘তৎ’ পুরুষম্, ‘অশনারাপিপাসাত্যাং’ ক্ষুত্ৰুভুত্যাং ‘অববাক্ষৎ’ অনুগমিতবান্  
সংযোজিতবান্ । ‘তাঃ’ দেবতাঃ ‘এনং’ স্রষ্টারম্ ‘অত্রবন্’—‘আয়তনং’ প্রতিষ্ঠাহানং ‘নঃ’ অশ্নাত্যাং  
‘এজানীহি’ জাপয় ‘যগ্নিন্’ প্রতিষ্ঠিতাঃ বয়ম্ ‘অন্নম্’ ‘অদাম’ ভক্ষয়াম ‘ইতি’ ।

‘তাভ্যাঃ’ দেবতাভ্যাঃ ‘গাম্’ ‘আনয়ৎ’ স্রষ্টা । ‘তাঃ’ দেবতাঃ ‘অত্রবন্’—‘ন বৈ’ ‘অয়ং’ গোঃ ‘নঃ’  
অশ্নাত্যাং ‘অলং’ পর্ষাণ্ডম্ । ‘তাভ্যাঃ’ দেবতাভ্যাঃ ‘অয়ম্’ ‘আনয়ৎ’ ‘তাঃ’ ‘অত্রবন্’—‘ন বৈ’ ‘অয়ম্’  
অবঃ ‘নঃ’ অশ্নাত্যাং ‘অলম্’ ।

‘তাভ্যাঃ’ দেবতাভ্যাঃ ‘পুরুষম্’ ‘আনয়ৎ’ ‘তাঃ’ ‘অত্রবন্’—‘সুকৃতং’ সুকৃতং শোভনম্ ‘আয়তনং’  
‘বত’ আশ্রয়ো ইতি । অতঃ ‘পুরুষঃ’ ‘বাব’ এব ‘সুকৃতং’ সুকৃতান্তিধং স্রষ্টৃবৎ । স্রষ্টা ‘তাঃ’ ‘অত্র-  
বীৎ’—‘যথায়তনং’ যত যৎ যোগাম্ ‘আয়তনং’ প্রতিষ্ঠাহানং তৎ ‘প্রবিশত’ ইতি ।

‘অগ্নিঃ বাক্ ভূহা মুখং প্রাবিশৎ’ ‘বায়ুঃ প্রাণঃ ভূহা নাসিকে প্রাবিশৎ’ ‘আদিত্যাঃ চক্ষুঃ ভূহা  
অক্ষিণী প্রাবিশৎ’ ‘দিশঃ শ্রোত্রং ভূহা হৃচং প্রাবিশৎ’ ‘চক্সমাঃ মনঃ ভূহা হৃদয়ং প্রাবিশৎ’ ‘স্তুত্যাঃ অপানঃ  
ভূহা নাভিঃ প্রাবিশৎ’ ‘আপঃ রেতঃ ভূহা শিখং প্রাবিশৎ’ ।

‘তৎ’ স্রষ্টারং ‘অশনারাপিপাসে’ ক্ষুত্ৰুকে ‘অত্রতাম্’ উক্তবতো—‘আবাত্যাম্’ অধিষ্ঠানম্ ‘অভি-  
এজানীহি’ জাপয় ‘ইতি’ । ‘ন’ স্রষ্টা ‘তে’ অশনারাপিপাসে ‘অত্রবীৎ’ ‘এতাহ্’ ‘এব’ ‘দেবতাহ্’  
‘বাম্’ ‘স্বাম্’ ‘আভজামি’ বৃত্তিসংবিভাগেন অনুপূহামি ‘এতাহ্’ দেবতাহ্ যযাঃ ‘ভাগিষ্ঠৌ’ ভাগবতো  
‘করোমি’ ইতি । ‘তন্মাৎ’ স্রষ্টৃবচনাৎ ‘যন্তৈ কন্তৈ চ দেবতায়ৈ’ হবিঃ ‘পৃহতে’ আবর্জ্যতে ‘অন্তাং’  
দেবতায়াম্ ‘অশনারাপিপাসে’ ‘ভাগিষ্ঠৌ এব’ ‘ভবতঃ’ । ২ ।

‘ন’ স্রষ্টা ‘ঈকত’ ঈকত । ‘ইমে হু লোকাঃ’ চ লোকপালাঃ চ ‘এত্যাঃ’ ‘অন্নং’ ‘হুজৈ’ হুজৈম ‘ইতি’ ।

‘স’ দ্বষ্টা ‘অপঃ’ ‘অভ্যতপৎ’ ‘অভিতপ্তাভ্যঃ’ ‘তাভ্যঃ’ ‘মুর্তিঃ’ ঘনীভূতাকারচরাচরম্ ‘অজায়ত’ ।  
‘যা বৈ সা মুর্তিঃ’ ‘অজায়ত’ ‘তৎ’ ‘বৈ’ ‘অন্নম্’ ।

‘তৎ এতৎ’ অন্নম্ ‘অভিস্বকৎ’ ‘নবৎ’ ভয়াৎ শকৎ কুর্বৎ ‘পরাঙ্’ ‘পরাঙ্’মুখং সৎ ‘অভ্যজিঘাংসৎ’—  
হনু হিংসাগতোয়াঃ—অভিগম্য ইচ্ছৎ পলায়িতুং প্রারভত ইত্যর্থঃ । ‘তৎ’ অন্নং ‘বাচা’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’  
‘গ্রহীতুমৈচ্ছৎ’ ‘তৎ’ অন্নং ‘বাচা’ ‘গ্রহীতুং’ ‘ন অশক্ৰোৎ’ । ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘এনৎ’ অন্নং ‘বাচা’ ‘অগ্রহৈ-  
ব্যৎ’ ‘অভিবা্যকৃত্য হ এব’ অন্নমিত্যুক্তৈব ‘অত্রপ্যৎ’ তৃপ্তঃ অভবিষ্যৎ লোকঃ ।

‘প্রাণেন’ ঘ্রাণেন স তৎ’ অন্নম্ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘প্রাণেন’ ঘ্রাণেন ‘তৎ’ ‘গ্রহীতুং’ ‘ন অশক্ৰোৎ’ ।  
‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ এব ‘প্রাণেন’ ঘ্রাণেন ‘এনৎ’ ‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নম্’ ‘অভিপ্রাণ্য’ আশ্রায় ‘হ এব’  
‘অত্রপ্যৎ’ ।

‘চক্ষুবা’ ‘তৎ’ অন্নং স ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘চক্ষুবা’ ‘গ্রহীতুং’ ‘তৎ’ ন অশক্ৰোৎ । ‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘চক্ষুবা’  
‘এনৎ’ ‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নম্’ ‘দৃষ্ট্য়া’ হ এব ‘অত্রপ্যৎ’ ।

‘শ্রোত্রেণ’ ‘তৎ’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘শ্রোত্রেণ গ্রহীতুং’ ‘তৎ’ ন অশক্ৰোৎ । ‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘এনৎ’  
‘শ্রোত্রেণ’ ‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নং’ ‘শ্রুত্য়া’ হ এব ‘অত্রপ্যৎ’ ।

‘হৃচা’ চর্ষণা ‘তৎ’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘হৃচা’ ‘গ্রহীতুং’ ‘তৎ’ ন অশক্ৰোৎ । ‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘হৃচা’ ‘এনৎ’  
‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নং’ ‘স্পৃষ্ট্য়া’ এব ‘অত্রপ্’ত্যৎ ।

‘মনসা’ ‘তৎ’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘মনসা গ্রহীতুং’ ‘তৎ’ ন অশক্ৰোৎ । ‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘মনসা’ ‘এনৎ’  
‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নং’ ‘ধ্যাত্য়া’ হ এব ‘অত্রপ্’ত্যৎ ।

‘শিখেন’ ‘তৎ’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘শিখেন গ্রহীতুং’ ‘তৎ’ ন অশক্ৰোৎ । ‘স’ ‘যৎ’ যদি ‘হ’ ‘এনৎ’  
‘শিখেন’ ‘অগ্রহৈব্যৎ’ ‘অন্নং’ ‘বিসৃজ্য’ বিমুচ্য ‘হ এব’ ‘অত্রপ্’ত্যৎ ।

‘অপানেন’ উর্দ্ধাং মুখচ্ছিত্রাৎ অধোগেন বায়ুনা স ‘তৎ’ ‘অজিঘৃক্ষৎ’ ‘তদা’ ‘বয়ৎ’ অবয়ৎ অগ্রাহ,  
‘যৎ’ যন্মাৎ বয়দিত কারণাৎ ‘স এব’ ‘বায়ুঃ’ ‘অন্নস্ত’ ‘গ্রহঃ’ গ্রাহকঃ । ‘যৎ’ যন্মাৎ কারণাৎ ‘বৈ’  
এব ‘এব’ ‘বায়ুঃ’ ‘অন্নায়ুঃ’ অন্নম্ বায়ুঃ জীবনং যন্ত—অন্নায়ুর্দ্বৈ প্রাপ্তস্ত অসিদ্ধত্বাৎ ।

‘স’ ‘ঈকত’ ঈকত ‘কথং যু’ ইদং কার্যাকারণসংঘাতঃ ‘মদূতে’ য়াং বিনা ‘স্ত্রাৎ’ ইতি । ‘স’  
‘ঈকত’ ঈকত ‘কতরেণ’ ‘প্রপত্তৌ’ প্রপদেয় ইতি । ‘স’ ‘ঈকত’ ঈকত ‘যদি বাচা’ ‘অভিবা্যকৃতং’  
উক্তং ‘যদি’ ‘প্রাণেন’ ঘ্রাণেন ‘অভিপ্রাণিতং’ ঘ্রাতং ‘যদি চক্ষুনা দৃষ্টং’ ‘যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতং’ ‘যদি হৃচা’  
‘স্পৃষ্টং’ ‘যদি মনসা ধ্যাতং’ চিন্তিতং ‘যদি অপানেন’ ‘অভ্যাপানিতম্’ উৎসৃষ্টং ‘যদি শিখেন’ ‘বিসৃষ্টং’  
নিঃসারিতং ‘অথ কোহিহ্ম ইতি ।

‘স’ এতম্ এব ‘সীমানং’ কেশবিতজনদেশঃ ‘বিদাৰ্য্য’ ‘এতরা’ ‘দারা’ দারেণ ‘প্রাপদ্যত’ প্রবিষ্ট-  
বান্ । ‘সা এবা’ ‘দাঃ’ ‘বিদূতিঃ’ নাম তন্নাম প্রসিদ্ধা । ‘তৎ এতৎ’ ‘নান্দনম্’—দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্—  
নন্দনম্ আনন্দকরম্ । ‘তন্ত’ প্রবিষ্টস্ত ‘ত্রয়ঃ’ আবসথাঃ নিবাসস্থানানি—আগরিতকালে চক্ষুঃ, শ্রবণ-  
কালে অন্তর্মনঃ, স্মৃণ্তকালে হৃদয়াকাশম্ ; ‘ত্রয়ঃ’ যদ্রাঃ প্রাণৎশব্দমুপস্থাপ্যঃ । ‘অয়ম্’ আবসথঃ  
প্রথমঃ—চক্ষুঃ ‘অয়ম্’ আবসথঃ দ্বিতীয়ঃ—আন্তরং মনঃ, ‘অয়ম্’ আবসথঃ তৃতীয়ঃ—হৃদয়াকাশঃ ।

‘স’ ‘জাতঃ’ পিণ্ডঃ প্রবিষ্টঃ ‘ভূতানি’ ‘অভিব্যাক্ণৎ’ আভিমুখ্যেন আলোচিতবান্ ‘কিম্’ ‘ইহ’  
কার্যাকারণসংঘাতে ‘অন্তঃ’ মধ্যতিরিক্তমাত্মনঃ ‘বাবদিশৎ’ বদিতুম্ ইচ্ছতি ‘ইতি’ । ‘স’ এতম্ এব  
‘পুরুষং’ পরাপরশরিত্তরং ‘ত্রক্’ সন্ধিস্তর্ভাবকং ‘ততমং’—অন্ত্যতকারেণৈকেন লুপ্তেন—ততমং  
ব্যাপ্ততমম্ ‘অপশ্যৎ’ । পশ্যন্ত্ স কিমবদৎ—ইদং ত্রক্ অদর্শনম্ ‘ইতি’ ।

‘তন্মাৎ ইব’ পশুভীতি ‘ইদম্’ নাম । ‘ইদম্’ হৈবৈ পুনঃ নাম—লোকে প্রসিদ্ধম্, ‘তন্মু ইদ-  
ম্’ সন্তং বিজ্ঞানান্’ ইদম্ ইতি ‘পরোক্ষেন’ ‘আচক্ষতে’ তদ্বিধঃ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘দেবাঃ’ ‘পরোক্ষ-  
প্রিয়াঃ ইব’ দেবানাং প্রত্যক্ষনামগ্রহণেবিবাৎ । দ্বিরাবৃত্তিঃ সমাপ্তিসূচিকা । ইত্যোহং বিধ ইতি  
( ৩। ২৩ ) জাতব্যম্ ।

‘অয়ম্’ আত্মা জীবঃ ‘আদিতঃ’ প্রথমতঃ ‘পুরুষে’ পিতৃগ্নি ‘হৈবৈ’ ‘গৰ্ভঃ’ ‘ভবতি’ রৈতো রূপেণ ।  
‘বৎ এতৎ রৈতঃ’ ‘তৎ এতৎ’ পিতৃদেহস্ত ‘সর্কেভ্যঃ’ ‘অদেভ্যঃ’ ‘সন্তুতঃ’ পরিনিপ্পন্নং ‘ভেজঃ’ সায়-  
রূপম্ । ‘আজ্ঞানং’ রৈতোরূপম্ ‘আজ্ঞানি’ দেহে ‘এব’ ‘বিভর্তি’ ধারয়তি । ‘যদা’ স পিতা ‘তৎ’  
রৈতঃ ‘জিহ্বাঃ’ ‘সিকতি’ ‘অথ এনৎ’ ‘জনয়তি’ ‘তৎ’ ‘অন্ত’ জীবন্ত ‘প্রথমং জন্ম’ ।

‘তৎ’ সিক্তং রৈতঃ ‘সম্ অঙ্গং’ স্তনাদি ‘বধা’ ‘ভবা’ ‘জিহ্বা’ ‘আত্মভূমম্’ আত্মাব্যতিরেকতাং  
‘গচ্ছতি’ ‘তন্মাৎ’ কারণাৎ ‘এনাং’ জ্ঞীং তৎসিক্তং রৈতঃ ‘ন হিনতি’ ন বাধতে । ‘স’ জ্ঞী ‘অন্ত’ ভর্তৃঃ  
‘এতম্’ ‘আজ্ঞানং’ ‘অত্র’ উনরে ‘গতং’ বুজ্জা ‘ভাবয়তি’ বর্ধয়তি পরিপালয়তি ।

‘স’ ‘ভাবয়িত্রী’ ‘গৰ্ভং’ পালয়িত্রী ‘ভাবয়িতব্যঃ’ ভর্তা পালয়িতব্যঃ ‘ভবতি’ । ‘স’ জ্ঞী ‘তৎ’ ‘গৰ্ভং’  
‘বিভর্তি’ ধারয়তি । ‘স’ পিতা ‘অত্র’ প্রথমম্ ‘এব’ ‘কুমারং’ ‘জন্মনোহত্রে’ সৌমন্তোন্নয়নাদিনা ‘অধি’  
উর্দ্ধং জাতকর্মাধিনা ‘ভাবয়তি’ বর্ধয়তি । স পিতা ‘জন্মনোহত্রে’ ‘অধি’ উর্দ্ধকং ‘বৎ’ ‘কুমারং’ ‘ভাব-  
য়তি’ ‘তৎ’ ‘আজ্ঞানম্’ ‘এব’ ‘ভাবয়তি’ ‘এবাং’ লোকানাং ‘সন্তুতৌ’ অবিচ্ছেদায় । ‘এবং’ পুত্রোৎ-  
পাদনাদিকর্ষণং ‘হি ইমে লোকাঃ’ ‘সন্ততাঃ’ অবিচ্ছেদেন বর্তমানাঃ । ‘তৎ’ ‘অন্ত’ জীবস্যা ‘ষিভীরং  
জন্ম’ ।

‘স’ ‘অয়ম্’ আত্মা ‘পুণোভ্যঃ’ ‘কৰ্ণভ্যঃ’ ‘অস্যা’ পিতৃঃ স্থানে ‘প্রতিধীয়তে’ প্রতিনিবীরতে । ‘অথ’ অন-  
ন্তরম্ ‘অস্যা’ পুত্ররূপেণ জাতস্য জীবস্য ‘অয়ম্’ ‘ইতরঃ’ অন্তরঃ ‘আত্মা’ পিতৃরূপঃ ‘কৃতকৃত্যঃ’ কৃতার্থঃ  
‘বরোগতঃ’ গভবয়াঃ বৃদ্ধঃ জীর্ণঃ সন্ ‘প্রৈতি’ স্মরিতে । ‘স’ পিতৃরূপঃ আত্মা ‘ইতঃ’ সংসারাৎ ‘প্রয়ন্’  
গচ্ছন্ ‘এব’ ‘পুত্রঃ’ জায়তে । ‘তৎ’ অস্যা তৃতীয়ং জন্ম । ‘তৎ’ কৃতকৃত্যম্ ‘উক্তম্’ ‘ঋষিণা’ বাম-  
দেবেন ।—‘হু’ বিতর্কে । ‘গৰ্ভে’ মাতৃগর্ভে ‘হু’ ‘সন্’ ‘অহম্’ ‘এবাং’ ‘দেবানাং’ ‘বিধা’ ‘বিধানি’ নিখিলানি  
‘জানিমানি’ ‘জ্ঞানানি’ ‘অহু’ ‘অবেদম্’ অহুবুদ্ধবান্ অস্মি । ‘শতম্’ ‘আরসীঃ’ আরন্তঃ লৌহমযাঃ ‘পুরঃ’  
শরীরাদি ‘স’ মাংস ‘অরক্ষন্’ রক্ষিতবতাঃ ‘ধেনঃ’ ইব ‘জবসা’ বেগেন ‘অধঃ’ ‘নিরদীরম্’ নির্গতঃ  
অস্মি । ‘গৰ্ভে’ ‘এব’ ‘শরানঃ’ ‘বামদেবঃ’ ‘এবম্’ ‘এভৎ’ ‘উবাচ’ ।

‘স’ বামদেবঃ ‘এবং’ বিধান্’ অস্মাৎ শরীরভেদাৎ অনন্তরং ‘উর্দ্ধঃ’ উন্নতঃ সন্ ‘উৎক্রম্য’ ‘অমুগ্নিন্’  
অগ্নে লোকে ‘সর্বান্ কামান্’ ‘আপ্তা’ প্রাপ্য ‘অমৃতঃ সমভবৎ’ । দ্বিরাবৃত্তিঃ সফলোজ্জানস্য সমাপ্তি-  
সূচনায় ।

সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই এই (দৃশ্যগান) জগৎ ছিলেন ; আর কিছুই  
ক্রিয়াশীল ছিল না । লোকসমূহ সৃজন করি, তিনি এই আলোচনা  
করিলেন ।

অন্ত, মরীচি, মর ও আপ—তিনি এই সকল লোক সৃজন-করি-  
লেন । দ্ব্যলোকের উপরি—অন্ত, দ্ব্যলোক ইহার প্রতিষ্ঠা । মরীচি—  
অন্তরীক্ষ ; মর—পৃথিবী । পৃথিবীর অধঃস্থ বাহা তাহা আপ ।

তিনি আলোচনা করিলেন—এ সকল লোকতো [ হইল ] লোক-পালগণকে তবে সৃজন করি। তিনি জল হইতে পুরুষকে ( আদি-জীবকে ) উদ্ধৃত করিয়া মূর্তিমান করিলেন।

সেই পুরুষকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন, অভিতপ্ত সেই পুরুষের মুখ অণ্ডের মত ফুটিল, মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নি হইল। তাঁহার নাসিকাদ্বয় ফুটিল, নাসিকা হইতে গন্ধ, গন্ধ হইতে বায়ু [ হইল ] ; তাঁহার অক্ষিদ্বয় ফুটিল, অক্ষিদ্বয় হইতে চক্ষুঃ চক্ষু হইতে আদিত্য [ হইল ] ; তাঁহার কর্ণদ্বয় ফুটিল, কর্ণদ্বয় হইতে শ্রোত্র, শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল হইল ; তাঁহার ভ্রু উদ্ভূত হইল, ভ্রু হইতে লোম, লোম হইতে ওষধি বনস্পতি হইল ; তাঁহার হৃদয় প্রকাশ পাইল, হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা হইল ; তাঁহার নাভির বিকাশ হইল, নাভি হইতে অপান, অপান হইতে মৃত্যু হইল ; তাঁহার জননেন্দ্রিয় উদ্ভূত হইল, জননেন্দ্রিয় হইতে রেত, রেত হইতে জল হইল। ১।

এই সকল দেবতা সৃষ্ট হইয়া এই মহার্ঘবে পড়িলেন। সেই পুরুষকে ক্ষুভ্রবানস্পন্ন করা হইল। দেবগণ ইহাকে বলিলেন আমাদের আশ্রয়স্থান জ্ঞাপন-কর যে আশ্রয়স্থানে আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অন্ন ভোজন করিব।

তাঁহাদিগের সম্মুখে তিনি গো আনয়ন করিলেন, তাঁহারা বলিলেন আমাদের পক্ষে ইহা প্রচুর নহে। তাঁহাদিগের নিকটে তিনি অশ্ব আনয়ন-করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, ইহা আমাদের পক্ষে প্রচুর নহে।

তাঁহাদিগের নিকটে তিনি পুরুষকে আনয়ন-করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, অহো স্ক্রুত ( শোভন ) আয়তন। এজন্তই পুরুষকে স্ক্রুত বলে। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, অনন্তর আয়তনে প্রবেশ কর।

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, দিক্-সকল শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন, ওষধিবনস্পতিসকল লোম হইয়া ভ্রুকে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, জল রেত হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন।

তঁাহাকে ক্ষুৎপিপাসা বলিল, আমাদিগকে আমাদের আশ্রয়স্থান জ্ঞাপন-করুন । তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এই সকল দেবতাতেই তোমাদের রুত্তিবিভাগ করিতেছি, এই সকল দেবতারই ভাগী তোমাদিগকে করিতেছি । সেই নিমিত্তই যে কোন দেবতাকে হবি অর্পিত হয়, ক্ষুৎক্ষা সেই দেবতারই ভাগী হইয়া থাকে । ২ ।

তিনি আলোচনা করিলেন—এই সকল লোকতো হইল, এই সকল লোকপালও হইল ; ইহাদের জন্ত অন্ন সৃজন-করি ।

তিনি জলকে অভিতণ্ড করিলেন, সেই অভিতণ্ড জল হইতে মূর্তি জন্মিল । সেই যে মূর্তি জন্মিল, উহাই অন্ন হইল ।

এই অন্ন সৃষ্ট হইয়া চীৎকারপূর্বক পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন-করিতে প্ররুত হইল । পুরুষ বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি বাক্‌দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, অন্ন এই কথা উচ্চারণ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি জ্ঞানদ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি জ্ঞানদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, জ্ঞান লইয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি চক্ষুর দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি শ্রোত্র দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু শ্রোত্রের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি শ্রোত্র দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, শুনিয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি ত্বক্‌ দ্বারা অন্নগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ত্বক্‌ দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি ত্বক্‌ দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, স্পর্শ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি মনের দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, চিন্তা করিয়াই তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি জননেন্দ্రిয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু

জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না । তিনি যদি জননেন্দ্রিয় দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন, মোচন করিয়া তৃপ্ত হইতেন ।

তিনি অপান দ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন গ্রহণ করিলেন । গ্রহণ করিলেন বলিয়া সেই এই বায়ু অন্নের গ্রাহক হইলেন, এবং এ জন্মই এই বায়ু অন্নায়ু ।

আমা বিনা এই ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে থাকিবে, তিনি ইহা আলোচনা করিলেন—যদি বাক্ দ্বারা বলা হয়, শ্রাণ দ্বারা শ্রাণ লওয়া হয়, চক্ষুর দ্বারা দেখা হয়, শ্রোত্রের দ্বারা শুনা হয়, যদি ভ্রুক্ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, যদি মনের দ্বারা চিন্তিত হয়, যদি অপান দ্বারা উৎসর্গ হয়, যদি জননেন্দ্রিয় দ্বারা নিঃসারিত হয়, তবে আমি কে ?

তিনি দেহপ্রবিষ্ট হইয়া ভূতগণের বিষয় আলোচনা করিলেন—এই ইন্দ্রিয়াদিতে আমি ছাড়া আর কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । তিনি এই [পরম] পুরুষ ব্রহ্মকে ব্যাপ্ততম দেখিতে পাইলেন । দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ইঁহাকে দেখিলাম ।

যেহেতু তিনি ইঁহাকে দেখিলেন, তাই ইঁহার নাম ইদম্ । ইদম্ ই ইঁহার নাম প্রসিদ্ধ । সেই বিद्यমান ইদম্কেই পরোক্ষ ইন্দ্র বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় পরোক্ষপ্রিয় \* । ৩ ।

এই জীব প্রথমে পুরুষে গর্ভ হয় । এই যে রেত উহা সমুদায় অঙ্গ হইতে সম্ভূত তেজ, উহা আপনি আপনাকে দেহে ধারণ-করে । পিতা যখন সেই রেতকে স্ত্রীতে সিঞ্জন করেন, তখন উহা রূপান্তর হয় । সেইটি ইহার (জীবের) প্রথম জন্ম ।

সেই রেত স্ত্রীর আপনার অঙ্গ [স্তনাদির] মত তাঁহার অঙ্গভূত হয় । সেই জন্মই উহা তাঁহাকে হিংসা-করে না । সেই স্ত্রী উঁহার (ভর্তার) আত্মা উদরস্থ [এই জ্ঞানে] উহার পরিপালন করেন ।

সেই পালয়িত্রীকে পালন করিতে হইবে । সেই স্ত্রী গর্ভকে ধারণ করেন । প্রথমে সেই পিতা জন্মের অণ্ডে এবং জন্মের পরে কুমারকে পরিরুদ্ধ করেন । জন্মের অণ্ডে এবং জন্মের পরে কুমারকে পরিরুদ্ধ

করিয়া এই সকল লোকের অবিচ্ছেদসাধনার্থ তিনি আপনাকেই পরি-  
রুদ্ধ করেন । এইরূপেই এই সকল লোক অবিচ্ছেদে বিদ্যমান থাকে ।  
সেইটি ইহার ( জীবের ) দ্বিতীয় জন্ম ।

সেই এই আত্মা পুণ্যকর্মসমূহ দ্বারা ইহার ( পিতার ) প্রতিনিধি  
হন । অনন্তর ইহার অন্তর ( পিতৃরূপ ) আত্মা কৃতকৃত্য হন, বয়স্ক  
হইয়া মরেন । তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া পুনরায় জন্মেন  
সেইটি ইহার তৃতীয় জন্ম । তাই ঋষি বলিয়াছেন, “গর্ভে থাকিয়াই তো  
আমি এট নিখিল দেবগণের জন্ম অবগত হইয়াছি । লোহনির্মিত শত  
পুর আমার রক্ষা করিয়াছে এবং যেনের ন্যায় দ্রুতবেগে আমি ভুতলে  
অবতরণ করিয়াছি ।” গর্ভে শয়ান থাকিয়া বামদেব এইরূপ বলিয়া-  
ছিলেন ।

তিনি ( বামদেব ) এইরূপ জানিয়া এই শরীর ভঙ্গ-সওয়ার পর উন্নত  
হইয়া উৎকর্ষগপূর্বক স্বর্গলোকে সমুদায় অভিলষিত লাভ-করত অমৃত  
হইয়াছিলেন অমৃত হইয়াছিলেন ।

ভাব—এক আত্মাই—সমুদায় জগৎ সহ অবিভক্ত ভাবে অবস্থিত তুরীয় আত্মা ।  
জগৎ ছিলেন—জগৎ আর তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ছিল না ।

অস্ত, মরীচি, মর ও অপ্—অস্ত—জলের স্ফোপাদান ; যদি তাহা না হয়, তাহা  
হইলে পৃথিবীর অধোতে জলের উল্লেখ সিদ্ধ পায় না । “জলসকলের ভরণ হয়” এজন্য  
অস্ত, ভাষ্যকার বলিয়াছেন । মরীচি—তেজ । মর—মৃত্যুর অধীন । অপ্—দৃশ্যমান  
জলরাশি ।

জল হইতে পুরুষকে—জগতের উপাদানসমূহের মধ্যে জীব অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত ।  
উপাদানসমূহ স্বল্পতাপরিহার করিয়া যখন স্থূলাকার ধারণ করিল, তখন সেই স্থূলত্বাব-  
লম্বনে অতি স্বল্প জীবের মূর্ত্তিমত্তা সাধিত হইল । ‘জল হইতে পুরুষকে উদ্ধৃত করিয়া  
মূর্ত্তিমান করিলেন’ ইহার ভাব এই । তেজঃপ্রভৃতি অমূর্ত্ত উপাদান জলে মূর্ত্তত্ব প্রাপ্ত  
হয় ।

সেই পুরুষকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন—অস্ত মরীচি প্রভৃতি লোকস্বজনের পর  
লোকপালস্বজনে স্রষ্টার অভিপ্রায় হইল । লোকপালসকল কোথায় অধিষ্ঠিত ? জীবে ।  
তাই জগতে অল্পপ্রবিষ্ট জীবকে উদ্ধৃত করিয়া জীবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহে অগ্ন্যাদিকে তিনি  
অভিব্যক্ত করিলেন । অভিতপ্ত করিলেন—জ্ঞানশক্তির প্রবেশে তাহার নিশ্চেষ্ট ভাব  
পরিহার-করাইয়া তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিলেন ।

মহার্গবে গড়িলেন—“যে সময়ে দেবগণ মহোদ্যমশালী হইয়া বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি

করিতেছিলেন” (৪৮পৃ) ঋগ্বেদের সৃষ্টিকালের এই বর্ণন অবলম্বন-করিয়া মনু প্রভৃতি আদিতে জলের সৃষ্টি এবং জলে জীবনিবাস ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। উপনিষৎ ‘মহা-ধ্রুবে পড়িলেন’ এ কথাও তদনুসারে বলিয়াছেন।

পুরুষকে আনয়ন করিলেন—পুরুষে অধিষ্ঠিত অগ্ন্যাগ্নি দেবগণের তৃপ্তি পুরুষের তৃপ্তিতে। “দেবগণ ভোজন করেন না, পান করেন না...দৃষ্টিতে তৃপ্ত হন” ( ১০।২৩[৬] ) এ কথার প্রয়োগ সর্বত্র।

আয়তনে প্রবেশ কর—পূর্বে ইন্দ্রিয়গণ এবং অগ্ন্যাগ্নি লোকপালগণের সৃষ্টি ; তৎপর সেই দেবগণের ‘বিশ্বরূপাঃ সলিলে’ নিপতন এবং অশম্যর্থ তাহাদিগের নিকটে পুরুষকে আনয়ন উল্লিখিত হইয়াছে। এখন অগ্ন্যাগ্নি দেবতার মুখাদি হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ এই দেখাইতেছে যে, পূর্বোল্লিখিত ইন্দ্রিয়গণ ও লোকপালগণের সৃষ্টির অভিপ্রায় বিরাড্-দেহ-নির্ম্মাণ, সেই বিরাট্ দেহ হইতে দেবগণের বিশ্বরূপী সলিলে স্থিতি এবং তাহা হইতে ব্যষ্টি জীবে মুখাদি হইয়া প্রবেশ এখানে অভিপ্রেত হইয়াছে। একরূপ বর্ণনকরিবার অভিপ্রায় এই যে, বিশ্ব এবং প্রতীজীব ঈদৃশ ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া উভয়ের মধ্যে নিয়ত আদান-প্রদান চলিতেছে। যদি একরূপ না হইত তাহা হইলে নিরবচ্ছিন্নে জীবন-প্রবাহ-চলা অসম্ভব হইয়া পড়িত। আধুনিক বিজ্ঞানবিদগণ বলেন, আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহই আমাদের একমাত্র দেহ নহে, আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদায় লইয়া আমাদের দেহ। সূর্য্যাকিরণাদির সংস্পর্শে চক্ষুরাদির উদ্ভেদ বিজ্ঞান আজ প্রদর্শন-করিতেছেন, কবিসমুচিত ভাষায় উপনিষৎ তাহাই অতিপূর্বে নিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদের অগ্রে কবির অভ্যুদয়, এ কথা নিরতিশয় সত্য। ঋষিগণ যথার্থ কবি ছিলেন, তাহাদের হৃদয়ে সত্য বিনা বাধায় প্রবিষ্ট হইত। বৈজ্ঞানিক ভাষায় নহে, কিন্তু কবিসমুচিত ভাষায় অল্পভূত সত্য তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ইত্যাদি—অগ্নি তেজ, তেজ উদ্যমশীলতা। যখন ভিতরে উত্তাপ প্রবল হয়, তখন সেই ভাবের উত্তাপ বাক্ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদর্শনে উপনিষৎকার বলিতেছেন ‘অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন।’ বায়ু গন্ধ হইয়া—উত্তাপযোগে বিলিষ্ট হইয়া বস্তুসমুদায় হইতে গন্ধ নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত গন্ধ বায়ুর সাহায্যে নাসিকাসংস্পৃষ্ট হয়, বায়ু গন্ধের বাহক। গন্ধানুভূতির সাক্ষাৎ কারণ বায়ু, সুতরাং বায়ু গন্ধ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন এই রূপ উক্ত হইয়াছে।

আদিত্য চক্ষু হইয়া—সূর্য্যাকিরণসংস্পর্শে চক্ষুর উদ্ভেদ হয়। যেখানে সূর্য্যাকিরণ প্রবেশ করে না, সেখানকার জীবসকল অন্ধ, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কথিত হইয়াছে, আদিত্য চক্ষু ( দৃশুশক্তি ) হইয়া অন্ধিঘরে প্রবেশ করিলেন।

দিক্ সকল শ্রোত্র হইয়া—যখন শব্দ আসে তখন কোন দিক্ হইতে আসিয়া



কর্ণস্পর্শ করে, এই ব্যাপারটি দেখিয়া শব্দ দিক্‌সম্ভূত বা আকাশসম্ভূত প্রাচীন কালে এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। তাই দিক্‌ সকল শ্রোত্র (শ্রবণশক্তি) হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ওষধি ও বনস্পতিসকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সহিত লোম-সকলের জন্ম ও বৃদ্ধির সৌসাদৃশ্য আছে, তাই ওষধি ও বনস্পতি লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিল এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রমা মন হইয়া—চন্দ্রদর্শনে ভাবশ্রোত প্রবাহিত হয়, সূতরাং চন্দ্রের মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ উক্ত হইয়াছে। মৃত্যু অপান হইয়া—মৃত্যুকালে অপানবায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এজন্ত মৃত্যুর অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ কথিত হইয়াছে। জল রেত হইয়া—জল—বহু রেত রসসমুৎপন্ন।

ক্ষুংপিপাসা—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ক্রিয়াতে দেহের উপাদানের ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয়পূরণের আকাজক্ষা ক্ষুংপিপাসার আকারে প্রকাশ পায়। যদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের ক্ষয়পূরণ হয় তাহাতেই ক্ষুংপিপাসার তৃপ্তি।

মূর্ত্তি—ঘনীভূতাকার চরাচর—মূর্ত্তি।

পরাস্বাথ হইয়া—যেখানে ভক্ষ্য ও ভক্ষক সম্বন্ধ আছে, সেখানে এক অপরকে অতিক্রমকরিবার জন্ত যত্ন করে, এই স্বভাব দেখিয়া উপনিষৎ এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে, সেই সকল ক্রিয়াসম্পাদনে তাহার সমর্থ, এক অপরের ক্রিয়া কখন সম্পন্ন করিতে পারে না, সূতরাং সেই সত্যটি কবিত্তে বর্ণিত হইয়াছে। উর্দ্ধ হইতে অধোগামী বায়ু অপান। মুখ হইতে অন্ন অধোগত হয়, সূতরাং অপানবায়ু অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে অধোতে লইবার প্রাণশক্তি অন্নগ্রহণে সমর্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বে (৩৩২।৩৩পৃ) বলবহাশিরা-সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে এস্থলে তাহারই প্রয়োগ বৃত্তিতে হইবে। বৃহৎ অস্ত্র, ক্ষুদ্র অস্ত্র ও পায়ু এগুলিতে যে সঙ্কোচ-ও-বিস্তারক্রিয়া প্রকাশ পায়, প্রাচীনগণ উহাকে অপান-বায়ুর ক্রিয়া বলিয়া থাকেন।

আমা বিনা এই ইন্দ্রিয়াদি—জীব যে স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক নহে, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া সম্পন্ন হয় এটি সে পদে পদে বৃত্তিতে সমর্থ হয়। এইটি বুঝিবামাত্র, কে তিনি এইটি অধ্বেষণ করিবামাত্র সে দেখিতে পায় সমুদায়তে ব্যাপ্ত হইয়া সমুদায়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম পরাপরপ্রকৃতির আলিঙ্গনকর্তা পুরুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। উপনিষদের এই অংশ—পুরুষ জীব এবং পুরুষ পরাত্মা—পন্নি-কারবাক্যে এ উভয়ের ভেদপ্রদর্শন করিয়াছেন এবং এরূপ ভেদপ্রদর্শনের কারণ কি—‘এই ইন্দ্রিয়াদিতে আমা ছাড়া আর কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন’—এই এক কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহাকে দেখিলাম—যে জীব প্রথমে ইহাকে দেখিলাম বলিলেন, তিনি ইহাকে দেখিলেন বলিয়া ‘ইদম্’ আখ্যায় আখ্যাত হইলেন। কিন্তু ইদ্র এই নাম ইদম্‌শব্দের স্থলাধি-

কার করিল। কেন স্থলাধিকার করিল তাহার কারণ প্রতি বলতেছেন, ইন্দ্রশক্তি পরোক্ষবাচক সাক্ষাদর্শনবাচক নহে। দেবগণ সাক্ষাদর্শন ভাল বাসেন না, সমুদায় সাক্ষাদর্শনের বিষয়গুলিকে ব্যবহৃত করিয়া ফেলেন। সুতরাং সাক্ষাদর্শনবাচক ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রশক্তি পরিবর্তিত হইয়া গেল। উপনিষদে দেবগণ কে? ইন্দ্রিয়গণ। অগ্ন্যাদি বৈদিক দেবতা এই ইন্দ্রিয়গণেরই রূপান্তরমাত্র। ইন্দ্রিয়গণ নিরন্তর জীবকে তাহাদিগের বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া বহির্মুখ করিয়া ফেলে, এইরূপ বহির্মুখ করাই তাহাদের প্রকৃতি। এই প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়, উপনিষৎ এই কথা বলিয়াছেন। এখানকার কথায় আর একটি সত্য প্রকাশ পাইতেছে, জীব যদি একবার ব্রহ্মদর্শন করে, তবে সে দর্শন সে স্থির রাখিতে পারে না। শীঘ্রই ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বিষয়াসক্ত করিয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য করিয়া ফেলে; সে যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়; জগৎই তাহার নিকটে দর্শনীয় থাকে, এবং জগৎই তাহার নিকটে আরাধ্য হইয়া উঠে (৩২৩[১৬৪পৃ])। গর্ভে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া স্তব এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তদ্বিস্মৃতি, পুরাণে এ বর্ণনের মূল এই উপনিষৎবাচ্য।

প্রথমে পুরুষে গর্ভ হয়—পিতাতে পুত্রের বীজাকারে স্থিতি; মাতাতে ক্রণের আকারে স্থিতি করিয়া জন্মগ্রহণ; জীবের এই দুইটি জন্ম এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই জন্মের পর তৃতীয় জন্ম পরলোকে। পুত্র পুণ্যানুষ্ঠান করিবেন, তাহার পিতার প্রতিনিধি হইবেন, এজন্ত তাহার পুত্রত্ব।

নিখিল দেবগণের জন্ম অবগত হইরাছি—এখানে নিখিল দেবগণ—ইন্দ্রিয়গণ। ক্রণের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ পাইতে থাকে, সুতরাং গর্ভস্থ আত্মার নিকটে উহার পরিচিত।

লৌহনিখিত শত পুর—জরায়ু প্রভৃতি সকলই তাহার রক্ষণার্থে নিযুক্ত ছিল, সুতরাং সেইগুলি পুর।

৮। আদিত্যে ব্রহ্মেত্যাদেশস্ত্রোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীত্তৎ সমভবত্তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্ত্র যাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রক্ততঞ্চ স্ববর্ণকাভবতাম্।

তদ্যদ্রজতৎ মেয়ং পৃথিবী যৎ স্ববর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুশ্বং সমেঘো নীহারো যঃ ধমনয়ন্তঃনদ্যো যদাস্তেষমুদকং স সমুদ্রঃ।

অথ যত্তদজায়ত সোহসাবাদিত্যস্তং জায়মানং বোষা উল্ল-  
বোহনুদতিষ্ঠন্ত্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামান্তস্মাতশ্চোদয়ং প্রতি

প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উল্লবোহমুতিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি  
সর্বে চৈব কাষাঃ ।

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেতু্যপাস্তেহভ্যাসোহ যদেনং  
সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নিত্রেড়েরমিত্রেড়েরন ।

ছা, ৩। ৫। :৯। ১—৪।

‘আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি’ ‘আদেশঃ’ উপদেশঃ ‘তত্ত্ব উপব্যাখ্যানং’—প্রাপ্যহাদিকথনম্ । ‘অগ্রে’  
স্রষ্টে: প্রাক্ ‘ইদম্’ জগৎ ‘অসৎ এব’ অব্যাকৃতনামরূপমেব ‘আসীৎ’ ইদং ‘সৎ’ ব্যাকৃতনামরূপম্  
‘আসীৎ’ । ‘তৎ’ সৎ ‘সমভবৎ’ বীজাকারং প্রাপ্তবৎ । ‘তৎ’ বীজাকারম্ ‘আতম্’ অতঃ ‘নিরবর্তত’  
সংবৃত্তম্ । ‘তৎ’ অণ্ডঃ ‘সংবৎসরস্ত্র মাত্ৰাঃ’ তৎপরিমাণকালম্, ‘অশরত’ অনির্ভিন্নম্, অতিষ্ঠৎ ।  
‘তৎ’ ততঃ সংবৎসরকালাদৃষ্টং ‘নিরভিত্যত’ নির্ভিন্নম্, অভবৎ । ‘তে’ নির্ভিন্নে ‘আতকপালে’ ‘রজতং’  
চ সুবর্ণং চ ‘অভবতাম্’ ।

‘তৎ বৎ রজতং সা ইয়ং পৃথিবী’ ‘বৎ সুবর্ণং সা জ্যোঃ’ ‘বৎ’ ‘জরায়ু’ পর্জবেষ্টনং ‘তে পর্জতাঃ’ ‘বৎ’  
‘উষঃ’ গর্ভোপাদানং তৎ ‘সমেঘঃ নীহারঃ’ ‘যাঃ’ ‘ধমনঃ’ শিরাঃ ‘তাঃ’ নজাঃ ‘বৎ’ ‘বাস্তেরং’ বস্তৌ  
ভবম্ ‘উদকং’ জলং ‘স সমুদ্রঃ’ ।

‘অথ’ ‘বৎ তৎ’ পর্জরূপম্, ‘জরায়ত’ ‘সোহসৌ’ আদিত্যঃ ‘তৎ’ জায়মানম্, আদিত্যম্, ‘অহু’  
লক্ষ্যকৃত্য ‘উল্লবঃ’ উল্লু উল্লু ইতি ‘ঘোষাঃ’ বিস্তীর্ণব্যাঃ ‘উদতিষ্ঠন্’ উদিতবন্তঃ । যতঃ ‘সর্বাণি চ  
ভূতানি’ ‘সর্বে চ কাষাঃ’ ‘তন্মাং’ আদিত্যাৎ উদতিষ্ঠন্, ‘তন্মাং’ ‘তত্ত্ব’ আদিত্যস্ত ‘উদয়ঃ প্রতি’  
‘প্রত্যায়নম্’ অন্তর্গমনং প্রতি ‘সর্বাণি চ ভূতানি’ ‘সর্বে চ এব কাষাঃ’ ‘উল্লবঃ’ ‘ঘোষাঃ’ ‘অমুতি-  
ষ্ঠন্তি’ কোলাহলং কুশন্তি । উদয়ে স্বশক্তিরায়ৈ অন্তমিতে বিজ্ঞানায় তথা কুর্কন্তীতি ফলিতার্থঃ ।

‘স যঃ’ ‘এতম্’ আদিত্যমহিমামস্, ‘এবং বিদ্বান্’ ‘আদিত্যং ব্রহ্ম ইতি উপাত্তে’ ‘অভ্যাসঃ হ’  
ক্ষিত্রম্, এব ‘যৎ’ যতঃ উপাসনতঃ ‘এনম্’ বিদ্বাংসম্ উপাসিতারং ‘সাধবঃ’ শোভনাঃ ‘ঘোষাঃ’ সাধু-  
বারণাঃ ‘আগচ্ছেয়ুঃ’ ‘চ’ ‘উপনিত্রেড়েরন’ ‘চ’ আনন্দোন্নয়ঃ কুর্ধ্যঃ চ অবিলম্বেন । ব্রেড়—উন্নাদনে ।

আদিত্য ব্রহ্ম, এই উপদেশ । তাঁহার উপব্যাখ্যান । সৃষ্টির পূর্বে  
এই জগৎ অসৎ ছিল । অসৎ সৎ হইয়াছিল । সৎ বীজাকার হইল ।  
সেই বীজাকার অণু হইল । সেই অণু সংবৎসর কাল তদবস্থ রহিল,  
তৎপর ভাঙ্গিল । সেই অণুর কপালদ্বয় রজত ও সুবর্ণ হইল ।

সেই যে রজত, তাই এই পৃথিবী, সেই যে সুবর্ণ তাই এই দ্রু্যলোক,  
সেই যে জরায়ু তাই পর্জতসকল, সেই যে উষ (গর্ভোপাদান) তাই এই  
সমেঘ নীহার, সেই যে ধমনী সকল তাই এই নদীসমূহ, সেই যে বস্তি-  
সমুদ্র জল, তাই এই সমুদ্র ।

অনন্তর সেই যিনি (পর্জরূপ) হইয়াছিলেন, তিনিই এই আদিত্য ।  
সেই জায়মান আদিত্যকে লক্ষ্যকরিয়া উল্লু উল্লু মহানাদ উপস্থিত

হইয়াছিল। বেহেতু সমুদায় ভূত, সমুদায় অভিলষিত বিষয় সেই আদিত্য হইতে উত্থান-করিয়াছিল, তাই তাঁহার উদয়ে ও অন্তঃগমনে সমুদায় ভূত সমুদায় অভিলষিত বিষয় উলু উলু মহানাদ (কোলাহল) করিয়া থাকে।

যিনি আদিত্যের এই [মহিমা] জানিয়া আদিত্য ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার উপাসনা করেন শীঘ্রই এই হয় যে, সাধুবাদপূর্ণ নিনাদ ইহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং ইহাকে আনন্দোন্মত্ত করে।

ভাব—আদিত্য তেজোরশি। সেই তেজোরশি হইতে জল, জল হইতে ত্রীহিবাদি উৎপন্ন হইয়াছে বৈদাস্তিক ঋষিগণের এই মত অবলম্বন করিয়া, এখানে সৃষ্টিঘটিত কবিত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। আদিম তেজোরশিকে দৃশ্যমান স্বরূপে গ্রহণ-করিয়া “হে স্বর্ষা, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ। সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম। আমার দর্শনের জন্ত সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর (২।১)” এই শ্রুত্যানুসারে স্বর্ষ্যারাধনা অনাচ্ছাদিত সত্যস্বরূপের আরাধনায় পরিণত করা হইয়াছে।

৯। সদেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ব্যোম  
আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।

কুতস্ত খলু সোমোবৎ স্রাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়ে-  
তেতি। সত্ত্বেব সোমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

তদৈক্যত বহুত্বাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত তত্তেজ ঐক্যত  
বহুত্বাং প্রজায়েয়েতি তদপোহসৃজত তস্মাদ্যত্র ক চ শোচতি যদেতে  
বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে।

তা আপ ঐক্যন্ত বহুঃ স্রাম প্রজায়েমহীতি তা অমমসৃজন্ত  
তস্মাদ্যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূমিষ্ঠমমং ভবত্যন্ত্য এব তদধ্যামাদ্যং  
জায়তে। ছা ৬।৮।১—৪।

হে ‘সোম’ (বেতকেতো), ‘অগ্রে’ সৃষ্টে: প্রাক্ ‘ইদং’ জগৎ ‘একম্ এব’ ‘অদ্বিতীয়ং’ ‘সৎ এব’  
‘আসীৎ’। ‘তৎ হি’ তত্র সৃষ্টবিষয়ে এব ‘এক’ সর্বপুত্রাদিনঃ ‘আহঃ’—‘অগ্রে’ সৃষ্টে: প্রাক্ ‘ইদং’  
জগৎ ‘একম্ এব’ ‘অদ্বিতীয়ং’ ‘অসৎ এব’ ‘আসীৎ’। ‘তস্মাৎ অসতঃ’ ‘সৎ’ ‘জায়ত’ অজায়ত।

হে ‘সোম’ বেতকেতো, ‘কুতঃ তু খলু’ এবং ‘স্তাৎ’ ‘ইতি হ উবাচ’ শিতা আকর্ণি: ‘কথম্ অসতঃ’  
‘সৎ জায়েত ইতি’। হে ‘সোম’, ‘একম্ এব অদ্বিতীয়ং’ ‘সৎ তু এব’ ‘অগ্রে’ সৃষ্টে: প্রাক্ ‘ইদং’ জগৎ  
‘আসীৎ’।

‘তৎ’ অব্যাকৃতং সৎ ‘ঐক্যত’ পর্য্যালোচ্যত—‘বহু’ প্রভূতং ব্যাকৃতনামরূপং ‘স্তাৎ’ ভবেৎ ‘প্রজা-

যে'র একর্ষণ উৎপাদ্যের প্রাদুর্ভবের ইতি'। 'তৎ' সৎ 'তেজঃ' 'অস্থজত' 'সৃষ্টবৎ'। 'তৎ' সৃষ্টং 'তেজঃ'—পরায়ণনাপূর্ণ—'একত বহু ভাং প্রজারের' ইতি'। 'তৎ' তেজঃ 'আপঃ' 'অস্থজত'। এতৎ-দৃষ্টান্তেনৈতৎ প্রতিপাদয়তি—'তস্যাং' তেজসোহপায়ুৎপত্তেঃ 'বজ্র ক চ' 'পুরুষঃ' 'শোচতি' সত্তপ্যতে 'স্বৈরতে' অধিদতি 'বা' 'তৎ' তদা 'তেজসঃ' এব 'আপঃ' 'অধি জায়তে'।

'তাঃ আপঃ'—পরায়ণনাপূর্ণাঃ—'একত' 'বহুঃ' 'তাম' 'প্রজারেমহি' ইতি'। 'তাঃ' আপঃ 'অন্নম্' 'অস্থজত'। অত্র প্রত্যক্ষদৃষ্টান্তঃ—'তস্যাং' কারণাৎ 'বজ্র ক চ বর্ধতি' 'তৎ এব' ততএব 'ভূমিষ্ঠম্' অন্নম্ 'ভবতি' 'অন্ত্যঃ এব' 'তৎ' 'অন্নায়াম্' ত্রীহিষবাণিকম্ 'অধিজায়তে'।

হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। এই সৃষ্টির বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎই ছিল। সেই অসৎ হইতে সৎ হইলেন।

[ পিতা আরুণি ] বলিলেন, হে সোম্য [ স্নেহকেতো ], ইহা কি রূপে হইতে পারে? অসৎ হইতে সৎ কিরূপে হইবে? হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

তিনি পর্যালোচনা করিলেন,—আমি বহু হইব, প্রাদুর্ভূত হইব, তিনি তেজ সৃজন-করিলেন। সেই তেজ পর্যালোচনা করিল—আমি বহু হইব, প্রাদুর্ভূত হইব। সেই তেজ জল সৃজন-করিল। তাই যে কোন সময়ে পুরুষ শোক করে বা ঘর্মান্ত হয়, তেজ হইতেই জল উৎপন্ন হয়।

জল আলোচনা করিল—আমি বহু হইব প্রাদুর্ভূত হইব। জল অন্ন-সৃজন করিল। তাই যে কোন স্থানে বৃষ্টি হয়, সেখানে প্রচুর প্রমাণ অন্ন জন্মায়। জল হইতেই সেই ত্রীহিষবাদি উৎপন্ন হয়।

ভাব—“এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল সেই অসৎ হইতে সৎ হইয়াছে” তৈত্তিরীয় এই যে অসৎ হইতে সতের আগম উল্লেখ করিয়াছেন ছান্দোগ্য কি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছেন? যদি এরূপ হয় তাহা হইলে বেদান্তে বেদান্তে সময় ভঙ্গ-হইয়া যায়, বেদান্ত যে একই বিষয় প্রতিপাদন-করেন এ কথা আর দাঁড়ায় না। “অসৎ হইতে সৎ কিরূপে হইবে” এ প্রতিবাদ তৈত্তিরীয়ের উক্তির নহে ইহা শূত্রবাদের প্রতিবাদ। সৎ ব্যক্ত অসৎ অব্যক্ত, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়া সৃষ্টি। বেদান্তে যেখানে অসৎ হইতে সতের আগম বর্ণিত হইয়াছে সেখানে ইহাই বুঝিতে হইবে। শূত্রবাদী বৌদ্ধকে পঞ্চদশীকার ভালই বলিয়াছেন, আমরা যাহাকে ব্রহ্ম বলি ভূমি তাহাকে শূত্র বলিতেছ এইমাত্র প্রভেদ, কেন না শূত্রের যদি জগৎ-উৎপাদনে সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে সেই শূত্রই ব্রহ্ম, এ কেবল কপা লইয়া নিষ্ফল \* বিবাদ।

\* কেবল যে কথার বিবাদ বুজ্জর মুখবিনিঃসৃত এই সকল কথার তাহা প্রকাশ পায়।—অধি

একমাত্র অধিতীয়—সৃষ্টির পূর্বে যে সৎ বিদ্যমান ছিলেন তিনি একা বিদ্যমান ছিলেন, আর কেহ বা কিছুই তাঁহার সঙ্গে সহায়রূপে বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তিনি অধিতীয় দ্বিতীয়-বিরহিত। সৎ কারণ জগৎ কার্য্য। এই কার্য্যভূত জগৎ শক্তিসমুৎপন্ন। কারণের যদি কার্য্যোৎপাদনে শক্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কারণত্বই ঘটে না। শক্তিই তবে যদি তাঁহার সঙ্গে বিদ্যমান ছিলেন, তবে তিনি একমাত্র দ্বিতীয়বিরহিত হইলেন কি প্রকারে? শক্তি আর তিনি কিছু স্বতন্ত্র নহেন, সত্তা বলিলেই শক্তি বুদ্ধায়, কেন না শক্তি বিনা সত্তা শব্দবিষাণবৎ মিথ্যা। শক্তির কিছু করিবার সামর্থ্য না থাকিলে তাহাকে শক্তি বলা যায় না, সুতরাং এই শক্তিই জগতের উপাদান, শক্তিমধ্যে এমন কিছু বৈচিত্র্য আছে যাহা প্রকাশ পাইলে জগদাকারে পরিণত হয়। এই বৈচিত্র্যকে বেদান্ত নামরূপ আখ্যা দিয়াছেন, শক্তিমধ্যে নামরূপরূপ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। যদি নামরূপ বলিয়া কিছু শক্তিমধ্যে থাকে, তাহা হইলে পূর্বে কিছুই ছিল না, এ কথা বেদান্ত বলিলেন কি রূপে? সত্তা ও শক্তি যেমন এক ও অভিন্ন, শক্তি ও তত্ত্বৈচিত্র্য তেমনি এক ও অভিন্ন। এক ও অভিন্ন হইয়াও কি প্রকারে ভিন্নাকারে প্রতীতির বিষয় হয়, ইহার উত্তর প্রতিজ্ঞনের স্ব স্ব অনুভূতি। আমাদের মানস-শক্তি হইতে যাহা কিছু প্রসূত হয়, তাহা আমাদের মন হইতে স্বতন্ত্র নহে, অথচ স্বতন্ত্র বলিয়া নিত্য প্রতীত। মানসোৎপন্ন বিষয় সমুদায় মিথ্যা এ কথা কিরূপে বলিব, কেন না উৎপত্তির পূর্বে মনে জ্ঞানাকারে তাহাদের বিদ্যমানতা না থাকিলে তাহাদের উৎপত্তিই সম্ভবিত না। উৎপন্ন-বস্তুসমূহ-দর্শনে মানবে জ্ঞানোৎপন্ন হয়, সুতরাং সে জ্ঞান ছাড়াও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, স্রষ্টার সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইবে কি প্রকারে? যে সকল উৎপন্ন বস্তু দর্শন-করিয়া আমাদের ভিক্ষুবে অজ্ঞাতঃ অভূতঃ অকৃতঃ অসংখ্যাতঃ নো চে তঃ ভিক্ষুবে অভবিস্ব অজ্ঞাতঃ অভূতঃ অকৃতঃ অসংখ্যাতঃ ন বিধ জাতস্ব ভূতস্ব কতস্ব সংখতস্ব নিস্বরণং পঞ্ঞায়েধ। যন্মা চ খো ভিক্ষুবে, অখি অজ্ঞাতঃ অভূতঃ অকৃতঃ অসংখ্যাতঃ তন্মা জাতস্ব ভূতস্ব কতস্ব সংখতস্ব নিস্বরণং পঞ্ঞায়ে-ভীতি। উদান ৮ বগ্গ পাটলিগামীয় বগ্গ।

হে ভিক্ষুগণ, অজ্ঞাত, অভূত, অকৃত, অসংখ্যাত আছেন। হে ভিক্ষুগণ, যদি সেই অজ্ঞাত, অভূত, অকৃত, অসংখ্যাত না থাকিতেন তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত, সংখ্যাতের নিঃসরণ জ্ঞানের বিষয় হইত না। যেহেতু, হে ভিক্ষুগণ, নিশ্চয়ই অজ্ঞাত, অভূত, অকৃত অসংখ্যাত আছেন, সেই জন্তই জাত ভূত সংখ্যাতের নিঃসরণ জ্ঞানের বিষয় হয়।

মহাপরিব্রাজক-স্বত্বের এ কথাগুলি পড়িয়া কি মনে হয়?

তন্মাত্তহানন্দ অন্তরীপা বিহরথ অন্তসরণ অনঞ্ঞসরণ ধম্মরীপা ধম্মসরণ অনঞ্ঞসরণ।

হে আনন্দ, আন্তরীপ হইয়া বিহার কর, আন্তসরণ হও, অন্তসরণ হও, ধর্মরীপ হও, ধর্মসরণ হও, কৃত অনন্তসরণ হও।

যিনি প্রেরিতাকে মানেন, অনন্তচিত্ত হইয়া প্রেরিতার শরণাপন্ন, অজ্ঞাত অভূত অকৃত অসংখ্যাতকে সকলের মূল বলেন, তাহাকে বেদান্তধর্ম হইতে বহির্ভূত করে কাহার সাধ্য?

তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়, তাহাদের জ্ঞানাকারে স্রষ্টাতে স্থিতি না থাকিলে তাহাদের উৎ-  
পত্তিই সম্ভবে না, স্রষ্টার মানিতে হইতেছে জ্ঞানাকারে তাহাদের স্থিতি স্রষ্টাতে পূর্বে  
হইতে ছিল। এই জ্ঞানাকারে স্থিতিকেই বেদান্ত নামরূপ অথবা দিয়াছেন এবং এই  
নামরূপই শক্তিবৈচিত্র্য। শক্তি কেবল শক্তি নহেন চিহ্নশক্তি। শ্রুতি এ জন্তই বলিয়াছেন  
“জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি ( ৬।১১ )।”

আমি বহু হইব, আমি প্রাচুর্য হইব—এই কথাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে,  
ঐহিক জ্ঞানমধ্যে বহুত্ব ছিল বৈচিত্র্য ছিল, জীবসন্নিধানে এমন অনেক বিষয় অবাক্ত ছিল  
যাহা ব্যক্তকারবার উপযোগী। প্রাচুর্য হইব এস্থলে উপনিষদে সর্বত্র ‘জন্মিব’ এই  
ক্রিয়া আছে। জন ধাতুর ধাত্বর্থ প্রাচুর্য। যাহা ভিতরে লুক্কায়িত আছে তাহা প্রকাশ  
পাওয়া জন্ম, জনধাতুর মূলার্থ তাহাই। জন্মিব বলিলে যে বিকারিত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় প্রাচু-  
র্য হইব বলিলে সে বিকারিত্ব প্রকাশ পায় না বলিয়া আমরা জন্মিব স্থলে অল্পবদে  
‘প্রাচুর্য হইব’ করিয়াছি।

তেজ সৃজন-করিলেন—বলের ( ক্রিয়াশক্তির ) প্রথমাবিক্রি তেজ। তেজ হইতে  
জল ইত্যাদি যে উপনিষদের প্রত্যক্ষ-দর্শন-সিদ্ধান্ত, স্বয়ং উপনিষদই তাহা স্পষ্টবাক্যে  
বলিয়াছেন।

১০। নৈবেহ কিকনাঐ আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমারুতমাসীৎ ।  
অশনায়য়াশনায়্য হি মৃত্যুস্তম্মনোহকুরুতান্নবী স্যামিতি । সোহর্চ্চ-  
ন্নচরৎ তস্ম্যর্চ্চত আপোহজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্ক-  
শ্চার্কভুত্বম্ । কং হ বা অশ্নৈ ভবতি যএবমেতদর্কশ্চার্কভুৎ বেদ ।

আপো বা অর্কস্তদ্যদপাংশর আসীত্তং সমহন্যত । সা পৃথি-  
ব্যভবৎ তস্ম্যামশ্রাম্যৎ তস্ম্য শ্রাস্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ত-  
তাগ্নিঃ ।

স ত্রেধান্নানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ত্ স এষ  
প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ তস্য প্রাচী দিক্ শিরোহসৌ চাসৌ চৈশ্মৌ ।  
অথাস্ত্র প্রাচীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ স্কুথ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী  
চ পার্শ্বে দেয়ঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ স এবোহম্মু প্রতিষ্ঠিতো  
যত্র ক চৈতি তদেব প্রতিষ্ঠিত্যেবং বিধান্ ।

সোহকাময়ত দ্বিতীয়ে ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং  
মিথুনত্ সমভবৎ অশনায়া মৃত্যুস্তদ্যদ্রেত আসীৎ স সংবৎসরোহভ-

বৎ । ন হ পুরা ততঃ সংব সর আস তমেতাবন্তঃ কালমবিভঃ ।  
যাবান্‌সংবৎসরন্তমেতাবতঃ কালস্ত পরস্তাদসৃজত । তজ্জাতমভি-  
ব্যাদদাৎ স ভাণকরোং সৈব বাগভবৎ ।

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমৎস্ত্রে কনীয়োহমং করিষ্য ইতি স  
তয়া বাঁচা তেনাঅনেনদৎ সর্কমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজুংযি  
সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্‌ প্রজাঃ পশূন্‌ । স যদাদেবাসৃজত তত্তদ-  
ভুমপ্রিয়ত সর্কং বা অতীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্কস্মৈতস্তাত্তা  
ভবতি সর্কমস্তান্নং ভবতি য এবমেতদদিতেরদিতিত্বং বেদ ।

সোহকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজ্ঞেয়েতি । সোহশ্রামাৎ স  
তপোহতপাত তস্ত শ্রান্তস্ত তপ্তস্ত যশো বীর্গ্যমুদক্রামৎ । প্রাণা বৈ  
যশো বীর্গ্যং তৎ প্রাণেষুংক্রান্তেষু শরীরং স্বয়িতুমপ্রিয়ত তস্ত শরীর-  
এব মন আসীৎ । হ, আ, ৩।২।১—৭ ।

সোহকাময়ত মেধ্যং মহিদং স্ত্রাং ইত্যাদি ( ২ । ১৩ ) ।

‘ইহ’ সংসারমণ্ডলে ‘অগ্রে’ স্থঃ প্রাক্ ‘কিঞ্চন’ নামরূপপ্রতিভক্ত বিশেষঃ ‘নৈব’ ‘আসীৎ’ । ‘ইদং’  
দৃশ্যমানং জগৎ ‘স্বভূতানা’ ভোক্তৃরূপিণা আদিলীবেন ‘আনুভূতম্’ ‘আসীৎ’ । ‘হি’ যতঃ ‘অশনারায়’  
অশিতুমিচ্ছয়া পরিলক্ষিতঃ, ততঃ ‘স্বভূতাঃ’ ‘অশনারা’ । ‘আস্মাখী’ আস্মাবান্‌ মনস্বী ‘সাম্’ ইতি স  
‘তদ্বনঃ’ তদীয়ং মনঃ কর্মাণোচনকর্মাস্তঃকরণং ‘অকুরত’ কৃতবান্‌ । ‘স’ সমনসঃ ‘অর্জুন’ পরাশ্রয়ানং  
পূজয়ন্‌ ‘অচরৎ’ ব্যারাজৎ । ‘অর্জুতঃ’ পূজয়তঃ ‘তত্ত’ সকাশাৎ ‘আপঃ’ ‘অজায়ন্ত’ । ‘অর্জতে’ পূজাং  
কুর্বতে ‘বৈ’ এব ‘সে’ মহ্যং ‘কং’ জলম্‌ ‘অভূৎ’ ইতি ‘তৎ’ অর্জনোৎপন্নং জলম্‌ ‘এব’ ‘অর্কত’—অর্জ-  
তের্ধ্বক্—‘অর্কত্বং’ তেলো রম্যং জলম্‌ । ‘বঃ’ ‘এবম্‌’ ‘এতৎ অর্কত্ব অর্কত্বং’ ‘বেদ’ জানাতি ‘অন্মৈ’  
‘কং’ সূতং ‘ই বৈ’ ‘ভবতি’—সূত্রে জলে চ কনিতি নামসামান্তাৎ ।

‘আপঃ বা অর্কঃ’—তেজোহবিধানম্‌ । ‘তৎ’ তন্মাৎ ‘সৎ অগাৎ’ ‘সরঃ’ সরস্বতী সরঃ সরস্বতী  
মণ্ডুতম্‌ ‘আসীৎ’ ‘তৎ’ ‘সমহন্তত’ সংবাতম্‌ আপদ্যত । ‘সা পৃথিবী’ ‘অভবৎ’ । ‘তস্তাম্‌’ উৎ-  
পাদিতারাম্‌ স্বভূতাঃ ‘অশ্রামাৎ’ শ্রমযুক্তঃ বভূব । ‘শ্রান্তস্ত’ ‘তত্ত’ ‘তপ্তস্ত’ সত্তপ্তস্ত ‘তেজঃ রসঃ’ তেজ-  
এব রসঃ সারঃ ‘অগ্নিঃ’ ত্বা ‘নিরবর্ন্তত’ নিদ্রাস্তবান্‌ ।

‘স’ স্বভূতাঃ ‘আস্মানং’ ‘ত্রেথা’ ত্রিপ্রকারঃ ‘ব্যকুরত’ বিতক্তবান্‌ । কথম্‌ ? ‘আদিতাং’ ‘তৃতীয়ম্‌’  
—অগ্নিব্যাপেক্ষয়া, ‘বাহুঃ’ ‘তৃতীয়ম্‌’—অগ্ন্যাদিত্যাপেক্ষয়া, বাহ্যাদিত্যাপেক্ষয়া অগ্নিঃ তৃতীয়মিতি  
নোক্তং শ্রুতং, ‘নিরবর্ন্ততাগ্নিঃ’ ইতি কথনাৎ । ‘স এব আগঃ’ অগ্নিব্যাদিত্যরূপঃ ‘ত্রেথা’ ‘বহিঃ’  
কৃতঃ । ‘তত্ত’ ত্রেথাজুতস্ত ‘প্রাচী দিক্‌ শিরঃ’ ‘অসৌ চ অসৌ চ’ ঐশান্তায়েমৌ ‘ইদৌ’ বাহুঃ । ‘অথ  
অন্ত প্রাচী দিক্‌’ ‘পূজঃ’ অথন্তপাণঃ ‘অসৌ চ অসৌ চ’ বায়বান্‌ঋতৌ ‘সক্‌’ ‘সক্‌’ ‘সক্‌’  
‘দক্ষিণা চ উত্তীচী চ’ ‘পার্শ্বঃ’ ‘ভ্রোঃ পৃষ্ঠম্‌’ ‘অন্তরিক্ষম্‌ উদরম্‌’ ‘ইয়ং’ পৃথিবী ‘উরঃ’ বক্ষঃ । ‘স এবঃ’



‘অঙ্গু’ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ । ‘এবং’ বিধান্ জানন্ ‘যত্র ক চ’ ‘এতি’ গচ্ছতি, ‘তৎ’ তত্র ‘এব’ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ দ্বিতিং লভতে ।

‘স’ অশনারা যুত্যাঃ ‘দ্বিতীয়ঃ’ ‘মে’ মম ‘আত্মা’ শরীরং ‘জারেত’ উৎপন্নোত ‘ইতি’ ‘অকামরত’ । ‘স’ এবং কামদ্বিত্বা ‘মনসা’ পূর্বেৎপন্নেন ‘বাচঃ’ ‘মিথুনঃ’ সৃষ্টিং ‘সমতবৎ’ ‘সমভাবয়ৎ কৃতবান্’ ‘তৎ’ তত্র মিথুনে ‘যৎ’ ‘রেতঃ’ বীজম্ ‘আসীৎ’ স ‘সংবৎসরঃ’ ‘অভবৎ’ । ‘ততঃ’ ‘পুরা’ পূর্বে ‘ন’ ‘হ’ ‘সংবৎসরঃ’ ‘আস’ । ‘তঃ’ বীজভূতং ‘এতাবন্তঃ কালঃ’ স ‘অবিভঃ’ ভূতবান্ পুষ্টিমন্তাসাধয়ৎ । ‘বাবান্’ সংবৎসরঃ ‘তাবতঃ’ কালন্ত পরন্তাৎ ‘তঃ’ ‘বীজকৃতম্’ ‘অহরত’ সৃষ্টবান্ কুমারাকারেণ সঃ । ‘তং’ জাতং’ স ‘অভিবিদ্যাদদাৎ’ বিদীর্ণমুখং কৃতবান্ ‘ন’ কুমারঃ ‘তাৎ’ ইতি শব্দম্ ‘অকরোৎ’ ‘সা’ এব বাক্ ‘অভবৎ’ ।

‘স’ যুত্যাঃ ‘ঐক্যত’ পৰ্যালোচনত - ‘যদি বা’ ‘ইমং’ কুমারম্ ‘অভিমন্তে’ তক্ষণায় অভিলষিষ্যে, ‘কণীয়ঃ’ অঙ্গম্ ‘অন্নং’ ‘করিস্যে’ ইতি । এবমালোচনম্ ‘স’ ‘ভয়া বাচা’ ‘তেন’ ‘আত্মনা’ মনসা ‘ইদং’ সর্বম্ ‘অনুভবত’ ‘যৎ ইদং কিক’—‘যতঃ’ যজ্ঞং যি ছন্দাসি যজ্ঞান্ প্রমাঃ পশুন্ । ‘স যৎ যৎ এব অনুভবত তৎ তৎ’ ‘অন্তুঃ’ তক্ষণিতম্ ‘অগ্নিরত’ ধৃতবান্ । যন্মাৎ ‘সর্বং’ ‘বৈ’ স ‘অস্তি’ ‘ইতি’ ‘তৎ’ তন্মাৎ ‘অদিতোঃ’ অদিতিনারঃ ‘অদিতিহং’ তন্ত যুতোয়াঃ প্রসিদ্ধম্ । স ‘সর্বন্ত এতন্ত অন্তা’ ‘ভবতি’ ‘সর্বম্’ অস্য অন্নং ‘ভবতি’ ‘যঃ’ এবম্ ‘এতৎ অদিতোঃ’ অদিতিহং ‘বেদ’ জ্ঞানাতি ।

‘ভূরসা’ মহতা ‘যজ্ঞেন’ ‘ভূরঃ’ পুনরপি ‘যজ্ঞেয়’ ইতি ‘স’ যুত্যাঃ ‘অকামরত’ । ‘স’ ‘অশ্রাম্যৎ’ শ্রমযনুভূতবান্ । ‘স’ ‘তপঃ’ জ্ঞানশক্তিম্ ‘অতপ্যত’ উদভাবয়ৎ । ‘শ্রান্তস্য তপস্য’ তস্য ‘বশঃ’ বীৰ্যম্ ‘উদক্রামৎ’ নিঃসৃতবৎ ‘প্রাণাঃ’ চক্ষুরাদয়ঃ ‘বৈ’ এব ‘বশঃ’ বীৰ্যম্ ‘তৎ’ তন্মাৎ, প্রাণেশু উৎক্রান্তে’ ‘শরীরং’ ‘বসিতু’ উচ্ছন্নভাবঃ গন্তম্ ‘অগ্নিরত’ আরভ্যত । ‘তস্য শরীরে এব মনঃ’ ‘আসীৎ’—তর্কত্রৈব ব্যাপৃতং তৎ ।

এবং ব্যাপৃতং কিমকারাৎ ‘সোহকামরত মেধ্যং ম ইদং স্যাৎ’ ইত্যাদি (২। ১৩) ।

এ সংসারে সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, যুত্যা দ্বারাই এ জগৎ আরম্ভ ছিল । বুভুক্ষার দ্বারা লক্ষিত যুত্যাই বুভুক্ষা । আত্মবান্ মনস্বী হইব বলিয়া তিনি তাঁহার মন [ উদ্ভূত ] করিলেন । তিনি অর্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । অর্চনায় প্রবৃত্ত তাঁহার সঙ্গীপে জল প্রাদুর্ভূত হইল । অর্চনায় প্রবৃত্ত আমার উদ্দেশে জল হইল, অতএব সেই জলই অর্কের অর্কত্ব । যে ব্যক্তি অর্কের এইরূপ অর্কত্ব জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সূখই হয় ।

জলই বা অর্ক । সে জন্ত জলের যে সর হইল, সেই সর ঘনীভূত হইল । সেই [ ঘনীভূত সর ] পৃথিবী হইল । পৃথিবী [ উৎপন্ন ] হইলে যুত্যা শ্রান্ত হইলেন । শ্রান্ত পরিতপ্ত তাঁহার তেজোরূপ রস অগ্নি [ হইয়া ] বাহির হইলেন ।

তিনি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, আদিভ্য তৃতীয়, বায়ু

তৃতীয়, [ অগ্নি তৃতীয় ]। সেই এই [ অগ্নি-বায়ু-আদিত্যরূপ ] প্রাণ ত্রিপ্রকার হইল। পূর্ব দিক্ তাহার শির, ঐটি ঐটি [ ঐশান্য ও অগ্নি-কোণ ] তাহার দুই বাহু। অনন্তর পশ্চিম দিক্ উহার অধোভাগ, ঐটি ঐটি [ বায়ু ও নৈঋতকোণ ] উহার সন্ধিস্থয়। দক্ষিণ দিক্ ও উত্তর দিক্ উহার পার্শ্বস্থয়, দ্ব্যলোক পৃষ্ঠ, অস্তরীক্ষ উদর, এই পৃথিবী বক্ষ। সেই ইনি জলে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ জানিয়া যিনি যে কোন স্থানে গমন করেন সেখানেই তিনি স্থিতি লাভ-করেন।

সেই বৃত্তাকারপী মৃত্যু অভিলাষ করিলেন,—আমার আর একটি শরীর হউক।

তিনি বাক্ ও [ পূর্বোৎপন্ন ] মনের যোড় বান্ধিলেন। তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন হইল তাহাই সংবৎসর হইল। তৎপূর্বে সংবৎসর ছিল না। যত দিনে সংবৎসর হয়, তত দিন সেই বীজকে তিনি পরি-পোষণ করিলেন। তৎপরিণিত কালের পর তিনি তাহাকে (কুমা-রাকারে) উৎপাদন করিলেন। জন্মের পর তিনি তাহার মুখ-ব্যাদাম সাধিত করিলেন। সে ভাণ্ এই শব্দ করিল, তাহাই বাক্ হইল।

তিনি আলোচনা করিলেন, যদি ইহাকে অভিলাষ-করি, অন্ন অন্ন (ভক্ষ্য সামগ্রী) করিব। তাই তিনি ঋক্, যজু, সাম, ছন্দ, যজ্ঞ, প্রজা পশু, এ সকল (স্বাধার জঙ্গম) বাহা কিছু সকলই মন-ও-বাক্‌যোগে সৃজন-করিলেন। তিনি ষা ষা সৃজন-করিলেন তাই তাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সকল অদন করিলেন বলিয়া অদিতির অদিতিত্ব হইল। যিনি এইরূপ এই অদিতির অদিতিত্ব জানেন, তিনি এ সকলের অদন-কর্ত্তা হইবেন, সকলই তাঁহার অন্ন হয়।

তিনি অভিলাষ করিলেন, পুনরায় মহাযজ্ঞে যজ্ঞ-করিব। তিনি শ্রমানুভব করিলেন। তিনি তপ করিলেন। এই পরিশ্রান্ত ও পরিতপ্ত আদিত্য হইতে যশ ও বীৰ্য্য নিঃসৃত হইল। প্রাণসমূহই (চক্ষুরাদিই) যশ ও বীৰ্য্য, তাই প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হওয়াতে (তাঁহার) শরীর ক্ষীত হইতে লাগিল।

আমার এই শরীর মেধ্য (যজ্ঞের উপযুক্ত) হউক, এই শরীর দ্বারা

আমি আত্মবানু হই, প্রজাপতি এইরূপ অভিলাষ করিলেন। ইত্যাদি (২।১৩[২৩পৃ])।

ভাব—স্বভা—স্বভূতা, ভোক্তা, আদীজীব, প্রজাপতি। অগ্রে ভোক্তা, তৎপর ভোগ্যের অভ্যুদয় বেদান্তের সৃষ্টিপ্রণালীপর্যালোচনার ইহাই প্রতীত হয়। যেখানে অগ্রে ভোগ্যের অভ্যুদয় বর্ণিত হইয়াছে, সেখানেও জানিতে হইবে, ভোক্তা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান। তাই ঐতরের বলিয়াছেন—“তিনি জল হইতে পুঙ্খবকে উদ্ধৃত করিয়া মূর্ত্তিমানু করিলেন।” ভোক্তার প্রয়োজনানুরূপ ভোগ্যের ক্রমিক অভিব্যক্তি উপনিবৎ এই নিয়মেরই অনুসরণ করিয়াছেন। জীবচৈতন্তের অগ্রে সমাগম না হইলে পরাস্কার জগৎসম্পর্কীয় জ্ঞান বা অমুভব প্রতিফলিত হইবার পাত্রের অভাব হয়, স্মৃতিরং এখানে পরিস্কারবাক্যে আর কিছু ছিল না ভোক্তা ছিলেন, এ কথার উল্লেখ সৃষ্টির ক্রমবিরোধী নহে। ভোগই ভোক্তার স্বভাব, সেই স্বভাবের প্রেরণায় তিনি ভোগের নিমিত্ত অতি প্রথমেই পরাস্কার শরণাপন্ন হন। “তিনি অর্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন” এ কথার শ্রুতি শরণাপন্নতাই প্রকাশ করিয়াছেন। ভোক্তার মন কিছু আগন্তুক নয়, ভোগ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা তজ্জন্ত শরণাপন্নতা ইত্যাদি সকল মনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ভোক্তা আপনি আপনার অন্তর্ভূত মন উদ্ধৃত করিলেন, শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহার অর্চনার প্রথম ফল হইল জলের উৎপত্তি। তেজ বিনা জলের উদ্ভূতাবস্থা কখন সম্ভবে না এজন্ত জল ও তেজোরশি অর্কে এখানে এক করা হইয়াছে। অর্ক বা তেজোরশির মূল কি? ভগবদর্চনা। এ নিমিত্ত অর্চনাতুসমুৎপন্ন অর্ক শব্দকে তেজোরশি বুঝাইবার জন্ত শ্রুতি ব্যবহার করিয়াছেন। সৃষ্টিবিষয়ে জীবের যে আত্মকর্তৃত্ব নাই, এক অর্চনাশব্দেই শ্রুতি তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহার সম্বন্ধে স্মৃতি হয়—ক—জল ক—সুখ, ক—অর্ক স্মৃতিরং অর্কের অর্কত্বজ্ঞানে স্মৃতি।

জলের যে সর হইল—তাপযোগে জলের সর হইল—নীলিকা উৎপন্ন হইল, সেই নীলিকা ঘনীভূত হইয়া পৃথিবী হইল। এই নীলিকা অতিসূক্ষ্ম উদ্ভিৎসমষ্টি বা কীটাত্মসমষ্টি, এইগুলি তেজোরূপী প্রাণের প্রথম ক্রিয়া, ক্রিয়াশক্তির প্রথমোদ্ভেদ। অগ্নি বায়ু আদিত্য, দিক্‌সমূহ, স্থানোক অন্তরীক্ষ, এ সমুদায়ই সেই ক্রিয়াশক্তিরই অভিব্যক্তি।

বাক্ ও মনের ঘোড় বান্ধিলেন—মনের প্রত্যেক মনন বাক্ বিনা প্রকাশ পায় না, এজন্ত মন ও বাক্ যুগপৎ একত্র স্থিতি করে। আমাদের মনন বা চিন্তা দেশগত নহে কালগত; উহাই কালের অভিব্যক্তক। মানসে প্রতিভাত প্রত্যেক পরিবর্তন কালে গ্রথিত, বাগ্‌যোগে স্থায়িতাপ্রাপ্ত; তাই মন ও বাকের সংযোগে কালের উৎপত্তি শ্রুতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কালের সহিত সংযুক্ত, এনিমিত্ত ব্যাপ্তি জীব ও সৃষ্টির অভিব্যক্তি, কালের অভিব্যক্তির পর উক্ত হইয়াছে।

‘তাই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন—জীব ভোক্তা জগৎ ভোগ্য। ‘ভক্ষণ করিতে লাগিলেন’ এই কথায় সেই ভোক্তৃভোগ্য-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুনরায় মহাবিজ্ঞান-করিব—জীব ভগ্নবদারাদনা বিনা অন্য কোন উপায়ে সম্পন্ন হয় না, এজন্যই সৃষ্টির পূর্বে এবং তদনন্তর ভগ্নবদারাদনার উল্লেখ হইয়াছে।

১১। আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদা-  
অনোহপশ্যৎ সোহহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততো হহমামাতবৎ তস্মা-  
দপ্যোতর্হামিত্তিতোহহমিত্যেবাগ্র উক্ত্বাহথান্যমাগ প্রক্রেতে যদশ্রু  
ভবতি স যৎ পূর্কোহস্মাৎ সর্কস্মাৎ সর্কান্ পাপ্মন ঐষতস্মাৎ পুরুষ  
ঐষতি হ বৈ স তৎ যোহস্মাৎ পূর্কো বুদ্ধযতি য এবং বেদ ।

সোহবিভক্তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাক্রে যশ্মদন্যমাস্তি  
কস্মান্নু বিভেদমীতি ততএবাস্ত ভয়ং বীয়ায় কস্মাক্যভেষ্যৎ দ্বিতীয়ান্নৈ  
ভয়ন্তবতি ।

স বৈ নৈব রেমে -তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ ।  
স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং  
বেধাপাতয়ন্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্করূপলমিব স্ব  
ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যাস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাৎ  
সমভবত্ততো ঐনুষ্য। অজায়ন্ত ।

সোহেয়মীক্ষাংচক্রে কথং নু মাত্তন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি হস্ত  
তিরোমানীতি সা গৌরভবদৃষত ইতরস্তাৎ সমেবাভবত্ততো গাবো-  
হজায়ন্ত বড়বেতরাভবদবৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভইতরস্তাৎ  
সমেবাভবত্তত একশকমজায়তাহজ্ঞেতরাভবন্ত ইতরোহবিরিতরা  
মেঘ ইতরস্তাৎ সমেবাভবত্ততোহজাবয়োহজায়ন্তৈবমেব যদিদং  
কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তং সর্কমসৃজত ।

সোহবেদহং বাব সৃষ্টিরস্মাহৎ হীদৎ সর্কমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টি-  
রভবৎ সৃষ্ট্যাৎ হাহস্মৈতস্মাৎ ভবতি য এবং বেদ ।

অথৈত্যান্মহং স মুখাচ্চ যোনেহ স্তাভ্যাকাগ্নিমসৃজত তস্মাদেত-  
দুভয়মলোমকমন্তরতোহলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ । তদ্যদিদমাছ-

রমুং যজ্ঞামুং যচ্ছৈত্যেকৈকং দেবমেতৈশ্চৈব সা বিসৃষ্টিরেবঃ উ হেব সর্কে দেবাঃ । অথ যৎ কিক্কেদমার্জং তদ্রেতসোহসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদং সর্কমম্নৈকৈবাম্নাদশ সোম এবাম্নমগ্নিরম্নাদঃ সৈষা ত্রৈকণোহতিসৃষ্টিঃ । যচ্ছৈয়সো দেরানসৃজতাত যম্নর্ভ্যঃ সন্মম্নতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাং হাশ্চৈতস্ত্যাং ভবতি য এবং বেদ ।

তদ্বাদং তহ্যবাকৃতমাসীং তন্মামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-  
নামায়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে-  
হসৌনামায়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টে আনখ্যেত্রেভ্যো যথা  
ক্ষুরঃ ক্ষুরপানেহবহিতঃ স্রাদ্বিশ্চরো বা বিশ্বশ্চরকুলায়ে তন্ন পশুন্তি ।  
অকৃৎস্নো হি স প্রাণমেব প্রাণো নাম ভবতি বদন্ বাক্ পশুংশ্চক্ষুঃ  
শৃণু শ্রোত্রং মথানো মনস্তান্শ্চৈতানি কর্মনামাশ্চৈব । স যোহত  
একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হেযোহত একৈকেন ভবত্যাশ্চে-  
তোবোপাসীতাত্র হেতে সর্ক একং ভবন্তি । তদেতং পদনীয়মশ্চ  
সর্কশ্চ যদয়মাত্মানেন হেতং সর্কং বেদ । যথা হ বৈ পদেনানু-  
বিন্দেদেবং কীর্তিৎ শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ।

বৃহ, ৩।৪।১—৭ ।

'অগ্রে' স্রষ্টে প্রাক্ 'ইদং' দৃষ্টমানং জগৎ 'পুরুষবিধঃ' পুরুষাকারঃ অন্তঃকরণাদিসংঘাৎ 'আজ্ঞা এব'  
'আসীৎ' 'স আজ্ঞা' 'অনুবীক্ষ' পর্য্যালোচ্য 'আজ্ঞানঃ' 'অন্তঃ' 'ন' 'অপশ্যৎ' । 'ন' আদিপুরুষঃ 'অহম্'  
অগ্নি ইতি অগ্রে 'বাহরং', 'ততঃ' স 'এহং নামা' 'অভবৎ' । 'তস্মাৎ' 'এতর্হি' এতস্মিন্ কালে  
'অপি' 'আমন্ত্রিতঃ' কস্তমিভূক্তঃ 'অহম্ ইতি এব অগ্রে উক্তা' 'অথ' অনন্তরম্ 'অন্তঃ' 'যৎ' 'অন্ত'  
'নাম' 'ভবতি' তৎ 'প্রকৃতং' । 'যৎ' বস্মাৎ 'স' 'সর্কস্মাৎ' 'অস্মাৎ' 'পূর্কঃ' প্রথমঃ সন্ 'সর্কান্ পাণ-  
মনঃ' মালিষ্ঠানি 'ঔষৎ' অদহৎ ; 'তস্মাৎ' 'যৎ' 'পূর্কঃ' 'অস্মাৎ' সর্কস্মাৎ 'পূর্কঃ' প্রধানঃ 'বৃহতি'  
ভবিতুমিচ্ছতি 'স' 'হ বৈ' 'তৎ' পাণ্যানং মালিষ্ঠম্ 'ঔষতি' দহতি । কোহসৌ ? 'যঃ' 'এবম্' আদি-  
পুরুষস্ত স্বকর্ষসাধনার পাণদহনব্যাপারং 'বেদ' জানাতি ।

'স' 'অবিভৎ' ভীতোহন্তবৎ । 'তস্মাৎ' অদ্বৈত্বৈপি 'একাকী' 'বিভেতি' । 'স' 'অয়ং' 'হ' 'ঈক্ষাৎ'  
চক্রে' আলোচিতবান্—'যৎ' 'যস্মাৎ' 'মদন্তঃ' 'ন' 'অস্তি' 'কস্মাৎ' 'হু' 'বিভেতি' 'ইতি' । 'ততঃ' এবং  
পর্যালোচনানন্তরম্ 'এব' 'অন্ত ভরং' 'বীয়ায়' বিশ্টিম্ অপগতবৎ । 'কস্মাৎ' 'হি' স 'অভেদ্যং' 'দ্বিতী-  
য়াৎ' 'বৈ' নিশ্চিতং 'ভরং' ভবতি ।

'স বৈ ন এব' 'য়েম' ন রতিম্ অবশ্যবৎ । 'তস্মাৎ' অদ্বৈত্বৈপি 'একাকী' ন রমতে' । 'স'  
দ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মৎ' । 'ত্ৰীপুমাংসো সন্মস্রিষজ্যো' 'যথা' জ্ঞাতাং 'স হ' 'এতাবান্' এতৎপরিমাণঃ 'আস'  
বহু ব । 'স' 'ইমং' পরিষক্তত্ৰীপুরুষপ্রমাণম্ 'এব' 'আজ্ঞানং' 'বেদা' 'অপাতয়ৎ' পাতিতবান্ 'ততঃ'

পাতনাৎ—পাত্তেউতিরিতি শালিকাঃ—‘পতিঃ চ গল্পী চ’ ইতি সংজ্ঞে ‘অভবতাম্’। ‘তন্মাৎ’ ‘বঃ’  
আত্মা ‘ইদং’ দৃশ্যমানম্ ‘অর্দ্ধবৃগলম্’ অর্দ্ধবিদগম্ ‘ইব’ ‘ইতি হ’ ‘আহ’ ‘স্ব’ ‘বাজ্জবকঃ’। ‘তন্মাৎ’  
‘অয়ম্’ আকাশঃ ‘পুরুষাৰ্কশিষ্টঃ’ ‘স্বিয়া পূৰ্ব্বাভে এব’। ‘তাৎ’ পরিষতজ্ঞাপুরুষপ্রমাণাৎ আত্মনঃ সমুত্তাৎ  
‘সমভবৎ’ উপগতবান্ স আদিপুরুষঃ ‘ততঃ’ ‘মমুবাঃ’ ‘অজায়ন্ত’।

‘উহ’ উহহ—আত্মানং সম্বোধ্য—‘স’ ‘ইয়ম্’ ‘ইক্কাংচক্রে’ পৰ্যালোচয়ামাস—‘কথং’ ‘হু’ ‘মা’ সাং  
‘আত্মনঃ এব’ ‘জনয়িত্বা’ উৎপাদ্য ‘সংভবতি’ উপগচ্ছতি ? ‘হন্ত’ ‘তিরোমানি’ তিরোভবানি জাত্য-  
ন্তরেণ প্রচ্ছিন্না ভবানি ‘ইতি’ ‘স’ গোঃ অভবৎ ‘ইতরঃ’ আদিপুরুষঃ ‘ঋষতঃ’ বৃষভঃ সন্ ‘সম্ এব’  
মিথুনভাবমেব ‘অভবৎ’ অগচ্ছৎ ‘ততঃ’ সমুত্তবনাৎ ‘গাবঃ’ ‘অজায়ন্তঃ’। ‘ইতরা’ ‘বড়বা’ ‘অভবৎ’  
‘ইতরঃ’ অশ্ববৃষঃ ; ‘ইতরা’ ‘গর্দভী’ ‘ইতরঃ’ গর্দভঃ ‘তাৎ’ ‘সম্ এব’ ‘অভবৎ’ উপাগচ্ছৎ। ‘ততঃ’  
সংভবনাৎ ‘একশকম্’ একধ্বনম্ অস্বাভবতরগর্দভাধাম্ ‘অজায়ত’। ‘ইতরা’ ‘অশ্বা’ ‘অভবৎ’ ‘ইতরঃ’  
‘বন্তঃ’ ‘ইতরা’ ‘অবিঃ’ ‘ইতরঃ’ ‘মেঘঃ’ ‘তাৎ’ ‘সম্ এব অভবৎ’ উপাগচ্ছৎ ‘ততঃ’ ‘অজাবয়ঃ’ অজ্ঞাশ  
অবরশ্চ ‘অজায়ন্ত’। ‘এবম্ এব’ আপিণীলিকাভ্যাঃ ‘যদিদং কিক’ ‘মিথুনঃ’ ‘তৎ সর্পম্’ ‘অস্বজত’।

‘স’ আদিপুরুষঃ ‘অবেৎ’ অভাবয়ৎ—‘অহং বাব’ হৃষ্টিঃ ‘অগ্নি’ ‘অহং হি ইদং সর্পম্’ ‘অস্বকি’  
হৃষ্টবান্ অগ্নি ‘ইতি’। ‘ততঃ’ অস্মাৎ তাবনাৎ ‘স’ ‘হৃষ্টিঃ’ হৃষ্টসংজ্ঞকঃ ‘অভবৎ’। ‘যঃ’ ‘এবম্’  
আত্মানং হৃষ্টিত্বেন ‘বেদ’ স ‘হ’ ‘অশ্ব’ আদিপুরুষন্ত ‘এতন্তাৎ’ ‘হৃষ্ট্যাং’ ‘ভবতি’ তথৎ।

‘অথ ইতি’ অনেন প্রকারেণ ইতি ‘স’ মুখে হন্তৌ প্রক্ষিপ্য ‘অভ্যমহৎ’ আভিমুখান মথিতবান্।  
‘মুখাৎ চ’ হস্তাভ্যাং চ ‘যোনেঃ’ ‘অগ্নিম্’ ‘অস্বজত’। ‘তন্মাৎ’ ‘এতৎ উভয়ং’ হন্তৌ চ মুখং চ ‘অন্ত-  
রতঃ’ অলোমকম্ ‘হি’ যস্মাৎ ‘যোনিঃ’ ‘অন্তরতঃ’ ‘আলোমকা’। ‘যৎ ইদং’ বচঃ—‘অয়ং যজ্ঞ অয়ু-  
যজ ইতি’ ‘একেকং’ ‘দেবঃ’ বাজ্জিকাঃ ‘আহঃ’—তৎ ‘এতন্ত’ আদিপুরুষন্ত ‘এব’ ‘বিসৃষ্টিঃ’ দেবভেদঃ।  
‘এষ উ হি এব সর্পে দেবাঃ’। ‘অথ যৎ কিক ইদম্’ আর্দ্রং তৎ ‘রেতসঃ’ ‘অস্বজত’। ‘তৎ উশ্জবায়কং’  
বজ্র ‘সোমঃ’ ‘এব’। ‘অরং চ’ ‘অন্নাদঃ চ’ ‘এতাবদ্ নৈ ইদং সর্পং’—নাতেহধিকম্। কথম্ ? ‘সোম’  
এব অন্নম্ ? ‘অগ্নিঃ অন্নাদঃ’। ‘স’ এষা ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘অতিসৃষ্টিঃ’ সৃষ্টেয়ং কর্ষঃ। ‘কা সা ?’ ‘যৎ’ যস্মাৎ  
‘শ্রেয়সঃ’ প্রশস্ততরাৎ আত্মনঃ ‘দেবান্’ ‘অস্বজত’। ‘কথমতিসৃষ্টিরিতি সিদ্ধান্তঃ ?’ ‘যৎ’ যস্মাৎ ‘মর্ত্যঃ’  
মরণধর্মী সন্—আত্মনঃ পাপমান্ দক্ষা—‘অমৃতান্’ ‘অমরান্’ দেবান্ ‘অস্বজত’ ‘তন্মাৎ’ অতিসৃষ্টিঃ।  
‘বঃ’ ‘এবম্’ অশ্ব আদিপুরুষন্ত অতিসৃষ্টিঃ ‘বেদ’ স ‘হ’ ‘এতন্তান্’ ‘অতিসৃষ্ট্যাং’ ‘ভবতি’ তথৎ।

‘হ’ ঐতিহ্যে। ‘তৎ’ ‘ইদং’ পরোক্ষাপরোক্ষং জগৎ ‘তর্হি’ তস্মিন্ কালে ‘অব্যাকৃতম্’ অনভি-  
ব্যক্তম্ ‘আসীৎ’। ‘তৎ’ অব্যাকৃতম্—‘অয়ম্’ ‘অসৌনামা’ ইদংরূপঃ ‘জিতি’—‘নামরূপাত্যাম্’ এব  
‘ব্যাক্রিয়ত’ অভিব্যক্তমভবৎ—‘বি অ’ অক্রিয়ত বিস্পষ্টঃ নামরূপবিশেষাধারণমধ্যাদ্যং ব্যাক্তীভাবম্  
আপন্যত’। ‘তৎ’ তন্মাৎ ‘এতর্হি’ এতস্মিন্ কালে ‘প্রপি’ ‘ইদং’ জগৎ—‘অয়ম্’ ‘অসৌনামা’ ইদংরূপঃ  
‘ইতি’—‘নামরূপাত্যান্’ এব ‘ব্যাক্রিয়তে’ অভিব্যাক্তীভবতি। ‘স’ পরান্না ‘এন’ জীবঃ—জীবপরিষত্ভা  
‘ইহ প্রবিষ্টঃ আনথাগ্রেভ্যঃ’। ‘যথা’ ‘কুরথানে’ কুরকোশে ‘অবহিতঃ’ প্রবেশিতঃ ‘কুরঃ’ যথা ‘বা’  
‘বিশ্বন্তরক্লামে’ যথোনিকাঠানৌ অবহিতঃ ‘বিশ্বন্তরঃ’ অগ্নিঃ তথা ‘তৎ’ জীবপরিষত্ভারং ‘ন’ জনাঃ  
‘পশুন্তি’। ‘অকুৎসঃ’ অসমস্তঃ ‘স’ প্রাণন্ এব প্রাণঃ নাম ভবতি ‘বদন্ বাক্’ ‘পশুন্ চক্ষুঃ’ ‘শৃণু-  
শ্রোত্রঃ’ ‘মদানঃ’ মনঃ ‘তানি’ ‘এতানি’ ‘অন্য’ ‘কর্ম্মনামানি এব’। ‘স যঃ’ ‘অতঃ’ প্রাণনাদিক্রিয়াতঃ  
‘একেকং’ প্রাণং চকুরিতি বা ‘উপাস্তে’ ‘ন স’ ‘বেদ’ জানাতি। ‘হি’ যস্মাৎ ‘অতঃ’ প্রাণনাদিক্রিয়াতঃ  
‘এব’ ‘একেকেন’ ‘অকুৎসঃ’ ‘ভবতি’ তন্মাৎ ‘আত্মা’ ‘এব’ ‘উপাসীত’। ‘অম’ আত্মনি ‘হি’ ‘এতে’  
‘সর্কে’ প্রাণনাদয়ঃ ‘একম্’ অথও ‘ভবতি’। ‘যৎ’ যস্মাৎ ‘অশ্ব সর্পন্ত’ ‘অয়ম্’ আত্মা ‘তৎ’ তন্মাৎ

‘এতৎ’ আত্মস্বরূপঃ ‘পদনীরং’ পদনীরং প্রাপ্যম্ । ‘হি’ অভএব ‘অনেন’ আত্মস্বরূপেণ ‘এতৎ সন্ধঃ’  
‘বেদ’ জানাতি । ‘বখা হ বৈ’ ‘পদেন’ পদানি পুরাক্কিতদেশেন তদঙ্কমহুত্যা উদ্ভিষ্টঃ পদাদি ‘জহুবিলেৎ’  
লভেত, ‘এবম্’ আত্মস্বরূপঃ ‘বঃ’ ‘বেদ’ জানাতি স ‘কীর্তিঃ’ খ্যাতিঃ ‘লোকঃ’ গুণবর্ণনং ‘বিলভে’  
লভতে ।

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল । সেই আত্মা  
পর্যালোচনা করিয়া আত্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছু দেখিলেন না । তিনি  
প্রথমতঃ ‘আমি আছি’ এই কথা উচ্চারণ করিলেন । তাই তাঁহার  
নাম আমি হইল । সেই জন্ম আজও তাঁহাকে আপনি কে ? ইহা  
জিজ্ঞাসা করিলে অগ্রে আমি শব্দ বলিয়া তৎপর অন্য যে কোন নাম  
ইহার আছে তাহাই ইনি বলিয়া থাকেন । যেহেতুক তিনি এ সকলের  
প্রথম হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন, অতএব যে কোন ব্যক্তি  
এ সকলের প্রথম হইতে চান তিনি—আদি পুরুষের পাপদহন ব্যাপার  
অবগত হইয়া—পাপদহন করেন ।

তিনি ভয় পাইয়াছিলেন, তাই একাকী লোকে ভয় পায় । তিনি  
পর্যালোচনা করিয়াছিলেন—আমা ছাড়া কেহ নাই, কেন ভয় পাই ।  
এইরূপ পর্যালোচনায় ইহার ভয় চলিয়া গেল । তিনি কাহা হইতে  
ভয় পাইবেন, দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা হইতে ভয় হয় ।

তাঁহার ভাল লাগিল না, তাই একাকী ভাল লাগে না । তিনি দ্বিতীয়  
এক জন ইচ্ছা করিলেন । স্ত্রীপুরুষ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলে [স্থানতঃ]  
যৎপরিমাণ হয় তিনি তৎপরিমাণ হইলেন । ইনি এতৎপরিমাণ আপ-  
নাকে দ্বিগুণ করিয়া ফেলিলেন, সেই দুই গুণ পতি ও পত্নী হইল । সে  
জন্মই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন [ পতিপত্নীর ] আত্মা [ পরিণয়ের পূর্বে ]  
অর্দ্ধবিদলসদৃশ ! সেজন্মই এই শূন্যস্থান স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে ।  
তিনি সেই [ উৎপন্ন ] স্ত্রীতে সঙ্গত হইলেন, তাহা হইতে মনুষ্যসকল  
জন্মিল ।

সেই স্ত্রী পর্যালোচনা করিলেন, অহো আত্মা হইতে উৎপাদন  
করিয়া কেন ইনি আমাতে সঙ্গত হইলেন । অহো, আমি তিরোহিত  
হই । তিনি গো হইলেন, ইনি রুম্ভ হইয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন,  
তাহা হইতে গো সকল জন্মিল । তিনি বড়বা হইলেন ইনি অশ্বরুম্ভ  
হইলেন, তিনি গর্দভী হইলেন, ইনি গর্দভ হইলেন, অশ্ব ও গর্দভ হইয়া

তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন তাহা হইতে এক খুরবিশিষ্ট ( অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ ) জন্মিল । তিনি অজ্ঞা হইলেন ইনি ছগল হইলেন, তিনি মেঘী হইলেন ইনি মেঘ হইলেন, ছগল ও মেঘ হইয়া তাঁহাতে সঙ্গত হইলেন তাহা হইতে ছগল-মেঘজাতি হইল । এইরূপে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যত স্ত্রী পুরুষ আছে সকলই ইনি সৃজন-করিলেন ।

তখন তিনি ভাবিলেন, আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল-সৃজন করি-লাম । সেই ভাবনা হইতে সৃষ্টি হইল । যে ব্যক্তি এইরূপ ( আপনা-কেই সৃষ্টি বলিয়া ) জানেন তিনি ইহার সৃষ্টিতেই আপনিও সৃষ্টি হইলেন ।

এই প্রকার বলিয়া তিনি ( মুখে হস্তনিক্ষেপ করিয়া ) গম্বন করিলেন । তিনি মুখ হইতে হস্ত হইতে যোনিগত অগ্নি সৃজন-করিলেন । সে জগৎ এ উভয়ই ভিতরের দিকে লোমশূন্য কেন না যোনিও ভিতরের দিকে অলোম । অমুক দেবের যাজনা কর, অমুক দেবের যাজনা কর এই বলিয়া ( যাজিকগণ ) এক এক দেবতার উল্লেখ করেন, উহা কিন্তু এই আদি পুরুষেরই বিভেদ ; কেন না ইনিই সকল দেবতা । অনন্তর যাহা কিছু আর্দ্র তাহা তিনি রেত ( রস ) হইতে সৃজন করিলেন । সেই আর্দ্র বস্তুই সোম । অন্ন এবং অন্নাদ এই লইয়া সকল, এ ছাড়া আর কিছু নাই । সোমই অন্ন অগ্নিই অন্নাদ । ব্রহ্মার সৃষ্টির এই উৎকর্ষ যে, তিনি আপনার শ্রেষ্ঠভাগ হইতে দেবগণকে সৃজন-করিলেন । যেহেতুক মর্ত্য হইয়া অমরগণকে সৃজন-করিলেন তাই সৃষ্টির উৎকর্ষ । যে ব্যক্তি এইরূপ ( আদিপুরুষের সৃষ্টির উৎকর্ষ ) জানেন তিনি ইহার সৃষ্টি-উৎকর্ষই সৃষ্টি-উৎকর্ষ হইলেন ।

প্রসিদ্ধি এই—সে জগৎ এ জগৎ সে সগয়ে অনভিব্যক্ত ছিল, নাম ও রূপের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হইল । এটির এই নাম—এটির এইরূপ, ঈদৃশ নামরূপনির্দেশে [ জগৎ ] অভিব্যক্তি হইল । তাই আজও এটির এই নাম—এটির এইরূপ, ঈদৃশ নামরূপনির্দেশে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । সেই এই আত্মা ( জীবের আলিঙ্গনকর্তা পরাত্মা ) নখাণ্ড হইতে সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া আছেন । স্কুরের কোষমধ্যে যেমন স্কুর, ইক্ষুনাতিমধ্যে যেমন অগ্নি তেমনি তিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে



দেখে না । প্রাণনক্রিয়ায় প্রাণ, কথা বলিয়া বাক্, দেখিয়া চক্ষু, শুনিয়া শ্রোত্র, মনন করিয়া মন, এই নাম হয়, সুতরাং এগুলি আত্মার ক্রিয়ায় নামমাত্র, সমগ্র আত্মা নহেন । যে ব্যক্তি এগুলির এক একটিকে ( আত্মা ভাবিয়া ) উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সমগ্র জানে না, একটি একটি লইয়া সে অসমগ্র হয়, সুতরাং আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিলে, কেন না এই আত্মাতেই সকল এক হয় । যখন ইনিই সকলের আত্মা তখন ইনিই প্রাপ্য, ইচ্ছারই দ্বারা এ সকলই জানা যায় । খুরাক্তিত প্রাদেশের অনুসরণ করিয়া উদ্ভিষ্ট পশুপ্রভৃতি যেরূপ লাভ করা যায় সেইরূপ যে ব্যক্তি এইরূপ ( আত্মস্বরূপ ) জানেন তিনি কীর্ত্তি ও গুণবর্ণন লাভ-করেন ।

ভাব—সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবের প্রথম প্রকাশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । জীবের প্রকাশ হইতে গেলেই মনের তৎসহ প্রকাশ অনিবার্য্য । সুতরাং এখানে আদিতেই জীবকে পুরুষাকারে গ্রহণ করা হইয়াছে । আদিজীবে যাহা ছিল এবং আছে, সকল জীবে তাহারই সম্ভাবনা, এই সত্যটি এখানে বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায় । আদিজীবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে মালিন্যের প্রবেশ এবং সেই মালিন্য বা পাপ দগ্ধ করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বলাভবর্ণনপূর্ব্বক প্রতিজীবে মালিন্য ও তাহার প্রশম এবং সেই প্রশমে শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে । জীব বিনা সৃষ্টি হয় না, এজন্য জীব ও সৃষ্টি এখানে এক বলিয়া গৃহীত । সামান্য জীব হইতে ক্রমে উচ্চতর জীবের আগম বিজ্ঞান ঘোষণা-করেন, এস্থলে উচ্চতম জীব হইতে ক্রমে নিম্নতর জীবের আগম উল্লিখিত হইয়াছে । উচ্চ হইতে অধোতে অবতরণ, অধঃ হইতে উর্দ্ধে উত্থান, এ দুই প্রণালীই অনুসৃত হইতে পারে । একটিতে কারণ হইতে কার্য্য, আর একটিতে কার্য্য হইতে কারণে আগম এই প্রভেদ । সৃষ্টিপ্রকরণে কারণ হইতে কার্য্য অবতরণ, উপাসনাপ্রকরণে কার্য্য হইতে কারণে উত্থান, উপনিষদের এইটী প্রায়িক চিন্তার রীতি ।

সেই আমি আছি—এখানকার তৎপদটি পরাস্বার সহিত জীবাশ্মার নিত্যসম্বন্ধ প্রদর্শন-করিতেছে ।

অন্ন এবং অন্নাদ এই লইয়া সকল—ভোগ্য এবং ভোক্তা, বিষয় এবং বিষয়ী, জীব ও প্রকৃতি, এই দুই ভাগে সৃষ্টি বিভক্ত ।

সে জগৎ এ জগৎ—যে জগৎ চক্ষুর গোচর হয় নাই, আজও অব্যক্ত আছে, সে জগৎ সেই জগৎ । এ জগৎ—দৃশ্যমান ব্যক্ত জগৎ । জগতের অভিব্যক্তি নাম ও রূপে । কোন একটি বস্তুর পরিচয় নাম-ও-রূপনির্দেশ বিনা হয় না, এতদর্শনে নাম ও রূপ সৃষ্টির অগ্রে বস্তুপ্রকাশের কারণরূপে স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই সহজে প্রতীত

হয়, কিন্তু প্রথম হইতে নামরূপের কারণ-ব্রহ্মে স্থিতি উপনিষৎ অন্য হেতুতে নির্দেশ করিয়াছেন।

আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল সৃজন করিলাম—ব্রহ্মের জ্ঞানের জ্ঞেয় নাম ও রূপ জীবের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়। আদিজীবকে লইয়া তেজ, অপ্ ও অগ্নে প্রবিষ্ট পরাশ্রা সৃষ্টিবিস্তার করিলেন, ইহাতে পরাশ্রার কিছু রূপান্তরতা হইল না, রূপান্তরতা হইল জীবের এবং তেজ অপ্ ও অগ্নের। পদার্থনিচয়ের নামরূপে নির্বাচনকরিবার সামর্থ্য জীবের, এবং সেইরূপ নির্বাচনেই সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব। তাই আদিজীব বলিতেছেন—আমিই সৃষ্টি, আমিই এ সকল সৃজন করিলাম।

সেই এই আশ্রা—সেই পরমাশ্রা এই জীবাশ্রা স্মৃতরাং উভয়ের মিলনে—জীবের আলিঙ্গনকর্তা পরাশ্রা—বেষ্টনীমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

এ গুলি আশ্রার ক্রিয়ার নামমাত্র—প্রাণনাদি সমুদায় পরাশ্রার প্রেরণায় উদ্ভূত হয়, স্মৃতরাং আশ্রার ক্রিয়া এরূপ বলাতে এখানে ‘আশ্রা’ শব্দে কেবল জীব গৃহীত হইয়াছেন তাঁহার আলিঙ্গনকর্তা পরাশ্রা গৃহীত হন নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

আশ্রা বলিয়াই উপাসনা করিবে—আশ্রা জীবাধিষ্ঠিত পরাশ্রা, অন্যথা উপাসনাবিধান হইতে পারে না। উপাসনাকালে জীবকে অন্তর্হিত করিয়া দিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরাশ্রার উপাসনা হইয়া থাকে।

ইহারই দ্বারা এ সকলই জানা যায়—পর্যাশ্রাতে অসমগ্র ভাব নাই, স্মৃতরাং তাঁহাকে জানিলে জ্ঞানের যত কিছু বিষয় সকলই জানা যায়। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত, স্মৃতরাং অনন্তকে অধিকার করিলে সকলই অধিকৃত হইল কিন্তু সম্ভোগ হইল না, এইটি স্মরণে রাখিলে এখানকার অর্থ প্রতিভাত হয়। এক জন সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারেন, এবং সমুদায় পৃথিবীর অধীশ্বরও তাঁহার জ্ঞানে বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সমুদায় পৃথিবী তাঁহার সম্ভোগের বিষয় হইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। সম্ভোগের বিষয় হয় না এই বলিয়াই যে তিনি সমুদায় পৃথিবীর অধিপতি নহেন তাহা নহে \*।

\* .....Religious progress is not progress *towards*, but *within* the sphere of the infinite. It is not the vain attempt by endless finite additions or increments to become possessed of infinite wealth, but it is the endeavour, by the constant exercise of spiritual activity, to appropriate that infinite inheritance of which we are already in possession. The whole future of the religious life is given in its beginning, but it is given implicitly, as a principle which has yet to unfold its hidden riches and its all-subduing power.—JOHN CAIRD.

১২ । তদাহুর্গদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যায়াং সর্বং ভবিষ্যন্তোমমুখ্যা মন্তান্তে ।  
কিমু তদ্বৈতব্রহ্মবেদান্তাং সর্বমভবদিতি ।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ । অহং ব্রহ্মস্মীতি ।  
তস্মাত্তং সর্বমভবৎ । তদ্যোয়ো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদ-  
ভবৎ তথা ঋষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্বৈতং পশুন্মৃষির্বামদেবঃ  
প্রতিপেদেহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চেতি । তদিদমপ্যোতাহি য এবং  
বেদাহং ব্রহ্মস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্মৈ হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা  
ঈশতে । আত্মা হেমাৎ স ভবতি । অথ যোহন্ত্যাং দেবতামুপা-  
স্তেহন্তোহসাবন্তোহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্ ।  
যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যাং ভুঞ্জুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্  
ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুযু তস্মা-  
দেবাং তন্ম প্রিয়ং যদেতমমুখ্যা বিদ্যাঃ ।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ম বাভবৎ । তচ্ছ্রে-  
য়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্নোতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ  
সোমো রুদ্রঃ পর্জন্তো যমো মৃত্যুরীশান ইতি । তস্মাং ক্ষত্রাং পরং  
নাস্তি তস্মাদ্ভ্রাতৃক্ষণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্যশো  
দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্ত্র যোনির্যদ্বৈতং । তস্মাদৃষদ্যপি রাজা পরমতাং  
গচ্ছতি ব্রহ্মৈবাস্তুত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি  
স্বাং স যোনিহচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াংসং হিত্-  
সিত্বা ।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্নোতানি দেবজ্ঞাতানি গণশ  
আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বদেবা মরুত ইতি ।

স নৈব ব্যভবৎ স শৌর্য্যং বর্ণমসৃজত পুষ্পমিয়ং বৈ পুষ্পেয়ং  
হীদং সর্বং পুষ্যাতি যদিদং কিঞ্চ ।

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্ম্মং তদেতং ক্ষত্রস্ত্র  
ক্ষত্রং যক্ষ্মন্তস্মাং ধর্ম্মাং পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়ান্ সমা-  
শংসতে ধর্ম্মেণ যথা রাষ্ট্রৈবং যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তং তস্মাং

সত্যং বদন্তুমাচ্ছন্দঃ বদন্তীতি শব্দং বা বদন্তু সত্যং বদন্তীত্যন্ত-  
ক্যোবৈতদ্ব্যভ্যং ভবতি।

তদেতদব্রহ্ম ক্ষত্রং বিট্ শূদ্রস্তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবৎ  
ব্রাহ্মণো মনুষ্যোষু ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বেন বৈশ্বঃ শূদ্রেণ শূদ্রস্তমা-  
দগ্ধাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তে ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষেতাভ্যাং হি  
রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।

অথ যো হ বা অস্মাল্লোকাং স্বং লোকমদৃষ্ট্বা। প্রৈতি স এনমবি-  
দিতো ন ভুনক্তি যথা বেদোহননৃত্তোহনৃত্তা কস্মাকৃতং যদিহ বা  
অপ্যনেবংবিদ্ মহৎ পুণ্যং কস্ম করোতি তদ্ধাস্তান্ততঃ ক্ষীয়ত এষ  
আত্মানমেব লোকমুপাসীত স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন  
হাস্ত কস্ম ক্ষীয়তে অস্মাক্যোবাত্মনো যদ্যং কাময়তে তত্তং সৃজতে।

৪, আ, ৩। ৪। ৯—১৫।

অথো অয়ং বা আত্মা ইত্যাদি (২। ১৫)।

‘তৎ’—ব্যাক্যামনন্তরবাক্যোহবন্তোত্যং বস্তু—‘আহঃ’ ব্রহ্মবিদগঃ। ‘ব্রহ্মবিদ্যায়া’—ব্রহ্ম পরমাত্মা  
তৎ যয়া বেদ্যতে সা ব্রহ্মবিদ্যা তয়া—‘সর্বং’ নিয়বশেষঃ ‘ভবিষ্যন্তঃ’ ভবিষ্যাম ইত্যেবং ‘মনুষ্যাঃ’  
‘বৎ’ ‘মন্তন্তে’ ‘কিমু তৎ ব্রহ্ম অবৎ’ ‘বস্মাৎ’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘সর্বম্’ ‘অভবৎ’ ইতি।

কিমু তদিত্যন্তোত্তরেহভিধখতি—‘ইদং’ জগৎ ‘অগ্রে’ সৃষ্টে: প্রাক্ ‘ব্রহ্ম’ ‘বৈ’ এব ‘আসীৎ’ ‘তৎ’  
‘আত্মানম্’ এব ‘ন বস্তুতরং’ ‘অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি’ ‘অবেৎ’ জাতবান্। ‘তস্মাৎ’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘সর্বম্’  
‘অভবৎ’—স্বয়মেব প্রজ্ঞার বিধগঃ। ‘দেবানাং’ মধ্যে ‘যঃ যঃ’ ‘তৎ’ তত্র ব্রহ্মণঃ সর্বভবনবিধয়ে  
‘প্রত্যবুধ্যত’ ‘স এব’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘অভবৎ’ তেনৈক্যামপ্য কার্যাকারণয়োঃ সমস্তত্বাৎ। ‘তথা’ কথ্যাপ্য  
তথা মনুষ্যাণাং মধ্যে যো যঃ প্রত্যবুধ্যত স তৎ অভবৎ। ‘তৎ’ ‘এতৎ’ কৃতকৃত্যত্বং ‘হ’ এব ‘পশুন’  
‘কবিঃ বাসদেবঃ’ ‘প্রতিপেদে’ প্রতিপন্নবান্—‘অহং মমঃ অভবম্’ সূচ্যঃ চ ইতি। ‘তৎ ইদং’  
ব্রহ্ম ‘এতর্হি’ এতন্নিম্ন কালে ‘অগি’ ‘যঃ’ ‘এবং’—‘অহং ব্রহ্ম অস্মি’ ইতি বেদ জানাতি ‘স ইদং সর্বং’  
‘ভবতি’। ‘তন্ত’ কৃতার্থন্ত ‘হ’ ‘অকৃতৌ’ তত্তাবাতাবার ‘দেবাঃ চ’ ‘ন ইশতে’ ন সমর্থাঃ ভবন্তি  
কিনুতান্তে। কথমেবং ভবতি? ‘হি’ যস্মাৎ ‘স’ ‘এসাম্’ সর্বেষাম্, ‘আত্মা’ ‘ভবতি’ একান্ত্বেন।  
‘অথ’ বিপরীতে ‘যঃ’ ‘অন্তঃ’ অসৌ অন্তঃ অহম্ অস্মি ইতি ‘অন্তাঃ দেবতাম্’ উপাশ্বে ‘ন স’ ‘বেদ’  
জানাতি, ‘যথা পশুঃ’ ‘এবং স দেবানাম্’। ‘যথা হ বৈ’ ‘বহবঃ পশবঃ’ ‘মনুষ্যাঃ’ ‘ভূঞ্জাঃ’ পালয়েয়ঃ  
পুণ্যায়ঃ ‘এবম্’ ‘একৈকঃ পুরুষঃ’ ‘দেবান্’ ‘ভুনক্তি’ পুচ্ছতি। ‘একস্মিন্ এব পশৌ’ ‘আদীষ্যমানে’  
ব্যাক্রাদিভিঃ হ্রিস্মাণে ‘অগ্রিম’ ‘ভবতি’ ‘কিমু’ ‘বহু’ অপহ্রিস্মাণেষু। ‘তস্মাৎ’ ‘এবাং দেবানাম্’  
‘তৎ ন গ্রিয়’ ‘বৎ’ ‘মনুষ্যাঃ’ ‘এতৎ’ ব্রহ্মান্তত্বং ‘বিদ্যাঃ’ জানীয়ুঃ।

‘ইদং’ চাতুর্বিধ্যম্ ‘অগ্রে’ ‘একম্’ এব ‘ব্রহ্ম’ ‘আসীৎ’ অতএব ‘সর্বৈ বর্গা ব্রাহ্মণাঃ’ ইতি মহা-  
জারতম্। ‘তৎ একং সৎ’ ন ব্যতবৎ ন বিভূতবৎ ন কর্ণণে অশক্যং। ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘ইন্দ্রোজপ’

প্রশস্তরূপঃ 'কত্রম্' 'অতি অস্বজত' অতিশয়েন হৃষ্টবান্ । 'দেবজা' দেবেষু 'বানি এতানি' 'কত্রাপি' তানি—ইত্রঃ বরণঃ সোমঃ রজঃ পৰ্জ্বতঃ বসঃ যুত্যাঃ ইশানঃ ইতি । 'তন্মাৎ' অতিশয়েন হৃষ্টবান্ 'কত্রাৎ পরং নাস্তি' । 'তন্মাৎ' 'রাজহুয়ে' 'কত্রিরম্' অবশ্যং 'ত্রাক্ষণঃ' 'উপাতে'—ত্রাক্ষন্ ইতি আন্বিতঃ 'স্বং-ত্রাক্ষাসীত' প্রত্যুত্তরেণ—'কত্রো' 'এব' 'তন্মাৎ' তস্ত ত্রাক্ষণঃ আত্মনঃ বশঃ ত্রাক্ষহরুণঃ 'দধাতি' । এবমপি 'বৎ' বস্মাৎ 'ত্রাক্ষ' 'কত্রয়' 'স। এবা' 'বোনিঃ' উক্তবহানং 'ভস্মাৎ' 'বধ্যপি' 'রাজা' রাজহুয়ে 'পরমতাং' শ্রেষ্ঠতাং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি তথাপি 'অন্ততঃ' রাজহুয়বজ্ঞাতে 'ত্রাক্ষ এব' 'স্মাৎ বোনিঃ' প্রকাশস্থানং ত্রাক্ষণম্ 'উপনিশ্রয়তি' পুনঃ আশ্রয়তি । 'বঃ' রাজা 'উ' পুনঃ 'এনম্' ত্রাক্ষণঃ 'হিনতি' তদুপাত্তাবেন পত্ততি, 'স' 'স্মাৎ' 'বোনিম্' 'গচ্ছতি' হন্তি । 'বধা' শ্রেয়াঃসং হিংসিষ্যা' তথা 'স' 'পাপীরান্' 'ভবতি' ।

'স' বর্ণপ্রবর্তয়িতা 'ন এব ব্যতবৎ' কর্ণেণ নৈবাসক্ৰোৎ । 'স' 'বিশং' বৈজ্ঞম্ 'অস্বজত' 'বানি' এতানি দেবজাতানি দেবজাতিভেদাঃ 'গণশঃ' গণঃ গণম্ 'আখ্যায়তে' তানি—'বসবঃ রজাঃ আদিত্যাঃ বিবেদেবাঃ মরুতঃ' ইতি' ।

'স' বর্ণপ্রবর্তয়িতা 'নৈব ব্যতবৎ' । 'স' 'শৌজং' 'পূষণং' সেবয়া পোষকং 'বর্ণম্' 'অস্বজত' । 'ইয়ং' পৃথিবী 'বৈ' 'পূষা' । কথম্ ? 'ইয়ং হি ইয়ং সর্বং পূষাতি যদিদং কিম্' ।

'স' বর্ণপ্রবর্তয়িতা 'ন এব ব্যতবৎ' বর্ণহ্রজনেন । 'তৎ' তন্মাৎ 'শ্রেয়োঃরূপং' ধর্মম্ 'অত্যস্বজৎ' । 'বৎ' বস্মাৎ 'ধর্মঃ' বিধরণং জনানাম্ 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ কত্রস্ত' 'কত্রং' নিরজ্জুং, 'তন্মাৎ' ধর্ম্যং পরং ন জতি' । 'অথ' 'বধা' রাজা তথা 'ধর্মোণ' 'অবলীরান্' 'বলীরাসং' 'আশাসতে' জেতুং কীরতে । কিমসৌধর্মঃ ? 'বঃ বৈ স ধর্মঃ' 'সত্যং বৈ তৎ' । 'তন্মাৎ' সত্যং বদন্তং জনং 'ধর্মং' বদতি ইতি 'ধর্মং' বদন্তং জনং 'সত্যং' বদতি ইতি 'আহঃ' বিবেকিনঃ । 'হি' বস্মাৎ 'এতৎ এব' 'এতদুত্তরং' ধর্মসত্য-রূপং 'ভবতি' ।

'তৎ' এতৎ—ত্রাক্ষ কত্রং বিটু শূত্রঃ চাতুর্বর্ণ্যং । 'তৎ' তত্র 'দেবেষু' 'অগ্নিনা এব' 'ত্রাক্ষ' 'অন্তবৎ' 'সমুভ্যোষু' 'ত্রাক্ষণঃ' প্রাক্ষণশরূপেণ 'কত্রিয়েণ কত্রিয়ঃ' ইন্দ্রাদিদেবাবিধিতঃ 'বৈজ্ঞেন বৈজ্ঞঃ' বহুরূপাদি-দেবাবিধিতঃ 'শূত্রেণ শূত্রঃ' পৃথিব্যাবিধিতঃ । 'হি' বস্মাৎ 'এতাত্ম্যং' অগ্নিশ্চ ত্রাক্ষণশ্চেতি 'রূপাত্ম্যং' 'ত্রাক্ষ' 'অন্তবৎ' 'তন্মাৎ' 'দেবেষু' 'অগ্নৌ এব' 'সমুভ্যোষু' 'ত্রাক্ষণে' 'লোকম্' 'ইচ্ছতি' ।

'অথ' 'বঃ হ বৈ' 'স্মাৎ লোকং' 'এবোৎক' পরমোলোকঃ' (৫।৩।৬৩৭) ইতি পরং ত্রাক্ষ 'সমুভ্যো' অপরোলোকম্ অকৃষ্যা 'অস্মাৎ' 'লোকাৎ' 'শ্রেষ্ঠি', 'স' 'অবিদিতঃ' স্বলোকানভিজঃ 'এনম্' আত্মানং 'ন তুদতি' ন পালয়তি । 'বেদঃ' 'অননুভূতঃ' 'অনবীতঃ' 'ইহ' 'বৎ' 'অন্তৎ' 'বা' 'কর্ম' কৃষ্যাদি তৎ 'অকৃতং' যেন স 'বধা' তথা । 'অনেনবসিৎ' 'বৎ' যদি 'ইহ' 'মহৎ' 'পুণ্যং' কর্ণ 'অপি' 'করোতি' 'অন্ত' জনস্ত 'তৎ' 'হ' পুনঃ 'অন্ততঃ' অন্তে 'কীরতে' 'এব' । 'স বঃ' 'আত্মানম্' এব 'লোকম্' 'উপাতে' 'ন' 'হ' 'অন্ত' জনস্ত 'কর্ম' 'কীরতে' 'অস্মাৎ' 'হি' 'আত্মনঃ' 'এব' 'বৎ' 'বৎ' 'কীরতে' 'তৎ' 'অন্ত' 'স্বজতে' মত্ততে ।

'অথ অয়ং বা আত্মা' ইত্যাদি ( ২।১৫ ) ।

যাহা হইবার সে সকলই ত্রাক্ষবিদ্যা দ্বারা হইবে এই যে অনুশ্রাবণ মনে করে সেই বিষয়টি ত্রাক্ষবিদ্যা বলিয়াছেন । কি সেই বিষয়টি

ব্রহ্ম জানিলেন বাহা হইতে তিনি সকল হইলেন ? (এ প্রশ্নের উত্তর) এই—

(সৃষ্টির) পূর্বে ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন । তিনি আপনাকেই জানিলেন—আমি ব্রহ্ম আছি । তাই তিনি সকল হইলেন । দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনি তিনি (ব্রহ্ম) হইলেন । ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ । তাই এইটি প্রতীতি-করিয়া ঋষি বাসুদেব প্রতিপাদন-করিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম । আজও তাই যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, ‘আমি ব্রহ্ম আছি’ সেই সকল হয় । দেবগণও তাহার তদ্ভাবের অভাব জন্মাইতে পারে না । কেন না সে ব্যক্তি এ সকলের আত্মা হয় ! ইনি অন্ত আদি অন্ত এই ভাবে যে ব্যক্তি অন্ত দেবতার উপাসনা করে সে জানে না । [পালিত] পশু যেমন দেবগণের নিকট সে তেমনই । যেমন অনেকগুলি পশু এক জন মানুষের পুষ্টিসাধন করে, তেমনি একএকটি পুরুষ দেবগণের পুষ্টিসাধন করে । অনেকগুলির কথা দূরে থাকুক একটি পশুকেও (ব্যাজাদিতে) লইয়া যাওয়া যে কারণে অপ্রিয় হয়, ঠিক সেই কারণেই মানুষের জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া উদ্ভাদিগের অপ্রিয় ।

এই (চাতুর্ক্য) প্রথমে এক ব্রহ্মই (বর্ণবীজই) ছিলেন । তিনি এক থাকিয়া ক্রিয়াক্রম হইলেন না, তাই তিনি সৃষ্টির উৎকর্ষ প্রাপ্তরূপ ক্ষত্র সৃজন করিলেন । দেবগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্র তাঁহারা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্ন, যম, মৃত্যু, ঈশান । সে জন্মই ক্ষত্র হইতে শ্রেষ্ঠ নাই, সে জন্মই রাজসূয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নীচে উপবেশন করেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সত্ত্বম ক্ষত্রকে অর্পণ-করেন । ক্ষত্রের উৎপত্তিভূমি ব্রাহ্মণই । তাই যদিও (রাজসূয়ে) রাজা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হন তথাপি যজ্ঞান্তে স্বযোনি ব্রাহ্মণকেই আশ্রয়-করিয়া থাকেন । সুতরাং যিনি ইহাকে (ব্রাহ্মণকে) হিংসা করেন তিনি স্বযোনিকেই হিংসা করেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া যে রূপ হয় সেইরূপ সে নিরতিশয় পাপী হয় ।

তিনি কর্মক্ষম হইলেন না তাই তিনি বৈশ্য সৃজন-করিলেন । যে

সকল দেব বৈশ্বজাতি তাঁহারা গণানুসারে—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্য-গণ, নিখিলদেবগণ, মরুতগণ এইরূপ—আখ্যাত হইয়া থাকেন ।

তিনি কৰ্ম্মক্ষম হইলেন না তাই পোষক শূদ্রবর্ণ সৃজন-করিলেন । এই ( পৃথিবী ) সেই পুষ্ণা, পরিদৃশ্যমান বাহ্য কিছু সকলই ইনি পোষণ করেন ।

তিনি কৰ্ম্মক্ষম হইলেন না তাই তিনি ত্রয়োমূৰ্ত্তি সৃষ্টির উৎকর্ষ ধৰ্ম্মকে সৃজন করিলেন । ধৰ্ম্ম [ধারণ-পোষণের হেতু], তাই এটি ক্ষত্রের ক্ষত্র । তাই ধৰ্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই । রাজাকে দিয়া অবলীয়ান্ যেমন বলীয়ান্কে জয় করিতে অভিলাষ করে তেমনি ধৰ্ম্মকে দিয়াও করে । বাহ্য ধৰ্ম্ম তাহাই সত্য, সে জন্মই যে ব্যক্তি সত্য বলে তাহাকে লোকে বলে ধৰ্ম্ম বলিতেছে, যে ব্যক্তি ধৰ্ম্ম বলে তাহাকে লোকে বলে সত্য বলিতেছে । [ এরূপ বলে ] কেন ? না, উহা উভয়ই ।

সেই এই (চাতুৰ্ভূজ) ব্রহ্ম, ক্ষত্র বৈশ্ব ও শূদ্র । দেবগণের মধ্যে ব্রহ্ম অগ্নিরূপে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে [ প্রকাশিত ] হইলেন । তিনি ক্ষত্রিয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্বে বৈশ্ব, শূদ্রে শূদ্র হইলেন । ব্রহ্ম এ দুই হইয়াছিলেন, তাই দেবগণমধ্যে অগ্নিতে মনুষ্যগণমধ্যে ব্রাহ্মণেতে লোক (প্রাপ্তির) অভিলাষ করিয়া থাকে ।

বেদাধ্যয়ন বা (ক্লষাদি) কার্য্য না করিয়া যেমন লোকে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় না, তেমনি যে ব্যক্তি আত্মলোক প্রত্যক্ষ না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে সে আত্মরক্ষণে সমর্থ হয় না । যদি ইহলোকে আত্মলোকানভিজ্ঞ ব্যক্তি মহৎ পুণ্য কৰ্ম্মও করে উহা অন্তে ক্ষয় পায় । আত্মাকেই লোকজ্ঞানে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি আত্মাকে লোক-জ্ঞানে উপাসনা করে তাহার কৰ্ম্ম ক্ষয় পায় না । সে ব্যক্তি বাহ্য বাহ্য অভিলাষ করে এই আত্মা হইতেই সে তাহা তাহা লাভ করে ।

এই আত্মা সকল প্রাণীর লোক (ভোগ্য) হয় ইত্যাদি ২৫ পৃষ্ঠা দেখ ।

তাব—ব্রহ্মবিদ্যা—যদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় উহা ব্রহ্মবিদ্যা । এই ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা মনুষ্যগণ কি হইবে, তাহা অবগত হওয়া যায় । এই বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্ত শ্রুতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম আপনাকে এই জানিলেন যে, তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ সকলকে

আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান। সুতরাং তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন তখন তিনি তাঁহার অন্তর্ভূত বিষয় সকল হইলেন; কেন না সে সকল বিষয়ের তাঁহা ছাড়া স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যখন তাঁহা ছাড়া সং কিছু নাই তখন দেবগণ-ঋষিগণ-মহুযাগণ-মধ্যে যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহাও ব্রহ্ম ছাড়া নহে। এই দৃষ্টিতেই তাঁহার যাহা কিছু হইয়াছেন বা হইতেছেন তন্মধ্যে ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব তাঁহার দেখিয়াছেন। ‘আমাতে ব্রহ্ম ছাড়া সং কিছুই নাই’ এই দৃষ্টিতে যে কোন ব্যক্তি ‘আমি ব্রহ্ম’ এই অর্থে বলিতে পারেন যে, ‘আমাতে যাহা কিছু সং সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিলে আমি বলিয়া কিছুই থাকে না।’ সে ব্যক্তি বর্তমানে যাহা হইয়াছে তাহা ছাড়া তাহার আরও হইবার সম্ভাবনা তাহার মধ্যে বিদ্যমান। সেই সম্ভাবনাগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া গইলে সে আপনার অনন্তসম্পন্নতা অনুভব করিয়া কৃতকৃত্য হয়।

প্রতির এই অংশটি একটি গুরুতর সত্য প্রকাশ করিতেছে। এ অংশের মর্ম্ম ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতেই বিবিধ কুমতের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব এ উভয়ের একত্ব কোথায়? না, ‘ব্রহ্মে যাহা আছে জীবের তাহা আছে, ব্রহ্মনিরপেক্ষ জীবের কিছুই নাই,’ এই দৃষ্টিতে। জীব যাহা দেখে শোনে স্পর্শ করে অনুভব করে তাহা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কিছুই নহে অর্থাৎ সে সকলই ব্রহ্মস্বরূপ,\* অথচ সে সমুদায় ব্রহ্মব্যতিরিক্ত মনে করিয়াই তাহার বন্ধন হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত যদি কিছুই নাই তাহা হইলে জীবের জীবত্বই বা কিসে, তাহাতে পাপাদিই বা কি প্রকারে সম্ভবে? এমন কিছু নাই যাহা ব্রহ্মেতে নাই ইহা ব্রহ্মসম্বন্ধে নিত্য সত্য, জীবসম্বন্ধে নিত্য সত্য নহে, সম্ভাবনারূপে সত্য। ব্রহ্ম যাহা আছেন চিরদিন তাহাই আছেন, তাঁহার হইবার কিছুই নাই, জীবের হইবার বিষয়ের অন্ত নাই। হইতে গেলেই অভাব থাকা চাই, অভাব না থাকিলে আর হইবে কি? জীবের বিন্দুপ্রমাণ জ্ঞান আছে শক্তি আছে কেন না তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব, কিন্তু সে জ্ঞানে সে শক্তিতে অভাব আছে অর্থাৎ জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞান, শক্তির সঙ্গে অশক্তি লাগিয়া আছে। যেখানে অজ্ঞান আছে অশক্তি আছে সেখানে বৃন্নিবার ও হইবার অসামর্থ্য অবগুণ্ঠ্যবী। বৃন্নিবার অসামর্থ্য হইতে মোহ এবং হইবার অসামর্থ্য হইতে স্থলন বা পাপ প্রকাশ পায়। এই মোহ ও পাপ ব্রহ্মেতে আরোপ করিতে পারা যায় না, কেন না তাঁহাতে জ্ঞান বা শক্তির অভাব নাই। জীবের ব্রহ্মের জ্ঞান ও শক্তি অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া তাহার অজ্ঞান ও অশক্তি অন্তর্হিত হইয়া থাকে এবং সে ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ জীবের ভোগ্য, জীব ব্রহ্মস্বরূপের ভোক্তা এবং উহাতেই তাহার পরিবৃদ্ধি।

তিনি সকল হইলেন—তিনিই যদি সকল হইলেন তাহা হইলে জীবও তিনি স্বগৎও

\* আমাদের প্রত্যক্ষ হয় কি? সত্তা, শক্তি, জ্ঞান। এ সকল ব্রহ্মস্বরূপ; শাণ্ডিল্য এমন্তই স্বগৎকে ভক্তনীর সহ এক করিয়াছেন (২৮১পৃ); শব্দর প্রণককে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন।



তিনি, জীব ও জগৎকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র মনে করা ভ্রম, জীব ও জগতের বাস্তবিক কোন সত্তা নাই। জীব-ও-জগৎসম্পর্কে জ্ঞান বা অনুভব ব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান, সেই জ্ঞান বা অনুভব ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিবশে অস্বতন্ত্র হইয়াও স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশ পায়। যদি এ কথা না বলিয়া এই বলা যায় যে, জগৎ ও জীব ভ্রম মিথ্যা ও অসত্য তাহা হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও ভ্রম মিথ্যা ও অসত্য হইয়া যান। সহস্র যুক্তির দ্বারা জগৎ ও জীবের অস্তিত্ব লোপ করিতে পারা যায় না, এজন্য বাহারা জীব ও জগৎকে ভ্রম মিথ্যা বা অসত্য বলেন, তাঁহাদিগকেও ব্রহ্মকে জগৎ-ও-জীবের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ ব্রহ্ম যদি সত্যাসত্য বিমিশ্র হইতেন তাহা হইলে তাঁহা হইতে অসত্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি যখন অবিমিশ্র সত্য তখন তাঁহা হইতে বাহা হইয়াছে, তাহা সত্য, তন্মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ কি প্রকারে হইবে? “তিনি সত্য হইলেন অন্ত হইলেন” এ স্থলে এজন্যই ‘অন্ত’ শব্দে ‘তিরোহিতবিষয়বিষয়-সম্বন্ধ’ ( ৩৪৫পৃ ) অর্থ করিতে হইয়াছে। বেদান্তে ঐ অর্থেই অন্তশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি অসত্যই হইত, তাহা হইলে বেদান্ত “নামরূপ সত্য” এ কথা কখন বলিতেন না।

সে ব্যক্তি সকলের আত্মা হয়—যে ব্যক্তি আপনাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখে না, এবং এইরূপে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তির সহিত দেবাদি সকলেরই একাত্মতা ঘটয়াছে, সকল বিরোধ ঘুচিয়া গিয়াছে, কাহারও দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বের বাধা উপস্থিত হয় না।

ইনি অল্প নাম অল্প—যেখানে দীর্ঘ একাত্মতার অভাব সেখানে এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টি উপস্থিত হইয়া এক অপরের দাস হয়।

উঁহাদিগের অপ্রিয় হয়—অধ্যাত্মপক্ষে বৈদান্তিক দেবগণ ইন্দ্রিয়সমূহ। ইন্দ্রিয়গণ জীবকে অধীন করিয়া পরিপুষ্টলাভ করে। জীব যখন আত্মজ্ঞান-ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন হয়, তখন আর তাহাদের আধিপত্য থাকে না, তাহারা প্রভু হইয়া অবসরপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন, “উঁহাদিগের অপ্রিয় হয়।”

প্রথমে এক ব্রহ্মই ( বর্ণবীজই ) ছিলেন—ঋগ্বেদের প্রথমে বর্ণবিভাগ ছিল না, চরম-ভাগে বর্ণবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হইল কেন, তাহার কারণ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে—“তিনি এক থাকিয়া ক্রিয়াক্ষম হইলেন না তাই তিনি সৃষ্টির উৎকর্ষ প্রশস্তরূপ ক্ষত্র সৃজন করিলেন।” ক্ষত্রিয় ছাড়া বৈশ্বশূদ্রবিভাগ এই কারণেই হইয়াছে।

১৩। আত্মবেদমগ্র আসীদেকএব সোহকাময়ত জায়া মে  
শ্রাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ কশ্ম কুর্সীয়েত্যেতাবান্ বৈ  
কামো নেচ্ছৎশ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত্তশ্রাদপ্যেত্যহেঁকাকী কাময়তে

জ্ঞান্য মে শ্রাদথ প্রজ্ঞায়ৈয়াথ বিত্তং মে শ্রাদথ 'কর্ম্য কুর্কীয়ৈতি স  
 যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকুৎস্নএব তাবন্মৃত্যুতে তস্তো  
 কুৎস্নতা মনএবাশ্রায়া বাগ্জ্ঞান্য প্রাণঃ প্রজ্ঞা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং  
 চক্ষুযা হি তদ্বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবত্ শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্ত  
 কর্ম্মাহহস্তান্না হি কর্ম্য করোতি স এষ পাণ্ডক্তো যজ্ঞঃ পাণ্ডক্তঃ  
 পশুঃ পাণ্ডক্তঃ পুরুষঃ পাণ্ডক্তমিদং সর্বং যাদিদং কিঞ্চ তাদিদং  
 সর্বমাপ্নোতি য এবং বেদ । ৩।৪।১৭।

‘ইদং’ আয়াদিকং যৎকিঞ্চন দৃশ্যতে ‘অগ্রে’ জন্মকালে ‘একঃ’ ‘আত্মা এব’ ‘আসীৎ’ । কৃতঃ জায়া-  
 নীনাং স্বাতন্ত্র্যম্ ? ‘স’ আত্মা ‘অকামরত’—‘জায়া মে শ্রাৎ’ ‘অথ প্রজ্ঞায়ের’ প্রজ্ঞারূপেণ উৎপদ্যেত,  
 ‘বিত্তং মে শ্রাৎ’ ‘অথ কর্ম্য কুর্কীয়’ । ‘এতাবান্ বৈ কাম’—জীবস্তাভিলষিতবিষয়ঃ । ‘ন ইচ্ছন্’—  
 এতাবান্ এব ভবতু ইতি অনিচ্ছন্নপি, ‘ন অতঃ’ ‘ভূয়ঃ’ অধিকঃ ‘বিন্দেৎ’ লভেত । ‘তস্মাৎ’ ‘এতর্হি’  
 এতন্মিন্ কালে ‘অপি’ ‘একাকী’ সন্ ‘কামরতে’ জীবঃ—‘জায়া মে শ্রাৎ’ ‘অথ প্রজ্ঞায়ের’ ‘অথ বিত্তং  
 মে শ্রাৎ’ ‘অথ কর্ম্য কুর্কীয়’ ইতি । ‘যাবৎ অপি’ ‘এতেষাং’ জায়াদীনাম্ ‘একৈকং’ ‘স’ ‘ন.প্রাপ্নোতি’  
 ‘তাবৎ’ স ‘অকুৎস্নঃ’ অসমন্তঃ ‘এব’ ‘মৃত্যুতে’ । ‘তস্ত’ আত্মনঃ ‘কুৎস্নতা’ ‘উ’ পুনঃ জায়াদিকং বিনা—  
 ‘অস্ত’ জীবস্ত ‘মনঃ এব’ ‘আত্মা’ সর্ববিধকার্য্যকারণপ্রবৃত্তিসহায়কঃ, ‘বাক্ জায়া’—মনোহুগুণসিদ্ধাৎ,  
 ‘প্রাণঃ প্রজ্ঞা’—বাক্তনসাত্বাৎ চেষ্টায়া উৎপত্তেঃ, ‘চক্ষুঃ মানুষং বিত্তম্’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘চক্ষুযা’ ‘তৎ’ বিত্তং  
 ‘বিন্দতে’ লভতে । ‘শ্রোত্রং’ দৈবত্ বিত্তম্ । কথম্ ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘শ্রোত্রেণ’ ‘তৎ’ বিত্তরূপং বেদা-  
 দিকং ‘শৃণোতি’ । ‘আত্মা’ দেহঃ ‘এব’ ‘অস্ত’ জীবস্ত ‘কর্ম্য’ কথম্ ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘আত্মনা’ দেহেন  
 ‘কর্ম্য’ ‘করোতি’ । ‘স এব’ ‘পাণ্ডক্তঃ’—মনসাদিশক্তিমিবৃদ্ধঃ—‘যজ্ঞঃ’ ‘পাণ্ডক্তঃ’ পশুঃ—যজ্ঞোপ-  
 করণম্, ‘পাণ্ডক্তঃ’ পুরুষঃ—যজ্ঞমুভািতা । কিং বহুনা ‘যৎ ইদং কিঞ্চ তৎ ইদং সর্বং’ ‘পাণ্ডক্তম্’ ।  
 ‘যঃ এরং বেদ’ স ‘সর্বম্’ আপ্নোতি ।

[ জন্মের ] পূর্বে এক আত্মাই এই [ জায়াদি ] ছিলেন । তিনি  
 অভিলাষ করিলেন, আমার জায়া হউক, তার পর আমার প্রজ্ঞা হউক,  
 তার পর আমার বিত্ত হউক, তার পর আমি কার্য্য করি । এতাবতই  
 অভিলাষের বিষয় ; ইচ্ছা না করিয়াও এতদপেক্ষা আর অধিক তিনি  
 পান না । তাই আজও জীব একাকী থাকিয়া অভিলাষ করে, আমার  
 জায়া হউক, তার পর আমার প্রজ্ঞা হউক, তার পর আমার বিত্ত  
 হউক, তার পর আমি কার্য্য করি । যে পর্য্যন্ত সে ইহার একটি একটি  
 না পায়, সে আপনাকে অপরূপ মনে করে । [ এ সকল ছাড়াও ] ইহার  
 পূর্ণতা এই—মন ইহার আত্মা, বাক্ ইহার জায়া, প্রাণ ইহার প্রজ্ঞা, চক্ষু  
 ইহার মানুষ বিত্ত কেন না চক্ষু দ্বারা সে বিত্ত পায়, শ্রোত্র ইহার দৈব

বিত্ত কেন না শ্রোত্র দ্বারাই সে বিত্ত (বেদাদি) শ্রবণ করে, দেহ ইহার কর্ম কেন না দেহ দ্বারা সে কর্ম করে। [ সে যে কর্ম করে তাহাতে ] যজ্ঞ মনআদি এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়, পশু (যজ্ঞের উপকরণ) এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়, পুরুষ (অনুষ্ঠাতা) এই পাঁচটিতে সম্পন্ন হয়। এ যাহা কিছু সকলই এই পাঁচটিতে সম্পন্ন। যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব জানে সে এ সকলই লাভ-করে।

ভাব—জায়া পুত্র বিত্ত ও কর্ম এই চারিটিতে মানুষ আপনাকে সম্পন্ন এবং ইহার কোন একটি না থাকিলেই সে আপনাকে অভাবগ্রস্ত ও অপূর্ণ মনে করে। এই চারিটি ছাড়া তাহার অভিলাষের বিষয় আর নাই, অভিলাষ-করিলেও তাহা পায় না। জায়াদির অভাবে আপনাকে অপূর্ণ মনে করা অজ্ঞানতামূলক, কেন না তাহার মন জায়াদির সহায়তায় নয় কিন্তু বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও দেহ এই পাঁচটির সহায়তায় সকল সম্পন্ন করে। যজ্ঞই হউক, যজ্ঞের উপকরণই হউক, যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাই হউক, এমন কি অথ যাহা কিছু প্রয়োজন, সে সকলই এই পাঁচটির সহায়তা বিনা অকর্ষণ্য। এই জ্ঞান লাভ-করিয়া যে ব্যক্তি এই পাঁচটিকে আপনার করিয়া লয় সে সকলই পায়।

১৪। ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যে-  
তদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি নামান্নুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেষাং  
সামৈতদ্ধি সর্কৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ত্রৈকৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি  
বিভর্তি।

অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি রূপাণ্যুত্তি-  
ষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্কৈঃ রূপৈঃ সমমেতদেষাং ত্রৈকৈতদ্ধি  
সর্বাণি রূপাণি বিভর্তি।

অথ কর্মণামাত্ম্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি কর্মণ্যুত্তি-  
ষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্কৈঃ কর্মভিঃ সমমেতদেষাং ত্রৈকৈতদ্ধি  
সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি। তদেতল্লয়ং সদেকময়মাত্মাহুত্বো একঃ  
সম্মেতল্লয়ং তদেতদমৃতং সত্যেন ছিন্নং প্রাণে বা অমৃতং নামরূপে  
সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্চক্ষমঃ। বৃ, আ, ৩। ৬। ১—৩।

'ইদং' জগৎ 'ত্রয়ং'—নামরূপং কর্ম। 'তেষাং নাম্নাং' 'বাক্ ইতি এতৎ' সামান্তঃ 'এবাং' নাম্নাম্  
'উক্থম' উৎখানকারণম্। কথং? 'হি' যস্মাৎ 'অতঃ' বাক্ সামান্তাৎ 'সর্বাণি' দেবদত্তযজ্ঞভাদীনি  
'নামানি' উত্তিষ্ঠন্তি। 'এতৎ' বাক্ সামান্তম্ 'এবাং' নামবিশেষাণাং 'সাম'। কথং? 'হি' যস্মাৎ  
'এতৎ' বাক্ সামান্তং 'সর্কৈঃ' নামভিঃ 'নমঃ'—নামমাত্রেণ সম্বন্ধবশাৎ। 'এতৎ' বাক্ সামান্তম্

‘এবাং’ নামবিশেষবাণী ‘ব্রক্ষ’ অন্তর্ভাবকম্ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ ‘সর্বাণি নামানি’ ‘বিতর্জি’ ধারয়তি ।

‘অথ’ ‘রূপাণাং’ ‘চক্ষুঃ’ ইতি ‘এতৎ’ সামান্তম্, ‘এবাং’ ‘রূপাণাম্’ ‘উক্খম্’ উত্থানকারণম্—ভেন ভেবাৎ গ্রহণাৎ । কথম্ ? ‘হি’ বতঃ ‘অতঃ’ ‘চক্ষুঃসামান্তাৎ’ ‘সর্বাণি রূপাণি’ ‘উত্তিষ্ঠতি’ । ‘এতৎ’ ‘চক্ষুঃসামান্তম্’ ‘এবাং’ ‘রূপাণাং’ ‘সাম’, ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ ‘সর্কৈঃ’ ‘রূপৈঃ’ ‘সমম্’—রূপব্যায়েণ সম্বন্ধ-বশাৎ অস্ত । ‘এতৎ’ ‘চক্ষুঃসামান্তম্’, ‘এবাং’ ‘রূপাণাং’ ‘ব্রক্ষ’ অন্তর্ভাবকম্ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ ‘সর্বাণি রূপাণি’ ‘বিতর্জি’ ।

‘অথ’ ‘কর্মণাম্’ ‘আত্মা’ দেহঃ ‘ইতি’ ‘এতৎ’ সামান্তম্, ‘এবাং’ ‘কর্মণাম্’ ‘উক্খম্’—শরীরাদেব কর্মণামুত্থানকর্ত্তব্যম্ । কথম্ ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘অতঃ’ ‘আত্মসামান্তাৎ’ ‘সর্বাণি কর্মাণি’ ‘উত্তিষ্ঠতি’ । ‘এতৎ’ ‘আত্মসামান্তম্’ ‘এবাং’ ‘কর্মণাং’ ‘সাম’ । কথম্ ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ ‘সর্কৈঃ’ ‘কর্মভিঃ’ ‘সমম্’—কর্মব্যায়েণ সম্বন্ধবশাদস্ত । ‘এতৎ’ ‘আত্মসামান্তম্’ ‘এবাং’ ‘কর্মণাং’ ‘ব্রক্ষ’ অন্তর্ভাবকম্ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ ‘সর্বাণি কর্মাণি’ ‘বিতর্জি’ । ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘এতৎ’ ত্রয়ং সৎ—একম্—অয়ম্ ‘আত্মা’ ; ‘আত্মা’ ‘উ’ পুনঃ ‘একঃ’ সন্ ‘এতৎ’ ত্রয়ম্—নামরূপকর্মাস্বিকত্বাদস্ত । ‘তৎ’ ‘এতৎ’—ত্রয়াণাম্ ‘একত্বম্’ একত্ব ত্রয়ম্—‘অমৃতম্’ অবিনাশি । কথম্ ? ‘সত্যেন চনঃ’—ব্রক্ষণি বিদ্যমানাত্যাং নামরূপাত্যাং ব্যাপ্তম্ । এতদেব স্ফুটভয়োচ্যতে—‘প্রাণঃ’ ক্রিয়াত্মকঃ ‘বৈ’ এব ‘অমৃতম্’ ‘নামরূপে—সত্যম্’ । ‘তাত্যাং’ নামরূপাত্যাম্ ‘অয়ম্’ ‘প্রাণঃ’ ‘হয়ঃ’ ব্যাপ্তঃ ।

নাম রূপ ও কর্ম, এই তিন এ জগৎ । সে সকল নামের বাক্ এইটি [ সামান্ত অর্থাৎ প্রতি নামের সহিত সমানভাবে অনুসৃত ], [ সেই বাক্ সামান্ত ] এই নাম সকলের উক্খ ( উত্থানকারণ ) । কেন না এই [ বাক্ সামান্ত ] ইহাতে সকল নাম উত্থান-করে । এই [ বাক্ সামান্ত ] এ সকলের সাম, কেন না এটি সকল নামের সঙ্গে সমান । এইটি ইহাদের ব্রক্ষ, ( অন্তর্ভাবক ), কেন না এইটি সকল নাম ধারণ-করে ।

অনন্তর রূপসকলের চক্ষু এইটি [ সামান্ত ] । [ সেই চক্ষুঃসামান্ত ] এই সকল রূপের উক্খ ( উত্থানকারণ ) ; কেন না সকল রূপ এই ( চক্ষুঃ-সামান্ত ) ইহাতে উত্থান করে । এই ( চক্ষুঃসামান্ত ) ইহাদের সাম, কেন না এইটি সকল রূপের সঙ্গে সমান । এইটি ইহাদের ব্রক্ষ ( অন্তর্ভাবক ) কেন না এইটি সকল রূপ ধারণ-করে ।

অনন্তর কর্মনিচয়ের দেহ এইটি [ সামান্ত ] । [ সেই দেহসামান্ত ] এই সকল কর্মের উক্খ ( উত্থানকারণ ) ; কেন না এই [ দেহসামান্ত ] ইহাতে এই সকল কর্ম উত্থান-করে । এই [ দেহসামান্ত ] ইহাদের সাম । কেন না এইটি সকল কার্যের সঙ্গে সমান । এইটি ইহাদের

ব্রহ্ম ( অস্তুর্ভাবক ) । কেন না এইটি সকল কর্ম ধারণ-করে । সেই এই তিনটি হইয়া একটি—এই দেহ, দেহ এক হইয়া এই তিনটি । সেই এই [ তিনে এক, একে তিন ] অমৃত, গত্যা দ্বারা আচ্ছন্ন । প্রাণই অমৃত । নাম ও রূপ সত্য, তদ্বারা প্রাণ আচ্ছন্ন ।

ভাব—নাম, রূপ ও ক্রিয়া এই তিনের দ্বারা জগৎ আমাদের নিকটে পরিচিত, এ তিনের অভাব হইলে জগৎ বলিয়া আমাদের নিকট কিছুই থাকে না । বস্তুমাত্র রূপ-বিশিষ্ট । উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকিয়াও উহারা আমাদের পরিচিত হয় না, যদি ভিন্ন ভিন্ন নামে উহাদিগকে আমরা পরিচিত করিয়া লইতে না পারি । চক্ষুর নিকটে রূপ প্রকাশ পায়, চক্ষু না থাকিলে রূপ থাকিয়াও আমাদের সম্বন্ধে নাই হয়, এজন্ত চক্ষুকেই রূপপ্রকাশের সামান্য ভূমি করিয়া বেদান্ত গ্রহণ-করিয়াছেন । চক্ষু যেমন রূপপ্রকাশের সামান্য ভূমি তেমনি বাক্ নামপ্রকাশের সামান্য ভূমি । বাকের সহিত ভাবের এমনি ঘনিষ্ঠ যোগ যে রূপ দেখিলে যে ভাবোদয় হয় সে ভাবোদয়ের পূর্বে নামের দ্বারা উহার পরিচয় থাকা চাই । ভাব ও ভাষা এজন্ত উভয়ই পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ । সৃষ্টির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে রূপবৈচিত্র্যাহুভবকরিবার সামর্থ্য জন্মে, ইহাও চিন্তাকরিবার বিষয় । জগতের সহিত আমাদের দেহের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । জগতের যত ক্রিয়া আমাদের এই দেহের উপরে প্রকাশ পায় । এ ক্রিয়া প্রাণশক্তির ক্রিয়া । প্রাণশক্তিকে আমরা প্রাণশক্তি বলিয়া অবধারণ করিতে পারি না এই জন্য যে, উহা নাম ও রূপ দ্বারা আচ্ছন্ন । প্রাণশক্তিকে আচ্ছাদন-করিয়া রহিয়াছে বলিয়া নামরূপ মিথ্যা নয় নামরূপ সত্য । কেন না নামরূপযোগেই প্রাণশক্তি নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে ।

১৫ । অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সন্নপাম্ ।

অজোহেকো জুষ্মানোহনুশেতে

জহাতোনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ শ্বে, ৪।৫ ।

‘বহ্নীঃ প্রজাঃ’ ‘সৃজমানাং’ ‘সন্নপাম্’ সমানাকারাং ‘লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং’ তেলোবল্ললক্ষণাং ‘একাম্’ ‘অজাম্’ অপরাং প্রকৃতিম্ ‘একঃ’ ‘অজঃ’ ‘হি’ জীবঃ পরা প্রকৃতিঃ ‘জুষ্মাণঃ’ সেবমানঃ ‘অনুশেতে’ ভজতে ভক্তাম্ আসক্তঃ সন্ তিষ্ঠতি । ‘অন্যঃ’ ‘অজঃ’ নিত্যদৃকঃ পরাত্মা ‘ভুক্তভোগাং’ ভুক্তাঃ পালিতাঃ ভোগাঃ বিষয়াঃ যজ্ঞাঃ তাম্ ‘এনাং’ ‘জহাতি’ নিরন্তরুহকৃষ্ণাং ভাজতি তদভীতঃ সন্ তিষ্ঠতি ।

লোহিত-শুক্ল-ও-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজা বহু প্রজা সৃজন-করিতেছেন অথচ আপনি যেমন তেমনি আছেন, আর একটি অজ তাঁহাকে ভোগ করত তাঁহাতেই আসক্ত হইয়া আছেন । অপর একটি অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিহার-করিতেছেন ।

ভাব—লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ—তেজ্ অপ্ ও অন্ন। অজা—প্রকৃতি। বহু প্রজা  
সৃজন করিতেছেন অথচ আপনি যেমন তেমনি আছেন। প্রকৃতি হইতে বহু প্রজা  
উৎপন্ন হইতেছে, অথচ প্রকৃতি যেমন তেমনি আছেন, তাঁহার স্বরূপের কোন  
বাতিক্রম হইতেছে না। যদি বাতিক্রম হইত সৃষ্টিসামর্থ্য আর তাঁহাতে থাকিত না।

আর একটি অঙ্গ—জীব। প্রকৃতির ভোক্তা। আসক্ত হইয়া আছে—প্রকৃতিতে  
মুগ্ধ হইয়া স্থিত, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত।

অগর একটি অঙ্গ—পরাত্মা। ভুক্তভোগী—প্রকৃতি হইতে যে সকল ভোগ্য বিষয়  
উৎপন্ন হইতেছে সে সকলকে তিনি ভুক্ত অর্থাৎ পরিপালিত করিতেছেন, তাঁহার পরি-  
পালন বিনা প্রকৃতি কদাপি ভোগোৎপাদনে সমর্থ্য নহেন। পরাত্মাতে ভোগার্থে ভুক্ত  
শব্দের প্রয়োগ অযুক্ত, কেন না তিনি ভোক্তা নহেন জীবই ভোক্তা। ইহাকে পরিহার  
করিতেছেন—ভোগোৎপাদনে সহায়তার নিমিত্ত প্রকৃতিতে স্থিতি-করিয়াও পরাত্মা  
প্রকৃতিতে স্থিতিকরেন না প্রকৃতির অতীত হইয়া আছেন, এইটি প্রদর্শনার্থ পরিহার-  
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। প্রকৃতি, জীব ও পরাত্মা এ তিনই জন্ম রহিত নিত্য একজ্ঞ  
অঙ্গ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী, জীব ভোক্তা, পরাত্মা ভোগদাতা, এ  
প্রভেদ এই শ্রুতিতে অল্পবিস্তর প্রতিভাত হয়।

### ১৬। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি

কালং তথান্যে পরিমুহমানাঃ ।

দেবশ্চৈষ মহিমা তু লোকে

যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥

যেনারুতং নিতামিদং হি সর্ব্বং

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ ।

তেনেশিতং কস্ম বিবর্ত্ততে হ

পৃথ্যাপ্তেজোহনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥

তং কস্মাকৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়-

স্তত্ত্বম্য তত্ত্বেন সমোত্য যোগম্ ।

একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বিদ্যা

কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥

আরভ্য কস্মাণি গুণান্বিতানি

ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্ যঃ ।

তেষামভাবে কৃতকৰ্মনাশঃ  
 কৰ্মাক্ষয়ে যাতি স তদ্বতোহন্যৎ ॥  
 আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ  
 পরস্তিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ ।  
 তং বিধরূপং ভবভূতমীড্যং  
 দেবং স্বচিন্তনমুপাস্তা পূৰ্বম্ ॥  
 স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তো  
 যন্ত্যাং প্রপঞ্চঃ পরিবৰ্ত্ততেহয়ম্ ।  
 ধৰ্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং  
 জ্ঞাত্বাত্মস্বমমৃতং বিশ্বধাম ॥ শ্বে, ৬। ১—৬ ।

‘পরিমুক্তমানাঃ’ জ্ঞাতাঃ সন্তঃ ‘একঃ’ ‘কবয়ঃ’ পণ্ডিতাঃ ‘স্বভাবম্’ ‘তথা’ ‘অন্তে’ ‘কালং’ অগংকার-  
 গণেন ‘বদন্তি’ । ‘লোকে’ ‘দেবত’ ‘এব’ ‘মহিমা’ মাহাত্ম্যং ‘যেন’ ‘ইদং’ ‘ব্রহ্মচক্রং’ ব্রহ্মাণ্ডং  
 অগং ‘জাম্যতে’ বহমানম্ অস্তি ।

‘যেন’ পরাশ্রনা ‘হি’ ‘ইদং’ ‘সৰ্ব্বং’ ‘নিত্যম্’ ‘আনুতম্’, স ‘জঃ’ জ্ঞানস্বরূপঃ—‘স্বভাবঃ’ পুনর্ন ‘তথা’,  
 —‘কালকারঃ’ কালস্ত্রয়বৰ্ত্তকঃ ‘গুণী’ কল্যাণগুণসম্পন্নঃ ‘সৰ্ববিদুঃ’ সৰ্ববিৎ, ‘ভেন’ পরাশ্রনা  
 ‘ইশিতা’ প্রেরিতং ‘কৰ্ম’ ক্রিয়ামাত্রং অগদ্বন্দ্বণাদিবিয়োগারঃ ‘বিবৰ্ত্ততে’ বিবিধাকারেণ প্রকাশতে ‘ই’  
 ধনু । ‘পৃথ্যাপ্তেজোৎনিলখানি’ কিত্যপ্তেজোমক্খ্যোমানি সৰ্ব্বমেতৎ ‘চিন্ত্যম্’ সংশয়ানন্দভাৱং  
 মীমাংসিতম্ ।

‘তৎ কৰ্ম’ পৃথিব্যাদিকার্য্যঃ ‘কৃত্বা’ সৃষ্ট্বা ‘বিনিবৰ্ত্তা’ সমালোচ্য ‘ভূয়ঃ’ পুনঃ ‘তদ্বেন’ তুম্যাদিনি  
 ‘তদ্বত’ পরতদ্বত আশ্রয়নঃ ‘একেন’ স্বাভাৱ্যং ত্রিভিঃ অষ্টভিঃ বা’ প্রকৃতিভূতহৈবঃ ‘কালেন’ ‘সূক্ষ্মৈঃ’  
 আত্মগুণৈঃ চ অন্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ ‘যোগঃ’ ‘সমেত্য’ সম্পাদ্য ‘গুণাধিতানি’ সম্বাদিসম্পদসমূ-  
 তানি ‘কৰ্ম্মাণি’ ক্রিয়াঃ ‘আরভ্য’ ‘সৰ্ব্বান্’ ‘ভাবান্’ বিষয়ান্ ‘চ’ ‘যঃ’ ‘বিনিরোজয়েৎ’ স্বৰ্গকৰ্ম্মণি  
 নিরোজয়েৎ, ‘স’ ‘তেষাম্’ অভাবে পূৰ্ব্ণাবহাং প্রাপিতে ‘কৰ্ম্মাক্ষয়ে’ কৰ্ম্মবিলোপে ‘কৃতকৰ্ম্মনাশঃ’  
 কৃতাত্মক্রিয়ালভ্যুপসংহারঃ ‘তদ্বতঃ’ তুম্যাদেঃ ‘সমুৎ’ বিলক্ষণং ‘যাতি’ প্রাপ্নোতি ।

‘স আদিঃ’ ‘সংযোগনিমিত্তহেতুঃ’ সংযোগানাং স্বক্ৰিয়ানাং নিমিত্তং হেতুঃ চ নিমিত্তোপাদানকারণং  
 ‘ত্রিকালং’ অতীতানাগতবৰ্ত্তমানং ‘পরঃ’ অতীতঃ ‘অকলঃ’ অপি প্রপঞ্চাতীতঃ অপি ‘দৃষ্টঃ’ দর্শন-  
 বিষয়ঃ ‘তৎ’ ‘বিধরূপং’ বিধানি রূপাণি অন্ত ‘ভবভূতম্’ উৎপত্তিহেতুভূতম্ ‘ইড্যং’ তবনীরং ‘স্বচিন্তনং’  
 ‘দেবম্’ ‘উপাস্তা’ ‘পূৰ্ব্বং’ শ্রেষ্ঠত্বং যাতিতি পূৰ্বেণাধরঃ ।

‘বন্ত্যাং’ ‘প্রপঞ্চঃ’ ‘পরিবৰ্ত্ততে’ বিবিধাকারং প্রাপ্নোতি, ‘ধৰ্ম্মাবহং’ ধর্ম্মঃ আবহতি অন্ত্যং ‘পাপনুদং’  
 পাপাপহর্তারং ‘ভগেশম্’ ঐশ্বর্য্যেশম্ ‘আত্মনম্’ ‘অমৃতং’ ‘বিশ্বধাম’ বিশ্বাধারভূতং ‘বং’ ‘জ্ঞাত্বা’ পূৰ্ব্বং  
 যাতি ‘স’ ‘বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ’ বৃক্ষঃ সংসারঃ সংসারাকারেভ্যঃ কালাকারেভ্যঃ ‘পরঃ’ অন্তঃ ।

বিমুক্তচিত্ত হইয়া কোন কোন পণ্ডিত স্বভাবকে, কোন কোন পণ্ডিত

কালকে [ জগৎকারণ ] বলেন । সংসারে সেই পরমদেবের কিন্তু এই মহিমা, যে মহিমায় ব্রহ্মাণ্ড জ্যোত্স্না রহিয়াছে ।

বাহ্য কর্তৃক এ সমুদায় নিত্য আবৃত হইয়া রহিয়াছে, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ, কালের প্রবর্তক, গুণসম্পন্ন, সৰ্ব্ববিৎ, তাঁহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রিয়ামাত্র বিবিধাকারে প্রকাশ পায় । ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এ সকল [ কারণে সংশয়াস্পদ বলিয়া ] চিন্তার বিষয় ।

[ পৃথিব্যাদি ] কার্য্য করিয়া আলোচনাপূর্ব্বক পুনরায় তিনি ( পৃথিব্যাদি ) তত্ত্বের সঙ্গে পরতত্ত্বের ( প্রকৃতিভূত ) এক দুই তিন বা আট তত্ত্ব, কাল ও সূক্ষ্ম আত্মগুণ ( কামাদি ) মিশাইলেন ( এবং সত্ত্বাদি ) গুণসমন্বিত কার্য্য আরম্ভ-করিয়া সমুদায় বিষয়কে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ-করিলেন । সে সকলের অভাব ( পূর্বাবস্থা-প্রাপ্তি ) হইলে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার অদর্শন হইল এবং সেই কার্য্যের বিলোপে তিনি ( পৃথিব্যাদি ) তত্ত্ব হইতে যে বিলক্ষণ তাহা প্রকাশ পাইল ।

তিনি আদি, তিনি সংযোগের নিমিত্ত ও হেতু ; তিনি তিন কালের অতীত ও নিষ্কল হইয়াও দর্শনের বিষয় । সেই বিশ্বরূপ, উৎপত্তির হেতুভূত, স্তবনীয় স্বচিন্তন্য দেবকে উপাসনা-করিয়া ( উপাসক ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন ।

বাহ্য হইতে প্রাপ্ত বিবিধাকার প্রাপ্ত হয়, যিনি ধর্ম্মাবহ, পাপাপ-হর্তা, ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আত্মস্থ, অমৃত এবং বিশ্বধাম, বাহ্যকে জানিয়া [ শ্রেষ্ঠত্বলাভ হয় ], তিনি স্বরূপী সংসার ও কালের আকারের অতীত ও শ্রেষ্ঠ ।

ভাব—স্বভাব কাল বা অন্ত কিছু জগতের কারণ হইতে পারে না, কেন না উহার অন্ত কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়, সংযুক্ত না হইলে কার্য্য করিতে অসমর্থ । পরমাত্মাই সংযোগের—সৃজ্যশক্তিসকলের পরস্পর মিলনের—নিমিত্ত ও হেতু—নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ।

পূর্বাধ্যায়ের পরা প্রকৃতির বিষয় এ অধ্যায়ে অপরা প্রকৃতির বিষয় কথিত হইয়াছে । পরমাত্মার সহিত পরা প্রকৃতি যে প্রকার অভিন্ন, স্বরূপে এক, এক হইয়াও বহু হন, অপরা প্রকৃতিও সেইরূপ ; বিচিত্রতাবশতঃ পরমাত্মার সহিত উভয়ের ভিন্নতাও সমান ।



যদি এইরূপই হইল তাহা হইলে পরা ও অপরা দ্বন্দ্ব ভিন্ন সংজ্ঞা কেন ? স্বরূপের অভিব্যক্তির তারতম্যবশতঃ ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে। অতী যখন বলিয়াছেন “প্রজ্ঞানন, অপ্রজ্ঞানন” (৭১পৃ) তখন পরা—বিবিধ বিষয়ের জ্ঞাতা অপরা জ্ঞাতৃত্ব নাই, ইহাই স্মৃতি হইয়াছে। অপরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যমধ্যে যে জ্ঞানাদি প্রকাশ পায়, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বয়ং পরাত্মার অপরা প্রকৃতির নহে ; পরা প্রকৃতিতে জ্ঞানবৈচিত্র্য উহার বিশেষত্ব। এ উভয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব ভিন্নতা রহিয়াছে তখন উভয়কেই ভগবানের প্রকৃতি ও তাঁহা হইতে অভিন্ন কেন বলা হইল ? বৈচিত্র্যের জনক কে ? স্বয়ং পরাত্মা। তাঁহার জ্ঞান-শক্তিতে যদি বৈচিত্র্য না থাকিত, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের সমাগমের সম্ভাবনাই ছিল না। যদি তাঁহা হইতেই বৈচিত্র্যের সমাগম হয় তাহা হইলে তাঁহাতে সেই বৈচিত্র্যের আরোপে অসম্মতি কেন ? বৈচিত্র্যের স্থিরতা নাই এই জ্ঞাত। যদিও বর্ণাদির বস্তুনিষ্ঠস্থিরতা লোকচক্ষু প্রতিভাত হয় বটে কিন্তু তথাপি উহারা যে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয় পরীক্ষায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কি ইহাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় ? যদি সকল বস্তুই অবিশেষে বর্ণাদিগ্রহণ ও প্রকটনের সামর্থ্য দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে উহাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইত। এজন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন ;—“যাহা যেখানে স্বরূপতঃ বিদ্যমান নাই, সেখানে হইতে তাহা উৎপন্ন হয় না, যেমন বালুকা হইতে তৈল। উৎপন্ন হইবার পূর্বে যেমন কারণ হইতে কার্য অনতিরিক্ত, উৎপন্ন হইয়াও তেমনই কারণ হইতে কার্য অনতিরিক্ত ( ২।১।১৬ )”। ভাষ্যকার যাহা এখানে বলিয়াছেন, “যিনি এক এবং বর্ণহীন, ঈশ্বার অভিপ্রায় নিগূঢ়, যিনি বিবিধশক্তিযোগে অনেক বর্ণ বিধান-করেন (৬।৭)” একথায় তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে শক্তিতে বৈচিত্র্য এবং সেই বিচিত্রতাতে বিশেষভাবে যে জ্ঞানাদি প্রকাশমান উহা স্বয়ং পরাত্মার, “অভিপ্রায় নিগূঢ়” এই কথায় তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। আপনাতে চৈতন্য নিরুদ্ধ রাখিয়া জগতে কেবল শক্তিবৈচিত্র্যাসংক্রামণ, এবং বর্ণাদিবৈচিত্র্য জগতে নিক্ষেপ করিয়া জীবাত্মাতে চৈতন্যের যোজন, ইহা পরাত্মারই মহিমা। যাহা যেমন আছে তাহাকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করা ঈশ্বরের মত, তাঁহার ভূতার্থবাদী। সেই ভূতার্থবাদিগণ পরাত্মা এরূপ করিলেন কেন, এ প্রশ্ন তুলিতে পারেন না। সুতরাং বেদান্তে দ্বন্দ্ব প্রশ্নের অবকাশ নাই।

১। এখানে পরাত্মার ভূতযোনি দ্বন্দ্ব নির্ধারণ-করিয়া তদনন্তর পৃথিব্যাदि নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি অনায়াসে সিদ্ধ হয় এই কথা কথিত হইয়াছে। সর্বত্র তপের দ্বারা সৃষ্টির আরম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। তপ প্রয়াসসাধ্য, উহা পরাত্মাতে সম্ভবে না ; সুতরাং প্রথমে তপের কোন উল্লেখ না করিয়া জগতের উৎপত্তি অনায়াসসাধ্য ইহাই প্রতিপাদ্যমান বলিয়াছেন। পরে যে ইনি বলিয়াছেন, ‘তপ দ্বারা বহুভাবাপন্ন হন’ ইহা কি বেদান্তের প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী ? তপের দ্বারা বহুভাবাপন্ন হওয়া যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে পরাত্মা তপের অধীন ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। যখন বলা হইয়াছে ‘জ্ঞানময়’

তাহার তপ, তখন এ তপ তাঁহার স্বরূপ । তপ তাঁহার স্বরূপ এই যদি বলা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানময়-শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় থাকিতে জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বুঝাইতেছে । জীবের যেমন জ্ঞানের কখন সঙ্কোচ ও কখন বিস্তার হয়, পরাশ্রয়ও সেইরূপ হয় এতদ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে । জ্ঞানপ্রাচুর্য্য দ্বারা ব্রহ্ম বহু হন, এ কথা বলিলেও পূর্ববৎ অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, কেন না এতদ্বারা স্বরূপ ও স্বরূপী এ উভয়ের ভেদ-নির্দেশকরাতে স্বরূপী স্বরূপের অধীন হইতেছেন । প্রথমে স্বরূপের প্রাচুর্য্য, সেই প্রাচুর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মের উপচয় ইহাই দেখাইয়া দিতেছে, জীব যেমন উপচিত হয় ব্রহ্মও তেমনি উপচিত হন । যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম অব্যবহার্য্য, এ বিশেষণ আর তাঁহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না । যখন স্রষ্টৃত্বাভিমান হয় তখন তাঁহার উপচয় হয় এ কথা বলিলেও দোষপরিহার হয় না, কেন না সে উপচয়তো ব্রহ্মেরই হইল । যদি বলা হয়, ইনি পরব্রহ্ম নহেন, কার্য্য ব্রহ্ম, তাহা হইলে নিখিল বেদান্তের উপরে অনাস্থা উপস্থিত হয়, কেন না সকল বেদান্ত ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহা বিনা আর কেহ স্রষ্টা নাই এই কথা বলিয়াছেন । যেখানে তিনি ছাড়া আর কাহাকেও স্রষ্টা বলিয়া মনে সংশয় হয়, সেখানে স্বয়ং শ্রুতিই বাক্যান্তরে সে সংশয় নিরসন-করিয়াছেন । যেমন “এ সংসারে সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, মৃত্যু-দ্বারা ই এ জগৎ আবৃত ছিল” ( ৮।১০ ) এ কথায় কি জানি বা মৃত্যুকে স্রষ্টা বলিয়া মনে হয় এই সংশয়নিবারণজন্ত স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন, “তিনি ( মৃত্যু ) অর্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।” ইহাতে পরাশ্রয় শক্তি আশ্রয়-করিয়া তাঁহা হইতে জলাদির উৎপত্তি হইল এই কথাই বলা হইল । আবার যেমন “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল” ( ৮।১১ ) এখানে জীবাত্মা স্বয়ং সৃষ্টি করিলেন এ ভ্রমনিবারণের জন্ত “প্রসিদ্ধি এই, সে জগৎ এ জগৎ সে সময়ে অনভিব্যক্ত ছিল” ইত্যাদি কথনের পর “সেই এই আত্মা নখাগ্র হইতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট আছেন” এ কথা বলাতে এখানে ( ১৭২পৃ ) জীবের আলিঙ্গনকর্ত্তা পরাশ্রয় স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে । এজন্তই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “ব্রহ্ম ছাড়া আর কোথাও নিরঙ্কুশ নামরূপের নির্বাক সন্তবে না । কেন না ‘এই জীবাত্মসহকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিব’ এত্বে ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব শ্রুতি উল্লেখ-করিয়াছেন । আচ্ছা, জীবেরও তো সাঙ্গাৎসম্বন্ধে নামরূপবিষয়ক নির্বাহকর্ত্ত্ব [ শ্রুতিতে ] আছে ? আছে বটে কিন্তু সেখানে জীবের সহিত পরাশ্রয় অভিন্নতা অভিপ্রেত হইয়াছে । নামরূপনির্বাহ বলিলেই, স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলক্ষণ বলা হইয়া থাকে ( ১৩৩৪ ) ।” এজন্যই “তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম ( হিরণ্যগর্ভ ), নাম, রূপ ও অন্ন জন্মায়” এখানে পরাশ্রয় হইতে কার্য্য ব্রহ্ম হইয়াছিলেন ইহাই কথিত হইয়াছে । আচ্ছা তাই হউক, তবে “তপ দ্বারা ব্রহ্ম বহু হন” এখানকার অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য হয় কি প্রকারে সেইট বিবেচ্য । জীবের অনুপ্রবেশে সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়, এইট বোদা-

স্তের প্রতিজ্ঞা। অনন্ত ব্রহ্ম জীবের বুদ্ধিতে নিরবশেষ ধারণাব্যোগ্য বিষয় নহেন। সৃষ্টি-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জীব তাঁহাকে ধারণার বিষয় করে। অনন্তের উপচর নাই বটে কিন্তু জীব আপনার অল্পভূতিতে তাঁহাকে উপচরমান অল্পভব-করে। ব্রহ্মের বস্তুতঃ উপচর হয় না, কিন্তু জীবের বুদ্ধিতে সৃষ্টিপরম্পরায় তাঁহার জ্ঞানস্বরূপের ক্রমপ্রকাশ হয়। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন “তপ ভাৱা বহ ( উপচিত ) হন।” তপ অর্থাৎ ক্রমাভিব্যক্তিতে উপচরমানবৎ প্রতীতমান জ্ঞানে—ব্রহ্ম উপচিত হইতেছেন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন—জীব এই প্রকার অল্পভব করিয়া থাকে। শ্রুতি যে সৃষ্টির আদিতে আত্মার পুরুষাকারের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কারণ এই।

২। বেদান্তে জীবের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্বত্র তাহার অজস্রই প্রসিদ্ধ। ভাষ্যকার এখানে ‘ভাষ’ শব্দে জীব কি প্রকারে ব্যাখ্যা করিলেন? ভাবশব্দে সম্ভাব্য বুঝায়, জীব ছাড়া অন্য সমুদায় কেন তিনি গ্রহণ করিলেন না। “অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিক্ষুলিঙ্গসকল নিঃসৃত হয় তেমনি এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) সমুদায় দেবতা সমুদায় ভূত নিঃসৃত হয় ( ৬১পৃ )।” এ উক্তিতে জীব নহে কিন্তু জীব হইতে সকলের উৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। যদি বল ওখানে জীব নহে কিন্তু জীবের আলিঙ্গনকর্তা, তথাপি জীবের উৎপত্তিতে এ স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় না। আত্মা তাই হউক, “চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন” ( ৫।৬ ) “এই পরাত্মাতে.....সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে” ( ৩২১ ) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাশ্মার বহুত্ব, অথচ “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ পুরুষাকার আত্মাই ছিল” ( ৮।১১ ) “এই জীবাশ্মসহকারে অল্পপ্রবেশ করিয়া” ( ১২।১ ) ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের একত্ব দৃষ্ট হয়, সুতরাং পরাত্মা হইতে এক জীব বহু হয় এইটি সিদ্ধ হইতেছে, এজন্যই ভাষশব্দে জীবসকল এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে কোন দোষ হইতেছে না। এই শ্রুতি লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “যদিও ইহার ( জীবের ) কোথাও উৎপত্তি ও প্রলয় শুনিতে পাওয়া যায়, তবুও উহা উপাধিসম্বন্ধবশতঃ হয় এইটি মানিয়া লইতে হইবে। উপাধির উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি উপাধির প্রলয়ে উহার প্রলয় ( ২।৩।১৭ )।” বস্তুতঃ পরা ও অপরা প্রকৃতি পরাত্মা হইতে অভিন্ন, এজন্য শ্রুতি এ দুইয়ের অজস্রনির্দেশ করিয়াছেন। “না জন্মিয়া বহু প্রকারে জন্মিলেন” শ্রুতান্তরে যে এই যুক্তি উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে বহু হওয়াকেই জন্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

৩। পরা এবং অপরা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন-করিয়া যিনি বিদ্যমান তিনি পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এজন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে “সেই পুরুষ লোকাভীত মূর্তিহীন” ( ৫।৮ ) এই শ্রুতিতে পুরুষ হইতে প্রাণ মন আদি সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ইনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, বৈদিক রীতিতে ইহাতে রূপ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই রূপ কল্পনা-করিয়া কি লাভ তাহার তত্ত্ব বিবেচনীয়। সর্বাভীত পরব্রহ্ম যদিও যোগপ্রলয়-

রীতিতে যোগিজনের অনুভূতিতে প্রতীতির বিষয় হন, তথাপি যিনি তাঁহাকে 'উপলব্ধি-করিতেছেন, তাঁহার লয় হয় না তিনি তাঁহার সঙ্গে অনুভূত থাকেন। যদি একুপ না হইত তাহা হইলে বেদান্তসমূহে সৰ্ব্বাভীত পরব্রহ্মের উপাসনাই কদাপি সম্ভবিত না। তিনি স্বপ্রকাশ, এজন্তই পরা ও অপরা প্রকৃতিতে তিনি নিত্যপ্রকাশমান। এই নিত্য-প্রকাশমানতা অবলম্বন-করিয়াই সৰ্ব্বাভীত ব্রহ্মে শিবস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। আর এই কারণেই "আমি ব্রহ্ম আছি" ( ৮।১২ ) সৃষ্টির আদিতে ঈদৃশ জ্ঞান তাঁহার বিকারিত্ব প্রতীপাদন-করে না। স্বপ্রকাশতা বিষয়টা কি? আমি আছি এই জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশতা হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের অতিরিক্ত যদি বিষয়ান্তর না থাকিত তাহা হইলে আমি বলিয়া কিছু পরিকাররূপে আমরা ধরিতে পারিতাম না। পরাস্বাভাতে কি আপনার অতিরিক্ত এমন কিছু বিষয় আছে, যাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহাতে আমি এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। যদি বল আছে, তাহা হইলে তদ্বারা তাঁহার অনন্তত্বের হানি উপস্থিত হইতেছে, যদি বল নাই তাহা হইলে তাঁহাতে আমি এই জ্ঞানের অবকাশই নাই। তিনি আপনাকে আগনি জানেন, তাই তাঁহার আপনার অনন্তভূত শক্তি ও শক্তির বৈচিত্র্য তিনি জানেন বলিয়া আমি এই জ্ঞান তাঁহাতে পরিস্ফুট—আমরা এই কথা বলি। প্রতিরোধ বিনা আমাদের আত্মজ্ঞান জন্মায় না, পরাস্বাভাতেও তবে সেই রূপ প্রতিরোধে আত্মজ্ঞান জন্মায়, একথা যোগিগণের প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানে প্রতিবদ্ধ হইতেছে। যোগেতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের সমুপ হইতে সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, আমি আছি ইত্যাকারে কেবল আত্মজ্ঞানমাত্র অবশেষ থাকে। সেই আমিতে আত্মার অনন্তভূতরূপে সকল বিষয়ের ক্ষুণ্ণি দেখাইয়া দেয় সৃষ্টির মধ্যে পরাস্বাভাতে কি ছিল। রূপকল্পনা ইহাই প্রদর্শন করে, চন্দ্র সূর্য্যাদি চন্দ্রসূর্য্যাদি আকারে নিত্যকাল আছে তাহা নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তির উল্লেখ প্রলাপ-মাত্র। শুদ্ধ চিন্মাত্র পরব্রহ্মে চিদাকার সৃষ্টি চিরকালই আছে, আমরা এই কথা বলি। শক্তিবৈচিত্র্যযোগে জীবসন্নিধানে উহার প্রকাশই কালকৃত। "রূপে রূপে প্রতিক্রপ" ( ৫।৬ ) এ শ্রুতিতে 'রূপে রূপে' এ অংশ কালকৃত রূপের প্রকাশ এবং 'প্রতিক্রপ' এ অংশ চিন্মাত্ররূপে নিত্য অবস্থিত রূপপ্রকাশের কারণকে প্রদর্শন-করিতেছে। যেখানে উপনিষদে পুরুষরূপের কল্পনা আছে সেখানে "রূপে রূপে প্রতিক্রপ" একথারও সমাবেশ থাকে। যেমন এখানে "এই সৰ্ব্বভূতান্তরাঙ্গা" এই বলিয়া যে রূপকল্পনা হইয়াছে, উহার সঙ্গে "একমাত্র সৰ্ব্বভূতান্তরাঙ্গা রূপে রূপে প্রতিক্রপ হইয়াছেন" ( ৫।৬ ) এ বাক্যের অন্তর সূচিত হইতেছে। একুপ কেন করা হয় এ প্রশ্ন বৃথা, কেন না আমাদের দৃষ্টিগোচরস্থ কার্য দেখিয়া আমাদের দৃষ্টির অতীত কারণ আমাদের প্রতীতির বিষয় হয়। এজন্তই সাধনকালে "তজ্জলান্" ( ৬।৪ [ ২৮০পৃ ] ) এই প্রক্ৰম অবলম্বন-করিয়া কার্যালয়করত কার্যাকে কারণের সঙ্গে অপৃথক্ ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক সাধক সাক্ষ্যং ব্রহ্মদর্শন করিয়া

থাকেন। আর এই কারণেই পুরুষ হইতে অগ্ন্যাদির উপপত্তিকথনানন্তর “এই বিশ্ব কৰ্ম ও তপ পুরুষই” এই বলিয়া সমুদায় ব্রহ্মেতে অন্তর্ভুক্তকরত তদর্শনে অবিদ্যাগ্রস্থির ছেদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

৪। “সেই এই পরাশ্রা হইতে” এস্থলে তৎপদ পরোক্ষ ব্রহ্মকে এবং এতৎপদ অপ-  
রোক্ষ জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে মিতাক্ষরা ব্রহ্মহৃত্তবিত্তির প্রণেতা এই কথা  
বলিয়া বলিয়াছেন, “কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া ব্যাপ্ত হইলে পুরুষার্থ (মোক্ষ) হয় না এ  
কারণে ঈশ্বর হইতে প্রবৃত্ত জগৎসৃষ্টি প্রমাণান্তর দ্বারা যেরূপ বিশদীকৃত হইয়াছে সেইটি  
লইয়া অনায়াসে আশ্রয়তত্ত্ব বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত—অখণ্ডার্থ পুরুষার্থে পর্য্যবসন্ন হয়  
এজন্ত সেই অখণ্ডার্থকেই প্রধান করিয়া প্রকৃত উপনিষদ [ তত্ত্ববিত্তিতে ] প্রবৃত্ত হইয়া-  
ছেন। যদিও কেবল ঈশ্বর হইতেই জগৎ প্রবৃত্ত হয়, তথাপি ঈশ্বর ভূমার অধিষ্ঠান—  
ভূমা সকলের আদি মূল—এজন্ত জীব ও ঈশ্বরের আশ্রয় অখণ্ডার্থভূত সেই ভূমাকেই  
আশ্রয় করিয়া সৃষ্টাবলম্বনে পুরুষার্থপর্য্যবসায়ী আশ্রয়তত্ত্ব এখানে নিরূপিত হইয়াছে,  
ইহাই বুঝিতে হইবে \* ।” তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিকই, তাঁহার সেই কথাই  
এখানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। “তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব আমি জন্মিব। তিনি তপ করিলেন”  
ইত্যাদি কথার বুঝার—কালে পরাশ্রাতে সৃষ্টির অভীলাষ হইল, তিনি বহু হইলেন, পর্য্য-  
লোচনা করিলেন, সুতরাং তিনি বিকারের অধীন হইলেন। যদি বল, এ সকলই মায়িক,  
তাহা হইলে আর একটি রহস্য উপস্থিত হইল, যাহার অর্থ উদ্ঘাটন-করিতে গিয়া তোমায়  
বিফলমনোরথ হইতে হইবে। জগৎ কখন তাঁহার ক্রিয়াশক্তিনিরপেক্ষ হইয়া উদ্ভিত হয়  
না। ক্রিয়াশক্তি হইতেই কালের উদয় হয় (৮।১৬) + । কালের অভূত্থানে পরাশ্রায়  
ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং ‘ইচ্ছা করিলেন’ ‘হইব’ ‘জন্মিব’ ‘তপ করিলেন’ এ কথা  
গুলি ক্রিয়াপ্রকাশহুচক। আপনাতে যে নামরূপ বিদ্যমান আছে, উহাকে ব্যক্ত করাই

\* মিতাক্ষরাকারের কথা বুঝিতে হইলে অখণ্ডার্থ তিনি কাহাকে বলেন সৰ্ব্বপ্রথমে সেইটি বোঝা  
প্রয়োজন। ঈশ্বর জীব ও জগৎ এ তিন এক ভূমাতেই উপলব্ধির বিষয় হন। এ নিমিত্ত মিতাক্ষরা-  
কার ভূমাকেই অখণ্ডার্থ বলিয়াছেন। পুরুষার্থসাধনের জন্ত আশ্রয়তত্ত্ব মুখ্য, এ নিমিত্ত পরাশ্রা ও  
জীবাত্মাকে এক অখণ্ডবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া উপনিষৎ জগৎসৃষ্টি প্রশংসন-করিয়াছেন, জগৎসৃষ্টিকথন  
উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য নহে, প্রধান উদ্দেশ্য কিসে মোক্ষ হয় তৎপ্রদর্শন। সুতরাং সৃজকার প্রমা-  
ণান্তর অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যাগ্রহণপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনে পুরুষার্থসাধক আশ্রয়তত্ত্বের  
ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়াছেন।

† প্রত্যেক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের জ্ঞান উদ্ভিত হয়। যখন পরিবর্তনের জ্ঞান থাকে  
না, তখন কালের জ্ঞান থাকে না, এজন্ত ঘোর নিশ্চিন্তভূত ব্যক্তি নিজায় কত সময় গিয়াছে তাহা  
বলিতে পারে না। যদি ক্রিয়াশক্তি বিবিধ পরিবর্তন না জন্মাইত কাল বলিয়া আমরা কিছুই অবধারণ  
করিতে পারিতাম না।

বহু হওয়া। এ জগতই শ্রুতিতে তিনি ভূমা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নামরূপ বাক্ত হওয়া তাঁহাতে স্বতন্ত্র হওয়া প্রকাশ করে না, একজ্ঞ যিনি নামরূপের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন তাঁহারই অল্পপ্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষেপে অল্পপ্রবেষ্ট হইয়াও তিনি দৃশ্যমানে অদৃশ্যমান, বচনীয়ে অনির্বচনীয়, আশ্রিতে অনাশ্রিত হইয়া বিদ্যমান। আচ্ছা তাহাই হউক, হইলেও তিনি “বিজ্ঞান হইলেন অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য হইলেন অন্ত হইলেন,” এ কথা তাঁহাতে কিরূপে ঘটে? অবিজ্ঞানমধ্যে বিজ্ঞান অন্তমধ্যে সত্য এই রূপ উল্লেখ্য হইলেই ঘটে। তাঁহারই অধিষ্ঠানে যাহারা অচেতন তাহাদের চেতন-বৎ ক্রিয়া হয়, যাহারা অস্থির তাহারা তাঁহার সত্ত্বমূলক বলিয়া তাহাদিগের অস্থিরতা-সঙ্গেও রূপান্তরে স্থিতি হইয়া থাকে।

৬। “নাম রূপ ও কৰ্ম্ম এই তিন এ জগৎ” ( ৮।১৪ ) এখানে জগতে প্রাণরূপে প্রকাশিত ক্রিয়াশক্তির উল্লেখ হইয়াছে। “ইহার বিবিধ পরম শক্তি শ্রুত হওয়া যায়। জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়াই সেই স্বাভাবিক শক্তি ( ৬।১১ )” এখানে জ্ঞান ও বলের সহিত যে ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে উহা ক্রিয়াশক্তি নহে। পরন্তু “নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, শাস্ত” ( ৬।১২ ) এখানে যখন পরাশ্রায় ক্রিয়াবিরহিতত্ব শুনা যাইতেছে, তখন ‘ইহার... শক্তি’ এইরূপ ভেদনির্দেশ করাতে এ শক্তি স্বরূপভূত নয় মায়িক, এইরূপ হওয়াই সমুচিত। ক্রিয়াশক্তিমধ্যে পরাশ্রায় স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া ক্রিয়া পরাশ্রয়নিষ্ঠ নহে জগন্নিষ্ঠ, “নাম রূপ ও কৰ্ম্ম এই তিন এ জগৎ” এ কথায় ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে “তিনি আপনাকে আপনি করিলেন, তাই তিনি স্মরুত বলিয়া উক্ত হইলেন” এই যে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে সেটি সিদ্ধ পায় না। যিনি নিষ্ক্রিয় তিনি আপনাকে কি প্রকারে করিবেন, স্মরুতনামভাজনই বা কি প্রকারে হইবেন? সক্রিয়ত্বসঙ্গেও যদি সর্ববিধতরঙ্গশূন্যতাবশতঃ শাস্তত্বে নিষ্ক্রিয়ত্ব সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে নিষ্ক্রিয়ত্ব এক পরাশ্রাতেই সম্ভবে আর কাহাতেও নহে। অনন্তশক্তি তরঙ্গবর্জিত হইলেও তাঁহা হইতে ক্রিয়া সংক্রামিত হইয়া জগতে তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া “নাম রূপ ও কৰ্ম্ম এই তিন এ জগৎ” এইরূপ কথিত হইয়াছে। তরঙ্গবর্জিত অনন্তশক্তি অবলম্বন-করিয়া “নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় শাস্ত” এবং “আপনাকে আপনি করিলেন” এ উভয়ই সিদ্ধ হয়।

৭। সৃষ্টির পূর্বে সর্বাঙ্গীত একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা ছিলেন, বাহ্য কিছু দেখা যায় সকলই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই সর্বজনানুমোদিত সত্য আশ্রয়-করিয়া সপ্তমে (৭) সৃষ্টিপ্রকরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। স্থিতির স্থান উদ্ভূত না হইলে জীবের আগমন সম্ভবে না, এ জগৎ জীবোদ্ভবের পূর্বে জলের স্তম্ভ উপাদান; তেজ, পৃথিবী ও জল লোক-রূপে সৃজন-করিলেন এই কথা উক্ত হইয়াছে। এইরূপে বিষয়সৃষ্টির পর বিষয়শাস্ত্রী বিষয়কে প্রথমোৎপন্ন জল হইতে তিনি উদ্ভাবিত করিলেন। এইরূপে বিষয়বিষয়ীর

একজ স্থিতি, জীববুদ্ধিতে জগতের প্রকাশ এবং শক্তি ও চৈতন্য যে অভিন্ন এবং ভগ-  
বানের শক্তি ইহাই দেখায়। বিষয় ও বিষয়ীর এইরূপে নিত্য যোগ অনুভব-করিয়  
প্রথমেই জীবকে শরীর-ও-ইন্দ্রিয়যুক্তরূপে বর্ণন করা হইয়াছে মনে হয়। শরীরের উচ্চতার  
অপগম হইলে বাকশক্তিস্ফূর্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হয় এ দেখিয়াই অগ্নিকে বাগিন্দ্রিয়ের  
দেবতারূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। বাগেন্দ্রিয়ের বায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আদিত্য, শ্রবণে-  
ন্দ্রিয়ের দিক্ এ সকল সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হয়, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণে এ সকলের উল্লেখ  
স্বাভাবিক। পশুদিগের অপেক্ষা পুরুষে এ সকলের প্রকাশ পরিস্ফুট, সুতরাং পুরুষে  
এই দেবগণের সাদরে আত্মসমিবিশেষণ কিছু আশ্চর্য্য নয়। অন্নপানাদিসম্বন্ধে এখানে  
যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহাও স্বাভাবিক ক্রমানুসারে। ইন্দ্রিয়গণ আত্মাপেক্ষী, আত্মা  
ও ইন্দ্রিয়গণ পরাত্মাপেক্ষী ইহা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিপ্রকরণে জাগ্রদবস্থার প্রাধান্য,  
এজ্ঞা এখানে সমগ্রসৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের উল্লেখ হইয়াছে। অষ্টমে (৮) তত্ত্বনির্ণায়ার্থ  
এই যজুটির উদাহরণস্থলে গ্রহণ সমুচিত :—“পুনরায় মন পুনরায় আয়ু আমাতে আগমন  
করুক, পুনরায় প্রাণ পুনরায় আত্মা আমাতে আগমন করুক, পুনরায় চক্ষু পুনরায় শ্রোত্র  
আমাতে আগমন করুক” ( ৪।১।১৫ )। প্রতিদিন নিদ্রার সময়ে মনআদি বাহির হইয়া  
যায় ( শ, প, ব্রহ্ম ৩।২।২৬ ), সূর্যোদয়ে উহার নবীভূত হইয়া সেই ব্যক্তিতে প্রবেশ  
করে, এইরূপ নিত্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আদিত্য ইহাতে প্রত্যক্ষ হয়। নিত্য-সৃষ্টি-প্রক্রিয়া-সূচনার  
জ্ঞাত এখানে আদিত্যকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

৯—১২। নবমে (৯) তেজ ইহাতে জল জল ইহাতে অগ্নির উৎপত্তি যে বর্ণিত হই-  
য়াছে উহা বিরুদ্ধ, কেন না অত্যা অত্যা প্রকার উৎপত্তির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, এ  
কথা বলা বিফল, কারণ “এক দুই তিন বা আট” ( ৮।১৬ ) এরূপ বলাতে বুদ্ধিতে হইবে  
এ সম্বন্ধে বাক্যবাক্তি কিছু নাই। দশমে (১০) সৃষ্টি ভোগের বিষয় জীব ভোক্তা ইহারই  
নিমিত্ত মৃত্যু ইহাতে সৃষ্টিবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, অধ্যায়মধ্যেই ইহা বলা গিয়াছে। পর-  
মাত্মসম্বন্ধবিনা সৃষ্টি হয় না, এজ্ঞা তাহার অর্জন স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। এখানেও তেজ-  
স্তবেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যা বিষয়ে পূর্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে  
তাহারই সমান। একাদশে (১১) ‘সেই আমি আছি’ জীবের এ জ্ঞান এবং ব্রহ্মের ‘আমি  
ব্রহ্ম আছি’ এ জ্ঞান পরস্পর বিরোধী নয়, কেন না জীব অপূর্ণ এজ্ঞা তাহার ‘আমি  
আছি’ জ্ঞান অগ্রসাপেক্ষ \*। জীব অপূর্ণ কিরূপে জানা যায়। “তিনি এ সকলের প্রথম  
হইয়া সকল পাপ দহন-করিয়াছিলেন” “মর্ত্য হইয়া অমরগণকে সৃজন-করিলেন,” এস্থলে

\* ‘সোহমাসমি’ পুরুষঃ সোহমস্মি—এই পুরুষ বাহা আমিও তাহা ( ১২পৃ )—এখানে পরম-  
পুরুষসাপেক্ষ বলিয়া ‘সোহমঃ’ বাক্য যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে এমনি সর্বত্র জীবের সাপেক্ষতাবশতঃ  
কেবল ‘অহং’ না বলিয়া ‘সোহমঃ’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপদ অপয্যোক্ত ব্রহ্মবোধক। ব্রহ্মণে  
একতাবশতঃ এখানে সমানাধিকরণতা ( ৩৩পৃ )।

জীব পাপবিদ্ধ এবং পাপপরিহারের দ্বারা তাহার অমৃতত্বলাভ হয় বর্ণিত হওয়াতে তাহার প্রথম হইতে অপূর্ণত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এক আত্মা জ্ঞী-ও-পুরুষরূপে দ্বিধা হইল এ কথা বলাতে জ্ঞীপুরুষের অখণ্ডত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে যে নামরূপের অভিব্যক্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে উহা পরমাত্মানিরপেক্ষ নহে, এইটি বুঝিতে হইবে। দ্বাদশে (১২) ‘আমি ব্রহ্ম আছি’ এ জ্ঞান ‘জানিলেন’ এই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে কালে সমুৎপন্ন এরূপ বুঝিতে হইবে না। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, এজন্ত তিনি আপনার নিকটে আপনি নিত্য প্রকাশিত আছেন একথা স্বতঃসিদ্ধ। জীববুদ্ধি আশ্রয়-করিয়া বেদান্তে সর্বত্র এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে সুতরাং কোন দোষ পড়ে না। জ্ঞানবৈচিত্র্য ‘আমি আছি’ এই জ্ঞানের অন্তর্ভূত, সেই জ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রকাশ ‘তিনি সকল হইলেন’ এ কথার মূল। “[জগতের] উৎপত্তির পূর্বে এমন কি ছিল যাহা তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত? তত্ত্বও নয় অতত্ত্বও নয় সুতরাং অনির্কটচরিত্র, অবিভক্ত অথচ বিভক্ত হইতে উন্মুখ, এবং বিধ নাম ও রূপ [তাঁহার জ্ঞানের বিষয়], আমরা ইহাই বলি” (১।১।৫), ভাস্ক্যাকারের এ উক্তি উহাই প্রদর্শন করিতেছে। “সকল বিষয় প্রকাশকরাই যাহার জ্ঞানের লক্ষণ সে জ্ঞান যাহার নিত্য আছে” তাঁহার আপনার জ্ঞানবৈচিত্র্য বিনা অথ আর কি জ্ঞানপ্রকাশ হইতে পারে। জীববুদ্ধিতে যখন সেই জ্ঞানবৈচিত্র্য তিনি বিস্তার-করেন, তখনই সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। সেই জীব প্রবুদ্ধি হইয়া কারণের সহিত আপনাকে এবং অপর সকলকে অভিন্ন দেখে তাই উক্ত হইয়াছে—“দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনিই তিনি (ব্রহ্ম) হইলেন। ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ।” দেবগণের মধ্যেও ক্ষত্রাদিবিভাগ আছে এবং এই বিভাগই “স্বর্গলোকে প্রজা পশু ও ব্রহ্ম-তেজ (যুক্ত হয়) (তৈ, ব্রা, ১।২।১)” “সেখানেও বিশেষ আছে—দু্যলোকে নীচ উচ্চ ও মধ্যম আছে (অমুগীতা ১৭।৪১)” এসকল কথার মূল। “সকল ভূতের মূল উপাদান সত্য। সেই মূল উপাদানে স্বয়ং নিয়ন্তা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ধর্ম ও সত্যে প্রভেদ এই যে, মূল উপাদান এক, ধর্ম বহু” (১৫২পৃ) এই যে পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহার সহিত ধর্ম ও সত্যের একত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না, কেন না ধর্ম বহু হইলেও উহা সত্যের অনুরূপ।

১৩—১৬। ত্রয়োদশে (১৩) আত্মার সাকামত্ব প্রদর্শন-করিয়া অত্মনিরপেক্ষ হইয়াও কি প্রকারে তাহার কৃৎসনত্ব হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্য ও মন হইতে যে প্রযত্ন উৎপন্ন হয় সেই প্রযত্নে লব্ধবল হইয়া চক্ষুর দ্বারা ভগবদৈশ্বর্যদর্শন, শ্রোত্রদ্বারা তদগুণবর্ণনশ্রবণ, দেহের দ্বারা তৎকর্মানুষ্ঠান আত্মার সর্ববিধ বিষয়াভিলাষ অপহরণ-করে, এই কথাই আলঙ্কারিক ভাষার উপনিষৎ বলিয়াছেন “মন ইহার আত্মা বাক্ ইহার জায়া” ইত্যাদি। চতুর্দশে (১৪) নাম রূপ ও কর্ম এই তিনটি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বাগিত্তিরযোগে নামের, চক্ষুরিত্তিরযোগে রূপের, দেহযোগে কর্মের অভিব্যক্তি হয় তাই



বাগিত্তির্যযোগে তত্ত্বত্রয়ের প্রকাশ ও স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। সকলই সম্মূলক, একজ্ঞান নামরূপাত্মক সকলকে সত্য এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে। কৰ্ম—প্রাণ, এবং সেই প্রাণ হইতে সৰ্ববিধ চেষ্টার উৎপত্তি। নামরূপ ইন্দ্রিয়গোচর, প্রাণ নামরূপ দ্বারা প্রচ্ছন্ন, যাহা প্রচ্ছন্ন তাহাই নিত্য, একজ্ঞান প্রাণকে অমৃত বলা হইয়াছে। যাহাতে সমুদায় অন্তর্ভূত, তিনিই ব্রহ্ম, এ নিমিত্ত নামাদির মধ্যে যাহা যাহা অন্তর্ভাবক তাহাকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। পঞ্চদশে (১৫) সকল প্রকার অবাস্তব তত্ত্বের মূল তিনটি এই কথা বলা হইয়াছে। যিনি সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান তিনি ব্রহ্ম। এ জ্ঞানই অন্তর্ভাবক লক্ষণ অনুসরণ করিয়া উক্ত হইয়াছে “ইহাকে পরম ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহাতে তিন” (১২।১১)। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা পরাত্মা এ তিনের মধুব্রাহ্মণপ্রদর্শিত পন্থায় সৰ্বাস্তর্ভাবক ব্রহ্মে একত্ব। “এই বিবিধ ব্রহ্ম” এই কথা বলাতে ভোগ্যে ভোগের, জীবে ভোগ্য ও জীবের, পরাত্মাতে ভোগ্য ও জীবের, সকলের ব্রহ্মেতে অন্তর্ভাবকতা কিরূপে হয় তত্ত্ববলীতে তাহা প্রকাশ পাইবে। ষোড়শে (১৬) স্বভাব ও কালাদি জগৎকারণ নয়, উহার পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি হইতে উদ্ভূত এইটি নির্ণয় করিয়া এবং অবাস্তব তত্ত্বসকলের সংখ্যার অনিত্যত্ব বলিয়া সেরূপ প্রতীতি যে জীববুদ্ধিভেদে হয় ইহাই প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে। সেই একমাত্র পরব্রহ্মই কালাদির হেতু, তিনিই সকলকে নিয়োগ করেন, তাঁহার দ্বারাই সকলের পরিবর্তন সাধিত হয়, তাঁহার ক্রিয়া-শক্তির সংহরণ করিয়া লইলে তিনি যে সকল হইতে বিশেষ এইটি উপলব্ধির বিষয় হয়, সংক্ষেপে এখানে এইগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইতি প্রকৃতিবলী অষ্টম অধ্যায় ।

## নবম অধ্যায় ।

দেবতাবল্লী ।

১। সূক্ষ্মশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যাশ্চ সত্যকামঃ সৌর্য্যায়ণী চ  
গার্গ্যঃ কোশল্যাশ্চাখলায়নো ভার্গবো বৈদৰ্ভিঃ কবক্ষী কাত্যায়নশ্চে  
হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মাশ্বেষমাণাএষ হ বৈ তৎ সৰ্ব্বং  
বক্ষ্যতীতি তে হ সমিপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্ললাদমুপসন্নাঃ ।

তান্ হ ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচৰ্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং  
সংবৎস্রথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞাস্তামঃ সৰ্ব্বং হ বো  
বক্ষ্যাম ইতি ।

অথ কবক্ষী কাত্যায়নউপেত্য পপ্রচ্ছ । ভগবন্, কুতো হ বা  
ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ।

তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোহতপাত  
স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে । রয়িক প্রাণকেতোতৌ মে  
বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়িকী এতৎ সৰ্ব্বং  
যস্মূৰ্ত্তকামূৰ্ত্তক তস্মান্মূৰ্ত্তিরেব রয়িঃ ।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্  
প্রাণানুশ্মিষু সমিধতে । যদক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো  
যদূৰ্দ্ধ্বং যদন্তরা দিশো যৎ সৰ্ব্বং প্রকাশয়তি তেন সৰ্ব্বান্ প্রাণান্  
রশ্মিষু সমিধতে ।

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদয়তে । তদেতদৃচা-  
হভ্যক্তম্ ।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং

পরায়ণং জ্যাতিরেকং তপস্তম্ ।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ

প্রাণঃ প্রজ্ঞানামুদয়তোষ সূর্য্যঃ ॥ প্র, ১। ১—৮।

‘ভারদ্বাজঃ’ ভরদ্বাজভূতাপত্যঃ ‘সূকেশা চ’ ; ‘শৈবঃ’ শিবেরপত্যঃ ‘সত্যকামঃ চ’ ; ‘সৌর্য্যায়নী’ সৌর্য্যায়ণিঃ স্বর্ঘ্যভূতাপত্যঃ ‘গার্গ্যঃ’ গর্গ্যেৎপন্নঃ, ‘আশ্বলায়নঃ’ অশ্বলভূতাপত্যঃ ‘কৌশলঃ’ ; ‘ভার্গবঃ’ ভূগোরপত্যঃ ‘বৈদর্ভিঃ’ ‘কাত্যায়নঃ’ কতভূতাপত্যঃ ‘কবক্ষী’ ‘তে হ এতে’ ‘ব্রহ্মপরাঃ’ বেদপরায়ণাঃ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ’ বেদনিষ্ঠাঃ ‘পরং ব্রহ্ম’ অশ্বেষমাণাঃ—তদধিগম্য ‘এব হ বৈ’ ‘তৎ সর্বং বক্ষ্যতি ইতি’ ‘সমিৎপাণয়ঃ’ ‘ভগবন্তঃ পিঙ্গলাদস্’ ‘উপসন্নঃ’ উপজগ্মুঃ ।

‘তান্’ উপসন্নান্ ‘হ’ ‘কবিঃ’ পিঙ্গলাদঃ ‘উবাচ’—‘ভূয়ঃ এব’ পুনরেব ‘তপসা’ ‘ব্রহ্মচর্য্যেণ’ ‘প্রজ্ঞায়া’ ‘সংবৎসরং’ সংবৎসরকালং ‘সংবৎস্রং’ সমাগুত্তরশুক্রাধাপরাঃ সন্তঃ বৎস্রং । ‘বথাকাম’ যো যন্ত কামঃ তস্মনতিক্রম্য ‘প্রয়ান্’ ‘পৃচ্ছ’ ‘যদি বিজ্ঞাস্যামঃ’ ‘সর্বঃ হ’ ‘বঃ’ যুক্ত্যং ‘বক্ষ্যামঃ’ ‘ইতি’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘কাত্যায়নঃ’ ‘কবক্ষী’ উপেত্য ‘পপ্রচ্ছ’ ।—‘ভগবন্’ ‘ইমাঃ প্রজাঃ’ ‘কৃতঃ হ বৈ’ ‘প্রজায়ন্তে’ ‘ইতি’ ।

‘স’ পিঙ্গলাদঃ ‘তস্মৈ’ পৃষ্টবতে ‘হ’ ‘উবাচ’—‘স’ ‘বৈ’ ‘প্রজাপতিঃ’ প্রজাকামঃ ‘তপঃ’ ‘অতপাত’ ‘স তপঃ তপ্তা’ ‘স’ ‘রয়িঃ চ প্রাণং চ’ ইতি ‘মিথুনন্’ উৎপাদয়তে উৎপাদিতবান্ । কথন্ ? ‘এতৌ’ ‘মে’ ‘বহুধা প্রজাঃ’ ‘করিস্বাতঃ’ ‘ইতি’ ।

কে তে ? ‘প্রাণঃ’ ‘হ বৈ’ ‘আদিত্য’ ‘রয়িঃ এব’ ‘চন্দ্রমাঃ’ । ‘এতৎ সর্বং যৎ মূর্ত্তং চ অমূর্ত্তং চ’ তৎ ‘বৈ’ ‘রয়িঃ’ অন্নম্ । ‘তন্মাৎ’ মূর্ত্তিঃ এব রয়িঃ । ‘অথ’ ‘আদিত্যঃ’ ‘উদয়ন্’ উদগচ্ছন্ ‘যৎ প্রাচীং’ দিশং প্রবিশতি ‘তেন’ ‘প্রাচ্যান্’ তদ্বিগগতান্ ‘প্রাণান্’ প্রাণিনঃ ‘রশ্মিষু’ স্বকিরণেষু ‘সন্নিধন্তে’ আশ্রভূতান্ করোতি । ‘যৎ দক্ষিণং’ ‘যৎ প্রতীচী’ ‘যৎ উদীচী’ ‘যৎ অধঃ’ ‘যৎ উর্দ্ধং’ ‘যৎ অন্তরদিশঃ’ কোণদিশঃ অবাস্তরদিশঃ ‘যৎ সর্বং’ অথৎ প্রবিশতি তৎ সর্বং ‘প্রকাশয়তি’ । ‘তেন’ সর্বান্ সর্ব-  
দিক্শান্ ‘প্রাণান্’ প্রাণিনঃ স ‘রশ্মিষু’ ‘সন্নিধন্তে’ আশ্রভূতান্ করোতি ।

‘স এব’ ‘প্রাণঃ’ আদিত্যরূপী ‘বৈবাহানঃ’ সর্বাভ্যা ‘বিশরূপঃ’ বিশ্বানি রূপাণি যস্মিন্ ‘অয়িঃ’ জলনঃ—রাত্রৌ তস্মিন্ নিহিততেজস্বাৎ—উদয়তে’ । ‘তৎ এতৎ’ বস্ত্র ‘ঋচা’ ময়ৈণ ‘অভূক্তম্’ ।

‘সহস্ররশ্মিঃ’ ‘শতধা বর্তমানঃ’ ‘প্রজানাঃ’ ‘প্রাণঃ’ যঃ ‘এব’ ‘স্বর্ঘ্যঃ’ ‘উদেতি’ তং ‘বিশরূপঃ’ সর্ব-  
রূপঃ ‘হরিণঃ’ রশ্মিমন্তঃ ‘জাতবেগসঃ’ সজ্জাতপ্রজ্ঞানঃ ‘পরায়ণঃ’ সর্বপ্রাণাশ্রয়ঃ ‘জ্যোতিরেকং’ সর্ব-  
প্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতম্ অধিতীয়ং ‘তপন্তঃ’ তাপক্রিয়াং কুর্য্যণঃ বদন্তি ।

ভরদ্বাজের অপত্য সূকেশা, শিবির অপত্য সত্যকাম, সূর্য্যের  
অপত্য গার্গ্য, অশ্বলের অপত্য কৌশল্য, ভূগুর অপত্য বৈদর্ভি, কতের  
অপত্য কবক্ষী, ইঁ হারা সকলেই বেদপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ পরব্রহ্মের অশ্বে-  
ষণে প্রবৃত্ত । ভগবান্ পিঙ্গলাদ সে সকল বলিবেন, এই [ মনে করিয়া ]  
তঁাহারা সমিৎপাণি হইয়া তঁাহার নিকটে গমন করিলেন ।

ঋষি তঁাহাদিগকে বলিলেন, পুনরায় তোমরা তপস্তা, ব্রহ্মচর্য্য ও  
প্রজ্ঞায় সংবৎসর কাল বাস কর । তোমাদের যাহার যে অভিলাষ সেই

অভিলাষানুসারে প্রসন্ন জিজ্ঞাসা কর, যদি আমি জানি আমি সকলই তোমাদিগকে বলিব ।

কতের অপত্য কবন্ধী আগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, এই প্রজ্ঞা সকল কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে ?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, প্রজ্ঞাপতি প্রজ্ঞাকাম হইয়া তপ করিলেন, তপ করিয়া তিনি প্রাণ ও রয়ি এই মিশ্রন উৎপাদন করিলেন । [ এই ক্ষুদ্র উৎপাদন করিলেন যে ] ইহারা আমার অনেক প্রজা করিবে ।

প্রাণ—আদিত্য, রয়ি—চন্দ্রগা । এ সকল যাহা কিছু মূর্ত ও অমূর্ত এ সকলই রয়ি [ অন্ন ] । সুতরাং মূর্তিই রয়ি ।

অনন্তর আদিত্য উদিত হইয়া যখন পূর্ৱদিকে প্রবেশ করেন তখন তদ্বারা পূর্ৱদিকস্থ প্রাণিসমূহকে রশ্মিগণ্ডে সম্যক্ প্রকারে নিহিত করিয়া লন । যখন তিনি দক্ষিণে, যখন তিনি পশ্চিমে, যখন তিনি উত্তরে, যখন তিনি অধোতে, যখন তিনি উর্দ্ধে, যখন তিনি অবাস্তুর দিক্ সকলেতে, যখন তিনি অপর সকলেতে প্রবেশ করেন, তখন তিনি সকলকে প্রকাশ করেন এবং তদ্বারা সকলদিক্স্থ প্রাণিগণকে রশ্মিগণ্ডে সম্যক্ প্রকারে নিহিত করিয়া লন ।

সেই এই প্রাণ বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ অগ্নি হইয়া উদিত হয়েন । এ বিষয়টি শ্রুক মন্ত্রে [ এইরূপ ] উক্ত হইয়াছে :—

যিনি সহস্র রশ্মি, শতধা হইয়া বর্তমান, যিনি প্রজাগণের প্রাণ, যিনি এই সূর্য্য হইয়া উদিত হন, তাঁহাকে বিশ্বরূপ, রশ্মিয়ান্, জাতপ্রজ, সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি ও তপন [ মন্ত্রবিদগণ ] বলেন ।

ভাব—বেদান্তে পৌরাণিক দেবগণের কোন উল্লেখ নাই, আদিত্যাদি বেদোক্ত দেবগণ ইহাতে দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন । সেই সেই দেবতাতে ব্রহ্মদৃষ্টি, তাঁহাদিগের সহায়তা এবং তাঁহাদিগের পরম্পরের সম্বন্ধ এই অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রহ্মকে কোথাও স্বং-পদে সম্বোধন করা হয় নাই । প্রাণাদিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভাবকত্ব গুণ দেখিয়া স্বং-পদে স্তুতি—বৈদিক রীতির অনুসরণ ভিন্ন আর কিছু নহে । বেদ ও বেদান্ত এ উভয়ের একতার পুরাণের অভ্যুদয় । এই পুরাণে স্বং-পদে স্তুতির বাহুল্য । ঋতাস্থতর উপনিষদে যে স্বং-পদের প্রয়োগ আছে, উহা ব্রহ্মের লীলাময় আশ্রয়-করিয়া, সর্বাতিত ব্রহ্মে স্বং-পদ-প্রয়োগ-অসম্ভব, সুতরাং তাঁহাতে স্বং-পদের প্রয়োগ নাই ।

আখ্যায়িকার কথারম্ভ করিয়া প্রথমে এখানে আদিত্য ও চন্দ্রকে দেবতারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ।

২। অথ হৈনং ভার্গবো বৈদার্তিঃ প্রপচ্ছ । ভগবন্, কতোব দেবাঃ প্রজ্ঞাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়তে কঃ পুনরেবাং বরিষ্ঠ ইতি ।

তস্মৈ স হোবাচাকাশোহ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বায়্বনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যভিবদন্তি বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ।

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ । মা মোহ্যাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চ-  
খাত্মানং প্রবিভজ্যেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি ।

তেহশ্রদ্ধধানা বভূবুঃ । সোহভিমানাদূৰ্দ্ধমুৎক্রামত ইব তস্মি-  
মুৎক্রামত্যেথতরে সৰ্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিৎশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্ব-  
এব প্রাতিষ্ঠন্তে । তদ্যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তঃ সৰ্ব্বা-  
এবোৎক্রামন্তে তস্মিৎশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং  
বাণ্ড্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুবন্তি ।

এষোহগ্নিস্তপতোষ সর্গ্য এষ পর্জন্তো মঘবানেষ বায়ুরেষ  
পৃথিবী ররির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ।

অরাইব রথনাভৌ প্রাণে সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

ঋচো যজুংষি সামানি যজ্ঞে ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজ্ঞায়সে ।

ভূভ্যং প্রাণঃ প্রজ্ঞাস্তিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ

প্রতিতিষ্ঠসি ॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা ।

ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্কাস্থিরসামসি ॥

ইন্দ্রস্তং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা ।

ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্তং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥

যদা ত্বমভিবৰ্ষস্তথৈমাঃ প্রাণ তে প্রজ্ঞাঃ ।

আনন্দরূপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥

ব্রাতাস্ত্বং প্রাণৈকশ্বঘিরক্তা বিশ্বস্ত সৎপতিঃ ।

বয়মাদ্যস্ত দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিখনঃ ॥

যা তে তনুর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি ।

যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু যোৎক্রমীঃ ॥

প্রাণস্তোদং বশে সর্কং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব ত্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥

প্র ২। ১—১৩।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ ‘এন’ পিন্নলাদং ‘ভার্পণং বৈবর্তিঃ’ ‘পশ্চচ্ছ’ পৃষ্টবান্ । ‘হে’ ‘তগবন্’ ‘কতি  
এবদেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে’, ‘কতরঃ’ ‘এতৎ’ শরীরং ‘প্রকাশয়তে’ ‘কঃ’ পুনঃ এবাং ‘বরিতঃ’ শ্রেষ্ঠঃ  
‘ইতি’ ।

‘তমৈ’ বৈবর্তরে ‘স’ পিন্নলাদঃ ‘উবাচ’—‘আকাশঃ হ বা এষ দেবঃ’ । ন কেবলম্ আকাশঃ  
কিত্ত্বি—‘বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ, পৃথিবী’—পঞ্চভূতানি, ‘বাক্’ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ’ । ‘তে’ দেবাঃ  
‘প্রকাশ’ বসামর্থ্যমাবিকৃত্য ‘অভিবদন্তি’ ‘বয়ম্’ ‘এতৎ’ ‘বাণং’ শরীরম্ ‘অবষ্টতা’ অশিখিলভাবেন  
অবরুধ্য ‘বিধারয়াম’ ।

‘তান্’ দেবান্ ‘বরিতঃ’ মৃগ্যাঃ ‘প্রাণঃ’ ‘উবাচ’—‘বা মোহম্ আপত্তম্’ বৃথাভিমানং মা কুরুত ।  
‘অহম্’ এষ ‘এতৎ’ বাণাদিরূপেণ ‘পঞ্চবা’ ‘জ্ঞানানং প্রতিভজ্য’ ‘এতৎ’ বাণম্ অবষ্টত্যা ‘বিধারয়ামি’  
‘ইতি’ । ‘তে’ বাণাগরঃ ‘অশ্রদ্ধানাঃ’ অপ্রত্যয়বস্তঃ ‘বভূবুঃ’ । ‘স’ মৃগ্যাপ্রাণঃ ‘অভিমানাং’ ‘উচ্ছ’  
‘উৎক্রামতে ইব’ । ‘তস্মিন্’ উৎক্রামতি ‘ইতরে সর্কঃ’ ‘উৎক্রামন্তে’ ‘তস্মিন্’ চ প্রতিষ্ঠিতানে ‘সর্কঃ’  
এব প্রতিষ্ঠিতে । ‘তৎ’ উৎক্রমণং প্রতিষ্ঠানং তথা ‘যথা’ ‘উৎক্রামন্তং’ মধুকররাজানং প্রতি ‘সর্কঃ’  
এব ‘মক্ষিকাঃ’ ‘উৎক্রামন্তে’ ‘তস্মিন্’ চ প্রতিষ্ঠিতানে সর্কঃ এব প্রতিষ্ঠিতে, ‘এবং’ তচ্ছটীকাত্মসরণেন  
‘বাক্’ মনঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ ‘তে’ ‘প্রীতাঃ’ অশ্রদ্ধানাঃ ‘প্রাণঃ’ ‘জীবন্তি’ ।

‘এষ’ প্রাণঃ ‘অগ্নিঃ’ সন্ ‘তপতি’, ‘এষ’ প্রাণঃ ‘সূর্য্যঃ’ ‘এষ’ প্রাণঃ ‘পশ্চচ্ছ’, ‘এষ’ প্রাণঃ ‘মঘবান্’  
ইন্দ্রঃ ‘এষ’ প্রাণঃ ‘বায়ুঃ’—তৎসৎকর্ষ নিরূহতি । ‘পৃথিবী’ ‘দেবঃ’ ‘ররিঃ’ ‘যৎ’ ‘সৎ’ মূর্ত্তম্ ‘অসৎ’  
অমূর্ত্তম্ ‘অমৃতং চ’—তৎ সর্কম্ এষ প্রাণএব ।

‘রথনাতো’ ‘অরাঃ ইব’ ‘প্রাণে’ ‘অচঃ’ ‘বজ্জ্ববি’ ‘সামানি’, ‘বজঃ কজং’ সর্কন্ত পালয়িতু ‘ব্রহ্ম চ’  
বজ্রাদিকর্ষকর্তৃ সর্কং প্রতিষ্ঠিতম্ ।

‘ত্বম্’ এষ ‘প্রজাপতিঃ’ ‘গর্ভে’ ‘চরসি’ ‘প্রতিজ্ঞারসে’ পিতুঃ মাতুঃ চ প্রতিরূপঃ সন্ জায়সে । ‘বঃ’  
স্বং ‘প্রাণেঃ’ চক্ষুরাদিভিঃ ‘প্রতিষ্ঠিতসি’ হে ‘প্রাণ’, ‘ইমাঃ’ ‘প্রজাঃ’ ‘তু’ তমৈ ‘তুভ্যং’ ‘বলিং’ ‘হরন্তি’ ।

স্বং ‘জ্ঞানানং’ ‘বহিতমঃ’ শ্রেষ্ঠাগ্নিঃ ‘অসি’ ; ‘পিতৃণাং’ অথবা ‘যথা’—নানীমুখপ্রাণে দীপমানঃ  
অথবা ‘অন্নম্’ ; ‘ববীণাম্’ ‘অথর্ক্যাসিরম্যং’ ‘মত্যাং’ ‘চরিতম্’ ‘অসি’ ।

হে 'প্রাণ' 'বহু' 'ইন্দ্রঃ' 'বহু' 'ভেজসা' 'পরিব্রজিতা' পরিণালকঃ 'রজঃ' 'অগ্নিঃ', 'বহু' 'অভ্যবহিঃ' চরসি 'বহু' যোভিবাং পতিঃ 'সূর্য্যঃ' ।

হে 'প্রাণ' 'বহু' 'বহু' 'অভিবর্ষসি' তদা 'ঈমাঃ' 'ভে' তব 'প্রজাঃ' 'কামার' অভিলাবার বধেটমিতি বাবৎ 'অন্নং' 'ভবিষ্যতি' 'ইতি' 'আনন্দরূপাঃ' সুখং প্রাপ্তা ইব 'তিষ্ঠতি' ।

হে 'প্রাণ' 'বহু' 'ব্রাত্যঃ'—প্রথমজ্ঞানং সংস্কর্তৃরভাবাদসংস্কৃতঃ—যতাবতঃ শুদ্ধঃ 'এক' 'বহিঃ'—অদ্বৈতঃ প্রসিদ্ধঃ একবিনামা অগ্নিঃ 'বিশ্বতঃ' 'অতা' ভোক্তা 'সংপতিঃ' । 'বহু' 'আদ্যতঃ' অদনীয়ত 'দাতারঃ', 'মাতরিশ্বনঃ' বায়োঃ 'বহু' 'পিতা' ।

'বা' 'ভে' তব 'ভনুঃ' স্বরূপঃ 'সন্ততা' অবিচ্ছিন্না 'বাচি' প্রতিষ্ঠিতা 'বা' শ্রোত্রে 'বা' চ চক্ষুর্বা 'বা' চ মনসি 'তাং' ভনুং 'শিবাং' মঙ্গলময়ীং শান্তাং 'বুধ' 'বা' উৎক্রমীঃ' বা উৎক্রান্তো জুঃ ।

'জিদিবে' তৃতীয়স্তাং দিবি 'বৎ' 'ইদং' 'প্রতিষ্ঠিতং' তৎ 'সর্বং' 'প্রাপ্ত' 'বশে' । হে 'প্রাণ' 'মাতা' ইব পুমান্ 'অমান্' বঃ 'রক্ষ' 'ঈঃ' শ্রিয়ঃ চ 'প্রজাং' চ 'নঃ' অশ্রুত্যাঃ 'বিধেহি' বিধৎস্ব ।

অনন্তর ভার্মণ বৈদর্ভি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, কয় জন দেব প্রজাকে ধারণ করিয়া আছেন; কে এই শরীরকে প্রকাশ-করেন, কে আবার ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

তঁাহাকে তিনি বলিলেন, এই দেব আকাশ, অপিচ বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র । তঁাহারা আপনাদের সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমরাই এ শরীরকে অবরোধ করিয়া ধরিয়া আছি ।

মুখ্যপ্রাণ তঁাহাদিগকে বলিলেন, রূপাভিমান করিও না । আমিই এই পঞ্চ আকারে আপনাকে বিভক্ত করিয়া এ শরীরকে অবরোধ করিয়া ধরিয়া আছি ।

তঁাহারা [ এ কথায় ] প্রজ্ঞা করিলেন না । তিনি অভিমানে উর্দ্ধে উৎক্রমণ করিতে গেলে তিনি যখন উৎক্রমণ করেন, আর সকলেই উৎক্রমণ-করে, তিনি স্থির থাকিলে সকলেই স্থির থাকে, মক্ষিকারাজ্ঞ উৎক্রান্ত হইলে যেমন সকল মক্ষিকা উৎক্রমণ করে, তিনি স্থির থাকিলে সকলেই স্থির থাকে, ইহা তেমনি ।

বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রজ্ঞাশ্রিত হইয়া প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল :—

ইনি অগ্নি হইয়া তাপ দেন, ইনিই সূর্য্য, ইনিই পর্জন্ম, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই দেব রয়ি (অন্ন) । বাহা কিছু মূর্ত্ত বাহা কিছু অমূর্ত্ত এবং অমৃত তাহা ইনিই ।

রথনাভিতে যে প্রকার অরাসকল তেমনি ঋক্, যজু, সাম, যজু, ব্রহ্ম সমুদায় প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ।

তুমি প্রজাপতি হইয়া গর্ভে বিচরণ কর, [ পিতা মাতার ] প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর । যে তুমি প্রাণসমূহে প্রতিষ্ঠিত, তোমারই সন্ধি-  
ধানে, হে প্রাণ, প্রজা সকল বলিবহন করে ।

তুমি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বহি, পিতৃগণ মধ্যে প্রথম স্বধা, তুমি মহর্ষি অথর্কাস্ত্রিরসগণ মধ্যে সত্য চরিত ।

হে প্রাণ, তুমি ইন্দ্র, তুমি তেজোদ্বারা পরিণালক রুদ্র, তুমি অস্ত্র-  
রীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিঃপতি সূর্য্য ।

হে প্রাণ, তুমি যখন বর্ষণ-কর, তখন তোমার এই প্রজাগণ যথেষ্ট  
অন্ন হইবে এই ভাবিয়া আনন্দরূপ হইয়া স্থিতি করে ।

হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি এক ঋষি, তুমি বিশ্বের ভোক্তা, তুমি  
সৎপতি । আমরা অদনীয় দ্রব্যের দাতা, তুমি বায়ুর পিতা ।

তোমার যে তনু বাকে, যে তনু শ্রোত্রে, যে তনু চক্ষুতে, যে তনু  
মনে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে তুমি মদলময়ী কর,  
উৎক্রমণ করিও না ।

ত্রিদিবে এই যাহা প্রতিষ্ঠিত সে সকলই প্রাণের বশে । মাতা  
যেমন পুত্রগণকে তেমনি আমাদিগকে রক্ষা কর, শ্রী ও প্রজ্ঞা বিধান-  
কর ।

ভাব—আকাশাদি পঞ্চভূত, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র এ সকল দেহধারণে কারণ নহে,  
প্রাণই দেহধারণে কারণ । এক প্রাণই এই সকল আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ;  
উহার প্রাণ হইতে এই জন্তই স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না । এ সকল যে  
প্রাণশক্তির প্রকাশ তাহাতে কোন সংশয় নাই, কেন না অহুষ্টি চক্ষুরাদি প্রাণশক্তির  
ক্রিয়াতেই উদ্ভিন্ন হইয়া থাকে । সকল প্রকার উপাদানের সংযোগ ও বিয়োগ এই  
প্রাণশক্তি দ্বারাই নিশ্চয় হয় । সুতরাং এ স্থলে প্রাণকেই দেবতারূপে গ্রহণ-করা হই-  
রাছে । প্রাণকে ব্রাত্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রাণের শুদ্ধতা সংস্কারনিরপেক্ষ ।

৩ । অথ হৈনং কৌশল্যাশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুত-  
এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যাশ্বিগুরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য



কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোক্তং কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাক্ষ-  
মিতি ।

তন্মৈ স হোবাচ তিপ্রাণং পৃচ্ছসি । ত্রিকির্ভৌমীতি তস্মাত্তে-  
হহং ত্রীময় ।

অত্মানএব প্রাণো ন যত যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতন্নিম্নেতদাততং  
মনোহুতেত্যাহ ত্রীময়ঃ ।

যথা ক্ষত্রভূবাসিতান্ বিনিসৃজেত এতান্ গ্রামানেতান্  
গ্রামানধিতীষ্ট যতোবমেবৈষ প্রাণ ইত্যাহ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব  
সমিধতে ।

পানুপাং পানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাত্যাং প্রাণঃ স্বয়ং  
প্রাতিষ্ঠতে মনোহুতম্যানঃ । এষ হেতুতমস্মৎ সমং নয়তি তস্মা-  
দেতাঃ সন্তাষ্টিয়াং সন্তি ।

জমিহেব অত্যা । তস্মিন্দেকশতং নাড়ীনাম্ তাসাম্ শতং  
শতমৈকশতাম্ দ্বাদশতির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী সহস্রাণি ভব-  
ন্ত্যাপ্ত ব্যানশচরতি ।

অগ্নৈকয়োর্জ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপ-  
যুভাভ্যামেব নহুণ্যনোমু ।

আদিত্যোহসৌম্যঃ প্রাণ উদয়তোষ হেনং চাক্ষুষং প্রাণ-  
মশ্রুগৃহ্মণঃ । পৃথিব্যাং বা দেবতা সৈষা পুরুষস্থাপানমবষ্টভ্যাস্তরা  
যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ।

জেক্সো চ বা উদানস্তস্মাদুপশাস্ততেজাঃ । পুনর্ভবমিক্রিয়ৈ-  
র্মনসি সম্পাদ্যমানৈঃ ।

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াদি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ । সহাস্রনা  
যথাসঙ্কলিতং লোকং নয়তি ।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ । ন হ্যস্ত প্রজ্ঞা হীরতেহমতো  
ভবতি তদেব লোকঃ ।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূত্বৈব পঞ্চা ।

অধ্যাত্মকৈব প্রাণস্তা বিজ্ঞায়ামৃতমধ্বুতে

বিজ্ঞায়ামৃতমধ্বুত ইতি ॥

প্র ৩। ১—১২ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ ‘এনং’ পিঙ্গলাদং ‘আবলায়নঃ’ কোশলাঃ ‘পঞ্চাচ্’ পৃষ্টবান্ । ‘হে’ ‘তগবন্’ ‘এব’ ‘প্রাণঃ’ ‘কৃতঃ’ ‘জায়তে’ ? ‘অস্মিন্ শরীরে’ ‘কথং’ ‘আরাতি’ ? ‘আত্মানং বা এবিভজা কথং প্রাতিষ্ঠতে ?’ ‘কেন’ প্রবৃত্তিবিশেষেণ ‘উৎক্রমতে’ ‘কথং’ ‘বাহু’ ‘অতিথতে’ ধারয়তি ‘কথং’ অধ্যাত্মাং ধারয়তি ‘ইতি’ ।

‘তস্মৈ’ পৃষ্টবতে ‘স’ পিঙ্গলাদং ‘হ’ ‘উবাচ’—‘অতিপ্রদান্’ বিবদপ্রদান্—প্রাণস্ত হৃবিজ্ঞেরদ্বাং—‘পৃচ্ছসি’ । ‘ব্রহ্মিষ্ঠঃ’ আদিষ্টঃ ‘এসি ইতি’ ‘তস্মাৎ’ ‘তে’ ভূতান্ ‘অহং’ ‘ব্রহ্মণি’ ।

‘আত্মনঃ’ পরাঙ্গনঃ ‘এব প্রাণঃ’ ‘জায়তে’ । ‘বথা’ ‘পুরুষে’ ‘এবা হ্যসি’ তথা ‘এতস্মিন্’ পরাঙ্গনি ‘এতৎ’ প্রাণতত্ত্বং ‘আততং’ বিদ্বতং । ‘মনোকুতেন’ মনঃকুতেন সঙ্কল্পেন—পরান্বেষমা—‘অস্মিন্ শরীরে’ ‘আরাতি’ ।

‘সম্রাট্’ এব ‘বথা’ ‘এতান্ এতান্ প্রামান্ অধিতিষ্ঠব’ ‘ইতি’ ‘অধিকৃতান্’ অধিকারিপুরুষান্ ‘বিনিমুঙ্তে’ ‘এবম্ এব’ ‘এব’ পরাঙ্গনঃ উদ্ভূতঃ ‘প্রাণঃ’ ‘ইতরান্’ তদধীনান্ ‘প্রাণান্’ চক্ষুরাদীন্ ‘পৃথক্ পৃথক্ এব’ ‘সন্নিবতে’ নিমুঙ্তে ।

ভেদাং স্থানানি নির্দিশতি—‘পায়ুগৃহে’ অগাণং ‘মুখনাসিকাত্যাং’ বিচরন্ ‘চক্ষুঃপ্রোক্তে’ ‘স্বয়ং’ ‘প্রাণঃ’ ‘মধ্যে তু সমানঃ’ ‘প্রাতিষ্ঠতে’ প্রতিষ্ঠতে । ‘এব’ সমানঃ ‘হি’ ‘এতৎ’ ‘হতং’ ভূতং ‘অয়ং’ ‘সমং নরতি’ দেহোপযোগিতাং প্রাপয়তি । ‘তস্মাৎ’ ভূতাদ্নেজনাং অন্তরহায়েঃ ‘এতাঃ সন্ত অর্জিবঃ’ ‘ভবন্তি’ ।

‘হৃদি’ হৃদয়স্থানে ‘হি এব আত্মা’ । ‘অত্র’ হৃদি ‘এতৎ’ ‘নাড়ীনান্’ ‘একণতম্’ একান্তরশতম্ । ‘তাসাম্’ একান্তরশতসংখ্যকপ্রধাননাড়ীনান্ ‘একৈকত্যাঃ’ ‘শতং শতং’ শাখানাভাঃ । ‘প্রতিশাখানাড়ী’ একৈকশাখানাড়ী প্রতি ‘বাসন্ততিঃ’ বাসন্ততিঃ ‘সহস্রাণি’ নাভাঃ ‘ভবন্তি’ । ‘আহ্’ নাড়ীই ‘ব্যানঃ’ ‘চরতি’ ।

‘অথ’ ‘একমা’ প্রধাননাভ্যা হুংরাধায়া ‘উর্ভঃ’ উর্ভূগতঃ সন্ ‘উদানঃ’ ‘পুণ্যেন পুণ্যং’ লোকং নরতি, ‘পাপেন’ ‘পাপং’ লোকং ‘উভাত্যাং’ পাপপুণ্যাত্যাং ‘সমুদ্যালোকং’ নরতি ।

‘আদিভ্যঃ হ বৈ’ ‘বাহুঃ’ প্রাণঃ । ‘হি’ বহাৎ ‘এনং’ চাক্ষুঃ প্রাণং অনুগৃহ্ণানঃ ‘এব’ আদিভ্যঃ ‘উদয়তি’ উদেতি । ‘পৃথিব্যাং বা দেবতা’ অতি ‘সি এবা’ ‘পুরুষত’ জীবন্ত ‘অগাণং’ ‘অবষ্টতা’ অশিখিলভাবেন অবরূপা অনুগৃহ্ণানঃ বর্ততে । ‘অন্তরা’ মধ্যে ‘বদাকাশঃ’ বঃ আকাশঃ ‘স সমানঃ’ এতত্তিন্নঃ তমহুগৃহ্ণানঃ বর্তমানঃ, বঃ ‘বায়ুঃ’ স ‘ব্যানঃ’ তদন্তিন্নঃ তমহুগৃহ্ণানঃ বিদ্যমানঃ ।

‘তেনো হ বৈ’ বাহুং পুনর্বাং ভেদঃ স ‘উদানঃ’ । তদন্তিন্নঃ তদহুগৃহ্ণানঃ বিদ্যমানম্ । ‘তস্মাৎ’ ‘উপশান্তভেদাঃ’ ভবতি মুমূর্ষুঃ । কথং ? ‘মনসি’ ‘সম্পদ্যমানৈঃ’ একীভাবাগমৈঃ ‘ইন্দ্রিয়ৈঃ’ বাগা-  
দ্বিভিঃ ‘পুনর্ভবং’ পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতীতিশেষঃ ।

তদা ‘বচিষ্ঠঃ’ বাদৃক্‌সঙ্কল্পবান্ ‘ভেন’ সঙ্কল্পেন ‘এব’ জীবঃ ‘প্রাণঃ’ মুখ্যবৃত্তিচ্ ‘আরাতি’ । স ‘প্রাণঃ’ ‘ভেজনা’ ‘বৃত্তঃ’ সন্ ‘আত্মনা’ ‘সহ’ ‘বথাসকমিতং’ লোকং ‘নরতি’ ।

‘বঃ’ ‘বিধান্’ ‘এবং’ ‘প্রাণঃ’ ‘বেদ’ ‘ন হ অস্ত এভা হীয়তে’ ন ‘অমৃতঃ’ অমরণবর্ণী ‘ভবতি’ । ‘তং’ তদ্বিরর্থে ‘এব যোকঃ’ ।

প্রাণস্ত ‘উৎপত্তিঃ’—পরাত্মনঃ ইতি ; ‘আয়তিম্’ আগমনং—মনঃকৃতেন সঙ্কল্পবশাৎ ; ‘হানং’ হিতিং—পাদুপহাদিভূঃ ; ‘বিভূষ্য’—সাম্যং সম্রাডিব প্রাণবৃত্তিভেদানান্ পঞ্চা হাপনম্ ; ‘অধ্যাত্মং’—বাহ্যবাদিত্যাধিক্রমেণ অধ্যাত্মং চক্ষুরাদিক্রমেণ অবহানং ‘বিজায়’ জ্ঞাত্বা ‘অমৃতম্’ ‘অমৃতে’ । বিব-  
চনং প্রঙ্গপরিমমাত্যর্থম্ ।

অনন্তর আশ্বলায়ন কৌশল্য ইঁহাকে ( পিপ্পলাদকে ) জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ভগবন্, প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করে ? কিরূপে এই শরীরে আইসে ? আপনাকে [ পঞ্চধা ] বিভক্ত করিয়া কেন স্থিতি করে ? কি অবলম্বনে উৎক্রমণ করে ? কিরূপে বাহ্য বিষয় ধারণ করে ? কিরূপে অধ্যাত্মবিষয় ধারণ করে ?

তিনি তাঁহাকে বলিলেন, বিষম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ তাই তোমাকে বলিতেছি ।

পরাত্মা হইতে প্রাণ জন্মগ্রহণ করে । পুরুষে যেমন ছায়া, পরা-  
ত্মাতে তেমনি এই প্রাণতত্ত্ব বিস্তৃত হইয়া আছে । মনের সঙ্কল্পে এ এই শরীরে আইসে ।

সম্রাট্, যেমন অধিকারী পুরুষগণকে এই এই গ্রাম অধিকার করিয়া থাক এই বলিয়া নিয়োগ করিয়া থাকেন, তেমনি এই প্রাণ অত্যাশ্রয় প্রাণকে ( চক্ষুরাদিকে ) পৃথক পৃথক [ কার্য্যে ] নিয়োগ করেন ।

অপান পায়ু এবং উপস্থে, মুখনাসিকায় বিচরণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও শ্রোত্রে, সগান মধ্যদেশে স্থিতি করে । এই সগান ভুক্ত অন্নকে সম অর্থাৎ দেহোপযোগী করিয়া লয় এবং তাহা হইতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ।

এই আত্মা হৃদয়ে [ অবস্থিত ] । হৃদয়ে একাধিকশতনাড়ী । সেই একাধিকাশত নাড়ীর এক একটীতে শত শত শাখা নাড়ী । প্রতি-  
শাখা নাড়ীতে দ্বাসগুতি দ্বাসগুতি সহস্র নাড়ী আছে । এই সকল নাড়ীতে ব্যান বিচরণ করে ।

একটি নাড়ী ( সুষুম্না ) দিয়া উর্দ্ধগত হইয়া উদান পুণ্যে পুণ্যালোকে পাপে পাপ লোকে, এবং পাপপুণ্য উভয়ে মনুষ্যালোকে লইয়া যায় ।

আদিত্য বাহ্য প্রাণ বণিয়া প্রসিদ্ধ, এই চাক্ষুষ প্রাণকে আপ্যায়িত

করিয়া ইনি উদ্ভিত হন । পৃথিবীতে যে দেবতা [ অধিষ্ঠিত ] তিনি পুরুষের অপানকে অশিখিল ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া [ অবস্থিত ] । [ মূৰ্খ্য ও পৃথিবীর ] মধ্যদেশে যে আকাশ সেই আকাশ সমান এবং সেই মধ্যদেশে যে বায়ু সেই বায়ু ব্যান ।

বাছে অনুভূত যে ( আগ্নেয় ) তেজ সেই তেজ উদান, তাই [ মুমূর্ষু ] তেজঃশূন্য হয় । [ তেজঃশূন্য হইয়া ] মনে ইন্দ্রিয়গুলি একীভূত হইয়া পুনর্জন্ম হয় ।

[ সে সময়ে ] চিত্ত যেরূপ [ অবস্থাপন্ন ] সেইরূপে জীব প্রাণকে আশ্রয়-করে । প্রাণ তেজোযুক্ত হইয়া [ আলিঙ্গিতা ] আত্মা সহ জীবকে যথাসঙ্কলিত লোকে লইয়া যায় ।

যে নিদ্রান্ প্রাণকে এইরূপ জ্ঞানেন, তাহার প্রজাক্ষয় হয় না, তিনি অমৃত হইবেন । এতদর্থে এই শ্লোক ।

প্রাণের উৎপত্তি, আয়তি, স্থান, পঞ্চপ্রকার বিভূত্ব ও অধ্যাত্মত্ব জানিয়া [ জীব ] অমৃতত্বলাভ করে ।

ভাব—ইতঃপূর্বে প্রাণের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল, তাহা হইতেই এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদয় । আত্মা অজ না উহার জন্ম আছে ? আত্মার জন্ম আছে কিন্তু সে জন্ম প্রাণতত্ত্ব-রূপে পরাত্মাতে যে পূর্বে হইতে উহার স্থিতি ছিল, তাহারই প্রকাশ । শরীরের সঙ্গে প্রাণের যোগ পরাত্মার ইচ্ছাধীন । শরীরে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত করে, এবং জীবের লোকলোকান্তর গতি এই প্রাণযোগেই নিম্ন হয় । শরীরস্থ প্রাণ বহিঃস্থ প্রাণশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সর্ববিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে । শরীরের উন্মাদ যখন অপগত হয়, তখন মৃত্যু হইয়া থাকে । এই উন্মাদ সেই প্রাণেরই প্রকাশমাত্র এবং উহাই তেজ । প্রাণ দেহযুক্ত হইয়া যখন পুনরায় ক্রিয়া প্রকাশ করে, তখন সেই তেজোযুক্ত হইয়াই উহা করে । প্রাণেরই দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ হইয়া থাকে, এবং নিষ্ক্রমণের সঙ্গে পরাত্মালিঙ্গিত জীব নিষ্ক্রমণ করে । পরাত্মার আগমন বা নিষ্ক্রমণ নাই, প্রাণের আগমন ও নিষ্ক্রমণই তাঁহাতে আরোপিত হয় ।

প্রাণের (১) পরাত্মা হইতে উৎপত্তি, (২) পরাত্মার ইচ্ছায় দেহে আগমন (৩) পান্থ প্রভৃতিতে স্থিতি (৪) বিভূত্ব অর্থাৎ এক হইয়া পঞ্চ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন এবং অধ্যাত্ম অর্থাৎ বাছে যেমন আদিত্যাদিরূপে তেমনি দেহে চক্ষুরাদিরূপে প্রকাশ ।

৪ । দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাক্ষাপত্যন্তু দ্ধ  
দেবা উদগীথমাস্তু রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরাঃ পাপ-  
মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিহ্বতি স্মরতি চ দুর্গাক্ষি চ পাপম্না  
হেঘ বিদ্ধাঃ ।

অথ হ বাচমুদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরাঃ পাপম্না বিবিধু-  
স্তস্মাত্তেনোভয়ং বদতি সত্যকানৃতং চ পাপম্না হেঘা বিদ্ধাঃ ।

অথ হ চক্ষুরুদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরাঃ পাপম্না বিবিধু-  
স্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্চতি দর্শনীয়কাদর্শনীয়ং চ পাপম্না হেত-  
দ্বিক্ষ্য ।

অথ হ শ্রোত্রমুদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরাঃ পাপম্না বিবিধু-  
স্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়কাস্রবণীয়ক পাপম্না হেত-

অথ হ মন উদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরাঃ পাপম্না বিবিধু-  
স্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়কাসঙ্কল্পনীয়ং চ পাপম্না  
হেতদ্বিক্ষ্য ।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্রিরে তৎ হাস্মরা  
ঋত্বা বিধ্বংস্মর্গশ্চান্মাখণম্ভা বিধ্বংসেত ।

এবং যশ্চান্মাখণম্ভা বিধ্বংসেত এবং হৈব স বিধ্বংসেত য  
এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চেনমভিদাসতি স এবোহশ্মাখণঃ ।

নৈবৈতেন স্মরতি ন দুর্গাক্ষি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হেঘ তেন  
যদশ্মতি যং পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি । এতমু এবান্ততোহ-  
বিত্তোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ।

তৎ হাস্মরা উদগীথমুপাসাক্র এতমু এবাস্মিরসং মন্যন্তে ।  
অঙ্গানাং যজসঃ ।

তেন তৎ হ বৃহস্পতিরুদগীথমুপাসাক্র এতমু এব বৃহস্পতিং  
মন্যন্তে বাঙ্কি বৃহতী তস্মা এষ পতিঃ ।

তেন তৎ হাহহরাস্তমুদগীথমুপাসাক্র এতমু এবাহহরাস্তং  
মন্যন্তু আস্তাদ্যদয়ন্তে ।

তেন তহু হ বকোদালভ্যো বিদাংচকার । স হ নৈমিষীয়াপা-  
মুপাতা বভূব স হ শ্বেভ্যঃ কামানাগায়তি ।

আগাতা হ বৈ কাথানাত্ ভবতি য এতদেবঃ বিদ্বানক্ষরমুদগীথ-  
মুপাস্ত ইত্যথ্যাজ্ঞম্ । ছা, ১। ৩। ২। ১—১৭।

‘হ বৈ’—ইতিহে । ‘দেবাস্থরাঃ’ দেবাঃ চ অস্থরাঃ চ । ‘সংবেতিরে’ সংগ্রামং কৃতবন্তঃ ‘তৎ’  
ততঃ ‘হ’ উভয়ে ‘প্রাপত্যঃ’ প্রাপত্যে: অপত্যানি সন্তঃ ‘দেবাঃ’ ‘উদগীথম্’ ‘আজ্ঞম্’ আজ্ঞতবন্তঃ ।  
কথং ? ‘অনেন’ উদগীথেন উপাত্তকরণা ‘এবান্’ অস্থরান্ ‘অভিভবিত্যামঃ’ পরাজেয্যামতে ‘ইতি’ ।

‘তে’ দেবাঃ ‘হ’ ‘নাসিক্যং প্রাপন্’ উদগীথকর্তারম্ ‘উদগীথং’ তদ্রূপেণ উপাসাক্ষিক্রে । ‘তৎ’  
নাসিক্যং প্রাপন্ ‘হ’ ‘অস্থরাঃ’ ‘পাপ্’ মনা ‘বিবিধুঃ’ বিদ্ধবন্তঃ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘এব’ ‘পাপ্’ মনা ‘বিদ্ধঃ’  
‘তস্মাৎ’ ‘তেন’ নাসিকাধাণেন উভয়ঃ ‘স্বরতি চ দুর্গন্ধি চ’ ‘জিহ্বতি’ জনঃ ।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘হ’ ‘বাসন্’ উদগীথম্ ‘উপাসাক্ষিক্রে’ । ‘অস্থরাঃ’ ‘তৎ’ ‘হ’ ‘পাপ্’ মনা  
‘বিবিধুঃ’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘পাপ্’ মনা ‘এবা’ বাক্ ‘বিদ্ধাঃ’ ‘তস্মাৎ’ ‘তরা’ বাচা উভয়ঃ ‘সত্যং চ অনুতং চ  
‘বহতি’ ।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘হ’ ‘চক্ষুঃ’ উদগীথম্ ‘উপাসাক্ষিক্রে’ ‘তৎ’ চক্ষুঃ ‘হ’ ‘অস্থরাঃ’ ‘পাপ্’ মনা  
‘বিবিধুঃ’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘পাপ্’ মনা ‘এতৎ’ চক্ষুঃ ‘বিদ্ধাঃ’ ‘তস্মাৎ’ ‘তেন’ চক্ষুবা ‘উভয়ঃ’ ‘বর্শনীয়ং চ  
অদর্শনীয়ং চ’ ‘পততি’ ।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘হ’ ‘শ্রোত্রম্’ উদগীথম্ ‘উপাসাক্ষিক্রে’ । ‘অস্থরাঃ’ ‘তৎ’ শ্রোত্রং ‘হ’ ‘পাপ্’  
মনা, ‘বিবিধুঃ’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ শ্রোত্রং ‘পাপ্’ মনা ‘বিদ্ধাঃ’ ‘তস্মাৎ’ ‘তেন’ শ্রোত্রেণ ‘উভয়ঃ’ ‘প্রব-  
ণীয়ং চ অপ্রবণীয়ং চ’ ‘সৃণোতি’ ।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘হ’ ‘মনঃ’ উদগীথম্ ‘উপাসাক্ষিক্রে’ । ‘অস্থরাঃ’ ‘তৎ’ মনঃ ‘পাপ্’ মনা  
‘বিবিধুঃ’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতৎ’ মনঃ ‘পাপ্’ মনা ‘বিদ্ধাঃ’ ‘তস্মাৎ’ ‘তেন’ মনসা ‘উভয়ঃ’ ‘সকলনীয়ং চ  
অসকলনীয়ং চ’ ‘সকলরতে’ ।

‘অথ’ অনন্তরং দেবাঃ ‘বঃ’ এব অয়ং মুখাঃ প্রাপন্ ‘তন্’ উদগীথম্ ‘উপাসাক্ষিক্রে’ । ‘তৎ’ মুখাপ্রাপ্য  
‘হ’ ‘অস্থরাঃ’ ‘বৃদ্ধা’ প্রাপ্য ‘বধা’ ‘আধণং’ ধনিতুমশক্যম্ ‘অস্থানং’ অন্তরং ‘বধা’ প্রাপ্য, ‘বিধ্বংসতে’  
বিধ্বীৰ্য্যেত, তথা ‘বিধ্বংসঃ’ ধ্বংসং প্রাপ্তবন্তঃ ।

‘প্রাপন্’ ‘এবম্’ অস্থরৈরধর্ষিতত্বাৎ বিতুঙ্কম্ । ‘বঃ’ ‘এবংবিধি’ যথোক্তপ্রাণবিধি, ‘পাপন্’ ‘কামরতে’  
‘বঃ চ’ ‘এনং’ প্রাণবিধম্ ‘অভিহাসতি’ হিনতি, ‘স’ ‘বধা’ ‘আধণম্’ ‘অস্থানম্’ ‘বধা’ ‘বিধ্বংসতে’ ‘এবং  
হ’ এব ‘বিধ্বংসতে’ । ‘স’ এব ‘প্রাণবিধি’ ‘আধণঃ’ ‘অস্থা’—স ইব অধর্বণীঃ ।

‘এতেন’ মুখাপ্রাণেন ‘ন’ এব ‘স্বরতি’ ‘ন দুর্গন্ধি’ ‘বিজ্ঞানোতি’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘এব’ অপহতপাপ্’ মনা  
পাপ্’ মনা ন বিদ্ধঃ । ‘তেন’ মুখাপ্রাণেন ‘বৎ’ অস্মাতি ‘বৎ’ পিবতি’ লোকঃ ‘তেন’ অশিতেন পীতেন  
‘ইতরান্’ প্রাণান্ ‘অবতি’ পালয়তি । ‘অন্ততঃ’ মরণকালে ‘এতং’ মুখাপ্রাণম্ ‘উ’ এব ‘অবিদ্যা’  
অপ্রাপ্য ‘উৎক্রান্তি’ ‘অন্ততঃ’ মরণকালে ‘ব্যাদনাতি’ আত্মবিদারণং কৰোতি ‘এব’ ‘ইতি’ হেতোঃ ।

‘অজিহাসঃ’ ‘তৎ’ মুখাপ্রাণম্ ‘উপাসাংসকে’, ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘অস্থানং’ ‘রসঃ’ সারঃ ধারয়িতা তস্মাৎ  
‘এতং’ মুখাপ্রাণম্ ‘উ’ এব ‘আদিত্রসং’ ‘নন্ততে’ তদ্বিধিঃ ।

‘বৃহস্পতিঃ’ ‘তং’ মুখ্যপ্রাণং ‘হ’ উল্লীখন্ ‘উপাসাংচক্রে’ । ‘হি’ বস্মাৎ ‘বৃহতী’ বাক্ ‘তভাঃ’ এব পতিঃ, ‘তেন’ হেতুনা ‘এতং’ মুখ্যপ্রাণং ‘উএব’ ‘বৃহস্পতিঃ’ ‘মন্ত্রে’ তদ্বিদ্ ।

‘আর্যাতঃ’ ‘তং’ মুখ্যপ্রাণং ‘হ’ উল্লীখন্ ‘উপাসাংচক্রে’ । ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘আত্মাৎ’ ‘অরতে’ নির্গচ্ছতি ‘তেন’ হেতুনা ‘এতং’ মুখ্যপ্রাণং ‘উএব’ আর্যাতঃ ‘মন্ত্রে’ তদ্বিদ্ ।

‘তেন’ হেতুনা ‘দাল্ভ্যঃ’ দল্ভতাপত্যং ‘বকঃ’ ‘তং’ মুখ্যপ্রাণং ‘হ’ বিদ্যাংচকার’ । ‘স হ’ নৈমি-বীরাণাং সত্রিণাম্ ‘উদ্বগাতা’ ‘বভূব’ । ‘স হ’ ‘এতঃ’ নৈমিষেরেত্যঃ ‘কামান্’ ‘আগারতি’ ‘হ’ ।

‘বঃ’ ‘এতৎ’ ‘এবং’ বিদ্বান্ ‘অক্ষরম্’ উল্লীখন্ ‘উপাস্তে’ স ‘কামান্’ ‘আপাতা হ বৈ’ ‘তবতি’ । ‘ইতি অধ্যাক্ষম্’ ।

দেব এবং অমুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য । তাঁহারা যে নিমিত্ত [পরস্পর] সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই [ একে অপরের বিষয়াপ-হরণের ] নিমিত্তই দেবগণ উল্লাসকর্ম দ্বারা অমুরগণকে পরাজয়করিবার অভিপ্রায়ে উল্লীখকে আহরণ-করিলেন ।

তাঁহারা নাসিকাস্থ প্রাণকে উল্লীখ করিয়া উপাসনা করিলেন । অমুরগণ সেই নাসিকাস্থ প্রাণকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই [ লোকে ] জ্ঞাণ পায় ।

অনন্তর তাঁহারা বাক্কে উল্লীখ করিয়া উপাসনা করিলেন । অমুর-গণ সেই বাক্কে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা উভয়ই [ লোকে ] বলে ।

অনন্তর তাঁহারা চক্ষুকে উল্লীখ করিয়া উপাসনা করিলেন । অমুর-গণ সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়ই [ লোকে ] দেখে ।

অনন্তর তাঁহারা শ্রোত্রকে উল্লীখ করিয়া উপাসনা করিলেন । অমুরগণ সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল, তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয়ই লোকে শ্রবণ করে ।

অনন্তর তাঁহারা মনকে উল্লীখ করিয়া উপাসনা করিলেন । অমুরগণ সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তাই পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সঙ্কল্পনীয় ও অসঙ্কল্পনীয় উভয়ই ( লোকে ) সঙ্কল্প করে ।

অনন্তর যিনি মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে উল্লীখ করিয়া দেবগণ উপাসনা

করিলেন । যাহাকে খনন করিতে পারা যায় না একরূপ প্রস্তরে লাগিয়া [ লোষ্ট্র ] যে প্রকার ধ্বংস হইয়া যায়, তেমনি অনুরগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গিয়া ধ্বংস হইল ।

মুখ্যপ্রাণ এইরূপ । যিনি মুখ্যপ্রাণকে এইরূপ জানেন তৎপ্রতি যে ব্যক্তি পাপকামনা-করে বা তাঁহাকে হিংসা করে, খনন করিতে পারা যায় না ঐদৃশ প্রস্তরে লাগিয়া [ লোষ্ট্র ] যেমন ধ্বংস হইয়া যায়, সে ব্যক্তি সেইরূপ ধ্বংস হয় । এই সেই প্রাণবিৎ খননাশক্য প্রস্তর ।

এই মুখ্যপ্রাণের দ্বারা [ লোকে ] সুরভিও জানে না, দুর্গন্ধিও জানে না ; কেন না ইনি পাপ দ্বারা বিদ্ধ নহেন । সেই মুখ্যপ্রাণ দ্বারা [ লোকে ] যাহা ভোজন-করে, যাহা পান-করে, সেই পান ও ভোজন দ্বারা অমৃত্যু প্রাণকে পালন-করে । মরণকালে এই মুখ্যপ্রাণকে না পাইয়া [অমৃত প্রাণগুলি] উৎক্রমণ-করে এবং [ অমৃতভাব ] মুখব্যাদান করে ।

আঙ্গিরা সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীষ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন । যেহেতুক অঙ্গসকলের সার, তাই [ তত্ত্ববিদগণ ] এই মুখ্য প্রাণকে আঙ্গি-রস মনে করেন ।

রুহস্পতি সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীষ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন । যেহেতু রুহতী বাক্, ইনি তাহার পতি, তাই [ তত্ত্ববিদগণ ] এই মুখ্য-প্রাণকে রুহস্পতি মনে করেন ।

আয়্যাস্ত সেই মুখ্যপ্রাণকে উদ্গীষ করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, যেহেতুক আয়্যাস্ত হইতে ইনি নির্গত হন, তাই তত্ত্ববিদগণ এই মুখ্যপ্রাণকে আয়্যাস্ত মনে করেন ।

সেই জন্ত দণ্ডের তনয় বক সেই মুখ্যপ্রাণকে অবগত হইয়াছিলেন ; নৈমিষীয়গণের উদ্গাত্ত হইয়াছিলেন ; এবং তিনি তাঁহাদিগের অভিলষণীয় বিষয় [ প্রাপ্তির নিগিত ] গান করিয়াছিলেন ।

যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া অক্ষরকে উদ্গীষ করিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চিত অভিলষিত বিষয়সকলের প্রাপক হন । এটি অধ্যাত্ম ।

ভাব—আদিত্য ( ৮১১ ) অভিব্যক্ত হইয়াই আপনার পাপ দহন-করিয়াছিলেন, এবং পাপদহন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন । যে কোন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বলাভ



করিতে হইবে, আদিজীবের জ্ঞান তাঁহাকে পাপমহন করিতে হইবে। আদিজীবে পাপ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতি হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহায়ের উৎপত্তি এবং সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল লইয়া প্রজাপতি। ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা আছে, সেই প্রতিযোগিতা হইতেই ভাল ও মন্দেৰ অভ্যুদয় হয়। কোন এক ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ যে অপকর্ষ হয়, সেই অপকর্ষ অজ্ঞানতানিবন্ধন ঘটে বলিয়া অপকর্ষপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অম্মর। তেমনি সংযমাধীন ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎকর্ষ সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দেবভাবাপন্ন করে বলিয়া দেব। প্রতিজীবে এই দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন “দ্যোত-নার্থক দিব ধাতু হইতে দেব। দেবগণ—শাস্ত্র দ্বারা উদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ। অম্মরগণ ইহাদের বিপরীত। অম্ম অর্থাৎ চারিদিকে প্রসৃত বিষয়ঘটিত প্রাণক্রিয়াসমূহের অর্থাৎ রমণ করে এ নিমিত্ত অম্মর। অম্মর—স্বাভাবিক অজ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল।” ভাষ্যকার বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই তত্ত্ব প্রকাশ পায় যে, ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিকবৃত্তিতে পুণ্ডর জ্ঞান বিষয়ানুরত হইয়া চলে, সুতরাং উহারা জীবকে অজ্ঞানাবৃত্ত করিয়া ফেলে তাহার তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষুণ্ণি হয় না। ইন্দ্রিয়গণ যখন শাস্ত্রানুশাসনের অমুগত হয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতার অনুবর্তন করে, তখন উহারা জ্ঞানে পুণ্যগন্ধ, বাক্যে সত্য, চক্ষুতে দর্শনীয়, শ্রোত্রে শ্রবণীয়, মনে সঙ্কল্পনীয় বিষয় গ্রহণ-করে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, ইহারা স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও অবিকৃত ; অজ্ঞানতা দ্বারা সংস্পৃষ্ট জীব উহাদিগকে অবিশুদ্ধ ও বিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্য ও মিথ্যা, দর্শনীয় ও অদর্শনীয় ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও অজ্ঞানতার ক্রিয়াবিষয়ে কাহারও ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, এক সুরভি ও দুর্গন্ধি স্থলে ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, কেন না কেবল চিত্তের দোষ নহে, প্রকৃতিমধ্যে স্বভাবতই কতকগুলি বস্তু সুগন্ধ ও কতকগুলি বস্তু দুর্গন্ধ আছে। সুগন্ধ বস্তুগুলির স্বাস্থ্যপ্রদত্ত এবং দুর্গন্ধ বস্তুগুলির অস্বাস্থ্যপ্রদত্ত গন্ধ দ্বারা অবগত হইয়া জীব সাবধান হইবে, এজন্ত যখন গন্ধের তারতম্য স্বভাবতঃ আছে, তখন এই সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি অম্মরকৃত কি প্রকারে বলিতে পারা যায় ? এই সংশয়নিরসনের জন্ত স্বয়ং-শ্রুতি সত্য ও মিথ্যাদির বিষয়ে কিছু না বলিয়া সুরভি ও দুর্গন্ধি এই দুইটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন “এই মুখ্য-প্রাণের দ্বারা [ লোকে ] সুরভিও জানে না দুর্গন্ধিও জানে না, কেন না ইনি পাপ দ্বারা বিদ্ধ নহেন।” এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃতিগত গন্ধের তারতম্য পাপজনিত নহে। পুণ্যজনিত সুরভি ও পাপজনিত দুর্গন্ধি ইহা সম্যক্ আধ্যাত্মিক। সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিয়াছেন “পাপ দ্বারা বিদ্ধ হইল বলিয়া উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয় [ লোকে ] জ্ঞান পায়।”

“পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল” এখানে যে পাপের উল্লেখ আছে, এ পাপ কোথা হইতে আসিল ? উপনিষদের ভাষায় ইহার উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, প্রজাপতি হইতে।

কেন না এ অধ্যায়ের অষ্টম প্রবচনসমষ্টিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীত হয়। আর ইহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে আদিজীব পাপদহন করিলেন এ কথার কোন অর্থ থাকে না। প্রজাপতিতে যাহার সম্ভাবনা ছিল না, প্রজাগণে তাহা কখন সংক্রামিত হইতে পারে না, এই যুক্তিতে উপনিষৎ প্রজাপতিতেই সর্ববিধ পাপের সম্ভাবনা আরোপিত করিয়াছেন। জীবে পাপের সম্ভাবনা অতি প্রথম হইতে আছে, পরব্রহ্ম কেবল শুদ্ধ অপাপবিক্, উপনিষদ্রুত জীবব্রহ্মের এ প্রভেদ কখন বিস্মৃত হওয়া সমুচিত নহে। আদিজীব বা প্রজাপতি যত দিন পরব্রহ্ম সহ অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করিতেছিলেন, তত দিন তাঁহাতে পাপ ছিল না, যখনই তিনি অন্তঃকরণাদি সহ সংযুক্ত হইয়া বিভক্ত হইলেন তখনই পাপের সম্ভাবনা তাঁহাতে উপস্থিত হইল। ইহাতে এই দেখায় যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের প্রাকৃতিক গুণের অধীনতাই পাপের কারণ ( ২৩৫পৃ )।

৫। অথ হৈনং যজ্ঞমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিযানী-  
তুযস্তিরশ্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ।

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্কৈরার্হিষ্কৈঃ পঠৈষ্যিষং  
ভগবতো বা অহমবিত্যান্মানরুষি ।

ভগবাৎস্বোব মে সর্কৈরার্হিষ্কৈরিতি তথৈত্যাথ তহেত এব  
সমতিসৃষ্টাঃ স্তবতাং যাবদ্বৈভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবম্মম দদ্যা ইতি  
তথৈতি স যজ্ঞমান উবাচ ।

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্গা দেবতা প্রস্তাবম্মনা-  
য়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মুর্কী তে বিপতিষ্যতীতি । মা  
ভগবান্বোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্কাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-  
সংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবম্মনায়ত্তা তাং  
চেদবিদ্বান্ প্রাস্তোষ্যো মুর্কী তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তম্ভ ময়েতি ।

অথ হৈনমুদুগাতোপসসাদোদুগাতর্গা দেবতোদুগীথম্মনায়ত্তা  
তাং চেদবিদ্বানুদুগাস্তসি মুর্কী তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবান্বোচৎ  
কতমা সা দেবতেতি ।

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্কাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুর্কৈঃ

সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদগীথমম্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্দুদগাশ্চো  
মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্ত ময়েতি ।

অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসাদ প্রতিহর্তৃষা দেবতা প্রতিহারমম্বা-  
য়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহারিষ্যসি মূৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি যা ভগ-  
বানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ।

অম্মমিতি হোবাচ সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্মমমেব প্রতিহর-  
মাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমম্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্  
প্রতাহরিষ্যো মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যত্তথোক্তস্ত ময়েতি তথোক্তস্ত  
ময়েতি । ছা, ১ । ৩ । ১১ । ১—৯ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ ‘এনম্’ উবন্তিঃ ‘বজমানঃ’ রাজা ‘উবাচ’—‘অহং’ ‘ভগবন্তঃ’ ‘বৈ’ ‘বিবিদিষ্যসি’  
জাতুম্, ইচ্ছামি ইতি’ । স উবন্তিঃ ‘উবাচ’ ‘উবন্তিঃ’ ‘চাক্ষর্যঃ’ ‘অস্মি’ ইতি’ ।

‘স’ রাজা ‘হ’ ‘উবাচ’—‘এতিঃ সর্কৈঃ আদ্বৈতৈঃ’ ‘ভগবন্তঃ বৈ’ ‘পঠ্যৈবিষম্’ অধিষ্টবান্ অস্মি ।  
‘ভগবন্তঃ বৈ’ ‘অপিত্তা’ অলাভেন ‘অহম্’ ‘অস্তান্’ ‘অরুবি’ বৃত্তবান্ অস্মি ।

‘ভগবান্’ ‘এব’ ‘তু’ ‘মে’ মম ‘সর্কৈঃ আদ্বৈতৈঃ’ অন্ত ‘ইতি’ । উবন্তিঃ—‘তথা ইতি’ । ‘অথ  
ভর্হি’ ‘এতে এব’ স্বচ্ছিন্নঃ ‘সমতিস্থতাঃ’ সম্যক্ প্রসন্নেন ময়া অনুজ্ঞাতাঃ ‘স্তবতাম্’ । ‘এত্যাঃ’ ‘বাবৎ  
তু’ ‘ধনং’ স্বঃ ‘দন্তাঃ’ ‘তাবৎ’ ‘ধনং’ ‘মম’ ‘মহঃ’ স্বঃ ‘দন্তাঃ’ ইতি’ । ‘স বজমানঃ’ রাজা ‘উবাচ’—  
‘তথা ইতি’ ।

‘অথ’ ‘হ’ ‘প্রস্তোতা’ ‘এনম্’ ‘উবন্তিঃ’ ‘উপসাদ’ বিনয়েন উপজগাম । উবন্তিঃ—‘হে ‘প্রস্তোতাঃ’  
‘বা দেবতা’ ‘প্রস্তাবঃ’ সায়ঃ প্রথমভাগম্, ‘অনু’ ‘আরতা’ নির্দিষ্টা ‘তাং’ ‘চেৎ’ ‘অবিদ্বান্’ অবিদ্বা  
‘প্রস্তোতাসি’ ‘তে’ ‘তব’ ‘মূৰ্দ্ধা’ ‘বিপতিষ্যতি’ ‘মহৎ অনিষ্টং ভবিষ্যতি ইতি’ । প্রস্তোতা—‘কতমা সা  
দেবতা ইতি’—‘ভগবান্’ ‘মা’ মাম্, ‘অবোচৎ’ ।

এবং পৃষ্ঠঃ উবন্তিরাহ—‘প্রাণঃ ইতি’ । কথম্ ? ‘সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণম্’ ‘এব’  
‘জতিসংবিপত্তি’ তস্মিন্ লীনানি তবন্তি ‘প্রাণম্’ ‘অভি’ লক্ষ্যকৃত্য ‘উজ্জিহতে’ উদ্বৃদ্ধি জন্মকালে  
‘সা এষা দেবতা প্রস্তাবম্’ ‘অনু আরতা’ ‘তাং’ ‘চেৎ’ ‘অবিদ্বান্’ প্রস্তোতাঃ ‘মূৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি’ ‘ময়া’  
‘উক্তস্ত’ ‘তে’ ‘তব’ ‘তথা’ ‘মূৰ্দ্ধা’ ‘ব্যপতিষ্যৎ’ ।

‘অথ’ অনন্তরম্, ‘উদ্বৃগাতা’ ‘এনম্’ ‘উবন্তিঃ’ ‘উপসাদ’ বিনয়েন উপজগাম । উবন্তিঃ—‘হে  
‘উদ্বৃগাতঃ’ ‘বা দেবতা’ ‘উদ্বৃগীথং’ সায়ো দ্বিতীয় ভাগম্, ‘অনু’ ‘আরতা’ ‘তাং’ ‘চেৎ’ ‘অবিদ্বান্’ উদ্বৃগা-  
নসি, ‘মূৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি ইতি’ । উদ্বৃগাতা—‘কতমা সা দেবতা ইতি’ ‘ভগবান্’ ‘মা’ মাম্,  
‘অবোচৎ’ ।

স ‘হ উবাচ’—‘আদিত্যাঃ ইতি’ । কথম্ ? ‘সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি’ ‘উইচৈঃ’ ‘উৰ্দ্ধঃ’ ‘সন্তম্’  
‘আদিত্যাং’ ‘গায়ন্তি’ স্তবন্তি । ‘সা এষা দেবতা’ ‘উদ্বৃগীথম্’ ‘অনু আরতা’ । ‘তাং’ ‘চেৎ’ ‘অবিদ্বান্’ ‘উদ-  
গীতঃ’ ‘মূৰ্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি’ ‘ময়া’ ‘উক্তস্ত’ ‘তে’ ‘তব’ ‘তথা’ ‘মূৰ্দ্ধা’ ‘ব্যপতিষ্যৎ’ ।

‘অথ’ অনন্তরঃ ‘হ’ ‘প্রতিহর্ষা’ ‘এনম্’ উষন্তি ‘উপসগাদ’ । উষন্তি:—হে ‘প্রতিহর্ষঃ’, ‘হা দেবতা’ ‘প্রতিহারম্’ সামঃ তৃতীয়ভাগম্ ‘অম্’ আরম্ভা ‘ভাং চেৎ অবিধান্ প্রতিহারিযাসি হৃদা তে বিপতিভ্যাতি ইতি’ । প্রতিহর্ষা—‘কতমা সা দেবতা ইতি’ ‘ভগবান্’ ‘মা’ ‘মাম্’ ‘অবোচৎ’ ।

স ‘হ’ উবাচ—‘অম্’ ইতি’ । কথং ? ‘সন্নাপি হ বৈ ইমানি ভূতানি অম্ এষ প্রতিহারমাণ্যনি অবিষন্তি, না এষা দেবতা প্রতিহারম্ অম্ আরম্ভা’ । ‘ভাং চেৎ অবিধান্ প্রত্যাহরিযাঃ’ “হৃদা তে বিপতিভ্যাতি” ‘মমা’ ‘উভক্ত’ ‘তে’ তব ‘হৃদা’ ‘ভবা’ ব্যপতিযাৎ । দ্বিরাবৃতি: সমাপ্ত্যৰ্থা ।

অনন্তর যজ্ঞমান ইঁহাকে বলিলেন, ভগবান্ আপনি কে আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি চক্রেয় অপত্য উষন্তি ।

তিনি [রাজা] বলিলেন, এই সকল ঋত্বিক্গণসহকারে আমি আপনাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমি ভগবান্কে না পাইয়াই অপরাপরকে বরণ করিয়াছি ।

ভগবান্ আপনি অপরাপর ঋত্বিক্গণসহ ঋত্বিক্কর্ম্মের নিগিত থাকুন । উষন্তি বলিলেন, আচ্ছা । তবে এই সকল ঋত্বিক্ আমাকর্তৃক অনুমত হইয়া স্তব করুন । ইঁহাদিগকে আপনি যত ধন দিবেন, তত ধন আমায় দিতে হইবে । যজ্ঞমান বলিলেন, আচ্ছা ।

অনন্তর প্রস্তোতা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন । উষন্তি বলিলেন, হে প্রস্তোতঃ, (সামগানের প্রথম ভাগ) প্রস্তাব (লক্ষ্য) করিয়া যে দেবতা নির্দিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি প্রস্তাব-করেন আপনার মন্তক নিপতিত হইবে । প্রস্তোতা বলিলেন, সে দেবতা কে ? ভগবান্ আমায় বলুন ।

উষন্তি বলিলেন, প্রাণ । কেন না এই সকল ভূত প্রাণে প্রবেশ করে আবার প্রাণ হইতে উষিত হয় । (সামগানের প্রথমভাগ) প্রস্তাবে এই দেবতা নির্দিষ্ট । তাঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি প্রস্তাব করিতেন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনি আপনার মন্তক নিপতিত হইত ।

অনন্তর উচ্চাতা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন । উষন্তি বলিলেন, হে উচ্চাতঃ, (সামগানের দ্বিতীয় ভাগ) উচ্চাথে যে দেবতা নির্দিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি গান করেন, আপনার মন্তক নিপতিত হইবে । উচ্চাতা বলিলেন, সে দেবতা কে ? ভগবান্ আমায় বলুন ।

ঔষন্তি বলিলেন, আদিত্য । আদিত্য যখন উর্দ্ধে থাকেন তখন এই সকল ছুত গান করে । ( সামগানের দ্বিতীয় ভাগ ) উর্দ্ধাধে এই দেবতা নিদ্রিষ্ট । ইঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি গান করিতেন, অগ্নি যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনি আপনার মস্তক নিপতিত হইত ।

অনন্তর প্রতিহর্ষা ইঁহার নিকটে বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন । ঔষন্তি বলিলেন, হে প্রতিহর্ষঃ, ( সামগানের তৃতীয় ভাগ ) প্রতিহারে যে দেবতা নিদ্রিষ্ট আছেন, যদি তাঁহাকে না জানিয়া আপনি প্রতিহার করেন, আপনার মস্তক নিপতিত হইবে । প্রতিহর্ষা বলিলেন, সে দেবতা কে ? ভগবান্ আমায় বলুন ।

ঔষন্তি বলিলেন, অন্ন । এই সকল ভুত অন্ন প্রতিহারণ করিয়া জীবনধারণ করে । ( সামগানের তৃতীয় ভাগ ) প্রতিহারে এই দেবতা নিদ্রিষ্ট, ইঁহাকে না জানিয়া আপনি যদি প্রতিহার করিতেন, অগ্নি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনি আপনার মস্তক নিপতিত হইত ।

ভাব—ব্রহ্মলক্ষণ দর্শনে যে দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, সেই দেবতাকে বৈদিক দেবতারূপেও গ্রহণ করা হয় । যজ্ঞে ব্রহ্মদৃষ্টির প্রাধান্ত বৈদান্তিক সময়ের বিশেষ লক্ষণ । যে আধ্যাত্মিক সঙ্কেত এ অংশ সংযুক্ত সে আধ্যাত্মিক এই :—

মটীহতেষু কুরুখাটিকা সহ জায়যোষতির্হ চাক্রায়ণ ইত্যগ্রামে প্রজ্ঞাণক উবাস । ১ । স হেভ্যঃ কুন্দাবান্ খাদন্তঃ বিতিক্ষে তঁহোবাচ । নেতোহন্তে বিদ্যন্তে যচ্চ যে মইমে উপনিহিতা ইতি । ২ । এতেষাং মে নেহীতি হোবাচ তানস্মৈ শ্রদদৌ হস্তাশ্বপানমিত্যচ্ছিত্ব বৈ মে পীত তাদিতি হোবাচ । ৩ । ন শ্বিনেতেহপ্যুচ্ছিতা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানশানম্নিতি হোবাচ কামো ম উপপানমিতি । ৪ । স হ খাদিৎস্বাহিতশেবান্ জায়রা আজহার সাগ্র এব স্তিত্বা বভূব তান্ প্রতিগৃহ নিদধৌ । ৫ । স প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ বহতান্নস্ত লভেমহি লভেমহি ধনমায়্য রাজাহনৌ বক্ষ্যতে স মা সর্কৈরাভিজৈর্-বৃণীতেতি । ৬ । তং জায়োবাচ হস্ত পুত ইমএব কুন্দাঃ ইতি তান্ খাদিৎস্বাহন্তঃ যজ্ঞঃ বিততমিয়ার । ৭ । তজ্জোলাঃ তুনান্তাবে স্তোষামাণাশ্বপোপনিবেশ, স হ প্রতোভারমুবাচ । ৮ । প্রন্তোভাঃ দেবতা প্রন্তাব-মদ্বারস্তা তাক্শেদবিষান্ প্রন্তোব্যাসি মুচ্ছা তে বিপতিষ্যতীতি । ৯ । এবমেবোলাভারমুবাচোলাপাতর্ষা দেবতোলাপীথমদ্বারস্তা তাক্শেদবিষামুলাস্তসি মুচ্ছা তে বিপতিষ্যতীতি । ১০ । এবমেব প্রতিহর্ষার-মুবাচ প্রতিহর্ষাঃ দেবতা প্রতিহারমদ্বারস্তা তাক্শেদবিষান্ প্রতিহরিষ্যসি মুচ্ছা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সবারতাস্তৃকীমাসাক্কিরে । ১১ । হা, ১ ৩ । ১০ ।

শিলাবৃষ্টিতে শতশৃঙ্গ কুরুপ্রদেশে হস্তিপ ( মাহত ) গণের অধিষ্ঠিত গ্রামে অপ্রাপ্ত-যোবনা জায়াসহ চক্রায়ণতনয় ঔষন্তি দুরবস্থ হইয়া বাস করিতেছিলেন ।

এক জন হস্তিপ কুৎসিত মাংস ( কুলনী ) খাইতেছিল, তিনি তাহা উহার নিকটে

ভিক্ষা করিলেন। সেই হস্তিপ উত্তর দিল, এই যে কুংসিত মাষ কেনিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা ছাড়া আর নাই।

উত্তি বলিলেন, ঐ গুলিই আমাকে দাও। উত্তরিকে সে ঐ গুলি দিল। সেই হস্তিপ বলিল, আমার এই উচ্ছিষ্ট পানীর ইচ্ছাওতো পান করিবে?

যদি না পান কর, তাহা হইলে এ সকল কুংসিত মাষওতো উচ্ছিষ্ট। উত্তি উত্তর দিলেন, এ গুলি না খাইলে বাঁচিব না, ইচ্ছামত আমি ক্ষুদ্র জলাশয় পাইব।

তিনি সেই কুংসিত মাষ স্বয়ং ভোজন করিয়া অবশিষ্ট জারার সমীপে আনয়ন করিলেন। জারা অগ্রে উহা পর্যাপ্ত ভোজন করিয়া রাখিয়া দিল।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া তিনি পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অদ্য যদি অন্ন আহার পাই, অন্ন কিছু ধনও পাইব, কেন না অনতিদূরবর্তী নৃপতি যজ্ঞা-মুঠান করিবেন, তিনি অত্যাশ্চর্য্য ঋত্বিকগণের সঙ্গে আমাকেও ঋত্বিককর্মে বরণ করিবেন।

পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, অহো স্বামিন্, এইতো কুংসিত মাষ আছে। সেই কুংসিত মাষ খাইয়া তিনি সেই অসুস্থিত যজ্ঞে গমন করিলেন।

সেখানে তিনি স্তোত্রোচ্চারণস্থলে যে সকল উদ্গাতা গান করিবেন তাঁহাদের সমীপে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রস্তোতাকে বলিলেন, হে প্রস্তোতা, যে দেবতা প্রস্তাবের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব কর, তোমার মস্তকপাত হইবে।

এইরূপে উদ্গাতাকে বলিলেন, হে উদ্গাতা, যে দেবতা উদ্গীথের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি গান কর তোমার মস্তকপাত হইবে।

এইরূপ প্রতিহর্তাকে বলিলেন, হে প্রতিহর্তা, যে দেবতা প্রতিহারের বিষয় তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার কর, তোমার মস্তকপাত হইবে। তাঁহারা সকলে আরও কণ্ঠ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তুষ্ণীভাবে অবস্থান করিলেন।

৬। তস্মাৎ হ বা এতস্মাৎ হৃদয়স্মাৎ পঞ্চ দেবস্বয়ঃ স যোহস্মাৎ প্রাণ-  
স্বয়িঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যাস্তদেতত্তেজোহমাদ্যমিত্যুপাসীত  
তেজস্যম্মাদো ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোহস্মাৎ দক্ষিণঃ স্বয়িঃ স ব্যানস্তচ্ছোত্রং স চন্দ্রমাস্তদেত-  
চ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত ত্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোহস্মাৎ প্রত্যঃ স্বয়িঃ সোহপানঃ সা বাক্ সোহগ্নিস্তদেতদ্-  
ব্রহ্মবর্চসম্মাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্যম্মাদোভবতি য এবং বেদ।

অথ যোহস্মোদ্ধঃ স্বয়িঃ স সমানস্তম্ননঃ স পর্জন্মঃ তদেতৎ  
কীর্তিশ্চ ব্যাপ্তিশ্চেত্যুপাসীত কীর্তিমান্ ব্যাপ্তিমান্ ভবতি য এবং বেদ।

অথ যোহস্ত্রোক্তঃ সৃষ্টিঃ স উদানঃ স আকাশস্তদেতদোজ্জ্বলমহশ্চেতুপাসীত ওজস্বী মহম্বান্ ভবতি য এবং বেদ ।

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্ত্র্য লোকস্ত্র্য দ্বারপাঃ । স য এতান্বেব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্ত্র্য লোকস্ত্র্য দ্বারপান্ বেদান্ত্র্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতান্বেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্ত্র্য লোকস্ত্র্য দ্বারপান্ বেদ । ছা, ৩। ৫। ১৩। ১—৬ ।

‘অথ হ বৈ এতত্ত্বয়ন্ত’ ‘পঞ্চ’ ‘দেবসৃষ্টিঃ’ দেবৈঃ রক্ষায়াণামি স্বর্গলোকপ্রাপ্তিকারজিহ্বাণি । ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘বঃ’ ‘প্রোক্ত’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘প্রাগ্গতঃ’ ‘হিহ’ ‘স প্রাণঃ’ ‘তৎ চক্ষুঃ’ ‘স আদিত্যঃ’ । ‘তৎ এতৎ’ ‘চক্ষুঃ’ ‘আদিত্যস্বরূপেণ’ ‘তেজোহমান্য’ ‘ইতি’ ‘গুণাত্ম্য’ ‘উপাসীত’ । ‘বঃ’ ‘এবং বেদ’ ‘স’ ‘তেজস্বী’ ‘অন্নাদঃ’ ‘ভবতি’ ।

‘অথ’ ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘বঃ’ ‘দক্ষিণঃ’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘স ব্যানঃ’ ‘তৎ শ্রোত্র’ ‘স চক্সমাঃ’ । ‘তৎ এতৎ’ ‘শ্রোত্র’ ‘চক্সমঃ’ ‘স্বরূপেণ’ ‘শ্রীঃ’ ‘চ যশঃ’ ‘চ ইতি’ ‘গুণাত্ম্য’ ‘উপাসীত’ । ‘বঃ’ ‘এবং বেদ’ ‘স’ ‘শ্রীমান্’ ‘বশস্বী’ ‘ভবতি’ ।

‘অথ’ ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘বঃ’ ‘প্রোক্ত’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘স অপানঃ’ ‘স বায়ুঃ’ ‘স অগ্নিঃ’ ‘তৎ এতৎ’ ‘বাগিল্লিঙ্গ’ ‘অগ্নিস্বরূপেণ’ ‘ব্রহ্মবর্চসম্’ ‘অন্নাদায়ম্’ ‘ইতি’ ‘গুণাত্ম্য’ ‘উপাসীত’ । ‘বঃ’ ‘এবং বেদ’ ‘স’ ‘ব্রহ্মবর্চসী’ ‘অন্নাদঃ’ ‘ভবতি’ ।

‘অথ’ ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘বঃ’ ‘উদত্ত’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘স সমানঃ’ ‘তৎ মনঃ’ ‘স পর্জন্তঃ’ । ‘তৎ এতৎ’ ‘মনঃ’ ‘পর্জন্তস্বরূপেণ’ ‘কীর্তিশ্চ’ ‘বৃষ্টিঃ’ ‘চ’ ‘দেহকান্তিঃ’ ‘ইতি’ ‘গুণাত্ম্য’ ‘উপাসীত’ । ‘বঃ’ ‘এবং বেদ’ ‘স’ ‘কীর্তিমান্’ ‘বৃষ্টিমান্’ ‘ভবতি’ ।

‘অথ’ ‘অন্ত’ ‘অন্ত’ ‘বঃ’ ‘উদত্ত’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘স উদানঃ’ ‘স বায়ুঃ’ ‘স আকাশঃ’ । ‘তৎ এতৎ’ ‘বায়ুঃ’ ‘ভবম্’ ‘আকাশস্বরূপেণ’ ‘ওজঃ’ ‘চ মনঃ’ ‘চ ইতি’ ‘গুণাত্ম্য’ ‘উপাসীত’ । ‘বঃ’ ‘এবং বেদ’ ‘স’ ‘ওজস্বী’ ‘মহম্বান্’ ‘ভবতি’ ।

‘তে বৈ এতে’ ‘পঞ্চ’ ‘ব্রহ্মপুরুষাঃ’ ‘হৃদন্ত’ ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘পুরুষাঃ’ ‘স্বর্গন্ত’ ‘হৃদন্ত’ ‘লোকন্ত’ ‘দ্বারপাঃ’ ‘দ্বারপালাঃ’ । ‘স যঃ’ ‘এতান্’ ‘এব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্’ ‘স্বর্গন্ত’ ‘লোকন্ত’ ‘দ্বারপান্’ ‘বেদ’ ‘অস্ম্য কুলে বীরঃ’ ‘পুত্রো জায়তে’ । ‘ক এতান্’ ‘এবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্’ ‘স্বর্গস্য’ ‘লোকস্য’ ‘দ্বারপান্’ ‘বেদ’ ‘স’ ‘স্বর্গলোকঃ’ ‘প্রতিপদ্যতে’ ।

সেই এই হৃদয়ের পাঁচটি দেবসৃষ্টি (রক্ষু) । ইহার যেটি প্রাগ্গত সৃষ্টি, সেটি প্রাণ, সেটি চক্ষু, সেটি আদিত্য । সেই এই (আদিত্য স্বরূপ) চক্ষুকে তেজ ও ব্রীহিবাদিরূপে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী ও অন্নভোজী হন ।

অনন্তর ইহার যেটি দক্ষিণ সৃষ্টি সেটি ব্যান, সেটি শ্রোত্র, সেটি

চক্ষুমা । সেই এই ( চক্ষুস্বরূপ ) শ্রোত্রকে শ্রী-ও-বশোরূপে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি শ্রীমান্ ও বশস্বী হন ।

অনন্তর ইহার যেটি পশ্চিম সূৰ্যি, সেটি অপান, সেটি বাক্, সেটি অগ্নি । সেই এই ( অগ্নিস্বরূপ ) বাগিদ্রিয়কে ব্রহ্মতেজ ও ব্রীহিষবাদিরূপে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তিনি ব্রহ্মতেজস্বান্ ও অন্নভোজী হন ।

অনন্তর ইহার যে উত্তর সূৰ্যি, সেটি সগান, সেটি মন, সেটি পৰ্জ্জন্ত । সেই এই ( পৰ্জ্জন্তস্বরূপ ) মনকে কীর্ত্তি ও দেহকাস্তিরূপে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্ত্তিমান্ ও দেহকাস্তিমান্ হন ।

অনন্তর ইহার যে উৰ্দ্ধ সূৰ্যি, সেটি উদান, সেটি বায়ু, সেটি আকাশ । সেই এই ( আকাশস্বরূপ ) বায়ুকে বল-ও-তেজোরূপে উপাসনা করিবে । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন, তিনি বলবান্ ও তেজস্বান্ হন ।

সেই তত্ত্ব পাঁচটি ব্রহ্মপুরুষ, স্বর্গলোকের দ্বারপাল । যিনি এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন তাঁহার কুলে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করে । যিনি এইরূপ পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া জানেন তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবেন ।

তাব—চক্ষুরাদি স্বর্গলোকের দ্বারপাল বলিয়া কেন উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা বোঝা কিছু কঠিন নহে । স্বয়ং ব্রহ্ম ইহাদিগকে দ্বারপাল করিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছেন । ইহাদিগকে বিগ্ৰহ ও পবিত্র না করিলে কেহ যে স্বর্গে প্রবেশ করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই । কেবল চক্ষুরাদিকে শুদ্ধ করিলে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, চারিদিকের আকাশ চারিদিকের বায়ু যদি বিগ্ৰহ না হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি চিরশুদ্ধ থাকিতে পারে না, এ জন্ত উপনিষৎ চারিদিকের আকাশকে এবং বায়ুমণ্ডলীকে উপাসনা-যোগে পরিশুদ্ধ করিবার জন্ত চক্ষুরাদির সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন ।

৭ । যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠঞ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠঞ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ ।

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বায়াব বসিষ্ঠা ।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যগ্নিঞ্চ লোকেহু-  
দ্বিঞ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ।



যো হ বৈ সম্পদং বেদ সৎহাষ্ট্ম কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানু-  
শাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পদং ।

যো হ বা-আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা  
আয়তনম্ ।

অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি বৃদিরেহহং শ্রেয়ানস্মাহং শ্রেয়ান-  
স্মীতি তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কোনঃ শ্রেষ্ঠ  
ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে  
স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ।

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোত্যোবাচ কথমশ-  
কতর্ভে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশুন্ত-  
শ্চক্ষুষা শৃণুন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ।

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তং সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোত্যোবাচ কথমশ-  
কতর্ভে মজ্জীবিতুমিতি যথাক্সা অপশুন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা  
শৃণুন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ।

শ্রোত্রংহোচ্চক্রাম তং সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোত্যোবাচ কথম-  
শকতর্ভে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরাঃ অশৃণুন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন  
বদন্তো বাচা পশুন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ  
শ্রোত্রম্ ।

মনো হোচ্চক্রাম তং সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যোত্যোবাচ কথমশ-  
কতর্ভে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো  
বাচা পশুন্তশ্চক্ষুষা শৃণুন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ।

অথ হ প্রাণ উচ্চক্রমিষ্যন্ স যথা স্নহয়ঃ পটী শশঙ্কুন্-সংখিদ্বে-  
দেবমিতরান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্মেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠো-  
হসি মোৎক্রমীরিতি ।

অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাহস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহসীত্যথ  
হৈনং চক্ষুরবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাহস্মি ত্বং তং প্রতিষ্ঠাসীতি ।

অথ হৈনৎ শ্রোত্রমুবাচ যদহৎ সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদংসীত্যথ  
হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ।

ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাত্মসীত্যাচক্ষতে  
প্রাণা ইত্যোবাচক্ষতে প্রাণোহেবৈতানি সর্কীণি ভবতি ।

ছা, ৫। ৭। ১। ১—১৫। বৃহ, ৮। ১। ১—১৪।

‘যো হ বৈ’ ‘জ্যেষ্ঠঃ চ’ বয়সা প্রথমঃ ‘শ্রেষ্ঠঃ চ’ গুণৈরভ্যধিকঃ ‘বেদ’ স ‘হ বৈ’ ‘জ্যেষ্ঠঃ চ’। ‘শ্রেষ্ঠঃ চ’  
‘ভবতি’। ‘প্রাণঃ বাব’ ‘জ্যেষ্ঠঃ চ’ গর্ভে তৎকিরারঃ প্রথমদ্বাং, ‘শ্রেষ্ঠঃ চ’—ততোহন্তেবাং বৃদ্ধি-  
লাভাচ্চ ।

‘যো হ বৈ’ ‘বসিষ্ঠাং আচ্ছাদয়িতৃতমঃ’ ‘বেদ’ স ‘হ’ ‘বানঃ’ জাতীনাং ‘বসিষ্ঠঃ’—আচ্ছাদয়িতৃতমঃ  
দৌবাণ্যাবরণেণ—‘ভবতি’। ‘বাক্ বাব’ ‘বসিষ্ঠা’—বাগ্মিতারা দৌবাণ্যাবরণকর্ষসাম্বিকাং ।

‘যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ’ স ‘হ’ ‘অগ্নিন্ চ লোকে অমুগ্নিন্ চ লোকে’ ‘প্রতিষ্ঠতি’ স্থিতিং লভতে ।  
‘চক্ষুঃ বাব’ ‘প্রতিষ্ঠা’—‘চক্ষুবা হি পশুন্ সমে চ হর্গে চ প্রতিষ্ঠিষ্ঠতি যস্মাৎ লভতঃ’ ।

‘যো হ বৈ সম্পদং বেদ’ স ‘হ’ ‘অমৈ’ ‘দেবাঃ চ মানুযাঃ চ’ ‘কামাশ্চ’ ‘সম্পদ্যন্তে’। ‘শ্রোত্রং বাব  
সম্পৎ’—শ্রোত্রেণ বেদার্থবিজ্ঞানং ততঃ কর্মণাভিলষিতলাভাৎ ।

‘যো হ বৈ আয়তনং বেদ’ স ‘হ’ ‘বানঃ’ জাতীনাম্ ‘আয়তনম্’ আশ্রয়ঃ ‘ভবতি’ মনো হ বৈ  
আয়তনম্ ভস্য বিয়প্রত্যয়াশ্রয়দ্বাং ।

‘অথ অনন্তরং ‘প্রাণাঃ’ এবং গুণবন্তঃ ‘শ্রেয়সি’ ‘অহম্’—‘অতঃ শ্রেয়ান্ অগ্নি’ ‘অহং শ্রেয়ান্ অগ্নি’  
ইতি ব্যাধিরঃ নানাবিরুদ্ধম্ উক্তবন্তঃ ।

‘তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এতা উচুঃ—ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি’। ‘তান্’ প্রাণান্ ‘হ’  
প্রজাপতিঃ ‘উবাচ’—‘বঃ’ যুযাকং মধ্যে ‘বসিন্ উৎক্রান্তে’ ‘শরীরং’ পাপিষ্ঠতরম্ অশ্লুগুণতরম্ ‘ব’  
‘দৃষ্টতে’ ‘স’ বঃ যুযাকং মধ্যে ‘শ্রেষ্ঠঃ’ ইতি’ ।

‘সো হ বাক্’ ‘উক্তকাম’ উক্তগাম’ ‘সো সংবৎসরং সংবৎসর কালং’ ‘প্রোবা’ অন্তত উবিদ্বা। স্বয্যাণা-  
রাং নিবৃত্ত্য পর্যেত্য পুনরাগম্য ‘উবাচ’—ইতরান্ প্রাণান্—‘কথং’ ‘মৎ’ ‘ক্বে’ বিনা জীবিতুম্  
‘অশকত’ ‘যুবম্’ ইতি’ ।

তে পুনঃ উচুঃ—‘বখা’ ‘কলাঃ’ বৃকাঃ ‘অবদন্তঃ’ বাচম্ অমুনীরয়ন্তঃ ‘প্রাণেন’ ‘প্রাণন্তি’ ‘চক্ষুবা’  
‘পশান্তঃ’ ‘শ্রোত্রেণ’ ‘শ্রবন্তঃ’ ‘মনসা’ ‘ধ্যায়ন্তঃ’ জীবিতুং শকুবন্তি ‘এবম্’ ইতি’। ‘সো’ ‘বাক্’ ‘হ’  
‘প্রবিশেষ’ দেহম্ ।

‘চক্ষুঃ চ উক্তকাম’। ‘তৎ সংবৎসরং প্রোবা পর্যেত্য উবাচ’—‘কথং’ ‘মৎ’ ‘ক্বে’ ‘জীবিতুম্’  
অশকত’ ইতি’। ‘তে পুনরুচুঃ—‘বখা’ অজ্ঞাঃ অপগন্তঃ ‘প্রাণেন’ ‘প্রাণন্তঃ’ ‘বাচা’ ‘বদন্তঃ’ ‘শ্রোত্রেণ’  
‘শ্রবন্তঃ’ ‘মনসা’ ‘ধ্যায়ন্তঃ’ জীবিতুং শকুবন্তি ‘এবম্’ ইতি’। ‘চক্ষুঃ’ ‘হ’ ‘প্রবিশেষ’ দেহম্ ।

‘শ্রোত্রং হ উক্তকাম’। ‘তৎ সংবৎসরং প্রোবা পর্যেত্য উবাচ’—‘কথং’ ‘মৎ’ ‘ক্বে’ ‘জীবিতুম্’  
অশকত’ ইতি’। ‘তে পুনরুচুঃ—‘বখা’ বধিরঃ অজ্ঞঃ ‘প্রাণেন’ ‘প্রাণন্তঃ’ ‘বাচা’ ‘বদন্তঃ’ ‘চক্ষুবা’  
‘পশান্তঃ’ ‘মনসা’ ‘ধ্যায়ন্তঃ’ জীবিতুং শকুবন্তি ‘এবম্’ ইতি’। ‘শ্রোত্রং’ ‘হ’ ‘প্রবিশেষ’ দেহম্ ।

‘মনো হ উক্তকাম’। ‘তৎ সংবৎসরং প্রোবা পর্যেত্য উবাচ’—‘কথং’ ‘মৎ’ ‘ক্বে’ ‘জীবিতুম্’

অন্যকর্তৃ ইতি । তে পুনরুচ্যুঃ—‘বধা বালাঃ’ ‘অননসঃ’ অশ্রদ্ধামনসঃ ‘প্রাণেন’ প্রাণতঃ ‘বাচা’ ‘বগন্তঃ’ চক্ষুঃ ‘পশ্যন্তঃ’ ‘জ্যোত্রেণ’ ‘শ্রবন্তঃ’ জীবিতুং শব্দবৃত্তি’ ‘এবম্’ ইতি । ‘মনঃ’ ‘হ’ ‘প্রবিবেশ’ ‘দেহম্’ ।

‘অথ হ’ ‘প্রাণঃ’ মুখ্যপ্রাণঃ উক্তক্রিয়বান্ উৎক্রান্তমিচ্ছন্—‘বধা’ ‘শ্রবন্তঃ’ শোভনাবঃ ‘পটীশলকৃন্’ পাদবন্ধনকৌলান ‘সং থিদেৎ’ বৃগণ্য উৎপাটয়েৎ ‘এবম্’ ‘ইতরান্’ প্রাণান্ বাগাদীন ‘সমধিদৎ’ সমুচ্চবান্ । তে প্রাণাঃ এবং বিচালিতাঃ ‘অভিসমেতা’ ‘তৎ’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘হ’ ‘উচুঃ’—‘ভগবন্’ ‘এষি’ তব নঃ বামী, ‘হং’ ‘নঃ’ ‘অন্যকং’ মধ্যে ‘শ্রেষ্ঠঃ’ ‘অসি’ ‘ম। উৎক্রমীঃ’ ‘ম। উল্লমঃ’ ।

‘অথ হ’ ‘এনং’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘বাক্’ ‘উবাচ’—‘অহং’ ‘বৎ’ ‘বসিষ্ঠা’ ‘অস্মি’ ‘তৎ’ ‘হং’ ‘বসিষ্ঠা’ ‘অসি’ ‘ইতি’ হেতোঃ । ‘অথ হ’ ‘এনং’ চক্ষুঃ ‘উবাচ’—‘অহং’ ‘বৎ’ ‘প্রতিষ্ঠা’ ‘অস্মি’ ‘তৎ’ ‘হং’ ‘প্রতিষ্ঠা’ ‘অসি’ ‘ইতি’ হেতোঃ ।

‘অথ হ’ ‘এনং’ জ্যোতস্ ‘উবাচ’—‘অহং’ ‘বৎ’ ‘সম্পদং’ ‘অস্মি’ ‘তৎ’ ‘হং’ ‘সম্পদং’ ‘অসি’ ‘ইতি’ হেতোঃ ।

‘অথ হ’ ‘এনং’ মনঃ ‘উবাচ’—‘অহং’ ‘বৎ’ ‘আয়তনম্’ ‘অস্মি’ ‘তৎ’ ‘হং’ ‘আয়তনম্’ ‘অসি’ ‘ইতি’ হেতোঃ ।

‘ন বৈ বাচঃ’ ‘ন চক্ষুঃ’ ‘ন জ্যোতসি’ ‘ন মনাসি’ ‘ইতি’ ‘আচক্ষতে’ তত্ত্ববিদঃ কিত্তর্হি ‘প্রাণাঃ’ ইতি এব আচক্ষতে । ‘কথম্’ ? ‘হি’ ‘বদ্যং’ ‘সর্বাণি’ ‘এতানি’ বাগাদীনী অরণ্যজাতানি ‘প্রাণঃ’ ‘এব’ ‘তবতি’ ।

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হইলেন ।  
প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ।

যিনি বসিষ্ঠকে (আচ্ছাদয়িত্বতমকে) জানেন তিনি আপনার লোক-  
দের মধ্যে বসিষ্ঠ হন । বাকই বসিষ্ঠ ।

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি ইহলোকে পরলোকে প্রতিষ্ঠিত  
হইলেন । চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ।

যিনি সম্পদকে জানেন তিনি দৈব ও মানুষ অভিলষিত বিষয় সকল  
প্রাপ্ত হন । শ্রোত্রই সম্পদ ।

যিনি আয়তনকে জানেন তিনি আপনার লোকদের আয়তন  
( আশ্রয় ) হইলেন । মনই আয়তন ।

অনন্তর প্রাণগুলি আমি শ্রেষ্ঠ এই জানে পরস্পর বলিতে লাগিল  
আমি শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ ।

তাহারা প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া বলিল—ভগবান্ আমা-  
দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে  
যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে শরীর অম্পৃশ্যত্বের মত দেখায় সেই  
তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । •

বাক্ উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্তত্ৰ বাস করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল—আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে। [তাহারা বলিল] মূক যেমন কথা না বলিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ, মনেরদ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। বাক্ [শরীরে] প্রবেশ-করিল।

চক্ষু উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্তত্ৰ বাস করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল—আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? [তাহারা বলিল] অন্ধগণ যেমন চক্ষে না দেখিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ, মনেরদ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল।

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্তত্ৰ বাস করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? [তাহারা বলিল] বধিরগণ যেমন না শুনিয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, মনের দ্বারা ধ্যান করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। শ্রোত্র শরীরে প্রবেশ করিল।

মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অন্তত্ৰ বাস করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, বালক-সকল যেমন অমনা হইয়া প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করত [জীবিত থাকে] সেইরূপ [আমরা জীবিত আছি]। মন [শরীরে] প্রবেশ-করিল।

অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া শোভন অশ্ব যেমন পাদবন্ধনকীলকগুলিকে যুগপৎ উৎপাটন-করে, তেমনি ইত্তর প্রাণ-গুলিকে বিচালিত করিল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া মুখ্যপ্রাণের নিকটে আগমনপূর্বক বলিল, ভগবন্, আগাদের স্বামী হউন, আমাদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না।

অনন্তর ইঁহাকে বাক্ বলিল, আগি যে বসিষ্ঠ আপনি বসিষ্ঠ তাহারই

নিমিত্ত । অনন্তর ইঁহাকে চক্ষু বলিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা আপনি প্রতিষ্ঠা তাহারই নিমিত্ত ।

অনন্তর শ্রোত্র ইঁহাকে বলিল, আমি যে সম্পৎ আপনি সম্পৎ তাহারই নিমিত্ত । অনন্তর ইঁহাকে মন বলিল, আমি যে আয়তন আপনি আয়তন তাহারই নিমিত্ত ।

এ সকল বাক্য, এ সকল চক্ষু, এ সকল শ্রোত্র, এ সকল মন [ তত্ত্ব-বিদ্যাণ ] এরূপ বলেন না, এ সকল প্রাণ ইহাই বলিয়া থাকেন । এ সকলগুলি প্রাণই ।

ভাব—উপনিষদে প্রাণ প্রধান । এ জগৎ পুনরায় এখানে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব আখ্যায়িকাচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে । জ্যেষ্ঠ—মুখ্য । প্রাণ বরসে জ্যেষ্ঠ, কেন না গর্ভস্থ প্রাণে বাগাদির উৎপত্তির পূর্বে মুখ্য প্রাণের ক্রিয়ার আরম্ভ হয় । শ্রেষ্ঠ—কেন না বাগাদির ক্রিয়া মুখ্য প্রাণের ক্রিয়ার অধীন । বসিষ্ঠ—আচ্ছাদয়িতৃতম । আপনার লোকের দোষাদির আচ্ছাদন বাগ্মিতাযোগে সাধিত হয়, এ জগৎ বাক্যে আচ্ছাদয়িতৃতম বলা হইয়াছে । প্রতিষ্ঠা—স্থিতি । সমভূমি হউক অসমভূমি হউক চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া স্থিতি লাভ হয়, এ জগৎ চক্ষুকে প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে । সম্পদ—বেদ গ্রহণ ও উহার অর্থজ্ঞান শ্রবণদ্বারা নিম্পন্ন হয় । এই জ্ঞান সম্পদের কারণ হইয়া থাকে । স্মৃতাং শ্রবণকে সম্পদ বলা হইয়াছে । আয়তন—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ মনের দ্বারা প্রতীতির বিষয় হয় । সেই প্রত্যয়গুলি আশ্রয় করিয়াই ব্যবহার উপস্থিত হইয়া থাকে । এই ব্যবহার সকল সম্বন্ধের আশ্রয় ।

এ সকল গুলি প্রাণই—বাগাদি সমুদায় প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এ জগৎ এক বাক্য বা চক্ষু বা শ্রোত্র বা মন বলিলে প্রাণ বুঝায় না, প্রাণ বলিলে এ সমুদয়কেই বুঝাইয়া থাকে ।

বৃহদারণ্যকে এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে । সেই আখ্যায়িকা এখানে উদ্ধৃত হইল ।

যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ নানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ নানাং ভবত্যপি চ যেষাং বৃজ্বতি য এবং বেদ ।

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠাং নানাং ভবতি বাঐথ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠাঃ নানাং ভবত্যপি চ যেষাং বৃজ্বতি য এবং বেদ ।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিষ্ঠিত্তি সমে প্রতিষ্ঠিত্তি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুর্বা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিষ্ঠিত্তি সমে প্রতিষ্ঠিত্তি দুর্গে য এবং বেদ ।

যো হ বৈ সম্পদং বেদ স'তাম্ পদাং তে যঃ কামঃ কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সম্পৎ শ্রোত্রে হীমে সর্কে বেদা'ন্তিসম্পদাঃ স'তাম্ পদাং তে যঃ কামঃ কাময়তে য এবং বেদ ।

যো হ বা আরতনং বেদারতনং বানং ভবতায়তনং জনানং মনো বা আরতনমারতনং বানং ভবতায়তনং জনানং ষ এবং বেদ।

যো হ বৈ প্রজাপতিং বেদ প্রজারতে হ প্রজয়া পশুভীরেতো বৈ প্রজাপতিঃ প্রজারতে হ প্রজয়া পশুভির্ধ এবং বেদ।

তে হেমে প্রাণাঃ অহং প্রেরসে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তাং হোবাচ যস্মিৎ উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্তত স বো বসিষ্ঠ ইতি।

বাগ্‌ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোবাগতোবাচ কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি তে হোচূর্ধ্বা কলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশুন্তশ্চক্ষুবা শ্রুন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্যাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈব মজীবিদ্যেতি এবিবেশ হ বাক্।

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোবাগতোবাচ কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি তে হোচূর্ধ্বা অকামপশুন্তশ্চক্ষুবা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শ্রুন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্যাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈব মজীবিদ্যেতি এবিবেশ চ চক্ষুঃ।

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোবাগতোবাচ কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি তে হোচূর্ধ্বা বধিরা অশ্রুন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশুন্তশ্চক্ষুবা বিদ্যাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিদ্যেতি এবিবেশ হ শ্রোত্রম্।

মনোহোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোবাগতোবাচ কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি তে হোচূর্ধ্বা মুখা অবিদ্যাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশুন্তশ্চক্ষুবা শ্রুন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিদ্যেতি এবিবেশ হ মনঃ।

রেভো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোবাগতোবাচ কথমশকত মদূতে জীবিতুমিতি তে হোচূর্ধ্বা ক্রীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশুন্তশ্চক্ষুবা শ্রুন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্যাংসো মনসৈবমজীবিদ্যেতি এবিবেশ হ রেভঃ।

অথ চ প্রাণ উৎক্রমিষান্ বধা মহা স্তবঃ সৈন্ধবঃ পটীশশঙ্কন্থ সংবৃহদেবং চৈবেষান্ প্রাণান্ সংববহ' তে হোচূর্ম। ভগব উৎক্রমীন' বৈ শক্ষামস্তদূতে জীবিতুমিতি তন্তো মে বলিং কুরুতেতি তথোতি।

সাহ বাস্তবাচ বধা অহং বসিষ্ঠান্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোহসীতি বধা অহং প্রতিষ্ঠান্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোহসীতি চক্ষুর্ধ্বা অহং সম্পদান্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং বধা অহমারতনমস্মি ত্বং তদারতনমসীতি মনঃ বধা অহং প্রজাতিরান্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতন্তন্তো মে কিমন্নং কিং মে বাস ইতি বধিৎ কিকারত্য আকুসিতাজাকীটপভসেন্ত্যন্তেহরমাপো বাস ইতি ন হ বা অন্তানন্নং জঙ্ঘ ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং য এবমেতদন্নস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্যাংসো শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিষ্যচামন্ত্যেতমেব ভদেতমন্নং কুর্বন্তো মন্তন্তে। বৃহ. ৮। ১। ১—১৪।

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে, অপিচ যাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন।

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি আপনার লোকদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই-

বসিষ্ঠ । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন, তিনি আপনার মধ্যে অপিচ বাহাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগের মধ্যে বসিষ্ঠ হন ।

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন তিনি সম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন । চক্ষুই প্রতিষ্ঠা ; কেন না চক্ষুর দ্বারাই সম ও বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হয় । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি সম ও বিষম দেশকালে প্রতিষ্ঠিত হন ।

যিনি সম্পদকে জানেন তিনি যে অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন তাহাতেই সম্পন্ন হন । শ্রোত্রই সম্পদ, কেন না শ্রোত্রেই এই সকল বেদ সম্পন্ন হয় । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি যে অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন তাহাতেই সম্পন্ন হন ।

যিনি আয়তন জানেন তিনি আপনার লোকদিগের আয়তন হন । মনই জনগণের আয়তন । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি আপনার এবং অপর লোকদিগের আয়তন ( আশ্রয় ) হন ।

যিনি প্রজাতিকে ( জননৈক্যকে ) জানেন, তিনি প্রজা ও পশুতে সম্পন্ন হন । রেতই প্রজাতি । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তিনি প্রজা ও পশুতে সম্পন্ন হন ।

আমি শ্রেষ্ঠ এই বলিয়া বিবদমান এই সকল প্রাণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিল । তাহার ব্রহ্মাকে বলিল আমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ \* কে ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যে উৎক্রান্ত হইলে এই শরীর অস্পৃশ্য মনে হয় সেই তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ ।

বাক্ উৎক্রমণ করিল, সে সংবৎসরকাল অতৃত্ব বাস করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে ? তাহার বলিল, মুক সকল যেমন বাক্ দ্বারা কথা না বলিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [ জীবিত থাকে ] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম । বাক্ [ দেহে ] প্রবেশ করিল ।

চক্ষু উৎক্রমণ করিল । সে সংবৎসরকাল অতৃত্ব বাস করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে ? তাহার বলিল, অন্ধেরা যেমন চক্ষুর দ্বারা না দেখিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [ জীবিত থাকে ] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম । চক্ষু [ দেহে ] প্রবেশ করিল ।

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিল । সে সংবৎসরকাল অতৃত্ব বাস করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া বলিল, আমা বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে ? তাহার বলিল, বধিরগণ যেমন শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ,

\* একা আর সকলকে মহেচ্ছ ও গোরবে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এ ব্রহ্ম বসিষ্ঠ—আচ্ছাদনিত-তুতম ।

চক্ষুর দ্বারা দর্শন, মনের দ্বারা চিন্তন, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [ জীবিত থাকে ] আমরাও তেমনি জীবিত ছিলাম। শ্রোত্র [ দেহে ] প্রবেশ করিল।

মন উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অগ্নিত্র বাস করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া বলিল, আমি বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, মূঢ়গণ মনের দ্বারা চিন্তা না করিয়া প্রাণের দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, রেতের দ্বারা জন্মগ্রহণ করত [ জীবিত থাকে ] আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। মন [ দেহে ] প্রবেশ করিল।

রেত উৎক্রমণ করিল। সে সংবৎসরকাল অগ্নিত্র বাস করিয়া পুনরাবর্তন করিয়া বলিল, আমি বিনা তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? তাহারা বলিল, ক্লীব যেমন রেতের দ্বারা প্রজোৎপাদন না করিয়া প্রাণ দ্বারা প্রাণন, বাক্ দ্বারা ভাষণ, চক্ষুর দ্বারা দর্শন, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, মনের দ্বারা চিন্তন করত [ জীবিত থাকে ] আমরা তেমনি জীবিত ছিলাম। রেত [ দেহে ] প্রবেশ করিল।

অনন্তর প্রাণ উৎক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে সিদ্ধু দেশীয় মহামুন্দর অশ্ব পাদবন্ধন-কীলকগুলিকে যেমন যুগপৎ উৎপাটন করে তেমনি এই প্রাণগুলিকে বিচলিত করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বলিল, হে ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। আপনাকে বিনা আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না। তবে তাদৃশ আমরা তোমরা বলি অর্পণ কর। [ তাহারা বলিল ] আচ্ছা।

বাক্ বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ, আপনি সেই বসিষ্ঠের বসিষ্ঠ; চক্ষু বলিল, আমি যে প্রতিষ্ঠা আপনি সেই প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা; শ্রোত্র বলিল, আমি যে সম্পদ আপনি সেই সম্পদের সম্পদ; মন বলিল, আমি যে আয়তন আপনি সেই আয়তনের আয়তন; রেত বলিল, আমি যে প্রজাতি আপনি সেই প্রজাতির প্রজাতি। তবে তাদৃশ আমরা কি অন্ন হইবে, কি বাস হইবে? কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া কুমি কীট পতঙ্গ পর্যাস্ত আপনাদের অন্ন হইবে, জল বাস হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপ অন্নের অন্ন জানেন, তাঁহার অনন্ন ভুক্ত হয় না, অনন্ন পরিগৃহীত হয় না\*। [ যেহেতুক জল বাস ] সেই জন্তু জ্ঞানী শ্রোত্রিয়গণ ভোজন করিবার পূর্বে আচমন করেন, ভোজন করিয়া আচমন করেন, একরূপ করিয়া তাঁহার মনে করেন প্রাণকে তাঁহার অনগ্র করেন।

\* বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থাংশের অষ্টাবিংশ সূত্রে এ সম্বন্ধে যে বীয়াংসা আছে, তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, বেদান্তে যে সর্ববিধ অন্ন ভোজনের অসুযত আছে, উহা যখন প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, সেই সময়ের জন্ত, অন্ন সময়ে নহে। প্রাণসঙ্কটকালে সর্বসাধারণেরই সর্বান্ত্রে এ অধিকার আছে। সঙ্কটকালে কুকুরাদি কিছুই অনন্ন নহে, সকলই অনন্নমধ্যে গণ্য; অনন্ন ভোজনে যে দোষ তাহা সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। কেবল না সকলই প্রাণের অন্ন এই জানে তৎকালে ভোজন হইয়া থাকে।



ছান্দোগ্যে প্রজ্ঞাতির উল্লেখ নাই, সুতরাং এস্থলে সেইটির আধিক্য এবং তদনুসঙ্গ কথ্য গুলি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্কান্নভক্ষণাদিও ছান্দোগ্যে আছে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গান্তরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ( ১০।২৭ ) উল্লিখিত হইয়াছে।

৮। দয়া হ প্রাজ্ঞাপত্য দেবশ্চাস্মরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা  
এব দেবা জ্যায়সা অস্মরাঃ। ত এষু লোকেষ্মস্পর্ধন্ত। তে হ দেবা  
উচুহস্তাস্মরান্ যত্ত উদগীথেনাত্যয়ামেতি ।

তে হ বাচমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথৈতি তেভ্যো বাগুদগায়ং ।  
যো বাচি ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ং যং কল্যাণং বদতি তদাত্মনে ।  
তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাতোষাস্তীতি তমভিক্রত্য পাপ্মনা-  
হবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ।

অথ হ প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি তথৈতি তেভ্যঃ প্রাণ উদ-  
গায়ং । যঃ প্রাণে ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ং যং কল্যাণং জিত্বতি  
তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ উদগাত্রাতোষাস্তীতি তমভিক্রত্য  
পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং জিত্বতি স এব  
স পাপ্মা ।

অথ হ চক্ষুরুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি তথৈতি তেভ্যশ্চক্ষুরুদগায়ং ।  
যশ্চক্ষুষি ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ং যং কল্যাণং পশ্বতি তদাত্মনে ।  
তে বিদুরনেনৈব ন উদগাত্রাতোষাস্তীতি তমভিক্রত্য পাপ্মনা  
অবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্বতি স এব স  
পাপ্মা ।

অথ হ শ্রোত্রমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি তথৈতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদ-  
গায়ং । যঃ শ্রোত্রে ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ং যং কল্যাণং  
শৃণোতি তদাত্মনে । তে বিদুরনেন বৈ ন উদগাত্রাতোষাস্তীতি  
তমভিক্রত্য পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং  
শৃণোতি স এব স পাপ্মা ।

অথ হ মনউচুস্ত্বং ন উদগায়েতি তথৈতি তেভ্যো মন উদগায়ং ।  
যো মনসি ভোগস্ত্বং দেবেভ্য আগায়ং যং কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদা-

অনে । তে বিদুরনে ন বৈ ন উদগাতোষ্যন্তীতি তমভিকৃত্য  
পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি  
স এব স পাপ্মা । এবমু খণ্ডেতা দেবতাঃ পাপ্মতিরূপাস্থজ্জমেব-  
মেনাঃ পাপ্মনাহবিধ্যন্ ।

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি তথ্যেতি তেভ্য এষ  
প্রাণ উদগায়ং । তে বিদুরনে ন বৈ ন উদগাতোষ্যন্তীতি তমভি-  
কৃত্য পাপ্মনাহবিধ্যন্ স যথাহশ্মানমুহা লোঠৌবিধ্বংসেতৈবৎ  
হৈব বিধ্বংসমানা বিধ্বকৌ বিনেপ্তস্ততো দেবা অভবন্ পরাহসুরা  
ভবত্যান্না পরাহস্রা দ্বিষন্ ভাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ ।

তে হোচুঃ ক নু সোহভূদ্যো ন ইথমসংক্লেত্যয়মাস্তেহন্তরিতি  
সোহয়াশ্র আঙ্গিরসোহঙ্গানাত্ছি রসঃ ।

সা বা এষা দেবতা দুর্নাম দূরংহস্রা মৃত্যুদূরং হ বা অস্মামৃত্যু-  
ভবতি য এবং বেদ ।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যা  
যত্রাসাং দিশামন্তস্তদাময়াক্কার তদাসাং পাপ্মনো বিন্যদধাতস্মাম  
জনমিয়ামাস্তমিয়ামেং পাপ্মানং মৃত্যুমম্বায়ানীতি ।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যা-  
থেনা মৃত্যুমত্যবহং ।

স বৈ বাচমেব প্রথমাত্যবহং সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোহগ্নি-  
রভবং সোহয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ।

অথ প্রাণমত্যবহং স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবং সোহয়ং  
বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ।

অথ চক্ষুরত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যোহভবং সোহ-  
সাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ।

অথ শ্রোত্রমত্যবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত তাদিশোহভবৎস্তা ইমা  
দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ।

অথ মনোহত্যাবহত্তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ  
সোহসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবৎ হ বা এনমেবা  
দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবৎ বেদ ।

অথান্নেনেহ্মাদ্যমাগায়দ্যচ্চি কিকামমদ্যতেহনেনৈব তদদ্যত ইহ  
প্রতিতিষ্ঠতি ।

তে দেবা অক্লম্মেনেতাৰহা ইদং সৰ্বং যদমং তদান্নন আগাসী-  
রনু নোহশ্মিন্নম আভজ্জস্বেতি তে বৈ মাভিসংবিশতেতি তথেনি তং  
সমস্তং পরিণ্যবিশন্ত । তস্মাদাদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যাস্ত্যেবৎ  
হ বা এনং স্বা অভিসংবিশন্তি ভৰ্তা স্বানাত্ শ্রেষ্ঠঃ পুরএতা ভবতা-  
ম্মাদোহধিপতিৰ্য এবৎ বেদ য উ হৈবংবিদং শ্বেষু প্রতিপত্তিবুভূষতি  
ন হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈ তমনু  
ভার্য্যান্ বুভূষতি স হৈবালং ভার্য্যেভ্যো ভবতি ।

সোহয়াশ্র আঙ্গিরসোহঙ্গানাত্ হি রসঃ প্রাণো বা অঙ্গানাত্ রসঃ  
প্রাণো হি বা অঙ্গানাত্ রসস্তস্মাদান্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি  
তদেব তচ্ছুষাতোষ হি বা অঙ্গানাত্ রসঃ ।

এষ উ এব রহস্পতিৰ্বাঐ রহতী তস্মা এষ পতিস্তস্মাদু  
রহস্পতিঃ ।

এষ উ এব ব্রহ্মণস্পতিৰ্বাঐ ব্রহ্ম তস্মা এষ পতিস্তস্মাদু  
ব্রহ্মণস্পতিঃ ।

এষ উ এব সাম বাঐ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামভ্বম্ ।  
বদেব সগঃ প্লুৰিণা সমোযশকেন সমোনাগেন সম এভিস্তিভি-  
লৌকৈঃ সমোহনেন সর্বেণ তস্মাদেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যত্  
সলোকতাং য এবমেতৎ সাম বেদ ।

এষ উ বা উদগীথঃ প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সৰ্বমুত্তকং  
বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদগীথঃ ।

তত্রাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়নুবাচায়ন্ত্যশ্র

রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতরতাদ্যদিতোহরাস্ত্র আঙ্গিরসোহশ্রো নোদগায়-  
দিতি বাচা চ হেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ।

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্ত্র স্বং তস্ম বৈ স্বর-  
এব স্বং তস্মাদাঙ্গির্জ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বর-  
সম্পন্নয়াঙ্গির্জ্যং কুর্য্যাৎ তস্মাৎ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব । অথো  
যস্ম স্বম্ভবতি ভবতি হাস্ত্র স্বং য এবমেতং সান্নঃ স্বং বেদ ।

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ সূবর্ণং বেদ ভবতি হাস্ত্র সূবর্ণং তস্ম বৈ  
স্বরএব সূবর্ণং ভবতি হাস্ত্র সূবর্ণং য এবমেতং সান্নঃ সূবর্ণং বেদ ।

তস্ম হৈতস্ম সান্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্ম বৈ  
ষাপেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খ্বেষ এতং প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গায়তেহম  
ইত্যা হৈক আছঃ ।

অথাৎ পবমানানামেবোভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম  
প্রস্তোতি স যত্র প্রস্তয়াং তদেতানি জপেৎ । অসতো মা সদগময়  
তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা হমৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা  
সদগময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যো মাহমৃতং গময়ামৃতং মা  
কুর্কিভ্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বে তমো জ্যোতি-  
রমৃতং মৃত্যোর্মা হমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্কিভ্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মা-  
হমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাশ্তি । অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি  
তেষাংনেনহমাদ্যমাগায়েত্তস্মাদু তেষু পরং বৃণীত যং কামং কাময়েত  
তস্ম স এষ এবংবিদুদগাতাহহস্মানে বা যজমানায় বা যং কামং কাম-  
য়েতে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়। আশান্তি  
য এবমেতং সামবেদ । বৃহ ৩। ৩। ১—২৮ ।

‘হ’ ইতিহে । ‘প্রাজাপত্যঃ’ প্রজাপতেঃ অপত্যানি ‘দেবাঃ’ বিশ্বকারাঃ ‘দেবাঃ চ’ ‘অহুরাঃ চ’ ।  
‘ততঃ’ বিশ্বকারতঃ ‘দেবাঃ’ ‘কনীয়াসঃ’ কনীয়াসঃ অন্নাঃ ‘এব’ শাস্ত্রজনিত প্রবৃত্তেরদ্বাং ‘অহুরাঃ’  
‘জ্যায়সঃ’ জ্যায়াসঃ অধিকাঃ—স্বাভাবিকপ্রবৃত্তেরাধিকাং । ‘তে’ দেবাঃ অহুরাঃ চ ‘এষ লোকেশু’  
‘অশ্বদন্ত’ শর্দীং কৃতবন্তঃ । ‘তে’ ‘দেবাঃ’ ‘হ’ ‘উচুঃ’ ‘হন্ত, অহুরান্ বজ্রে উদগীধেন’ ‘অভ্যায়ান’  
অতিগচ্ছান ‘ইতি’ ।

‘তে’ দেবাঃ ‘হ’ ‘বাচস্’ ‘উচুঃ’ ‘স্ব’ ‘নঃ’ অন্তঃস্ব ‘উদগায়’ উদগাতাঃ কর্ণ কৃত্ব ‘ইতি’ । তথা

‘ইতি’ তথা অস্ত ইতি ‘বাক্’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ উদগায়ং কৰ্ম অকরোৎ । ‘বাচি’ ‘বঃ’ ‘ভোগঃ’ উপকারঃ ‘তং দেবেভ্যঃ’ আগায়ং ‘উদগায়ং’ উদগায়নে অসাধারণঃ ; ‘বৎ’ ‘কল্যাণং’ শোভনং ‘বদতি’ বর্ণান্ অভিনিপাদয়তি ‘তৎ’ ‘আত্মনে’ স্বার্থমেব ‘আগায়ং’ । ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’—‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘বৈ’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ । ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ অভিজগাম ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ বিদ্ধবন্তঃ । ‘স যঃ’—স প্রজাপতিঃ যঃ তৎস্বরূপঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘সঃ’ তৎস্বরূপঃ । ‘বৎ’ ‘এব’ ইদম্ ‘অপ্রতিরূপং’ শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধং ‘বদতি’ প্রজা, ‘স’ ‘এব’ অপ্রতিরূপবদনেনাভূমিতঃ প্রজাপতিবাগ্গতঃ ‘স’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘প্রাণঃ’ ‘হ’ ‘উচুঃ’ দেবাঃ—‘ত্বং’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্ ‘উদগায়’ ‘ইতি’ । ‘তথা ইতি’ ‘প্রাণঃ’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ । ‘প্রাণে’ ‘বঃ’ ‘ভোগঃ’ ‘তং দেবেভ্যঃ’ আগায়ং ‘বৎ’ ‘কল্যাণং’ শোভনং ‘জিজ্ঞতি’ ‘তৎ’ ‘আত্মনে’ । ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’—‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘বৈ’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ । ‘স যঃ’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘সঃ’ । ‘বৎ’ ‘এব’ ইদম্ ‘অপ্রতিরূপং’ শাস্ত্রনিবিদ্ধং ‘জিজ্ঞতি’ ‘স’ ‘এব’ ‘স’ প্রজাপতিপ্রাপ্গতঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘চক্ষুঃ’ ‘হ’ ‘উচুঃ’ দেবাঃ—‘ত্বং’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্ ‘উদগায়’ ‘ইতি’ । ‘তথা ইতি’ ‘চক্ষুঃ’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ । ‘চক্ষুঃ’ ‘বঃ’ ‘ভোগঃ’ ‘তং দেবেভ্যঃ’ আগায়ং ‘বৎ’ ‘কল্যাণং’ ‘পশ্চতি’ ‘তৎ’ ‘আত্মনে’ আগায়ং ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’ ‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘এব’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ । ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ । ‘স যঃ’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘সঃ’ । ‘বৎ’ ‘এব’ ইদম্ ‘অপ্রতিরূপং’ শাস্ত্রনিবিদ্ধং ‘পশ্চতি’ ‘স’ ‘এব’ ‘স’ প্রজাপতিচক্ষুগতঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘শ্রোত্রম্’ ‘উচুঃ’ দেবাঃ—‘ত্বং’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্ ‘উদগায়’ ‘ইতি’ । ‘তথা ইতি’ ‘শ্রোত্রম্’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ । ‘শ্রোত্রে’ ‘বঃ’ ‘ভোগঃ’ ‘তং দেবেভ্যঃ’ আগায়ং ‘বৎ’ ‘কল্যাণং’ ‘শৃণোতি’ ‘তৎ’ ‘আত্মনে’ । ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’ ‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘বৈ’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ । ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ । ‘স যঃ’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘সঃ’ । ‘বৎ’ ‘এব’ ইদম্ ‘অপ্রতিরূপং’ শাস্ত্রপ্রতিবিদ্ধং ‘শৃণোতি’ ‘স’ ‘এব’ ‘স’ প্রজাপতিশ্রোত্রগতঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘মনঃ’ ‘হ’ ‘উচুঃ’ দেবাঃ—‘ত্বং’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্ ‘উদগায়’ ‘ইতি’ । ‘তথা ইতি’ ‘মনঃ’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ । ‘মনসি’ ‘বঃ’ ‘ভোগঃ’ ‘তং দেবেভ্যঃ’ আগায়ং ‘বৎ’ ‘কল্যাণং’ ‘সংল্লয়তি’ ‘তৎ’ ‘আত্মনে’ । ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’ ‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘বৈ’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ । ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ । ‘স যঃ’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘সঃ’ ‘বৎ’ ইদম্ ‘অপ্রতিরূপং’ সংল্লয়তি ‘স’ ‘এব’ ‘স’ প্রজাপতিমনোগতঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ । ‘এবম্’ ‘উ’ ‘খলু’ ‘এতাঃ’ দেবতাঃ ‘অহুতাঃ’ স্বর্গাদিদেবতাঃ বাগাদিবৎ ‘পাপ্’ ‘মতিঃ’ ‘উপাস্থগ্নম্’ সংস্থেবন্তঃ ‘এবম্’ ‘এনাঃ’ স্বর্গাদিদেবতাঃ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ বিদ্ধবন্তঃ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ ‘ইদম্’ ‘আসক্তম্’ আন্তে ভবং মুখান্তর্গতম্ ‘প্রাণম্’ ‘উচুঃ’ দেবাঃ—‘ত্বং’ ‘নঃ’ অস্মভ্যম্ ‘উদগায়’ ‘ইতি’ । ‘তথা ইতি’ ‘এব’ ‘প্রাণঃ’ ‘তেভ্যঃ’ ‘উদগায়ং’ । ‘তে’ অহুয়াঃ ‘বিদুঃ’—‘অনেন’ ‘উদগাতা’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘অতোষ্যতি’ ‘ইতি’ । ‘তম্’ উদগাতারম্ ‘অতিক্রম্য’ ‘পাপ্’ ‘মনা’ ‘অবিধ্যন্’ । ‘স’—‘দুষ্টান্তঃ’ । ‘যথা’ ‘লোষ্টঃ’ মুণ্ডপিণ্ডঃ ‘অস্মানঃ’ পাবাণম্ ‘ঋত্বা’ প্রাপ্য ‘বিধ্বংসতে’ ‘এব’ ‘হ’ ‘এব’ বিধ্বংসমানাঃ ‘বিধ্বংসঃ’ বিবিধগতয়ঃ অহুয়াঃ ‘বিনেপ্তাঃ’ বিনাশং প্রাপ্তাঃ । ‘ততঃ’ দেবাঃ দ্যোতনশীলাঃ ‘অভবন্’ ‘অস্তরাঃ’ ‘পর্য’ অভবন্ পরাক্রুতাঃ বহুভূঃ । ‘যঃ’ ‘এব’ ‘বেদ’—‘প্রাণা-

অত্বেন পরিগ্রহাৎ তত্ত্ব 'অন্তা' 'ধিবন্' 'ভাত্বাঃ—প্রজাপতিপ্রতিপকভূতঃ পাপ্মা 'ভবতি' 'আজ্ঞনা' প্রজাপতিস্বরূপেণ স 'পরা' ভবতি বিশীর্ণতে।

'তে' দেবাঃ 'হ' 'উচ্চঃ' 'ক হু' কন্নি হু 'স' 'অভূঃ' 'যঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'ইখঃ' 'অসংস্ত' সঞ্জিতবান্ দেবতাবলীস্বরূপেণাপগমিতবান্। এনমমসস্কার নির্ণীতবহঃ—'অরম্' আন্ত্রে অন্তঃ ইতি। 'স' মুখ্যপ্রাণঃ 'অরান্তঃ'—বাগাদ্যাঙ্কবেন বিশেষতাবমনাত্ৰিতা বর্তমানঃ—'আদ্বিরসঃ'। কথম্? 'হি' বস্মাৎ 'অজ্ঞানঃ' 'রসঃ' সার—তৎ বিনা অজ্ঞানং শোষণাশুভে।

'হি' বস্মাৎ 'অন্তাঃ' প্রাণদেবতারিঃ 'মৃত্যুঃ' 'দূবম্—পাপ্মাসংবিধ্বংসনাৎ, তস্মাৎ 'স' বৈ এষা দেবতা 'বৃন্' নাম—দুরিতোবং ধাতা। 'যঃ' এবং বেদঃ তস্মাৎ 'অস্মাৎ' 'দূবং হ' 'মৃত্যুঃ' 'ভবতি'।

'স' বৈ এষা দেবতা 'এতাসাং' বাগাদীনং 'দেবতানাং' 'পাপ্মানং মৃত্যু' 'অপহতা' বিনাশ 'যত্র' 'আসাং দিশাম্' অন্তঃ 'তৎ' তত্র 'গমচাক্কার'। 'তৎ' তত্র 'আসাং পাপ্মনঃ' 'বিস্তদধাৎ' স্থাপিতবতী। 'তস্মাৎ' 'ন' 'জনম্' অন্তম্ 'ইয়াৎ' 'ন' 'অন্তঃ' জনশূন্তম্ 'ইয়াৎ' গচ্ছেৎ, কথম্? 'নেৎ' ইখং জনসংসর্গে 'পাপ্মানং মৃত্যু' 'অম্ববায়ানি' অন্তগচ্ছেরম্ 'ইতি'।

'স' বৈ এষা দেবতা 'এতাসাং' বাগাদীনং 'দেবতানাং' 'পাপ্মানং মৃত্যু' 'অপহতা' বিনাশ 'অথ এনাঃ মৃত্যু' 'অতাবহৎ' অতীত্য প্রাপয়ৎ সন্তাপাদিদেবতাস্বরূপম্।

'স বৈ' প্রাণঃ 'প্রথনাং' 'বাচম্' এব 'অতাবহৎ' 'স' বদা 'মৃত্যু' 'পাপ্মানং' 'অতামুচ্যৎ' অতীত্য মুক্তা বভূব, তদা 'স' অগ্নিঃ 'অতবৎ'। 'সোহয়ম্' অগ্নিঃ 'পরেণ মৃত্যু' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' দীপাতে দীপ্তিমন্তবতি। পাপরাহিত্যেনৈব বাচাং দীপ্তিমন্তা।

'অথ' স প্রাণঃ 'প্রাণং' 'ভ্রাণম্' 'অতাবহৎ'। 'স' প্রাণঃ ভ্রাণঃ 'বদা' 'মৃত্যু' 'অতামুচ্যৎ' তদা 'স' বায়ুঃ 'অতবৎ' 'সোহয়ং বায়ুঃ' 'পরেণ মৃত্যু' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'পবতে' বহতি শোধকরূপেণ।

'অথ' স প্রাণঃ 'চক্ষুঃ' 'অতাবহৎ'। 'তৎ' চক্ষুঃ 'বদা' 'মৃত্যু' 'অতামুচ্যৎ' তদা 'স' আদিত্যাঃ 'অতবৎ'। 'সোহসৌ' 'আদিত্যাঃ' 'পরেণ মৃত্যু' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'তপতি' তেজস্বিত্বং ভজতে পাপরাহিত্যাৎ।

'অথ' স 'শ্রোত্রম্' 'অতাবহৎ' 'তৎ' শ্রোত্রং 'বদা' 'মৃত্যু' 'অতামুচ্যৎ' তদা 'তাঃ দিশঃ' 'অতবন্' তাঃ ইনাঃ দিশঃ 'পরেণ মৃত্যু' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' বিকারোৎপাদককল্পনিমিত্তিশেষ।

'অথ' স 'মনঃ' 'অতাবহৎ'। 'তৎ' মনঃ 'বদা' 'মৃত্যু' 'অতামুচ্যৎ' তদা 'স' চক্সমাঃ 'অতবৎ'। 'সোহসৌ চক্সঃ' 'পরেণ মৃত্যু' মৃত্যোঃ পরস্তাৎ 'অতিক্রান্তঃ' 'ভাতি' দীপ্তিমন্ত ভবতি পাপরাহিত্যো-নৈব মনসো দীপ্তিমন্তা। 'যঃ' এবং বেদঃ তন্ 'এনম্' 'এষা দেবতা' 'মৃত্যু' 'পাপ্মানম্' 'অতিবহতি' অতীত্য প্রাপয়তি তত্তদেবতানম্।

'অথ' স প্রাণঃ 'আজ্ঞনে' 'আজ্ঞার্ষম্' 'অজ্ঞাদ্যম্-অরুচ তৎ আদ্যাৎ অদনীয়ম্ অন্নম্' 'আগায়ৎ' উদ্গানেন অসাধয়ৎ আজ্ঞসাৎ অকরোৎ 'হি' বস্মাৎ 'যৎ' কিঞ্চ অন্নম্ 'অদ্যাতে' 'অনেন' প্রাণেন 'এব' 'তৎ' 'অদ্যাতে' 'ইহ' তেন অন্নাদ্যেন 'প্রতিষ্ঠতি' প্রাণঃ।

'তে' বাগাদয়ঃ দেবাঃ—স্ববিষয়দ্যোতনাৎ দেবাঃ—'অক্রবন্' 'এতাবৎ বৈ' 'বৎ' 'ইহং সর্কস্' 'অন্নম্' 'তৎ' 'আজ্ঞনে' 'আজ্ঞার্ষম্' 'আগাসীঃ' আগীতবান্ আগানেন আজ্ঞসাৎ কৃতমিতার্থঃ। 'অহু' পশ্যাৎ আজ্ঞসাৎ করণানন্তরম্ 'অস্মিন্ অগ্নে' 'নঃ' অস্মান্ 'আতজ্জ' অন্নতাপিনঃ কুরু 'ইতি'। 'প্রাণ আহ—'তে' যুগং 'বৈ' 'স' নাম্ 'অভিসংবিশত' আভিমুখেন সমস্ততঃ নিবিশত 'ইতি'।

ইত্যে প্রাণাঃ—‘তথা ইতি’ তথা অস্ত ইতি । ‘তৎ’ যুধ্যাপ্রাণঃ ‘সবস্তং পরিণ্যবিশন্ত’ সমস্তাং পরিবেষ্ট্য নিবিষ্টবন্তঃ । ‘তন্নাৎ’ ‘অনেন’ প্রাণেন ‘বৎ’ ‘অয়ম্’ ‘অতি’ লোকঃ, ‘ভেন’ ‘এতাঃ’ বাপাদিবেততাঃ ‘তুপাতি’ । ‘বঃ’ এবং বেদ’ তন্ ‘এনম্’ ‘এব হ বৈ’ ‘স্যাঃ’ জ্ঞাতরঃ ‘অতিসংবিশন্তি’ ‘স্বান্নাৎ’ স ‘ভর্তা’ ভরণধর্তা ‘ভবতি’ ‘শ্রেষ্ঠঃ’ ভবতি, ‘পূরঃ’ অশ্রুতঃ ‘এতা’ গন্তা ‘ভবতি’ ‘অন্নানঃ’—প্রাণবৎ অয়ং পুটোহস্তেযাং গোষ্ঠা ‘ভবতি’ । ‘অধিপতিঃ’ ভবতি । ‘স্বেনু’ জাতীনাং মধ্যো ‘বঃ’ পুনঃ ‘এবংবিদং’ এতি ‘অতিপতিঃ’ বৃত্ততি’ অতিকুলো ভবিভূমিচ্ছতি ‘ন’ স ‘হ’ ‘ভাধোভ্যাঃ’ ভরণীবেত্যাঃ ‘অলং’ পর্যাণ্ডঃ ‘ভবতি’ । ‘অথ’ ‘বঃ’ এব ‘এবম্’ ‘অনুভবতি’ অনুগতো ভবতি ‘বঃ’ বৈ ‘তন্’ অম্ ‘ভাধান্’ ভবণীয়ান্ ‘বৃত্ততি’ ভর্তৃম্ ইচ্ছতি ‘স হ এব’ ‘ভাধোভ্যাঃ’ ভরণীয়েভ্যাঃ ‘অলং’ ‘ভবতি’ ।

‘স’ যুধ্যাপ্রাণঃ ‘অন্নাতঃ’ বাপাদিবেতভাবমনাশ্রিত্য বর্তমানঃ ‘আজিরসঃ’ । কথম্ ‘হি’ যন্মাৎ ‘অজানান্’ ‘রসঃ’ সারঃ ‘প্রাণঃ’ বৈ ‘অজানান্’ ‘রসঃ’ । ‘হি’ যন্মাৎ ‘প্রাণঃ’ ‘বৈ’ ‘অজানান্’ ‘রসঃ’ ‘তন্মাৎ’ ‘যন্মাৎ’ কন্মাৎ চ অজাৎ প্রাণঃ ‘উৎক্রামতি’ অপসর্পতি, ‘তৎ এব’ তত্র এব ‘তৎ’ অসং ‘ভব্যতি’ । ‘এব’ প্রাণঃ ‘হি বৈ’ ‘অজানান্’ ‘রসঃ’ ।

‘এব’ প্রাণঃ ‘উ এব’ ‘বৃহস্পতিঃ’ । ‘বাক্’ ‘বৈ’ ‘বৃহতী’ ছন্দোবিশিষ্টা ঋক্ ‘তস্তাঃ’ ‘এব’ ‘পতিঃ’ পালকঃ তং বিনা তদুচ্চারণাসামর্থ্যাৎ । ‘তন্মাৎ’ উ ‘বৃহস্পতিঃ’ ।

‘এব’ প্রাণঃ ‘উ এব’ ‘ব্রহ্মণস্পতিঃ’ । ‘বাপ্’ বৈ ‘ব্রহ্ম’ যজুঃরূপং ‘তস্তাঃ’ এব ‘পতিঃ’ পালকঃ । ‘তন্মাৎ’ উ ‘ব্রহ্মণস্পতিঃ’ ।

‘এব’ প্রাণঃ ‘উ এব’ ‘সাম্’ । ‘বাক্’ বৈ সাম্ । ‘এব’ প্রাণঃ ‘সাত্’ বাক্ চ ‘অমঃ’ চ’ প্রাণঃ—নিখিলব্রীহাদাভিধেয়বস্ত্তবিষয়ঃ’ সা, নিখিলপুংসদাভিধেয়বস্ত্তবিষয়ঃ অমঃ—‘তৎ’ তন্মাৎ ‘সায়ঃ’ গীতীরূপস্ত স্পাদিসমুদায়স্ত ‘সামভ্যম্’ । প্রকারান্তরে—‘উ এব’ ‘স্র’ যিণঃ পুত্তিকাশরীরেণ ‘সমঃ’ ‘মশকেন’ মশকশরীরেণ ‘সমঃ’ ‘নাগেন’ হস্তিশরীরেণ ‘সমঃ’, ‘অভিঃ’ ত্রিভিঃ লোকৈঃ ‘সমঃ’, ‘অনেন’ সর্পেণ ‘সমঃ’ ‘তন্মাৎ’ উ এব ‘সাম্’ । ‘বঃ’ এবম্ এতৎ সাম বেদ’ স ‘অম্’ তে’ বাপোতি তাদৃগ্ মন্বন্ত-লাভেন, ‘সায়ঃ’ ‘সাম্ভ্রাৎ’—সমুগ্ভাভাং সমানদেহেস্তিরাতিমানিহং ‘সলোকতাং’ সমানলোকতাং ‘জরতি’ অয়ন্তীকরোতি ।

‘এব’ প্রাণঃ ‘উ বৈ’ উদ্গীথঃ । কথম্ ? ‘হি’ যন্মাৎ ‘প্রাণঃ’ বৈ ‘উৎপ্রাণেন’ উচ্ছিন্নপ্রাণেন ‘ইদং সর্কম্’ ‘উত্তকম্’ উত্তমিতং বিবৃতং । ‘বাক্’ এব ‘গীথঃ’ । ‘উৎ চ’ প্রাণঃ ‘গীথঃ’ চ’ বাক্ ‘ইতি’ ‘স উদ্গীথঃ’ ।

‘তৎ’ তত্র অর্থে ‘হ’ আখ্যায়িকা ‘অপি’ । ‘চৈকিতায়নঃ’ চিকিতানাত্তাপত্যং ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘রাজানং’ সোমং ‘ভক্ষয়ম্’ ‘উবাচ’—‘অয়ং’ ‘রাজা’ সোমঃ ‘তাত্ত’ পরোক্ষগতস্ত তস্ত ‘যুক্তানং’ ‘বিপাতয়াৎ’ বিল্টিং পাতয়তু, ‘বৎ’ যদি ‘ইতঃ’ অন্মাৎ প্রকৃতাং প্রাণাং ‘অন্তেন’ দেবতান্তরেণ ‘অন্নাতঃ’ আজিরসঃ ‘ইতি’ ‘উদগায়ৎ’ । ‘বাচা চ’ ‘প্রাণেন চ’ ‘হি এব’ ‘স’ অন্নাতঃ আজিরসঃ ‘উদগায়ৎ’ উদ্গাতা ‘ইতি’ হেতোঃ ।

‘তস্য’ ‘এতস্য’ ‘হ’ ‘সায়ঃ’ ‘বঃ’ ‘বম্’ ধনং ‘বেদ’ তস্য ‘অস্য’ ‘হ’ ‘স্বং’ ধনং ‘ভবতি’ । ‘তস্ত’ সায়ঃ ‘বৈ’ ‘স্বঃ’ এব ‘স্বং’ ধনং । ‘তন্মাৎ’ ‘আহিভ্যাম্’ ঋত্বিক্ কর্ণোদগানং ‘করিবান্’ ‘নাচি স্বরম্’ ইচ্ছত’ । ‘তন্মা বাচা স্বরসম্পন্নরা আর্তিজ্যং কুর্ধ্যাৎ’ । ‘তন্মাৎ যজ্ঞে’ ‘স্বরবস্তম্’ উদ্গাতারং ‘দিদৃকন্তঃ’ ত্রষ্টুমিচ্ছন্তঃ ‘এব’ লোকিকাঃ । ‘অথো’ অপি চ ‘বস্ত’ ‘স্বং’ ধনং ‘ভবতি’ তং দিদৃকন্তো লোকিকা ইতি শেবঃ । ‘বঃ’ এবম্ সায়ঃ স্বং বেদ’ তস্য ‘অস্য’ ‘হ’ ‘স্বং’ ধনং ‘ভবতি’ ।

‘তস্য হ এতস্য সায়ঃ যঃ সুবর্ণং বেদ’ তস্য ‘অস্য’ ‘হ’ ‘সুবর্ণং’ ‘ভবতি’ ‘তস্য’ সায়ঃ ‘বৈ’ ‘যঃ’ এব সুবর্ণং’। ‘যঃ এবম্ এতৎ সায়ঃ সুবর্ণং বেদ’ তস্য ‘অস্য’ ‘হ’ ‘সুবর্ণং’ ‘ভবতি’।

‘তস্য হ এতস্য সায়ঃ যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ’ ন ‘হ’ ‘প্রতিষ্ঠতি’। ‘তস্য’ সায়ঃ ‘বৈ’ ‘বাক্ এব প্রতিষ্ঠা’। কথম্ ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘বাচি’ ধলু ‘এব’ ‘প্রাণঃ’ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ ‘এতৎ’ গানং ‘গীয়েতে’ গীতি-ভাবমাগম্যতে, ‘একে’ ‘অগ্নে’ প্রতিষ্ঠিতঃ ‘ইতি’ ‘উ হ’ ‘আহঃ’।

‘অথ’ অনন্তরম্ ‘অতঃ’—জপকর্ম্ম দেবতাবার্য্যারোহকলমিতিহেতোঃ ‘পবমানানাং’—জ্যোতি-টোনসিদ্ধিনাং বাদশস্তোত্রাণাং বজমানার্থমুদীতানাং ত্রয়াণাং পবমানাখ্যানাং স্তোত্রাণাং—‘এব’ তদারম্ভেব ‘অভ্যারোহঃ’ জপকর্ম্ম। ‘স বৈ ধলু প্রস্তোতা সায় প্রস্তৌতি’। ‘স’ ‘বত্ৰ’ বস্মিন্ কালে সায় ‘প্রস্তোতাং’ ‘তৎ’ তস্মিন্ কালে ‘এতানি’ ‘জপেৎ’—‘অসতো মা’ সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়’ ইতি’। জপান্যং ত্রয়াণ্যমেকার্ধতপ্রদর্শনার শ্রয়ঃ প্রত্যয় ব্যাখ্যানম্—‘স’ প্রস্তোতা ‘বদা আহ’—‘অসতো মা সদ্গময়’ ইতি—‘মৃত্যুঃ বৈ—অসৎ সৎ—অমৃতম্’ ‘মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময়’—‘অমৃতং মা কুরু ইতি এব এতৎ আহ’। ‘তমসো মা জ্যোতির্গময় ইতি’—‘মৃত্যুঃ বৈ তমঃ জ্যোতিঃ অমৃতং’—‘মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়’—‘অমৃতং মা কুরু ইতি এব এতৎ আহ’। ‘মৃত্যোর্ম্মাহমৃতং গময় ইতি’ ‘ন অত্র তিরোহিতম্ ইব অস্তি’—বখ্যপ্রত্যয়ার্থঃ। ‘অথ বানি ইতরাশি স্তোত্রাণি’ নবসংখ্যকানি ‘তেষু আত্মনে আত্মার্ধম্ অন্নাদ্যম্ আগারৎ’। ‘তন্মাৎ উ তেষু’ ‘যং কামং কাময়েত’ ‘তৎ’ ‘বরং ব্রণীত’। ‘স এব এবংবিৎ উদগাতা আত্মনে বা বজমানায় বা যং কামং কাময়েত তন্ আগারতি’। ‘তৎ হ এতৎ’ কর্ম্ম লোকজিৎ এব। ‘যঃ এবম্ এতৎ সায় বেদ’ ‘ন হ এব’ ‘অলোক্য-তাগৈ’ ‘অলোকাহঁদ্বার’ ‘আশা অস্তি’। তন্নাভো নিশ্চয় ইতি ন তাদৃশং শংসনম্।

দেব ও অনুরগণ দুইই প্রজ্ঞাপতির অপত্য। এ দুই মধ্যে দেবগণ অল্প অনুরগণ অধিক। তাঁহারা এই সকল লোকে জিগিষায় প্ররুন্ত হইলেন। সেই [ অল্পসংখ্যক ] দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুরগণকে উকীল দ্বারা অতিক্রম করিব।

তাঁহারা বাক্কে বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত [ উকীল হইয়া ] গান কর। আচ্ছা এই বলিয়া বাক্ তাঁহাদের নিমিত্ত [ উকীল হইয়া ] গান করিল; বাকে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভন ভাষণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল। অশুরেরা জানিল, এই উকীল দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদের অতিক্রম করিবে। তাঁহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। তিনি [ প্রজ্ঞাপতি ] যাহা পাপ তাহা। [ লোকে ] যে যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ বলে [ তাহাতেই জানা যায় ] সেই [ প্রজ্ঞাপতিরূপী বাগ্গত পাপই ] সেই পাপ।

অনন্তর তাঁহারা প্রাণকে [ব্রাণকে] বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত



[ উচ্চাতা হইয়া ] গান কর । আচ্ছা এই বলিয়া প্রাণ উচ্চাতা হইল ও গান করিল ; প্রাণে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভনব্রাহ্মণগ্রহণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল । অমুরেরা জানিল, এই উচ্চাতা দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে । তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তিনি [ প্রজাপতি ] যাহা পাপ তাহা । [ লোকে ] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ ব্রাহ্মণ লয়, [ তাহাতেই জানা যায় ] সেই [ প্রজাপতিরূপী ব্রাহ্মণগত পাপই ] সেই পাপ ।

অনন্তর তাঁহারা চক্ষুকে বলিলেন, তুমি আমাদের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান কর । আচ্ছা এই বলিয়া চক্ষু তাঁহাদের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান করিল ; চক্ষুতে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল । শোভন দর্শনে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল । অমুরেরা জানিল, এই উচ্চাতা দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল । তিনি [ প্রজাপতি ] যাহা পাপ তাহা । [ লোকে ] যে যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ দর্শন করে, [ তাহাতেই জানা যায় ] সেই [ প্রজাপতিরূপী চক্ষুগত পাপই ] সেই পাপ ।

অনন্তর তাঁহারা শ্রোত্রকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান কর । আচ্ছা এই বলিয়া শ্রোত্র তাঁহাদের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান করিল ; শ্রোত্রে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত গান করিল, শোভন শ্রবণে যাহা তাহা আপনার নিমিত্ত করিল । অমুরেরা জানিল, এই উচ্চাতা দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে । তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তিনি [ প্রজাপতি ] যাহা পাপ তাহা । [ লোকে ] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ শ্রবণ করে [ তাহাতেই জানা যায় ] সেই [ প্রজাপতিরূপী শ্রবণগত পাপই ] সেই পাপ ।

অনন্তর তাঁহারা মনকে বলিলেন, তুমি আমাদিগের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান কর । আচ্ছা এই বলিয়া মন তাঁহাদিগের নিমিত্ত [ উচ্চাতা হইয়া ] গান করিল ; মনেতে যে উপকার তাহা দেবগণের নিমিত্ত

গাম করিল, যে শোভনসঙ্কল্প করে তাহা আপনার নিমিত্ত করিল । অমুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে । তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । তিনি [ প্রজাপতি ] যাহা পাপ তাহা । [ লোকে ] যে, যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ নকল্প করে [ তাহাতেই জানা যায় ] সেই [ প্রজাপতিরূপী মনোগত পাপই ] সেই পাপ ।

অনন্তর তাঁহারা মুখান্তবিলম্ব প্রাণকে বলিলেন, আপনি আমাদিগের নিমিত্ত [ উদ্গাতা হইয়া ] গান করুন । আচ্ছা এই বলিয়া এই প্রাণ তাঁহাদিগের নিমিত্ত [ উদ্গাতা হইয়া ] গান করিলেন । অমুরেরা জানিল, এই উদ্গাতা দ্বারা [ দেবগণ ] আমাদিগকে অতিক্রম করিবে । তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিল । এস্থলে দৃষ্টান্ত এই—লোষ্ট যে প্রকার প্রস্তরে লাগিয়া ধ্বংস হইয়া যায়, সেই প্রকার তাহারা বিধ্বংসমান হইয়া এ দিক্ ও দিক্ ছড়াইয়া পড়িয়া বিনষ্ট হইল । তাই [ দেবগণ ] দেব হইলেন, অমুরেরা পরাভূত হইল । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে যে ব্যক্তি দ্বেষ করে সে প্রাতিপক্ষ হয় এবং প্রাতিপক্ষ হইয়া সে আপনি পরাভূত হয় ।

দেবগণ বলিলেন, তিনি কোথায়, যিনি আমাদিগকে এইরূপ দেব-ভাবাপন্ন করিলেন । ইনি এই আসামধ্যে । ইনি অবিবর্তী \* আঙ্গিরস, কেন না ইনি অঙ্গ সকলের রস ( নার ) ।

যেহেতুক এই দেবতা হইতে মৃত্যু দূর, তাই এই দেবতার নাম দূর । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তাহা হইতে মৃত্যু দূর হয় ।

এই সেই দেবতা এই সকল [ বাগাদি ] দেবতার পাপ মৃত্যু বিনাশ-করিয়া ইহাদের দিগন্ত প্রদেশে উহাদিগকে লইয়া গেলেন এবং সেখানে উহাদিগকে নানাভাবে রাখিয়া দিলেন । সে ক্ষণ জননিবাসের অন্ত-

---

\* মূলে 'অয়াস্য' শব্দ আছে । বাগাদি প্রাণ এক একটি বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া বিবিধ ইঞ্জিয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, অস্যাঙ্গুষ্ঠী প্রাণ সে প্রকার কোন বিশেষ ভাব আশ্রয় না করিয়া বাগাদির হেতুরূপে স্বস্বরূপে অবস্থিত । যস্—এযচ্চ । এযচ্চ বিশেষ দ্বারা রূপান্তরতা হয়, সেইটি ইহাতে হয় নাই বলিয়া ইনি অয়াস্য । এই 'অয়াস্ত' শব্দের অনুবাদে 'অবিবর্তী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

ভাগে বা জনশৃংখ অস্তভাগে গমন করিবে না, কেন না একরূপ জনসংসর্গে পাপ মৃত্যুর অনুগমন করা হইবে ।

এই সেই দেবতা এই সকল [ বাগাদি ] দেবতার পাপ মৃত্যু বিনাশ করিয়া ইঁহাদিগকে মৃত্যু অতিক্রম-করাইলেন ।

তিনি [ প্রাণ ] প্রথমে বাক্কে [ পাপ মৃত্যু ] অতিক্রম-করাইলেন । বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন, তখন তিনি অগ্নি হইলেন । সেই অগ্নি মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া দীপ্তিমান হইলেন ।

অনন্তর [ তিনি ] জ্ঞানকে [ পাপ মৃত্যু ] অতিক্রম-করাইলেন । জ্ঞান যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি বায়ু হইলেন । সেই বায়ু মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম করিয়া বহমান হইলেন ।

অনন্তর [ তিনি ] চক্ষুকে [ পাপ মৃত্যু ] অতিক্রম-করাইলেন । চক্ষু যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন তখন তিনি আদিত্য হইলেন । সেই আদিত্য মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া তাপ দিতে লাগিলেন ।

অনন্তর [ তিনি ] শ্রোত্রকে [ পাপ মৃত্যু ] অতিক্রম-করাইলেন । শ্রোত্র যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিলেন তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন । এই সকল দিক্ মৃত্যুর অতীতস্থলে উহার অতিক্রান্ত হইলেন ।

অনন্তর [ তিনি ] মনকে [ পাপ মৃত্যু ] অতিক্রম-করাইলেন । মন যখন মৃত্যুকে অতিক্রম-করিলেন তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন । সেই চন্দ্র মৃত্যুর অতীতস্থলে উহাকে অতিক্রম-করিয়া দীপ্তি পাইলেন । যিনি এরূপ জ্ঞানেন তাঁহাকে এইরূপে এই দেবতা মৃত্যু অতিক্রম-করান ।

অনন্তর [ প্রাণ ] ঔদগাত্রকর্মে আপনার নিমিত্ত অদনীয় অন্ন সাধন-করিলেন । এই যে কিছু অন্ন ভক্ষিত হয়, তাহা ইঁহারই কর্তৃক ভক্ষিত হয়, এবং তদ্বারা ইনি স্থিতিলাভ করেন ।

সেই [ বাগাদি ] দেবগণ বলিলেন, এ সমুদায় অন্নতো আপনি ঔদগাত্র-কর্মে আপনার করিয়া লইলেন । আপনার করিয়া লওয়ার পর এ অন্নে আমরাগিকে ভাগী করুন । [ প্রাণ বলিলেন ] তোমরা চারি-দিকে আমার সম্মুখীন হইয়া নিবিষ্ট হও । [ তাঁহারা ] আচ্ছা এই

বলিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়া নিবিষ্ট হইলেন । এই প্রাণ যে অন্ন ভক্ষণ করেন তাহাতেই ইঁহারা তৃপ্ত হন । যিনি এইরূপ জ্ঞানেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ এইরূপ তাঁহার অভিমুখীন হইয়া নিবিষ্ট হন, তিনি তাঁহাদিগের ভরণকর্তা হন, শ্রেষ্ঠ হন, অগ্রগামী হন, স্বয়ং পুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করেন, অধিপতি হয়েন । এরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির প্রতি জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূল হইতে অভিলাষ করে সে তাহার ভরণীয়গণের ভরণে সমর্থ হয় না । অপিচ যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগত হইয়া ভরণীয়গণের ভরণে অভিলাষ করে সে নিশ্চয়ই ভরণীয়গণের ভরণে সমর্থ হয় ।

সেই অবিবর্তী আদ্বৈত অঙ্গসকলের রস (সার) । প্রাণই অঙ্গসকলের রস । যেহেতুক প্রাণ অঙ্গসকলের রস, তাই যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ অপসৃত হয় সেই অঙ্গ শুকাইয়া যায় । প্রাণই নিশ্চিত অঙ্গসকলের রস ।

ইনিই ব্রহ্মস্পতি । বাকুই ব্রহতী, তাহার ইনি পতি তাই ইনি ব্রহ্মস্পতি ।

ইনিই ব্রহ্মণস্পতি । বাকুই ব্রহ্ম, তাহার ইনি পতি, তাই ব্রহ্মণস্পতি ।

ইনিই সাম । বাকুই সাম । ইনিই সা (বাকু) ও অম (প্রাণ) তাই সামের সামগ্ৰ । [পক্ষান্তরে] যেহেতুক পুষ্টিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, এই তিন লোকের সমান, এ সকলের সমান, তাই সাম । যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জ্ঞানেন তিনি ব্যাপী হন, সামের সামুজ্য ও সমানলোকতা জয় করেন ।

এই প্রাণই উকীথ । কারণ এই প্রাণ উর্দ্ধগমনক্রিয়াদ্বারা এ সমুদায়কে বিধ্বত করিয়া রাখিয়াছেন । আর বাকুই গীথ । স্তুরাং উৎ ও গীথ—সেই উকীথ ।

এ বিষয়ে আখ্যায়িকা এই :—চিকিতানের অপত্য ব্রহ্মদত্ত সোম পান-করিয়া বলিয়াছিলেন, এই সোম পরোক্ষভাবে পন্ন সেই ব্যক্তির মস্তক প্রকাশে পাতিত করুন, যে ব্যক্তি এই প্রাণকে ছাড়িয়া দেবতা-

স্তরকে অবিবর্ত্তী আঞ্জিরস বলিয়া গান করিবে । বাকু ও প্রাণযোগে এ জন্মই তিনি ঔক্ষাদ্রকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন ।

সেই এই নামের ধন [ কি ] যিনি জানেন, তাঁহার ধন হয় । স্বরই নামের ধন । সেই জন্ম ঋত্বিক্কর্ষ করিতে গিয়া বাকে স্বর অভিলাষ করিবে; সেই স্বরসম্পন্ন বাকে ঋত্বিক্কর্ষ করিবে । লোকে সেই জন্ম যজ্ঞে স্বরবস্তুরে চায়, আর যাহার ধন হয় তাহাকে চায় । যে ব্যক্তি নামের এই ধন জানেন, তাঁহারই ধন হয় ।

সেই এই নামের স্রবর্ণ [ কি ] যিনি জানেন তাঁহার স্রবর্ণ হয় । স্বরই নামের স্রবর্ণ । যিনি নামের এইরূপ স্রবর্ণ জানেন, তাঁহার স্রবর্ণ হয় ।

সেই এই নামের প্রতিষ্ঠা [ কি ] যিনি জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন । বাকুই নামের প্রতিষ্ঠা । কেন না নিশ্চয় বাকেতে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই নাম গান-করেন । কেহ কেহ অগ্নে [ প্রাণ ] প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলেন ।

অনন্তর [ জপকর্মে দেবভাব প্রাপ্তি হয় ] এ নিমিত্ত পবমানাখ্য স্তোত্রত্রয়ের [ প্রারম্ভরূপ ] জপকর্মের \* প্রস্তোতা নামের প্রস্তাবনা করেন । তিনি যেকালে নামের প্রস্তাবনা করেন, তৎকালে এইগুলি জপ করিবেন । “অসৎ হইতে আমাকে সতেতে লইয়া যাও ; অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও ।” প্রস্তাবে যখন বলেন “অনৎ হইতে আমাকে সতেতে লইয়া যাও” তখন তিনি এই বলেন—অসৎ—মৃত্যু, সৎ—অমৃত, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর । [ যখন তিনি বলেন ] “অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও” তখন তিনি বলেন, অন্ধকার—মৃত্যু, জ্যোতি—অমৃত, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর । যখন তিনি বলেন, “মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃততে লইয়া যাও” তখন এখানে আর শব্দান্তরের ব্যবধান নাই । অনন্তর এতদ্বিতরিক্ত যে

\* মূলে ‘অভ্যারোহ’ শব্দ আছে । যদ্বারা দেবভাবাভিমুখে আরোহণ হয় তাহাকে অভ্যারোহ বলে । জপকর্মে দেবভাব প্রাপ্তি হয়, এজন্য অভ্যারোহ—জপকর্ম ।

[ নয়টি ] স্তোত্র, তাহাতে আপনার নিমিত্ত অদনীয়া অন্ন ঔক্ষাত্রকর্ম্মদ্বারা সাধন করিবে। সে জন্ম সে সকল স্তোত্রে যে অভিলাষ করে, সেই অভিলাষকে বরস্বরূপ বরণ করিবে। এতদ্বিষয়াভিজ্ঞ উক্ষাত্র আপন-নার নিমিত্ত বা যজ্ঞমানের নিমিত্ত যে অভিলাষ করেন তাহা ঔক্ষাত্র কর্ম্মদ্বারা সাধন করেন। যিনি এইরূপ এই সাম জানেন তিনি লোক-প্রাপ্ত হইবেন না তৎসম্বন্ধে এরূপ আশংসা নাই।

ভাব—এখানে যে আখ্যায়িকাটি বর্ণিত হইয়াছে, উহা আদিজীবসম্বন্ধে। ঐতরেয় উপনিষদে (৮।৭) বর্ণিত আছে, জল হইতে আদিজীবকে উদ্ধার-করিয়া ব্রহ্ম তাঁহাকে মূর্ত্তিমান করিলেন। এই আদিজীবের মুখাদি হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ প্রকাশ পাইলেন। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, (৮।১১) আদিপুরুষ পাপ দগ্ধ করিলেন। তাঁহাতে পাপ কোথা হইতে আসিল সেইটি দেখাইয়া তৎপর আদিপুরুষের পাপদহনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বিষয়ক্রমে বেদান্ত-প্রবচনসংগ্রহ করাতে অগ্রে উল্লিখিত বিষয়টি পশ্চাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আদি জীব যখন প্রকাশ পাইলেন তখন তাঁহার দেহপিণ্ড হইতে তাপযোগে মূখ-নাসিকা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গোলক, ইন্দ্রিয়গোলক হইতে ইন্দ্রিয় পথ এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে তাহাদের অন্নগ্রাহক দেবগণের অভিব্যক্তি হইল? এরূপ অভিব্যক্তি আদি জীবতেই সম্ভবে প্রতিজীবতে নহে, এ জন্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে স্রষ্টার আদিজীবকে লইয়া তেজ, অপ্ ও অগ্নে প্রবেশ এবং সেইরূপ প্রতিষ্ট থাকিয়া সকল সৃজন—উপনিষৎ বর্ণন করিয়াছেন। আদিজীব স্রষ্টা নহেন, কিন্তু সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন, তাই তৎসম্বন্ধে উপনিষদে এমন সকল কথা আছে, যাহাতে মনে হয় যেন তাঁহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে সে সকল স্থলে সৃষ্টি নহে অবাস্তর সৃষ্টির (বিসৃষ্টির) উল্লেখ। পাপের সম্ভাবনা সৃষ্টেতে স্রষ্টাতে নহে। আদি-জীবে যখন পাপের সম্ভাবনা বর্ণিত হইয়াছে, তখনই আদিজীব স্রষ্টা নহেন, স্রষ্টা হইতে উদ্ধৃত, এ কথা সহজে প্রতীত হয়। আদিজীব আপনার পাপ দহন-করিলেন, তাই তিনি অদ্বুতশক্তিসম্পন্ন হইলেন, এ কথা বলাতে তাঁহার অদ্বুতশক্তি পরাস্বার সহিত যোগবশতঃ সমুৎপন্ন ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। যে কোন ব্যক্তি তাদৃক শক্তিসম্পন্ন হইতে চান, তাঁহাকে সেই আদিজীবের দ্বায় পাপদহন করিতে হইবে এই এক কথায় বুঝা যাইতেছে পাপদহন যোগের সর্ব্বপ্রধান উপায়। ভাষ্যকার প্রকৃতিসিদ্ধ প্রবৃত্তি-গুলিকে অস্তুর বলিয়াছেন। তাঁহার এ কথার মূল অবশেষ করিলে এই শ্রুতির মধ্যে উহা দেখিতে পাওয়া যায় :—“স্বয়ম্ভু বাহুবিষয়াভিমুখীন শ্রোত্ররন্ধ্রাদি সৃজন করিয়াছেন। সেই জন্ম মানব বাহুবিষয় দর্শন করে, অন্তরাষ্ট্রাকে দেখে না (৫।৫)।” মৈত্রায়ণী উপনিষৎ স্বভাবতঃ জীবের প্রকৃতিপারবশ (২২৩ পৃ) নিবদ্ধ করিয়াছেন।

আদিজীব উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিপরবশ হইলেন, তাই তাঁহাতে পাপমালিন্য দেখা দিল । তিনি সমনস্ক হইয়া অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন ( ৮।১০ ) সেই অর্চনাই যে পাপদহনের হেতু হইল তাহাতে কোন সংশয় নাই । দেবগণের সংখ্যা অল্প, অসুরগণের সংখ্যা অধিক উপনিষৎ এ কথা বলিয়া এই দেখাইতেছেন যে, যদিও আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখী এবং তজ্জন্ত মলিন, তথাপি যখন আমরা বাহ্যবিষয় হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের দিকে লইয়া যাই ( ৫।৫ ), তখন আমরা সেখানে পরাত্মাকে দর্শন করি, এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ হয়, দেবতাবাপন্ন হয় । ঈদৃশ লোকের সংখ্যা অল্প সূতরাং দেবগণের সংখ্যা অল্প ।

এই আখ্যায়িকাতে মুখবিলান্তর্গত প্রাণকে পাপ-মৃত্যু-বিনাশের হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এই মুখ্য প্রাণ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ( ৯।১১ ) সর্বত্র প্রাণশক্তির ক্রিয়া দর্শন করিয়া প্রাণের যিনি প্রাণ তাঁহাকে পরিগ্রহকরিবার জন্ত ইহাকেই অপরোক্ষ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে । বাগাদি দেবগণ মুখ্য প্রাণকে যে স্তব করিয়াছেন ( ৯।২ ) তাহাতে এই কথাই প্রকাশ পায় । অথর্ববেদে প্রাণসম্বন্ধে যে স্তোত্র আছে, উহার সহিত এ স্তোত্রের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । “ইনি অগ্নি হইয়া তাপ দেন, ইনিই সূর্য্য, ইনিই পর্জন্ত, ইনিই ইন্দ্র, ইনিই বায়ু, ইনিই পৃথিবী, ইনিই দেব রয়ি ( অন্ন ) । যাহা কিছু মূর্ত, যাহা কিছু অমূর্ত এবং অমৃত ইনিই ।” ইত্যাদি স্তোত্রের কথায় প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে । প্রাণকে বাক্পতি জগদ্ব্যাপী সাম, উদগীথ ইত্যাদি বলিয়া এখানে ব্রহ্মদৃষ্টিই সূচিত করা হইয়াছে । এখানে ইন্দ্রিয়গণের পাপহরণ প্রাণের ঔদগাত্রকর্ম দ্বারা সাধিত হইল এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । পাপ-মৃত্যু-বিনাশ আসিল কোথা হইতে ? অন্ন এবং অগ্নি অভিলাবের প্রাপ্তি ঔদগাত্রকর্ম দ্বারা সাধিত হয় এখানকার এই কথায় তাহা প্রতীত হয় । সামগানের প্রারম্ভেই পাপমৃত্যুবিনাশের নিমিত্ত যে জপকর্ম বিহিত হইয়াছে, সেই জপকর্মদ্বারা পাপমৃত্যুর বিনাশ সাধন করিয়া লইয়া তদনন্তর অন্নাদিপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঔদগাত্রকর্ম হইয়া থাকে, সূতরাং কর্মের সফলতার নিমিত্ত সর্বপ্রথমে পাপমৃত্যু-বিনাশ প্রয়োজন এখানকার আখ্যায়িকা এই কথা বলিয়া দিতেছে । “অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে হইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃততে লইয়া যাও ।”—পাপমৃত্যুবিনাশনিমিত্ত এই বাক্যগুলির উল্লেখই এখানে প্রধান । যাহা যেরূপ নয় সেইরূপ বলে ইত্যাদি হলে ভাবানুরূপ ব্যাখ্যা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধরূপ বলে ইত্যাদি । যাহা যেরূপ শাস্ত্র তাহাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন । যাহা যেরূপ সে রূপ না বলা না শোনা ইত্যাদি সূতরাং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ । মূলে ‘অপ্রতিকূপ’ শব্দ আছে, অনুবাদে তাহারই অনুবর্তন করা হইয়াছে ।

৯। ত্রয়ো লোকা এতএব বাগেবায়ং লোকোমনোহন্তরিক্ষ-  
লোকঃ প্রাণোহসৌ লোকঃ ।

ত্রয়ো বেদা এতএব বাগেবথ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সাম-  
বেদঃ ।

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এতএব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো  
মনুষ্যাঃ ।

পিতা মাতা প্রজৈতএব মনএব পিতা বায়ুতাতা প্রাণঃ প্রজা ।

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তুমবিজ্ঞাতমেতএব যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচ-  
স্তুদ্রপং বাগ্ধি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্বৃত্বাহবতি ।

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তুং মনসস্তুদ্রপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্তুং মন  
এনং তদ্বৃত্বাহবতি ।

যৎ কিঞ্চাহবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রপং প্রাণোহবিজ্ঞাতঃ প্রাণ  
এনং তদ্বৃত্বাহবতি ।

তস্মাএব বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্যাবতোব  
বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ।

অথৈতস্ম মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্যস্তদ্যাব-  
দেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যন্তো মিথুনং সমেতাং ততঃ  
প্রাণোহজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোহসপত্তো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্তো নাস্ত  
সপত্তো ভবতি য এবং বেদ ।

অথৈতস্ম প্রাণস্তাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্যাবানুব  
প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্তত্র তে সর্বএব সমাঃ সর্বেহনস্তাঃ  
স যো হৈতানস্তবত উপাস্তেহস্তবস্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতা-  
ননস্তানুপাস্তেহনস্তং স লোকং জয়তি । রহ, ৩। ৫। ১৪—১৩ ।

‘এতে’ বাঙ্গনঃপ্রাণাঃ ‘এব’ ‘জয়ঃ লোকাঃ’ তুত্বঃস্বরিত্যাখ্যাঃ । ‘বাক্ এব অয়ং লোকঃ’—  
ভূগোঁকঃ, ‘মনঃ অঙ্গরিকলোকঃ’—ভুবোলোকঃ, ‘প্রাণঃ অসৌ লোকঃ’—অলোকঃ ।

‘এতে’ বাঙ্গনঃপ্রাণাঃ ‘এব’ ‘জয়ঃ বেদাঃ’ । ‘বাক্ এব স্বর্ষেদঃ’ ‘মনঃ যজুর্বেদঃ’ ‘প্রাণঃ সামবেদঃ’ ।

‘এতে’ বাঙ্গনঃপ্রাণাঃ ‘এব’ ‘দেবাঃ পিতরঃ মনুষ্যাঃ’ । ‘বাক্ এব দেবাঃ’ ‘মনঃ পিতরঃ’ ‘প্রাণঃ  
মনুষ্যাঃ’ ।

‘এতে’ বাঙ্ মনঃপ্রাণাঃ ‘এব’ ‘পিতা মাতা প্রজা’ । ‘মনঃ এব পিতা’, ‘বাক্ মাতা’, ‘প্রাণঃ  
প্রজা’ ।

‘এতে’ বাঙ্ মনঃপ্রাণাঃ ‘এব’ ‘বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্তুমবিজ্ঞাতম্’ । ‘যৎ কিঞ্চ’ ‘বিজ্ঞাতং’ বিস্পষ্টঃ



জাতঃ 'বাচঃ তৎ রূপম্'—বিজ্ঞাতবিষয়ো হি বাগ্রূপেণ বিজ্ঞাতারি তিষ্ঠতি ; 'বাক্ হি বিজ্ঞাতা'—বাচা বিজ্ঞাপনং, তেন বিজ্ঞাতৃত্বপ্রকাশঃ, অতন্তজ্ঞা এব ভবতুম্ ; 'তৎ' 'বিজ্ঞাতং ভূত্বা' 'বাক্' 'এনং' বাগ্বিদম্ 'অবতি' 'পালয়তি' । বাক্তিরোধাধানেন ভবেৎ বিজ্ঞাতবিষয়স্ত তিরোধানম্ বাগ্‌বিদো বিপৎপাতশ্চ ।

'যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্তং মনসঃ তৎ রূপম্' 'মনো হি বিজিজ্ঞাস্তং'—মনসঃ সন্নিহয়ামাকারত্বাৎ । 'তৎ বিজিজ্ঞাস্তং ভূত্বা' 'মনঃ' 'এনং' মনোবিদম্ 'অবতি'—বিজিজ্ঞাস্তাভাবে স্যাগ্মানসম্পদোহুতাব্যঃ' ।

'যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাপ্য তৎ রূপম্'—গূঢ়াকারেণ তত্রাবস্থানাৎ । কথম্ ? 'প্রাণঃ হি অবিজ্ঞাতঃ'—অনির্বচনীয়ত্বাৎ 'প্রাণঃ' 'তৎ' অবিজ্ঞাতং 'ভূত্বা' 'এনং' প্রাণবিদম্ 'অবতি'—বিজ্ঞাতব্যাভাবে স্যাক্কিত্ত্ববিলোপঃ ।

'তস্যঃ এব বাচঃ পৃথিবী শরীরম্' 'অয়ম্ অগ্নিঃ' 'জ্যোতীরূপং'—করণম্ । 'তৎ' তস্মাৎ 'বাবতী এব বাক্' 'ভাবতী পৃথিবী' 'ভাবান্ অয়ম্ অগ্নিঃ' ।

'অথ এতস্য মনসঃ সৌঃ শরীরম্' 'অসৌ আদিত্যঃ' 'জ্যোতীরূপং' করণম্ । 'তৎ' তস্মাৎ 'বাবৎ এব মনঃ ভাবতী সৌঃ' 'ভাবান্ অসৌ আদিত্যঃ' । 'ভৌ' অগ্ন্যাদিত্যৌ বাত্‌মনসে 'নিধুনং' মৈথুন্ত্বং ইতরেতরসংসর্গং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরালে 'সমেভ্যঃ' সঙ্গচ্ছেতাঃ 'ততঃ' 'প্রাণঃ' বায়ুঃ 'অজায়ত' । যঃ জাতঃ 'স ইন্দ্রঃ' বিশ্বঃ ( ৩। ২৩ ) 'স এব' 'অসপত্নঃ' প্রতিপক্ষরহিতঃ । কথম্ ? 'দ্বিতীয়ঃ বৈ সপত্নঃ'—নাত্র দ্বিতীয়ঃ । 'যঃ এবং বেদঃ তস্য 'অস্যা' 'ন' 'সপত্নঃ' 'ভবতি' ।

'অস্য এতস্য প্রাণস্য আপঃ শরীরম্' 'অসৌ চন্দ্রঃ' 'জ্যোতীরূপম্' । 'তৎ' তস্মাৎ 'বাবান্ এব প্রাণঃ ভাবত্যাঃ আপঃ' 'ভাবান্ অসৌ চন্দ্রঃ' । 'তত্র' 'ভে' বাত্‌মনঃপ্রাণাঃ 'সর্কে এব সন্নাঃ সর্কে অনন্তাঃ' । 'স যঃ হ এতান্' 'অন্তবক্তঃ' পরিচ্ছিন্নান্ 'উপান্তে' 'স' 'অন্তবক্তঃ' 'লোকং' জয়তি' । 'অথ যঃ হ এতান্ অনন্তান্ উপান্তে' 'স' 'অনন্তঃ' ; 'লোকং' জয়তি' ।

ইহারাই তিন লোক—বাক্‌ই এই লোক, মন অন্তরীক্ষ লোক, প্রাণ ঐ লোক ।

ইহারাই তিন বেদ—বাক্‌ই ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ, প্রাণ সামবেদ ।

ইহারাই দেব, পিতা, মনুষ্য—বাক্‌ই দেবগণ, মন পিতৃগণ, প্রাণ মনুষ্যগণ ।

ইহারাই পিতা মাতা প্রজা ( সন্তান )—মনই পিতা, বাক্‌ মাতা, প্রাণ প্রজা ।

ইহারাই বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত এবং অবিজ্ঞাত । যাহা কিছু বিজ্ঞাত তাহা বাকের রূপ, বাক্‌ই বিজ্ঞাতা । বিজ্ঞাত হইয়া বাক্‌ ইহাকে ( বাগ্‌বিৎকে ) পালন-করেন ।

যাহা কিছু বিজিজ্ঞাস্ত তাহা মনের রূপ । মনই বিজিজ্ঞাস্ত । বিজিজ্ঞাস্ত হইয়া মন ইহাকে ( মনোবিৎকে ) পালন-করেন ।

যাহা কিছু অবিজ্ঞাত তাহা প্রাণের রূপ । প্রাণই অবিজ্ঞাত । অবিজ্ঞাত হইয়া প্রাণ ইহাকে ( প্রাণবিৎকে ) পালন-করেন ।

পৃথিবী সেই বাকের শরীর, এই অগ্নি আলোকরূপ । তাই বাক্ যে পরিমাণ পৃথিবী সেই পরিমাণ, অগ্নি সেই পরিমাণ ।

অনন্তর ভুলোক এই মনের শরীর, এই আদিত্য আলোকরূপ । এই মন যে পরিমাণ ভুলোক সেই পরিমাণ আদিত্য সেই পরিমাণ । অগ্নি ও আদিত্য গিথুনভাবে সঙ্গত হইলেন, তাহা হইতে প্রাণ (বায়ু) উৎপন্ন হইল । সেই প্রাণ ইন্দ্র । ইনি প্রতিপক্ষরহিত, [ কেন না ] দ্বিতীয় থাকিলে প্রতিপক্ষ থাকে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানেন তাঁহার বিপক্ষ হয় না ।

অনন্তর জল এই প্রাণের শরীর, এই চন্দ্র আলোকরূপ । তাই প্রাণ যে পরিমাণ জল সেই পরিমাণ, চন্দ্র সেই পরিমাণ । সেন্থলে [ বাক্ মন ও প্রাণ ] তাঁহারা সন্ধেই সমান, সকলে অনন্ত । যাহারা ইঁহাদিগকে অন্তবৎ বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অন্তবৎ লোক জন্ম করে । যাহারা ইঁহাদিগকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করেন তাঁহারা অনন্ত লোক জন্ম করেন ।

ভাব—আত্মা বাঙ্গুর মনোময় ও প্রাণময় পূর্বে ( ৭।১১ ) উক্ত হইয়াছে । এই বাক্ মন ও প্রাণ যে কেবল আত্মার উপাদান তাহা নহে, ইহারা লোকাদিরও উপাদান এস্থলে সেই কথার উল্লেখ হইয়াছে । বাক্ মন ও প্রাণই তিন লোক, তিন বেদ, দেব-পিতৃ-মহুয্য, পিতা মাতা প্রজা, ঋতি এইরূপ বলিয়াছেন । একরূপ বলিবার হেতু কি, তৎসম্বন্ধে বিবিধ কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এট একটি সাধারণ হেতু সহজে প্রতিভাত হয় যে, বাকের সঙ্গে নাম, মনের সঙ্গে রূপ, প্রাণের সঙ্গে ক্রিয়া সহজ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । নাম রূপ ও ক্রিয়া জগতের সর্বত্র প্রকাশমান, এ জন্ত ঋতি এই তিনটিকে জগতের উপাদান ( ৮।১৪ ) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন । বাকের সঙ্গে নাম, প্রাণের সঙ্গে ক্রিয়া সম্বন্ধ ইহা সহজে প্রতীত হয়, কিন্তু মনের সঙ্গে রূপের সম্বন্ধ, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইয় না । চক্ষুর দ্বারা রূপপরিগ্রহ হয়, এবং মনে হয় চক্ষুই তবে রূপপরিগ্রহের হেতু, ফলতঃ তাহা নহে মনই রূপপরিগ্রহ করিয়া থাকে । আমরা সাংখ্যাসম্বন্ধে বাহ্যবিষয়সমূহ পরিগ্রহ করিতেছি একরূপ মনে হইলেও বাহ্যবিষয় নহে কিন্তু তাহার যে চিত্র মনের নিকটে উপনীত হয় সেই চিত্রানুসারে আমরা সে সকলকে পরিগ্রহ করি ইহাই সত্য এবং এই সত্য অবলম্বন করিয়া মনের সহিত রূপকে সম্বন্ধ না করিলে কিছুতেই চলে না ।

বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত এবং অবিজ্ঞাত—বাকের সহিত বিজ্ঞাত, মনের সহিত বিজি-

জ্ঞাত, এবং প্রাণের সহিত অবিজ্ঞাতের যোগ শ্রুতি কেন করিলেন, অল্প চিন্তাতেই ইহা প্রতিভাত হইয়া থাকে । আমরা যে বিষয়টি ভাল করিয়া জানিয়াছি সেটি আমাদের বিজ্ঞাত । এই বিজ্ঞাত বিষয়টি বাকের আকারে আমাদের মনে বিদ্যমান থাকে, এবং আমরা বিজ্ঞাত বিষয়টি বাকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি । আমাদের জীবন এই বিজ্ঞাত বিষয়ের অঙ্গসারে চলিতেছে, স্মরণ্য তদ্বারা যে আমরা পরিচালিত হইতেছি তাহাতে আর সংশয় কি ?

মন বিজিজ্ঞাস্ত কেন ? সংশয় বিনা কোন বিষয়ের নির্ণয় হয় না । মনের নিকটে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় ; বিষয়টি কি ? বিচারদ্বারা যখন বিষয়টি স্থির হইল, তখন উহা বুদ্ধির বিষয় হইল । ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়া মনোবিদের তত্ত্বজ্ঞান বাড়িতে থাকে, স্মরণ্য মন যে এইরূপে তাঁহার পরিপালক সে বিষয়ে কোন সংশয় করিতে পারা যায় না ।

প্রাণ অবিজ্ঞাত, কেন না জ্ঞাতবিষয় বাক্যে, সন্দেহমান বিষয় মনে, এবং অজ্ঞাত বিষয় নিগূঢ় ভাবে প্রাণে স্থিতি করে । কালে এই অজ্ঞাত বিষয় প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্ত, তৎপরে বিজ্ঞাত বিষয় হয় । আমাদের প্রাণ যেন কি চায়, যেটি চায় সেটি না পাইয়া কেমন একটা শূন্য শূন্য বোধ করে । এখানেই প্রাণের বিষয় যে অবিজ্ঞাত ইহা আমরা বুঝিতে পারি । যদি এইরূপ অবিজ্ঞাত বিষয় না থাকিত, এবং সেই অবিজ্ঞাত বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য যদি আমাদের প্রাণে উচ্ছ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে আমরা অণু হইয়াও যে আনন্দাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যক্তিভ্রম করিয়াছি, ইহা কথার কথা থাকিয়া যাইত । এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অবিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্ত ও বিজ্ঞাত এ তিন আমাদের অনন্ত জীবনের উপাদান ।

পৃথিবী সেই বাকের শরীর ইত্যাদি অবশিষ্ট কথা উপাসনার উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে । এখানকার সার কথা এই বাগাদিকে পরিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিলে জীবনের পরিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয় না, কিন্তু উহাদিগকে যদি অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আনন্দাপ্রাপ্তির উপযোগিতা বাক মন ও প্রাণের ব্যবহারেও সফল হয় ।

১০। যো হ বৈ শিশুঃ সাধানং সপ্রত্যাধানং সমুগং  
সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিতো ভ্রাতৃব্যানবরুণাঃ । অয়ং বাব শিশু-  
র্যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তেন্দ্রমেবোধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণাঃ স্তুগামং  
দাম ।

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদিমা অক্ষন্ লোহিণ্যো  
রাজয়ন্তাভিরেনং রুদ্রোহায়াত্নোহথ যা অক্ষনাপস্তাভিঃ পর্জন্মো

বা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্ঘৃক্কৃষ্ণং তেনেন্দ্রোহধর-  
য়েনং বর্ত্তন্তা পৃথিব্যাধারতা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্ত্যাম্নং কীর্যতে য এবং  
বেদ ।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—অর্বাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধস্তশ্মিন্ যশো  
নিহিতং বিশ্বরূপম্ । তস্ত্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে বাগষ্টমী ব্রহ্মণা  
সংবিদানেতি ॥ অর্বাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধইতীনং তচ্ছিন্ন এষ হর্বাখিল-  
শ্চমস উর্দ্ধবুধস্তশ্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো-  
নিহিতং বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্ত্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ততীরইতি  
প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি বাগ-  
ষাষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিভে ।

ইমাবেব গৌতমভরদ্বাজাবয়মেব গৌতমোহয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব  
বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোহয়ং জমদগ্নিরিমাষেব বসিষ্ঠ-  
কশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোহয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হুম্নমদ্যতেহতিহ'  
বৈ নান্মৈতদ্যদত্রিরিতি সর্বস্মাত্তা ভবতি সর্বস্মাত্মনং ভবতি য  
এবং বেদ । বৃহ ৪ । ২ । ১—৪ ।

'যো হ বৈ' 'সাধানং' সাধারং 'সপ্রত্যাধানং' সপ্রত্যাধারং—যত্র আধেরন্ত সাক্ষাৎসংসর্গাৎ,  
'সমুগং' সমুত্তং 'সদামং' সমজ্জং 'শিশুং' প্রাণং 'বেদ' স 'সমু' সমুৎসংখ্যাকান্ 'বিষতঃ' জাতৃভ্যান্  
বিরোধিনঃ 'অবরূপক্' । 'সমু' বে নীর্বগ্যাঃ প্রাণাঃ বিবরোপলক্ষিণাণি তৎপ্রভবা বিবররাগাঃ  
সহজত্বাৎ জাতৃভ্যাঃ ইতি ভাব্যাকারঃ । 'যঃ' 'অয়ং' মধ্যমঃ প্রাণঃ শরীরমধ্যাহ্নঃ প্রাণঃ 'অয়ং বাব  
শিশুঃ'—"বিবরেবিতরকরণবদগুট্ভ্যাং শিশুঃ" । 'তত্ত' 'ইদং' শরীরম্ 'এব' 'আধানম্' 'উদং শিরঃ  
'প্রত্যাধানং' 'প্রাণাঃ' করণানি 'বুধা' 'অন্নং দান'—অন্নগানজনিতবলেন দেহেহস্তাবষ্টভ্যমানত্বাৎ ।

'এতাঃ সপ্ত' অক্টিভয়ঃ 'অক্ষরহেতবঃ' 'তং' প্রাণম্ 'উপতিষ্ঠন্তে' অমুগতাঃ ভবন্তি । 'তৎ' তত্র  
'বাঃ ইমাঃ' 'অকন্' অকিণি 'লোহিতঃ' লোহিতাঃ 'রাজয়ঃ' রেখাঃ 'তাতিঃ' রাক্তিভিঃ 'রজঃ' 'এনম্'  
প্রাণম্ 'অবারন্তঃ' অমুগতঃ । 'অব' 'অকন্' অকিণি 'বাঃ' 'আপঃ' 'তাতিঃ' 'পৃক্কৃষ্ণঃ' এনম্ অবারন্তঃ  
'বা' 'কনীনকা' নেত্রভারকা 'তয়া' 'আদিত্যঃ' এনম্ অবারন্তঃ 'যৎ কৃষ্ণং' চকুবি 'তেন' 'অগ্নিঃ' ; 'যৎ  
শুরু' চকুবি 'তেন ইন্দ্রঃ' এনম্ অবারন্তঃ ; 'অধরয়া বর্ত্তন্তা' 'পৃথিবী' 'এনম্' 'অধারতা' 'উত্তরয়া'  
বর্ত্তন্তা 'স্ত্রোঃ' অধারতা 'যঃ এবং বেদ' তত্ত 'অন্ত' 'অন্নং' 'ন' 'কীর্যতে' ।

'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এব শ্লোকঃ' মত্ৰঃ 'ভবতি'—মত্ৰমুক্তা যঃ স্রুতিঃ তদর্থং বাচ্যে—“অর্বা  
খিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ” ইতি ইদং তচ্ছিন্ন, এব হি অর্বাখিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ—ইদং তচ্ছিন্নঃ চমসাকারং  
বৃহত্ত্ব বিলক্ষণত্বাৎ শিরসঃ বৃদ্ধাকারত্বাৎ, “তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপং” ইতি প্রাণা বৈ যশো  
নিহিতং বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ—“তস্মিন্” শিরসি 'বিশ্বরূপং' নানারূপং 'বশঃ' 'নিহিতং' স্থিতং

ভবতি । কিন্তু যশঃ ? 'প্রাণাঃ' । কিন্তু বিশ্বরূপঃ ? 'প্রাণাঃ প্রোক্তাঃ যঃ যঃ' । "তত্ত্বাসত্ত্ববয়ঃ সত্ত্বতীরে" ইতি প্রাণা বা স্বয়ং প্রাণানন্তর্যাহ—'তত্ত্ব' চমসত্ত্ব 'তীরে' সমীপবর্ত্তিনি দেশে 'সত্ত্ব' 'স্বয়ং' 'আসত্তে' 'প্রাণাঃ' পরিস্পন্দাঙ্ককাঃ তে এব স্বয়ং । "বাগষ্টমী এক্রণা সংবিধান" ইতি বাক্ হি অষ্টমী এক্রণা সংবিশ্তে—হিপ্রাণাং সত্ত্বেন সত্ত্বেন্দ্রিয়াণি তজ্জ রসনা তু সত্ত্বমী অষ্টমী বাক্ তয়া এক্রণা বেদেন সংবাদং কুরুতে ।

কে পুনশ্চ চমসত্ত্ব তীরে স্বয়ং ? 'ইমৌ এব গৌতমভরদ্বাজৌ—কর্ণৌ 'অয়ম্ এব' দক্ষিণঃ কর্ণঃ 'গৌতমঃ' 'অয়ম্ এব' উত্তরঃ কর্ণঃ 'ভরদ্বাজঃ' । 'ইমৌ এব বিধামিত্রজমদগ্নী—চক্ষুর্বা, 'অয়ম্ এব' বিধামিত্রঃ' দক্ষিণঃ চক্ষুঃ 'অয়ম্ এব' জমদগ্নিঃ' উত্তরঃ চক্ষুঃ, 'ইমৌ এব' বসিষ্ঠকণ্ঠপৌ—'অয়ম্ এব' বসিষ্ঠঃ' দক্ষিণনাসাপুটঃ 'অয়ম্ এব' কণ্ঠপঃ' উত্তরনাসাপুটঃ, 'বাক্ এব' অজিঃ' । 'বাচা হি অয়ম্ অজ্যতে' 'যৎ অজিঃ ইতি' তৎ 'এতৎ' 'অজিঃ হ' বৈ' প্রসিদ্ধং 'নাম'—অতিরিক্তি বক্তব্যে অতিরিক্ত্যুক্তমিতি ভাবঃ । 'যঃ এবং বেদ' স 'সর্ব্বম্ অতী ভোক্তা ভবতি' 'সর্ব্বম্ অতী অন্নং ভবতি' ।

যিনি সাধারণ, সপ্রত্যাধার, সন্তুস্ত ও সরজ্জু শিশুকে জানেন, তিনি ঘেষকারী বিরোধিগণকে অবরুদ্ধ করেন । সেই এই মধ্যম প্রাণই এই শিশু । এই [ শরীর ] তাঁহার আধার, এই [ শির ] তাঁহার প্রত্যাধার, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার স্তম্ভ, অন্ন তাঁহার রজ্জু ।

এই সাতটি অক্ষয়ের হেতু তাঁহার অনুগত হইয়া আছে । তন্মধ্যে চক্ষুতে যে এই রক্তবর্ণ রেখাগুলি ইহাদিগের দ্বারা রুদ্ধ ইহার অনুগত ; আর চক্ষুতে এই যে জল এতদ্বারা পার্জ্জ্বল [ ইহার অনুগত ] ; আর এই যে নেত্রতারকা তদ্বারা আদিত্য [ ইহার অনুগত ] ; এই যে [ চক্ষুতে ] কৃষ্ণবর্ণ এতদ্বারা অগ্নি এবং এই যে [ চক্ষুতে ] শুক্রবর্ণ এতদ্বারা ইন্দ্র [ ইহার অনুগত ] ; এই যে নিম্ন পথ এতদ্বারা পৃথিবী [ ইহার অনুগত ] , এই যে উর্দ্ধ পথ এতদ্বারা দ্যুলোক [ ইহার অনুগত ] । যে ব্যক্তি এরূপ জানেন তাঁহার অন্নক্ষয় হয় না ।

এই অর্থে এই শ্লোক—ভিতরের দিকে গর্ত্ত উপরের দিকে তলা—চমস । ইহাতে বিশ্বরূপ যশ নিহিত আছে । ইহার ভিতর সাতটি ঋষি আছেন । বাক্ অষ্টমী [ তদ্বারা ] বেদের আলাপ হয় । চমস—এই শির ; প্রাণগুলি বিশ্বরূপ যশ, প্রাণগুলি ঋষি \* ।

এই দুটি [ কর্ণ ] গৌতম ও ভরদ্বাজ । এই [ দক্ষিণ কর্ণ ] গৌতম, এই [ উত্তর কর্ণ ] ভরদ্বাজ । এই দুটি [ চক্ষু ] বিধামিত্র ও জমদগ্নি ।

\* যশঃ শ্রুতি এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত অনুবাদে সমগ্র ব্যাখ্যা না দিয়া তাহার সিদ্ধান্তমাত্র প্রদত্ত হইল ।

এই [ দক্ষিণ চক্ৰ ] বিশ্বামিত্র, এই [ উত্তর চক্ৰ ] জমদগ্নি। এই দুটি [ নাসাপুট ] বসিষ্ঠ ও কাশ্যপ। এই [ দক্ষিণ নাসাপুট ] বসিষ্ঠ। এই [ উত্তর নাসাপুট ] কাশ্যপ। বাকুই অত্রি। বাকু [ রসনা ] দ্বারা অন্ন অসন করে, তজ্জন্তু অস্তি। এই অস্তিই অত্রি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যিনি এরূপ জ্ঞানেন তিনি সকলের অদনকর্তা হন, সকলই তাঁহার অন্ন হয়।

ভাব—“প্রাণগুলি সত্য, ইনি আবার সেই প্রাণগুলির সত্য (সত্যের হেতু)” (৬১পৃ)—  
চরমে এই কথা বলিয়া তৎপরেই প্রাণের তত্ত্ব বলিবার নিমিত্ত এ অংশের অবতারণা হইয়াছে। প্রাণের প্রকাশস্থল মানবদেহে, কেন না প্রাণের ক্রিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের দেহেই উহার প্রথম উপলব্ধি হয়। প্রাণ আমাদের দেহে আবদ্ধ নহেন ; সমগ্র জগৎ উহার ক্রিয়াধীন এইটি দেখাইবার জন্ত রুদ্র, পর্জন্ত, আদিত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, পৃথিবী এবং জ্যলোক ইহার আয়ত্তাধীন, ঋতি এই কথা বলিয়াছেন।

শ্লোকটিতে এই কথাই রূপান্তরে বলা হইয়াছে। শিরটি চমসের আকার কেন না উহার মুখ—গর্ভ, শিরোভাগ চমসের তলার মত। প্রাণ যদিও দেহমধ্যস্থ, উহার বিশেষ প্রকাশ কিন্তু মস্তকে। দেহকে আধার বলিয়া মস্তকে প্রত্যাধার বলার উদ্দেশ্য ইহাই। আধার বাহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংসৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে প্রত্যাধার বলে। মস্তকের সাতটি হিঙ্গে সাতটি ইন্দ্রিয়—সাতটি প্রাণ। এই সাতটি প্রাণের রূপান্তর রুদ্রাদি সাতটি দেবতা, গৌতমাদি সাতটি ঋষি। প্রাণকে এইরূপে সপ্তসংখ্যায় পরিণত করিলেও ইহার বশ অর্থাৎ প্রকাশের ইয়ত্তা নাই। এ জন্ত বশকে—প্রাণের প্রকাশকে বিধ্বংস করা হইয়াছে। সমগ্র একই প্রাণশক্তিমূলক, সুতরাং “প্রাণগুলি সত্য” এই কথারই এ সকল বিবৃতি।

১১। অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকলাঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞ-  
বল্ক্যেতি। স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্ত  
নিবিদ্যুচ্যান্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি  
হোবাচ কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ  
কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কতোব দেবা  
যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি  
দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যপ্যর্ক ইত্যোমিতি

হোবাচ কতোব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেভোক ইতোমিতি হোবাচ কতমে  
তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ।

স হোবাচ মহিমান এবৈষ্যামেতে ত্রয়স্ত্রিংশ্চক্বেব দেবা ইতি ।  
কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশ্চাদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত-  
একত্রিংশ্চাদিত্যশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশ্চাবিতি ।

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ  
চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সৰ্ব্বং হিতমিতি তস্মা-  
দ্বসব ইতি ।

কতমে রুদ্রা ইতি দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে খদা-  
স্মাচ্ছরীরান্মৰ্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাক্রুদ্রা  
ইতি ।

কতম আদিত্য ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরশ্চেত আদিত্য  
এতে হীদং সৰ্ব্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সৰ্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মা-  
দাদিত্য ইতি ।

কতমইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িতুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ  
প্রজাপতিরিতি, কতমস্তনয়িতুরিত্যশ্নিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি  
পশব ইতি ।

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষাদিত্যশ্চ দ্যৌ-  
শ্চৈতে ষড়েতে হীদং সৰ্ব্বং ষড়িতি ।

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে  
সৰ্ব্বৈ দেবা ইতি কতমো তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যম্বৈব প্রাণশ্চেতি  
কতমোহধ্যর্ক ইতি যোহয়ং পবত ইতি ।

তদাহর্গদয়মেকইবৈব পবতেহথ কথমধ্যর্ক ইতি যদন্নিম্নিদং  
সৰ্ব্বমধ্যাক্ষৌভেনাধ্যর্ক ইতি কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স  
ত্রয় ত্যাদিত্যচক্ষতে । বৃহ, ৫ । ৯ । ১—২ ।

‘অথ’ অনন্তরঃ ‘হ’ কিং ‘এন’ জনকসভাপত্যং বাজবল্যঃ ‘শাকল্যঃ’ শকলভাপত্যং ‘বিদগ্ধঃ’ ‘পশুগ্ধ’ পুষ্টবান্—হে ‘বাজবল্য’, ‘কতি’ দেবাঃ ‘ইতি’। ‘স হ’ বাজবল্যঃ ‘এতরা এব নিবিদা’ বক্ষ্যমাণদেবতাসংখ্যাবাক্যমত্রপদেন ‘প্রতিপদে’ উত্তরং দধৌ। ‘বৈবদেবত’ শব্দতঃ ‘নিবিদি’ ‘বাবন্তঃ’ দেবাঃ ‘উচ্যন্তে’ তাবন্তঃ দেবা ইতি। কাসৌ নিবিৎ—‘ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা’ ইতি। ত্রয়শ্চ ত্রয়শ্চ ত্রীপি চ শতানি ত্রীপি চ সহস্রানি—বহুস্তরত্রিশতাবিকত্রিসহস্রানি দেবাঃ ইতি। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। পুনঃ স সংখ্যাসকোচজ্ঞাপনার—হে ‘বাজবল্য’, ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। বাজবল্য, আহ—‘ত্রয়স্ত্রিংশ ইতি’। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। পুনঃ স সংখ্যাসকোচজ্ঞাপনার—হে ‘বাজবল্য’ ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। বাজবল্যঃ—‘বট্ ইতি’। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। পুনঃ স সংখ্যাসকোচজ্ঞাপনার—হে ‘বাজবল্যঃ’ ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। ‘ত্রয়ঃ ইতি’। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। পুনঃ স সংখ্যাসকোচজ্ঞাপনার—হে ‘বাজবল্য’ ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। বাজবল্যঃ—‘যৌ ইতি’। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। হে ‘বাজবল্য’ ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। বাজবল্যঃ—‘অধার্কঃ’ অর্ধাধিকঃ একঃ। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। পুনঃ স সংখ্যাসকোচজ্ঞাপনার—হে ‘বাজবল্য’ ‘কতি এব দেবাঃ’ ‘ইতি’। বাজবল্যঃ—‘একঃ ইতি’। ‘ওমিতি হ’ শাকল্যঃ ‘উবাচ’। শাকল্যঃ—‘কতমে তে’ ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা ইতি।

‘স হ’ বাজবল্যঃ ‘উবাচ’—‘ত্রয়স্ত্রিংশ তু এব দেবাঃ’ ‘এতে’ বহুস্তরত্রিশতাবিকত্রিসহস্রদেবাঃ ‘এবাং’ ত্রয়স্ত্রিংশদেবানাং ‘মহিমানঃ’ বিভূতয়ঃ ‘এব’ ‘ইতি’। শাকল্যঃ—‘কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশ ইতি’। বাজবল্যঃ—‘অষ্টৌ বসবঃ’ ‘একাদশ রজাঃ’ ‘ষাদশ আদিত্যাঃ’ ‘তে একত্রিংশ’ ইন্দ্রঃ চ প্রজাপতিঃ চ ‘ত্রয়স্ত্রিশতাং পুরণৌ’ ইতি।

শাকল্যঃ—‘কতমে বসবঃ ইতি’। ‘অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ,’ ‘আদিত্যাঃ চ’ ‘দ্যৌঃ চ’ ‘চন্দ্রমাঃ চ’ ‘নক্ষত্রাণি চ’ ‘এতে বসবঃ’ ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতেষু’ ‘ইদং সর্বম্’ ‘হিতং’ ‘হিতম্’ ‘ইতি’ ‘তস্মাৎ’ ‘বসবঃ ইতি’। বসতেজঃ—বসুঃ। ‘বস্মাৎসরন্তে তস্মাৎবসবঃ’ ইতি ভাষ্যকারঃ।

শাকল্যঃ—‘কতমে রজাঃ ইতি’। ‘পুরুষে’ ‘ইমে’ ‘দশ’ ‘গ্রাণাঃ’ ইন্দ্রিয়ানি ‘বাস্মা’ মনঃ ‘একাদশঃ’ একাদশানাং পুরণঃ। ‘তে বদা’ অস্মাৎ ‘মর্ত্যাং’ ‘শরীরাং’ ‘উৎক্রামন্তি’ ‘অথ তদা’ রোদরন্তি। ‘তৎ’ তত্র উৎক্রমণে ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘রোদরন্তি’ ‘তস্মাৎ রজাঃ ইতি’।

শাকল্যঃ—‘কতমে আদিত্যাঃ ইতি’। ‘ষাদশ বৈ মাসাঃ’ ‘সংবৎসরন্ত এতে আদিত্যাঃ’। কথম্? ‘হি’ বস্মাৎ ‘এতে’ ‘ইদং সর্বম্’ ‘আদানানাঃ’ ‘পুরুষঃ’ ‘বন্তি’ গচ্ছন্তি। ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘তে’ ‘ইদং সর্বম্’ ‘আদানানাঃ’ ‘বন্তি’ ‘তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি’।

শাকল্যঃ—‘কতমে ইন্দ্রঃ কতমে প্রজাপতিঃ ইতি’। বাজবল্যঃ—‘সুতরিত্বঃ এব ইন্দ্রঃ’ ‘বজঃ প্রজাপতিঃ ইতি’। শাকল্যঃ—‘কতমে সুতরিত্বঃ ইতি’। বাজবল্যঃ—‘অশনিঃ ইতি’। শাকল্যঃ—‘কতমে বজঃ ইতি’। বাজবল্যঃ—‘পশবঃ ইতি’ ‘বজন্ত হি সাধনানি পশবঃ, বজন্তারূপস্থাৎ পশুসাধনান্নরজ্ঞাচ পশবো বজইতুচ্যতে’ ইতি ভাষ্যকারঃ।

শাকল্যঃ—‘কতমে বট্ ইতি’। বাজবল্যঃ—‘অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষং চ, আদিত্যাঃ চ, দ্যৌঃ চ এতে বট্’। ‘এতে’ বট্ ‘ইদং সর্বম্, ইতি’।

শাকল্যঃ—‘কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ইতি’। ‘ইমে ত্রয়ঃ লোকাঃ এব’।—পৃথিব্যাং, অগ্নিৎ, অন্তরীক্ষে বায়ুঃ দিবি আদিত্যাঃ পুনরন্তর্ভূয় লোকোজ্জয় ইতি। শাকল্যঃ—‘কতমৌ তৌ দেবৌ ইতি’।



যাজ্ঞবল্ক্যঃ—‘অন্নং চ এব গ্রীণঃ চ ইতি’। শাকল্যঃ—‘কতমঃ অধ্যর্কঃ ইতি’। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—‘যৌৎস্নং পবতে’ বান্ধুঃ ইতি’।

‘তব’ ভজ্য ‘আহঃ’ ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘অন্নম্ একঃ’ ‘ইব’ এব ‘পবতে’ ‘কথম্ অধ্যর্কঃ ইতি’। ‘বৎ’ বস্মাৎ ‘অগ্নি’ বান্ধে ‘ইদং সর্বম্’ ‘অধ্যাধো’ ‘অগ্নি’ অধি ‘আধো’ ‘অগ্নি’ কচ্ছিঃ ‘প্রাপ্তো’ ‘তেন অধ্যর্কঃ ইতি’। শাকল্যঃ—‘কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি’। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—‘গ্রীণঃ ইতি’। কথম্ ? ‘স’ গ্রীণঃ ‘ব্রহ্ম ত্যৎ ইতি’ ‘আচকতে’—পরোক্ষাভিধায়কেন ভ্যচ্ছকেন পরোক্ষত্বেন। গ্রীণে ব্রহ্মবর্ষনং পরোক্ষং ন তু শাক্যং।

অনন্তর ইঁহার কে শকলের অপত্য বিদগ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? তিন ও তিন তিন শত ও তিন সহস্র (৩৩০৬) এই নিবিৎ (দেবসংখ্যাসূচক মন্ত্র) অবলম্বন করিয়া উত্তর দিলেন, বৈশ্বদেবের নিবিদিতে যতগুলি দেবতা উল্লিখিত হইয়াছে [ততগুলি দেবতা]। [শাকল্য] বলিলেন হাঁ তাই বটে। সংখ্যাসঙ্কোচাভি-প্রায়ে [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য—তেত্রিশ। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [পুনরায় সংখ্যাসঙ্কোচার্থে শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—ছয়। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—তিন। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—দুই। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যর্ক (অর্দ্ধাধিক এক)। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—হে যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতা কত ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—এক। [শাকল্য] বলিলেন, হাঁ তাই বটে। [শাকল্য]—তিন ও তিন তিন শত ও তিন সহস্র। তাঁহারা কে ?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—দেবগণ তেত্রিশই। ইঁহারা [৩৩০৬] এই দেবতাগণেরই বিভূতি। [শাকল্য]—কে কে তেত্রিশ ? [যাজ্ঞবল্ক্য]—অষ্ট বস্তু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, এই একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতি [এ দুইয়ে] তেত্রিশ।

[শাকল্য] বস্তু কে কে ? [যাজ্ঞবল্ক্য] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যলোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ ইঁহারা বস্তু। যেহেতু ইঁহাদিগেতে এ সকল বাস করে, সে জন্য ইঁহারা বস্তু।

[ শাকল্য ]—রুদ্র কে কে ? পুরুষে এই দশটি প্রাণ [ ইন্দ্রিয় ] ও মন এই একাদশ । যখন ইঁহারা এই মর্ত্য শরীর হইতে উৎক্রমণ করেন, তখন ইঁহারা রোদন করান । উৎক্রমণকালে ইঁহারা রোদন করান, এ জন্ত ইঁহারা রুদ্র ।

[ শাকল্য ]—আদিত্য কে কে ? সংবৎসরের দ্বাদশ মাস ইঁহারা আদিত্য । কেন না ইঁহারা এ সকলকে আদান করিয়া যান । যেহেতুক ইঁহারা এ সকলকে আদান করিয়া যান তাই ইঁহারা আদিত্য ।

[ শাকল্য ]—ইন্দ্র কে ? প্রজাপতি কে ? [ যাজ্ঞবল্ক্য ]—নির্ঘোষ ইন্দ্র, যজ্ঞ—প্রজাপতি । [ শাকল্য ]—কোন্ নির্ঘোষ । [ যাজ্ঞবল্ক্য ] অশনি । [ শাকল্য ]—যজ্ঞ কি ? [ যাজ্ঞবল্ক্য ]—পশু ( যজ্ঞসাধন অশ্বাদি ) ।

[ শাকল্য ]—ছয় কে কে ? [ যাজ্ঞবল্ক্য ] অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যুলোক । এ ছয়ই এ সকল ।

[ শাকল্য ]—সে তিন দেবতা কে কে ? [ যাজ্ঞবল্ক্য ]—এই তিন লোক \* । [ শাকল্য ]—সে দুই দেব কে কে ? [ যাজ্ঞবল্ক্য ]—অন্ন ও প্রাণ । [ শাকল্য ]—অধ্যাক্ষ কে ? এই যিনি বহমান ( বায়ু ) ।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন, বহমান যখন এক, তখন অধ্যাক্ষ হইল কি প্রকারে ? যেহেতুক এই বায়ুতে এ সকলের অতিমাত্র ঋদ্ধি প্রাপ্তি হয় তাই ইনি অধ্যাক্ষ । ( শাকল্য )—দেব এক কে ? ( যাজ্ঞবল্ক্য )—প্রাণ । প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা যায় ।

ভাব—বৈদিক দেবগণকে কি প্রণালীতে বৈদান্তিক দেবতার পরিণত করা হইয়াছে, বৈদিক দেবগণকে বৈদান্তিক ঋষিগণ কোন্ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, আমরা এই অধ্যায়ে ভাষা বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই । প্রাণ সমুদায় জগতের মূল, পরাত্মা প্রাণের মূল, এ কথা বলাতে প্রাণ পরাত্মার ক্রিয়াশক্তি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । এই ক্রিয়াশক্তি হইতে সমুদায় জগতের উৎপত্তি ।

যদিও প্রাণেতে বৈদিক দেবগণের একত্ব সাধিত হইয়াছে, তথাপি প্রাণকে তাদৃশ

পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, এবং দ্যুলোকে আদিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া তিন ।

ভাবে গ্রহণ ঋক্সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অথর্বসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় ।  
ঋক্সংহিতায় জীবনধারণার্থ মনেরই প্রাধাত্য দৃষ্ট হয় । যথা,

তোমার যে মন বৈবশ্বত বমের নিকট সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে আমরা তাহাকে কিরাইরা আনি-  
তেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর ।

তোমার যে মন ছালোক অথবা পৃথিবীতে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে, তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন চারিদিকে থাকিয়া পরে ঈদৃশ প্রদেশে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন চারিদিকের দূরবর্তী প্রদেশে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন জলপূর্ণ সমুদ্রमध्ये সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন চতুর্দিকে বিকীর্ণ মরীচিমধ্যে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন জলে বা ওষধিগণमध्ये সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন সূর্য্য বা উবার মধ্যে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন বৃহৎ পৰ্ব্বতসমূহमध्ये সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন এই নিখিল মধ্যে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন দূর হইতে দূর প্রদেশে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

তোমার যে মন ভূত ভবিষ্য বিষয়ের মধ্যে সূদূরে প্রস্থান করিয়াছে তাহাকে ইত্যাদি ।

( ঋক ১০ম, ৫৮শ ১—১২ ঋক্ )

আমার যে দেব মন আমার জাগ্রৎ অবস্থায় দূর হইতে দূরে গমন করেন, নিদ্রিতাবস্থায়ও সেইরূপ  
দূরে বিচরণ করেন, সেই দূরগামী জ্যোতির জ্যোতি একমাত্র আমার মন শিবসঙ্কল্পই হউন ।

জ্ঞানে ধীরতাপ্রাপ্ত কর্ত্তা মনোবিগণ বাদ্যারা যজ্ঞকৰ্ম সাধন করেন, যিনি অপূর্ণ প্রজাগণের যজ্ঞ-  
সাধনে সমর্থ সেই আমার মন ইত্যাদি ।

যিনি প্রজ্ঞান, যিনি চৈতন্য, যিনি ধৃতি, যিনি জ্যোতি, যিনি প্রজাগণमध्ये অন্তরহ অব্যুত, বাঁহা  
ছাড়া কিছুই সত্য নাই, বাঁহার দ্বারা কৰ্ম্ম অদ্বিগত হয়, সেই আমার মন ইত্যাদি ।

অব্যুতরূপী বাঁহার দ্বারা ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই পৃথীত হয়, সপ্ত হোতা বাঁহাকে অবলম্বন  
করিয়া যজ্ঞবিত্তার করেন সেই আমার মন ইত্যাদি ।

রথনাভিতে যে প্রকার অরা সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি বাঁহাতে ঋক্ সাম ও যজুঃসমূহ প্রতি-  
ষ্ঠিত আছে, বাঁহাতে প্রজাগণের সমগ্র চিন্তা অর্জিত হইয়া আছে সেই আমার মন ইত্যাদি ।

হুমারধি যে প্রকার অশ্বসমূহকে এবং কশ্যাপোণে বাজিগণকে এদিক্ ওদিকে লইয়া যায়, তেমনি  
হৃদয়স্থ বেগবান্ দ্রুতগামী মন মনুযাগণকে এদিক্ ওদিকে লইয়া যান । ( যজুঃ ৩৩অ, ১—৩ক )

বাক্যবিষয়ক স্তোত্র ঋক্সংহিতায় বিরল নহে :—

চারিটি ইঁহার শূল, তিনটি ইঁহার পদ, দুটি ইঁহার শীর্ষ, সাতখানি ইঁহার হস্ত, তিন প্রকারে বহু  
বৃষত পুনঃ পুনঃ রব করিতেছেন । এই মহান্ দেব মর্ত্তাগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন । ( ঋক্ ৩ম,  
৫৮শ, ৩৩ক্ )

শ্রীমন্নহর্ষি পতঞ্জলি যদিও ইঁহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“মহান্ দেব শব্দ  
মরণধর্ম্মা মনুযাগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন । মহান্ দেবের সঙ্গে একত্ব হয় একত্ব

ব্যাকরণ অধ্যয়নীয়", তথাপি এ অর্থ একান্ত নহে, কেন না নিরুক্তকার্য অত্র প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা "চারিটি শৃঙ্গ"—এ কয়টিতে চারি বেদ উক্ত হইয়াছে; 'তিনটি ইহার পাদ'—ত্রিসবন; 'দুইটি শীর্ষ'—প্রায়ণীয় ও উদনীয়; 'সাতখানি হস্ত'—সপ্ত হস্ত; 'তিন প্রকারে বন্ধ'—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প এই তিনের দ্বারা; 'বৃষত পুনঃ পুনঃ রব করিতেছেন'—ঋক দ্বারা শংসন, যজুয় দ্বারা যজ্ঞ ও সাম দ্বারা তবন এইরূপ যে সর্বনক্রমে ঋক-যজু-ও-সাম-যোগে রব উত্থিত হয়, তাহাই ইহার রব। 'মহান্ দেব'—যিনি যজ্ঞ তিনিই এই মহান্ দেব। 'মর্ত্যগণেতে প্রবেশ করিয়াছেন'—[ কি নিমিত্ত ? ] যজ্ঞনিমিত্ত, তাহার উত্তরোত্তরবর্দ্ধনশীল-নির্জননিমিত্ত।"

দীপ্তিশীল দেবগণের প্রমত্তকর বাক্ অবিচ্ছেদনগণকে বিচ্ছেদন করিয়া যখন [ যজ্ঞে ] উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অগ্ন ও জল দোহন করেন। ইহার বাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কোথায় গমন করে ?

দেবগণ দীপ্তিমত্তা বাক্কে উৎপাদন করিতেছেন। বিবিধ প্রকারের পশুগণ সেই বাক্ উচ্চারণ করে। ঋষ, অগ্ন ও রস দোহনকারিণী যেহুয় স্মার সেই বাক্ বিশিষ্টরূপে স্রষ্ট হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করল। ( ঋক্ ৮ম, ১০০শ্ল, ১০:১১ ঋক্ )

এ গুলি এবং দশমগুলের একসপ্ততিতম যুক্ত বাক্ সম্বন্ধে এই স্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

হে বৃহস্পতি, [ শিশুগণ ] প্রথমে নাম ধরিয়া বাহা উচ্চারণ করে তাহাই আদি বাক্। এই সকলের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ যেটি দোষশূন্য সেটি হৃদয়স্তহার নিহিত থাকে, প্রথমে প্রকাশ পায়।

চালনী দ্বারা [ লোকে ] সজুকে যেমন দোষশূন্য করে, ধীরগণ প্রজ্ঞাবোধে বাক্কে তেমনি করেন। বহুগণ ইহাতে বহুর ক্রিয়া অবগত করেন, ইহাদের বাক্যোভেই কলাগুরু ঐ নিহিত আছে।

যজ্ঞবোধে বাক্ সকল [ প্রকাশ পাইবার ] পথ পাইল; স্ববিগণেতে প্রতি সেই বাক্কে [ অগ্নের ] লাভ করিল। সেই বাক্কে আহরণ করিয়া বহুদেশে [ তাহার ] ছড়াইল এবং উহাকেই সপ্ত হস্তে চারিদিকে পাইল।

কেহ বাক্কে দেখিয়াও দেখে না, কেহ শুনিয়াও ইহাকে শুনে না, সুবলনা অভিলব্ধমাণা জার যেমন পতিসন্নিধানে আকৃত্ত্ব প্রকাশ করেন, ইনিও তেমনি।

কেহ সধ্যভাবে \* [ জ্ঞাতার্থ হিরতালভ করিয়াছে এ নিমিত্ত ] কাহাকেও হিরণীতীর্ষ বলিয়া থাকেন; নিরুপণীয় বিষয়সমূহে কেহ ইহাকে অতিক্রম করে না; অক্ষল ও অপুণ্য বাক্ যে ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াছে সে ব্যক্তি বক্ষ্য গো লইয়া সারায় বিচরণ করে।

\* এই ঋক্টি নিরুক্ত দৈবটুকুকাণ্ডে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেখানকার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ নিপ্পন্ন হয় যে, কেবল অধ্যয়ন করিলে বেদার্থপরিগ্রহ হয় না, তত্ত্বমুগ্ধ দেবগণের সহিত সখ্যাবন্ধনে তাঁহাদিগের পরিচয় লাভ হইলে তবে বস্তুার্থ অর্থপরিগ্রহ হয়। বাহ্যার ভাদ্রশ পরিচয় লাভ-করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতার্থপরিগ্রহ সম্ভবে না।

উপকারী বন্ধুকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে, তাহার কথার কিছুই গ্রহণীয় নাই । এ ব্যক্তি বাহ্য কিছু শোনে বুখাই শোনে, সংকল্পের গছা সে অবগত নহে ।

বাহাদের চক্ষু আছে কর্ণ আছে, ঈদৃশ বন্ধুগণ প্রজ্ঞাদিতে সমান নহেন, [ কেন না তাহাদের মধ্যে ] কেহ বা মুখ পর্য্যন্ত, কেহ বা কক পর্য্যন্ত মগ্ন হয়. কেহ বা মান করিতে পারা যায় ঈদৃশ হ্রদতুল্য দৃষ্ট চন ।

যেখানে সমানখ্যাতিমান্ ব্রাহ্মণগণ হৃদয়যোগে নিশ্চেষ্টব্য সূক্ষ্ম তত্ত্বসকলের নির্ণায়ক সমবেত হন সেখানে বাহারা তত্ত্বজ্ঞ তাহারা এক জন অনভিজ্ঞকে পরিহার করেন আর বাহারা বেদার্থবিৎ তাহারা থাকেন ।

এই সকল অজ্ঞলোক বাহারা ইহলোকে বা পরলোকে [ বেদার্থভিজ্ঞ বা দেবগণ সহ ] বিচরণ করে না অথবা সোমযাজী হয় না, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ [ লৌকিক ] বাক্য অবলম্বন-করিয়া পাপকথা বলে এবং হলচালক হইয়া কৃষিকার্য্য করে ।

সমানখ্যাতিমান্ সকল মানুষই সম্ভার [ ভাণ্ড ] বহনে, স্বত্বক্সমূহের এতিনিধিষ্মে বশঃসম্পন্ন হইয়া আনন্দলাভ করে, সে ব্যক্তি পাপস্পৃষ্ট হয় না, অন্নদাতা হয়, ইহাদিগের [ ইন্দিয়গণের ] বলবর্দ্ধ-নার্ণ পর্য্যাপ্তপ্রমাণে হিতকারী হয় ।

এক জন ঋকসমুহ যথেষ্ট উচ্চারণ করেন, এক জন শকরী ঋকসমুহমধ্যে গায়ত্রী ছন্দে গান করেন, ত্র্যক্ষা জাতবিদ্যা ব্যাখ্যা করেন, আর এক জন যজ্ঞের মন্ত্রগুলি নির্ণয় করেন ।

যদিও বাকের বিবিধ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি অথর্বসংহিতায় প্রাণের যে প্রকার প্রশংসা আছে তাহার তুল্য নহে । অথর্বসংহিতা বলিতেছেন :—

বাহার বশে এ সমুদায়, যিনি সকলের ঈশ্বর হইয়া বিদ্যমান, বাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাণকে নমস্কার ।

হে প্রাণ, তুমি অবিচ্ছেদে আস্থান করিতেছ, নির্ধোষ করিতেছ । হে প্রাণ, তুমি বিদ্বাৎ প্রকাশ করিতেছ, বর্ষণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার ।

যখন প্রাণ মেঘগর্জনে ওষধিসমূহকে আহ্বান করেন তখন উহার আত্মনায় করে, গর্ভধারণ করে এবং বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।

যখন প্রাণ ঋতুর আগমনে ওষধিসমূহকে আহ্বান করেন, তখন পৃথিবীতে বাহা কিছু আছে সকলই আমোদ করিতে থাকে ।

যখন প্রাণ হর্ষে বিত্তীর্ণ পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, তখন পশুসকল আমাদের অন্ত জল হইবে বলিয়া আমোদ করিতে থাকে ।

প্রাণ ঘ'রা ওষধিসকল রুষ্টিজলে অভিষিক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, আমাদের আবু বাড়িয়া গেল, আমাদের সকলই স্নহতিপূর্ণ হইল ।

নিকটে আগমনকারী তোমার নমস্কার, দূরে গমনকারী তোমার নমস্কার, স্থিতিশীল তোমার নমস্কার, আসীন তোমার নমস্কার ।

হে প্রাণ, তুমিই প্রাণক্রিয়া তুমিই অপানক্রিয়া সাধন-করিতেছ, তোমার নমস্কার । তুমি অতীত, তুমিই অ'গামী হইয়া অবস্থিত, তোমাকে নমস্কার । সকলের উদ্দেশে তোমাকেই নমস্কার ।

হে প্রাণ, তোমার যে শ্রিয় তুমি, তোমার যে শ্রিয়তম রূপধর, তোমার যে ভেবন, আমাদের জীবন-ধারণের নিমিত্ত তুমি তাহা আমাদেরই দাও।

পিতা যেমন শ্রিয় পুত্রকে প্রাণ তেমনি প্রজাপ্রাণকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, বাহা প্রাণধারণ করে, বাহা প্রাণধারণ করে না, প্রাণ সকলেরই ঈশ্বর।

প্রাণ যুড়া, প্রাণ ক্রেশকর রোগ, দেবগণ প্রাণকেই উপাসনা করেন। প্রাণই সত্যবানীকে উত্তম লোকে স্থাপন করেন।

প্রাণ বিরাট, প্রাণ প্রেরয়িতা, প্রাণকেই সকলে উপাসনা করেন। প্রাণই সূর্য্য ও চন্দ্রমা, [পণ্ডিতেরা] প্রাণকেই প্রজাপতি বলেন।

প্রাণকেই অপান, ত্রীহিব ও বুভব বলা হয়। থাকে। তবে প্রাণ নিগূঢ় ভাবে স্থিতি করিতেছেন, ত্রীহিকেই অপান বলা হয়। থাকে।

গর্ভমধ্যে পুরুষ প্রাণক্রিয়া অপানক্রিয়া উভয়ই করে। চে প্রাণ, তুমি যখন চলিছ হও, তখন সে জগৎগ্রহণ করে।

[পণ্ডিতেরা] প্রাণকেই মাতরিষা বলেন, বাককেই প্রাণ বলা হয়। থাকে। প্রাণেতেই জুত ভবিষ্যৎ সমুদায় প্রতিষ্ঠিত।

হে প্রাণ, তুমি যখন সঞ্চরণ কর, তখন আধার, আগ্নিরস, দৈব ও মনুষ্যজ ওষধিসকল জগৎগ্রহণ করে।

প্রাণ যখন বর্ষণ দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে সিক্ত করেন, তখন ওষধিসকল এবং যে কোন লতা জগ্মায়।

হে প্রাণ, তোমার এ বিষয় যে ব্যক্তি জানে, এবং তুমি বাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছ, উত্তম পরলোকে সকলেই তাহাকে বলি উপহার দেয়।

হে প্রাণ, এই সকল প্রজা যেমন তোমাকে বলি উপহার দেয় তেমনি তোমার কথা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি ঋতিশীল হইয়াছে তাহাকেও বলি উপহার দেয়।

গর্ভমধ্যে দেবতা বিচরণ করেন। শরৎ অজুত হইয়াও জুত হন, পুনরায় তিনি জন্মেন। তিনিই হইয়াছেন, তিনিই হইতেছেন, তিনিই হইবেন। বাক্, কর্ণ প্রজা লইয়া পিতা পুত্র প্রবেশ করেন।

সলিল হইতে গমনশীল তিনি উদ্ধে উত্থানপূর্ব্বক এক পদকেও তোলেন না। অহো যদি তিনি পদ তোলেন, আজও কিছু থাকে না, কলাও কিছু থাকে না।

আটটি চক্র, একটি নেত্রি, সহস্র অক্ষরযুক্ত হইয়া সম্মুখে ও পশ্চাতে বিস্তারিত। অর্দ্ধ সমুদায় ভূখন জগ্মাইয়াছেন, আর অর্দ্ধ তাহার লক্ষণ কি?

যিনি এই বিশ্বজগ্মা ও চেষ্টাশীল বিশ্বের শাসন করেন, অস্ত্র সকলের মধ্যে যিনি কিপ্রথমা সেই প্রাণ তোমার নমস্কার।

যিনি সর্ব্বজগ্মা ও চেষ্টাশীল বিশ্বের শাসন করেন, যিনি তল্লাহীন ধীর, সেই প্রাণ হিরণ্যগর্ভসহ আমাদের স্থিতি করুন।

যিনি সকলে নিমজিত হইলে উদ্ধে হইয়া আসিয়া থাকেন, এমন কি তিরোহিত হইয়া বিচরণ করেন, সকলে যুগ হইলে যিনি যুগ হন, তাহার বিষয়ে এ কথা কেহ শুনে নাই।

হে ঐশ, তুমি আমা হইতে পরাশ্রয় হইও না, [ আশা ] তুমি আমা ছাড়া হইবে না, জীবনধারণের নিমিত্ত জলের গর্ত ( বৈদ্যানরাগি ) সদৃশ তুমি, তোমার হে ঐশ, আমি আমাতে বদ্ধ করিয়া রাখি ।

( অথ, ১১কা, ২অনু, ২০ঈ, ১—১৩ স্বক্ )

শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক নিখিল দেবগণের উল্লেখ করিয়া প্রাণেতে তাঁহাদের একত্ব সাধন করিয়াছেন, অথর্ববেদোক্ত প্রাণবিষয়ক স্তোত্র সেই উক্তিকেই স্মৃদ্ব করিতেছে । অত্র সকল দেবতাতে ব্রহ্মদর্শন কেন পরোক্ষ হয় পরবর্ত্তী বলীতে তাহা সুস্পষ্ট হইবে ।

ইতি দেবতাবল্লী নবম অধ্যায় ৷

—

## দশম অধ্যায় ।

বিদ্যাবল্লী ।

- ১। ঈশাবাস্তুমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।  
তেন ত্যক্তেন ভুক্তীথা মা গৃধঃ কশ্যপশ্চিনম্ ॥  
কুৰ্ব্বন্তেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।  
এবং ত্বয়ি নান্যথেষোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

ঈশ ১।২।

‘জগত্যাং’ ব্রহ্মাণ্ডে ‘ইদং’ ‘যৎ কিঞ্চ’ ‘জগৎ’—গমনশীলমিত্যুপলক্ষণং—স্বাবরজগৎ তৎ ‘সৰ্ব্বং’  
‘ঈশা’ ঈশ্বরেণ ‘বাস্তুং’ আচ্ছাদনীয়ং—ত্বয়েতি শেষঃ । ‘তেন’ ঈশা ‘ত্যাক্তেন’ বিস্টেটেন বিবরেণ  
‘ভুক্তীথাঃ’ ভোগং নিৰ্ব্বহেথাঃ, ‘কশ্যপি’ কস্তাপি ‘ধনং’ ধনাদিকং ‘মা গৃধঃ’ না কাকীঃ । পক্ষান্তরে  
—মা গৃধঃ । কথং ? কস্তসিং ধনং ন কস্তাপীত্যঃ । তেন কারণেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেতি নৈকর্য্য-  
মার্গাবলম্বিনঃ, তেন ঈশা ত্যক্তেন বিস্টেটেনেতি যোগক্ষেমবহনবাদিনঃ ।

‘ইহ’ সংসারে ‘কৰ্ম্মাণি’ ‘কুৰ্ব্বন্’ এব ‘শতং’ ‘সমাঃ’ সংবৎসরান্ ‘জিজীবিষেৎ’ জীবিতুম্ ইচ্ছেৎ ।  
ইত্যেব বিধিঃ—‘করি’ ‘এবং’—‘ঈশাবাস্তুং’ ইত্যুক্তপ্রকারেণ—‘অস্তি’ বর্ততে, ‘ইতঃ’ উক্তপ্রকারেণ  
‘অন্তথা’ ন’ । কথং ? তদনুসরণেন ‘নরে’ মানবে ‘ন’ ‘কৰ্ম্ম’ কর্ণদোষঃ ‘লিপ্যতে’ ।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই স্বাবরজগৎ যাহা কিছু আছে, সকলই ( তোমা-  
কর্তৃক ) ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত । যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ-কর,  
কাহারও ধনে লোভ করিও না \* ।

এ সংসারে কৰ্ম্ম করিতে করিতে শতাব্দী জীবিত থাকিতে ইচ্ছা  
করিবে [ এ বিধি ] তোমাতে বিত্তমান, এ ভাব ছাড়া অন্য ভাবে নহে ।  
[ ইহাতে ] মনুষ্যে কৰ্ম্মলেপ হয় না ।

ভাব—শ্রীমন্তাযকার এই দুইটি প্রবচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেরূপ ব্যাখ্যা

\* পক্ষান্তরে—ভিন্নমিত [ কর্তৃক ভোক্তৃ-ভাতিমান ] ত্যাগ করিয়া [ বাহ্য কিছু ] ভোগ কর,  
কাহারও ধনে লোভ করিও না ।

পক্ষান্তরে—ভিন্নমিত ত্যাগ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণে যে কিছু অর্থ ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ  
করিও না ।

পক্ষান্তরে—লোভ করিও না, কাহারই বা ধন [ যে লোভ করিবে ] ।



এস্থলে গৃহীত হয় নাই। গৃহীত হয় নাই কেন, সর্বপ্রথমে তাহার কারণ উল্লেখ-করা প্রয়োজন। এই দুইটি প্রবচনে মধ্যম পুরুষের উল্লেখ অতি সুস্পষ্ট। সুতরাং এ দুইয়ের সর্বত্র মধ্যম পুরুষযোগে অর্থসমাধান সমুচিত। ‘সকলই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত’—এস্থলে আচ্ছাদন ব্যাপারের কর্তা—তুমি। এক্ষণে সকলই (তোমাকর্তৃক) ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত এইরূপ ব্যাখ্যা সমুচিত। ভাষ্যকার ‘আচ্ছাদনীয়’ এইমাত্র বলিয়া শেষ করিয়াছেন, কর্তার উল্লেখ করেন নাই। অপরে কৃতাপ্রত্যয়ের চিহ্ন একেবারে বিনুণ করিয়া দিয়া ‘আচ্ছাদিত’ এই অর্থ করিয়াছেন। ‘ভোগ কর’ এস্থলে ভাষ্যকার ‘পালন কর’ এই অর্থ করিয়াছেন। ঈদৃশ অর্থ ব্যাকরণদ্বয়, এ নিমিত্ত তাঁহার অস্ববর্তিগণ-কর্তৃকও উহা গৃহীত হয় নাই \*। আমরা একা তাঁহার অস্ববর্তী নই, সকল ভাষ্য-ও-ব্যাখ্যাকর্তৃগণের প্রতি আমাদের সমাদর। তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা প্রবচনসমূহের পূর্বা-পরসামঞ্জস্যসম্পাদন-করে আমরা সেইটি গ্রহণ-করি। এখানে আমরা সেই কারণেই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার সমুচিত সমাদর করিতে পারি নাই।

তৎপ্রদত্ত—এ অর্থটি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্তৃক গৃহীত। ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যানে শ্রীমদ্বলদেব এই অর্থেরই প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছেন। ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম-ধ্যায়ের দশম শ্লোক ঈশশব্দের স্থলে আত্মশব্দের প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী ‘তাক্ত’ শব্দের যেমন ‘দত্ত’ অর্থ করিয়াছেন তেমনই পক্ষান্তরে ‘তাগ’ অর্থ করিয়া এ তাগকে ঈশ্বরার্পণ ব্যাখ্যা-করিয়াছেন। ভগবৎগীতাকে আমরা বেদান্তের ভাষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে তাগ বা ঈশ্বরার্পণের প্রাধান্ত, সুতরাং ‘তৎপ্রদত্ত’ এ অর্থ আপাততঃ নিতান্ত সন্দেহ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঈদৃশ ব্যাখ্যানে গীতার বেদান্তভাষ্য অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা নবমা-ধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকটির ভাবার্থের অনুসরণ করিয়া এই অর্থকে প্রাধান্ত দিয়াছেন। গীতাতে এই দ্বাবিংশ শ্লোকটির এত আদর যে, এ সঙ্কে ভক্তগণমধ্যে অলৌকিক আধ্যাত্মিক পর্যান্ত প্রচলিত হইয়াছে। যাহা ভক্তের নাই ভগবান্ তাহা তাঁহাকে যোগান এবং যোগাইয়া আপনি উহার রক্ষা করেন, এ কথা যে অতি অসামান্য তাহাতে আর সংশয় কি? ভগবান্ যাহা যোগান তাহা ছাড়া ভক্ত আর কিছু চান না, ইহাতেই তো ভক্তের মাহাত্ম্য। যদি কেহ মনে করেন, বৈদান্তিক ঋষিগণের মনে তৎকালে এ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রতিভাত হইয়াছিল কি না তৎপক্ষে সংশয়, তবে তাঁহাদের এ কথা স্মরণে রাখা সমুচিত যে বৈদান্তিক ঋষিগণের পূর্বে বৈদিক ঋষিগণের মনে যখন এই

\* শ্রীমদ্রীলকঃ ভাষ্যকারের অনুগামী, অথচ তিনি ‘ভুক্তীধাঃ’—‘পালনধাঃ’ এরূপ অর্থ না করিয়া ভুক্তীধাঃ বিঘ্নান্ ভুক্ত্, —বিঘ্ন সকল ভোগ কর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ভক্তিমাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণীকৃত করিয়াছিল, তখন উহা পরবর্তী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের নিকটে অপরিচিত থাকিবে কি প্রকারে ?

[এ বিধি] তোমাতে এইভাবে বিদ্যমান, এ ভাব ছাড়া অল্প ভাবে নহে—এস্থলে ভাষ্য কেন অল্প টীকারও অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, ইহা দেখিয়া মনে হইতে পারে ঈদৃশ অভিনব অর্থ মূলশূন্য, অত্রথা এ অর্থ অপর কাহারও মনে প্রতিভাত হয় নাই কেন ? অধ্বয়মুখে ব্যাখ্যার আমরা পক্ষপাতী। আমরা যে অর্থ করিয়াছি অধ্বয়মুখে তাদৃশ অর্থ হয় বলিয়া আমরা এ আপত্তির প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিতাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সর্ব-সম্মানিত শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ঈদৃশ অর্থের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাকেই আমাদের ব্যাখ্যা-নের প্রমাণ বলিয়া আমরা উহার মূলশূন্যত্ব অপনীত করিতেছি \* ।

এই ভাবে—‘যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না’ এই ভাবে। পক্ষান্তরে—[কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমান] ত্যাগ করিয়া ভোগ কর’ এই ভাবে। পক্ষান্তরে—‘ত্যাগ অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণে যে কিছু অর্থ ভোগ কর’ এই ভাবে।

কৰ্ম্মলেপ হয় না—আমি কৰ্ত্তা আমি ভোক্তা এইরূপ অভিমান মানুষকে অন্ধ করিয়া ফেলে ; নিয়ন্তার অধীন থাকিয়া তাহার নির্দেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে, ভোগ করিতে হইবে, ইহা সে ভুলিয়া যায়। এই বিন্দুটি ভোগ-ও-ক্রিয়াসম্বন্ধে সর্ববিধ পাপের উৎপত্তির হেতু। ঈদৃশ অবস্থায় কার্য্য তাহার চিন্তাশুদ্ধির হেতু হয় না তাহার বন্ধনের কারণ হয়। কৰ্ম্ম করিতে গিয়া আমি কৰ্ত্তা আমি ভোক্তা এই যে অভিমান উপস্থিত হয়, তাহাকেই কৰ্ম্মলেপ বলে।

২। অন্তদেবাভ্যঃ সম্ভবাদন্যদাজুরসম্ভবাৎ ।

ইতি শুশ্রুম দীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

সম্ভূতিকং বিনাশকং যস্তদেদোভয়ং সহ ।

বিনাশেন মৃত্যুং তীৰ্ণ্যাসম্ভূত্যা মৃতমশ্নুতে ॥

ঈশ ১৩। ১১ ।

‘সম্ভবাৎ’ ঐশ্বর্য্যবিশেষাৎ ‘ঐশ্ব’ এবং ‘অসম্ভবাৎ’ প্রকৃতেঃ ‘অন্ত’ কলম্ ‘স্বাহঃ’ ‘ইতি’ ‘বে’ ‘নঃ’ অম্যভ্যঃ ‘তৎ’ বিচচক্ষিরে’ ব্যাখ্যাতবস্তঃ তেবাং ‘দীরাণাং’ ‘শুশ্রুম’ ঋ তবস্তঃ বরম্ ।

‘সম্ভূতিম্’ অসম্ভূতিম্—অকারলোপশ্চান্দসঃ—প্রকৃতিং বিনাশং নশ্বরম্ ঐশ্বর্য্যং চ ‘তৎ’ উভয়ং ‘সহ’ একত্র ‘বঃ’ ‘বেদ’ স ‘বিনাশেন’ ঐশ্বর্য্যেণ ‘মৃত্যুং তীৰ্ণ্য’ ‘অসম্ভূত্যা’ প্রকৃত্যা। ‘অমৃতম্’ ‘অশ্নুতে’ প্রাপ্নোতি ।

\* এবং—কৰ্ম্মাণাপি যজ্ঞাদীনী কৰ্ত্তৃত্বাভিমানং ত্যক্তা কৰ্কষতন্তব কৰ্ম্মলেপোন ভবিষ্যতি। এত-  
দ্যতিরেক্ষণ তবোপাসনাস্তরঞ্চ নাস্তীত্যগ্নিমহত্রেণ প্রদর্শ্যতে—কৰ্কষেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতঃ  
সমা। এবং স্বয়ং নাস্তথোতোহস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ।

পণ্ডিতেরা ঐশ্বর্য্য হইতে এক প্রকার, প্রকৃতি হইতে অন্য প্রকার ফল হয় বলেন, এ কথা আমরা (যাহারা সেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করিয়াছেন) সেই ধীরগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি ।

প্রকৃতি এবং ঐশ্বর্য্য এ উভয়কে যিনি একষোষণে জানেন, তিনি ঐশ্বর্য্যযোগে মৃত্যু অতিক্রম-করিয়া প্রকৃতিযোগে অমৃতলাভ করেন ।

তাব—“যাহারা অবিষ্কার উপাসনা করে তাহারা অন্ধতম অর্থাৎ দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে” (১১—৪) ইত্যাদি প্রবচনে বৈদিক কৰ্ম ও প্রকৃতিপূজার ফল অজ্ঞানতা এবং দেবারাধনা ও ঐশ্বর্য্যবিশেষে অনুরক্তির ফল তদপেক্ষা অধিক অজ্ঞানতা এই কথা কথিত হইয়াছে । কৰ্ম ও দেবারাধনার অসৎ ফল কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, তাহা “বিষ্ণু এবং অবিষ্ণু এ উভয়কে যে ব্যক্তি একষোণে জানে” (১১০) এই প্রবচনে উক্ত হইয়াছে । “যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা দর্শনপ্রতিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা ঐশ্বর্য্যে রত তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়” (১১৪) এতদুক্ত প্রকৃতিপূজা ও ঐশ্বর্য্যানুরক্তির অসৎ ফল কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে তাহার উপায় বিধাবলীতে উক্ত হইবে বলিয়া প্রথম বলীতে উক্ত হয় নাই । এখন সেইটি এখানে প্রদর্শিত হইতেছে ।

অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লয় ; প্রকৃতি যে ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন, এ কথা একেবারে বিস্মৃত হয় । এই বিস্মৃতিবশতঃ ঈশ্বর সহ অভিন্না প্রকৃতি যে নিম্নত তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ তাঁহার সচ্চিদানন্দমনস্ব অভিব্যক্ত করিতেছেন তাহাও তাহারা ভুলিয়া যায় । “হে স্বৰ্গ্য, তুমি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ । সত্যই আমার একমাত্র ধৰ্ম্ম । আমার দর্শনের নিমিত্ত সেই সত্যকে তুমি অনাচ্ছাদিত কর” (২১) ইত্যাদি শ্রুতির সহায়তায় আবরণোন্মোচনপূৰ্ব্বক ভগবচ্ছক্তি প্রকৃতি ও ভগবান্ এ উভয়ের মধ্যে ভেদ অপসারিত করিয়া দিলে, প্রকৃতি আর অজ্ঞানতায় বদ্ধ করিবার কারণ থাকেন না, তিনিই অমৃতলাভের হেতু হন । ঐশ্বর্য্যসম্বন্ধেও সেই একই কথা । ঐশ্বর্য্য যখন ভগবদৈশ্বর্য্য বলিয়া প্রতীত হয় তখন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে লোকে যে পাপবাসনা অনুসৃত করিয়া লয় তাহা আর থাকিতে পারে না ।

৩। অখাধ্যাত্মম্ যদেতদাচ্ছতীৰ চ মনোহনেন চেততুপ-  
স্মরতাভীক্ষুং সঙ্কল্পঃ ।

তচ্ছ তত্বনং নাম তত্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য় এতদেবং বেদান্তি  
হৈনং সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংবাহুস্তি ।

উপনিষদং ভো জহীতুক্তা ত উপনিষদব্রাহ্মীং বাচং ত  
উপনিষদমক্রমেতি ।

তস্মৈ তপো দমঃ কৰ্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গাণি সত্যমায়-  
তনম্ ।

যো বা এতামেবং বেদাপহত্যা পাপ্‌মানমনন্তে স্বর্গে লোকে  
ক্ষ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি । তল ৪ । ৫ । ৯ ।

‘অথ’ অনন্তরম্ ‘অধ্যাত্মং’ পরায়বিষয়ম্ । ‘যঃ’ যস্মাৎ ‘মনঃ’ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘গচ্ছতি ইব’ প্রাপ্নোতি  
ইব বিধরীকরোতি ইব চ ‘সঙ্কল্পঃ’—এব সংকল্পঃ সাধকন্তেতি শেষঃ । তৎ তস্মাৎ ‘অনেন’ মনসা  
‘এতৎ’ এক ‘অভীক্ষা’ পুনঃ পুনঃ ‘উপস্মরতি’ ‘চ’ ।

‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘হ’ ‘তৎমনঃ’ তস্ত প্রাণিজাতস্ত বনং বননীং ভজনীং ‘নাম’ প্রথাতম্ । স্মতরাং  
‘তৎমনঃ ইতি’ নাম ‘উপাসিতবাম্’ । ‘স যঃ’ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘এবং’—প্রাণিজাতস্ত ভজনীমিতি একা;  
যোগ—‘বেদ’ জানাতি, ‘সৰ্ব্বাঙ্গি ভূতানি’ ‘হ’ ‘এনং’ সাধকম্ ‘অভিসংবাহতি’ ।

‘উপনিষদং ভো জহী ইতি’ শিষ্যোপোক্তম্ । আচার্য্যঃ—ময়া ‘তে’ তুভ্যম্ ‘উপনিষৎ’ উক্তা । ব্রাহ্মীং  
ব্রহ্মসম্পর্কীয়াং ‘বাচম্’ ‘উপনিষদং’ রহস্তং ‘তে’ তুভ্যম্ ‘অক্রম’ উক্তবস্তং ‘অঃ’ ইতি ।

‘তপঃ’—কর্মেত্ৰিয়মনসাং সমাধানম্, ‘দমঃ’ উপশমঃ, ‘কৰ্ম্ম’—ঈশাবাস্তম্ ‘ইত্যুক্তপ্রকারেণাস্থগীয়াং’  
মানম্—‘ইতি’ ‘তস্মৈ’ উপনিষদে ‘প্রতিষ্ঠা’ পাদরূপা স্থিতিহেতুঃ তৈঃ সা প্রতিতিষ্ঠতীতি ভাবঃ ।  
‘বেদাঃ সৰ্ব্বাঙ্গাণি’ শিরস্বাদীনী অন্তান্তাঙ্গাণি, ‘সত্যম্’ ‘আয়তনম্’ আশ্রয়ঃ শ্রেষ্ঠত্ববশাৎ ।

‘যঃ বৈ’ ‘এতাম্’ উপনিষদম্ ‘এনং’ সৰ্ব্বান্তর্ভাবকত্বেন ‘বেদ’ জানাতি, স ‘পাপ্‌মানম্’  
‘অপহত্যা’ বিমূঃ ‘জ্যে’ জ্যায়সি ‘অনন্তে স্বর্গে লোকে’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’ নিত্যকালং নিবসতি । বিরভাস  
আদ্যার্থঃ ।

অনন্তর অধ্যাত্ম । মন যেন এই ব্রহ্মকে পায়, যেহেতুক এই সংকল্প ;  
তাই [ সাধক ] মনের দ্বারা ইহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেন ।

তাহাদের ভজনীয়া [ এই তাঁহার ] নাম, [ স্মতরাং ] তাহাদের ভজ-  
নীয়া [ এই নাম ] উপাসনা করিতে হইবে । যিনি ব্রহ্মকে এইরূপ  
জানেন, তাঁহাকে সকল ভূত অভিলাষ করে । [ অহো আগায় ] উপ-  
নিষৎ বলুন, এই বলাতে [ আচার্য্য বলিলেন ] তোমায় উপনিষৎ বলা  
হইয়াছে । উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাক্য, আগি তাহা তোমায় বলিয়াছি ।

তপ, দম, ও কৰ্ম্ম, তাঁহার [ উপনিষদের ] প্রতিষ্ঠা ; বেদসকল  
তাঁহার সৰ্ব্বাঙ্গ, সত্য তাঁহার আশ্রয় ।

যিনি ইহাকে এইরূপ জানেন, তিনি পাপ বিনাশ-করিয়া সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ  
অনন্ত স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হন প্রতিষ্ঠিত হন ।

তাব—অধ্যাত্ম—পরমাত্মবিষয়ক । পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপে সাধকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় ; এজন্ত তিনি ব্রহ্মস্বরূপে কৃতসঙ্কল্প ।

তাহাদের ভজনীয়—মূলে ‘তবন’ শব্দ । বনশব্দে ভজনীয়, তৎ-শব্দে প্রাণিগণের—প্রাণিগণের ভজনীয় । সাধনকালে সাধক কেবল ‘ভজনীয়’ বা ‘আমার ভজনীয়’ এইরূপ পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে প্রাণিমাত্রের সহিত সাধকের বিশেষ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয় না, তাই প্রাণিমাত্রেরই তিনি ভজনীয়, পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে একথার আবর্তন করিলে সকল প্রাণীর সহিত তাঁহার প্রিয়তর সম্বন্ধ উপস্থিত হইবে, সকল বিদ্বেষ হিংসা নিবৃত্ত হইবে, এই উদ্দেশ্যে উপনিষৎ ঈদৃশ সাধন প্রবর্তিত করিয়াছেন ।

সকল ভূত তাঁহাকে অভিলাষ করে—কেবল যে ঈদৃশ সাধনে সকল প্রাণী তাঁহার প্রিয় হয় তাহা নহে, সকল প্রাণীর তিনি প্রিয় হন ।

তোমায় উপনিষৎ বলা হইয়াছে—“ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ এই—ব্রহ্ম বিহ্যৎপ্রকাশের জ্ঞায়, ব্রহ্ম নিমেষের জ্ঞায়” ( ২।৫ ) এইটি যে দেবগণের ব্রহ্মদর্শনসম্পর্কীয় আখ্যায়িকার দ্বারা পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে উহাই উপনিষৎ \* ।

উপনিষৎ ব্রাহ্মী বাক্ তাহা আমি তোমায় বলিয়াছি—“সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরূপে বহু শোভায় শোভাস্বিতা হৈমবতী উমাকে দেখিতে পাইলেন ( ১৭পূ )” এই উমা ব্রাহ্মী বাক্ ব্রহ্মবাণী উপনিষৎ, ইনি ব্রহ্মসম্পর্কে জ্ঞানবিস্তার করেন একথা পূর্বে কথিত হইয়াছে ।

তপ, দম ও কর্ম—তপ, দম ও কর্ম এই তিনটি উপনিষদের প্রতিষ্ঠা—পদ, যত্নপরি উপনিষৎ দাঁড়াইয়া আছেন, ইহার তিনটির কোন একটি না থাকিলে উপনিষৎ তত্পদ হন ।

সর্বাদ্র—তপ দম ও কর্ম যেমন তাঁহার পদ, বেদগুলি তেমনি তাঁহার শিরআদি অঙ্গাঙ্গ অঙ্গ । কোন একখানি বেদকে যদি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গভঙ্গ হয়, কেন না উপনিষৎ ঋগাদি সমুদায় বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়া তত্ত্ব-দঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছেন । উপনিষৎ সম্যাক্ প্রকারে বুঝিবার জন্ত নিখিল বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন ।

আশ্রয়—বেদের মূল সত্য, বেদান্তের মূল সত্য । এজন্তই ঋষিগণ বেদকে বেদান্তকে কয়েকখানি গ্রন্থে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই । সত্য অনন্ত তাই বেদ ও বেদান্ত অনন্ত ।

যিনি ইঁহাকে এইরূপ জানেন—বেদান্তের সঙ্গে তপ দম ও কর্ম, সমুদায় বেদ ও সমুদায় সত্য অভিন্নভাবে নিবদ্ধ এইটি জানিয়া যিনি সে সকলের অহুবর্তন করেন,

\* এটি ৭শনের অবস্থা, “ব্রহ্মই প্রাণ হন ব্রহ্মই ভেজ হন” ( ১১।৮ ) এইটি ব্রহ্মসংহার অবস্থা ।

তাহার সর্বপ্রকার পাপপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় ; অনন্তমতাকে আশ্রয় করাতে অনন্ত স্বর্গে স্থিতি হয় ।

৪ । পুরমেবাদশদ্বারমজ্জয়াবক্রচেতসঃ ।

অনুষ্ঠান ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥ এতদৈ তৎ । ৫। ১।

‘অজ্ঞত’ জন্মরহিতত্ব ‘অবক্রচেতসঃ’ অবক্রম্ অকুটিলং নির্ভোক্তরূপং চেতঃ চেতন্তঃ বস্ত তত্ত ‘একাদশদ্বারম্’—‘সপ্তদ্বারানি নাত্যা সহ অর্থাৎ জীবি দ্বিরসি একম্’—‘পুরং’ নগরং শারীরাখ্যম্ ‘অনুষ্ঠান’ তদধীনতয়া নিয়োজ্য ‘বিমুক্তঃ’ ইন্দ্রিয়বিকারশূন্যঃ সন্ ‘ন শোচতি’ ন দুঃখমুত্তবতি ‘বিমুচ্যতে’ ‘চ’ হ। ‘এতৎ বৈ’ ‘তৎ’ ব্রহ্ম ।

অজ্ঞ অবক্রচেতা [ জীবের ] একাদশদ্বারবিশিষ্ট পুরকে অধীনভাবে নিযুক্ত করত [ জী৷ ] ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য হইয়া শোকাভীত হয়েন বিমুক্ত হয়েন । ইনিই তিনি ।

ভাব—অজ—জীব জন্মরহিত দেহ জন্মবিশিষ্ট । অবক্রচেতা—অবক্র—নিত্য একরূপ, চেতঃ—চেতন্ত—জীব নির্ভোক্তরূপচেতন্তবিশিষ্ট, দেহ বিবিধ উপাদানবিশিষ্ট সূতরাং নিয়ত রূপান্তরতার অধীন । এই দেহের অধীন না হইয়া যিনি উহাকে আপনার বশে রাখেন এবং বশে রাখেন বলিয়া ইন্দ্রিয়বিকারের অতীত হন, তিনি আর দুঃখামুত্তব করেন না, সর্ববন্ধনবিমুক্ত হন । এ অবস্থায় জীব ব্রহ্মসংস্থ হইয়া অভিন্নস্বরূপতাবশতঃ—ইনিই ( জীবই ) তিনি ( ব্রহ্ম ) । \*

৫ । তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্ ।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যায়ৌ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অস্তীতি ক্রবৎতাংন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

অস্তীত্যোবোপলব্ধাস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।

অস্তীত্যোবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥

যদা সর্বের্ প্রমুচ্যন্তে কামা যেষশ্চ হৃদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নু তে ॥

\* জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপের একতা কোন্ সময়ে হয় ? যখন জীব আপনাকে অধীকার করিয়া ব্রহ্মকেই সর্বস্ব করেন । এইট ভক্তির পরাকাষ্ঠা তাই ঐক্যচেতন্তের সুখের “মুক্তি সেই” এই কথা শুনিতে পাওয়া যায় । একরূপ স্বরূপের একতা সত্যপ্রতিষ্ঠ, কেন না জীবের সত্বাদি ব্রহ্মের সত্বাদি-সাপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তাদি নাই ।

যদা সর্কে প্রভিন্যন্তে হৃদয়ন্ত্ৰেহ গ্রন্থয়ঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যেতাৎসদনুশাসনম্ ॥

কঠ ৬। ১১—১৫ ।

‘তাঃ’ ‘স্থিরাম্’ অচলাম্ ‘ইন্দ্রিয়ধারণাং’ বাহ্যন্তঃকরণসমাধানং ‘যোগম্’ ইতি ‘মন্ত্ৰন্তে’ যোগিনঃ । ‘তদা’ ধারণাকালে যোগী ‘অপ্রমত্তঃ’ প্রমাদশূন্তঃ ‘ভবতি’ । কথং তদেত্বাচ্ছব্দঃ ? ‘হি’ বস্তুং ‘যোগঃ’ ‘প্রভবাণ্যমো’—উৎপন্ন্যতে তিরোধ্যন্তে চ ।

সর্কাতীতঃ পরাত্মা ‘ন এব বাচা’ ‘ন মনসা’ ‘ন চক্ষুযা’ ‘প্রাপ্তুং’ শক্যঃ । ‘তৎ’ সর্কান্তর্ভাবকং ব্রহ্ম ‘অস্তি ইতি’ সর্কমানুভূতভূতর বিদ্যমানম্ ইতি ‘ব্রবতঃ’ বদতঃ ‘অন্তত্’ ‘কথম্’ ‘উপলভ্যতে’ উপলব্ধিবিশয়ং ভবেৎ ।

‘উভয়োঃ’ সর্কাতীতসর্কান্তর্ভাবকয়োঃ ‘ভাবঃ’ সত্তা ‘ভবত্যেতাবেন’ চিন্মাত্রতয়া ‘অস্তি ইতি এব’ ‘উপলব্ধ্যঃ’ । ‘অস্তি ইতি এব উপলব্ধ’ সাধকস্ত ‘তত্ত্বভাবঃ’ চিন্মাত্রতয়োগলব্ধিঃ ‘প্রসাদতি’ অস্তি-মুখীভবতি ।

‘অন্ত’ মর্ত্যস্ত ‘যে’ ‘কামাঃ’ ‘হৃদি’ শ্রিতাঃ ‘যদা’ তে ‘সর্কে’ ‘প্রমুচ্যন্তে’ বিশীর্ণ্যন্তে, ‘অথ’ তদা ‘মর্ত্যঃ’ ‘অমৃতঃ’ ‘ভবতি’ ‘অত্র’ ইহৈব ‘ব্রহ্ম’ ‘সমমৃতো’ প্রাপ্নোতি ।

‘যদা’ ‘ইহ’ ‘হৃদয়ন্ত’ ‘সর্কে’ ‘গ্রন্থয়ঃ’ ‘প্রভিন্যন্তে’ ভেদমুপবাশ্চি বিনশন্তি ‘অথ’ তদা ‘মর্ত্যঃ’ ‘অমৃতঃ’ ‘ভবতি’ । ‘এতাবৎ’ ‘অনুশাসনম্’ উপদেশঃ সর্কবেদান্তানাম্ ।

অচল ইন্দ্রিয়ধারণাকেই যোগীগণ যোগ মনে করিয়া থাকেন । সে সময়ে অপ্রমত্তভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে [ অন্ত্র সময়ে নহে ], কেন না যোগের উৎপত্তি ও তিরোধান আছে ।

তাহাকে বাক্য দ্বারা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই তিনি আছেন একথা যিনি বলেন, তাহার নিকট ছাড়া অন্ত্র তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ।

‘এই আছেন’ এই কথায় [ ব্রহ্মের সর্কাতীত এবং সর্কান্তর্ভাবক ] উভয় ভাবই চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধ করিতে হইবে । ‘এই আছেন’ বলিয়া যে ব্যক্তি উপলব্ধি-করে তাহার চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধি সহজ হইয়া আইসে ।

মানবহৃদয়ে যে সকল অভিলাষ আশ্রয় করিয়া আছে যৎকালে সে সকল নিলীন হইয়া পড়ে, মানব সেকালে অমৃত হয় এবং ইহ জীবনেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ।

ইহ জীবনেই যৎকালে হৃদয়ের গ্রন্থি সমূহ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে মানব অমৃত হয়, এতাবৎ [ সকল বেদান্তের ] উপদেশ ।

ভাব—যোগের প্রধান লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম। ইন্দ্রিয়গণকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিলে সংযম হয়, এবং তৎকালে প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা সকল সময়ে থাকে না, কেন না মনকে কিছু সকল সময়ে দৃঢ়রূপে ধারণ কষ্টসাধ্য রাখিতে পারা যায় না, অবসর পাইলেই সে বিষয়াস্তরে ধাবিত হয়। যদি যোগে প্রয়াস ও প্রযত্ন এইরূপে বিফল হইল তাহা হইলে তদনুষ্ঠানে কি প্রয়োজন এ কথা বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ের প্রতি যথেষ্টগতি থাকিলে সাধনেরই আরম্ভ হয় না। প্রথম প্রথম এই যথেষ্টগতি নিবারণজন্ত ইন্দ্রিয়ধারণার প্রয়োজন\*। ভগবৎসত্তাতে চিত্তস্থাপন হইতে প্রকৃত যোগের আরম্ভ হয়। সত্তাতে চিত্তস্থাপন করিতে গিয়া জ্ঞানস্বরূপ পরমদেবতার সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকার হইতে বিষয়াভিলাষ অন্তর্হিত হয়, ভগবদনুরাগ হৃদয়কে অধিকার করে। এইরূপে ভগবদধিকৃত হৃদয়ে “ব্রহ্মই প্রাণ হন, ব্রহ্মই তেজ হন” তাঁহারই প্রেরণায় সমগ্র জীবন নিয়মিত হয়, সাধকের আপনার বলিবার কিছু থাকে না।

৬। তদেতৎ সত্যম্,

মন্ত্রেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্যাপশ্রুত-

স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি ।

তান্যচরথ নিয়তং সত্যকামা

এষ বঃ পশ্চাঃ স্কৃতস্ত লোকে ॥

যদা লেলায়তে হৃচ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে ।

তদাদ্ভাভাগাবন্তুরেণোহুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্রদ্ধয়া হুতম্ ॥

মন্ত্ৰাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাস-

মচাতুৰ্মাস্ত্রমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতক্ৰ-

অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনাহুত-

মাসপ্তমাংস্তস্ত লোকান্ হিনস্তি ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ

স্রলোহিতা যা চ স্রধুত্রবর্ণা ।

স্ফূলিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥

\* জীবাস্তবল্লীতে ( ৭।৬ ) এ সম্বন্ধে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য ।



এতেষু ষষ্ঠরতে ভ্রাজমানেষু  
যথাকালং চাহুতয়েঃ হৃদাদায়ন্ ।  
তন্ময়ন্তোতাঃ সূর্যাস্তা রশ্ময়ো  
যত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥  
এহোহীতি তমাছতয়ঃ স্তবর্চসঃ  
সূর্যাস্তা রশ্মিতির্যজমানং বহন্তি ।  
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য  
এষ বঃ পুণ্যঃ স্কৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥

মু, ১(২)। ১—৬।

‘তৎ এতৎ সত্যম্’ ইত্যেতৎ অনন্তরোক্তাত্মাং ‘পরীক্ষা লোকান্ কর্কচিতান্’ ইত্যোক্তাত্মাং  
সম্বধ্যতে ।

‘মস্ত্রেষু’ ঋকু ‘কবরঃ’ বলিষ্ঠাবরঃ ‘বানি’ কর্ণাণি ‘অশস্তান্’ দৃষ্টবস্তাঃ ‘তানি’ ত্রেতারাম্ ‘গাহ’স্থাদৌ  
অগ্নিভয়ে ‘বহধা’ সন্ততানি প্রবৃত্তানি । ‘সত্যকামাঃ’ যথাকৃতকর্ণকলকামাঃ সন্তঃ ‘তানি’ কর্ণাণি  
‘নিয়তম্’ ‘অচরণ’ নির্বর্ত্তরণ । ‘স্কৃতস্ত’ বস্তুতত্ত ‘লোকে’ ‘এষ’ ‘বঃ’ ‘সুদাকং’ ‘পন্থাঃ’ ।

‘হব্যবাহনে’ অগ্নৌ ‘সমিদ্ধে’ প্রজ্বলিতে ‘বদা’ ‘হি’ ‘অর্চিঃ’ ‘লেলায়তে’ চলতি, ‘তদা’ ‘আজ্ঞা-  
ভাদৌ’ ‘আজ্ঞাভাপয়েঃ’ ‘অন্তরণে’ মধেঃ আবাণহানে ‘আহতীঃ’ ‘প্রতিপাদয়েৎ’ প্রক্ষিপেৎ, ‘হতং’  
হবনং ‘প্রক্ষরা’ জ্বাৎ ।

হবনস্য বিদ্যবহনত্বং দর্শয়তি—‘বদা’ অগ্নিহোত্রিণঃ ‘অগ্নিহোত্রম্’ ‘অদর্শং’ দর্শাখ্যেণ কর্ণণা বর্জিত-  
তম্, ‘অপৌর্ণমাসং’ পৌর্ণমাসকর্ণবর্জিতম্, ‘অচাতুর্দশ্যং’ চাতুর্দশকর্ণবর্জিতম্, ‘অনাগ্রয়ণং’ শর-  
দাশিষ্যতুসমুচিতকর্ণবর্জিতম্, ‘অভিষিষজ্জিতং চ’ ‘অহতম্’ অপ্রশস্তভাবেন হতং কালাচ্যাপেক্ষা,  
‘অবৈষদেবং’ বৈষদেবকর্ণবর্জিতম্, ‘অবিবিনা হতং’ ‘তদা’ তৎ ‘অগ্নিহোত্রম্’ ‘আসপ্তমান্’ সপ্তম-  
সহিতান্ ‘লোকান্’ ‘হিনতি’ ।

‘কালী’ ‘করালী চ’ ‘মনোজবা চ’ ‘হুলোহিতা’ ‘বা চ’ ‘সুভূজবর্ণা’ ‘কুলিঙ্গিনী’ ‘দেবী বিশ্বকচী চ’  
‘ইতি অগ্নেঃ’ ‘লেলায়মানাঃ’ ‘আহতিপ্রসনার্থাঃ’ সপ্ত জিহ্বাঃ ।

‘ভ্রাজমানেষু’ দীপ্যামানেষু ‘এতেষু’ জিহ্বাভেদেষু ‘বদা’ কালং ‘বঃ’ অগ্নিহোত্রং ‘চরতে’ ‘তং’  
যজমানম ‘আবদায়ন্’ আবদানাঃ এতাঃ ‘আহতয়ঃ’ ‘সুর্ধাস্য’ রশ্ময়ঃ ত্বা। ‘তৎ’ তত্র ‘নরন্তি’ ‘যত্র’  
‘দেবানাং’ ‘একং’ ‘পতিঃ’ ইন্দ্রঃ ‘অধিবাসঃ’—সর্কামুপরিবসতীতি অধিবাসঃ ।

‘স্তবর্চসঃ’ দীপ্তিমত্যাঃ ‘আহতয়ঃ’—‘এষ’ ‘বঃ’ ‘সুদাকং’ ‘স্কৃতঃ’ কর্ণকলরূপঃ ‘পুণ্যঃ’ ‘ব্রহ্মলোকঃ’  
‘এহি এহি ইতি’—প্রিয়াং ‘বাচম্’ অভিবদন্ত্যঃ ‘অর্চয়ন্ত্যঃ’—‘তং’ ‘যজমানং’ ‘সুর্ধাস্য’ রশ্মিভিঃ  
‘বহন্তি’ । ‘এবা হ বা অসাহিতিরমুনিং লোকে আজ্ঞা ভবতি । স বৈদেবংবিদম্মানোকাৎ প্রৈতি,  
অধৈনমেবাহতিরেতস্য পৃষ্ঠে সত্যাক্ষরতে, অহং বৈ ত ইহাচ্ছান্নীতি । তদ্ধাক্ষরতি তদাহাহতিনামা’  
( শ, প, ভা, ১১। ২। ২। ৬ ) ইতি ।

এইটি সেই সত্য । [ বশিষ্ঠাদি ] কবিগণ মন্ত্রসমূহে যে সকল কৰ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই সকল কৰ্ম অগ্নিত্রে বিবিধ প্রকারে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । সত্যকাম হইয়া সেই সকল কৰ্ম নিয়ত নির্বাহ কর । সুন্দর অনুষ্ঠানের যে লোক সেই লোকে তে'মাদের এই পথ ।

যখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে অগ্নিশিখা আলতি গ্রাসে ব্যগ্র হয় তখন আলতিপ্রদানস্থানে আলতি নিক্ষেপ করিবেক । হবনক্রিয়া শ্রদ্ধায় নিম্পন্ন হইবে ।

যে অগ্নিহোত্রীর অগ্নিহোত্র দর্শকৰ্মবজ্জিত, পৌর্ণমাসকৰ্মবজ্জিত, চাতুৰ্মাসকৰ্মবজ্জিত, শরদাদি ঋতুসমুচিতকার্যাবজ্জিত, অতিথিবজ্জিত, অপ্রাপ্তভাবে ত্ত, বৈশ্বদেবকৰ্মবজ্জিত, অবিধিপূৰ্কক ত্ত, সেই অগ্নিহোত্রীর [ অগ্নিহোত্র ] সপ্তম লোক যাবৎ উৎখাত করে ।

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূত্ৰবর্ণা, স্কুলিঙ্গনী, দেবী শিখরুচী, অগ্নির এই সাতটি আলতিগ্রাসব্যগ্রা জিহ্বা ।

দীপ্যমান এই সকল জিহ্বাপ্রদেশে যে ব্যক্তি যথাকালে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান করে, এই সকল আলতি সূর্য্যরশ্মি হইয়া সে ব্যক্তিকে সেই স্থানে লইয়া যায়, যেখানে দেবগণের একমাত্র পতি সর্বোপরি স্থিতি করেন ।

দীপ্তিমন্তী আলতিসকল—“এস এস, এই তোমাদের স্কৃত পবিত্র ব্রহ্মলোক” এইরূপ প্রিয়বাক্য বলিতে বলিতে আদর করিতে করিতে সূর্য্যের রশ্মিযোগে যজ্ঞমানকে বহন করিয়া লইয়া যায় ।

ভাব—“যে আঠারটি ব্যক্তিদ্বারা যজ্ঞ নিম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই হৈর্যাহীন স্ততরাং স্তত্বর অধীন” ইত্যাদি ( ১৭।৮।৯ ) প্রবচনে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের নিরুপদ্রব এবং এখানে ব্রহ্মবিত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নিমিত্ত কৰ্ম্মের বিয়বহুলত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । যজ্ঞের উদ্দেশ্য তত্পাদনে পরলোকে তত্ত্বলাভ । এই আলতি পরলোকে ইহার দেহ হয় । যিনি এই কথা জানিয়া ইহলোক হইতে যখন পরলোকে গমন করেন তখন আলতি ইহার পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া—এই তোমার শরীর আমি এখানে আছি—এই বলিয়া আহ্বান করে । আহ্বান-করে এই জগৎ ইহার নাম আলতি ।”

৭ । পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো

নির্বেদমায়াস্তুত্বকৃতঃ কৃতেন ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ  
 সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥  
 তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্  
 প্রশান্তচিত্তায় শমাধিতায় ।  
 যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং  
 প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥

মু, ১ (২) । ১২ । ১৩ ।

‘কর্মচিহ্নিতান্’ কর্মার্জিতান্ ‘লোকান্’ ‘পরীক্ষা’ তৎকণ্ঠস্বয়িদ্ধাদিকমবধারণা ‘ব্রাহ্মণঃ’ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ ‘নির্বেদনং’ বৈরাগ্যম্ ‘আয়াৎ’ প্রাপ্যুয়াৎ । কিমবধারণা স্তাবৈরাগ্যম্ ? ‘কুতেন’ কর্মণা ‘অকৃতঃ’ অমুৎপন্নঃ নিত্যঃ পদার্থঃ ‘ন স্তুতি’ । ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং’ তত্ত্ব নিত্যপদার্থস্য বিজ্ঞানার্থং ‘সমিৎপাণিঃ’ ‘শ্রোত্রিয়ম্’ অধ্যয়নক্র্তার্থসম্পন্নং ‘ব্রহ্মনিষ্ঠঃ’ ব্রহ্মবি নিষ্ঠা স্থিতিঃ অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্নঃ ‘গুরুম্’ এব ‘অভিগচ্ছেৎ’ উপনীদেৎ ।

‘সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়’ উপরতদর্পাদিদোষায় ‘শমাধিতায়’ বাহ্যেহ্মিরাগপনেন চ কৃত্তায় ‘উপসন্নায়’ উপগত্যায় ‘তস্মৈ’ শিষ্যায় ‘স বিদ্বান্’ গুরুঃ ‘যেন’ বিজ্ঞানেন ‘অক্ষরং’ ‘সত্যং’ ‘পুরুষং’ ‘বেদ’, ‘তাং’ ‘ব্রহ্মবিদ্যাম্’ ‘তদ্বতোঃ’ যথাবৎ ‘প্রোবাচ’ প্রোক্তবান্ ।

কর্মার্জিত লোক সকলের পরীক্ষা করিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু নির্বেদ প্রাপ্ত হইবেন । কৃত্ত দ্বারা অকৃত হয় না । সেই অকৃতের বিজ্ঞানার্থ তিনি সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমন করিবেন ।

সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত, সমাধিত, সমুপগত সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে সেই ব্রহ্মজ্ঞ [ গুরু ] যদ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন ।

ভাব—“স্বর্গোপরি পুণ্যানিকেতনে স্থানান্তর করিয়া তাহারাই এই পৃথিবীর অরূপ লোক অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবেশ করে” ( ১১২ ) এই প্রবচন কর্মার্জিত লোকের অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে । কর্ম্মেতে যে বিঘ্নের বাহুল্য, উহাতে যে প্রকৃত গতি অপরুদ্ধ হয়, ইহাও স্পষ্ট উল্লেখ-করিয়াছেন । কর্ম্মে প্রকৃত গতি কেন অপরুদ্ধ হয়, তাহার কারণ এস্থলে এই প্রদর্শিত হইয়াছে “কৃত্ত দ্বারা অকৃত হয় না ।” কৃত্ত—মহুঘোর প্রয়াসসাধ্য কর্ম্ম স্মরণ্য উহা উৎপাদ্য নিত্য নয় । যাহা উৎপাদ্য এবং অনিত্য তাহার দ্বারা অকৃত—ব্রহ্মেতে স্থিতিরূপ অমুৎপাদ্য নিত্য পদার্থ হয় না । অক্ষর সত্য পুরুষ স্বয়ং অকৃত, নিত্য, তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ এক হইলে জীবও অক্ষর ও সত্য হয় । তাঁহাকে জানিতে হইলে অন্তর্বাছ ইন্দ্రిয়গণের

প্রশান্তি সৰ্বাগ্রে প্রয়োজন। সম্যক প্রশান্তচিত্ত—বাহার দর্পাদি দোষের উপশ্রম  
হইয়াছে। শব্দাহিত—বাহার বাহ্যিকের উপশ্রম হইয়াছে।

৮। ধনুর্গৃহীতৌপনিষদং মহাত্তং

শরং হু পাসানিশিতং সক্ষীয়ীত ।

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা

লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥

প্রণবো ধনুঃ শরোভ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবৎ তন্ময়া ভবেৎ ॥

মু, ২ (২)। ৩৭৪।

‘উপনিষদং’ উপনিষৎসমুহঃ ‘ধনুঃ’ ‘গৃহীত’ ‘উপাসানিশিতং’ উপাসনা ধ্যানধারণাদিনা নিশিতং  
তীক্ষ্ণকৃতং ‘মহাত্তং শরং’ ‘হি’ ‘সক্ষীয়ীত’—কর্ষণি এরোগ আর্থঃ—সম্বীত। ‘তদ্ভাবগতেন’ তস্মিন্  
ব্রহ্মণি ভাবঃ অতিনিবেশঃ তদন্তেন ‘চেতসা’ ‘আয়ম্য’ ধনুঃ আকৃষ্য হে ‘সোম্য’ ‘ভৎ এব’ ‘অক্ষরং’  
ব্রহ্ম ‘লক্ষ্যং’ ‘বিদ্ধি’ তিদ্ধি।

‘প্রণবঃ’ শুদ্ধারঃ ‘ধনুঃ’ ‘আত্মা’ ‘হি’ ‘শরঃ’ ‘তল্লক্ষ্যং’ তত্ত শরত লক্ষ্যং ‘ব্রহ্ম’। ‘ভৎ’ লক্ষ্যং  
‘অপ্রমত্তেন’ ‘বেদব্যং’। ‘শরবৎ তন্ময়াঃ ভবেৎ’ তস্মিন্ ময়াঃ ভবেৎ।

উপনিষৎসমুহে ধনুঃ গ্রহণ-করিয়া উপাসনা দ্বারা নিশিত মহাশর  
সম্বান-করিলেক। সেই ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাভিনিবিষ্টচিত্তে, হে  
সোম্য, সেই অক্ষর ( ব্রহ্ম ) লক্ষ্যকে বিদ্ধ কর।

প্রণব ধনুঃ, আত্মা শর, ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য উক্ত হইয়া থাকেন। অপ্রমত্ত  
ভাবে [ সেই লক্ষ্য ] বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন তেমনি তন্ময়  
হইতে হইবে।

ভাব—যোগের উপচয়ে যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণকে অবতরকরা যায়, সেই সময়ে অপ্র-  
মত্ততা উপস্থিত হয়, কিন্তু অগ্ৰ সময়ে সে অপ্রমত্ততা আর থাকে না, সুতরাং উপায়-  
সমুহ যোগকে উপনিষৎ আগ্নাপায়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসম্বন্ধে নিরন্তর  
চিত্তস্থাপন করিতে করিতে ব্রহ্মদাক্ষ্যংকার দৃঢ়তালাভ করে। তখন আর চিত্ত  
তাঁহাকে ছাড়িয়া অগ্ৰত বিচরণ করে না। তৎকালে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন, এবং  
ব্রহ্মেতে নিঃশব্দ ভাবে উহার স্থিতি হয়, পঞ্চম প্রবচনসমষ্টিতে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার  
এই ভাব। সেস্থলে ব্রহ্মসম্বন্ধে চিত্তস্থাপন সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে  
তৎসম্বন্ধে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে তাহাই কথিত হইতেছে। বিশেষ বক্তব্যটি বলিতে  
গিয়া প্রথমে উপনিষৎসমুহে ধনুঃ, তদন্তর ঐ এই প্রণবকে ধনুঃ বলাতে এই বুঝাইতেছে

যে এক ওঙ্কারের মধ্যে সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বিষ্ট রহিয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঙ্কারের যে ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই সকলে দেখিবেন, এক ওঙ্কারেতে কি প্রকারে উপনিষদের সমগ্র প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। ওঙ্কার-মধ্যে সকলের সন্নিবেশ বিশ্লেষণ বিনা কখন হৃদয়গোচর হয় না, একজন্ত উপাসনায় সেই বিশ্লেষণ ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। এই উপাসনা দ্বারা শর নিশিত হয়। এ শর কি ? আত্মা। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এ তিন অবস্থার মধ্যে পরাভ্রা আপনাকে জীবন্ত্যার সন্নিধানে যে যে ভাবে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করেন, সেই গুলিকে উপাসনার বিশ্লেষণ ক্রিয়াতে আত্মার সম্মুখীন করিলে আত্মা তদ্বারা নিশিত অর্থাৎ ভাবোদ্দীপ্ত হয়। উপাসনা দ্বারা এইরূপে উদ্দীপ্ত হৃদয় হইলে ও এই একটি অক্ষর উচ্চারণ করিবামাত্র আত্মার মধ্যে সমস্ত ভাব জাগিয়া উঠে। শর যেমন লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্যেতে মগ্ন হইয়া যায় আর উহার বাহিরে থাকে না, আত্মাও তেমনি ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতে মগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় কোন প্রকার বিঘ্ন আর তাহাকে নিপীড়িত করিতে পারে না, ইচ্ছিয়সংঘমে যে প্রকার সংঘাতবিরিদ্ধ কালে বিকারের সম্ভাবনা থাকে, উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

৯। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ রূপেতে তেন লভ্য-

স্তশৈশ্রয আত্মা রূপেতে তনুত্মসাম্ ॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো

ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যালিস্রাং ।

এতৈরূপায়ৈর্যততে যন্তু বিদ্বাং-

স্তশৈশ্রয আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

সম্প্রাপ্তৈপানম্বযয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ

কৃতাত্মানে। বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ ।

তে সৰ্ব্বগং সৰ্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা

যুক্তাত্মানঃ সৰ্ব্বমেবাবিশন্তি ॥

বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থাঃ

সম্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসম্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে

পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সৰ্ব্বৈঃ ॥ মু, ৩ (২) । ৩—৬ ।

‘অয়ম্ আত্মা’ ‘বলহীনেন’ আত্মনিষ্ঠাভবিতবীৰ্য্যহীনেন ‘ন’ ‘লভ্যঃ’ ‘ন চ’ ‘প্রমাদাৎ’ অনান্দবিষয়া-  
মুদ্রাগজনিতমোহাৎ, ‘অলিনাৎ’ অশান্তীয়াৎ ‘তপসঃ’ ন লভ্যঃ । ‘এতৈঃ’—বল-বিষয়বাসনাভ্যাগ-  
শান্তীরতপোক্রাণৈঃ—‘উপারৈঃ’ ‘যঃ তু’ ‘বিদ্বান্’ ‘বভূভে’ ‘ভক্ত এষ আত্মা’ ‘ব্রহ্মধাম’ ব্রহ্ম এষ ধাম  
ভৎ ‘বিশতে’—‘এবোহস্ত পরমো’ ‘লোকঃ’ ইতি শ্রোতৃত্তারাৎ ।

‘বয়সঃ’ দর্শনবস্ত্তঃ ‘এবং’ পরামৃত্যুনাং ‘সংপ্রাপা’ ‘জ্ঞানতৃপ্তাঃ’ তত্ত্বজ্ঞানেন তৃপ্তাঃ ‘কৃতাত্মানঃ’  
নিষ্পন্নস্বরূপাঃ পরমাত্মস্বরূপেণ স্বরূপবস্ত্তঃ স্তুরাঃ ‘বীতরাগাঃ’ বিসতরাগাদিদোষাঃ ‘প্রশান্তাঃ’ উপরতে-  
স্তিরাঃ ‘ভবন্তি’ । ‘তে’ ‘মুক্তাত্মানঃ’ নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ ‘ধীরাঃ’ বিবেকিনঃ ‘সৰ্ব্বভঃ’ ‘সৰ্ব্বগঃ’  
ভৎ ‘প্রাপা’ ‘সৰ্ব্বম্’ অখণ্ডাভিতঃ পূৰ্ণম্, এষ ‘আবিশন্তি’ ।

‘বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ’ বেদান্তসিদ্ধসাক্ষাজ্ঞানেন সুনিশ্চিতঃ অর্থঃ প্রতিপাদ্যবিষয়ঃ ব্রহ্ম  
বৈঃ তে, ‘সন্ন্যাসযোগেণাৎ’ সৰ্ব্বসমর্পণলক্ষণযোগাৎ ‘শুদ্ধসত্তাঃ’ শুদ্ধান্তঃকরণাঃ ‘তে’ ‘সৰ্ব্বৈঃ’ ‘বভূভঃ’  
যত্নশীলাঃ ‘পরামৃতাঃ’ পরম্, অমৃতং যেহাং তে ব্রহ্মভূতাঃ সত্তাঃ ‘পরাস্তকালে’ দেহপরিভ্যাগকালে  
‘ব্রহ্মলোকেষু’ ব্রহ্মণি বিদ্যমানেষু লোকেষু—‘সাধকানাং বহুভাৎ ব্রহ্মৈব লোকে ব্রহ্মলোক একোহ-  
প্যনেকবদ্ব্যুত্রেতে প্রাপ্যতে চ । অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষু ব্রহ্মণ্যভ্যর্থঃ’ ইতি ভাষ্যকারঃ—  
‘পরিমুচ্যন্তি’ পরিমুচ্যন্তে সমস্তাং যুক্তাঃ ভবন্তি ।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা, সেবা দ্বারা, বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরাত্মাকে লাভ-  
করিতে পারা যায় না । ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ-করেন, তিনিই ইঁহাকে  
লাভ-করেন, তাঁহার নম্নিধানে এই পরাত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ-  
করেন ।

এই পরাত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না । প্রমাদ বা  
অশান্ত্রী তপস্তাতেও [ তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ] । যে জানী ব্যক্তি  
এই সকল উপায়ে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ-করে ।

ঋষিগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ এবং  
প্রশান্ত হয়েন । নিত্যসমাহিত সেই ধীরগণ সকল দিক্ হইতে স্বর্গগত  
পরাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ।

বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সুনিশ্চিত হইয়াছে,  
সন্ন্যাস-যোগে যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, সেই সকল যত্নশীল সাধক-  
গণ ব্রহ্মভূত হইয়া দেহ পরিভ্যাগকালে [ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশমান ]  
ব্রহ্মলোকসমূহ [ প্রাপ্ত হইয়া ] সৰ্ব্বধা মুক্ত হয়েন ।

ভাব—বেদাধ্যয়ন, সেবা বা বহু শ্রবণ দ্বারা পরাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, একথা

সত্য । কেন না ভগবান্ যদি রূপা করিয়া বুদ্ধিকে আলোকিত না করেন তাহা হইলে ঐ সকল গুণেরই কারণ হয়, তৎপ্রাপ্তির কারণ হয় না । কি করিলে বুদ্ধিতে আলোক অবতরণ করে, ইহা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন । স্বর্ধ্যালোকের শ্রাব্য ভগবদ্রূপের সর্বতো-  
বিসারী হইয়া স্থিতি করিতেছে, কিন্তু গৃহের দ্বার যদি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহাতে যেমন স্বর্ধ্যালোকের প্রবেশ হয় না, তেমনি রাগাদি দোষ দ্বারা বাহ্য চিত্ত-  
দৌৰ্দ্ধল্য এবং প্রযত্নহীনতা উপস্থিত, অত্ৰ দিকে যে বিষয়মুগ্ধ এবং অশাস্ত্রীয় তপস্তানিরত, তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়দ্বার অবরুদ্ধ, সেখানে ভগবদ্যালোক প্রবিষ্ট হইবে কি প্রকারে ?  
তাহার অহুগ্ৰহীত লোকের পরাশ্রয়দর্শন ঘটে তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু সেই আলোকের প্রবেশে অবসর দেওয়া প্রয়োজন । আলোক প্রবেশের অবসরস্থানের উপায় কি ? এই সকল উপায়ে—কোন্ সকল উপায়ে ? বলহীনতার বিপরীত—বল, প্রমাদের বিপরীত—বিষয়বাসনা ত্যাগ, অশাস্ত্রীয় তপস্তার বিপরীত—নিকাম তপ । এই সকল উপায়ে কি হয় ? ব্রহ্মধামে প্রবেশ হয় তৎপ্রবেশের বাধা অপনীত হয় । লাম—আলোক, লাম—নিলয় । ব্রহ্মই আলোক, ব্রহ্মই নিলয় ।

ইহাকে ঋষিগণ পাইয়া—জ্ঞানতৃপ্ত—পরমাত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, বাসনাস্তরবিবর্তিত ।  
রুতাত্মা—নিপন্নস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপে স্বরূপকান্ । বীতরাগ—বিগতরাগাদিদোষ ।  
প্রশান্ত—উপরতেজস্বী ।

বেদান্তবিজ্ঞান—বেদান্ত ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রদর্শন-করে । ঋষিগণ অপ-  
রোক্ষজ্ঞানে তাঁহার স্বরূপাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাই নিবন্ধ করিয়াছেন, এজন্ত বেদান্ত-  
বিজ্ঞান । বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম । বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে কখন তৎসম্বন্ধে  
অনিশ্চিত জ্ঞান জন্মায় না । ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে বেদান্ত সহায় হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে  
অনিশ্চিত জ্ঞান অর্পণ-করে । সন্ন্যাসযোগে—প্রথম প্রবচনসমষ্টিতে বেরূপ উক্ত হই-  
য়াছে, সেইরূপে কর্মসমর্পণ ও ভগবদ্রূপে । ব্রহ্মলোকসমূহ—ভাষ্যকার বলেন,  
ব্রহ্মলোক এক হইলেও সাধকগণের বহুবিশেষতঃ বহুরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । কারণ  
বহু সাধকের নিকটে এক হইয়াও উহা বহুরূপে দৃষ্ট ও লব্ধ হয় । তাহার এ উক্তি সত্য ;  
কেন না ব্রহ্ম এক তাহাতে কোন সংশয় নাই, অথচ ভিন্ন ভিন্ন সাধকগণ তাঁহাদের  
প্রতিপত্তি অস্বাভাবিক ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন ।

: ০ । তদেতদৃচাভ্যাস্তম্ ।

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ

স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধায়ন্তঃ ।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত

শিরোব্রতং বিধিবদ্যন্ত চীর্ণম্ ॥

তদেতং সত্যম্মিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতেহদীতে ।

নমঃ পরমশ্রমিত্যোঃ নমঃ পরমশ্রমিত্যোঃ ॥

মু. ৩ (২) । ১০ । ১১ ।

‘৩৭ এতৎ’ ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ ‘বচা’ ‘অভ্যাজম্’—‘কিরাবন্তঃ’ যথোক্তকর্ণাভ্যুতানরতাঃ  
‘শ্রোত্রিয়াঃ’ বেদজ্ঞাঃ ‘ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ’ পরব্রহ্মবৃত্তসবঃ ‘স্বয়ম্’ ‘একর্ষিঃ’ তৎসংজ্ঞকাগ্নিঃ ‘প্রজ্ঞরতঃ’ শ্রদ্ধা-  
ধানাঃ সগঃ ‘জুহতে’ জুহতি, যৈঃ ‘তু’ ‘বিধিবৎ’ ‘শিরোরতঃ’ ‘চীর্ণম্’ অদৃষ্টিতং ‘ভেষজম্’ এব ‘এতৎ’  
ব্রহ্মবিদ্যায় ‘বদেত’ ।

‘তৎ এতৎ সত্যম্’ অক্ষরগণব্রহ্মবিজ্ঞানরূপম্ ‘বচঃ’ অঙ্গিরাঃ ‘পুরা’ পূর্বম্ ‘উবাচ’ শৌনকার ।  
‘ন এতৎ’ বিজ্ঞানম্ ‘অচীর্ণব্রতঃ’ অনদৃষ্টিতশিরোরতঃ ‘অধীতে’ । ‘পরমব্রহ্মিত্যোঃ’—‘ব্রহ্মত্যাঃ’ পরম্পরা-  
ক্রমেণ ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায় । ভেদ্যঃ—‘নমঃ’ । ‘ব্রহ্মচরনমত্যন্তাদবাসম্’ ।

এই ঋকৃষ্টিতে ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানের বিধান উক্ত হইয়াছে । ক্রিয়াবান্  
শ্রোত্রিয় ( বেদজ্ঞ ) ব্রহ্মনিষ্ঠগণ স্বয়ং একর্ষিসংজ্ঞক অগ্নিতে শ্রদ্ধাবান্  
হইয়া হবন করেন । যাহারা যথানিধি শিরোরত অনুষ্ঠান করে তাহা-  
দিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে ।

ভাব—শিরোরত—মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত ।

১১ । সহ নো যশঃ । সহ নো ব্রহ্মবর্চসম্ । অথাতঃ সৎ-  
হিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্তামঃ । পঞ্চস্বধিকরণেযু । অধিলোক-  
মধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্ ।—

অথাধিলোকম্ । পৃথিবী পূর্বরূপম্ । দ্যৌরুত্তররূপম্ । আকাশঃ  
সন্ধিঃ । বায়ুঃ সন্ধানম্ । ইত্যধিলোকম্ । ১ ।

অথাধিজ্যোতিষম্ । অগ্নিঃ পূর্বরূপম্ । আদিত্য উত্তররূপম্ ।  
আপঃ সন্ধিঃ । বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্ । ইত্যধিজ্যোতিষম্ । ২ ।

অথাধিবিদ্যম্ । আচার্যাঃ পূর্বরূপম্ । অন্তেবাস্ম্যন্তররূপম্ ।  
বিদ্যা সন্ধিঃ । প্রবচনং সন্ধানম্ । ইত্যধিবিদ্যম্ । ৩ ।

অথাধিপ্রজম্ । মাতা পূর্বরূপম্ । পিতোত্তররূপম্ । প্রজা  
সন্ধিঃ । প্রজননত্বে সন্ধানম্ । ইত্যধিপ্রজম্ । ৪ ।

অথাধ্যাত্মম্ । অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্ । উত্তরা হনুরুত্তররূপম্ ।  
বাক্ সন্ধিঃ । জিহ্বা সন্ধানম্ । ইত্যধ্যাত্মম্ । ৫ ।



ইতীমা মহাসংহিতাঃ । য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা  
বেদ, সন্ধীয়তে প্রজ্ঞয়া পশুভিব্রহ্মবর্চসেনানাদ্যেন স্তবর্গেণ লো-  
কেন । অনু ।

যশ্চন্দ্রমায়মভো বিশ্বরূপঃ ১ ছন্দোভ্যোহধ্যাতাং সংবভূব । স  
মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু । অমৃতম্ দেবধারণোভূয়াসম্ । শরীরং  
মে বিচর্ষণম্ । জিহ্বা মে মধুমত্তমা । কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রবম্ ।  
ব্রহ্মণঃ কোশোহসি মেধয়া পিহিতঃ । শ্রুতং মে গোপায় । আব-  
হন্তী বিতম্বানা । কুর্ক্সাণা চীরমাত্মনঃ । বাসাংসি মম গাবশ্চ ।  
অন্নপানে চ সর্করদা । ততো মে শ্রিয়মাবহ । লোমশাং পশুভিঃ  
সহ স্বাহা । আ মাযন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । বি মা যন্ত ব্রহ্মচারিণঃ  
স্বাহা । প্র মাযন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । দমাযন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ।  
শমাযন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা । যশোজনেহমানি স্বাহা । শ্রেয়ান্  
বস্ত্রসোহমানি স্বাহা । তং স্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা । স মা ভগ  
প্রবিশ স্বাহা । তস্মিন্ তং সহস্রশাথে । নি ভগাহং ত্বয়ি যুজ্জে  
স্বাহা । যথাপঃ প্রবতা যন্তি । যথা মাংস অহর্জরম্ । এবং ঞ  
ব্রহ্মচারিণঃ । ধাতরায়ান্ত সর্করতঃ স্বাহা । প্রতিবেশোহসি প্র মা  
ভাহি প্র মা পদ্যস্ব । ৪ অনু ।

ভূভুবঃ স্তবরতি বা এতান্তিস্রো ব্যাহতয়ঃ । তাসামু হ স্মৈতাং  
চতুর্থীম্ । মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে । মহ ইতি । তদ্ব্রহ্ম । স  
আত্মা । অস্মান্মা দেবতাঃ । ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ । ভুব-  
ইত্যন্তরিক্ষম্ । ভুব ইত্যর্নৌ লোকঃ । মহ ইত্যাদিত্যঃ । আদি-  
তোন বাব সর্কর লোকা মহীয়ন্তে । ভূরিতি বা অগ্নিঃ । ভুব ইতি  
বায়ুঃ । ভুবরিত্যাদিত্যঃ । মহ ইতি চন্দ্রমাঃ । চন্দ্রমসা বাব  
সর্করাণি জ্যোতীশ্চি মহীয়ন্তে । ভূরিতি বা স্বর্গঃ । ভুব ইতি  
সামানি । স্তবরতি যজুশ্চি । মহ ইতি ব্রহ্ম । ব্রহ্মণা বাব  
সর্কর বেদা মহীয়ন্তে । ভূরিতি বৈ প্রাণঃ । ভুবইত্যপানঃ ।

সুবরিত্তি ব্যানঃ । মহ ইত্যন্নম্ । অমেন বাব সর্কে প্রাণা মহী-  
য়ন্তে । তা বা এতাস্ততশ্চতুর্ধা । চতশ্চতশ্চো ব্যাহতয়ঃ ।  
তা যো বেদ । স বেদ ব্রহ্ম । সর্কেহস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি ।

৫ অনু ।

স য এবোহন্তুহৃদয় আকাশঃ । তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ ।  
অমৃতো হিরণ্যময়ঃ । অন্তবেণ তালুকে । য এব স্তন ইবাবলম্বতে ।  
সেন্দ্রযোনিঃ । যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে । বাপোহু শীর্ষ-  
কপালে । ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি । ভুব ইতি বায়ৌ । সুব-  
রিত্যাদিত্যে । মহ ইতি ব্রহ্মণি । আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ । আপ্নোতি  
মনস্পতিম্ । বাক্পতিশ্চক্ষুস্পতিঃ শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ ।

৬ অনু ।

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোহবাস্তরদিশঃ । অগ্নির্বায়ুরাদিত্য-  
শ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি । আপ ওষধয়ঃ বনস্পত্যয়ঃ । আকাশ আত্মা  
ইত্যধিভূতম্, অথাধ্যাত্মম্ । প্রাণোহপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ ।  
চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ । চক্ষু মাৎসংস্রাবাস্থি মজ্জা । এত-  
দপিবিশায় স্মৃশ্বরবোচং । পাণ্ডক্তং বা ইদং সর্কম্ । পাণ্ডক্তে-  
নৈব পাণ্ডক্তংস্পৃণোতীতি । ৭ অনু । তৈ ১ । ৩—৭ ।

‘বশঃ’ সংহিতাচ্যাপনিবৎপরিজ্ঞাননিমিত্তং ‘বৎ’ তৎ ‘নৌ’ আবরোঃ শিষ্যাচার্য্যারোঃ ‘সূহ’ একত্র  
অন্ত । ‘ব্রহ্মসং’ তন্নিমিত্তং ব্রহ্মতেজঃ ‘নৌ’ আবরোঃ ‘সূহ’ একত্র অন্ত । ‘অথ’ অন্তরং  
‘সংহিতায়াঃ উপনিষদঃ’ সংহিতাবিষয়ঃ দর্শনং ‘পঞ্চম অধিকরণম্’ জ্ঞানবিষয়েষু ‘বাধ্যাত্মমঃ’ ।  
কানি তানি ? ‘অধিলোকম্’ লোকেষু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিলোকম্, ‘অধিজ্যোতিষম্’ জ্যোতিষসু  
অধি যৎ দর্শনং তদধিজ্যোতিষম্ ; ‘অধিবিজ্ঞম্’ বিজ্ঞানসু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিবিজ্ঞম্ ; ‘অধিপ্রজম্’  
প্রজ্ঞাসু অধি যৎ দর্শনং তৎ অধিপ্রজম্ ; ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মনি অধি যৎ দর্শনং তৎ অধ্যাত্মম্, ‘তাঃ’  
এতাঃ পঞ্চমহাসংহিতাঃ লোকাধিমহাবস্তুবিষয়কাঃ সংহিতাবিষয়বাক্য মহতাস্ত তাঃ সংহিতাস্ত ‘মহা-  
সংহিতাঃ’ ইতি ‘আচক্ষতে’ কথয়ন্তি বেদবিদঃ ।

‘অথ’—দর্শনক্রমবিবক্ষার্গঃ সর্বত্র—‘অধিলোকঃ’ লোকবিষয়কঃ দর্শনম্ । তদবধা—‘পৃথিবী পূর্ষ-  
রূপঃ’—পূর্ষোবর্ণঃ পূর্ষরূপম্, সংহিতায়াঃ পূর্ষে বর্ণে পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্তব্যঃ ; ‘দ্যৌঃ উত্তররূপম্’—  
উত্তরো বর্ণঃ উত্তররূপম্, তস্মিন্ স্বর্গলোকদৃষ্টিঃ কর্তব্যঃ ; ‘আকাশঃ’ অন্তরীকলোকঃ ‘সন্ধিঃ’ পূর্ষোত্তর-

বর্ণরোমব্যাদেশঃ তসাত্তরীকলোককৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যঃ । 'বায়ুঃ সন্ধানম্'—সন্ধীরতেহনেনেতি সন্ধানং পূৰ্বোত্তরবর্ণোঃ যেন সন্ধীরতে তৎ । 'ইতি অধিবিক্রম' ।

'অথ অধিবিক্রম' । 'আগ্নিঃ পূৰ্বরূপম্' পূৰ্ববর্ণঃ, 'আদিতাঃ উত্তররূপাঃ' উত্তরবর্ণঃ, 'আপঃ সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ, 'বৈজ্যাতঃ' বিজ্যাতপ্রকাশঃ 'সন্ধানম্' 'ইতি অধিবিক্রম' । ২ ।

'অথ অধিবিক্রম' । 'আচাৰ্য্যঃ পূৰ্বরূপম্'—পূৰ্ববর্ণঃ ; 'অন্তেবাসী' শিষ্যঃ 'উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ ; 'বিজ্ঞা সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ ; 'প্রবচনম্' উচ্চারণঃ 'সন্ধানম্' । 'ইতি অধিবিক্রম' ।

'অথ অধিবিক্রম' । 'মাতা পূৰ্বরূপম্' পূৰ্ববর্ণঃ, 'পিতা উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ ; 'প্রজা সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ ; 'প্রজননম্' উৎপাদনং 'সন্ধানম্' । 'ইতি অধিবিক্রম' ।

'অথ অধ্যাত্ম' । 'অধরা হৃদঃ পূৰ্বরূপঃ' পূৰ্ববর্ণঃ, 'উত্তরা হৃদঃ উত্তররূপম্' উত্তরবর্ণঃ 'বাক্ সন্ধিঃ' মধ্যদেশঃ 'হৃদঃ সন্ধানম্' । 'ইতি অধ্যাত্ম' ।

'ইতি ইমাঃ পঞ্চ মহাসংহিতাঃ' । 'যঃ' 'এবং' প্রোক্তাসুরূপাঃ 'ব্যাখ্যাভাঃ' 'এতাঃ মহাসংহিতাঃ' 'দেব' 'জানতি' মননবিষয়ং করোতি, স 'প্রজয়া পশুতিঃ ব্রহ্মবৰ্চ্চসেন' 'অন্নাত্মেন' ব্রীহিবাতিতিঃ 'সুবর্ণেন লোকেন' 'সন্ধীরতে' বুজ্যতে । ৩ অমু ।

'যঃ' 'হৃদস্যং' বেদানাম্ 'অবতঃ' শ্রেষ্ঠঃ 'বিশ্বরূপঃ'—"ওমিতোয়ংকরমিদং সৰ্বম্" ইতি—সৰ্বরূপাঃ 'হৃদোভাঃ' বেদোভাঃ উদ্ভূতত্বাৎ সারিষ্ঠাৎ 'অমৃতত্বং' 'অধিসংবভূব' উৎপন্নবান্ 'স' 'ইজ্ঞঃ' জাগরিত-স্থানাদিষ্ঠাতা ঐবধাপূর্ণঃ 'মা' মাং 'মেধয়া' প্রজয়া—'ধারণশক্তিযুক্তা'—'স্পৃগোতৃ' গালরত্নে সমর্থং করোতু । হে 'দেব' 'অমৃতত্বং' 'অমৃতত্বহেতুত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং' 'ধারণঃ' 'ধারণিতা' 'ভূয়াসং' ভগ্নম্ । 'শরীরঃ' 'মে' মম 'বিচৰ্চণঃ' বিতরণযোগাৎ কর্ণকমম্ ভূয়াৎ । 'জিহ্বা' 'মে' মম 'মধুমত্তমা' ভূয়াৎ । 'কৰ্ণাভ্যাং' 'ভূরি' বহু 'বিশ্রবম্'—লেট্—শ্রোতা ভূয়াসম্ । 'মেধয়া' যুক্তা 'পিহিতঃ' আচ্ছন্নঃ অবিহিতঃ স্বং 'ব্রহ্মণঃ' 'কোশঃ' পিণ্ডানম্ 'অসি' ত্রি নিগূঢ়ং ব্রহ্ম উপলভাতে ইতি ভাবঃ । 'ঋতং' অথগুপ্তকৰ্ম্মজ্ঞানাদিকং 'মে' মম 'গোপায়' রক্ষ । ইমে প্রার্থনামত্ৰ । অপার্থাঃ । হোমসম্রাট্—'আজ্ঞানঃ' 'মম' 'বাসাংসি' 'গাং' চ 'অন্নপানে চ' 'সৰ্বদা' 'অতীরং'—দীর্ঘজ্ঞানসঃ—শীঘ্রম্ 'আবহতী' আনয়তী 'বিতদানী' বিস্তারয়তী 'কুর্কীণা' নিরুত্তরয়তী শ্রীঃ বতঃ, 'ততঃ' তত্ৰাৎ হে দেব, 'লোমশাং' বহুলোমযুক্তাম্ অজাভাদিরূপাং জিহ্বাং 'মে' মম সমীপে 'পশুতিঃ' অজাব্যাদ্যতিরিক্তরৈঃ 'সহ' 'আবহ' আনয় । 'বাহা'—ইদং হবিত্তে দদে । 'একচারিণঃ' শিকারিণঃ 'মা' মাম্ 'আরত্' আগচ্ছত । 'বাহা' । 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'মা' 'বিরত' মতঃ সা বিযুক্তাঃ ভবন্ত । 'বাহা' । 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'মা' মাং 'প্ররত' প্রাপ্নুন্ত । 'বাহা' । 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'মম' মমম্ 'আরত্' আপ্নুবন্তি । 'বাহা' । 'জনে' জনসমূহে 'বশঃ' বশযী 'অসানি' ভবানি । 'বাহা' । 'বত্তসঃ' বসীরসঃ নিরতিশয়েন বহুমতঃ অহং 'জ্ঞেয়ান্' প্রশস্ততরঃ 'অসানি' ভবানি । 'বাহা' । হে 'ভগ' ভগ্ননীর, 'ভং' ব্রহ্মকোশভূতঃ 'দ্বাং' দ্বাম্ 'প্রবিশানি' ত্বয়া একত্বম্ অহম্ আপ্রবানি । 'বাহা' । হে 'ভগ', 'স' স্বং 'মা' মাম্ 'প্রবিশ' ময়া একত্বম্ আপ্নুহি । 'বাহা' । হে 'ভগ', 'তন্মিন্' 'সহস্র শাখা' বহুভেদে 'দ্বি' 'অহং' নিম্নজেন্ নিতরং শোধয়ামি আজ্ঞানম্ । 'বখা' 'আপঃ' 'প্রবতা' প্রবণবতা নিম্নবতা দেশেন 'বক্তি' গচ্ছন্তি 'বখা' 'মাসাঃ' 'ঐহিক্' সংবৎসরং 'বক্তি', 'এবং' হে 'ধাতঃ' সৰ্বত্ৰ বিধাতঃ 'ব্রহ্মচারিণঃ' 'সৰ্বতঃ' সৰ্বদগ্গত্যাঃ 'মা' মাম্ 'আরত্' আগচ্ছত । 'বাহা' । স্বং 'প্রতিবেশঃ' পৃথগ্নিহিতপ্রণয়নর-স্থানম্ 'অসি', স্বং 'মা' মাং 'প্রতাহি' জ্ঞানেন দীপ্তিমন্তং কুরু, স্বং 'মা' মাং 'প্রণম্য' আনুসং-কুরু । ৪ অমু ।

‘ভূঃ ভুবঃ স্ববঃ ইতি’ এতঃ তিস্রঃ ব্যাহতয়ঃ ‘বৈ’—অর্থান্তে । ‘তামান্’ ব্যাহতীনান্, ‘উ’  
এব ‘মহঃ ইতি’ এতঃ চতুর্থীঃ ব্যাহতিং ‘মহাচমসস্তাপত্যঃ’ হি, কিল ‘এবেদয়তে’ ‘ম’  
বিধিতবান্ । ‘ভূঃ’ মহঃ ‘ব্রহ্ম’ ‘স’ আত্মা ‘অন্তাঃ’ ব্যাহতয়ঃ ‘বেবতাঃ’—বেবতাইত্যাগলক্ষণং, লোকা  
দেবা বেদাঃ প্রাণাঃ—‘অঙ্গানি’ । ‘ভূঃ ইতি বৈ অয়ং লোকঃ; ‘ভুবঃ ইতি অন্তরিকম্’ ‘স্ববঃ ইতি  
অসৌ লোকঃ’ ‘শলো’ লোকঃ—এতে অবয়বভূতাঃ । ‘মহঃ ইতি আদিভাঃ’—বাহ্যত্যাগ্না, ‘আদিতোম’  
বাহ্যত্যাগ্ননা ‘বাব’ পুন্ঃ ‘সর্গে’ লোকঃ’ ব্যাহতিশব্দগণাঃ ‘মহীয়ন্তে’ বর্জন্তে । ‘ভূঃ ইতি বৈ আগ্নিঃ’  
‘ভুবঃ ইতি বায়ুঃ’ ‘স্ববঃ ইতি আদিভাঃ’—অবয়বভূতাঃ ‘মহঃ ইতি চন্দ্রমাঃ’ ব্যাহত্যাগ্না, ‘চন্দ্রমা’  
বাহ্যত্যাগ্ননা ‘বাব’ ‘সর্গাণি জ্যোতীর্বাণি’ ব্যাহতিশব্দগণাণি ‘মহীয়ন্তে’ । ‘ভূঃ ইতি বৈ ঋচঃ’ ‘ভুবঃ  
ইতি সামানি’ ‘স্ববঃ ইতি বজ্রং’ ‘মহঃ ইতি ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্মণা বাব’ সর্গে বেদাঃ মহীয়ন্তে’ । ‘ভূঃ ইতি  
বৈ প্রাণঃ’ ‘ভুবঃ ইতি অপানঃ’ ‘স্ববঃ ইতি ব্যানঃ’ ‘মহঃ ইতি অন্নম্’ ‘অন্নেন বাব সর্গে প্রাণাঃ  
মহীয়ন্তে’ । ‘তাঃ’ এতঃ ‘বৈ’ ‘চতস্রঃ’ ‘বাহতয়ঃ’ ‘চতস্রঃ সত্যঃ’ ‘চতুর্থী’ । ‘বঃ’ ‘তাঃ’ প্রোক্ত-  
শব্দগণাঃ ব্যাহতীঃ ‘বেদ’ ‘স’ ‘ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ । ‘অন্নৈ’ জনায় ‘সর্গে’ দেবাঃ ‘বলিন্’ ‘আবহতি’  
আনয়ন্তি । ৫ অক্ষু ।

‘স বঃ’ এষ অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ ‘তন্মিন্’ ‘অয়ং’ ‘মনোময়ঃ’ ‘অমৃতঃ’ অমরগন্ধা ‘হিরণ্যঃ’  
জ্যোতির্ময়ঃ ‘পুরুষঃ’ ‘অতি’ । ‘তালুক’ ‘অন্তরেণ’ তালুকরোঃ মধ্যে ‘স্তনঃ ইব’ ‘বঃ’ এব’ মাংসখণ্ডঃ  
‘অবলম্বতে’ লম্বমানঃ সন্ বর্ত্ততে ‘সু’ ইন্দ্রবোনিঃ’ ইন্দ্রজ্ঞ জাগরিততানাদিষ্টাতুঃ আত্মনঃ ‘বোনিঃ’  
শব্দগণাভূতবপ্রদেশঃ । ‘বজ্র’ ‘অসৌ’ ‘কেশান্তঃ’ কেশানাম্ অন্তঃ মূলং ‘বিবর্ত্ততে’ বিভাগেন বর্ত্ততে,  
তত্র সোহয়ং মনোময়ঃ ‘শীর্ষকপালে’ শিরসঃ কপালে শিরোহস্থিগণ্ডে ‘বাপোহু’ বিভল্য—বেন মার্গেণ  
প্রবিশেঃ ( ৮।৭ [৩৭২পূ] ) তেন নিহুত্যা ‘ভূঃ ইতি অগ্নৌ’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’ অগ্ন্যাগ্ননা তলোকং ব্যাপোতি  
‘ভুবঃ ইতি বায়ৌ’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’, ‘স্ববঃ ইতি আদিতৌ’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’, ‘মহঃ ইতি ব্রহ্মণি’ ‘প্রতিতিষ্ঠতি’ ।  
ততঃ ব্রহ্মভূতঃ সন্ ‘বারাজ্যম্’ অলভুতানাং দেবানাম্ আধিপত্যম্, ‘আপ্পোতি’, ‘মনস্পতিঃ’ মনসাং  
পতিঃ, হিরণ্যগর্ভম্ ‘আপ্পোতি’ ততঃ ভবতি স বাক্পতিঃ বাচাং পতিঃ ‘চক্ষুস্পতিঃ’ চক্ষুশাং পতিঃ  
‘শ্রোত্রপতিঃ’ শ্রোত্রাণাং পতিঃ, ‘বিজ্ঞানপতিঃ’ বিজ্ঞানানাং পতিঃ । তবতি তদনন্তরং ব্রহ্মণা  
শব্দপৈক্যক ( ৬।৩ ) । ৬ অক্ষু ।

‘পৃথিবী অন্তরিক্ষং দৌঃ দিশঃ অবান্তরদিশঃ’ ইতি পঞ্চ লোকাঃ; ‘অগ্নিঃ’ বায়ুঃ আদিভাঃ চন্দ্রমাঃ  
নক্ষত্রানি ইতি পঞ্চদেবতাঃ; ‘আপঃ’ ওষধয়ঃ বনস্পত্যঃ আকাশঃ ‘আত্মা’ বিরাট্, ইতি পঞ্চ  
ভৌতিকাঃ; ‘ইতি অধিতৃতঃ’ পঞ্চভিঃ নিম্পরং পাংস্তম্ । ‘অথ অধ্যাত্মম্’ পাংস্তম্—‘প্রাণঃ’ অপানঃ  
ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ’ ইতি পঞ্চ বায়বঃ; ‘চক্ষুঃ’ শ্রোত্রঃ মনঃ বাক্ স্বক্’ ইতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানিঃ; ‘চর্ম  
মাংসঃ’ ‘বায়ুঃ’ অস্থি মজ্জা’ ইতি পঞ্চ ষাতবঃ । ‘এতৎ’ পঞ্চভিঃ নিম্পরং পাংস্তম্ ‘অধিবিধায়’  
পরিকল্প্য ‘অধিঃ’ কশিৎ বেদব্রহ্ম । ‘অবেদৎ’—‘পাংস্তং বৈ ইদং সর্বম্’ । ‘পাংস্তেন এব’ আধ্যা-  
ত্মিকেন ‘পাংস্তং’ বাহ্যং ভূতরূপং ‘আপ্পোতি’ গালয়তি একান্ততয়া উপলভ্যতে ইতি । ৭ অক্ষু ।

আমাদের উভয়ের ( আচার্য্যশিষ্যের ) একত্র যশ হউক । আমাদের  
উভয়ের একত্র ব্রহ্মতেজ হউক । অনন্তর এতন্নিমিত্তই সংহিতাষটিত  
উপনিষৎ পাঁচটি অধিকরণে ব্যাখ্যা করিতেছি । ১ লোকবিষয়ক ।  
২ জ্যোতিবিষয়ক । ৩ বিদ্যাবিষয়ক । ৪ প্রজ্ঞাবিষয়ক । ৫ আত্ম-

বিষয়ক । সেই পাঁচটিকে ( বেদবিদ্যা ) মহাসংহিতা বলিয়া থাকেন ।

অনন্তর লোকবিষয়ক—পৃথিবী পূর্বরূপ, দ্যুলোক উত্তররূপ, আকাশ সন্ধি, বায়ু সন্ধান । এইটি লোকবিষয়ক ।

অনন্তর জ্যোতির্বিষয়ক—অগ্নি পূর্বরূপ, আদিত্য উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি, বিদ্যাংপ্রকাশ সন্ধান । এইটি জ্যোতির্বিষয়ক ।

অনন্তর বিদ্যাবিষয়ক—আচার্য্য পূর্বরূপ, শিষ্য উত্তররূপ, বিদ্যা সন্ধি, প্রবচন সন্ধান । এইটি বিদ্যাবিষয়ক ।

অনন্তর প্রজাবিষয়ক—মাতা পূর্বরূপ, পিতা উত্তররূপ, প্রজা সন্ধি, প্রজনন সন্ধান । এইটি প্রজাবিষয়ক ।

অনন্তর আত্মবিষয়ক—নিম্ন হনু পূর্বরূপ, উর্দ্ধস্থ হনু উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি, জিহ্বা সন্ধান । এইটি আত্মবিষয়ক ।

এইগুলি মহাসংহিতা । এইরূপে ব্যাখ্যাত এই মহাসংহিতাগুলি যিনি জানেন তিনি প্রজা পশু, ব্রহ্মভেজ, ত্রীহিষবাদি এবং স্বর্গলোক সহ যুক্ত হন । ৩ ।

বেদসমূহের ভিতরে যিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বরূপ, বেদসমূহ হইতে [উন্নত], অমৃত হইতে যিনি উৎপন্ন, সেই ইন্দ্র আগায় মেধাযোগে পালন করুন । হে দেব, আমি যেন অমৃতের ধারয়িতা হই । আমার শরীর যেন কার্য্যক্ষম হয়, আমার রসনা যেন মধুমত্তম হয়, কর্ণ যেন বহু শ্রবণ করে । তুমি বুদ্ধিদ্বারা আচ্ছন্ন ব্রহ্মকোশ । আগার শাস্ত্রজ্ঞান রক্ষা কর । [যেহেতুক ত্রী] আমার আপনার বাসসমূহ, গোসমূহ এবং অন্নপান, সর্বদা অচিরে আনয়ন করে, বিস্তার করে, এবং সম্পাদন করে, তজ্জন্ত অন্যান্য পশু সহকারে [অজাদি] লোমশ সম্পাদ [হে দেব] আমার নিকটে আনয়ন কর । স্বাহা \* । ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন । স্বাহা । ব্রহ্মচারিগণ আগা হইতে বিযুক্ত না হউন । স্বাহা । ব্রহ্মচারিগণ আগায় প্রাপ্ত হউন । স্বাহা । ব্রহ্মচারিগণ দম লাভ করুন । স্বাহা । ব্রহ্মচারিগণ শম লাভ-করুন । স্বাহা । জনসমাজ

\* এই হবি তোমার অর্পণ করি, এই অর্থে স্বাহা শব্দ ব্যবহৃত হয় ।

মধ্যে যশস্বী হই। স্বাহা। ধনিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হই। স্বাহা। ভজ-  
নীয়, সেই (ব্রহ্মকোশভূত) তোমাতে আমি প্রবেশ করি। স্বাহা।  
হে ভজনীয়, সেই [ব্রহ্মকোশভূত] তুমি আমাতে প্রবেশ কর। স্বাহা।  
হে ভজনীয়, তুমি সহস্রশাখ, তোমাতে [প্রবিষ্ট হইয়া] আমি আমাকে  
শোধন-করি। স্বাহা। জল যেমন নিম্নদেশে যায়, মাসগুলি যেমন  
বৎসরকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ হে ধাতঃ, সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ  
আসিয়া আমায় প্রাপ্ত হউন। স্বাহা। তুমি আমার গৃহসন্নিহিত শ্রমা-  
পনয়ন স্থান হও, তুমি আমায় আশ্রয় কর। ৪।

ভূ ভুব সুব এই তিনটি ব্যাহতি প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে মহ এই চতুর্থ  
ব্যাহতি পূর্বকালে মহাচমনের অপত্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই  
মহ ব্রহ্ম, তিনি আত্মা, অন্তাত্ম [ব্যাহতিগুলি] দেবাদি অঙ্গ। ভূ এইটি  
এলোক, ভুব এইটি অন্তরীক্ষ লোক, সুব এইটি ঐ লোক, মহ এইটি  
আদিত্য। আদিত্য দ্বারাই সৰ্বলোক বর্দ্ধিত হয়। ভূ এইটি অগ্নি,  
ভুব এইটি বায়ু, সুব এইটি আদিত্য, মহ এইটি চন্দ্রমা। চন্দ্রমা দ্বারাই  
সকল জ্যোতির্গণ বর্দ্ধিত হয়। ভূ এইটি ঋকসমূহ, ভুব এইটি সামসমূহ,  
সুব এইটি যজুঃসমূহ, মহ এইটি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম দ্বারাই সমুদায় বেদ বর্দ্ধিত হয়।  
ভূ এইটি প্রাণ, ভুব এইটি অপান, সুব এইটি ব্যান, মহ এইটি অন্ন।  
অন্ন দ্বারাই সমুদায় প্রাণ বর্দ্ধিত হয়। সেই এই চারিটি ব্যাহতি, চারি-  
চারিটি করিয়া চতুর্নিধি হয়। যিনি তাহাদিগকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকে  
জানেন। সকল দেবতা ইহাকে বলি অর্পণ করে। ৫।

এই যে সেই অন্তর্হৃদয়ে আকাশ, তাহাতে এই মনোময়, অমরগন্ধর্মা  
জ্যোতির্ময় পুরুষ বিদ্যমান। তালুদ্বয়ের মধ্যে স্তনের ন্যায় এই যে  
[মাংসখণ্ড] লম্বমান রহিয়াছে, এটি ইন্দ্রিয়োনি। যেখানে এই কেশ-  
গুলির মূল নিভক্ত হইয়া আছে, সেখানে শিরোস্থিখণ্ড বিভক্ত করিয়া  
[সেই পুরুষ] ভূ এই স্বরূপে অগ্নিতে, ভুব এই স্বরূপে বায়ুতে, সুব এই  
স্বরূপে আদিত্যে, মহ এই স্বরূপে ব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন।  
[এইরূপে ব্রহ্মভূত হইয়া] তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন, মনস্পতিকে  
(হিরণ্যগর্ভকে) প্রাপ্ত হন, বাক্পতি হন, চক্ষুস্পতি হন, শ্রোত্রপতি  
হন, বিজ্ঞানপতি হন। ৬।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবাস্তর দিক্‌সমূহ [ এই পাঁচটি ] ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রসমূহ [ এই পাঁচটি ] ; অপ্, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ, আত্মা [ এই পাঁচটি ] অধিভূত । অন্তর অধ্যাত্ম-প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান [ এই পাঁচটি ] ; চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্, শ্রব্ [ এই পাঁচটি ] ; চৰ্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা [ এই পাঁচটি ] এই পাঁচটি পাঁচটিতে পাণ্ডক্ত পরিকল্পনা করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন, এ সকলই পাণ্ডক্ত ; পাণ্ডক্ত দ্বারাই পাণ্ডক্ত পালিত হয় । ৭ ।

তাব—“স্বাবরজ্জন্ম বাহা কিছু আছে সকলই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদ্য” এই নিয়ম-টির এখন সৰ্ব্বত্র নিয়োগ হইবে । স্বাবরজ্জন্ম বলিতে আর সকলই আইসে, কিন্তু বর্ণ আইসে না । বর্ণগুলির সংশ্লেষে নামের উদয় হয়, সূতরাং উহার নামের দ্যোতক । নামের দ্যোতক বর্ণগুলিতে লোকাদি আরোপ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব, এজ্জন্মই বর্ণের সংশ্লেষরূপ স-হিতাকে [ সন্ধিকে ] প্রধান করিয়া তাহাতেই এখানে লোকাদির আরোপ হইয়াছে । বর্ণ শিক্ষাগ্রন্থের বিষয় । সেই শিক্ষা এস্থলে এইরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ;—

৩ শিক্ষাং ব্যাখ্যাত্মমঃ বর্ণঃ স্বরঃ । মাত্রা বঙ্গন্থ নাম সন্তানঃ । ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধারঃ ।

বর্ণ স্বরাদি । স্বর উদাত্তাদি, মাত্রা ব্রহ্মাদি । বল—প্রবহ, স্পৃষ্টাদি আভ্যন্তর প্রবহ, বিবারাদি বাহ প্রবহ । সাম সমতা—একশ্রুতিসংস্কর উদাত্তাদি স্বরের অবিভাগে উচ্চারণ । অতি দ্রুত অতি বিলম্বিত গীতি ইত্যাদি দোষরহিত এবং মাধুর্য্যাদিশুণ্ণযুক্ত করিয়া উচ্চারণ সাম—সায়ন । সন্তান—সংহিতা । এইরূপে শিক্ষা-ধায় বলিয়া তদনন্তর স-হিতাকেই উপনিষদের বিষয় করিয়া লওয়া হইয়াছে । প্রথমতই এখানে আচার্য্য ও শিষ্য যশ ও ব্রহ্মতেজ প্রার্থনা করিতেছেন । বিদ্যাবিস্তার যশ বিদ্যাবিস্তারের হেতু হইলেও উহার সহিত ব্রহ্মতেজ সম্পৃষ্ট না হইলে বিদ্যার ওজ্জ্বল্য এবং জীবনবিধায়কত্ব সামর্থ্য জন্মায় না, সূতরাং এক বিদ্যাবিস্তারের জন্ত যশ ও ব্রহ্মতেজ উভয়েরই প্রয়োজন । প্রাপ্তবিদ্যার বিস্তার যখন পরাভ্যার অভিপ্রেত, তখন যশ ও ব্রহ্মতেজ যে তন্নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর দিয়া থাকেন তাহাতে কোন সংশয় নাই, সূতরাং যশ ও ব্রহ্মতেজের প্রার্থনা এখানে দোষাবহ নহে, কেন না এ ছই ঈশ্বরদত্ত ।

সংহিতা ছই প্রকার, বর্ণসংশ্লেষ ও পদসংশ্লেষ । এখানে এ ছই প্রকার সংহিতাই গৃহীত হইয়াছে । দধি + অত্র = দধাত্র এস্থলে বর্ণসংশ্লেষ ‘ইষেষ্বোজ্জ’ এখানে ইষে পদের একার ত্বা পদের তকার এ ছইয়ের সন্নিবেশ দ্বিসন্ধি তকার সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে, এটি পদষটিত সংশ্লেষ । পূর্বরূপ—পূর্ববর্ণ, উত্তররূপ—উত্তরবর্ণ, সন্ধি—এ

উভয়ের মধ্যদেশ, সন্ধান—পূর্ব ও উত্তরবর্ণের যে মধ্যদেশ ছিল, তাহা বাহাতে জুড়িয়া বাক্স-সেইটি সন্ধান। যেমন দধি + অত্র, এ স্থলে ই—পূর্ববর্ণ, অ—উত্তরবর্ণ, ইকার ও অকার এ উভয়ের মধ্যস্থল—সন্ধি, এই মধ্যস্থল দখ্যত্র হইয়া বকারে এক হইয়া গিয়াছে এই বকার সন্ধান। পদঘটিত সংক্ষেপে ইবের একার পূর্ববর্ণ, দ্বার তকার উত্তরবর্ণ, এ উভয়ের মধ্যস্থল—সন্ধি। এই মধ্যস্থলে দ্বিসন্ধি তকার আসিয়া দুইটি পদকে একত্র জুড়িয়াছে সেই তটি সন্ধান। এই সংহিতায় পূর্ববর্ণে পৃথিবী, উত্তরবর্ণে দ্যলোক, মধ্যস্থলে আকাশ এবং সন্ধানে বায়ু আরোপিত করিয়া তত্তৎস্থলে ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত তত্তলোক মননের বিষয় করিতে হইবে। এটি গেল লোকঘটিত আরোপ ও উপাসনা। জ্যোতিরাদির আরোপে ও উপাসনাতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই মহাসংহিতাজ্ঞানের ফল—প্রজা, পশু ব্রহ্মতেজ, ব্রীহিষাদি ও স্বর্গ-লোকের সহিত যোগ অর্থাৎ সেই জ্ঞানে এইগুলি আসিয়া যোটে। উপনিষদে যেখানে এইরূপ ফলের উল্লেখ আছে, সেখানে সেই সেই ফলের প্রতি কামনাবশতঃ সে সকলের আগম উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত লোকাদি চিন্তনে যে ফল উদ্ভূত হয় সে ফলের দাতা স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরদত্ত ফলভোগে ঈশ্বর সহ যোগের বিচ্ছেদ হয় না।

বেদসমূহের ভিতরে যিনি শ্রেষ্ঠ—বিশ্বরূপ—“এই যে অক্ষর ( ঙ ) ইনিই অমৃত ইনিই অভয়, তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমৃত হইলেন অভয় হইলেন” ( ১০।১৫ ) এই ঋতিতে ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং “ঙ এই অক্ষরই সকল” ( ৭০পৃ ) এই ঋতিতে ইঁহার বিশ্বরূপত্ব সুস্পষ্ট। জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান এ তিনই যদি ওঙ্কারে ব্যাপ্ত, তবু এখানে জাগরিতস্থান গৃহীত হইয়াছে, কেন না আচার্য্য ও অন্তেবাসী লইয়া যে ব্যাপার তাহা জাগ্রদবস্থা-ঘটিত। বাহ্যজগতের স্রষ্টা বৈশ্বানর বা বিশ্বই ইন্দ্র ( ২২৩ )। বাহ্যজগতের স্রষ্টা যিনি তাঁহার পরিচয় লাভ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপরিচয় হয়, একত্র ইঁহাকে ব্রহ্মকোশ অর্থাৎ নিগূঢ় ব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

অমৃত—অমৃতত্বের হেতুভূত ব্রহ্মজ্ঞান।

এখানে প্রধান প্রার্থনা ব্রহ্মজ্ঞানধারণার উপযোগিতালাভ, এবং প্রাপ্তজ্ঞানের সংরক্ষণ। দেহকে কর্মক্ষম করিবার জন্তও এখানে প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানোপার্জন, জ্ঞানসংরক্ষণ জ্ঞানবিতরণ দেহের কর্মক্ষমতার উপরে নির্ভর করে, যদি ভোগের উদ্দেশ্য না হইয়া জ্ঞানোপার্জনাতির উদ্দেশ্যে দেহকে কর্মক্ষম করিবার জন্ত প্রার্থনা হয়, তাহা হইলে উহা ভগবদ্বিচ্ছাসঙ্গত, সুতরাং এ প্রার্থনা “ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত” এ বিধি অতিক্রম করে নাই। রসনাকে মধুমতম ও কর্ণদ্বয়কে বহুশ্রবণ-সমর্থ করিবার জন্ত প্রার্থনা যে বিধিসঙ্গত তাহাও নিঃসংশয়। এখানে যে হোমের মন্ত্রগুলি



আছে তন্মধ্যে অন্নপানাদির কামনাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসকলের কামনা আত্মভোগার্থ নহে, বহু ব্রহ্মচারী আগমনপ্রার্থী আচার্য্য তাঁহাদিগের পোষণার্থ দেব-সন্নিধানে ঈদৃশ কামনা করিয়াছেন। এইরূপ পরার্থ কামনা বেদান্তে অজ্ঞ দৃষ্ট হয়। সকল দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া আমার প্রাপ্ত হউন—এ প্রার্থনা বিধাতার নিকটে করা হইয়াছে। ব্রহ্মের অজ্ঞাত স্বরূপের মধ্যে বিধাতৃষ্ণ একটি স্বরূপ বেদান্তের এ সাক্ষ্যদান কিছু সামান্য নহে।

মহ এই চতুর্থ ব্যাহতি—যাহা এক হইয়া অপর অনেক গুলিকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান ( ৮।১৪ ) অনেকগুলির যোগের দ্বারা যাহা বৃহৎ বা মহৎ প্রাপ্ত হয় তাহাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলেন। সামান্য এক, বিশেষ বহু। এই সামান্য ও বিশেষের সম্বন্ধ চিন্তন দ্বারা বেদান্ত ব্রহ্মনির্দেশ করিয়াছেন। যেমন নাম বহু, এই নামগুলি বিশেষ ; সকল নামের মধ্যেই এক বাক্ সংযুক্ত রহিয়াছে, এই বাক্ই সামান্য। সামান্য বাক্ বহুল বিশেষ নামগুলিকে অন্তর্ভূত করিয়া রহিয়াছে, এজ্ঞ বাক্ ব্রহ্ম। ভূরাদি লোকের মহৎ প্রাপ্তি এক আদিত্য হইতে হইয়া থাকে, এ জ্ঞ আদিত্য চতুর্থ ব্যাহতি মহ ; অজ্ঞ তিনটি ব্যাহতি উহার অঙ্গমাত্র। এইরূপে ভূরাদির সঙ্গে অগ্নাদি ঋগাদি এবং প্রাণাদিকে একীভূত করিয়া উহাদের মহত্ত্বলাভ চন্দ্রমা, ব্রহ্ম ও অন্ন হইতে হইয়া থাকে, এ জ্ঞ চন্দ্রমা, ব্রহ্ম ও অন্ন চতুর্থ ব্যাহতি মহ। এইরূপে চারিটি চারিটি করিয়া চারিটি ব্যাহতি চারি প্রকার এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই চারি প্রকারের চারিটি ব্যাহতির বিষয় জানিলে ব্রহ্মকে জানা হয় এবং দেবগণ সে ব্যক্তির বশবর্তী হয়। একপ ফললাভ এ গুলিকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লওয়াতেই হয়।

এই যে সেই অমৃতদ্রব্যে আকাশ—হৃদয়াকাশে জীবের বসতি। এখানেই যদি জীব বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার সমগ্র জগতের সহিত একত্ব এবং সেই একত্বে ব্রহ্মসহ স্বরূপের একত্বের সম্ভাবনা নাই। দেহে জীবের প্রবেশ সীমস্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া হয় ( ৮। ৭। ৩৪২পৃ ) বর্ণিত হইয়াছে, স্নাতরাং দেহের বাহিরের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করিতে গেলে যে পথ দিয়া প্রবেশ হইয়াছিল, সেই পথ দিয়া বাহিরে গমন এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। তালুদ্বয়ের মধ্যে লগ্নমান মাংসখণ্ড হৃদা Uvula—ইন্দ্রিয়ানি—জাগরিতস্থানের অধিষ্ঠাতা আত্মার স্বরূপামৃতভবের প্রদেশ। জাগ্রৎকালে কণ্ঠ ও তালু এ উভয়ের অন্তর্-বর্ত্তী আকাশে চিত্তের নিবেশ স্বাভাবিক, এ জ্ঞ হৃদা বা ক্ষুদ্রজিহ্বা জাগরিতস্থানের অধিষ্ঠাতা আত্মার প্রকাশস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেহাতিক্রম করিয়া বাহিরে চিত্তস্থাপন করিতে গেলে এখান হইতে শীর্ষকপাল ভেদ করিয়া চিত্তের বাহিরে প্রস্থান ধ্যানকালে সহজে প্রতীত হয়। চিত্তের এই স্বাভাবিক গতি অবলম্বন-করিয়া বহিষ্ণু অগ্ন্যাদির সহিত একত্ব এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। অগ্ন্যাদির সহিত একত্বামৃতভবের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রবিষ্ট জীবতত্ত্বের সহিত একত্ব ( ১।১৫ ) এবং সেই একত্বে পরব্রহ্মের সহিত

স্বরূপৈক্য হয় ( ৬৩ ) । এখানকার মনঃপতিত্বাদি মন বাক্ শ্রোত্র বিজ্ঞান এ সকলের উপরে আধিপত্যরূপ স্বারাজ্য ব্যক্ত করিতেছে ।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্থালোক, দিক্‌সমূহ, অবাস্তব দিক্‌সমূহ [ এই পাঁচটির ]—ব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্যের পূর্বে অগ্ন্যাদি এবং জীবতত্ত্বের সহিত একতা হয় বলা হইল, কি উপায়ে সকলের সহিত ঐক্য সম্ভবপর, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে । জগতে বস্তু বিবিধ, তাহাদিগকে কয়েকটা শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া লইতে পারিলে তবে তাহাদিগের বহুত্ব অন্তরিত এবং সহজে উহার চিন্তার বিষয় হয় । পাঁচটি পাঁচটি করিয়া এ নিমিত্ত এখানে শ্রেণীনিবদ্ধ করা হইয়াছে ।

১২। ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ।  
তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । শমশ্চ স্বাধ্যায়-  
প্রবচনে চ । অগ্নিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে  
চ । অতিথশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । মানুযাঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ।  
প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । প্রজ্ঞনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । প্রজ্ঞা-  
পতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ । সত্যমিতি সত্যবচারাখীতয়ঃ । তপ ইতি  
তপোনিত্যঃ পৌরুষশিষ্টি । স্বাধ্যায়প্রবচনে এবতি নাকো যৌ-  
দগল্যঃ । তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ।

১ অনুঃ ।

‘ঋতঃ’ সত্য ‘চ’ ব্যবহারে ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ অধ্যয়নম্ অধ্যাপনং চ । ‘সত্যং চ’ তাবশে  
‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘তপঃ চ’ কৃচ্ছ্রাসাধনং চ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘দমঃ চ’ বাহেন্দ্রিয়োপশমঃ চ  
‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘শমঃ চ’ অন্তরিন্দ্রিয়োপশমঃ চ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘অগ্নয়ঃ চ’ দক্ষিণাদয়ঃ অগ্নি-  
নার্ধম্ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘অগ্নিহোত্রং চ’ ‘হোমকর্ষ চ’ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ । ‘অতিথয়ঃ চ’ অতিথি-  
সেবা চ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ । ‘মানুযঃ চ’ লৌকিকব্যবহারঃ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ । ‘প্রজা চ’ পুত্রার্থবহ্নঃ  
‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ । ‘প্রজ্ঞনঃ চ’ পুত্রোৎপাদনক্রিয়া ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ । ‘প্রজ্ঞাতিঃ চ’ পৌত্রার্থঃ  
পুত্রস্য নিবেশঃ ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে চ’ ‘সত্যম্ ইতি সত্যবচাঃ রাখীতয়ঃ রখীতরূপাতয়ঃ । ‘তপঃ ইতি’  
তপোনিত্যঃ পৌরুষশিষ্টিঃ পুরুষশিষ্টিতপত্যং । ‘স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি’ ‘নাকঃ যৌদগল্যঃ’ মুদগল্যা-  
পত্যম্ । কথম্ ? ‘হি’ ‘তৎ’ স্বাধ্যায়প্রবচনং ‘তপঃ’ । পুনরুক্তিরাদর্শার্থা ।

[ ব্যবহারে ] সত্য এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন । [ কথায় ] সত্য এবং  
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন । তপ এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন । বাহেন্দ্রিয়োপশম  
—দম এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন । অন্তরিন্দ্রিয়োপশম—শম, এবং অধ্য-  
য়ন ও অধ্যাপন । [ দক্ষিণাদি ] অগ্নি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ।

অগ্নিহোত্র এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। অতিথিসেবা এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। লৌকিকব্যবহার এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পুত্রার্থযত্ন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পুত্রোৎপাদন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। পৌত্রার্থ পুত্রের বিবাহাদি এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। সত্যবাক্য রথী-  
তরতনয় সত্য, তপোনিত্য পুরুগিষ্ঠিতম তপ এবং মুক্তল্যাপত্য নাক  
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন [ শ্রেয় মনে করেন ]। অধ্যয়ন অধ্যাপনই তপ,  
অধ্যয়ন অধ্যাপনই তপ।

তাব—অত্যা কৰ্তব্য প্রয়োজনমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপন নিত্য, এ জন্ত প্রত্যেক  
কর্তব্যের সঙ্গে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সংযুক্ত রহিয়াছে। লৌকিকব্যবহার—বন্ধ-  
বান্ধবাদের সহিত ব্যবহার।

অহং বৃক্ষস্য রেরিব। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উৰ্দ্ধপবিত্রো-  
বাজিনীৰ অমৃতমস্মি। দ্রবিণং সুবৰ্চসম্। স্মেধা অমৃতোক্তিতঃ।  
ইতি ত্রিশঙ্কোবেদানুবচনম্। ১০ অনু।

‘অহং’ ‘বৃক্ষস্য’ সংসারবৃক্ষস্য ‘রেরিব’ প্রেরয়িতা—তৎপূর্ণ্যামিষ্টকান্তর। ‘কীর্তিঃ’ মম ‘গিরেঃ’  
পূৰ্ব্বতস্য ‘পৃষ্ঠম্’ ‘ইব’। ‘উৰ্দ্ধপবিত্রঃ’ উৰ্দ্ধং সৰ্ব্বাভীতং ব্রহ্ম তদিব নিলেপিত্বং ‘ন’ কৰ্ম লিপ্যতে  
নরে’ ইতি যেতোঃ পবিত্রঃ শুদ্ধঃ অহম্। ‘বাজিনি’ সবিতরি ‘ইব’ ‘সুবৰ্চসং’ শোভনম্ অমৃতম্ অবিবৰ্জি-  
তম্। ‘অস্মি’। ‘সুবৰ্চসং’ দীপ্তিমং ‘দ্রবিণং’ ধনং জ্ঞানরূপং মম। ‘স্মেধাঃ’ শোভনমেধাযুক্তঃ ‘অমৃতঃ’  
অমরণধৰ্মা ‘অমৃতঃ’ অক্ষীণঃ—অমৃতোক্তিতঃ অমৃতেন উক্তিতঃ অতিবিক্ত ইতি বা—‘ইতি’ ‘ত্রিশঙ্কোঃ’  
অথঃ ‘বেদানুবচনম্’ আত্মতত্ত্বলাভানন্তরমুক্তিঃ।

আমি [ সংসার ] বৃক্ষের প্রেরয়িতা, গিরিপৃষ্ঠের মত ( আমার )  
কীর্তি, সৰ্ব্বাভীত ব্রহ্মবৎ আমি পবিত্র, সবিতাতে যেমন তেমন আমি  
শোভন অমৃত, দীপ্তিমং আমার ধন, আমি সুবুদ্ধি, অমৃত ও অক্ষীণ,  
( অস্মি ) ত্রিশঙ্কু আত্মতত্ত্বলাভানন্তর এই কথা বলিয়াছিলেন।

তাব—আত্মতত্ত্বলাভানন্তর ত্রিশঙ্কু যেরূপ প্রেরয়িতা সহ একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া-  
ছিলেন, তাঁহার জীবন যে প্রকার উন্নত হইয়াছিল, সত্যাদিনিরত এবং অধ্যয়ন ও  
অধ্যাপনসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তির সেইরূপ আত্মতত্ত্বলাভ এবং জীবনের উন্নতি অবশ্যস্বাভাবী,  
এই শ্রুতি ইহাই প্রদর্শন করে।

বেদমনুচ্যাচার্যোহস্তেবাসিনমবুশান্তি। সত্যং বদ, ধৰ্ম্মং কুর,  
স্বাধায়াস্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহুত্যা প্রজাতন্তং মা  
ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সত্যম্ প্রমদিতব্যম্। ধৰ্ম্মম্ প্রমদিতব্যম্। কুশলাম্

প্রমদিতব্যম্। ভূতৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন  
 প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো  
 ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যাদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।  
 যান্নানবদ্যানি কৰ্ম্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি।  
 যান্নান্মাকং সূচরিতানি। তানি ভূয়োপাস্তানি। নো ইতরাণি।  
 যে কে চান্মচ্ছেয়াৎসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ভূয়াহহসনেন প্রথসি-  
 তব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধাহদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। তিিয়া  
 দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কৰ্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্ত-  
 বিচিকিৎসা বা স্ত্রাং। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তাঃ।  
 অলূক্ষা ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্র্যঃ। যথা তে তত্র বর্ত্তেয়ম্। তথা তত্র  
 বর্ত্তেথাঃ। অথাখ্যাতেষু। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্মর্শিনঃ। যুক্তা  
 আযুক্তাঃ অলূক্ষা ধৰ্ম্মকামাঃ স্ত্র্যঃ যথা তে তেষু বর্ত্তেয়ম্। তথা তেষু  
 বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ।  
 এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এব মু চৈততুপাস্তম্।

১১ অনু। তৈ, ১।৯—১১।

'বেদম্' 'অনুচ্য' অধ্যাপ্য 'আচার্য্যঃ' 'অভ্যবাসিনঃ' শিষ্যম্ 'অনুশাস্তি'—'সত্যং' বধা প্রমাণাবগতং  
 বক্তব্যং 'বদ' 'ধৰ্ম্মং চর' স্বাধ্যায়াং বা প্রমদঃ' বা অনবহিতোক্তঃ 'আচার্য্যায় শ্রিয়ং ধনং' বিত্তানিক্রয়-  
 ধনং 'ব্রাহ্মতা' দধা সমাবৃত্ত্য 'প্রজাতত্ত্বং' বংশগুচ্ছিং 'বা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' তদ্বচ্ছেৎসং বা কাৰ্য্যিঃ। 'সত্যং  
 ন প্রমদিতব্যং' ন প্রমদঃ কর্তব্যঃ। 'ধৰ্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যঃ'। 'কুলগাং' কল্যাণাং 'ন প্রমদিতব্যম্'।  
 'ভূতৈ' আত্মোন্নতি তদ্ব্যক্তোঃ 'ন প্রমদিতব্যং' কৃতশ্চিৎপি কল্যাণাত্তানং। 'স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং  
 ন প্রমদিতব্যং'। 'দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্'। 'মাতৃদেবঃ' মাতা এব দেবঃ যস্ত তাদৃশঃ  
 'ভব'। 'পিতৃদেবঃ' পিতা এব দেবঃ যস্ত তাদৃশঃ 'ভব'। 'আচার্য্যাদেবঃ' আচার্য্য এব দেবঃ যস্ত  
 তাদৃশঃ 'ভব'। 'অতিথিদেবঃ' অতিথিঃ এব দেবঃ যস্ত তাদৃশঃ 'ভব'। 'বানি' 'অনবদ্যানি'  
 অনিন্দনীয়ানি 'কৰ্ম্মাণি' 'তানি' 'সেবিতব্যানি' 'কৰ্ত্তব্যানি' 'নো' ন 'ইতরাণি' অবদ্যানি। 'অন্যাকং'  
 'বানি সূচরিতানি' শোভনবৃত্তানি 'তানি' 'হুয়া' 'উপাস্তানি' নিয়মেন আত্মসাৎ করণীয়ানি 'নো' ন  
 'ইতরাণি' তদ্বিপরীতানি। 'যে কে চ' 'ব্রাহ্মণাঃ' 'অনুৎ' মন্তঃ 'প্রোহঃ' প্রশন্ততরাঃ 'হুয়া'  
 'আসনে' 'ভেবাং' 'এষসিতব্যং'—প্রহাসঃ প্রমাণগরঃ—প্রমঃ হুয়া অপনেতব্যঃ। 'আসনে ন' ইতি  
 ব্যবচ্ছেদে—'ভেবাম্' 'আসনে' উপবেশনভূমৌ 'ন এষসিতব্যং' স্বাসত্যোগোহপি ন কর্তব্যঃ, কেবলং  
 তদ্বৃতিসারগ্রাহিণী ভবিতব্যম্। 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' বৎকিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ শ্রদ্ধয়া এব দেয়ম্। 'অশ্রদ্ধয়া'  
 'অদেয়ম্' ন দেয়ম্। 'শ্রিয়া' শোভনবৃত্তিত্যা 'দেয়ম্'। 'তিয়া' লজ্জয়া অগৰ্হিততাবেন 'দেয়ম্'।  
 'সংবিদা' ভয়েন ধৰ্ম্মভীরতয়া 'দেয়ম্'। 'সংবিদা' সহাগুভূত্যা 'দেয়ম্'। 'অথ যদি' 'তে' ভব 'কৰ্ম্ম'

‘বিচিকিৎসা’ করণি বিচিকিৎসা কিং কর্তব্যমিত্যত্র সংশয়ঃ ‘বা’ ‘তাং’ ‘বৃত্তবিচিকিৎসা’ বৃত্তে আচরণে বিচিকিৎসা সংশয়ঃ ‘বা’ তাং, তথা ‘যে তত্ত্ব’ ‘সম্মর্ষিণঃ’ বিচারকমঃ ‘বুদ্ধাঃ’ স্বয়ং যোগাদৌ নিরতঃ ‘আবৃত্তাঃ’ অপরৈঃ তত্র নিযুক্তাঃ ‘অরুক্ষাঃ’ অরুক্ষমতরঃ ‘ধর্মকামাঃ’ ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মজাঃ ‘স্বাঃ’ ‘তে’ ‘তত্ত্ব’ সংশ্লিষ্টবিষয়ে ‘বধা’ ‘বর্জেরন’ স্বরশি ‘তথা’ ‘তেষু’ ‘বর্জেরাঃ’ । ‘এব আদেশঃ’ বিধিঃ ‘এব উপদেশঃ’ ‘এবা’ ‘বেদোপনিষৎ’ বেদরহস্যম্, ‘এতৎ’ ‘অনুশাসনম্’ ইধরবচনম্, ‘এবম্ উপাসিতব্যং’ যথোক্তং সর্বং কর্তব্যং । ‘এবম্ উ চ’ ‘এতৎ’ প্রোক্তম্ ‘উপান্তং’ কর্তব্যম্ পুনর্বচনমাব-  
সার্যম্ ।

বেদাধ্যয়ন করাইয়া আচার্য্য অন্তেবাসীকে অনুশাসন করিতেছেন :  
—সত্য বল, ধর্ম আচরণ-কর, স্বাধ্যায়ে অনবহিত হইও না ; আচার্য্যকে প্রিয় ধন দিয়া প্রজ্ঞাতত্ত্ব ছিন্ন করিও না, সত্য হইতে স্থলিত হইও না, ধর্ম হইতে স্থলিত হইও না, কুশলে অনবহিত হইও না, আত্মোন্নতিতে অনবহিত হইও না, স্বাধ্যায় ও প্রবচনে অনবহিত হইও না, দেবপিতৃকার্য্যে অনবহিত হইও না, গাতৃপরায়ণ হও, পিতৃপরায়ণ হও, আচার্য্যপরায়ণ হও, অতিথিপরায়ণ হও । যে সকল কর্ম অনিন্দনীয়, সেই সকলের সেবা কর, নিন্দনীয় কর্মের সেবা করিও না । আমাদের যে গুণি সুচরিত, সেই গুণির তুমি আচরণ কর, যে গুণি সুচরিত নয় সে গুণির আচরণ করিও না । যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আনন্দদানে তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন কর [ তাঁহাদের উপদেশন ভূমিতে —কথা বলা দূরে—খানও কেলিও না ], অশ্রদ্ধার দান কর, অশ্রদ্ধার দিও না, শোভনরীতিতে দান কর, সঙ্গজ্ঞ দান কর, সন্ত্রমে দান কর, সহানু-  
ভূতিতে দান কর । যদি কর্মবিষয়ে কি আচরণবিষয়ে সংশয় হয়, তাহা হইলে সেখানে যে সকল বিচারকম, স্বয়ং যোগাদিতে নিরত, আর কর্তৃক ঐ সকলেতে নিযুক্ত, অরুক্ষ, ধর্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেক্রপ আচরণ করেন তুমিও সেইক্রপ আচরণ কর ।  
অপরে বলিতে সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সেখানে যে সকল বিচারকম স্বয়ং যোগাদিতে নিযুক্ত অপর কর্তৃক ঐ সকলে নিযুক্ত, অরুক্ষ, ধর্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেক্রপ আচরণ করেন, তুমিও সেইক্রপ আচরণ কর । এই আদেশ, এই উপদেশ, এই বেদোপ-  
নিষৎ, এই অনুশাসন, এইরূপে উপাসিতব্য, এইরূপে উপাস্ত ।

অর্থ—বেদাধ্যয়ন সমাপনানন্তর বেদাধ্যায়ীকে কর্তব্য আচার্য্য, জীবনযাত্রা

উপদেশ দিয়াছেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া অস্তিত্ত্ব কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন নিরন্তররূপে অহুতের। প্রজ্ঞাতত্ত্ব ছিন্ন করিও না। এ উপদেশ বেদবিতার ও কর্মবিতার ( ১১২৪ ) লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। সত্যরক্ষা, ধর্মরক্ষা, কল্যাণ-সাধন, আত্মোন্নতি, দান, পিতৃসেবা, মাতৃসেবা, আচার্য্যসেবা, অতিথিসেবা, চরিত্ররক্ষা, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, সমুদ্র ব্রহ্মজগৎপের সমাধার, এইগুলি কর্তব্য মধ্যে গণ্য। আচার্য্যের অহুসরণে তাঁহার স্মৃতিরাজের অহুসরণ, দোষের অহুসরণ নহে, তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মদানে স্বয়ং আচার্য্য উপদেশ দিয়াছেন, এই উপদেশে তৎকালে আচার্য্যগণ যে কীদৃশ নিরতিমান ছিলেন, তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আদেশবিধি। অহুশাসন—ঈশ্বরবচন।

১৩। ভুগুর্বে বারুণিঃ বরুণং পিতরমুপসমার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ। অমং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তৎ হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞাসস তদ-ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যাত স তপস্তপ্তা—। ১ অনু।

অমং ব্রহ্মেতি ব্যঙ্গানাং। অম্নাকোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অমেন জাতানি জীবন্তি। অমং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসমার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তৎ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞাসস। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যাত। স তপস্তপ্তা—। ২ অনু।

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যঙ্গানাং। প্রাণাকোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসমার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তৎ হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজ্ঞাসস। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোহতপ্যাত। স তপস্তপ্তা—। ৩ অনু।

মনো ব্রহ্মেতি ব্যঙ্গানাং। মনসো হেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসমার। অধীহি ভগবো

ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব । তপো-  
ব্রহ্মেতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্তা—। ৪ অনু ।

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং । বিজ্ঞানাক্ষেপ খল্লিমানি ভূতানি  
জায়ন্তে । বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি । বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসং-  
বিশন্তীতি । তদ্বিজ্ঞায় । পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার । অধীহি  
ভগবো ব্রহ্মেতি । তৎ হোবাচ । তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব । তপো-  
ব্রহ্মেতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্তা—। ৫ অনু ।

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাং । আনন্দাক্ষেপ খল্লিমানি ভূতানি  
জায়ন্তে । আনন্দেন জাতানি জীবন্তি । আনন্দং প্রযন্ত্যভিসং-  
বিশন্তীতি । সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা ।  
স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি । অমবানমাদো ভবতি । মহান্  
ভবতি । প্রজয়া পশুভিব্রহ্মবর্চসেন । মহান্ কীর্ত্য । ৬ অনু ।

অমং ন নিন্দ্যাং । তদ্ব্রতম্ । প্রাণোবান্ধম্ । শরীরমম্বাদম্ ।  
প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্ । শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তদেত-  
দম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতি-  
ষ্ঠতি । অমবানমাদো ভবতি । মহান্ ভবতি । প্রজয়া পশুভি-  
ব্রহ্মবর্চসেন । মহান্ কীর্ত্য । ৭ অনু ।

অমং ন পরিচক্ষীত । তদ্ব্রতম্, আপো বা হমম্ । জ্যোতি-  
রম্বাদম্ । অম্ম জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।  
তদেতদম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতং বেদ  
প্রতিতিষ্ঠতি । অমবানমাদো ভবতি । মহান্ ভবতি । প্রজয়া  
পশুভিব্রহ্মবর্চসেন । মহান্ কীর্ত্য । ৮ অনু ।

অমং বহু কুব্বীত । তদ্ব্রতম্ । পৃথিবী বাহমম্ । আকাশো-  
হম্বাদঃ । পৃথিব্যাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । আকাশে পৃথিবী প্রতি-  
ষ্ঠিতা । তদেতদম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতম্ । স য এতদম্মম্মে প্রতিষ্ঠিতং  
বেদ প্রতিতিষ্ঠতি । অমবানমাদো ভবতি । প্রজয়া পশুভিব্রহ্ম-  
বর্চসেন । মহান্ কীর্ত্য । ৯ অনু ।

ন কঞ্চন বসতো প্রত্যচক্ষীত । তদ্ব্রতম্ । তস্মাদায়া কয়া  
চ বিধয়া বহুমং প্রাপ্নুয়াৎ । অরাধাস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে । এতর্থে  
মুখতোহন্নং রাক্ষ । মুখতোহস্মা অন্নং রাধাতে এতর্থে মধ্যতো-  
হন্নং রাধাতে । মধ্যতোহস্মা অন্নং রাধাতে । এতর্থা অন্ততোহন্নং  
রাক্ষ । অন্ততোহস্মা অন্নং রাধাতে ।

য এবং বেদ । ক্ষেম ইতি বাচি । যোগক্ষেম ইতি প্রাণা-  
পানটয়োঃ । কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ । গতিরিত্যিতি পাদয়োঃ । বিমুক্তি-  
রিত্যিতি পায়ৌ । ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ । অথ দৈবীঃ । তৃপ্তিরিত্যি  
ব্রষ্টৌ । বলমিত্যিতি বিদ্যুতি ।

যশ ইতি পশুযু জ্যোতিরিত্যিতি নক্ষত্রেষু । প্রজাপতিরমৃত-  
মানন্দ ইতু্যপস্থে । সর্কর্ম্মিত্যাকাশে । তং প্রতিষ্ঠেতু্যপাসীত ।  
প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি । তন্মহ ইতু্যপাসীত । মহান্ ভবতি । তন্মন-  
ইতু্যপাসীত । মানবান্ ভবতি ।

তন্মম ইতু্যপাসীত । নম্যন্তেহস্মৈ কামাঃ । তদ্ব্রতক্ষেতু্যপা-  
সীত । ব্রহ্মবান্ ভবতি । তদ্ব্রহ্মণঃ পরমম ইতু্যপাসীত । পর্যোনং  
ত্রিসন্তে দ্বিসন্তঃ সপত্নাঃ, পরিযেহপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ । ১০অনু ।

তৈ, ৩। ১—১০ ।

‘ভুতঃ বৈ’ ভুত্তিরিত্যিতি প্রসিদ্ধঃ ‘বারুণিঃ’ বরুণভূতপত্যং ‘পিতরং’ বরুণম্, —‘ভগবঃ’ ভগবন্, ‘ব্রহ্ম’  
‘অবীহি’ ইতি—‘উপসনার’ উপগতবান্ । ‘তর্থে’ পুত্রায় স পিতা ‘ব্রহ্ম’ প্রাণং চকুঃ শ্রোত্রং ননঃ  
‘বাচস’ ইতি ‘এতৎ’ ব্রহ্মোপলকৌ বারুণভূতং ‘প্রোবাচ’ । ‘তৎ’ পুত্র ‘হ’ স—‘যতো’ বা ইমানি ভূতানি  
ইত্যানি ( ৪।১৩ ) ‘উবাচ’ তেবাং বারুণভূতপিতার । ‘স’ ভুতঃ ‘তপঃ’ অতপ্যত ‘মননমকরোং’ ‘স তপঃ’  
ভগ্না—। ১ ।

‘অন্নং ব্রহ্ম ইতি’ ‘ব্রাহ্মণাং’ বিজ্ঞাতবান্ । কথম্ ? ‘ইমানি ভূতানি’ ‘ধনু’ ‘প্রাণাং’ হি এব  
জায়ন্তে, ‘জাতানি’ ‘অগ্নেন’ ‘জীৱতি’, ‘অন্নম্’ ‘প্রযতি’ ‘অতিগচ্ছতি’ ‘অভিসংবিশতি’ তাদান্ন্যস্ এব  
অতিগম্যন্তে ভূতবিলয়ে ‘ইতি’ হেতোঃ । ‘তৎ’ অন্নং ব্রহ্ম ইতি ‘বিজ্ঞায়’ পুনঃ এব ‘পিতরং’  
‘বরুণম্’ ‘উপসনার’ উপগতবান্—‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘অবীহি’ অধ্যাপয় ‘ব্রহ্ম’ ইতি । ‘তৎ’ পুত্রং  
‘হ’ স ‘উবাচ’—‘তপঃ’ ব্রহ্ম ইতি হেতোঃ ‘তপসা’ মননেন ‘ব্রহ্ম’ ‘বিজ্ঞানসব’ বিজ্ঞাতুম্, ইহ ।  
‘স’ ভুতঃ ‘তপঃ’ অতপ্যত স তপঃ ভগ্না—। ২ ।

‘প্রাণং ব্রহ্ম ইতি’ ‘ব্রাহ্মণাং’ বিজ্ঞাতবান্ । কথম্ ? ‘ইমানি ভূতানি’ ‘ধনু’ ‘প্রাণাং’ হি এব জায়ন্তে,  
‘জাতানি’ ‘প্রাণেন’ ‘জীৱতি’, ‘প্রাণম্’ ‘প্রযতি’ ‘অতিগচ্ছতি’ ‘অভিসংবিশতি’ তাদান্ন্যস্ অতিগম্যন্তে



‘ହିତ’ ହୋତାଃ । ‘ତଂ ବିଜ୍ଞାନ’ ‘ପୁନଃ ଏବ’ ‘ପିତରଂ’ ‘ବରୁଣନ୍’ ‘ଉପସାର’—‘ଅବୀହି ତପସଃ ବ୍ରହ୍ମ  
ହିତ’ । ‘ତଂ’ ପୁଞ୍ଜଃ ସ ‘ହ’ ଉବାଚ—‘ତପଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ’ ‘ତପସା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସବ’ ‘ସ ତପଃ ଅତପ୍ୟତ’  
‘ସ ତପଃ ତତ୍ତ୍ୱା’ ।— । ୩ ।

‘ସନଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ ବ୍ୟଜ୍ଞାନାଂ’ । କଥମ୍ ? ‘ହିମାନି ଜୁତାନି’ ‘ଧନୁ’ ‘ନନସଃ ହି ଏବ’ ‘ଜାରତେ’, ‘ଜାତାନି’  
‘ବନସା’ ‘ଜୀବନ୍ତି’ ‘ନନଃ’ ‘ଏବନ୍ତି’ ‘ଅତିଗଚ୍ଛନ୍ତି’ ‘ଅଭିସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ତାହାନ୍ୟାଂ’ ‘ଅତିପନ୍ୟାତେ’ ‘ହିତ’ ହେତୋଃ ।  
‘ତଂ ବିଜ୍ଞାନ ପୁନଃ ଏବ’ ‘ପିତରଂ’ ‘ବରୁଣନ୍’ ‘ଉପସାର’—‘ଅବୀହି ତପସଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ’ । ‘ତଂ’ ପୁଞ୍ଜଃ ସ  
‘ହ’ ଉବାଚ—‘ତପଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ’ ‘ତପସା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସବ’ ‘ସ ତପଃ ଅତପ୍ୟତ’ ‘ସ ତପଃ ତତ୍ତ୍ୱା’ ।— । ୪ ।

‘ବିଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ ବ୍ୟଜ୍ଞାନାଂ’ । କଥମ୍ ? ‘ହିମାନି ଜୁତାନି’ ‘ଧନୁ’ ‘ବିଜ୍ଞାନାଂ ହି ଏବ’ ‘ଜାରତେ’  
‘ଜାତାନି’ ‘ବିଜ୍ଞାନେନ’ ‘ଜୀବନ୍ତି’, ‘ବିଜ୍ଞାନଂ’ ‘ଏବନ୍ତି’ ‘ଅତିଗଚ୍ଛନ୍ତି’ ‘ଅଭିସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ତାହାନ୍ୟାଂ’ ‘ଅତି-  
ପନ୍ୟାତେ’ ‘ହିତ’ ହେତୋଃ । ‘ତଂ ବିଜ୍ଞାନ ପୁନଃ ଏବ’ ‘ପିତରଂ’ ‘ବରୁଣନ୍’ ‘ଉପସାର’—‘ଅବୀହି ତପସଃ  
ବ୍ରହ୍ମ ହିତ’ । ‘ତଂ’ ପୁଞ୍ଜଃ ସ ‘ହ’ ଉବାଚ—‘ତପଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ’ ‘ତପସା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସବ’ ‘ସ ତପଃ  
ଅତପ୍ୟତ, ସ ତପଃ ତତ୍ତ୍ୱା’ ।— । ୫ ।

‘ଆନନ୍ଦଃ ବ୍ରହ୍ମ ହିତ ବ୍ୟଜ୍ଞାନାଂ’ । କଥମ୍ ? ‘ହିମାନି ଜୁତାନି’ ‘ଧନୁ’ ‘ଆନନ୍ଦାଂ ହି ଏବ’ ‘ଜାରତେ’  
‘ଜାତାନି’ ‘ଆନନ୍ଦେନ’ ‘ଜୀବନ୍ତି’, ‘ଆନନ୍ଦଂ’ ‘ଏବନ୍ତି’ ‘ଅତିଗଚ୍ଛନ୍ତି’ ‘ଅଭିସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ତାହାନ୍ୟାଂ’ ‘ଅତିପନ୍ୟାତେ’  
‘ହିତ’ ହେତୋଃ । ‘ସା’ ଏବା ‘ଭାର୍ଗବୀ’ ‘ଭୃକ୍ଷଣା’ ‘ବିଦିତା’ ‘ବାରୁଣୀ’ ‘ବରୁଣେନ’ ‘ଶ୍ରୋତା’ ‘ବିଦା’ ‘ପରମେ ସ୍ୟାମନ୍’  
‘ହ୍ୟାକାଶଭହାରାଂ’ ‘ଅତିକ୍ରିତା’ ‘ପରିମହାତା’ ତତ୍ତ୍ୱେବ ଜୀବମ୍ବିବିକ୍ତୁରାନନ୍ଦନରସୋପଲକ୍ଷେ । ‘ସ ବଃ’ ଏବଂ  
‘ବେନ’ ‘ଅତିତିକ୍ରିତ’ ‘ଆନନ୍ଦେ’ ‘ବ୍ରହ୍ମାଣି’ ହିତଂ ଲଭତେ । ତଂହିତିମାହାନ୍ୟୋନ ସ୍ବାକାଞ୍ଜାବଶାଂ—‘ଅଗ୍ରବାନ୍  
‘ଅଗ୍ରତଃ’ ‘ଭବତି’ ‘ଅଗ୍ରା’ ପୁଞ୍ଜାନାମ୍ । ‘ପତ୍ତ’ ‘ତଃ’ ‘ମବାସାଦିତଃ’ ‘ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତନେନ’ ‘ମନନଜ୍ଞାନାଦିନିମିତ୍ତେନ’  
‘ତେଜସା’ ‘ସ୍ବାନ୍ ଭବତି’ । ‘କୀର୍ତ୍ତା’ ‘ସ୍ତତ୍ପ୍ରଚାରମିନ୍ଦ୍ରା’ ‘ମନାନ୍ ଭବତି’ । ୬ ।

‘ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣି ହିତତ୍ତ୍ୱ’—‘ଅଗ୍ର’ ‘ବ୍ରହ୍ମାବିର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣେ’ ‘ନ ନିନ୍ୟାଂ’ ‘ହିତ ସଂ’ ‘ତଂ ବ୍ରତତ୍ତ୍ୱ’ । ‘ଅଗ୍ରାଂ’ ‘ଅଗ୍ନିବ୍ରହ୍ମ-  
ରତେ’, ‘ଅତ ଆହ’ ‘ପ୍ରାଣଃ’ ‘ବା’ ଏବ ‘ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଶରୀରନ୍’ ‘ଅଗ୍ରାଦନ୍’ ‘ଆପାରନ୍ତୋଽଗ୍ନି ତନ୍ମିନ୍’ ‘ଆପତ୍ତ ହିତେଃ ।  
‘ଆପେ’ ‘ଶରୀର’ ‘ଅତିକ୍ରିତ’ ‘ଶରୀରେ’ ‘ପ୍ରାଣଃ’ ‘ଅତିକ୍ରିତ’ । ‘ତଂ’ ‘ତନ୍ୟାଂ’ ‘ଏତଂ ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଅତିକ୍ରିତନ୍’ ।  
‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଅଗ୍ର’ ‘ଅତିକ୍ରିତ’ ‘ସ’ ‘ଏତଂ’ ‘ସଃ’ ‘ବେନ’ ‘ସ’ ‘ଅତିତିକ୍ରିତ’—‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଆପେ’ ‘ତ’ ‘ସଂ କିଞ୍ଚ’ ‘ଜଗତ୍ୟା’  
‘ସିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶେନ’ ଏବ ‘ସର୍ବତ୍ର’ ‘ବ୍ରହ୍ମାବିର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣେ’ ହିତଂ ଲଭତେ । ଏବଂ ହିତେ ‘ଅଗ୍ରବାନ୍’ ‘ଅଗ୍ରାଦଃ’ ‘ଭବତି’  
‘ହିତ୍ୟାମି’ ‘ପୂର୍ବବତ୍’ । ୭ ।

‘ଅଗ୍ରାଂ’ ‘ନ’ ‘ପରିଚକ୍ଷୀତ’ ‘ପରିହରେତ୍’ ‘ହିତ ସଂ’ ‘ତଂ ବ୍ରତତ୍ତ୍ୱ’ । ‘ତୋଜନେ’ ‘ଠେଣାଂ’ ‘ସ୍ୟା’ ‘ତସା’ ‘ଆନପାନା-  
ସ୍ତୋକନାମ୍ନୋ’ ‘ବ୍ରହ୍ମାବିର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥବାହ—‘ଆପଃ’ ‘ବା’ ‘ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଜ୍ୟୋତିଃ’ ‘ଅଗ୍ରାଦନ୍’ ‘ଅଗ୍ନୁ’ ‘ଜ୍ୟୋତିଃ’ ‘ଅତି-  
କ୍ରିତଂ’ ‘ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧୁ’ ‘ଆପଃ’ ‘ଅତିକ୍ରିତାଃ’ । ‘ତଂ’ ‘ତନ୍ୟାଂ’ ‘ଏତଂ ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଅତିକ୍ରିତନ୍’ । ‘ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଅଗ୍ନେ’  
‘ଅତିକ୍ରିତନ୍’ ‘ଏତଂ’ ‘ସଃ’ ‘ବେନ’ ‘ସ’ ‘ଅତିତିକ୍ରିତ’ ‘ଅଗ୍ନୁ’ ‘ବ୍ରହ୍ମାବିର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣାଂ’ ‘ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଧୁ’ ‘ତାନ୍ମିନି’ ‘ହିତଂ’  
‘ଲଭତେ । ଏବଂ ହିତେ ‘ଅଗ୍ରବାନ୍’ ‘ଭବତି’ ‘ହିତ୍ୟାମି’ ‘ପୂର୍ବବତ୍’ । ୮ ।

‘ଅଗ୍ରାଂ’ ‘ବହ କୁର୍ବୀତ’ ‘ତତ୍ତ୍ୱ’ ‘ଆତ୍ମାଂ’ ‘ସାଧେତ୍’ ‘ହିତ ସଂ’ ‘ତଂ ବ୍ରତତ୍ତ୍ୱ’ । ‘ଆତ୍ମାସାଧନେ’ ‘ପୃଥିବୀ’  
‘ସଦ୍ବତ୍ତ୍ୱ’ ‘ଅତ ଆହ—‘ପୃଥିବୀ’ ‘ବା’ ‘ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଆକାଶଃ’ ‘ଅଗ୍ରାଦଃ’ । ‘ପୃଥିବ୍ୟାନ୍’ ‘ଆକାଶଃ’ ‘ଅତିକ୍ରିତଃ’ ‘ଆକାଶେ’  
‘ପୃଥିବୀ’ ‘ଅତିକ୍ରିତା’ । ‘ତଂ’ ‘ତନ୍ୟାଂ’ ‘ଏତଂ ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଅତିକ୍ରିତନ୍’ । ‘ଅଗ୍ରନ୍’ ‘ଅଗ୍ନେ’ ‘ଅତିକ୍ରିତନ୍’  
‘ଏତଂ’ ‘ସଃ’ ‘ବେନ’ ‘ସ’ ‘ଅତିତିକ୍ରିତ’ ‘ପୃଥିବ୍ୟାଂ’ ‘ବ୍ରହ୍ମାବିର୍ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣାଂ’ ‘ଆକାଶେ’ ‘ତାନ୍ମିନି’ ‘ହିତଂ’  
‘ଲଭତେ । ଶିତିଂ’ ‘ପୂର୍ବବତ୍’ । ୯ ।

‘ନ’ ‘କବନ’ ‘ବନତୋ’ ‘ବନତିନିସିଦ୍ଧଂ’ ‘ସମାପଦ’ ‘ପଞ୍ଚିକୀତ’ ‘ସିଦ୍ଧାରଣେ’ ‘ହିତ ସଂ’ ‘ତଂ ବ୍ରତତ୍ତ୍ୱ’ ।

‘কনৈ’ অভ্যাগতায় ‘অরং’ ‘অরাবি’ সিন্ধব্, অভাবি ‘ইতি’ বিবাসঃ ‘আটকতে’ অন্ন নাভীতি বদন্তে ন এত্যাখ্যানং কুর্ষতি ‘তস্যং’ ‘বরা করা চ বিধরা’ ধর্মাবিকল্পা ‘বহ অরং’ ‘প্রাণ্ র্যাং’ তৎসংগ্রহে কুর্ষ্যৎ । ‘এতৎবৈ’ ‘অরং’ ‘মুখতঃ’ এষমতঃ এষমে বরসি ‘রাঙ্ক’ সংসিদ্ধব্, অভ্যাগতায় অন্নৈ ‘অরদার’ মুখতঃ’ এষমে বরসি ‘অরং’ ‘রাধাতে’ সংসিধ্যতে । ‘এতৎবৈ’ ‘অরং’ ‘মধ্যতঃ’ মধ্যমে বরসি ‘রাঙ্ক’ সংসিদ্ধব্, অভ্যাগতায় । কিন্তু কলম্ । ‘অন্নৈ’ অরদার ‘মধ্যতঃ’ মধ্যমে বরসি ‘অরং’ ‘রাধাতে’ সংসিধ্যতে । ‘এতৎবৈ’ ‘অরং’ ‘অন্ততঃ’ চরমে বরসি ‘রাঙ্ক’ সংসিদ্ধব্, অভ্যাগতায় । কিন্তু কলম্ ? ‘অন্নৈ’ অরদার ‘অন্ততঃ’ চরমে বরসি ‘অরং’ ‘রাধাতে’ সংসিধ্যতে ।

‘বঃ এবম্’ অন্নবাহাধ্যায় ‘বেদ’ তত্ প্রোক্তং কলং ভবতি । ‘কেনঃ’ কল্যাণং ‘বাচি’ ; ‘বোগক্ষেমঃ’ অপ্রোক্তত্ প্রাপ্তিঃ তদ্বক্ষণং চ ‘ইতি’ ‘প্রাণাপানরোঃ’—তাভ্যামুদ্যমধারণপ্রসরণাং ; ‘কর্ষ ইতি হস্তরোঃ’ ; ‘গতিঃ ইতি পানরোঃ’ ; ‘বিমুক্তিঃ’ বিসর্গঃ ‘ইতি গারো’—‘ইতি’ ‘মাদুহীঃ’ মদুধানবন্ধিতে ‘সমজাঃ’ বিজ্ঞানানি লভ । ‘অথ’ অনন্তরং ‘দৈবীঃ’ দেবসম্পর্কিনাঃ সমজাঃ ।—‘ভৃগুঃ ইতি বৃটো’ ; ‘বগম্’ ইতি বিহ্বাতি’ ; ‘বশ ইতি পশুন্’ ; ‘জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেযু’ ; ‘প্রজাতিঃ’ পুঞ্জোৎপত্তিঃ ‘অমৃতম্’ অমৃতোদয়সাধনাং ‘মানন্দঃ’ প্রাজ্ঞালিঙ্গনতোষোদানাং ‘ইতি’ ‘উপহুঃ’ ; ‘সর্বম্’ ইতি ‘মাকশে’ ব্রহ্মসত্তারাম্ ; ‘তৎ’ আকাশং ব্রহ্মসত্তাত্ত্বং ‘প্রতিষ্ঠা’ সর্বস্য ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলম্—‘প্রতিষ্ঠাবান্’ ব্রহ্মণি স্থিতিমান্ ভবতি । ‘তৎ’ আকাশং ব্রহ্মসত্তাত্ত্বং ‘মহঃ’ মহত্বগুণবৎ ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলং—‘মহান্ ভবতি’ । ‘তৎ’ আকাশং তাদৃশং নমঃ’ নমনম্ ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলম্—‘মানবান্’ নমনসদর্থঃ ‘ভবতি’ ‘তৎ’ আকাশং তাদৃশং ‘নমঃ’ নমনগুণবৎ ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলম্—‘অন্নৈ’ উপাসকায় ‘কন্যঃ’ ‘সমাজে’ প্রতীতবত্তি তদধীনঃ ভবতি । ‘তৎ’ আকাশং তাদৃশং ‘ব্রহ্ম’ বৃহত্তমম্ ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলম্—‘ব্রহ্মবান্’ তদ্বগুণঃ ‘ভবতি’ । ‘তৎ’ আকাশং তাদৃশং ‘ব্রহ্মণঃ’ বেদন্য তদভিহিতানাম্, অগ্ন্যাগ্নিদেবানাং ‘পরিমরঃ’ তিরোধানস্থানম্, ‘ইতি’ ‘উপাসীত’ । কলম্—‘এবম্’ উপাসকং ‘দ্বিবতঃ’ সপত্নাঃ ‘পরিব্রিজন্তে’ ‘যে অগ্নিরাঃ জাতৃভ্যাঃ’ তে ‘পরি’ পরিব্রিজন্তে । ১০ ।

ভগবন্, আমার বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া ভৃগুনামে প্রসিদ্ধ বরুণ-  
তনয় পিতা বরুণের নিকটে গমন করিলেন । [ পিতা ] পুত্রের নিকটে  
অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক এই কয়েকটির উল্লেখ করিলেন ।  
তিনি তাঁহাকে বলিলেন—যাঁহা হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, উৎ-  
পন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, [ অস্তে ] যাঁহাতে প্রতিগমন করে  
ও প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম । তিনি  
( ভূত ) তপ ( মনন ) করিলেন তিনি তপ করিয়া—

অন্ন ব্রহ্ম এই জানিলেন । [ কেন না ] অন্ন হইতেই এই সকল  
ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া অগ্নিতে জীবনধারণ করে, [ অস্তে ]  
অগ্নিতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয় । এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমার  
বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকটে গমন

করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

প্রাণ ব্রহ্ম এই জানিলেন। [ কেন না ] প্রাণ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া প্রাণেতে জীবনধারণ করে, [ অন্তে ] প্রাণেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর? তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

মন ব্রহ্ম এই জানিলেন। [ কেন না ] মন হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া মনেতে জীবনধারণ করে, [ অন্তে ] মনেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্ এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকটে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

বিজ্ঞান ব্রহ্ম এই জানিলেন। [ কেন না ] বিজ্ঞান হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া বিজ্ঞানেতে জীবনধারণ করে, [ অন্তে ] বিজ্ঞানেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি জানিয়া, ভগবন্, আমায় বেদ শিক্ষা দিন্, এই বলিয়া পুনরায় তিনি পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি তপ করিলেন, তপ করিয়া—

আনন্দ ব্রহ্ম এই জানিলেন। [ কেন না ] আনন্দ হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দেতে জীবনধারণ করে, [ অন্তে ] আনন্দেতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়। এইটি বরুণপ্রোক্ত ভৃগুনিদিত বিদ্যা পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রতিষ্ঠিত হন; অন্নবান্ হন, অন্নভোজী হন, মহান্ হন,—প্রজা পশু, ব্রহ্মতেজ ও কার্ত্তিতে মহান্ হন।

অনেকে পরিহার-করিবেন না, এই ব্রত। জলই অন্ন, জ্যোতি অন্ন-ভোজী। জলেতে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত। তাই এই অন্ন অগ্নে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্ন অগ্নে প্রতিষ্ঠিত ইহা যিনি

জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ হন, অন্নভোজী হন, মহান্ হন—  
প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান্ হন ।

অন্ন প্রচুর করিবে এই ব্রত । পৃথিবীই অন্ন, আকাশ অন্নভোজী ।  
পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত । তাই অন্ন  
অন্ন প্রতিষ্ঠিত । এই অর্থে অন্ন প্রতিষ্ঠিত, ইহা যিনি জানেন তিনি  
প্রতিষ্ঠিত হন, অন্নবান্ হন, অন্নভোজী হন, মহান্ হন—প্রজা পশু,  
ব্রহ্মতেজ ও কীর্তিতে মহান্ হন ।

বসতিতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান-করিবে না, এই ব্রত । এই  
[ অভ্যাগত ] ব্যক্তির জন্য অন্ন নিম্পন্ন হইয়াছে [ জ্ঞানিগণ ] এই কথা  
বলিয়া থাকেন, সুতরাং যে কোন উপায়ে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ-করিবে ।  
প্রথম বয়সে [ এই অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য ] অন্ন নিম্পন্ন হইয়াছে, তাই  
প্রথম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন সিদ্ধ হয় । মধ্যম বয়সে [ এই অভ্যাগত  
ব্যক্তির জন্য ] অন্ন নিম্পন্ন হইয়াছে তাই মধ্যম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন  
সিদ্ধ হয়, চরম বয়সে [ এই অভ্যাগত ব্যক্তির জন্য ] অন্ন নিম্পন্ন হইয়াছে,  
তাই চরম বয়সে অন্নদাতার এই অন্ন সিদ্ধ হয় । যিনি এ প্রকার  
জানেন [ তাঁহারই উক্ত কল লাভ হয় ] ।

বাক্যে ক্ষেম, প্রাণাপানে ষোগক্ষেম, হস্তে কর্ম, পদে গতি, পানুতে  
বিসর্গ, এই গুলি মনুষ্যসম্পর্কীণ বিজ্ঞান । এই গুলি দেবসম্পর্কীণ  
বিজ্ঞান ;—রূপিতে তৃপ্তি, বিদ্যাতে বল, পশুতে যশ \*, নক্ষত্রে জ্যোতি,  
প্রজননে প্রজ্ঞোৎপাদন, অমৃত, আনন্দ ; আকাশেতে সকল । সেই  
[ আকাশ ] প্রতিষ্ঠা, এই বলিয়া উপাসনা করিবে । কল—প্রতিষ্ঠাবান্  
হয় । সেই [ আকাশ ] মহৎ এই বলিয়া উপাসনা করিবে । কল—  
মহান্ হয় । সেই [ আকাশ ] মনন এই বলিয়া উপাসনা করিবে ।  
কল—মননসমর্থ হয় । সেই [ আকাশ ] নম এই বলিয়া উপাসনা  
করিবে । কল—অভিলষিত বিষয়সমূহ অধীন হয় । সেই [ আকাশ ]  
ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করিবে । কল—ব্রহ্মবান্ হয় । সেই  
[ আকাশ ] বেদের [ অগ্ন্যাগ্নি দেবতার ] তিরোধানস্থান এই বলিয়া

\* পশুতে—বল—পাঠান্তর ।

উপাসনা করিবে। ফল—দ্বৈতকারী শত্রুগণের মৃত্যু হয়, বাহ্যরা অশ্রিয় বিরোধী তাহাদের মৃত্যু হয়।

ভাব—“যিনি সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মকে” (৪।১।১) এই হইতে আরম্ভ করিয়া “ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কিছুতেই ভয় পান না” (১।১।১৪) এই কথায় যেখানে অধ্যায়-পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মবিদ্যা পরিসমাপ্ত করিয়া এক্ষণে সেখানে যাহা উক্ত হইয়াছে তদবলম্বনে সাধন কথিত হইতেছে।

অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক—এই কয়েকটি ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। প্রাণ—ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষু ও শ্রোত্র প্রধান। চক্ষু ও শ্রোত্র দ্বারা যে সকল বিষয়গ্রহণ হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মোপলব্ধি সাধনের বিষয়। “মনের সহিত বাক্যসমূহ যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে নিবৃত্ত হয় সেই ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিয়া সাধক কদাচ ভীত হন না” (৭৮পৃ) এখানে যদিও মন ও বাক্যকে ব্রহ্মোপলব্ধিবিষয়ে অধঃকরণ করা হইয়াছে, তথাপি উহাদের দ্বারস্থ বিনষ্ট হইতেছে না, কেন না এ ছই ব্রহ্মের আনন্দ্য কোন কালে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তৎসম্বন্ধে অসামর্থ্যের বোধ এ ছইয়ের দ্বারাই সাধকে উপস্থিত হয়, এবং এই অসামর্থ্যই ব্রহ্মের অনন্তত্বের ক্ষুণ্ণতাভের হেতু হইয়া থাকে।

তপ ব্রহ্ম, তপ দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—“তপ দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন” “জ্ঞানময় যাহার তপ” (৮।১) এ শ্রুতিতে এই প্রতিপন্ন হয় যে ব্রহ্মের জ্ঞান যখন জগৎ উৎপাদন করেন, তখন সেই জ্ঞানকে শ্রুতি-তপ এই আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। জগৎউৎপাদক জ্ঞানকে তপ বলিবার কারণ এই যে, তাপে ঘনীভূত পদার্থ উপচয় প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে যাহা কিছু লুক্কায়িত ছিল, তাহা বহির্বিস্তার প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম আপনি যখন আপনাতে অবস্থিত, তখন কে তাঁহাকে জানিবে, কি নিদর্শনেই বা তাঁহাকে বুঝিবে। তপ এবং ব্রহ্ম যখন এক হন, অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞানপ্রকাশে তাঁহাকে সাধক যখন উপলব্ধি করেন, তখন সেই জ্ঞানপ্রকাশের তপ অর্থাৎ মননের দ্বারা “যাহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি মূলতত্ত্বের প্রয়োগে তিনি সাধকের জ্ঞানের বিষয় হন। এই মূলতত্ত্বের প্রয়োগে অন্ন, প্রাণ, মন ও নিদ্রানে ব্রহ্মদর্শন এবং আনন্দে উহার ক্ষুণ্ণি হইয়াছে।

এইটী বরুণপ্রোক্ত ভৃগুবিদিত বিদ্যা—সে কালের উপদেষ্টৃগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপদেশ করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবস্ত্র যাহাতে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহারই উপায় করিয়া দিতেন। এরূপ কেন করিতেন তাহার কারণ অতি বিশিষ্ট। যে বস্ত্র কথঞ্চিৎ আত্মপ্রত্যক্ষ হয় নাই, সে বস্ত্রের সাক্ষাৎ জ্ঞান কেবল উপদেশ দ্বারা সম্ভবপর নহে। মননাদি উপায় অবলম্বন-পূর্বক যখন বস্ত্র সাক্ষাকার হয়, তখন আচার্য্য সেই

সাক্ষাৎকার যে সত্য সাক্ষাৎকার করনা মহে—এই নিশ্চয়াত্মক বাক্যে উহাকে স্মৃত করিয়া দেন ।

যিনি এইরূপ জানেন—ব্রহ্ম আনন্দ হইয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত ইহা যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মেতে স্থিতিলাভ করেন । ব্রহ্মেতে স্থিতিলাভ করিলে যে ফলের কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা সাধকের প্রার্থনালব্ধ নহে কিন্তু ব্রহ্মে স্থিতির মাহাত্ম্যে স্বতঃ উদ্ভূত এ জগতই প্রতি অমুক অমুক হয় এই কথা বলিয়াছেন ।

অনেকে নিন্দা করিবে না এই ব্রত—“ব্রহ্ম অন্নোর অন্ন” এ দৃষ্টিতে অন্নোর নিন্দা প্রতিরুদ্ধ হয় তাই ব্রতধারীর পক্ষে অন্নোর নিন্দা নিষিদ্ধ হইয়াছে । কোনক্রমে কদম্বও যদি উপস্থিত হয়, উহাকে সাধরে গ্রহণ করিতে হইবে, ব্রতীর পক্ষে এই বিধি । এই বিধির বলে তিনি সকল অবস্থার সমচিত্ত থাকিতে সমর্থ হইবেন । প্রাণই অন্ন কেন ? অর্থে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, অন্নরস হইতে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হয়, উদ্ভূত হইয়া উহা দেহগত হয় । দেহগত হইয়া উহা দেহের ক্ষয়ধারণ ও উপচয়সাধন করে, স্মৃতরাং দেহই প্রকৃত অন্নভোজী, জীব নহে । যখন এইরূপে অন্ন দেহমধ্যে গৃহীত হয় তখন প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত এই কথাই বলিতে হয় । তদ্বদৃষ্টিতে প্রাণই যখন অন্ন, অন্নই যখন প্রাণ, তখন অর্থে অন্ন প্রতিষ্ঠিত তদ্বতঃ এই কথাই সত্য । বেদান্তমতে প্রাণশক্তিই যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত করিয়াছে, তেমনি সকল পদার্থই উহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । প্রাণশক্তি—ব্রহ্মশক্তি, তাঁহার ক্রিয়াশক্তি, এই শক্তির বিবিধ বাহ প্রকাশের মধ্যে একমাত্র সেই শক্তিকে দর্শন করিয়া তৎসহ অভিন্ন ভাবে পরমাশ্রয় দর্শন সহজ হয় । এজগতই অর্থে নিন্দা না করিবার ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে ।

অনেকে পরিহার করিবে না এই ব্রত—জল হইতে অন্ন হয় এজগত জলকে অন্ন বলা হইয়াছে । তেজ হইতে জল, স্মৃতরাং জল ও জ্যোতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । উত্তাপ ঘর্ষণ হইয়া বিনিঃসৃত হয়, এতদর্শনে উপনিষৎ তেজ ও জলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন । অর্থে যে প্রকার জলীয় ভাগ আছে, তেমনি উহাতে উত্তাপও বিদ্যমান । অর্থে দেহের উত্তাপ জন্মায় ; অর্থে জলীয় ভাগ, দেহের সেই উত্তাপে দেহমধ্যে গৃহীত হয়, স্মৃতরাং জলকে অন্ন জ্যোতিকে অন্নভোজী এবং জলে জ্যোতি জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত হইয়াছে । জল ও জ্যোতির সম্বন্ধ যে প্রকার এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তদ্বতয়ের অন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং অর্থে অন্ন প্রতিষ্ঠিত একথা বলা শোভা পাইতেছে । পূর্বব্রতে ভোজন ও দৈনিক ক্রিয়ায়, এ ব্রতে স্নান পান ও অবলোকনাদিতে ব্রহ্মাবির্ভাব দর্শন সাধকের পক্ষে সহজ ।

অন্ন প্রচুর করিবে এই ব্রত—অর্থে প্রাচুর্যসাধন করিতে গেলে কৃষাদি কর্মের প্রয়োজন । পৃথিবী শতশালিনী হইয়া অন্নপ্রসব করে, স্মৃতরাং এখানে পৃথিবীকেই অন্নরূপিনী করিয়া সাধনার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে । পৃথিবী আকাশগত, আকাশ ছাড়িয়া

পৃথিবীর অন্ত কোথায় স্থিতি নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, “যে বাহার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে তাহার অন্ত হয়।” সূত্ররূপে এখানে আকাশকে পৃথিবীরূপ অন্নের ভোজনকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বস্তুমাত্রের আকারগ্রন্থপ আকাশ হইতে হইয়া থাকে, ত্রীহিবাদির (ত্রীহিবব্ব) তাই আকাশ হইতে। সূত্ররূপে তত্ত্বচিন্তার আকাশকে অন্ত বলা অসদৃশ নহে। পৃথিবী আকাশে আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একবার সঙ্গে সঙ্গে সেক্সত্বেই উপনিষৎ অন্নে অন্ত প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। অন্নের প্রাচুর্যসাধন অন্নদানের নিমিত্তই। পৃথিবীর প্রসবশক্তি ও আকাশের রূপনির্ভাহ, এ উভয়মধ্যে ব্রহ্মাকীৰ্ত্তাব দর্শন এখানে সাধনার বিকল্প।

বসতিতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না এই ব্রত—গৃহীর গৃহে যে অন্ন সংগৃহীত হয়, তাহা একা সেই গৃহীর নিমিত্ত নহে, অভ্যাগত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই অন্নের সমাগম হয়। সে অন্নে অভ্যাগতগণের অধিকার, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা, সূত্ররূপে অপরাধের হেতু। বসতি হইতে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না, এ ব্রত সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত। কি প্রথম বয়সে, কি মধ্য বয়সে, কি চরম বয়সে যে অন্নের আগম হয়, উহা অভ্যাগতগণের সেবার্থই হইয়া থাকে। এ জ্ঞানের ফলও পূর্ণবৎ।

বাক্যক্ষেম—বেদাদির অধ্যয়ন কি নিমিত্ত? বাক্ হইতে ক্ষেমলাভের নিমিত্ত। আমাদের জীবনে যে ক্ষেমের অভাব হয় উহা বাক্ হইতে। উপাসনা বন্দনা সাধন ভজন সমুদায় বাক্যের যোগে হইয়া থাকে। প্রেমপুণ্যের ব্যবহার তাহাও বাক্যের সহায়তা বিনা হয় না সূত্ররূপে বাক্যে ক্ষেম। ইহাকে মনুষ্যসম্বন্ধে বিজ্ঞান বলা ঠিকই হইয়াছে। প্রাণাপানে যোগক্ষেম—যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, ক্ষেম—প্রাপ্তির রক্ষা। এছই উদ্যমাদিসাপেক্ষ। প্রাণ ও অপান হইতে উদ্যম, ধারণ ও প্রসারণাদি ব্যাপার উপস্থিত হয়, এ নিমিত্ত প্রাণ ও অপানেতে যোগ ক্ষেম উক্ত হইয়াছে। কৰ্ম ও গতি এ উভয়ের দ্বারা জ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। মলোৎসর্গক্রিয়াকে মনুষ্যসম্পর্কীয় বিজ্ঞান মধ্যে কেন গণ্য করা হইল, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদায় শরীরের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত এই ক্রিয়াকে নিয়মিত করিতে পারা বিজ্ঞান বিনা সম্ভবে না, তাই ইহাকেও বিজ্ঞান মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যে গুলি মনুষ্যের নিজ প্রবৃত্তি-সিদ্ধ সে গুলিকে মনুষ্যসম্পর্কীয় বিজ্ঞান বা জ্ঞানের ক্রিয়ামধ্যে গণ্য করিয়া বেগুলি তাহার নিজের সাধারণত নর সেই গুলিকে উপনিষৎ দেবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলিয়াছেন। বৃষ্টি হইলে তবে অন্নাদিনিত ভূমি হয়, বৃষ্টি কিন্তু মনুষ্যের সাধারণত নহে, সূত্ররূপে উহা দেবসম্পর্কীয় বিজ্ঞান। বিদ্যাতে বল প্রকাশ পায় তাহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু এই বিদ্যাতে বল কি মনুষ্যের কোন উপকারে আইসে, যদি না আইসে তবে মনুষ্যের সাধনের সঙ্গে উহার কি যোগ? বিদ্যুৎ হইতে মানুষের কি প্রকার বলসঞ্চার হয়, উপ-

নিষদের সময়ে তাহা বিদিত ছিল, “বিহতে বল” এই এক কথাই তাহা বুঝিয়া লইতে হইতেছে। সেকালে পণ্ডই প্রধান সম্পত্তি ছিল, সম্পত্তি হারা বশ উপার্জন হইয়া থাকে, সুতরাং পণ্ডর সহিত যশের যোগ করা হইয়াছে। দেবকৃপার পণ্ডলাভ-ও-রক্ষা উত্তর নিষদ হয় একত্র পণ্ড দেবস পক্ষীর বিজ্ঞানমধ্যে গণ্য। সন্তানোৎপাদন ব্যাপার মধ্যে দেবগণের সাক্ষাৎসরূপ বিগণ কি প্রকার প্রত্যক্ষ করিতেন, পঞ্চাশিবিদ্যায় তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( ১১২০ )

আকাশেতে সকল—আকাশ ব্রহ্মসত্তা। এক ব্রহ্মসত্তাতে সমুদায় অন্তর্ভূত দেখিয়া তাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত এই জ্ঞানে তদারাদনার যেমন, তেমন বিচ্ছিন্ন ভাবে এক একটি করিয়া সাধনে কৃতার্থতার সম্ভাবনা নাই এই স্মৃতি বলা হইয়াছে—আকাশেতে সকল ।

সেই আকাশ বেদের—বেদপ্রসিদ্ধ নামরূপাত্মক পদার্থসমূহে দেবাধিষ্ঠান দেখিয়া স্তুতি তখনই নিবৃত্ত হয় যখন আকাশকে নামরূপের নির্বাহক বলিয়া জ্ঞান জন্মে ।

১৪। অথাধিদৈবতম্ । য এবাসৌ তপতি তমুদগীথমুপাসী-  
তোদ্যথা এষ প্রজাভ্য উদগায়তি । উদ্যাৎ স্তমোভয়মপহন্ত্যপহন্তা  
হ বৈ ভয়ন্ত্য তমসৌ ভবতি য এবং বেদ ।

সমান উ এবারুণাসৌ চোক্ষোহয়মুক্ষোহসৌ স্বরইতীমমাচক্ষতে  
স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্ধা এতমিমমমুকোদগীথমুপাসীত ।

অথ খলু ব্যানমেবোদগীথমুপাসীত যদৈ প্রাণিতি স প্রাণো  
যদপানিতি সোহপানঃ । অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো  
যো ব্যানঃ সা বাক্ । তস্মাদপ্রাণমনপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ।

যা বাক্ সৰ্ক্ তস্মাদপ্রাণমনপানন্ চমভিব্যাহরতি সৰ্ক্ তং সাম  
তস্মাদপ্রাণমনপানন্ সাম গায়তি, যং সাম স উদগীথস্তস্মাদপ্রাণম-  
নপানন্ উদগায়তি ।

অতো যান্নান্যানি বীৰ্য্যবন্তি কৰ্ম্মাণি যথাগ্নেৰ্মহ্ননমাজ্জৈঃ সরণং  
দৃঢ়ন্ত ধনুষ অ’য়মনমপ্রাণমনপানংস্তানি কৰোত্যেতন্ত হেতোৰ্য্যান-  
মেবোদগীথমুপাসীত ।

অথ খলুদগীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদগীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন



হুত্ত্বিতি বাগ্গীৰ্বাচো হ গির ইত্যচক্ষতে অন্নং থমমে হীদং  
সৰ্বং স্থিতম্ ।

দ্যৌরেবোদন্তরীক্ষং গীঃ পৃথিবী খমাদিত্যএবোদ্বায়ুর্গীর-  
গ্নিস্থং সামবেদ এবোদৃষজুর্বেদোগীঃ ঋগ্বেদস্থং তুক্ষেহৈশ্ব বাগ্-  
দোহং যো বাচো দোহঃ অন্নবানন্মাদো ভবতি য এতান্নেবং বিদ্বা-  
নুদৃগীথাক্ষরাণ্যাপাস্ত উদৃগীথ ইতি ।

অথ খন্ডাশীঃ সম্বন্ধিরূপসরণানীতুাপাসীত যেন সান্না স্তোষান্  
শ্রাং তং সামোপধাবেৎ ।

যশ্রাম্ভিচি তাম্ভচং যদার্বেয়ং তম্ভিৎ যাং দেবতামভিষ্টোষান্ শ্রাং  
তাং দেবতামুপধাবেৎ ।

যেন ছন্দসা স্তোষান্ শ্রাং তচ্ছন্দ উপধাবেৎ যেন স্তোমেন  
স্তোষামাণঃ শ্রাং তৎস্তোমমুপধাবেৎ ।

যাং দিশমভিষ্টোষান্ শ্রাং তাং দিশমুপধাবেৎ ।

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তবীত কামং প্যায়ন্নপ্রমত্তোহভ্যাসো হ  
যদৈশ্ব স কামঃ সম্বন্ধোত যং কামঃ স্তবীতেতি যং কামঃ স্তবীতেতি ।

ছা ১।৩।৩।১—২।

‘অথ’ করণ বিধরকোণীখোপাসনকথনানন্তরং ( ৯৪ ) ‘অধিধৈবতম্’ তদধিতাত্ত্বেষবপন্নম্ । ‘বঃ  
এব’ ‘অসৌ’ আদিত্যঃ ‘তপতি’ ‘তম্ উল্লীষম্’ ‘উপাসীত’ । কথং তত্ত্বোণীষম্ ? ‘উল্ল’ উল্লাচ্চন্  
‘বৈ’ ‘এব’ আদিত্যঃ ‘প্রজাত্যঃ’ ‘উল্লায়তি’ অন্নোৎপত্যর্থম্ । ন কেবলমনেনোপকারং সাধয়তি  
কিন্তু—‘উল্লান্’ ‘তমঃ’ ‘ভয়ম্’ অপহন্তি । ‘বঃ’ এবং বেদ’ স ‘হ বৈ’ ‘ভয়ং’ ‘তমঃ’ অজ্ঞানম্  
‘অপহন্তা’ নাশয়িত্তা ‘ভবতি’ ।

‘সমানঃ’ তুলাঃ ‘উ’ এব ‘অন্নং চ’ প্রাণঃ ‘অসৌ চ’ আদিত্যঃ । কথম্ ? ‘উক্’ অন্নং প্রাণঃ ‘উক্’  
অসৌ আদিত্যঃ ; ‘স্বঃ’ ইতি ‘ইমং প্রাণম্’ ‘আচক্ষতে’ । ‘স্বঃ’ ইতি ‘প্রত্যাশ্রয়ঃ ইতি’ ‘অমুম্’  
আদিত্যম্ আচক্ষতে—প্রতিশ্রুতি প্রত্যাগচ্ছতি ইতি প্রত্যাশ্রয়ঃ । ‘তন্মাং বৈ’ ‘এতম্ উমং’ প্রাণম্  
‘অমুম্ চ’ আদিত্যম্ উল্লীষম্’ ‘উপাসীত’ ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘ব্যানং এব’ ‘উল্লীষম্’ ‘উপাসীত’ । ‘বং বৈ’ পুরুষঃ ‘প্রাণিতি’ মুখনাসিকাত্যাং  
বায়ুং বহির্নিসারয়তি ‘স প্রাণঃ’ ‘যং’ ‘অপানিতি’ অপনয়তি ‘স অপানঃ’ ‘অন্ত যঃ প্রাণাপানরোঃ’  
‘সন্ধিঃ’ ভরোরন্তরা ‘স ব্যানঃ’ । ‘যঃ ব্যানঃ’ ‘স বাব্’ ‘কথম্ ?’ ‘তন্মাং’ ‘অপ্রাণন্ অনপানন্’  
প্রাণকিয়াম্ অপানকিয়াক অকুর্কন্ ‘বাব্’ ‘অভিবা্যহরতি’ উচ্চারয়তি নোকঃ ।

‘বা বাব্’ ‘স বাব্’ ‘তন্মাং অপ্রাণন্ অনপানন্ ওচম্’ অভিবা্যহরতি । ‘বা বাব্’ তৎসানং—

কচাচ্চুচুচাং সামঃ—‘তবাং অশ্রাণন্ অনপানন্ সাম গারতি’। বৎ সাম স উল্লীখঃ—‘তবাং অশ্রাণন্ অনপানন্ উপাগারতি’।

‘অতঃ বানি অন্তানি বীর্ধ্যবন্তি কর্ণাণি—যথা অগ্নেঃ মহনঃ’ ‘আভেঃ’ সংগ্রামন্ত ‘সরণং’ ধাবনং ‘দুচ্চন্ত ধম্বঃ’ ‘আয়মনম্’ আকর্ষণং ‘তানি’ ‘অশ্রাণন্ অনপানন্’ ‘করোতি’ ‘এতন্ত হেতোঃ’ বীর্ধ্যবৎ কর্ণাণি ‘ব্যানম্’ এবং উল্লীখম্’ ‘উপাসীত’।

‘অথ খলু উদ্গীষাক্ষরাণি’ উদ্গীখঃ ইতি ‘উপাসীত’।—‘প্রাণঃ’ এবং উৎ’। কথম্ ? ‘প্রাণেন উত্তিষ্ঠতি’ ‘বাক্ গীঃ’। কথম্ ? ‘বাচঃ হ গিরঃ ইতি আচক্ষতে’ ‘অন্নং খম্’ ‘হি’ বশ্রাৎ ‘অগ্নে’ ‘ইদং সর্বং হিতম্’।

‘স্তোঃ’ এবং উৎ ‘অন্তরিক্ গীঃ’ ‘পৃথিবী খম্’ ; ‘আদিত্যঃ’ এবং উৎ ‘বাক্ গীঃ’ ‘অগ্নিঃ খম্’ ; ‘সামবেদঃ’ এবং উৎ ‘যজুর্বেদঃ গীঃ’ ‘ঋগ্বেদঃ খম্’। উপাসনন্ত কলং—‘বঃ বাচঃ’ ‘দোহঃ’ ‘দোহন ব্যাপারঃ’ ‘অশ্র’ উপাসকায় স্বয়ং ‘বাক্’ তৎ ‘দোহঃ’ ‘দুহে’ দোহি। ‘বঃ’ ‘এতানি’ ‘এবং বিধান্’ ‘উদ্গীষাক্ষরাণি’ উদ্গীখঃ ইতি উপান্তে স ‘অন্নবান্ অন্নাদঃ’ ‘ভবতি’।

‘অথ খলু’ ‘আনীঃ সমুজ্জিঃ’ আশিষঃ কামন্ত সমুজ্জিঃ—স। যথা ভবেৎ তৎ উচ্যতে ইতি শেবঃ। ‘উপসরণানি, চিত্তনীরবিষরাণি’ ইতি এবং প্রকারেণ ‘উপাসীত’ দর্শয়ন্তি তানি—‘যেন অগ্নেন’ ‘স্তোবান্’ স্তুতি করিষান্ ‘স্তাৎ’ তৎ সাম’ উপধাবেৎ উপন্নয়েৎ চিত্তয়েৎ।

‘যস্তান্’ ঋচি তৎ সাম’ ‘তাম্’ ঋচং ‘উপধাবেৎ’ ‘যদাধেঃ’ যস্ত ঋবেঃ শ্রোতঃ ‘তন্’ ঋষিম্ উপধাবেৎ, ‘বাং দেবতাম্’ অভিষ্টোবান্ স্যাৎ ‘তাং দেবতাম্’ উপধাবেৎ।

‘যেন ছন্দসা’ গারজ্যাদিনা ‘স্তোবান্’ স্তাৎ ‘তৎ ছন্দঃ’ ‘উপধাবেৎ’ ‘যেন স্তোজেন’ স্তোত্রবিশেষেণ ‘স্তোব্যমাণঃ স্তাৎ’ ‘তং স্তোমস্’ উপধাবেৎ।

‘বাং বিশম্’ ‘অভিষ্টোবান্ স্যাৎ’ ‘তাং বিশম্’ ‘উপধাবেৎ’।

‘অন্ততঃ’ এতেষাং চিত্তান্তে উদ্গাতা ‘অগ্রমন্তঃ’ সন্ ‘উপস্থতা’ ‘কামস্’ অভিলষিতবিষয়ঃ ‘ধ্যায়ন্’ চিত্তয়ন্ ‘আজ্ঞানং’ স্বস্বরূপং ‘স্ববীত’। ‘অভ্যাসোহ’ ক্লিষ্টম্ এবং ‘যৎ’ যজ ‘যৎ কামঃ’ সৎ ‘স্ববীত’ ‘স কামঃ’ ‘অশ্র’ এবংবিধে ‘সমুদ্যোত’ সমুজ্জিঃ প্রাপ্ত্যং। ষিক্তিরাদরার্থা।

অনন্তর অধিষ্ঠাতৃদেববিষয়ক। ইনি [ আদিত্য ] উদ্দিত হইয়া প্রজাগণের নিমিত্ত সাম গান করেন, স্মৃতরাং যিনি তাপ দেন তাঁহাকে উল্লীখ বলিয়া উপাসনা করিবেক। ইনি উদ্দিত হইয়া ভয় ও অঙ্ককার উভয়ই হরণ করেন, যে ব্যক্তি ইহা জানেন তিনি ভয় ও অঙ্ককারের অপহস্তা হইবেন।

ইনি [ প্রাণ ] উনি [ আদিত্য ] উভয়ে সমান, কেন না ইনিও উষ্ণ উনিও উষ্ণ, ইহাকে [ পণ্ডিতেরা ] স্বর বলেন, উঁহাকে [ পণ্ডিতেরা ] স্বর ও প্রতিস্বর বলেন। তাই ইঁহাকে এবং উহাকে উল্লীখ বলিয়া উপাসনা করিবেক।

অনন্তর ব্যানকেই উল্লীখ বলিয়া উপাসনা করিবেক। মুখ ও

নাসিকা দ্বারা যে বায়ু নিঃসারণ করে সে প্রাণ, অধোদেশ দ্বারা যে বায়ু নিঃসারণ করে সে অপান, এই প্রাণ ও অপানের যে সন্ধিস্থল সেই ব্যান, যে ব্যান সেই বাক্ । প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া না করিয়াই তজ্জন্ত [ লোকে ] বাক্যোচ্চারণ করিয়া থাকে ।

বাক্ যাহা ঋক্ তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [ লোকে ] ঋক্ উচ্চারণ করিয়া থাকে । ঋক্ যাহা সাম তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [ লোকে ] সাম গান করিয়া থাকে । সাম যাহা উকীথ তাহা, তাই প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া [লোকে] সাম গান করিয়া থাকে ।

ইহা ছাড়া অস্ত্র যে সকল বীৰ্য্যবস্ত কৰ্ম্ম, যেমন অগ্নির মন্ধান, সংগ্রামে ধাবন, দৃঢ় ধনুর আকর্ষণ, সে গুলি প্রাণ ও অপানক্রিয়া না করিয়া করিয়া থাকে । এই [ বীৰ্য্যবস্ত কৰ্ম্মের ] নিমিত্ত ব্যানকেই উকীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক ।

অনন্তর উকীথাক্ষর গুলিকে উকীথ বলিয়া উপাসনা করিবেক । প্রাণ উৎ, কেন না প্রাণ দ্বারা উত্থান করে, বাক্ গীঃ, কেন না বাক্কেই গিরি বলে, অন্ন থ, কেন না অন্নই সকলের স্থিতি ।

দ্ব্যলোকই উৎ, অন্তরীক্ষ গীঃ, পৃথিবী থ, আদিত্যই উৎ, বায়ু গীঃ, অগ্নি থ, সামবেদই উৎ, যজুর্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ । বাকের যে দোহন-ব্যাপার উহা স্বয়ং বাক্ই এই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করিয়া থাকে । এই গুলিকে যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উকীথ বলিয়া উকীথাক্ষর সকলের উপাসনা করেন, তিনি অন্নবান্ হন অন্নভোজী হন ।

অনন্তর অভিলষিত বিষয়ের সম্বন্ধি [ যাহাতে হয় তাহা উক্ত হইতেছে ] উপসর্গব্য [ চিন্তনীয় ] বিষয়গুলির এইরূপে উপাসনা করিবেক । যে সাম দ্বারা স্তব করিতে উদ্যত সেই সাম চিন্তা করিবে ।

যে ঋকে সেই সাম সেই ঋক্কে, যে ঋষিপ্রোক্ত সেই সাম সেই ঋষিকে, যে দেবতার স্তবে উদ্যতে সেই দেবতাকে চিন্তা করিবে ।

যে ছন্দে স্তব করিতে উদ্যত সেই ছন্দকে, যে স্তোমে ( স্তোত্রবিশেষে ) স্তব করিতে উদ্যত সেই স্তোমকে চিন্তা করিবে ।

যে দিক্ অধিকার করিয়া স্তব করিতে উদ্যত সেই দিক্কে চিন্তা করিবে ।

এ সকলের পর [ উদ্ভাতা ] অপ্রমত্ত ভাবে সম্মুখীন হইয়া অভিলষিত-বিষয়-চিন্তাপূৰ্ণক আত্মাকে স্তব করিবেন । ইহাতে যে বিষয়ে অভিলাষী হইয়া তিনি স্তব করিবেন, সেই অভিলাষ সত্ত্বর সম্বন্ধিলাভ করিবে ।

ভাব—ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত, সূতরাং ইহাতে সামেরই প্রাধান্য । উপাসনার নূতন প্রণালীতে সামের নিয়োগ ইহার উদ্দেশ্য । ঋক্‌গুলি গানে পরিণত হইয়া সামনামে অভিহিত হয় । যে ঋষি যে ঋক্ প্রণয়ন করিয়াছেন সেই ঋষিকে এবং যে ঋক্ যে দেবতার স্তবের উদ্দেশ্যে বিরচিত, সেই দেবতাকে, যে ছন্দে সেই স্তব গ্রথিত সেই ছন্দকে চিন্তা করা বা মনন করা এটা ঠিক বৈদিক প্রণালী নহে । বৈদিকগণ ঋক্ ও সামকে যজ্ঞক্রিয়ায় নিয়োগ করিতেন মননে নহে । মৃৎ পাখাগাদি যেখানে স্তোত্রের বিষয় সেখানে উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আশ্রয় করিয়া উহাদের নিয়োগ হয়, এই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত । উপনিষৎ পরোক্ষভাবে প্রাণকে এবং অপরোক্ষভাবে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিয়া উপাসনাবিধান করিয়াছেন । সামগুলি প্রাণের ক্রিয়া । এখানে প্রথমতঃ সেই প্রাণক্রিয়া-দর্শন-পূৰ্ণক পরিশেষে “আত্মাকে স্তব করিবেন” এই কথায় উপাসনা পরমাত্মায় পর্য্যবসান করা হইয়াছে । যে স্বরযোগে সাম উচ্চারিত হয়, সেই স্তব প্রাণক্রিয়া । আদিত্য ও প্রাণ এ উভয়েতে সেই স্বরের নিয়োগ দেখাইয়া বাক্ উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় বলপ্রয়োগোচিত কার্য্যে প্রাণের সহায়তা প্রদর্শিত হইয়াছে । উল্লীখ সামগান ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই উল্লীখের সর্বত্র স্থিতিপ্রদর্শন প্রাণরূপী পরোক্ষ ব্রহ্মের স্থিতি প্রদর্শন । এস্থলে এবং ইহার পরে যে সামোপাসনা নিবদ্ধ হইয়াছে, সে সকলেতে পরোক্ষ ব্রহ্ম প্রাণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় । উল্লীখ ও প্রণব, প্রণব ও স্বর এ উভয়কে এক করিয়া গ্রহণ করাতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জগতে প্রকাশমান ব্রহ্ম ছান্দোগ্য সর্বত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তুরীয় ব্রহ্ম বৃহদারণ্যকের অধিকৃত বিষয় । দৃশ্যমান যাহা কিছু সকলই প্রাণের ক্রিয়া, দৃশ্যমান বিষয়সমূহে সামোপাসনার নিয়োগ জগতে প্রকাশমান ব্রহ্মেরই উপাসনা দেখাইয়া দেয় ।

১৫। ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীতোমিতি হৃদগায়তি তস্তোপ-  
ব্যাক্ষ্যানম্ ।

দেবা বৈ যুতোর্বিভ্যতন্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশৎস্তে ছন্দোভির-  
চ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ৎস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্তন্ ।

তানু তত্র যুত্যাং মৎস্তমুদকে পরিপশ্চেদেবং পর্যাপশ্চদৃচি  
সান্নি যজুষি । তে নু বিত্বোক্তা ঋচঃ সান্নো যজুষঃ স্বরমেব  
প্রাবিশন্ ।

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যোবাসিত্যসরতোব্যং সান্নমেবং যজুরেব  
উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া  
অভবন্ ।

স য এতদেবং বিদ্বানক্ষরং প্রণোত্যেতদেবানক্ষরং স্বরমমৃত-  
মভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ।

ছা, ১।৩।৪।১—৫ ।

‘ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ উপাসীত’ ‘ওমিতি হি উৎপাদতি, তত্ত’ উপব্যাখ্যানম্ আধ্যাত্মিক-  
চ্ছন্দেন তত্ত অমৃতত্বকল প্রদর্শনম্ ।

‘যুতোঃ’ ‘বিভ্যতঃ’ ‘দেবাঃ বৈ’ ‘ত্রয়ীং বিদ্যাং’ বেদবিভিতং কৰ্ম ‘প্রাবিশন্’ । ‘তে ছন্দোভিঃ’  
আত্মানম্ ‘অচ্ছাদয়ন্’ ছাদিতবস্তঃ ‘বৎ’ বস্তাৎ ‘এভিঃ’ ছন্দোভিঃ ‘আচ্ছাদয়ন্’ ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘ছন্দসাং  
ছন্দস্তন্’ ।

‘মৎস্তম্’ ‘বখা’ উদকে ‘পরিপশ্চেৎ’ ‘এবং’ ‘তান্’ দেবান্ ‘উ’ ‘যুত্যাঃ’ ‘পর্যাপশ্চৎ’ । ‘তে’ দেবাঃ  
‘নু’ ‘বিত্বা’ যুতোঃ চিকির্ষিতং বিদিত্বা ‘ঋচঃ যজুষঃ সান্নঃ’ উক্তাঃ ‘তত্ত্বপ্রবন্ধাঃ বাচঃ’ অতিক্রম্য তদু-  
ক্তাঃ ‘স্বরম্ এব’ ‘প্রাবিশন্’ ।

‘কদা বা কচম্ আপ্নোতি’ অধ্যয়নার অধিকারোতি, তদা ‘ওম্ ইতি এব’ ‘অতিশ্বরতি’ নিরতিশয়ে-  
সাহসেন উচ্চারণতি, ‘এবং সান্ন এবং যজুঃ’—তত্ত্বাধ্যয়নকালে ওমিত্যুচ্চারণানন্তরং তৎ করোতি ।  
‘এব উ স্বরঃ’ ওকারঃ । কোহসৌ? ‘যৎ এতৎ অক্ষরম্’ ‘এতৎ অমৃতম্, অভয়ম্’ । ‘তৎ’ অক্ষরং  
‘প্রবিশ্য’ ‘দেবাঃ’ ‘অমৃতাঃ’ ‘অ ভয়াঃ’ ‘অভবন্’ ।

‘স যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অক্ষরং’ ‘প্রণোতি’ ত্তোতি—তদর্থচিন্তনা দ্বিনা তদ্ব্যবস্থানুভবতি, স ‘এতৎ  
এব অক্ষরং স্বরং’ ‘প্রবিশতি’ ‘তৎ প্রবিশ্য’ ‘যদমৃতাঃ’ ‘যাদৃশঃ’ অমৃতাঃ দেবাঃ অভবন্ ‘তদমৃতঃ’ ‘তাদৃক্  
অমৃতঃ’ সাধকঃ ‘ভবতি’ ।

ওম্ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক । ওম্ এইটিকে গানের বিষয়  
করিবেক ! [ আধ্যাত্মিকচ্ছন্দে ] উহার ব্যাখ্যান এই ।

দেবগণ যুত্যা হইতে ভয় পাইয়া ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবেশ করিলেন  
এবং তাঁহারা আপনাদিগকে ছন্দোক্তির দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন ।  
ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, তাই ছন্দ সকলের ‘নাম’ ছন্দ ।

জলের মধ্যে যে প্রকার মংস্ত দেখা যায়, তেমনি ঋক্ সাম ও যজুর মধ্যে যুক্ত্য তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন । তাঁহারা ইহা জানিতে পাইয়া তাঁহারা ঋক্ সাম ও যজুর উর্দ্ধগত হইয়া স্বরে প্রবেশ করিলেন ।

যখনই [ অধ্যোতা ] ঋক্ অধিকার করে, তখনই সে আদরে ওম্ উচ্চারণ করে । এইরূপ সাম [ অধ্যায়নে ] যজু [ অধ্যায়নে ] । এই যে অমৃত অভয় অক্ষর উহা স্বরই । নেই অক্ষরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবগণ অমৃত হইলেন অভয় হইলেন ।

যে ব্যক্তি এইটি এইরূপ জানিয়া অক্ষরের স্তব করেন তিনি স্বররূপী এই অমৃত অভয় অক্ষরে প্রবেশ করেন, এবং উহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ যেমন অমৃত হইয়াছিলেন তেমনই অমৃত হইলেন ।

ভাব—দেবগণ—ইন্দ্রিয়গণ । যুক্ত্য—পাপ । পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ ত্রী বিদ্যাতে প্রবেশ করিলেন—বেদবিহিত কার্যের অনুসরণ করিলেন । বেদবিহিত কর্ত্ত্ব অজ্ঞানতা ও মূঢ়তাবন্ধনে কারণ হয় ( ১৫ ) সুতরাং তাহার পাপ নিষ্কৃতি হয় না, তাই আধ্যাত্মিক বলিতেছেন “জলের মধ্যে যে প্রকার মংস্ত দেখা যায় তেমনি ঋক্ সাম ও যজুর মধ্যে যুক্ত্য তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন ।” ঋক্ সাম ও যজুর উর্দ্ধগত হইয়া—তত্ত্বনিবন্ধ বাক্যসমূহকে অতিক্রম করিয়া—দেবগণ স্বরে প্রবেশ করিলেন । এ স্বর কি ? ওম্ । ওম্ ও স্বর এখানে অভিন্নভাবে গৃহীত হইয়াছে । সামো-পাসনার স্বরের প্রাধান্য, সেই স্বর ও ওম্ একই । সুতরাং ওক্তারের ব্যাখ্যানে ( ৭০ পৃ ) যাহা আছে সামোপাসনায় তাহার নিয়োগ ছানোগ্যের অভিপ্রেত ।

১৬ । অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদগীথএষ প্রণব ওমিতি হেব স্বরম্বেতি ।

এতমু এবাহমভ্যাগাসিযং তস্মান্মম ভ্রমেকোহসীতি হ কৌষী-তকিঃ পুত্রেমুবাচ রশ্মীৎস্বং পর্য্যাবর্ত্তয়াত্বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধি-দৈবতম্ ।

অথাধ্যাত্মং য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসীতোমিতি হেব স্বরম্বেতি ।

এতমু এবাহমভ্যাগাসিযং তস্মান্মম ভ্রমেকোহসীতি হ কৌষী-তকিঃ পুত্রেমুবাচ প্রাণৎস্বং ভূমানমভিগায়তাৎহবো মে ভবিষ্যন্তীতি ।

এতমু এবাহমভ্যাগাসিযং তস্মান্মম ভ্রমেকোহসীতি হ কৌষী-

ভক্তিঃ পুত্রমুবাচ প্রাপ্ত্যন্তং ভূমানমভিগায়তাচ্ছবো মে ভবিষ্য-  
ন্তীতি ।

অথ খলু য উদগীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদগীথ ইতি  
হোতৃসদনাকৈবাপি দুরুদগীথমনুসমাহরতীত্যানুসমাহরতীতি ।

ছা, ১।৩।৫।১—৫।

‘অথ খলু যঃ উদগীথঃ স প্রণবঃ, যঃ প্রণবঃ স উদগীথঃ ইতি’—বহুচান্নাং বোহসৌ প্রণবঃ ছন্দো-  
গানানাং সোহসাবুদগীথ ইতি তদ্বন্ম । ‘অসৌ বৈ আদিত্যঃ উদগীথঃ । ‘এব প্রণবঃ ওম্, ইতি’  
কথম্? ‘হি’ বস্মাৎ ‘এব’ আদিত্যঃ ‘স্বরন্’ গচ্ছন্ ওমিতি উচ্চারণন্ বা ‘এতি’ ।

‘এতন্ম উ এব’ আদিত্যঃ ‘অহম্’ ‘অভ্যাগাসিষম্’ আভিমুখ্যেন গীতবান্ অস্মি, তস্মাৎ মম স্বম্,  
একঃ অসি ইতি হ’ ‘কৌষীতকিঃ’ কুৰীতকস্তাপত্যঃ ‘পুত্রম্,’ ‘উবাচ’ উক্তবান্, ‘স্ব’ ‘রস্মীন্’ আদিত্য  
চ ‘পর্থাবর্ত্তরাত্’ পর্থাবর্ত্তর, ‘বহবঃ’ পুত্রাঃ ‘বৈ’ ‘তে’ তব ‘ভবিষ্যন্তি’ ইতি ‘অধিদৈবতম্’ ।

‘অথ অধ্যাক্ষম্’ । ‘যঃ এব অয়ং মুখ্যপ্রাণঃ তম্’ ওমিতি ‘উদগীথম্’ ‘উপাসীত’, ‘হি’ বস্মাৎ  
‘এব’ বাগাদিপ্রস্তোত্রার্থং ‘স্বরন্’ ওমিতি অনুজ্ঞাং কুর্কন্ ‘এতি’ ।

‘এতন্ম, উ এব’ প্রাণম্, ‘অহম্’ অভ্যাগাসিষম্, তস্মাৎ মম স্বম্, একঃ অসি ইতি হ’ কৌষীতকিঃ  
পুত্রম্, ‘উবাচ’—‘বহবঃ’ পুত্রাঃ ‘মে’ ‘ভবিষ্যন্তি’ ইতি অভিপ্রেতা ‘স্ব’ ‘প্রাণং’ ‘ভূমানং’ তদন্ত-  
বিশিষ্টম্, ‘অভিগায়তাং’ ।

‘অথ খলু যঃ উদগীথঃ স প্রণবঃ যঃ প্রণবঃ স উদগীথঃ ইতি’ উদগীথপ্রণবয়োঃ ভেদেন ন তু  
ভেদেন ‘হোতৃসদনাং হ এব অপি’ হোত্ৰা বত্ৰস্তঃ শংসতি তৎ স্থানং হোতৃসদনস্তস্মাৎ হোত্ৰা সম্যক্ত-  
স্মিতপ্রণবাহুগাত্ৰা ‘ছরন্’ গীতং প্রমাদতঃ স্মরাদিহীনং কৃতং যৎ তৎ অনুসমাহরতি’ প্রতিসন্দ্বাতি  
তৎ প্রতিবিধানং करोতি ।

অনন্তর উদগীথ যাহা প্রণব তাহা, প্রণব যাহা উদগীথ তাহা,  
এনিমিত্ত এই আদিত্য উদগীথ, এই প্রণব ওম্, কেন না ইনি গতিশীল  
হইয়া ওম্ উচ্চারণ করিয়া আগমন করেন ।

পুরাকালে কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই আদিত্য-  
মুখে গান করিয়াছিলাম তাই তুমি আমার একটি পুত্র হইয়াছ । তুমি যদি  
রশ্মি ও আদিত্য উভয়কে গানের বিষয় কর, তোমার বহু পুত্র হইবে ।  
এটি অধিদৈবত ।

অনন্তর অধ্যাক্ষ । এই যে মুখ্য প্রাণ ইহাকে উদগীথ বলিয়া উপাসনা  
করিবেক, কেননা ইনি [ বাগাদি প্রবর্ত্তনার নিমিত্ত ] ওম্ উচ্চারণ  
করিয়া আগমন করেন ।

পুরাকালে কৌষীতকি পুত্রকে বলিয়াছিলেন, আমি এই প্রাণের  
অভিমুখে গান করিয়াছিলাম তাই তুমি আমার একটি পুত্র হইয়াছ ;

আগার বহু পুত্র হইবে এই উদ্দেশ্যে তুমি প্রাণকে ভুমা বলিয়া গান কর ।

অনন্তর উল্লীখ যাহা প্রণব তাহা, প্রণব যাহা উল্লীখ তাহা, এইরূপ [ অভেদ ভাবে গান করিলে ] [ উদ্গাতা কর্তৃক ] স্বরাদিতে হীন করিয়া যাহা উল্লীত হয় হোতৃসদন হইতে [ ওস্তারোচ্চারণে ] তাহার প্রতি-বিধান হইয়া থাকে ।

ভাব—ঋগ্বেদিগণের পক্ষে প্রণব সামবেদিগণের পক্ষে উল্লীখ একার্থক। যজ্ঞে হোতৃ-প্রণবের মন্ত্র উচ্চারণ করেন, এবং উদ্গাতৃগণ সামগান করেন। সামগান করিতে গিয়া স্বরাদিতে যদি প্রমাদ হয় তাহা হইলে উহা বিনাশের কারণ হয়। এজন্ত শিক্ষা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে ;—

মন্ত্রোঃশীঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রয়ুক্তো ন ভস্বর্থমাহ ।

সবাথজ্ঞো বজ্রমানং হিনন্তি যথেষ্টশত্রুস্বরতোহপরাধাৎ ॥

পুত্রহন্তা ইজ্ঞের বধের নিমিত্ত আর একটি পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্যে ষষ্ঠা “ইজ্ঞশত্রুঃ বর্ধস্ব” এই মন্ত্রে অভিচার আরম্ভ করেন। ‘ইজ্ঞশত্রু’ এই পদটি অন্তোদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করা উচিত ছিল, কেন না তাহা হইলে ইজ্ঞের শত্রু [ হিংসক ] এই অর্থ হইয়া অভিচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, কিন্তু পুরোহিত ভ্রমক্রমে ‘ইজ্ঞশত্রু’ শব্দটি আত্মদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইল, কেন না ষষ্ঠার পুত্র বৃত্তই শত্রু [ হিংসক ] না হইয়া বহুব্রীহিসমাসবশতঃ ইজ্ঞই বৃত্তের হিংসক হইল। স্বর ও বর্ণের উচ্চারণগত দোষে কোন একটি মন্ত্রে যদি মিথ্যা প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ইজ্ঞ ও বৃত্ত সম্বন্ধে যাহা ঘটয়াছিল তাহাই ঘটয়া থাকে, স্তব্রাঃ উদ্গাতার প্রমাদবশতঃ গানে স্বরবর্ণ দোষ ঘটিলে তাহার প্রতিবিধান হওয়া নিতান্ত সমুচিত। যেস্থলে হোতার উচ্চারিত প্রণব এবং উদ্গাতার উচ্চারিত উল্লীখ এ দুই অভেদ ভাবে গৃহীত হয় সেখানে উদ্গাতার ভ্রমপ্রমাদ হইলেও হোতার বিগুহ্য প্রণবোচ্চারণে সে দোষ অপনোত হইয়া থাকে, এস্থলে তাহাই উক্ত হইয়াছে ।

উপাস্যকে নির্কির্শেষ ভাবে গ্রহণ করিলে ফলও নির্কির্শেষ হয়, সবিশেষ ভাবে গ্রহণ করিলে ফলও সবিশেষ হয়। যদিও ইহা এখানে উপাসনার ফলস্বরূপ এক পুত্র লাভ ও বহু পুত্রলাভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধেও যে ইহা সত্য তাহা সাধকমাত্রেরই অমুভবসিদ্ধ। মৈত্রায়ণীর উপনিষৎ এজন্তই যাহা নিয়ত বিদ্যমান এবং যাহা নিয়ত রূপান্তর হইতেছে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দৃঢ়তাশাধননিমিত্ত এ দুইই সাধকের অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দারণ করিয়াছেন ( ১৪১ পৃ )। ব্রহ্ম অনির্কির্শচনীয় এক অখণ্ড, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ বহু। তাঁহাতে ‘ভুমা’ এই শব্দের প্রয়োগ ইহাই প্রদর্শন করিয়া



থাকে। এখানে বাহা বলা হইয়াছে বালাকী-ওজনক-সংবাদে তাহা সুস্পষ্ট অভিযুক্ত রহিয়াছে।

১৭। অথাৎ: শৌৰ উদগীথস্তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্ব্রাজ।

তন্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুৰ্ভূব তমন্তো শ্বান উপসমেত্যোচুরম্নং নো ভগবানাগায়তু অশনায়াম বা ইতি।

তান্ হোবাচেইব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়ককার।

তে হ সথৈবেহ বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরকাঃ সর্পস্তী-  
তোবমাসম্পুস্তে হ সমুপবিষ্টা হিক্কুঃ।

ওঁমদামোং পিবাতমোং দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২হ-  
মমিহা২ হহরদহ২মপতেওহমমিহা২হরা২হহরোওমিতি।

ছা, ১। ৩। ১২। ১—৫।

‘১৭’ অনন্তরং ‘অতঃ’ অন্তকষ্টানন্তরং ‘শৌৰঃ’ বভিঃ দৃষ্টঃ ‘উদগীথঃ’ উদগানং প্রস্তুতং। ‘৩৭’ তত্র ‘হ’ কিল ‘দাল্ভ্যঃ’ দল্ভভূতাপত্যং ‘মৈত্রেয়ঃ’ মিত্রায়াশ্চাপত্যং ‘একঃ’ ‘গ্লাবো বা’—নামান্তরে—  
‘স্বাধ্যায়ঃ’ স্বাধ্যায়ং কর্তৃন্ ‘উদ্ব্রাজ’ গ্রামাৎ বহিঃ উদগতবান্।

‘তন্মৈ’ অথবে ‘শ্বেতঃ’ ‘শ্বা’ ‘প্রাদুৰ্ভূব’—স্বাধ্যায়তোবিভা দেবতা স্বরূপেণাঙ্গানং প্রকাশিতবতী।  
‘তং’ শ্বেতশ্বানন্ ‘অন্তে’ শ্বানঃ উপসমেত্য উচুঃ—‘ভগবান্’ ‘নঃ’ অন্ম ভ্যন্ ‘অন্নম্’ ‘আগারাতু’ গানেন  
নিষ্পাদয়তু ‘অশনায়াম’ অন্নায় বরং ‘বৈ’ ইতি।

‘তান্’ শ্বানঃ স শ্বেতশ্বা ‘হ’ উবাচ—‘ঐহ এব’ ‘মা’ মাং ‘প্রাতঃ’ উপসমীয়াত উপগচ্ছত।  
‘৩৭’ তত্র ‘হ’ ‘দাল্ভ্যঃ’ ‘মৈত্রেয়ঃ’ ‘দাল্ভ্যঃ’ ‘বকঃ’ ‘গ্লাবো বা’ ‘প্রতিপালয়ককার’ প্রতীক্যং  
কৃতবান্।

‘বধা এব’ ‘ইহ’ কর্ণগ্নি ‘বহিষ্পবমানেন’ স্তোত্রেন ‘স্তোষ্যমাণাঃ’ উদগাতৃপুরুষাঃ ‘সংরকাঃ’ অস্তো-  
জলগাঃ ‘সর্পস্তি’ ‘এব’ ‘তে’ শ্বানঃ ‘আসম্পুঃ’ পরিভ্রমণং কৃতবন্তঃ। তে ‘সমুপবিষ্টা’ ‘হিক্কুঃ’  
গানারম্ভকালে সর্কে মিলিত্বা হকারধ্বনিং কৃতবন্তঃ। হিক্কাররূপমাহ—‘ওন্ অন্নম্’ অন্নম্ ‘ওন্ পিবাম  
জলম্’ ‘ওন্ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ ইহ’ ‘আহরৎ’—লেট্—আহরতু। ‘হে অন্নপতে,  
অন্নম্ ইহ আহর আহর ওন্’ ইতি’

অনন্তর ইহার [ অন্ন কষ্টের ] পর কুকুরদৃষ্ট উদগীথ। দল্ভ ও মিত্রার  
তনয় বক [ নাগান্তরে ] গ্লাব স্বাধ্যায়সাধনজন্তু গ্রামের বাহিরে গিয়া-  
ছিলেন।

তাঁহার সমীপে শ্বেত কুকুর প্রাদুৰ্ভূত হইল। অস্ত কুকুর সকল তাঁহার

সমীপে আগমন করিয়া বলিল, আমাদের জন্ত অন্ন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ গান করুন, আমরা অন্ন ভোজন করিব ।

সে তাহাদিগকে বলিল, তোমরা প্রাতে আমার নিকটে আসিও । সেইস্থানে দল্ভ ও মিত্রার তনয় বক [নামাস্তরে] গাব [তাহাদের] প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ।

উল্কাতৃপুরুষগণ স্তোত্র দ্বারা যখন স্তব করিতে প্রবৃত্ত তখন যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ভ্রমণ করেন, তেমনি সেই কুকুরগুলি পুচ্ছমুখে দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল । পরিশেষে উপবেশনপূর্বক এই কথা গুলিকে গানারস্তম্ভচক হৃৎকারধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল—ওঁ [ অন্ন ] খাইব, [জল] পান করিব, ওঁ দেববরুণ, প্রজাপতি, সবিতা এখানে অন্ন আহরণ করুন । হে অন্নপতি, এখানে অন্ন আহরণ কর, এখানে অন্ন আহরণ কর ওঁ ।

ভাব—প্রাহৃত হইল—ঋষির প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া দেবতা কুকুররূপে আবির্ভূত হইলেন । অন্ন সম্পাদন করিয়া—দেবতাবলীতে যে হৃত্তিকের আখ্যায়িকার উল্লেখ হইয়াছে, সেই হৃত্তিকের পর প্রচুর অন্নলাভের নিমিত্ত এই উল্কাধোপাসনা । বহিষ্পবমান—সোমদেবতাক ঋগ্বেদোক্ত নবমমণ্ডলের প্রথম ছেষটি স্তব পবমানস্তোত্র । শিলাপট্টে নিষ্পিষ্ট সোমলতা হইতে সোমবহিনিঃসরণ এই স্তোত্রের বিষয় । উল্কাতৃপুরুষগণ—অধ্বৰ্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া যজমান পর্য্যন্ত সকলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করেন, পরিশেষে উপবেশন পূর্বক গান করিয়া থাকেন ।

১৮। অয়ং বাব লোকো হা উকারো বায়ুহা ইকার শ্চন্দ্রমা-  
অথকারঃ । আত্মোহকারোহগ্নিরীকারঃ ।

আদিত্য উকারঃ নিহবএকারো বিখে দেবা ঔহোইকারঃ প্রজা-  
পতির্হিষ্কারঃ প্রাণঃ স্বরোহন্নং যা বাগ্নিরাট্ ।

অনিকৃত্তস্ত্রয়োদশস্তোভঃ সঙ্করো হিষ্কারঃ ।

দুন্ধেহস্মৈ বাদোহাং যো বাচো দোহোহন্নবান্নাদো ভবতি য  
এতামেবৎ সান্নান্নপনিষদং বেদোপনিষদং বেদ ।

ছা, ১। ৩। ১৩। ১—৪।

‘অয়ং বাব লোকঃ’ ‘হা উকারঃ’—হাউ ইতি গানসিদ্ধার ভোভঃ—‘ব বগবক্রেভ্যোহবিকঃ ন চ  
তৈঃ সর্বঃ স স্তোভো নাম’ “কালপ’রিত্তোদার্থানি স্তোভাক্ষরানি”—‘বায়ুঃ’ ‘হাইকারঃ’ হাই ‘চন্দ্রমাঃ’  
‘অথকারঃ’ অথ ‘আত্মা’ ‘ইহকারঃ’ ইহ ‘অগ্নিঃ’ ‘ইকারঃ’ ই ।

‘আদিত্যঃ’ উকারঃ উ ; ‘নিহবঃ’ আস্থানম্ একারঃ এ ; ‘বিবে দেবঃ’ ঔহোইকারঃ ঔহো ই ; ‘প্রজাপতিঃ’ হিকারঃ হিং ; ‘প্রাণঃ’ স্বরঃ ; ‘অন্নঃ’ যা ; ‘বিরাট্’ বাক্ ।

‘অনিরুক্তঃ’—অব্যক্তত্বাৎ ইৎক্ষেপকেন্চিৎ অনির্কীৰ্ত্ত্যঃ কারণাত্মা—‘সকরঃ’—কার্যাক্রপেণানেকত্বাৎ সকরতীতি সকরঃ ‘হকারঃ’ হম্ ত্রয়োদশস্তোভঃ ।

কলম্—‘বঃ’ ‘বাচঃ’ ‘দোহঃ’ দোহনব্যাপারঃ ‘অন্নৈ’ উপাসকার স্বরং ‘বাক্’ তং ‘দোহং’ ‘হুকে’ দোহি । ‘বঃ’ ‘এভাৎ’ ‘সায়াম্’ উপনিববং রহস্তম্ ‘এবং’ ‘বেদ’ স ‘অন্নবান্’ ‘অন্নাদঃ’ ‘ভবতি’ । বিরভ্যাসোহধ্যায়সমাপ্তার্থঃ ।

এই লোক হা উকার, বায়ু হা ইকার, চন্দ্র অথকার, আত্মাই হকার, অগ্নি ঙ্গে ।

আদিত্য উকার, আস্থান একার, বিশ্বদেবগণ ঔ হো ইকার, প্রজাপতি হিকার, প্রাণ স্বর, অন্ন যা, বিরাট্ বাক্ ।

বিবিধরূপে সঞ্চারমাণ অনির্কীৰ্ত্ত্য [কারণাত্মা] হুম্ ।

বাকের যে দোহনব্যাপার উহা অন্নং বাকই উপাসকের নিমিত্ত দোহন করিয়া থাকে । যিনি এইরূপে এই স্বরর রহস্ত জানেন তিনি অন্নবান্ হন অন্নভোজী হন ।

ভাব—হাউ, হাই, অথ, ইহ, ঙ্গে, উ, এ, ঔ হোই, হিং, স্বর। যা, বাক্ হম এই ত্রয়োদশটি অর্থশূন্য অক্ষরকে স্তোভ বলে । যে ঋকৃষ্টি গানে পরিণত হয়, তাহাতে যে সকল বর্ণ আছে, তাহাদিগের বিকার, বিশ্লেষণ, অভ্যাস, বিরাম ত্ত লোপ দ্বারা উহাকে গানের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয় । ঋকে যে সকল অক্ষর আছে সে সকল অক্ষর ছাড়া যে সকল অধিক অক্ষর গানকালের পরিচ্ছেদের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে স্তোভ বলে \* । গানের জন্ত স্তোভাক্ষর একান্ত প্রয়োজন । ভুলোকাদি সৃষ্টিতে সেগুলিকে উপাসনার বিষয় করিয়া লইবার জন্ত এই অংশ নিবন্ধ হইয়াছে ।

• (১) বিকার—যেমন ‘অগ্নে’ এহলে ‘ওগ্নাই’ অকারের স্থলে ওকার বিকার ।

(২) বিশ্লেষণ—যেমন ‘অগ্নে’ এহলে ‘আই’ বিশ্লেষণ ।

(৩) অভ্যাস—যেমন ‘বীতায়’ এহলে ‘তোরাই তোরাই’ অভ্যাস ।

(৪) বিরাম—যেমন ‘গৃণানো হব্যদাভরে’ এহলে ‘গৃণানোহ’ বিরাম ।

(৫) লোপ—যেমন ‘সংসি’ হলে ‘সাত সাইতে ত লোপ হইরাছে । একটি পদের মধ্যে বিকারাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে’ যেমন ‘তোরাই’ হলে ‘তরে’র অকার স্থলে ওকার—বিকার ‘বে’র স্থলে ‘আই’—বিশ্লেষণ এবং ‘তোরাই তোরাই’ ছবার বলাতে অভ্যাস হইরাছে । এখানেও ‘সংসি’র কেবল ত লোপ হইরাছে তাহা নহে এখন ‘স’র অন্তরে ত্রিষাতক আ হইয়া বিকার ঘটয়াছে দ্বিতীয় ‘স’র অকার অকার হইয়া বিকার এবং ‘সি’র ই বিলিট হইরাছে ।

১৯। সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু যৎ খলু সাধু তৎ সামে-  
ত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ।

তদুতাপ্যাছঃ সান্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদা-  
ছরসান্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাছঃ ।

অথোতাপ্যাছঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব  
তদাছরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যাধু বতেত্যেব তদাছঃ ।

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেতুপাস্তেহভ্যাশোহ যদেনং  
সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরূপ চ নমেয়ুঃ । ছা, ২। ৪। ১। ১—৪ ।

‘সমস্তস্য’ সর্গাবয়ববিশিষ্ট ‘সামঃ’ ‘উপাসনং’ ‘ধনু’ ‘সাধু’ । ‘যৎ ধনু সাধু তৎ সাম ইতি  
আচক্ষতে যৎ অসাধু তৎ অসাম ইতি’ ।

‘তৎ’ তত্র সাধুসাধুবিবেকে ‘উত অপি’ ‘আহঃ’ ‘সাম’ ‘এনং’ রাজানং সামন্তঞ্চ ‘উপগাৎ’ উপ-  
গতবান্ । ‘ইতি’ হেতোঃ ‘সাধুনা’ শোভনভিত্ত্যেণ ‘উপগাৎ’ ‘ইতি এব’ ‘তৎ’ তত্র ‘আহঃ’  
লৌকিকাঃ বন্ধনান্যসাধুকার্যমাণদ্যমানাঃ । ‘অসামা এনম্ উপগাৎ’ ‘ইতি’ হেতোঃ ‘অসাধুনা’ অশোভ-  
নভিত্ত্যেণ ‘এনম্’ ‘উপগাৎ’ ‘ইতি এব’ ‘তৎ’ তত্র ‘আহঃ’ লৌকিকাঃ ।

‘তৎ’ তত্র সাধুসাধুবিবেকে ‘উত অপি আহঃ’ । কিম্ ? ‘যৎ’ যত্র ‘সাধু ভবতি’ ‘তৎ’ তত্র ‘সাধু’  
‘বত’—সন্তোষে—‘ইতি’ হেতোঃ ‘এব’ ‘সাম’ ‘নঃ’ অন্মাকং ‘বত’ ‘ইতি আহঃ’ । ‘যৎ’ যত্র ‘অসাধু’  
‘ভবতি’ ‘তৎ’ তত্র ‘অসাধু’ ‘বত’—ধেদে—‘ইতি এব’ ‘অসাম’ ‘নঃ’ অন্মাকং ‘বত ইতি’ ‘আহঃ’ ।

‘যৎ’ ‘এতৎ এবং বিদ্বান্’ ‘স’ ‘সাম’ ‘সাধু’ ‘ইতি’ ‘উপাস্তে’ । ‘যৎ’ যতঃ উপাসনাতঃ ‘এনম্’  
উপাসকং ‘অভ্যাশোহ’ কিম্? এব ‘সাধবঃ ধর্মাঃ’ ‘আগচ্ছেয়ুঃ চ’ ‘উপনমেয়ুঃ চ’ ভোগ্যং প্রাপ্নু-  
চ—যৌ চকারাবলিষজ্ঞাপকৌ ।

( ৬ ) স্তোভ--যেমন ‘বহিবি’ হলে ‘ব’ বা হইয়া বিকার এবং তন্মধ্যে ঋগক্ষরের অধিক ‘ঔ’ হে ।

বা’ কাল পরিচ্ছেদের অন্ত বাবহৃত হওয়াতে ঐ ঔলি স্তোভাকর । ‘বহিবি’ হলে

‘বা ঔ হো বা হিবি’ বর্ণ বিকার হইয়াছে র লোপ পাইয়াছে, স্তোভাকর নিষিষ্ট  
হইয়াছে । এই দৃষ্টান্তগুলি সামবেদের প্রথম কৃৎ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে ।

সমুদায় পক্টি এবং গানার্ধ তাহার পরিবর্তন এইরূপ ;—

অগ্ন আরাহি বীতরে গৃণানো হব্যদাতরে ।

নিহোতা সংসি বহিবি ॥

ইহার এইরূপ বর্ণবিকারাদিতে গান হয় ;—

অগ্নাই আরাহী৩ বীই ( রি ) তোরাই তোরাই গৃণানোহ ব্যদা তোরাই তোরাই । নাইহো  
ভাসা৩ সাই বা ঔহো বা হীবি ।

এখানে বর্ণবিকারাদি কোথায় কি হইয়াছে উপরে যে বিকারাদির দৃষ্টান্ত এদর্শিত হইয়াছে, তাহা  
হইতে অন্বয়দম হইবে ।

সমস্ত ( সৰ্বাবয়ববিশিষ্ট ) সামের উপাসনা নিশ্চয় সাধু । বাহ্য সাম নিশ্চয় তাহাকে সাধু বলে, বাহ্য অসাম তাহাকে অসাধু বলে ।

সে স্থলে [ লোকেও ] বলিয়া থাকে, সাধুভাবে ইহার নিকটে আসিয়াছে তাই সেখান সামে ( শুভাভিপ্রায়ে ইহার নিকটে আসিয়াছে তাহার ) বলে ; অসাধুভাবে ( অশুভাভিপ্রায়ে ) ইহার নিকটে আসিয়াছে তাই সেখান অসামে ইহার নিকটে আসিয়াছে তাহার বলে ।

যেখানে সাধু (ভাল) হয় সেখানে অহো সাধু হইয়াছে একথা বলিতে গিয়া বলে, অহো আমাদের সাম হইয়াছে ; যেখানে অসাধু ( অসাম ) হইয়াছে সেখানে হায় অসাধু ( মন্দ ) হইয়াছে এ কথা বলিতে গিয়া বলে, হায়, আমাদের অসাম হইয়াছে ।

যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সামকে সাধু বলিয়া উপাসনা করেন, শীঘ্রই সাধু ধৰ্ম্ম সকল ইহার নিকটে উপস্থিত হয় এবং ইহার ভোগ্য হয় ।

ভাব—সামের অবয়ববিশেষ ওঙ্কার এবং স্তোভাক্ষরসমূহের উপাসনা উল্লেখ-করিয়া এখন সমস্তাবয়ববিশিষ্ট সামের উপাসনা বলিবার স্থচনা করা হইতেছে । পাঁচ বা সাতভাগে ( ৪৬ পৃ ) সাম গীত হইয়া থাকে । ‘আর্য্যধর্ম্ম ও তদ্ব্যাখ্যাভূষণ’ এতৎ শীর্ষক বক্তৃতায় ইহার বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, “সাম ও psalm একই কথা । ঋগ্বেদোক্ত স্তোত্র ( অবশ্য তদতিরিক্তও আছে ) গানে পরিণত করিয়া যজ্ঞের সময়ে গীত হইয়া থাকে, এ জন্তই উহাকে সাম বলা হয় । হিকার, প্রস্তাব, উল্লীধ, প্রতিহার ও নিধন সামগান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত । ওঙ্কার ও উপদ্রব ( ফেরতা গান ) এ দুইটি ধরিলে সামগানের সাতটি বিভাগ । সামগানেতে প্রাণের ক্রিয়া প্রকাশ পায় । এই প্রাণই বেদান্তমতে পরোক্ষ ব্রহ্ম । সমুদায় পদার্থ ও সমুদায় ব্যাপারে সাম-বা-স্তোত্রগান-উপলব্ধি-করিবার জন্ত উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, যিনি সমুদায় জীব ও জগতের প্রাণ হইয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সমুদায় পদার্থ সমুদায় ব্যাপার তাঁহারই স্তোত্র গান করিতেছে, এই সত্য প্রত্যক্ষ করিলে কোন পদার্থ বা ব্যাপার জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের সহিত যোগের অন্তরায় উপস্থিত করিবে না । পৃথিবী অগ্নি, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, ছালোক ; বর্ষের পূর্বে প্রবৃত্ত বায়ু, মেঘ, জলবর্ষণ, বিজ্যংপ্রকাশ, পুনরায় মেঘের বাষ্পাকারে পরিণাম ; বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ; অজা, অবি, গো, অধ, পুরুষ ; প্রাণ, বাক, চক্ষু, স্তোত্র, মন ; উদয়ের প্রক্রম, উদয়, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, অস্তগমন ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, নক্ষত্র, চন্দ্রমা ; জরী বিদ্যা, তিন লোক, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন, নক্ষত্র, পক্ষী ও কিরণ এই তিন, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও

সিদ্ধগণ এই তিন ; লোয়, বৃক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা, কেবল এই সকল পাঁচ পাঁচটিতে নয়, সমুদায় পদার্থে ও অগ্নি মন্বাদি সমুদায় ব্যাপারে পাঁচ বিভাগে বিভক্ত সামগানে এবং হিকারাদি সপ্তভাগ, বাক্ ও আদিত্যে সপ্তভাগে বিভক্ত সামগানে জগৎপ্রাণ পরব্রহ্মের স্তোত্র বন্দনা হইতেছে, এই দৃষ্টিতে সামোপাসনা করিবে।” ‘বেদান্তের অপবাদ খণ্ডন’ বক্তৃতায় এই কথাগুলির সার এইরূপে নিবন্ধ হইয়াছে, “জগতের সর্বত্র সাম বা স্তোত্র গান হইতেছে ; ছান্দোগ্য এ দৃষ্টিতে যে উপাসনা বিধান করিয়াছেন, উহাকে আমরা তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। সাম শব্দের মধ্যে সা—বাক্, অম—প্রাণ। প্রাণশক্তিব্যোগে বাক্য উচ্চারিত হইয়া স্তোত্রনিবোধিত হইয়া থাকে। এই বাক্ ও প্রাণ সমুদায় জগদ্ব্যাপী। সুতরাং যিনি বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, তাঁহারই গুণগাথা জগতের সমুদায় বস্তুতে সমুদায় ব্যাপারে অভিযুক্ত হইতেছে, এই দৃষ্টিতে পরমাত্মার আরাধনা যোগের পক্ষে নিরতিশয় অমুকূল। আত্মার কর্ণ যদি নিরন্তর এই পরমাত্মার গুণগান শ্রবণ করে, পৃথিব্যাदि লোক সকল ; মেঘ বিজ্ঞাৎ জলবর্ষণ ; বসন্তাদি ঋতু ; অজ, গো প্রভৃতি উপকারী প্রাণী ; চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ; উদয়াস্ত দিন বিভাগ, অগ্নি, বায়ু, স্বর্ষ্য, চন্দ্রমা, ইত্যাদির মধ্যে এই স্তোত্রগান প্রত্যক্ষ করে, এমন কি দৈনিক মানসিক সকল ব্যাপারের মধ্যে কেবল ভগবানের গুণগান হইতেছে ইহা উপলব্ধি করে, কি আশ্চর্য্য মধুর যোগই না জীবনে নিম্পন্ন হয়।” সমগ্র জগতে যে প্রাণের ক্রিয়া গতির আকারে প্রকাশ পায় উহা তালে তালে নিম্পন্ন হয় বলিয়া সমগ্র জগৎ ছন্দোময় গীতিরূপে ব্যাপ্যাত হইয়া থাকে। এ ছন্দোময় গীতিতে স্রষ্টারই মহিমা প্রকাশ পায়, সুতরাং সামোপাসনা নিরতিশয় সম্ভাবসম্মত।

সামকে সাধু বলিয়া উপাসনা করেন—পৃথিব্যাদি সমুদায় হইতে ভগবানের স্তোত্র উদ্ভিত হইতেছে এ জ্ঞান যে ব্যক্তিতে আছে, তাঁহার কোথা হইতেও কিছু হইতেও অধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকে না, কেবলই ধর্ম্ম ও সম্ভোগ তাঁহাতে নিয়ত ঘটে। জগৎকে ভগবদ্বর্জিত করিয়া ফেলিলেই যাহা কিছু সকল হইতে অধর্ম্ম ও দুঃখ জীবে উৎপন্ন হয়, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ।

২১। লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত, পৃথিবী হিকারঃ, অগ্নিঃ প্রস্তাবোহস্তরিক্ক্ষমুদীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যর্কেষু।

অথার্ষেষু দ্যৌর্হিকার আদিত্যঃ প্রস্তাবোহস্তরিক্ক্ষমুদীথোহগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্।

কল্পস্তে হাত্মৈ লোকা উর্দ্ধাশ্চারুভাশ্চ য এতদেবং বিদ্যাংল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে । ১—৩।

যন্তৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতে হিঙ্কারো মেঘো  
জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স  
প্রতিহারঃ ।

উদগীহ্নাতি তন্নিধনং বর্ষতি হ্যস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্-  
যন্তৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে । ১ । ২ ।

সর্ষাস্থপ্পু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স  
হিঙ্কারো যদ্বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্তন্দস্তে স উদগীথো যাঃ  
প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্ ।

ন হাপ্পু প্রৈত্যপ্পুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্ষাস্থপ্পু  
পঞ্চবিধং সামোপাস্তে । ২ । ১ ।

ঋতুষু পঞ্চবি ত্ সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো  
বর্ষা উদগীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্ ।

কল্পন্তে হ্যস্মৈ ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ তুষু পঞ্চ-  
বিধং সামোপাস্তে । ১ । ২ ।

পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোহবয়ঃ প্রস্তাবো  
গাবউদগীথোহশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ।

ভবন্তি হ্যস্মৈ পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুযু  
পঞ্চবিধং সামোপাস্তে । ১ । ২ ।

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো  
বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদগীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনোনিধনং পরো-  
বরীয়াত্‌সি বৈতানি ।

পরোবরীয়ো হ্যস্মৈ ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য  
এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্তঃ ইতি তু  
পঞ্চবিধম্ । ১ । ২ ।

অথ সপ্তবিধম্ । বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত, যৎকিঞ্চ বাচো  
জং ইতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ ।

যদুদিতি স উদগীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবঃ সমীতি তন্মিধনম্ ।

দুক্ষেত্ৰৈশ্চ বাদকোহং যো বাচো দোহোহম্মবানম্মাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধত্ সামোপাস্তে । ১—৩ ।

অথ খল্বমুমাদিতাত্ সপ্তবিধত্ সামোপাসীত সৰ্ব্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সৰ্ব্বেণ সমস্তেন সাম ।

তন্মিষ্মিমানি সৰ্ব্বাণি ভূতান্শ্বায়তানীতি বিদ্যাং তস্মাৎ যৎ পুরো-  
দয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্মাৎ পশবোহশ্বায়তান্সম্মাৎ তে হিংকুৰ্বন্তি হিঙ্ক'র-  
ভাজিনোহেতস্মাৎ সাম্নঃ ।

অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্মাৎ মনুষ্যা অশ্বায়ত স্তস্মাতে  
প্রস্ততিকামাঃ প্রশত্'সাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হেতস্মাৎ সাম্নঃ ।

অথ যৎ সঙ্গবেলায়াত্ স আদিস্তদস্মাৎ বয়াংস্মায়তানি তস্মা-  
ত্ভান্শ্বরিক্ষেহনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীন হেতস্মাৎ  
সাম্নঃ ।

অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যান্দিনে স উদগীথস্তদস্মাৎ দেবা অশ্বায়ত-  
স্তস্মাতে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদগীথভাজিনো হেতস্মাৎ সাম্নঃ ।

অথ যদুৰ্দ্ধ্বং মধ্যান্দিনাৎ প্রাগপহরাহ্নাৎ স প্রতিহারস্তদস্মাৎ গৰ্ভা  
অশ্বায়তান্সম্মাতে প্রতিহতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হেতস্মাৎ  
সাম্নঃ ।

অথ যদুৰ্দ্ধ্বমপরাহ্নাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্মাৎ অশ্বা-  
য়তান্সম্মাতে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষত্'খভ্রমিত্যুপদ্রবস্ত্যুপদ্রবভাজিনো  
হেতস্মাৎ সাম্নঃ ।

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্মিধনং তদস্মাৎ পিতরোহশ্বায়তান্সম্মা-  
ত্ভান্মিধতি নিধনভাজিনো হেতস্মাৎ সাম্নঃ এবং খল্বমুমাদিতাত্ সপ্ত-  
বিধত্ সামোপাস্তে । ১—৮ ।

অথ খল্বাত্মসন্মিতমতিমূঢ়া সপ্তবিধত্ সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি  
জ্যাকরং প্রস্তাব ইতি জ্যাকরং তৎ সমম্ ।



আদিরিত্তি ত্র্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্ ।

উদগীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিত্তিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎসমম্ ।

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎসমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ।

একবিংশত্যা দিতামাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোহসাবাদিত্যো দ্বাবিংশতঃ পরমাদিত্যজ্জয়তি তন্মাকং তদ্বিশোকম্ ।

আপ্নোতি হাদিত্যস্ম জয়ং পরোহাস্তাদিত্যজ্জয়তি ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিয়তু্য সপ্তবিধং সামোপান্তে সামোপান্তে । ১—৬ ।

মনো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তুবশ্চক্ষুরুদগীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদ্ভায়ত্ৰং প্রাণেষু প্রোতম্ ।

স য এবমেতদ্ভায়ত্ৰং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সৰ্ব্ব-  
মায়ুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য  
মহামনঃ স্তাতদূত্রতম্ । ১ । ২ ।

অভিমম্বতি স হিঙ্কারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জলতি স  
উদগীথোহঙ্গারো ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্রথন্তর-  
মগ্নৌ প্রোতম্ ।

স য এবমেতদ্রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যমাদৌ ভবতি  
সৰ্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগজীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্  
কীৰ্ত্ত্য ন প্রত্যাঙ্গুগ্নিম্যাচামেম নিষ্ঠীবৎ তদূত্রতম্ । ১ । ২ ।

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে  
স উদগীথঃ প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং  
পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথু-

নান্মিথুনাং প্রজায়তে সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া  
পশুভিৰ্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্ব্রতম্। ১।২।

উদ্যন্ হিষ্কার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যান্দিন উদগীথোহপরাক্লঃ  
প্রতিহারোহস্তং যম্মিধনমেতদ্বৈরাজম্ভুষু প্রোতম্।

স য এবমেতদ্বৈরাজম্ভুষু প্রোতং বেদ তেজস্বান্নাদো ভবতি  
সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি মহান্  
কীৰ্ত্ত্যা তপস্তং ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্। ১।২।

অবব্রাণি সংপ্লবন্তে স হিষ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো  
বৰ্ষতি স উদগীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদগ্গ্ৰহাতি  
তম্মিধনমেতদৈরূপং পৰ্জ্জন্মো প্রোতম্।

স য এবমেতদৈরূপং পৰ্জ্জন্মো প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূ-  
পাংশ্চ পশুনবরুক্ষে সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া  
পশুভিৰ্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যা বৰ্ষস্তং ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্। ১।২।

বসন্তো হিষ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বৰ্ষা উদগীথঃ শরৎ প্রতি-  
হারো হেমন্তো নিধনমেতবৈরাজম্ভুষু প্রোতম্।

স য এবমেতদবৈরাজম্ভুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া  
পশুভিৰ্ভবতি সেন সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া  
পশুভিৰ্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্যৰ্ভূম্ নিন্দেত্তদ্ব্রতম্। ১।২।

পৃথিবী হিষ্কারোহস্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদগীথো দিশঃ প্রতি-  
হারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্ৰ্যো লোকেষু প্রোতাঃ।

স য এবমেতাঃ শক্ৰ্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকী ভবতি  
সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি মহান্  
কীৰ্ত্ত্যা লোকাম নিন্দেত্তদ্ব্রতম্। ১।২।

অজা হিষ্কারোহবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদগীথোহশ্বাঃ প্রতিহারঃ  
পুরুষো নিধনমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ।

স য এবমেতারেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ বেদ পশুমান্ ভবতি

সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি মহান্  
কীৰ্ত্ত্য পশুম্ নিন্দেত্তদব্রতম্ । ১ । ২ ।

লোম হিষ্কারস্বক্ প্রস্তাবো মাৎসমুদগীথোহস্থি প্রতিহারো মজ্জা  
নিধনমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ।

স য এবমেতদ্যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গী ভবতি নাস্তেন  
বিহুচ্ছতি সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি  
মহান্ কীৰ্ত্ত্য। সংবৎসরং মজ্জো নান্নীয়াতদব্রতং মজ্জো নান্নীয়াদিতি  
বা । ১ । ২ ।

অগ্নিহিঁকারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদগীথো নক্ষত্রাণি প্রতি-  
হারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্ ।

স য এতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতানামেব দেবতানাং  
সলোকতাৎ সান্ধিতাৎ সায়ুজ্যং গচ্ছতি সৰ্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জী-  
বতি মহান্ প্রজয়া পশুভিৰ্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য। ত্রাক্ষাণ্ম নিন্দেত্তদ-  
ব্রতম্ । ১ । ২ ।

জয়ী বিদ্যা হিষ্কারস্তয় ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবোহগ্নির্বাযু-  
রাদিত্যঃ স উদগীথো নক্ষত্রাণি বয়াংসি মরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ সর্পা  
গন্ধৰ্বাঃ পিতরস্তন্নিধনমেতং সাম সৰ্বস্মিন্ প্রোতম্ ।

স য এবমেতং সাম সৰ্বস্মিন্ প্রোতং বেদ সৰ্বত্বে ভবতি ।

তদেষ শ্লোকঃ—যানি পঞ্চা ত্রীণি ত্রীণি তেভ্যো ন জ্যায়ঃ  
পরমশ্রুদন্তি । যন্তুদেদে স বেদ সৰ্বত্বে সৰ্বাদিশো বলিমশ্বে চরন্তি ॥  
সৰ্বমস্মীতু্যপাসীত তদব্রতং তদব্রতম্ । ১ । ২ ।

বিনর্দি সাম্রো বৃণে পশবামিত্যগ্নেৰুদগীথোনিরুক্তঃ প্রজাপতে-  
নিরুক্তঃ সোমশ্চ মূদু শ্লক্ষং বায়োঃ শ্লক্ষং বলবদিন্দ্রশ্চ ক্রৌঞ্চঃ বৃহ-  
স্পতেরপধ্বাস্তং বরুণশ্চ তান্ সৰ্বানিবোপসেবেত বারুণং ত্বেব  
বর্জয়েৎ ।

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্ববাং পিতৃভ্যঃ আশাং

সমুদ্রোত্তরাদিকং পশুভ্যঃ স্বৰ্গং লোকং যজ্ঞমানাযামমান্নং আগ্না-  
নানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ।

সৰ্কে স্বরা ইন্দ্রজ্ঞাত্বানঃ সৰ্কেস্পর্শা মৃত্যোরাঅনন্তং যদি স্বরে-  
ষুপালভেতেদ্রুৎ শরণং প্রপমোহভূবং স ত্বা প্রতিবক্ষ্যতীত্যোনং  
ক্রোয়াৎ ।

অথ যদোনমুদ্রাসুপালভেত প্রজাপতিৎ শরণং প্রপমোহভূবম্  
স ত্বা প্রতি পেক্ষ্যতীত্যোনং ক্রোদথ যদোনৎ স্পর্শেষুপালভেত  
অতুৎ শরণং প্রপমোহভূবং স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যোনং ক্রোয়াৎ ।

সৰ্কে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্য্য ইন্দ্রে বলং দদানীতি  
সৰ্কে উদ্বাণোহগ্রস্তা অনিরস্তা বিরূতা বক্তব্য্যঃ প্রজাপতেরাঅনন্তং  
দদানীতি সৰ্কে স্পর্শা লেশোনানভিনিহিতাবক্তব্য্য মৃত্যোরাঅনন্তং  
পরিহরাণীতি । ১—৫ । ছা, ১ । ৪ । ১—২২ ।

‘লোকেষু’ পৃথিৱ্যাদিহু ‘পকবিধং’ হিকারাদিত্তিকং ‘সাম’ উপাসীত’ । তদাথা—‘পৃথিবী’  
‘হিকারঃ’ গানারক্তকালে সৰ্কেকলপাৎপুৰ্ণকঃ মিলিত্ব হিকারধ্বনিঃ, ‘অগ্নিঃ’ ‘প্রত্যাবঃ’ প্রত্যোজ্ঞা পেরঃ  
‘অন্তরিকম্ উল্লীখঃ’ উল্লাত্মা পেরঃ, ‘আদিত্যঃ’ ‘প্রতিহারঃ’ প্রতিহর্তা পেরঃ, ‘দ্যৌঃ’ ‘নিধনং’ পক-  
তিহুপপদপেরম্ ‘ইতি’ ‘উজ্জ্বল’ উজ্জ্বলং গতেহু লোকেষু সামোপাসনম্ ।

‘অন্ত’ অনন্তরম্ ‘আবৃত্তেহু’ অব্যভিভূত্বে লোকেষু সামোপাসনম্ । ‘দ্যৌঃ হিকারঃ’ ‘আদিত্যঃ’  
‘প্রত্যাবঃ’ ‘অন্তরিকম্ উল্লীখঃ’ ‘অগ্নিঃ প্রতিহারঃ’ ‘পৃথিবী নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ’ এতৎ এবং বিদ্বান্ লোকেষু পকবিধং সাম উপাস্তে, ‘অগ্নে’ উপাসকার ‘উজ্জ্বলঃ’ চ  
আবৃত্তাঃ চ লোকাঃ ‘কলন্তে’ আয়ত্তী ভবন্তি ।

‘বৃষ্টে’ বর্ষণে ‘পকবিধং সাম’ উপাসীত’ । ‘সুরোবাতঃ’ বর্ষণস্ত পূর্বে প্রবর্তিতঃ বান্ ‘হিকারঃ’,  
‘মেঘঃ জারতে’ ঘনীভূতবাণাঃ বৎ মেঘাকারেণ পরিণমন্তে স ‘প্রত্যাবঃ’, ‘বর্ষতি’ ‘স উল্লীখঃ’, ‘বিজ্ঞো-  
ভতে’ বিজ্ঞাপ্রকাশতে ‘তন্নরতি’ গজ্জতি ‘স প্রতিহারঃ’ ‘উল্লাত্মা’ পুৰ্ণাঙ্গাংপাকারেণ বৎ পরিণমন্তে  
‘ভৎ নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ’ এতৎ এবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পকবিধং সাম উপাস্তে, ‘অগ্নে’ উপাসকার ‘হ’ ‘বর্ষতি’  
ইজ্ঞাতঃ অসত্যানপি বৃষ্টৌ ‘বর্ষতি’ বর্ষণং প্রবর্তয়তি ।

‘সর্কাহু’ অগ্নু পকবিধং সাম উপাসীত’ । ‘মেঘঃ’ ‘বৎ সম্ভবতে’ একীভাবেন ইত্যেতন্নঃ  
ঘনীভবতি ‘স হিকারঃ’, ‘বৎ বর্ষতি স প্রত্যাবঃ’ ‘বান্’ ‘প্রাচ্যঃ’ নদ্যঃ গঙ্গাদ্যাঃ ‘তন্মতে’ ‘স প্রতিহারঃ’,  
‘সমুদ্রঃ নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ’ এতৎ এবং বিদ্বান্ সর্কাহু অগ্নু পকবিধং সাম উপাস্তে ‘হ হ অগ্নু প্রৈতি’ জলক-  
জ্ঞেনে ন বৃতো ভ বতি ‘অগ্নুহবান্’ মরুতলীঘপি উল্লকবান্ ‘ভবতি’ ।

‘কতুর্ পক্ষবিধং সাম উপাসীত’ বসন্তঃ হিষ্কারঃ ‘গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ’ ‘বর্ষা উল্লীখঃ’ ‘শরৎ প্রতিহারঃ’ ‘হেমন্তঃ নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ এতৎ এবং বিধান্ কতুর্ পক্ষবিধং সাম উপাস্তে’ ‘অমৈঃ উপাসকায় হ’ ‘কতবঃ কল্পতে’ ভোগ্যেভেন, অয়ম্ ‘কতুমান্’ ভদ্রপবোগিবিষয়ৈঃ সম্পন্নঃ ‘ভবতি’ ।

‘পশুর্ পক্ষবিধং সাম উপাসীত’ । ‘অজ্ঞাঃ হিষ্কারঃ’, ‘অবরঃ প্রস্তাবঃ’, ‘পাঁবঃ উল্লীখঃ’ ‘অব্ধাঃ প্রতিহারঃ’, ‘পুরুষঃ নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ এতৎ এবং বিধান্ পশুর্ পক্ষবিধং সাম উপাস্তে’ ‘অন্ত’ উপাসকন্ত হ’ ‘পশবঃ ভবতি’ অয়ং পশুমান্ ‘ভবতি’ ।

‘প্রাণের্ পক্ষবিধং’ ‘পরোবরীঃ’ উত্তরোত্তরশ্রেষ্ঠং ‘সাম’ উপাসীত’ । ‘প্রাণঃ’ জ্ঞানঃ ‘হিষ্কারঃ’, ‘বাক্ প্রস্তাবঃ’, ‘চক্ষুঃ উল্লীখঃ’, ‘শ্রোত্রং প্রতিহারঃ’ ‘মনো নিধনম্’ । জ্ঞাণং বাক্ বাচঃ চক্ষুঃ চক্ষুঃ জ্যোজ্যং শ্রোত্রাৎ পরোবরীঃ উত্তরোত্তরবিষয়গ্রহণসামর্থ্যবাহুলায়ং ।

কলম্—‘বঃ এতৎ এবং বিধান্ প্রাণেযু পক্ষবিধং পরোবরীঃ সাম উপাস্তে’ ‘অন্ত’ সাধকন্ত জীবনং হ’ ‘পরোবরীঃ’ ‘ভবতি’ ‘পরোবরীঃ’ লোকান্ জয়তি ইতি তু পক্ষবিধত্ ।

‘অথ সপ্তবিধত্’ । ‘বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত’ । ‘বৎ কিঞ্চ বাচঃ হ’ ইতি স হিষ্কারঃ ‘বৎ’ কিঞ্চ ‘প্র ইতি স প্রস্তাবঃ’ ‘বৎ’ কিঞ্চ ‘আ ইতি স আদিঃ’ ওঙ্কারঃ ।

‘বৎ’ কিঞ্চ ‘উৎ ইতি স উল্লীখঃ’ ; ‘বৎ’ কিঞ্চ প্রতি উতি স প্রতিহারঃ ‘বৎ’ কিঞ্চ ‘উপ ইতি স উপজবঃ’—পুনরুদ্গাতা গায়ঃ ‘বৎ’ কিঞ্চ ‘নি ইতি তৎ নিধনম্’ ।

কলম্—‘বঃ বাচঃ’ ‘দোহঃ’ দোহনব্যাপারঃ ‘অমৈঃ’ উপাসকায় স্বয়ং ‘বাক্’ তৎ ‘দোহং’ ‘হুকে’ দোহি । ‘বঃ’ ‘এতৎ এবং বিধান্ বাচি সপ্তবিধং সাম উপাস্তে’ স ‘অন্নবান্ অন্নবঃ ভবতি’ ।

‘অথ পলু অমৃৎ আদিত্যম্’ সপ্তবিধসামান্যবজেন অথাত্ত ‘সপ্তবিধং সাম’ উপাসীত’ । কথং তত্ত সামান্যম্ ? ‘সর্বদা সমঃ’ বুদ্ধিক্রিয়াভাবাৎ ‘তেন’ হেতুনা ‘সাম’ ‘সাম্’ প্রতি সাম্ গতি ইতি সর্বত্র সমঃ—অয়ং মৎসরিত্রৌ মৎসরিত্রাবিত সর্বত্রবাৎ সন্নিত্রৌ সমভাবেন প্রকাশমানঃ ‘তেন’ হেতুনা ‘সাম’ ।

‘তস্মিন্’ ‘ইমানি’ বক্ষ্যমাণানি ‘সর্বানি তূতানি’ ‘অযায়ন্তানি’ অমৃগতানি ‘ইতি বিদ্যাৎ’ জানী-  
রাৎ । কথম্ ? ‘তত্ত’ আদিত্যন্ত ‘উদয়াৎ’ ‘পূর্বা’ ‘বৎ’ তদ্রূপং ‘স হিষ্কারঃ’ । ‘তৎ’ তত্র ‘পশবঃ’ গবাদয়ঃ ‘অন্ত’ আদিত্যন্ত ‘অযায়ন্তাঃ’ অমৃগতাঃ ‘তস্মাৎ তে হিহুর্কৃতি’ । ‘হি’ অতএব তে ‘এতত্ত’ আদিত্যাখ্যন্ত ‘সামঃ’ ‘হিষ্কারভাগিনঃ’ ভবন্তি হিষ্কারভজনশীলত্বাৎ তে তথা বর্তন্তে ।

‘অথ প্রথমোদিতং বৎ’ রূপং ‘স প্রস্তাবঃ’ ‘তৎ’ তত্র ‘সমুদ্যাঃ’ ‘অন্ত’ আদিত্যন্ত ‘অযায়ন্তাঃ’ তস্মাৎ তে প্রস্তাবিকামাঃ কর্ণারন্তাভিনাবিধঃ ‘প্রশংসাকামাঃ’ স্তুতিবন্দনাভিলাষিণঃ ভবন্তি । ‘হি’ অতএব ‘এতত্ত’ আদিত্যাখ্যন্ত ‘সামঃ’ ‘প্রস্তাবভাগিনঃ’ ভবন্তি তে ।

‘অথ সত্র্যংনৈবাং’—গর্বাৎ রশ্মীনং জগদ্রশ্মেন বৎ সস্রমণং তস্তাৎ—বেলায়াম্—‘বৎ’ রূপং ‘স আদিঃ’ ওঙ্কারঃ । ‘তৎ’ তত্র ‘বয়ান্তি’ পক্ষিণঃ ‘অন্ত’ আদিত্যন্ত ‘অযায়ন্তানি’ ‘তস্মাৎ তানি অন্ত-  
রিকে’ ‘অনারম্ভণানি’ ‘অনারম্ভণানি’ ‘আয়ানম্’ আদায়ঃ ‘পরিপতন্তি’ গচ্ছন্তি । ‘হি’ অতএব ‘এতত্ত’ আদিত্যাখ্যন্ত ‘সামঃ’ ‘আদিত্যভাগিনঃ’ ভবন্তি তানি ।

‘অথ সপ্ততি মধ্যান্দিবঃ’ ‘বৎ’ রূপং ‘স উল্লীখঃ’ ‘তৎ’ তত্র ‘দেবাঃ’ ‘অস্মা’ আদিত্যস্য ‘অযায়ন্তাঃ’

‘তন্মাৎ’ ‘তে’ দেবাঃ ‘প্রাজাপত্যানঃ’ ‘সন্তমাঃ’ বিশিষ্টতমাঃ । ‘হি’ অতএব ‘এতস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘সায়ঃ’ ‘উদ্গীষভাজিনঃ’ ভবন্তি তে ।

‘অথ’ ‘মধ্যমিনাৎ’ ‘উচ্চৃন্’ ‘অপরাক্ষাৎ’ ‘প্রাক্’ ‘বৎ’ রূপং ‘স প্রতিহারঃ’ । ‘তৎ’ তত্র ‘গর্তাঃ’ ‘অস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘অবারস্তাঃ’ । ‘তন্মাৎ’ ‘তে’ গর্তাঃ ‘প্রতিহতাঃ’ উচ্চৃৎ নীতাঃ সন্তঃ ‘ন অবপত্তন্তে’ ন অংসন্তে । ‘হি’ অতএব ‘এতস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘সায়ঃ’ ‘প্রতিহারভাজিনঃ’ ভবন্তি তে ।

‘অথ’ ‘অপরাক্ষাৎ’ ‘উচ্চৃন্’ ‘অন্তমরাৎ’ ‘প্রাক্’ ‘বৎ’ রূপং ‘স উপজবঃ’ । ‘তৎ’ তত্র ‘আরধাঃ’ পশবঃ ‘অস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘অবারস্তাঃ’ । ‘তন্মাৎ’ ‘তে’ পশবঃ ‘পুরুষং দৃষ্ট্য়া’ ‘কক্ষন্’ অরণ্যাত্তর্ভাগং ‘বজ্রং’ বিলতুলাং ভয়শূন্যং ‘ইতি উপজবন্তি’ উপগচ্ছন্তি । ‘হি’ অতএব ‘এতস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘সায়ঃ’ ‘উপজবভাজিনঃ’ ভবন্তি তে ।

‘অথ’ ‘প্রথাস্মিতৈ’ অর্থশনং জিগমিষতি সবিষ্ণুরি ‘বৎ’ তস্য রূপং ‘তৎ নিধনম্’ । ‘তৎ’ তত্র ‘পিতরঃ’ ‘অস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘অবারস্তাঃ’ । ‘তন্মাৎ’ ‘তান্’ পিতৃন্ ‘নিদধতি’ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহরূপেণ দর্ভেযু নিক্ষিপতি । ‘হি’ অতএব ‘এতস্য’ আদিভাষ্যাস্য ‘সায়ঃ’ ‘নিধনমথকাৎ’ তে ‘নিধনভাজিনঃ’ ভবন্তি । ‘এবং থলু’ ‘অম্মন্’ আদিতঃ ‘সপ্তবিধং সাম’ উপান্তে ।

‘অথ থলু’ ‘আজ্ঞাসমিতঃ’—সপ্তবিধভক্তিনামাক্ষরাণি সমাক্ষতা তদবয়বত্বাভ্যাসিতং ‘অতিমৃত্যু’—বাৎসল্যশক্তিসংখ্যাক্রোধ্যো নামাক্ষরেভ্যো মাসর্গ্য লোকাদিত্যত্র একবংশতিসংখ্যা বিবোধ্য শিষ্টমেকাঙ্করম্—‘সপ্তবিধং সাম’ উপাসীত । ‘হিকারঃ’ ইতি ত্র্যক্ষরং ‘প্রস্তাবঃ’ ইতি ত্র্যক্ষরম্ । ‘তৎ’ ত্র্যক্ষরত্রয়ং ‘সমং’ সমঞ্জন সামস্বসাদধকম্ ।

‘আদিঃ’ ইতি ত্র্যক্ষরং ‘প্রতিহারঃ’ ইতি চতুঃক্ষরং ‘ততঃ’ চতুরক্ষরাৎ ‘একং’ ‘ইহ’ আদৈরক্ষরদ্বয়ে প্রক্ষিপ্য তেন ‘তৎ’ ত্র্যক্ষরদ্বয়ং ‘সমম্’ ।

‘উদ্গীষঃ’ ইতি ত্র্যক্ষরম্ ‘উপজবঃ’ ইতি চতুরক্ষরং ‘ত্রিভিঃ’ ত্রিভিঃ সমং ভবতি ‘অক্ষরম্’ একম্ ‘অতিশিষ্যতে’ সূত্রায় তৎপরিহার ত্র্যক্ষরং ২৭ সমম্’ ।

‘নিধনম্’ ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ এব ভবতি । ‘তানি হ বা এতানি ষাৎসংশতিঃ অক্ষরাণি’ ।

‘একবংশত্যা’ আদিতম্ ‘আপ্নোতি’ । কথম্ ? ‘ইতিঃ’ অস্মাৎ লোকাৎ দ্বাদশমাসাদিগণনয়া ‘অঙ্গস্য’ আদিত্যঃ ‘একবংশঃ’ । ‘বাৎসল্যেন’ শিষ্টেন অক্ষরেণ ‘আদিত্যাৎ’ মৃত্যোঃ ‘পরং’ জয়তি । যৎ চ আদিত্যাৎ পরং কিং তৎ ? ‘তৎ’ ‘নাকম্’—কমিতি সূত্রং তস্য প্রতিবেদ্য অকম্, তৎ ন ভবতীতি নাকং কমেবেতার্থঃ । ‘তৎ বিশোকম্’ বিগতশোকং মানসদুঃখরহিতম্ ।

‘যঃ’ এতৎ এবং বিদ্বান্ আজ্ঞাসমিতম্ অতিমৃত্যু সপ্তবিধং সাম উপান্তে ‘স হ’ ‘আদিভাষ্যাস্য জয়ম্’ ‘আপ্নোতি’ ‘আদিত্যজয়াৎ’ ‘অস্য’ ‘পরং হ’ ‘জয়ো ভবতি’ । ‘সামোপান্তে সামোপান্তে’ ইতি বিরভাষ্যাস্য সান্তবিধ্যসমাপ্ত্যর্থঃ ।

‘মনঃ হিকারঃ’ ‘বাক্ প্রস্তাবঃ’ ‘চকুঃ উদ্গীষঃ’ ‘প্রোত্রং প্রতিহারঃ’ ‘প্রাণঃ নিধনম্’—স্বাপকালে যথোক্তানাং প্রাণে নিধানাৎ । ‘এতৎ গায়ত্রং সাম প্রাণেযু প্রোতং’ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

‘স যঃ’ এবম্ এতৎ গায়ত্রং সাম ‘প্রাণেযু প্রোতং বেদ’ ‘প্রাণা’ অবিকলকরণং ‘ভবতি’ ‘সর্বম্’ জায়ুঃ—শতবর্ধাণি—‘এতি’ প্রাপ্নোতি, ‘জ্যোক্ত’ উজ্জ্বলং ‘জীবতি’ প্রজয়া পশুতিঃ ‘মহান্’ ‘ভবতি’ ‘কীর্ত্য’ ‘মহান্’ ভবতি । ‘মহামনাঃ’ অজুহতেতাঃ ‘সাপং’ ‘তৎ ত্রতং’ গায়ত্রসামোপাসকস্য ।

‘অভিমহতি’ অরশিবরবর্ণনে ‘স হিকারঃ’ ‘ধুমঃ জায়তে স প্রস্তাবঃ’ ‘জলতি স উদ্গীষঃ’ ‘অদ্বারাঃ

ভবতি ন প্রতিহারঃ 'উপধাযতি' অগ্নেঃ উপধমঃ ভবতি 'তৎ নিধনম্'। 'এতৎ রথান্তরং' সাম  
'অগ্নৌ' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্' এতৎ রথান্তরম্ অগ্নৌ প্রোতং বেদ 'একবর্জনী' তেজস্বী 'অগ্নাঃ' দীপ্তাঃ 'ভবতি' 'সর্বম্'  
আয়ুঃ এতি 'জ্যোক্ত জীবতি' 'অগ্না পশুভিঃ' 'মহান্' 'ভবতি' 'কীৰ্ত্তা' 'মহান্' ভবতি। 'প্রত্যঙ-  
গ্নিম্' অগ্নেরভিমুখং 'ন আচারমেৎ' ন ভক্ষ্যৎ 'ন নিজীবৎ' স্নেহনিবদনক ন কুৰ্ব্বাৎ 'তৎ ব্রতম্'।

'উপমজ্জরতে' সঙ্কতং করোতি 'স হিষ্কারঃ' 'জগরতে' সালাচলনাদিভিরতিপ্রায়মাবিকরোতি  
প্রাণরতি বা 'স প্রস্তাবঃ' 'স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ' 'প্রতি' অভিমুখেন 'জী' 'সহ' মিলিতভাবেন  
'শেতে' 'স প্রতিহারঃ' 'কালং গচ্ছতি তৎ নিধনং' 'পারং সমাপ্তিং' 'গচ্ছতি' 'তৎ নিধনম্'। 'এতৎ  
বামদেব্যং সাম' 'মিথুনে' 'প্রোতম্' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্' এতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ 'মিথুনা ভবতি' নিয়তস্ত্রীসম্পর্কবান্ ভবতি  
'মিথুনাং মিথুনাং প্রজারতে' অমোঘরেতাঃ ভবতি 'সর্বম্' আয়ুঃ এতি ইত্যাদি পূর্ববৎ। 'ন  
কাঞ্চন' অজা'র্থিনঃ 'পরিহরেৎ' প্রত্যাখ্যায়ৎ 'তৎ ব্রতম্'।

'উত্তম্ হিষ্কারঃ' 'উ' বঃ প্রস্তাবঃ 'মধ্যান্নিনঃ' মধ্যান্নিনম্ 'উদ্গীথঃ' 'অগ্নাহুঃ' প্রতিহারঃ 'অন্তঃ  
বন্ নিধনম্'। 'এতৎ ব্রহ্ম' সাম 'আদিত্যো' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্' এতৎ ব্রহ্ম আদিত্যো প্রোতং বেদ 'তেজস্বী অগ্নাঃ' ভবতি ইত্যাদি পূর্ববৎ।  
'তপস্তম্' আদিত্যং 'ন নিলেৎ' 'তৎ ব্রতম্'।

'অবজ্রাণি' অযনীভূতবাপ্যাকারেণ বিদ্যমানানি 'সংপ্রাপ্তে' আকাশপথে সঞ্চরন্তি 'স হিষ্কারঃ  
'মেঘঃ জারতে' যনীভূততয়া পরিণমতে 'স প্রস্তাবঃ' 'বর্ষতি স উদ্গীথঃ' 'বিচ্যোততে' বিজ্ঞাপ  
প্রকাশতে 'স্তনয়তি' গচ্ছতি 'স প্রতিহারঃ' 'উদ্গৃহ্ণতি' পুনর্ব্যাপ্যাকারেণ পরিণমতে 'তৎ নিধনম্'।  
'এতৎ বৈরূপং' স যঃ 'পঙ্কজঃ' 'প্রোতং' প্রতিষ্ঠিতম্।

'স যঃ এবম্' এতৎ বৈরূপং পঙ্কজে প্রোতং বেদ 'বৈরূপান্ চ সূরূপান্ চ' 'পশুন্' অজাবিপ্ৰভৃতীন্  
'অবরুদ্ধে' প্রাপ্নোতি 'সর্বম্' আয়ুঃ এতি ইত্যাদি পূর্ববৎ। 'বর্ষন্তঃ' পঙ্কজং 'ন নিলেৎ' 'তৎ ব্রতম্'।  
'বসন্তঃ হিষ্কারঃ' 'ঐশ্ব্যঃ প্রস্তাবঃ' 'বর্ষা উদ্গীথঃ' 'শরৎ প্রতিহারঃ' 'হেমন্তঃ নিধনম্'। 'এতৎ  
'বৈরাজঃ' বৈরাজসা সামঃ যুক্তম্ 'ঋতুসু প্রোতম্'।

'স যঃ এবম্' এতৎ 'বৈরাজঃ' সাম 'ঋতুসু প্রোতং বেদ' 'প্রজা পশুভিঃ' ব্রহ্মার্জসেন 'বিরাজতি'  
'সর্বম্' আয়ুঃ এতি ইত্যাদি পূর্ববৎ। 'ঋতুং ন নিলেৎ তৎ ব্রতম্'।

'পৃথিবী হিষ্কারঃ' 'অন্তরিক্ষং প্রস্তাবঃ' 'দৌঃ উদ্গীথঃ' 'দিশঃ প্রতিহারঃ' 'সমুদ্রঃ নিধনম্' 'এতাঃ'  
'শব্দাঃ'—একস্যৈব সাক্ষ্যং নামধেয়দ্বৈতং নিত্যং বহুবচনতয়া বহুবচনম্—'লোকেষু প্রোতাঃ।

'স যঃ এবম্' এতাঃ শব্দাঃ লোকেষু প্রোতাঃ বেদ 'লোকীভবতি' লোককলেন যুজ্যতে 'সর্বমায়ু-  
রেতি' ইত্যাদি পূর্ববৎ। 'লোকান্ ন নিলেৎ তৎ ব্রতম্'।

'অজ্ঞাঃ হিষ্কারঃ' 'অবয়ঃ প্রস্তাবঃ' 'গাবঃ উদ্গীথঃ' 'অশ্বাঃ প্রতিহারঃ' 'পুরুষঃ নিধনম্'। 'এতাঃ'  
'রেবতাঃ'—শব্দাঃ ইব নিত্যবহবচনম্—'পশুসু প্রোতাঃ'।

'স যঃ এবম্' এতাঃ রেবতাঃ পশুসু প্রোতাঃ বেদ পশুমান্ ভবতি 'সর্বমায়ুরেতি' ইত্যাদি পূর্ববৎ।  
'পশুন্ ন নিলেৎ তৎ ব্রতম্'।

'লোম হিষ্কারঃ' 'বৃক্ প্রস্তাবঃ' 'মাংসম্ উদ্গীথঃ' 'অস্থি প্রতিহারঃ' 'মজ্জা নিধনম্' 'এতৎ  
'বজ্রাঃ' নাম সাম 'অদেষু প্রোতম্'।

‘স বঃ এবম্ এতৎ বজ্রাবল্লীসম্ অজ্জম্ প্রোতং বেদ অঙ্গী ভবতি’—সমগ্রাঙ্গঃ ভবতি’ ‘স অঙ্গেন বিরুদ্ধিতি’—কুটিলা ভবতি, ন পত্নঃ কুজঃ কুণিঃ বা ভবতি, ‘সৰ্ব্বম্ বায়ুঃ এতি’ ইত্যাদি পূৰ্ববৎ ।  
‘সংবৎসরঃ সঙ্কঃ ন অঙ্গীরাৎ ইতি ব্রতম্’ ‘সঙ্কঃ ন অঙ্গীরাৎ’ চিরজীবনম্ ‘ইতি বা’ ।

‘অগ্নিঃ হিষ্কারঃ’ ‘বায়ুঃ প্রস্তাবঃ’ ‘আদিত্যঃ উল্লীখঃ’ ‘নক্ষত্রাণি প্রতিহারঃ’ ‘চন্দ্রমাঃ নিধনম্’ ।  
‘এতৎ রাজনং’ সাম দেবতাস্থ প্রোতম্’ ।

‘স বঃ এবম্ এতৎ রাজনং দেবতাস্থ প্রোতং বেদ এতাসাং দেবতানাং’ ‘সলোকতাং’ সমান-  
লোকতাং ‘সান্ধিতাং’ সমানৈবৰ্য্যতাং ‘সাবুত্ৰাং’ সবুদ্ধং ‘গচ্ছতি’ আশ্নোতি ‘সৰ্ব্বমায়ুরেতি’ ইত্যাদি  
পূৰ্ববৎ । ‘ব্রাহ্মণান্ ন নিশেৎ তৎ ব্রতম্’ ।

‘অগ্নী বিদ্যা হিষ্কারঃ’ ‘জমঃ ইমে লোকাঃ স প্রস্তাবঃ’ ‘অগ্নিঃ বায়ুঃ আদিত্যঃ স উল্লীখঃ’ ‘নক্ষত্রাণি  
বয়সি নরীচয়ঃ স প্রতিহারঃ’ ‘সর্পাঃ গর্জবাঃ পিতরঃ তৎ নিধনম্’ ‘এতৎ সাম সৰ্ব্বস্মিন্ প্রোতম্’ ।

‘স বঃ এবম্ এতৎ সাম সৰ্ব্বস্মিন্ প্রোতং বেদ’ ‘সৰ্বং’ সৰ্বসম্পন্নঃ ‘হ’ ‘ভবতি’ ।

‘তৎ’ তস্মিন্ অৰ্বে ‘এব প্রোক্তঃ’—‘বানি’ ‘পঞ্চা’ পঞ্চপ্রকারেণ হিষ্কারাবিভাগৈঃ প্রোক্তানি  
‘ত্রীণি ত্রীণি’ অগ্নীবিদ্যানীনি ‘ভেভ্যাঃ’ পঞ্চত্রিকৈভ্যাঃ ‘জ্যায়ঃ’ মহত্তরং ‘পরং’ বাতিরিক্তং ‘অন্তং ন  
অতি’ । ‘বঃ’ ‘তৎ’ সৰ্বাস্থকং সাম ‘বেদ’ ‘স সৰ্বং বেদ’ । ‘অস্মৈ’ বিদুবে ‘সৰ্বাঃ দিশঃ বলিং’  
‘হরন্তি’ আগরন্তি । ‘সৰ্বম্’ অস্মি ইতি ‘উপাসীত’ ‘তৎ ব্রতং তৎ ব্রতম্’ । বিকৃতিঃ সামোপাসন-  
সমপ্তার্থা ।

‘পশব্যাং’ পশুভ্যাঃ হিতম্ ‘ইতি’ হেতোঃ ‘বিনর্জি’—বিশিষ্টঃ নর্জঃ স্বরবিশেষঃ স্ববতকুঞ্জিতসমোহ-  
স্যাত্তীতি বিনর্জি—‘অগ্নেঃ’ অগ্নিদৈবত্যাং ‘সায়ঃ’ সামসম্বন্ধি বৎ উল্লীখাৎ তৎ অহং ‘বুণে’ । ‘উল্লীখঃ’  
‘অনিরুক্তঃ’ অমুকসম ইত্যবিশেষিতঃ অতএব ‘প্রজাপতেঃ’ প্রাজাপত্যাঃ, ‘নিরুক্তঃ’ হৃশ্পঃ ‘সোমস্য  
সোমদৈবত্যাঃ উল্লীখঃ’ ‘বুত্’ ‘নক্ষ’ ‘সিদ্ধং’ ‘বারোঃ’ বায়ুদৈবত্যাং গানং ; ‘নক্ষ’ ‘সিদ্ধং’ ‘বলবৎ’  
‘ইন্দ্রস্য’ ইন্দ্রদৈবত্যাং গানম্ ; ‘কৌকং’ কৌকপক্ষিনিদাসমং ‘বৃহস্পতেঃ’ ; ‘অপস্বাতং’ তিস্রকাস্য  
স্বরসমং ‘বরুণস্য’ বরুণদৈবত্যাং গানং ‘তান্ সৰ্বান্’ স্বরবিশেষান্ ‘উপাসেবেত’ ‘বারুণং তু এব  
বর্জয়েৎ’ ।

‘অমৃতং দেবেভ্যাঃ’ ‘আগারানি’ সাধরানি ‘ইতি’ ‘আগারেৎ’ । ‘স্বধাং গিতৃভ্যাঃ’ ‘আশাং  
মহুবোভ্যাঃ’ ‘ভৃগোদকং পশুভ্যাঃ’ ‘স্বর্গলোকং যজমানার’ ‘অন্নম্’ ‘আস্মানে’ ‘আগারানি’ সাধরানি  
‘ইতি’ ‘এতানি মনসা’ ‘ধ্যায়ন্’ চিত্তয়ন্ ‘অপ্রমত্তঃ’ সন্ ‘স্তবীত’ ।

‘সর্কে’ ‘স্বরাঃ’ অচঃ ‘ইন্দ্রস্য’ আগম্য ‘আস্মানঃ’ দেহাবয়বস্থানীয়াঃ, ‘সর্কে’ ‘উন্মানঃ’ শ ব স-হাঃ  
‘প্রজাপতেঃ’ বিরাজঃ, ‘সর্কে’ ‘স্পর্শাঃ’ কাদয়ঃ ব্যঞ্জনানি ‘মৃতোয়াঃ’ ‘আস্মানঃ’ দেহাবয়বস্থানীয়াঃ । ‘তম্’  
এবং বিদম্ উপাত্তারঃ ‘বদি’ কশ্চিৎ ‘স্বরেব্’ উপালভেত’ স্বরাঃ স্বরা ছন্দ্যুকা ইতি নিশেৎ স  
উপাত্তা ‘এনম্’ উপালকারঃ ‘জ্রায়ৎ’—অহম্ ‘ইন্দ্রে’ শরণং প্রপন্নঃ অভূবম্ ‘স’ ইন্দ্রে ‘ঽ’ ঽং  
‘প্রতিষেক্ষতি’ স এব দেব উত্তরং দাস্যতি ‘ইতি’ ।

‘অথ বদি’ ‘এনম্’ উপাত্তারঃ ‘উন্মত্ উপালভেত’ স ‘এনম্’ উপালকারঃ ‘জ্রায়ৎ’—অহং ‘প্রজা-  
পতিং শরণং প্রপন্নঃ অভূবাম্’ ‘স’ প্রজাপতিঃ ‘ঽ’ ঽং ‘প্রতিষেক্ষতি’ মম বিনিময়েন চূর্ণদ্রব্য ইতি  
‘ইতি’ । ‘অথ বদি’ ‘এনম্’ উপাত্তারঃ ‘স্পর্শেব্’ উপালভেত’ স ‘এনম্’ উপালকারঃ ‘জ্রায়ৎ’—অহং  
‘বুত্ৰাং শরণং প্রপন্নঃ অভূবাম্’ ‘স’ বুত্ৰাঃ ‘ঽ’ ঽং ‘প্রতিষেক্ষতি’ মম বিনিময়েন তদ্বীকর্য্যতি ।

অহম্ ‘ইন্দ্রে’ বলং বদামি ইতি ‘ধ্যাত্বা’ ‘সর্কে’ স্বরাঃ দোষবতঃ বলবতঃ বক্তব্যঃ ; ‘প্রজাপতেঃ



আত্মানং 'পরিদশানি' প্রবচ্ছানি 'ইতি' ধাওয়া 'সর্কে উদ্যোগঃ' 'অগ্রতাঃ' অন্তরপ্রবেশিতাঃ 'অনিরতাঃ' অবহিরাক্রিয়াঃ 'বিরতাঃ' বিরতপ্রবল্লোপেতাঃ 'বক্তব্যঃ'; 'মুতোঃ' আত্মানং পরিহরাণি ইতি' ধাওয়া 'সর্কে ল্পর্শাঃ' 'লেশন' শব্দৈঃ 'অনভিনিহিতাঃ' অনভিনিহিতাঃ 'বক্তব্যঃ' ।

লোকসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে । পৃথিবী হিষ্কার, অগ্নি প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উল্লীখ, আদিত্য প্রতিহার, দ্ব্যলোক নিধন । উর্দ্ধগত লোকসকলেতে এইরূপ ।

অনন্তর অধোগত লোকসকলেতে । দ্ব্যলোক হিষ্কার, আদিত্য প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উল্লীখ, অগ্নি প্রতিহার, পৃথিবী নিধন ।

যিনি এরূপ জানিয়া লোকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, উর্দ্ধগত অধোগত লোক সকল ইহার আয়ত্ত হয় ।

রূপিতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে । পুরোবাত হিষ্কার, মেঘ যে জন্মায় উহা প্রস্তাব, বর্ষণ যে করে উহা উল্লীখ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় গর্জ্জন যে করে উহা প্রতিহার ।

পুনরায় বাষ্পাকার যে হয় উহা নিধন । যিনি এরূপ জানিয়া পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, ইহার উদ্দেশে বর্ষণ হয় [রূপি না থাকিলেও] বর্ষণপ্রসূত হয় ।

সকল জলে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে । মেঘ যে এক হইয়া ঘনীভূত হয় উহা হিষ্কার, বর্ষণ যে করে উহা উল্লীখ, পূর্ববাহিনী [নদীসকল] যে বহিয়া যায় উহা উল্লীখ, পশ্চিমবাহিনী [নদীসকল] যে বহিয়া যায় উহা প্রতিহার, সমুদ্র নিধন ।

যিনি এরূপ জানিয়া সকল জলে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন তিনি জলে মরেন না, [মরুস্থলীতেও] জলবান্ হন ।

ঋতুসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে । বসন্ত হিষ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উল্লীখ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন ।

যিনি এরূপ জানিয়া ঋতুসকলেতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করেন, ইহার জীবন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হয়, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লোক তিনি জন্ম করেন । [এই গেল] পঞ্চবিধের [উপাসনা] ।

অনন্তর সপ্তবিধের [উপাসনা] । বাকে সপ্তবিধ সামোপাসনা

করিবে । বাকের যাহা কিছু ছ', তাহা হিঙ্গার, যাহা কিছু প্র তাহা প্রস্তাব, যাহা কিছু আ তাহা আদি [ ও' ] ।

যাহা কিছু উ তাহা উল্লীখ, যাহা কিছু প্রতি তাহা প্রতিহার,- যাহা কিছু উপ তাহা উপদ্রব, যাহা কিছু নি তাহা নিধন ।

বাকের যে দোহনব্যাপার ইহা স্বয়ং বাকই উপাসকের নিগিত দোহন করিয়া থাকে । যিনি এরূপ জানিয়া বাকে গণ্ডবিধ সামোপাসনা করেন তিনি অম্ববান্ হন অম্বভোজী হন ।

অনন্তর আদিত্যকে [ লইয়া ] গণ্ডবিধ সামোপাসনা করিবে । ইনি সর্বদা সম, আমার দিকে আমার দিকে, এইরূপে সকলের সঙ্গে সম, তাই ইনি সাম ।

এই সকল ভূত তাঁহারই অনুগত হইয়া আছে, ইহা জানিতে হইবে । উদয়ের পূর্বে তাঁহার যে [ রূপ ] উহা হিঙ্গার । সে কালে পশু সকল ইহার অনুগত, তাই তাহারা হিঙ্গার করে । উহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্যের ] সামের হিঙ্গারভাগী ।

অনন্তর প্রথম উদিত হইলে যে [ রূপ ] উহা প্রস্তাব । সে কালে মনুষ্যগণ ইহার অনুগত, তাই তাহারা কার্য্যারম্ভের অভিলাষী স্তুতিবন্দনার অভিলাষী । তাহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্য্য ] সামের প্রস্তাবভাগী ।

অনন্তর [ জগন্মণ্ডলের সঙ্গে ] রশ্মিসঙ্গমকালে যে [ রূপ ] উহা আদি ( ওঙ্কার ) । সে কালে পক্ষি সকল ইহার অনুগত, তাই তাহারা অন্তরীক্ষে অনালম্বভাবে উড়িতে থাকে । উহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্য্য ] সামের আদিভাগী ।

অনন্তর সম্প্রতি মধ্যদিনে যে [ রূপ ] উহা উল্লীখ । সে কালে দেবগণ ইহার অনুগত, তাই তাঁহারা প্রজাপতির অপত্যগণের মধ্যে বিশিষ্টতম । তাঁহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্য্য ] সামের উল্লীখভাগী ।

অনন্তর মধ্যদিনের পরে অপরাহ্নের পূর্বে যে [ রূপ ] উহা প্রতিহার । সে কালে গর্ভসমূহ ইহার অনুগত, তাই উহারা উর্দ্ধে নীত হইয়া থাকিয়া

পড়ে না । উহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্যাখ্য ] সামের প্রতিহার-ভাগী ।

অনন্তর অপরাহ্নের পরে অন্তঃগমনের পূর্বে যে [ রূপ ] উহা উপদ্রব । সে কালে আরণ্যপশুসকল ইঁহার অনুগত, তাই তাহারা মানুষকে দেখিয়া বিলতুল্য অরণ্যকক্ষে দ্রুতগমন করে । তাহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্যাখ্য ] সামের উপদ্রবভাগী ।

অনন্তর প্রথম অন্তঃগমন করিলে যে [ রূপ ] তাহা নিধন । সে কালে পিতৃগণ ইঁহার অনুগত, তাই তাঁহাদিগকে [ দর্ভে ] নিক্ষেপ করে । তাঁহারা এ নিমিত্তই এই [ আদিত্যাখ্য ] সামের উপদ্রবভাগী হন । এইরূপে এই আদিত্যকে [ লইয়া লোকে ] সপ্তবিধ সামোপাসনা করে ।

অনন্তর আত্মসম্মিত অতিমুতু [ অবলম্বনে ] সপ্তবিধ সামোপাসনা করিবে । হিকার এটি তিনটি অক্ষর, প্রস্তাব এটি তিনটি অক্ষর তাই সম ।

আদি এটি দুই অক্ষর, প্রতিহার এটি চারি অক্ষর, এই চারি অক্ষর হইতে আদিতে একটি [ লইয়া ] উহা সম ।

উকীধ এটি তিন অক্ষর, উপদ্রব এটি চারি অক্ষর, তিনটিতে তিনটিতে সম হইল একটি অক্ষর অবশিষ্ট থাকিল, [ সেইটি ছাড়িয়া যে ] তিনটি অক্ষর তাই সম ।

নিধন এটি তিন অক্ষর, সেটি সমই হইল । সেই এই গুলি দ্বাবিংশতি অক্ষর ।

একবিংশতিতে আদিত্যকে পাওয়া গেল । [ কেন না ] ইহলোক হইতে [ গণনায় ] এই আদিত্য একবিংশ । দ্বাবিংশে আদিত্যের পর যে নাক ও অশোক তাহাকে জয় করে ।

যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আত্মসম্মিত অতিমুতু [ অবলম্বনে ] সপ্তবিধ সামোপাসনা করেন তিনি [ একবিংশে ] আদিত্যের জয় লাভ করেন, আদিত্যজয়ের পর [ দ্বাবিংশে ] পরম জয় হয় ।

মন হিকার, নাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উকীধ, শ্রোত্র প্রতিহার প্রাণ নিধন । এটি প্রাণে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্রী [ নাম ] ।

প্রাণে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্রী সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রাণী ( অবিকলেন্দ্রিয় ) হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। মহাগনা হইবেন ( উপাসকের ) সেইটি ব্রত ।

গম্বন করে সেইটি হিষ্কার, ধূম জন্মায় সেইটি প্রস্তাব, স্থলে সেইটি উল্লীখ, অঙ্গার হয় সেইটি প্রতিহার, উপশম হয় সেইটি নিধন । এটি অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রথন্তর [ নাম ] ।

অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত এই রথন্তর সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী হন, অন্নভোজী হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। অগ্নির অভিমুখে ভোজন করিবে না, শ্লেষ্মাত্যাগ করিবে না [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

উপমন্ত্রয়তে ন হিষ্কারঃ, জপয়তে ন প্রস্তাবঃ, স্ত্রিয়া সহ শেতে ন উল্লীখঃ প্রতি স্ত্রী সহ শেতে ন প্রতিহারঃ, কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনম্, এতদ্ বাগদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ।

স য এবমেতদ্বাদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনী ভবতি, মিথুনাং মিথুনাং প্রজায়তে, সর্কায়ুরেতি, জ্যোগ্জীবতি, মহান্ প্রজয়া পশুভি-  
র্ভবতি মহান্ কীৰ্ত্ত্য। । ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্রতম্ \* ।

উদয়োন্মুখ [ সবিতা ] হিষ্কার, উদিত প্রস্তাব, মধ্যদিন উল্লীখ, অপ-  
রাহ্ন প্রতিহার, অন্তঃগমনোন্মুখ নিধন । এটি আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ [ নাম ] ।

আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৃহৎ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি তেজস্বী হন, অন্নভোজী হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। তাপবর্ষীকে নিন্দা করিবে না [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

অন্ত্র সকল [ আকাশপথে ] সঞ্চরণ করে, সেইটি হিষ্কার, মেঘ জন্মায় সেইটি প্রস্তাব, বর্ষণ করে সেইটি উল্লীখ, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় গর্জনে

\* শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া ইহার অনুবাদ প্রণত হইল না ।

করে সেইটি প্রতিহার, পুনরায় বাম্পাকার হয় সেইটি নিধন । এটি পৰ্জ্জন্তে প্রতিষ্ঠিত বৈরূপ [ সাম ] ।

পৰ্জ্জন্তে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরূপ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি বিরূপ ও সুরূপ পশুসকলকে লাভ করেন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন । বর্ষণকারীকে নিন্দা করিবে না, [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

বসন্ত হিষ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্গীধ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন । এটি ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত বৈরাজ সাম ।

ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরাজ সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি প্রজা পশু ও ব্রহ্মতেজে বিরাজ করেন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন । ঋতুকে নিন্দা করিবে না, [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

পৃথিবী হিষ্কার, অন্তরীক্ষ প্রস্তাব, দ্যলোক উদ্গীধ, দিক্‌সকল প্রতিহার, সমুদ্র নিধন । এই সকল লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত শকরীসমূহ \* ।

লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই সকল শকরী সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি লোকসম্পন্ন হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন । লোকসমূহকে নিন্দা করিবে না [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

অজা সকল হিষ্কার, অবি সকল প্রস্তাব, গো সকল উচ্চীধ, অশ্ব সকল প্রতিহার, পুরুষ নিধন । এ সকল পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত রেবতীসমূহ † [ সাম ] ।

পশুসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই সকল রেবতী সাম যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পশুমান্ হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন । পশুসমূহকে নিন্দা করিবে না, [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

লোম হিষ্কার, ভৃক্ প্রস্তাব, গাংস উচ্চীধ, অশ্বি প্রতিহার, মজ্জা নিধন । এইটি অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞায়জ্ঞীয় [ সাম ] ।

\* শকরী শব্দ বহুবচনান্ত

† শকরীবৎ বহুবচনান্ত ।

অঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি অঙ্গী (অবিকলাঙ্গ) হন, অঙ্গে বৈকল্য হয় না, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন। সংবৎসর মজ্জা ভোজন-করিবে না, চিরজীবন বা মজ্জা ভোজন করিবে না [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

অগ্নি হিষ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদগীথ, নক্ষত্রসমূহ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন । এটি দেবগণেতে প্রতিষ্ঠিত রাজন [ সাম ] ।

দেবগণেতে প্রতিষ্ঠিত এই রাজন সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি এই সকল দেবতার সমানলোকতা, সমানৈশ্বর্যাত্মা এবং সায়ুজ্য প্রাপ্ত হন, সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল ভাবে জীবিত থাকেন, প্রজা ও পশুতে মহান্ হন, কীর্তিতে মহান্ হন । ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না, [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত ।

ত্রয়ী বিদ্যা হিষ্কার, এই যে তিন লোক তাহা প্রস্তাব, অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য উদগীথ, নক্ষত্রসমূহ, পক্ষিসমূহ ও গরীচি সকল প্রতিহার, সর্প সকল, গন্ধর্ক সকল ও পিতৃগণ নিধন । এই সাম সকলেতে প্রতিষ্ঠিত ।

সকলেতে প্রতিষ্ঠিত এই সামকে যিনি এইরূপ জানেন তিনি সকলই হন ।

সেই অর্থে এই শ্লোক—ত্রয়ী বিদ্যাতি তিনটি তিনটি করিয়া [ হিষ্কারাদি ] যে পাঁচ প্রকার [ উক্ত হইল ] তদপেক্ষা আর অন্য গহত্তর নাই । যিনি সেই [ সর্কাত্মক ] সাম জানেন তিনি সকল জানেন, সকল দিক্ ইহাকে বলি অর্পণ-করে । আমি সকল এইরূপে উপাসনা করিবেক, [ উপাসকের ] সেইটি ব্রত সেইটি ব্রত \* ।

পশুগণের পক্ষে হিতকর অগ্নিদৈবত্য বিনর্দ্দি (ঋষভকুজিত সম) সামগানের অভ্যর্থনা করি । প্রজাপতিদৈবত্য অমুক সম একরূপ অনিন্দ্রিষ্ট সাম গান, সুস্পষ্ট [ স্বর ] সোমদৈবত্য সাম গান, মৃদু ও স্নিগ্ধ বায়ু-দৈবত্য গান, স্নিগ্ধ ও বলবৎ ইন্দ্রদৈবত্য গান, বকবিশেষ [ নিনাদসদৃশ ] রুহ্মস্পতিদৈবত্য গান, ভিন্নকাংশস্বরসম বরুণদৈবত্য গান, এ সকলগুলির সেবা করিবে কেবল বরুণদৈবত্য সাম বর্জজন-করিবে ।

যিকি সামোপাসনা সমাপ্তিযুক্তক ।

দেবগণের উদ্দেশে অমৃতত্ব গান করি এই বলিয়া গান করিবে । পিতৃ-  
গণের উদ্দেশে স্বধা, গনুসাগণের উদ্দেশে আশা, পশুগণের উদ্দেশে  
তুণোদক, যজ্ঞমানের উদ্দেশে স্বর্গলোক, আপনার নিমিত্ত অন্ন গান করি,  
এই বলিয়া এগুলি মনে মনে ধ্যানপূর্বক অগ্রমন্ত হইয়া স্তব করিবেক ।

সমুদায় স্বর ( অচ্ ) ইন্দ্রের ( প্রাণের ) দেহস্থানীয়, সকল উদ্ভব বর্ণ  
( শ ব স হ ) প্রজাপতির দেহস্থানীয়, সমুদায় স্পর্শবর্ণ ( ব্যঞ্জন ) মৃত্যুর  
দেহস্থানীয় । যদি [ কোন ব্যক্তি ] সেই উদ্গাতাকে স্বর দৃষ্টশ্রুত  
হইয়াছে ইহা বলিয়া নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলি-  
বেন, আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেছি তিনি তোমায় উত্তর দিবেন ।

অনন্তর উদ্ভব বর্ণ দৃষ্টশ্রুত হইয়াছে ইহা বলিয়া যদি কেহ সেই উদ্গা-  
তাকে নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলিবেন, আমি  
প্রজাপতির শরণাপন্ন হইতেছি, তিনি তোমায় প্রতিপেষণ করিবেন ।  
অনন্তর স্পর্শবর্ণ দৃষ্টশ্রুত হইয়াছে ইহা বলিয়া যদি সেই উদ্গাতাকে  
কেহ নিন্দা করে, তবে সেই নিন্দাকারীকে তিনি বলিবেন আমি মৃত্যুর  
শরণাপন্ন হইতেছি, আমার বিনিময়ে তিনি তোমায় দহন করিবেন ।

আমি ইন্দ্রে বলবিধান করিতেছি এইরূপ [ চিন্তা করিয়া ] সমুদায়  
স্বর ঘোষবান্ ও বলবান্ করিয়া উচ্চারণ করিবে । আমি প্রজাপতির  
দেহবিধান করিতেছি এইরূপ [ চিন্তা করিয়া ] সমুদায় উদ্ভব বর্ণ অগ্রস্ত  
( ভিতরে অপ্রতিষ্ঠ ) অনিরস্ত ( বাহিরে অনিক্ষিপ্ত ) এবং বিরূত প্রযত্নে  
উচ্চারণ করিবে । আমি মৃত্যুর দেহবিধান করিতেছি এইরূপ [ চিন্তা  
করিয়া ] সমুদায় স্পর্শবর্ণ অগ্নে অগ্নে অনভিনিক্ষিপ্ত ভাবে উচ্চারণ  
করিবে ।

ভাব—সাম গানের উদ্দেশ্যাদি কি আমরা পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি ।  
এখানে পৃথিব্যাদিকে হিষ্কার, অগ্ন্যাদিকে প্রস্তাব, অন্তরীক্ষাদিকে উল্লীথ, আদিত্যাদিকে  
প্রতিহার, দ্যলোকাদিকে নিধন কেন কল্পনা করা হইল, ইহা যদি আমরা দেখাইতে পারি,  
তাহা হইলেই ব্যাখ্যান হইল । সমুদায় উদ্গাতৃগণ কর্তৃক আরম্ভের পূর্বে একত্র মিলিত  
হইয়া হ্ৰী শব্দ উচ্চারণ করেন ইহাকে হিষ্কার বলে । যে উদ্গাতা কর্ত্তারম্ভ করেন  
তিনি প্রস্তোতা, সেই প্রস্তোতার গান প্রস্তাব । যে উদ্গাতা স্তুতিবাদ করেন, তাঁহার  
গান উল্লীথ । এই স্তুতিবাদে দেবতার সন্নিধান এবং প্রতিহর্টার গানে দেবতার  
প্রয়াণ—প্রতিহার হয় । নিধন অর্থাৎ প্রয়াণকারী দেবতাকে দিব্যধামে স্থাপন । এ

সময়ে আবার পাঁচ জন উল্লীতা একত্র মিলিত হইয়া গান করেন। প্রস্থার ও উল্লীত  
এ দুইয়ের মধ্যে ওঙ্কার এবং প্রতিহার ও নিধন এ দুইয়ের মধ্যে উপদ্রব বলিয়া দুইটি  
অতিরিক্ত বিভাগ আছে। ওঙ্কার গীতিতে দিব্যধামস্থ দেবগণকে আগমনোন্মুখ করা  
হয়; উপদ্রববিভাগ দ্বারা প্রয়াণকারী দেবগণকে অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া হয়।  
যেটি প্রথম সেটি আরম্ভ, যেটি প্রধান সেইটি হিঙ্কার, সুতরাং পৃথিবাদিতে হিঙ্কার  
কল্পনা প্রাথম্য আরম্ভ ও প্রাধান্য হইতে সিদ্ধ করা হইয়াছে। বাহ্যতে ক্রিয়ার প্রস্তুতি  
হয়, সেটি প্রস্তাব; অগ্ন্যাদিতে ক্রিয়ার প্রস্তুতি হয়, এজন্ত অগ্ন্যাদিকে প্রস্তাব; হিঙ্কা-  
রাদি বিভাগের মধ্যে উল্লীত শ্রেষ্ঠ, এজন্ত অন্তরীক্ষাদির শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে সেগুলিতে  
উল্লীত; পয়াণসূচনা করে এনিমিত্ত আদিত্যাদিতে প্রতিহার এবং যে সকলেতে  
নিহিত হইয়া স্থিতি হয় সেগুলি নিধন, এজন্ত ছ্যালোকাদিকে নিধন কল্পনা করা  
হইয়াছে।

২১। ত্রয়ো ব্রহ্মক্ষা যজ্ঞোহায়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব  
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মচার্য্যচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়েহতান্তমাত্মনমচার্য্যকুলে-  
হবমাদয়ন্ সৰ্ব্বএতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমিতি।

প্রজাপতিলোকানভ্যতপতেভ্যোহভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বিদ্যা সম্প্রা-  
শবৎ তামভ্যতপং তস্তা অভিতপ্তয়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাশবন্ত  
ভূভূবঃ স্থরিতি।

তান্যভ্যতপতেভ্যোহভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাশবৎ তদ্যথা শঙ্কুনা  
সৰ্ব্বাণি পৰ্ণাণি সংতৃণান্নোবমোক্ষারেণ সৰ্ব্বা বাক্ সংতৃণা ওঙ্কার  
এবেদত্ সৰ্ব্বমোক্ষার এবেদত্ সৰ্ব্বম্। ছা, ২। ৪। ২৩। ১—৩।

‘যজ্ঞঃ অধায়নং দানম্ ইতি’ ‘ত্রয়ঃ’ ‘ব্রহ্মক্ষাঃ’ ব্রহ্মজ্ঞ প্রবিভাগাঃ। ‘প্রথমঃ’—স্বকৃত্রয়বিশিষ্টো-  
ব্রহ্মএব; ‘তপএব দ্বিতীয়ঃ’; ‘আচার্য্যকুলে’ ‘ব্রহ্মচারী’ ‘তৃতীঃ’। ‘সৰ্ব্বে এতে’ ‘পুণ্যলোকাঃ’  
পুণ্যাক্ষিতলোকভাজঃ ‘ভবন্তি’। ‘ব্রহ্মসংস্থঃ’ ব্রহ্মাণি সম্যক স্থিতঃ ‘অমৃতত্বম্’ অমৃতং ব্রহ্ম তস্তাবাপন্ন-  
ত্বম্ এতিঃ’ প্রাপ্নোতি।

‘প্রজাপতিঃ’ প্রথমজঃ ‘লোকান্’ সারভিষুক্যা ‘অভ্যতপং’ তপোবিষয়ান্ কৃতবান্। ‘তেভ্যঃ’  
অভিতপ্তেভ্যঃ ‘ত্রয়ো’ কর্ত্ত্বগণানা ‘বিদ্যা’ ‘সম্প্রাশবৎ’; ‘তাং’ ত্রয়োবিজ্ঞান্ ‘অভ্যতপং’ ‘তস্তাঃ’ অভি-  
তপ্তায়াঃ ‘ভূভূবঃ স্থর ইতি’ ‘এতানি অক্ষরাণি’ ‘সম্প্রাশবন্ত’।

‘এতানি অক্ষরাণি’ ‘অভ্যতপং’ আলোচিতবান্ ‘তেভ্যঃ’ অভিতপ্তেভ্যঃ ‘ওঙ্কারঃ’ ‘সম্প্রাশবৎ’। স  
ওঙ্কারঃ ‘তৎ’ ব্রহ্ম। কথম্? ‘সৰ্ব্বাণি পৰ্ণাণি’ ‘বধা’ ‘শঙ্কুনা’ পৰ্ণনালেন ‘সন্তৃণানি’ নিবদ্ধানি  
ব্যাস্তানি ‘এবং’ ‘সৰ্ব্বা বাক্’ ‘ওঙ্কারেণ’ ‘সংতৃণা’ ব্যাপ্তা। ‘ইবং সৰ্ব্বম্’ নামধেয়মাত্মন্ ‘ওঙ্কারএব’।  
ধিরভ্যাস আদরার্থঃ।



যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এই তিনটি ধর্মস্বক। [ এই ধর্মস্বক ] প্রথম, তপই দ্বিতীয়, চিরজীবন আপনাকে আচার্য্যকূলে অবসাদগ্রস্তকারী আচার্য্যকূলবাণী ব্রহ্মচারী তৃতীয়। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকভাজন হন। ব্রহ্মসংস্থ [ ব্যক্তি ] অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রজাপতি লোকসকলকে অভিতপ্ত করিলেন। সেই অভিতপ্ত লোকসকল হইতে ত্রয়ী বিদ্যা প্রসৃত হইল। তিনি সেই ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। অভিতপ্ত সেই ত্রয়ী বিদ্যা হইতে ভূঃ ভুব স্বর এই অক্ষরগুলি প্রসৃত হইল।

সেই অক্ষরগুলিকে তিনি অভিতপ্ত করিলেন। সেই অভিতপ্ত অক্ষরগুলি হইতে ওঙ্কার প্রসৃত হইল। সমুদায় পত্রগুলি যেমন পত্র-নালে বদ্ধ থাকে তেমনি সমুদায় বাক সেই ওঙ্কারে বদ্ধ রহিয়াছে, সূতরাং [ সেই ওঙ্কার ] ব্রহ্ম। এসকল ওঙ্কারই, এসকল ওঙ্কারই।

ভাব—ধর্মস্বক—ধর্মের বিভাগ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দানে যাহারা রত তাঁহারা ধর্মনিষ্ঠ, যাহারা তপশ্চরণে নিরত তাঁহারা তপস, আর আচার্য্যকূলে সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করেন তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণকে ভোগ-সুখে চিরজীবন বিরত থাকিতে হয়, সূতরাং তাঁহারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করেন—কঠোর সংযমে ইন্দ্রিয়গণের অবসাদ জন্মান। ইহাদের ঈদৃশ সাধনে যে পুণ্যার্জন হয়, সেই পুণ্যে তাঁহাদের পুণ্যার্জিত লোকে গতি হয়, ইহাদের কাহারও ব্রহ্মস্বরূপে স্বরূপবত্তা হয় না, যাহারা ব্রহ্মেতে নিরত হ্রিত করেন, তাঁহাদেরই কেবল অমৃতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্নতা হয়।

সমুদায় জগতের সার ত্রয়ী বিদ্যা, কেন না জগতে এক মহতী শক্তির বিবিধাকারে প্রকাশ দেখিয়া যে কশ্যোত্তম উপস্থিত হয়, সেই কশ্যোত্তমকে সেই শক্তির অর্চনারূপে পরিণত করা ত্রয়ী বিদ্যার লক্ষ্য। ঈদৃশ অর্চনা হইতে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তিতে জগতের রহস্যমধ্যে প্রবেশের সামর্থ্য জন্মায়, তাহা হইতেই বিজ্ঞানদর্শনাদির উৎপত্তি। বেদে যখন এই সকলের মূল ব্রহ্ম রহিয়াছে, তখন ত্রয়ীবিদ্যাকে সমগ্র জগতের সার মনে করা কিছু অযুক্ত নহে। এই বিষয়টি আধ্যাত্মিকাজ্ঞে প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমুদায় জগৎ ত্রয়ী বিদ্যার বিষয়। সমুদায় জগৎকে ভূলোক ভুবলোক ও স্বর্লোকে পরিণত করা শ্রেণীনিবন্ধন ব্যাপার। এটিকে ত্রয়ী বিদ্যার সার বলা সম্ভবই হইয়াছে, কেন না পরবর্ত্তী সময়ে ঈদৃশ শ্রেণীনিবন্ধন অবলম্বন করিয়া লোকবিষয়ক তত্ত্ব নিবদ্ধ হইয়াছে। তিন লোকের সার ওঙ্কার। যিনি তিন লোকের রক্ষক, তিনি ওঙ্কারে

অভিধেয় । যিনি ওঙ্কারের অভিধেয় তাঁহাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং ওঙ্কারের সহিত সকলের একত্ব অভিহিত হইয়াছে । “ওঁ এই অক্ষরই সকল” ( ৭০পৃ ) এখানে ওঙ্কারের যে সর্বস্বাক্ষর উক্ত হইয়াছে উহাই সামোপাসনার জীবনীভূত । “বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম, ওম্‌ এই অক্ষরই উদগীথ” ( ৪৬পৃ ) এখানে এজন্তই ওঙ্কারের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে । এক ওঙ্কারাবলম্বনে সমুদায় সামোপাসনা সিদ্ধ হয় ।

২২ । ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যদসুনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনং সবনমাদিত্যানাং চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ।

ক তর্হি যজমানস্ত লোক ইতি স যন্তঃ ন বিদ্যাৎ কথং কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্য্যাৎ ।

পুরা প্রাতরনুবাকস্তোপাকরণাজ্জঘনেন গাহ'পত্যস্তোদজ্জুথ উপ-  
বিশ্ব স বাসবং সামাভিগায়তি ।

লোকঃ দ্বারমপাবার্ণ ৩৩ পশ্চিম ভা বয়ং রা৩৩৩৩ ছং : আ৩৩  
জ্যা৩ যো৩ আঃ ২১১১ ইতি ।

অথ জুহোতি নমোহগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং  
মেহথ যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্ত লোক এতাস্মি ।

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজহি পরিঘমিত্যুক্তোত্তি-  
ষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ।

পুরা মাধ্যন্দিনস্ত সবনস্তোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীত্ৰীয়স্তোদজ্জুথ  
উপবিশ্ব স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ।

লোকঃ দ্বারমপাবার্ণ ৩৩ পশ্চিম ভা বয়ং বৈরা৩৩৩৩ ছং  
আ৩৩ জ্যা৩ যো৩ আঃ ২১১১ ইতি ।

অথ জুহোতি নমো বায়বেহস্তুরিক্ষিক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং  
মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানায় লোক এতাস্মি ।

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাপজহি পরিঘমিত্যুক্তোত্তি-  
ষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ।

পুরা তৃতীয়সবনস্তোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্তোদজ্জুথ উপ-  
বিশ্ব স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ।

লোকদ্বারমপাবার্ণ ৩ পশ্চেমু ত্বা বয়ত্ব স্বারা ৩৩৩৩ ছং ৩  
আ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ৩২১১১ ইতি ।

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লোকদ্বারমপাবার্ণ ৩৩ পশ্চেমু ত্বা বয়ত্ব  
সাত্ৰা ৩৩৩৩ ছং ৩ আ৩৩ জ্যা ৩ যো ৩ আ৩২১১১ ইতি ।

অথ জুহোতি নম আদিত্যোভ্যশ্চ বিশ্বোভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবি-  
ক্ষিভ্যো লোকক্ষিভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ।

এষ বৈ যজমানায় লোক এতাস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ  
স্বাহাপ্রহতপরিবমিত্যুক্তোত্তিষ্ঠতি ।

তস্মা আদিত্যশ্চ বিশ্বো চ দেবাস্তৃতীয়সবনত্ব সম্প্রচ্ছন্ত্যেয হ  
বৈ যজন্ত মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ ।

ছা, ২ । ৪ । ২৪ । ১—১৬ ।

‘ব্রহ্মবাদিনঃ বনন্তি’—‘বং’ ‘প্রাতঃসবনং’ তং ‘বহুনাম্’, বং ‘মাধ্যম্নিনং সবনং’ তং ‘রুপাণাং’  
বং ‘তৃতীয়সবনং’ তং ‘বিশ্বেষাং চ দেবানাম্’ ।

তৈত্তির্যে ‘বৈ’-রধিকৃতঃ স স লোক ইত্যপেক্ষয়া হ—‘ক তর্হি যজমানস্ত লোকঃ’ ? ‘স যঃ’ যজমানঃ  
‘তং লোকং’ ‘ন বিদ্যাৎ’ ‘কথং কুর্বাৎ’ কথং । ‘অথ বিশ্বান্’ বক্ষ্যমাণসামাছাপাবজঃ ‘কুর্বাৎ’ ।

‘প্রাতঃ’ অগ্নীতত্বেন ‘অনুবাক্ত’ শত্রুসংজ্ঞকগীতিরহিতর্জঃ—‘উপাকরণাং’ আরম্ভাৎ ‘পুনা’ পূর্বং  
‘গাহ’পত্যক্ত’ অগ্নেঃ ‘জঘনেন’ পৃষ্ঠতঃ ‘উপবিত্ত’ ‘উদগুথঃ’ সন্ ‘স’ যজমানঃ ‘বাসবং’ বহুদেবতাকং  
‘সাম’ ‘অভিগারতি’ ।

‘লোকদ্বারমপাবর্ণ পশ্চেমু ত্বাং বয়ং রাজ্যায়’—হে অগ্নে ‘লোকদ্বারং’ পৃথিবীলোকপ্রাপ্তিদ্বারং ত্বম্  
‘অপাবর্ণ’ উন্মোচয়, তেন দ্বারেন ‘ত্বা’ ত্বাং বয়ং পশ্চেমু ‘রাজ্যায়’ রাজ্যার্থং প্রতবিমুহুরাভায় ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘জুহোতি’ অনেন মন্ত্রেণ—‘পৃথিবীক্ষিতে’ ‘পৃথিবীনিবাসায়’ ‘লোকক্ষিতে’ লোক-  
নিবাসায় ‘অগ্নয়ে’ ‘নমঃ’ ‘লোকং’ ‘মে’ মৎ ‘যজমানায়’ ‘বিন্দ’ লভস্ব । ‘এষ বৈ যজমানস্ত লোকঃ’ ।  
‘এতান্মি’ গন্তান্মি ।

‘অত্র’ অগ্নিন্ লোকে অহং ‘যজমানঃ’ ‘আয়ুষঃ’ পরম্বাৎ’ মৃত্যোরনন্তরম্ । ‘স্বাহা’ । ‘পরিধং’  
লোকদ্বারার্গলম্ ‘অপজহি’ অপনয় ‘ইতি’ উক্তা, উক্তিষ্ঠতি’ । ‘তৈষৈ’ যজমানায় ‘বসবঃ’ প্রাতঃসবনং  
সংগ্রহচ্ছতি’ ।

‘মাধ্যম্নিনস্ত সবনস্ত’ ‘উপাকরণাং’ আরম্ভাৎ ‘পুনা’ পূর্বম্ ‘আগ্নীত্রীয়স্ত’ দক্ষিণাগ্নেঃ ‘জঘনেন’  
পৃষ্ঠতঃ ‘উপবিত্ত’ ‘উদগুথঃ’ সন্ ‘স’ যজমানঃ ‘রৌজং’ রক্তদেবতাকং ‘সাম’ ‘অভিগারতি’ ।

‘লোকদ্বারমপাবর্ণ পশ্চেমু ত্বাং বয়ং বৈরাজ্যায়’—হে অগ্নে, ‘লোকদ্বারম্’ অন্তরীকলোকপ্রাপ্তিদ্বারম্  
ত্বম্ ‘অপাবর্ণ’ উন্মোচয়, তেন দ্বারেন ‘ত্বা’ ত্বাং বয়ং পশ্চেমু ‘বৈরাজ্যায়’ বিরাট্ ত্বং বিপুলত্বং  
ভজাভায় ।

‘অথ’ অনন্তরং ‘জুহোতি’ অনেন মন্ত্রেণ—‘অন্তরীকক্ষিতে’ অন্তরীকনিবাসায় ‘লোকক্ষিতে’

লোকনিবাসার 'বারেবে নমঃ'। যজ্ঞমানন্ত 'মে' মন্তঃ 'লোকঃ' 'বিল'। 'এব বৈ যজ্ঞমানন্ত লোকঃ'। 'এতান্মি' গন্তান্মি।—

—'অত্র' অহং 'যজ্ঞমানঃ' 'অ' যুৎ: পরস্তাৎ'। 'বাহা'। 'পরিষদ্' অপুত্রাহ ইতি উক্তা, উত্তিষ্ঠতি'। 'তন্মৈ' যজ্ঞমানার 'কত্রাঃ' মাধ্যমিনঃ সর্বনঃ সংপ্রযচ্ছতি'।

'তৃতীয়সবনন্ত' 'উপাকরণাৎ' আরম্ভাৎ 'পুরা' পূর্নন্ 'আহবনীয়ন্ত' অগ্নে: 'জ্বনেন' পৃষ্ঠতঃ 'উপ-  
বিশ্ত' 'উদগুপঃ' সন্ 'স' যজ্ঞমানঃ 'আদিত্যাং' 'স' যজ্ঞমানঃ 'বৈষদেবং' 'সাম' 'অতিপারিত'।

'লোকধারম্' অপারুণু পশ্চেম ত্বা বয়ং সারাজ্যায়'—হে অগ্নে, 'লোকধার' ছালোকপ্রাপ্তিধারম্  
'অপারুণু' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'পশ্চেম' 'সারাজ্যায়' স্মরটি, ত্বং স্মিন্ বিরাজমানত্বং তন্নাতায় ।

আদিত্যাং সাম গায়ন্ বৈষদেবং সাম গায়তি—'লোকধারম্' অপারুণু পশ্চেম ত্বা বয়ং সারাজ্যায়'—  
হে অগ্নে, 'লোকধার' বিবিধলোকপ্রাপ্তিধারম্, 'অপারুণু' 'ত্বা' ত্বাং 'বয়ং' 'সারাজ্যায়' সর্বত্রাবিকার-  
প্রাপ্তার্থম্ ।

'অথ' অনন্তরং 'জুহোতি' যনেন মন্ত্রেণ—'দ্বিবিধিক্তঃ লোককিত্তাঃ আদিত্যোভ্যাঃ চ বিবেচ্যতাঃ চ  
দেবেভ্যাঃ মমঃ' 'লোকঃ' 'মে' মন্তঃ যজ্ঞমানার 'বিলত'। লভধ্বম্ ।

'এব বৈ যজ্ঞমানন্ত লোকঃ'। 'এতান্মি' গন্তান্মি 'অত্র' অহং 'যজ্ঞমানঃ' 'অয়ুঃ' 'পরস্তাৎ'।  
'বাহা'। 'পরিষদ্' 'অপনত' অপনতঃ 'ইতি উক্তা, উত্তিষ্ঠতি' সঃ ।

'তন্মৈ' যজ্ঞমানার 'আদিত্যাঃ চ বিবে চ বেবাঃ' 'তৃতীয়সবনং' 'সংপ্রযচ্ছতি' 'ব এং বেদ' 'এব হ  
বৈ যজ্ঞন্ত মাত্রাং' যজ্ঞধাষায়াং 'বেদ'।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন । যেটি প্রাতঃসবন, সেটি বসুগণের, যেটি মাধ্য-  
ন্দিনসবন সেটি রুদ্রগণের, যেটি তৃতীয়সবন সেটি আদিত্যগণের ও  
বিশ্বদেবগণের ।

যদি ইহাই হইল তবে যজ্ঞমানের লোক কোথায় ? যিনি সেই লোক  
না জানেন তিনি ক্রিয়া করিবেন কিরূপে ? যিনি [ বক্ষ্যগাণ উপায় ]  
জানেন তিনি তখন করিবেন ।

প্রাতঃকালে অনুবাকের ( শস্ত্রসংজ্ঞক গীতিরহিত ঋকের ) আরম্ভের  
পূর্বে সেই যজ্ঞমান গার্হপত্য অগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশনপূর্বক উত্তর মুখ  
হইয়া বহুদেবতাক সামগান করেন ।

[ হে অগ্নি, ] তুমি লোকবার উন্মোচন কর, প্রভাবশালিত্বের নিমিত্ত  
[ সেই দ্বার দিয়া ] আগরা তোমায় দেখি ।

অনন্তর [ এই মন্ত্রে ] যজ্ঞমান হবন করেন—পৃথিবীবাসী লোকবাসী  
অগ্নিকে নমস্কার । আমি যজ্ঞমান, আমার নিমিত্ত লোক অর্জন-কর ।  
এইটি যজ্ঞমানের লোক ।

আমি যজ্ঞমান, হুত্বার পর এই হোকে গমন করিব । স্বাহা । অর্গল ।

অপনয়ন কর, এই বলিয়া তিনি উত্থান-করেন । সেই যজ্ঞমানকে বসুগণ প্রাতঃসবন অর্পণ করেন ।

মাধ্যহ্নিন সন্দের আরম্ভের পূর্বে দক্ষিণাগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশন-পূর্বক উত্তর মুখ হইয়া রুদ্রদেবতাক সাম তিনি গান করেন ।

[ হে অগ্নি ] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, বিপুলত্বলাভের নিমিত্ত [ সেই দ্বার দিয়া ] আমরা তোমায় দেখি ।

অনন্তর [ এই মন্ত্রে ] যজ্ঞমান হবন করেন :—অন্তরীক্ষবাসী লোক-বাসী নমস্কার । আমি যজ্ঞমান, আমার নিমিত্ত লোক অর্জ্জন-কর । এইটি যজ্ঞমানের লোক ।

আমি যজ্ঞমান, মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিব । স্বাহা । অর্গল অপনয়ন কর, এই বলিয়া তিনি উত্থান করেন । সেই যজ্ঞমানকে রুদ্রগণ মাধ্যহ্নিন সন্দের অর্পণ-করেন ।

তৃতীয় সন্দের আরম্ভের পূর্বে আহবনীয় অগ্নির পৃষ্ঠভাগে উপবেশন পূর্বক উত্তর মুখ হইয়া তিনি আদিত্যদেবতাক ও বৈশ্বদেবতাক সাম-গান করেন ।

[ হে অগ্নি, ] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, স্বরাট্ঠলাভের নিমিত্ত [ সেই দ্বার দিয়া ] আমরা তোমায় দেখি ।

[ আদিত্যদেবতাক সামগানের পর তিনি বিশ্বদেবতাক সামগান করেন ]—[ হে অগ্নি ] তুমি লোকদ্বার উন্মোচন কর, সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত [ সেই দ্বার দিয়া ] আমরা তোমায় দেখি ।

অনন্তর [ এই মন্ত্রে ] যজ্ঞমান হবন-করেন—দ্যুলোকসমূহবাসী লোক-সমূহবাসী আদিত্যগণকে ও বিশ্বদেবগণকে নমস্কার । আমি যজ্ঞমান, আগার নিমিত্ত লোক অর্জ্জন-কর ।

এইটি যজ্ঞমানের লোক । আমি যজ্ঞমান, মৃত্যুর পর এই লোকে গমন করিব । স্বাহা । অর্গল অপনয়ন-কর, এই কথা বলিয়া তিনি উত্থান-করেন ।

আদিত্যগণ বিশ্বদেবগণ সেই যজ্ঞমানকে তৃতীয় সন্দের অর্পণ-করেন । যিনি এইরূপ জানেন তিনি যজ্ঞের স্বরূপ জানেন । তিনি যজ্ঞের স্বরূপ জানেন ।

তাব—পৃথিবী লোক বহুগণের দ্বারা, অন্তরীক্ষ লোক রুদ্রগণের দ্বারা, এবং  
 ছালোক আদিভাগ্য ও বিশ্বদেবগণ দ্বারা অধিকৃত। যজ্ঞমানকে যদি তাঁহারা অধিকার  
 না দেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সেই লোকে গমন ঘটে না। প্রাতঃসবন  
 গার্হপত্য অগ্নিতে, মাধ্যহ্নিকসবন দক্ষিণাগ্নিতে এবং তৃতীয়সবন আহবনীর অগ্নিতে সম্পন্ন  
 করা হইয়া থাকে। সবনক্রিয়ারস্তের পূর্বে এই অগ্নিহবের পৃষ্ঠভাগে বসিয়া সামগান  
 দ্বারা পৃথিবী লোক প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচন নিমিত্ত বহুগণের সমীপে, অন্তরীক্ষলোক-  
 প্রাপ্তির নিমিত্ত রুদ্রগণের নিকটে, ছালোক প্রাপ্তির দ্বার উন্মোচননিমিত্ত আদিভাগ্য ও  
 বিশ্বদেবগণের সমীপে বাধাপনয়নজন্ত যজ্ঞমান প্রার্থনা করেন। ইহাতে তাঁহারা সেই  
 সেই সবনের ফল যজ্ঞমানকে দান করেন। যজ্ঞদ্বারা লোক প্রাপ্তি হয়, এ তত্ত্ব এইরূপে  
 যজ্ঞমানসম্বন্ধে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

২৩। অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্ম্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন-  
 বংশো অন্তরিক্ষমপুপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ।

তস্ম্য যে প্রাকৌ রশ্ময়স্তা এবাস্ম্য প্রাচ্যো মধুনাভ্যঃ । ঋচ এব  
 মধুকৃতঃ ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ ।

এতম্বেদমভ্যতপংস্তস্ম্যভিতপ্তস্ম্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাদ্য-  
 ত্ং রসোহজায়ত ।

তদ্ব্যঙ্করস্তাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্ত্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্ম্য রোহি-  
 তত্ং রূপম্ । ১—২ ।

অথ যেহস্ম্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্ম্য দক্ষিণা মধুনাভ্যো যজুত্ং-  
 যোব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ।

তানি বা এতানি যজুত্ংযোতং যজুর্বেদমভ্যতপংস্তস্ম্যভিত-  
 প্তস্ম্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাদ্যত্ং রসোহজায়ত ।

তদ্ব্যঙ্করস্তাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্ত্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্ম্য শুক্লত্ং  
 রূপম্ । ১—৩ ।

অথ যেহস্ম্য প্রীত্যাকৌরশ্ময়স্তা এবাস্ম্য প্রীতীচ্যো মধুনাভ্যঃ  
 সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ।

তানি বা এতানি সামান্যেতত্ং সামবেদমভ্যতপংস্তস্ম্যভিতপ্তস্ম্য  
 যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্য্যমন্নাদ্যত্ং রসোহজায়ত ।

তদ্ব্যক্ৰরত্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্ত কৃষ্ণং  
রূপম্ । ১—৩ ।

অথ যেহস্ত্যাদিকো রশ্ময়স্তা এবাস্ত্যাদীচ্যো মধুনাভ্যোহথর্কান্নি-  
রসএব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ।

তে বা এতে হথর্কান্নিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপশ্চস্ত্য-  
ভিতপ্তস্ত যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্মাদ্যত্মরসোহজায়ত ।

তদ্ব্যক্ৰরত্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্ত পরঃ  
কৃষ্ণং রূপম্ । :—৩ ।

অথ যেহস্ত্যাদীকো রশ্ময়স্তা এবাস্ত্যাদীকো মধুনাভ্যো গুহা এবাদেশা  
মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ।

তে বা এতে গুহা আদেশা এতদ্ব্রহ্মাভ্যতপশ্চস্ত্যভিতপ্তস্ত  
যশ ইন্দ্রিয়ং বীর্য্যমন্মাদ্যত্মরসোহজায়ত ।

তদ্ব্যক্ৰরত্তদাদিত্যমভিতোহশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্যদেতদাদিত্যস্ত মধ্যে  
ক্ষোভত ইব ।

তে বা এতে রসানাত্ম রসা বেদা হি রসান্তেষামেতে রসান্তেষা-  
ম্মেতে রসান্তানি বা এতান্মৃতানামমৃতানি বেদাহ্মতান্তেষামেতা-  
ন্মৃতানি । ১—৪ ।

তদ্যৎ প্রথমমমৃতং তদসক উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন ন বৈ দেবা  
অগ্নস্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

ত এতদেবরূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদুদ্যন্তি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদ বসুনামেবৈকো ভূত্বাহগ্নিনৈব মুখে নৈ-  
তদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স য এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মা-  
ক্রপাদুদেতি ।

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসুনামেব তাব-  
দাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতা । ১—৪ ।

অথ যদ্বিতীয়মমৃতং তদ্রূদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ  
দেবা অগ্নস্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদুদ্যন্তি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেক্রেণৈব মুখে-  
নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপা-  
দুদেতি ।

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদক্ষিণত  
উদেতোত্তরতোহস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং  
পর্ঘ্যেতা । ১ । ৪ ।

অথ যত্নতীৰ্মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ  
দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদুদ্যন্তি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব  
মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেবরূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মা-  
ক্রপাদুদেতি ।

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোহস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ  
পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা হৃদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারা-  
জ্যং পর্ঘ্যেতা । ১—৪ ।

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ  
দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাক্রপাদুদ্যন্তি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব  
মুখেন নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যে-  
তস্মাক্রপাদুদেতি ।

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত  
উদেতা দক্ষিণতোহস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং  
পর্ঘ্যেতা ।

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তং সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ  
দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ।



ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেত্যাদ্রূপাদুদ্যতি ।

স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখে-  
নৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি । স এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেত্যাদ্রূপ-  
াদুদ্যতি ।

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোহস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্দ্ধম্  
উদেতাঃ কৰ্ণাগস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং  
পৰ্য্যেতা । —৪ ।

অথ তত উক্ত উদেতা নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে  
স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ ।

ন বৈ তত্র ন নিল্লোচ নোদিয়ায় কদাচন ।

দেবাস্তেন'হং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি ।

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিল্লোচতি সৰ্ব্বং ।

দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥

তদ্বৈতদ্বন্দ্বা প্রজাপত্য উব'চ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাত্য-  
স্তদ্বৈতদ্বন্দ্বালকারুণায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ

ইদং নাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রজয়াৎ প্রাণায়াম্ম  
বাহুবানিনে ।

নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্বিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্ত্য পূর্ণাং  
দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি । ১—৬ ।

ছা, ৩।৫।১:—১১।

'তত্র' আদিত্যন্ত 'ন্যোঃ' এব 'তিরস্কা' নবংসঃ—যত্র সংস্রঃ সন্ লভতে ইব, 'অন্ত' রিক্তম্ 'অপূঃ'  
মধুক্ৰম ইব, 'মরীচয়ঃ' 'পুত্রাঃ'—মধুক্ৰমস্থাঃ পুত্রা ইব পুত্রাঃ ।

'তত্র' বে প্রাণঃ রশ্ময়ঃ 'তাঃ' এব প্রাচাঃ 'মধুনাভাঃ' মধুধারচ্ছিহ্মাদিঃ 'স্বচঃ' এব 'মধুকৃৎ'  
জমরাঃ ; 'অবেদং' তথিহিতং কর্ত্ত্ব 'এব' 'পুংসঃ'—যতো মধুসংগ্রহঃ ; 'তাঃ' 'ঋতাঃ' অভ্যন্তরঙ্গবতাঃ  
'অপূঃ'—কর্ণাণি প্রযুক্তাঃ সোমাজ্যাপয়োরূপাঃ । 'তাঃ' 'ইব' 'এতাঃ' স্বচঃ' মধুকৃতঃ—

'এতন্' পুংসানীয়ন্ 'অবেদম্' অবেদবিহিতং কর্ত্ত্ব 'অভ্যন্তরঙ্গ' সমাচুবন্ ইব । 'অভিতত্ত্ব'  
'তত্র' অবেদন্ত 'রসঃ' 'জলারত'—হসং বিরপোতি—'বশঃ' বিস্রবন্তঃ 'ভেজঃ' দেহগতা দীপ্তিঃ 'ইন্দ্রিয়'  
সামর্থ্যোপেতঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অবৈকল্যম্, 'বীৰ্য্যং' বলম্ 'অন্নাদ্যং ব্রীহাদিকম্ ।

'তৎ' বশবাদি 'বাক্যরৎ' বিশেষণে করিতব্যং 'তৎ' 'আদিত্যম্' 'অভিতঃ' পার্থক্যঃ সবিভূঃ

পূর্বভাগম্, 'অশ্রয়ঃ' আশ্রিতবৎ । 'বৎ' এতৎ আদিত্যন্ত রোহিতঃ রূপঃ 'তৎ বৈ এতৎ' 'বশাদিকং মধু' ১ ।

'অথ' 'অন্ত' 'যে' 'দক্ষিণঃ' রশ্ময়ঃ 'তাঃ' এব অস্যা দক্ষিণাঃ মধুনাভাঃ 'বজ্জ্ববি' এব মধুকৃতঃ 'বজ্জ্বকৈবঃ' তদ্বিহিতং কর্ণ 'এন' 'পুশ্প' 'তাঃ' অমৃত্যঃ আপঃ—সোমাদ্যাঃ ।

'তানি বা এতানি বজ্জ্ববি' 'এতৎ' পুশ্পহানীরং 'বজ্জ্বকৈবঃ' তদ্বিহিতং কর্ণ 'অভ্যাতপন' 'অভিতপ্তত' 'তস্য' বজ্জ্বকৈবস্য 'রসঃ' অজারত—রসং বিবৃণোতি—'বশঃ' তেজঃ, ইন্দ্রিয়ং বীৰ্যম্, অন্নাদ্যম্' ।

'তৎ' বশাদি 'বাক্করৎ' বিশেষণেণ ক্ষরিতবৎ । 'তৎ' 'আবিত্যম্' 'অভিতঃ' 'অশ্রয়ঃ' 'বৎ' এতৎ আদিত্যস্য উক্তং রূপং 'তৎ বৈ এতৎ' বশাদিকং মধু' ২ ।

'অথ' 'অস' 'যে' 'প্রত্যকঃ' রশ্ময়ঃ 'তাঃ' এব অস্যা প্রতীচাঃ মধুনাভাঃ 'সামানি এব মধুকৃতঃ' 'সামবেদঃ' এব 'পুশ্প' 'তাঃ' অমৃত্যঃ আপঃ—সোমাদ্যাঃ ।

'তানি বা এতানি সামানি' 'এতৎ' পুশ্পহানীরং 'সামবেদঃ' তদ্বিহিতং কর্ণ 'অভ্যাতপন' 'অভিতপ্তত' 'তস্য' সামবেদস্য 'রসঃ' অজারত—রসং বিবৃণোতি—'বশঃ' তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্যম্, অন্নাদ্যম্' ।

'তৎ' বশাদি 'বাক্করৎ' বিশেষণেণ ক্ষরিতবৎ 'তৎ' আদিত্যম্, অভিতঃ অশ্রয়ঃ 'বৎ' এতৎ আদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপং 'তৎ বৈ এতৎ'—বশাদিকং মধু' ৩ ।

'অথ' 'অস' 'যে' 'উদকঃ' রশ্ময়ঃ 'তাঃ' এব অস্যা উদীচাঃ মধুনাভাঃ 'অধর্কান্নিরসঃ' এব 'কর্ণানি প্রধূকাঃ' 'মধুকৃতঃ' 'ইতিহাসপূরণং' 'পুশ্প' 'তাঃ' অমৃত্যঃ আপঃ—সোমাদ্যাঃ ।

'তে বৈ এতৎ অধর্কান্নিরসঃ' 'এতৎ' মধুহানীরং 'ইতিহাসপূরণম্' 'অভ্যাতপন' 'তস্য' অভিতপ্তস্য 'রসঃ' অজারত—রসং বিবৃণোতি—'বশঃ' তেজঃ ইন্দ্রিয়ং বীৰ্যম্, অন্নাদ্যম্' ।

'তৎ' বশাদি 'বাক্করৎ' 'তৎ' আদিত্যম্, অভিতঃ অশ্রয়ঃ । 'বৎ' এতৎ আদিত্যস্য পরঃ কৃষ্ণং রূপং 'তৎ বৈ এতৎ'—বশাদিকং মধু' ৪ ।

'অথ' 'অস' 'যে' 'রশ্ময়ঃ' 'তাঃ' এব অস্যা উদীচাঃ মধুনাভাঃ 'স্তম্বাঃ' রহস্যাঃ 'আদেশাঃ' 'এব' 'মধুকৃতঃ' 'ব্রহ্ম এব'—শব্দাধিকারায় প্রণবাখ্যামিতি ভাব্যাকারঃ—'পুশ্প' 'তাঃ' অমৃত্যঃ আপঃ—সোমাদ্যাঃ ।

'তাঃ বৈ এতাঃ স্তম্বাঃ আদেশাঃ' 'এতৎ' পুশ্পহানীরং 'ব্রহ্ম অভ্যাতপন' 'তস্য' অভিতপ্তস্য 'রসঃ' অজারত—রসং বিবৃণোতি—'বশঃ' ইন্দ্রিয়ং বীৰ্যম্, অন্নাদ্যম্' ।

'তৎ' বশাদি 'বাক্করৎ' 'তৎ' আদিত্যম্, অভিতঃ অশ্রয়ঃ । 'বৎ' এতৎ 'আদিত্যস্য মধ্যে' 'কোভতে ইব' চলত্যাং ভজতে ।

'তে বৈ' 'এতৎ' বধোক্তাঃ রোহিতানিরূপবিশেষাঃ 'রসানং রসাঃ' । কেবাং রসানাম্ ? 'বেবাঃ' হি রসাঃ তেযাম্, এতে রসাঃ 'তানি বা এতানি' রোহিতানিরূপানি 'অমৃতানাম্' 'অমৃতানি' । কেবাং মমৃতানাম্ ? 'বেবাঃ' হি অমৃত্যঃ তেযাম্, এতানি অমৃতানি' । ৫ ।

'তৎ' ভক্ত 'বৎ' প্রথমম্, অমৃতং 'তৎ' 'বসবঃ' ( ৯'১১ ) 'প্রাতঃস্বপ্নেশানাঃ' অগ্নিনা যুধেন উপলী-  
বন্তি । কথমগ্নিনা যুধেন ? 'ন বৈ দেবাঃ অগ্নন্তি ন পিবন্তি' কিত্তির্হি 'এতৎ এব 'অমৃতং' 'দুই, উপলভ্য 'তুসান্তি' । বশাদিকস্য সর্কস্যাসা অমৃতত্বাৎ সর্কেন্দ্রিয়তৃপ্তির্তি ভাব্যাকারঃ ।

'এতৎ এব রূপম্' 'অতি' লক্ষীকৃত্য 'তে' বসবঃ 'সংবিশন্তি' ভোগাবসরকালং প্রতীকতে । তদব-  
সরে 'এতদ্বাৎ' রূপাৎ 'উদ্যন্তি' উৎসাহবন্তঃ ভবন্তি ।

‘ନ ସଃ’ ‘ଏବଂ’ ଚତୁର୍ଥାଦିକ୍ରମେ ‘ଏତଦ୍’ ‘ବହୁନାମ୍’ ‘ଏବଂ’ ‘ଅହତଂ ବେଦଂ’ ବହୁତିଃ ‘ଏକଃ ତୁହା’ ‘ଅଗ୍ନିନା ଏବଂ ମୁଧେନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି ‘ନ ସଃ’ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ସଂବି-  
ଶତି’ ‘ଅନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦେତି’ ।

‘ବାବଂ ଆଦିତ୍ୟାଃ ପୁରନ୍ତାଂ ଉଦେତା ପନ୍ଥାଂ ଅନ୍ତରେତା’ ‘ତାବଂ’ ‘ବହୁନାମ୍’ ‘ଏବଂ’ ‘ଆଦିପତ୍ୟାଂ’ । ‘ନ’  
ବିଦ୍ୟାନ୍ ତାବନ୍ତଂ କାଳଃ ‘ସାରାଜ୍ୟାଂ ସରାଟ୍’ ‘ସଂ’ ‘ପର୍ବୋତା’ ପରିତୋ ମତା ଆପ୍ତା ଭବତି । ୭ ।

‘ଅଥ ସଂ ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଅହତଂ’ ଚକ୍ରରୂପଲକ୍ଷଣ ‘ତଦ୍’ ‘ରଜଃ’ ( ୧୧୧ ) ‘ଉପଜୀବନ୍ତି’ ‘ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ମୁଧେନ’—  
ତନୋଜ୍ଜିରେନ୍ ଶୋଧାନ୍ତାଂ । କଥମ୍ ? ‘ନ ବୈ ଦେବାଃ ଅଗ୍ନିଃ ନ ପିବନ୍ତି’ କିନ୍ତୁ ‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’  
ତୁପାତି’ ।

‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ତେ’ ‘ରଜଃ’ ‘ସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦ୍ଗତି’ ।

‘ନ ସଃ’ ‘ଏବଂ’ ଚତୁର୍ଥାଦିକ୍ରମେ ‘ଏତଦ୍’ ‘ରଜାମ୍’ ‘ଏବଂ’ ‘ଅହତଂ’ ‘ବେଦଂ’ ‘ରଜଃ’ ‘ଏକଃ ତୁହା’  
ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ଏବଂ ମୁଧେନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି ‘ନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ସଂବିଶତି’  
‘ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦେତି’ ।

‘ବାବଂ ଆଦିତ୍ୟାଃ ପୁରନ୍ତାଂ ଉଦେତା ପନ୍ଥାଂ ଅନ୍ତରେତା’ ‘ଦ୍ୱିତୀୟଂ’ ତତୋଦ୍ଗତିଂ କାଳଃ ‘ଦକ୍ଷିଣତଃ’  
ଉଦେତା ଉତ୍ତରତଃ ଅନ୍ତରେତା ରଜାମ୍’ ଏବଂ ତାବଂ ଆଦିପତ୍ୟାମ୍’ ‘ନ’ ଦ୍ୱିତୀୟକାଳଃ ‘ସାରାଜ୍ୟାଂ’ ‘ସରାଟ୍’ ତାବଂ  
‘ପର୍ବୋତା’ । ୮ ।

‘ଅଥ ସଂ ତୃତୀୟଂ ଅହତଂ’ ଚକ୍ରରୂପଲକ୍ଷଣ ‘ତଦ୍’ ‘ଆଦିତ୍ୟାଃ’ ( ୧୧୧ ) ‘ଉପଜୀବନ୍ତି’ ‘ବରାଣେନ ମୁଧେନ’ ।  
କଥମ୍ ? ‘ନ ବୈ ଦେବାଃ ଅଗ୍ନିଃ ନ ପିବନ୍ତି’ କିନ୍ତୁ ‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି’ ।

‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ତେ’ ‘ଆଦିତ୍ୟାଃ’ ‘ସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ’ ‘ଉଦାତି’ ।

‘ନ ସଃ’ ‘ଏବଂ’ ଚତୁର୍ଥାଦିକ୍ରମେ ‘ଏତଦ୍’ ‘ଆଦିତ୍ୟାନାମ୍’ ‘ଏବଂ’ ‘ଅହତଂ ବେଦଂ’ ‘ଆଦିତ୍ୟାଃ’ ‘ଏକଃ’  
ତୁହା ବରାଣେନ ଏବଂ ମୁଧେନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି’ । ‘ନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ସଂବିଶତି,  
ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦେତି’ ।

‘ବାବଂ ଆଦିତ୍ୟାଃ ଦକ୍ଷିଣତଃ ଉଦେତା ଉତ୍ତରତଃ ଅନ୍ତରେତା’ ‘ଦ୍ୱିତୀୟଂ’ ତତୋ ଦ୍ୱିତୀୟଂ କାଳଃ ‘ପନ୍ଥାଂ’  
ଉଦେତା ପୁରନ୍ତାଂ ଅନ୍ତରେତା ଆଦିତ୍ୟାନାମ୍’ ଏବଂ ତାବଂ ଆଦିପତ୍ୟାମ୍’ । ‘ନ’ ତାବନ୍ତଂ କାଳଃ ‘ସାରାଜ୍ୟାଂ’  
ପର୍ବୋତା’ । ୯ ।

‘ଅଥ ସଂ ଚତୁର୍ଥଂ ଅହତଂ’ ଚକ୍ରରୂପଲକ୍ଷଣ ‘ତଦ୍’ ‘ରଜଃ’ ‘ଉପଜୀବନ୍ତି’ ‘ସୋମେନ ମୁଧେନ’ । ‘ନ ବୈ ଦେବାଃ’  
ଅଗ୍ନିଃ ନ ପିବନ୍ତି’ କିନ୍ତୁ ‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି’ ।

‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ତେ’ ‘ରଜଃ’ ‘ସଂବିଶନ୍ତି’ ‘ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦାତି’ ।

‘ନ ସଃ’ ‘ଏବଂ’ ଚତୁର୍ଥାଦିକ୍ରମେ ‘ଏତଦ୍’ ‘ରଜାମ୍’ ‘ଏବଂ’ ‘ଅହତଂ ବେଦଂ’ ‘ରଜଃ’ ‘ଏକଃ’  
‘ତୁହା’ ‘ସୋମେନ ଏବଂ ମୁଧେନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି’ । ‘ନ ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ସଂବିଶତି  
ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦେତି’ ।

‘ବାବଂ ଆଦିତ୍ୟାଃ ପନ୍ଥାଂ ଉଦେତା ପୁରନ୍ତାଂ ଅନ୍ତରେତା’ ‘ଦ୍ୱିତୀୟଂ’ ତତୋ ଦ୍ୱିତୀୟଂ କାଳଃ ‘ଉତ୍ତରତଃ’  
ଉଦେତା ଦକ୍ଷିଣତଃ ଅନ୍ତରେତାଃ, ‘ରଜାମ୍’ ଏବଂ ତାବଂ ଆଦିପତ୍ୟାମ୍’ ‘ନ’ ତାବନ୍ତଂ କାଳଃ ‘ସାରାଜ୍ୟାଂ’  
ପର୍ବୋତା’ । ୧୦ ।

‘ଅଥ ସଂ ପଞ୍ଚମଂ ଅହତମ୍’ ଅନିରୂପାରୂପଲକ୍ଷଣ ‘ତଦ୍’ ‘ଆଦିତ୍ୟାଃ’ ‘ଉପଜୀବନ୍ତି’ ‘ବ୍ରହ୍ମାଣାମ୍ ମୁଧେନ’ । ‘ନ ବୈ’  
‘ଦେବାଃ’ ‘ଅଗ୍ନିଃ ନ ପିବନ୍ତି’ କିନ୍ତୁ ‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ଅହତଂ ଦୃଢ଼ଃ’ ତୁପାତି’ ।

‘ଏତଦ୍’ ଏବଂ ‘ରୂପମ୍’ ‘ଅତି’ ଲକ୍ଷ୍ୟକୃତ୍ୟ ‘ତେ’ ‘ଆଦିତ୍ୟାଃ’ ‘ଅତି’ ସଂବିଶନ୍ତି ‘ଏତନ୍ୟାଂ ରୂପାଂ ଉଦାତି’ ।

‘ন যঃ’ ‘এবং’ শুদ্ধাদেশাদিক্রমেণ ‘এতৎ’ ‘সাধানাম্’ ‘এব’ ‘অমৃতং বেদ’ সার্থঃ ‘একঃ ভূবা  
ব্রহ্মণো এব মুখেন এতৎ এব অমৃতং বৃষ্টা তৃপ্যতি’ । ‘ন এতৎ এব রূপম্’ ‘অতি’ লক্ষীকৃত্য ‘দ্যাবি-  
শতি’ ‘এতন্নাৎ রূপাৎ উদেতি’ ।

‘বাবৎ আদিত্যঃ উত্তরতঃ উদেতা দক্ষিণতঃ অন্তরেতা’ ‘বিত্তাবৎ’ ততো বিত্তং কালম্ ‘উচ্চম্’  
উদেতা অর্থাৎ অন্তরেতা, সাধানাম্’ এব তাবৎ আধিপত্যম্’ । ‘ন’ তাবন্তঃ কালঃ ‘স্বারাজ্যঃ  
পৰ্য্যতা’ ।

‘অথ’ ‘ততঃ’ প্রোক্তাৎ ভোগকালানং অবস্তরম্ ‘উচ্চঃ’ তদুচ্চগতঃ সন্ ‘উদেতা’ উদগমা ‘ন এব  
উদেতা ন অন্তরেতা’ ‘একলঃ’ অধিত্যঃ ‘এব’ ‘মথো’ স্বামিন ‘হাতা’ । ‘তৎ’ তস্মিন্ অর্থে ‘এবঃ  
লোকঃ’ ।

কিত্ত্ব উদয়ান্তমব্যাপারেণ সবিতা প্রাণিনামায়ুর্হরতীতি প্রমত্তোত্তরে আহ—‘ন নৈ তত্র’—  
অয়ুর্হরণব্যাপারোহিতি । কথম্ ? ‘কদাচন ন’ ‘ন নিরোচ’—ন স্তরোচীৎ ন অন্তমগমৎ ‘ন উদয়ায়’  
ন উপস্থতবান্ । হে ‘দেবাসঃ’ ‘ভেন সত্যোন’—নোহেতি নান্তবেতীতি সত্যবচনেন—‘এহং’ ‘ব্রহ্মবা’  
‘মা বিরাধিবি’ মা বিরোধে ‘ইতি’ ।

‘বঃ’ ‘এতাৎ—ব্রহ্মণা মা বিরোধিবি ইতি’ ব্রহ্মোপনিষদম্ ‘এবং বেদ’ ‘অনৈ’ ব্রহ্মবিদে সবিতা  
‘ন হৈ তৈ’ ‘উদেতি’ ‘ন নিরোচতে’ ‘অনৈ’ ‘হ’ ‘সকৃৎ’ সবা ‘এব’ ‘দিবা’ ‘ভবতি’—উদয়ান্তমবিরহাৎ  
ন ভবতি তন্তায়ুর্হরণম্ ।

‘তৎ এতৎ’ ‘হ’ কিল ‘ব্রহ্মা’ হিরণ্যগর্ভঃ ‘প্রজাপত্যে’ বিরাজে ‘উবাচ’ ‘প্রজাপতিঃ মনবে’ ‘মমুঃ  
প্রজাত্যঃ’ ‘তৎ এতৎ’ মধুজ্ঞানং ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মবিজ্ঞানং ‘হ’ কিল ‘পিতা’ ‘জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়’ ‘উদালকায়  
আরুণয়ে’ ‘প্রোবাচ’ ।

‘ইদং বাব’ ‘তৎ’ ‘ব্রহ্ম’ ব্রহ্মবিজ্ঞানং ‘জ্যেষ্ঠায় পুত্রায়’ ‘পিতা’ ‘প্রজায়াৎ’ ‘প্রাণাব্যায়’ যোগ্যায়  
‘অন্তেবাসিনে’ শিষ্যায় বা ।

‘যজ্ঞায়’ ‘অনৈ’ আচার্য্যায় ‘অতিঃ’ সমুদ্রগেষ্টিতাৎ দনন্ত’ ‘পূর্বাৎ’ ‘ইদাৎ’ পৃথিবীং ‘দনয়াৎ’ ভবাণি  
‘অন্তনৈ’ ‘কনৈচন’ ‘ন দনয়াৎ । কথম্ ? ‘এতৎ এব’ বিজ্ঞানং ‘ততো ক্রমঃ’ ‘ইতি’ হেতোঃ ।

এই আদিত্যই দেবগণের মধু । ছ্যলোকই তাঁহার তিরশ্চীনবংশ  
(বক্রাকারবশতঃ), অন্তরীক্ষ মধুক্রম, রশ্মিসকল পুত্রনিচয় (পুত্রিকা) ।

তাঁহার যে পূর্বাদিকৃষ্ণ রশ্মিনিচয় সেই গুলিই ইঁহার পূর্বাদিকৃষ্ণ মধু-  
নাড়ী, ঋকসকলই মধুকর, ঋষেদই পুষ্প, সেই [ হবনীয় নাগগ্রীগুলি ]  
অমৃত বারি । সেই এই [ মধুকর ] ঋকসকল [ সেই অমৃতবারি গ্রহণ-  
পূর্বক ] এই ঋষেদকে পরিতপ্ত করিল । যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও  
ব্রীহিষবাদি সেই পরিতপ্ত [ ঋষেদের ] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [ যশ আদি ] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদি-  
ত্যের পার্শ্ব (পূর্ব ভাগ) আশ্রয় করিল । আদিত্যের এই যে [ উদয়  
কালে ] রোহিত রূপ উহাই সেই [ যশ আদি মধু ] । ১ ।

অনন্তর ইহার যে দক্ষিণদিকস্থ রশ্মিনিচয়, সেইগুলিই ইহার দক্ষিণ-দিকস্থ মধুনাড়ী ; যজুঃ সমূহই মধুকর, যজুর্বেদই পুষ্প, সেই [ হবনীয় সামগ্রীগুলিই ] অমৃতবারি ।

সেই এই [ মধুকর ] যজুঃসমূহ [ সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্বক ] এই যজুর্বেদকে পরিতপ্ত করিল । যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ত্রীহিব্বাদি সেই পরিতপ্ত [ যজুর্বেদের ] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [ যশ আদি ] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদি-ত্যের পার্শ্ব ( দক্ষিণ ভাগ ) আশ্রয়-করিল । আদিত্যের এই যে ক্লৃষ্ণরূপ উহাই সেই [ যশ আদি মধু ] । ২ ।

অনন্তর ইহার যে পশ্চিমদিকস্থ রশ্মিনিচয় সেই গুলি ইহার পশ্চিম-দিকস্থ মধুনাড়ী, সামসমূহই মধুকর, সামবেদই পুষ্প, সেই [ হবনীয় সামগ্রীগুলি ] অমৃতবারি ।

সেই এই [ মধুকর ] সামসমূহ [ সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্বক ] এই সামবেদকে পরিতপ্ত করিল । যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ত্রীহিব্বাদি সেই পরিতপ্ত [ সামবেদের ] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [ যশ আদি ] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদি-ত্যের পার্শ্ব ( পশ্চিম ভাগ ) আশ্রয়-করিল । আদিত্যের এই যে ক্লৃষ্ণ-রূপ উহাই সেই [ যশ আদি মধু ] । ৩ ।

অনন্তর ইহার যে উত্তরদিকস্থ রশ্মিনিচয় সেই গুলি ইহার উত্তর-দিকস্থ মধুনাড়ী, অথর্কাদিরঃসমূহই মধুকর, ইতিহাস পুরাণ পুষ্প, সেই [ হবনীয় সামগ্রীগুলি ] অমৃতবারি ।

সেই এই [ মধুকর ] অথর্কাদিরঃসমূহ [ সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্বক ] এই ইতিহাস পুরাণকে পরিতপ্ত করিল । যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ত্রীহিব্বাদি সেই পরিতপ্ত [ ইতিহাস পুরাণের ] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [ যশ আদি ] বিশেষ ভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদি-ত্যের পার্শ্ব [ উত্তর ভাগ ] আশ্রয়-করিল । আদিত্যের এই যে নিরতি-শয় ক্লৃষ্ণরূপ উহাই সেই [ যশ আদি মধু ] । ৪ ।

অনন্তর ইহার যে উর্দ্ধগত রশ্মিনিচয়, সেইগুলি ইহার উর্দ্ধগত মধু-

মাড়ী, গুহ আদেশগুলিই মধুকর, ব্রহ্মই পুষ্প, সেই [হবনীয় সামগ্রীগুলি] অমৃতবারি ।

সেই এই [মধুকর] গুহ আদেশগুলি [সেই অমৃতবারি গ্রহণপূর্বক] এই ব্রহ্মকে পরিতপ্ত করিল। যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ত্রীহিবাদি সেই পরিতপ্ত [ব্রহ্মের] রস উৎপন্ন হইল ।

সেই [যশ আদি] বিশেষভাবে ক্ষরিত হইল, ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের পাশ্বে [উর্দ্ধভাগ] আশ্রয়-করিল। আদিত্যের মধ্যে এই যে [কিছু চলিয়া বেড়ায় গনে হয়] উহাই সেই [যশ আদি মধু] ।

এই যে [রোহিতাদি রূপবিশেষ] ইহার রসের রস। বেদ সকল রস, তাহাদের এ সকল রস। সেই এই [রোহিতাদি রূপ] অমৃতের অমৃত। বেদসকল অমৃত, তাহাদিগের এ সকল রস। ৫ ।

তন্মধ্যে যেটি [রোহিত রূপ] প্রথম অমৃত সেটিকে বসুগণ অগ্নিমুখে জীবিকারূপে গ্রহণ করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়াই তাঁহারা (বসুগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি বসুগণের সহিত এক হইয়া অগ্নিরই মুখে এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপ লক্ষ্য-করিয়াই ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অন্ত যান, ততক্ষণ বসুগণের আধিপত্য। তিনি সে কালষাৎ স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন। ৬ ।

অনন্তর যেটি [শুক্ররূপ] দ্বিতীয় অমৃত সেটিকে রুদ্রগণ ইন্দ্রের মুখে জীবিকারূপে গ্রহণ-করেন। দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

এইরূপ লক্ষ্য-করিয়াই তাঁহারা (রুদ্রগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি রুদ্রগণের সহিত এক হইয়া ইন্দ্রেরই মুখে এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই

রূপ লক্ষ্য করিয়াই ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কাল দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্ত যান, একালযাবৎ রুদ্র-গণের আধিপত্য । তিনি [ সেই দ্বিগুণ কাল ] স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন । ৭ ।

অনন্তর যেটি [ কৃষ্ণরূপ ] তৃতীয় অমৃত, সেটিকে আদিত্যগণ বরুণের মুখে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন । দেবগণ ভোজনও করেন না পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা ( আদিত্যগণ ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি আদিত্যগণের সঙ্গে এক হইয়া বরুণেরই মুখে অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

যতক্ষণ আদিত্য দক্ষিণে উদিত হইয়া উত্তরে অস্ত যান তাহার দ্বিগুণ কাল পশ্চিমে উদিত হইয়া তিনি পূর্বে অস্ত যান । একালযাবৎ আদিত্যগণের আধিপত্য । তিনি [ সেই দ্বিগুণ কাল ] স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন । ৮ ।

অনন্তর যেটি [ কৃষ্ণরূপ ] চতুর্থ অমৃত, সেটিকে মরুদগণ সোমের মুখে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন । দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা ( মরুদগণ ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন তিনি মরুদগণের সঙ্গে এক হইয়া সোমেরই মুখে অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

যতক্ষণ আদিত্য পূর্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যান । একালযাবৎ মরুদগণের আধিপত্য । তিনি [ সেই দ্বিগুণ কাল ] স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন । ৯ ।

অনন্তর যেটি [ অনিরূপ্য রূপ ] পঞ্চম অমৃত, সেটিকে সাধ্যগণ ব্রহ্ম-মুখে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করেন । দেবগণ ভোজনও করেন না, পানও করেন না, এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হইলেন ।

এই রূপ লক্ষ্য-করিয়া তাঁহারা (সাধ্যগণ) ভোগের অবসরকাল প্রতীক্ষা-করেন, আর এই রূপ হইতেই উদ্যমশীল হন ।

যে ব্যক্তি এইরূপ এই অমৃতের বিষয় জানেন, তিনি সাধ্যগণের সঙ্গে এক হইয়া ব্রহ্মমুখেই এই অমৃত দর্শন-করিয়া তৃপ্ত হইবেন ।

যতক্ষণ আদিত্য উত্তরে উদ্ভিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যান, তাহার দ্বিগুণ কালে উর্দ্ধে উদ্ভিত এবং অধোতে অস্তমিত হন । একালযাবৎ গুরুদ্বারের আধিপত্য । তিনি [ সেই দ্বিগুণ কাল ] স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন । ১০ ।

অনন্তর সেই ভোগকালের পর তদূর্দ্ধগত হইয়া যে উদ্ভিত হইলেন আর [ তিনি ] উদ্ভিতও হন না অস্তও যান না, অদ্বিতীয় হইয়া আপনি আপনাতে স্থিতি করেন । সেই অর্থে এই শ্লোক ।

সেখানে [আয়ুর্হরণ ব্যাপার] নাই, কেন না আর [ তিনি ] উদ্ভিতও হন না অস্তও যান না । হে দেবগণ, সেই সত্যেই আমি ব্রহ্মের বিরোধী হই নাই ।

যিনি এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন, তাঁহার নিকটে [ সবিভা ] উদ্ভিতও হন না অস্তও যান না, ইহার নিকটে নিরন্তর দিবাই থাকে ।

সেই এই [ মধুজ্ঞান ] ব্রহ্মা প্রজাপতিকে প্রজাপতি মনুকে, মনু প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন । এই ব্রহ্ম [ মধুজ্ঞান ] পুরাকালে জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্ধালক আরুণিকে [ তাঁহার ] পিতা বলিয়াছিলেন ।

এই ব্রহ্ম [ বিজ্ঞান ] পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা যোগ্য শিষ্যকে বলিবেন ।

যদি ধনপূর্ণ সমুদ্রপরিবেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবীও কেহ দান-করে তথাপি তাহাকে ইহা দিবেন না, কেন না এই [ ব্রহ্মবিজ্ঞান ] তদপেক্ষা অধিকতর তদপেক্ষা অধিকতর ।

ভাব—ভাষ্যকার এখানে আদিত্যকে সকল প্রাণীর প্রত্যক্ষ কর্মফলরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, কেন না আদিত্য হইতেই সকল প্রাণীর উপজীবিকা লাভ হইয়া থাকে । বিনা কর্মে উপজীবিকালভ হয় না, এ কথা সত্য, কিন্তু আদিত্যকে প্রত্যক্ষ কর্মফল কেন বলা হইল, এই কথা বিচার্য্য । সূর্য্যরশ্মিধারা রস শোষিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করে, এবং উহাই বারিধারা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয় । আকাশ হইতে পতিত এই বারি



পৃথিবীকে শস্তশালিনী করে এবং এই শস্ত হইতে জীবগণের উপজীবিকালভ হইয়া থাকে । যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে অন্নোৎপন্ন হয়, এই প্রসিদ্ধ কথা দেখাইতেছে, অল্পাধিক যজ্ঞরূপী কৰ্ম্মের ফল কি ? আহুত স্তুতাদি হইতে যে রস উর্দ্ধে নীত হয়, সেই রস সূর্য্য-রশ্মিগত হইয়া থাকে, এজন্ত রশ্মিকে মধুনাড়ী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে । ঋগাদি মন্ত্রে যজ্ঞ অল্পাধিক হয়, তদ্বারা রসাক্রষ্ট হয় স্তুতরাং এই মন্ত্রগুলি মধুকর । ঋগেদাদিসিদ্ধ কৰ্ম্ম পুশ্প, সেই পুশ্প হইতে যজ্ঞরূপী মধুকর মধু সংগ্রহ করে । আহুত সোম ঘৃত ও জল এই মধু বা রস । ঋগাদি মধুকরগণ ঋগেদাদিবিহিত কৰ্ম্মরূপী পুশ্পকে পরিতপ্ত করিয়া যে রস উৎপাদন করে, সেই রসই যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়, বীৰ্য্য ও ব্রীহিবাদি । যজ্ঞানুষ্ঠান বাহু ক্রিয়া, এজন্ত তাহার ফলও বাহু । যজ্ঞের দেবভাগণ ইন্দ্রিয় সকল এবং তদনুগ্রাহক আদিত্যাদি, স্তুতরাং ফলও আধ্যাত্মিক নহে পার্থিব । প্রাতঃসবন বহুগণের, মাধ্যম্নিন-সবন রুদ্রগণের, তৃতীয় সবন আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের, পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এখানে চতুর্থ সবন মরুতগণের ও পঞ্চম সবন সাধ্যগণের উল্লেখ অধিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিশ্বদেবগণের উল্লেখ মধ্যে এ ছইও অন্তর্ভূত, ইহা মনে করা কিছু অব্যক্ত নহে । সে বাহা হউক, এই সকল দেবগণের ভোগকালবাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানতার স্বারাজ্যলাভ এইটি তৎপক্ষে বিশেষ ফল । ভোগকাল যেক্ষেপে নির্ণীত হইয়াছে তাহাতে পুরাণে বর্ণিত সূর্য্যের উদয়ান্তকালের সঙ্গে উপনিষৎপ্রোক্ত কালের ঐক্য হয় না । পুরাণ মতে মেরু-গিরির শিরোদেশে সংলগ্ন সবিতৃচক্রের মেরুপ্রদক্ষিণ কাল তুলা, যথা—ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম এই চারিদিকস্থ চারি পুরীর উদয়ান্ত এইরূপে নির্ণীত হয় । যে সময়ে পূর্বদিকে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে উত্তর পূর্ব কোণে তৃতীয় প্রহর, দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রথম প্রহর, দক্ষিণে উদয় । যে সময়ে দক্ষিণে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে পূর্বদিকে অন্ত, দক্ষিণ পূর্বে তৃতীয় প্রহর, দক্ষিণ পশ্চিমে প্রথম প্রহর, পশ্চিমে উদয় । যে সময়ে পশ্চিমে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে দক্ষিণে অন্ত, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তৃতীয় প্রহর, উত্তর পশ্চিম কোণে প্রথম প্রহর, উত্তর দিকে উদয় । যে সময়ে উত্তরে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে পশ্চিমে অন্ত, উত্তর পশ্চিমে তৃতীয় প্রহর, উত্তর পূর্বে প্রথম প্রহর, পূর্বে উদয় \* । পুরাণ ও উপনিষৎ এ উভয়ের মতসম্মাধান করিতে গিয়া বাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন ; সবিতার উদয়ও নাই অন্তও নাই, তিনি সকল সময়ে একই ভাবে স্থিত । দ্রষ্টৃগণের দর্শনকালের তারতম্যে উদয়ান্ত প্রতীতি

\* উত্তর পূর্ব—ইশান কোণ ; দক্ষিণ পূর্ব—অগ্নি কোণ ; উত্তর পশ্চিম—বায়ু কোণ ; দক্ষিণ পশ্চিম—নৈঋত কোণ । সূর্য্যের পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর এই চারি দিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম পুরী, এ সকলেতে পুরাণ মতে উদয়ান্তকাল সমান । যখন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে তত্রতা ব্যক্তিগণের নিকটে মধ্যাহ্ন, সে সময়ে যমপুরী সংবমনীতে তত্রতা ব্যক্তিগণের নিকটে উদয় । সংবমনী পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন বরুণ পুরীতে উদয় । বরুণ পুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন সোমপুরীতে উদয় । সোমপুরীতে যখন মধ্যাহ্ন, তখন ইন্দ্রপুরীতে উদয় ।

হয়। উপনিষদে যে ভোগকালের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে, উহা সবিভার গতির আধিক্য প্রদর্শন নিমিত্ত নহে, কিন্তু অমরাবতী প্রভৃতি পুরী দৈত্যোপক্রম-হওয়ার্তে পূর্ব পূর্ব পুরীর অপেক্ষা পর পর পুরীতে জনশূন্য হয় এজন্য ক্রটার অভাববশতঃ পূর্বপূর্বোপেক্ষা পর পর স্থানে ভোগকালের বৈশিষ্ট্য ঘটে।

অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, ছালোক, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রনিচর—এই আটটি বস্তু। দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ব্রহ্ম। দ্বাদশ মাস—দ্বাদশ আদিত্য। “যে বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা বৎসর ও মাস, মাস ও দিবা, যজ্ঞ ও রাজি বিধান করেন তাঁহারা অস্ত্রের অপ্রাপ্য বলে দীপ্যমান হইয়া ব্যাপ্ত হয়েন।” (ঋক্ ৭ম, ৬৬শ্, ১১৬ক্) এতদনুসারে আদিত্যগণ বৎসরাদির কর্তা। এখানে বরুণকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া তন্মুখে আদিত্যগণের উপজীবিকা গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। মরুদগণসম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিয়াছেন “[হে বায়ু] দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষ লোক হইতে নদী সকলের নিমিত্ত তুমি মরুদগণকে তোমার সম্মুখীন ভাবে উৎপাদন কর” (ঋক্ ১ম, ১৩৪ শ্, ৪ ঋক্)। সূতরাং উপনিষৎ মরুদগণকে গণনার ভিতরে না আসিয়া এক বায়ুর উল্লেখে মরুদগণকে তদন্তর্ভূত করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নিরুক্তকার যে দেবসংখ্যা দিয়াছেন, তাহাতেও এইরূপই দৃষ্ট হয়। উপনিষদের এ অংশে যে মরুদগণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও তদ্রূপে গ্রহণীয়। সাধাগণ কে? বাহারা অমুষ্ঠান দ্বারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সাধা। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন “[ইদানীং দেবত্বপ্রাপ্ত] দেবগণ যজ্ঞ অর্থাৎ মহনোৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন কারণ উহাই প্রথম ধর্ম ছিল। তাঁহারা মাহাত্ম্যযুক্ত হইয়া যে স্বর্গে পূর্বতন সাধ্যদেবগণ আছেন সেই স্বর্গবাসী হইয়াছেন” (ঋক্ ১ম, ১৬৪ শ্, ৫ ঋক্)। ব্রাহ্মণ মতে ছন্দোভিমানী আদিত্যগণ এবং অঙ্গিরঃসমূহ সাধ্যদেব। পৌরাণিকগণ মতে “মন, মন্তা, প্রাণ, ভর অপান, বীৰ্য্যবান্, নিশ্বস, নরক, দংশ, নারায়ণ, বৃষ, প্রভু, এতদাখ্যক দ্বাদশটি সাধ্যদেবতা।” পুরাণান্তরে “মন, অমৃতমন্তা, বিষ্ণু, মনু, নারায়ণ, তপোনিধি, নিমি, হংস, ধর্ম, রিপু, ইহারা সাধা বলিয়া উক্ত হয়েন।” সাধাগণ ব্রহ্ম মুখে অমৃত পান করেন’ ঋতির এ উক্তি পুরাণপ্রোক্ত মনঃপ্রভৃতি সাধাগণ সম্বন্ধে প্ররোগ করিলে ব্রহ্মবির্ভাব পূর্ণ মনঃপ্রভৃতিকে সাধ্যমধ্যে গণ্য করা বাইতে পারে।

এই মধুবিজ্ঞানে দেবগণ লহ স্বারাজ্য প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে, এরূপস্থলে ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপে বলা বাইতে পারে, এ সংশয়ের নিরসন এই যে, এ বিদ্যায় সবিভারই প্রাধান্য। সবিভা উদয়ান্তবিরহিত, এই জ্ঞান সত্য জ্ঞান। সেই সত্য জ্ঞানে ব্রহ্মসহ অবিরোধ উপস্থিত হয়, সূতরাং সাধকের ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে কোন বাধা হয় না। সবিভাতে ব্রহ্মদর্শন বৈদান্তিক, রীতি, সে রীতির অনুবর্তনে দেবগণসহ একত্বপ্রাপ্তি কিছু অযুক্ত নহে।

২৪। অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবৃক্ষো ন জীৰ্য্যতি দিশো

হস্ত্যশ্রুতয়ো দ্যৌরস্ত্রোত্তরং বিলত্ স এষ কোশো বসুধানস্তম্বিন্  
বিশ্বমিদত্ শ্রিতম্ ।

তস্য প্রাচী দিগ্জুহুর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম  
প্রতীচী স্তুভ্জুতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেব বায়ুং  
দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদত্ রোদিতি মোহহমেতমেবং বায়ুং  
দিশাং বৎসং বেদ যা পুত্ররোদত্ রুদম্ ।

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেহমুনাহমুনাহমুনা প্রাণং প্রপদ্যেহমুনা-  
হমুনাহমুনা ভূঃ প্রপদ্যেহমুনাহমুনাহমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেহমুনাহমুনা-  
হমুনা স্বঃ প্রপদ্যেহমুনাহমুনাহমুনা ।

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং  
যদিদং কিঞ্চ তমেব তং প্রাপংসি ।

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেহস্তরিক্ষং  
প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্যেইত্যেব তদবোচম্ ।

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্যেইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য  
আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ।

অথ যদবোচত্ স্বঃ প্রপদ্য ইত্যেদং প্রপদ্যে যজুর্কেদং প্রপদ্যে  
সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্ । ১—৭ ।

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তং প্রাতঃসবনং  
চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোহ্বায়ত্তাঃ  
প্রাণা বাব বসব এতে হীদত্ সর্বং বাসয়ন্তি ।

তক্ষেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়ং প্রাণা বসব ইদং  
মে প্রাতঃসবনং মাধ্যম্নিনত্ সবনম্নুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং  
বসুনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্মীয়েদুদ্বৈব তত এত্যাগদাহ ভবতি ।

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যম্নিনত্ সবনং চতুশ্চত্বা-  
রিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যম্নিনত্ সবনং তদস্য রুদ্রা অশ্বা-  
য়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বত্ রোদয়ন্তি ।

তক্ষেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ক্রয়ং প্রাণা রুদ্রা ইদং

সে মাধ্যন্দিনত্বে সৰ্বনং তৃতীয়সৰ্বনম্ভুসম্ভুতেতি মাহং প্রাণানাত্বে  
ক্ৰোধাণং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপীয়েত্বাক্ষৈব তত এতাপদো হ ভবতি ।

অথ যাত্নাষ্টচছারিত্বে শব্দগণি ততৃতীয়সৰ্বনম্ভোচছারিত্বে শব্দক্ষরা  
জপতী জাপতং তৃতীয়ত্বে সৰ্বনং তদস্তাদিত্যা অষায়ত্বাঃ প্রাণা  
ষাবাদিত্যা এতে হীদত্বে সৰ্ব্বমাদদতে ।

তৎকেদেতস্মিন্ বয়সি কিকিছুপতপেং স ক্রিয়াং প্রাণাআদিত্যা  
ইদং মে তৃতীয়সৰ্বনমায়ুরনুসম্ভুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং  
মধ্যে যজ্ঞো বিলোপীয়েত্বাক্ষৈব ততো এতাপদো হৈব ভবতি ।

এতচ্ছ স্ম বৈ তদ্বিধানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপ-  
তপসি যোহহমনেন ন প্রেষামীতি স হ যোড়শং বর্ষশতমজীবৎ  
প্র হ যোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ । ১—৭ ।

স যদশিশিষতি যং পিপাসতি যন্ন রমতে তা অত্র দীক্ষা ।

অথ যদশ্নাতি যং পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি ।

অথ যদ্বাসতি যজ্ঞক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্ততশস্ত্রৈরেব তদেতি ।

অথ যত্নপোদানমার্জ্জবমহিত্বে সাত্যচনমিতি তা অশ্রু দক্ষিণা ।

তস্মাদাহঃ সোষাত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্ত্র তন্ময়ণমেবা-  
স্ত্রাবত্বাঃ ।

তদ্বৈতদৃষোর আশ্রয়ঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্তোবাচাহপি-  
পাস এব স বভূব । সোহস্তবেলায়ামেতং ত্রয়ং প্রতিপদ্যোতাক্ষিত্র-  
মশ্রুচ্যুতমসি প্রাণসংশ্লিতমসীতি তত্রৈতে ধৈর্যাচী ভবতঃ ।

আদিং প্রবৃন্ত রৈতসঃ । উদয়ন্তগমস্পরি জ্যোতিঃ পশুন্ত  
উত্তরত্বে স্ম পশুন্ত উত্তরং দেবং দেবত্বা সূর্য্যমগম্য জ্যোতিরুত্তমমিতি  
জ্যোতিরুত্তমমিতি । ১—১ । ছা, ৩ । ৫ । ১১—১৭ ।

‘অন্তরিকোদরঃ’—অন্তরিকম্ উদরম্ অথঃস্থিরং যন্ত সঃ—‘ভূমিবৃহঃ’—ভূমিঃ বৃহঃ স্থলং যন্ত সঃ—  
‘কোশঃ’ ‘ন জীর্ঘ্যতি’ ন বিনশতি—ত্বেনোক্ত্যাস্থকথাৎ । ‘অত’ কোশত ‘মিশঃ হি’ ‘লভ্যঃ’ কোশাঃ  
‘জ্যোঃ’ ‘অত’ ‘উত্তরম্’ উচ্চং ‘বিলম্’ । ‘স এব কোশঃ’ ‘বহুধানঃ’ নিখিলসাধনসম্পদাধারঃ । ‘তন্নিব্’  
কোশে ‘বিবং’ সমস্তম্ ‘তসং’ সাধনৈবৰ্য্যং ‘জিতং’ হিতম্ ।

‘তত’ কোশত ‘প্রাচী দিক্’ ‘বৃহঃ নান’—বৃহতি অস্তাং দিশি কর্ণিণঃ প্রাচুধাঃ সতঃ ইতি বৃহ-

ନାମ ; 'ସହସ୍ରାଣା ନାମ'—ସହସ୍ରେ ଅନ୍ତଃ ଗାମକର୍ମକଳା ନ ବ୍ୟବହାରୀ ଆଦିନଃ । ଇତି ସହସ୍ରାଣା—'ବକ୍ତିନା' ନିକ୍ ; 'ରାଜ୍ଞୀ ନାମ'—ରାଜା ବକ୍ତବ୍ୟାଧିଷ୍ଠିତା—'ଅତୀତୀ' ଶକ୍ତିତା ନିକ୍ ; 'ହୃଦ୍ୱତୀ ବାସ'—'ହୃଦ୍ୱିନି' ଇତି ହୃଦ୍ୱେନାଧିଷ୍ଠିତା—'ଉତ୍ତୀ' ଉତ୍ତମା ନିକ୍ । 'ତାମାଂ ନିଶାଂ ବାୟୁଃ ସଂସଃ'—ପୁରୋବାତକାରୋଃ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଉକ୍ତତ୍ତ୍ୱଂ ଚ । 'ସ ସଃ' 'ଏବଂ' 'ଏତଂ' ବାୟୁଃ 'ନିଶାଂ ସଂସଃ' 'ବେଦ' 'ପୁରୋବାତ' ପୁରୁଷାଧିଷ୍ଠିତ-ରୋଦନଂ 'ନ' 'ରୋଦିତି' । 'ସୋହଂ' 'ଏବଂ' 'ଏତଂ' 'ବାୟୁଃ' 'ନିଶାଂ ସଂସଃ' 'ବେଦ' 'ପୁରୋବାତ' 'ନା ନନଂ'—ପୁରୁଷାଧିଷ୍ଠିତରୋଦନଂ ସମ ସାଦୃଶ୍ୟ ।

ଜଗନ୍ନାମଃ—'ଅୟନା ଅୟନା ଅୟନା' ଇତି ତ୍ରିଃ ପୁରୁଷ ନାମ ଗୃହୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ବାହୀକାଂ ଜଗତି—'ଅରିଷ୍ଟଂ' ଅବିନାଶିନଃ 'କୋଶଂ' ସର୍ବୋତ୍ତମଂ 'ଅପତ୍ତଂ' ; 'ଅୟନା ଅୟନା ଅୟନା ଆପଂ ଅପତ୍ୟୋ' ; 'ଅୟନା ଅୟନା ଅୟନା ତ୍ୱଃ ଅପତ୍ୟୋ' ; 'ଅୟନା ଅୟନା ଅୟନା ଭୁବଃ ଅପତ୍ୟୋ' ; 'ଅୟନା ଅୟନା ଅୟନା ସ୍ୱଃ ଅପତ୍ୟୋ' ।

ଜଗନ୍ନାମଂ ବ୍ୟାଚ୍ଛେପ—'ସ' ଅହଂ 'ଆପଂ ଅପତ୍ୟୋ ଇତି' 'ସଂ' 'ଅବୋଚ୍ଛ' 'ତଂ' ତନ୍ମାତ୍ରଂ 'ଆପଂ' ବା ଇନ୍ଦ୍ର-ସର୍ବଭୂତଂ ସଂ ଇନ୍ଦ୍ରଂ କିଂ 'ତମ୍' ଏବଂ 'ଆପ' 'ଆପ' 'ସି' ଅପତ୍ୟଃ ଅଭବଂ ।

'ଅଥ' 'ତ୍ୱଃ ଅପତ୍ୟୋ ଇତି' 'ସଂ' 'ଅବୋଚ୍ଛ' 'ତଂ' 'ପୃଥିବୀଂ ଅପତ୍ୟୋ' 'ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ ଅପତ୍ୟୋ' 'ନିଧିଂ ଅପତ୍ୟୋ' ଇତି ଏବଂ 'ଅବୋଚ୍ଛ' ।

'ଅଥ' 'ଭୁବଃ ଅପତ୍ୟୋ ଇତି' 'ସଂ' 'ଅବୋଚ୍ଛ' 'ତଂ' 'ଅଗ୍ନିଂ ଅପତ୍ୟୋ' 'ବାୟୁଂ ଅପତ୍ୟୋ' 'ଆଦିତ୍ୟଂ ଅପତ୍ୟୋ' ଇତି ଏବଂ 'ଅବୋଚ୍ଛ' ।

'ଅଥ' 'ସଃ ଅପତ୍ୟୋ ଇତି' 'ସଂ' 'ଅବୋଚ୍ଛ' 'ସ୍ୱଃ ଅପତ୍ୟୋ' 'ସ୍ୱରୂପେନଂ ଅପତ୍ୟୋ' 'ସର୍ବସ୍ୱେନଂ ଅପତ୍ୟୋ' ଇତି ଏବଂ 'ତଂ ଅବୋଚ୍ଛ' 'ତମ୍' 'ଅବୋଚ୍ଛ'—ଦ୍ୱିରନ୍ତ୍ୟାସଃ ଆଦରାର୍ଥଃ । ୧୧ ।

'ପୁରୁଷଃ ସାବ ସଜ୍ଜଃ' । 'ତତ୍ତ୍ୱଂ ସାନି ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ତଂ ଆଚଃସବନମ୍' । 'ଗାୟତ୍ରୀ' ଚତୁର୍ବିଂଶ-ତ୍ୟକ୍ତା । 'ତଂ' ତତ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷବଜ୍ଞେ 'ଗାୟତ୍ରୀ' ଗ'ରତ୍ନୀଚ୍ଛନ୍ଦଃ ଶ୍ରୋତ୍ରାଦି 'ଆତଃସବନମ୍' । 'ଅନ୍ତ' ପୁରୁଷ-ବଜ୍ଞତ୍ତ୍ୱ 'ବସବଃ' ଦେବାଃ 'ଅଦ୍ୟାବତାଃ' ବହୁବ୍ରାତଃ । 'ଆପାଃ ସାବ ସବସଃ' । କଥମ୍ ? 'ଏତେ' ଆପାଃ 'ତି' 'ଇନ୍ଦ୍ରଂ ସର୍ବଂ ସାମନ୍ତଃ'—ତେଷୁ ଯେତେ ବସବଂ ସର୍ବସିନଃ ସମସ୍ତ ନାନ୍ତ୍ୟା ।

'ଏତନ୍ନି ବସସି' 'ତଂ ଚେ' 'କିଂଚିଦ୍' ରୋଗାନ୍ତି 'ଉପତପେ' 'ସ ଋତଂ'—ହେ 'ଆପାଃ' ବସବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଂ ଯେ ଆତଃ ସବନଂ ସାଧାନ୍ନିନଂ ସବନମ୍ ଅନୁସନ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଇତି—ଏତଂ ଆତଃସବନଂ ସାଧାନ୍ନିନଂ ସବନେନ ଶକ୍ତିଭୂତଂ ହୃତ ଇତି । 'ଅହଂ' 'ସଜ୍ଜଃ'—ସଜ୍ଜତ୍ତ୍ୱାତ୍ । 'ଆପାନାଂ ବହୁବାଂ' ଆତଃସବନେନାଂ 'ସର୍ବୋ' 'ନା' 'ବିଲୋକ୍ତୀ' ନା ବିଲୋକ୍ତୀସ୍ 'ତି' 'ତତ୍ତ୍ୱଃ' ଉପତପାତ୍ 'ଏବଂ' 'ତଂ' 'ଏତି' ଉପତପିତ୍ । ଉପତପିତଃ ସନ୍ 'ଅଗନ୍' ଅନୁପତାପଃ 'ହ' 'ଭବତି' ।

'ଅଥ ସାନି ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ତଂ ସାଧାନ୍ନିନଂ ସବନମ୍' । 'ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି' । 'ତଂ' ତତ୍ତ୍ୱ ବଜ୍ଞେ 'ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି' ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି 'ସାଧାନ୍ନିନଂ ସବନମ୍' । 'ଅଗ' ବଜ୍ଞସା 'ଋତାଃ' ଦେବାଃ 'ଅଦ୍ୟାବତାଃ' । 'ଆପାଃ ସାବ ଋତାଃ' । କଥମ୍ ? 'ଏତେ' ଆପାଃ 'ହି' ଇନ୍ଦ୍ରଂ ସର୍ବଂ ସାମନ୍ତଃ ଉଚ୍ଚେଦେ ରୋଦନାତ୍ ।

'ତନ୍ନି ବସସି' 'ତଂ ଚେ' 'କିଂଚିଦ୍' ରୋଗାନ୍ତି 'ଉପତପେ' 'ସ ଋତଂ'—ହେ 'ଆପାଃ' ଋତାଃ 'ଇନ୍ଦ୍ରଂ ସେ ସାଧାନ୍ନିନଂ ସବନଂ ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ଅନୁସନ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଇତି' 'ଅହଂ ସଜ୍ଜଃ' ଆପାନଂ ଋତାଂ ସର୍ବୋ 'ନା' 'ବିଲୋକ୍ତୀ' ଇତି 'ଏବଂ' 'ହି' 'ଉପେତି' ଉପତପଃ ସନ୍ 'ଅଗନ୍' ଚ 'ଭବତି' ।

'ଅଥ ସାନି ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ତଂ ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି' 'ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି' । 'ତଂ' ତତ୍ତ୍ୱ 'ଆପତ୍ତ' ଅପତ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ଦଃ ଶ୍ରୋତ୍ରାଦି 'ଚତୁର୍ବିଂଶତିର୍ବୀଣି' । 'ଅଗ' ବଜ୍ଞସା 'ଆଦିତ୍ୟାଃ' ଦେବାଃ 'ଅଦ୍ୟାବତାଃ' । ଆପାଃ ସାବ, ଆଦିତ୍ୟାଃ । କଥମ୍ ? 'ଏତେ' ଆପାଃ 'ହି' ଇନ୍ଦ୍ରଂ ସର୍ବଂ ସାମନ୍ତଃ ସାମନ୍ତେନ 'ଆଦନ୍ତେ' ।

‘এতদ্বিৎ বরসি’ ‘তৎ তৎ’ ‘কিঞ্চিৎ যোগাদি’ ‘উপতপেৎ’ ‘স জরং’—হে ‘প্রাণঃ আদিভ্যাঃ’ ইহং যে তৃতীয়সংসদম্ ‘আতুঃ’—বোড়শোত্তরবর্ষশতক—অনুসন্তত ইতি ‘অহং’ ‘বজঃ’ ‘প্রাণানাম্’ ‘আদিত্যানাম্’ যথো ‘স্মা নিলোপীঃ ইতি’ ‘ততঃ’ উপতাপাৎ ‘হ এব’ ‘উদেতি’। উত্তরতঃ সন্ ‘অগদঃ’ হ এব তবতি’।

‘এতৎ’ বজ্রদর্শনং ‘হ স্ম বৈ’ কিল নিশ্চিতকলম্। ‘তৎ’ তস্যাঃ নিষান্ ‘এতরয়ঃ’ ইতরাগাঃ অগতাঃ ‘সহীয়াসঃ’ ‘আহ—স্’ স্বং রোগঃ ‘কিম্’ কন্নাৎ ‘বৈ’ মম ‘এতৎ’ উপতপদম্ ‘উপতপসি’ ‘বঃ অতম্’ ‘অনেন’ উপতাপেন ‘ন প্রেযামি’ ন মরিষ্যামি ‘ইতি’। ‘স ত’ ‘বোড়শং বর্ষশতং’ বোড়শোত্তরবর্ষশতম্ ‘বজীবৎ’ ‘বঃ এবং বেদ’ স ‘হ’ ‘বোড়শং বর্ষশতং’ ‘প্রজীবতি’। ১—৭।

‘স’ বজ্ররূপী পুরুষঃ ‘বৎ’ ‘অশিশিষতি’ ‘অশিতুস্’ টচ্ছতি ‘বৎ’ ‘পিপাসতি’ পাতুম্, ইচ্ছতি ‘বৎ ন রমতে’ ন সুখম্ অনুভবতি ‘তা’ তানি ‘অন্ত’ ‘নীক্ষা’—দুঃখরূপত্বাৎ স্যাতাঃ।

‘অথ বৎ অম্মাতি, বৎ পিবতি, বৎ রমতে’ ‘তৎ’ ‘উপসনৈঃ’—আভাজনীবিন্যাসানামুচনাৎ মিত্ত-ভোজনাদিভিঃ সুখকরৈঃ—‘এতি’ সমতান্ প্রাপ্নোতি।

‘অথ বৎ হসতি’ ‘বৎ’ ‘জ্ঞকতি’ ‘জ্ঞকরতি’ ‘বৎ মৈথুনং চরতি’ ‘তৎ’ ‘ভূতশব্দৈঃ’—তত্র তত্র শব্দবদ-মতাপি ভবেতি—সমানস্বম্ ‘এতি’।

‘অথ বৎ তপঃ কানম্’ ‘আজ্ঞবম্’ ‘অজ্ঞবম্’ ‘অজিঃস্ব’ ‘যত্যরচনং ইতি’ ‘তা’ অস্যা দক্ষিণা—ধর্মপুটিকরণদ্ব্যন্বিতাঃ।

‘তন্নাৎ’ ‘পুনঃ’ ‘অস্যা’ পুরুষস্য ‘উৎপাদনম্’ জন্ম ‘এব’ ‘সোবাতি অসোষ্ট’ ‘ইতি’—জন্মপক্ষে বৃদ্ধ-প্রাণিপ্রসবে বজ্রপক্ষে বৃদ্ধ-অভিব্যবে বাতুরূপৈক্যম্। ‘অস্যা’ পুরুষস্য ‘তৎ মরণং’ ‘অবতুধ্যঃ’—সমাগতাঃ।

‘হ’ কিল ‘তৎ’ ‘এতৎ’ দর্শনং নামতঃ ‘যোরাঃ’ গোত্রতঃ ‘আদিসরঃ’ ‘কৃকার দেবকীপুত্রার’ ‘উত্তরা’—ব্যবহিতম্ ‘এতৎ অরম্’ ইত্যাদি—‘উবাচ’। ‘স’ কৃকঃ ‘অপিপাসঃ’ বিজ্ঞানসম্পূর্ণহাস্তঃ ‘এব’ ‘বতু’। ব্যবহিতমুপহাণ্যতে—‘স’ বজ্রবিৎ ‘অন্তবেলায়াং’ মরণকালে ‘এতৎ অরং’ মত্ অরং ‘প্রতিপ-দ্যোত’ অরোত ‘অপার্বম্’ ‘অকিতম্’ ‘অকীর্ণম্’ ‘অসি’ ‘অচ্যুতং’ ‘অরূপাৎ’ ‘অবিচ্যুতম্’ ‘অসি’ ‘প্রাণসংগিঃ’ ‘তম্’—প্রাণস্য সংগতং সম্যক্ তলুকৃতঃ চ সূক্ষ্মং তৎসম্—‘অসি’ ইতি’। ‘তত্র’ তদ্বিন্নর্থে ‘এতে যৌ কৌ ভবতঃ’ :—

‘ইৎ’—অনর্থকঃ। ‘তমসঃ পরি’ তমসঃ পরন্তাৎ ‘দেবজা’ দেবেসু ‘উত্তরম্’ উৎকৃষ্টতমং ‘দেবং’ যো তদনশীলং ‘সুধাম্’ ‘আৎ’—আ সম্যক্ তকারোহিসুবদ্যঃ—‘পতন্তঃ’ গভঃ ‘উত্তরং’ তদুত্তরং ‘প্রহস্য’ চিরজ্ঞানস্য ‘রোতসঃ’ বীজভূতস্য কারণস্য ‘জ্যোতিঃ’ চিহ্নক্তিং বয়ং ‘উৎপত্তন্তঃ’ ‘স্ম’। তেন কিমভবৎ ? ‘উত্তম্’ ‘জ্যোতিঃ’ জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম ‘অগম্য’ অগম্যম্ ‘প্রাপ্তবন্তঃ’ স চিরজীবনায়—ক্রিয়াপ্রবন্ধে লুৎ। বিরত্যানসো বজ্রকল্পনা পরিসমাপ্তার্থঃ।

অন্তরীক্ষ ইহার উদর, ভূমি ইহার মূল, দিক্ সকল ইহার কোণ, দিব্যালোক ইহার উর্দ্ধগত রজ্জ্ব, এ কোণে কখন জীর্ণ হয় না। এই কোণে নিখিল সম্পদের আধার। তাহাতেই এ সমস্ত স্থিতি করিতেছে।

এই কোণের পূর্বাদিকের নাম জুহু, দক্ষিণদিকের নাম সহমানা,

পশ্চিমদিকের নাম রাজ্জী, উত্তরদিকের নাম মৃভূতা । সেই দিক সকলের বৎস—বায়ু । যে ব্যক্তি এই বায়ুকে দিক সকলের বৎস বলিয়া জানে তাহাকে পুত্রের নিমিত্ত রোদন-করিতে হয় না । আমি এই বায়ুকে দিক সকলের বৎস বলিয়া জানি, আমার পুত্রের নিমিত্ত রোদন-করিতে হইবে না ।

অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে অবিনাশী লোকের আশ্রয় লইতেছি । অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে প্রাণের আশ্রয় লইতেছি । অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে ভূ লোকের আশ্রয় লইতেছি । অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে ভুবোলোকের আশ্রয় লইতেছি । অমুক অমুক অমুকের সঙ্গে স্বর্লোকের আশ্রয় লইতেছি ।

আমি যে বলিলাম, আমি প্রাণের আশ্রয় লইতেছি, তাহাতে [ এই বুঝাইল ]—এ যাহা কিছু সকলই প্রাণ । সেই প্রাণের আশ্রয় লইলাম ।

আমি যে বলিলাম, ভুলোকের আমি আশ্রয় লইতেছি, তাহাতে এই বুঝাইল আমি পৃথিবীর আশ্রয় লইলাম অন্তরীক্ষের আশ্রয় লইলাম জ্বলোকের আশ্রয় লইলাম ।

আমি যে বলিলাম ভুবোলোকের আশ্রয় লইলাম, তাহাতে এই বলিলাম আমি অগ্নির আশ্রয় লইলাম, বায়ুর আশ্রয় লইলাম আদিত্যের আশ্রয় লইলাম ।

আমি যে বলিলাম আমি স্বর্লোকের আশ্রয় লইতেছি তাহাতে এই বলিলাম, আমি ঋষেদের আশ্রয় লইলাম, যজুর্ঋষেদের আশ্রয় লইলাম, সামবেদের আশ্রয় লইলাম । ১—৭ ।

পুরুষই যজ্ঞ, তাহার যে চতুর্বিংশতি বর্ষ, সেইটি প্রাতঃসবন । গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষর ; গায়ত্রীছন্দের স্তোত্রাদি প্রাতঃসবন । বসুগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা । প্রাণগুলিই বসু, ইহারাই এ সকলকে রসতি দেয় ।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সম্ভব করে, তাহা হইলে সে বলিবে—‘হে প্রাণ বসুগণ, এই আমার প্রাতঃসবনকে মাধ্যাহ্নিক সবনের সঙ্গে একীভূত কর । আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও বসুগণের মধ্যে

যেন আমি বিলুপ্ত না হই।' এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

অনন্তর যে চতুশ্চত্রারিংশদ্বর্ষ সেইটি মাধ্যম্নিন সনন। ত্রিষ্টুপ্ চতুশ্চত্রারিংশৎ অক্ষর। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের স্তোত্রাদি মাধ্যম্নিন সনন। রুদ্রগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা। প্রাণগুলিই রুদ্র। ইহারাই এ সকলকে রোদন করায়।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সম্ভূত করে, তাহা হইলে সে বলিবে, প্রাণগণ রুদ্র, এই আমার মাধ্যম্নিন সননকে তৃতীয় সননের সঙ্গে একীভূত কর। আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও রুদ্রগণের মধ্যে যেন আমি বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

অনন্তর যে অষ্ট চত্রারিংশদ্বর্ষ সেইটি তৃতীয় সনন। জগতীছন্দ অষ্ট চত্রারিংশদক্ষর, জগতীছন্দের তৃতীয় সনন। আদিত্যগণ এই পুরুষযজ্ঞের অনুগত দেবতা। প্রাণগুলিই আদিত্য। ইহারাই এ সকলকে আদান করে।

সে ব্যক্তিকে এই বয়সে যদি কিছু সম্ভূত করে, তাহা হইলে সে বলিবে প্রাণগণ আদিত্য, এই আমার তৃতীয় সননকে আয়ুর সঙ্গে একীভূত কর। আমি যজ্ঞ, প্রাণ ও আদিত্যগণের মধ্যে যেন আমি বিলুপ্ত না হই। এই কথায় সে সে তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নীরোগ হয়।

এই যজ্ঞদর্শন নিশ্চিতফল। সেই জম্ম ঐতরেয় মহীদাস বলিয়াছিলেন, সেই তুমি কি আমার সম্ভূত করিতেছ, এ উপতাপে যে আমি মরিব না। এ কথা বলাতে তিনি ষোড়শাধিক বর্ষশত জীবিত ছিলেন। যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ষোড়শাধিক বর্ষশত জীবিত থাকে। ১—৭।

সেই পুরুষ যাহা ভোজন-করিতে ইচ্ছা করে, যাহা পান-করিতে ইচ্ছা করে, যাহা ভাল না লাগে, সেইগুলি ইহার দীক্ষা।

অনন্তর সে যাহা ভোজন-করে, সে যাহা পান-করে, সে যাহাতে



সুখ পায় সেইটি উপসদের [ অভোজনাশ্চে অন্ন ভোজনের ] সমান হয় ।

অনন্তর সে যে হাণে, সে যে ভোজন করে, সে যে মৈথুনাচরণ করে উহা স্তম্ভ শস্ত্রেরই ( স্তোত্রেরই ) সমান হয় ।

অনন্তর তপ, দান, ঋজুতা, অহিংসা ও সত্যবচন, এগুলি ইহার দক্ষিণা । সে ক্ষতাই এই পুরুষের জন্মকে—জন্ম ও যজ্ঞবাচক একই ধাতুনিষ্পন্ন ( সোষাতি, অসোষ্ট ) শব্দে—[ পণ্ডিতেরা ] আখ্যাত করিয়া থাকেন । মরণই এই পুরুষের অব্যক্ত ।

সেই যজ্ঞবিৎ অন্তকালে এই তিনটি ( মন্ত্র ) আশ্রয় করিবেক—তুমি অক্ষীণ হও, তুমি অবিচ্যুত হও, তুমি প্রাণের সূক্ষ্মাংগ হও । অঙ্গিরস-গোত্রোৎপন্ন ঘোর ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এইটি বলিয়া উপরি উক্ত দর্শন বলিয়াছিলেন ; কৃষ্ণও বিদ্যাস্তরস্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন । তদ্বিষয়ে এই দুইটা শ্লোক :—

অন্ধকারের অতীত, দেবগণমধ্যে উৎকৃষ্টতর, দ্যোতনশীল সূর্য্যকে সম্যক দর্শনপূর্ব্বক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিরন্তন বীজের জ্যোতি আমরা দেখিয়াছি । উত্তম জ্যোতি ( পরব্রহ্মকে ) প্রাপ্ত হইয়াছি ।

ভাব—যশ, আয়, বল ইত্যাদির অভিলাষ উপনিষদের সময়ে নিবৃত্ত হয় নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বও দেখিয়াছি, এখানেও দেখিতেছি । এ সকলের সঙ্গে যে ব্রহ্মজ্ঞান মিশাইয়া বেদান্তসম্মত নূতন গতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় । এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায় প্রপূর্ত্তিতে দ্রষ্টব্য ।

২? —

জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাণা । আস স হ. সর্বতঃ আবসধান্ মাণস্যাঙ্ক্রে সর্বত এব নে হংস্তৃষ্ণীতি । ১ ।

অথ হ হংসঃ নিশাশ্বামভিপেতুস্তন্ধৈবৎ হংসোহৎসমভ্যবাদ হো হোয়ি ভল্লাক ভল্লাক জানশ্রুতে: পৌত্রায়ণস্ত সমঃ দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাজীন্তবা মা প্রধাকী- রিতি । ২ ।

তমুহ পরঃ প্রভ্যবাচ কথর এনমেতং সন্তৎ সযুখানমিব রৈকমাথেতি যো হু কথৎ স যুখা রৈক ইতি । ৩ ।

যথা কৃত্য বিজিতার্যধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনৎ সর্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ন্তি যন্তদেব যৎ স বেদ স মনৈতত্ত্বক ইতি । ৪ ।

তত্ৰহ জ্ঞানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্মরমুবোচাদান্নে হ সবু-  
ধানমিব রৈকমাথেতি যো হু কথং সবুধা রৈক ইতি । ৫ ।

যথা কৃত্যম্ বিজিতান্নাথেরয়াঃ সংযজ্ঞোবদেনং সৰ্গং তদভিসমেতি যং কিঞ্চ প্রজাঃ  
সাধু কুৰ্বন্তি যন্তদেদ যং স বেদ স মরৈতত্ৰক্ ইতি । ৬ ।

স হ ক্ষতাহবিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যোন্নায় তৎহোবাচ যজ্ঞারে ত্রাক্ষণশ্রাঘেষণা তদেন-  
মচ্ছেতি । ৭ ।

সোহধস্তাক্কটস্ত পামানং কথমানুপোপবিবেশ তৎহাভ্যাপবাদ স্বং হু ভগবঃ সবুধা  
রৈক ইত্যাহং হরাএইতি হ প্রতিজ্ঞে স হ ক্ষতাহবিদমিতি প্রত্যোন্নায় । ৮ । ১ ।

তত্ৰহ জ্ঞানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্শতানি গবাঃ নিকমম্বতরীরথঃ তদাদায় প্রতিচক্রমে  
তৎ হাভ্যবাদ । ১ ।

রৈকমানি ষট্শতানি গবাময়ঃ নিকোহম্বম্বতরীরথোহু ম এতাং ভগবো দেব তাৎ  
শাধি যাং দেবতামুপায় ইতি । ২ ।

তমু হ পরঃ প্রত্যাবাচাহ হারে ত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরহিতি তত্ৰহ পুনরেব জ্ঞান-  
শ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাঃ নিকমম্বতরীরথঃ হুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রাম । ৩ ।

তৎ হাভ্যবাদ রৈকেদং সহস্রং গবাময়ঃ নিকোহম্বম্বতরীরথ ইমং জাম্বাহরং প্রাশো-  
যন্তিন্নাসসেহ্নেব মা ভগবঃ শাধীতি । ৪ ।

তস্তা হ মুখমুপোদাহুৰ্ভূবাচাজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথ ইতি তে  
হৈতে রৈকপর্ণা নাম মহাবৃষেযু যজ্ঞান্মা উবাস স তস্মৈ হোবাচ । ৫ । ২ ।

বায়ুর্বা ব সংবর্গো যদা বা অগ্নিরুদায়তি বায়ুমেবাপোতি যদা  
সূর্য্যোহস্তমেতি বায়ুমেবাপোতি যদা চন্দ্রোহস্তমেতি বায়ুমেবা-  
পোতি ।

যদাপ উচ্ছৃষ্যন্তি বায়ুমেবাপিয়ন্তি বায়ুহেবৈতান্ সৰ্গান্ সং-  
বৃক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ।

অথাধ্যাত্মম্ । প্রাণো বা ব সংবর্গঃ স যদা স্পিতি প্রাণমেব  
বাগপোতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণোহেবৈতান্  
সৰ্গান্ সংবৃক্ত ইতি ।

তো বা এতৌ যৌ সংবর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ।

অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্য-  
মাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ।

স হোবাচ—মহাঅনন্ততুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনশ্চ  
গোপাঃ তং কাপেয় নাভিপশ্চিস্তি মর্ত্যা অভিপ্ৰতারিন্ বহুধা বসন্তং,  
যস্মৈ বা এতদমং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ।

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমধানঃ প্রত্যোয়ায়াহ দেবানাং  
জনিতা প্রজানাং হিরণ্যদংষ্ট্রো বতসোহনসুরির্মহাস্তমশ্চ মহিমান-  
মাহরনদ্যমানো যদনমমতীতি বৈ বয়ং ত্রক্ষচারিমেদমুপাস্মাহে  
দত্তাস্মৈ তিষ্কামিতি ।

তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্দ্রে পঞ্চান্দ্রে দশ সন্তস্তং কৃতং  
তস্মাৎ সর্কাস্থ দিক্ষুন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিবাড়ন্নদী তয়েদং  
সর্কং দৃষ্টং সর্কমস্তেদং দৃষ্টং ভবতামাদো ভবতি য এবং বেদ য  
এবং বেদ । ছ', ৪। ৬। ৩। ১—৮।

'হ' ইতিহে । 'জানঞতিঃ' জনঞতস্তাপত্যং 'পৌত্রায়ণঃ' পুত্রস্ত পৌত্রঃ 'শ্রদ্ধাদেয়ঃ' শ্রদ্ধয়া দেয়ম্  
অন্যোতি শ্রদ্ধয়া দানশীলঃ 'বহুদারী' বহু প্রভূতং দাতুং শীলমসৌতি । 'বহুপাকাঃ' বহু পক্তব্যান্  
অহস্তহানি গৃহে বস্যা—অস্যা গৃহে ভোজনার্থিতাঃ বহু অন্তঃ পচতে ইত্যর্থঃ—'আস' বভূব ।

'স হ' 'সর্কতঃ' সর্কাস্থ দিক্ষু 'আবসধান্' অভ্যাগতবাসগৃহান্ 'মাপরাক্ষে' কারিতবান্ । কথম্ ?  
'সর্কতঃ' সর্কনিগূঢ়াঃ 'এব' 'মে' মম 'অংসান্তি' লংহং ভোক্ষ্যন্তে অভ্যাগতা 'ইতি' ।

'অথ হ' কিল 'হংসাঃ' 'নিশায়াঃ' রজস্তাং 'অভিপেতুঃ' পতিতবস্তঃ জানঞতেদর্শনপোচরে । 'তৎ'  
তস্মিন্ কালে 'হ' 'হংসঃ' 'হংসঃ' 'এব' 'সমভূবাদ' অভ্যুক্তবান্ 'হো হোরি' ভো ভো 'ভন্ন'ক ভন্নাক'  
—ভন্নবৎ অক্ষিণী বস্য স স্বম্—'দিবা' ছালোকেন 'সমং' ভুগাং জানঞতেঃ পৌত্রায়ণস্য 'জ্যোতিঃ'  
অন্নদানাদিজনিতপ্রত্যয়স্ব—'আততং' ব্যাপ্তম্ 'তৎ' তস্ম 'মা প্রসাজ্ঞাঃ' প্রসক্তিং তেন জ্যোতিষা  
সম্বন্ধং মা কারীঃ । কথম্ ? 'তৎ' জ্যোতিঃ 'হা' হাং 'মা প্রযাকীঃ'—পুরুষব্যত্যাহেন—মা দহতু ।

'পরঃ' অপরঃ 'উ' পুনঃ 'হ' কিল 'প্রভূবাচ'—'কথরে'—অনাধরে—কম্ উ অরে 'এবং' জান-  
ঞতিম্—অযোগ্যমিতি বাবৎ—'সত্তং' সাধুগুণযুক্তং 'সমুধান্'—যুগং বহুতীতি যুগাঃ বলীবর্দঃ অথো  
বা অন্ত্যতীতি যুগাঃ শব্দতঃ তেন সহ বর্ততে ইতি সমুধানং—শব্দটিং—'রৈকম্' 'ইব' 'এতৎ' বচনং  
গুণবর্ণনযোগ্যম্—'আথ ইতি' । প্রথম আহ—'বঃ' দুঃ দুরা উচ্যতে 'কথং' স যুঃ রৈকঃ ইতি ।

'বধা' 'কৃত্যববিজিতার'—'কৃতঃ' নান্না উল্লিখিতঃ 'অগঃ' ছাত্তমসয়ে প্রসিদ্ধঃ চতুঃকঃ স 'বিজিতঃ'  
যেন তসৈ 'অথেররাঃ' ত্রিষোকাক্ষাঃ 'সংযন্তি' সমচ্ছন্তি অন্তর্ভবন্তি 'এবম্' 'এনম্' 'রৈকং' 'সর্কং' তৎ  
'অভিসমেতি' অন্তর্ভবতি 'বৎকিঞ্চ প্রজাঃ' 'সাধু কুর্কতি' 'স' 'রৈকঃ' 'বৎ' 'বেদ' 'বঃ' তৎ বেদ—তমপি  
সর্কং সমেতীতি শেষঃ । 'এতৎ' বিজানন্ 'গ' 'রৈকঃ' 'মরা' 'উক্ত' 'ইতি' ।

'তৎ' হংসব্যাক্য 'উ' পুনঃ 'হ' কিল 'জানঞতিঃ' পৌত্রায়ণঃ 'উপগুহ্রাব' ঞ্জতবান্ । 'স' জান-  
ঞতিঃ 'হ' 'সঞ্জিহানঃ' শব্দাং পরিত্যজন্ 'এব' কৃত্যবং দ্বারপালং সারথিং বা 'উবাচ'—'অদ' কি প্রব  
'অরে' অথো দ্বারপাল 'হ' 'সমুধানম্' ইব তন্নক্ষণেন লক্ষিতং 'রৈকম্' 'আথ' সগতিপ্রায় জ্ঞাপর  
'ইতি' । দ্বারপাল আহ—'বঃ' 'দুঃ'—বিতর্কে 'সমুধা' রৈকঃ 'কথং' স 'ইতি' ।

জানকতিঃ সবাং তৎসমিধৌ বাচরতি—‘বখাক্তারিবিজিতার’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

‘স’ কভা ‘হ’ অবিদ্য ‘ন’ অবিদং ন বাজাসিবং নাহং জাতবান্ ‘ইতি’ ‘প্রত্যয়ঃ’ প্রত্যাপ্তবান্ । ‘তৎ’ কভারং জানকতিঃ ‘পুনঃ’ ‘উবাচ’—‘অরে’ ‘বত্’ অরণ্যনদীতটোৰো ‘ব্রাহ্মণস্ত’ ব্রাহ্মণিঃ ‘অবেষণা’ অনুসার্গণা ‘তৎ’ তত্ ‘এবং’ রৈক্কম্ ‘অচ্ছ’ গচ্ছ মার্গণা ।

‘স’ কভা ‘নকতি’ ‘অবজ্ঞাৎ’ ‘পামান’—‘স্বজ্ঞা’ বজ্ঞাঃ পীড়কাঃ স্রাবত্যাঃ পামেত্বজ্ঞাঃ কতু-  
নত্যাঃ সবাংঃ ইতি লক্ষণাক্তান্তঃস্বরোগবিশেষং ‘কবখাৎ’ কতুসমানং রৈক্কম্ ‘উপ’ সমীপে দৃষ্ট  
‘উপবিশেষ’ উপবিষ্টবান্ । ‘তৎ’ রৈক্কং ‘হ’ স ‘অভ্যবাদ’ উক্তবান্—‘হে’ ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘হং হু’  
‘সমুখা’ রৈক্ক ইতি ‘অহং হি’ ‘অরা’ অরে ‘ইতি’ । ‘হ’ পুনঃ ‘স’ ‘প্রতিজ্ঞে’ দাচে’ন জ্ঞাপিতবান্ ।

‘স হ কভা’ ‘অবিদম্’ জাতবান্ অহন্ ‘ইতি’ ‘প্রত্যয়ঃ’ প্রত্যাপ্তবান্ ।

‘তৎ’ তত্ বিদিততবে ‘উ হ’ পুনরেব ‘জানকতিঃ’ গোত্রারণঃ ‘গবাং’ ‘বট্’ শতানি ‘নিকং’ কঠ-  
হারম্ ‘অবতরীরথম্’ অবতরীভ্যাং বৃত্তরথম্ ‘আদার’ ‘তৎ’ তদা ‘প্রতিচক্রাম’ রৈক্কং প্রতি গতবান্ ।  
‘তৎ’ রৈক্কং ‘হ’ ‘অভ্যবাদ’ অভ্যক্তবান্ ।

‘হে’ ‘রৈক্ক’ ‘ইদানি’ ‘গবাং’ ‘বট্’ শতানি ‘অরা’ নিকং ‘অরম্’ অবতরীরথং’ বিদ্যানিক্কুর ইতি  
শেষঃ । ‘হে’ ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘বাং দেবতাং’ হং ‘উপাস্মে’ তাং ‘এতাম্’ ‘দেবতাং’ ‘মে’ সমম্  
‘অমুশামি’ ।

‘তৎ’ জানকতিম্ ‘উ হ’ ‘পরঃ’ রৈক্কং ‘প্রত্যাচাচ’ ‘অহ’ অরে—‘বিনিগ্রহে—‘শূদ্র’ শোচনীয় (১। ৩।  
৩৪) হংসমুখাৎ তৎ কীৰ্ত্তিগ্রহণেন জাতের্ববাং, ‘গোভিঃ’ ‘সহ’ ‘হারেছা’ হারেণ সহ ইচ্ছা গম্ভী গম্ভীরথঃ  
‘তব এব’ ‘অন্ত’ ইতি’ । ‘তৎ’ তস্মাৎ গবাদিপ্রত্যাখ্যানাৎ ‘উ হ’ ‘পুনঃ’ এব জানকতিঃ গোত্রারণঃ  
‘গবাং’ ‘সহস্রং’ ‘নিকম্’ ‘অবতরীরথং’ ‘হুহিতরম্’ ‘আদার’ ‘তৎ’ তদা ‘প্রতিচক্রাম’ ।

‘তৎ’ রৈক্কং ‘হ’ জানকতিঃ ‘অভ্যবাদ’ ‘হে’ ‘রৈক্ক’ ‘ইদং’ ‘গবাং’ ‘সহস্রং’ ‘অরা’ নিকং ‘অরম্’  
অবতরীরথঃ’ ‘ইদং অরাম্’ ‘বসিন্’ হম্ ‘আস্মে’ তিষ্ঠসি মে ‘অরা’ গ্রামঃ’ বিদ্যানিক্কুর ইতি শেষঃ ।  
‘হে’ ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘মা’ মাম্ ‘অমুশামি’ ‘এব’ ।

‘তস্যাঃ’ জানকতেঃ হুহিতুঃ ‘হ’ ‘মুখম্’ ‘উপোহগৃহ্ন’ করোণাকৃষ্য উন্নয়ন ‘উবাচ’—‘ইদাং’ ‘পাবঃ’  
‘আজহার’ আহতবান্ সম্পদভিমানবশাদিত ভাবঃ । ‘হে’ ‘শূদ্র’ ‘অনেন এব’ স্বহুহিতুঃ ‘মুখেন’—  
অভিমানাদিলক্ষণশূন্তেন—‘আলাপরিষাখাঃ’ আলাপং কুলীখাঃ—‘তৎসদৃশ’ বিনয়বানতঃ সন্নতি ভাবঃ ।  
অতএবাহ মহাবিশ্বৈপারনঃ জনকনিবাসার গমনোদ্যতং স্বতনয়ং শুকম্—

‘উক্তম্’ মামুবেণ তং পথা গচ্ছত্যাবিস্মিতঃ ।

ন প্রভাবেণ গন্তব্যমন্তরীক্ষচরেণ বৈ ॥

আৰ্জ্জবেনৈব গন্তব্যং ন সূৰ্য্যাস্রবণা তথা ।

নাশেষ্টব্য্য বিশেষান্ত বিশেষা হি প্রসঙ্গিনঃ ॥

অংকারো ন কর্তব্যো বাজ্যে তস্মিন্ নরাধিপে ।

হাতব্যাক্ বশে তস্য স তে ছেৎস্যাতি সংশয়ম্ ॥”

শাস্তি ৩২৫অ, ৮—১০ শ্লো।

‘মহারাজেহু’ দেশেহু ‘বত্’ স ‘উবাস’ ‘তে হ এতে রৈক্কর্ণাঃ’ নান ‘অস্মৈ’ রৈক্কায় স তান্  
অদাৎ ইতি শেষঃ । ‘স’ রৈক্কঃ ‘হ’ ‘তস্মৈ’ জানকতরে জাতনিরভিমানার ‘উবাচ’ ।

‘বাহুঃ’ ‘বাব’ এব ‘সংবর্গঃ’—সংবর্গঃ সংবর্গঃ সংবর্গঃ বা সংবর্গঃ—বাক্যযোগ্যানাম্ অগ্ন্যা-  
দীনাম্ আত্মতাবাগাদিনাম্ ব্রহ্মত্বগুণসম্পন্নঃ । তদ্ব্যপ্তি—‘বদা’ বদিন্ কালে ‘বৈ’ ‘অগ্নিঃ’ ‘উদারতি’  
উপশাস্যতি, তদা ‘বাহুঃ’ এব ‘অপোতি’ তৎকালে বাহুঃ অপগচ্ছতি । ‘বদা’ হৃদ্যঃ অন্তঃ এতি  
তদা ‘বাহুঃ’ এব অপোতি’ বদা চক্রে অন্তঃ এতি তদা ‘বাহুঃ’ এব অপোতি’ ।

‘বদা আপ উচ্চ্যতি’ তদা ‘বাহুঃ’ এব অপগচ্ছতি । ‘বাহুঃ’ হি এব এতান্ সৰ্বান্ অগ্ন্যাগ্নীন্  
‘সংবৃত্তে’ সংবৃত্তি আত্মসাৎ কৰোতি । ‘ইত্যখিলৈবতম্’ ।

‘অবাধ্যাত্মম্’ । ‘প্রাণঃ’ মুখ্য ‘বাব’ এব ‘সংবর্গঃ’ । কথম্ ? ‘স’ ‘পুরুষঃ’ ‘বদা’ ‘অপিতি’  
প্রাণেন একীভূত তিষ্ঠতি —“এতৎ পুরুষঃ অপিতি নাম” ( ৫৭ পৃ )—তদা ‘প্রাণঃ’ এব ‘বাক্’ অপোতি,  
‘প্রাণঃ’ হি এব এতান্ সৰ্বান্ ‘সংবৃত্তে’ সংবৃত্তি আত্মতাবাগাদিনাম্ ।

‘ভৌ বৈ এতৌ ধৌ’ বাহুচ প্রাণচ ‘সংবর্গো’ । ‘বাহুঃ’ এব দেবেহুঃ সংবর্গঃ, ‘প্রাণঃ’ মুখ্যঃ  
‘প্রাণেহু’ বাগাদিনু সংবর্গঃ ।

‘অব’—বায়োঃ প্রাণস্য চ ভূতাব্যর্থার্থিকাহংরভ্যতে । ‘হ’—ইতিহে । ‘শৌনকঃ চ’ শুনক-  
স্যাগত্যঃ ‘কাপেরঃ’ কপিপোত্রঃ, ‘কাকসেনিঃ’ ককসেনাসাপত্যঃ ‘অভিপ্রতারিণঃ চ’ ভোজনায়  
উপবিষ্টৌ হৃৎকায়ৈঃ ‘পরিবিক্ষায়াণী’ ‘ব্রহ্মচারী’ ‘বিভিক্কে’ ‘ভিক্তিবান্’ । ‘তৈম’ ব্রহ্মচারিণে  
‘উ হ’ ‘ন’ তৌ ‘দশতুঃ’ ভিক্ষাং ন দত্তবন্তৌ ।

‘স’ ব্রহ্মচারী ‘হ’ ‘উবাচ’—ভুবনস্য ভূমালোকস্য ‘গোপাঃ’ রক্ষিতা ‘কঃ স’ ‘একঃ’ ‘দেবঃ’  
বঃ ‘চতুরঃ’ ‘মহাত্মনঃ’ অগ্ন্যাগ্নীনাং বাগাদীনু চ ‘জগার’ প্রসিতবান্ । হে ‘কাপের’ হে ‘অভিপ্রতারিণ’  
‘বহবা বসন্তঃ’ ‘তৎ’ ‘মর্ত্যঃ’ ‘ন অভিপশ্যতি’ ন জানন্তি । ‘বৈম’ দেবার ‘বৈ’ ‘এতৎ অন্নম্’ ‘তৈম’  
দেবার ‘এতৎ’ অন্নং ‘ন দত্তম্’ ‘ইতি’ ।

‘তৎ’ ব্রহ্মচারিবচনম্ ‘উ হ’ ‘প্রতিমবানঃ’ মনসা আলোচয়ন্ ‘শৌনকঃ কাপেরঃ’ ব্রহ্মচারিণং ‘প্রত্যো-  
য়ান’ আজগাম । আগত্য—‘আহ’ ‘দেবানাম্’ ‘অগ্ন্যাগ্নীনাং বাহুরূপেণ প্রসন্নানন্তরং পুনরুৎপত্তৌ  
‘জনিতা’ উৎপাদয়িতা, বাগাদীনঃ ‘প্রজানঃ’ হাবিরজজমানাক প্রাণরূপেণ প্রসন্নানন্তরং পুনরুৎপত্তৌ  
‘জনিতা’ উৎপাদয়িতা । স একঃ দেবঃ ‘হিরণ্যদেবঃ’ অমৃতদেবঃ ‘বতসঃ’ ভক্ষণশীলঃ ‘অনহুঃ’ ন  
অহুঃ হিরেরেবেত্যর্থঃ । ‘অস্য’ দেবস্য ‘মহাত্মনঃ’ ‘মহিমানম্’ ‘আহঃ’ ‘ব্রহ্মবিদঃ’ । শ্রম-অভিঃ  
‘অনন্যমানঃ’ অনন্যমাণঃ ‘অন্নম্’ অগ্নিবাগাদিদেবত-রূপম্ ‘অভি’ আত্মসাৎকরোতি ‘ইতি’ ‘বৈ’  
এতন্নক্ষণম্ এব ‘বৎ’ তৎ হে ‘ব্রহ্মচারিন্’ আ সম্যক্ ‘ইদং’ সৰ্বভুক্ত্যর্থকং ব্রহ্ম ‘বঃ’ উপাশ্নুহে’ ।  
‘অন্নম্’ ব্রহ্মচারিণে ‘ভিক্ষাং দত্ত’ হে ভূত্যাঃ ‘ইতি’ ।

‘তৈম’ ব্রহ্মচারিণে ‘উ হ’ ‘দত্তঃ’ ভিক্ষাম্ । ‘তে ন এতৎ’—অগ্ন্যাগ্নয়ঃ চক্ষবঃ বাগাদিনস্ত প্রাণচ  
ইতি ‘দশ সত্তঃ’ ‘তৎ কৃতং’ ভবতি চতুরভ্যক্তিঃ কৃতসংজ্ঞকঃ, ত্র্যভ্যক্তিঃ ত্র্যেতাংসংজ্ঞিতঃ, দ্ব্যভ্য-  
ক্তিঃ দ্বাপরসংজ্ঞিতঃ, একাভ্যক্তিঃ কলিসংজ্ঞিতঃ অন্নঃ ইতি দশ সত্তঃ তৎ কৃতং ভবতি কৃতস্য প্রাণাত্মাৎ  
জিতমমৃতং তদ্বিত্ত্বত্বং কৃতমিত্যুত্তম্ । দ্যুতস্য সৰ্বদ্রাষ্টব্যশ্রদ্ধা তদারোপাৎ দশসংখ্যাবতাং  
দেবানামভুৎ সিদ্ধম্ । সপ্রতি তেবাসন্নঃ সাধয়তি—‘ভক্ষাৎ’ দশসংখ্যাদেবানঃ কৃতত্বাৎ ‘সৰ্বান্  
দিনু’—দশসংখ্যাসামান্যত্বাৎ—‘অন্নম্’ এব দশ—‘বিরোডনম্’ ইতি দশদিক্ জগত্তেবামভুৎ গামন্নম্ ।  
‘সি এবা বিরোড’—ছন্দোৰূপা দশাক্ষরা—‘কৃতং’ কৃতদ্বেন ‘অগ্ন্যাগ্নী’ অগ্নাদিনী । ‘তদা’ বিরোডা ‘ইদং  
সৰ্বং’—দশম্ দিনু হিতং জগৎ—‘বৃষ্টম্’ । দেবতাদশকে কৃতত্ববিরোড-দ্রাষ্টব্যাদেবতাবেন দৃষ্টে সৰ্বং  
জগৎ বৃষ্টং ভবতীত্যর্থঃ । ‘বঃ’ এবং বেদং তস্য ‘অস্য’ ‘ইদং’ ‘সৰ্বং’ ‘বৃষ্টং’ ভবতি ‘অগ্নায়ঃ’ ভবতি’ ।

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দিতেন, বহু অন্ন-পাক করাইতেন । সকল দিক হইতে অতিথিগণ আসিয়া ভোজন করিতেন, এ নিমিত্ত তিনি সকল দিকে অতিথিশালা করাইয়াছিলেন ।

অনন্তর এক সময়ে কতকগুলি হংস [ তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ] আসিয়া পড়িল । একটি হংস তৎকালে বলিতেছিল, অহো! ভল্লাস্ক, অহো! ভল্লাস্ক, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির জ্যোতি দ্ব্যলোকসম ব্যাপ্ত, সে জ্যোতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ যেন তোমায় উহা দৃষ্ট না করে ।

• তাহাকে অপর [ হংস ] বলিল, অরে কে এই [ জানশ্রুতি ] বাহার সম্বন্ধে সাধুগুণযুক্ত শকটী রৈক্কের উপযুক্ত কথা বলিতেছ । প্রথমটি বলিল বাহা কথা তুমি বলিতেছ সেই শকটী রৈক্ক কিরূপ ?

যে ব্যক্তি চতুরঙ্গ পাশক জয় করে তাহার যেমন নীচেরগুলি হাতে আসে, তেমন লোকে বাহা কিছু ভাল করে সে সকলই রৈক্ক আসিয়া মিলিত হয় । রৈক্ক বাহা জানেন যে ব্যক্তি সেইটি জানে [ তাহারও সেইরূপ হয় ] । আমি এজন্যই রৈক্কের কথা বলিলাম ।

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ সেই কথা শুনিলেন । তিনি প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়া ক্ষতাকে বলিলেন, অহো! ক্ষতঃ, তুমি সমস্ত শকটী রৈক্ককে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর । [ সে বলিল ], যিনি শকটী রৈক্ক তিনি কেমন ? [ জানশ্রুতি বলিলেন ], যে ব্যক্তি চতুরঙ্গ পাশক জয় করে তাহার যেমন নীচের গুলি হাতে আসে, তেমন লোকে বাহা কিছু ভাল করে সে সকলই রৈক্ক আসিয়া মিলিত হয় । রৈক্ক বাহা জানেন যে ব্যক্তি সেইটি জানে [ তাহারও সেইরূপ হয় ] । আমি এজন্যই রৈক্কের কথা বলিলাম ।

সেই ক্ষতা অশ্বেষণ করিয়া পাইলাম না বলিয়া ফিরিয়া আসিল । [ জানশ্রুতি ] তাহাকে বলিলেন, অহো! ক্ষতঃ, যেখানে ব্রাহ্মণের অশ্বেষণ করিতে হয় সেখানে এঁকে গিয়া দেখ ।

শকটের নিম্নে চর্মরোগকণ্ডুয়নে যিনি রত তাঁহার নিকটে গিয়া সে বলিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ডগবন, আপনি কি শকটী রৈক্ক ? অরে, আমিই [ তিনি ]. তিনি এই উত্তর দিলেন । জানিলাম বলিয়া সেই ক্ষতা প্রতিগমন করিল ।

তত্ত্ব পাইয়া পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি ছয়শত গো, কঠহার, অশ্বতরীযুক্ত রথ লইয়া গমন-করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,

হে রৈক, এই ছয়শত গো, এই কঠহার, এই অশ্বতরীযুক্ত রথ [ আপ-নারই ] । ভগবন্, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন আমার সেই এই দেবতার উপদেশ দিন ।

অপরে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, আরে শূদ্র (শোচনীয়), এই হার, এই রথ, এই সকল গো তোরই থাকুক । এই প্রত্যাখ্যানে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি [ পুনরায় আসিয়া বলিতেছেন ] এই সহস্র গো, এই কঠহার, এই অশ্বতরীযুক্ত, এই জামা, এই গ্রাম যে গ্রামে আপনি আছেন [ আপ-নারই ] । হে ভগবন্, আমার অনুশাসন-করুন ।

তাঁহার [ কন্টার ] মুখ উর্দ্ধদিকে উন্নয়ন-করিয়া তিনি বলিলেন, রে শূদ্র, এসকল গো তুই আনিয়াছিস্ । এই দুহিতার মুখে কথা কহ । যে স্থানে তিনি [ রৈক ] বাস করিতেন সেই স্থান মহান্নস্কারত, রৈকগর্ভ ইহার নাম । তিনি তাঁহাকে বলিলেন ;—

বায়ুই সংবর্গ । অগ্নি যখন অদৃশ্য হয়, তখন বায়ুতেই একীভূত হইয়া যায় । সূর্য্য যখন অন্ত যায়, বায়ুতেই একীভূত হয় । চন্দ্র যখন অন্ত যায়, বায়ুতেই একীভূত হয় ।

জল যখন শুকাইয়া যায়, বায়ুতেই একীভূত হইয়া যায় । বায়ুই এ সকলকে আত্মসাৎ করে । এটি অধিদৈবত ।

অনন্তর অধ্যাত্ম । প্রাণই সংবর্গ । পুরুষ যখন নিদ্রা যায় তখন প্রাণেতে বাক্, চক্ষু প্রাণেতে শ্রোত্র প্রাণেতে মন প্রাণেতে একীভূত হয় । প্রাণই এসকলকে আত্মসাৎ করে ।

বায়ু দেবগণেতে প্রাণ প্রাণেতে—সেই এই দুইটি সংবর্গ ।

অনন্তর [ আখ্যায়িকা এই ]—কপিগোত্র শৌনক এবং অভিপ্রতারাী কাক্সসেন পরিবেশন করাইতেছিলেন । ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন । ব্রহ্মচারীকে তাঁহারা ভিক্ষা দিলেন না ।

ব্রহ্মচারী বলিলেন—সেই ত্রিভুবনের রক্ষিতা এক দেবতা কে, যিনি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছিলেন । হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারা-

রিন্, তিনি বহু প্রকার হইয়া বাস করিতেছেন, মর্ত্যগণ তাঁহাকে চেনে না। যাহার নিমিত্ত এই অন্ন তাঁহাকেই ইহা দেওয়া হইল না।

কপিগোত্র শৌনক মনে মনে আলোচনা করিয়া [ ব্রহ্মচারিসমীপে ] আগমন করিলেন, আসিয়া বলিলেন—দেবগণের যিনি জনিতা প্রজা-গণের যিনি জনিতা [ সেই এক দেব ] হিরণ্য সংষ্ট, ভক্ষণশীল, সুরি [নিপুণ]। [পণ্ডিতগণ] ইহার মহান্ মহিমা কীর্তন-করিয়া থাকেন। ইহাকে কেহ ভক্ষণ করে না, ইনি অনন্ন [ অগ্ন্যাদিকে ] ভক্ষণ করেন। এই লক্ষণাক্রান্ত যিনি, হে ব্রহ্মচারিন্, আমরা সেই ইহাকেই সম্যক্ ভাবে উপাসনা করিয়া থাকি। [ হে ভূত্যাগণ ] ইহাকে ভিক্ষা দাও।

[ তাহারা ] তাঁহাকে ভিক্ষা দিল। সেই ইহার [ অগ্ন্যাদি বাগাদি ] বায়ু ও প্রাণ পাঁচটি পাঁচটি। এই পাঁচ পাঁচটি ছাড়া অস্ত্র দশদিক্ দশ অয় [ পাশা ] হইয়া কৃত [ হইল ]। তাই সকল দিকে অন্ন দশটি। সেই এই বিরাট্ কৃত [ হইয়া ] অন্নাদ। এ সকলই সে দেখিয়াছে। যে ব্যক্তি এরূপ জানে, তাহার সকলই দৃষ্ট হয় এবং সে অন্নাদ হয়।

তাব—সকলকে অন্তর্ভূত করিয়া স্থিতি ব্রহ্মলক্ষণ। সেই লক্ষণ যেখানে দৃষ্ট হয় সেখানে ব্রহ্মদর্শন বেদান্তের এই প্রসিদ্ধ রীতি। সংবর্গবিদ্যায় এই সত্যটি পরিস্ফুট-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে যাহাকে অন্তর্ভূত করিয়া থাকে, সে তাহাকে গ্রাস করে, তন্মধ্যে উহা বিলীন হইয়া যায়। বায়ু ও প্রাণ সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লয়, এ জন্ত উহাদিগকে ব্রহ্মধর্মাক্রান্ত বলিয়া সংবর্গবিদ্যায় উহাদিগের উল্লেখ। দ্যুতক্রীড়ার লোকে সর্বস্বান্ত হয়, দ্যুতক্রীড়া সকল-সম্পত্তি হরণ করে, এ নিমিত্ত এই বিদ্যাতে দ্যুতক্রীড়ার প্রাধান্ত অর্পণ-করা হইয়াছে। এ ছই যেমন হরণ করেন, সকল আপনার ভিতরে অন্তর্ভূত করিয়া লয়, দ্যুতও সেই প্রকার করিয়া থাকে। এই জগতে কে অপরকে গ্রাস করিতেছে, অদর্শন হইয়া বাইতেছে, এইটি দেখিয়া সমগ্র জগৎকে স্বরূপতঃ গ্রহণ কিছু অবুক্ত হয় নাই। এই অদর্শনব্যাপারমধ্যে যিনি সকলের অন্তর্ভাবব্রিতা তাঁহাকে দর্শন, ইহাও কিছু অবুক্ত নহে। উপাসনাকালে সঁয়দায় জগৎকে এক পরব্রহ্মে বিলীন করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে গ্রহণ, ইহাই উপা-সনার সার। এ সকল কথা অধ্যায়প্রপুর্ষিতে বিবৃত হইবে।

২৩। এব হ বৈ যজ্ঞো যোহয়ং পবত এষ হ যমিদং সর্বং পুনাতি যদেষ যমিদং সর্বং পুনাতি তন্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য বাক্ চ যনশ্চ রতনী।



তয়োরনৃত্তরাং মনসা সৎস্করোতি ব্রহ্ম বাচা হোতাৎক্ষর্য্যাক-  
দগাতাহন্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ান্না  
ব্রহ্মা ব্যববদতি ।

অন্যতরামেব বর্তনীৎ সৎস্করোতি ছীয়তেহন্যতরা স যথৈক-  
পাদব্রহ্মসংখ্যে বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষাত্যেবমস্ম যজ্ঞো রিষ্যতি  
যজ্ঞৎ রিষ্যন্তং যজ্ঞমানোহনু রিষ্যতি স ইষ্টু পাপীয়ান্ ভবতি ।

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ান্না ব্রহ্মা  
ব্যববর্ত্ত্যভে এব বর্তনীৎ সৎস্কুর্বন্তি ন ছীয়তেহন্যতরা ।

স যথোভয়পাদব্রহ্মসংখ্যেবোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতি-  
তিষ্ঠত্যেবমস্ম যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজ্ঞমানোহনু  
প্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্টু শ্রেয়ান্ ভবতি । ১—৫ ।

প্রজ্ঞাপতিলৌকানভ্যতপন্তেষাং তপ্যমানানাত্ম রসান্ প্রাহুহ-  
দগ্নিং পৃথিব্যা, বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যাং দিবঃ ।

স এতাস্তিশ্রো দেবতা অভ্যতপং তাসাং তপ্যমানানাত্ম রসান্  
প্রাহুহদগ্নেঋচো বায়োর্ষজৃৎষি সামাদিত্যাং ।

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপং তস্মাস্তপ্যমানান্না রসান্ প্রাহুহ-  
তুরিত্যাগন্তো ভুবারিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ।

তদাদ্যাক্তো রিষ্যেৎ ভূঃ স্বাহেতি গাহর্পত্যে জুহুয়াদৃচামেব  
তদ্রসেনর্চাং বীর্ঘ্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টৎ সন্দধাতি ।

অথ যদি যজুষ্ঠো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাখৌ জুহুয়াং যজুবা-  
মেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্ঘ্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টৎ সন্দধাতি ।

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াং সাম্ভা-  
মেব তদ্রসেন সাম্ভাং বীর্ঘ্যেণ সাম্ভাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টৎ সন্দধাতি ।

তদাখা লবণেন সুবর্ণৎ সন্দধ্যাং সুবর্ণেন রজতৎ রজতেন ত্রপু  
ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু চর্ম্মণা ।

ঋষমেযাং লোকানামাসাং দেবতানামস্ত্রাজ্য্যা বিদ্যান্না বীর্ঘ্যেণ

যজ্ঞস্ত বিরিষ্টং সন্দধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞে যত্রৈবংবিদু  
ব্রহ্মা ভবতি ।

এষ হ বা উদকপ্রবণো যজ্ঞে যত্রৈবংবিদুব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদু  
হ বা এষা ব্রাহ্মণমসু গাথা যতো যত আবর্ততে তত্তদগচ্ছতি ।

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরুনখাহভিরক্ষত্যেবংবিদ্ব বৈ ব্রহ্মা  
যজ্ঞং যজমানং সর্বাংশ্চত্বিঃকোহভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব  
ব্রহ্মাণং কুর্কীত নানেবংবিদং নানেবং বিদম্ :—১০ ।

ছা, ৪ । ৬ । ১৬ । ১৭ ।

যজ্ঞকৃতপ্রতিবিধানার্থমাহ এষ ইতি । ‘যঃ অয়ং পবতে’ ষায়ুঃ ‘এব’—‘হ বৈ’ এসিকে—‘বজঃ’  
‘এব হ’ ‘বন্’ গচ্ছন্ ‘ইং সর্গং পুনাতি’ । ‘বৎ’ বস্যাৎ ‘এব বন্ ইং সর্গং পুনাতি’ ‘তন্নাৎ এব এব  
বজঃ’ । ‘তত্’ যজ্ঞস্ত ‘বাক্ চ ননঃ চ’ ‘বর্তনী’ মার্গো—ভাভ্যাং বজঃ অবর্ততে ইতি হেতোঃ ।

‘তরোঃ’ বর্তন্তোঃ ‘অন্ততরাং’ মনোলক্ষণাং বর্তনীং ‘ব্রহ্মা’ ঋত্বিক্ মৌনিষ্ঠাং ‘মনসা’ মনমেন  
‘সংস্করোতি’ । ‘অন্ততরাং’ বাগ্‌লক্ষণাং বর্তনীং ‘হোতা মধ্বরূপাঃ উপাসাতা’ ‘বাচা’ মন্ত্রোচ্চারণেন  
সংস্কর্যতি । ‘বত্র’ ‘প্রাতিরনুবাকে’ শব্দে ‘উপাকৃতে’ প্রারকে ‘স’ ব্রহ্মা ‘পরিধানীয়াস’ ঋচঃ ‘পুয়া’  
পূর্বং ‘ব্যববদতি’ মৌনং পরিত্যজতি ।

‘অন্ততরান্ এব বর্তনীং’ বাগ্‌লক্ষণাং সংস্করোতি । স্ততরাং ‘অন্ততরা’ মনোবর্তনী ‘হীরতে’  
হিস্রীভবতি । ‘বখা’ ‘স’ ‘একপাৎ’ পুরুষঃ ‘ব্রজন্’ গচ্ছন্, ‘রথঃ’ বা একেন চক্রেণ বর্তমানঃ ‘গচ্ছন্’  
‘রিযাতি’ কণোতি ‘এবন্’ ‘অত্’ যজমানস্ত ‘বজঃ’ ‘বিযাতি’ কতং প্রাপ্নোতি । ‘বজং রিযন্তন্’  
‘অত্’ যজমানঃ ‘রিযাতি’ কণোতি । ‘স’ তং বজম্ ‘ইষ্ট্রা’ ‘পাপীয়ান্ ভবতি’ ।

‘অথ বত্র’ প্রাতিরনুবাকে ‘উপাকৃতে’ ‘পরিধানীয়াসঃ’ ঋচঃ ‘পুয়া ব্রহ্মা ন ব্যববদতি’, ‘উতে এব  
বর্তনীং বর্তন্তো সর্কে ঋত্বিকঃ ‘সংস্কর্যতি’, ‘ন’ ‘অন্ততরা’ ‘হীরতে’ ।

‘বখা স পুরুষঃ উতরণাৎ ব্রজন্’ ‘রথঃ’ বা উভাভ্যাং চক্রাভ্যাং ‘বর্তমানঃ’ ‘প্রতিভিষ্ঠতি’ অবিনতন্  
বর্ততে, ‘এবন্’ ‘অত্’ ‘বজঃ’ ‘প্রতিভিষ্ঠতি’ । ‘স’ বজম্ ‘ইষ্ট্রা’ ‘প্রায়ান্ ভবতি’ । ১—৫ ।

বজরেবে ব্যাহতিহোমঃ প্রারম্ভিকমন্তস্তদর্শং ব্যাহতিয়োবিধাতব্য্য ইত্যাহ—‘প্রজাপতিঃ লোকান্  
অভ্যাতপৎ’, ‘তেষাং তপ্যমানানাং’ লোকানাং ‘রসান্’ ‘প্রারুহৎ’ উচ্কৃতবান্ । কান্ রসান্ ‘অগ্নিঃ’  
রসং ‘পৃথিয্যাঃ’, ‘বায়ুঃ’ রসম্ ‘অন্তরিক্ষাৎ’, ‘আদিত্যাং’ রসং ‘দিবঃ’ ।

‘স’ প্রজাপতিঃ এতাঃ তিষ্যঃ ‘দেবতাঃ’ ‘অভ্যাতপৎ’, ‘তাং তপ্যমানানাং’ ‘রসান্ প্রারুহৎ’ ।  
কান্ তান্ ? ‘অগ্নেঃ ঋচঃ’, ‘বারোঃ বজ্রং’, ‘আদিত্যাং’ ‘সাম’ ।

‘স’ প্রজাপতিঃ ‘এতাং ত্রয়ীং বিদ্যাং’ ‘অভ্যাতপৎ’ । ‘তন্তাঃ তপ্যমানানাং’ ‘রসান্ প্রারুহৎ’ ।  
কান্ তান্ । ‘ভূঃ ইতি ঋগ্‌ভাঃ’, ‘ভুবঃ ইতি যজুর্ভাঃ’ ‘বন্ ইতি সামভাঃ’ ।

‘তৎ’ তত্ যজ্ঞে ‘বদি’ ‘ঋত্’ ঋত্বিনিষ্ঠং ‘রিযোৎ’ কতং প্রাপুয়াৎ বজঃ, ‘ভূঃ বাহা ইতি’  
‘গাহপতো’ অগ্নৌ ‘জুহবাৎ’ । ‘তৎ’ ততঃ ‘ঋচান্ এব’ ‘রসেন’ ঋচাং ‘বীৰ্যোণ’ ওজসা ‘ওচাং  
বজ্রত্’ ঋকসবহিনো যজ্ঞস্ত ‘বিরিষ্ট’ কতং ‘সন্দধাতি’ প্রতিসন্ধতে ।

‘অথ যদি বজ্জঃ রিষোৎ’, ‘তুং বাহা ইতি’ ‘হৃদ্বিগারো জুহবাৎ’। ‘তৎ’ ততঃ ‘বজ্জবান্’ এষ রসেন ‘বজ্জবান্ বীৰ্যোণ’ ‘বজ্জবান্ বজ্জত্’ ‘বিরিষ্টঃ’ ‘সম্বাতি’।

‘অথ যদি সামন্তো রিষোৎ’, ‘বঃ বাহা ইতি’ ‘আহবনীয়ে’ অগ্নৌ ‘জুহবাৎ’, ‘তৎ’ ততঃ ‘সামান্’ এষ রসেন ‘সামান্ বীৰ্যোণ’ ‘সামান্ বজ্জত্’ ‘বিরিষ্টঃ’ ‘সম্বাতি’।

‘তৎ যথা’ ‘লবণেন’ ক্ষারেণ বহিষোগাৎ ত্রবীকৃতঃ ‘স্ববর্ণঃ’ ‘স্ববর্ণেন’ সম্বাৎ’, ‘রজতঃ রজতেন’, ‘তপু ক্রপুণা’, ‘সীসং সীসেন’, ‘লোহং লোহেন’, ‘দারু চর্দণা’ সম্বাৎ—

‘এবম্ এবাং লোকানাম্’, ‘আসাং দেবতানাম্’, ‘অন্তাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যারঃ’ ‘বীৰ্যোণ’ ওজসা ‘বজ্জত্’ ‘বিরিষ্টঃ’ ‘সম্বাতি’। ‘বজ্জ’ বজ্জে ‘এবংবিৎ ত্রজ্জা’ ঋষিক্ ভবতি, ‘ভজ্জ’ যজ্জে ‘এব বৈ যজ্জঃ’ ‘ভেবজ্জকৃতঃ’ ভেবজেন ঔবধেন ইব কৃতঃ প্রতিকৃতঃ সংস্কৃত ইতি বাবৎ ভবতি হুচিকিংসকেন ইব ত্রজ্জা ইতি শেবাঃ।

‘বজ্জ’ যজ্জে ‘এবংবিৎ ত্রজ্জা’ ‘ভবতি’, ‘এব হ বৈ’ যজ্জঃ ‘উব্ধ্ প্রবণঃ’—স্বর্গহারপ্রবণঃ ভবতি। ‘এবংবিৎ ত্রজ্জাণম্’ অম্ ‘বতঃ বতঃ’ কর্মপ্রদেশাৎ ‘এবা গাথা’ ত্রজ্জাঃ স্তুতিপরা ‘আবর্ততে’—তদনুরূপ-ব্যাপারতরা স্তুতিমতী প্রকাশতে ‘তৎ তৎ’ তত্র তত্র ‘গচ্ছতি’ প্রাপ্নোতি পরিপাগরতীতি বাবৎ—

‘মানবঃ’—সোনাচরণাৎ মনবাৎ জ্ঞানবস্থাৎ বা—‘ত্রজ্জা’ এব একঃ ঋষিক্ ‘কুন্ন’ কত্ ‘ন’ ঋষিজঃ’ তৈঃ সান্বিতানাং দোষণান্ অগহারার। ‘অম্বা’ বড়বা বোধান্ আরুঢ়ান্ যথা ‘অভিরক্ষতি’, তথা ‘এবংবিৎ হ বৈ ত্রজ্জা’ ‘যজ্জঃ’ যজমানঃ সর্কান্ চ ঋষিজঃ’ ‘অভিরক্ষতি’; ‘তন্নাৎ’ ‘এবংবিদম্’ এব ত্রজ্জাণঃ ‘কুর্কীত’, ‘ন অনেবংবিদম্’ ‘ন অনেবংবিদম্’। বিরভ্যাসোহধ্যায়সমাপ্তার্থঃ।

এই যিনি বহমান (বায়ু) ইনিই যজ্জ, কেন না ইনি বহমান হইয়া এ সকলকে পবিত্র করেন। যেহেতুক ইনি এই সকলকে পবিত্র করেন, তাই ইনি যজ্জ। বাক্ মন ইহার দুইটি মার্গ।

সে দুই মার্গের (মনোলক্ষণ) অন্যতর মার্গ ত্রজ্জা মনের দ্বারা শোধান করেন; হোতা অধ্বৰ্য্য ও উল্লাতা (বাগ্লক্ষণ) অন্যতর মার্গ বাক্ দ্বারা শোধান করেন। প্রাতঃকালে সেই ত্রজ্জা যখন অনুবাক আরম্ভ করেন তখন তিনি পূৰ্ব পরিধানীয় ঋক্ সকল উচ্চারণ করিয়া কথা কন।

ইহাতে অন্যতর (বাগ্লক্ষণ) মার্গের শোধান হয় অন্যতর (মনোলক্ষণ) মার্গ হীন হইয়া পড়ে। এক পদে গমন করিলে বা এক চক্র থাকিলে যে প্রকার বৈফল্য হয়, যজ্জ সেই প্রকার ইহাতে বিফল হইয়া থাকে। যজ্জ বিফল হইলে যজমান বিফল হয়, সে ব্যক্তি সেই যজ্জকে দর্শন করিয়া পাপীয়ান্ হয়।

অনন্তর যজ্ঞস্থলে প্রাতঃকালে অনুবাক আরম্ভ করিবার পূর্বে ত্রজ্জা পরিধানীয়া ঋক্ সকল উচ্চারণ করেন না, সে স্থলে উভয় মার্গই পরি-শোধিত হয়, অন্যতর মার্গ হীন হয় না।

দুই পদে গমন করিলে বা দুই চক্র থাকিলে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকে। যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যজ্ঞমান তৎপশ্চাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, যজ্ঞমান সে যজ্ঞ যাজনা করিয়া ঐশ্বর্যসম্পন্ন হয়।

প্রজাপতি লোকসকলকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান সেই সকলের রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন। পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, দ্ব্যলোক হইতে আদিত্য।

প্রজাপতি এই তিন দেবতাকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান সেই তিন দেবতার রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন—অগ্নি হইতে ঋক, বায়ু হইতে যজুঃ, এবং আদিত্য হইতে সাম।

তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যাকে অভিতপ্ত করিলেন। তপ্যমান ত্রয়ী বিদ্যার রস তিনি উদ্ধৃত করিলেন—ঋক হইতে ভু, যজু হইতে ভুব এবং সাম হইতে স্রু।

তাই ঋক হইতে বৈকল্য উপস্থিত হইলে ‘ভুঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে গার্হ-পত্য অগ্নিতে হবন করিবেক। ঋকসমূহেরই সেই রসে, ঋকসমূহেরই বীৰ্য্যে ঋকসমূহঘটিত যজ্ঞের সেই ক্ষত যুড়িয়া যায়।

অনন্তর যদি যজু হইতে বৈকল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ‘ভুবঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হবন করিবেক। যজুঃসমূহেরই সেই রসে, যজুঃসমূহেরই বীৰ্য্যে, যজুঃসমূহঘটিত যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়।

অনন্তর যদি সাম হইতে বৈকল্য উপস্থিত হয় ‘সঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে হবন করিবেক, সামেরই সেই রসে, সামেরই বীৰ্য্যে সামঘটিত সেই যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়।

ক্ষারযোগে (দ্রবীভূত) স্রবর্ণকে যেমন স্রবর্ণে, রক্ততকে রক্ততে, ত্রপুকে (তিন) ত্রপুতে, নীসকে নীসাতে, লোহকে লোহে; দারুকে চর্শ্বে ষোড়ায়, তেমনি এই সকল দেবতার ত্রয়ী বিদ্যার বীৰ্য্যে যজ্ঞের ক্ষত যুড়িয়া যায়। যে যজ্ঞে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রহ্মা থাকেন, সে যজ্ঞ ভেষজসংস্কৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ অভিজ্ঞ ব্রহ্মা যে স্থলে থাকেন, সে স্থল উদক (স্বর্গদ্বার) প্রাণ। যে যে স্থল হইতে দৈর্ঘ্য অভিজ্ঞ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া গাথার আবৃত্তি হয় সেই সেই স্থলে [ক্ষতসন্ধানব্যাপার] উপস্থিত হয়।

এক মোনাচারী ঋত্বিক্ ব্রহ্মাই বড়বা [ যেমন আরোহী ব্যক্তিগণকে তেমনি ] অপরাপর ঋত্বিক্গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ঈদৃশ অভিজ্ঞ ব্রহ্মাই যজ্ঞকে, যজ্ঞমানকে এবং সমুদায় ঋত্বিক্গণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাই ঈদৃশ অভিজ্ঞকেই ব্রহ্মা করিবে, যিনি এরূপ অভিজ্ঞ নন তাঁহাকে ব্রহ্মা করিবে না, তাঁহাকে ব্রহ্মা করিবে না । ১—১০ ।

ভাব—বেদে তিনটি দেবতা প্রধান । তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের দোষ-নিরসন হয় । এখানে সেই দোষনিরসনের উপায় কথিত হইয়াছে । এখানকার বিশেষ কথা অধ্যায়প্রপুর্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে ।

উদক্ প্রবণ—উদক্ উত্তর । শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় উত্তর দিক্ স্বর্গের দ্বার । যজ্ঞকারীর পাপ পথে নহে কিন্তু গুণের পথে গতি হয় এটি রূপকে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

২৭ । স হোবাচ কিং মেহম্নং ভবিষ্যতীতি যংকিঞ্চিদদমাশ্বভ্যা  
আ শকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্ত্রান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং  
ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনান্নমং ভবতীতি ।

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যা প ইতি হোচুস্তদ্বাদ্বা  
এতদশিমাস্তুঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চান্তিঃ পরিদধতি লন্তুকোহ বাসো  
ভবত্যানগ্নৌ হ ভবতি ।

তদ্বৈতং সত্যকামো জ্বাৰালো গোষ্ঠতয়ে বৈয়াত্ৰপদ্যায়ো-  
ক্তোবাচ যদ্যপোনচ্ছ কায় স্বাগবে ক্রয়াজ্জায়েরম্বেশ্বিৎস্বাৎস্বাঃ  
প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ।

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবশ্রায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্ত্যাং রাত্রৌ  
সর্কৌষধস্তা মম্বং দধিমধুনোরুণমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যাগ্না-  
বাজ্রাস্ত্র হুত্বা মম্বে সম্পাতমবনয়েৎ ।

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যাগ্নাবাজ্রাস্ত্র হুত্বা মম্বে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতি-  
ষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যাগ্নাবাজ্রাস্ত্র হুত্বা মম্বে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহে-  
ত্যাগ্নাবাজ্রাস্ত্র হুত্বা মম্বে সম্পাতমবনয়েৎ ।

অথ প্রতিস্থপ্যাঞ্জলৌ মম্বধাধায় জপত্যমোনামা স্ত্রমা হি তে

সৰ্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা ত্রৈষ্ঠং শ্রৈষ্ঠম্  
রাজ্যমাধিপত্যং সময়ত্বহমেবেদং সৰ্বমসানীতি ।

অথ খণ্ডেয়রূপা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্ণীমহ ইত্যামতি ।  
যয়ং দেবস্ত ভোজনমিত্যামতি তুরং ভগস্ত ধীমহীতি সৰ্বং  
পিবতি ।

নিৰ্বিজ্য কথং চমসং বা পশ্চাদগেঃ সংবিশতি চক্ষুণি বা  
হৃদ্রলে বা বাচংষমোহপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্বেৎ সমৃদ্ধং কশ্মেতি  
বিদ্যাৎ । তদেষ শ্লোকঃ,

যদা কশ্মসু কাম্যেযু স্ত্রিয়ং স্প্রেযু পশ্চতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াতস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে

তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥

ছা, ৫। ৭। ২। ১—৮ ।

বাগদীনং সংবাদে প্রাপ্ত ব্রহ্মঃ প্রতিপাদ্য ততোপাসনমাহ সহতি । 'স হ' মুখ্যঃ প্রাণঃ  
'উবাচ'—'কিং মে অন্নং ভবিষ্যতি' 'ইতি' । 'আবভাঃ আপকুনিভাঃ' 'যৎ কিঞ্চিৎ ইদং'—সৰ্বৈঃ  
অগ্ন্যানং সৰ্বং—'তৎ' তব অন্নম্ 'ইতি হ' 'উচুঃ' বাগদয়ঃ । 'তৎ বৈ' 'এতৎ সৰ্বম্' 'অনন্ত'  
প্রাপ্ত 'অন্নম্' । 'অনঃ ইতি'—সৰ্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তিগণনাৎ—প্রাপ্ত 'প্রত্যকং নাম' । 'এবং-  
বিবি' প্রাণস্য সৰ্বান্নাত্ত্বজ্ঞানবতি 'কিঞ্চন ন হ বৈ' 'অনন্নং' 'ভবতি' 'ইতি' ।

স চ মুখ্যপ্রাণ উবাচ—'কিং মে বাসঃ ভবিষ্যতি' 'ইতি' । 'আপঃ' 'ইতি হ' 'উচুঃ' বাগদয়ঃ ।  
'তন্মাৎ' অবাসস্থানং 'এতৎ' অন্নম্ 'অশিষান্তঃ' ভোক্তায়াণাং ভুক্তবন্তঃ চ 'পূরতাৎ' ভোজনাত পূৰ্বম্  
'উপরিষ্টাৎ' ভোজনাত উচ্চং চ 'মতিঃ' বাসস্থানীয়াতিঃ 'পরিদধতি' পরিহিতং কুরুন্তি । এতেন কিং  
ভবতি ? বাসঃ—করং লভুকঃ লভনশীলঃ ভবতি প্রাণঃ ; এবং বাসোলভনং 'অন্নং পূনঃ' 'ভবতি' ।

'তৎ হ এতৎ' প্রাণদর্শনং 'সত্যকামঃ জাবালঃ' 'বৈরাগ্যপদ্যার' ব্যাসপ্রদস্যাপত্যার 'গৌস্তরং'  
'উক্তা' । 'উবাচ'—'বদাপি এনং' এতৎ প্রাণদর্শনং 'শুকার স্থাপবে' 'জরাৎ' প্রাণবিৎ 'জারেয়ন্' উৎপ-  
দ্যেয়ন্ এবং 'অস্মিন' স্থাণো 'শাখাঃ' 'প্রোহেয়ুঃ' 'পলাশানি' পত্রাণি চ 'ইতি' ।

'অথ' অনন্তরং 'বহি' 'মহৎ' মহৎ 'জিগমিষেৎ' গন্ত্য প্রাপ্তুম্ ইচ্ছেৎ, তদা 'অমাবাস্যারাতং'  
'দীক্ষিতা'—দীক্ষিত ইব ভূমিশরনারিনিরমং কৃদ্ধা—'পৌর্ণমাস্যং যাজ্ঞৌ' 'সৰ্বৌষধ্যস্য' গ্রামারণ্য-  
জাতস্য 'মহৎ' পিষ্টং 'দধিমধুনোঃ' 'উপমধা' পিষ্ট—'জ্যেষ্ঠার জ্যেষ্ঠার বাহা' 'ইতি' 'অন্নৌ' 'আজ্যস্য'  
আবাপস্থানে 'হৃদা' 'মহে' পিষ্টে 'সম্পাতং' প্রবসংলগ্নাজ্যসংগ্রহম্ 'অবনয়েৎ' অধঃপাতয়েৎ ।

'বসিষ্ঠার বাহা' 'ইতি' 'অন্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হৃদা' 'মহে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ' ; 'প্রতিষ্ঠার বাহা'  
'ইতি' 'অন্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হৃদা' 'মহে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ' ; 'সম্পাদে বাহা' 'ইতি' 'অন্নৌ'  
'আজ্যস্য' 'হৃদা' 'মহে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ' ; 'আরভনার বাহা' 'ইতি' 'অন্নৌ' 'আজ্যস্য' 'হৃদা'  
'মহে সম্পাতম্' 'অবনয়েৎ' ।

অথ হবনান্তরং 'প্রতিস্থপা' অগ্নেঃ ইবদপহৃত্য 'অগ্নদৌ' 'বহুং পিষ্টম্' 'জাধার' 'জগতি'—  
 "অমোনানাহসামা হি তে সর্কসিনম্" ইত্যাদি। অমঃ ইতি প্রাপ্ত নাম। হে বহু, হুম্ অমোনান্  
 প্রাপনামা অসি। কথম্? 'হি' বস্মাৎ 'তে' তব 'জমা' ত্রিরসী সহ একত্র সম্বন্ধে 'সর্কস্' ইদং  
 জগৎ। 'স' হি' প্রাপ্তভূতঃ বহুঃ 'জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ' 'রাজা' 'অধিপতিঃ'। 'স' 'মা' সাং 'জ্যেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাং  
 রাজ্যম্' 'আধিপত্যং' 'সমরতু' 'প্রাপন্নতু' 'অহম্' এব 'ইদং সর্কস্' 'অনানি' ভবানি তাবান্নোয়ম্।

'অথ' অনন্তরম্ 'এতরাং চ' 'পূজঃ' পাদশঃ—মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেন একৈকপ্রাসম্ 'জাচামতি'  
 ভক্ষয়তি। "তৎ সবিভূত্বং ধীমহি"—ইতি জাচামতি—সবিতুঃ সর্ককর্মণামভ্যাসুজাতুঃ কলাপপ্রসবিতুঃ  
 'তৎ' ভোজনং—ধনমিতি নিরুক্তম্—সম্বরুপভোজনং 'বৃধীমহে' প্রার্থয়েমহি 'ইতি' 'সম্বম্' 'জাচামতি'  
 ভক্ষয়তি; 'বরং দেবত্ব ভোজনম্' ইতি 'জাচামতি' সম্বং ভক্ষয়তি—দেবস্য দ্যোতনশীলস্য বরম্  
 ইতি পূর্বেণাখ্যঃ। "শ্রেষ্ঠং সর্কধাতমম্" ইতি জাচামতি ভক্ষয়তি—শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমং সর্কধাতমং  
 সর্কস্য ধারয়িতৃতমম্ ইতি পরেণাখ্যঃ। "ভুরং ভগস্য ধীমহি" ইতি সর্কঃ পিবতি—ভগস্য  
 প্রাতঃকালীনতবোজ্ঞেভ্যঃ আহিতাস্য ভুরম্—'বমঃ তুর্গতিঃ'—ইতি নিরুক্তম্—তদধিষ্ঠিতরিপুসংহরণ-  
 সামর্থ্যং বরং ধীমহি চিন্তয়েমহি আত্মশুদ্ধার্থমিতি বাবৎ। এবং সম্বং পিবতো ভবতি পাণহরণমিত্য-  
 ভিপ্রায়েণ 'ইতি' নিরবশেষং সম্বং 'পিবতি'।

'কঃসং' পানপাত্রং 'চমসং বা' 'নির্ধিমা' প্রকাল্য 'অগ্নেঃ' 'পশ্চাৎ' পশ্চাত্তাপে 'চর্মণি বা' 'হৃত্তিলে'  
 কেবলান্নাং ভূমৌ 'বা' 'বাচং বমঃ' বাগভ্যঃ 'অগ্নসাহঃ' সংবচতিভ্যঃ সন্ 'সংবিশতি' বাগং ভজতি;  
 'স' যদি বগ্নে ত্রিরং পশ্চৎ 'কর্ম সম্বন্ধম্' 'ইতি' 'জানীয়াৎ'।

'তৎ' তস্মিন্ অর্থে 'এব লোকঃ'—'বদা কামোহু' সকামেহু 'কর্মহু' 'বগ্নে' 'ত্রিরং' 'পশ্চতি', 'তস্মিন  
 বগ্ননিদর্শনে' 'তত্র' কর্মণি 'সম্বন্ধি' সকলভাৎ 'জানীয়াৎ'। বিব্রক্তিঃ কর্মসমাপ্তার্থা।

সেই [মুখ্যপ্রাণ] বলিলেন, কি আমার অন্ন হইবে? তাহারা  
 বলিল, কুকুর হইতে পক্ষী হইতে এ বাহ্য কিছু [সকলই তোমার অন্ন  
 হইবে]। এ সকলই তাই অনের [প্রাণের] অন্ন। অনই প্রাণের  
 প্রত্যক্ষ নাম। যিনি এরূপ জানেন তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই অনন্ন নহে।

সেই [মুখ্যপ্রাণ] বলিলেন, কি আমার বসন হইবে? তাহারা  
 বলিল—জল। তাই তাঁহারা [প্রাণ বিজ্ঞানকে] সত্যকাম জাবাল  
 ব্যাখ্যাপদের অত্য গোশ্রুতিকে বলিয়া বলিয়াছিলেন, যদি এটিকে শুষ্ক  
 স্থাণুকে বলা হয়, তখনই উহা জীবিত হয়, শাখা ও পত্র জন্মায়।

অনন্তর মহত্বপ্রাপ্তির অভিপ্রায় করিলে অমাবস্তাতে দীক্ষিত হইয়া  
 পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্কৌষধ সম্ব (পিষ্ট) দধি ও মধুর দ্বারা মথন করিয়া  
 'জ্যেষ্ঠার শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বত হবনপূর্বক শ্রবসংলগ্ন দ্বত  
 সম্ব অস্তিত করিবেক।

'বসিষ্টায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বত হবনপূর্বক শ্রবসংলগ্ন দ্বত

মন্ডে অবতারিত করিবেক । ‘প্রতিষ্ঠার স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বত হবনপূরক ঞ্জবসংলগ্ন দ্বত মন্ডে অবতারিত করিবেক । ‘আন্নতনায় স্বাহা’ এই মন্ত্রে অগ্নিতে দ্বত হবনপূরক ঞ্জবসংলগ্ন দ্বত মন্ডে অবতারিত করিবেক ।

অনন্তর অগ্নির সমীপ হইতে দৈবং সরিয়া মন্ড অঞ্জলিতে রাখিয়া জপ করিবেক—‘হে মন্ড, তুমি প্রাণনামা, কেন না এসকল তোমার ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ ।’ তিনিই জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজা অধিপতি । তিনি আমায় জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব রাজাধিপতি অর্পণ করুন । এসকল আমিই হই ।

অনন্তর এই ঋকের \* এক এক পাদে [ এক এক গ্রাস ] ভক্ষণ করিবেক । ‘সবিতার সেই [ ভোজন ] আমরা প্রার্থনা করি এই বলিয়া ভক্ষণ করে ; আমরা দেবের ভোজন’ এই বলিয়া ভক্ষণ করে । ‘শ্রেষ্ঠ সকলের ধারয়িতা এই বলিয়া ভোজন করে । ভজ্ঞনীর রিপুহরণ সামর্থ্যকে চিন্তা করি এই বলিয়া সমগ্র ভোজন করে ।

পানপাত্র বা চমস প্রক্ষালন করিয়া অগ্নির পশ্চাত্তাগে চর্ম্ম বা শ্মশ্রুণে (নংস্কৃত ভূমিতে) বাগ্ধত সংযতচিত্ত হইয়া নিদ্রা ঘাইবে । সে যদি [ স্বপ্নে ] জ্ঞী দেখে কর্ম্মের সফলতা জানিবেক । সেই অর্থে এই শ্লোক ।

কাম্য কর্ম্মে যৎকালে স্বপ্নে জ্ঞী দেখে, সেই স্বপ্ননিদর্শনে—সেই স্বপ্ন নিদর্শনে—কর্ম্মের সফলতা জানিবেক ।

তাব—যজ্ঞ বিস্ববহল । এই যজ্ঞকে নিশ্চিহ্ন করা মানবের সাধ্যাত্ত নহে এই দেখিয়া পরসময়ে যজ্ঞের অনাদর ঘটয়াছে । বেদ যজ্ঞপ্রধান, বেদ হইতে বেদান্তে কেন সমাগম হইল তাহার কারণ এখানে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । যজ্ঞের দ্রব্যাসমুদায়কে মন্ডে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে প্রাণকে—অপরোক্ষ ব্রহ্মকে অবলোকন করত সেই মন্ডকে ভোজন করিবেক । মন্ডভোজনকালে সেই প্রাণের প্রেরয়িতার (সবিতার) রিপুহরণ সামর্থ্য চিন্তা করিবে । সাগ্নন এখানে সবিতৃশব্দের প্রেরক অর্থ করিয়াছেন । বেদান্তে প্রেরয়িতার প্রাধাত্য । প্রেরয়িতার সহিত সাধকের যোগ হইলে রিপুগণ ভদধীন হয়, তাহারই প্রেরণাভাসে কাৰ্য্য করে । স্তবরাং আত্মবিগতির

\* তৎসবিতুর্ভরগীমহে বরং দেবত্ব ভোজনম্ । শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুং ভগন্ত ধীমহি । ৫৮;



আর কোন অন্তরায় থাকে না। মহত্বের সাধারণ ভোজনসামগ্রী গ্রহণ করিলে সাধক-  
মাত্রসংকে এই বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার নিয়োগ হয়। অরশক্তিমধ্যে ভগবৎপ্রেরণাদর্শন-  
পূর্বক উহার ভোজনে রিপুসংহরণ হয়, ইহা সাধকমাত্রের বুদ্ধিগোচর বিষয়।

২৮। প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলযিরিন্দ্রদুস্মো  
ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুডিল আশ্বতরাশ্বিন্তে হৈতে মহাশালা  
মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাককুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ।

তে হ সম্পাদয়াক্কুরুদালকোবৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতী-  
মমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তৎ হস্তাভাগচ্ছমেতি তৎ হাভ্য-  
জগ্মুঃ ।

স হ সম্পাদয়াক্কার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া-  
স্তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপংশ্রে হস্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ।

তান হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোহয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং  
বৈশ্বানরমধ্যেতি তৎ হস্তাভাগচ্ছমেতি, তৎ হাভ্যাজগ্মুঃ ।

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হণি কারয়ক্কার স হ প্রাতঃ  
সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপো নানা-  
হিতাগ্নিনাবিদ্বান্ন স্মৈরী স্মৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোহহ-  
মস্মি বাবদেকৈকস্মা শ্বস্বিজৈ ধনং দাত্যামি তাবদ্ভগবন্ত্যো দাত্যামি  
বসন্ত ভগবন্ত ইতি ।

তে হোচুর্গেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেৎ তং হৈব বদেদাত্মানমে-  
বেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি তমেব নো ব্রহ্মীতি ।

তান হোবাচ প্রাতর্বো প্রতিবক্তাহস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ  
পূর্কান্নে প্রতিচক্রমিহে তান্ হানুপনীয়েবৈতছুবাচ । ১—২ ।

ঔপমন্যব, কং ত্বমাত্মানমুপাস্মে ইতি দিবসেব ভগবো রাজমিতি  
হোবাচৈষ বৈ সূতেক্ষা আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্মে  
তন্মাত্তব সূতং প্রসূতমাসূতং কুলে দৃশ্যতে ।

অংস্তম্ভং পশুদি প্রিয়মভ্যমং পশুতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চসং

কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূৰ্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি  
হোবাচ মূৰ্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যাদ্যত্মাং নাগমিষ্য ইতি । —২ ।

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিঃ প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মান-  
মুপাস্তে ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ  
আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্তে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কূলে  
দৃশ্যতে ।

প্রযতোহশ্বতরীরথো দাসীনিকোহংসামং পশ্বসি প্রিয়মত্ম্যমং  
পশ্বতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চসং কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বা-  
নরমুপাস্তে চক্ষুর্দেহতদাত্মন ইতি হোবাচাক্ষোভবিষ্যোযত্মাং নাগ-  
মিষ্য ইতি । :—২ ।

অথ হোবাচেন্দ্রদ্বান্নং ভল্লবেয়ং ঐয়াত্রপদ্য কং ত্বমাত্মান-  
মুপাস্তে ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বজ্রাত্মা  
বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্তে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথ-  
শ্রেণযেহনুরন্তি ।

অংস্ত্রমং পশ্বসি প্রিয়মত্ম্যমং পশ্বতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চসং  
কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি  
হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যাদ্যত্মাং নাগমিষ্য ইতি । ১ । ২ ।

অথ হোবাচ জনথু শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্তে ইত্যাকাশ-  
মেব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং  
ত্বমাত্মানমুপাস্তে তস্মাত্ত্বং বহুলোহসি প্রজয়া চ ধনেন চ ।

অংস্ত্রমং পশ্বসি প্রিয়মত্ম্যমং পশ্বতি প্রিয়ং ভবত্যশ্ব ব্রহ্মবর্চসং  
কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি  
হোবাচ সন্দেহস্তে বাশীগ্যদ্যত্মাং নাগমিষ্য ইতি । ১—২ ।

অথ হোবাচ বুডিলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াত্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্তে  
ইতাপএব ভগবো রাজম্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরোহয়ং  
ত্বমাত্মানমুপাস্তে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিগানসি

অংশুম্নং পশুসি প্রিয়মত্ম্যমং পশুতি প্রিয়ং ভবত্যস্ত ব্রহ্মবর্চসং  
কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্তেষু আত্মন ইতি  
হোবাচ বস্তিস্তে বাভেৎশ্রাদ্যাত্মাং নাগমিষ্য ইতি । ১ । ২ ।

অথ হোবাচৌদ্ধালকমারুণিং গোতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্ম ইতি  
পৃথিবীমেব ভগবো রাঙ্কমিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো-  
হয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্মে তস্মাদ্ভং প্রতিষ্ঠিতোহসি প্রজয়া চ পশুতিশ্চ ।

অংশুম্নং পশুসি প্রিয়মত্ম্যমং পশুতি প্রিয়ং ভবত্যস্ত ব্রহ্মবর্চসং  
কূলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বোবাত্মন ইতি  
হোবাচ পাদৌ তে বাস্মাত্মোতাং যস্মাং নাগমিষ্য ইতি । ১ । ২ ।

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যুয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং  
বিদ্যাৎসোহম্মমথ যস্তে তমেবং প্রাদেশমাত্মমতিবিমানমাত্মানং বৈশ্বা-  
নরমুপাস্তে স সর্কেষু লোকেষু সর্কেষু ভূতেষু সর্কেষু স্নমন্তমতি ।

তস্ম হ বা এতস্মাত্মনো বৈশ্বানরস্য মুর্জৈব স্ততেজাশ্চক্ষুর্বিধরূপঃ  
প্রাণঃ পৃথগ্ভ্রাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ  
উরএব বেদিলোমানি বহির্জদয়ং গাহপত্যো মনোহৃদ্যাহার্য্যপচন  
আস্তমাহবনীয়ঃ । ১ । ২ ।

তদন্তত্ত্বং প্রথমাগচ্ছেক্কেমীয়ত্বং স যাং প্রথমামাত্মতিং জুহ-  
য়াং প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণত্প্যতি ।

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যতৃপ্যত্যাদিত্যে  
তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যংকিক দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধি-  
তিষ্ঠতস্তৃপ্যতি তস্মানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুতিরমাদ্যেন  
তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি । ১ । ২ ।

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহয়াং তাং জুহয়াদ্যানায় স্বাহেতি ব্যান-  
তৃপ্যতি ।

ব্যানেন তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাতৃপ্যতি  
চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশতৃপ্যন্তি দিক্সু তৃপ্যন্তীষু যংকিক দিশশ্চ

চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্প্যতি তস্মানুত্পিৎ ত্প্যতি প্রজয়া পশুভি-  
রমাদোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি । ১ । ২ ।

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেতাপান-  
স্থপ্যতি ।

অপানে ত্প্যতি বাক্ ত্প্যতি বাচি ত্প্যন্ত্যামগ্নিস্থপ্যাত্যাগ্নৌ  
ত্প্যতি পৃথিবী ত্প্যতি পৃথিব্যাং ত্প্যন্ত্যাং যং কিঞ্চ পৃথিবী চ.গ্নি-  
শ্চাধিতিষ্ঠন্ত তত্প্যতি তস্মানুত্পিৎ ত্প্যতি প্রজয়া পশুভিরমা-  
দোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি । ১ । ২ ।

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াং তাং জুহুয়াং সমানায় স্বাহেতি সমান-  
স্থপ্যতি ।

সমানে ত্প্যতি মনস্থপ্যতি মনসি ত্প্যতি পর্জন্মস্থপ্যতি  
পর্জন্মো ত্প্যতি বিদ্যুত্প্যতি বিদ্যুতি ত্প্যন্ত্যাং যং কিঞ্চ বিদ্যুচ্চ  
পর্জন্মশ্চাধিতিষ্ঠন্ত তত্প্যতি তস্মানুত্পিৎ ত্প্যতি প্রজয়া পশুভি-  
রমাদোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি । ১ । ২ ।

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াং তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেতুদান-  
স্থপ্যতি ।

উদানে ত্প্যতি বায়ুস্থপ্যতি বায়ৌ ত্প্যত্যাকাশস্থপ্যত্যাকাশে  
ত্প্যতি যং কিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠন্ত তত্প্যতি তস্মানুত্পিৎ  
ত্প্যতি প্রজয়া পশুভিরমাদোন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি । ১ । ২ ।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথান্বারানপোহ ভস্মনি  
জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্মাং ।

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্ম সর্কেষু লোকেষু  
সর্কেষু ভূতেষু সর্কেষান্নম্ হতং ভবতি ।

তদ্যথেষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবৎ হাস্ত সর্কে পাপ-  
কানঃ প্রদূরন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ।

তস্মাদু হৈবং বিদ্যা দ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্ত  
তবৈশ্বানরে হতং স্তাদিতি তদেষল্লোকঃ ।

যথেষ্ট ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্গুণাপাসতে ।

এবং সর্বাণি ভূতান্নগ্নিহোত্রমুপাসতে ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত  
ইতি । — ৬ । ছা, ৫ । ৭ । ১১—১৪ ।

বৈশ্বানরবিদ্যারভ্যতে প্রাচীনশাল ইতি । ‘ঔপমন্তবঃ’ উপমন্তোরপত্যং ‘প্রাচীনশালঃ’, ‘গৌলুবিঃ’  
‘পুলুস্তাপত্যং’ সত্যবজঃ’, ‘ভারবেরঃ’ ভরবেরপত্যম্ ‘ইন্দ্রছারঃ’, ‘শার্করাক্যঃ’ শর্করাক্তাপত্যম্  
‘জনঃ’, ‘আবতরাবিঃ’ অবতরাবস্তাপত্যং ‘বুড়িগঃ’ ‘তে হ’ ‘এতে’ ‘মহাশালাঃ’ মহাগৃহস্থাঃ, ‘মহা-  
শ্রোত্রিয়াঃ’ ঋতধ্যায়নবৃত্তসম্পরাঃ ‘সমেতা’ সত্ত্বর ‘মৌমাংসাং’ বিচারণাং ‘চক্ৰঃ’ কৃতবস্তঃ—‘কো নঃ’  
অস্মাকম্ ‘আত্মা’, ‘কিং ব্রহ্ম’ ইতি ।

যে ‘ভগবন্তঃ’, ‘আরুণিঃ’ অরুণস্তাপত্যম্ ‘উদালকঃ বৈ’ ‘ইমম্’ আত্মানং ‘বৈশ্বানরম্’ ‘অধোতি’  
স্মরতি জানাতি । ‘হস্ত’—ব্যাক্যরন্তে—‘তম্’ ‘অভ্যাগচ্ছাম’ ইতি ‘তে’ পুনঃ ‘সম্পাদয়াকক্’  
ঐকমত্যেন নিশ্চিতবস্তঃ । এবং নিশ্চিত্য তে পুনঃ ‘অভ্যাগচ্ছাম্’ ।

‘স’ আরুণিঃ পুনঃ তান্ দৃষ্ট্বৈব ‘সম্পাদয়াককর’ মস্ত্রিতবান্—‘ইমে মহাশালাঃ’ মহাশ্রোত্রিয়াঃ  
‘সংপ্রকৃতি’, ‘তেভ্যঃ’ আত্মানং ‘সর্বং’ প্রমোত্তরসমগ্রবিষয়জম্ ‘ইব’ ‘ন’ ‘প্রতিপত্তে’ ন স্বীকরি-  
ষ্যামি । ‘হস্ত’, ‘অহম্’ ‘অন্তম্’ উপদেষ্টারম্ ‘অমুশাসানি’ বক্ষ্যামি ইতি ।

‘তান্’ সমাগতান্ পুনঃ স উবাচ—হ ‘ভগবন্তঃ’, ‘কৈকেয়ঃ’ কৈকেয়স্ত্র পণ্ডিত্যম্ ‘অবগতিঃ’ বৈ  
‘সম্প্রতি’ ‘ইমম্’ আত্মানং ‘বৈশ্বানরম্’ ‘অধোতি’ । ‘হস্ত’ ‘তম্’ ‘অভ্যাগচ্ছাম’ ইতি । ইত্যুক্তা  
‘তম্’ অবগতিঃ তে ‘অভ্যাগচ্ছাম্’ ।

‘তেভ্যঃ’ পুনঃ ‘প্রাপ্তেভ্যঃ’ আগতেভ্যঃ ‘স’ অবগতিঃ ‘পৃথক্ পৃথক্’ ‘অর্হানি’ অর্হণানি ‘কার-  
ককার’ ভূতৈঃ পুরোহিতৈশ্চ । ‘স’ পুনঃ ‘প্রাতঃ সঞ্জিকালঃ’ শব্যং পরিত্যজন্ ‘উবাচ’ পরিগ্রহা-  
দৌষসংস্ফুটনায়—‘মে’ ম ‘জনপদে’ ‘ন’ ‘হেনঃ’ পরস্তাপহর্তা, ‘ন’ ‘কদর্বাঃ’ অদাতা, ‘ন’ মদ্যপঃ, ‘ন’  
অনাহিতাগ্নিঃ, ‘ন’ অবিদ্বান্ ‘ন’ ‘বৈরী’ পরদারেষু গম্ভা ‘কৃতঃ’ ‘বৈরিণী’ ছষ্টাচারিণী ত্যাহ । হে  
‘ভগবন্তঃ’, ‘অহং বৈ’ ‘বক্ষ্যমাণঃ’ বজ্রং চিকীর্ষুঃ অগ্নি ‘একৈকস্মৈ’ ‘ঋত্বজে’ ‘বাবৎ’ ‘ধনং’ ‘দাত্তামি’  
‘ভগবন্তঃ’ ‘তাবৎ ধনং’ ‘দাত্তামি’ । ‘ভগবন্তঃ’ ‘বসন্ত’ ইতি ।

‘তে’ পুনঃ ‘উচুঃ’—‘যেন এব’ ‘অর্ধেন’ প্রয়োজনেন ‘পুরুষঃ’ ‘চরেৎ’ গচ্ছেৎ, ‘তং’ পুনঃ ‘এব  
অর্থং’ বদেৎ । ন বয়ং ধনার্থিনঃ কিন্তু হি বৈশ্বানরজ্ঞানার্থিনঃ, স্ততরাম্—‘আত্মানম্’ ‘এব’ ‘ইমং’  
‘বৈশ্বানরম্’ ‘সম্প্রতি’ ‘অধোতি’ সমাক্ জানাসি, ‘তম্’ এব ‘নঃ’ অশ্রুত্যাং ‘ব্রহ্মি’ ।

‘তান্’ পুনঃ অবগতিঃ ‘উবাচ’—‘প্রাতঃ’ ‘বঃ’ বৃহত্যাং ‘প্রতিবক্তামি’ প্রতিব্যাক্যং দাতামি । ‘তে’  
পুনঃ ‘সমিৎপাণ্ডরঃ’ অপরেভ্যঃ ‘পূর্ব্বাহ্নে’ ‘প্রতিচক্ৰমিহে’ গতবস্তঃ । ‘তান্’ পুনঃ অসম্যগ্ভাবেন  
বৈশ্বানরোপাসনশীলত্বাৎ ‘অমুগনীর’ ‘এব’ উপনয়নমকুর্ভব ‘এতৎ’ বৈশ্বানরবিজ্ঞানম্ ‘উবাচ’ ।

হে ‘ঔপমন্তবঃ’, ‘কম্’ আত্মানং ‘বম্’ উপাস্মে ইতি । হে ‘ভগবঃ’ ভগবন্ ‘ব্রাহ্মন্’, ‘দিবঃ’  
ছানোকম্ ‘এব’ আত্মানং পুনঃ ইতি ঔপমন্তব ‘উবাচ’ । ‘এব বৈ’ অয়ং ‘স্তুতেভ্যঃ’ শোভনতেভ্যঃ

ইতি প্রসিদ্ধঃ 'বৈদ্যানরঃ' আত্মা, 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' উপাস্মে' । 'তন্মাৎ' 'তব' কুলে 'সুতম্' অভিযুক্তং সোমরূপং লভ্যত্বাৎ 'প্রসুতং' প্রকর্ষণে সুতম্, 'আসুতক' বজ্রীযদিনগণেশু 'দৃশ্যতে' ।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্' অংসি' 'প্রিয়ং' পশুসি' । অতোহপি 'বঃ' 'এতম্' আত্মানং বৈদ্যানরম্ 'এবম্' উপাস্তে, স 'অন্নম্' 'অতি' 'প্রিয়ং' পশুতি' 'অস্মা' কুলে 'ব্রহ্মবর্চসং' ভবতি । 'এব তু' বৈদ্যানরস্য 'আত্মনঃ' 'বৃদ্ধা' 'ইতি' পুনঃ অবপতিঃ—'বৎ' যদি 'মাং' ন 'আগমিষ্যঃ', 'বৃদ্ধা' তে ব্যপত্তিষ্যৎ 'ইতি' । অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাষঃ ।

'অথ' স পুনঃ 'সত্যজ্ঞঃ' 'পৌল্বিন্' 'উবাচ'—হে 'প্রাচীনযোগা', 'কম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্মে' ইতি' । হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'আদিভ্যাম্' 'এব' 'ইতি' স পুনঃ 'উবাচ' । 'এব বৈ' অয়ং 'বিষরূপঃ' বিবিধরূপঃ 'আত্মা বৈদ্যানরঃ' 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্মে' । 'তন্মাৎ' 'তব' কুলে 'বহু' বিবিধং 'বিষরূপম্' ইত্যমৃতার্থপুণকরণং 'দৃশ্যতে' ।

ত্বামহু 'প্রবৃণুঃ' 'অমৃতরীরং' 'দাসীভিষু'ক্তঃ হারঃ 'অংসি অন্নম্' 'পশুসি প্রিয়ম্' । অতোহপি 'বঃ' 'এতম্' 'আত্মানং বৈদ্যানরম্' 'এবম্' 'উপাস্তে', স 'অন্নম্' 'অতি' 'প্রিয়ং' পশুতি', অস্মা কুলে 'ব্রহ্মবর্চসং' ভবতি । 'এতৎ তু' আত্মনঃ 'চক্ষুঃ' ইতি পুনঃ 'উবাচ' অবপতিঃ, 'বৎ' যদি 'মাং' ন 'আগমিষ্যঃ' 'অন্ধঃ' অভবিষ্যঃ 'ইতি'—অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাষঃ ।

'অথ' 'ইন্দ্রভ্রমং' 'ভালবেরং' স 'উবাচ'—হে 'বৈরাগ্যপদা', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্মে' 'ইতি' । হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'বায়ুম্' 'এব' 'ইতি' স 'উবাচ' । 'এব বৈ' অয়ং 'পৃথগ্ভা' পৃথক্ নামা বস্তুনি বস্যা ব্যায়েঃ স ইব পৃথগ্ভা বিবিধমার্গনকরণশীলঃ 'আত্মা বৈদ্যানরঃ' 'তম্' আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্মে' । 'তন্মাৎ' 'ত্বাং' 'পৃথগ্ভবলয়ঃ' নানাবিধবস্ত্রাদাদয়ঃ 'আয়ত্তি' আগচ্ছতি, 'পৃথগ্ভবশ্রেণয়ঃ' অপি ত্বাম্ 'অমুয়তি' ।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্' 'অংসি' 'প্রিয়ং' পশুসি' ত্বম্ । অতোহপি 'বঃ' 'এতম্' আত্মানং বৈদ্যানরম্ 'এবম্' উপাস্তে, স 'অন্নম্' 'অতি' 'প্রিয়ং' পশুতি'—'অস্মা' কুলে 'ব্রহ্মবর্চসং' ভবতি' । 'এব তু' 'আত্মনঃ' 'প্রাণঃ' ইতি পুনঃ অবপতিঃ 'উবাচ'—'বৎ' যদি 'মাং' ন 'আগমিষ্যঃ' 'তে' তব 'প্রাণঃ' 'উদক্রমিষ্যৎ' 'ইতি' । অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাষঃ ।

'অথ' 'জনাং' পুনঃ স 'উবাচ'—হে 'শার্করাক্ষা', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্মে' 'ইতি' । হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'আকাশম্' 'এব' 'ইতি' পুনঃ স 'উবাচ' । 'এব বৈ' অয়ং 'বহুলঃ' সর্ব-গতত্বাৎ 'আত্মা বৈদ্যানরঃ' । 'তম্', আত্মানং 'ত্বম্' 'উপাস্মে', 'তন্মাৎ' তং প্রজ্ঞা চ ধনেন চ 'বহুলঃ' 'অসি' ।

অতএব ত্বম্ 'অন্নম্' 'অংসি', 'প্রিয়ং' পশুসি' । অতোহপি 'বঃ' 'এতম্' 'আত্মানং বৈদ্যানরম্' 'এবম্' 'উপাস্তে' স 'অন্নম্' 'অতি' 'প্রিয়ং' পশুতি' 'অস্মা' কুলে 'ব্রহ্মবর্চসং' ভবতি' । 'এব তু' 'আত্মনঃ' সন্দেহঃ' মধ্যমশরীরম্ 'ইতি' পুনঃ স 'উবাচ' ; 'তে' তব 'সন্দেহঃ'—উপচরসামান্যত্বাৎ দিহতেদেহস্য সন্দেহস্য চোৎপত্তেজসপর্গস্য সার্বকত্বে সন্দেহস্য সংশয়ার্থত্বাৎ অত্র পু-নিরর্থকত্বে,—শরীরং 'অশীর্বাৎ' শীর্ণং অভবিষ্যৎ, 'বৎ' যদি 'মাং' ন 'আগমিষ্যঃ' 'ইতি' । অসমগ্রে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাষঃ ।

'অথ' পুনঃ 'বৃডিলম্' 'আবতরাবিং' স 'উবাচ'—হে 'বৈরাগ্যপদা', 'কম্' 'আত্মানং' 'ত্বম্' 'উপাস্মে' 'ইতি' । হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'রাজন্', 'অগঃ' 'এব' 'ইতি' স পুনঃ 'উবাচ' । 'এব বৈ' অয়ং

‘স্মরণং’ ধনধারণঃ ‘আজ্ঞা’ বৈদ্যানরম্ ‘তন্’ আজ্ঞানং ‘উপাসূসে’ । ‘তন্নাৎ’ ‘হং’ ‘স্মরণান্’ ধনবান্ ‘পুষ্টিমান্’ ‘অসি’ ।

অতএব তন্ ‘অন্নম্’ ‘অংসি’ ‘প্রিয়ং’ ‘পশুসি’ । ‘অন্তোহপি’ ‘বঃ’ ‘এতন্’ ‘আজ্ঞানং’ বৈদ্যানরম্ ‘এবম্’ ‘উপাসূসে’ স ‘অন্নম্’ ‘অতি’ ‘প্রিয়ং’ ‘পশুতি’, ‘অন্ত কূলে’ ‘ব্রহ্মবর্জস’ ‘ভবতি’ । এব তু আজ্ঞানং বতিঃ ইতি পুনঃক্বাচ অবগতিঃ, ‘বৎ’ বদি ‘মাং’ ‘ন আগমিযাঃ’, ‘তে’ তব ‘বতিঃ’ ‘ব্যভেৎ’ তৎ ‘ভিন্নোহভবিবাৎ’ ইতি । অসময়ে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাবঃ ।

‘অৎ’ পুনঃ স ‘উবাচ’ ‘উদ্ধালকম্’ ‘আরুণিম্’—হে ‘গৌতম’, ‘কম্’ ‘আজ্ঞানং’ ‘তন্’ ‘উপাসূসে’ ‘ইতি’ । হে ‘ভগবৎ’ ভগবন্ ‘রাজন্’, ‘পৃথিবীম্’ ‘এব’ স পুনঃ ‘উবাচ’ । এব বৈ অন্নং ‘প্রতিষ্ঠা’ বৈদ্যানরপাদিরূপঃ ‘আত্মা বৈদ্যানরঃ’ । ‘তন্’ ‘আত্মানং’ ‘তন্’ ‘উপাসূসে’ । ‘তন্নাৎ’ তৎ ‘প্রজয়া চ’ ‘পশুতিঃ’ চ ‘প্রতিষ্ঠিতঃ’ ‘অসি’ ।

অতএব তন্ ‘অন্নম্’ ‘অংসি’ ‘প্রিয়ং’ ‘পশুসি’ । ‘অন্তোহপি’ ‘বঃ’ ‘এতন্’ ‘আজ্ঞানং’ বৈদ্যানরম্ ‘এবম্’ ‘উপাসূসে’ স ‘অন্নম্’ ‘অতি’ ‘প্রিয়ং’ ‘পশুতি’, ‘অন্ত কূলে’ ‘ব্রহ্মবর্জস’ ‘ভবতি’ । ‘এতৌ তু আজ্ঞানং পাদৌ’ ‘ইতি’ ‘উবাচ’ অবগতিঃ । ‘বৎ’ বদি ‘মাং’ ‘ন আগমিযাঃ’ ‘তে’ তব ‘পাদৌ’ ‘বান্না-  
স্তেতাং’ বিন্নোহভবিবাতৌ অভবিব্যোভাত্ম ইতি । অসময়ে সমগ্রবুদ্ধোপাসনাদিতি ভাবঃ ।

‘তান্’ পুনঃ স ‘উবাচ’—‘এতে’ ‘বৃহৎ’ ‘বৈ থলু’ ‘ইমম্’ ‘আজ্ঞানং’ বৈদ্যানরম্ ‘একমপি পৃথগিব’ ‘বিদ্যাংসঃ’ ‘জানন্তঃ’ ‘অন্নম্’ অৎৎ । ‘বঃ’ তু পুনঃ ‘এবম্’ ‘বৈদ্যানরঃ’ ‘প্রাদেশমাত্ম’—প্রাদেশৈঃ দ্ব্যর্থদ্ব্যধিকৈঃ পাদান্তৈঃ নীরতে জায়তে ইতি প্রাদেশমাত্মঃ তদ্রূপম্—‘অভিবিমানং’—অহম্, অহমিতি আভিযুগ্মোন বিমীরতে জায়তে ইতি অভিবিমানঃ ‘তন্’—আত্মানং ‘বৈদ্যানরম্’ উপাস্তে, স ‘সর্কেবু লোকেবু সর্কেবু ভূতেবু সর্কেবু আত্মাহ’ ‘অন্নম্’ ‘অতি’ ।

তত ই বা এতত্তাত্মন ইতি পূর্বং ব্যাখ্যাতম্ ( ২। ১২ ) ।

‘বৎ’ বান্নাৎ উরঃস্থলেনেব হৃৎলং লোমাস্তেবাত্মীর্ণকৃশা হৃদনোমুখাস্তেব পান্ পতাযাহার্যাপচনাহক-  
নীরায়ঃ, ‘তৎ’ তন্নাৎ ‘বৎ’ ‘ভক্তম্’ ‘অন্নং’ ভোজনকালে ‘প্রথমম্’ ‘আগচ্ছৎ’ তৎ ‘হোমীরং’ হোত-  
বাম্ । ‘স’ ভোক্তা ‘বাং’ প্রথমম্ ‘আহতিম্’ অবদানপ্রায়শন্নং স্বযথে ‘জুহরাৎ’ তৎ ‘প্রাণার  
বাহা’ ইতি জুহরাৎ । তন্নাৎ ‘প্রাণঃ’ তৃপ্যতি’ ।

‘প্রাণে তৃপ্যতি’ সতি ‘চক্ষুঃ’ তৃপ্যতি, ‘চক্ষুঃ’ তৃপ্যতি’ সতি ‘আদিত্যাঃ’ তৃপ্যতি, ‘আদিত্যে  
তৃপ্যতি’ সতি ‘দ্যৌঃ’ তৃপ্যতি, ‘দিবী তৃপ্যন্ত্যাং’ সত্যাং ‘দ্যৌঃ’ চ আদিত্যাঃ চ বৎকিক অধিষ্ঠিতঃ’  
‘তৎ তৃপ্যতি’, ‘তত’ তৃপ্তিম্, ‘অন্’ ভোক্তা ‘প্রজয়া পশুতিঃ’ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্জসেন ‘তৃপ্যতি’  
‘ইতি’ ।

‘অৎ’ ‘বা’ ‘দ্বিতীয়ান্’ আহতিং ‘জুহরাৎ’ তৎ ‘অপানার বাহা’ ইতি জুহরাৎ । তন্নাৎ ‘অপানঃ  
তৃপ্যতি’ ।

‘অপানে তৃপ্যতি’ সতি ‘প্রোক্তং তৃপ্যতি’, ‘প্রোক্তে তৃপ্যতি’ সতি ‘চক্ষুঃ’ তৃপ্যতি, ‘চক্ষুঃসি তৃপ্যতি’  
সতি ‘দিশঃ’ তৃপ্যতি, ‘দিশ্’ তৃপ্যন্তীম্ সতীম্ ‘দিশঃ’ চ চক্ষুঃ চ বৎকিক অধিষ্ঠিতঃ’ ‘তৎ তৃপ্যতি’,  
‘তত তৃপ্তিম্’, ‘অন্’ ভোক্তা ‘প্রজয়া পশুতিঃ’ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্জসেন তৃপ্যতি’ ইতি’ ।

‘অৎ’ ‘বাং’ তৃতীয়ান্, আহতিং ‘জুহরাৎ’ তৎ ‘অপানার বাহা’ ইতি জুহরাৎ । তন্নাৎ ‘অপানঃ  
তৃপ্যতি’ ।

‘অপানে তৃপ্যতি’ সতি ‘বাক্ তৃপ্যতি’, ‘বাকি তৃপ্যন্ত্যাং’ সত্যাং ‘অগ্নিঃ’ তৃপ্যতি, ‘অগ্নৌ তৃপ্যতি’

সতি 'পৃথিবী তৃপ্যতি', 'পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যং 'পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ বৎকিঞ্চ অধিষ্ঠিততঃ' 'তৎ' 'তৃপ্যতি' 'তত্ত তৃপ্তিম্ অহু' ভোক্তা 'এজরা পশুভিঃ অন্নাদোদ ভেজসা ব্রহ্মবর্কসেন' 'তৃপ্যতি' 'ইতি' ।

'অথ' 'বাং চতুর্থীম্' আহতিং 'জুহ্বাৎ' 'তাং' 'সমানার বাহা' ইতি 'জুহ্বাৎ' । তরা 'সমানঃ তৃপ্যতি' ।

'সমানে তৃপ্যতি' সতি 'মনঃ তৃপ্যতি', 'মনসি তৃপ্যতি' সতি 'পৰ্জন্তঃ তৃপ্যতি', 'পৰ্জন্তে তৃপ্যতি' সতি 'বিহ্বাৎ তৃপ্যতি', 'বিহ্ব্যতি তৃপ্যন্ত্যাং' সত্যং 'বিহ্বাৎ চ পৰ্জন্তঃ চ বৎকিঞ্চ অধিষ্ঠিততঃ' 'তৎ' 'তৃপ্যতি', 'তত্ত তৃপ্তিম্ অহু' ভোক্তা 'এজরা পশুভিঃ অন্নাদোদ ভেজসা ব্রহ্মবর্কসেন' 'তৃপ্যতি' ।

'অথ' 'বাং পঞ্চমীম্' আহতিং 'জুহ্বাৎ' 'তাম্' 'উদানার বাহা' ইতি 'জুহ্বাৎ' । তরা 'উদানঃ তৃপ্যতি' ।

'উদানে তৃপ্যতি' সতি 'বায়ুঃ তৃপ্যতি', 'বায়ৌ তৃপ্যতি' সতি 'আকাশঃ তৃপ্যতি', 'আকাশে তৃপ্যতি' সতি 'বায়ুঃ চ আকাশঃ চ বৎকিঞ্চ অধিষ্ঠিততঃ' 'তৎ' 'তৃপ্যতি', 'তস্য তৃপ্তিম্ অহু' ভোক্তা 'এজরা পশুভিঃ অন্নাদোদ ভেজসা ব্রহ্মবর্কসেন' 'তৃপ্যতি' 'ইতি' ।

'স বঃ' 'ইহং' বৈদ্বানরদর্শনম্ 'অবিদ্বান্' সন্ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'অজ্ঞারান্' আহতিভোগ্যান্ 'অশোহ' পরিহার 'ভবনি' 'বধা' 'জুহ্বাৎ' 'ভাদৃক্' তত্ত্বাৎ তস্য 'তৎ' অগ্নিহোত্রং স্যাৎ । অগ্নি-  
জ্ঞানিহোত্রনিগরা বৈদ্বানরবিদোগ্নিহোত্রং সূর্যতে ।

শ্রেষ্ঠত্বস্য কলেন প্রতিপাদয়তি—'অথ' 'সঃ' 'এতৎ' বৈদ্বানরাগ্নিহোত্রম্ 'এবং' বিদ্বান্ 'অগ্নি-  
হোত্রং' সাম্পাদিকং 'জুহোতি' 'তস্য' সর্কেবু লোকেবু সর্কেবু তৃত্তেবু সর্কেবু আত্মহু 'হতং' 'ভবতি' ।

ন কেবলনিদমেব কলং কিত্তি—'ভক্তবা' 'ইবিকাতুলম্' 'অগ্নৌ প্রোতং' প্রকিণ্ডং 'প্রুয়েত' প্রহেত, 'এবং' পুনঃ 'অস্য' 'সর্কে পাণমানঃ' 'প্রুয়েত বহত্তে, 'ব এতৎ এবং বিদ্বান্ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ।

'তদ্বাৎ' পুনঃ 'এবংবিৎ' 'বদানি' 'চণ্ডালার' উচ্ছিষ্টান্ 'হার' 'উচ্ছিষ্টং' 'প্রবচ্ছৎ' দদ্যাৎ 'অস্য' পুনরেব 'আত্মানি' বৈদ্বানরে 'তৎ' উচ্ছিষ্টং 'হতং' 'স্যাৎ' 'ইতি' । 'তৎ' তদ্বিত্তর্কে 'এব লোকঃ' ।

'বধা' 'ইহ' লোকে 'সুখিতাঃ' বৃত্তক্ষিতাঃ 'বাসাঃ' 'মাতরঃ' 'পৰ্যুপাসতে'—কদা নো মাতরঃ  
প্রদাস্যতীতি, 'এবং' হি 'সর্কানি ভূতানি' অগ্নাদানি 'অগ্নিহোত্রং' বৈদ্বানরবিধঃ ভোজনম্ 'উপাসতে'  
কদা হসৌ ভোক্ত্যতে ইতি । অগ্নং সর্কং বিধক্ভোজনে তৃপ্তং ভবতীত্যর্থঃ । বিকল্পিতব্যাস-  
সমাণ্যার্থা ।

মহাগৃহস্থ, মহাপ্রোত্রিয়, উপমন্যুর তনয় প্রাচীন শাল, পুুষতনয়  
সত্যবজ্র, ভল্লবিতনয় ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্তনয় জন, অশ্বতরতনয় বুডিল,  
ইঁহার সকলে একত্র হইয়া, আমাদের আত্মা কে, আমাদের ব্রহ্ম কে,  
এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্ররুত হইলেন । তাঁহার একমত হইয়া  
মীমাংসা করিলেন, হে ভগবদগণ, অরুণের তনয় উদালক সম্প্রতি বৈশ্বা-  
নর আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে তবে আমরা গমন  
করি । এই মীমাংসা করিলে তাঁহার তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ।



তিনি মনে মনে মন্তব্য করিলেন, ইঁহারা মহাগৃহস্থ মহাপ্রোক্ত্রিয়, ইঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি সকল জানি একরূপ দেখাইব না, আমি অন্য উপদেষ্টার কথা বলিব।

তিনি সমাগত তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে ভগবদ্গণ, কেকয়ের তনয় অশ্বপতি সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত হইয়াছেন, আমরা তবে তাঁহার নিকটে গমন করি এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

তিনি সমাগত তাঁহাদের পৃথক পৃথক সম্মাননা করিলেন।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার রাজ্যে পরস্বাপহারী নাই, অদাতা নাই, মদ্যপ নাই, অনা-হিতাশ্রি নাই, অবিদ্বান্ নাই, স্বেচ্ছাচারী নাই, স্বেচ্ছাচারিণী নাই। আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এক এক পুরোহিতকে আমি যাহা দিব, আপনাদিগকেও তাহা দিব। আপনারা এখানে অবস্থান করুন।

যে কোন প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি আগমন করে তাহাকে তাহাই বলা সমুচিত।

আপনি সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত হইয়াছেন, আমরাই কথ্য বলুন।

প্রাতঃকালে প্রত্যুত্তর দিব, তাঁহাদিগকে তিনি এই কথা বলিলেন। তাঁহারা পূর্বাহ্নে সমিৎপাণি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন।

তিনি তাঁহাদিগের উপনয়ন না করিয়াই তাঁহাদিগকে উহা ( বৈশ্বানরবিজ্ঞান ) বলিলেন।

হে উপমন্যুতনয়, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবন্, রাজন্, আমি দ্যুলোকের [ উপাসনা করিয়া থাকি ]। [ রাজা বলিলেন ] ইনি স্তুতেজা [ নামক ] বৈশ্বানর আত্মা, ইঁহাকে আপনি উপাসনা করেন, তাই আপনার কুলে যজ্ঞদিনে অভিষুত গোম ভালরূপে অভিষুত হইয়া থাকে।

আপনি অন্ন ভোজন-করেন, প্রিয় দর্শন করেন, অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে প্রিয় দর্শন করে, ইঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়। ইটি আত্মার মস্তক। আপনি

যদি আমার নিকটে না আসিতেন তাহা হইলে আপনার মন্তক নিপতিত হইত ।

অনন্তর তিনি পুলুষতনয় সত্যযজ্ঞকে বলিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন ? ভগবন্ রাজন্, আমি আদিত্যের [ উপাসনা করিয়া থাকি ], [ রাজা বলিলেন ] ইনি বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মা । ইহার আপনি উপাসনা করেন, তাই আপনার কুলে বহু বিবিধাকারের উপকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অশ্বতরীরথ, দাসী সহ হার আপনার হইয়াছে, আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন-করেন । অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সেও অন্ন ভোজন করে প্রিয় দর্শন করে ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয় । এটি আত্মার চক্ষু । রাজা বলিলেন, যদি আমার নিকটে না আসিতেন, আপনি অন্ধ হইতেন ।

অনন্তর তিনি ভল্লবিতনয় ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, হে বৈয়াক্রপদ্য আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন ? ভগবন্ রাজন্, আমি বায়ুকে [ উপাসনা করিয়া থাকি ] । ইনি বিবিধপথে গঞ্জনগীল বৈশ্বানর আত্মা । আপনি তাঁহার উপাসনা করেন তাই [ অন্নবজ্রাদি ] বিবিধ বলি আপনার নিকটে আইসে, বিবিধ রথশ্রেণী আপনার অনুসরণ করে, আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন-করেন । অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয় । ইনি আত্মার প্রাণ । [ রাজা বলিলেন, ] যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন, আপনার প্রাণ উৎক্রমণ করিত ।

অনন্তর জনকে তিনি বলিলেন, হে শর্করাক্রতনয়, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করেন ? ভগবন্ রাজন্, আমি আকাশের উপাসনা করিয়া থাকি । ইনি বহুল [ সর্কগত ] বৈশ্বানর আত্মা আপনি তাঁহার উপাসনা করেন, তাই আপনি প্রজা ও ধনে বহুল । আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন । অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে, সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কুলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয়, ইনি আত্মার মধ্যদেশ । [ রাজা

বলিলেন ], আপনার দেহ শীর্ণ হইয়া যাইত যদি আমার নিকটে না আসিতেন ।

অনন্তর তিনি অশ্বতরতনয় বুডিলকে বলিলেন, হে বৈশ্বানরপদ্য, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন ? হে ভগবন্ রাজন্, আমি জলকেই উপাসনা করিয়া থাকি । ইনি বৈশ্বানর আত্মার রয়ি ( ধন-স্বরূপ ) । আপনি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তাই আপনি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ হইয়াছেন । আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন । যে কোন ব্যক্তি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কূলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয় । ইনি আত্মার বস্তু । [রাজা বলিলেন,] যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন আপনার বস্তু কাটিয়া যাইত ।

অনন্তর অরুণের তনয় উদ্ধালকে তিনি বলিলেন, হে গৌতম, আপনি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন ? হে ভগবন্ রাজন্, আমি পৃথিবীর উপাসনা করিয়া থাকি । ইনি বৈশ্বানর আত্মার প্রতিষ্ঠা । আপনি এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তাই আপনি প্রজা ও পশুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । আপনি অন্ন ভোজন করেন, প্রিয় দর্শন করেন, অপর যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে সেও অন্ন ভোজন করে, প্রিয় দর্শন করে, ইহার কূলে ব্রহ্মতেজ লক্ষিত হয় । [রাজা বলিলেন,] ইনি আত্মার পাদদ্বয়, যদি আপনি আমার নিকটে না আসিতেন তাহা হইলে আপনার পাদদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িত ।

রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই বৈশ্বানর আত্মা যেন পৃথক্ এই ভাবে আপনারা ইহাকে জানিয়া অন্ন ভোজন করেন, যে কোন ব্যক্তি এইরূপ প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানর আত্মাকে অভিমুখগত আমি বলিয়া উপাসনা করে সে ব্যক্তি সৰ্ব্বলোকে সৰ্ব্বভূতে সকল আত্মাতে অন্ন ভোজন করে ।

বৈশ্বানর আত্মার দ্ব্যলোক মন্তক, সূর্য্য চক্ৰ, পৃথক্ পথগামী বায়ু স্বভাব, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, বারি বস্তু ( মূত্রকোষ ), পৃথিবী পাদ, বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি মন, আহবনীয়াগ্নি মুখ । যেহেতুক [ বেদি বক্ষ, কুশ লোম, গার্হপত্যগ্নি হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি

মন, আহবসীয়ারি মুখ] তন্নিমিত্ত [ভোজনকালে] যে অন্ন প্রথমে আইসে তাহাই হবন-করিবে। প্রথমে যে আহতি দিবে সেই আহতি 'প্রাণায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয়।

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয়, চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন, আদিত্য তৃপ্ত হইলে ছালোক তৃপ্ত হন, ছালোক তৃপ্ত হইলে, বাহা কিছু ছালোক ও আদিত্য অধিষ্ঠান-করিয়া আছেন, তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ত্রীহীষবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে দ্বিতীয় আহতি দিবে তাহা 'ব্যানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে ব্যান তৃপ্ত হয়।

ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রোত্র তৃপ্ত হয়, শ্রোত্র তৃপ্ত হইলে চন্দ্রমা তৃপ্ত হয়, চন্দ্রমা তৃপ্ত হইলে দিক্ সকল তৃপ্ত হয়, দিক্ সকল তৃপ্ত হইলে, বাহা কিছু দিক্ সকল ও চন্দ্রমাকে অধিকার করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ত্রীহীষবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে তৃতীয় আহতি দিবে তাহা 'অপানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে অপান তৃপ্ত হয়।

অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হয়, বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হয়, অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হয়, পৃথিবী তৃপ্ত হইলে বাহা কিছু পৃথিবী ও অগ্নি অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ত্রীহীষবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে চতুর্থ আহতি দিবে, তাহা 'সমানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে, ইহাতে সমান তৃপ্ত হয়।

সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হয়, মন তৃপ্ত হইলে পর্জন্ম তৃপ্ত হয়, পর্জন্ম তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়, বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে বাহা কিছু বিদ্যুৎ ও পর্জন্ম অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃপ্ত হয়। সেই তৃপ্তির পর [ভোক্তা] প্রজা পশু ত্রীহীষবাদি তেজ ও ব্রহ্মতেজে তৃপ্ত হয়।

অনন্তর যে পঞ্চম আহতি দিবে তাহা 'উদানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে দিবে। ইহাতে উদান তৃপ্ত হয়।

উদান তৃণ হইলে বায়ু তৃণ হয়, বায়ু তৃণ হইলে আকাশ তৃণ হয়, আকাশ তৃণ হইলে যাহা কিছু বায়ু ও আকাশ অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাহা তৃণ হয়, সেই তৃণের পর [ ভোক্তা ] প্রজা পশু ত্রীহিষবাদি ভোক্তা ও ব্রহ্মতেজে তৃণ হয়।

যে ব্যক্তি এটি না জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে, জ্বলদহ্মার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে হবন করিলে যাহা হয় সে অগ্নিহোত্র তাদৃশ হয়।

যে ব্যক্তি এটি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে তাহার সকল লোকে সকল ভূতে সকল আত্মাতে হবন হয়।

যে ব্যক্তি এটি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হবন করে ইষিকার তুলা অগ্নিতে নিহিত হইলে যেমন দধ্ব হইয়া যায় তেমনি ইহার সকল পাপ দধ্ব হইয়া যায়।

তজ্জন্মই স্ফুট জ্ঞানবান্ ব্যক্তি চণ্ডালকেও যদি উচ্ছিষ্ট দেয় সেই উচ্ছিষ্ট বৈশ্বানর আত্মাতে হত হইয়া থাকে।

সেই অর্থে এই শ্লোক :—

ইহলোকে ক্ষুধিত বালকেরা যেমন মাতার অপেক্ষা করে, তেমনি লর্কভূত অগ্নিহোত্রের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

ভাব—বেদোক্ত হবনব্যাপারকে এখানে আধ্যাত্মিক পানভোজনব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে। এরূপে পানভোজন ইন্দ্রিয়চাক্ষুণ্যবর্জক নহে, কিন্তু সকলের সহিত একতাবশতঃ দৈহিক পাপবিনাশের হেতু।

২৯। উষা বা অশ্বশ্রু মেধ্যশ্রু শিরঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাভঃ প্রাণো ব্যাতমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসরাত্মা অশ্বশ্রু মেধ্যশ্রু। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তু-রীক্ষমুদরং পৃথিবী পাজশ্রু। দিশঃ পার্শ্বো অবাস্তুরদিশঃ পার্শ্বঃ ঋতবোহঙ্গানি মাসাশ্চাক্ষীমাসাশ্চ পর্কীণ্যহরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রা-শ্রুদ্বীনি নভো মাংসানি। উবধ্যং সিকতাঃ সিক্তবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্কতা ওষধয়শ্চ বনস্পত্যয়শ্চ লোমানি উদ্যমু পূর্কীক্কো নিম্নোচন্ জঘনাক্কো যদিজৃম্বতে তদ্বিদ্যোততে যদ্বিধুনতে তৎ স্তনয়তি যম্মেহতি তদ্বর্ষতি বাগেবাস্ত্র বাক্।

অংবা অশ্বঃ পুংস্তাম্মহিমাষজায়ত তশ্চ পূর্কো সমুদ্রে যোনী-

রাত্রিরেনপশ্চাম্হিমাৱজায়ত তস্তাপরে সমুদ্রে যোনিরেতো বা  
অৰ্ধং মহিমানাবভিতঃ সম্ভবতুঃ । হয়ো ভূত্বা দেবানবহৎ বাজী  
গন্ধৰ্বানৰ্বাসুরানৰো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাশু বজুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ।

রূহ, ৩।১।১।২।

অবশেষবিজ্ঞানেহত প্রাধাত্যং তদ্বিবরকমেব দর্শনমুচ্যতে । ‘সেধ্যত’ যজীরন্ত ‘অবত’ উবা  
বৈ ‘শিরঃ,’ ‘সূৰ্য্যঃ,’ ‘চক্ষুঃ,’ ‘বাতঃ,’ ‘প্রাণঃ,’ ‘বাতঃ’ বিরতং ‘মুখং,’ ‘বৈশ্বানরঃ,’ ‘অগ্নিঃ,’ ‘সংবৎসরঃ’  
‘আত্মা’ । অথবা মেধ্যাসোতি পুনর্কর্তে ন সৰ্বত্রাহুবর্ধনং । ‘যোঃ’ ‘পৃষ্ঠঃ,’ ‘অন্তরিক্ষম্ উদরঃ,’  
‘পৃথিবী’ ‘পাভস্যঃ’—পাদাসনস্থানমিত্যর্থঃ—‘দিশঃ পার্শ্বঃ,’ ‘অবাস্তরদিশঃ’ আরোহায়াঃ ‘পৰ্শ্বঃ’  
পার্শ্বাহীন, ‘ঋতবঃ অহানি,’ ‘মাসাঃ চ অর্দ্ধমাসাঃ চ’ ‘পর্ক্কাণি’ সতরঃ, ‘অহোরাাত্রাণি’ ‘প্রতিষ্ঠাঃ’  
পাণাঃ, ‘নক্ষত্রাণি অহীন,’ ‘নভঃ মাংসানি’ । ‘সিকতাঃ’ ‘উবধ্যম্’ উদরস্থমর্দ্ধজীর্ণমশনম্, ‘সিদ্ধবঃ’  
নদ্যাঃ ‘ভুগাঃ’—ভূত্বা ক্রীড়ায়াং কুশলাকুশলভ্যাং ক্রীড়নস্থাতাব্যাং—‘নাভাঃ, পর্কতাঃ’ ‘যকুৎ চ’  
কালজং কুক্ষেণক্ষিপপার্শ্বম্, ‘রমানঃ চ’—বহুচনং দক্ষিণাদিবিভাপাপেকং—রম পুং, কুসঃ চ, ‘ওব-  
ধরশ্চ বনস্পতিরঃ’ চ ‘লোমানি,’ ‘উব্যান্’ আদিত্যঃ আয়ধ্যাহ্নাং ‘পূর্কর্কিঃ’ অথবা নাভেঃ উর্দ্ধম্,  
মধ্যাহ্নাং ‘নিরোচন’ অন্তঃবন আদিত্যঃ ‘জঘনর্কিঃ’ নাভেঃ অধঃ, ‘বৎ বিজ্ঞ ভূতে’ গাত্রাণি বিনাময়তি  
বিক্রিণতি ‘ভৎ নিদোতভে’—জ্ঞ ভূৎ নিদোতনমিতি বাবৎ । ‘বৎ বিধুনতে’ গাত্রাণি কম্পয়তি  
‘ভৎ স্তনয়তি’—গাত্রধুননং গর্জনমিতি বাবৎ । ‘বৎ মেহতি’ সূত্রং করোতি ‘ভৎ বর্ষতি’—সূত্রকরণং  
বর্ষণমিতি বাবৎ । ‘বাক্ এব’ ‘অস্যা’ অথবা ‘বাক্’ চেবিতম্ ।

‘অথং পুরস্তাৎ’ ‘মতিমা’—হবনীরজ্রবাধারঃ ‘সৌবর্গঃ’—‘বৈ অতঃ’ দিনম্ ‘অবজাবত’ অভবৎ,  
‘তস্য’ আধারস্য ‘যোনিঃ’ হিতস্থানং ‘পূর্কর সমুদ্রে’—বিতস্তিবাভ্যয়েন—পূর্কঃ সমুদ্রঃ, ‘এনম্’ অথং  
‘পশ্চাৎ মহিমা’—হবনীরজ্রবাধারঃ ‘রাজতঃ’—‘রাত্রিঃ’ ‘অবজারত’ অভবৎ, ‘তস্য’ আধারস্য ‘যোনিঃ’  
হিতস্থানং ‘অপরে সমুদ্রে’—বিতস্তিবাভ্যয়েন—অপরঃ পশ্চিমঃ সমুদ্রঃ । ‘এতী’ সৌবর্গবজ্রতহবনীর-  
জ্রবাধারো ‘অথম্ উভরতঃ’—সংজ্ঞপনাং পূর্কং পশ্চাচ্চ স্থাপিতৌ—‘মহিমানো’ ‘সংবভবতুঃ’ অথবা  
সম্ভবজ্ঞাপকত্বাৎ । অথো হি ‘হয়ঃ ভূত্বা দেবান্ অবহৎ, ‘বাজী ভূত্বা গন্ধৰ্বান্ অবহৎ,’ ‘অৰ্বা ভূত্বা  
অসুরান্ অবহৎ’ । ‘সমুদ্রঃ এব অস্যা বজুঃ’ বন্ধনশব্দঃ, ‘সমুদ্রঃ এব অস্যা’ ‘যোনিঃ’ ‘কারণম্’ উৎ-  
পত্তিঃ প্রতি । সমুদ্রঃ পরমাজেতি ভাষ্যকারঃ, সমুৎপদ্য ভূতানি জ্রব্যমিহিতি ব্যুৎপত্তোতি  
দীপ্তকৃত্যং ।

‘উমাই যজীয় অশ্বের শির, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, শিরতমুখ বৈশ্বানর  
অগ্নি, সংবৎসর যজীয় অশ্বের আত্মা । দু্যলোক পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর,  
পৃথিবী পাদাসন স্থান, দিক্ সকল পার্শ্ব, অবাস্তর দিক্সকল পার্শ্বাশ্চি,  
ঋতু সকল অহ, মাস ও অর্দ্ধমাস পর্ক ও সন্ধিসকল, অহোরাাত্রগুলি পাদ-  
চতুষ্টয়, নক্ষত্রগুলি অস্থি, মাংস আকাশ, উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ অশন সিকতা,  
নদীসকল নাভীসমুৎ, পর্কতসকল যকুৎ ও ক্রোম, ওষধি ও বনস্পতিসকল  
লোম, উদরোন্মুখ আদিত্যের পূর্কর্কি নাভির উর্দ্ধ, অন্তোন্মুখ আদিত্যের

পশ্চাদ্ধর্ম নাভির অধঃ, জন্তুগণ বিদ্যোতন, দেহকল্পান মেঘগর্জন, মূত্রতাণ্ড  
বর্ষণ, বাকুই ইহার বাকু (হেমা) ।

দিনই অশ্বের সম্মুখে মহিমা [ সুবর্ণনির্মিত হবনীয় দ্রব্যাদি ]  
হইয়াছে, সেই আধারের স্থিতিস্থান—পূর্বসমুদ্র, রাত্রি এই অশ্বের  
পশ্চাদ্ধর্মী মহিমা [ রক্তনির্মিত হবনীয় দ্রব্যাদি ] হইয়াছে, এই  
আধারের স্থিতিস্থান পশ্চিম সমুদ্র । এই দুইটি [ সুবর্ণ ও রক্তনির্মিত  
আধার ] অশ্বের দুই দিকে মহিমা । অশ্ব হয় হইয়া দেবগণকে বহন  
করিয়াছে, বাজী হইয়া গন্ধর্বগণকে বহন করিয়াছে, অর্কা হইয়া অসুর-  
গণকে বহন করিয়াছে । সমুদ্রই ইহার বন্ধনশঙ্কু, সমুদ্র ইহার উৎপত্তির  
কারণ ।

ভাব—অশ্বমেধে অশ্বপ্রদান । সেই অশ্বের অধ্যায়ত্ব এখানে উক্ত হইয়াছে ।

৩০ । তদেতৎ প্রিয়ঃ পুত্রাং প্রেয়োবিত্তাং প্রেয়োহন্যস্মাৎ  
সর্বস্বাদন্তরতরং যদয়মাত্মা । স যোহন্যমাত্মনঃ প্রিয়ঃ ক্রবাণং ক্রয়াং  
প্রিয়ং রোংস্রা তীতীশ্বরো হ তথৈব স্রাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স  
ব আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হ্যস্র প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ।

বৃহ, ৩।৪।৮।

প্রিয়ঃ পরমাত্মনোহন্তরতরং স্রাদাত্মানমেব কৃত্বাভিত্যাহ তদেতদিতি । ‘তৎ এতৎ’  
আজ্ঞাতং ‘পুত্রাং’ প্রিয়ঃ ‘প্রিয়তরং’, ‘বিত্তাং’ প্রিয়ঃ ‘প্রিয়তরং’, ‘অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ’ প্রিয়ঃ ‘প্রিয়-  
তরং’ । কথং ? ‘যৎ বদ্যৎ অয়ং আত্মা’ আত্মাত্বম্, ‘অন্তরতরং’ সন্নিকৃষ্টম্, প্রাণাদিত্যঃ সর্বেভ্যঃ  
—সন্নিকৃষ্টম্ হি প্রিয়ত্বং হেতুঃ । ‘স যঃ’ কচিং সাধকঃ ‘অন্তঃ’ পুত্রাদিকং ‘প্রিয়ং ক্রবাণং’ জনং  
‘ক্রয়াং’ কথং ‘প্রিয়ং তে রোংস্রাতি’ প্রাণসংরোধং বিনাশং বাস্যাতি ‘ইতি’ ‘ঈশ্বরঃ’ বক্তৃঃ সমর্থঃ ।  
কথং ? ‘তথৈব স্রাদাত্মানমেব প্রিয়ং রোংস্রাতি’ প্রাণসংরোধম্, এব ব্যাঘাৎ । এব সতি কিং কর্তব্যম্ ? ‘আত্মানং’ পরমাত্মানম্  
‘এব’ ‘প্রিয়ম্’ উপাসীত । ‘স যঃ’ কচিং সাধকঃ ‘আত্মানং’ পরমাত্মানম্, ‘এব’ ‘প্রিয়ম্’ উপাস্তে,  
‘ন’ পুনঃ ‘অন্য’ সাধকস্য ‘প্রিয়ং’ ‘প্রমায়ুকং’ বরণশীলং ‘ভবতি’ ।

সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর  
সকল হইতে প্রিয়, কেন না এই আত্মা সকল হইতে অন্তরতম । যে  
ব্যক্তি আত্মা হইতে অপরকে প্রিয় বলে, তাহাকে যে [ সাধক ] বলেন,  
তোমার প্রিয় বিনষ্ট হইবে, তিনি এ কথা বলিতে সমর্থ, কেন না  
সেইকি হইবে । আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে । যে

ব্যক্তি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করে, তাহার প্রিয় কখন বিনষ্ট হয় না ।

ভাব—দেহাদি সকল হইতে আত্মার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ নিকটবর্তী সধক । নৈকট্যভূসারে সধকের প্রিয়ত্ব ঘটিয়া থাকে । সুতরাং এই আত্মা আমাদের প্রিয়তর । যিনি এই আত্মার আত্মা তিনি আবার তদপেক্ষাও নৈকট্যবশতঃ প্রিয়তম । সুতরাং সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া উপাসনা করিবে । যাহা বিনাশী, যাহার সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যবাহী, তাহা কদাপি আমাদের প্রিয় হইতে পারে না, কেন না প্রিয় বস্তুর বিনাশ প্রেম চাহে না, প্রেম সেই বস্তুর অন্বেষণ করে, যে বস্তুর সহিত বিচ্ছেদ কোন কালে সম্ভবে না । এ জগুই নরনারীর সধকঘটিত যে প্রিয়ত্ব উপস্থিত হয়, সে প্রিয়ত্ব দেহাদির নহে, কিন্তু আত্মার । আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎসধক কদাপি সম্ভবপর নহে । এ জগু এখানে এক ‘আত্মা’ শব্দ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বুঝাইতেছে । “আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে” এখানে উপাসনা শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে এখানকার আত্মা পরমাত্মা, কেন না যিনি আত্মার আত্মা তিনিই আত্মার উপাস্ত ( ৬৪ ) ।

৩১। যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাহজ্ঞনয়ং পিতা । একমস্ত্র সাধারণং হে দেবানভাজয়ং । ত্রীণ্যাত্মনৈহকুরুত পশুভ্যএকং প্রায়চ্ছৎ । তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন । কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে হৃদ্যমানানি সৰ্বদা । যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ সোহন্নমতি প্রতীকেন । স দেবানপি গচ্ছতি স উৰ্জ্জ্বমপজীবতীতি শ্লোকাঃ ।

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাহজ্ঞনয়ং পিতৈতি । মেধয়া হি তপসা হজ্ঞনয়ং পিতৈকমস্ত্র সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে । স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ততে মিত্রাণু হ্যেতদৈ । দেবানভাজয়দিতী হুতঞ্চ প্রহুতঞ্চ তদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্রজুহ্বত্যথো আলদর্শণৈর্গেমা সাবিতী । তস্মান্নৈষ্টিযাজুকঃ স্ত্রাং পশুভ্য একং প্রায়চ্ছদিতী তৎ পয়ঃ । পয়োহ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং স্কৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহ-  
য়ন্তি স্তনং বাসুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নোতি পয়সি হীদম্ সৰ্বং প্রতি-



স্তিতং যচ্চ প্রাপ্তিঃ যচ্চ ন । তদ্যদিদমাত্মঃ সংবৎসরং পয়সা জুহু-  
দয় পুনরুত্থাং জয়তীতি ন তথা বিদ্যা'দাদহরেব জুহোতি তদহঃ  
পুনরুত্থামপজয়তোবাং বিদ্বানং স সৰ্ব্বং হি দেবেভ্যো হমাদাং  
প্রযচ্ছতি । কস্মাত্তানি ন ক্রীয়ন্তেহদ্যমানানি সৰ্ব্বদেতি পুরুষো  
বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্তং পুনঃ পুনর্জন্ময়তে । যো বৈ তামক্ষিতিং  
বেদেভি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্তং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কৰ্ম-  
ভির্গৃহীতেন কুর্যাং ক্রীয়তে হ সৌঃস্মমন্তি প্রতীকেনেতি তুখং প্রতীকং  
মুখেনেত্যেতদস্ত্য দেবানপি গচ্ছতি স উর্জ্জ্বমুপজীবতীতি প্রশংসা ।

বৃহ, ৩। ৫। ১। ২।

কার্যাকরণকর্মিণঃ সৰ্ব্বং জগৎ ভোক্তৃভোগ্যরূপমুপাতিবিষয়ছানোগ্রহাণ্যতে বদিতি । 'পিতা'  
প্রজাপতিঃ 'মেধা' প্রজয়া বিজ্ঞানেন 'তপসা' কর্মণা ত্রিরাশত্যা চ 'সপ্ত' 'অন্নানি' 'বৎ' 'জলনয়ং',  
তৎ প্রকাশয়িত্বম ইতি বাক্যশেষঃ । 'অস' সপ্তধা বিভক্তস্য অন্নস্য 'এক' 'সাধারণ' সৰ্ব্বপ্রাণি-  
সাধারণম্, 'যে' অন্নং 'দেবান্' স 'অভ্যজয়ং', 'ত্রীণি' মনোবাক্প্রাণরূপাণি অন্নানি 'আত্মনে'  
'অকুরত', 'একম্' অন্নং 'পশুভ্যঃ' 'প্রাযচ্ছৎ' । যৎ চ প্রাপ্তি 'যৎ চ' ন প্রাপ্তি 'সৰ্বং' তৎ  
'তস্মিন্' পশ্বন্তে 'প্রতিষ্ঠিতম্' । 'কস্মাৎ তানি' অন্নানি 'সৰ্বদা' অদ্যমানানি স ক্রীয়ন্তে ? 'যো বৈ  
তাম্' অক্ষিতিম্' অক্ষরকারণং 'বেদ' 'স' 'প্রতীকেন' মুখেন 'অন্নম্' অস্তি, 'স' 'উর্জ্জ্বম্' অমৃতং 'উপ-  
জীবতি', 'স' দেবান্' অপি গচ্ছতি—কায়মনোবাক্চেষ্টয়া প্রজ্ঞানেন চ ভোক্তৃত্বা নিত্যকালস্থিতেন্না-  
নামপ্যাকমম্বমিতি শ্রবণোক্তম্ । ইতি শ্লোকঃ ।

এবাং শ্লোকানাং ব্যাখ্যানং স্বয়ং ব্রাহ্মণং বিদধাতি পাদশো গৃহীত্বা বদিতি ।

"যৎ সপ্তাঙ্গানি মেধয়া তপসাহজনয়ং পিতা" ইতি ।

'মেধয়া হি তপসা'—হি অসিদ্ধে—'জায়া মে স্যাৎ' ইত্যাদিনা অসিদ্ধোহর্থেহত্র প্রকাশিত ইতি  
ভাষ্যকারঃ ।

"একমসা সাধারণম্"

যৎ ইদম্, অদাতে প্রাপ্তিঃ তৎ ইদম্, অস্য সপ্তধা বিভক্তস্য অন্নস্য 'সাধারণম্' অন্নম্' । স যঃ  
'এতৎ' সাধারণম্, অন্নম্, 'উপায়ে' ভক্তিতে আত্মার্তম্, ন স পাণ্ডুরনঃ পাণ্ডাং ব্যাবৰ্ত্ততে । কথম্ ?  
হি বস্মাৎ এতৎ সাধারণম্, অন্নং মিশ্রম্—সৰ্ব্ববিধং স্বম্, অতএবাত্তেভ্যোহবিভজ্য স্বয়ং ভোজনে  
ক্রতিশ্রুতিবু নিম্না শ্রয়তে ।

"যে দেবানভ্যজয়ং" ইতি ।

কে যে হতঃ চ'এতৎ চ—হতম্, অগ্নী হবনম্, এতৎ হত্বা বলিহরণং ভূতবজ্জার্ঘম্ । তৎ অন্নং দেবেভ্যঃ  
জুহতি, প্রজুহতি ততো বলিং চরতি চ । অথ অগ্নয়ে আহঃ—যে অগ্নে নর্শপোর্ণানসৌ ইতি ।  
নর্শপোর্ণানসৌরয়ঃষেপি সাধারণেনৈবকারেন নমুবাচ পশবন্ড বস্মাৎ জীবতি—তস্মাৎ ন ইষ্ট-  
মাজুকঃ ভাৎ কেবলং কামনয়ৈব বজনশীলো ন ত্রাস—সাকানংসবকেন হবনং গ্রহরণঞ্চ কর্তব্যমিতি  
জ্ঞানং, অতথা বজশিষ্টাশিষ্যং ন সক্তবেৎ ।

“পশুত্ব এক প্রাচীন” ইতি ।

কিং তৎ । তৎ পরঃ । কথং পরঃ এবান্নং তৎকারণমাহ—সমুখ্যাঃ চ পশবঃ চ অগ্রে পর ইব উপলব্ধি । তৎবাৎ জাতং কুমারং সমুখ্যভনয়ন্ অগ্রে যুতং প্রতিদেহয়তি, ত্বনং বা অনুধাপয়তি ।  
অথ পশুপক্ষে—আত্মং বৎসম্, আহঃ জনাঃ—অতৃণানঃ ইতি নারুণি তৃণম্, অতি অভিবালঃ ইতি ।

“তস্মিন্ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাপিতি যচ্চ ন” ইতি—

যৎ চ প্রাপিতি যৎ চ ন প্রাপিতি তৎ সৰ্বং পরসি রসসামান্তাৎ পৰ্বন্তে প্রতিষ্ঠিতম্ । যৎ ব্রাহ্মণান্তরেণ ইদম্, আহঃ—সংবৎসরং পরসি জুহুং পুনঃ যুতাম্, অপজয়তি ইতি । ন তৎ তথা বিদ্যাৎ । কথম্ ? যৎ অহঃ এব জুহোতি তৎ অহঃ পুনঃ যুতাম্, অপজয়তি ইতি এবং বিদ্যাম্ সৰ্বং—সৰ্বাত্মা—ভবতি ।  
• হি বস্মাৎ দেবেভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যঃ স অন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি, এবং হি সৰ্বদেবমনো ভবতি নঃ ।

“কস্মাৎ তানি ন কীর্ত্তে অদ্যমানানি সৰ্ব্বমা” ইতি—

পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ তন্নামা । স হি ইদম্, অন্নং সপ্তবিধং পুনঃ পুনঃ জনয়তে । এতৎ পুনঃ শ্লোক-  
পাদব্যাখ্যায় প্রতিপাদয়তি—

“যো বৈ তামক্ষিতিং বেদ” ইতি ।

পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ । ন হি ইদম্, অন্নং সপ্তবিধং ধিরা ধিরা তৎকালভাবিত্বা প্রজয়া কৰ্ম্মতিঃ চ—  
সনংকারচেষ্টিতঃ—জনয়তে উপাদয়তি, যৎ যদি বা এতৎ অন্নং ন কুর্য্যাৎ, কীর্ত্তে পুনঃ তৎ ।

“সোহন্নম্ভি প্রতীকেন” ইতি ।

প্রতীকং মুখং প্রতীকেন মুখেন ইতি এতৎ অন্নভোজনং ভবতি—ভাতৈকৈব ভবতি ন ভোজনমিতি  
ভাবঃ ।

“স দেবানপি গচ্ছতি স উর্জ্জ্বলুপজীবতি”

ইতি প্রশংসা—নাপূৰ্কার্হ ইতি ভাব্যকারঃ, ‘দেবভাবঃ প্রাপ্নোতি পিবতি চামৃতম্’ ইতি সীমন্তসংস্কার-  
নামঃ । বিষয়বিবরিতসংস্করণসিদ্ধং ব্রাহ্মণমিত্যাদুনিষ্ঠাঃ ।

পিতা [ প্রজাপতি ] প্রজা ও তপস্শ্রাযোগে যে সপ্ত অন্ন উপাদান-  
করিয়াছিলেন উহার একটি সাধারণ, দুইটি দেবগণকে বিভাগ করিয়া  
দিলেন, তিনটিকে আপনার নিমিত্ত করিলেন [ অবশিষ্ট ] একটিকে  
পশুদিগকে দিলেন । যাহা প্রাণধারণ করে, যাহা প্রাণধারণ করে না  
সে সকল গুলিকে সেই [ পশুর ] অন্নের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।  
সে গুলি নিয়ত ভক্ষিত হইয়াও কেন ক্ষয় পাইতেছে না ? যে ব্যক্তি  
ক্ষয়ের কারণ কি তাহা জানে সে ব্যক্তি মুখে অন্ন খায়, অমুতে জীবন-  
ধারণ করে এবং দেবগণকে প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে এই গুলি শ্লোক :—

“পিতা প্রজা ও তপস্শ্রাযোগে যে সপ্ত অন্ন উপাদান করিয়াছিলেন”  
[ এখানে ] প্রজাই তপস্শ্রা, সেই প্রজারূপী তপস্শ্রা দ্বারা এই [ সপ্তবিধ ]  
অন্নের যে একটি সাধারণ [ অন্ন ] জন্মাইলেন, তাহা “সেই এই সাধারণ  
অন্ন” যাহা সকলে ভোজন করিয়া থাকে ।—যে ব্যক্তি এই অন্ন ভোজন

করে সে পাপ হইতে বিনিমুক্ত হয় না, কেন না এ অন্ন গিষ্ঠ অর্থাৎ সাধারণের সম্পত্তি ।

\*[ দুইটি ] দেবগণকে বিভাগ করিয়া দিলেন"—[ সে দুইটি ] ছত ও প্রহৃত । সেই অন্ন দেবগণকে হবন করে, হবন করিয়া তাহা হইতে [ তৃত্যজ্জ্বার্থ ] বলিহরণ করে । কেহ কেহ দর্শ ও পৌর্ণমাসকেই [ সে দুই অন্ন ] বলিয়াছেন । [ দর্শ পৌর্ণমাস অন্ন হইলেও অন্ন যখন সাধারণ তখন ] সে জন্মই নিজের অভিলাষ পূরণার্থ যাজনা করিবে না ।

\*পশুগণকে একটি দিলেন"—সে একটি জল, তাই গনুষ্য ও পশুগণ অগ্রে জলেই জীবনধারণ করে । সে জন্মই জাতমাত্র কুমারকে অগ্রে ঘৃত লেহন করায় তৎপর স্তনপান করায়, জাত বৎসকে অতৃণভোজী বলে ।

\*যাহা প্রাণধারণ করে, যাহা প্রাণধারণ করে না, সে গুলিকে সেই [ পশুর ] অন্নের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন"—পশুর অন্ন জল, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।

ব্রাহ্মণান্তরে যে বলিয়াছেন "সংবৎসরকাল পয়োদ্বারা হবন করত মৃত্যুকে জয় করে" সেরূপ জানিবে না । যে দিনেই হবন করে, সেই দিনেই মৃত্যু জয় করে । যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ব্যক্তি সকল দেবগণকে অর্পণ করে, [ অর্পণ করত ] সকল হয় ।

\*সে গুলি নিয়ত ভক্ষিত হইয়াও কেন ক্ষয় পাইতেছে না"—পুরুষই অক্ষয়, সেই পুরুষ এই অন্নকে পুনঃ পুনঃ জন্মায় ।

পুরুষই অক্ষয় এই বলিয়া যে ব্যক্তি সেই অক্ষয়কে জানে"—সে ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও কর্মনিচয় দ্বারা অন্ন জন্মায়, যদি না জন্মায় অন্ন ক্ষয় পায় ।

\*সে প্রতীকে অন্ন ভোজন করে"—প্রতীক—মুখ, মুখে অন্ন ভোজন করে, অর্থাৎ অন্নের ভোক্তা হয় অন্ন হয় না ।

[ সে ব্যক্তি ] দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, অমৃতের জীবনধারণ করে"—এটি প্রশংসা ।

তাব—মন, বাক্ ও প্রাণ এই তিনটি প্রজাপতির অন্ন । আদি জীব এবং অনন্ত-রোংপন্ন জীব সকল এই তিনটিকে অবলম্বন করিয়া নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন,

সুতরাং উহা তাঁহার এবং তাঁহাদের অন্ন। “সকলের অননীয় সাধারণ অন্ন এক” হত এবং প্রহৃত এ দুইটি অন্ন দেবগণের, পশুগণের অন্ন জল, সর্বগুরু এই সাতটি অন্ন। যিটি সাধারণ অন্ন তাহাতে সকল জীবের সমান অধিকার, সুতরাং সে অন্নকে একা ভোগ করিলে পাপস্পর্শ করে, এ জ্ঞ শাস্ত্র বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আপনার জন্ত অন্নপাক করে, সে পাপ ভোজন করে।” এই কথা গুলি বিচার করিয়া দেখিলে এই প্রতীত হয় যে কার্য্যকারণাত্মক এই জগৎ ভোক্তৃ ও ভোজ্যরূপে বিভক্ত। কাম-মনোবাক্যে চেষ্টা ও প্রজ্ঞানবারা জীব ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। এখানে সকলে এমনই সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ যে কেহ কাহাকেও স্বীয় প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া নিষ্পাপ থাকিতে পারে না। এই পাপ সকল শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক। যে সকল ব্যক্তি বাহার বাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ করিয়া ভোগে প্রবৃত্ত হয় তাহার অমৃতত্ব এবং সকলের সহিত একাত্মতা প্রাপ্তি হয়।

৩২। স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তম্ভ রাত্রয় এব পঞ্চদশকলা ধ্রুববাস্তা ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্ণ্যতেহপ চ ক্ষীয়তে সোহমাবাস্তা তু রাত্রি মেতয়া ষোড়শা কলয়া সর্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্ত ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভূতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কুকলামস্তৈত্তম্ভা এব দেবতায়্য অপচিঠ্যে।

যো বৈ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোহয়মেব স যোহয়-মেবংবিং পুরুষস্তম্ভ বিভ্রমেব পঞ্চদশকলা আত্মবাস্তা ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্ণ্যতেহপ চ ক্ষীয়তে তদেত্তমভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিভক্তং তস্মাদ্যদ্যপি সর্বজ্ঞ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাগাদিত্যেবাহঃ। বৃহ, ৩। ৫। ১৪। ৫।

পাংস্তম্ভ কর্ণণঃ কলানি সপ্তানানি। মনঃপ্রাণবৈবিত্তেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিঃ পাংস্তম্ভং সিদ্ধান্তি। তজ্জ মনোবাকপ্রাপ্রপাণ্যরাত্মা স্নেহকুরূত ইত্যুক্তং বিস্তকর্মণী নোক্তে তে উচ্যেতে স এষ ইতি। ‘স এষ সংবৎসরঃ’ অন্নং। ‘প্রজাপতিঃ’ ‘ষোড়শকলঃ’ ষোড়শকলাঃ অবরবাঃ বস্ত সঃ। ‘তম্ভ’ সংবৎসরস্ত ‘রাত্রয়ঃ’ অহোরাত্রাণি—তিথয় ইত্যর্থঃ—‘পঞ্চদশকলাঃ’। ‘অস্ত ষোড়শী কলা’ ‘ধ্রুবা’ নিত্য। ‘এব’। ‘স’ ‘রাত্রিভিঃ’ তিথিভিঃ ‘এব’ ‘আপূর্ণ্যতে’ চ শুক্রে পক্ষে, ‘অপক্ষীয়তে’ চ ‘কৃষ্ণপক্ষে’। ‘অমাবস্তাং রাত্রিম্’ অমাবস্তায়াং রাত্রৌ ‘এতয়া ষোড়শা’ ধ্রুবয়া ‘কলয়া’ স ‘ইদং’ ‘সর্বং’ ‘প্রাণভূতং’ প্রাণিজাতম্ ‘অনুপ্রবিশ্ত’ ‘ততঃ’ প্রাতঃ জায়তে’ দ্বিতীয়য়া কলয়া সংযুক্তঃ। ‘তস্মাৎ এত্যাং রাত্রিম্’ এতন্তাং রাত্রৌ অমাবস্তায়াং ‘কুকলামস্য’ বধাৰ্থ্য্য অপি ‘প্রাণভূতঃ’ ‘প্রাণং’ ‘ন’ ‘বিচ্ছিন্দ্যৎ’ কুতোহস্তম্ভা। কথং? ‘এতস্যাঃ’ ‘দেবতায়্যঃ’ সৌমস্যা ‘অপচিঠ্যে’ পূজার্থং তবতীয়মহিসা।

‘যো বৈ’ স পরোক্ষঃ ‘সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ’ ‘ষোড়শকলঃ’, ‘অয়ম্ এব’ ‘স’ অপরোক্ষঃ। ‘যোহয়ম্

এবংবিং পুরুষঃ' 'অস্য বিত্তম্' এবং 'পঞ্চদশ কলাঃ', 'আত্মা' দেহঃ কর্মকারণম্ 'এব' 'অস্য ষোড়শী কলা' ব্রহ্মহানীয়া । 'স' পুরুষঃ 'বিত্তেন' এবং 'আপূৰ্ণভেদে অপকীর্ততে চ' । 'ক্লমঃ' বোহরম্ 'আত্মা' দেহঃ, 'ভদেভৎ' 'নভ্যৎ'—নাভিঃ চক্ৰপিণ্ডিকা তৎস্থানীয়ম্; 'বিত্তং' 'প্রাণঃ' নৈমিঃ । 'তন্মাতং' 'ক্যাপি' 'সৰ্ব্বজ্ঞানিং' সৰ্ব্বব্রহ্মনির্বাণা স্যাৎ তথা জীৱতে হীহতে, 'আত্মনা' দেহেন 'চেৎ' 'জীবতি' 'প্রাণিনা' হীনঃ নাভিঃ ইব 'অপাৎ' তাদৃগবস্থান্ আপাৎ 'ইতি' এবং 'আহঃ' জনাক ।

সেই এই সংবৎসর প্রজ্ঞাপতি । ষোড়শটি তাঁহার কলা । রাত্রি-গুলি তাঁহার পঞ্চদশ কলা । ইঁহার ষোড়শী কলা ব্রহ্ম ( নিত্য ) । তিনি রাত্রিগুলিতে ( শুক্লপক্ষে ) পূর্ণ হন, ( কৃষ্ণপক্ষে ) ক্ষয় পান । তিনি অমাবস্তা-রাত্রিতে এই ষোড়শ কলাযোগে সকল প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন । সে জন্মই এ রাত্রিতে প্রাণীর প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিবে না, এমন কি এই দেবতার পূর্ণতার নিমিত্ত কুকলাসের প্রাণও বিচ্ছিন্ন করিবে না ।

যে এই ষোড়শকল সংবৎসর প্রজ্ঞাপতি, তিনিই ইনি যিনি এইটি জানেন । বিত্তই তাঁহার পঞ্চদশ কলা, আত্মা ইঁহার ষোড়শী কলা । তিনি বিত্তদ্বারাই পূর্ণ হন এবং ক্ষয় পান । এই যে দেহ এটি নাভি-স্থানীয়, বিত্ত তাহার নৈমি, তাই যদি কোন ব্যক্তির সৰ্ব্বস্থানি হইয়া পড়ে তাহা হইলে দেহে জীবিত থাকিলেও [ এ ব্যক্তি ] নৈমিহীন নাভির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে [ লোকে ] এইরূপ বলে ।

ভাব—মন প্রাণ দেহ বিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ এই পাঁচটি দ্বারা পাণ্ডুক্ত ( ৮১৩ ) সিদ্ধ হয়, এই পাণ্ডুক্ত কর্মের ফল সপ্ত অন্ন । মন বাক্ ও প্রাণরূপ অন্ন প্রজ্ঞাপতি আপনার জ্ঞাত করিলেন ( ৭১১ ) এ কথা উক্ত হইয়াছে, বিত্ত ও কর্মের বিষয় উক্ত হয় নাই, এখানে সেই দুইয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ।

৩৩। অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজ্ঞাপতিহ' কৰ্ম্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্মনোমনোনাঙ্গস্পর্কন্ত বদিস্যামাহমিতি বাগ্‌দধে ঈক্ষামাহ-মিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যামাহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কৰ্ম্মাণি যথাকৰ্ম্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রোত্ৰোজ্জ্বলপয়েমে তান্যাপ্নোত্যান্যাপ্তা মৃত্যুরবারুদ্ধং তস্মাচ্ছ্রাম্যতোব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধিরে । অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠে; যঃ সঞ্চরতুশ্চাসঞ্চ তুশ্চ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি হন্তাস্তৈব সৰ্ব্বৈ রূপমসামেতি ত এতস্তৈব সৰ্ব্বৈ রূপমভবতুস্তস্মাদেত এতেনাখ্যা-

য়ন্তে প্রাণা ইতি তেন হ বাব তৎকুলমাচক্কেতে যন্মিন্ কুলে ভবতি  
য এবংবেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্ধিতেহনুশুভ্য হৈবাস্ততো ত্রিয়ত  
ইত্যধ্যাত্ম ।

অথাধিদৈবতম্ । জুলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নিদগ্নে তপস্ত্যামাহমি-  
ত্যাদিত্যোভাস্ত্যামাহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাধিদৈবতম্ স  
যথেষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণএবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্লোচন্তি  
হন্তা দেবতা ন বায়ুঃ সৈবাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ।

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্য্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছ-  
তীতি প্রাণাঙ্কা এষ উদেতি প্রাণেহস্তমেতি তন্দেবাস্চক্রিরে ধর্ম্মত্ব  
স এবাদ্য স উ খ ইতি যদ্বা এতেহমুহ্যপ্রিয়ন্ত তদেবাণ্যাদ্য কুর্ত্তি ।  
তস্মাদেকমেব ত্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাণ্যান্যচ্চ নেম্মা পাপম্মা স্মৃ-  
রাপু বদিতি যদ্বা চরেৎ সমাপিপয়িসেত্তেনো এতস্তৈ দেবতাই  
সায়ুজ্যং সলোকতাং জয়তি । স্ব, ৩। ৫। ২:—২৩ ।

বাঙ্ মনঃপ্রাণোপাসনেন গতিযুক্ত। তেহু কশিষিণেযোহপাস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে অধাত ইতি ।  
‘অথ অতঃ’ অতোহনন্তরম্ ‘এতস্মা’ উপাসনস্য ‘সীমাংস্মা’ উপাসনকর্ম্মবিচারণা—এবাং প্রাণানাং কল্য  
কর্ম্ম ত্রতচ্ছেন ধারয়িতব্যমিতি সীমাংসা প্রবর্ত্ততে । ‘প্রজ্ঞাপতিঃ’ কিল কর্ম্মাধি—কর্ম্মাধিনি হিতানি  
করণানি বাগাদানি—‘সমুজ্জে’ হুইবান্ । ‘হুইনি’ ‘তানি’ ‘অন্তোন্তেন অস্পর্ধিত’ স্পর্ধাং চকুঃ । ‘অহং’  
‘অদিব্যানি’ ইতি ‘বান্’ ‘দগ্নে’ বৃত্তবতী নির্ব্বক্তং কৃতবতী, ‘অহং’ ‘ইকানি’ ই.ক পুত্ৰানি—তদিব্যং  
স‘সীপ্যো বর্ত্তমানা— ইতি ‘চকুঃ’, ‘অহং’ ‘প্রোষ্যানি’ ইতি ‘প্রোজন্’ । ‘এবন্’ ‘অন্তানি’ ‘কর্ম্মানি’  
করণানি ‘বধাকর্ম্ম’ বধকর্ম্মানুসারেণ স্পর্ধাং চকুঃ । ‘বৃত্তাঃ’ ‘অম’ ‘অমরূপী’ ‘ভূবা’ ‘তানি’ ‘উপয়েম’  
সঙ্গগ্রাহ, ‘তানি’ ‘আপ্নোং’ বাপ্তবান্, ‘আপ্তা’ ‘তানি’ ‘অবারুদ্ধং’ অবরুদ্ধবান্ । ‘তস্মাৎ’ কারণাৎ  
‘বাক্’ ‘জামাতি এব’, ‘চকুঃ’ ‘জামাতি’, ‘প্রোজন্’ ‘জামাতি’ । ‘অথ’ ‘বোহং মধ্যমঃ প্রাণঃ’ ইমন্  
‘এব’ ‘বৃত্তাঃ’ ‘ন আপ্নোং’ । ‘তানি’ করণানি তং ‘জাতুং ত্রিবি’ বৃত্তবন্তি মনশ্চকুঃ । ‘অমঃ বৈ’  
‘নঃ’ ‘অন্ত্যকং মধ্যে’ ‘প্রোজন্’ ‘বঃ’ ‘সকরন্’ বঃ ‘অসকরন্’ ‘ন ব্যথতে’, ‘ন রিষাতি’ কীরতে । ‘হন্ত’  
—বাক্যারম্ভে—ইদানীং ‘সর্কে’ বরম্ ‘অন্যোব’ প্রাণস্য ‘রূপম্’ ‘গম্যাম’ প্রতিপদ্যেমহি ইতি নিশ্চিত্য  
‘তে’ সর্কে ‘এতন্ত এব’ প্রাপ্ত ‘রূপম্’ ‘অভবন্’ । যদ্বাং তে প্রাণাত্মতাম্ আপ্তবন্ ‘তস্মাৎ’ ‘এত’  
চকুরাগরঃ ‘প্রাণা ইতি’ এতেন প্রাণেন আখ্যারক্তে । বঃ এবং বেহ ইত্রিয়ানাং প্রাণাজ্ঞতাং জানাতি,  
‘তেন হ বাব’ তেন এব বিদ্ববা ‘তৎ কুলম্’ ‘আচক্কেতে’ অধিতং ভবতি । ‘বঃ উ হ’ বঃ পুনঃ ‘এবং-  
বিদা’ বিদ্ববা ‘স্পর্ধিতে’ প্রতিপক্ষো ভবতি, স পুনঃ ‘অনুভব্যা’ শোবাং গদ্বা ‘অন্ততঃ’ অন্তে ‘ত্রিয়তে’ ।  
ইতি অধ্যাত্ম ।

অথ অধিদৈবতম্ । ‘অহং’ ‘অদিব্যানি’ ইতি ‘অগ্নিঃ’ ‘দগ্নে’ বৃত্তবান্, ‘অহং’ ‘তপ্তানি’ ইতি

‘আদিভাঃ’, ‘অচঃ’ ‘ভাতানি’ ‘ইতি’ ‘চক্ষুঃ’, ‘এবম্’, ‘অজ্ঞাঃ’ ‘দেবতাঃ’ ‘বখ্যৈবতৎ’ ‘অখদেবত্ব-  
নারেণ স্পর্ধাং চক্ষুঃ’, ‘এবাং প্রাণানং’ ‘বখ্য’ ‘মধ্যমঃ’ ‘প্রাণঃ’, ‘এবম্’, ‘এভাসাং’ ‘দেবতানং’ ‘বায়ুঃ’  
কথম্ ? ‘অজ্ঞাঃ’ ‘দেবতাঃ’ ‘স্রোচতি’ অন্তঃ বস্তু ‘ন বায়ুঃ’ স্রোচতি । ‘বখ্যায়ুঃ’ বোহসৌ বায়ুঃ ‘সি একা  
দেবতা’ ‘অনন্তমিতা’ ।

‘অখ’ এতদ্ব্যর্থপ্রকাশকঃ ‘এব স্রোচঃ’ ‘তদ্বতি’—‘বতশ্চোদেতি’ ‘সূৰ্যোদয়ঃ’ বত্ৰ চ ‘স্রোচতি’ ইতি—  
প্রাণাৎ বা এব সূৰ্য্যঃ উদেতি প্রাণে অন্তম্’ এতি । ‘তঃ’ ‘দেবতাক্রিয়ৈ ধৰ্ম্মাৎ’ ‘স এবাসি’ ‘স উ ক’  
ইতি—‘প্রাণাৎ’ ‘উদয়ঃ’ ‘প্রাণে’ অন্তগমনম্’ ‘উভাবঃ’ ‘ধৰ্ম্মঃ’ ‘সবাঃ’ ‘চক্রিরে’ কৃতবস্তুঃ । ‘স উবাধ্য  
স উ ক’—‘বখ্য’ ‘বখ্য’ পুনঃ ‘অখ্য’ ‘অখ্য’ কালে ‘এতঃ’ ‘বাগাদয়ঃ’ ‘অগ্নাদয়ঃ’ ‘তৎ এব’ ‘প্রাণব্রতঃ’  
‘বায়ুব্রতঃ’ চ ‘অদ্য’ ‘অপি’ ‘অত্রিগত’ ‘কুর্কন্তি’ ‘অনন্তমিতা’, ‘কঃ চ’ । ‘বখ্য’ ‘বখ্য’ কালে ‘প্রাণম্’ এব চক্ষু-  
রাদয়ঃ বস্তু গচ্ছন্তি এবোধকালে ‘প্রাণাদেব’ পুনরাবিভবন্তি, ‘বায়ুমেব’ ‘অগ্নাদয়ঃ’ ‘প্রবিশন্তি’ ‘পুনরাবি-  
ভাবকালে’ ‘বায়োরৈব’ ‘প্রাচুর্ভবন্তি’, ‘তস্মাৎ’ একম্’ এক ব্রতঃ চরেৎ । কিন্তু ? ‘প্রাণাৎ’ চ ‘প্রাণব্যাপারঃ’  
‘কুর্ধ্যাৎ’ চ, ‘অপাভ্যাৎ’ চ ‘অপানব্যাপারঃ’ চ ‘কুর্ধ্যাৎ’ কথম্ ? ‘সি’ ‘সি’ ‘গাপ্’ ‘সি’ ‘সি’ ‘সি’  
ইতি ‘নেৎ’ ‘ভয়বশাৎ’—‘নেচ্ছকঃ’ ‘পরিভরে’ । ‘বদি’ পুনঃ ‘চরেৎ’ ব্রতঃ তদা ‘সমাপিগরিবেৎ’ ‘সমা-  
পরিভুমিচ্ছৎ’—‘প্রাণাদিগরিহারার্থম্’; ঐহিকজীবনতঃ চিরজীবিতাকাজ্যায় অবৈধতাৎ । কিং ব্রত-  
কলম্ ? তেন উ পুনঃ ব্রতেন ‘এতন্তৈ’ ‘দেবতায়ৈ’ এতজ্ঞাঃ ‘প্রাণদেবতায়ঃ’ ‘সায়ুজ্যঃ’ ‘সমুগ্ধভাবম্’  
‘একাত্মত্বং’ ‘সলোকতাম্’ ‘সমালোকিতাম্’ ‘একত্বানত্বং’ ‘জয়তি’ ‘প্রাপ্নোতি’ ।

অনন্তর ইহার পর ব্রতমীমাংসা । প্রজ্ঞাপতি পূর্বে [ বাগাদি ] কর্ম  
( ক্রিয়াসাধন ) সৃজন-করিয়াছিলেন । তাহার সৃষ্ট হইয়া পরস্পর  
স্পর্ধা করিতে লাগিল । বাক্ অভিমান-করিল আমি বলি, চক্ষু [ অভি-  
মান করিল ] আমি দেখি, শ্রোত্র [ অভিমান করিল ] আমি শুনি, এই  
রূপ অন্ত্যন্ত কর্ম ( ক্রিয়া সাধন ) যাহার যেরূপ ক্রিয়া তদনুসারে [ অভি-  
মান করিল ] । মৃত্যু অগ্ৰ হইয়া তাগদিগকে আপনার করিয়া লইল,  
[ স্মতরাং ] তাহাদিগেতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে  
অবরুদ্ধ করিল, তাই বাক্ শ্রান্ত হয়, চক্ষু শ্রান্ত হয়, শ্রোত্র শ্রান্ত হয় ।  
যিটি মধ্যম প্রাণ সেইটিকে [ মৃত্যু ] অধিকার করিল না । ( তখন )  
তাহারা জানিতে পাইল—ইনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি নক্ষরণ ও  
অসক্ষরণে ব্যথিত হন না, ক্ষয় পান না তবে আমরা ইহারই রূপ ধারণ  
করি এই বলিয়া সকলে ইহার রূপধারণ-করিল । তাই তাহারা সকলে  
এই প্রাণের ‘প্রাণ’ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইল । যিনি এইরূপ ( ইন্দ্রিয়গণের  
প্রাণাত্মতা জানেন ) তাহার দ্বারা সেই কুল প্রসিদ্ধ হয় । যে ব্যক্তি এই  
জ্ঞানে জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হয়, সে শুষ্ক হইয়া চরমে মৃত্যুপ্রাপ্ত  
হয় । এইটি অধ্যাত্ম ।

অনন্তর এইটি অধিদেবত। অগ্নি অভিমান করিলেন আমি প্রস-  
লিত হই, আদিত্য [ অভিমান করিলেন ] আমি তাপ দি। চন্দ্রমা  
[ অভিমান করিলেন ] আমি দীপ্তি পাই। এইরূপ অন্তান্ত দেবতারা  
স্বস্ত্র দেবতানুসারে (অভিমান করিলেন) প্রাণই সকলের মধ্যে যেমন  
মধ্যম প্রাণ তেমনি দেবতাগণের মধ্যে বায়ু। কেন না অন্তান্ত দেবতা  
অস্ত্র যান, বায়ু অস্ত্র যান না। যিনি বায়ু তিনি অনন্তমিত দেবতা।

অনন্তর [ এই অর্থ প্রকাশক ] এই শ্লোক—যাহা হইতে সূর্য্য উদ্ভিত  
হন, যাহাতে সূর্য্য অস্ত্র গমন করেন, প্রাণ হইতেই ইনি উদ্ভিত হন,  
প্রাণেতেই ইনি অস্ত্রগমন করেন, ইহাকেই দেবগণ [ উদয় ও অস্ত্রগমন ]  
ধর্ম্ম করিলেন। ইনিই অগ্নি, ইনিই আগামী কল্য। যেহেতু [ অগ্নি আদি  
বাক আদি ] ইহার যাহা একবার পরিয়াছিলেন তাহা আজও করিতে-  
ছেন, তাই আমাকে পরে মৃত্যু বা আক্রমণ করে এই ভয়ে প্রাণ ও  
অপাননরূপ একই ব্রত আচরণ করিবে। যদি আচরণ করে তাহা  
হইলে উহার সমাপন ইচ্ছা করিবে। এই ব্রত দ্বারা এই দেবতার  
( প্রাণের ) সলোকতা ও সায়ুজ্যকে জয়-করে।

ভাব—বাক মন ও প্রাণের উপাসনার কি গতি হয় তাহা বলিয়া ( ১১১২৪ ) তাহা-  
দিগের মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কি না তাহাই এস্থলে বিচারিত হইয়াছে। প্রাণ ও  
বায়ুর এস্থলে শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এখানকার বিশেষ বক্তব্য অধ্যায় প্রপূর্ত্তিতে  
উল্লিখিত হইবে।

৩৪। অথ হৈনং কহোলঃ কোষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি  
হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বাস্তরন্তং মে ব্যাচ-  
ক্ষেপ্তোষ ত আত্মা সর্বাস্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বাস্তরো যোহ-  
শনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যামত্যেতি। এতং বৈ  
তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যাখ্য  
অথ ভিক্ষার্চর্যাং চরন্তি যা হোষ পুত্রৈষণা সা বিতৈষণা যা বিতৈষণা  
সা লোকৈষণেভে হোতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদব্রাহ্মণঃ  
পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্যা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যক পাণ্ডিত্যক নির্বি-  
দ্যাথ মুনিরমোনক মোনক নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন



শ্রাদ্যেন শ্রাতেনৈদৃশ এবাতোহন্যদার্তং ততোহ কহোলঃ কোবীত-  
কেয় উপররাম । রু, ৫। ৫। ১।

৩৪। সৰ্ববিধৈষণাশৰ্ম্মনমেব ব্রহ্মণি স্থিতেশ্বরা ইতি তদেব বক্তি অবেতি। ‘অথ’ অনন্তরম্  
‘এনম্’ জনকসভাগতং বাজবল্যং ‘কৌবীতকেয়ঃ’ কুবীতকভাপত্যম্ ‘কহোলঃ’ ‘পপ্রচ্ছ’ পৃষ্টবান্। হে  
‘বাজবল্য’ ‘ইতি’ সম্বোধা পুনঃ স ‘উবাচ’—‘বৎ এব’ ব্রহ্ম ‘সাক্ষাৎ’ অব্যবহিতম্ ‘অপরোক্কাৎ’  
পরোক্কাভাবাৎ অগৌণমিতি বাবৎ, ‘বঃ’ সৰ্বাস্তরঃ আত্মা ‘তং’ ‘মে’ ব্যাচক্ষুঃ ইতি। উষন্তপ্রশ্নোক্তরা-  
নুরূপম্ ( ৫। ১২ ) এবাহ—‘এব’ ‘তে’ তব ‘আত্মা’ ‘সৰ্বাস্তরঃ’। আত্মশব্দস্ত সংশয়াস্পদত্বাৎ  
কহোলঃ পুনরাহ—হে ‘বাজবল্য’, ‘কতমঃ সৰ্বাস্তরঃ’। বাজবল্যমাহ—‘অপরোক্ষাপিগাসে’ ক্ষুভ্রকে  
‘শোকং মোহং জরাম্’ ‘অভ্যোতি’ অহিতবা বৰ্ত্ততে। এবং বৈ ‘তম্’ আত্মানং ‘বিদিত্বা’ ‘ব্রাহ্মণঃ’  
‘পুত্রেষণায়াঃ’ চ—পুত্রং প্রতি এষণা ঠিক্। দারসংগ্রহঃ তন্মাৎ—‘বিশ্লেষণায়াঃ’ গণাদিসংগ্রহাৎ ;  
‘লৌকৈষণায়াঃ’—দেবলোকাদিশ্রাণ্যভিলাষাৎ ‘ব্যাখ্যায়’ বৈপরীত্যেন উখানং কৃৎবা ‘অথ’ ‘ভিক্ষার্চ্যাং’  
ভিক্ষার্চং চরণং বৎ তৎ ‘চরন্তি’ আচরন্তি। পুত্রেণ চ বিত্তেন চ লোকপ্রাপ্তিৰ্ভবতি, অতঃ উচ্যতে—  
‘বা হি’ ‘এব’ ‘পুত্রেষণা’ ‘স্যা বিলৈষণা’। লোকো হি সম্পত্তেনাধিক্রিয়তে, অত উচ্যতে ‘বা হি’  
‘বিশ্লেষণা’ ‘স্যা লৌকৈষণা’। এষমেষণানামেক্ষেহপি পুত্রবিশ্লেষণায়াং লোকঃ সাধ্য ইতি তন্ত্বেদং  
বীকৃত্য উচ্যতে—‘উভে হি এতৎ’ ‘এবণে’ ‘ভবতঃ’। যন্মাৎ এবণাপরিহারেণ ভিক্ষার্চ্যাচরণমেবাচারঃ,  
‘তন্মাৎ ব্রাহ্মণঃ’ ‘পাণ্ডিত্যং’ বেনাস্ততাৎপৰ্য্যাবধারণং ‘নির্বিদ্যা’ নিঃশেষেণ বিদিত্বা ‘বুদ্ধো বালকবৎ  
ক্লিড়ঃ’ ইতি স্মারাৎ ‘বালোন’ অপ্রোচিৎসাদিবালভাবেন ‘হিতাসেৎ’ হ্যতুম্ ইচ্ছৎ। ‘বালাৎ চ  
পাণ্ডিত্যং’ চ ‘নির্বিদ্য’ নিঃশেষেণ বিদিত্বা ‘মুনিঃ’ মননশীলঃ ভবতি। ‘অমোনম্’—আত্মজ্ঞানাবি-  
করণং পাণ্ডিত্যং, ‘মোনম্’—আত্মজ্ঞানানাবিকরণং বালাৎ তদুত্তরং ‘নির্বিদ্য’ নিঃশেষেণ বিদিত্বা ‘অথ’  
‘ব্রাহ্মণঃ’ ব্রহ্মবিদুঃ ভবতি। ‘স ব্রাহ্মণঃ’ ‘কেন জ্ঞাৎ’ ? ‘যেন’ উপায়েন ‘জ্ঞাৎ’ ‘তেন ঈদৃশঃ’ এত-  
ন্নক্ষণাকান্তঃ বালভাবাপন্নঃ—‘হিতাসেৎ’ ইতি উক্তিবলাৎ—এবজ্ঞাৎ। ‘অতঃ’ ব্রাহ্মণ্যাৎ ‘অন্তৎ’  
এষণারূপম্ ‘অৰ্ত্তং’ দুঃখকারণম্। ‘ততঃ’ ‘কহোলঃ কৌবীতকেয়ঃ’ উপররাম’ প্রশান্তরাৎ নিবৃত্তো-  
হভবৎ প্রতিবৃদ্ধঃ।

অনন্তর কুবীতকতনয় কহোল ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে  
বাজবল্য, [ এইরূপ সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন ] যিনি সাক্ষাৎ  
অপরোক্কাভাবে ব্রহ্ম, যিনি সৰ্বাস্তর আত্মা তাঁহার কথা আগায় ব্যাখ্যা  
করুন। [ তিনি উত্তর দিলেন ] তোমার এই আত্মা সৰ্বাস্তর। [ কহোল  
বলিলেন ] হে বাজবল্য, কোন্ আত্মা সৰ্বাস্তর ? [ তিনি উত্তর দিলেন ]  
যিনি ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করেন। এই  
সেই আত্মাকে বিদিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রেষণা বিশ্লেষণা এবং লৌকৈ-  
ষণার বিপরীতে উখানপূৰ্ব্বক ভিক্ষার্চ্যা আচরণ করেন। পুত্রেষণাও  
যাহা বিশ্লেষণাও তাহা, বিশ্লেষণা যাহা লৌকৈষণাও তাহা, কেন না এ  
উভয়ই এষণা। সে অস্ত্রই ব্রাহ্মণ নিঃশেষরূপে পাণ্ডিত্য জ্ঞানের বিষয়

করিয়া বাণ্যে স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে। পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া মূনি হইবে। মৌন ও অমৌন এ উভয়কে নিঃশেষরূপে জ্ঞানের বিষয় করিয়া ব্রাহ্মণ হয়। কিসে সেই ব্রাহ্মণ হয়। বাহাতে ব্রাহ্মণ হয় তাহাতে ঈদৃশ হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আর যাগ কিছু তাহা দুঃখের কারণ। এতচ্ছবণে কুমীতকতনয় কহোল নিরুত্ত হইলেন।

ভাব—এখানে আত্মা ও সর্কাস্তর আত্মা এ দুইয়ের প্রভেদ কি ইহা বুঝা প্রয়োজন। আমার “আত্মা” (২৫৩ পৃ) এখানে “আমার” এই শব্দে জীব বুঝাইতেছে। জীবের হৃদয়ে যিনি “আত্মা” হইয়া অবস্থিত তিনি “সর্কাস্তর আত্মা” সূতরাং পরমাত্মাই “সর্কাস্তর আত্মা” বা আত্মার আত্মা। কহোলের প্রশ্ন একজ্ঞ জীবাত্মসম্বন্ধে নহে পরমাশ্রমসম্বন্ধে। জীব ক্ষুধা পিপাসাদির অধীন, পরাত্মা ক্ষুধাপিপাসাদির অধীন নহেন। যিনি ক্ষুধা পিপাসাদির অধীন তিনি জীবাত্মা, যিনি তদধীন নহেন তিনি পরমাত্মা, এই বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারা যায়, এ জ্ঞাত এ লক্ষণটি এখানে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এ উভয় অবিভক্তভাবে একত্র অবস্থিত, এরূপ অবস্থায় উভয়ের প্রভেদ করিবার উপায় এই যে, একটি ক্ষুধাদির অধীন হইয়া “দীনতা-বশতঃ শোকে মুহমান হয়” (৩১৯পৃ) আর একটি ক্ষুধাদির অতীত হইয়া নিরন্তর অবস্থিত।

পুত্রবিভাদির প্রতি প্রবল অভিলাষবশতঃ ‘এষণা’ উপস্থিত হয়। এই এষণাসম্বন্ধে চিত্তের চাঞ্চল্য অপরিহার্য, সূতরাং সর্কবিধ এষণা বর্জিত না হইলে ব্রহ্মের হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মের হইতে গেলে কি হইতে হয়? সর্কবিধ পাণ্ডিত্যের অভিমানবর্জিত হইয়া বালক হইতে হয়। সর্কবিধ অভিলাষ বর্জন করিয়া বালক হইবার অভিলাষ পোষণ করিতে হইবে সাধকের প্রতি এখানে এই ব্যবস্থা। ব্রহ্মের হইতে গেলে বালক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, এ জ্ঞাত এখানে বালক হওয়াকেই উপায়স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। “পাণ্ডিত্য ও বাল্য নিঃশেষরূপে অবগত হইয়া মূনি হইবে” এখানে এরূপ স্পষ্ট বাক্য থাকাতো মনে হয় বাল্যভাব নহে মৌন ভাবই প্রধান উপায়। মৌন ও অমৌন এ উভয়কে নিঃশেষরূপে জ্ঞানের বিষয় করিয়া ব্রাহ্মণ হয়” এক কথার অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে এ ভ্রম নিরাকৃত হয়। মৌন ভাব কি? আপনার জ্ঞান কাহারও নিকটে প্রকাশ না করা। আপনার জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশ করা পাণ্ডিত্য, আর জ্ঞান প্রকাশ না করা বাল্য। “বাণ্যে স্থিতি করিতে ইচ্ছা করিবে” এই বিধি বাল্য বাণ্যেরই (৩৪৫০) প্রাধান্য উপস্থিত হইতেছে। বাল্যসমুচিত সকল প্রকার অভিমানশূন্য না হইলে যখন ব্রহ্মের অমুর্ষভন কদাপি সম্ভবে না, তখন বাল্যভাবেরই যে প্রাধান্য ইহাতে আর সংশয় কি?

৩৫ । স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু  
য এযোহস্তুর্হৃদয় আকাশস্তুম্বিদ্ধেতে সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চোশানঃ  
সর্বশ্চাধিপতিঃ স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ামো এবাসাধুনা কনীয়ান্ ।  
এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাদিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং  
লোকানামসন্তোদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি  
যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকে নৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি । এত-  
মেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি । এতদ্ধ স্ম বৈ তং পূর্বে  
বিদ্বাংসঃ প্রজ্ঞাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ । যেষাং  
নোহয়মাত্মাহয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিতৈষণায়াশ্চ  
লোকৈষণায়াশ্চ ব্যাখ্যায় ভিক্ষার্চর্যাং চবন্তি যা হেব পুত্রৈষণা সা  
বিতৈষণা যা বিতৈষণা সা লোকৈষণোভে হোভে এষণে এব ভবতঃ ।  
স এষ নেতি নেত্যাত্মাহগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেহশীৰ্য্যো ন হি শীৰ্য্যতে-  
হসঙ্গো ন হি সজ্যতেহসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতোতমু হৈবৈতে  
ন তরত ইতি । অতঃ পাপমকরবমিতাতঃ কল্যাণমকরবমিতাতে উ  
হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ।

তদেতদৃচাভ্যুক্তমেব নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণশ্চ ন বর্দ্ধতে কৰ্ম্মণা  
নো কনীয়ান্ তশ্চৈব স্মাং পদবিত্তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কৰ্ম্মণা  
পাপকেনেতি । তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমা-  
হিতো ভূত্বাহহস্নোবোদ্ধানং পশুতি সর্বমাত্মানং পশুতি নৈনং  
পাপমা তরতি সর্বং পাপমানং তরতি নৈনং পাপমা তপতি সর্বং  
পাপমানং তপতি, বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ  
ব্রহ্মলোকঃ সত্ৰাডীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোহহং ভগবতে বিদেহান্  
দদামি মাধ্বাপি সহ দাত্যয়েতি ।

স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহমাদো বস্তুদানো বিদ্ভতে বস্তু য  
এবং বেদ ।

স বা এষ মহানজ্ঞ আত্মাহজরোহমরোহয়তোহভয়ো ব্রহ্মাভয়ং  
বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ । স্ব, ৬।৪।২২—২৫ ।

বহুতং ভদ্রেণ বিশেষোক্ত্য। জটরতি স বা। এষ ইতি। 'যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ' সন্ 'প্রাণেশু', 'যঃ  
এষ অন্তঃকরেণ আকাশঃ' সন্ 'তন্মিন্' আকাশে 'শেতে' তিষ্ঠতি, 'স এষ মহান্ অজঃ', 'সৰ্ব্বত্' 'বনী'  
বশে হাগয়িতা, 'সৰ্ব্বত্' 'ঈশানঃ' 'ঈশিতা', 'সৰ্ব্বত্' 'অধিপতিঃ' অধিষ্ঠার পালয়িতা, 'ন স' 'নাধুন'  
সুখদানরূপবহিতকর্ণণ। 'ভূয়ান্' মহৎরঃ, 'ন এষ' ন চ 'অনাধুন' দুঃখদানরূপাবহিতকর্ণণ। 'কনীরান্'  
অজ্ঞতরঃ। কথম্? 'এষ সৰ্ব্বেশ্বরঃ' সৰ্ব্বেশ্বাং নিরস্তা কর্ত্ত্বানুযায়িসুখদুঃখবিধানেন, 'এষ ভূতাদিপতিঃ'  
ভূতানাং সুখদুঃখবিধানেন পালয়িতা অস্তথা তেষামুচ্ছেদ এষ স্তাৎ, 'এষ ভূতপালঃ' ভূতানাং পোষয়িতা  
'এবাং লোকানাম্' 'অসন্তোদার' অভঙ্গায় এষ 'বিষয়ঃ' 'সেতুঃ' ভেদনিষারণঃ। 'ভম্' এতৎ পরমা-  
জ্ঞানং 'বেদান্তবচনেন' নিত্যাব্যাহায়েন 'ব্রাহ্মণাঃ' 'বিবিদ্যবন্তি' বেদিতুন্ ইচ্ছন্তি। ন কেবলং ব্যাধা-  
য়েন কিস্তিহি 'বজেন', 'দানেন', 'অনাশকেন' ষাভূতৈবম্যাসুতপাদকেন 'ভগসী' 'এতৎ' পরমাজ্ঞানং  
'বিদিত্বা' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'ভবতি'। 'এবং' পরমাজ্ঞানম্ 'এব' 'লোকম্' স্তূনাম্ ইচ্ছন্তঃ 'এত্রা-  
জিনঃ' 'প্রব্রজতি'। 'এতৎ' এতন্মাৎ কারণাৎ—'হ বৈ' কিল—'পূৰ্বে বিধাসঃ'—যেবাং নঃ অশ্রাকম্  
অয়ম্ আত্মা অয়ং লোকঃ তে বয়ং 'প্রজয়া কিং করিষামঃ' 'ইতি' 'প্রজাং ন কাম্যরন্তে' 'ম'। তে  
কিল 'পুত্রৈবধারাঃ' ইত্যাদিকারাঃ চ 'ব্যুৎথার' 'ভিক্কাচর্যাঃ' 'চরন্তি ম'। 'যা হি এষ পুত্রৈবধা' 'সা  
বিত্তবধা', 'যা হি বিত্তবধা' 'সা লে কৈবধা', 'উতে হি এতে' এষণে 'ভবতঃ'। 'স এষ' ইত্যারম্ভ্য 'ন  
রিষ্যতী' তাস্তং পূৰ্বে ব্যাখ্যাতম্ (৩। ২৩ [১৪২পৃ])। এতৎ—নেতি নেতীত্যাदिমা মিচ্ছারিতাস্ত-  
বিদম্—'এতে' পাপকল্যাণে 'ন তরতঃ' 'ন প্রাপুতঃ' 'ইতি', 'অতঃ' অস্মাদ্ভ্যন্তোঃ 'পাপম্' অকরবম্  
—'আত্মবিষয়লাভাৎ পূৰ্ণম্'—ইতি 'অতঃ' অস্মাৎ হেতোঃ, 'কল্যাণং' শুভং পুণ্যম্, 'অকরবম্'—  
'আত্মবিষয়লাভাৎ পূৰ্ণম্'—ইতি 'উতে' 'উ' পুনঃ এতে পাপকল্যাণে 'এষ' আত্মবিৎ 'তরতি' তচ্ছনিত-  
হর্ষবিধানৌ জহাতি অভিসমানাভাবাৎ, 'ন এনং' 'কৃতাকৃতে' কৃতক অকৃতঞ্চ—'আত্মবিষয়লাভাৎ পূৰ্ণম্'  
—'তপতঃ' সত্তাপং জনরতঃ—সম্ভ্রতি। 'ন লিপাতে কৰ্ণণা পাপকেন' ইত্যনেনাশ্রবিষয়লাভানন্তরং  
পাপলিপাতাবল্যোক্তবাৎ ভূতবর্ত্তমানাপ্রয়োগাচ্চ লভ্যত এষোহর্থঃ।

'ভদ্রেতৎ' ব্রাহ্মণেনোক্তম্ 'বচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যাক্তম্' প্রকাশিতম্। 'ব্রাহ্মণস্য' তত্ত্ববিনঃ 'এষ'  
'নিত্যঃ' স্থায়ী 'মহিমা'। কথম্? যতোহসৌ 'কর্ণণা' 'ন বর্গতে' 'ন কনীরান্' ভবতি—বালবদতিঃ  
মানবিরহিতত্বাৎ। তস্য মহিষঃ এষ 'পদবিৎ' শরূপবেত্তা ভবতি। 'তৎ' মহিমানং 'বিদিত্বা' 'পাপ-  
কেন' পরাজ্ঞান বিচ্ছেদসাধকেন 'কর্ণণা' 'ন লিপাতে' 'ইতি'। 'তন্মাৎ' কারণাৎ পাপকর্ণণা লেপো  
ন ভবেদতি হেতোঃ 'এবং' 'শান্তঃ'—বাহ্যেজ্জিরব্যাপারতঃ, উপশান্তঃ, 'দান্তঃ'—অন্তঃকরণভূততঃ  
নিবৃত্তঃ, 'উপরতঃ'—সৰ্ব্বৈবধাবিনিমুক্তঃ, 'তিতিমুঃ'—বন্দনহিষ্ণুঃ, 'সমাহিতঃ'—একাগ্রচিত্তঃ 'আত্মনি  
এষ' 'আত্মানং' পরাজ্ঞানং 'পশ্চতি', 'সৰ্ব্বং'—ব্যাপিচ্ছেদ নিবিলাসভূতম্—'আত্মানং' পরাজ্ঞানং  
'পশ্চতি'। স য এবং পশ্চতি ভম্ 'এনং' 'ন পাপম্' 'তরতি' ন আশ্লোতি, স এষ 'সৰ্ব্বঃ' 'পাপ-  
মানং' 'তরতি' অতিক্রামতি, 'এনং' পাপম্ 'ন তপতি' ন দহতি, 'সৰ্ব্বং' পাপমানং 'স এষ' 'তপতি'  
দহতি। এবং 'বিপাপঃ' পাপবিত্ত্বকঃ, 'বিরজঃ' বিগতকামঃ, 'বিচিকিৎসঃ' হিঙ্গরসংশয়ঃ 'ব্রাহ্মণো'  
'ভবতি'। 'যেন স্যাস্তেনেদৃশ এষ' ইত্যোক্তদ্রব্যাদুপবর্ত্তে—পাহ'হ্যাবশং বনাৎ প্রব্রজনম্, পাহ'হ্যাব-  
শীকারেণ পরিব্রজন্যৎ ব্রহ্মণে হিত্যনন্তরং গার্হস্থঃ শুকে তথা দর্শনাদুপারম্যাতৈকান্তিকত্বম্। হে  
'সম্রাট্', 'এষ ব্রহ্মলোকঃ' ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মবি স্থিতিঃ 'ইতি' 'বাজবল্ক্য' 'উবাচ'। স জনক অহি  
—'সোহহ' জনকঃ 'ভগবতে' 'বিদেহান্' মম রাজ্যং 'দদামি', তেন রাজ্যেন 'সহ' মাং চ 'অপি  
'দাস্যামি' দাসকর্ণণে দদামি ইতি।

‘স বা এষ মহান্ অজঃ’ ‘আত্মা’ ‘অন্নানঃ’ ‘অন্নানাঃ’ কৃতমাত্মাণাম্ অজা সংহতি, ‘বহুমানঃ’ বহুনান্নানানাং দাতা । ‘যঃ এবং’ এবংত্বগুণসম্পন্নঃ ‘তন্ম্ আন্নানং’ ‘বেদ’ স বহু ধনাদি ‘বিশতে’ লভতে ।

‘স বা এষ’ ‘মহান্’ সর্বাভ্যুত্তরিকঃ ‘অজরঃ’ ‘অমরঃ’ ‘অমৃতঃ’ ‘অতরঃ’ আত্মা ‘ব্রহ্ম’ ‘অতরঃ’ তর-শূন্তম্-এব । ‘হি’ বহ্মাং ‘ব্রহ্ম’ ‘অতরঃ’ তন্মাং ‘যঃ এবং’—ব্রহ্ম অতরম্ ইতি—‘বেদ’ যেতি ‘স ব্রহ্ম ভবতি’ তৎসংগো তরশূন্তঃ ভবতি—‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ ইতি স্রোতস্তাৎ ।

তিনিই এই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণসমূহে বিজ্ঞানময় এবং অন্তর্হৃদয়ে আকাশ হইয়া শয়ান । ইনি সকলকে আপনার বশে স্থাপন করেন, সকলের শাস্তা সকলের অধিপতি । ইনি সাধুকর্মে দ্বারা বড় হন না বা অস্বাধু কর্ম দ্বারা ছোট হন না । ইনি সকলের দৈশ্বর, ইনি কুত্ৰাধিপতি, ভূতপাল । এই সকল লোকের ভঙ্গ না হয় এ নিমিত্ত ইনি বিধারক সেতু হইয়া আছেন । বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও ধাতুবৈষম্য-অনুৎপাদক তপস্ব্যা-যোগে ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করেন । ইঁহাকেই জানিয়া মুনি হইয়া থাকে । প্রত্নাজিগণ ইঁহাকেই লোক বলিয়া অভিলাষকরত প্রব্রজন করিয়া থাকেন । এজন্তই পূর্ববর্তী জ্ঞানিগণ এই আত্মাই আমাদের এই লোক, আমরা প্রজা লইয়া কি করিব [ এই ভাবে ] প্রজাকামনা করেন না । তাঁহারা পুত্রেষণ, বিত্রেষণ এবং লোকৈষণার বিপরীতে উত্থান করিয়া তিষ্ণার্চ্যা করেন । পুত্রেষণ যাহা বিত্রেষণ তাহা, বিত্রেষণ যাহা লোকৈষণ তাহাই । কেন না এ উভয়ই এষণা । এই [ সর্কাত্মা ] এই পর্য্যন্ত নন এই পর্য্যন্ত নন । ইনি অগৃহ এজন্ত কাহারও কর্তৃক গৃহীত হন না, অশীর্ষা এজন্ত কাহারও কর্তৃক খণ্ড খণ্ড হন না, অঙ্গ এজন্ত কাহারও সহিত সংস্পৃষ্ট হন না, বন্ধনরহিত এজন্ত কিছুতেই ব্যথিত হন না, বিনষ্ট হন না, এই [ তত্ত্বজ্ঞ ] ব্যক্তিকে এই [ পাপ ও কল্যাণ ] স্পর্শ করে না । এজন্ত পূর্বে পাপ করিয়াছি, পূর্বে কল্যাণ করিয়াছি এ উভয়কেই তিনি অতিক্রম করেন, কৃত বা অকৃত, এ দুই তাঁহাকে সমুপেক্ষ করে না ।

এই কথাই এই ঋকে কথিত হইয়াছে :—ব্রাহ্মণের এই নিত্য মহিমা যে তিনি কর্ম দ্বারা বুদ্ধিও পান না, হ্রাসও হন না । সেই মহিমার স্বরূপবেত্তা হইয়া তিনি পাপকর্মে লিপ্ত হন না । তাই দৈশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি শাস্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে পর-মাত্মাকে দর্শন করেন, সকলকেই পরাত্মা দেখেন । এরূপ জ্ঞাতাকে

পাপ স্পর্শ করে না, এ ব্যক্তি সকল পাপকে অতিক্রম করে এবং বিগত-পাপ, বিগতকাম, বিগতসংশয় ব্রাহ্মণ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে সত্রাট্, এই ব্রহ্মলোক । [ সত্রাট্ বলিলেন ] আমি আপনাকে বিদেহ এবং তৎসহ আমাকেও দাস্তে অর্পণ করিতেছি ।

সেই এই মহান্ অজ পরাঙ্গা ভূতমাত্রের সংহর্তা, ধনদাতা । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে ধনলাভ করে ।

সেই এই মহান্ অজ পরাঙ্গা অজর, অমর, অমৃত, অভয় । ব্রহ্ম নিশ্চয় অভয় ব্রহ্ম, যে ব্যক্তি এরূপ জানে সে ব্রহ্ম [ তৎসহ এক ] হয় ।

ভাব—যাধা পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহাই এ উক্তি দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে ।

৩৬। ত্রয়াঃ প্রাজ্ঞাপত্যঃ প্রাজ্ঞাপত্যৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমুষুর্দেবা মনুষ্যা অমুরা উষিষা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টাঃ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আখেতোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষর-মুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টাঃ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি হোচুর্দতেতি ন আখেতোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ।

অথ হৈনমমুরা উচুত্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবা-ক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টাঃ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি হোচুর্দয়ধমিতি ন আখেতোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি, তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িতুর্দদ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধমিতি তদেতজ্জয়ৎ শিঞ্জেদগং দানং দয়ামিতি । ১—৩ ।

এষ প্রাজ্ঞাপতির্গন্ধদয়মেতদুত্রকৈতং সর্গং তদেতং জ্যাক্ষরং হৃদয়মিতি হ ইত্যেকমক্ষরমভিহরত্যশ্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যাশ্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষর-মেতি সর্গং লোকং য এবং বেদ । ১ ।

তদৈতদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতম্মহদ্যক্ষং প্রাথ-মজ্ঞং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাংলোকান্ জিত্ব ইনৃণসাবসদ্য

এবমেতৎ মহদ্যক্ষং প্রথমক্ষং বেদ সত্যং ত্র্যেকোতি সত্যং হোব  
ব্রহ্ম + ১ ।

আপ এবোদমগ্রাশ্রুস্তা আপঃ সত্যামসৃজস্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম  
প্রজাপতিং প্রজাপতিদেবাত্বেন্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ  
ত্র্যাক্ষরত্বং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং ষ্মিত্যেক-  
মক্ষরং প্রথমোক্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যস্তোহনৃতং তদেতদনৃতমুভ-  
য়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতত্বং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈনং বিদ্বাত্শমনৃতত্বং  
হিনস্তি ।

তদ্যৎ তৎ সত্যামসৌ স আদিতো যএষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো  
যশ্চায়াং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবশ্যোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মি-  
ভিরেযোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মস্মিন্ স যদোৎক্রমিষান্ ভবতি  
শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্চতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ।

য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলপুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একত্বং শির এক-  
মেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহু দ্বৌ বাহু দ্বৌ এতে অক্ষরে স্থরিতি প্রতিষ্ঠা  
দ্বৌ প্রতিষ্ঠে দ্বৌ এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হস্তি পাপ্মানং  
জহাতি চ য এবং বেদ ।

যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একত্বং শির এক-  
মেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহু দ্বৌ বাহু দ্বৌ এতে অক্ষরে স্থরিতি প্রতিষ্ঠা  
দ্বৌ দ্বৌ এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হস্তি পাপ্মানং জহাতি  
চ য এবং বেদ । ১—৪ । বৃহ, ৭ + ২—৫ ।

নামনি সাধনত্রয়মুচ্যতে ত্রয়া ইতি । দেবাঃ মহাবাঃ অহুবাঃ ‘ত্রয়ঃ’ ত্রিসংখ্যাকাঃ ‘প্রজাপত্যাঃ’  
প্রজাপতেরপত্যানি ‘প্রজাপতৌ পিতরি’ শিষ্যোদ্যোন ‘ব্রহ্মচর্য্যাম্’ ‘উচুঃ’ উষিতবন্তঃ । ব্রহ্মচর্য্যাম্  
উষিতা ‘দেবাঃ উচুঃ’ উক্তবন্তঃ—‘ভবান্’ ‘নঃ’ অসত্যং ‘ত্রবীতু’ কথয়তু অহুশাসনমিতি শেষঃ ।  
‘তেভ্যঃ’ দেবেভ্যঃ—‘নঃ ইতি’ ‘অক্ষরম্’ ‘উবাচ’ । উক্ত, তান্ পপ্রচ্ছ পিতা—‘ব্রাজাসিট্’—কিং  
‘ইতি’ । তে উচুঃ—‘ব্রাজাসিট্’ ইতি । কিং বিজাতবন্ত ইতি পৃষ্টান্তে উচুঃ—‘দাম্যত’ দাম্যতঃ  
ভবত ‘ইতি’ ‘নঃ’ অস্মান্ ‘আখ’ কথয়সি ইতি । ‘ওম্’ ইতি পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—‘ব্রাজাসিট্’  
ইতি ।

‘অথ’ অনন্তরম্ ‘এনং’ প্রজাপতিং ‘মহাবাঃ’ ‘উচুঃ’—‘ত্রবীতু নঃ ভবান্’ ইতি । স তেভ্যঃ পুনঃ  
নঃ ইতি ‘এতৎ’ ‘এব’ ‘অক্ষরম্’ ‘উবাচ’ । উক্ত, পপ্রচ্ছ—‘ব্রাজাসিট্’ ইতি । তে উচুঃ—‘ব্রাজা-

সিহ' ইতি'। 'নস্ত' দাননিরতা ভবত ইতি 'নঃ' 'আখ'। স পুনরুবাচ—'ওমিতি' 'বাজাসিষ্ট ইতি'।

'অখ' অনন্তরম্ 'এনং' প্রজাপতিম্ 'অহ্মাঃ উচুঃ'—'ত্রীতু নঃ ভবান্' ইতি'। স তেভ্যঃ পুনঃ 'নঃ' ইতি' এতৎ এব অক্ষরম্ 'উবাচ'। উক্তাঃ প্রজা—'বাজাসিষ্ট' ইতি'। তে পুনঃ উচুঃ—'বাজাসিষ্ট' ইতি' 'নয়ধ্বং' দয়াং কুরুত ইতি' 'নঃ' 'আখ'। স পুনঃ 'ওমিতি' উবচ—'বাজাসিষ্ট' ইতি'। 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' এতস্মাৎ এব কারণাৎ 'ত্বনয়িতুঃ' মেঘগর্জিতঃ 'নয়ন' ইতি' দামাত দত্ত নয়ধ্বম্ ইতি 'এবাং' 'দৈবী' 'বাক্' 'অমুবদতি'। 'তৎ' তস্মাৎ দমং দানং দদাম্ ইতি 'এতৎ ত্রয়ং' 'শিক্বেৎ' কর্তব্যম্বেন পুরীয়াৎ—দমেন জিতেন্দ্রিয়তঃ দানেন নিলোভিতঃ দয়য়া পুনরহিংসত্বং সিদ্ধান্তি'। দেবদানবদানবমূলভদ্রাস্তৃলোভিত্বহিংস্রভসাধারণানাং জনানাং ত্রয়মৈবেকম্ সাধনীয়ম্'। ১—৩।

'বৎ হ্রদয়ং' 'স এব প্রজাপতিঃ', 'এতৎ ব্রহ্ম', 'এতৎ সর্বম্'। 'তৎ' তস্মাৎ সর্বাঙ্গকত্বাৎ 'হ্রদয়ং'—'মিতি' 'এতৎ' 'জাক্ষরম্'। 'হ ইত্যেকম্ অক্ষরং' যঃ এবং সর্বাঙ্গকং বেদ অগ্নৌ তথিগৌ 'বাঃ' জাতরঃ অজ্ঞে চ 'অভিহরতি' বলিমিতি শেবঃ। 'ন ইতি একম্ অক্ষরম্', যঃ এবং সর্বাঙ্গকং বেদ অগ্নৌ 'বাঃ' চ 'অজ্ঞে' চ 'গদতি'। 'বম্'—ইন্থাভ্যোঃ বম্ ইত্যোতক্রপম্—'ইত্যেকম্' 'অক্ষরং' যঃ 'এবং' সর্বাঙ্গকং 'বেদ' স স্বর্গং লোকম্ 'এতি'। ১।

'তৎ' হ্রদয়ং 'বা এব' 'সত্যম্'—'প্রাণা বৈ সত্যম্'—'প্রাণঃ', ন 'তু' সচ্চ ত্যক্ত পকাকরাপত্তা'। 'এতৎ সত্যম্' এব 'তৎ' হ্রদয়ম্, 'আসং' বভূব। স যঃ 'এতৎ' 'মহৎ' 'বজ্রাং' 'পূজাং' 'প্রথমজং' প্রথমোৎপন্নং 'সত্যং'—'সত্যত সত্যং' ইতি—'ব্রহ্ম' 'বেদ' 'ইমান্ লোকান্' 'জরতি', 'হি' বস্মাৎ 'সত্যম্' এব ব্রহ্ম'। তস্মাৎ 'জিতঃ' ইন্দ্ৰ-এব 'অসৌ' 'অসৎ' 'তেন' সাধকেন 'যঃ সত্যং ব্রহ্মজি' 'এবং মহৎ' 'বজ্রং' 'প্রথমজং বেদ'। ১।

'ইনং' জগৎ 'অগ্নৌ' সৃষ্টাদৌ 'আপঃ' এব 'আহুঃ'—'অন্তো মরীচিঃ' ইতি—সুক্ষমাংশাকারেণ 'তাঃ' 'আপঃ' 'সত্যং' প্রাণম্—'তস্মাৎ তৎ প্রথমজম্—'অসৃজন্ত'; 'সত্যং'—'প্রাণঃ'—'ব্রহ্ম' ব্যাকৃতং জগৎ, 'ব্রহ্ম' 'প্রজাপতিং' বিরাজঃ, 'প্রজাপতিঃ' 'দেবান্' অহরত। 'তে দেবাঃ' 'সত্যম্' এব 'ব্যাকৃত-জগতি' প্রকাশমানং দেবম্ এব 'উপাসতে', 'তৎ এতৎ' 'সত্যম্' 'ইতি' 'জাক্ষরম্'। 'স ইত্যেকম্ অক্ষরং', 'তি'—ইকারাপ্রবন্ধঃ স্বরূপাৎপ্রচ্যবমানঃ—'ইতি' 'একম্ অক্ষরম্', 'বম্' ইতি 'একম্ অক্ষরম্', 'প্রথমোত্তমং' অক্ষরে সকারবকারৌ 'সত্যম্' 'মধাতঃ' তকারঃ 'অনুতঃ' যুভ্যরূপম্, অভাব-রূপম্। 'তৎ এতৎ' 'অনুতম্' 'উভয়তঃ' 'সহোন' 'পরিগৃহীতম্'। 'তৎ' 'সত্যত্বম্' সত্যবাহন্যম্ 'এব' 'ভবতি'। এনং সত্যবাহন্যভিজ্ঞং 'বিদ্বাসম্' 'অনুতঃ' কথ্যচিৎ প্রমাণোৎপন্নং 'ন হিনতি'।

'তৎ' অসিদ্ধং 'বৎ', 'তৎ সত্যম্'; 'স অসৌ সত্যম্' 'আদিভ্যঃ'। 'এতস্মিন্' 'আদিভ্যামণ্ডলে' 'যঃ এবং' 'পুরুষঃ', 'যঃ চ' 'অয়ং' 'দক্ষিণে অক্ষন্ অগ্নিনি পুরুষঃ', 'তৌ এতৌ' 'অন্তোত্তমস্মিন্' ইতরৈতরস্মিন্—'আদিভ্যঃ' চাক্ষুবে পুরুষে চাক্ষুযঃ পুরুষঃ আদিত্যো 'প্রতিষ্ঠিতৌ'। কথং প্রতিষ্ঠিতৌ? 'এব' আদিভ্যঃ 'রশ্মিভিঃ' 'অস্মিন্' চাক্ষুবে পুরুষে 'প্রতিষ্ঠিতঃ' অয়ং চাক্ষুযঃ পুরুষঃ 'প্রাণৈঃ' 'অমুস্মিন্' আদিত্যো 'প্রতিষ্ঠিতঃ'। 'স' পুরুষঃ বিজ্ঞানময়ঃ 'বরা' উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি উৎক্রান্তম্যাতো ভবতি, 'তদা' 'এতৎ' 'মণ্ডলং' শুদ্ধং কিরণজালবর্জিতং চন্দ্রমণ্ডলমিব 'পঙ্কজি'। 'এনং' পুরুষং 'প্রতি' 'রশ্ময়ঃ' 'ন আরতি' ন আগচ্ছতি, তন্মূষ্টিরোৎপন্নং ন কুর্ষতীতিভাবঃ।

'এতস্মিন্' মণ্ডলে যঃ এব 'পুরুষঃ' সত্যনামা, 'তত্ত' 'ভূঃ' 'ইতি' ব্যাহতিঃ 'শিরঃ', 'শিরঃ' 'একম্' অতঃ এতৎ ভূমিতি একম্ অক্ষরম্; 'ভূবঃ' 'ইতি' ব্যাহতিঃ তত্ত 'রাহু', যে বাহু অতঃ 'এতে' 'যে



অক্ষরে' ; 'বহু ইতি' ব্যাক্তিঃ 'প্রতিষ্ঠা' পদবহু, 'যে প্রতিষ্ঠে', অতঃ 'যে এতে' 'অক্ষরে'। 'তত্ত্ব' সত্যপুরুষত্ব 'অহঃ ইতি' 'উপনিষৎ' গৃহতত্বম্। তৎ তত্ত্বং বিরোধোতি—'পাপ্মানং হন্তি ইতি অহঃ'। 'বঃ এবং মেহ' স চ 'পাপ্মানং জহাতি'। ব্যাপি নঞ-বোধ্যং জহাতেঃ কনি কালং ন জহাতীতি ব্যাপ্ত্যাহং ইতি পদং লিঙ্কতি তথাপ্যত্র হন্তেজ-হাতেশ্চ নিরর্থকেনাভ্যাপমেন রহত্যোক্ত্যন্যত্র ব্যাপ্যগরতি তৎ জ্ঞতিঃ।

'বঃ অহঃ' 'দক্ষিণে' 'নক্ষত্র' অক্ষিণ 'পুরুষঃ' 'তত্ত্ব' ভূমিতি শির ইত্যাদি পূর্ববৎ।

দেব, মনুষ্য ও অমুর ইহারা তিনই প্রজাপতির সম্ভান। পিতা প্রজাপতির নিকটে ইহারা ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি করিল। দেব মনুষ্য ও অমুর ইহারা ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া দেবগণ বলিলেন, আপনি আমাদেরকে [কিছু] বলুন। তিনি তাঁহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। [প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন] বুঝিলে? [তাঁহারা বলিলেন] বুঝিলাম, দাস্ত হও আপনি আমাদেরকে এই কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—হাঁ, বুঝিয়াছ।

অনন্তর ইঁহাকে মনুষ্যগণ বলিল—আমাদিগকে [কিছু] বলুন। তিনি তাহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। [তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন] বুঝিলে? [তাঁহারা বলিল]—'বুঝিলাম' দানরত হও আপনি আমাদেরকে এই কথা বলিলেন।

অনন্তর অমুরগণ ইঁহাকে বলিল—আমাদিগকে কিছু বলুন। তিনি তাহাদিগকে 'দ' এই অক্ষর বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বুঝিলে? [তাঁহারা বলিল]—'বুঝিলাম' 'দয়া কর' আপনি আমাদেরকে এই কথা বলিলেন। তাই এই দৈবীবাক্ মেঘগর্জ্জন তদনুকরণে বলেন দ দ দ,—দাস্ত হও, দানরত হও, দয়া কর, তাই দম, দান ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করিবেক।

এই যে হৃদয় তিনিই প্রজাপতি। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সকল। তাই হৃদয় [শব্দও] তিন অক্ষর। হ্র এই এক অক্ষর। হ্র এই এক অক্ষরকে যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্কীয়ক] জানে তাহার নিকটে জ্ঞাতীগণ স্বয়ং [এবং অপরে] উপহার আনয়ন করে। দ এই এক অক্ষর যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্কীয়ক] জানে তাহাকে জ্ঞাতীগণ এবং অপরে দান-করে, য (ইধাতুসমুৎপন্ন) এই এক অক্ষরকে যে ব্যক্তি এইরূপ [সর্কীয়ক] জানে, সে স্বর্গলোকে গমন করে।

সেইটি এইটি এইটি সেইটি, সেইটি সত্য ছিল। যে ব্যক্তি সত্যব্রহ্ম

—এই মহৎ প্রথমজ পূজ্যকে জানে সে ব্যক্তি এই সকল লোককে জয় করে। যতাই ব্রহ্ম, তাই এই মহৎ প্রথমজ পূজ্যকে যে ব্যক্তি জানে তৎকর্তৃক নিশ্চয় এই অসৎ জিত হয়।

[ সৃষ্টির ] পূর্বে এই জগৎ জলই ছিল। সেই জল সত্যকে (প্রাণকে) সৃজন করিল, সত্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্যাকৃত জগৎকে, ব্রহ্ম প্রজাপতিকে (বিরাটকে) এবং প্রজাপতি দেবগণকে সৃজন করিলেন। সেই দেবগণ সত্যের উপাসনা করিলেন। সত্য এইটি তিন অক্ষর—স এই এক অক্ষর, তি এই এক অক্ষর, য এই এক অক্ষর। প্রথম ও উভয়—স ও য—সত্য, মধ্যস্থ ত—অনৃত, তাই এই অনৃত উভয় দিকে সত্যকর্তৃক পরিগৃহীত বলিয়া সত্য হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ইহা জানে তাহাকে অনৃত হিংসা করে না।

সেই যে সত্য সেই সত্যই এই আদিত্য। এই আদিত্যগুণে যে পুরুষ আর এই যে এই দক্ষিণচক্ষুতে পুরুষ, এ উভয় পরস্পারেতে প্রতিষ্ঠিত। এই আদিত্য রশ্মিযোগে চাক্ষুষপুরুষে এবং এই চাক্ষুষপুরুষ প্রাণযোগে আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরুষ যখন উৎক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন এই গুণ তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ কিরণজালবর্জিত দেখেন, এ সকল রশ্মি ইহার দিকে আইসে না।

এই গুণে যে এই পুরুষ ‘ভূঃ’ এইটি তাঁহার শির। শির এক, এই অক্ষরও একটি। ‘ভুবঃ’ এইটি বাহুদ্বয়। বাহু দুইটি, এই অক্ষরও দুইটি। ‘স্বঃ’ এইটি প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা দুইটি, এই অক্ষরও দুইটি। সেই সত্য পুরুষের ‘অহঃ’ এইটি উপনিষৎ। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে পাপ হনন-করে [ পাপ ] পরিত্যাগ করে।

এই দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ ‘ভূঃ’ এইটি তাঁহার শির। শির এক, এই অক্ষরও একটি; ‘ভুবঃ’ এইটি বাহুদ্বয়। বাহু দুইটি, এই অক্ষরও দুইটি। ‘স্বঃ’ এইটি প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা দুইটি এই অক্ষরও দুইটি, সেই সত্য পুরুষের ‘অহঃ’ এইটি উপনিষৎ। যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে পাপ হনন-করে [ পাপ ] পরিত্যাগ করে।

ভাব—এসকল স্থলে যাহা বিশেষ বক্তব্য, তাহা অধ্যায়প্রাপ্তিতে উক্ত হইবে।

৩৭। মনোময়োহরং পুরুষো ভাসত্যন্তশ্চিদমন্তর্দরে যথা  
ত্রীহিব। যবো বা স এষ সর্বশ্রোশানঃ সর্বশ্রাধিপতিঃ সর্বমিদং  
প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ । ১।

বিদ্যাদ্রক্ষেত্যাছবিদানাদিভ্যাদিত্যেনং পাপম্নো য এবং বেদ  
বিদ্যাদ্রক্ষেতি বিদ্যাক্ষ্যেব ব্রহ্ম । ১।

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্তাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্কারো  
হস্তকারঃ স্বধাকারস্তস্তা দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারঞ্চ  
বষট্কারঞ্চ হস্তকারঞ্চ মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্তাঃ প্রাণ ঋষভো  
মনোবৎসঃ । ১।

অয়মগ্নিবৈশ্বানরো যোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্তং পচ্যাতে  
যদিদমদ্যাতে তশ্চৈষ দোষো ভবতি যমেতৎকর্ণাবপিধায় শৃণোতি, স  
যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি মৈনং দোষং শৃণোতি । ১।

২, ৭। ৬—৯।

মনোময়োহরং পুরুষো ভাসত্যন্তশ্চিদমন্তর্দরে যথা  
ত্রীহিব। যবো বা স এষ সর্বশ্রোশানঃ সর্বশ্রাধিপতিঃ সর্বমিদং  
প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ । ১।

বিদ্যাদিতি। 'বিদ্য'ং ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানং। কথম্? 'বিদ্যানাং' ঋণানাং ভ্রমোরাশেরপাকরণং  
'বিদ্যায়'। 'যঃ এবং বেদ', স 'এনম্' আত্মানং প্রতি 'পাপম্নং' পাপানি 'বিদ্যাতি' খণ্ডয়তি। বিদ্যং  
ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানং কথমেবং ভবতি? 'হি' বৎসং 'ব্রহ্ম' 'বিদ্যং' খণ্ডয়তি।

বাচমিতি। 'বাচং' 'ধেনুং'—ধেনুরিব ধেনুঃ—'উপাসীত'। 'তস্তাঃ' বাচো ধেবাঃ 'চত্বারঃ'  
'স্তনাঃ'—'স্বাহাকারঃ', 'বষট্কারঃ', 'হস্তকারঃ', 'স্বধাকারঃ'। 'তস্তাঃ' 'দ্বৌ স্তনৌ' 'দেবাঃ' 'উপ-  
জীবন্তি'। কোতো? 'স্বাহাকারং' 'চ' 'বষট্কারং' 'চ'—মত্যাং হি হবির্দীপ্যতে দেবেভাঃ; 'হস্তকারং'  
'চ' স্তনং মনুষ্যাঃ উপজীবন্তি;—হস্ত ইতি মনুষ্যোভ্যোহরং হি এবচ্ছন্তি; 'স্বধাকারং' স্তনং 'পিতরঃ'  
উপজীবন্তি—স্বধাকারেণ হি পিতৃভ্যাঃ ঋষাং এবচ্ছন্তি। 'তস্তাঃ' বাচোধেবাঃ 'প্রাণঃ' 'ঋষভঃ'—  
প্রাণেন হি বাচ্ প্রসূরতে, 'মনঃ' 'বৎসঃ'—মনসা হি প্রস্রাব্যতে। 'মনসা' হ্যলোচিতিবিষয়ে বাচ্  
প্রবর্ততে তস্মান্মনো বৎসস্থানীরম্।

অয়মিতি। 'অয়ম্' অগ্নিঃ 'বৈশ্বানরঃ', 'যঃ অয়ম্' অন্তঃ পুরুষে, 'যেন' অগ্নির্না 'ইদম্' অন্নং  
'পচ্যাতে', 'বৎ ইদং' পকম্, অন্নং প্রজাতিঃ 'অদ্যাতে' ভুজ্যতে। 'তত' জ্ঞাত্বারোঃ 'এব দোষঃ' 'ভবতি',  
'যঃ দোষম্' 'এতৎকর্ণো' এতৌ কর্ণৌ 'অপিধায়' অনুসিধ্যায়, আচ্ছাদ্য 'শৃণোতি'। 'স' পুরুষঃ  
'বদা' উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি উৎক্রান্তমদ্যাভো ভবতি, তদা 'এনং' দোষং 'ন' 'শৃণোতি'।

এই পুরুষ মনোময়; তা ইহার স্বরূপ। সেই অন্তর্হৃদয়ে ইনি  
জীহি অথবা যবপরিমাণ। ইনি সকলের স্বামী সকলের অধিপতি।  
এ যাহা কিছু সকলই ইনি শাসন করেন।

বিদ্যাৎকেই [পণ্ডিতেরা] ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। [অন্ধকার  
রাশি] খণ্ডন করেন এ জ্ঞান ইনি বিদ্যাৎ। যেহেতুক ব্রহ্ম খণ্ডিত  
তাই যিনি এরূপ জানেন তিনি এই আত্মার পাপ খণ্ডন করেন।

বাক্—ধেনু, এইরূপে উপাসনা করিবেক। সেই ধেনুর চারিটি  
স্তন—স্বাহাকার, বষট্কার, হস্তকার, এবং স্বধাকার। স্বাহাকার ও  
বষট্কার এই দুইটি স্তন দেবগণ উপভোগ করেন, মনুষ্যগণ হস্তকার  
এবং পিতৃগণ স্বধাকার স্তন [ভোগ করেন]। প্রাণ সেই ধেনুর রুম্বভ,  
—মন—বৎস।

যিনি পুরুষের অভ্যন্তর অঙ্গ-পরিপাক করেন, তিনি এই বৈশ্বানব  
অগ্নি। ইনি যাহা ভোজন করেন, তাহাই ইহার দোষ হয়, কর্ণদ্বয়  
আচ্ছাদন করিলে এই দোষ শ্রুতিগোচর হয়। তিনি যখন উৎক্রমণ  
করিতে উদ্যত হন, তখন এ দোষ আর শ্রুতিগোচর হয় না।

ভাব—মন, বিদ্যাৎ ও জাঠরাগ্নি অবলম্বন করিয়া সাধন উক্ত হইয়াছে।

৩৮। এতদৈ পরমং তপো যদ্যাহিতস্তপাতে পরমত্ব হৈব  
লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাত্ব  
হরন্তি পরমত্ব হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদৈ পরমন্তপো  
যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি পরমত্ব হৈব লোকং জয়তি য এবং  
বেদ। ১।

অম্নং ব্রহ্মৈত্যেক আত্মস্তম তথা পূয়তি বা অম্নমূতে প্রাণাৎ  
প্রাণো ব্রহ্মৈত্যেক আত্মস্তম তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেহ্নাদেতে  
হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্বাহ প্রাতৃদঃ  
পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্গ্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্গ্যা-  
মিতি স হ স্বাহ পাণিনা মা প্রাতৃদ কস্তেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পর-  
মতাং গচ্ছতীতি তস্মাউ হৈতদুবাচ বীতম্নং বৈ বি অম্নে হীমানি  
সর্করাণি ভূতানি বিষ্টাশ্চ রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি

সৰ্বাণি ভূতানি রমন্তে সৰ্বাণি হ বা অগ্নিন্ ভূতানি বিশন্তি সৰ্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ । ১ ।

উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদত্ সৰ্বমুখাপয়ত্বান্মা-  
দুক্থবিদ্বীরন্তিষ্ঠত্বুক্থস্ত সাযুজ্যত্ সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ।

যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সৰ্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে  
যুজ্যন্তে হ্যস্মৈ সৰ্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুযঃ সাযুজ্যত্ সলোকতাং  
জয়তি য এবং বেদ ।

সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সৰ্বাণি ভূতানি সম্যাকি  
সম্যাকি হ্যস্মৈ সৰ্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সান্নঃ সাযুজ্যত্  
সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ।

ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং  
প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্রাক্তমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্ত সাযুজ্যত্ জয়তি য  
এবং বেদ । ১—৪ ।

ভূমিরন্তুরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরত্ হ বা একং গায়ত্র্যৈ  
পদমেতদু হৈবাস্তা এতৎ স যাবদেযু ত্রিযু লোকেযু তাবদ্ধ জয়তি  
যোহস্তা এতদেবং পদং বেদ ।

ঋচো যজুংষি সামানীত্যাষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরত্ হ বা একং গায়ত্র্যৈ  
পদমেতদু হৈবাস্তা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি  
যোহস্তা এতদেবং পদং বেদ ।

প্রাণোহপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরত্ হ বা একং  
গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্তা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি  
যোহস্তা এতদেবং পদং বেদাখ্যাস্তা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং  
পরো রজা য এষ তপতি যদৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি  
দদৃশ ইব হোষ পরো রজা ইতি সৰ্বম্ হোবৈষ রজ উপর্যুপরি  
তপতোবত্ হৈব শ্রিয়া যশস্ তপতি যোহস্তা এতদেবং পদং বেদ ।

নৈষা গায়ত্র্যোতস্মিত্ স্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো রজসি প্রতি-  
ষ্ঠিতা তবৈতং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্বে সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং

তদ্বাদ্যাদিদানীং ষৌ বিবদমানাবেয়াতামহমদর্শমহমশ্রৌষমিতি য  
এব ক্রয়াদহমদর্শমিতি তস্মাএব শ্রদ্ধধাম তদৈতৎ সত্যং বলে প্রতি-  
ষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যা-  
দোজীয় ইত্যেবমেবা গায়ত্র্যাধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াত্মস্ত্রে  
প্রাণা বৈ গয়াস্তং প্রাণাত্মস্ত্রে তদ্যদগয়াত্মস্ত্রে তস্মাদগায়ত্রী নাম  
স যামেবামুত্ম সাবিত্রীমম্বাহৈষৈব স যস্মা অম্বাহ তস্মা প্রাণাত্ম  
স্ত্রায়তে ।

তাৎ হৈতামেকে সাবিত্রীমমুত্মভমম্বাহুর্বাগমুত্মবেতম্বাচমমুক্রম  
ইতি ন তথা কুর্গ্যাদগায়ত্রীমেব সাবিত্রীমমুক্রয়াদি হ বা অপ্যেবং-  
বিদু বহ্নিব প্রতিগৃহ্নাতি ন হৈব তদগায়ত্র্যা একঞ্চ ন পদং প্রতি ।

স য ইমাৎস্ত্রীল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্নীয়াং মোহস্তা এতং  
প্রথমং পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবং প্রতিগৃহ্নীয়াং  
মোহস্তা এতদ্দি গীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবং প্রতি-  
গৃহ্নীয়াং মোহস্তা এতং তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাত্মা এতদেব তুরীয়ং  
দর্শতং পদং পরোরজ্জা যএষ তপতি নৈব কেন চ নাপ্যং কুত উ  
এতাবং প্রতিগৃহ্নীয়াং ।

তস্মা উপস্থানং গায়ত্র্যস্ত্রে চপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদনি  
ন হি পদ্যসে নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরো রক্তমেহসাবদো  
মা প্রাপদতি যং দ্বিষ্যাদসাবনৈশ্চ কামো মা সমর্চ্ছতি বা ন হৈবানৈশ্চ  
স কাম ঋধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেহমদঃ প্রাপমিতি বা ।

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বৃডিলমাস্তরাশ্বিমুবাচ যম্মু হো  
তদগায়ত্রীবিদক্ৰেথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখংহ্যস্তাঃ  
সত্রাণ্ণন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ তস্মা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা  
অপি বহ্নিবাগ্নাবভ্যাদধাতি সর্বমেব তং সন্দহতোবত্ হৈবৈবংবি-  
দ্যাদ্যপি বহ্নিব পাপং কুরুতে সর্বমেব তৎসংগ্ৰায় শুদ্ধঃ পুতো-  
হজ্জরোহ্মতঃ সম্ভবতি । ১—৮ । য়, ৭ । ১১—৪ ।

উপাসনান্তরাপি বহ্মমুক্রমতে এতদ্বিতি । 'ব্যাহিতঃ' ব্যাধিগ্রস্তঃ সন্ 'বৎ' 'তপ্যতে', 'এতৎ'.

বৈ 'পরমং তপঃ' । 'যঃ এবং'—ব্যাবিজনিত্তসম্পাদএব তপ ইতি—'বেদ', স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি' । 'প্রোক্তং' মৃতং 'বন্' 'অরণ্যং' 'হরতি' তত্র নরতি—'এতৎ বৈ পরমং তপঃ' । 'যঃ' 'এবং'—সৎকার্যার্থে গ্রামাদরণানয়নরূপং 'তপঃ'—'বেদ', স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি' । 'প্রোক্তং' মৃতং 'বন্' অগ্নৌ 'অভাদধতি', 'এতৎ বৈ পরমং তপঃ' । 'যঃ' 'এবম্'—অগ্নিপ্রবেশরূপং 'তপঃ'—'বেদ', স পুনঃ 'পরমম্ এব' 'লোকং' 'জয়তি' ।

অগ্নিমিতি । 'একে' 'অগ্নং ব্রহ্ম' ইতি 'আহঃ', 'তৎ ন' 'তথা' । কথম্ ? 'প্রাণং' 'বতে' 'প্রাণসম্বন্ধং' বিনা 'পুষ্টি' 'বৈ' 'অগ্নম্' । 'প্রাণঃ ব্রহ্ম' ইতি 'একে' 'আহঃ', 'তৎ ন তথা' । কথম্ ? 'অগ্নাং' 'বতে' অগ্নং বিনা 'প্রাণং বৈ' 'শুষ্টি' । 'এতে' অগ্নপ্রাণরূপে 'দেবতে' 'তু' পুনঃ 'একধা' 'ভূম্' 'ভূবা' 'একত্বযোগতা' 'পরমতঃ' 'পরমত্বং ব্রহ্মত্বং' 'গচ্ছতঃ', 'তৎ' তস্মাৎ 'হ'—ইতিহে—'প্রাতুদঃ' তস্মাৎ ঋষিঃ 'পিতরম্' 'আহ স্ন'—'কিং' 'বিতং' 'এবং' 'বিদে'—অগ্নস্তাত্ত্বিকত্বং প্রাণস্তাত্ত্বিকত্বং তথোদ্বিগত-ভাবে পুনত্র'কত্বমিতি জ্ঞানবতে—'সাদু' শোভনং সম্মাননাঃ 'কুর্ধ্যাম', কিম্ এব 'অগ্নে' 'অগ্নব্রহ্মবিদে' 'এ' 'ব্রহ্মবিদে' 'অসাদু' অশোভনম্ অসম্মাননাঃ 'কুর্ধ্যাম' ইতি । 'স' পিতা পুনঃ 'পাদিনি' বারয়ন্ 'আহ' 'স্ন'—হে 'প্রাতুদ', 'কঃ' 'তু' 'অনয়োঃ' অগ্নপ্রাণয়োঃ 'একত্বভূম্' 'ভূবা' 'একত্বযোগতা' 'পরমতঃ' 'পরমত্বং ব্রহ্মত্বং' 'গচ্ছতি' ইতি' হেতোঃ 'স্বা এবং কুধ্যাঃ' । 'ওঐ' প্রাতুদার 'উ' 'হ' পুনঃ 'এতৎ' 'উদাচ' পিতা—'অগ্নং বৈ বি' ইতি উচ্যতে, 'হি' তস্মাৎ 'বি' অগ্নে' বিশ্বরূপভূতে অগ্নে ইমানি সর্বাণি ভূতানি সিদ্ধানি ; রস ইতি প্রাণঃ বৈ উচ্যতে, 'হি' তস্মাৎ 'রসপ্রাণে' রসম্বরূপভূতে প্রাণে ইমানি সর্বাণি ভূতানি 'রসন্তে' । 'যঃ এবম্'—অগ্নে বিশস্তি প্রাণে রসন্তে ইতি—'বেদ', 'অগ্নিন্' বিদুৰ্বি 'সর্বাণি' পুনঃ 'ভূতানি' 'বিশস্তি' 'সর্বাণি ভূতানি' 'রসন্তে' । 'অগ্নপ্রাণয়োক্ত' 'বিশ্ববিশিষ্টয়োর্মিলি-তয়োরাপাসনমুক্তম্' ইতি টীকাকৃতং ।

উক্তমিতি । 'প্রাণঃ বৈ' 'উক্তম্' । কথং প্রাণঃ উক্তম্ ? 'হি' তস্মাৎ 'প্রাণঃ' 'ইদং সর্ভম্' 'উৎপাদয়তি' । 'যঃ' 'এবং'—প্রাণো হি উৎপাদয়তি ইতি—'বেদ', 'অস্মাৎ' 'উক্তবিনঃ' 'উক্তবিতং' 'বীরঃ' পুত্রঃ পুনঃ 'উত্তিষ্ঠতি', 'উক্তম্' 'সামুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি' ।

যজুরিতি । 'যজুঃ' 'বৈ' 'প্রাণঃ' । কথং যজুঃ প্রাণ ইতি ? 'হি' তস্মাৎ 'ইমানি সর্বাণি ভূতানি' 'প্রাণে' 'যজ্যন্তে' । 'যঃ এবং বেদ' 'অগ্নে' পুনঃ 'সর্বাণি ভূতানি' 'যজ্যন্তে', শ্রেষ্ঠায় ভবতি 'স', 'যজুঃ' 'সামুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি' ।

সামেতি । 'সাম বৈ' 'প্রাণঃ' । কথং সাম প্রাণ ইতি ? 'হি' তস্মাৎ 'ইমানি ভূতানি' 'প্রাণে' 'সম্যাকি' সম্বচ্ছন্ত । 'যঃ এবং বেদ', 'অগ্নে' সর্বাণি ভূতানি 'সম্যাকি' সম্বচ্ছন্তে, 'শ্রেষ্ঠায়' শ্রেষ্ঠ-ভাবায় 'কল্পন্তে' সম্বন্তে, 'সামঃ' 'সামুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি' ।

ক্ষত্রমিতি । 'ক্ষত্রং বৈ' 'প্রাণঃ' । কথং ক্ষত্রম্ ? 'হি' তস্মাৎ 'প্রাণঃ' 'ক্ষত্রম্' ইতি 'বৈ' 'প্রসি-ক্ষম্' । কথমেবং প্রসিদ্ধম্ ? 'এবং' দেহং 'প্রাণঃ' 'ত্র'য়তে' । 'যঃ এবং বেদ', স 'ক্ষণিকঃ' শব্দাদি-হিসিঃ 'অত্র'—ন ত্রায়তেহন্তেন কেনচিৎ ইত্যত্র প্রাণশক্ত্যা ক্ষতপূরণদর্শনাং—'ক্ষত্রং' প্রাণরূপং 'প্রাপ্নোতি' 'ক্ষত্রম্' 'সামুজ্যং' 'সলোকতাং' 'জয়তি' ।

ভূমিমিতি । 'ভূমিঃ' অস্তরিকং, দ্যৌঃ ইতি 'অষ্টৌ অক্ষরাণি', 'অষ্টাক্ষরং' পুনঃ 'গায়ত্র্যো' ছন্দো-রূপায়ৈ 'একং পদম্' । 'অভ্যাসঃ' গায়ত্র্যা, 'এতৎ' ত্রৈলোক্যং পুনঃ 'এতৎ পদম্' । 'যঃ' 'অভ্যাসঃ' 'গায়ত্র্যাঃ' 'এতৎ' ত্রৈলোক্যম্ পঠম্ 'এবং বেদ', স 'এষ ত্রিষু লোকেষু' 'বাবৎ' 'ভাবৎ' পুনঃ 'জয়তি' ।

ঋচ ইতি । 'ঋচঃ' যজুঃ'বি সামানি 'ইতি' 'অষ্টৌ অক্ষরাণি', 'অষ্টাক্ষরং' পুনঃ 'গায়ত্র্যোঃ' 'একং'

‘পদম্’। ‘অভ্যাসঃ’ গায়ত্র্যাঃ ‘এতৎ’ জয়ীকরণম্, ‘এতৎ’ পদম্। ‘বঃ’ ‘অভ্যাসঃ’ ‘এতৎ’ জয়ীকরণম্ ‘পদম্’ ‘এবং’ ‘বেদ’, স ‘বাবতী ইয়ং জয়ী বিদ্যা’ ‘তাবৎ’ পুনঃ ‘জয়তি’।

প্রাণইতি। ‘প্রাণঃ’ অপানঃ ‘বান’ ইতি ‘অষ্টৌ’ ‘অক্ষাপি’, ‘অষ্টাক্ষরং’ পুনঃ ‘গায়ত্রী’ ‘একং’ ‘পদম্’। ‘অভ্যাসঃ’ এতৎ প্রাণকরণং পুনঃ ‘এতৎ’ পদম্। ‘বঃ’ ‘অভ্যাসঃ’ ‘এতৎ’ প্রাণজয়ং পদম্, ‘এবং’ ‘বেদ’ স ‘বাবৎ ইয়ং’ ‘প্রাণি’ প্রাণিজাতং ‘তাবৎ’ পুনঃ ‘জয়তি’। অনন্তরং চতুর্থপদবাধ্যা অথেষতি। ‘অথঃ’ ‘অভ্যাসঃ’ চতুর্থং পদম্’। তত্র যক্—“এতদেব তুরীয়াং দর্শত” পদং পরো রজা য এব তপতি” ইতি। স্বয়মেব ঐতিঃ ব্যাচষ্টে—“বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়াং” ‘দর্শতং পদমিতি’ দদৃশ ইব হি এব পরো রজা ইতি—সর্বম্ উ হি এব রজঃ উপযুপরি তপতি’। যোহসৌ সবিতা উপযুপরি স্থিতান্ সর্বাণ্ লোকান্ তপতি সোহসৌ চতুর্থং পদং দৃশ্যতে ইব ইতি সমুদার্যঃ। ‘যোগিভির্বৃদ্ধত ইবেতি লক্ষ্যতে ন তু মুখ্যমীষরস্ত দৃশ্যতমতীন্দ্রিয়ার্থং’ ইতি টীকাকৃতং। এবং পুনঃ স ‘ত্রিরা’ ‘বশসা’ ‘তপতি’ ‘বঃ’ অভ্যাসঃ এতৎ ‘তুরীয়াং দর্শতং পদং’ বেদ।

সৈবেতি। ত্রৈলোক্য-ত্রৈবদ্য-প্রাণলক্ষণা ত্রিপদোক্তা গায়ত্রী এতন্মিহ তুরীয়ে দর্শতে পদে পরো রজসি প্রতিষ্ঠিতা—ত্রিপদা গায়ত্রী মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত্যাকং জগৎ। সা পুনঃ জগদতিক্রমা আদিত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ ন পুনরাদিত্যঃ সত্যাতিরিক্তঃ তদাস্মকভাস্তস্ত, অত আত—তৎ বৈ এতৎ চতুর্থং পদং পাদজয়েণ সহ সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। চক্ষুঃ বৈ সত্যম্। কথং? ‘হি’ বস্মাৎ ‘চক্ষুঃ’ সত্যং ‘বৈ’ প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ—চক্ষুঃ সত্যে প্রসিদ্ধিঃ দর্শয়তি—যৎ যদি ইদানীম্, ‘অহমদর্শম্, অহমশ্রোতম্’, ইতি যৌ বিবদমানৌ বিরুদ্ধং বদমানৌ ‘এয়াতাম্’ আগচ্ছেরাতাং, ‘বঃ এব জয়াৎ’ ‘ভুহম্, অদর্শম্’ ইতি ‘তস্মৈ’ এব ‘শ্রদ্ধায়াং’—যতঃ শ্রবণে জ্ঞানিসম্ভাবনাস্তি ন তু দর্শনে। তৎ বৈ এতৎ ‘সত্যং’ ‘বলে’ ‘প্রতিষ্ঠিতম্’, প্রাণঃ ‘বৈ’ ‘বলম্’। ‘বস্মাৎ’ ‘প্রাণে’ ‘তৎ’ বলং প্রতিষ্ঠিতং ‘তস্মাৎ’ সত্যং বলম্, ‘ওজীয়ং’ ওজ-স্তরমিতি আহঃ। এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মপ্রতিষ্ঠিতা অধ্যাত্মে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতা। সা পুনঃ এষা গায়ত্রী গয়ান্—‘গায়ত্রীতি’ ‘গয়াঃ’ বাস্তুলক্ষিতা চক্ষুরাদয়ঃ তান্—‘তত্র’ জাতবতী। কে পুনন্তে গয়াঃ? ‘প্রাণাঃ’ চক্ষুরাদয়ঃ বৈ গয়াঃ। তৎপ্রাণান্ তন্মামপ্রসিদ্ধান্ প্রাণান্ ‘তত্র’ জাতবতী। যৎ বস্মাৎ গয়ান্ তত্র জাতবতী তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। যাম্ এব অম্ গায়ত্রীঃ স আচার্য্যঃ অস্বাহ মানবকার, ‘এষা গায়ত্রী এব’—সাবিত্রীগায়ত্র্যোরেকত্বম্। স ‘যস্মৈ’ মানবকার ‘অস্বাহ’, ‘তস্ত’ মানবকস্ত ‘প্রাণান্’ ‘জায়তে’ নরকাদিবু পতনাৎ।

তামিতি। তাং পুনঃ এতাং সাবিত্রীম্, একে শাখিনঃ ‘অমুহুতম্’ ‘অস্বাহ’। কথম্? ‘অমুহুত্, প্’ এব যক্। ‘এতদ্বাচং’ এতাম্, অমুহুত্, ক্রপাং বাচম্, ‘অমুহুতম্’ ইতি হেতোঃ। তন্নিবেশতি ‘ন তথা কুর্বাৎ’। গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্, অমুহুতম্। ‘যদি অপি’ পুনঃ বৈ ‘এবংবিবৎ’ ‘বহ এব’ নিখিলম্ এব ‘প্রতিগৃহীতি’—‘গায়ত্রীপাদত্রিলোকাদিপ্রিগ্রহ’ করোতি ন পুনঃ গায়ত্র্যাঃ তৎ প্রতি-গ্রহণং ভবতি, সূত্রাং ন তস্তাঃ একক পদং প্রতি—বিজ্ঞানফলং ভুক্তং ত্রাৎ’ ইতি।

‘স বঃ’ গায়ত্রীবিৎ ইমান্ তুরানীন্ ত্রিলোকান্ ‘পূর্বাণ্’ গোহবাদিভিঃ ‘প্রতিগৃহীরাৎ’ ‘স অভ্যাসঃ’ ‘এতৎ’ ‘প্রথমং পদম্’ ‘আপ্নয়াৎ’—প্রথমপদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং ত্রাৎ; অথ ‘বাবতী’ ‘ইয়ং’ ‘এষা’ ‘বিদ্যা’ ‘বঃ’ তাবৎ ‘প্রতিগৃহীরাৎ’, স ‘অস্যাঃ’ গায়ত্র্যাঃ ‘এতৎ’ দ্বিতীয়ং পদম্, ‘আপ্নয়াৎ’—দ্বিতীয়পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ; অথ ‘বাবৎ’ ‘ইয়ং’ ‘প্রাণি’ প্রাণিজাতং ‘বঃ’ তাবৎ প্রতি-গৃহীরাৎ, স ‘অস্যাঃ’ গায়ত্র্যাঃ ‘এতৎ’ তৃতীয়ং ‘পদম্’, ‘আপ্নয়াৎ’—তৃতীয়পদবিজ্ঞানফলং তেন ভুক্তং স্যাৎ। অথ অস্যাঃ ‘এতদেব তুরীয়াং দর্শতং পদং’ পরোরজা য এব তপতি’ ইত্যুপলক্ষিতং পদং



চতুর্থঃ ন এব কেন চ দেহঃ, ন চ কেন চ আগ্যং প্রাপ্যং, স্ততরাং কুতঃ উ পুনঃ এতাবৎ প্রতিপূর্য্যায়—  
নাজ দানং প্রতিগ্রহো বা সম্ভবতি । 'ন তথা চতুর্থ্যাৎ' নিবেশত কারণমিবমেব । এতেন জিপ না  
পারয়োব সাবিত্রীতি সিদ্ধম্ ।

তস্যাঃ পারজ্যোঃ উপস্থানং নমস্করণম্ অনেন মত্রেণ—হে পারজি, স্বম্ জৈলোক্যপাদেন একপদী  
অসি, ত্রীবিদ্যারূপেণ পাদেন দ্বিপদী অসি, প্রাণাদিনা তৃতীয়পাদেন ত্রিপদী অসি, তুরীয়েণ পাদেন  
চতুষ্পদী অসি । চতুর্থ পাদস্ত সীমপ্রতিগ্রহাসম্ভবাৎ অপং জ্ঞানাতীতা অসি ; স্ততরাং ন হি পদাসে  
জ্ঞায়সে কেনাপি । তে তব বর্ণ্যতায় তুরীয়ার পদায় পরোরজসে নমঃ । অসৌ । তৎপ্রাপ্তিবিয়করঃ  
পাপম্ । অঃ প্রাপ্তিবিয়োগপাদনকর্ত্ত্বব্যং বা প্রাপং বা প্রাপ্নোতু । অসৌ বিবান্ বং দ্বিবাং—অস্মৈ  
অম্কার কামঃ অভিলষিতং বা সমর্দ্ধি সমৃদ্ধিঃ প্রাপ্নোতু, বস্মৈ এবম্ উপতিষ্ঠতে, ন পুনঃ এব অস্মৈ স  
কামঃ বধ্যতে । অথবা অঃ অম্কার্যভিগ্ৰেতং সমৃদ্ধিরূপম্, অহম্, প্রাপম্ । মত্রেণানামেব  
বধাকামং বিকরঃ ।

পারজীমুখবিধানার্ধমুপাখ্যানমাহ এতদিতি । হ ইতিহে । তৎ তত্র পারজী বিজ্ঞানে আবৃত্তরাশিব্,  
অবৃত্তরস্ত অথবা অপত্যং বুড়িলং বৈদেহঃ বিদেহাধিপতিঃ জনকঃ এতৎ বৈ উবাচ—যৎ যদি সু বিতর্কে  
—হে অহো, তলপারজীবিৎ প্রসিদ্ধপারজীবিজ্ঞানজ্ঞঃ অক্ৰোধঃ, অথ কথং হতীভূতঃ সন্ বহসি মাং—  
এতিগ্রহাকাঙ্ক্ষয়া নীচতঃ স্বীকরোষি । বুড়িল উবাচ—হে সত্রাট, অস্যাঃ পারজ্যোঃ মুখং ন বিদাঙ্ককার  
ইতি—ততো ন বিজ্ঞানকলং লব্ধবানস্মীতিভাবঃ । রাজাহ—তস্যাঃ পারজ্যোঃ অগ্নিঃ এব মুখম্ । যদি  
অপি হি বৈ বহ ইব উজ্জ্বলম্ অগ্নৌ অভ্যাদধতি সর্বম্, এব তৎ সন্দহতি, 'এব পুনরেব এবংবিৎ  
যদ্যপি বহ ইব পাগং কুন্ততে সর্বম্, এব তৎ সংস্পার সংতকশিষ্টা শুদ্ধঃ পূতঃ অজরঃ অমরঃ সম্ভবতি ।

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যে তাপ পায়, সেই তাপই এই পরম তাপ । এইটি  
পরম তাপ যে ব্যক্তি ইহা জানে সে ব্যক্তি পরমলোক জয় করে । মৃত  
ব্যক্তিকে যে অরণ্যে লইয়া যায় এইটি পরম তাপ । তাই অরণ্যে লইয়া  
যাওয়াকে যে ব্যক্তি পরম তাপ বলিয়া জানে সে পরম লোক জয় করে ।  
মৃত ব্যক্তিকে যে অগ্নিতে আধান করে, সেই অগ্নিতে আধান করাকে  
যে ব্যক্তি পরম তাপ বলিয়া জানে সে ব্যক্তি পরমলোক জয় করে ।

কেহ কেহ অগ্নিকে ব্রহ্ম বলেন । সে কথা ঠিক নয় । কেন না  
প্রাণ বিনা অগ্নি পচিয়া যায় । কেহ কেহ প্রাণকে ব্রহ্ম বলেন । সে  
কথা ঠিক নয়, কেন না অগ্নি বিনা প্রাণ শুকাইয়া যায় । সুতরাং  
[ প্রাণ ও অগ্নি ] এ দুই দেবতা এক হইয়া পরমত্ব প্রাপ্ত হয় । এ নিমিত্তই  
প্রাতৃদনামা ঋষি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যিনি এরূপ জানেন  
তৎপ্রতি সাধু আচরণ করিব অথবা অসাধু আচরণ করিব । পিতা  
হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ করিও না, কেন না এই অগ্নি ও  
প্রাণ এ দুইয়ের মিলনে কোনটিতে পরমত্ব প্রাপ্তি হয় [ তাহার নিশ্চয়

নাই, তাই এরূপ করিও না ] । সেই প্রাতঃকালিক পুনরায় পিতা বলিলেন, অন্ন—বি, এই বিরূপী অর্থে এই সকল ভূত প্রবিষ্ট হইয়া আছে ; প্রাণ—র এই রূপী প্রাণে এই সকল ভূত রমণ-করে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে তাহাতে সকল ভূত প্রবেশ করে, সকল ভূত রমণ-করে ।

উক্খ—প্রাণই উক্খ, কেন না উহাই সকলকে উত্থাপন করে । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সেই উক্খবিৎ হইতে উক্খবিৎ বীর পুত্র উত্থাপন করে এবং উক্খের সাযুজ্য ও সলোকতা জয়-করে ।

যজু—প্রাণই যজু, কেন না প্রাণে এই সকল ভূত সংযুক্ত হইয়া আছে । যে ব্যক্তি এরূপ জানে সকল ভূত তাহার সহিত সংযুক্ত হয়, এবং ইহার পক্ষে উহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হয়, যজুর সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করে ।

সাম—প্রাণই সাম, কেন না প্রাণে এই সমুদায় ভূত সঙ্গত হয় । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে ব্যক্তির সহিত সকল ভূত সঙ্গত হয় এবং ইহার পক্ষে উহার শ্রেষ্ঠত্বের হেতু হয় ।

ক্ষত্র—প্রাণই ক্ষত্র । প্রাণ এই দেহকে রক্ষা করে, এজন্য উহা ক্ষত্র । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে শস্ত্রাদি দ্বারা হিংসিত হইয়া আর কাহারও দ্বারা রক্ষা পায় না ঐদৃশ ( ক্ষত্র হইতে ব্রাহ্মপ্রদঃ ) ক্ষত্রকে ( প্রাণকে ) প্রাপ্ত হয় । ক্ষত্রের ( প্রাণের ) সাযুজ্য ও সলোকতা প্রাপ্ত হয় ।

ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ ( ত্র্যলোক ) এই আটটি অক্ষর, গায়ত্রীর একটি পাদ অষ্টাক্ষর । এই তিন লোক এই গায়ত্রীর এই এক পাদ । যে ব্যক্তি গায়ত্রীর এক পাদ জানে, সে ব্যক্তি এই তিন লোকেতে বাহ্য কিছু আছে তৎসমুদায় জয় করে ।

ঋক্, যজুংষি ( যজু ) ও সামানি ( সাম ) এই আট অক্ষর, গায়ত্রীর এক পাদ । যে ব্যক্তি এই গায়ত্রীর এই পাদ জানে সে ব্যক্তি এই ত্রয়ী বিদ্যাতে বাহ্য কিছু আছে সে সকলই জয়-করে ।

প্রাণ, অপান ও ব্যান এই আটটি অক্ষর গায়ত্রীর এক পাদ । যে ব্যক্তি গায়ত্রীর এই পাদ জানে, সে ব্যক্তি এতৎ [ সংক্রান্ত যত প্রাণি-

জ্ঞাত সে সকলই জয় করে । উপর্যুপরি স্থিত সমুদায় লোককে সবিতা তাপ দান করেন, উহাই [ যোগিগণের ] দৃশ্যমান চতুর্থ পাদ । এই চতুর্থ পাদ যে ব্যক্তি জানে সে জী ও বশে উত্তাপদান করে ।

লোকসমূহের উপর্যুপরি দৃশ্যমান এই চতুর্থ পাদে গায়ত্রী প্রতিষ্ঠিত । এটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত । চক্ষু ( আদিত্য ) সত্য, চক্ষু সত্য, তাই বিদ্যমান দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি বলে আমি দেখিয়াছি, যে ব্যক্তি বলে আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি বলে আমি দেখিয়াছি তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করি । সেই এই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত । প্রাণই বল, বল প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্ম সত্য হইতে বলকে [ পণ্ডিতগণ ] ওজস্বিতর বলেন । এইরূপে গায়ত্রী প্রাণে প্রতিষ্ঠিত । সেই এই গায়ত্রী গয়সমূহকে ( বাকুলক্ষিত চক্ষুরাদিকে ) রক্ষা করে । প্রাণসমূহই গয়, সেই গয়নিচয়কে রক্ষা করে তাই ইঁহার নাম গায়ত্রী । এই গায়ত্রীই সাবিত্রী, আচার্য্য যাহাকে এই কথা বলেন তাহার প্রাণসমূহকে ইনিই রক্ষা করেন ।

কেহ কেহ এই সাবিত্রীকে—তোমায় বাক্ বলিতেছি এই বলিয়া অনুষ্ঠুপ্ বলেন, কেন না অনুষ্ঠুপই বাক্ । এরূপ না বলিয়া গায়ত্রীকেই সাবিত্রী বলা সমুচিত । কেন না যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সে ব্যক্তির এইরূপে গায়ত্রীর পাদসমূহ পরিগ্রহ হয় । এক গায়ত্রী বলিলে তাহা হয় না ।

যে ব্যক্তি তিনলোকপূর্ণ এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি ইহার প্রথম পাদ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি ত্রয়ীবিদ্যাব্যাণ্ড এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ইহার দ্বিতীয় পাদ প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি প্রাণিজাতব্যাণ্ড এই গায়ত্রীকে গ্রহণ করে সে ইঁহার তৃতীয় পাদ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর এইটি ইহার চতুষ্পাদ ( যাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ) ‘উপর্যুপরি স্থিত সমুদায় লোককে সবিতা তাপদান-করেন’ । [ এই চতুর্থ পাদটি ] কাহারও দেয় নয়, কাহারও প্রাপ্য নয়, সুতরাং কোথা হইতে ইহার প্রতিগ্রহণ হইবে ।

সেই গায়ত্রীর নমস্কার মন্ত্র—হে গায়ত্রি, তুমি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং অপদ । কেন না তুমি কাহারও কর্তৃক জ্ঞাত

হও না । উপযুক্তপরিলোকস্থ তোমার দর্শনীয় চতুর্থপদকে মমস্কার । এই পাপ যেন এই [ বিলকরত্ব কর্তৃত্ব ] না পায় । এই বিব'ন বাহাকে ঘেষ করে সে যেন অভিলষণীয় সমৃদ্ধি প্রাপ্ত না হয় [ বাহার সম্বন্ধে একরূপ প্রার্থনা করে ] সে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অথবা [ যদি এই প্রার্থনা করে ] ইহার এই সমৃদ্ধি আমি প্রাপ্ত হই, তাহাও প্রাপ্ত হয় না ।

এই গায়ত্রী বিজ্ঞানবিষয়ে বিদেহাধিপতি জনক অশ্বতর অশ্বের অপত্য বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, তুমি আপনাকে গায়ত্রীবিৎ বলিতেছ, তুমি কেন হস্তীভূত হইয়া [ প্রতিগ্রহণার্থ ] আমার নিকটে সমাগত ? বুড়িল জানাইলেন, হে সত্রাট্, আমি যে গায়ত্রীর মুখ কি তাহা জানি না । জনক বলিলেন, অগ্নি গায়ত্রীর মুখ । অগ্নিতে যদি বহু ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হয়, তবু উহা সকলই যেমন দগ্ধ করে, তেমনি এই বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি বহু পাপ করে তবু সে সকলকে ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ পূত অজর ও অমৃত হয় ।

ভাব—গায়ত্রী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পাপনাশ । অধ্যায়প্রাপ্তিতে এ স্থলের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে ।

৩৯। স যঃ কাময়েত মহৎপ্রাপ্নুয়ামিত্যাদগয়ন আপূর্ণমাণপক্ষস্থ পুণ্যাংহে দ্বাদশাহমুপসদ্ব্রতী ভূত্বোদুদরে কণ্ঠসে চমসে বা সর্বৌ-  
ষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরি-  
স্তীর্গ্যাংহরতাহংজাং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সংনীয়  
জুহোতি যাবন্তো দেবাস্তুয়ি জাতবেদস্তির্ঘক্কোদ্বন্তি পুরুষস্ত কামান্  
তেভ্যোহহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তপ্তাঃ সর্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্ত  
স্বাহা । যা তিরশ্চী নিপদ্যতেহহং বিধরণী ইতি তাং স্বা দ্বতস্ত  
ধারয়া যজে সৎ রাধনীমহং স্বাহা ।

জ্যোষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি  
প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি  
বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি  
চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি  
শ্রোত্রায় স্বাহাহবতনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সৎশ্রবমবনয়তি

মনসে স্বাহা প্রজাপতৌ স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি  
ভুঃ স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি ।

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহে-  
ত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি ভুঃ স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রব-  
মবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি স্বঃ স্বাহে-  
ত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি ভুভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে  
সত্বশ্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি  
ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগৌ  
ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্ব-  
শ্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি সর্কায়  
স্বাহেত্যগৌ ছত্বা মশ্বে সত্বশ্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে ছত্বা মশ্বে সত্ব-  
শ্রবমবনয়তি ।

অধৈনমভিমুশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তুকমশ্রোকসভমসি  
হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমশ্রুদগীথ মশ্রুদকীয়মানমসি শ্রাবিতমসি  
প্রত্যশ্রাবিতমশ্রাদ্রে সন্দীপ্তমসি বিভূরসি প্রভুরশ্রমমসি দ্রোতি-  
রসি নিধনমসি সংবর্গোহসীতি ।

অধৈনমুদ্যচ্ছত্যা মত্শ্যামত্শ্হি তে মহি স হি রাজেশানোধি-  
পতিঃ স মাত্শ্রাজেশানোহধিপতিং করোত্বিতি ।

অধৈনমাচামতি তৎসবিতুর্করৈণ্যম্ মধুবাতাথ্যতায়তে মধু ক্ষরন্তি  
সিদ্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ ভুঃ স্বাহা । ভর্গোদেবশ্র ধীমহি মধু  
নক্তমুতোষসো মধুমৎপার্বিবত্শ্রজঃ মধু দোরন্ত নঃ পিতা ভুবঃ  
স্বাহা । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ মধুমামো বনস্পতির্মধুমা অস্ত  
সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ স্বঃ স্বাহেতি । সর্কায় চ সাবিত্রীমধ্বাহ  
সর্কায়শ্চ মধুমতীরহমেবেদত্শ্ সর্কায় ভূয়াসং ভুভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত  
আচম্য পানী প্রক্ষাল্য জ্বনেনাগ্নিং প্রাক্চ্ছিরাঃ সংবিশতি প্রাত-  
রাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেকপুণ্ডরীকমশ্রাহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং  
ভূয়াসমিতি যথৈতমেত্যা জ্বনেনাগ্নিমাসীনো বত্শ্শং জপতি ।

তথ্ হৈতমুদালক আরুণির্বাক্সসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন-  
উক্তোবাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররো-  
হেয়ুঃ পলাশানীতি ।

এতমু হৈব বাক্সসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন  
উক্তোবাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররো-  
হেয়ুঃ পলাশানীতি ।

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চুলায় ভাগবিত্তয়েহন্তেবাসিন উক্তো-  
বাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররোহেয়ুঃ  
পলাশানীতি ।

এতমু হৈব চুলোভাগবিত্তির্জানকয় আরস্থায়ান্তেবাসিন  
উক্তোবাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররো-  
হেয়ুঃ পলাশানীতি ।

এতমু হৈব জানকিরায়স্থগঃ সত্যকামায় জ্বালায়ান্তেবাসিন  
উক্তোবাচাপি য এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররো-  
হেয়ুঃ পলাশানীতি ।

এতমু হৈব সত্যকামো জ্বালেহন্তেবাসিন্ভ্য উক্তোবাচাপি য  
এনৎ শুক্রে স্বাগৌ নিষিক্কেজ্জায়েরজ্জাথাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি  
তমেতং নাপুত্রায় বাহ্নন্তেবাসিনে ক্রয়াৎ ।

চতুরৌদুশ্বরো ভবতৌদুশ্বরঃ স্রবণৌদুশ্বরশ্চমসণ্ডদুশ্বর ইথা ণ্ডু-  
শ্বর্য উপমস্থন্তৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ত্রীহিযবাদিত্তিলম্বাযা  
অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসুরাশ্চ খল্লাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্দধনি  
মধুনি স্নাত উপসিক্ত্যাজ্যস্ত জুহোতি । স্ব, ৮ । ৩ । ১—১৩ ।

বিত্তোপার্জনেন মহত্বলাভায়ানুষ্ঠানম্ স য ইতি । বাখ্যাতমিদমষ্টমস্ত তৃতীয়ং ব্রাহ্মণং ত্রিমতা  
ভাক্সরানন্দবাসিনৈবং সংক্ষেপেণ—

‘বো মহশ্বসিচ্ছেৎস উত্তরায়ণে গুরুশক্রে শুভেহহি পরোত্রতম্যচরণে । তচ্চ বাদশাং পরোতকং-  
রপম্ । ততঃস্রোদশেহি শুভে উহুশ্বরজ্জ কংসে চমসে বা পাভে দধিমধুযুতং দধা ত্রীহাৰা বাক্সমাণা  
দশ নিরবেনাত্মাশ্চ যথাক্তিসম্ভবং গ্রাম্যারণৌবধীঃ কলানি চ সমাহৃত্য পিষ্টৌপসিচ্য তত্রৈব পাভে-  
হথ কৃতদোরৌহুশ্বৰ্ণমহন্তোরেকরা সংমধ্যা গৃহোক্তরীত্য্য জুসংস্কারমগ্ন্যুপসমাধানং পরিস্তবণং

স্থালীপাকবিধিনাঙ্গসংস্কারঃ চ কৃৎ। পুণ্যমনক্রে পাত্রমগ্নেঃ যত্র চ মধো স্থাপয়িত্বৌদ্রঘরসমিত্তিরিণং  
 প্রকালৌচুঘরপ্রবেশাজ্যহোমং কুৰ্ব্যাৎ। রেতসে ইত্যারভ্যং বৈকৈকাহত্যানন্তরং প্রবাবলিপ্তাক্রান্ত  
 চমসম্ভবনদ্রব্যো পাত্রনানন্তরমপরমহুতা মম্বনং কার্ধ্যম্ ততশ্চমসম্ভবাত্ত্র ভ্রমদসীতাদি মস্ত্রেণ স্পর্শঃ  
 আমমিতি মস্ত্রেণ সপাত্রস্ত হস্তে গ্রহণম্। ততঃ পাত্রমম্বনদ্রব্যং চতুর্ধা বিভজ্যা গায়ত্রীঃ মধুমত্যাঃ  
 ব্যাহৃত্যাষ্টকৈকপাদেনৈককতাগং সমস্তাভিত্যভিত্তিক্তুর্ধা তথা ভক্ষয়েদাথা নিষ্পেষতা ত্রাণ। ততঃ  
 সর্বং পাত্রং প্রকাল্যা তুষ্টীং পিবেৎ। ততো হস্তো প্রকাল্যা শুদ্ধোদকম্। চম্যাগ্নেঃ পৃষ্ঠদেশং গচ্ছা  
 পূর্বশিরাঃ শরীত ততঃ প্রত্যতকালে দিশামিতি মস্ত্রেণাদিতোপস্থানং কৃৎ। যেন মার্গেণ বাতন্তেনৈবা-  
 গত্যাগ্নেরভিমুখমুপবিশ্ত তং হৈতম্। দলক ইত্যারভ্যা তমেতং নাপুত্রারেতাঃ। প্রাক্ যে বংশমস্ত্রান্তান্  
 জপেৎ। ভক্ষণায় সঙ্কৃতং মম্বং শুদ্ধকৈক যদি নিবিক্রেত্বা শাখাপত্রাদি ভবেত্তত্রৈতি মম্বকর্মপ্রশংসা-  
 জিবংশমস্ত্রেম্। অথ বিদ্যায়া দানন্ত্র যট্ সম্প্রদানানি শিষ্যঃ শ্রোত্রিয়ো মেধাবী ধনদারী প্রিয়পুত্রো  
 বিদ্যায়া বিদ্যায়া দাতা চেতি। তত্র মম্ববিদ্যায়াস্ত্র শিষ্যপুত্রাবেব সম্প্রদানে।”

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামিকৃত ইহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা এই—“যে ব্যক্তি  
 মহত্ব অভিলাষ করে, সে ব্যক্তি উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষে শুভদিনে পয়ো-  
 ত্রত আচরণ-করিবে। দ্বাদশ দিন কেবল পয়োভক্ষণ—পয়োত্রত।  
 দ্বাদশদিনান্তে শুভ ত্রয়োদশ দিবসে উদুঘর বা কংসনির্মিত চমসে বা  
 পাত্রে দধি মধু ও স্নাত অর্পণপূর্বক বক্ষ্যমাণ ত্রীচি আদি দশটি এবং  
 বণাশক্তি আশ্রিত অপর গ্রাম্য ও অরণ্যজাত কল সকলের পিষ্ট একত্র  
 পেষণ ও সংমিশ্রিত করিয়া সেই পাত্রে গৃহোক্ত প্রণালীতে ভূসংস্কার,  
 অগ্নিসমাধান পরিস্তরণ বা স্থালীপাকবিধিতে আজ্যসংস্কার দ্বারা স্থাপন-  
 করিবেক। পুণ্যম নক্রে সেই পাত্রটিকে আপনার ও অগ্নির মধ্যে  
 রাখিয়া উদুঘর কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করত উদুঘর প্রবেশে আজ্য  
 হবন করিবেক। “জ্যোষ্ঠায় হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই এবং ‘রেতসে’  
 হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি আছতি দিয়া ঞ্জসংলগ্ন স্নাত চমসম্ভ  
 মম্বদ্রব্যে নিষ্কেপ এবং অপর মম্বনী দ্বারা মম্বন করিবেক। ‘ভ্রমদসি’  
 ইত্যাদি মস্ত্রে চমসম্ভ দ্রব্য স্পর্শ, ‘আমম্’ এই মস্ত্রে স্নাতসম্পাত হস্তে  
 গ্রহণ করিবেক। তদনন্তর পাত্রম্ভ মম্ব দ্রব্য চারিভাগে ভাগ করত  
 গায়ত্রী, মধুমতী এবং ব্যাহতির এক এক পাদে এক এক ভাগ ভক্ষণ  
 করিয়া চতুর্ধ পাদে এগন করিয়া ভক্ষণ করিবে যে কিছুই শেষ থাকিবে  
 না। ততঃপর সমস্ত পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তুষ্টীস্তাবে [প্রক্ষালিত  
 জল] পান করিবে। অনন্তর হস্তপ্রক্ষালনপূর্বক শুদ্ধোদকে আচমন  
 করিয়া অগ্নির পৃষ্ঠদেশে যাইবে। সেখানে পূর্বশিরা হইয়া শয়ন করি-

বেক । প্রাতঃকালে 'দিশাং' এই মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিয়া 'যে পথে গিয়াছিল সেই পথ দিয়া আসিয়া অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবেক । 'তং হৈতমুদ্দালক' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'তমেতং না পুত্রায়' ইহার পূর্ব পর্য্যন্ত যে সকল বংশমন্ত্র আছে সেগুলি জপ করিবেক । ভক্ষণার্থ সে মন্থ সংস্কৃত হয় উহা যদি শুক্লরঞ্জে সিঞ্জন করা যায় তাহা হইলে উহার শাখা পত্রাদি জন্মায় ইটি মন্থকার্য্যের প্রাশংসা । শ্রোত্রিয়, মেধাবী, ধনদায়ী, শিষ্য প্রিয়পুত্র, বিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যাদায়ী এই ছয় জনকে এ বিদ্যা প্রদত্ত হইতে পারে ।"

ভাব—এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই । বৈদিক সময়ে ঈদৃশ বহুল কার্য্য দৃষ্ট হয় ।

৪০ । एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधत ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ।

স হপ্রজাপতিরীচাঁচক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠা কল্যযা-  
সীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজ তাং সৃষ্টাধ উপাস্ত তস্মাত্-  
স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাশ্চং যাবণমাत्मन एव समु-  
दপারয়তেনৈনামभ्यसृजत् ।

तस्यावेदिहपस्यो लोमानि वहिर्हर्म्याधिषवणो समिद्धो मध्यतस्तौ मुष्कौ स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधो-  
पहासं चरत्यासां स्त्रीणां सुकृतं वृक्षेऽथ य इदमविद्वान-  
धोपहासं चरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते ।

एतद्वत्तम वै तद्विद्वानुद्दालक आरुणिराहैतद्व त्म वै तद्विद्वान् नाको मौद्गल्य आहैतद्व त्म वै तद्विद्वान् कुमार-  
हारित आह बहवोमर्या ब्राह्मणायनानिरिन्द्रियाविमुक्त-



तोऽस्मांल्लोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वाँसोऽधोपहासं चर-  
न्तीति बहु वा इदँसुप्तस्य वा जायतो वा रेतः  
स्कन्दति ।

तदभिमृशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेऽद्य रेतः पृथिवी-  
मस्कान्तसीद्यदोषधीरप्यसरद्यदपः इदमहं तद्वेत आददे  
पुनर्न्मामैत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः पुनरग्निर्घ्निष्णा  
यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण  
स्तनौ वा भ्रुवौ वा निमृज्यात् ।

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि  
तेज इन्द्रियं यशोद्रविणँ सुकृतमिति श्रीर्ह वा एषा  
स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभि-  
क्रम्योपमन्त्रयेत ।

सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्सा चेदस्मै-  
नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिनावोपहृत्यातिक्रामे-  
दिन्द्रियेण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव भवति ।

सा चेदस्मै दद्यादिन्द्रियेण ते यशसायश आदधा-  
मीति यशस्विनाविव भवतः ।

स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन  
मुखँ संधायोपस्थमस्या अभिमृश्य जपेदङ्गादङ्गात्संभवसि  
इदयादधि जायसे स त्वमङ्ग कषायोऽसि दिग्धविद्वामिव  
मादयेमाममूं मयीति ।

अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति तस्यामर्थं निष्ठाय

मुखेन मुखं संधायाभिप्राण्याऽपान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा  
रेत आदद इत्यरेता एव भवति ।

अथ यामिच्छेद्दधौतेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन  
मुखं संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत  
आदधामौति गर्भिण्येव भवति ।

अथ यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद् द्विष्यादामपा-  
त्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमं शरवहिंस्तीर्त्वा तस्मि-  
न्नेताः शरमृष्टौः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समि-  
द्धेऽहौषोः प्राणापानौ त आददेऽसाविति मम समिद्धे-  
हौषोः पुत्रपशुस्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहौषी-  
रिष्टा मुक्तते त आददेऽसाविति मम समिद्धेहौषीराशा-  
पराकाशौ त आददेऽसाविति । स वा एषनिरिन्द्रियो  
विमुक्ततोऽस्मात्लोकात्प्रैति यमेवंविद्वाह्मणः शपति तस्मा-  
देवं विच्छेद्वियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्येवंवित्परो  
भवति ।

अथ यस्य जाया मार्तवं विन्देत् त्यहं कंसेन पिवे-  
दहतवासा नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात् त्रिरात्रान्त  
आप्तुत्य व्रीही नवधातयेत् ।

स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रवीत सर्व-  
मायुरियादिति क्षौरौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीया-  
तामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत द्वौ

वेदावनुब्रवीत सर्व्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे श्यामो लोहिताक्षो जायेत  
चौन्वेदाननुब्रवीत सर्व्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा  
सर्पिष्मन्तमश्रीयातामीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेद्दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्व्वमायुरि-  
यादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयाता-  
मीश्वरौ जनयितवै ।

अथ य इच्छेत् पुत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिङ्गमः  
शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्व्वान्वेदाननुब्रवीत  
सर्व्वमायुरियादिति माण्डसौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त-  
मश्रीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्ष्णेन वाऽर्धभेण वा ।

अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृताऽऽज्यं चष्टित्वा  
स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा  
सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राश्नाति प्राश्येत-  
रस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनेनां  
त्रिरभ्युक्षत्युत्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छप्रपूर्व्यां संजायां  
पत्या सहेति ।

अथैनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्य-  
मोऽहं सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावहि  
संभवावहै सह रेतो दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तय  
इति ।

अथास्या ऊरु विहापयति विजिहीयां द्यावा पृथिवी

इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेणामनु-  
लोमामनुमार्ष्टि विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पि-  
शतु आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते । गर्भं धेहि-  
सिनोवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके गर्भं ते अश्विनौ देवा-  
वाधत्तां पुष्करस्रजौ ।

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्यतामश्विनौ तं ते  
गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतये । यथाग्निगर्भां पृथिवी  
यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी वायुर्दिशां यथा गर्भएवं गर्भं  
दधामि तेऽसाविति ।

सोष्यन्तीमङ्गिरभ्युक्षति यथा वायुः पुष्करिणीं  
समिद्भयति सर्व्वतः । एवा ते गर्भं एजतु सहावैतु जरा-  
युणा । इन्द्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः ।  
तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावरां सहेति ।

जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कंसे पृषदाज्यं  
संनीय पृषदाज्यस्योपधातं जुहोत्वस्मिन्सहस्रं पुष्यासमेध-  
मानः स्वे गृहे अस्योपसद्यां माच्छैत्सीत्यजया च पशुभिश्च  
स्वाहा मयि प्राणांस्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाहा यत्-  
कर्मणाऽत्यरीरिचं यद्वा नूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्ट-  
कृद्विद्वांस्त्विष्टं मुहुतं करोतु नः स्वाहेति ।

अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ  
दधिमधुघृतं संनीयानन्तर्हि तेन जातरूपेण प्राशयति  
भूस्तेदधामि भूवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः  
सर्व्वं त्वयि दधामीति ।

अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति तदस्य तद् गुह्यमेव नाम भवति ।

अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति । यस्तोस्तनः सशयो यो मयोभूर्यो रत्नधा वसुविद्यः सुददः । येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे करिति ।

अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इत्यासि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनत् सा त्वं वीरवती भव । याऽस्मान्वीरवती करदिति तं वा एतमाहुरतिपिता वतीभूरतिपिता-महोवताभूः परमां वत काष्ठां प्रापच्छ्रिया यशसा ब्रह्म-वर्चसेन य एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ।

वृ, ८।४ । १—१८ ।

४० । पुत्रार्थमनुष्ठानमाह एषामित्यारभ्य यावदध्यायपरिसमाप्तिम् । अत्रेदं विवेच्यम् । न ह्यत्र वैदिककाले यथा वीरकुलवर्द्धनाय पुत्रैषणासीत् तथेति मन्त्रव्यम् । ‘वेदोऽसीति’ पुत्रस्य नामकरणं दर्शयति ब्रह्मविज्ञानानवच्छेदमभिकाङ्क्ष्य वेदान्तिकर्षय आत्मसदृशपुत्रजन्म-समुत्सुका आसन् । सुतरामेषणाजनितादोषो न तानप्राप्नोत् ; अन्यथा शुकादीनां मोक्षनिरतानां प्रव्रजनेनात्मयोगसिद्धयन्तरं पुत्रोत्पादनप्रवृत्तिर्जातुचिन्तोदीयात् । अतएव “स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान् विदधत्” इति श्रुतिचोदना । ये पुनर्दिशुहदाम्पत्ययोगस्य मर्म्मानभिज्ञाः पशुधर्मेनिरता निन्दिताचारा भवन्ति ते धिक्कारभाजः, तथाहि श्रुतिः—“बह्वोमर्थ्या ब्राह्मणायनानिरिन्द्रिया विमुक्तोऽस्मा-न्नाकात् प्रयन्ति” इति । मर्थ्याः मरणघर्म्मिणः, ब्राह्मणायनाः ब्रह्म-बन्धवः जातिमात्रोपजीविनः । न हि वेदान्ते यज्ञदृष्टिं विना व्यवाया-चरणं दृश्यते । न स पुनरमन्त्रकोऽत्र विधीयते । अतएव हि प्रत्यङ्ग-

मन्त्रविधानम् । श्रुतिगतानां मन्त्राणाञ्चार्थानुसन्धानमतिगोप्यत्वा-  
दध्येतृन् प्रति न्यस्य मन्त्रमेकलं तत्त्वोद्घाटकं व्याख्यास्यामः—

“अमीहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्मिऽहम् ।

सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् ॥

तावेहि सऽप्रभावहे सह रेती दधावहे ।

पुंसे पुत्राय वित्तये ॥” इति ।

अहम् अमः प्राणः—पुत्तिकाशरीरमारभ्य त्रिलोकव्यापी परोक्ष-  
ब्रह्मास्थः जगत्प्राणः, अतएव परब्रह्मणो विलासभूमिरहम् ( ६।८  
[ ४३२४ ] ) ; त्वं सा वाक्—सर्वस्य प्रकाशभूः वाचारम्भणत्वात्  
सर्वस्य, अतएव चिच्छक्तेरवयवस्त्वम् । यतः सा त्वमस्मि, अहम् अमः,  
अतः उभयोरेकत्वेन साम अहम् अस्मि, त्वम् ऋक्—चिच्छक्त्वालिङ्गित-  
परब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वात् सर्वविज्ञानाधारत्वमुभयोः “अस्य महतो  
भूतस्य निश्चसितमेतद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः” इति श्रुतेः । अहं  
द्यौ त्वं पृथिवी—अतः प्राणात् प्राणस्य विश्वात्मकसुतस्य जन्म ( ६।९  
[ ४४६४ ] ) । शेषः सुगमः । वित्तये—विज्ञानाय तस्याविच्छेदाय ।  
सर्वत्र वेदान्ते पुत्राय शिष्याय वा प्रियतमाय पुत्रस्थानीयाय विज्ञान-  
दानव्यवस्था गार्हस्थ्ये नोपसंहारस्य वेदान्तविज्ञानस्य । “बाल्येन तिष्ठा-  
सेत्” ( १०।३४ ) इत्यस्योपव्याख्यानं वक्ष्यते “देवशिशुद्वयक्रोडा” इति  
धर्मस्थौपनिषदस्य गार्हस्थ्ये नोपसंहारात् ( ११।२३ ) विना सर्वेषणा  
वर्जनं न बालभावस्यागम इति “धर्मो सीदति सत्वर” इति मनोरनु-  
शासनबलात् दारपरिग्रहात् प्रागेव ब्रह्मचर्येण शुकादिवन्निखिलाभि-  
लाषं निर्जित्य भावेऽस्मिन् स्थैर्यप्राप्तं ब्रह्मचारियुगलं “धियो यो नः  
प्रचोदयात्” इत्यनुरूपनिरवच्छेदभगवत्प्रेरणानुसरणपरायणं गार्हस्थ्ये  
नियोजयेत् । गार्हस्थ्ये दाम्पत्ययोगस्यापरिहार्यत्वात् दृष्टिः पुनराधु-  
निकानाम्बत्र,—

अथारोहोऽत्र दम्पतीः सवित्रीक्रोडसंश्रयः ।

देवशिशुद्वयक्रोडा करादिस्पष्टिरेतयोः ॥

चरः संश्लेषणं चैतद्रसमूर्तं स वचसः ।

परिष्वङ्गस्तथोक्तेन परिष्वङ्गस्य चात्मनः ॥

तेनेकता सुखिनाङ्गं सुखनिष्पत्तिरिव हि ।

एधानुभूतिरुक्तेया दाम्पत्ययोगसिद्धये ॥

प्रथममङ्गद्वयमस्य नैत्यिकं, त्रितयमन्यत् शारीरशास्त्रविधिव्यवधानेनानुष्ठेयम् । साधारणनियमः—“त्रिभिस्त्रिभिर्होभिर्हि समेयात् प्रमदां नरः । सर्वेष्वृत्तुषु घर्मे तु पक्षात् पक्षाद्भजेदुधः ॥” इति भावमिश्रोद्धृतः सुश्रुतः ।

त्रिभिस्त्रिभिरिति । क्रियानिष्पत्तिसह भुवाक्षेपनिमित्तस्यावसादस्य प्रशमनायां हाराणामष्टाचलारिंशदपेक्षणीया धातुसाम्यसंस्थापनाय ।

मासिकरजःप्रवृत्तेः प्राक् पश्चाच्च गर्भसञ्चारदर्शनात् तद्गणनान्तःपाततयैवायं साधारणनियमः । संवत्सरे मासत्रयं जाग्रती शिष्टेषु निद्रिता कामप्रवृत्तिरितरप्राणिनामिति नियमोऽयं स्वभावप्रतिष्ठः । अस्यावमाननायां स्त्रीपुंसोः शक्तिहौनताऽवश्यम्भाविनी । सवित्री न केवलं सुतानां प्रेमसम्यक्तेरपि, सिद्धयति सर्वमेतत् साक्षात्सर्वकारणकारणज्ञानेन तत्तत् तत्र हृत्पथारूढीकरणेन । आत्मन इत्येकवचनं द्वयोरारम्भनोः प्राप्तालिङ्गनेनेकत्वात् । एव हि इति निर्द्धारणेन “समानश्च खेदविगमो गम्यायामगम्यायाञ्च” इति भाष्यकारनिवचनेनायोगिनां खेदनिवृत्तिर्योगिनान्तु सुखनिष्पत्तिः साम्प्रानन्दभगवत्प्रभाविर्भाववशादिति भेदो बोध्यः ।

“अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीत” इत्येतत् “मा चेदस्मै न दद्यात्” इत्यकामामुद्दिश्य । नैतद्भगवन्नियमविरोधि, सुतरां श्रुतेरस्या नाश्रुतित्वम् । नियमः पुनः—पेशिग्राहप्रणालीप्राप्तस्य पेशिवृत्तस्य बीजजीवाणुप्रवेशानुकूलस्याकामावस्थायां निष्क्रियत्वे अन्यदा च घनावरणत्वे तत्प्रवेशप्रतिहतत्वात् निष्फलत्वम् । ध्वजपतनाक्रान्तासु गर्भसञ्चारदर्शनात् स्त्रीपुंसोः स्पर्शादिसमुत्पहर्षात्पाधिक्यप्रमाणेन न तु क्रियानिष्पत्तिकालभावमर्त्याङ्गाक्षेपेण पेशिवृत्तस्य बीजजीवाणुप्रवेशे दत्त-

मार्गस्य मन्दक्रियत्वे माह्वगुणोद्भावकत्वादुपादानानां कन्या ; अधिक-  
 क्रियत्वे संहननशालित्वगुणोद्भावकत्वादुपादानानां पुत्रः । यैः पुनः  
 पेशित्तस्याकुञ्चनप्रसारणाभ्यां पुत्रकन्याजन्मेति निर्णयिते, न तैरयं  
 नियमो निरुध्यते निष्क्रियपेशित्तस्याल्पक्रियत्वे प्रसारणमधिकक्रियत्वे  
 पुनराक्षेपादाकुञ्चनमिति हेतोः । भोज्यादिकं सर्वं कारणत्वेना-  
 स्मिन्नवान्तर्भवति । बाहुल्येन रत्यङ्गानामुपदेशस्तच्छास्त्रे नियमस्या-  
 स्यानुकूल्याय ।

---





## उपोद्घातः ।

वेदान्तविज्ञानविशुद्धचेताः  
पश्यत्यहो विश्वपतेः क्रियायाम् ।  
पूर्णत्वमस्यां \* न पुनः कदापि  
विश्वासहीनो विमतिं प्रयाति ॥  
योगाय † नित्यं निखिलां व्यवस्थां  
जानन्नसौ स्वस्थद्वेदा प्रमाति ।  
सर्वत्र सर्वेषु च तं कृतार्थी  
विकल्पशून्यो नितरां स भाति ॥  
शिशुत्वमापन्नजनो ‡ न जातु  
दधाति मातुर्निरपेक्षजीवनम् ।  
अतो हि गार्हस्थ्यविधौ प्रतिष्ठितो  
वेदान्तविज्ञानप्रसिद्धधर्मः ॥  
आर्थाननार्थचरितात् प्रतिहर्तुकामाः  
प्राच्या ब्रजेयुरत धिक्कृतिमुग्ररूपाम् ।  
विज्ञानशिक्षणविधाहणमोक्षहेतो-  
र्नाहङ्कृतेरिति पुनः परिचिन्तनीयम् ॥

इत्युपोद्घातः ।

---

## समाहारः

ज्ञानं प्रेम च शरणं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठितम् ।

योगत्रयमिदं प्रोक्तं नित्यजीवनकारणम् ॥

ज्ञानं—स्वाध्यायान्ना प्रमदः—तैत्तिरीयोपनिषत् ।

प्रेम- { अदत्कमदत्कं श्रेतं लिन्दु माभिमाम्—छान्दीग्योपनिषत्  
ब्रह्मचर्यमेव तत् यद्रात्रौ रत्या संदुयुज्यन्ते—प्रश्नोपनिषत् ।

शरणं—बाल्ये न तिष्ठासेत्—इष्टदारण्योपनिषत् ।

प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः—इत्यस्यावकाशः विशेषाश्रया ।

नित्यजीवनकारणम्—उदरममरं कुर्वतेऽथ तस्य मर्थं भवति—तैत्तिरीयोपनिषत् ।

---

## ब्रह्मचर्योपजीव्या विद्याप्रपूर्तिः ।

प्रजातन्त्रविच्छेदसाधनप्रयोजनं दाम्पत्यमिति प्राचीनाः, परात्म-  
बुभयोरेकत्वसाधनमिति वेदान्तविज्ञाननिरता आधुनिकाः । एवं  
गतिद्वयस्य पूर्व्वं गौणं परन्तु मुख्यमित्यवधायै मुख्यस्य सर्व्वविज्ञान-  
समरसतासाधकस्येदानीमुक्तेख्योऽस्य प्रादुर्भावस्येतिहासकथनानन्तरम् ।

प्रोक्तस्य दाम्पत्ययोगस्य सार्द्धद्विवर्षकालं साधनानन्तरमापत्वाले  
प्रादुर्भूतोऽयं नित्यत्वसाधको नियमः । सम्प्रति छन्दोगानामाथर्व्वशि-  
कानाञ्चान्वयविधानयत्ने नास्यातिप्राचीनत्वं संप्रतिपन्नम् । प्रकृतौ यथा  
तथा वेदान्तविज्ञानेऽप्यासीदयं पूर्व्वतएव निहित इति सिद्धान्ते न  
कोऽपि सत्यातिक्रम इति समन्वयप्रक्रियोपरिष्ठात् प्रदर्श्यते :—प्रयो-  
गोऽस्य निषेककालादन्यत्र ।

लिट्पुञ्जितेनानन्तःकृतेनार्थेन संयुजोः ।

अर्थकृततरसोः शेषात् तर्पणं वीजरक्षणम् ॥

आनन्तर्यार्थमेवोऽस्य हृदि संविष्टचेतसोः ।

तयोर्व्रतन्तु विज्ञेयं वीजरक्षणपोषणम् ॥

योगीयं “योगः कर्मसु कौशल”मिति वचनात् ।

लिङ्गित्यादि । स्त्रीप्रजननपरिचुम्बितेनानन्तःप्रविष्टेन पुंमजनेन मिथुनीभूतयोः ।—‘अर्थः  
प्रजननं पुंस कृततरस्योषु तादृशम् ।’ लिट् ( १३६३ ) विपरीतरतिरेवात्रानुकूला ।

अर्थ कृततरसोरिति । वीजाकर्षणत्वमन्यतरस्य तयोः कौषाश्रयदानाय निषेकदिने, कृतकृत्य-  
तायां तस्मिन् गाढानन्दोदयः । निषेकदिन इत्युक्तेऽन्यत्र निरोधएव । वीजिनी वीजरक्षणं  
भगवदभिप्रेतमिति विदित्वा तस्मिन्चित्तस्य स्वात्तद्वरोधः स्तएव ।

तर्पणमिति । अनेन सर्व्वेन्द्रियप्रशान्तिः । “शान्त उपानीत” इत्यस्योपकारकमिदम् ।  
धातुसाम्यविधानेन बीजातुकूल्यमस्य शरीरविज्ञानसम्पत्तमित्यवधेयम् ।

वीजरक्षणमिति । अनेन धातुक्षयजनितरीगोतृपत्तिप्रतिषेधः बीजक्षयस्य च निरोधः । इदं  
वृष्यसायुष्यमिति निर्व्विवादम् । वीजरक्षणमित्युपलक्षणं स्त्रियारितसोऽपि तज्ज्ञेयम् । अतएव हि  
बीजिमात्राणां वीजरक्षणपोषणाय विवाहसंस्कारोऽवश्यकर्त्तव्यतया विहितः ।

आनन्तर्यार्थमिति । एष शेषः अस्य दाम्पत्ययोगस्य आनन्तर्यार्थम् अवच्छेदाय ।

हृदीति । हृदि हृद्दि ब्रह्मणि संविष्टचेतसोः “आत्मसंस्थं मनःकला न किञ्चिदपि चिन्तयेत्”  
इत्यनया रीत्या विशान्तचित्तयोः दम्पत्योः अतएवान्तर्बहिः सर्व्वविधचाञ्चल्यविरहितयोः ।

‘न बाह्यं किञ्चन वेदं गान्तरम्’ इत्यनया रीत्या सर्वान्तराविमुक्तौ भवन्मुनयोर्भगवति सख्यवन्धनं दाम्पत्ययोगस्य च चरमप्राप्तिः । एवमेव हि “ब्रह्मचर्यमेव तत् यदराचौ रत्या संयुज्यन्ते” इति प्रश्नोपनिषदुक्तिः सिद्धान्ता ।

### अथ समन्वयप्रक्रिया ।

श्रुत्यानया “अदत्कमदत्कं श्वेतं लिन्दु माभिगाम् लिन्दुमाभिगाम्” इत्यस्याः सामञ्जस्येनोद्भूतोऽयं मुख्यदाम्पत्ययोग इति मन्तव्यम् । कथं सामञ्जस्यमिति जिज्ञासायाम्, एकत्र “रतिकाभ्यवे”ति मनुवाक्य-स्मरणात् ‘रत्या’ प्रेक्षा नत्वपत्यकामत्वेन संयुज्यन्ते—अर्थक्रीतरसोरिकत्वेन युक्ताभवन्ति यत् तद् ब्रह्मचर्यं रेतोऽस्त्वनन्दनम् । “आकाशो वै नाम” इत्यादिना ब्रह्मणि चिदाकाशे नामरूपविशिष्टयोर्योगाच्चाव्यवच्छिदा-कारेण “कोष्ठे वान्यात् कः प्राण्यात् यद्येष आकाश आनन्दो न स्यात्” इत्यस्या आस्पदत्वमाप्तयोर्दम्पत्योश्चर्यं चरणं विहरणम्, अतएवेह परत्र न जातु वियोगमनुभवतोः, अन्यत्र अदत्कं दन्तहीनं अथच अदत्कं भक्षकं बलवीर्यक्षयकरं श्वेतम् असूर्यम्पश्यत्वात् वर्णान्तरप्राप्तं लिन्दु—रद विलेखने—अधरौष्ठवद्वेधाविदीर्णमङ्गविशेषं “माभिगां माभिगाम्” इति ब्रह्मचर्यप्रतिज्ञा सुतरां द्वयोः सामञ्जस्यम् । ब्रह्मचर्यमेवेत्येवकारात् कन्दोगानामदत्कत्वभीतिं वारयति । “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्य” इत्यनेन प्रजापतिसयुक्त्ववशात् न तद्गतशीलत्वं किन्तर्हि ब्रह्मचर्यपरत्वमेव दर्शयतीत्यर्थात् तत् सिद्धयति । एवं श्रुतिद्वयान्वये-नान्वर्थोऽयं वेदान्तसमन्वयः । “माभिगां माभिगाम्” इति प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्यनित्यत्वं ज्ञापयति, तत् कथं प्रजातन्तोरविच्छेदस्यावकाशः । प्रतिज्ञा भगवदाज्ञाबाध्या । यत्र तस्याज्ञा तत्र लब्धावकाशएव तत्काल-व्यापकत्वेन ।

वैधत्वमस्याः प्रक्रियाया अपदि तद्वया :—

अविज्ञाते च वैकल्ये व्याधौ प्रसवरोधिनि ।

परिणीतो अयेयातामिमं योगप्रसिद्धये ॥

नित्ययोगाय दाम्पत्यं ज्ञात्वा सन्ततिकामनाम् ।  
 विहाय विपदापन्नौ रमेयातां परात्मनि ॥  
 अर्धशार्दूलं दम्पत्योरात्मैको देहयोर्द्वयोः ।  
 अविभक्तौ परे नित्यं न विद्युच्छीत तौ क्वचित् ॥  
 चिन्तायां व्यवहारे च पृथक् कुर्वन् पतत्यधः ।  
 अतः परात्मना पूर्णं आत्मा रक्षो यतात्मभिः ॥

व्याख्यानमिति । परिशीतयोः सहजं प्रसवव्यापञ्जनिते वा । व्यापत्सु पुनः पुनः प्रजोत्पत्ति-  
 विनष्टरूपापि सा गच्छतीया । अतएवेकस्या जननान्तरं शास्त्रे वर्धयामिषा विहिता । देहिका-  
 वस्थानुसारतत्त्वधिकापि । विपदमिमां प्रतिवृत्तुं पाशाल्या अतिलुगुप्तितं वीणादिध्वंसरूपं पाप-  
 कर्माश्रयत्वे । तच्छिञ्चितानां प्राच्यानामपि तथा । तत्प्रतिविधानं पुनः मुख्यदाम्पत्ययोगनिश्च-  
 सावसम्पन्नेन कर्तव्यम् ।

निवृत्तिश्च प्रवृत्तिश्च योगस्यास्य गतिर्द्वयी ।  
 एकीभूतास्य नित्यत्वमतो विज्ञानसङ्गतम् ॥

निवृत्तिश्चेति पुण्ययोगस्य प्रवृत्तिश्चेति प्रेमयोगस्य नामान्तरम् ।

सेक्तासौ भावयित्रीयं विभेदोऽयं महान् खलु ।  
 मूलं गतिद्वयस्यास्य सामञ्जस्यमनेन हि ॥

भोगसंयमव्यवस्था :—

अयुष्मतां गतानान्तु क्लीतरो योषितां पुनः ।  
 संयमस्थानमर्थी हि पुंसां खेदनिवृत्तये ॥  
 योगोपायेन विच्छेदोच्छेद एवात्र सद्गृहः ।  
 सुखञ्च सुखदातारं विलोक्यानन्दसम्भवः ।  
 अन्योन्यवदने मातृपितृरूपेण संयमः ॥  
 वयोऽवस्थानुसारेण दुहित्रादितयाऽपि वा ॥

योगेति । दयस्केन सुखदादया सुखस्वरूपैकात्मतया विच्छेदोच्छेदः । एष एवायुष्मता-  
 वस्थायां प्रकृतः पथः । तत्र तत्र परमात्मनि विष्टितितया संयम इत्यवधेयम् ।

यथा हि मुख्यदाम्पत्य योगे—‘इहिरिषिष्टितयोः’ इति । कौमार्यव्रतेऽपि पुनरियं व्यवस्था ।

“वसवानिन्द्रियग्राम” इत्यादीनां प्रतिक्लियार्थं स्वभावनिष्ठयोर्माता-  
 पुत्रद्वयोरयं योगः :—

सुखञ्च सुखदातारं पश्यन्त्या लपने शुभे ।

सुतस्य जायते साक्षादार्द्रिभावस्तदात्मता ॥

प्रसन्नवदने मातुरानन्दघनरूपिकाम् ।

पश्यतोऽस्य जयः सर्वेन्द्रियाणाञ्च तदात्मता ॥

व्रतंष्विदं हि सात्त्वतकौलान्वयव्रतं पुनः ।

न जातु जन्मभूमीक्षा विधिर्मख्योऽत्र सङ्गतः ॥

एवं प्रकाशमानायां भगवद्विजयशक्तौ तदवलम्बनेनेयं प्रार्थना—

एषा विजयशक्तिर्मे हृदयान्नापसर्पतु ।

अथवा

एषा विजयशक्तिर्मे हृदि नित्यं विराजताम् ।

स्वभावनिष्ठयोरिति । एकस्याः सत्यदिताऽपरस्य सत्यपिपासा स्वाभाविकी । तत्र प्रथमं मातरं दाम्पत्यधर्माचरणे प्रवर्तयति । प्रजिजनयिषुमेकं तत्सद्भावं प्रति सख्यं तदितरान् प्रति मातृवाक्यमृद्दीपयति । द्वितीया पुनः तथाभूतानां सर्वेषां मातृमुखदृशनानन्दं प्रकटयति । तच्छक्त्याविष्कारेण सर्वेन्द्रियजयत्वमपि साधयति ।

कथं स्यात् सामाजिकपापनिरसनमित्यपेक्षायामाह । व्रतंष्विदमिति । बालभावादिष्टानां जावयोगात् सनन्वयत्वेन सत्यपिपासावतां सात्त्वतां प्राचीनानां मातृभावेन परिचर्यापरायणानामतः एव प्रसन्नतावशात् सत्यादानसम्भितानामाधुनिकानां कौलानाञ्च समन्वयोऽत्र विधीयत इति सात्त्वतकौलान्वयव्रतम् । व्रतत्वात् तत् सिद्धेऽदिति भावः । “न हेष्टि रूप्रहृत्तानि न निहृत्तानि काङ्क्षति” इत्यनुशासनबलादिति तत्त्वम् । सोपानेऽस्मिन् प्रार्थना—सैषा मूर्त्तिमती गीता हृदयान्नापसर्पतु ।

पश्यन्त्या इति पश्यत इति । स्थूलेन चक्षुषा मानसेन वा ।

सम्बन्धोचितमर्थ्यादानुल्लङ्घनमधुरोदारव्यवहाररतयोश्चिदानन्दरसै-  
क्येन मातृत्वशिशुत्वाद्भावनमेवास्य लक्ष्यम् । “लिन्दुचुम्बितेन”त्यादि-  
ना सर्व्वावरणविमुक्तस्य विशेषप्रेमाणननुद्य मातापुत्रदृशोरयं योग इत्य-  
नेन सावरणनिर्व्विशेषप्रेमोच्यते ।

ब्रह्मचारित्वेन नरमात्राणां शिशुत्वं नारीमात्राणां मातृत्वं हृन्निविष्ट-  
चित्ततया ब्रह्मचर्यरक्षणशीलत्वं तत्त्वमिति ज्ञेयम् । प्राच्यानामस्मिन्  
सिद्धौ प्रतीच्यानामार्थ्याणां दुरपनेयस्य कलङ्कस्यापनयः सम्भाव्यते, अतो-  
ऽस्य प्रतिष्ठा ।

मर्यादागुलङ्घनमित्युद्दिश्य “न जातु कम्पभूमीचा” इति मुख्यस्योक्तेः । अपरिणाममुल्याना-  
ममुख्यतयैव साधारणतया “मधुरीदार व्यवहारः” इति । तेषां परिगणनं त्यक्तम्—चागमः प्रयत्नः,  
प्रार्थना सिद्धिरितिविवेकसाधनाय । कीदृशं वाच सन्मन्वीक्षितव्यवहार इति संशयस्यागमे—  
तज्ज्ञातुं प्रयत्न उपपत्तिरिति तेन यत्नभते तदनुसरणेन प्रार्थना । प्रार्थनया सिद्धिरिति क्रमोऽत्र  
वेदितव्यः ।

साक्षादद्रीभाव इति । जयः सर्वेन्द्रियाणाञ्चेति । माहट्टेइसन्तुतजरायुव्यापत्करविषतुल्य-  
गुणस्य पदार्थस्य निर्घाणं पुत्रदेइजस्य बलवीर्यस्यै व्यंकरस्य च संरक्षणं विज्ञानसङ्गतमिति साक्षा-  
दाद्री भाव इति जयः सर्वेन्द्रियाणाञ्चेति द्योतयतः । भावो द्रेकाधीनामयं नियमः, न तु तद्विर-  
हितानां जनानामित्यवधेयम् । अधिचिप्यतेऽयमाद्रीभावः सङ्गजदौर्बल्यतया प्रकृतेरभिप्रायान-  
भिज्ञेः । मुख्यदाम्पत्ययोगे पुनः प्रशान्तिहेतोर्विषतुल्यपदार्थस्यागमाभावात् न तत्र भवति  
तन्निर्घाणमपि । नैषर्गिकाद्रं तातिरिक्ताधातुकर्षणसम्भावितत्वात् शास्त्रे स्तनव्यवतीनामभिगमन-  
निषेधः एवमेवान्द्रीनामपि ।

सिद्धे योगे ‘सत्यं ज्ञान’मिति पुत्रद्वयजं स्तन्यं ‘शान्तं शिव’मिति  
माहवक्षोजस्तन्यमनन्तत्वेनाद्वैतत्वेन च मिलितं सत् जगत् प्रति प्रव-  
हति, पुत्रश्च मातरश्च तदात्मतया कृतार्थयतीति योगफलम् एवञ्च  
मातापुत्रयोरविच्छेदः । द्वेइशस्ययोः स्तनयोरनयोरैकत्वभावात् तत्-  
स्यर्गादुभयौर्विकारनिवृत्तिः पूर्वाभ्यस्तेन परमात्मयोगेन । एवञ्च  
विकारनिवृत्तेः स्वायत्तत्वात्तत्र द्वेषाकाङ्क्षाविरहितत्वं सहजसिद्धम् ।  
उभयोरैकतरस्य वा भावोद्रेकाधीनतायां प्रोक्तनियमापेक्षाऽन्यथानेति  
प्रथममेवोक्तम्—‘भावोद्रेकाधीनानामयं नियमः’ इत्यनेन । ह्वास-  
वृद्धिभेदभिन्नेषु तयोरङ्गेष्वङ्गेषु शरीरविज्ञानसिद्धैकत्वापत्त्या “स्त्रौपुं-  
भिदास्ति तव न सुतस्य विविक्तदृष्टे” रित्यस्योपपत्तिः ।

कथमत्र प्रतिसाधनसिद्धिसंलग्नो विज्ञानस्योक्तेः इति जिज्ञासायां  
यदसिद्धात् भावावेशात् प्राचीनानां तद्विज्ञानदृष्ट्याधुनिकानामिति  
तस्योत्तरम् । भावावेशोऽत्र विज्ञानाधीन एव मन्तव्यः । सत्यानुरक्तेर्वि-  
ज्ञानदृष्टिरुद्भूयतइतिस्वाभावनिष्ठनियमः, तत्सामर्थ्यादेव सा भवति ।  
अतोऽस्य सिद्धेर्नापायः । सर्वं हि विज्ञानसङ्गतं भगवदभिप्रायानुगतं  
परिशुद्धमिति धिया साधने तस्यात्र प्राधान्यम् । धर्मैव विज्ञानस्योत्त-  
माङ्गम् अतएव तदधिकृततया व्रताद्यनुसरणमिह विहितम् ।



সাত্বতামথ কৌলানা সাধনং যজ্ঞগুপ্তিতম্ ।

অমুস্তত্বত্বিধাবন্ধিন্ প্রেমপুণ্যোত্সতাং গতম্ ॥

শ্রীমহেতন্যদেবানাং নির্দ্বিষ্টেন পথা যতঃ ।

গতিরস্বাভবত্ প্রেরণয়া ভূয়ঃ ক্তার্থতা ॥

শ্রীমহেতন্যদেবপ্রবর্তিতানামিনয়েন বালভাবাবিষ্টস্য শ্রীমন্ত্রিত্যানন্দস্য শ্রীবাসুপদায়াঃ স্তব্ধপাদ-  
সমীদাহুর্চর্যম্ ।

ইতি বেদান্তসমবায়ৌ বিদ্যাপ্রদূর্তিসমাস্থ্যং প্রকরণম্ ।

অভিপ্রায়—শিষ্টাচারের অহুরোধে উপরি উদিত গার্হস্থধর্মোচিত তত্ত্বগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইল না । বাঁহারা এই সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে অভিলাষী, আমাদের আশা এই, তাঁহাদের নিকটে উহা অবোধ্য থাকিবে না । কেন না সাধারণ সংস্কৃতজ্ঞান এখন যখন শিক্ষিতমাত্রেরই আছে, তখন সেগুলি আয়ত্ত করা না করা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন । আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিতমাত্রের যেরূপ আস্থা উপস্থিত, তাহাতে জীবনের অতি গুরুতর বিভাগে তাঁহারা কি নিয়ম অবলম্বন করিতেন তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের অবশ্য ওৎসুক্য হইবে । যে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এদেশের বহু যুবককে প্রতিদিন বিপথে পদার্পণ করিতে সাহসী করিয়া তুলিয়াছে, সে বিষয়টিতে প্রাচীন আর্য্যগণের বেদান্তবিজ্ঞানসিদ্ধ ব্যবস্থা কি, অতিপ্রবক্ত্রসহকারে তাঁহারা তাহা অবগত হইবেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই । সত্য বটে আমেরিকার মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক জেমস্, বিবাহবিধির প্রতি উদাসীন যুবকগণকে তীব্র ভৎসনা করিয়াছেন, কিন্তু সে ভৎসনার তাঁহাদের বিপথগমন নিবৃত্ত হইবে, ইহা আশা করা হ্রাশা মাত্র । কতক-  
গুলি লোক যখন বিজ্ঞানের নামে অসংপথপ্রবর্তনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, এবং হুঃখ-  
দীর্ঘনিদ্রার ভয়প্রদর্শন করিয়া যুবকগণকে তৎপথাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছে, তখন ভীক  
কাপুরুষ ইত্যাদি ভৎসনাবাক্য কি করিবে ? আমাদের দেশের সকলেই জানেন, প্রাচীন  
আর্য্যগণ বিবাহসংস্কারকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং অধ্যয়নসমাপনান্তে প্রত্যেকে  
তৎসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গার্হস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন, এই বলিয়া বেদান্তবিজ্ঞানের  
উদ্দেশ্য করিয়াছেন । ব্রহ্মযোগাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যে বাঁহাদের জীবনের আরম্ভ, এ দুই  
যে তাঁহাদের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হইবে, ইহা আর একটা আশ্চর্য্য কি ? বেদান্তবিজ্ঞান  
পাঠে অবগত হওয়া যায়, এখন যেমন লোকে বংশরক্ষাকেই একমাত্র বিবাহসংস্কারের  
উদ্দেশ্য করিয়াছে, সে কালে সেরূপ ছিল না । বংশরক্ষা শারীরবিজ্ঞানাদির নিয়মপ্রতি-  
পালনের অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সেই সকল নিয়মপালনের ব্যবধানে ব্যবহিত বলিয়া  
উহা নিত্যবিধিমধ্যে গণ্য নহে, নিত্যবিধি ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মযোগ । বেদান্তবিজ্ঞান এ

উভয়কে বিবাহসংস্কারের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানোচিত কার্য করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যের নাম শুনিলেই এটি একটি উপহাসের বিষয় বলিয়া লোকের প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহারা জানে না যে ব্রহ্মচর্যের নিত্যসাধক উপায় স্বয়ং ঈশ্বর নরনারীর দেহে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। অধ্যয়নকালে যে ব্রহ্মচর্য অবলম্বিত হয় উহা জ্ঞানযোগে কৃতকৃত্যতালাভের নিমিত্ত, বিবাহান্তে ব্রহ্মচর্য জ্ঞানযোগের জ্ঞাত নহে প্রেমযোগের নিমিত্ত, বেদান্তবিজ্ঞান ইহা অতি স্পষ্ট ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে উভয় যোগ সিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মচর্যের নিবৃত্তি হয় না। কেন না উহা কেবল এ জীবনব্যাপী নহে পরজীবনব্যাপীও, সুতরাং ব্রহ্মসর্কষ হইবার নিমিত্ত যে শরণযোগ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে উহা সর্বকালে বিহিত। তদেকশরণতাবশতঃ ব্রহ্মচারিত্ব ও প্রজ্ঞাতন্ত্রের অল্পচ্ছেদসাধনব্রত জীবনে কি প্রকার সামঞ্জস্যভাবে কার্য করে বেদান্তবিজ্ঞানাত্মরত যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্যাবলম্বী ব্যক্তিগণ ইহ বা পরলোকে বিরোগহুঃখানুভব করেন না। একপত্নীব্রত বা একপত্নিব্রত ইহাদের পক্ষে এ নিমিত্ত সহজসাধ্য। ব্রহ্মে বিচরণ যখন ব্রহ্মচর্য্য, তখন উহার নিবৃত্তি কোন কালে হইবার নহে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে এ সম্বন্ধে যে একটি ইতিহাস প্রতিভাত হয়, তাহা বিবেচনার যোগ্য। ঐ উপনিষদের ‘বাগদেবাসামোপাসনা’ এই দেখায় যে এক সময়ে বহু লোকের বিনাশ হওয়াতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছিল। এই কর্তব্যসাধনের জন্ত যে ব্রত একবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাই সাধারণ লোকে বিবাহসংস্কারের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে, এখন সে উদ্দেশ্যের পরিবর্তনসাধন আর সহজসাধ্য নাই। কোন এক সময়ে প্রয়োজনবশতঃ যাহা ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল তাহা নিত্যাত্মত্বেরূপে পরিণত হওয়াতে উহা যখন রোগাদির কারণ হইয়া উঠিল, তখন ছান্দোগ্যগণ ‘মাভিগাম্ মাভিগাম্’ বলিয়া পূর্ণ নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করিলেন। এই পূর্ণ নিবৃত্তি হইতে আখর্ষণগণ ‘ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ যৎ রাজৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে’ এই ব্যবস্থা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সহ প্রেমযোগের যোজনা করিলেন। “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” বেদান্তের এই ব্যবস্থাতে আমরা ‘শরণযোগ’ দেখিতে পাই।

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের নামে লোকে যে কুপথপ্রবর্তনে কৃতসঙ্কল্প, আমরা উহার ভিতরে ‘বেদান্তবিজ্ঞানের’ পুনরভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাই বর্তমান কুমতের যত তীব্র প্রতিবাদ হওয়া সমুচিত আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছি। আমরা আশা করি, এদেশে এবং পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের প্রতি যে সমাদর উপস্থিত, উহা হইতেই বর্তমান কুমতের উচ্ছেদ হইবে।

৪১। যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনস্তদ্বায় সবিতা ধিয়ঃ ।

অগ্নিং জ্যোতির্নিচায়্য পৃথিব্যা অধ্যাত্মরং ॥

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবশ্চ সবিতুঃ সবে ।

স্বর্গেয়ায় শতৈক্যে ।

যুক্তায় মনসা দেবান্ স্ববর্ষাতো ধিয়া দিবম্ ।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রস্ববাতি তান্ ॥

যুঞ্জতে মনঃ উত যুঞ্জতে ধিয়ে

বিপ্রা বিপ্রশ্চ বৃহতো বিপশ্চিতঃ ।

বি হোত্রা দধে বযুনাবিদেক ইন্-

মহী দেবশ্চ সবিতুঃ পরিত্বৈতিঃ ॥

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-

র্বি শ্লোকা যন্তি পথ্যেব সুরাঃ ।

শৃণুস্ত বিশ্বে অমৃতশ্চ পুত্রা

অা যে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ ॥

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাভিযুঞ্জতে ।

সোমো যত্রাতিরচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥

সবিত্রা প্রসবেন জুযেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্ ।

তত্র যোনিং কৃণুসে ন হি তে পূর্বমক্ষিপৎ ॥

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং

হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য ।

ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্

শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥

প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্টে:

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত ।

দুষ্টাশ্চযুক্তমিব বাহগেনং

বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥

সমে শুচৌ শর্করাবহিবাণুকা-

বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ ।

মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে  
 গুহানিবাতাশ্রয়েণ প্রয়োজয়েৎ ॥  
 নীহারধূমার্কানিলানলানাং  
 খদ্যোতবিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাম্ ।  
 এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি  
 ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥  
 পৃথুপ্তেজোহনিলখে সমুথিতে  
 পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃন্তে ।  
 ন তস্মৈ রেণো ন জ্বরা ন দুঃখং  
 প্রাপ্তস্মৈ যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥  
 লবুহমারোগ্যমলোলুপত্বং  
 বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবক্ ।  
 গন্ধঃ শুভো মুত্রপূরীষমল্লং  
 যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥  
 যথৈব বিন্ধ্যং মৃদয়োপলিপ্তং  
 তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাতম্ ।  
 তদ্ব্যক্তত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী  
 একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥  
 যদাক্ততত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং  
 দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপঞ্চেৎ ।  
 অজ্ঞং ধ্রুবং সৰ্ব্বতত্ত্বৈর্বিভুক্তং  
 ভগ্নত্বা দেবং মূঢ়্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥

শ্লোক ২ । ১—১৫ ।

বিবিধানুষ্ঠানানি ব্রহ্মবর্ণনামুকুলান্তিধায় সাক্ষাত্তৎসাদনং ধ্যানং বক্তুমারম্ভতে । “সদেহময়ং  
 কৃতা প্রণবকৌন্তরায়ণম্ । ধ্যাননির্ধ্বনাভ্যাসাৎ দেবং গচ্ছোন্নিগৃহ্যৎ ॥” ইত্যতীতাধ্যায়ে সৰ্ব্বতত্ত্বং  
 বিনিবর্ত্য স্বদেহে তত্ত্বধারণমুক্তম্ । কেন বা তৎ সিদ্ধং ভবতি তদেবাহ যুক্তান ইতি । ‘সবিতা’—  
 “ধিরোবোনঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি বীপ্রচোদয়িতা ‘তত্ত্বায়’ অধরজানায় ‘প্রথমং’ ‘মনঃ’ ‘যুক্তানঃ’ তত্র

এবর্তমানঃ ‘অগ্নিঃ’ জ্যোতিঃ’ তদবিস্তিতঃ জ্ঞানক ‘মিচায়া’ অবগম্য ‘পৃথিবাঃ অবি’ অগ্নিন্ শরীরে  
‘বিয়ঃ’ বুদ্ধিবৃত্তাঃ ‘আতরৎ’ আহরৎ—তত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধেন তত্ত্বাবগমায় ।

যুক্তেনেতি । এবং ‘যুক্তেন’ বোগযুক্তেন ‘মনসা’ ‘বয়ং’ ‘স্বপ্নের্গায়’ স্বপ্নপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানায়  
‘মহীজ্য’ সামর্থ্যায় তন্নিমিত্তং ‘দেবন্ত সবিভূঃ’ ‘সবে’ অনুজ্ঞারায় বর্ত্তমহে ।

যুক্ত্যয়েতি । ‘স্বপ্নঃ’ স্বপ্নং ‘যতঃ’ গচ্ছতঃ—তদভিযুতান্—‘দেবান্’ করণানি ‘মনসা’ সহ ‘যুক্ত্যয়’—  
ছান্সং—যুক্ত্য—তেন সহ ভেদ্যামেকত্বং সংসাধ্য—‘দিয়া’ সমাঙ্গদর্শনেন ‘দেবঃ’ স্তোতনশীলং ‘বৃহৎ’  
মহৎ জ্যোতিঃ’ ‘করিষ্যতঃ’ আবিষ্করিষ্যতঃ ‘তান্’ দেবান্ করণানি ‘সবিতা’ প্রেরয়িতা ‘প্রমুখাবতি’—  
লেট্—প্রমুখতু—তদাবিষ্করণায় প্রেরয়তু ।

যুক্তত ইতি । ‘বিপ্রাঃ’ মেধাবিনঃ ‘মনঃ’ ‘যুক্ততে’ সমাহিতং কুর্ত্তি, ‘উত’ ‘বিয়ঃ’ ইতরাপি কর-  
ণানি ‘যুক্ততে’ । তৈঃ ‘বিপ্রতঃ’—বিপূৰ্ণঃ প্রা পূরণে কঃ, বিশেষণে পূরণতি সাধকানামভীষ্টম্—অভীষ্ট-  
পূরণিতুঃ, ‘বৃহতঃ’ মহতঃ ‘বিপশ্চিতঃ’ সৰ্বজ্ঞত্ব, ‘দেবন্ত’ ‘সবিতুঃ’ ‘মহী’ মহতী ‘পরিষ্টীতঃ’ কৰ্ত্তব্য।।  
স পুনঃ ‘হোত্ৰাঃ’ বাচঃ যজ্ঞান্ বা ‘বিদধে’ এবৰ্ত্তিতবান্, অতঃ ‘বহুনাবিং’ প্রজ্ঞাবিং সৰ্বজ্ঞানাৎ  
সাক্ষিত্বতঃ ‘একঃ’ অধিত্যয়ঃ ‘ইৎ’ এব ।

যুক্তে ইতি । দশমমণ্ডলস্ত ত্রয়োদশযুক্তে প্রথমো কণিগম্ । অস্তা দেবতে হবিধানে । ‘ব্রহ্মপূৰ্ণাং’  
মন্ত্রোচ্চারণপূৰ্ব্বকং ‘বাং’ হবিধানে ‘যুক্তে’ যোজয়ামি ইত্যাদ্যন্তা ব্যাখ্যানম্ তত্র । অত্র বস্তুত্বাকৃতং  
তৎ যেতাব্যতরেণ বেনান্তবেদ্যে পরাস্তানি তন্তা নিয়োগাৎ । ‘নমোভিঃ’ নমস্কারস্ততিপ্রতিধানাদিভিঃ  
‘বাং’ বুঝয়েঃ নরনার্থ্যোঃ কারণত্বং ‘পূৰ্ণাং’ চিরন্তনং ‘ব্রহ্ম’ ‘যুক্তে’ আশুকুল্যে যোজয়ামি—সমাগধে  
ইতি ভাব্যাকারঃ । ইবার্ধে এব । ‘স্বয়াঃ’ পতিত্যাঃ যথা ‘পথি’ সন্মার্গে ‘বিবন্তি’ জীবনশেষং কুর্ত্তি,  
তথা ‘লোকাতঃ’ ভগবন্তুলোগীভানি মম সন্মার্গে বিয়ন্ত ব্যয়িতাঃ ভবন্ত—ভগবন্তুলোপবৰ্ণনং হিহ । নাস্তত্র  
প্রসরন্ত । ‘বে’ ‘দিবাণি’ ধার্মানি ‘আতন্তুঃ’ অধিষ্ঠিত্তি ‘বিষে’ সৰ্ব্বে তে ‘অমৃতস্য’ পরব্রহ্মণঃ ‘পুত্ৰাঃ’  
আজ্ঞাভাঃ তন্ ‘শৃবন্ত’—তৈঃ সইহকল্লবয়ষ্টেনৈব স্ততিরিতি অবগপ্রার্থনা ।

প্রেরয়িতুঃ প্রেরণাং বিনা ন জাতু পরমাত্মনি মনসো পতিতবতীতি দর্শয়তি বাহ্যাত্মতাননিরতত্বং  
তস্যোপাসক্ত্য অগ্নিরিতি । ‘বত্ৰ’ অগ্নিঃ ‘অভিমধ্যতে’ যজ্ঞার্থং মন্থনেনাভিভালাতে, ‘বত্ৰ’ ‘বায়ুঃ’  
প্রবৰ্গ্যাদৌ ‘অভিযুক্ততে’ পবিত্রেয়িতঃ শব্দভিয্যক্তিঃ কৰোতি, ‘যত্ৰ’ ‘সোমঃ’ ‘অতিরিচ্যতে’ দশাপ-  
বিজ্যাং পূৰ্ণ্যমাণঃ, ‘তত্র’ ক্রতো ‘মনঃ’ ‘লঙ্কারতে’ প্রবৃন্তিমং ভবতি ।

সবিত্রেতি । ‘সবিতা’ প্রেরয়িতা ‘এসবেন’ প্রেরণেন ‘পূৰ্ণাং’ চিরন্তনং ব্রহ্ম ‘জুবেত’ সেবেত ।  
কিস্তেন সেবনবিধিপালনেন ? ‘হি’ যস্মাৎ সেবনকলবশাৎ ‘তে’ তব ‘পূৰ্ণম্’ আচরিতঃ ‘ন অকিপৎ’  
ন ত্বাং সন্মার্গাৎ অত্রংশয়ৎ । অতন্ততোহধিককললাভায় তত্র ব্রহ্মণি স্বং ‘বোনিং’ ‘বসতিং’ কুখসে  
কুখম্ ।

অধুনা যোগপীতিং বক্তৃমুপক্ৰম্যতে ত্রিকল্পভবিত্তি । ত্রীণি উরোত্রীংশিরাসি উন্নতানি যস্মিন্  
শরীরে তৎ ‘ত্রিকল্পতং’ শরীরং ‘সমঃ’ সমভাবেন ‘স্থাপ্য’ সংস্থাপ্য, ‘মনসা’ সহ ‘ইন্দ্রিয়ারি’ চক্ষুরাদীনি  
অন্তমুখতয়া ‘হৃদি’ ‘সন্নিবেজ’ বিবয়তো বিনিবৰ্ত্তা হৃদ্বাকারেণ তত্র সন্মার্গ্য ‘বিবান্’ বোগনিরতঃ  
‘ত্রাকোভূপেন’ ব্রহ্মলব্ধেন ব্রহ্মাবলম্বনে ‘সৰ্ব্বাণি’ ‘ভদ্রাবহানি’ ‘জ্যোতাঃসি’ বহিমুখতাসাধকেন্দ্রিয়া  
প্রাবল্যাদীনি ‘প্রতরেত’ অভিজ্ঞমেৎ ।

প্রাণানিতি । ‘ইহ’ যোগাসনে ‘সংযুক্তচেঃ’ সংযতেজ্ঞিয়েহঃ জিতাসনঃ স ‘প্রাণান্’ ‘প্রণীড্য’  
বাসপ্রবাসয়োঃ গতিং বিচ্ছিন্য ‘ক্লোণে প্রাণে’ শক্তিহান্তা তদুৎসং প্রাপ্তে ‘নাসিকয়া’ ‘উচ্ছসীত’ বাসম্

উৎসাহেৎ ন তু মুখেন । বিদ্বান্ যোগজঃ অপ্রমত্তঃ সন্ 'হৃষ্টাঃশুভ্রান্' 'এনঃ' 'বাহঃ' রথম্ 'ইব' 'মনঃ' 'ধারয়েত' স্ববশে স্থাপয়েৎ ।

সম্বিত্ । 'সম্' নিম্নোন্নতরহিতে, 'শুভো' শুভে, শরীরাবহিবাণুকাবিবর্জিতে তথা 'শব্দজলাঃ' শ্রাদ্ধাভিঃ—শরীর কুদ্রোপলঃ, শব্দঃ জনকোলাহলঃ, জলঃ জলাধিভিনিভ্যম্প্রকৃতঃ, আশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ ভিভিঃ সমুলঃ, ইত্যাদিভিঃ—বর্জিতে, 'মনোহমুকুলে' মনসঃ হৈর্দ্যামুকুলে মনোরমে, 'ন তু' 'চক্ষু-পীড়নে' চক্ষুঃপীড়নে—হাস্যসৌ বিসর্গলোপঃ—চক্ষুঃপীড়াকরে—'প্রতিপাদ্ধাত্যিযথে'—ইতি ভাষ্যকারঃ—এবভূতে 'গুহানিবাভাশ্রয়ে' গুহায়াঃ নিবাতে বায়ুপ্রবাহশুভ্রে আশ্রয়ে চ বিজনপ্রদেপে 'প্রয়োজয়েৎ' প্রযুক্তো চিত্তং পরমাত্মনি ।

এব প্রাণায়ামেন কানি কানি দৃষ্টানি দৃকপথগতানি ভবন্তি তান্মুচ্যন্তে নীহারেতি । নীহারাদীনাং রূপাণি তত্ত্বদৃষ্টানি 'যোগে' ক্রিয়মাণে ব্রহ্মণি আবিক্রিয়মাণে নিমিত্তে 'পুরঃসরাণি' অগ্রগামীনি । "তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি কথনাৎ ন পূর্বোক্তানি দৃষ্টানি ব্রহ্মরূপাণীতি মন্তব্যম্ । তত্ত্ব-দৃষ্টানি বাতাধিক্যবশাদ্ভুক্তি, অতএবোক্তং মহাত্ম্যতে বাজবকোন জনকঃ প্রতি—"প্রাণায়ামো হি সত্ত্বঃ নিষ্ঠং ধারয়েন্ননঃ । যদ্যদুচতি মুক্ণং বৈ প্রাণান্ যৈখিলসত্ত্বম্ । বাতাধিক্যং ভবত্যেব তন্মাত্তর সমাচরেৎ ॥" ( শান্তিঃ, ৩১৬অ, ১০শ্লো )—প্রাণান্ বাসপ্রধানান্ মুক্ণং যৎ যৎ দৃষ্টং নীহার-দিকঃ স্বযতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি তত্র তত্র বাতাধিক্যং ভবতি বাতবিকারহেতোঃশুভ্রদৃষ্টবতীতি কলি-ভার্থঃ । অতঃ তৎ বাসপ্রধাননিরমনঃ ন সমাচরেৎ ইতি । আধুনিকৈরপোতৎ প্রাণায়ামবৈশিষ্ট্যং প্রত্যক্ষীকৃতম্ । "নিশায়াঃ প্রথমে বামে" ইত্যাদিভিস্তত্রৈব স বাতাধিক্যং যোগমাহ ।

অনন্তরং ভূতজরমাহ পৃথ্যাবিতি । 'পৃথ্যাপ্তভোহনিলখে' ক্রিয়াপ্তভোমরুদ্রোমপ্রসিক্তে পক্ভূতে 'সমুখিতে' তত্ত্বৎস্বরূপদর্শননিপত্রে 'পকাস্তকে' 'যোগগুণে' গুহাদিশ্বরূপদর্শনরূপে 'প্রযুক্তে' 'যোগায়িময়ঃ' 'শরীরঃ' 'প্রাপ্তস্ত' 'তত্ত্ব' যোগিনঃ 'ন রোগঃ ন জরা ন দুঃখঃ' ভবতি—ভূতজরাং ভূত-খানাং ভেষামভিতবঃ ।

যোগস্ত প্রথমপ্রভৃতো কিং ভবতি তদাহ লঘুদ্বয়মিতি । স্টাইম্ ।

আস্ততত্ত্বদর্শনমাহ যথৈবেতি । 'যুদয়া' যুদাদিভিঃ 'উপলিগুঃ' 'বিষঃ' সৌর্বণ্যং রাজতং বা 'স্থধাতঃ' স্থধাতঃ যথা 'ভেজোময়ঃ' সৎ 'জাজতে' দীপ্তিমৎ ভবতি, 'তৎ বা' তৎ ইব 'আস্ততত্ত্বং' 'প্রসমীক্য' দুঃখং 'দেহী' জীবঃ 'একঃ'—প্রকৃত্যাদীনামাত্মনি লয়ে অধিভীয়ঃ—'কৃতার্থঃ' সিদ্ধমনোরথঃ 'বীতশোকঃ' 'ভবতে' ভবতি ।

কেবলমাত্তত্ত্বদর্শনেন ন কৃতার্থতা কিস্তহ্যাত্মনি পরমাত্মদর্শনেনৈবেত্যাহ যদেতি । 'যুক্তঃ' যোগী 'যথা' 'বীপোপমেন' 'আস্ততত্ত্বেন' 'ব্রহ্মতত্ত্বং' 'প্রপত্ত্বং' প্রত্যক্ষং কৃত্যৎ, তদা 'সর্বতর্কৈঃ' প্রকৃতি-তৎকার্ণৈঃ 'বিশুদ্ধম্' অস্পষ্টম্, 'অজং' জগদ্রহিতং স্বয়ন্ত্বং, 'ব্রহ্মম্' অপ্রচ্যুতস্বরূপং 'দেবং' জাযা 'সর্বপাশৈঃ' সর্ববন্ধৈঃ 'মুচ্যতে' ।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রেরয়িতা আমাদের বুদ্ধিরূপ্তিকে প্রেরণ করুন । অগ্নি এবং তদধিষ্ঠিত জ্ঞান আমাদের অবগত করিয়া পৃথিবী সংলগ্ন দেহে তিনি উহাকে আনয়ন করুন ।

স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুভূত ধ্যানসামর্থ্যলাভের নিমিত্ত এইরূপ যোগযুক্ত মনে আগ্রহ প্রেরয়িতা দেবতার অনুজ্ঞায় স্থিতি করি ।

স্বর্গলোকাভিমুখী ইন্দ্রিয়গণকে মনের সহিত সংযুক্ত করিলে উহারই সেই দীপ্তিমান্ রহৎ জ্যোতিকে আবিষ্কার করে। প্রেরয়িতা উহা-দিগকে তজ্জন্ত প্রেরণ করুন।

মেধাবিগণ মনকে সমাহিত করেন, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করেন। অভীষ্টের পূরয়িতা রহৎ এবং সর্বজ্ঞ সেই প্রেরয়িতা দেবতার মহতী স্তুতি কর্তব্য। তিনিই বাকসকলকে প্রবর্তিত করেন। তিনিই সকল বিজ্ঞানের অদ্বিতীয় সাক্ষিভূত।

নমস্কার স্তুতি বন্দনাদিতে তোমাদের কারণভূত চিরন্তন ব্রহ্মকে তোমাদের আনুকুল্যে নিয়োগ করিতেছি। পণ্ডিতগণ সুপথে যে প্রকার জীবনশেষ করিয়া থাকেন সেই প্রকার আমাদের জীবন ভগবানের যশোগীতে ব্যয়িত হউক। যাঁহারা দিব্যধামে অবস্থান করেন, সেই অমৃতের পুঞ্জগণ সেই যশোগীত শ্রবণ করুন।

যেখানে অগ্নিমস্থন করে, যেখানে বায়ুর যোজনা করে, যেখানে সৌমরস অতিরিক্ত হয়, সেখানেই লোকের মন অসক্ত হয়।

প্রেরয়িতার প্রেরণায় চিরন্তন ব্রহ্মের সেবায় প্রবৃত্তি হয়। সেই সেবায় সন্মার্গ হইতে ভ্রংশ হয় না। সূতরাং তাঁহাতে বাস নির্মাণ কর।

বন্ধ, ক্রীড়া এবং শিরোদেশকে উন্নত করত শরীরকে সমভাবে স্থাপন কর, মনের সহকারে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়ে নিবিষ্ট কর। জ্ঞানী ব্যক্তি [ এইরূপে ] সকল প্রকার ভয়াবহ শ্রোত ব্রহ্মোড়ুপযোগে উত্তীর্ণ হন।

সকল প্রকার চেষ্টাকে সংযত করত এই আসনে [ উপবেশন পূর্বক ] প্রাণসমূহকে [ শ্বাসপ্রশ্বাসকে ] গতিপথে নিপীড়ন করিবেক। যখন এই প্রকারে প্রাণের গতি ক্ষীণ হইয়া আইসে তখন [ মুখ দিয়া নহে ] নাসাযোগে শ্বাসত্যাগ করিবেক। যোগজ্ঞ ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে দৃষ্টাশ্বযুক্ত রথসদৃশ মনকে স্ববশে স্থাপন করিবেক।

নিম্নোন্নতরহিত, বিস্তৃক্ত, ক্ষুদ্রোপলব্ধ-রহিত, বালুকা, জনকোলাহল, জলার্থী ও আশ্রয়ার্থীদিগের উপদ্রব এই সকল বিবর্জিত, মনের

অনুকূল চক্ষুর পীড়া জন্মায় না ঐদৃশ বায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা ও বিজ্ঞান-  
প্রদেলে যোগানুষ্ঠান করিবেক ।

নীহার, ধূম, অর্ক, অনিল, অনল, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, ক্ষুটিক, শশী  
এই সকল দৃশ্য ব্রহ্ম যোগলাভের পূর্বে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ,  
রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণ, ইহাদের স্বরূপদর্শন ঘটিলে যে যোগাগ্নিময় দেহ  
লাভ হয় তাহাতে রোগ জরা দুঃখ থাকে না ।

লঘুত্ব, আরোগ্য, আলোলুপত্ব, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, স্বরসৌষ্ঠব, শুভগন্ধ,  
মূত্র ও পুরীষের অল্লতা, যোগপ্রযুক্তির প্রথমে এই সকল লক্ষণ হয়,  
যোগজ্ঞগণ বলেন ।

সুবর্ণ বা রজত খণ্ড মৃত্তিকাদির লেপ দিয়া স্নোধিত করিলে উহা  
যেমন জ্যোতির্ময় হইয়া দীপ্তি পায়, তেমনি আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া  
দেহী একত্বলাভ করত কৃতার্থ ও বীতশোক হয় ।

সাধক দীপোপম আত্মতত্ত্বসহ ব্রহ্মতত্ত্বকে যখন একত্র যুক্ত দেখিতে  
পান, তখন অজ্ঞ, দ্রব এবং প্রকৃতি আদি সর্ববিধ তত্ত্বদ্বারা অস্পৃষ্ট  
পরমদেবকে জানিতে পাইয়া তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন ।

ভাব—ইতঃপূর্বে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল বিবিধ অনুষ্ঠান উক্ত হইয়াছে । ধ্যান সাক্ষাৎ  
সম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনে অনুকূল, স্মরণ তাহাই চরমে বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে । স্ব স্ব  
দেহকে অরণি এবং ওঙ্কারকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্ব্যভ্যাসপূর্বক নিগূঢ়বৎ  
অবস্থিত দেবতাকে দর্শন করিবেক, স্বেতাশ্বতরে যোগনিয়মের প্রথমাধ্যায়ে এই কথা উক্ত  
হইয়াছে । দ্বিতীয়াধ্যায়ে উহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে তাহাই বলা হইতেছে । ধ্যানের কথা  
বলিতে গেলে সর্বপ্রথমে যিনি ধ্যেয় বস্তু তিনি যদি আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় না  
হন তাহা হইলে ধ্যানের আরম্ভ হইতে পারে না, তাই সেই বস্তু যে আমাদের সাক্ষাৎ  
জ্ঞানের বিষয় তৎপ্রদর্শননিমিত্ত শ্রুতি বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতাকে উপস্থিত করিয়াছেন ।  
প্রেরয়িতা অতি সূক্ষ্ম, তাঁহাকে লোকে প্রথম প্রথম ধারণার বিষয় করিতে না পারিয়া  
অগ্নাদি দৃশ্য পদার্থে তাঁহার আবির্ভাব চিন্তার বিষয় করিয়া থাকে । কিন্তু এরূপে তাঁহাকে  
চিন্তার বিষয় করিতে গিয়াও স্ব স্ব দেহে যে প্রেরণা অনুভূত হইয়া থাকে উহাই তত্ত্ব-  
পদার্থে আরোপিত হয়, ইহা দেখিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, অগ্ন্যাদিতে যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত  
আছেন তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিবার নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরবলম্ব করিয়া শূন্যে  
উড়াইতে হইবে না, কিন্তু তাহাকে এই পার্থিব দেহে আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে ।



এই পার্থিব দেহে তাঁহার ক্রিয়া অনুভূত হইলে তৎপর অগ্ন্যাদিতে তাঁহার ক্রিয়া সহজে অনুভূত হইয়া পড়ে । যোগদ্বারা দেহের বিস্তৃতি উপস্থিত হয়, জন্ম ব্যাধি আদির উপতাপনিবৃত্তি, স্বাভাবিক ক্রিয়া সকলের প্রবৃত্তি হয় যোগশাস্ত্রের ভাষায় এই সকল কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । বাতাধিক্যবশতঃ যে সকল দৃষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় সে সকলের উল্লেখ করিতেও উপনিষৎ বিস্তৃত হন নাই । যোগদ্বারা আত্মতত্ত্ব এবং সেই আত্মতত্ত্ব হইতে পরাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানই যে যোগীর কৃতার্থতার হেতু এবং উহাতে শোকাভীত হওয়া যায় পরিষ্কার ভাষায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে ।

৪২ । অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকৃঃ প্রতিপদ্যতে ।

রুদ্র যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥

মা নন্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি

মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ ।

বীরান্ মা নো রুদ্র ভাবিতোবধী-

হ'বিদ্বন্তঃ সদসি ভা হবামহে ॥

শ্লোক ৪ । ২১ । ২২ ।

প্রার্থনাপ্রাধান্যের বিদ্যোপসংহারঃ ক্রিয়তে, অজাত ইতি । 'অজাতঃ' জন্মাদিবিবর্তিতঃ 'ইতি' হেতোঃ 'কশ্চিৎ'—নঃ কোহপি জীবঃ—'ভীকৃঃ' জন্মজরাদিত্যাঃ ভ্রাম্ এবং 'প্রতিপদ্যতে' শরণং গচ্ছতি । এবমিত্যুদাহরতি—হে 'রুদ্র' রূপাশ্রয়ক, 'বৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণং' অনুকূলং ভক্তানুগ্রাহকং 'মুখং' তেন 'মাং' 'নিত্যং' পাহি রক্ষ ।

বিশেষপ্রার্থনামাহ । হে রুদ্র, 'নঃ' অন্মাকং 'তোকে' পুত্রে তনয়ে গোত্রে 'মা রীরিষঃ' রোষং মা কাৰ্ণীঃ, অন্মাকম্ 'আয়ুষি' মা রীরিষঃ, নঃ অন্মাকং 'গোষু' মা রীরিষঃ, নঃ অন্মাকং 'অশ্বেষু' মা রীরিষঃ, নঃ অন্মাকং 'বীরান্' বীরপুরুষান্ 'ভাবিতঃ' দীপ্তকোষঃ 'মা বধীঃ' হতান্ মা কাৰ্ণীঃ, 'হবিদ্বন্তঃ' হবিষা যুক্তাঃ বরং ভাং 'সদসি' যজ্ঞস্থানে 'হবামহে' আহ্বয়ামহে । ইয়ংপ্রথমমণ্ডলৈককণ্ঠচতুর্দশশ্লোকে অষ্টমী শ্লক্ । 'আয়ুষি' ইত্যত্র তজ্জ, পাঠান্তরম্ আর্যো—মানবে । 'সদসি' ইত্যত্র—সদসিৎ—সৰ্বদৈব । 'ভাবিতঃ' ইত্যত্র যৎ ভাসিত ইতি পাঠান্তরং তদেব স্কটরম্ । ভাম্ কোষে ।

অজাত হইয়াও জন্মাদি ভয়ে ভীত যে কোন জীব [তোমার] শরণাপন্ন হয়, তাহার প্রার্থনা এই—হে রুদ্র, তোমার যে অনুকূল মুখ তদ্বারা আমাকে নিত্য রক্ষা কর ।

হে রুদ্র, আমাদের পুত্র পৌত্র, আমাদের আয়ু, আমাদের সেই অশ্ব, এ সকলের প্রতি রোষ করিও না, আমাদের বীরপুরুষ সকলকে ক্রুদ্ধ হইয়া বধ করিও না, আমরা হবি লইয়া যজ্ঞস্থানে তোমাকে আহ্বান করিতেছি ।

ভাব—প্রার্থনা যোগিগণের সিক্তির প্রধান উপায়, সুতরাং উহারই উল্লেখে অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে ।

পূর্ববলীতে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে । প্রাণ যদিও অপরোক্ষ ব্রহ্ম তথাপি পঞ্চভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং আদিত্যাদি দেবগণ সকলেই যখন প্রাণের অধীন হইয়া কার্য্য করে, তখন “জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া সেই স্বাভাবিক শক্তি ( ৩।১১ )” এই শ্রুতি অনুসারে প্রাণই বলের ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । দৃশ্যমান জগতে চিন্তিত যে ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে প্রাণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন । এ বলীতে প্রাণে ব্রহ্মদর্শনেরই প্রাধান্য । সর্বত্র প্রাণের ক্রিয়া, এবং সেই প্রাণে ‘প্রাণের প্রাণের’ ( ৫।১ ) ক্রিয়া অবলোকন-পূর্বক সর্বাস্তর্য্যামীকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ বেদান্তের প্রণালী । পরম্পরায় এইরূপ ব্রহ্মদর্শন করিতে গেলে অত্যন্ত ব্যবহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হয়, এজন্য “হে পুত্রা, হে একর্ষি” ( ২।২ ) এস্থলে বাহিরের আবরণ উন্মোচন করিয়া তত্ত্ব পদার্থের ভিতরকার কল্যাণস্বরূপ দর্শনের প্রার্থনার সে ব্যবহিত সম্বন্ধ অন্তরিত হইতেছে । সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত ভাবে ব্রহ্মদর্শন কেন উপদিষ্ট হইল, এ জিজ্ঞাসার উত্তর তত্ত্ববলীতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, সুতরাং এখানে উহার বিস্তৃত বর্ণন পরিত্যক্ত হইল ।

১। এস্থলে সাধকমাত্রের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । সাধক ঈশ্বরার্থিষ্ঠানবর্জিত কিছুই দেখিবেন না বা ব্যবহার করিবেন না । যিনি এই উপায় অবলম্বন করেন না, বহুবিধ অনুরূপ করিয়াও তিনি যোগসিদ্ধ হন না । অশনপানাদি স্বাভাবিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে গিয়া যদি যোগের বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে সে সকলের পরিত্যাগ ভাল, এ উপদেশ কোন কালে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, সুতরাং তাদৃশ উপদেশ বিফল । তাই যোগের বিচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য শ্রুতি প্রকৃষ্টতম উপায় উপদেশ-করিয়া-ছেন । শরীরধারণের নিমিত্ত ভোগ অপরিহার্য্য সুতরাং কেবল সেই সকল ভোগেতে ঈশ্বরদর্শন করিলে চলিতেছে না, সে সকল ভোগের বিষয় যে তিনিই দিতেছেন, ইহাও অবধারণ করিতে হইবে । ভোগ্যবিষয়ে ভগবদর্শনে কি ক্ষতি এ কথা বলিলে চলিতেছে না, কেন না এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা শ্রুতিস্মৃতি আদি দ্বারা ভগবানের যে সকল আজ্ঞা ব্যক্ত হইয়াছে সে সকলের বিরোধী অনেক স্থগিত বিষয় ভোগ করে, অথচ আত্মকল্পনার আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, এমন কি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত হইয়া ব্রহ্ম-সম্পন্ন হইয়াছি এই ভাবে আত্মবঞ্চনাপূর্বক শক্তিগণসহ মদ্য পানাদিতে রত হইয়া বলে “[এ সকল ক্রিয়াতে] যুনি মোহপ্রাপ্ত হন না, কেন না গুরু-দীক্ষা-বলে তাঁহার

মনের অন্ধকার খুঁচিয়া গিয়াছে ।” ‘হে ভরত শ্রেষ্ঠ, জীবগণের ধর্মের অবিরুদ্ধ অভিলাষ আমি’ ইত্যাদি অমুসাশনের বলে “যাহা কিছু তৎপ্রদত্ত তাহা ভোগ কর” এই লে ভগবৎ প্রেরিত ভোগ যে ধর্মের অবিরুদ্ধ ইহাই বুঝাইতেছে । তিনি আপনি যাহা কিছু দেন তাহাতে তাঁহার অমুমোদন আছে—এবং তাঁহার অমুমোদন আছে বলিয়াই উহা যে ধর্মের অবিরুদ্ধ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । যে বিষয়ে তাঁহার অমুমোদন নাই, সে বিষয়কে তাঁহার বলিয়া ভোগ মিথ্যাচার । ভগবানের অমুমোদিত কর্ম, তাঁহার দ্বারা পূর্ণ, সুতরাং সে কর্মের অমুষ্ঠানে কর্মজনিত দোষের কোন সম্ভাবনা নাই, তাই ঋতি বলিয়াছেন, “[ ইহাতে ] মলুষ্যে কর্মলেপ হয় না ।” সাধু বা অসাধু কর্ম হউক, ভগবৎ প্রেরণা বিনা কোন কর্ম উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং সাধু বা অসাধু কর্ম এ উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, এ মত একটিতে ভগবানের অমুমোদন অপরটিতে তাঁহার অমুমোদন নাই, এই এক কথাতেই নিরস্ত হইতেছে । তাঁহার অনমুমোদিত কর্ম হইতে বিরত হইয়া অমুমোদিত কর্মের অমুষ্ঠানে সর্বদোষ পরিশ্রুত হয় ইহাতেই সর্বসামঞ্জস্য উপস্থিত হইতেছে ।

২ । এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদান্তবিদগণ সহসাই বেদবিহিত কর্মগুলিকে মিথ্যা বলিয়া পরিহারপূর্বক আশ্রয়তত্ত্ব উপদেশ করেন না, কিন্তু এই সকল কর্ম্মতেই আশ্রয়তত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়া থাকেন ( ১১০ ) । মধুব্রাহ্মণ আবার জগৎ জীব ও অন্তর্ধামী ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মেতেই সকলের ঐক্য বিধান করেন ( ৩২১ ) । এস্থলে সর্বকোষসাধনের পক্ষে উপকারী সাধনাস্তরের উপদেশ করিয়া কৃপালুতাবশতঃ ঋতি স্থলভপথ প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার সহিত পরাস্থার সম্বন্ধ নাই । যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতির অবমাননা করিয়া পরাস্থার সহিত যোগযুক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কেবল বিষবাহুলা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্লেশ পায় তাহা নহে, পদে পদে তাহাদের যোগভ্রংশ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । তাদৃশ অন্তরায় উপস্থিত না হয় এ নিমিত্ত বেদান্তে সর্বত্র প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই সাধন উল্লিখিত হইয়াছে । প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য এ দুইয়ের বিভাগ করিয়া লইলে প্রকৃষ্ট ক্রিয়াশক্তি—প্রকৃতি এবং মুহুমূহ আবির্ভাব-ও-তিরোভাব-স্বভাববিশিষ্ট বিবিধ বৈচিত্র্য তাহার ঐশ্বর্য্য, এইরূপ ভেদপ্রতীতি হয় । জীব এ উভয়কে যে ভাবে দর্শন করে, সেই ভাবানুসারে তাহার বন্ধন বা মোক্ষ অবশ্য সম্ভাবী । মনুষ্য যখন প্রকৃতিকে পরাস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অচেতন জগদ্রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে তখন উহা তাহার অজ্ঞান-তার কারণ হইয়া ( ১১৪ ) মোহকর বিবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করত মোহের নিমিত্ত হয় । যখন আবার সেই তাহার বৈচিত্র্য একমাত্র কল্যাণগুণ দীপ্তির বিবিধ প্রকাশরূপে প্রকাশ পায় তখন তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ যোগ উদ্ভাবনপূর্বক মোক্ষের হেতু হয় । এই প্রকৃষ্ট ক্রিয়াশক্তি প্রাণশক্তি, তাই এ বন্ধীতে উহারই প্রাধান্য ।

৩—১০। তৃতীয়ে (৩) পরব্রহ্মকেই ভজনীয়রূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। তিনিই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। চিন্তাসমাধান, নিবৃত্তি এবং ভগবদমুখোদ্ভিত কৰ্ম্মামুষ্ঠান বিনা পাপকলুষিতত্ব অপনীত হয় না। পাপকলুষিতত্ব অপনীত না হইলেও তত্ত্বক্ষুণ্ণি হয় না। তত্ত্বক্ষুণ্ণি না হইলে ঔপনিষদজ্ঞান অবরুদ্ধশক্তি হইয়া অবস্থান করে। এইরূপে চিন্তাসমাধান হইতে তত্ত্বক্ষুণ্ণি, তত্ত্বক্ষুণ্ণি হইতে ঔপনিষদজ্ঞানের উদয়, ঔপনিষদজ্ঞানের উদয়ে কৃতার্থতা। পরমাত্মার জ্ঞানলাভের নিমিত্ত উপনিষদই যদি প্রচুর, তাহা হইলে ঋগাদিতে কি প্রয়োজন? ঋগাদিবিদ্যা উপনিষৎ বিকলাঙ্গী, কেন না এই সকল হইতে উপনিষদের অবয়বসংস্থান। এই সকলই যদি উপনিষদের অবয়বসংস্থান হইল, তাহা হইলে উপনিষদেই বা কি প্রয়োজন? ঋগাদিতে যে সকল ব্যাবহারিক বিষয় আছে সে গুলি অস্থায়ী, কিন্তু সে সকলের মধ্যে আরাধ্যের স্বরূপাদির উল্লেখ যে দেখিতে পাওয়া যায় উহার স্থায়ী। যাহা স্থায়ী তাহা সত্য, সেই সত্যই উপনিষদের আশ্রয়, তাই উপনিষৎ বেদসকলকে উপেক্ষা করে না। যদি উপেক্ষা করিত তাহার আপনার সত্যই থাকিত না। চতুর্থ (৪) ব্রহ্মাধিষ্ঠিত স্বদেহকে তাঁহার অধীনরূপে নিয়োগপূর্বক অবিকারী হইয়া সাধক মুক্ত হন, এই উহার সংক্ষেপ। পঞ্চমে (৫) যোগাকাজ্ঞী ব্যক্তি প্রথমতঃ নিরন্তর অপ্রমত্তভাবে স্থিতি করিবেন, অত্যাধা যোগব্রংশ অপরিহার্য্য, এই কথা বলিয়া যোগাবলম্বন উক্ত হইয়াছে। এই যোগাবলম্বনে কল্লিতপথপরিহারপূর্বক সত্তামাত্র অবলম্বিত হইয়াছে। ‘শান্ত শিব অধিতীর্থ’ এই শ্রুতিতে তুরীয়া ব্রহ্ম মঙ্গলস্বরূপে গৃহীত হইয়াছেন। যোগী যে সত্তামাত্র ধারণ-করেন, সেই সত্তাতে মঙ্গলস্বরূপের যোগ করিয়া যোগী উহাকে কেন উজ্জল করিয়া লন না? এ প্রশ্ন অবশ্য ভালই মনে হয়। কেন না অস্তিত্ব বলিলেই কোন বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায়, সে বস্তু কখন স্বরূপহীন হইতে পারে না। ব্রহ্মের বৃহৎ এবং সর্বাঙ্গ-উদ্ভাবকত্ব দেখিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন “সেই ( নামরূপ ) যাহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম।” স্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া অস্তিত্বগ্রহণ শূন্যই, বস্তু নহে। এখানে এই কথা বিবেচনা করিতে হইতেছে, মঙ্গলস্বরূপ বস্তুগত, বস্তু হইতে ভিন্ন নহে, অথচ প্রথমতঃ এই বস্তুর সত্তাপরিগ্রহ না করিলে উহা প্রতিভাত হয় না। ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ বর্ণাদি গুণ-যোগে বুদ্ধিত্ব হইয়া থাকে, চক্ষুরাদির অতীত বস্তু সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। চক্ষুরাদির গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে মন হইতে তিরোহিত করিয়া দিলেও উহাদের অস্তিত্বজ্ঞান তিরোহিত হয় না। এই অস্তিত্বই তত্ত্ব, এরূপ নির্ণয় করিলে কোন বিতর্ক আসে না। এই অস্তিত্ব যে অনন্ত তাহাও সহজে উপলব্ধ হইয়া থাকে। জীবাত্মা এই অনন্ত অস্তিত্বের অন্তর্ভূত, ইহাই বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এই সত্তা ব্রহ্মসত্তা, ইহা অবধারণই যোগের প্রথম ভূমি। এই সত্তার সহিত জীবের সম্বন্ধ বিচার করিতে গিয়া মঙ্গলস্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাহা পরে উপলব্ধ হইয়া

ধাকে, তাহাকে সেইরূপে গ্রহণই সত্য, এ নিমিত্ত শ্রুতি অস্তিত্বকেই যোগের প্রথমাবলম্বন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মদর্শন হইলে হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইলে সকল দিক্ হইতে সকলেতে কল্যাণতম রূপ প্রত্যক্ষ হয়। এই কল্যাণতমরূপ প্রত্যক্ষ হইলে বিষয়ের সহিত সংক্ষেপে যোগের অপায় হয় না। ষষ্ঠে ( ৬ ) কৰ্ম্মাহুষ্ঠানের বিষয়বাহুলা এবং অস্থায়িত্ব প্রদর্শন পূর্বক, সপ্তমে ( ৭ ) তাহাকেই প্রকৃতিবিজ্ঞান বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে যদ্বারা অক্ষর সত্যপুরুষকে বিজ্ঞাত হওয়া যায়। পরা ও অপরা প্রকৃতিকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তিনি পুরুষ, এই পুরুষই মঙ্গলস্বরূপ। অষ্টমে ( ৮ ) উপাসনা, উপসনার অবলম্বন, এবং তদবলম্বনে যোগসম্পাদন সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তিন্ন তিন্ন বেদান্ত-ব্যাখ্যাভূষণের পন্থানুসারে এই যোগব্যাপার কিরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তত্ত্ববল্লীর প্রাপ্তিতে উহা দ্রষ্টব্য। এ স্থলে সেই অবলম্বনের মূলতত্ত্ব “প্রণব ধনু” এই বলিয়া সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। প্রণব-ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার-বৈশ্বানর, দ্বিতীয়মাত্রা উকার-তৈজস, তৃতীয়মাত্রা মকার-প্রাজ্ঞ। প্রথম মাত্রায় “রূপং রূপং প্রতিকল্পো বহিষ্ঠ ( ৫৬ )-সর্বভূতান্তরাশ্রা রূপে রূপে প্রতিকল্প হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন এই শ্রুতির প্রয়োগ, দ্বিতীয় মাত্রায় “অয়মাত্মাত্মক সর্বাত্মত্ব”—এই পরাত্মাত্মক সর্বাত্মত্ব :—সর্ববিষয়ের অনুভবিতা এই শ্রুতির প্রয়োগ ; তৃতীয় মাত্রায় “সর্বং বন্ধিৎ ব্রহ্ম তজ্জলানীতি”—ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথগভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া, অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম, এই শ্রুতির প্রয়োগ। এইরূপে এখানে ত্রিবিধ উপাসনা পরিগৃহীত হইয়াছে। বেদান্তহত্রে যে ত্রিবিধ উপাসনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার বিরোধ নাই। কেন না জীব, মুখ্যপ্রাণ এবং স্বরূপ এ তিন অবলম্বন করাতে জীবে জ্ঞান শক্তি, প্রাণে ক্রিয়া শক্তি এবং স্বরূপে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইতেছেন। ক্রিয়াশক্তিতে বিশ্বাত্মা, জ্ঞানশক্তিতে মননপ্রধান তৈজস এবং স্বরূপে প্রাজ্ঞ বা পরাত্মা উপাস্ত। “চতুর্থ মাত্রাহীন” এস্থলে “অহং ব্রহ্মস্মি” এই শ্রুতির প্রয়োগ। একাত্মপ্রত্যয়ে সর্বত্র শিবস্বরূপের নির্যোগ করিলে ত্রিবিধ উপাসনাতেই উহার নির্যোগ হয়। স্বরূপোপাসনার আধুনিকগণ ‘সত্যং জ্ঞান মনন্তম্’ ইত্যাদির নির্যোগ কিরূপে করিয়াছেন গীতাসম্বন্ধরভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে। এ সকল কথা তত্ত্ববল্লীতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। নবমে (৯) ভগবদ্রূপগ্রহ এবং তদনুগত উপায়ে সিদ্ধি হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে। দশমে (১০) অতপস্ব এবং ব্রহ্মবিদ্যাশ্রবণকগণের প্রতি ভক্তিশূন্য ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করিবে না এই বলিয়া উপসংহার হইয়াছে।

১১—২০। একাদশে (১১) ব্রহ্মদর্শনোপযোগী বিষয়সকলের সন্নিবেশ বিনা ক্ষুদ্র বা মহৎ কিংকরই অনুষ্ঠান সমুচিত নয় এইটি প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাধ্যয়নে জীবনের আরম্ভ। এস্থলে যদি ব্রহ্মদর্শনানুকূল কৌশল অবলম্বিত না হয় তাহা হইলে দর্শনে

বিচ্ছেদ ঘটে। এ নিমিত্ত অধ্যয়নের প্রথম বিষয় বর্ণসংলেশ ও পদসংলেশরূপ সংহিতামতো লোকসকলের সন্নিবেশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এইরূপে অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে ব্রহ্মদর্শনের অনুকূল ব্যবস্থা করিয়া লইয়া তদনুকূলস্থলে যে সকল কথা বলা হইয়াছে সেগুলি মূলেই স্পষ্ট আছে, ব্যাখ্যায় নিম্নপ্রয়োজন। দ্বাদশে (১২) সত্য, তপ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বর্ষানুষ্ঠান, ইন্দ্రిয়সংযম, গার্হস্থ্য, তত্ত্বচিত্ত ব্যবহার, এ সকলই ঔপনিষদজ্ঞানের স্বৈর্য্য-নিমিত্ত কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ত্রয়োদশে (১৩) যে সাধন উক্ত হইয়াছে তাহার তত্ত্ব আরোহবল্লীর বর্থে বিচারিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ের আর পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন, বাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহা মূলে সুস্পষ্ট আছে। চতুর্দশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ পর্য্যন্ত (১৪—২০) সামপ্রধান সাধন। বাক ও প্রাণ এ উভয়ের একত্বে সামের সামত্ব। প্রাণশক্তি বিনা বাক্যোচ্চারণের কোন সম্ভাবনা নাই। গানে প্রাণশক্তির অধিক বিকাশ হয়। গানের সঙ্গে যদি ব্রহ্মদর্শনানুকূলবিষয়ের যোগ না থাকে তাহা হইলে গানমাত্রোত্তেই কিছু ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। “যেহেতুক পুতিকাশরীরের সমান, মশকশরীরের সমান, হস্তিশরীরের সমান, এই তিন লোকের সমান, এ সকলের সমান, তাই সাম। যে ব্যক্তি সামকে এইরূপ জানেন তিনি ব্যাপী হন, সামের সাযুজ্য ও সলোকতা জয় করেন” (১৮) এস্থলে প্রাণের জগদ্ব্যাপিত্ব, বাগ্মসোগে সকলের আরম্ভ, সামে এ উভয়ই আছে বলিয়া তৎস্বরূপভূত সাম ব্যাপিত্বে গ্রহণপূর্বক আদিত্যাদিতে সামের যে কর্ম প্রকাশ পায় তাহাতে পরোক্ষ ব্রহ্ম প্রাণের ক্রিয়াদর্শনপূর্বক “প্রাণের প্রাণ” এই নিয়মে নিয়ন্তা অপরোক্ষ ব্রহ্মের দর্শন বিহিত হইয়াছে। সকলেতেই সাম স্তোত্ররূপে ভাসমান হয়। যিনি স্তবনীয় তাঁহার সহিত স্তোত্রের সম্বন্ধ লক্ষিত হয় বলিয়া স্তোত্রভূত সামে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্তবনীয় উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

একবিংশে (২১) যজ্ঞ-অধ্যয়ন-ও-দাননিরতগণ, তাপসনিচয় ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-সকল ইহারা পুণ্যার্জিত লোকভাজন হন ইহার উল্লেখ করিয়া যাহারা ব্রহ্মসংস্থ হন তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন সাধারণ ভাবে এই কথা বলাতে যে কোন আশ্রমে ব্রহ্মসংস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে ইহাই বুঝা যাইতেছে। তাই মোক্ষার্থে শুকের প্রশ্নে ব্যাস বলিয়াছেন “ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক তাঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল আচরণ উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে চলিলে তাঁহারা সকলেই পরম গতি প্রাপ্ত হন। এই চারি আশ্রম এক আশ্রমই বা। কামদেষ বিবর্জিত হইয়া যে কোন ব্যক্তি যথারীতি এই সকল আশ্রমোচিত অনুষ্ঠান করেন তিনি পরকালে প্রতিষ্ঠিত হন। এই চতুষ্পদী অধিরোহণী ব্রহ্মোত্তে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই অধিরোহণীতে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে মহেশ্বরাভ হইয়া থাকে।”—শান্তিপর্ক ২৪১ অ, ১৩—১৫ শ্লো।

‘এই চারি আশ্রম এক আশ্রমই বা,’ এই কথাতে গার্হস্থ্যের অথগুহ্য অভিপ্রেত হইয়াছে, তাই কুর্মপুরাণ বলিয়াছেন “শ্রুতিতে চারি আশ্রমের গার্হস্থ্য একাশ্রমতঃ

যখন দেখিতে পাওয়া যায় তখন এক গার্হস্থ্যকেই নিখিল ধর্মের সাধন জানিতে হইবে ।”

স্বকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্তি ভালই বলিয়াছেন “বিক্ষেপপ্রাবল্যবশতঃ যেস্থলে গার্হস্থ্যাদিতে ব্রহ্মে একাগ্রতা সম্ভবে না, সেস্থলে আসক্তিনিবৃত্তি দ্বারা উপকারী প্রব্রজ্যা জ্ঞানাক্রমে বিহিত হইয়াছে, নিয়মরূপে নহে । নিয়ম হইলে বক্ষ্যমাণ গৃহস্থে উপসংহার উপপন্ন হয় না..... “যে কোন আশ্রমে ইহার রত হউন না কেন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়” ইত্যাদি স্মৃতিসহ বিরোধ উপস্থিত হয় ।” ‘প্রব্রজ্যা জ্ঞানাক্রমে বিহিত হইয়াছে’ এ উক্তি শ্রুতি অনুমোদিত, কেন না তিনি বলিয়াছেন “যাহাতে হয় তাহাতে ঈদৃশই হয় ।” ( ১০।৩৪ ) । ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছর যে অশ্রুতরূপে বলিয়াছেন তাহা নিবৃত্তিমার্গসমুচিত । অপরোক্ষজ্ঞানান্তর যখন বালভাব স্থিরতালভ করে, তখন সাধক সর্বথা শিবস্বরূপের অধীন হন, তাহাতে কোন অভিমান থাকে না, তিনি তাহার আদেশপালন করেন । ইহাতে লোকাচারের প্রতি উপেক্ষা উপস্থিত হইয়া যে তদ্বিপরীত আচরণ ঘটে তাহাতেই প্রবৃত্তিমার্গ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে । “আত্মাতে পরিচিন্তিত হইয়া ভগবান্ যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে ব্যক্তি লোকাচারে মতি ও বেদাচারে নিষ্ঠা উভয়ই পরিত্যাগ করে ।” ( ভা, ৪ স্ব, ২২ অ, ৪৬ শ্লো ) ।

এই পথ ভক্তিযোগ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ব্যাসতনয় শুক । ঊনবিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণপূরণ বলিতেছেন, “ভগবান্ শরুরই শুক হইয়া দ্বৈপায়ন হইতে ক্রমগ্রহণ করিয়াছিলেন । অংশাংশে তিনি এই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া আপনার পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই শুকের ভূরিশ্রবা, প্রভু, শত্ৰু, কৃষ্ণ ও গৌর এই পাঁচ জন তপস্বী পুত্র হইয়াছিলেন ।” এস্থলে পরমপদপ্রাপ্তির পর পুত্রোৎপাদন বর্ণিত হইয়াছে । মোক্ষধর্মের শুকোপাখ্যানের সহিত কৃষ্ণপূরণের এই আখ্যানিকার যোগ করিলে এই নিম্পন্ন হয় যে, প্রথম বয়সে শুকের স্বরূপে অবস্থান হইয়াছিল, তৎপর মজলস্বরূপ ঈশ্বর কর্তৃক অপহৃতচিত্ত হওয়ার্তে তাহার আদেশে আত্মতুল্য পীবরী নাম্নী যোগিনী পত্নীতে যোগাচার্য্য পুত্রগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন । পীবরীর তপশ্চারণ এবং সদৃশ পতিলাভ পদ্মপূরণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

“যক্ষোয়ক্ষোগণ দিব্যধামে দেবগণের যাজনা করিয়া থাকেন । তপস্তা-ও-যোগবল সমন্বিত শত শত পুলস্ত্যপুত্র সেখানে আছেন । তাহার মহাত্মা মহাভাগ এবং ভক্তগণের অভয়কর । ইহাদিগেরই পীবরী নাম্নী মানসী কন্যা দিব্যধামে প্রসিদ্ধ । ইনি যোগিনী যোগমাতা, স্ফূটারূপ তপস্তা করিয়াছিলেন । তাহার প্রতি ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছিলেন । তিনি তাহার নিকটে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ‘হে দেব, প্রবক্তা, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার যোগযুক্ত জিতে-জিহ্ব, স্বরূপে অবস্থিত তত্ত্বা দিন ।’ ভগবান্ তাহার এই প্রার্থনার উত্তর দিলেন, ব্যাস-

পুত্র শুক জন্মগ্রহণ করিবেন। যোগাচার্য্য সেই শুকের তুমি ব্রতধারিণী পত্নী হইবে। কুসুমী নামী তোমার যোগনিরতা কন্যা হইবে। এই কন্যাকে তুমি ভগবদ্ভক্ত পঞ্চাশাধিপতিকে অর্পণ করিবে। এ ব্রহ্মবন্তের জননী হইবে এবং ইহা হইতে যোগসিদ্ধি সমুৎপন্ন হইবে। কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, শঙ্কু, এই চারিটি তোমার পুত্র হইবে।”

শুক যে সর্বদা স্বরূপে অবস্থান করিতেন, মহাত্মারতের এই সকল কথাই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। “স্বপুত্রসদৃশ ছায়া তিনি দেখিলেন” “ছায়া দেখিয়া তিনি প্রভাবৃত্ত হইলেন।” জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে, তখন সে ব্রহ্মসদৃশ ছায়া বলিয়া উল্লিখিত হয়, তাই কঠোপনিষৎ ব্রহ্ম ও জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “ব্রহ্মবিদগণ ছায়া ও আতপ বলিয়া থাকেন।” শরীরে অবস্থিতিসত্ত্বেও দূরস্থ ব্যক্তির ছায়াদর্শন এ কালেও অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। কুর্ম ও বায়ু পুরাণে শুকের পাঁচ পুত্র, হরিবংশ ও পদ্মপুরাণে চারি পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। হরিবংশ বলিতেছেন, “এই কয়েকটি ধর্ম্মাত্মা যোগাচার্য্য মহাব্রত পুত্রোৎপাদন করত আপনার জনক ব্যাস হইতে ধর্ম্ম শ্রবণান্তর অমিত বুদ্ধিমান্ মহাযোগী সেই অপুনরাবর্তিনী গতি প্রাপ্ত হইবেন যে গতিকে সর্ববিধ উৎসেগের শাস্তিকর অব্যয় নিত্যকালস্থায়ী ব্রহ্মপদ [ বলা হইয়া থাকে ]।” স্বরূপপ্রাপ্তির পূর্বেই যখন নিখিল ধর্ম্মশ্রবণের কথা মহাত্মারত উল্লিখিত আছে, তখন এখানকার নিখিল ধর্ম্মশ্রবণ ভাগবত ধর্ম্মশ্রবণ বৃত্তিতে হইবে। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি উভয়বিধযোগে সম্পন্ন, এ নিমিত্ত এখানে শুক মহাযোগিশব্দে উল্লিখিত হইয়াছেন। “এইরূপে সমগ্র আয়ু কৰ্ত্তন করিয়া তিনি ব্রহ্মলোকে সম্পন্ন হন আর পুনরাবর্তন করেন না।” (১১:২৩) অপুনরাবর্তিনী গতি বলিতে এই শ্রুতান্ত্রিক গতি বুঝায়। যোগনিরত পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া শুকপত্নী পীবরীকে মানসীকৃত্বা বলা হইয়াছে। তাই হরিবংশে উক্ত হইয়াছে “ইহারাই যোগিণের যোগবর্দ্ধন পিতৃগণ। ইহারাই যোগবলে পূর্বে চন্দ্রকে পূর্ণ করিয়া থাকেন।” গীতা প্রপূর্ণিতে প্রব্রজনের পূর্বে পুত্রোৎপাদনের কথা যে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা লৌকিক সংস্কারের বশবর্তী হইয়া বিশেষ অনুসন্ধান না করাতেই ঘটিয়াছে।

২২—২৪। দ্বাবিংশে (২২) দেবারাধনা উল্লিখিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া বেদান্ত-সিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে একপ ভ্রম হওয়া সমুচিত নহে। বেদান্তে দেবতা কাহারো, ‘দেববল্লীভে’ তাহার তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে আমরা দেখিতেছি—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, চ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্র ইহার অষ্ট বস্তু; দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ রূদ্র, দ্বাদশ মাস—আদিত্য, বজ্র—ইন্দ্র, যজ্ঞীয় দ্রব্য—প্রজাপতি। সূতরাং বেদান্তে প্রাকৃতিক পদার্থ সকল অতিক্রম করিয়া দেবতা পরিকল্পিত হয় নাই, প্রাকৃতিক পদার্থই বেদান্তসিদ্ধ দেবতা, এ জ্ঞান ছান্দোগ্যে তেজ, অপ্ ও অন্ন এই তিনকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—“সেই দেবতা দেখিলেন [ দেখিয়া বলিলেন ]



আচ্ছা; এই জীবাত্মাকে লইয়া এই তিন দেবতাতে প্রবেশপূর্বক নামরূপ ব্যক্ত করিব ।” (১১।২) প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই দুই প্রকারে গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মান্তর্ভূত নিমিত্ত তাহাতে ব্রহ্মদর্শন কে নিবারণ করিবে। বেদান্ত সকল দেবতা প্রাণক্রিয়া সম্বৃত, সুতরাং সকল দেবতাকে এক প্রাণে পরিণত করিয়া সেই প্রাণে “প্রাণের প্রাণ” এই দৃষ্টিতে অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন বেদান্ত সিদ্ধ করিয়াছেন এ কথাই আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। যোগবিরহিত না হয় এ নিমিত্ত প্রাণে সমষ্টিতে এবং অগ্ন্যাদিতে দৃষ্টিতে ব্রহ্মদর্শন এ উভয়েরই উপযোগিতা আছে, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। ত্রয়োবিংশে (২৩) উদয়ান্তবিরহিত আদিত্যের রশ্মিতে মধুনাড়ী, বেদ উপনিষৎ ইতিহাস ও পুরাণে মধুকর কল্পনা করিয়া দৃশ্যমান উদয়ান্ত সময়ে বায়ু আদি আধি-ভৌতিক দেবগণ, আবির্ভূতস্বরূপ আধ্যাত্মিক সাধ্যগণের আধিপত্য, এবং আদিত্যের রোহিতাদিরূপে বেদরস আরোপ করিয়া বৈদিক দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও সোমের মধ্যে ভৌতিক দেবগণের এবং আধ্যাত্মিক দেবগণের ব্রহ্মের মধ্যে সেই রসপান উল্লিখিত হইয়াছে। এই মধুবিজ্ঞানের ফল এই যে, সেই জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির উদয়ান্তবিরহিত আদিত্যের ত্রায় যোগাদিসমুদ্ভূত জ্ঞানের বিচ্ছেদ হয় না। সাধারণ লোকে আদিত্যের উদয়ান্ত দর্শন করিয়া তাহার উদয়ান্তে বিশ্বাস করে। এ দৃষ্টি সত্য দৃষ্টি নহে, অসত্যদৃষ্টি ব্রহ্মবিরোধী সুতরাং ব্রহ্মসহ যোগের বিচ্ছেদসাধক। যাহারা সত্য দৃষ্টিমান্ তাঁহাদের ব্রহ্ম সহযোগের বিচ্ছেদ হয় না, শ্রুতির অন্তর্গত অভিপ্রায় এই। আদিত্যরশ্মি স্বাধ্যায়ের উপকারী, এ নিমিত্ত উহাদিগেতে মধুনাড়ী কল্পিত হইয়াছে, ইহাই তত্ত্ব। চতুর্বিংশে (২৪) প্রথমে পুত্রগণের দীর্ঘায়ুর্জুসাধন, দ্বিতীয়ে আপনার পুরুষায়ুসাধন, তৃতীয়ে স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যজ্ঞসাধন। প্রথম দুইটি বেদসমুচিত, বেদান্তে উহাদের সন্নিবেশ কেন এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রথমটি বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ ঘটবে এ নিমিত্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখানে বেদান্তসমুচিত রহস্ত আছে। প্রথমে ত্রৈলোক্য কোশের অবি-নাশিত্ব, বায়ুর—তদ্বিস্তৃতিভূত দিক্ সকলের—বৎসত্ত্ব, এই কোশের সর্বাধারত্ব, সর্বাধি-ষ্ঠাতৃত্ব, প্রাণাদির শরণাপন্নত্ব, দ্বিতীয়ে বহুরুদ্রাদির প্রাণত্ব সিদ্ধ করিয়া সর্বত্র উহার গ্রহণ বেদান্তোক্তির সাধনপ্রণালীই প্রদর্শন করে। তৃতীয় পুরুষযজ্ঞে স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিতে যজ্ঞাঙ্গ এবং তপোদানাদিতে দক্ষিণা কল্পনা করিয়া উহার ব্রহ্মপ্রাপকত্ব প্রকাশ করে, কেন না তপ আদি সকলের তপনের অতীত স্বর্ককারণ ব্রহ্মের চিহ্নক্তির প্রকাশ, উহাদের সকলেতেই পরাশ্রয় জ্ঞানস্বরূপই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বোরনামা অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন কোন ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া-ছিলেন, এইটি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যোগাচার্য্য কৃষ্ণের স্বভাবানুগত যোগ-প্রধান ধর্ম দেখিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, সেই যোগপ্রধান ধর্মের মূলে এই বিজ্ঞান ছিল। ঋগ্বেদে যযাতি প্রভৃতি নৃপগণের এবং শতপথ ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের

উল্লেখ যখন অসম্ভব নয় তখন ছান্দোগ্যোক্ত কৃষ্ণের ঘোর ঋষি হইতে উপদেশগ্রহণ কেনই বা অসম্ভব হইবে। ঋগ্বেদে যজ্ঞনিরত কৃষ্ণের স্তোত্রনিবন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। “মহুযো ইন্দ্র শয়ান আছেন, অতীষ্ট বর্ষণকারী: তিনিই জনগণের বাক্য দীপ্তিমান করেন” (১০ম, ৪৩শ্, ৬খক্) এ ঋক্ “হে অর্জুন, ঈশ্বর স্বর্ষভূতের হৃদয়ে স্থিতি করেন” এই মতই উদ্ভাবিত করিতেছে, সূতরাং এ ঋক্ যে তাঁহারই রচিত তাহা, প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধে জয়লাভের নিমিত্ত ইন্দ্রের শরণগ্রহণ, দম্ভাবধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র তাঁহারই সৃষ্ট এই যুক্তিতে যুদ্ধের ধর্ম্ম স্থাপন, যজ্ঞানুষ্ঠানে স্তোত্ররচনা এ সকলই এ কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ এই বিশ্বাস উৎপাদন করে। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে ‘কণ্ণধোর’ যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বৈদিক সময়ে ঘোর নাম অপ্রসিদ্ধ ছিল না, এ অনুমান কিছু অযুক্ত নহে। বিশেষ উক্তি না থাকিলে অনুমানকে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ছান্দোগ্যে যখন ‘দেবকী পুত্র’ এই বিশেষোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ এ প্রমাণ আমাদের নিকটে নিঃসংশয়।

২৫। পঞ্চবিংশে সংবর্গবিদ্যাতে সর্কাস্তর্ভাবকগুণের প্রাধান্য উল্লেখ করিয়া সর্কাস্তর্ভাবক তুরীয় ব্রহ্মে সর্কৈক্য হইলে উপাসনা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সূর্য্য ও চন্দ্র অস্ত্র যায়, জল শুকাইয়া যায়, তখন যেমন ইহারা বায়ুর অন্তর্ভূত হইয়া যায়, তেমনি নিদ্রাকালে মুখা প্রাণে বাগাদি সমুদায় অন্তর্ভূত হইয়া স্থিতি করে। প্রাণের পরোক্ষ ব্রহ্মত্ব প্রসিদ্ধ, বায়ু সেই প্রাণেরই অন্তর্ভূত (৯।১১) সূতরাং এ উভয়ের একত্বে “এক সেই দেব কে?” এই একত্ব সিদ্ধ পায়। এই একত্ব সিদ্ধ পাওয়াতে “জনগণের জনিতা” এখানকার এক বচন সিদ্ধ হইতেছে। ‘ইদং’ শব্দের দ্বারা প্রাণের পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বে পরিণত করিয়া ‘এই সর্কাস্তর্ভাবক ব্রহ্মের উপাসনা করি’ এইরূপ বলা হইয়াছে। দ্যুতের সর্বস্বহরণসামর্থ্য সর্কাস্তর্ভাবকত্বে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া বেশ শোভা পাইয়াছে। অধিভূত এবং অধ্যাত্ম নিখিল জগৎ সর্কাস্তর্ভাবক ব্রহ্মতে অন্তর্ভূত করিয়া যে সর্কৈক্য হইল উহাই অপরোক্ষদর্শনের হেতু, তাই উহা এখানে প্রকারান্তরে সাধিত হইয়াছে। সর্কৈক্য হইলে আর উপাসনা হয় না, “হে ব্রহ্মচারিন, আমরা ইহারই উপাসনা করিয়া থাকি” এই কথাতে নিরস্ত হইতেছে, “প্রজাগণের জনিতা” এ কথা বলাতে তুরীয়ত্ব নষ্ট হইতেছে, সূতরাং এখানে, তুরীয়ের উপাসনা নহে ব্রহ্মদ্বাদিলক্ষণবৃত্ত ব্রহ্মের উপাসনা একথা সিদ্ধ হইতেছে না, কেন না এখানে কারণের অস্ত্র গুণ সমুদায় না বলিয়া উঁহার প্রসিদ্ধত্বধর্ম্মকেই প্রাধান্য অর্পণ করা হইয়াছে। জগজ্জীবাদি সকলের অন্তর্ভাবক সর্কনিরপেক্ষ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই বাক্যে সাক্ষাৎ প্রকাশমান তুরীয় ব্রহ্ম কারণরূপে সাধকসন্নিধানে সর্বকর্তৃত্ব প্রকাশ করিতেছেন সূতরাং প্রসিদ্ধত্বধর্ম্মের প্রাধান্যসঙ্গেও কারণসমুচিত গুণসমূহের উল্লেখ এখানে অসমঞ্জস হইতেছে না, কেন না প্রসিদ্ধত্বমধ্যেও কর্তৃত্ব রহিয়াছে। ‘আমরা

উপাসনা করিয়া থাকি' একথা বলাতে সৰ্ব্বৈক্য হইতেছে না একথা বলা যাইতে পারে না, কেন না উপাসকগণের ঐক্য তৎস্বরূপতাপ্রাপ্তিতে হইয়া থাকে, “এই যে পুরুষ সেই পুরুষ আমি” “আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও” ইত্যাদি বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। স্বরূপৈক্যে আবার উপাসনা হইল কোথায়, একথা বলা ভ্রান্তি। কেন না “আপনাকে ইহার মহিমা জানিয়া বীতশোক হই” এই কথাতে “তাহার মহত্ব আপনার মহত্ব” এ জ্ঞান তখনও বিলুপ্ত হয় না প্রকাশ পাইতেছে। এখানেও সেই জ্ঞানই “ইহার মহান্ মহিমা ইহার বলিয়া থাকেন” এই কথায় মহত্বের উল্লেখ হইয়াছে। স্বরূপৈক্য হইলেও “জ্ঞ এবং অজ্ঞ, ঈশ এবং অনীশ উভয়ই অজ” “এই তিনকে লাভ করিলে ব্রহ্মই লব্ধ হন” ‘এই ব্রহ্ম ত্রিবিধ’ ইত্যাদিতে অভেদেও ভেদ থাকে যখন বুঝাইতেছে, তখন ক্রমে জীবে মহত্বের যোগ হয় ইহা বলা সঙ্গত।

২৬। বৈদিক মূল দেবতা তিনটি। সেই তিনটিকে আশ্রয় করিয়াই যজ্ঞ হইয়া থাকে। তাহাদিগের হইতেই যজ্ঞের ক্ষতির প্রতিবিধান হয়, এখানে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে বায়ুর প্রাধান্য কেন, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, বায়ু বিনা অগ্নি প্রদীপ্ত হয় না, অগ্নি প্রদীপ্ত না হইলে যজ্ঞই বা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? তবে কি এখানে আদিত্যের সর্বাধা প্রাধান্য? ইন্দ্রনোৎপাদনে তাহার সর্বতোমুখ কর্তৃত্ব দেখিয়া একথা বলা কদাপি শোভা পায় না। তপ্যমান লোক সকল হইতে তৎসারভূত অগ্নি আদির উদ্ধার, একথা কেন বলা হইল? পৃথিবীতে সর্বত্র তাপরূপে অগ্নি স্থিতি করে, শুষ্ক ইন্দ্রনে ঘনীভূত তাবে উহার স্থিতি। এজ্ঞানই অরণীষ্যের স্বর্ণে বায়ুযোগে অগ্নির উৎপত্তি হয়। অন্তরীক্ষ বায়ুতে পূর্ণ, দৃশ্যমান অন্তরীক্ষের উপর আদিত্যের স্থিতি, তাহা হইতেই সে হইয়ের প্রকাশ। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এই ক্রমানুসারেই তাহাদিগের হইতে ঋক্ যজুঃ ও সামের প্রবৃতি উক্ত হইয়াছে। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে ঋক্ সমুদায়েতে অগ্নির, যজুঃসমূহে বায়ুর এবং সামসকলেতে আদিত্যের প্রাধান্য উক্ত হওয়া উচিত ছিল। একথা বলা যাইতে পারে না, কেন না ইহারা সমান ভাবে সেই সেই বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই মনু বলিয়াছেন :— “অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতে যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঋক্ যজুঃ ও সামলক্ষণ তিন ধানি সনাতন বেদ দোহন-করিয়াছিলেন।” (১অ, ২৩শ্লো)। প্রথমতঃ পৃথিবী আদি হইতে অগ্নি আদির, অগ্নি আদি হইতে বেদত্রয়, বেদত্রয় হইতে ভূরাদির প্রবৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিব্যাদি হইতে ভূরাদির পার্থক্য সকলেই মানেন, অথচ জ্যোতির্বিদ্যাগণের মতে এই ভূগোল এই লোকত্রয়াত্মক। পৌরাণিকগণ ভূরাদি লোকত্রয়ের যে পার্থক্য বর্ণন করিয়া থাকেন, শ্রুতি কি তাহারই অনুমোদন করেন? এ সম্বন্ধে এইটি বিবেচনা করিয়া দেখা সমুচিত। উপনিষদের কোথাও স্পষ্ট বাক্যে মেরুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু তত্ত্ববিদগণ বলেন, উপনিষদমাধ্যা যে ঋক্সামা ত্রয় দেবদান ও

শিষ্ণুমান পন্থার উল্লেখ আছে, উহাতে মেরুরই উল্লেখ হইয়াছে । কোকিলমতে সূর্য্যের উদয়ান্ত নাই, তবে যে উদয়ান্ত দৃষ্ট হয়, তাহা জর্জরগণের দৃষ্টিনিবন্ধন । যেখানে ছয় মাস দিবা ও ছয় মাস রাত্রি হয় সেইখানে মেরুপ্রদেশ পৌরাণিকেরা বোষণা করেন । পৌরাণিকগণ মেরুকেই স্বর্গলোক বলেন, এ কথায় জ্যোতির্বিদগণসহ মতভেদ দেখা যায় না । জম্বুবীপের ভূবোলোকস্থ, নিরক্ষদেশ হইতে দক্ষিণস্থ ভূগোলার্দ্ধ জলপুটের ভূবোলোকস্থ বাহারা নির্দেশ করেন তাঁহাদিগের সহিত ইহাদের মতভেদ । দক্ষিণস্থ জলপুটে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, সেখানে বাহারা বাস করে তাহারা অপুণ্ড্রভূমিতে বাস করে, আর বাহারা জম্বুবীপেতে বাস করে, তাহারা পুণ্ড্রভূমিতে বাস করে, এইটি অমেরু করিয়া ভূগোলবিদগণ এই ভূগোলের লোকত্রয়াত্মকতা বলিয়াছেন । উপনিষৎ ও পুরাণে কৰ্ম্মসাধ্য লোকের উল্লেখ হইয়াছে, এই প্রভেদ । এখানে কৰ্ম্মসাধ্য ভূত্বকঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে এ নিমিত্ত বেদত্রয় হইতে তাহাদের প্রবৃতি বর্ণিত হইয়াছে, এ লোকত্রয় ভূগোলস্থ নয় ইহাই আমাদের প্রতীতি । আর এ জগত্ ইহাদের যজ্ঞদোষহরণের সামর্থ্য উল্লিখিত হইয়াছে । তুঃ পদসঞ্চারযোগ্যস্থান পৃথিবী, ভূমি ও সূর্য্য এ উভয়ের মধ্যস্থ সিদ্ধাদি সেবিত অন্তরীক্ষ—ভূবোলোক ঋষ ও সূর্য্য এ উভয়ের মধ্যবর্তী দেবধিষ্ঠিত জ্বিদিব—স্বর্গলোক । পৌরাণিকগণের এ সিদ্ধান্ত দৃশ্যমান লোক-বিষয়ে অদৃশ্য অধ্যাত্মলোক বিষয়ে নহে, এই বলিলে বিরোধপরিস্কার হয় । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লোকসম্বন্ধে অত্র প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । “স্বর্গলোক হইতে আদিত্য নীচে পড়িয়া যাইবে এই ভয়ে দেবগণ নীচের দিক্ হইতে তিনটি স্বর্গলোককদ্বারা উঠাইয়া দিলেন” । সায়ন ইহার এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“আধারের অভাব-বশতঃ আদিত্য বা স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয় দেবগণ এই ভয় করিয়া আদিত্য-মণ্ডলের অধোভাগে তিনটি স্বর্গলোক অর্থাৎ স্বর্গক্ষেপলক্ষিত তুরাদি তিনটিকে আধারভূত স্তম্ভ করিয়া দিলেন ।” “তাহার মণ্ডল ছাড়া উদ্ধাদিকে বা অতিপাত্ত হয় এই ভয় করিয়া দেবগণ তিনটি স্বর্গলোকদ্বারা উপরের দিকে প্রতিবন্ধক স্তম্ভ করিলেন ।” এস্থলে সায়ন এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন “কি জানি বা মণ্ডল ছাড়িয়া আদিত্য উদ্ধবর্তী লোক—দৃষ্টিগোচর দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় দেবগণ এইরূপ ভয় করিয়া অধঃপতনবিারণ জন্ত যেমন স্তম্ভ করিয়াছিলেন, উদ্ধদিকে গমনের প্রতিবন্ধক জন তপঃ লতা শব্দাখ্য তিনটি লোকের সেইরূপ প্রতিবন্ধক স্তম্ভ করিয়াছিলেন ।” “তিনকে যখন লাভ করে তখন এই [ তিনই ] ব্রহ্ম” উপাসনাবিষয়ক এই বিধি সর্বত্র নিয়োগ হয় । তাই দৃশ্যমান বিষয়সমূহ, উপাসক আত্মা এবং তাহার অন্তর্ধানী ( ১২।১১ ) পরাত্মা এ তিনটি একত্রে গৃহীত হন বলিয়া একই ব্রহ্মে তাঁহাদিগের অন্তর্ভাব হইয়া থাকে । স্তুরতাং যজ্ঞের ক্ষতিনিবারণ করিবার সামর্থ্য একমাত্র প্রেরণিতার ইহাই তত্ত্ব ।

২৭—৩৩ । সপ্তবিংশে তত্ত্ব এই—পরোক্ষ ব্রহ্মেতে যে অমেরু হবন হয় সেই

হবনে “প্রাণের প্রাণ” এই অপরোক্ষ ব্রহ্মের সম্বন্ধচিন্তা করাতে তাঁহার সহিত ঐক্য হয়। অন্ন পান যদি ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবর্দ্ধন করে তাহা হইলে উহা যোগের প্রতিকূল হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত, সংযমসামর্থ্যের উদ্ভাবক ঋগ্নমন্ত্রের দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইবে এই অভিপ্রায়ে যোগদ্বারা মহত্বলাভের জন্ত সর্কৌষধপিষ্টভোজনরূপ উপায় বিধান করা হইয়াছে। অষ্টাবিংশে ( ২৮ ) বৈশ্বানরের উপাসনা। এ বৈশ্বানর কে ? “রূপে রূপে যিনি প্রতিকূপ এবং বাহিরেও” এই শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এবং মাণ্ডুক্যোক্ত “স্থূলভূক্ বৈশ্বানর”—বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপকে বিশ্বব্যাপিরূপে গ্রহণ না করিয়া খণ্ডশঃ গ্রহণ করিলে যে দোষ হয় তাহার উল্লেখ করিয়া তাদৃশ উপাসনাসমূহের হেয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সপ্তবিংশে অন্নপানে পাপবিনাশ ভাবতঃ উক্ত হইয়াছে এখানে স্পষ্ট। বেদোক্ত হবনব্যাপারগুলি বেদান্তে এইরূপে পরমাত্মযোগপ্রধানরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। বেদে সে গুলি নৈসর্গিক ব্যাপার। সুতরাং ইহা হইতে তাহার স্মরণ পার্থক্য। উনত্রিংশে ( ২৯ ) বেদোক্ত অশ্বমেধের বিশ্বরূপত্বে পরিণাম উহাই দেখাইয়া থাকে। ত্রিংশে ( ৩০ ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মোপাসনা বিহিত হইয়াছে। একত্রিংশে ( ৩১ ) অপর সকলকে বিভাগ করিয়া না দিয়া ভোজন করিবে না এই কথা বলাতে ভূতসকলের পরস্পরের কেবল উপকার্য ও উপকারক সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নহে তাহাদিগের অভিন্নাত্ম চিন্তার বিষয় করাতে এই ব্রাহ্মণ বিষয় ও বিষয়ীর সম্বন্ধ-ঘটিত আধুনিকগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। দ্বাত্রিংশে ( ৩২ ) গুরু ও কৃষ্ণপক্ষে চক্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধির দৃষ্টান্তে সম্পদ ও অসম্পদের ভেদ এবং সম্পদবিহীনের অকর্মণ্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাণিবধনিষেধ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিভ্রাটনিষেধ স্থাপিত হইয়াছে। ত্রয়ত্রিংশে ( ৩৩ ) চক্রাদির শ্রম এবং অগ্ন্যাদির অন্তর্ধান প্রদর্শনপূর্বক প্রাণ এবং তৎস্বরূপ বায়ুর শ্রমও নাই অন্তর্ধানও নাই এ নিমিত্ত উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব থাপন করিয়া প্রাণশক্তিবর্দ্ধনার্থ প্রাণাপানের গতিনিয়মন উল্লিখিত আছে। তন্নিয়মনে মৃত্যু অতিক্রম হয় এ বুদ্ধি না জন্মে এ নিমিত্ত কালে উহা হইতে বিমুক্তি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

৩৪।৩৫। চতুত্রিংশে (৩৪) কেবল বিতৈষণাদিপরিত্যাজ্য নয়, কিন্তু বালবৎ সর্কণা অভ্যাসশূন্যতাতে ব্রহ্মসংসৃত হয় ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নীর্কীগানস্তর শুকাদিতে পুত্রোৎপাদনাদিরূপ এষণা দেখিতে পাওয়া যায়। নীর্কীগানস্তর যদি তাঁহাদিগেতে এষণাই প্রাহুর্ভূত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই কথা স্বীকার করিতে হইবে তাঁহাদিগেতে এষণা বা অভিলাষ দৃষ্ট হয় নাই, দৃষ্টবৎ প্রতীতিমাত্র হইয়াছিল, অত্যাধা দৃষ্টবীজ হইতে পুনরায় অকুরোৎপত্তি হইবে কি প্রকারে? সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছিল এ কথা বলা যায় না। জীবের যে অভিলাষ পরমাত্মার অনুমোদননিরপেক্ষ তাহা বন্ধনের হেতু। শুকাদি ভগবানের প্রেরণায় প্রব্রজ্যা করিয়াছিলেন, আবার তাঁহারই

প্রেমের গার্হস্থ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণতঃ লোকে যাহাকে পুত্র-  
 যশাদি বলে, তাহা তাঁহাদিগেতে ছিল না। সাধারণ লোক সকলের জ্ঞান তাঁহাদিগেতে  
 যে পুত্রৈষণাদি ছিল না তাহা একবিংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শুকপত্নী পীবরীর  
 তপশ্চরণ এবং যোগাচার এই দেখাইয়া দেয় যে তাঁহাতে ভগবানের আজ্ঞাপালন বিনা  
 অগ্র কোন অভিলাষ ছিল না। যদি তাঁহাতে অগ্রাভিলাষ থাকিত তাহা হইলে  
 তদপূর্ব্বোক্ত পুত্র সকল যোগাচার্য্য অথবা তাহার কন্যা ও রাজগৃহে কদাপি যোগনিরতা  
 হইতেন না। যে সকল ব্যক্তি ভগবানের আজ্ঞার অবমাননা করিয়া গতানুগতিক  
 ভাবে প্রব্রজ্যা করে তাহার বালকের জ্ঞান ভগবানের আজ্ঞানুবর্তী নহে,  
 সুতরাং তাহাদিগের প্রব্রজ্যা হইতে পতন এবং মিথ্যাচার অবশ্যজ্ঞাবী। একালে  
 ঈদৃশ পতন ও মিথ্যাচরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অগ্র সকলে  
 ভ্রান্ত অজ্ঞানী, আমরা অবিদ্যাভীত হইয়া জ্ঞানবান্ হইয়াছি, এই বাল-  
 ভাববিরোধী অভিমানই এস্থলে ঈদৃশ মিথ্যাচারের কারণ। তাঁহারা ভেদজ্ঞান বিরহিত  
 হইয়াছেন একথা বলা যাইতে পারে না, কেন না অপর সকলকে ভ্রান্তজ্ঞান করিয়া  
 তাহাদিগের ভ্রান্তি অনপয়নের জগৎ উৎসাহই দেখাইয়া দিতেছে। তাঁহাদিগেতে পরিকার  
 ভেদজ্ঞান আছে। “সাহাতে হয় তাহাতে ঈদৃশ হয়” এই কথা বলাতে চতুস্তিংশ  
 তেমনটি নয় যেমন পঞ্চত্রিংশ। যদি বল পঞ্চত্রিংশে জ্ঞানের অঙ্গরূপে প্রব্রজ্যা বিহিত  
 হইয়াছে, একথা বলিতে পার না, কেন না সেস্থলে ব্রহ্মসংস্কার লক্ষণ বিবৃত হয় নাই,  
 এস্থলে উহা বিবৃত হইয়াছে এইটি বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈদৃশ হয় একথা  
 বলাতে কীদৃশ হয়, এই প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির নিমিত্ত “বিপাপ বিরজ ও বিচি-  
 কিংস” এই লক্ষণ এখানে বিবৃত হইয়াছে। এই লক্ষণ বলাতে বালভাবের অধঃকরণ  
 হয় নাই, বরং তাহার ব্যাখ্যাই হইয়াছে। অল্পজ্ঞান বালকের পাপহীনহাদি লক্ষণ  
 মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কেননা তখন তাহাদের বিষয় বোধ জন্মান নাই, যখনই  
 বিষয় বোধ জন্মান তখনই উহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হয়। বিকৃতির পূর্বে যাহাতে  
 বাহ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই তাহার প্রকৃতি, এবং তাহাতেই ভগবানের অভিপ্রায়  
 অভিব্যক্ত হয়। সাধনের দ্বারা বিকারাপনয়ন করিলে উহাই মুক্তিরূপে প্রকাশ পায়।  
 “বিপাপ বিরজ ও বিচিকিংস” একথা তাহাই দেখাইতেছে। স্বাধার্যাদি উপায়ে  
 পরমাত্মাকে অপরোক্ষ ভাবে নহে পরোক্ষ ভাবে জানিয়া ‘মুনি’ হয় একথা বলাতে  
 এখানে মৌনত্ব দ্বারা বালভাবই অরুমোদিত হইতেছে। বালবৎ নিরতিমান হইলে  
 প্রশান্তচিত্ততাদির উদয় হয়। সে সকলের উদয় হইলে পরমাত্মদর্শন হয়, পরমাত্ম  
 দর্শন হইলে পাপাতিক্রম, কামনিবৃত্তি ও সংশয়াপগম হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্বে  
 যাহা যাহা বলা হয় নাই সেগুলি এখানে পরিকার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ‘সাহাতে  
 হয়’ এইরূপ অনিয়ত বাক্যে ভিক্ষাচরণের অনিত্যত্ব সেখানে যেমন বিহিত হইয়াছে

এখানেও তাহাই হইয়াছে, কেননা এখানে তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা নাই । এসম্বন্ধে নির্বাক যে নিরর্থক, তাহা শুকাদির আচরণেই প্রকাশ পায় । বিদ্যাকলমে সম্প্রসারিত ও অন্তরপ্রাপ্তি উভয়ই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে এ উভয়ের মধ্যে ভারতমাত্র প্রকাশ পাইতেছে না । এই প্রকাশ পাইতেছে যে, পরমাত্মপ্রদত্ত সম্পদে অন্তরপ্রাপ্তির কোন হানি হয় না । যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে পরমাত্মদর্শনপ্রধান বিদ্যাতে গ্রন্থি-আদি উচ্ছেদের অভাব সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বিদ্যারই আপনার স্বার্থ ভাবের উচ্ছেদ স্ফুটিত । বস্তুতঃ এখানে যখন পরমাত্মাতে ভোগাপহারী এবং সম্পদদাতা এই দুইটি বিশেষণ একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বিদ্যার এই গুঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, ভগবান্ অগ্রে সাধকের ভোগবাসনা হরণ করেন, তৎপর স্বেচ্ছায় তাকে সম্পদ দিয়া থাকেন । এইরূপে শুকাদির আচরণ বিদ্যার অমুমোদিত হইতেছে, স্তত্র্যং কোন গোল নাই, সকলই পরিষ্কার ।

৩৬—৪১ । বুদ্ধিভেদে একই বিষয় ভিন্নাকারে গৃহীত হইয়া থাকে প্রথমতঃ এইটি দেখাইয়া তৎপর ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে অবস্থাতেই একেতে ভিন্ন-ভিন্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে । হৃদয়ের সর্বাঙ্গকর্তাবশতঃ সাধনান্তর কথিত হইয়াছে । প্রতি অক্ষরে সর্বাঙ্গকর্তা নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ফলপ্রাপ্তির উল্লিখিত হইয়াছে । হৃদয়ের প্রাণস্তা-নিবন্ধন এরূপ ফললাভ হয়, ইহাই তত্ত্ব । সত্যসম্বন্ধেও এইরূপ । সত্যোতে আদিত্য দৃষ্টিতে এবং আদিত্যমণ্ডলে পুরুষদৃষ্টিতে সাধন । সপ্তত্রিংশে ( ৩৭ ) মন, বিহাং, বাক্ ও জঠরাগ্নি অবলম্বন করিয়া সাধন উক্ত হইয়াছে । অষ্টাশ্রিংশে ( ৩৮ ) বায়ি, মরণ, সহ, এসকলকে তপোরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ; অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্ম, উক্ধ, বজ্জু, সাম, ও ক্ষত্রেতে প্রাণ দৃষ্টিতে উপাসনা, ভূমি, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকাদিতে অষ্টাশ্রিংশে ত্রিপদা গায়ত্রীকে মূর্ত্তামূর্ত্ত জগদ্রূপে চিন্তা করিবে । চতুর্থ অদৃশ্য পাদান্তরের সত্যে প্রতিষ্ঠা কল্পনাকরতঃ প্রাণ সকলকে জ্ঞান করাতে উহার নাম গায়ত্রী এইটি নিশ্চয় করিয়া গায়ত্রী ও সাবিত্রীর একত্ব উপদেশ পূর্বক সেস্থলে যে প্রাণজ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এবং ত্রিপাদই উপদেশের বিষয়, চতুর্থপাদ জ্ঞানের অতীত ইত্যাদি নির্দেশ করত গায়ত্রীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে । উনচত্বারিংশে ( ৩৯ ) মহত্ত্বগাত ; চত্বারিংশে ( ৪০ ) পূন্যার্থ অল্পষ্ঠানবিশেষ ; এস্থলে প্রাচীনগণের পরোক্ষ এবং আধুনিকগণের অপরোক্ষ দর্শন উল্লিখিত হইয়াছে । একচত্বারিংশে (৪১) সাধনানন্তরপরিহারপূর্বক মুখ্য সাধন উপদিষ্ট হইয়াছে । এস্থলে প্রেরিত্তা পরমাত্মার ধ্যান ও ধারণাই প্রধান । মূলে সেইরূপই ব্যাখ্যা হইয়াছে । বাহার্য্য মনে করেন বেদান্তসিদ্ধ পরমাত্মযোগে এক পরমাত্মা ভিন্ন অল্প কাহারও সহিত যোগ হয় না, তাঁহার্য্য—“পণ্ডিতগণ স্থপথে যে প্রকার জীবন শেষ করিয়া থাকেন সেই প্রকার আমাদেয় জীবন ভগবানের যশোগীতে ব্যয়িত হউক । বাহার্য্য দিব্যধামে অবস্থান করেন

সেই অমৃতের পুত্রগণ সেই যথোগীত শ্রবণ করুন—এই থাকে বেদান্তমার্গসম্বন্ধ ব্যাখ্যা ভাল করিয়া চিন্তা করুন দেখিতে পাইবেন, যোগে ঈশ্বরতনয়গণ ও সাধকগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ উপস্থিত হয়। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, চঞ্চলতার উপযোগী বিবিধ বিষয়ে উহার অভিনিবেশ হইয়া থাকে, তাই মন বাহ্যমুঠাননিরত। সর্বথা প্রেরয়িতা পরম-দেবের অধীনতা উপস্থিত না হইলে মন কখন চঞ্চলতাপরিত্যাগ করে না। সাধকগণ যে যোগেন্দ্র উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন উহা সেই মনকে বশীভূত করিবারই নিমিত্ত। কোন এক বিষয়ে মনের অভিনিবেশ হইলে স্বাসের ক্ষীণতা এবং অভ্যন্তরচারিত্ব উপস্থিত হয়। এই নৈসর্গিক ক্রিয়া দর্শনে স্বাস প্রবাসের গতি বিচ্ছেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই বলিয়া যে উহা ঐকান্তিক উপায় তাহা নহে ; পঞ্চমে ( ৫ ) যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃষ্ট উপায় কেন না ভগবৎসত্তাই মনের অভিনিবেশের প্রকৃত বিষয়। সত্তার বিশেষ আকর্ষণ, তাহাতে প্রকাশমান গুণ ও স্বরূপে হইয়া থাকে, জনক ও দৃষ্ট-বালাকির সংবাদে প্রকারান্তরে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তে সত্য জ্ঞান অনন্ত ইত্যাদি স্বরূপচিন্তনেরই এ নিমিত্ত প্রাধান্য। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষীকরণে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। দ্বাচত্বারিংশে (৪২) প্রার্থনাকে উপায়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বেদে বেদান্তে ও পুরাণে সর্বত্র ইহা সমাদৃত হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি যে কোন অবস্থাপন্ন হউন না কেন এই প্রার্থনাকে আশ্রয় করিবেন।

ইতি বিদ্যাবলী দশম অধ্যায়।



## একাদশ অধ্যায় ।

### গতিবল্লী ।

বিদ্যাধারা গতি সিদ্ধাহর । সুতরাং বিদ্যাবল্লীর পর গতিবল্লী এ কথা বুঝিতে আর কোন যত্নের অপেক্ষা রাখে না । বিদ্যাভেদে গতিভেদ অবশ্যজ্ঞাবী, তাই সর্বত্র সেইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্মেতে স্থিতিই মুখ্যগতি, বেদান্তের এ ভিন্ন আর অন্য কোন উদ্দেশ্য হইতে পারে না । যদি একই উদ্দেশ্য হইল তবে এখানে বিবিধ গতি কেন বর্ণিত হইয়াছে ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, একই ব্রহ্মকে যে প্রকার ত্রিবিধ প্রকারে ( ১২।১১ ) দেখা হইয়া থাকে, গতিতেও সেই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে । বেদান্তে স্বভাববিরুদ্ধ কিছুই অধেষণ করা সমুচিত নয় । এজন্যই যোগাচার্য্য বাসুদেব “যাহা হইতে ভূতসকলের চেষ্টা উপস্থিত হয়, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া বহুযা সিদ্ধিলাভ করে” এই কথা বলিয়া স্বভাবের অনুসরণই উপদেশ-করিয়াছেন ।

১ । যন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপগৃহতি ।

সৰ্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মেবাত্মদ্বিজ্ঞানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপগৃহতঃ ॥ ঈশ ৬ । ৭

অমূৰ্খ্যা নাম তে লোকা অক্লেদ তমসারূতা ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ঈশ ৩

বস্তুতি । ‘যঃ তু’ পুনঃ সাধকঃ ‘আত্মনি এষ’ ‘সৰ্ব্বাণি ভূতানি’ ‘অনুপগৃহতি’—আত্মানং স্বরূপতঃ বিজায় তদনন্তরং তৎস্বরূপং বিজায় তদনুসারেণ ‘আত্মানং’ সমতয়া জানাতি, ‘ততঃ’ তত্ক্ষা, দেব কারণাৎ ‘ন বিজুগুপ্সতে’ ঘৃণাৎ ন করোতি । আত্মা পরমাশ্চ্যুতি পক্ষে—

স্বযান্তি ভগবান্ বিজুগুপ্সি চাত্মত্ৰ চান্তি সঃ ।

যতন্ততোহয়ং যিচ্ছাং মে শব্দশ্চেতি পৃথক্ কৃতঃ ॥ ( বি, পু, ১ । ১১ । ৩৮ ) ।

ইত্যাত্মজ্ঞেব চ পরাস্বত্বর্ণনাৎ শব্দমিত্রভেদজ্ঞানবিরহঃ ।

যস্মিন্ বিতি । ‘যস্মিন্’ আত্মনি ‘সৰ্ব্বাণি ভূতানি’ ‘আত্মা এষ’ ‘অভূৎ’, অতএব ‘একত্বম্’ ‘অনুপগৃহতঃ’ বিজ্ঞানতঃ তাদৃগ্জ্ঞানসম্পন্নত্ব ‘তত্র’ আত্মনি ‘কঃ মোহঃ’—অয়ং বহুরয়ং নেতাজ্ঞানং—তাদৃশাদাবপি শিষ্ণুপ্রবন্ধকার্ধ্যচর্চনাৎ ‘কঃ শোকঃ’ অবিরোধে দ্বিহোপগমিততথেষ—আত্মস্বরূপেণ চিরস্থায়িত্বাৎ ।

বিপরীতে কিং ভবতি তৎপ্রদর্শনার্থত্বৈব ব্যাংক্ৰমেণ তৎপ্রতিপাদিকায়াঃ শব্দেত্রংগম্ অমূৰ্খ্যা ইতি ।

‘যে কে চ’ জনাঃ ‘আত্মহনঃ’ আত্মগণেষবন্তঃ—আত্মনি চ তুতানি তুতেষু চাকানং নামুৎপত্তঃ—‘তে’ জনাঃ ‘প্রেতা’ ‘তান্’ লোকান্ ‘অভিগচ্ছন্তি’ যে লোকা ‘অন্ধেন তমসা’ ‘আবৃত্তাঃ’ ‘অমর্য্যাস্’ ‘অমর-ভাগ্যাপন্নাস্’ ‘নাম’—নাম অতুপগমে—ইহ তথা দর্শনাৎ পরত্যাগ তথেষ্যতুপগমঃ—‘যদেবেহ তদমৃত’ ‘যদমৃত তদবিহ’ ( ৪৫ ) ইতি শ্রোতস্তায়াং ।

যে ব্যক্তি সর্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করে, সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সেই কারণেই স্থগা করে না ।

জ্ঞানশীল যে ব্যক্তিতে সমুদায় ভূত আত্মা হইয়া যায় সে ব্যক্তি একত্র দর্শন করে, সুতরাং তাহাতে মোহ কোথায় শোক কোথায় ?

যেঁ সকল ব্যক্তি আত্মস্বাতী, তাহারা মরণান্তে অমরভাবাপন্ন সেই সকল ষোড়শকারারূপ লোকে গমন করিয়া থাকে ।

ভাব—সাধনার্থ যদি স্বভাবের অনুসরণ করা বিহিত তাহা হইলে সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্বভূতে দর্শন স্বাভাবিক কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে । আপাততঃ দেখিতে ইহা স্বভাবের অতীত বলিয়া মনে হয় কিন্তু বেদান্ত যখন বালভাবে স্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন এই বালভাব স্বাভাবিক অবশ্য মানিতে হইবে, যাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে, তাহাতে স্থিতি কি কখন সম্ভবপর । আমরা সকলেই জানি বালকের আত্মপরভেদজ্ঞান নাই, কেহ তাহার অনাত্মীয় নহে সকলেই আত্মীয় । যত দিন বালকের বালভাব অবিকৃত থাকে, তত দিন এই ভাবই তাহাতে দৃষ্ট হয় । বয়ো-বৃদ্ধিসহকারে সংসারের কুটিল বুদ্ধি যতই তাহাকে অধিকার করে, ততই তাহার এই স্বাভাবিক ভাব অন্তহিত হয় । এই স্বাভাবিকভাবের বাহাতে অন্তর্ধান না হয়, সাধন তাহারই জ্ঞাত । সাধন কি ? আত্মস্বরূপ কি তাহা অবধারণ করিয়া সেই স্বরূপে হিতির নিমিত্ত নিত্য প্রযত্ন । হিংসা ঘেদাদি আত্মার স্বাভাবিক ভাব নহে, কেন না উহারা তাহার স্বরূপবিরোধী । আত্মা যখন জানিতে পারে যে পরমাত্মার স্বরূপে তাহার স্বরূপ, এবং সেই স্বরূপে স্থিতিই তাহার স্বাভাবিক ভাব, তখন তাহার ঈদৃশ প্রযত্ন সহজসাধ্য হয় । বস্তুতঃ কথা এই পরমাত্মাযোগে বিনা কেবল অধ্যাত্মযোগে এই সমবুদ্ধি বহুল বিষয়যুক্ত, এই জ্ঞাত পরমাত্মাযোগে প্রযত্ন সাধকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । তাড়-নাদিতে শিক্ষা এবং বিয়োগে অবিয়োগদর্শন, ইহা পরমাত্মাযোগেরই অবশ্যজ্ঞাবী ফল । আত্মার অপর সকল আত্মার সহিত একাত্মতাম্রভব উপস্থিত না হইলে আত্মস্বাতিত্ব উপস্থিত হয় । এই আত্মস্বাতিতার ফল বোর অন্ধতা ইহলোকেই আমরা অনুভব করি, পরলোকের কথা তো দূরে ।

২ । স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চিনাস্তি

ন তত্র ভুং ন জরয়া বিভেতি ।

## উভে ভীত্বাংশমরাপিপাসে

শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ কঠ ১।১২।

যে পুনঃ সৰ্বভূতাত্মভূতানন্তেবাং ভবতি কুতুঙ্কজরাভরশোকাতিক্রম ইত্যাহ স্বর্গ ইতি । 'স্বর্গে' লোকে 'কিঞ্চন ভরং' 'ন অতি' । 'ভরং' স্বর্গে হে যুতো, 'স্বং' 'ন' অসি ; 'জরয়া' 'ন' ভরভাভনঃ 'বিত্ততি' 'উভে' 'অশমরাপিপাসে' কুতুকে 'ভীত্বা' অতিক্রম্য 'শোকাতিগঃ' শোকম্ অতীত্য বর্তমানঃ জনঃ 'স্বর্গলোকে' 'মোদতে' হবাতি ।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই । হে যুতু, তুমিও তথায় নাই জরাকেও কেহ ভয় করে না । ক্ষুধাপিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শোকাতিক্রম করত স্বর্গলোকে লোকে আমোদিত হয় ।

ভাব—যেখানে জরা নাই মৃত্যু নাই, ক্ষুধা নাই পিপাসা নাই, শোক নাট কেবল আনন্দ সেই স্বর্গলোক ।

## ৩। পরাচঃ কামানমুযন্তি বালা-

স্ত্রে যুতোর্গন্তি বিততস্ত পাশম্ ।

অথ বীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা

ঋবমধ্রুবেষিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ কঠ, ৪।২।

যে 'বাল্য' 'পরাচঃ' বহির্গতান্ 'কামান্' 'অমুযন্তি' অমুযন্তি 'তে' 'বিততস্ত' সৰ্বতো বাধ্যস্ত 'যুতোঃ' 'পাশং' 'বন্তি' গচ্ছন্তি । 'অথ' অতএব 'বীরাঃ' 'ঋবং' শাশ্বতম্ 'অমৃতত্বং' 'বিদিত্বা' জ্ঞাত্বা 'ইহ' সংসারে 'অধ্রুবেষু' বহির্বিষয়েষু 'ন প্রার্থয়ন্তে' ন অভিলষন্তি কিমপি ।

যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি বহির্কিষয়ের অনুসরণ করে তাহারা মৃত্যুর বিস্তৃত পাশে বদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত বীরগণ শাশ্বত অমৃতত্বকে জানিয়া এ সংসারে অধ্রুব বিষয়ের প্রার্থনা করেন না ।

ভাব—অজ্ঞান ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রভেদ কি এই ক্রটিতে তাহা বিলক্ষণ প্রতীপন্ন হইয়াছে ।

## ৪। যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্কিতেষু বিধাবতি ।

এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্তানেবানুবিধাবতি ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগের ভবতি ।

এবং যুনের্বিজ্ঞানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥

কঠ ৪।১৪।১৫।

প্রথমঃ গতিবৈচিত্র্যস্ত কারণমুক্তা। স্বরূপাবস্থানমাহ যথেন্তি শুদ্ধ ইতি . ‘দূর্গে’ দুর্গমে উচ্ছি . তে দেশে ‘ইষ্টম্’ উদকং ‘পৰ্বতেষু’ গৈরিকাদিমংহু প্রত্যন্তপিরিযু ‘বিধাবতি’ বিকীর্ণং ভবতি তত্ত্ববৈচিত্র্য-সঙ্গতম্, ‘এব’ ‘ধৰ্ম্মান্’ আত্মনঃ ‘পৃথক্’ ‘পশ্চন্’ ‘ভান্’ এব’ ‘ধৰ্ম্মান্’ ‘অনুবিধাবতি’ ভিন্নভিন্নতাবাপন্নো ভবতি ।

‘শুদ্ধে’ নির্মলে ‘উদকে’ ‘শুদ্ধম্’ উদকম্ ‘আসিক্তং’ ‘তাদৃক্’ শুদ্ধম্ ‘এব’ ভবতি, ‘এব’ হে ‘গৌতম’, ‘বিজানঃ’ ‘মুনেঃ’—শুদ্ধে পরমাত্মনি মননশীলতয়া বিদ্যমানত্বাৎজ্ঞানসম্পন্নত্ব—‘আত্মা’ ভবতি ।

উচ্ছ্রিত প্রদেশে জল বর্ষিত হইয়া পৰ্বতে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ [ আত্মার ] ধর্ম্ম সমূহ পৃথকভাবে দৃষ্ট হইয়া [ একই আত্মা ] পৃথকভাবে পন্ন হয় ।

হে গৌতম, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশ্র হইয়া শুদ্ধই হয় । এইরূপ জ্ঞানবান্ মননশীল ব্যক্তির আত্মা হইয়া থাকে ।

ভাব—আত্মা ও পরমাত্মা নিত্য একত্র অবস্থিত, জ্ঞানাদি স্বরূপেও একইরূপ, তবে জীবাশ্মা ও পরমাত্মা উভয়ের ভিতরে ভেদ কেন উপস্থিত হয়, প্রতি তাই প্রদর্শন করিতেছেন । পরমাত্মা বিষয়ের উপরাগে কদাপি উপরক্ত হন না, তাহার যে শুদ্ধতা সেই শুদ্ধতাই চিরদিন থাকে, জীবাশ্মার সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে না । ভোক্তা জীবাশ্মা ভোগ্যবিষয়সমূহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ভাবান্তরতা প্রাপ্ত হয়, এই ভাবান্তরতার তাহার শুদ্ধতার ক্ষতি হইয়া থাকে, স্বরূপবিচ্যুতি হয় । আকাশ হইতে যে জল পৰ্বত-শিখরে নিপতিত হয়, উহা স্বয়ংশুদ্ধ ; কিন্তু গিরির প্রত্যন্তভূমিতে গৈরিকাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহা তত্ত্বদ্বর্গে রঞ্জিত হইয়া রূপান্তর ধারণ করে । বিষয়সম্বন্ধবশতঃ এইরূপ রূপান্তরতা হয় বলিয়া স্বরূপতঃ জীবাশ্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভাবে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভাবাবিহিত হয় । এই ভিন্নতা কিরূপে বিদূরিত হইয়া পুনরায় একত্র উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই জন্ত নিত্য পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে মনের সকল উপরাগ অন্তরিত হইয়া উহার শুদ্ধতা প্রাপ্তি হয়, ইহাই এখানে উক্ত হইয়াছে । এরূপ হয় কেন ? ঈশ্বর ঈশ জীব অনীশ, এই স্বরূপভেদই উহা প্রদর্শন করে ।

৫ । হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।

যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥

যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরস্থায় দেহিনঃ ।

স্বাপ্নমন্তোহনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাক্রান্তম্ ॥ ৫ । ৬ । ৭ ।

‘মরণং প্রাপ্য’ মরণানন্তরং ‘যথা চ আত্মা ভবতি’ গতিং প্রাপ্নোতি । ‘দেহিনঃ’ জীবাঃ ‘শরীরস্থায়’ শরীরগ্রহণার্থং ‘যথাকর্ম্ম’ ‘যথাক্রান্তং’ যথাবিজ্ঞানং ‘যোনিমধ্যে’ অগ্নিগর্ভে ‘প্রপদ্যন্তে’ আশ্রয়ং লভন্তে, ‘এন্তে’ ‘স্বাপ্নং’ বুদ্ধমতাদিকম্ ‘অনুসংযন্তি’ অনুগচ্ছন্তি, তত্ত্বদেহাকারা ভবন্তি । প্রপঞ্চোহন্ত হান্যোপ্যো ব্রহ্মারণ্যকে চ ।

হে গৌতম, মরণান্তর আত্মা বেরূপ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার এই শুদ্ধ সনাতন তত্ত্ব তোমায় বলিতেছি । জীব সকল আত্মকর্মে ও জ্ঞানানুসারে প্রাণিগর্ভ আশ্রয়-করে, কেহ কেহ বা বৃক্ষলতাদির অনুসরণ করে ।

ভাব—এখানে অতি সংক্ষেপে যে তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হইবে ।

৬ । ইহ চেদশকদৃ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্তা বিশ্রসঃ ।

ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥

যথাদর্শে তথাঅনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে ।

যথাপু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ।

ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ভাবমুদয়ান্তময়ৌ চ যৎ ।

পৃথগ্ভূতপদ্যমানানাং মত্বা ধীয়ে ন শোচতি ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্ ।

সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্ ॥

অব্যক্তাত্মা পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ ।

যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥

ন সন্দ্বেশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত্ৰ

ন চক্ষুষা পশুতি কশ্চনৈনম্ ।

হৃদা মনীষা মনসাভিকুপ্তৌ

য এতদ্বিতুরমৃতাত্মেন্ণ ভবন্তি ॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাত্মাঃ পরমাস্ততিম্ ॥

কঠ ৬ । ৪—১০ ।

জ্ঞানরূপমুপাধিগ্রহণমুচ্যতে ইহেতি । ‘শরীরস্তা’ ‘বিশ্রসঃ’ বিশ্রংশনাং গতনাং ‘প্রাক্’ পূর্বে যদি ‘ইহ’ দেহাবস্থানকালে ‘বোদ্ধুং’ জ্ঞানং লক্শ্য ‘অশকং’, ‘ততঃ’ শরীরস্যসনাদনজরং ‘সর্গেষু’ পুনঃ প্রভবকালে ‘লোকেষু’ ভিন্নভিন্নলোকেষু তৎ জ্ঞানং ‘শরীরত্বায়’ শরীরত্বাবয়ব ‘কল্পতে’ সমর্থ ভবতি ।

তদেব বিবরণোক্তি বধেতি । “বক্তাঙ্গা শরীরম্” ( ৩ । ১৪৬পৃ ) ইত্যাক্ষরঃ পরমাঙ্গশরীরত্বাৎ ‘আদর্শে’ ‘বধা’ ‘তথা’ ‘জ্ঞানিনি’ চিৎস্বরূপভাববাহানে তৎস্বরূপমেব শরীরং ভবতি, ‘বধা’ ‘স্বপ্নে’ স্থলশরীরাসংঘেহপি শরীরদর্শনং ভবতি, ‘তথা’ ‘পিতৃলোকে’ স্বাপ্নিকশরীরং ভবতি, ‘বধা’ ‘অঙ্গু’ ‘পরিদৃশ্বে’ পরিদৃশ্তে ‘ইব’ ‘তথা’ ‘গন্ধর্বলোকে’ শরীরং ভবতি—আদর্শত্বাভিনির্গলত্বাৎ চিৎস্বরূপতরা তাসমন্, আপো নাতিনির্গলাঃ, অতোহত্রোপাধিবোগোহস্তোব—‘অস্ত্রস্বতরং কল্যাণতরং’ রূপং কুরুতে পিত্রাং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজ্ঞাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাহস্তেবাং ভূতানাম্ ( ১১২৮ ) ইত্যুক্ত-  
ত্বাদস্তদপি রূপান্তরং বক্তবাম্ । “ব্রহ্মলোকে”—“ছারাতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি” ( ৭ । ৬ ) ইতি ছা-  
তপয়োরিব শরীরশরীরিণোরিব জীবব্রহ্মণোঃ স্থিতিভবত্যেকম্ ।

ইন্দ্রিয়পান্নিতি । ‘বৎ’ বস্মাৎ শরীরগ্রহণকারণং পৃথক্‌পদ্যমানানাং ভিন্নভিন্নরূপেণোৎপদ্য-  
মানানাম্ ‘ইন্দ্রিয়াণাং’ ‘পৃথগ্‌ভাবং’ বস্ত্রগ্রহণসামর্থ্যপার্শ্বক্যম্, ‘উদরাস্তময়ো’—কুত্রাপি তেষামুদরঃ  
শরীরগ্রহণে, কৃত্যপ্যন্তমঃ স্বরূপাবস্থানে—‘মহা’ জ্ঞানী ‘ধীরঃ’ ‘ন শোচতি’ ইদৃক্‌পরিবর্তনমিতি  
বাৎ । এতদমুরূপমেবামুগীতায়—

দেহান্ বধেষ্টমভ্যোতি হিত্তেমাং মানুযীং তমুম্ ।

নির্বেদন্ত ন কর্তব্যো ভুঞ্জানেন কথকন ॥ ( ১২ । ৩১ ) ইতি ।

সপ্তমাধ্যায়ে বহুত্বং ( ৭ । ৬ [ ২৫২পৃ ] ) তদেবাত্র পুনরুদ্বিধাতে যুক্তিহেতুপ্রদর্শনার ইন্দ্রিয়েভ্য ইতি  
অব্যক্তান্নিতি । ‘সবৎ’ বুদ্ধিঃ । ‘অলিকঃ’ লিঙ্গাতে গম্যতে যেন ভল্লিকঃ বুদ্ধ্যাদি তদবিদ্যমানমস্তেতি ।

কথমলিকস্ত তস্ত দর্শনং সিদ্ধান্তি তদাহ ন সঙ্গঃ ইতি । ‘অস্ত’ অলিকস্ত ‘রূপং’ ‘সঙ্গ’ দর্শন-  
বিবরে ‘ন’ ‘তিষ্ঠতি’, ‘কচ্চন’ ‘এনং’ ‘চক্ষু’ ‘ন পশতি’, কিন্তু ‘ই’ ‘হদা’ ‘হদয়েন’ অমুরাগেণ, ‘মনীষা’—  
মনমঃ ইব্‌ দর্শনং—ইব্‌ দর্শনে—অমুরাগজনিতহৃদ্বস্তদর্শনসামর্থ্যং বিবেকঃ—তয়া—

বধা বধাঙ্গা পরিমুরাভেহসৌ মৎপুণ্যাগা শ্রবণাভিধানৈঃ ।

তথা তথা পশতি বস্ত্রং হৃদ্বর্থেবাজ্ঞনসংগ্রহতম্ ॥ ( ভা, ১১ । ১৪ । ২৬ ) ইতি ।

—‘মনসা’ মনেন ‘অভিক্‌প্তঃ’ অভিযুক্তঃ প্রকাশিতঃ । ‘বৎ’ ‘এতৎ’ পরমাত্তত্ত্বং ‘বিদুঃ’  
জ্ঞানন্তি ‘তে’ ‘অমৃত্যঃ’ বিকারাতীতাঃ ‘ভবন্তি’ ।

বদেতি । ‘বধা’ ‘পক্’ ‘জ্ঞানানি’ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ‘মনসা সহ’ ‘অবতিষ্ঠন্তে’ নিশ্চলতরা তিষ্ঠন্তি  
শ্রবণাপারাদিনিরত্য ‘বুদ্ধিঃ চ’ ‘ন বিচেষ্টে’ বিবরাবধারণা ন ব্যাপ্রিরতে পরমাত্তত্ত্বং বিশ্রাম্যতি  
‘তাং’ ‘পরমাং গতিম্’ ‘আহঃ’ বুধাঃ ।

শরীর পাতের পূর্বে ইহলোকে যদি জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহা  
ইহলে লোক লোকান্তরে উহা শরীরভাবধারণে সমর্থ হয় । যেমন  
আদর্শে তেমনি আত্মাতে, যেমন স্বপ্নে তেমনি পিতৃলোকে, যেমন জলে  
দেখায় তেমনি গন্ধর্বলোকে, ছায়া এবং আতপের মত ব্রহ্মলোকে  
[ জ্ঞান শরীরভাব ধারণ করে ] ।

পৃথক্‌ ভাবে উৎপত্তমান ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্‌ ভাব, এবং উহাদের উদয়  
ও তিরোধান যাহা ইহয়া থাকে তাহা মনে করিয়া ধীরব্যক্তি শোক  
করেন না ।

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা ( জীব ), মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) অব্যক্ত হইতে পুরুষ ( পরাত্মা ) শ্রেষ্ঠ, ইনি ব্যাপক, ইনি বুদ্ধি আদি লক্ষণবিহীন । যাঁহাকে জানিয়া, জীব মুক্ত হয় অমৃতত্বলাভ করে, ইঁহার রূপ দৃষ্টির বিষয় নহে, কেহ ইঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না । ইঁহাকে হৃদয় ও বিবেকযোগে মনন দ্বারা অভিমুখী করা হয় । যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা ই অমর হয়েন ।

মন-সহকারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নিশ্চল হইয়া যখন স্থিতি করে, বুদ্ধি বিষয়াবধারণে ব্যাপ্ত হয় না [ পণ্ডিতগণ ] তাহাকেই পরমগতি বলেন ।

তাব—আত্মার উপাধি কি ? দেহ কি ?—জ্ঞান । পরলোকে এই জ্ঞানই তাহার দেহ । এই জ্ঞানাত্মসারেই তাহার বিবিধ প্রকারের গতি হইয়া থাকে । জীবাত্মা চিৎস্বরূপ পরমাত্মাও চিৎস্বরূপ । আদর্শে যে প্রকারে অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি জীবাত্মার পরমাত্মাতে চিৎস্বরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে । যখন আত্মার পরাত্মাতে স্থিতি হয় না পিতৃলোকে স্থিতি হয়, তখন স্বপ্নে যে প্রকার দেহাদি না থাকিয়াও স্বাপ্নিক দেহ প্রতীতির বিষয় হয় তেমনি হইয়া থাকে । আদর্শে যে প্রকার প্রতিবিশ্ব দৃষ্ট হয় জলে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ আবিল প্রতিবিশ্ব দেখায়, তাই গন্ধর্ব্বলোকে যে শরীর দৃষ্ট হয় তাহা জলে প্রতিবিশ্বদর্শনের মত কিঞ্চিৎ আবিল বর্ণিত হইয়াছে । বস্তুতঃ কথা এই, জ্ঞান যত আবৃত হয়, আত্মার উপাধি তত নৈর্দল্যপরিহার করে, এইটী দেখাইবার জন্ত এই দৃষ্টান্তগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে । তাই অতএব উক্ত হইয়াছে “অন্ত নবতর কল্যাণতর-রূপ ধারণ করে, পৈত্র, গান্ধর্ব্ব, দৈব, প্রজাপত্য, ব্রাহ্ম বা অগ্ন্যন্ত ভূতের রূপ ।” ব্রহ্মলোকে জীব ও ব্রহ্মের ছায়া ও আপাতের ত্রায় একত্র স্থিতি হয় । জীব যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন ইন্দ্রিয়গণের পার্থক্য থাকে না, সামর্থ্যের আকারে উহারা জীবসহ অভিন্নভাবে থাকে, শরীরধারণেই উহাদের পার্থক্য হইয়া থাকে, সূত্ররূপ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশ বা অপ্রকাশে খেদ করিবার কোন কারণ নাই । এইজন্ত অমুগীতা বলিয়াছেন, “এই মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিবিধ দেহ প্রাপ্তি হয় । সেই বিবিধ দেহের বিবিধ ভোগ, ভোগ করিয়া খেদ করিবে না ।” বস্তুতঃ জ্ঞানের উত্তরোত্তর নৈর্দল্যাত্মসারে দেহান্তেও হস্ত হস্ত বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

৭ । শতং চৈকা হৃদয়শ্চ নাভ্য-

স্তাসামূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।

তয়োর্দ্ধমায়ম্মতত্বমেতি

বিশ্বং ওন্ম্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

অস্পৃষ্টমাত্রাঃ পুরুষোহন্তরাশ্চা

সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাং প্রবৃহেচ্ছৃঙ্গাদিবেষিকাং ধৈর্যেণ ।

তং বিদ্যাচ্ছুক্রমম্মতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমম্মতমিতি ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহথ লব্ধ্বা

বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎসন্ম্ ।

ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্বিমৃত্যু-

রন্যোপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেবম্ ॥ কঠ ৬ । ১৬—১৮ ।

‘হৃদয়ন্ত নাভ্য’ ‘শতং চ একা চ’, ‘ভাসাম্’ ‘এক’ ‘মূর্ত্তানং’ ভিদ্ধা ‘অভিনিঃসৃত্য’ । ‘তরা’ একরা  
‘উর্দ্ধম্’ ‘আয়ন্’ গচ্ছন্ ‘অমৃতত্বম্’ ‘এতি’ প্রাপ্নোতি ন তু বিবিধা গতীত্র্যক্ষণেব স্থিতিবশাৎ । ‘বিষক্’  
নানাবিধগতিমুক্তাঃ ‘অন্তাঃ’ নাভ্যঃ ‘উৎক্রমণে’ প্রাপত্ত ‘ভবন্তি’ প্রভবন্তি সহারাঃ ভবন্তি । নানাগতি-  
মুক্তত্বাৎ নানাবিধগতীবেব লভন্তে জীবাত্মাভ্যো ন তু মুক্তিমিতি বোধ্যস্তবিদঃ ।

জীবন্ত শরীরাং পার্শ্বক্যং সংসাধ্য ব্রহ্মধরূপদ্বং তন্তাহ অস্পৃষ্টেতি । ‘অস্পৃষ্টমাত্রাঃ’ হৃৎপ্রমাণঃ পুরুষঃ  
দেহশরী ‘অন্তরাশ্চা’ জীবাত্মা—

জীবসংজ্ঞোহন্তরাশ্চাত্তঃ সহজঃ সর্বদেহিনাম্ ।

বেদে বেদয়তে সর্বং স্তবং হুঃখঞ্চ জগন্ম্ ॥ (মহু ১২ । ১৩) ।

উক্তি—‘সদা’ ‘জনানাং’ ‘হৃদি’ হৃদয়ে ‘সন্নিবিষ্টঃ’, ‘মূর্ত্তানং’ ‘ইষিকাম্’ অন্তঃস্থাম্ ইব ‘স্বাং’ আত্মীয়াং  
‘শরীরাং’ ‘তং’ জীবং ‘ধৈর্যেণ’ ধীরভাসহকারেণ ‘প্রবৃহেৎ’ উত্তাচ্ছেৎ পৃথক্ কুর্বাৎ । ‘তং’ শরীরা-  
ত্রিকুণ্ডং চিত্তমাত্রাঃ ‘ওন্ম্যা’ বিশুদ্ধম্ ‘অমৃতত্বম্’ অমরত্বপ্রাপ্তং ‘বিদ্যাং’ জ্ঞানীরাং । দ্বিপৰ্বচনমুপনিষৎ  
সমাপ্তার্থম্ ।

আধ্যাত্মিকস্বাবিব্যোপসংহারঃ—‘অথ’ ‘নচিকেতঃ’ ‘মৃত্যুপ্রোক্তাং’ যস্মৈন উক্তম্ ‘এতাং’ ‘বিদ্যান্’  
আত্মবিদ্যাং ‘কৃৎসন্ম্’ সমগ্রং ‘যোগবিধিঞ্চ’ চ ‘লব্ধ্বা’ ‘ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ’, বিরজঃ বিরজস্কঃ বিগতমলঃ, ‘বিমৃত্যুঃ’  
বিগতমৃত্যুঃ ‘অভূৎ’ । ‘অন্তঃ’ ‘অপি’ চ ‘অধ্যাত্মম্’ আত্মানমধিকৃত্য ‘এবং’ ‘বিৎ’ সোহপি ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ  
বিরজঃ বিমৃত্যুঃ ভবতি । আত্মতত্ত্বাধিকারে পরমাশ্রয়ত্বমধিকৃত্য ভবতীতি—‘ব’মং মধ্বদং বেদ  
আত্মানং জীবমন্তিকাং । ইদানং ভূতত্ববাস্তব ন ততো বিজুসং ॥ এতবৈতৎ ( ৭৭ ) ইত্যাদ্যাভিঃ  
সর্বত্র স্মৃতিতম্ ।

হৃদয়ের নাভী একশত এক । তন্মধ্যে একটি মস্তক ভেদ করিয়া  
নিঃসৃত হইয়াছে । সেইটি দ্বারা উর্দ্ধে গমনপূর্বক আত্মা অমৃতত্ব প্রাপ্ত  
হয় । উৎক্রমণ দ্বারা নাভীগুলি তাহার বিবিধ গতির পক্ষে সহায় হয় ।



অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ অন্তরাত্মা । তিনি সৰ্বজ্ঞানগণের হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া আছেন । মুঞ্জা হইতে [ তন্মধ্যস্থ ] ইষিকাকে যেমন বাহির করে, তেমনি দৈর্ঘ্যসহকারে শরীর হইতে সেই জীবকে স্বতন্ত্র করিবে । সেই জীবকে বিশুদ্ধ ও অমৃত জানিবে ।

অনন্তর নচিকেত মৃত্যুপ্রাপ্ত এই বিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া বিরজ ও বিমৃত্যু হইলেন । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে সেও বিরজ ও বিমৃত্যু হয় ।

ভাব—জীব স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও অমৃত । বিষয়সম্বন্ধবশতঃ সেই শুদ্ধতা ও অমৃতত্ব অম্পষ্ট হইয়া পড়ে । যোগাবলম্বনে বিষয়ের আবরণ উন্মুক্ত হয়, জীব নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয় । জদয়নাড়ীর সম্বন্ধে অতএব এইরূপ উক্ত হইয়াছে “হা সপ্ততি সহস্র হিতা নামক নাড়ী সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই নাড়ী দিয়া বিজ্ঞানময় পুরুষ গমন করিয়া সমগ্র দেহে শয়ন করেন ( ৬১পৃ ) এগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম তাই কথিত হইয়াছে এই পুরুষের দেহস্থ হিতা নামক নাড়ীগুলি একটি কেশকে সহস্রধা ভিন্ন করিলে যেদ্রুপ সূক্ষ্ম হয় সেইরূপ সূক্ষ্মাকারে দেহে আছে ।” ( ৬৬পৃ ) সূক্ষ্মত্ববশতঃ ইহাদের যে সংখ্যা উক্ত হইয়াছে তাহা প্রায় তত বুঝিতে হইবে ।

৮ । সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তস্যায়নৈ দক্ষিণকোত্তরঞ্চ ।  
তস্মৈহ বৈ তদিষ্টাপূৰ্ণে কৃতমিত্যুপাসতে । তে চান্দ্রমসমেব লোক-  
মভিজয়ন্তে । তএব পুনরাবর্তন্তে তস্মাদেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামাদক্ষিণং  
প্রতিপদ্যন্তে । এষ হ বৈ রয়ির্গঃ পিতৃষাণঃ ।

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াত্মানমবিস্মাদিত্য-  
মভিজয়ন্তে এতদৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণমেত-  
স্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেয নিরোধস্তদেয শ্লোকঃ ।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং

দিব আত্মঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্ ।

অথমে অন্ম উ পরে বিচক্ষণং

সপ্তচক্রে ষড়্র আত্মরপিতিমিতি ॥

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষএব রয়িঃ শুক্লঃ প্রাণস্তস্মাদেতে  
ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টিং কুর্কভীতর ইতরশ্মিন্ ।

অহোৱাত্তো বৈ প্রজাপতিস্তস্তাহরেব শ্রাণে। ৱাত্তিরেব ৱয়িঃ ।  
প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা ৱত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্  
বদ্ ৱাত্তো ৱত্যা সংযুজ্যন্তে ।

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততোহ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ  
প্রজায়ন্ত ইতি ।

তদ্ যে হ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে ।  
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকে। যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং  
প্রতিষ্ঠিতম্ ।

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মম্নতং মায়া চেতি ।

প্র, ১। ৯—১৬।

৮। পুনরাবর্তনীমপুনরাবর্তনীক গতিমতিধায় ব্রহ্মণি স্থিতিঃ কথং ত্রাস্তদ্বর্গ্যয়তি সংবৎসর ইতি ।  
‘সংবৎসরঃ’ ‘বৈ’ এব ‘প্রজাপতিঃ’, ‘দক্ষিণং চ’ ‘উত্তরং চ’ ‘তত্ত’ ‘অরনে’ মার্গৌ যথাসাম্বন্ধৌ । ‘তৎ’  
তত্র ‘চান্নমস’ এব লোকং তে অভিজয়ন্তে’ ‘যে পুনঃ’—‘তৎ’ কর্ণায়া ‘কৃতম্’ অমুত্তিতম্ ইতি  
কর্তৃত্বাভিমানেন—‘ইষ্টাপূৰ্ত্তে’ ইষ্টং চ পূৰ্ত্তং চ ‘উপাসতে’ নিয়তম্ অমুত্তিষ্ঠন্তি । ‘ভে’ পুনঃ এব ‘আব-  
র্ত্ততে’ পার্থিবলোকান্ প্রাপ্নবন্তি । ‘তস্মাৎ’ ‘এতে’ ‘কবয়ঃ’ ‘প্রজাকামাঃ’ ‘দক্ষিণম্’ অরনং ‘প্রতিপ-  
ত্ততে’ বাস্তি । ‘এব’ ‘ৱয়িঃ’ দেবানাম্ অন্নভূতঃ চন্দ্রঃ এব ‘যঃ পিতৃবংশঃ’ দক্ষিণমার্গঃ ।

‘অথ’ ‘তপসা’, ‘ব্রহ্মচর্য্যং’, ‘শ্রদ্ধয়া’ ‘বিদ্যায়া’ ‘আত্মানম্’ ‘অবিষা’ ‘উত্তরণে’ মার্গেণ ‘আদিত্যম্’  
‘অভিজয়ন্তে’ । ‘এতৎ’ আদিত্যস্বরূপম্ ‘এব’ ‘প্রাণানাম্’ ‘আয়তনম্’ আশ্রয়ঃ । ‘এতৎ’ আদিত্য-  
স্বরূপম্ ‘এব’ ‘অমৃতম্’ ‘অভয়ম্’, ‘এতৎ’ আদিত্যস্বরূপং ‘পরায়ণং’ পরমাত্মনঃ ‘এতস্মাৎ’ ‘ন পুনঃ’  
‘আবর্ত্ততে’ । এব নিরোধঃ জয়ণনিবৃত্তিঃ । তৎ তস্মিন্ অৰ্থে এব লোকঃ—

‘পঞ্চপাদঃ’—হেমন্তশিশিররৌরভেদদ্বাং একদ্বেন—পঞ্চ স্বতবঃ এব পাদাঃ বস্ত্র, ‘বাদশাকৃতিং’  
দাদশমাসাম্ব্যকং, ‘দিবঃ’ অন্তরীক্ষত ‘পরে’ ‘অর্ধে’ উত্তরাৰ্ধে ‘পূরীষিণম্’ উদকবর্ষিণম্, আদিত্যঃ  
‘পিতরম্’ ‘আহঃ’ একে । ‘অথ’ ‘অস্ত্রে’ ‘ইমে’ পুনঃ ‘পরে’ উৰ্দ্ধদেশে ‘বিচক্ষণং’ নিপুণম্, আদিত্যঃ  
‘সপ্তচক্রে’ সপ্তহরযুক্তে সংবৎসরচক্রে ‘বড়রে’ বট্, স্বতবঃ এব অরাঃ বস্ত্র তস্মিন্ নখে ‘অর্পিতম্’ ‘ইতি’  
‘আহঃ’ ।

‘মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ’—স্বাবয়বদ্বাং । ‘তত্ত’ মাসস্ত ‘কৃকপকঃ’ এব ‘ৱয়িঃ’ অন্নম্, ‘গুরুঃ পকঃ’  
‘প্রাণঃ’ আদিত্যঃ, ‘তস্মাৎ’ ‘কবয়ঃ’ ক্রান্তদর্শিনঃ ‘ভক্রে’ গুরুপক্ষে ‘ইষ্টং’ বাগাদি ‘কুর্ন্তি’, ‘ইতরে’  
অবিষাংসঃ ইতরস্মিন্ কৃকপক্ষে ইষ্টং কুর্ন্তি ।

‘অহোৱাত্তং বৈ প্রজাপতিঃ’—সংবৎসরাবয়বভূতদ্বাং । ‘তস্য’ ‘অহঃ’ ‘এব’ ‘ৱয়িঃ’ । ‘যে’ ‘দিবা’  
‘ৱত্যা সংযুজ্যন্তে’, ‘তে এতে’ ‘প্রাণং’ ‘প্রস্কন্দন্তি’ শোষণন্তি আত্মহরদ্বাং তস্যাঃ । ‘ৱাত্তৌ’ ‘বৎ’ ‘ৱত্যা’  
‘সংযুজ্যন্তে’ ‘তৎ ব্রহ্মচর্য্যম্’ ‘এব’—আত্মহরদ্বাং যথাবৎ সেবনেন । কথং যথাবৎ সেবনং ভবতি  
। ‘বিদ্যাপ্রপূৰ্ত্তৌ’ তদ্ব্যবসায়ম্ ।

‘অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ’—কালগরিপাকত্যাং ব্রাহ্মণেঃ । ‘ততঃ’ অন্নং ‘বৈ’ এব হি ‘রেতঃ’ সৃষ্টিং, ‘তন্মাং’ রেতসঃ ‘ইমাং’ ‘প্রজাঃ’ ‘প্রজারন্তে’ উৎপদ্যন্তে ‘ইতি’ ।

‘তৎ’ তত্র ‘বৈ’ ‘ই’ পুনঃ ‘প্রজাপতিব্রতং’ বধাবিহিতভার্য্যাগমনরূপং চরতি, ‘তে’ ‘মিথুনং’ পুত্রং চ পুত্রী চ ‘উৎপাদয়ন্তে’ । ‘তেষাং’ প্রজাপতিব্রতচরণতানাম্ ‘এব’—কামত আকৃষ্টিত্য—চান্দ্রমসঃ ব্রহ্মলোকঃ । কীদৃশানাং ? ‘যেবাং’ ‘তপঃ’ কারিকবাচিকমানসিকসন্তপনং ‘ব্রহ্মচর্যাং’ বিহিতকালে ভার্য্যাসঙ্গমনং, ‘যেবাং’ ‘সত্যম্’ অনুতবজ্ঞনং ‘প্রতিষ্ঠিতম্’ অব্যতিচারিতয়া বর্তমানম্ । অত্র তপ-শ্রমপ্রয়োজনবশাৎ সম্যক্সিদ্ধিরজঃসম্বন্ধগরিহানিরিতি ব্রূতে, স্তত্রাং লোকস্যাশা নারজস্বত্বম্ । এবঃ কথং লোকলোকান্তরভ্রমণোপযোগিব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ? সত্যেন ব্রহ্মচর্যেণ চ ।

‘যেবাং’ ‘ন’ ‘জিহ্বাং’ ন কোটিলাং, ‘ন’ ‘অনুতং’ ন অনুতবিষয়ানুসৃত্য, ‘ন’ ‘মায়াম্’ চ ন মিথ্যাচরণং চ ‘তেষাম্’ ‘অসৌ’ আদিত্যোপলক্ষিতঃ—আকৃষ্টিপরিশুভঃ—‘বিরজঃ’ মালিন্যবিরহিতঃ ‘ব্রহ্মলোকঃ’ । পূর্ব্বত্র রজঃসম্বন্ধসম্বন্ধে তপশ্রমস্যা প্রয়োজনম্ তেন চ নিমিত্তেন লোকস্যা রজস্বত্বম্, অত্র তু বিষয়ানুসৃতিশুভত্যাং বিরজস্বত্বেনাপরিপূর্ণিতম্ লোকস্যা ।

সংবৎসরই প্রজাপতি । তাঁহার দুইটি অয়ন—দক্ষিণ ও উত্তর । তাহাতো করিলাম—এই জ্ঞানে যাহারা ইষ্ট ও পূৰ্ত্ত অনুষ্ঠান করে, তাহারা চান্দ্রমস লোক জয় করে এবং পুনরাবর্তন করে । সেইজন্য যে সকল ঋষি প্রজাকামনা করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়ন-আশ্রয় করেন । এই চন্দ্র দেবগণের অন্ন এবং পিতৃবাণ ।

অনন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসযোগে আত্মাকে অনুসন্ধান করত উত্তর মার্গে আদিত্যকে জয় করে । এই আদিত্য প্রাণসকলের আশ্রয় । ইনিই অন্নত, অভয়, ইনিই পরমাশ্রয়, ইহা হইতে পুনরাবর্তন করে না । ইহা হইতেই ভ্রমণের নিরুত্তি হয় । সেই অর্থে এই শ্লোক ।

পঞ্চপাদ, দ্বাদশাকৃতি, অস্তরীক্ষোপরি উত্তরার্দ্ধে উদকবধী আদিত্যকে কেহ কেহ পিতা বলেন । অপরে আবার ইনি বিচক্ষণ, ইহাকে সপ্তহয়যুক্ত উর্দ্ধদেশে সংবৎসর চক্রে ছয়টি অরাযুক্ত রথে অর্পিত বলিয়া থাকেন ।

মাসই প্রজাপতি, কৃষ্ণপক্ষই তাঁহার অন্ন, শুক্লপক্ষ তাঁহার প্রাণ । ঋষিগণ তজ্জন্মই শুক্লপক্ষে বাগাদির অনুষ্ঠান করেন । যাহারা ঋষি নহে তাহারা কৃষ্ণপক্ষে বাগাদি করিয়া থাকে ।

অহোরাত্রই প্রজাপতি । দিবা তাঁহার প্রাণ, রাত্রি তাঁহার অন্ন । যাহারা দিবাভাগে রত্যর্থ সংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে শোষণ করে । ব্রহ্মচর্য্যই সেইটি যেটি রাত্রিতে রত্যর্থ সংযুক্ত হয়

অন্নই প্রজাপতি, তাঁহা হইতে রेतঃ উৎপন্ন হয়। সেই রेतঃ হইতে এই সকল প্রজা জন্মিয়া থাকে।

ইহাতে বাহারা প্রজাপতিত্বত আচরণ-করে, তাহারা পুত্রকন্যা উৎপাদন করে। এ ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই—বাঁহাদিগেতে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঁহাদিগেতে কোটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই তাঁহাদিগেরই বিমল ব্রহ্মলোক।

ভাষ—ছয় ছয়টি মাসে এক একটি অয়ন। বৎসরের দুইটি অয়ন, একটি দক্ষিণায়ন, আর একটি উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়নে ইষ্ট ও পূর্তাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া চক্ৰলোকে গমন হয়। চক্ৰলোকে গমন হইলে পুনরাবুত্তি হয়। বাঁহারা পুনরাবুত্তি আকাঙ্ক্ষা-করেন না তাঁহারা তপ ও ব্রহ্মচর্য্যে শুদ্ধতা ও বিদ্যাযোগে আত্মাহুগম্যন করেন। ইহারা আদিত্য-লোকে গমন করেন তাই ইহাদের পুনরাবুত্তি হয় না, অভয়লাভ করেন, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। সূর্য্যের গতিতে এই অয়নের উৎপত্তি। হেমন্ত ও শিশিরকে একটি গণ্য করিয়া লইয়া ছয় ঋতু স্থলে পঞ্চ ঋতু করা চইয়াছে। এই পঞ্চ ঋতু সূর্য্যের পঞ্চপাদ। দ্বাদশ মাসে তাঁহার দ্বাদশ আকৃতি। সূর্য্য যে কালে আকাশের উর্দ্ধভাগে অবস্থিত সেই কালে জলবর্ষণ হইয়া থাকে, উহা উত্তরায়ণমধ্যবর্তী। তাই উত্তরায়ণকে উদকবর্ষা বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যই সেইটি যিটি রাত্রিতে রত্নার্থ সংযুক্ত হয়—এ অংশের বিশেষ নিয়োগ বিদ্যা প্রাপ্তি প্রকরণে\* দৃষ্ট হইবে।

এ ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই বাঁহাদিগেতে তপ, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঁহারা প্রজাপতিত্বত পালন-করেন, পুত্র কন্যা উৎপাদন করেন, বিহিতকালে ভাৰ্য্যা-গমনই তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্য, কেন না ব্রহ্মের আজ্ঞাপালনে তাঁহাদের ব্রহ্মে বিচরণ কোন বাধা হয় না। ইহারা কায়িক বাচিক ও মানসিক ক্রেশবহন করিয়া তপশ্চরণ করেন, অসত্যের সহিত সংশ্রব রাখেন না, সর্বদা সত্যনিষ্ঠ তাই ইহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্মলোকে লোকলোকান্তরে গতি নিবৃত্ত হয় না।

বাঁহাদিগেতে কোটিল্য, অসত্য ও মায়া নাই তাঁহাদিগেরই বিমল ব্রহ্মলোক। পূর্কটিতে তপশ্চরণ থাকাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, তাহাতে অনির্ণয়তার যে সকল কারণ আছে, তাহা তপশ্চরণদ্বারা নিমোচিত হয়। সম্যক্ বিমলতাই অপুনরাবর্তী ব্রহ্মলোকে গমনের হেতু।

৯। তপঃশ্রদ্ধে যে হু পূবসন্ত্যরণ্যে

শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরতঃ ।

### সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযাতি

যত্নাতঃ স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥ মু ১ (২) । ১১ ।

ইষ্টাপূর্ত্তনিরতানাং কবিকুগতিবৃত্তঃ। ( ১।১ ) অগণ্যাচারিণাং তিক্ণাক গতিক্রান্তে ভগবতি।  
'যে' 'হি' বানপ্রস্থনিরততাঃ 'অরণ্যে' বনে 'তপঃপ্রক্বে' তপঃ—ভক্ষ্যসংযমানি আশ্রমবিহিতঃ কৰ্ম্ম,  
প্রক্বে চ—অগ্নিহোত্রোৎপন্নাবিন্দু—'উপবাস্ত' সেবন্তে, যে পুনঃ এবং তপস্তরপেণ 'শান্তাঃ'—  
উপরতকরণপ্রাণাঃ, 'বিদ্যাঃসঃ'—ঔপনিষদজ্ঞানসম্পন্নঃ, 'ভৈক্ষ্যচর্যাং' 'চরন্তঃ'—তাপসাবিত্যঃ প্রাণ-  
ধারণপ্রায়োপযোগি ভৈক্ষ্যম্ আহরন্তঃ 'তে বিরজাঃ' রজঃসংশ্লিষ্টরহিতাঃ বিমলাঃ 'সূর্য্যদ্বারেণ' ব্রহ্ম-  
লোকপ্রবেশবন্ধন ( ১১। ২১ ) ভক্ত 'প্রযাতি' 'বত্' 'স' 'অব্যয়াত্মা' নিত্যকালস্থায়ী, 'অমৃতঃ'  
বরণধর্ম্মরহিতঃ 'পুরুষঃ' অগজীবনিরতা—হিরণ্যগর্ভ ইতি তাৎপার্য্যঃ।

যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ভিক্ষাচর্যা আচরণ করত তপ এবং শ্রদ্ধানু-  
ষ্ঠানপূর্ব্বক অরণ্যে বাস করেন শান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিরজ হইয়া  
সূর্য্যদ্বার দিয়া সেই লোকে গমন করেন, যেখানে সেই নিত্যকালস্থায়ী  
অমৃত পুরুষ আছেন।

ভাব—জ্ঞানী ব্যক্তি—ঔপনিষদ জ্ঞানসম্পন্ন। ভিক্ষাচর্যা আচরণ—বনবাসী তাপস-  
প্রথের নিকট হইতে প্রাণধারণোপযোগী ভৈক্ষ্যসংগ্রহপূর্ব্বক তদ্বারা প্রাণবাত্মানির্কীহ।  
তপ ও শ্রদ্ধানুষ্ঠান—ভক্ষ্যসংযমানি আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম তপ।

প্রজ্ঞা—অগ্নিহোত্র হইতে যে জলবিন্দু উৎপন্ন হয়, সেই জলবিন্দু সেবন—প্রজ্ঞা।

শান্ত—সংযতেজস্রিয়।

এইলে ইষ্টাপূর্ত্তানি নিরতগণের কবিকুগতির উল্লেখের পর অগণ্যচারী ও তিক্ণগণের  
গতি উক্ত হইয়াছে।

১০। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ।

ক্লীরন্তে চাস্ত্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

মু ২ (২) । ৮ ।

অগজীবনিরন্তঃ সারিথ্যেন ভবেৎ কারণাত্মনা কার্য্যবাত্মনাস্তত্ত্বত্ববিদ্যানানঃ পত্ততঃ কিং ভবতি  
ভদেবাহ—'ভস্মিন্' মনঃপ্রাণাদিহু একাদশানে ( ০ ৩ [ ৭৮পৃ ] ) 'পরাবরে' পরং কারণম্ অবরং  
কার্য্যং তত্ত্বভারোকেবম্বিত্তত্ত্বভারং যদানন্দাদেকাত্মত্বং, হৃদয়ঃ—কারণকার্য্যাত্মকে ব্রহ্মণি 'দৃষ্টে'  
'হৃদয়গ্রন্থিঃ'—একজানকনিত্যাহংবুদ্ধিঃ অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ—'ভিদ্যতে' বিশিধ্যতে, সর্ব্বৈ  
সংশয়াঃ—আত্মতত্ত্বাদিহু অবিনিষ্টমাঃ—'হিধ্যতে' হিষ্টাঃ ভবন্তি; 'অস্ত' সাধকত্ব 'কৰ্ম্মাণি' বাসনা-  
বিকারজনিতানি বা স্বাশয়্যাপ্যাদি ভগ্নগরিতরসাধকানি 'ক্লীরন্তে' ক্লীগানি ভবন্তি।

পরাবর পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ভিন্ন হয়, সমুদায়  
সংশয় ছিন্ন হয়, ইহার কৰ্ম্ম সকল ক্ষয় পায়।

ভাব—পরাবর—পৰ-কারণ অবর-কার্য্য। 'আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিরন্ত কার্য্য

দর্শন করে, কার্যের কারণ সাক্ষাদমুভব করিতে সমর্থ হয় না ; ইহা আমরা সকলেই জানি, কার্য কারণনিরপেক্ষ করাপি ভিত্তিতে পারে না, কেন না কার্যের সত্তা কারণ-সাপেক্ষ । কার্যের অন্তরালে নিগূঢ় এই কারণকে বাহ্যতে সাক্ষাদমুভবগোচর করিতে পারা যায় তক্ষণ উপনিষদের সমগ্র বক্তব্য । এই যত্নের সাফল্য তখনই উপস্থিত হয় যখন কার্য দেখিতে গিয়া তাহার সঙ্গে নিত্য অমুহ্যত কারণ দৃষ্ট হয় । তত্ত্ববিদ্যার দ্বারা কার্য হইতে কারণকে পৃথক্ করিয়া তদর্শন ঔপনিষদরীতি । বৈদান্তিকগণ সাধারণতঃ সেই রীতিই অবলম্বন-করিয়া থাকেন । ভক্তগণ অতঃপর পদ্য অবলম্বন-করেন । তাঁহারা দর্শনাদি ব্যাপার বাঁহা হইতে প্রবৃত্ত হয় তাঁহাকে অগ্রে দেখিয়া তৎপর বিষয় দর্শন করেন । যিনি করান তিনি কারণ, সুতরাং কারয়িতার সাক্ষাদমুভবই কারণের সাক্ষা-দর্শন । ইন্দ্রিয়গণকে যিনি কার্যে প্রেরণ করিতেছেন, যদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহারা দর্শনশ্রবণাদি করিতেছে, তিনি কারয়িতা বা কারণ এ দর্শন সাক্ষাদর্শন এবং বেদান্তাত্ম-মোদিত । তাই বেদান্ত স্বয়ং বলিয়াছেন “বাক্য দ্বারা বাঁহার বিষয় বলা যায় না, বাক্য বাঁহার দ্বারা প্রকাশ পায় তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান” ইত্যাদি । এ সকল কথার প্রেরয়িতাকে সাক্ষাদমুভবগোচর করা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে । ভগবানের সাক্ষা-দমুভব বিনা চিন্তের সমাক্ ভক্তি হয় না, হৃদয়গ্রন্থি আদি ছিন্ন হইবে কিরূপে ?

### ১১। সত্যমেব জয়তে নানৃতং

সত্যেন পশ্চাৎ বিততো দেবদানঃ ।

যেনাক্রমন্ত্যুয্যো হ্যাপ্তকামা

যত্র তৎ সত্যান্ত পরমং নিধানম্ ॥ মু, ৩ (১) । ৬৮

ন হি জাতু মিথ্যাশ্রয়ে কিত্তিঁ সত্যোশ্রয়েইব লোকজয়ো ভবতি তদেবাহ সত্যমিতি । ‘সত্য’ এব ‘জয়তে’ জয়তি ‘ন’ ‘অনৃতং’ মিথ্যা । পুরুষানাপ্রিতয়োঃ কেবলয়োঃ সত্যানৃতয়োঃ ন সম্ভবতো জয়পরাজয়বিভি সত্যপক্ষে ন সত্যবাদী অনুতপস্বেনানৃতবাদীতি ভাব্যকারনিবচনে ন সত্যানৃতয়ো-র্জয়পরাজয়সাধকত্বং ব্যাহততে, কিত্তিঁ পুরুষগতৌ তৌ স্ববিক্রিয়াভিভ্যঙ্ক ইতি ভক্তাভিপ্রাঃ । সত্যো বহুত্বং ভক্তাবেন তৎ সত্যম্, অতএব সত্যোশ্রয়ে ব্রহ্মভাবোজয়ঃ, তেন চোক্তং সাধকে সহৎ বলম্, যেন বলেন ন বিদ্বরাশীন্ পরাজয়তে, সুতরাং ‘সত্যমেব জয়তে’ ইতি বদতি ঐতিঃ । অনৃতং হ্যসত্যম্ তেন চ ভবতি বলকরঃ বলকরণোপপন্নোহি ইতি ভবম্ । ‘সত্যেন’ তাদৃশেন ‘দেবদানঃ’ দেবভাবপ্রাপ্তিসাধনঃ ‘পশ্চাৎ’ ‘বিততঃ’ বিত্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃত্তঃ । ‘যেন’ পশা ‘হি’ ‘আপ্তকামাঃ’ বিপত্ততৃক্কাঃ ‘ঋষয়ঃ’ দর্শনবন্তঃ তৎপদম্ ‘আক্রমন্তি’ ‘যত্র’ ‘সত্যান্ত নিধানং’ প্রবর্তকং ‘তৎ’ পরং ব্রহ্ম । ‘সত্যান্ত নিধানম্’ ইত্যাশ্রিতবাহুত্বঃ সত্যান্তার্থঃ প্রতিপন্নো ভবতি । অতএব চ ‘যেন সত্যং অতিষ্ঠিতম্’ ইত্যতো ভেদঃ ।

সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের জয় হয় না । সত্যের দ্বারাই দেবদান-পশ্চাৎ বিস্তৃত হইয়াছে । আপ্তকাম স্ববিগণ যে পথে [ বিচরণ করিয়া ]

সেই স্থান অধিকার করেন যে স্থানে সেই সত্যের পরম নিধান [ বিদ্যমান ] ।

ভাব—ভাষ্যকার সত্য শব্দে সত্যবাদী অসত্য শব্দে অসত্যবাদী অর্থ করিয়াছেন । ইহাতে সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় খণ্ডিত হইতেছে না, কেন না জয় ও পরাজয় তত্ত্বাক্তির গুণে হয় না সত্য ও অসত্য দ্বারা হইয়া থাকে । সং ব্রহ্ম, সং হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহা সত্য, সূতরাং সত্যাশ্রয় ব্রহ্মভাবাশ্রয়, ব্রহ্মভাবাশ্রয়ে সাধকে মহৎ বল উদ্ভূত হয়, সেই বলে বিঘ্নরাশি সহজে পরাভূত হইয়া থাকে, তাই ঐশ্বর্য বলিতেছেন, ‘সত্যেরই জয় হয়’ । অসত্য আশ্রয় করিলে অসম্ভাবের আশ্রয় হইয়া থাকে । অসম্ভাবের আশ্রয়ে বলক্ষয় হয়, সূতরাং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । সত্য দ্বারা দেবদান পস্থা বিস্তৃত হয়, ইহার অর্থ এই যে দেবভাবপ্রাপ্তির পথ খুলিয়া যায় । এই পথে অবস্থিতিবশতঃ ঋষিগণ আপ্তকাম হন বিগততৃষ্ণ হন, সূতরাং তাঁহাদের অধ্যাত্মচক্ষু খুলিয়া যায় । তাঁহারা সেই স্থান অধিকার করেন যেখানে সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্ম নিত্য স্থিতি করেন ।

১২ । যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ ।

তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-

শুশ্রূদাত্মজ্ঞঃ হ্যর্চয়েদ্ভূতিকাং ॥ মু, ৩ (১) । ১০ ।

সত্যাশ্রয়েণোদ্ভূতবলঃ সাধকঃ পাপানি পরাজয়তে, তেন চ ভবতি বিশুদ্ধাস্তঃকরণঃ, বিশুদ্ধাস্তঃ-করণে যথাযং প্রাপ্যবিষয়াঃ প্রতিভাতি । সূতরাং তত্ত্বমাতঃ সম্ভবতি পরব্রহ্মাভিপ্রায়ানুসারিত্বাৎ তেষাম্ । ইয়মেবার্থঃ কথয়তি ঐশ্বর্যঃ যং যমিতি । ‘বিশুদ্ধসত্ত্বঃ’ বিশুদ্ধাস্তঃকরণঃ সাধকঃ ‘যং যং’ ‘লোকং’ ‘মনসা’ মননেন সম্বলেন ‘সংবিভাতি’—অন্তর্ভাবিতপ্যস্তাং—সংবিভাগয়তি সংবিভাগয়তি প্রকাশীকরোতি, ‘যান্ যান্ চ কামান্’ ‘কাময়তে’ অভিলষতি, ‘তং তং’ ‘লোকং’ ‘তান্ চ’ ‘কামান্’ ‘জয়তে’ জয়তি আরজীকরোতি । ‘তস্মাৎ’ এবভূতম্ ‘আত্মজ্ঞঃ’ প্রত্যক্ষীকৃতাত্মপ্রভাবঃ জনঃ ‘ভূতিকাং’ ঐশ্বর্যমিচ্ছুঃ ‘অর্চয়েৎ’ সেবানমস্কারাঘিতিঃ অর্হয়েৎ ।

বিশুদ্ধাস্তঃকরণ হইয়া সাধক মনের দ্বারা যে যে লোক ভাবেন, এবং যে সকল অভিলষিত বিষয় অভিলাষ করেন সেই সেই লোক এবং সেই সেই অভিলষিত বিষয় জয়-করেন । অতএব যে ব্যক্তি উন্নতির অভিলাষী সে ব্যক্তি আত্মজ্ঞব্যক্তির সেবা বন্দনা করিবেক ।

ভাব—যিনি সত্য আশ্রয়-করিয়া আত্মার বললাভ করিয়াছেন তাঁহার বাসনাজনিত সকল প্রকার বিকল্প অন্তরিত হওয়াতে আস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সূতরাং তাঁহার চিন্তে সে লোকবাসনা বা সে অভিলাষ উদ্ভিত হয় না, যৎপ্রাপ্তির উপযোগিতা তাঁহাতে না জন্মিয়াছে । তাই তিনি এমন লোক ভাবেন না, এমন অভিলাষ করেন না যাহা কখন

তাঁহার হস্তগত না হইবে। ইনি আত্মজ্ঞ ব্যক্তি। বাহারা আত্মোন্নতি চায় তাহাদের তত্ত্বাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, তত্ত্বাবাপন্ন হইতে গেলেই আত্মজ্ঞব্যক্তির সেবা বন্দনা চাই, তাই উপনিষৎ এখানে ভক্তিসমুচিত সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩। স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্মধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-

স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ

স কামভিক্ষায়তে তত্র তত্র।

পর্যাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনস্ত

ইহৈব সর্কে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥

মু. ৩ (২)। ১। ২।

সকামানাং গতিমুক্তা তদ্বিজ্ঞানানাং গতিমাহ স বেদেতি। 'স' আত্মজ্ঞঃ জনঃ 'এতৎ' অপরোক্ষং এক 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'ধাম' 'বেদ', 'যত্র' ব্রহ্মণি 'নিহিতম্' অন্তর্ভূয় বর্তমানং 'বিশ্বং' 'শুভ্রং' শুদ্ধং দোষ-মলবিরহিতং 'ভাতি' প্রকাশতে। কদা স এতৎ জ্ঞানতি তদকামানাং গতিকথনেন ফোররতি—'যে হি' 'অকামাঃ' সন্তঃ 'পুরুষম্'—ভূতিকাশ্মরহিতত্বাৎ অনন্তরোক্তং 'পরাংপরম্'—উপাসতে, 'তে' 'ধীরাঃ' 'এতৎ' 'শুক্রং' জন্মকারণম্, 'অতিবর্তন্তি' অতিবর্তন্তে অতিক্রমন্তি।

'যঃ' 'কামান্' 'কাময়তে' 'স' 'মন্যমানঃ'—কামৈঃ কৃতার্থতেতি—'কামভিঃ' কামৈঃ 'তত্র তত্র'—কামানুরূপেষু লোকেষু—'জায়তে'। পর্যাপ্তকামস্ত হুতরাং 'কৃতাত্মনঃ' কৃতকৃতান্ত, 'ইহ' ইহলোকে 'এব' 'সর্কে' কামাঃ 'প্রবিলীয়ন্তে' তিরোভবন্তি।

তিনি এই পরম ব্রহ্মধাম জানেন, যে ব্রহ্মধাম দোষমলবিরহিত শুদ্ধ প্রতিভাত হয়। যে সকল ধীর ব্যক্তি অকাম হইয়া পরম পুরুষের উপাসনা করেন তাঁহারা জন্মের কারণ অতিক্রম করেন।

কামনাতেই কৃতার্থতা মনে করিয়া যে ব্যক্তি বিবিধ কাগনা করে, সে ব্যক্তি কামনাগহকারে সেই সেই লোকে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পর্যাপ্তকাম হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে তাহার ইহলোকেই সমুদায় কাগনা বিলীন হইয়া যায়।

ভাব—ঐশ্বর্যকামনাবিরহিত হওয়াতে কামনাশূন্য ব্যক্তিগণ পরাংপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়, এই যে পরে বলা হইয়াছে তাহার সহিত এ শ্লোকের সঙ্গ।



১৪। গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা  
 দেবাশ্চ সর্কে প্রতিদেবতাসু ।  
 কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা  
 পরেহব্যয়ে সর্ক একীভবন্তি ॥  
 যথা নদাঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রে-  
 হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহার ।  
 তথা বিদ্বান্নামরূপাধিমুক্তঃ  
 পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥  
 স যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।  
 নাস্ত্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি ।  
 তরতি শোকং তরতি পাপমানং  
 গুহ্যগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥

মু, ৩ (২) । ৭—৯ ।

কিমিদং জ্ঞানকারণাভিক্রমঃ তদাহ গতাইতি যথা ইতি । ‘প্রাণাদ্যাঃ’ ‘পঞ্চদশ’ ‘কলাঃ’ ( ৫ । ৭ )  
 প্রতিষ্ঠাঃ—কর্ম্ম—গতাঃ স্বকারণে বিলয়ং প্রাপ্তাঃ, ‘দেবাশ্চ’ চক্ষুরাদিকরণহাঃ ‘প্রতিদেবতাসু’ আদি-  
 ত্যাদিষু গতাঃ; ‘কর্ম্মাণি’ “ইশাবাস্তম্” ইতি বিধানেনানুষ্ঠিতানি, ‘বিজ্ঞানময়ঃ’ ‘আত্মা’ জীবঃ ‘সর্কে’  
 এতে ‘অব্যয়ে’ অনন্তে ‘পরে’ ব্রহ্মণি ‘একীভবন্তি’ একত্বমাপদ্যন্তে ।

‘যথা’ ‘শ্রুতমানাঃ’ গচ্ছন্তাঃ ‘নদাঃ’ ‘নামরূপে’ গচ্ছাদি নাম প্রাপ্ত্যাদিক্রমিতং রূপং চ ‘বিহার’  
 পরিভাষা ‘সমুদ্রে’ ‘অন্তং গচ্ছন্তি’ বিলয়ং প্রাপ্নুবন্তি, ‘তথা’ ‘বিদ্বান্’ ‘নামরূপাৎ’ ‘বিমুক্তঃ’ স্বরূপমাত্রা-  
 বশেবঃ ‘পরাংপরং’ পরাং কারণাৎ তদ্রূপেণাতিব্যাক্তাং পরং তদন্তীতং তুরীয়ং ‘দিব্যং’ বিষয়গন্ধশূদ্রং  
 ব্রহ্মকাশং ‘পুরুষং’ শান্তং শিবম্ ‘উপৈতি’ উপগচ্ছতি ।

স য ইতি । ‘স যঃ’ ‘হ’ পুনঃ ‘তৎ’ ‘পরমং’ ‘ব্রহ্ম’ ‘বেদ’ ‘ব্রহ্ম এব ভবতি’—ভেদকরবিষয়াভাবাৎ  
 তেনৈকতামাপোতি । ‘অন্ত’ ‘কুলে’ ‘ন’ ‘অব্রহ্মবিৎ’ ‘ভবতি’ । অসৌ ‘শোকং’ ‘তরতি’, ‘পাপমানং’  
 ‘তরতি’, ‘গুহ্যগ্রন্থিভ্যঃ’ হৃদয়গ্রন্থিভ্যঃ ‘বিমুক্তঃ’ সন্ ‘অমৃতঃ’ অমরগন্ধা ‘ভবতি’ ।

যাহার প্রাণাদি পঞ্চদশকলা ( ৫ । ৭ ) স্বকারণে বিলীন হইয়াছে,  
 চক্ষুরাদিস্থ দেবগণ আদিত্যাদি দেবগণে মিশিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠিত  
 কর্ম্ম সকল, বিজ্ঞানময় আত্মা ( জীব ), এবং সকলই অব্যয় পরব্রহ্মে  
 একত্ব লাভ করিয়াছে ।

নদীসকল বহগান হইয়া যেমন নানারূপ পরিহারপূর্বক সমুদ্রে অন্ত-

গমন করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

যে ব্যক্তি সেই পরম ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মসহ এক হয়, ইহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিৎ হয় না । এ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয় ।

ভাব—ভোক্তা জীব—দেহ, ইন্দ্রিয় ও গন, এ তিনের সমষ্টি । দেহ যখন ধ্বংস হয় তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং যে সকল ভূতের সহায়তায় ক্রিয়াশীল ছিল, সে সকলের সহিত একত্বলাভ করে আর তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না একথা বলিয়া মনের দ্বারা অভ্যুজ্জিত কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মানুসারে বিবিধ গতিপ্রাপ্ত জীবের সর্বসহকারে পরব্রহ্মে একত্বপ্রাপ্তির কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । এই একত্বপ্রাপ্তিতে ভূতাদি সকলের বিনাশপ্রাপ্তি হয়, অথবা একীভূত হইয়া অপৃথক্ভাবে স্থিতি হয় ইহাই এখানে জিজ্ঞাস্য । শ্রুতি যখন স্পষ্টভাবে অপৃথক্ভাবে স্থিতি বলিতেছেন তখন তাহাই আদরের সহিত গ্রহণীয় । এ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য অধ্যায়প্রাপ্তিতে দৃষ্ট হইবে ।

১৫ । যদা হ্যেবৈষ এতশ্চিদ্বন্দ্বদৃশোহনাভ্যোহনিরুক্তোহনিলয়নে-  
ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিস্মতে । অথ মোহভয়ং গতৌ ভবতি । যদা  
হ্যেবৈষ এতশ্চিদ্বন্দ্বদরমন্তরং কুরুতে । অথ তস্মা ভয়ং ভবতি । তত্বেব  
ভয়ং বিদুষোহমদ্বানস্ত্র । তৈ ২ । ৭ ।

রসস্বরূপে পরব্রহ্মগোক্তবোধিত্বোত্তীর্ণতায় ভয়শূন্যতা ভবতি সাধকঃ অতো নানুমান্যমপি ভেদং ন  
গতে । ভেদদর্শনস্ত ব্রহ্মৈব ভয়কারণমিত্যাহ যদেতি । 'যদা' 'হি' 'এব' 'এব' সাধকঃ 'এতশ্চিদ্ব'  
( ৫ । ১২ ) রসস্বরূপে—কিভূতে ?—'অদৃশ্যে' দৃশ্যগোচরে, 'অনাভ্যো' অশরীরে, 'অনিরুক্তে' অনির্কট-  
নীরে, 'অনিলয়নে' অনাধারে—'অন্তরং' বধা ভাং তথা 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'বিস্মতে' লভতে, 'এব'  
'স' 'অন্তরং' 'গতঃ' প্রাপ্তঃ 'ভবতি' । 'যদা' 'হি' 'এব' 'এব' সাধকঃ 'এতশ্চিদ্ব' পরব্রহ্মমপি 'উদরম্'  
অরম্ অপি 'অন্তরং' ভেদং 'কুরুতে', 'এব' ভেদকরণান্তরং 'ভয়ং' সাধকস্য 'ভয়ং' ভবতি । অতএব  
'অমদ্বানস্য' একত্বমননহীনস্য 'বিদুষঃ' বেদান্তমুণীশনপনস্য 'ভয়ং' ব্রহ্ম 'এব' 'তু' ভয়ং ভয়কারণম্,  
ভয়বশাদেব স ধর্মে প্রবর্ততে ন স্বদুঃখাগং বধা বাতায়নঃ ( ২ । ১ ) ।

যখন এ ব্যক্তি অদৃশ্য, অশরীর, অনির্কটনীর, অনাধার রসস্বরূপে ভয়শূন্য হইয়া স্থিতি লাভ করে, তখন সে ব্যক্তি অভয়লাভ করে । যখনই এ ব্যক্তি ইহাতে অল্পমাত্রও পার্থক্য দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয় । যে ব্যক্তি ব্রহ্মগমনশীল নহে ব্রহ্মই তাহার ভয়ের কারণ ।

ভাব—রসস্বরূপ পরমদেব শরীরহীন, বচনীয় নহেন, নিরবলম্ব, তাঁহাতে স্থিতি লাভ

করিয়া সাধক ভরশূন্য হইল। এ স্থিতিতে জীব ও জীশ্বর এ উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র বিচ্ছেদ থাকে না, তাই কিঞ্চিদ্ভিন্ন বিচ্ছেদানুভব হইলেও সাধকে ভয় উপস্থিত হয়। একরূপ ভয়ের কারণ অবশ্য অপরাধ, কেন না অপরাধ বিনা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আর কোন কারণ নাই। যাহারা ব্রহ্মমননশীল নহে, তাহারা পাপে অবস্থিতি করে, তাই শাস্তা পরমর্দের তাহাদের ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন।

১৬। স যশ্চায়াং পুরুষে । যশ্চামাবাদিতো । স একঃ । স য এবং বিৎ । অস্মীল্লোকাৎ প্রেত্য । এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি । এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি । এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি । এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি । এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি , তদপোষ শ্লোকো ভবতি ।

যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মাণো বিদ্বান্ ন শিভেতি কুতশ্চনেতি । তৎ হ বাব ন তপতি । কিমহং সাধু নাকরবম্ । কিমহং পাপমকরবমিতি । স এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে । উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে য এবং বেদ । ইতু্যপনিষৎ । তৈ, ২।৮।২।

রসস্বরূপোহয়ং সর্বগতঃ । সর্বমিহ দৃষ্টেহপি তস্মিন্ন যদি তৈতিকত্বং বিদ্বয়তি সাধকস্তদা চরাচরেষু পশুপ্লপি তং সাক্ষাৎসংস্পর্শেন জানাতি, ভবতি চ কৃতার্থ ইত্যাহ স য ইতি । ‘স’ বোহয়ং রসস্বরূপঃ ‘পুরুষে’ জীবে, ‘যঃ চ অসৌ’ রসস্বরূপঃ ‘আদিতো’—আদিত্যইত্যপলক্ষণং চরাচরে—‘স’ ‘একঃ’ অর্থঃ । ‘স যঃ’ সাধকঃ ‘এবং বিৎ’ অর্থঃ জ্ঞানসম্পন্নঃ ‘অস্মাৎ’ ‘লোকাৎ’ ‘প্রেত্য’ ‘এতং’ পূর্বোক্তম্ ‘অন্নময়ং’ চরাচরমাত্মন্তত্ত্বং বিদ্যমানং—‘আত্মানং’ পরমাত্মানং ‘উপসংক্রামতি’ প্রবিশতি—তদাপি চরাচরেণ সংস্পর্শস্য বিদ্যমানত্বাৎ সচরাচরমেব—‘এতং’ পূর্বোক্তং ‘প্রাণময়ং’ চরাচরোক্তাবকে হৃদয়-জগতি তদন্তত্বং বিদ্যমানম্ ‘আত্মানং’ পরমাত্মানং ‘উপসংক্রামতি’ ; ‘এতং’ পূর্বোক্তং ‘মনোময়ং’ মানসরাজ্যে তদন্তত্বং বিদ্যমানম্ ‘আত্মানং’ পরমাত্মানং ‘উপসংক্রামতি’ ; ‘এতং’ পূর্বোক্তং ‘বিজ্ঞানময়ং’ জীবাত্মজগতি তদন্তত্বং বিদ্যমানম্ ‘আত্মানং’ পরমাত্মানং ‘উপসংক্রামতি’ ; ‘এতং’ পূর্বোক্তম্ ‘আনন্দময়ং’ প্রাচুর্যোগামৃতভূতময়ম্ ‘আত্মানং’ পরমাত্মানং ‘উপসংক্রামতি’ । তৎ তস্মিন্ এব অর্থে এব যোগঃ ভবতি ।

যত ইতি । বাখ্যাতং পূর্বম্ ( ৩। ৭৫পৃ ) । তত্র মনউপাধৌ প্রকাশমানসা ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শজন্তু স্পৃশমত্র তু সাক্ষাদব্রহ্মণ আনন্দসংস্পর্শ ইতি বিশেষঃ । অহং সাধু ন অকরবং কিম্ ? অহং পাপম্ অকরবং কিম্ ? ইতি তৃতকালসম্পর্কীয়কর্তব্যাকরণাকর্তব্যাকরণবিষয়কাত্মজিজ্ঞাসা তন্ম আনন্দলোক-গতং সাধকং ন পুনঃ তপতি সন্তপ্তং কৰোতি । কথং ন তপতি ? স যঃ এতে অতীতকর্তব্যাকরণ-কর্তব্যাকরণে এণমানন্দমগ্নানস্তায়াম্ অসন্তাপকে ইতি বিদ্বান্ আত্মানং স্পৃণুতে পালয়তি ততো রক্ষতি—গতেন পুনরানন্দস্য বিচ্ছেদঃ স্যাদিতি জানাৎ । উভে হি এব এতে পূর্বকৃতকর্তব্যাকরণাকর্তব্য-

করণে য এবং কেন—ত্রাণি বসন্তে ন ভাষ্যং সন্তাপঃ সংসর্গো বা ইতি—স এক আশ্রিত পুণ্ড্র  
রক্ষতি—পাপাদিবলোকোহপীতি শেবঃ । ইতি উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দরহস্যম্ ।

যিনি এই পুরুষে, যিনি এই আদিত্যে তিনি এক । যিনি এরূপ  
জানেন তিনি এ লোক হইতে গমন করিয়া এই অন্নময় আত্মায় প্রবিষ্ট  
হন, এই প্রাণময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই মনোময় আত্মাতে প্রবিষ্ট  
হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হন, এই আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট  
হন । সেই অর্থে এই শ্লোক ;—

মননহকারে বাঁধাকে না পাইয়া বাক্য বাঁধা হইতে নিরুক্ত হয়,  
ব্রহ্মের সেই আনন্দস্বরূপকে জানিয়া সাধক কিছুতেই ভীত হন না ।  
আমি কি সাধু কার্য্য করি নাই, আমি কি পাপ করিয়াছি [এ বিতর্ক]  
তাঁহাকে তাপ দেয় না, তাই তিনি এরূপ জানিয়া আত্মাকে রক্ষা  
করেন । পূর্ব্বকৃত কর্তব্যকরণ কর্তব্য অকরণ তৎসম্বন্ধে যিনি এরূপ  
জানেন তিনি আত্মাকে [পাপ হইতে] রক্ষা করেন । এইটি উপনিষৎ ।

ভাব—রসস্বরূপ পরমদেব সর্বগত । তিনি জীবে ও জগতে সর্বদা এক হইয়া স্থিতি  
করিতেছেন । জীব ও জগতে অথগুভাবে অবস্থিত রসস্বরূপের জ্ঞানলাভানন্তর সাধক  
যখন তাঁহা হইতে উৎক্রমণ করেন তখন প্রথমতঃ অন্নময়ে অর্থাৎ চরাচর সমুদায়কে  
যিনি আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিদ্যমান তাঁহাতে প্রবেশ করেন । তৎপর প্রাণময়ে  
অর্থাৎ চরাচরের উদ্ভাবক সৃষ্টজগতে, তৎপর মনোময়ে অর্থাৎ মানসজগতে, তৎপর  
বিজ্ঞানময়ে অর্থাৎ জীবজগতে, তদনন্তর আনন্দময়ে অর্থাৎ আনন্দঘন পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট  
হন । আনন্দঘন পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে সাধকের সকল-তাপনিবৃত্তি হয় । আনন্দবাদি-  
গণের পাপবোধ থাকে না, লোকের যে এই সংস্কার জন্মিয়াছে তাহার মূল এই ঐশ্বর্য  
প্রকৃতার্থ পরিগ্রহ না করা । ঐশ্বর্যে অতীতকালের ব্যবহার কেন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে  
সবিশেষ মনোবোগ না দিলে এরূপ ভ্রম হওয়া কিছু অসম্ভব নয় । ‘আমি কি সাধু কর্ণ  
করি নাই, আমি কি পাপ করিয়াছি’ এই বিতর্ক স্থলে অতীত কালের প্রয়োগ কেন  
হইল, ইহার বিচার করিলে সহজে এই বুঝায় যে, কর্তব্যের অন্তর্ধান না করা, এবং পাপ  
করা, এই দুইটি সন্তাপের হেতু । সাধক যখন আনন্দে মগ্ন হন, তখন তাঁহাতে সন্তা-  
পের কোন কারণ থাকে না । কেন না ঈশ্বরে নিমগ্ন ব্যক্তির সাধু কার্য্য না করা বা  
পাপকার্য্য করা অসম্ভব । নিমগ্নাবস্থার পূর্বে তাদৃশ সন্তাপের কারণ ঘটয়াছিল কি না  
এরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া আর তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হয় না, কেন না তখন তিনি  
বুঝিতে পারিয়াছেন অনিমগ্নাবস্থা অন্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদৃশ সন্তাপের কারণও

বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন তাঁহার এই বস্তু যে জীবনে আর কখন অনিমগ্নাবস্থা উপস্থিত না হয়, নিরন্তর এই বস্তু থাকতেই তিনি অগুমাত্র বিচ্ছেদ সহ করিতে পারেন না ।

১৭। স যশ্চায়ং পুরুষে । যশ্চাসাবাদিতো । স একঃ ।  
স য এবংবিৎ । অস্মাল্লোকং প্রেত্য । এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ।  
এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য । এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ।  
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য । এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য । ইম্যালোকান্ কামান্নী ভবতি কামরূপানুসংকরন্ । এতৎ সাম গায়মাস্তে । হাতবু হাতবু হাতবু । অহমন্নঃ অহমন্নঃ অহমন্নম্ । অহমন্নাদোহহমন্নাদোহহমন্নাদঃ । অহংশ্লো১ককৃদহংশ্লো১ককৃদহংশ্লো১ককৃৎ । অহমগ্নি প্রথমজা স্মৃতাশ্চ । পূৰ্ব্বং দেবেভ্যোহমৃতশ্চ নাভ্যায়ি । যো মা দদাতি সইদেব মাভবাঃ । অহমন্নমন্নদন্তমাশ্নি । অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাংত । স্ববর্ণজ্যোতীঃ । য এবং বেদ । ইতু্যপনিষৎ । তৈ ৩। ১০ ।

১৭। 'সোমুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' (৪। ১১) ইত্যেতদ্বিপণোতি স ব ইতি । স যশ্চায়মিতিাদি পূর্ববৎ । আনন্দময়মুপসংক্রম্য 'কামান্নী'—কামতোহন্নমতেতি 'কামান্নী', 'কামরূপী'—কামতো রূপাণ্যতেতি কামরূপী 'ইমান্' ভূরাণীন লোকান্ 'অনুসংকরন্' বিচরন্ 'এতৎ' 'সাম' 'গায়ন্' 'আস্তে'—'হাবু হাবু হাবু' অহো অহো অহো—'অহম্ অন্নম্, অহম্ অন্নম্'—ন মধ্যাতি-রিত্বং ভোগ্য কিমপাতি বিবরণার্থে: পূর্বরূপত্বাৎ; 'অহম্' 'অন্নানঃ', 'অহম্ অন্নানঃ', 'অহম্ অন্নানঃ'—ন মধ্যাতিরিক্তে ভোক্তাপি কতিদন্তি পরাধাপ্রকৃতিত্বাৎ; 'অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ, অহং শ্লোককৃৎ'—শ্লোক সংঘাতে—সংঘাতকৃৎ—দেহাদিসংঘাতকারণম্; 'অহম্ স্বতন্ত' সত্যত্ব মূর্ত্যামূর্ত্যাত্ম জগতঃ 'প্রথমজঃ' হিরণ্যগর্ভঃ, 'দেবেভ্যঃ পূর্বম্', 'অমৃতশ্চ'—'পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি' (৩। ১১) ইতি অমৃতশ্চ পরব্রহ্মণঃ 'নাভিঃ'—'অনেন জীবেনান্নান্নপ্রবিজ্ঞ নামরূপে ব্যাকর-বাণি' (১২। ১০) ইতি—মধ্যদেশঃ অভিব্যক্তিস্থানম্ । যঃ 'মা' মাং—দরিত্রৈরেকত্বপ্রাপ্তং—'দদাতি' প্রযচ্ছতি, স 'ইৎ' ইৎম্ এব মাং 'আবাঃ' অবতি—দরিত্রৈরক্ষণেন সত্রক্ষণং ভবতি, 'আবা ইতি লোণ-মধ্যপূর্বৈকবচনং পৌনঃপুন্তেভ্যেবং সর্বব্যাক্ষ্যানেষু নিপাত্যত ইত্যবতীতি ব্যাক্ষাতম্' ইতি টীকাকৃতং । দরিত্রেষ্টাঃ পুনরদৃষ্টা ভোক্তাভে—'মাং' মৎস্বরূপম্ অন্নম্ 'অদন্তঃ' জনম্ অহম্ অন্নস্বরূপম্ 'অগ্নি' ভোজয়ামি নামগ্নায়ি রূপান্তরতাং প্রাপয়ামি । কথমংগং ভবতি ? 'অহং বিশ্বং ভুবনম্' 'অভি-ভবাম্' 'অভিভবামি'—সর্বং মধ্যশে ইতি হেতোঃ । কেবলং নাভিভবামি কিত্তি—'স্ববর্ণজ্যোতিঃ'—সুবঃ সূর্য্যঃ ন ইব সূর্য্য ইব জ্যোতিঃ একালঃ অহম্—অভিভবনমেক পুনঃপ্রকাশকারণম্ । অন্নানন্দ-স্বরূপৈকত্বাৎ স্বার্থ্যো জীবে যদ্বাদ্যসীৎ সানর্থাৎ অষ্ট্ৰব্যতিরিক্ত তত্তদেব সর্বাভ্যুতাপ্রাপ্তে সাধকে সমুদেভীতি—'য এবং বেদ' ইতু্যপসংহারবচনেন দর্শয়তি—'যঃ এবংবেদ' স তাদৃক্ কলং লভতে ইতি 'উপনিষৎ' রহস্তম্ ।

যিনি এই পুরুষে তিনি এই আদিত্যে, তিনি একা । যিনি একরূপ জানেন তিনি এ লোক হইতে গমন করিয়া এট অন্তরায় প্রবিষ্ট হইয়া, এই মনোময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এট আনন্দময় আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া, এট সকল লোকে কামান্নী কামরূপী হইয়া বিচরণপূর্বক এই সাম গান করিতে থাকেন—  
অহো অহো অহো, আগি অন্ন আগি অন্ন আমি অন্ন, আমি অন্নভোক্তা  
আমি অন্নভোক্তা আমি অন্নভোক্তা, আমি সংঘাতের কারণ আমি  
সংঘাতের কারণ আমি সংঘাতের কারণ, আমি সত্যের প্রথমজ্ঞ,  
দেবতাগণের আদি, আমি অমৃতের নাভি, যে আমাকে দেয়, সেই  
আমাকে রক্ষা করে, আমি অন্ন, অন্নভোজনকারীকে ভোজন করি ।  
আমি বিশ্বকে অভিভব করি । আগি সুবর্ণজ্যোতি । যে ব্যক্তি একরূপ  
জানে [ সেই এইরূপ হয় ] । এইটী উপনিষৎ ।

ভাব—আনন্দে প্রবিষ্ট জীব সম্পন্ন হয় । সম্পন্ন হইয়া সে আদি জীব সহ এক হইয়া  
পরব্রহ্ম সহ সকল ভোগের বিষয় ভোগ-করে । এই একাত্মতা কি তাহাই এখানে সাম  
গানে বিবৃত হইয়াছে । জীব ভোক্তা, অন্ন ভোগ্য । সৃষ্টিকালশাল্য করিবার পূর্বে  
ভোগ্য বিষয় এবং ভোক্তা অবিকল্প ভাবে স্থিতি করে । পরব্রহ্ম জীবসহকারে আত্মাদিতে  
প্রবেশপূর্বক নামরূপ ব্যক্ত করিলে ওবে তাহাদের বিভক্তাবস্থা উপস্থিত হয় । বধন  
বিষয় ও বিষয়ীর একরূপ বিভাগ হয় নাই, তখনকার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সামগানে উল্লিখিত  
হইয়াছে—আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন, বিভক্তাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—  
আমি অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা, অন্নভোক্তা । জীবের অনুপ্রবেশে দেহাদি সংঘাত উপস্থিত  
হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—আমি সংঘাতের কারণ, আমি সংঘাতের  
কারণ, আমি সংঘাতের কারণ । সূর্য্যমূর্ত্ত সমুদায় জগৎ সত্য—সেই সত্য জগতের  
প্রথমজ্ঞ—হিরণ্যগর্ভ তিনি, সূতরাং বস্তুপ্রভৃতি সকল দেবগণের তিনি আদি । অমৃ-  
তের নাভি—সকলের অভিব্যক্তিস্থান পরব্রহ্মের মধ্যদেশ । যে আমাকে দেয়—এই  
সম্পন্নশীল আপনাকে দরিত্রগণের সহিত এক করিয়া বলিতেছেন, যে আমাকে দেয় সেই  
আমাকে রক্ষা করে । আমি অন্ন, অন্নভোজনকারীকে ভোজন করি—অন্নরস দ্বারা  
তাহার কৃপাসত্ত্বরতা সাধন করি । আমি বিশ্বকে অভিভব করি—আত্মবশে স্থাপন করি ।  
সুবর্ণ জ্যোতি—কেবল রূপাসত্ত্বরতা সাধন করিয়া আত্মবশে স্থাপন করি তাহা নহে  
স্বর্ঘ্যের দ্বায় জ্যোতিয়ান্ করি । আনন্দস্বরূপের সহিত একত্রে স্রষ্টৃব্যবর্তীত জীবের  
সৃষ্টির পূর্বে যে সকল সামর্থ্য ছিল সেই সকল সামর্থ্য প্রকাশ পায় ।

୧୮ । ମ ଏତେନ ପ୍ରାଞ୍ଜେନାନ୍ତନାନ୍ମାଲୋକାଦୁତ୍କ୍ରମ୍ୟାୟୁଷ୍ମିନ୍ ସ୍ବର୍ଗେ  
ଲୋକେ ସର୍ବୀନ୍ କାମାନାମ୍ଭାୟତଃ ସମଭବଂ ସମଭବଂ । ଐ ୫ । ୧୮ । ୩ ।

ନ ହି ଜୀବୋ ଜାତୁଚିତ୍ତଂ ପରାନ୍ତନାମାଲିକ୍ଷିତସ୍ଥିତିତୀହ ପରତ୍ର ବାନେନ ତତ୍ର ବୃତାର୍ଥତା । ଅତଃପଞ୍ଚ—‘ମ’  
ପାରୀର ଆତ୍ମା ( ୩ । ୧ [ ୧୯୩ ] ) ବାସଦେବୋ ବା ‘ଏତେନ’ ‘ପ୍ରାଞ୍ଜେନ’ ‘ଆନ୍ତନା’ ଜୀବପରିବର୍ତ୍ତା ‘ଆନ୍ତା’  
‘ନୋତା’ ‘ଓତ୍କ୍ରମା’ ‘ଭୟସ୍ମିନ୍ ସ୍ବର୍ଗେ ଲୋକେ’ ‘ସର୍ବୀନ୍ କାମାନ୍’ ‘ଆତ୍ମା’ ଶ୍ରୀମା ‘ଭୟତଃ’ ବ୍ରହ୍ମନମ୍ପଃ  
‘ସମଭବଂ’ । ଯଦା ବାସଦେବସ୍ତାତ୍ତବଂ ତଦା ବ୍ରହ୍ମବିଦୋଃସ୍ତତ୍ତାମି ।

ସେହି ଶାରୀର ଆତ୍ମା ଏହି ପ୍ରାଞ୍ଜଆତ୍ମାଦ୍ୱାରା [ ଆଲିକ୍ଷିତ ହଇଁ ] ଏଲୋକ  
ହଇଁତେ ଓତ୍କ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ସମୁଦାୟ କାମନାର ବିଷୟ ଲାଭ-କରତ ଅମୃତ ହୟ  
ଅମୃତ ହୟ ।

ଭାବ—ଜୀବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମାତ୍ମାକର୍ତ୍ତ୍ତ୍ୱକ ଆଲିକ୍ଷିତ ହଇଁ ସ୍ଥିତି କରେ । ପରଲୋକେ  
ଗମନକାଳେ ସେହିରୂପ ଅବସ୍ଥାତେହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେ ।

୧୯ । ଇୟମେବର୍ଗାଗ୍ନିଃ ସାମ ତଦେତଦେତନ୍ତ୍ରାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମାଦୃଚ୍ୟା-  
ଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ଗୀୟତେ ଇୟମେବ ସାହଗ୍ନିରୟନ୍ତଃ ସାମ ।

ଅନ୍ତରାୟମେବର୍ଗାଗ୍ନିଃ ସାମ ତଦେତଦେତନ୍ତ୍ରାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମାଦୃଚ୍ୟା-  
ଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ଗୀୟତେ ଅନ୍ତରାୟମେବ ସା ବାୟୁରୟନ୍ତଃ ସାମ ।

ଦ୍ୟୌରେବର୍ଗାଦିତ୍ୟଃ ସାମ ତଦେତଦେତନ୍ତ୍ରାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମାଦୃଚ୍ୟା-  
ଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ଗୀୟତେ ଦ୍ୟୌରେବ ସାହସ୍ତାଦିତ୍ୟୋଽୟନ୍ତଃ ସାମ ।

ନକ୍ଷତ୍ରାଣ୍ୟେବର୍ଚ୍ଚ ଚକ୍ରମାଃ ସାମ ତଦେତଦେତନ୍ତ୍ରାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମା-  
ଦୃଚ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ଗୀୟତେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣ୍ୟେବ ସା ଚକ୍ରମା ଅୟନ୍ତଃ ସାମ ।

ଅଥ ଯଦେତଦାଦିତ୍ୟାନ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳଂ ତାଃ ସୈବର୍ଗ୍ୟଂ ସମ୍ବୀଳଂ ପରଃ କୃଷ୍ଣଂ ତଂ  
ସାମ ତଦେତଦେତନ୍ତ୍ରାୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମାଦୃଚ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ ସାମ ତନ୍ମାଦୃଚ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟଂ  
ସାମ ଗୀୟତେ ।

ଅଥ ଯଦେତଦାଦିତ୍ୟାନ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳଂ ତାଃ ସୈବ ସାହସ୍ତ ସମ୍ବୀଳଂ ପରଃ  
କୃଷ୍ଣଂ ତଦୟନ୍ତଃ ସାମାଥ ଯ ଏସୋଽନ୍ତରାଦିତ୍ୟୋ ହିରଣ୍ୟଃ ପୁରୁଷୋ ଦୃଶ୍ୟତେ  
ହିରଣ୍ୟାନ୍ତ୍ରାହିରଣ୍ୟକେଶ ଆପ୍ରଣଥାଂ ସର୍ବି ଏବ ସ୍ତବର୍ଗଃ ।

ତନ୍ତ୍ରା ଯଦା କପ୍ୟାସଂ ପୁଂସ୍ତ୍ରୀକମେବମକ୍ଷିଣୀ ତନ୍ତ୍ରାଦିତି ନାମ ମ ଏବ  
‘ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ପାପମ୍ଭ୍ୟା ଉଦିତ ଉଦିତି ହ ବୈ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ପାପମ୍ଭ୍ୟୋ ସ  
ଏବଂ ବେଦ ।

তস্মাক্ চ সাম চ গেফৌ তস্মাদুগীষন্তস্মাহেবোদনার্হৈতন্ত চি  
গাতা স এষ যে চামুস্মাং পরাকৌ লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং  
চেতাধিদৈবতম্ । ১—৮ ।

অথাধ্যাত্মং বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেতস্মাম্চাধ্যাত্মং সাম তস্মা-  
দৃচাধ্যাত্মং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোহমন্তং সাম ।

চক্ষুরেবর্গাজ্জা সাম তদেতদেতস্মাম্চাধ্যাত্মং সাম তস্মাদৃচাধ্যাত্মং  
সাম গীয়তে । চক্ষুরেব সাহ্মস্মামন্তং সাম ।

শ্রোত্রমেবর্গ্ মনঃ সাম তদেতদেতস্মাম্চাধ্যাত্মং সাম তস্মাদৃচা-  
ধ্যাত্মং সাম গীয়তে । শ্রোত্রমেব সা মনোহমন্তং সাম ।

অথ যদেতদক্ষঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যম্লীলং পরঃ কৃষ্ণং তং সাম  
তদেতদেতস্মাম্চাধ্যাত্মং সাম তস্মাদৃচাধ্যাত্মং সাম গীয়তে অথ  
যদেবৈতদক্ষঃ ভাঃ সৈব সাহ্মথ যম্লীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমন্তং সাম ।

অথ যএষোহস্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তং সাম তদুক্ষং  
তদাজুস্তদ্রক্ষা তস্মৈতস্মা তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেফৌ  
তৌ গেফৌ যম্মাম তম্মাম ।

স এষ যে চৈতস্মাদর্শাকৌ লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামানা-  
ক্ষেতি তদাইমে বীণায়াং গায়ন্তোতং তে গায়ন্তি তস্মান্তে দনসনয়ঃ ।

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্বাভৌ স গায়তি সোহমুনৈব  
স এষ যে চামুস্মাং পরাকৌ লোকাস্তাত্শ্চাপ্রোতি দেবকামাত্শ্চ ।

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্শাকৌ লোকাস্তাত্শ্চাপ্রোতি মনুষ্য-  
কামাত্শ্চ তস্মাদু হৈবংবিদুদ্যাতা ক্রয়াং ।

কং তে কামমাগায়ানীতোষ হেব কামাগানস্তেষ্টে য এতদেবং  
বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি । ১—৯ । ছা, ১ । ৩ । ৬ । ৭ ।

বিদ্যাবল্যামূলীখোপাসনা নামোপাসনা চ বিহিতা । তদুৎসবজ্যোপস্তু তদুৎসবজ্যোপস্তু  
ইয়মিতি । 'ইয়ং' পৃথিবী' এবং 'কক্', 'অগ্নিঃ' সাম' । 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' অগ্ন্যাখ্যং সাম 'এতৎ'।  
পৃথিব্যাম্, 'কচি' 'অধ্যাত্ম' উপরিভাবেন হিতম্ । 'তস্মাৎ' 'সামনৈঃ' কচি 'অধ্যাত্মঃ' 'সাম' 'গীয়তে' ।  
'ইয়ং' পৃথিবী 'সাম' 'অগ্নিঃ' 'মমঃ' 'তৎ' তস্মাৎ উত্তরযোগাৎ 'সাম' ।

'অভ্যুদয়' এবং 'কক্' 'বায়ুঃ' 'সাম' 'তৎ' তস্মাৎ 'এতৎ' বায়্বাখ্যং সাম 'এতসাম' অভ্যুদয়ঃ ।



ধারাম্ 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'অন্তরিক্' এব 'স' 'বাহুঃ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'দোঃ' এব 'ক' 'আদিত্যঃ' 'সাম' । 'তন্মাৎ' 'এতৎ' 'আদিত্যাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'দ্বিবি' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'জ্যেঃ' এব 'স' 'আদিত্যঃ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'নক্ষত্রাদি এব 'ক' 'চক্ষুঃ' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'চক্ষুঃ' 'আখাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'নক্ষত্রাধারাম্' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'নক্ষত্রাদি এব 'স' 'চক্ষুঃ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'অথ যৎ এতৎ' 'আদিত্যাস্য' 'শুরুঃ' 'ভাঃ' 'স' এব 'ক' । 'অথ যৎ' 'নীলং' 'পরঃ' 'কৃষ্ণঃ' 'পবোহতি' 'শরেন' 'কাঞ্চাৎ'—'বগৌ' 'দূরৈরেকান্তসমাধানেন' 'শুভ্রমানং'—'তৎ' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'কাঞ্চাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'শুরুদীপ্ত্যাম্' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' ।

'অথ যৎ এব এতৎ' 'আদিত্যস্য' 'শুরুঃ' 'ভাঃ' 'স' এব 'স' । 'অথ যৎ' 'নীলং' 'পরঃ' 'কৃষ্ণঃ' 'তৎ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

অথ য এব অন্তরাদিত্যো—ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ( ৩ । ৭ ) । ইতি অধিষ্টেবতম্ ।

'অথ অধ্যাক্ষম্' । 'বাক্' এব 'ক' 'প্রাণঃ' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'প্রাণাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'বাকি' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'বাক্' এব 'স' 'প্রাণঃ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'চক্ষুঃ' এব 'ক' 'আজ্ঞা' 'চক্ষুঃ' 'ভিত্তঃ' 'চারাজ্ঞা' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'আজ্ঞাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'চক্ষুরাধ্যাক্ষম্' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'চক্ষুঃ' এব 'স' 'আজ্ঞা' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'শ্রোত্রম্' এব 'ক' 'মনঃ' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'মনাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'শ্রোত্রাধ্যাক্ষম্' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'শ্রোত্রম্' এব 'স' 'মনঃ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

'অথ যৎ এতৎ' 'অক্ষঃ' 'চক্ষুঃ' 'শুরুঃ' 'ভাঃ' 'স' এব 'ক' । 'অথ যৎ' 'নীলং' 'পরঃ' 'কৃষ্ণঃ' 'তৎ' 'সাম' । 'তৎ' তন্মাৎ 'এতৎ' 'কাঞ্চাৎ' 'সাম' 'এতন্তাৎ' 'শুরুদীপ্ত্যাম্' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' । 'তন্মাৎ' 'সামগৈঃ' 'কচি' 'অধূঢ়ম্' 'সাম' 'গীরতে' । 'অথ যৎ এব এতৎ' 'অক্ষঃ' 'শুরুঃ' 'ভাঃ' 'স' এব 'স' । 'অথ যৎ' 'নীলং' 'পরঃ' 'কৃষ্ণঃ' 'তৎ' 'অমঃ' । 'তৎ' তন্মাৎ উভয়যোগাৎ 'সাম' ।

অথ যএরোহন্তরক্ষিণি পুরুষঃ ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ( ৩ । ৮ ) ।

'অথ যঃ' 'এতৎ' 'এবং' 'বিধান্' 'সাম' 'গীরতি' । 'উভৌ'—'চাক্ষুষম্' 'আদিত্যং' 'চ'—'স' 'গীরতি' । 'স' 'অমুন্য' 'আদিত্যপুরুষেণ' এব 'যে চ' 'অমুন্য' 'আদিত্যাৎ' 'পরাকঃ' 'উক্তহাঃ' 'লোকাঃ' 'তান্' 'লোকান্' 'চ' 'দেবকামান্'—'স' এব 'আদিত্যে' ।

'অথ' 'অমেন' এব 'চাক্ষুষপুরুষেণ' 'যে চ' 'এতন্মাৎ' 'আদিত্যাৎ' 'অর্কাকঃ' 'অর্কগণতাঃ' 'অথহাঃ' 'লোকাঃ' 'তান্' 'লোকান্' 'মনুষ্যকামান্' 'চ' 'আদিত্যে' । 'তন্মাৎ' 'কারণাৎ' 'পূবঃ' 'উপাভাৎ' 'এবং' 'জ্ঞাৎ'—

'হে' 'বজ্রমনি' । 'ভে' 'তব' 'কং' 'ভানিৎ' 'দৈবং' 'মামুকং' 'বা' 'আগারানি' ইতি । 'হি' 'বস্মাৎ' 'য' 'এতৎ' 'এবং'—

বিধান্ 'সাম' 'গায়তি', ন 'এব' উল্লগাতা 'কামাগানস্য' উল্লগানেন 'ইষ্টে' সমর্থঃ কামঃ সম্পাদয়িতুম্।  
সাম. গায়তি সাম গায়তি ইতি বিকৃতিঃ সমাপ্তার্থা।

এই পৃথিবীই ঋক্ অগ্নি সাম, তাই অগ্ন্যাখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্মই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সামগান করিয়া থাকেন। এই পৃথিবী সা অগ্নি অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

এই অন্তরীক্ষই ঋক্ বায়ু সাম, তাই বায়ু আখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত, তজ্জন্মই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। অন্তরীক্ষ সা, বায়ু অম, তাই [এই উভয়যোগে] সাম।

এই দ্যুলোকই ঋক্ আদিত্য সাম, তাই আদিত্যাখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্মই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। দ্যুলোক সা, আদিত্য অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

নক্ষত্র সকল ঋক্ চন্দ্রমা সাম। তাই চন্দ্রমা আখ্য সাম ঋকে উপরিভাবে স্থিত। তজ্জন্মই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম গান করিয়া থাকেন। নক্ষত্র সকল সা, চন্দ্রমা অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম।

অনন্তর এই যে আদিত্যের শুক্রদীপ্তি সেই ঋক্, অনন্তর এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই সাম, তজ্জন্মই সামগগণ এই শুক্রদীপ্তিরূপ ঋকে উপরিভাবে স্থিত এই কৃষ্ণবর্ণাখ্য সাম গান করিয়া থাকেন। এই যে আদিত্যের শুক্রদীপ্তি তাই সা, এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই অম, তাই [এই উভয় যোগে] সাম। এই যে আদিত্যমধ্যে হিরণ্য পুরুষ দৃষ্ট হন ইনি হিরণ্যশুশ্রু হিরণ্য, কেশ, আনগাগ্র নিখিল সুবর্ণ, কপির উপবেশনাক্ষ সদৃশ লোহিত পদ্মের মত তাঁহার দুই চক্ষু তাঁহার নাম উৎ। তিনি সকল পাপের উর্দ্ধে উদ্ভিত হইয়া আছেন। যিনি এইটি জানেন তিনি সকল পাপের উর্দ্ধে উদ্ভিত।

ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ (এন্ডি) দ্বয় তজ্জন্ম (উৎ নাম ও গেষদ্বয়ের জন্ম) তিনি উল্লীধ। এই উৎ নাম যিনি গান করেন তিনি তজ্জন্ম উল্লগাতা। এই আদিত্যের উর্দ্ধে যে সকল লোক আছে সেই সকল

লোকের অনির্ভাভদেবগণের অভিলষিত বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন ।

অনন্তর অধ্যাত্ম । বাকই ঋক প্রাণ সাম এই ঋকে উপরি ভাবে স্থিত সাম । তাই সামগগণ ঋকে উপরি ভাবে স্থিত প্রাণাখ্য সাম গান করিয়া থাকেন । বাকই সা, প্রাণ অম, তাই [ উভয় যোগে ] সাম ।

চক্ষুই ঋক মন সাম, এই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম । তাই সামগগণ ঋকে উপরিভাবে স্থিত মন আখ্য সাম গান করিয়া থাকেন । প্রোক্তই সা মন অম । তাই [ উভয়যোগে ] সাম ।

অনন্তর এই চক্ষুর শুক্ল দীপ্তি সেইটী ঋক্, অনন্তর এই যে নীল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ তাই সাম । এই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম । তাই ঋকে উপরিভাবে স্থিত সাম [ সামগগণ ] গান করিয়া থাকেন । অনন্তর এই চক্ষুর শুক্ল দীপ্তি সেইটী সা, অনন্তর এই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ সেইটি অম, তাই [ এ উভয় যোগে ] সাম ।

অনন্তর এই চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষকে দেখা যায় তিনিই সেই ঋক্ তিনিই সেই সাম, তিনিই সেই উকথ । তিনি সেই যজু তিনিই সেই বেদভয় । এই পুরুষের যে রূপ এই পুরুষের সেই রূপ, এই পুরুষের যে ঐন্দ্রিয় এই পুরুষের সেই ঐন্দ্রিয়, যে নাম সেই নাম, এই আদিত্যের অধোভাগে যে সকল লোক আছে সেই সকলের অধিবাসী মনুষ্যগণের অভিলষণীয় বিষয়সমূহ ইনি নিয়মিত করেন । বাঁহারা বীণাযোগে গান করেন তাঁহারা তাঁহাকেই সজ্জন করেন এবং তাঁহারা ধন লাভ করেন ।

অনন্তর যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া গান করেন তিনি চাক্ষুষ পুরুষ এবং আদিত্য উভয়কেই স্থান করেন । তিনি এই আদিত্য পুরুষের মধ্যে আদিত্যের উর্দ্ধস্থ যে সকল দেবকাম লোক সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন !

অনন্তর এই চাক্ষুষ পুরুষ দ্বারা আদিত্যের অধঃস্থ যে সকল মনুষ্যকাম লোক সেই সকল লোক প্রাপ্ত হন ।

একমুখই উদ্যাত্য বলিলেন, হে ব্রহ্মসান, তোমার দেব কা মনুষ্য

কামনা গান করিব । যে ব্যক্তি এই কামনা জানিয়া গান করেন তিনি [ স্বজ্ঞমানের ] অভিলষিত সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন ।

ভাব—ঈশ্বর বিনা কোন দেবতার সামর্থ্য নাই যে কলবিধান করেন, তাই এখানে কি আদিত্যপুরুষ কি চাক্ষুষ পুরুষ উভয়েতে পরমাত্মার আধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে ।

২০ । ত্রয়ো হোদগীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিত্যনো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদগীথে বৈ কুশলাঃ শ্বে হস্তোদগীথে কথ্যং বদাম ইতি ।

তথ্যেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাঃ বগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোবাচং শোষ্যামীতি ।

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিত্যনং দাল্ভ্যমুবাচ হস্ত ভা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছতি হোবাচ ।

কা সান্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্ত্র কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্ত্র কা গতিরিত্যম্মিতি হোবাচাম্মস্ত্র কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ।

অপাং কা গতিরিত্যমৌ লোক ইতি হোবাচ, মনুষ্যলোকস্ত্র কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্থাবতু হি সামেতি ।

তত্শ্চ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিত্যনং দাল্ভ্যমুবাচাপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্ভ্য সাম যন্তেতর্হি ত্রয়াম্মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মুর্দ্ধা তে বিপতেদিতি ।

হস্তাহমেতদ্বগবন্তো বেদানীতি বিদ্বীতি হোবাচামুষ্যলোকস্ত্র কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতি নয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্থাবতু হি সামেতি ।

তত্শ্চ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচানুববৈ কিল তে শালাবত্য সাম যন্তেতর্হি ত্রয়াম্মুর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মুর্দ্ধা তে বিপতেদিতি হস্তাহমেতদ্বগবন্তো বেদানীতি বিদ্বীতি হোবাচ । ১—৮ ।

অস্ত্র লোকস্ত্র কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা

ইমানি ভূতান্য়াকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যন্তঃসন্ত্যাকাশো  
হৈবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ।

স এষ পরোবরীয়ানুদগীথঃ স এসোহনন্তঃ পরোবরীয়ো হান্ত  
ভবতি পরোবরীয়সোহ লোকান্ জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরো-  
বরীয়াৎসমুৎগীথমুপাস্তে ।

তৎ হৈতমতিদ্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্তোবাচ বাবন্ত  
এনং প্রজায়ামুদগীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মি'ল্লোকে  
জীবনং ভবিষ্যতি ।

তথামুস্মি'ল্লোকে লোক ইতি স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে  
পরোবরীয় এব হান্ত্যস্মি'ল্লোকে জীবনং ভবতি তথামুস্মি'ল্লোকে  
লোক ইতি লোকে লোক ইতি । ১। ৪। ছা, ১। ৩। ৮। ২।

উচ্চাচ্চ তরঃ পরাং পরতরো লোকো বিদ্বতে, তদধিগম্যোপায়মাহাখ্যানমুখেন তর ইতি । 'হ'—  
ঐতিহ্যে । 'শালাবত্যঃ' শলাবতোহপত্যং 'শিলকঃ' 'চৈকিতারনঃ' চৈকিতারনস্তাপত্যং 'দাল্ভ্যঃ',  
জীবলস্তাপত্যং 'জৈবলিঃ' 'প্রবাহণঃ' ইতি 'ত্রয়ঃ' 'উদগীথে' উদগীথজ্ঞানং প্রতি 'কুশলাঃ' নিপুণাঃ  
বভূবুঃ । 'তে' পুনঃ 'উচুঃ' 'বরম্' উদগীথে বৈ 'কুশলাঃ স্মঃ' । 'হন্ত'—বাক্যান্তে—'উদগীথে'  
উদগীথবিষয়ে 'কথাং' 'বদামঃ' ইতি ।

'তথা ইতি' পুনঃ উক্তা 'তে সমুপবিসন্তঃ' কিল । 'স' 'প্রবাহণঃ জৈবলিঃ' পুনঃ 'উবাচ'—'ভগ-  
বন্তো' পুঞ্জো 'অথৈ' 'বদতাম্' । কথম্ ? 'বদতোঃ' প্রশ্নোত্তররূপেণ ভবতোঃ ব্রাহ্মণয়োঃ—অমুরোক্ত  
তু কত্রিঃ ব্রাহ্মণয়োঃ ইতি বিশেষণসামর্থ্যাৎ—'বাচং' 'শ্রোতামি' ইতি হেতোঃ ।

'স' পুনঃ 'শালাবত্যঃ' 'চৈকিতারনং দাল্ভ্যম্' 'উবাচ'—'হন্ত' 'হা' 'হাম্' 'পৃচ্ছানি' ইতি । স  
দাল্ভ্যঃ পুনঃ 'উবাচ'—'পৃচ্ছ' ।

'সায়ঃ কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ পুনঃ 'উবাচ'—'স্বঃ' ইতি । 'স্বরস্ত কা গতিঃ' ইতি  
প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ পুনঃ 'উবাচ'—'প্রাণঃ' ইতি । 'প্রাণস্ত কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ  
উবাচ—'অন্নম্' । 'অন্নস্ত কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ 'উবাচ'—'আপঃ' ইতি ।

'অপাং কা গতিঃ' ইতি প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ 'উবাচ'—'অর্দ্রো লোকঃ' ইতি । 'অমুষ্য' লোকস্ত  
কা গতিঃ' ৩তি প্রশ্নঃ । স দাল্ভ্যঃ পুনঃ 'উবাচ'—'বর্গঃ লোকম্' 'অতি' অতীত্য 'ন সাম' 'ন যেনং' ইতি ।  
যয়ং সাম 'বর্গঃ লোকম্' 'অতি' 'সংব্রাহ্মণ্যম্'—'বর্গলোকপ্রতিঃ' সাম জানৌম ইত্যর্থঃ । 'হি' বন্ধাৎ  
সাম 'অর্গসংস্তাৎ'—'এর্গস্বেন সংস্তবনং যন্ত তৎ' ।

তৎ পুনঃ 'চৈকিতারনং দাল্ভ্যঃ' 'তে' ভব 'সাম' 'অপ্রতিষ্ঠিতং' কিল, 'বৈ'—'দ্বাগমস্ত' আরকঃ ।  
'যঃ' তু 'এওহি' এতস্মিন্ কালে অনধিকুঃ সন্ 'ত্রয়াৎ'—'মূর্ছা' 'তে' ভব 'বিগতিব্যতি' ইতি 'তে' ভব  
'মূর্ছা' বিাত্তং' ইতি নাং তথা ব্রবীমি, অতো ন তে মূর্ছা পতিতঃ ।

এবমুক্তো দাল্ভ্য আহ—'হন্ত', 'অহং' 'ভগবন্তঃ' 'এতৎ'—'বৎপ্রতিষ্ঠিতং' সাম তৎ—'বেদমি'

জানারি। স শালাবতাঃ শিলকঃ পুনঃ উবাচ—‘বিক্টি’ ইতি। এবমমুমতস্ত দাল্ভ্যস্ত এষঃ—অমুখা মনুয্যালোকস্ত কা গতিঃ’ ইতি। স শিলকঃ পুনঃ উবাচ—‘অন্ন লোকঃ’ ইতি। ‘অন্ন লোকস্ত কা গতিঃ’ ইতি এষঃ। স শিলকঃ পুনঃ উবাচ—‘প্রতিষ্ঠাং সারঃ’ প্রতিষ্ঠাভূতম্ ‘ইমং লোকম্’ ‘অতি’ অতীত্য ‘সাম ন নরেষ’—বাগদানাদিভিরক্ত মনুয্যালোকস্ত পরিপূটেঃ। ‘বয়ং সাম’ ‘প্রতিষ্ঠাম্’ ‘ইমং লোকম্’ ‘অতিসংস্থাপরামঃ’। ‘হি’ যস্মাৎ ‘সাম’ ‘প্রতিষ্ঠাসংস্থাবম্’—প্রতিষ্ঠাঞ্জন সংস্কৃতম্।

‘তৎ’ শালাবতাঃ শিলকং ‘প্রবাহণঃ জৈবলিঃ’ উবাচ—‘অন্তবৎ’ ‘বৈ’ ‘কিল’ ‘তে’ তব ‘সাম’। যঃ তু অদহিক্—‘এতর্হি’ এতস্মিন্ কালে ‘জরাৎ’—‘বৃদ্ধা’ ‘তে’ তব ‘বিপত্তিযাতি’ ইতি, ‘বৃদ্ধা’ ‘তে’ তব ‘বিপত্তেৎ’ ইতি। শিলকঃ পুনঃ উবাচ—‘হস্ত অহম্’ এতৎ ভগবন্তঃ ‘বেদানি’ ইতি। স জৈবলিঃ পুনঃ উবাচ—‘বিক্টি’ ইতি।

এবমমুমতস্ত শিলকস্য এষঃ—অস্য লোকস্য কা গতিঃ ইতি ব্যাখ্যাতনু (১।৯)।

‘ভম্’ ‘এভম্’ উদকীথং ‘শৌনকঃ’ শুনকস্যাপত্যম্ ‘অতিথবা’ ‘উদরশাণ্ডিল্যার’ শিব্যার ‘উজ্জ্বা’ ‘উবাচ’—‘এনম্’ উদকীথং ‘তে’ তব ‘প্রজায়াং’ প্রজাসমূহেহু সন্ততঃ ‘বাবৎ’ ‘বেদিযাত্তে’ জাস্যন্তে, ‘তাবৎ’ ‘এভ্যঃ’ প্রজাভ্যঃ ‘পরোবরীরঃ’ উত্তরোত্তরবিশিষ্টং ‘জীবনঃ’ ‘তবিষাতি’ অস্মিন্ লোকে।

‘তথা’ অস্মিন্ লোকে’ ইতি। স যঃ অধুনাপি এতম্ উদকীথম্ এবং বিদ্বান্ উপান্তে অস্য পুনঃ পরোবরীরঃ জীবনং ভবতি অস্মিন্ লোকে তথা অস্মিন্ লোকে ইতি। লোকে লোকে ইতি দ্বিকৃতিক্রমদ্ব্যোপাস্তিসংস্কার্য।

শালাবতের অপত্য শিলক, চিকিতায়নেরের অপত্য দাল্ভ্য, জীবলের অপত্য জৈবলি প্রবাহণ এই তিন জন উদকীথ-জ্ঞানে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা উদকীথ-জ্ঞানে কুশল, আহুত উদকীথের বিষয়ে কথা বলি। আচ্ছা এই বলিয়া তাঁহারা উপবেশন করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, মহাভাগদয়, আপনারা দুই জনে অগ্রে বলুন, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কথাই শ্রবণ করিব। শালাবতের অপত্য শিলক, চিকিতায়নেরের অপত্য দাল্ভ্যকে বলিলেন, অহো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

শিলক—সামের গতি কি ? দাল্ভ্য—স্বর।

শিলক—স্বরের গতি কি ? দাল্ভ্য—প্রাণ।

শিলক—প্রাণের গতি কি ? দাল্ভ্য—অন্ন।

শিলক—অন্নের গতি কি ? দাল্ভ্য—জল।

শিলক—জলের গতি কি ? দাল্ভ্য—ঐ লোক।

শিলক—ও লোকের গতি কি ? দাল্ভ্য—স্বর্গলোক। সামকে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে না। আমরা সামকে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত করিব। কারণ স্বর্গরূপে স্তবনই সাম।

শালাবতের অপত্য শিলক চিকিতায়নের অপত্য দালুভকে বলিলেন, হে দালুভ, তোমার সাম অপ্রতিষ্ঠিত। এ সময়ে কেহ যদি অসহিষ্ণু হইয়া বলে, তোমার মস্তক নিপতিত হউক, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে। আমি দেরূপ বলিতেছি না, তাই তোমার মস্তক পতিত হইল না।

একথা শুনিয়া দালুভ বলিলেন, অহো, মহাভাগের নিকট হইতে সাম কিসে প্রতিষ্ঠিত জানিতে চাই।

দালুভ—ও লোকের গতি কি? শিলক—এই লোক।

দালুভ—এ লোকের গতি কি? শিলক—প্রতিষ্ঠাভূত এ লোককে অতিক্রম করিয়া সাগকে লইয়া যাইবে না। আমরা সামের প্রতিষ্ঠাভূত এই লোককে প্রতিষ্ঠিত করিব। কারণ সাম প্রতিষ্ঠার স্তবম।

জীবনের অপত্য জৈবলি প্রবাহণ বলিলেন, হে শালাবতের অপত্য শিলক তোমার সাম অস্ববৎ। এ সময়ে সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া বলে, তোমার মস্তক নিপতিত হউক, তোমার মস্তক নিপতিত হইবে। অহো, এটি মহাভাগ হইতে জানিতে চাই। তিনি বলিলেন, জানুন।

শিলক—এ লোকের গতি কি? জৈবলি প্রবাহণ—আকাশ। কেন না আকাশ হইতে এই সমুদায় ভূত উৎপন্ন হয়, আকাশেই অন্তর্গমন করে, আকাশ এ সকল হইতে মহত্তম, আকাশ ইহাদিগের আধার।

সেই এই আকাশ গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদ্বীথ, সেই এই আকাশ অনন্ত। যে ব্যক্তি এইটি জানিয়া গুণে উৎকৃষ্ট, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন উদ্বীথের উপাসনা করেন, পর পর তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন হয়, পর পর তিনি উৎকৃষ্ট লোক জন্ম করেন।

শুনকের অপত্য অতিথিয়া শিষ্য উদরশাণ্ডিলাকে এই উদ্বীথ বলিয়া বলেন, তোমার সমুত্তিগণ যত দিন এই উদ্বীথকে জানিবে তত দিন তাহাদিগের ইহলোকে এবং পরলোকে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট জীবন হইবে। যে ব্যক্তি এখনও এই উদ্বীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করিবে তাহার ইহ পরলোকে পর পর উৎকৃষ্ট জীবন হইবে।

ভাব—উদ্যতত্ব বলিতে গিয়া এখানে বেদান্তের অতি গভীরত্ব উদঘাটিত হইল। বেদান্তপ্রবর্তনার পূর্বে অন্তবতের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত ছিল, বেদান্ত সেই অন্তবতের উপাসনা পরিহার করিয়া অনন্ত পরাত্মার সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছেন। অন্তবতের উপাসনার ফল অন্তবৎ, সুতরাং সেকালে সে সকল উপাসকের গতি অন্তবিশিষ্ট ছিল। বেদান্ত অনন্ত সর্বতঃ স্বতঃ প্রকাশমান আকাশকে পরমাত্মসত্তারূপে উপস্থিত করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমিক উন্নতিশীল গতির প্রবর্তনা করিয়াছেন।

২১। অথ হৈনং গাহপত্যোহনুশশাস পৃথিব্যাগ্নিরমমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্সমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্ত্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিতৃশ্চলোকেহমুদ্রিতৃশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে। ১।২।

অথ হৈনমব্ধাহার্যাপচনোহনুশশাস্যাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্সমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্ত্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিতৃশ্চলোকেহমুদ্রিতৃশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে। ১।২।

অথ হৈনমাবনীয়োহনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যাদিত্য এব বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি স এবাহমস্মীতি।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেহপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্সমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি নাস্ত্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিতৃশ্চলোকেহমুদ্রিতৃশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে। ১।২।

তে হোচুরূপকোসলৈষা সোম্য তেহস্মদ্বিদ্যাস্ত্রবিদ্যা চার্চাৰ্য্যস্ত তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্তাচার্য্যস্তমাচার্য্যোহভ্যবাদোপকো-সলত ইতি।

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বানুশশাসেতি কো নু মনুশিষ্যাভ্যো ইতি হাপেব নিহ্নুতে ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতি হাগ্নীনভ্রাদে কিং নু সোম্য কিল তেহবোচস্মিতি।



ইদমিতি হ প্রতিজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য ভেহোচ-  
স্বহস্ত তে তদক্ষ্যামি যথা পুরুষপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবং-  
বিদি পাপং কৰ্ম্য ন শ্লিষ্যত ইতি ত্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ  
হোবাচ । ১—৩ ।

য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃত-  
মভয়মেতদব্রজেতি তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিকন্তি বস্ত্রানী  
এব গচ্ছতি ।

এতৎ সংযয়াম ইত্যচক্ষত এতৎ হি সর্বাণি বামান্যভিসংযন্তি  
সর্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ।

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্বাণি বামানি নয়তি সর্বাণি  
বামানি নয়তি য এবং বেদ ।

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্কেষু লোকেষু ভাতি সর্কেষু  
লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ।

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্জব্যং কুর্ত্তি যদি চ নার্চিসমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চি-  
ষোহহরকু আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ যদুদঙ্তেতি মাসাত্-  
স্তান্মাসেনভ্যঃ সংবৎসরত্ সংবৎসরাদিত্যমাদিত্যাক্রমসং চন্দ্র-  
মসৌ বিদ্যুতং তৎপুরুষোহমানবঃ ।

স এতান্ ব্রহ্ম গময়তোয দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্য-  
মানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে । ১—৩ ।

ছা, ৪ : ৬ । ১১—১৫ ।

‘অথ’ ‘অনন্তরং’ প্রত্যেকং স্বাবিষয়াং বিদ্যাং বক্তুমারেভিরে । তত্রাতৌ ‘এনং’ ব্রহ্মচারিণঃ  
‘গাহ’গত্যঃ অগ্নিঃ ‘অমূলশাস’ । ‘পৃথিবী, অগ্নিঃ, অন্নং, আদিভ্যাঃ’ ইতি—যম চতস্রস্তনব ইতি শেবঃ ।  
‘তত্র’ ‘আদিত্যে’ ‘বঃ এব পুরুষঃ’ ‘দৃশ্যতে’ স ‘অহং অগ্নি’ গাহ’গত্যোহগ্নিঃ স এবাহংমানিত্যে  
পুরুষোহস্মি ইতি ।

‘স বঃ’ ‘এবং’ বিধান্ ‘এভং’ গাহ’গত্যগ্নিম্ ‘উপান্তে’ স ‘পাপকৃত্যঃ’ পাপকৰ্ম্ম ‘অপহতে’ অপ-  
হতি, ‘লোকী’ লোকবান্ ‘ভবতি’, ‘সর্কং’ বর্ষণতম্ ‘আহুঃ’ ‘এতি’ আগ্নোতি, ‘জ্যোত্’ উজ্জ্বলং ‘জীবতি’,  
‘অস্য’ বিদ্যুৎ ‘অবরপুরুষাঃ’ অবরতনপুরুষাঃ পুত্রপৌত্রাদয়ঃ ‘ন ক্রীযতে’ । ‘বঃ’ ‘এবং’ ‘বিধান্’ ‘এতং’  
গাহ’গত্যগ্নিম্ ‘উপান্তে’ ‘তং’ ‘বরম্’ অগ্নয়ঃ সজ্জয় ‘অগ্নিন্’ ‘চ’ ‘লোকে’ ‘অহংগ্নিন্’ চ ‘লোকে’  
‘উপভুক্তানঃ’ গালয়ানঃ ।

‘অথ’ অনন্তরম্ ‘এনম্’ উপকোসলম্ ‘অবাহার্যপচনঃ’ দক্ষিণাশিঃ ‘অমুশশাস’। ‘আপঃ দিশঃ দক্ষায়াণি চক্ষমাঃ’ ইতি চতুঃ সয় তনবঃ ।

বএব চক্ষমসি পুরুষো দৃশতে ইত্যাদিনাং ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ ।

‘অথ’ অনন্তরম্ ‘এনম্’ উপকোসলম্ ‘অবহবীরঃ’ ‘অমুশশাস’। ‘প্রাণঃ আকাশঃ’ ‘ভ্রোঃ বিহ্বাৎ’ ইতি চতুঃ সয় তনবঃ ।

‘বএব’ ‘বিহ্বাতি’ ‘পুরুষো’ ‘দৃশতে’ ইত্যাদিনাং ব্যাখ্যানং পূর্ব্ববৎ ।

তে পুনঃ সজুয় উচুঃ হে সোম্য উপকোসল, এষ তে তব ‘অশ্বাশ্বিনা’ অগ্নিবিদ্যা আত্মবিদ্যা চ—পূর্ব্বোক্তা (৩। ১৫) ‘প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম’ ইতি চ। ‘আচাৰ্য্যঃ’ তু ‘তে’ তুভ্যং ‘গতিং বক্তা’—বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে ইতি। অস্মা আচাৰ্য্যঃ আজগাম এবাসাৎ। ‘তম্’ উপকোসলম্, ‘আচাৰ্য্যঃ’ ‘অভূবাদ’—‘উপকোসলঃ’ ইতি।

‘হে ভগবঃ’ ভগবন্ ইতি পুনঃ স ‘প্রতিশুশ্রাব’—আদরপ্রার্থনাবচনং প্রতিজ্ঞাপ্রাহ। আচাৰ্য্য আত্ম—হে ‘সোম্য’, ‘ব্রহ্মবিদঃ মধ্যম্ ইব তে’ ‘মুখং’ ‘ভাতি’। ‘কো হু’ ‘বা’ ‘ভাম্’ ‘অমুশশাস’ ইতি। উপকোসলঃ—ভো আচাৰ্য্য, ‘কো হু’ ‘মা’ ‘মাম্’ ‘অমুশিবাৎ’ ইতি চ ‘অগ্নিনিহুতে’ ‘ইব’—ইবশব্দেন দোষাত্মক—দৃশতে ন তু বক্তৃত্যোঃ অগ্নিনিহুতে। কথম্? ইমে অগ্নয়ঃ নুনম্ ‘ঈদৃশাঃ’ আচাৰ্য্যবৎ উপদেশযোগাঃ সন্তঃ স্বংসরিষৌ ‘অজ্ঞাদৃশাঃ’ উপদেশযোগা ইতি হ স ‘অগ্নীন্’ ‘অত্মায়ে’ উক্তবান্, তেষামুপদেশে ন্যূনতাতি—‘আচাৰ্য্যস্ত তে গতিং বক্তা’ ইতি তৈরুক্তত্বাৎ। এবমেবোক্তমন্তথা নিহ্বাতিপ্রায়ে সতি তমেবচাৰ্য্যোহবোধনিতি চেৎ ন পুনরয়ং পৃচ্ছৎ—কিং হু ‘তে’ অগ্নয়ঃ, হে সোম্য, ‘অবোচন্’ ‘কিল’ ইতি।

উপকোসলঃ—‘ঈদম্’ ইতি ‘হ প্রতিজ্ঞে’—অগ্নিভিষ্মহুস্তং তৎ নিবেদিতবান্। বরসি চেৎ ন নিখিলং তচ্ছুস্তং তেন নিবেদিতম্, তথা সতি ন পুনরাচাৰ্য্যোণোচ্যতে—‘লোকান্’ ‘বাব’ ‘কিল’ ‘তে’ অগ্নয়ঃ, হে ‘সোম্য’, ‘অবোচন্’ ইতি। তত্রৈদং বিবেচ্যম্—প্রাণ্যতেন যচ্ছ্যচেত স লোকঃ। অগ্নিভিঃ ‘কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম’ ইতি প্রাণ্যতেনোক্তং ব্রহ্ম ন তু গতিত্বেন সা হ্যাচাৰ্য্যোণৈব বক্তব্য—‘অর্জিব মেবাসি সন্তবন্তি’ ‘স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি’ ইত্যাদিভিরিতি তৈরতিশ্রেয়তম্। অজ্ঞাহাশ্বিনিবিদ্যাশ্ব-বিদ্যা চেতুঃশরমত্রোন্নিখ্য ন তৈরুচ্যতে ‘আচাৰ্য্যস্ত তে গতিং বক্তা’ ইতি। ইতরাং সাধুজয়গ্নিভি-ষ্মহুস্তং তন্নিবেদিতবানিতি। ‘অহং তু’ ‘তে’ ‘তুভ্যং’ ‘তং’ অমুক্তং ‘বক্ষ্যামি’। মরোচ্যমানস্য মাহাত্ম্যম্—‘বখা’ ‘পুরুষপলাশে’ পদ্বপত্রে ‘আপঃ’ ‘ন স্নিবাতে’ স্নিষ্টা ভবন্তি, ‘এবম্’ ‘এবংবিদি’ তাদৃশজ্ঞানবতি ‘পাপং’ কর্ম ‘ন স্নিবাতে’ ইতি। উপকোসলঃ—‘মে’ মহ্যং ‘ভগবান্ ত্রীতী’ ইতি। ‘তত্ৰৈ’ উপকোসলায় পুনঃ আচাৰ্য্যঃ ‘উবাচ’ :—

বএবোহন্ধিপি পুরুষো দৃশতে ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ (৩। ১৬)।

গতিরূচ্যতে অশ্বতি। ‘অথ’ ‘বৎ’ যদি পুনঃ এব ‘অগ্নিন্’ এনংবিদি ‘শবাস্’ শবকর্ম্ম সংক্রিয়াং ‘কুরুতি’ ‘বদি চ ন’ কুরুতি অস্তিজঃ, ‘অর্জিবম্’ ‘অর্জিবভিমানিনাং দেবতাম্’ ‘অভিসম্ভবন্তি’ প্রতিপ-দ্যন্তে পরেতাঃ—তদপ্যায়নেন প্রাকটঃ ভজন্তীত্যাধুনিকাঃ; ‘অর্জিদে’ ‘বতারাঃ’ ‘অহঃ’ অহরভিমা-নিনাং দেবতাম্, ‘অহুঃ’ ‘আপূর্ধ্যামাপকং’ শুক্লপক্ষং তদভিমানিনাং দেবতাম্, ‘আপূর্ধ্যামাপকং’ শুক্লপক্ষাৎ ‘বান্’ বগ্নাসান্ ‘উদঙ্’ উত্তরাং দিশম্ ‘এতি’ সবিতা ‘ভান্’ ‘মাসান্’ উত্তরায়ণাভিমানিনাং দেবতাম্, ‘মাসেসডঃ’ তেভ্যঃ ‘সংবৎসরম্’—সংবৎসরমিহলোকসম্বন্ধঃ ন অহতীত্যাধুনিকাঃ, অহরায়ঃ প্রাকটামুকুলকাল ইতি চ তে—‘সংবৎসরাৎ’ ‘মাদিতাম্’, ‘মাদিত্যাং’ ‘চক্ষমনং’, ‘চক্ষমনঃ’

‘বিদ্যাত্মক’—অভিসম্ভবতীতি শেবঃ। ‘তৎপুরুষঃ’ বিদ্যাত্মকঃ পুরুষঃ ‘অমানবঃ’ ন মানবঃ শেবঃ।  
 বুদ্ধিতে পুনরর্থকরণি—‘ইগ্রানন্দিত্তমারক্ষদগ্নিঃ নাকস্যা পৃষ্ঠাদ্ধিবমুৎপতিবান্। তথৈব প্রভাতি নতসো  
 জ্যোতিঃসোমানংবর্গঃ গহ্বাঃ সুকৃতে দেববার্হিঃ ॥’ (১৮ কা, ৪অনু, ১৪৬ক্) ইতি। তদুক্তেরনং প্রপঞ্চঃ।  
 ‘ন’ বৈদ্যুতঃ পুরুষঃ ‘এতান্’ পরেতান্ ‘ব্রহ্ম’ গময়তি’ প্রাপয়তি। ‘এষ দেবপথঃ’—বৈবেরজি-  
 রাতিজিহ্বলাক্ষতো মার্গঃ, ‘ব্রহ্মপথঃ’ গন্তব্যোন ব্রহ্মণা উপলক্ষিতো মার্গঃ। ‘এতেন’ পথা ‘প্রতিপত্ত-  
 মানাঃ’ পরেতাঃ ‘ইমং মানবং’ মনুষ্যস্থানম্, আমনোঃ প্রবর্ত্তনানম্, অথবা মানবশব্দোত্তরেণাধিতঃ  
 মানবস্বস্থিনং মনুষ্যালোকসম্পর্কীণম্ ‘আবর্ত্তং’ চক্রবক্রগুরুপাত্তরলোকলোকোত্তরগরিজমণং ‘ন’ ‘আব-  
 র্ত্তন্তে’—বক্রপেপাবস্থানং। (৪। ৩। ১—১৫)।

অনন্তর ইহাকে, উপকোসলকে, গার্হপত্যাগ্নি অনুশাসন করিলেন, পৃথিবী অগ্নি অন্ন আদিত্য, [ আমার ] তনু। এই আদিত্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইহার (গার্হপত্যাগ্নির) উপাসনা করে সে ব্যক্তি পাপ কর্ম বিনষ্ট করে সে লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে। উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ (পুত্র পৌত্রাদি) ক্ষয় পায় না। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহাকে (গার্হপত্যাগ্নিকে) উপাসনা করে তাহাকে আমরা (অগ্নিত্রয়) ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি। অনন্তর ইহাকে দক্ষিণাগ্নি অনুশাসন করিলেন, জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্রমা [ আমার তনু ]।

এই চন্দ্রমাতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইহার (দক্ষিণাগ্নির) উপাসনা করে সে ব্যক্তি পাপকর্ম বিনষ্ট করে, লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় পায় না। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহাকে (দক্ষিণাগ্নিকে) উপাসনা-করে তাহাকে আমরা (অগ্নিত্রয়) ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি।

অনন্তর ইহাকে আহবনীয়াগ্নি অনুশাসন করিলেন প্রাণ, আকাশ, ছলোক ও বিদ্যুৎ [ আমার তনু ]। এই বিদ্যুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনি আমি। তিনি আমি এইরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি ইহার (আহ-বনীয়াগ্নির) উপাসনা করে, সে ব্যক্তি পাপকর্ম বিনষ্ট করে, লোকবান্ হয়, বর্ষশত জীবিত থাকে, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করে, ইহার অধস্তন পুরুষগণ ক্ষয় পায় না। আমরা (অগ্নিত্রয়) তাহাকে ইহলোকে পরলোকে রক্ষা করি।

তঁাহারা ( অগ্নিত্রয় ) বলিলেন, হে সোম্য উপাসক, তোমার আমরা আত্মবিদ্যা ( অগ্নিবিদ্যা ) বলিলাম, আচার্য্য তোমায় গতি বলিবেন । এই কথা শুনিয়া তিনি আচার্য্যসন্নিধানে আগমন করিলেন ! আচার্য্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, উপকোশল !!

তিনি উত্তর দিলেন মহাভাগ ।

সোম্য, ব্রহ্মবিদের স্থায় যে তোমার মুখ দেখাইতেছে, কে তোমাকে অনুশাসন করিলেন ?

উপকোশল—অহো আচার্য্য, আমার কে অনুশাসন করিবেন ! এ কথা বলিয়া যেন তিনি গোপন করিলেন, [ বস্তুতঃ ] ইঁহারা ঈদৃশ হইয়াও যেন ঈদৃশ নন, অগ্নিত্রয়ের সম্বন্ধে তিনি এই কথা বলিলেন । আচার্য্য—হে সোম্য, তঁাহারা তোমায় কি বলিলেন ?

উপকোশল—এই কথা বলিলেন ।

আচার্য্য—হে সোম্য, লোক সকলের কথা তঁাহারা বলিয়াছেন, আমি তোমায় [ সেই কথা ] বলিব, যাগ জানিলে পত্নপত্রে যেমন জল স্নিষ্ট হয় না তেমনি তাহাতে পাপকৰ্ম্ম স্নিষ্ট হয় না ।

উপকোশল—অহো মহাভাগ, আমায় সেই কথা বলুন ।

আচার্য্য বলিলেন, এই চক্ষুতে যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি আত্মা । এই আত্মতত্ত্বই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম । সেই এই অন্ধি প্রদেশে যদি স্মৃত বা জল সেচন করা যায়, চক্ষুর পাতায় পঁহুছায় ( চক্ষুর মধ্যে নহে ) ।

এই পুরুষকে ‘সংযছাম’ বলে, কারণ সকল প্রকার ( বাস ) শোভন বিষয় এই পুরুষকে প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এইটি জানেন সকল প্রকার শোভন বিষয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ।

এই পুরুষই বামনী, কারণ ইনি সৰ্ব্বপ্রকার শোভন বিষয় ( জীবকে ) পাওয়ান । যে ব্যক্তি এইটি জানেন, তাঁহাকে সৰ্ব্বপ্রকার শোভন বিষয় ( ইনি ) পাওয়ান ।

এই পুরুষই ভামনী, কারণ সকল লোকে ইনি দীপ্তি পান । যে ব্যক্তি এইটি জানেন তিনি সৰ্ব্বলোকে দীপ্তিমান ।

অনন্তর যদি [ ঈশ্বর জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ] [ কেহ ] সংকার করেন বা না করেন ইনি অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহ, অহ হইতে স্কন্ধপক্ষ, স্কন্ধপক্ষ হইতে সেই ছয় মাস যে ছয় মাস উত্তর দিকে সূর্য্য থাকেন, ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্যকে আদিত্য হইতে চন্দ্রবাত্তে, চন্দ্রবাত্ত হইতে বিদ্যুৎকে, সেই বিদ্যুৎস্থ পুরুষ মানব নন ( দেব ) ।

তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্ম [ সরিধান্নে ] লইয়া যান । এটি দেবপঞ্চ ব্রহ্মপঞ্চ । উচ্চাতে গিয়া গনুয্যাসম্পর্কীয় আবর্জন করে না ।

ভাব—এখানে উপকোশলসম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা :—সত্যকাম জাবাল সসীপে উপকোশল ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতি করেন এবং দ্বাদশবর্ষ তাঁহার অগ্নিপরিচর্যা করেন । তিনি অত্রাত্ম শিষ্যাগণের সমাবর্তন করেন, উপকোশলের সমাবর্তন করেন না । আচার্য্যপত্নী আচার্য্যকে বলিলেন, তপোনিরত ব্রহ্মচারী নিপুণ তাসহকারে অগ্নির পরিচারণা করিল, অগ্নিগণ তাহাকে ব্রহ্মে পদেশ করিলেন না, তুমি ইহাকে উপদেশ দান কর । তিনি উপদেশ না দিয়া প্রবাসে গেলেন । উপকোশল ব্যানিপ্রযুক্ত অনশন করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে আচার্য্যপত্নী বলিলেন ব্রহ্মচারী, আহার কর, আহার করিতেছ না কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, এ ব্যক্তি বহু বিবিধ কামনা, নানাপ্রকার বিঘ্ন, ব্যাধিতে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আহার করিব না । অনন্তর অগ্নিব্রহ্ম বলিতে লাগিলেন তপোনিরত ব্রহ্মচারী নিপুণতাসহকারে আমাদের পরিচারণা করিয়াছে, ইহাকে আমরা বলিব । তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম প ব্রহ্ম । তিনি উত্তর দিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম এ কথা আমি জানি, কিন্তু ক প ব্রহ্ম জানি না । তাঁহারা বলিলেন, কও যা খও তা, খও যা কও তা । প্রাণই সূক্ষ্মরূপ আকাশ, ইহাই তাঁহারা ইহাকে বলিলেন ।

এখানে কবিশেষণে খ উক্ত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকে ওঁকারের সহিত এক করিয়া লওয়া হইয়াছে ( ১০৪পৃষ্ঠা দেখ ) । বিশেষ ব্যাখ্যাও সেইখান প্রদত্ত হইয়াছে ।

এই ব্রহ্মোপদেশের পর অগ্নিগণ তাঁহাদিগের আত্মবিদ্যা ( অগ্নিবিদ্যার ) যে উপদেশ দিলেন তাহাতে এই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই অগ্নিগণ সহ পৃথিব্যাদি লোক সংযুক্ত, পৃথিব্যাদিও তাঁহাদিগের মূর্ত্তি, তাঁহাদিগের পরিচারণায় এই সকলের পরিচরণা হয়, এবং এই সকল লোকে অগ্নিগণ সেই পরিচরণাশীল ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন । এই পরিচরণা দ্বারা কি গতি হয় তাহাই এখানে বর্ণিত হইয়াছে । এ গতি মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি মুখ্য, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাই সূক্ষ্মরূপ আকর্ষণোপন ব্রহ্মের উপাসনা অগ্নিগণ উপদেশ করিয়াছেন । আচার্য্য শোভা-সৌন্দর্য্যের আকর্ষণব্রহ্মের উপাসনা তৎসংযুক্ত করিয়াছেন । অগ্নিগণ যে বলিয়াছেন, আমরা

সকল লোকে উপাসককে রক্ষা করি, এ রক্ষা যে পরমাত্মাধীন তাহা অল্পোপাসনার সঙ্গে পরাশ্রয়োপাসনা সংযুক্ত হওয়াতেও অনায়াসে যুক্তিতে পারা যাইতেছে ; এবং যেদ হইতে বেদান্তের কি প্রকারে সমাগম হইয়াছে, তাহাও দৃঢ়তর হইতেছে । আকাশরূপী সমুদায় লোককে পরাশ্রয় স্বরূপে বিলীন করিয়া এই কার্য্য যে সাধিত হইয়াছে তাহা এখানে সুস্পষ্ট ।

২২। শ্বেতকেতুর্হারণেয়ঃ পাক্কালানাম্ সমিতিমেয়ায়তত্ হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারা নু ত্বাশিষং পিতা ইত্যানু হি ভগব ইতি ।

বেথ যদিতোহপি প্রজ্ঞাঃ প্রযন্তীতি ন ভগব ইতি, বেথ যদা পুনরাবর্তন্তাঃ ইতি ন ভগব ইতি ; বেথ পথোদৈবযানস্ত পিতৃযাণস্ত চ ব্যাবর্তনাঃ ইতি ন ভগব ইতি ।

বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতাঃ ইতি ন ভগব ইতি ; বেথ যথা পঞ্চখ্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি ।

অথ নু কিমনুশিষ্টোহবোচথা যো ভীমানি ন বিদ্যাৎ কথংনো-  
হনুশিষ্টো ব্রবীতেতি স হায়ন্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায় তত্ হোবাচহননু-  
শিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাশিষমিতি ।

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং  
বিবর্ত্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদেতানবদো যথ'হমেবাং  
নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যৎ কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ।

স তু গোতমো রাজ্ঞোহর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ চ প্রাপ্ত'হাচ'ককার স  
হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তত্ হোবাচ মানুষস্ত ভগবন্ গোম  
বিন্দস্ত বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তণৈব রাজন্ মানুষং বিন্দ  
যামেব কুমারস্তান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ক্রহীতি ।

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব তত্ হ চিরং বসেত্যজ্ঞাপয়াক্কার তত্  
হোবাচ যথা মা ত্বং গোতমাহবদো যথেষ্ম প্রাক্ ত্বতঃ পুরা বিদ্যা

ତ୍ରାକ୍ଷଗାନ୍ ଗଚ୍ଛତି ତନ୍ମାତୁ ଶର୍ବେଷୁ ଲୋକେଷୁ କ୍ରତୁ ଶ୍ଚୈବ ପ୍ରାଶାମନମହୁ-  
ଦିତି ତନ୍ମୈ ହୋବାଚ । ୧—୭ ।

ଅମୌବାବ ଲୋକେ ଗୌତମାଗ୍ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱାଦିତ୍ୟା ଏବ ସମିଦ୍ରଶ୍ୟାୟୋ ଧୂମୋ-  
ହରର୍ଚ୍ଚିଷ୍ଟଚକ୍ରମା ଅହାରା ନକ୍ରତ୍ରାଣି ବିଷ୍ଠୁଲିଙ୍ଗାଃ ।

ତନ୍ମିମ୍ନେତନ୍ମିମ୍ନଗ୍ନୌ ଦେବାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ଜୁହ୍ବତି ତଦା ଆହତେଃ ସୋମୋ  
ରାଜା ସମ୍ଭବତି । ୧ । ୧ ।

ପର୍ଜ୍ଜନ୍ତୋ ବାବ ଗୌତମାଗ୍ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱା ବାୟୁରେବ ସମିଦବ୍ରଂ ଧୂମୋ ବିଦ୍ୟୁ-  
ଦର୍ଚ୍ଚିରଶନିରହାରା ହ୍ରାଦୁନୟୋ ବିଷ୍ଠୁଲିଙ୍ଗାଃ ।

ତନ୍ମିମ୍ନେତନ୍ମିମ୍ନଗ୍ନୌ ଦେବାଃ ସୋମଂ ଗ୍ରାଜ୍ଞାନଂ ଜୁହ୍ବତି ତତ୍ତ୍ୱା ଆହତେ-  
ର୍ବର୍ବଂ ସମ୍ଭବତି । ୧ । ୨ ।

ପୃଥିବୀ ବାବ ଗୌତମାଗ୍ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱାଃ ସଂବଂସର ଏବ ସମିଦାକାଶୋ ଧୂମୋ  
ରାତ୍ରିରର୍ଚ୍ଚିର୍ଦିଶୋଽହାରା ଅବାନ୍ତରଦିଶୋ ବିଷ୍ଠୁଲିଙ୍ଗାଃ ।

ତନ୍ମିମ୍ନେତନ୍ମିମ୍ନଗ୍ନୌ ଦେବା ବର୍ଷଂ ଜୁହ୍ବତି ତତ୍ତ୍ୱା ଆହତେରମଂ  
ସମ୍ଭବତି । ୧ । ୨ ।

ପୁରୁଷୋ ବାବ ଗୌତମାଗ୍ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱା ବାପେବ ସମିଦଂ ପ୍ରାଣୋ ଧୂମୋ ଜିହ୍ବା-  
ର୍ଚ୍ଚିଷ୍ଟଚକ୍ରମାହାରାଃ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ବିଷ୍ଠୁଲିଙ୍ଗାଃ ।

ତନ୍ମିମ୍ନେତନ୍ମିମ୍ନଗ୍ନୌ ଦେବା ଅମଂ ଜୁହ୍ବତି ତତ୍ତ୍ୱା ଆହତେରେତଃ  
ସମ୍ଭବତି । ୧ । ୨ ।

ସୋଷା ବାବ ଗୌତମାଗ୍ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱା ଉପସ୍ତ୍ର ଏବ ସମିଦାଦୁପମନ୍ତ୍ରୟତେ ସ  
ଧୂମୋ ସୋନିରର୍ଚ୍ଚିର୍ଗନ୍ତଃ କରେତି ତେହାରା ଅଭିନନ୍ଦା ବିଷ୍ଠୁଲିଙ୍ଗାଃ ।

ତନ୍ମିମ୍ନେତନ୍ମିମ୍ନଗ୍ନୌ ଦେବା ରେତୋ ଜୁହ୍ବତି ତତ୍ତ୍ୱା ଆହତେର୍ଗର୍ଭଃ  
ସମ୍ଭବତି । ୧ । ୨ ।

ଇତି ତୁ ପଞ୍ଚମ୍ୟାମାହତାବାପଃ ପୁରୁଷବଚସୋ ଭବନ୍ତୀତି ସ ଉକ୍ତ୍ୱାବ୍ରତୋ  
ଗର୍ଭୋ ଦଶ ବା ନବ ବା ମାମାନନ୍ତଃ ଶୟିତ୍ୱା ସାବଦାଥ ଜାୟତେ ।

ସ ଜାତୋ ସାବଦାୟୁଷଂ ଜୀବତି ତଂ ପ୍ରେତଂ ଦିଷ୍ଠିମିତୋହଗ୍ର ଏବ  
ହରନ୍ତି ଯତ ଏଷେତୋରତଃ ସନ୍ଧୂତୋ ଭବତି । ୧ । ୨ ।

তদাইখং বিদুঃ যে চেমেহরণো শ্রদ্ধাতপ ইতু্যাপাসতে তেহর্চি-  
বমভিসম্ভবন্ত। চিমেহহরহু আপূর্যমাণপক্ষ্মাপূর্যমাণক্ষাদ্যান্ বডু-  
দঙভেতি মাসাত্ত্তান্ ।

মাসেভ্যঃ সংবৎসরত্ সংবৎসরাদাদিত্যাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্র-  
মসো বিদ্যাতং তংপুরুষোহমানবঃ । স এনান্ ব্রহ্ম গময়তোষ  
দেবযানঃ পশ্বা ইতি ।

অথ যে ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতু্যাপাসতে তে ধূমভিসম্ভ-  
বন্তি ধূমাজ্জিত্ রাত্রেপরপক্ষ্মপরপক্ষাদ্যান্ বডুদক্ষিণেতি মাসাত্ত্ত-  
স্তামৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেব  
তদেবানামমং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুসিত্বাহৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথৈত-  
মাকাশমাকাশাচ্চায়ং বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমোভূত্বাহব্রং ভবতি ।

অত্র ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবৰ্ণতি তইহব্রীহিষবা  
ওষধিবনস্পত্যস্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেহতোবৈ খলু দুর্নিশ্পতরং  
যো যো হুমমত্তি যো রেতঃ সিকতি তদুয় এব ভবতি ।

তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যতে রমণীয়াং যোনিমাপ-  
দ্যেরন্ ব্রাক্ষণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ  
কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যতে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ স্বযোনিং বা  
শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ।

অথৈতয়োঃ পথোৰ্নকতরেণ চ ন যন্তি তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদা-  
বর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্ত ত্রিযন্ত্যেতত্তৃতীয়ত্ স্থানং তেনামৌ  
লোকো ন সম্পূর্য্যতে তস্মাজ্জুগ্মেত তদেষ ল্লোকঃ ।

স্তেনো হিরণ্যস্ত সুরাং পিবত্শ্চ গুরোস্তল্লমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে  
পতন্তি চত্বারঃ পক্ষ্মশ্চাচরত্শ্চৈরিতি ।

অথ হ য এতানেবং পক্ষ্মগ্নীন্ বেদ ন স হ তৈরথাচরণ পাপ-



মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং  
বেদ ১—১০ । ছা, ৫ । ৭ । ৮—১০ । বৃ, ৮ । ২ । ১—১৬ ।

বিশেষভাবেন গতিং বক্তুঃ প্রকরণান্তঃসারভেদে বৈতকেতুরিতি । 'ত' ইতিহে । 'আরুণেয়ঃ'—  
অরুণভাপত্যম্ 'আরুণিঃ' তত্র অগত্যম্ 'আরুণেয়ঃ'—'বৈতকেতুঃ' 'পঞ্চালানাং' জনপদানাং 'সমিতিং'  
সত্যম্ 'এয়াং' আভগাম । 'তম্' আগতবস্তুং পুনঃ জীবনস্তাপহাং 'জৈবলিঃ' 'প্রবাহণঃ' 'উবাচ'—  
হে 'কুমার', 'হা' 'হাং' 'পিতা' 'অদ্বিনিবৎ' ইতি—কিমমুশিষ্টং পিত্রেত্যর্থঃ । স আহ—হে 'ভগবনঃ'  
ভগবন্, 'অমু' 'হি'—অমুশিষ্টোহস্মি—ইতি ।

রাজাহ—'বেথ' জানীয়ে 'বৎ', 'ইতঃ' অন্যান্য লোকাং 'অধি' অধীক্ষ্য 'বৎ' বত্র পরেভ্যঃ 'প্রযন্তি'  
ইতি ? স আহ—'ন ভগবঃ' ভগবন্ 'ইতি' । রাজাহ—'বেথ' জানীয়ে, 'বথা' যেন প্রকারেণ 'পুন-  
রাবর্ত্তে' প্রজাঃ ইতি ? স আহ—'ন' 'ভগবঃ' ভগবন্ ইতি । রাজাহ—'বেথ' জানীয়ে, দেবদানন্ত  
পিতৃবাণ্ড ৫ পথোঃ 'বাবৰ্ত্তনা'—কুঃ পথধরং পৃথগ্গতি ভবতীতি । স আহ—'ন ভগবঃ'  
ভগবন্ ইতি ।

'বেথ' জানীয়ে, 'বথা' যেন প্রকারেণ 'অসৌ লোকঃ' 'ন' 'সম্পূৰ্ণ্যতে' ইতি । স আহ—'ন  
ভগবঃ' ভগবন্ ইতি । 'বেথ' জানীয়ে, 'বথা' যেন প্রকারেণ 'পঞ্চম্যাং' পঞ্চমূরসংখ্যারাম্ 'আহতো'  
'আপঃ'—আহতিসাধনাঃ—'পুরুষবচনঃ' পুরুষবাচ্যাঃ 'ভবন্তি' পুরুষাখ্যাঃ লভন্ত ইত্যর্থঃ । স আহ—  
'নৈব' 'ভগবঃ' ভগবন্ ইতি ।

রাজাহ—'অথ' 'কিং' 'মু' 'হম্' 'অমুশিষ্টঃ' তৎ 'অবোচবাঃ', 'যো হি ন ইদানি বিজ্ঞাৎ', 'কথং' 'স'  
'অমুশিষ্টঃ'—অমুশিষ্টোহস্মিতি—ব্রীত ইতি । 'স' পুনঃ 'অরুণেয়ঃ' 'ক্লিষ্টহৃদঃ' 'পিতুঃ' 'অৰ্জুং'  
ভাগম্ 'এবার' গতবান্ । 'তে' পিতরং পুনঃ স 'উবাচ'—'জনমুশিষ্য' অনুশাসনম্ অকুত্বা এব 'কিন'  
'মা' মং 'ভগবান্' 'অত্রীৎ'—'হা' 'হাম্' 'অদ্বিনিবম্' অমুশিষ্টবান্ ইতি ।

'রাজস্তমজুঃ'—ক্লিষ্টহৃদঃস্বাভ্যাহারোক্তিঃ—রাজস্তাধমঃ 'মা' মাং 'পঞ্চ' 'প্রজন্' 'অপ্রাক্তোং' পৃষ্টবান্ ।  
'তেভ্যাং' ঋত্বানান্ 'একক' 'ন বিবক্তুঃ' বিশেষণার্থতো নির্ণেতুং 'ন' 'অশক্য' ন শক্তবান্ ইতি ।  
'স' পিতা পুনঃ 'উবাচ'—'তদা'—সংসরিষাবাগমনকালে—'যথা' 'হম্' 'মা' নাম্ 'এতান্' প্রজান্  
'এবদঃ' উক্তবান্ 'অসি', 'বথা' 'অহম্' 'এবাং' প্রজানাম্ 'একং' 'চ' 'ন' 'বেদ', তথা ভবান্তবদ্বিতি  
শেষঃ । যদি অহম্ ইদান্ প্রজান্ অবৈদিত্যম্ বিবিত্তবান্ অস্মি, কথং 'তে' তুভ্যাং প্রিয়ার পুত্রাঃ 'ন  
অবজাম্' উক্তবান্ অস্মি ইতি ।

'স' পুনঃ 'গৌতমঃ'—গোত্রভেদে আরুণিঃ—'রাজ্যঃ' 'অৰ্জুং' ভানম্ 'এয়াং' গতবান্ । 'প্রাপ্তার'  
সমীপোগপতার 'তৈস্মৈ' গৌতমায় 'স' রাজা 'অহ' 'ম্' অচ' 'গাং' 'চকার' অহ' 'রাককার' । 'স' গৌতমঃ  
পুনঃ 'প্রাতে' 'সভাগে' সভাগতে রাজি উদেয়ার' । স রাজা 'তৎ' গৌতমম্ উবাচ—হে 'ভগবন্'  
'গৌতম', 'মাহুত' মনুষ্যসংস্কিনো 'বিস্তৃত' 'বরং' 'কামং' 'বৃণীষাঃ' প্রার্থয়েধ্যাঃ ইতি । 'স' গৌতমঃ  
পুনঃ উবাচ—হে 'রাজন্', 'মাহুত' বিজ্ঞং 'তব এব' সত্য ইতি শেষঃ । 'কুমারস্ত' মম পুত্রস্ত 'অন্তে'  
সমীপে 'বাম্' 'এব' 'বাচম্' 'অভাববাঃ' 'তাম্' এব 'বাচং' 'যে' 'জাহি' ইতি ।

'স' রাজা পুনঃ 'কৃচ্ছ্র' কটাপতঃ 'বভূব'—ব্রাহ্মণস্তাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ । 'তৎ' ধৌতবং পুনঃ  
'চিরং' গীৰ্ধলাৎ 'বস' ইতি 'প্রাজাপত্যকার' রাজস্তবান্ । হে 'গৌতম', 'হম্' 'মা' মাং 'বথা'

‘অনরঃ’ ‘ভাসেব মা ব্রহ্ম’ ইতি, ‘ইবং’ বিদ্যা ‘ব্রহ্মঃ’ ‘জাক্’ ‘ব্রাহ্মণ্য’ ‘বর্ণা ন ব্রহ্মহতি’ ন অনরঃ, ‘ভস্মাৎ’ পুনঃ পুণ্য—ব্রহ্মসিদ্ধিঃ ভাবনাৎ—পূর্বঃ ‘সর্বৈব’ ‘লোকৈব’ ‘কৃত্ত’ ‘এব’ ‘প্রশাসনম্’ ‘অকৃত্ব’ অনরা বিত্তরা পিতৃগণা। অতঃপ্রকৃতি ব্রাহ্মণা উপেক্ষকভীতি ভাবঃ। ‘ভৈব’ গৌতমার ন ‘উদাচ’ :—

‘অসৌ লোকঃ’ ‘হ্যালোকঃ’ আকাশ ইতি বাবৎ এব, হে ‘গৌতম’, ‘অগ্নিঃ’, ‘ভক্ত’ অগ্নেঃ ‘সমিৎ’ ‘আদিতঃ’ ‘এব’ – সমিদ্ধনাৎ, ‘অগ্নয়ঃ’ ‘বৃষঃ’—ভুক্তখানাৎ, ‘অহঃ’ অর্জঃ—প্রকাশসামান্তাৎ, ‘চন্দ্রবাসঃ’ ‘অঙ্গারঃ’—অহঃ প্রথমেহতিব্যক্তেঃ আদিত্যকিরণেন চ কিরণবদ্ব্যং, বঃ : করণহীনত্বাৎ ‘নকত্রাণি’ ‘বিক্’লিঙ্গাঃ’—বিশকীর্ণত্বাৎ ।

‘ভস্মিন্’ ‘এতস্মিন্’ ‘অগ্নৌ’ দেবাসঃ—‘বা দিবি স্থিতম্’ ( ৩ - ২২ ), ইত্যন্তর্ধামাধিষ্ঠিতম্, “অনেন জীবেনাদ্ভ্যনা” ( ১২২ ) ইতি জীবেগপধানাম, মধুভ্রাক্ষণানুমোদিতমবাসিত্তরগজীবিতগতর্ধানাভ্যুত-  
স্বরূপাম্—‘অজ্ঞাঃ’ অজ্ঞাভানিতাঃ সূক্ষ্মা আপঃ—‘অজ্ঞাপূর্বকং হোমম্’দ্ব্যস্ত—‘পরঃ সেবাগ্ৰাহিত্রিসাধনং সম্পাদা জুহোতি’ ইতি তৈত্তিরীয়কাঃ পঠতি ইতি দীকাকুং—‘জুহোতি’, ‘কৃত্তাঃ’ আহতেঃ—পরিণামঃ—‘সোমঃ’ ‘রাজা’ ‘সত্ত্ববতি’ আধিরেতি “জলময়জলজন্তু গোলকত্বাৎ” ইতি সোমন্ত জলময়মশুইম্ ।  
অন্তরিকশতস্তাপ আদিত্যেন পরিবর্জিতঃ বাস্পাণ্ড ভাবযতি তৈশ্চ চন্দ্রগোলক উদ্ভূতয়ে ইতি ভবম্ ।

‘গজ্জগঃ’—বৃহদ্রূপকরণবাস্পাণিঃ—এব, হে ‘গৌতম’, ‘অগ্নিঃ’, ‘ভক্ত’ অগ্নেঃ ‘সমিৎ’ ‘গমুঃ’ ‘এব’—পুত্রোবাভাদিপ্রানলো বৃষ্টিদর্শনাৎ তৎপরিচালনেন চ বর্ষণযোগ্যত্বাৎ, ‘অজঃ’ বৃষঃ তরুণেণ প্রকাশমানত্বাৎ, ‘সিদ্ধাঃ’ ‘অর্জিঃ’ প্রকাশসামান্তাৎ, ‘অশনিঃ’ ‘অঙ্গারঃ’—‘সেহাতাঃ’শাপগমে বিরহিত-  
রসাদিক্রপেণ তৎসমানাকারত্বাৎ ‘হ্রাদ্ভয়ঃ’—গজ্জিতশব্দাঃ—‘বিক্’লিঙ্গাঃ’ বিশকীর্ণত্বাৎ ।

‘ভস্মিন্’ ‘এতস্মিন্’ ‘অগ্নৌ’ ‘দেবাসঃ’ ‘সোমং রাজানং’ বাস্পপিণ্ডং ‘জুহোতি’, ‘ভক্তাঃ’ আহতেঃ—  
পরিণামঃ—‘বর্ষঃ’ ‘সত্ত্ববতি’ ।

‘পৃথিবী এব’, হে ‘গৌতম’, ‘অগ্নিঃ’, ‘ভক্তাঃ’ পৃথিব্যাঃ তবাব্যাহায়েঃ ‘সমিৎ’ ‘সংবৎসরঃ’ ‘এব’—  
সংবৎসরেণ বর্ষণকলজ্ঞানং ব্রীহানীনাং পরিণাকাৎ, ‘আকাশঃ’ ‘বৃষঃ’—ভবৎপ্রভীমোদনত্বাৎ, ‘রাত্রিঃ’ ‘অর্জিঃ’—পৃথিবীান্তরোজগত্ভূতিবজ্রকত্বাৎ, ‘দিনঃ’ ‘অঙ্গারঃ’—উপশান্তত্বসামান্তাৎ, ‘অবাস্তুরশিশঃ’ ‘বিক্’লিঙ্গাঃ’—কুজত্বসামান্তাৎ ।

‘ভস্মিন্’ ‘এতস্মিন্’ ‘অগ্নৌ’ ‘দেবাসঃ’ ‘বর্ষঃ’ ‘জুহোতি’, ‘ভক্তাঃ’ আহতেঃ—পরিণামঃ—‘অহঃ’ ‘সত্ত্ববতি’ ।

‘পুরুষঃ এব’, হে ‘গৌতম’, ‘অগ্নিঃ’, ‘ভক্তাঃ’ পুরুষায়েঃ ‘বাক্’ এব ‘সমিৎ’—বাচা হি মুখেন  
সম্বিধাতে পুরুষঃ ন মৃতঃ, ‘প্রাণঃ’ ‘বৃষঃ’—বৃষ ইব-বৃষার্গিধনাৎ, ‘জিহ্বা’ ‘অর্জিঃ’—বাচাৎ প্রকাশক-  
ত্বাৎ, ‘চকুঃ’ ‘অঙ্গারঃ’—ভাস আভ্রত্বাৎ, ‘জোজঃ’ ‘বিক্’লিঙ্গাঃ—বিশকীর্ণত্বসামাৎ ।

‘ভস্মিন্’ ‘এতস্মিন্’ ‘অগ্নৌ’ ‘দেবাসঃ’ ‘অহঃ’ ‘জুহোতি’, ‘ভক্তাঃ’ আহতেঃ—পরিণামঃ—‘রেতঃ’ ‘সত্ত্ববতি’ ।

‘‘বোবা এব’, হে ‘গৌতম’, ‘অগ্নিঃ’, ‘ভক্তাঃ’ ‘উগতঃ’ বোবিলিঙ্গং ‘সমিৎ’—পুত্রোৎপাদনাম  
সমিদ্ধনাৎ, ‘‘বৎ’ উপমত্তরতে’ ‘স বৃষঃ’—উপমত্তরণস্য সঙ্কেতকরণস্য তদ্বিকারোক্তত্বাৎ, ‘বোনিঃ’  
‘অর্জিঃ’—ইন্দ্রনকারপ্রকাশকত্বাৎ, ‘বৎ অহঃ’করোতি’ ‘তে অঙ্গারঃ’—উপশান্তত্বসামান্তাৎ, ‘অতি-  
নন্দাঃ’ ‘বিক্’লিঙ্গাঃ—সুখান্যাপ্যুদয়ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশস্তাবত্বত্বাৎ ।

‘তস্মিন্’ এতস্মিন্ ‘করৌ’ ‘দেবাঃ’ ‘রৈতঃ’ ‘জুহোতি’, ‘তস্যোঃ’ আহতেঃ—পরিণামঃ—‘গৰ্ভঃ’ ‘সত্ত্ববতি’ ।

‘ইতি তু’ এবং তু ‘পক্ষম্যাম্’ ‘আহতো’ ‘আগঃ’—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যঃ—‘পুরুষবচসঃ’ পুরুষবাচ্যঃ ‘ভবতি’ ইতি । ‘স’ ‘উষাত্রতঃ’ গৰ্ভচর্যগানুভঃ ‘গৰ্ভঃ’ ‘দশ বা নব বা মাসান্’ ‘বাবৎ’ বাবতা বা কালেন ন্যূনাতিরিক্তেন ‘অন্তঃ’ শরিত্৷’—বাতুঃ কুকৌ—‘অথ’ অনন্তরং ‘জাগতে’ ।

‘স জাতঃ’ ‘আয়ুবৎ’ বাবৎ ‘জীবতি’ । ‘প্রত্যং’ মৃতং ‘তৎ’ ‘দিষ্টং’ নির্দিষ্টং কর্তৃমুদ্রণং লোকং এতি ‘ইতঃ’ ইহলোকাৎ ‘অগ্নয়ঃ’ ‘এব’ ‘হরতি’ । কথমগ্নয়ো হরতীতি তৎকারণমুচ্যতে—‘বতঃ’ এব’ অগ্নিত্যাঃ পক্ষত্যাঃ ‘ইতঃ’ আগতঃ’ ভগ্নকালে, বতঃ অগ্নিত্যাঃ স্পানানান্তাৎ ‘সত্ত্বতঃ’ ‘ভবতি’ ভাবস্বরূপ-পুরুষরূপেণ ।

‘যে’ গৃহস্থাঃ তৎ পক্ষাগ্নিদর্শনম্ ‘ইথং’—দ্যালোকাদাগ্নিত্যো বয়ং ক্রমেন জাতা অগ্নিস্বরূপাঃ পক্ষাগ্ন্যজ্ঞান ইত্যেবং—‘বিহুঃ’ জানীযুঃ, ‘যে চ ইমে’ ‘অরণ্যো’ অরণ্যোপলব্ধিতাঃ বানপ্রস্থাঃ বৈখানায়াঃ ‘শ্রদ্ধাতপঃ’ শ্রদ্ধৈব তপঃ শ্রদ্ধাহ্বানোরং তপঃ—তপএবামৃতভিত্তি ন তু পক্ষাগ্নিদর্শনসম্ভবমুপাসনম্—‘উপাসতে’ অমৃতভিত্তি, তে ‘অর্চিবম্’ ‘অভিসম্ভবতি’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ( ১১। ১৯ ) ।

‘অথ যে চ ইমে’ ‘গ্রামে’ গ্রামবাসিনঃ গৃহস্থাঃ পক্ষাগ্নিদর্শনানভিজ্ঞাঃ ‘ইষ্টাপূৰ্ত্তে’—ইষ্টম্, অগ্নি-হোতাদি বৈদিকং কর্ম, পূৰ্ত্তং বাপীকুণ্ডাগারাদিকরণং, ‘দণ্ডং’ বাগাদাতিরিক্তস্তলে দণ্ডিত্রাণিত্যো দানম্ ‘উপাসতে’, ‘তে’ ‘ধূমঃ’—পক্ষাগ্নিপরহারাৎ দর্শনপ্রতিরোধিনং দহমানশরীরেখং ধূমং ন তুগ্নিঃ—ধূমভিমিনিনীঃ দেবতাম্ ‘অভিসম্ভবতি’ প্রতিপদ্যন্তে, ‘ধূমাৎ’ ‘রাজিঃ’ রাজিদেবতাম্, ‘রাজ্যেঃ’ ‘অপরপক্ষং’ কৃষ্ণপক্ষং তদেবতাম্, ‘অপরপক্ষাৎ’ কৃষ্ণপক্ষাৎ ‘যান্’ বগ্নাসান্ ‘দক্ষিণা’ দক্ষিণাঃ দিশম্ ‘প্রতি’ সবিভা তাং দক্ষিণায়নভিমিনিনীঃ দেবতাম্ ‘প্রতিগজন্তে’, ‘ত এতে’ ‘সংবৎসরম্’ অতিপ্রাপ্তবতি’ ;

কিন্তুহি ‘মাসেভ্যঃ’ ‘পিতৃলোকং’ ‘পিতৃলোকাৎ’ ‘আকাশম্’, ‘আকাশাৎ’ ‘চন্দ্রবসম্’ ? কোহয়ং চন্দ্রমাসঃ ? ‘এব সোমঃ’ ‘রাজা’, ‘দেবানাং’ ‘তৎ’ ‘অয়ম্’, ‘তৎ’ সোমং ‘দেবাঃ’ ‘ভক্ষরতি’ ।

‘বেখ বথা পুনরাবর্তন্তে’ ইত্যাসা ব্যাখ্যানম্—‘তস্মিন্’ চন্দ্রমণ্ডলে ‘সম্পাতং’ পুনরবতরণকালঃ ‘বাবৎ’ ‘উষাত্রতঃ’, ‘অথ’ অনন্তরম্ ‘এতং’ বক্ষ্যমাণম্ ‘অস্থানং’ পুনঃ ‘নিবর্তন্তে’ । ‘ববেতং’ বধ্যাগতং—দহমানেন শরীরে বৎ আকাশতঃ মগমৎ তৎস্বরূপং ভূতম্—‘আকাশম্’, ‘আকাশাৎ’ বায়ুং’ প্রতিগজন্তে, ‘বায়ুঃ’ ‘ভূত্৷’ ‘ধূমঃ’ ভবতি, ‘ধূমঃ’ ভূত্৷’ ‘অত্রাং’ ভবতি—

‘অত্রাং’ ‘ভূত্৷’ ‘দেবাঃ’ ‘ভবতি’, ‘দেবাঃ’ ‘ভূত্৷’ ‘প্রাবর্ততি’ । তে ইহ মনুয্যালোকে এবমচতীর্ণাঃ ‘ত্ৰীঃ’ হব্যবাঃ ‘ওষধিবনশ্রুতঃ’ ‘তিলমাবাঃ’ ইতি ‘জাগন্তে’, ‘অন্তঃ’ ত্ৰীহিব্যবাদের অন্তঃ যন্ ‘হুনিম্’ পতরং ‘হুনিম্’ পতরম্—তৎকার একোপলুপ্তঃ—‘হুনিম্’ মগমং—ততো ন নিম্ভু মগমং ভবতি । এবং সতি পুনরুৎপাদিরূপেণ পরিণামানন্তরং নিম্ভু মগমবোধ্যাবস্থারং প্রাপ্তারাঃ—‘যঃ’ ‘যঃ’ ‘হি’ ‘অয়ম্’ ‘অতি’, তেহু চ পুনঃ ‘যঃ’ ‘রৈতঃ’ ‘সিকতি’ ‘তদুগঃ’ তদ্ব্যবঃ সম্ ‘এব’ ‘ভবতি’ পুরুষঃ ।

কেন বা নির্যমেন নিম্ভু মগমং ভবতি তদাহ তদ্বিতি । ‘যৎ’ যজ অবতরণবোগোয়ু ‘যে’ ইহ পৃথিবী-লোকে ‘রমণীচরণাঃ’ শোভনাতচরণীলাঃ আসন্, ‘তৎ’ তজ তেযু তে ‘ব্রাহ্মণ্যবোনিং’ বা ‘কজির-বোনিং’ বা ‘বৈজ্ঞবোনিং’ বা ‘রমনীয়াং’ ‘বোনিম্’, ‘অভ্যাদঃ’ কিগ্রম্, এব ‘আপহোয়ম্’ । ‘অথ’ ‘যৎ’ যজ ‘তৎ’ তদুগমবোগোয়ু যে ইহ পৃথিবীলোকে ‘কপূরচরণাঃ’ ওষধীচরণীলাঃ আসন্ তে ‘বোনিং’ শূকরবোনিং ‘চণ্ডালবোনিং’ বা ‘কপূর্যঃ’ ‘বোনিম্’, ‘অভ্যাদঃ’ কিগ্রম্, এব ‘আপহোয়ম্’ ।

“বেদে বচনো লোকো ন সম্পূর্যতে” ইত্যুক্ত ব্যাখ্যানং।—‘অথ’ ‘এতরোঃ পথোঃ’ দেবযানপিতৃ-  
 ষাপনার্গরোঃ ‘ন-কতরেন’ একতরেন অন্ততরেন চ ‘ন যতি’ ন গচ্ছতি যে ‘তানি ইমানি’ ‘জায়ত’  
 ‘ত্রিয়বেতি’ ‘অসকৃদাবর্তীনি’ পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিতানি ‘জুহোণি’ ‘ভূতানি’ কীটপতঙ্গাণীনি ভবতি ।  
 ‘এতৎ তৃতীয়াং স্থানং’ মার্গব্রহ্মপৃথক্স্থানং । ‘ভেন’ হুনিঅপতত্তরদ্বাদিকারণেন ‘অথানো’ ‘লোকো’ ন  
 ‘সম্পূর্যতে’ । তন্নাৎ নীচোষাণিঅভিকারণাৎ জুক্তপেত । ‘তৎ’ তন্নিব্ অর্থে ‘এব’ ‘লোকঃ’ ।

‘হিরণ্যস্য’ বর’ত ‘ভেনঃ’ হর্তা, ‘হ্রাৎ পিবন্’ হ্রাণাপারী, ‘ওরোঃ ভরাৎ’ পরিগ্রহন্ ‘আবলন্’  
 ভুক্তভরণামী, ‘ব্রহ্মহা’ চ ‘এতে চত্বারঃ’ ‘পতন্তি’, ‘ভৈঃ’ পতিভৈঃ সহ ‘আচরন্’ চ ‘পঞ্চমঃ’ ‘পততি’ ।

অথনু পঞ্চাশ্বেবজুগাং পাপসংস্বেবরাহিত্যং পতিতাহ অথেষি । ‘অথ’ পুনঃ ‘বঃ’ ‘এতান্’  
 পঞ্চমীন্ ‘এবাং—পরাঙ্কারাবনোপারম্বেন—‘বেদ’ স পুনঃ ‘ভৈঃ’ মহাপাতকিভিঃ ‘অথ’ অপি ‘আচরন্’  
 ‘পাপম্’ ‘ন লিপ্যতে’ ; ‘বঃ এবংবেদ’ স ভাদৃপারাবয়েন ‘ওকঃ’ পুতঃ ‘পুণ্যালোকঃ’ পুণ্যার্জিত-  
 লোকভাক্ (১০।২১) ‘ভবতি’ । হিরণ্যাসঃ সমস্তপ্রদাননির্ণয়প্রদর্শনাৎ ।

অরুণের অপত্য আরুণি ষ্বেতকেতু পঞ্চাল জনপদের সভায় গমন  
 করিয়াছিলেন । তিনি সেখানে গমন করিলে তাঁহাকে জীবনের পুঞ্জ  
 জৈবলি প্রবাহণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার, আপনার পিতা আপনাকে  
 অনুশাসন করিয়াছেন ? তিনি উত্তর দিলেন হে মহাভাগ, আমি  
 অনুশিষ্ট হইয়াছি ।

ইহাতে রাজা বলিলেন, আপনি জানেন মৃত ব্যক্তিগণ এ লোক  
 হইতে কোন্ কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকে ? ষ্বেতকেতু উত্তর  
 দিলেন, না, মহাভাগ তাহা জানি না । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,  
 যে প্রকারে তাহাদিগের পুনরাবর্তন হয় তাহা কি আপনি জানেন ?  
 ষ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, মহাভাগ, না । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,  
 দেবযাগ ও পিতৃযাগ পথ কোথা হইতে পৃথক্ হইয়াছে, তাহা কি আপনি  
 জানেন ? ষ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না মহাভাগ । রাজা জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, এ লোক পূর্ণ হইয়া যায় না কেন, তাহা কি আপনি জানেন ?  
 ষ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না মহাভাগ । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,  
 পঞ্চম আত্মতির সাধন জল যে প্রকারে পুরুষাখ্যা ধারণ করে তাহা কি  
 আপনি জানেন ? ষ্বেতকেতু উত্তর দিলেন, না, মহাভাগ ।

রাজা বলিলেন, যদি এ সকল বিষয়ে অনুশিষ্ট হন নাই তবে কিসে  
 অনুশিষ্ট হইয়াছেন বলেন । যে ব্যক্তি এ সকল বিষয়ে অনুশিষ্ট  
 হয় নাই সে কি প্রকারে বলিবে, আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি । এই কথায়  
 ষ্বেতকেতু ক্রিষ্ট হইয়া পিতার নিকটে আসিলেন, আসিয়া বলিলেন,

আমায় অনুশাসন না করিয়াই আপনি বলিলেন, আমি তোমায় অনুশাসন করিয়াছি ।

কত্ৰিয়াধম আমার পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহার একটিরও উত্তর দিতে পারিলাম না । পিতা বলিলেন, তুমি আসিয়া যে প্রশ্নগুলি বলিলে তাহার একটিরও উত্তর আমি জানি না । যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি আমি তোমায় তাহা বলিতাম না ।

এই বলিয়া গৌতম রাজার গৃহে গমন করিলেন । তিনি রাজস্বামীপে গমন করিলে তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন । গৌতম প্রাতঃকালে সভাগত রাজার নিকটে গেলেন । রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাত্মা গৌতম, মানুষের অভিলষিত বিত্ত প্রার্থনা করুন । তিনি উত্তর দিলেন, হে রাজন্, মানুষের অভিলষিত বিত্ত আপনারই থাকুক । পুত্রের নিকট আপনি যে কথা বলিয়াছেন তাই আমায় বলুন ।

এ কথায় রাজার কষ্ট উপস্থিত হইল । কিছুদিন থাকুন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন । রাজা তাঁহাকে বলিলেন, ‘হে গৌতম, আপনি আমায় যে বলিলেন, ‘সে বিদ্যা আমায় বলুন’ [ তাহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে ] আপনার পূর্বে এ বিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকটে গমন করে নাই, তাই সকল লোককে এ বিদ্যার অনুশাসন কত্ৰিয়ে করিয়াছেন ।

গৌতমকে তিনি বলিলেন, হে গৌতম এই [ ছ্যলোক ] অগ্নি, আদিত্য তাহার সমিৎ, রশ্মি সমুদায় ধূম, অহ অচ্চি, চন্দ্রমা অঙ্কার, নক্ষত্রগুলি, বিস্কুলিঙ্গ ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা [ জলকণা ] হবন করেন, সেই আহুতি হইতে সোমরাজ্য উৎপন্ন হন ।

হে গৌতম, পর্জন্য অগ্নি, বায়ু তাহার সমিৎ, অত্র তাহার ধূম, বিদ্যুৎ অচ্চি, অগ্নি অঙ্কার, গর্জিত শব্দ বিস্কুলিঙ্গ ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজ্যকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে বর্ষণ উৎপন্ন হয় ।

হে গৌতম, পৃথিবী অগ্নি, সৎসৎসর তাহার সমিৎ, আকাশ ধূম, রাত্রি অচ্চি, দিক্ সকল অঙ্কার, অবাস্তর দিক্ সকল বিস্কুলিঙ্গ ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষণকে হবন করেন সেই আত্মতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি, তাহার বাক্‌সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্কুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন হবন করেন, সেই আত্মতি হইতে রেত উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম, বোষা অগ্নি, তাহার উপস্থ সমিৎ, উপমজ্জণ (সংক্লেতকরণ) ধূম, বোনি অর্চি, তদন্তঃকরণ অঙ্গার, স্নুগোদয় বিস্কুলিঙ্গ।

সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেত হবন করেন, সেই আত্মতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

এইরূপে পঞ্চম আত্মতিতে জলকণা পুরুষাখ্য হয়। সেই উদ্বারত গর্ভ দশ বা নয় মাস যাবৎ গর্ভে শয়ান থাকিয়া তৎপর ভূমিষ্ঠ হয়।

জন্মবার পর জীবিত কাল জীবিত থাকে, মৃত্যু হইলে মৃতকে অগ্নি-গণ এখান হইতে নির্দিষ্ট লোকে লইয়া যায়। যে অগ্নি হইতে আসিয়া-ছিল সেই অগ্নি হইতে [ অগ্নিবর্ণ পুরুষ ] হয়।

যাঁহারা এইরূপ [ পঞ্চাগ্নি দর্শন] জানেন, অথবা যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধার শূলে তপ অনুষ্ঠান-করেন তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেট ছয় মাস যে ছয় মাস উত্তর দিকে সূর্য্য থাকেন, ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদি-ত্যকে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎকে, সেই বিদ্যুৎস্থ পুরুষ মানব নন (দেব)। তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্মসন্নিধানে লইয়া যান, ইটি দেববান পন্থা।

অনন্তর যে সকল গ্রামবাসিগণ অগ্নিহোত্র-বাণী তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রকে দান ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে, তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে ক্লৃষ্ণপক্ষ, ক্লৃষ্ণপক্ষ হইতে সেই ছয় মাসে যে ছয় মাস সূর্য্য দক্ষিণ দিকে থাকে, ছয় মাস হইতে সংবৎসর প্রাপ্ত হয়।

মাস সমূহ হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়। এই সোমরাজ্য, দেবগণের অন্ন, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করে।

সেই চক্রে পুনরবতরণকাল বাবৎ বাস করিয়া অনন্তর পুনরায় সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আইসে যেমন—[ তন্মীড়ুত দেহ ] আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূম, ধূম হইয়া অজ্র, অজ্র হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া জলবর্ষণ, জলবর্ষণে এখানে ত্রীহি সব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হয়, এ ছাড়া অল্প বাগ্য হইতে নিক্রমণ হয় না [ তৎপ্রাপ্তি হয় ] [ রুষ্ঠাদিক্রমে পরিণত হইয়া নিক্রমণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ] যে যে প্রাণী সেই অন্ন ভোজন করে, রেতঃ সেচন করে [ পুরুষ ] তন্তাবাপন্ন হয় । এই পৃথিবীতে বাহারা রমণীয় আচরণশীল শীত্ৰই তাহারা রমণীয় ব্রাহ্মণযোনি ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হয়, বাহারা নিন্দিত আচরণশীল শীত্ৰই তাহারা নিন্দিত যোনি—কুকুর যোনি, শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর কাহারা এই দুই পথের এক পথেও যায় না তাহারা পুনঃ পুনঃ মরণশীল ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া জন্মায় ও মরে । এটি তৃতীয় স্থান তাই এ লোক পূর্ণ হইয়া যায় না । এটি স্মরণ্য । তাই এই অর্থে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে । সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, গুরুপত্নীসামী, ব্রহ্মহা এই চারি ব্যক্তি পতিত, যে ব্যক্তি ইহাদের সঙ্গ করে সে পতিত হয় ।

অনন্তর বাহারা এই পঞ্চাশি জানেন তাহারা এ সকলের সঙ্গ করিয়াও তাহাদের পাপে লিপ্ত হন না । শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া পুণ্যালোকে গমন করেন ।

ব্রহ্মদারণ্যক এই আখ্যায়িকা এইরূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন ।

বেতকেতুর্হ' বা আরণ্যকঃ পঞ্চালানাঃ পরিবদমান্যাম, স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচার্য-  
মাণং তদ্বীক্ষ্যভূপবাদ কুমারঃ ইতি । স ভোতঃ প্রতিশ্রাব্যামুলিষ্টোহবসি পিত্ততোষামিতি  
হোবাচ । ১ । বেথং যথেনাঃ প্রজাঃ প্রযন্ত্যা বিপ্রতিপত্তস্তাঃ ইতি, নেতি হোবাচ, বেথং যথেনাঃ লোকঃ  
পুনরাপত্তস্তাঃ ইতি নেতি হোবাচ, বেথং যথেনাঃ লোকঃ পুনঃ সম্পদ্যস্তাঃ ইতি, নেতি হোবাচ, বেথং  
যথাসৌ লোকঃ এবং বহতি, পুনঃ পুনঃ প্রযন্তিন' সম্পূর্য্যস্তাঃ ইতি নেতি হোবাচ, বেথং যতিথ্যা-  
মাত্ত্যাত্ত হত্যারামাণঃ পুরুষাণাং ভূতানুযায়ী বনস্তীঃ ইতি নেতি হোবাচ, বেথং দেবদানন্ত বা পণঃ  
প্রতিপন্নঃ পিতৃবাণস্ত বা বৎসুকা দেবদানঃ বা পশ্চান্নঃ প্রতিপদ্যন্তে পিতৃবাণঃ বাপি হি ন যথেষ্টঃ  
ঋতঃ "যে হ'মী অশৃণবঃ পিতৃণামহ দেবদান্যুত মর্ত্যানাম্ । ভাত্যামিহঃ বিশ্বমেজ্ঞং সমেতি বদন্তরা  
পিতরঃ মাতরঃ ॥" ইতি নাহমত একক ন বেদেতি হোবাচ । ২ । অধিনঃ বসত্যোগমত্রয়াক্রে-  
মাক্রান্ত্য বসতিঃ কুমারঃ প্রভ্রাব স আজগাম পিতরঃ ততঃ হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরাত্ন-  
শিষ্টানবোচমিতি কথং হৃদেহ ইতি পঞ্চমা প্রধন্য রাজস্ব্যক্ষুরপ্রাক্ত্য ততো নৈককন বেদেতি কভমে

ত ইতীম ইতি ই এতীতাদ্বাদ্যজহার । ৩। সগোষ্ঠাচ তথা নম্ভং তাত্ত জানীবাং অথা বদন্তং কিঞ্চন  
বেদ সর্গসংগং তত্ত্বভ্যাসবোচঃ প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যাং বৎস্তাং ইতি ভবানেন গচ্ছতি স  
আজ্ঞাপ্য গৌতমো যত্র প্রবাহগন্ত জৈবলরাস তস্মা আসন্নবাক্ত্যোদ্যক মাতারসাক্ষরার্থ হান্মা  
অর্থ্যঃ চকার তৎ হোবাচ বরং তন্তে গৌতমার দম্ম ইতি । ৪। স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ঋএব বরো  
বাক্ত কুমারস্তান্তে বাচমভাবথাত্তং মে জ্ঞগীতি । ৫। স হোবাচ নৈবেবু বৈ গৌতম তব্বরেবু মানুস্বাণং  
জ্ঞগীতি । ৬। স হোবাচ বিজ্ঞারতে হান্তিহিরণ্যাত্তাপাত্তং পোষধানাং দাসীনাং প্রাবারাপাং পরিধানন্ত  
মা নো ভবান্ বচোরমন্ততাপার্থাত্তাত্তাবদাত্তোভূতি, স বৈ গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইতুপৈমাহং  
তবন্তমিতি বাচা হ স বৈ পূর্ব উপরস্তি স হোপারনকীর্তী উবাস । ৭। স হোবাচ তথা নম্ভং  
গৌতম মাপরাথাত্তব চ পিতামহা বধেঃ বিদোভঃ পূর্বং ন কস্মিন্চ ন ত্রাক্ষণ উপাস তং বহং ভুত্যাং  
কক্যামি কো হি ত্বং ব্রহ্মন্তমহতি প্রতাপাথাত্তমিতি । ৮। অসৌ বৈ লোকোহগ্নিগৌতম ততাদিত্যা-  
এব সমিত্রস্মরো ধুমোহহরর্কির্জিগোহকারা অবান্তরদিশো বিকুলিকান্তস্মিরেতস্মিরগৌ দেবাঃ স্রজ্যং  
জুহতি তস্মা আহতৈ সোমো রাজা সন্তবতি । ৯। পর্জন্তো বারিগৌতম তস্যা সংবৎসরএব  
সমিত্রস্মাপি ধুমো বিদ্রাক্ষিরশনিরকারা হ্রাদুনরো বিকুলিকান্তস্মিরেতস্মিরগৌ দেবাঃ সোমং রাজানং  
জুহতি তত্ৰ আহতৈ বৃষ্টিঃ সন্তবতি । ১০। অরং বৈ লোকোহগ্নিগৌতম তস্যা পৃথিব্যেব সমিত্র-  
ধুমো রাহিরর্কিন্দ্রমাজ্জারী নন্দ্রাপি বিকুলিকান্তস্মিরগৌ দেবা বৃষ্টিঃ জুহতি তত্ৰ আহত্যা অরং  
সন্তবতি । ১১। পুরুষো বারিগৌতম তস্যা ব্যান্তমেব সমিৎ প্রাণে ধুমো বাগর্কিন্দ্রকুংসারঃ শ্রোত্র্যং  
বিকুলিকান্তস্মিরেতস্মিরগৌ দেবা অরং জুহতি তত্ৰ আহতৈ রেতঃ সন্তবতি । ১২। বোবা বা  
অগ্নিগৌতম তস্যা উপত এব সমিল্লোমানি ধুমো বোনিরর্কির্ষদন্তঃ করোতি তেহকারা অভিনন্দা  
বিকুলিকান্তস্মিরেতস্মিরগৌ দেবা রেতে জুহতি তস্যা আহতৈ পুরুষঃ সন্তবতি স জীমতি বাবজী-  
তাং বদা ত্রিরতে । ১৩ অধৈনমগ্নে হরতি তত্ৰাগ্নিরেবার্হির্ষতি সমিৎ সমিচ্ছুমো ধুমোহর্কিরকারা  
অজারী বিকুলিকা বিকুলিকান্তস্মিরেতস্মিরগৌ দেবাঃ পুরুষঃ জুহতি তস্যা আহতৈ পুরুষো ভাস্বর-  
বর্ণঃ সন্তবতি । ১৪ তে ব এবমেতদ্বিহুঃ যে চানী চরণো স্রজ্যং সত্যমুপাসতে তেহর্কিরতিসন্তবতি  
অর্কির্বোহহরহুঃ আপূর্ধ্যমাণপক্ষমাণপক্ষাদান বগ্নাসাহুগুণ্ডাণিত্যা এতি মাসেভ্যো দেবলোকং  
দেবলোকাদিত্যামাদিত্যাং বৈহুতং তান্ পুরুষো মানস এতা ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেব ব্রহ্মলোকেবু  
পরঃ পরাবতো বসন্তি তেবাং ন পুনরাগতিঃ । ১৫। অথ যে বজ্রেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি  
তে ব্রহ্মতসন্তবন্তি ধুনাত্র্যত্রিঃ রাভেরপকীরমাণপক্ষমপকীরমাণপক্ষাদান্ বগ্নাসান্ দক্ষিণাণিত্যা  
এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচল্লং তে চল্লং প্রাপ্যারং ভবন্তি তাত্তং দেবা মথা সোমং  
রাজানমাণ্যারবাগকীরখেতোবসেনাং স্তত্র ভকয়ন্তি তেবাং বদা তৎ পর্ব বৈত্যেবসেনবাকশমন্তি-  
নিপদ্যন্ত আকাশাধাং বারোবৃষ্টিং বৃষ্টিঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাণ্যারং ভবন্তি, তে পুনঃ পুরুষার্যো  
হুয়ন্তে ততো বোবার্যো জারন্তে লোকান্ প্রতাপ্যারিনন্ত এবসেনাশুগরিবন্তুস্তেৎ ব এতৌ গহ্বানৌ ন  
বিহুন্তে কীটাঃ পতজা বদিতং দম্পলুকম্ । ১৬।

প্রবাহণ জৈবলিকে আপনার পরিচর্যাপারণ করিবেন এই অভিমানে অরুণের  
পুত্র অরুণের খেতকেতু পঞ্চালগণের সভায় গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই  
রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুমার !! তিনি ইহার উত্তর দিলে রাজা বলি-  
লেন, আপনার পিতা আপনাকে অহুশাসন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন-ই। ১। তুমি



কি জান, শ্রিয়মাণ ব্যক্তিগণ এক পথে বাইরাও সেখানে গিয়া বিপরীত পথে গমন করিয়া থাকে। না, এই উত্তর দিলেন। তুমি কি জান, যেদিকে আবার এই লোকে আগমন করে? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, যেদিকে এই লোকে সম্পন্ন হয়। না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, বহুলোক পুনঃ পুনঃ গতান্বিত করিয়াও এ লোক কেন পূর্ণ হয় না? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি জান, মন আহত হইয়া যে সংখ্যক আহতিতে পুরুষাকার ধারণ করিয়া উত্থান করে এবং আপনাকে পুরুষ বলায়? না, এই কথা বলিলেন। তুমি কি দেবযান পথ ও পিতৃযান পথ জান, কি করিলে দেবযান পথ পাওয়া যায়, কি করিলে পিতৃযান পথ পাওয়া যায়? তুমি কি ঋষির একথা শুনিয়াছ—‘পিতৃগণের নিকটে ছাটি পথের কথা শুনিয়াছি, একটি দেবগণের আর একটি পিতৃগণের। যে দুই পথে [ অমুষ্ঠান পরায়ণ ] সকলে গমন করে ও দুই পথের একটি চিরু পৃথিবী আর একটি দিবালোক। এ দুইয়ের মধ্যে এই পথ বিদ্যমান। তিনি বলিলেন, এ দুইয়ের একটিকেও আমি জানি না। ২। রাজা তাঁহাকে থাকিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন, সে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া কুমার পলায়ন করিলেন এবং পিতার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার বলিয়াছিলেন যে, আমাকে অনুশাসন করিয়াছেন। [ পিতা বলিলেন হে শ্রবুদ্ধ একথা বলিতেছ কেন? [ পুত্র পাঁচটি প্রশ্ন এক একটি উল্লেখ করিয়া বলিলেন ] রাজশ্রবন্ধু আমার পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন তাহার একটিও তো আপনি আমার বলেন নাই। তিনি বলিলেন, হে তাত, আমাদের হৃজনের মধ্যে তুমিও যেমন জান না আমিও তেমনি, আমি বাহা কিছু জানিতাম সকলই তোমার বলিয়াছি। এস সেখানে গিয়া আমরা উভয়ে ব্রহ্মচর্য্যে বাস করি। ৩। পুত্র বলিলেন, আপনি গমন কখন। গৌতম, আপনি গমন করিলেন। প্রবাহণ জৈবলি যেখানে ছিলেন গৌতম সেখানে গেলেন। আসন উদক-আহারণ করিয়া রাজা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন তাঁহাকে অর্থা দিলেন এবং বলিলেন, আপনার বাহা ইচ্ছা তাহা চাউন। ৪। তিনি বলিলেন আমার অভিজ্ঞাত চাহিবার বিষয় এষ্ট যে আপনি কুমারকে যে কথা বলিয়াছেন আমার সেই কথা বলুন। ৫। তাঁহাকে বাহা বলিয়াছি তাহা দেবসম্পর্কীয় বর, আপনি মনুষ্যসম্পর্কীয় বরের কথা বলুন। ৬। গৌতম বলিলেন, আপনি জানেন আমারও হস্তি হিরণ্যাদি আছে, আপনি অপরিমেয় গো অথ দাসী উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদির অদাতা কখন হইবেন না ইহা জানা আছে। [ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি আপনি ] শাস্ত্রবিহিত ঞ্জায়ের বর ইচ্ছা করিতেছেন? তিনি বলিলেন, সেই ভাবেই আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি গৌতম এই কথা বলিয়া আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিয়া তৎসম্মিথানে বাস করিলেন। ৭। রাজা বলিলেন, হে গৌতম, আপনার পিতামহগণ যেমন তেমনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইতঃপূর্বে এ বিদ্যা কোন ব্রাহ্মণেতে বাস করে নাই, সেই বিদ্যা আমি আপনাকে

বলিতেছি। আপনি যখন এমন করিয়া চাহিতেছেন তখন কে এমন আছে যে, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। ৮। হে গৌতম, এই ( ছালোক ) অগ্নি, আদিত্য তাহার সমিৎ, রশ্মিসমূহ ধূম, অহ অর্চি, দিক্‌সকল অঙ্গার, অবাস্তর দিক্‌সকল বিস্মলিঙ্গ। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা হবন করেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন। ৯। হে গৌতম, পর্জন্ত অগ্নি, সংবৎসর তাহার সমিৎ, মেঘ সকল ধূম, বিদ্যাৎ অর্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জ্জনশব্দ বিস্মলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ১০। হে গৌতম, এই লোক অগ্নি পৃথিবী তাহার সমিৎ, অগ্নি ধূম, রাত্রি অর্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্রসকল বিস্মলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে হবন করেন, সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। ১১। পুরুষ হে গৌতম, অগ্নি, তাহার বিকৃত মুখ সমিৎ, প্রাণ ধূম, বাক্ অর্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্মলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন হবন করেন সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয়। ১২। হে গৌতম, ঘোষা অগ্নি, তাহার উপর সমিৎ, লোক সকল ধূম, যোনি অর্চি, অন্তর্নিবিষ্ট করা অঙ্গার, সুখানুভব বিস্মলিঙ্গ, সেই এই অগ্নিতে দেবগণ রেত হবন করেন, সেই আহুতিতে পুরুষ উৎপন্ন হয়, সে যতদিন জীবনধারণ করে, ততদিন জীবিত থাকে, যখন মরে। ১৩। তাহার অগ্নি সকলই তাহাকে লইয়া যায়। সে সময়ে অগ্নি অগ্নি হয়, সমিৎ সমিৎ হয়, ধূম ধূম হয়, অর্চি অর্চি হয়, অঙ্গার সকল অঙ্গার হয়, বিস্মলিঙ্গ সকল বিস্মলিঙ্গ হয়। সেই এই অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে হবন করে, সেই আহুতিতে পুরুষ ভাস্বরবর্ণ হয়। ১৪। বাঁহারা এটিকে এইরূপ জানেন এবং বাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধার স্থান সত্যের উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চিকে প্রাপ্ত হন, অর্চি হইতে অহ, অহ হইতে গুরুপক্ষ, গুরুপক্ষ হইতে যে ছয় মাস আদিত্য উত্তরে থাকেন, এই সকল মাস হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যতলোক, বৈদ্যতলোক হইতে মানসপুরুষ আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। সেই সকল লোকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া বছর্বর্ষ বাস করে, তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ১৫। অনন্তর যাহারা যজ্ঞদান ও তপস্তাযোগে লোক সকল জয় করে তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হইতে সেই ছয় মাসে প্রাপ্ত হয় যে ছয় মাসে আদিত্য দক্ষিণে থাকে, সেই ছয় মাস হইতে পিতৃলোক পিতৃলোক হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অন্ন হয়। চন্দ্রকে যেমন পূরণ করিয়া এবং ক্ষয় করিয়া দেবগণ ভক্ষণ করেন, তেমনি তাহাদিগকে পূরণ ও ক্ষয় করিয়া দেবগণ ভক্ষণ করেন। যখন এইরূপে কৰ্ম্মক্ষয় পায় তখন তাহারা আকাশ প্রাপ্ত হয় আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয় পৃথিবীকে পাইয়া অন্ন হয়। সেই অন্ন পুরুষাণিতে হৃত হইয়া বোবাণিতে জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণের পর আবার লোকসকলের প্রতি উত্থান করে,

এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হয় । বাহ্যরা এ দুই-পথ জানে না তাহার কীট পতক বন্দশুক হইয়া থাকে ।

তাব— বাহ্যরা পঞ্চাধিতত্ত্ব জ্ঞানেন ঈহাদের পাপের সহিত সংশ্লেশ হয় না । এরূপ হয় কেন ? কেন না পঞ্চাধিবিদ্যা পরাত্মার আরাধনার উপায়রূপে গ্রহীত হইয়া থাকে । এই আরাধনাতে পাপের সহিত সংশ্লেশ-বর্জিত হইয়া পুণ্যালোকে ইহাদের গতি হয় । এরূপ গতি হয় কেন ? এ সকল ব্যক্তি এই উপায়ে ব্রহ্মেতে নিত্য সংস্থিত হন । ব্রহ্মে নিত্য স্থিতি বশতঃ ইহাদের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, পাপ ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । পুনরাবৃত্তিনিবৃত্তি হয় । পুণরাবৃত্তিনিবৃত্তি হয় কেন ? অসংখ্য পুণ্যালোক আছে । ব্রহ্মসংহ না হইলে সেই সকল লোকে কদাপি গতি হইতে পারে না । এই সকল লোকে গতি এবং মনুষ্যালোকে পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি কিছু এক মহে । তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “ইহাদিগকে ব্রহ্মের সমীপস্থ করে” । ব্রহ্মের সমীপগত হইলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ব্রহ্মে স্থিতি উভয়ই হয় । যখন ব্রহ্মে স্থিতি হইয়া লোকলোকান্তরে গতি হয় তখন বিবর্তনভাব লোকে গতি নিবৃত্ত হইয়া যায় ; লোকলোকান্তরে ভগবানের ঐশ্বর্য বর্ণন করিয়া ইনি কৃতার্থ হয়েন । একত্বই পুরাণে মুক্তগণের এইরূপ ভগবদৈশ্বর্য বর্ণন এবং অচুগীতার “আর এখানে পুনরাবৃত্তি হইবে না” এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ।

২৩ । তদ্যথেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামৃত পুণ্য-  
জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদা ইহাঙ্গানমনুবিদ্যা ব্রহ্মন্ত্যোতাংশ্চ  
সত্যান্ কামাণ্ শ্বেষাণ্ সর্কেষু লোকেষকামচারো ভবত্যথ য  
ইহাঙ্গানমনুবিদ্যা ব্রহ্মন্ত্যোতাংশ্চ সত্যান্ কামাণ্ শ্বেষাণ্ সর্কেষু  
লোকেষু কামচারো ভবতি । ১ । ৬ ।

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত পিতরঃ সমুত্তীৰ্ণস্তি  
তেন পিতৃলোকেন সম্পন্মো মহীয়তে ।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত মাতরঃ সমু-  
ত্তীৰ্ণস্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্মো মহীয়তে ।

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত ভ্রাতরঃ সমু-  
ত্তীৰ্ণস্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্মো মহীয়তে ।

অথ যদি স্বশূলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত স্বসারঃ সমু-  
ত্তীৰ্ণস্তি তেন স্বশূলোকেন সম্পন্মো মহীয়তে ।

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত্র সখায়ঃ সমু-  
ত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

অথ যদি গন্ধমালালোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত্র গন্ধমালায়  
সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গন্ধমালালোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

অথ যদি যদাম্পানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত্রাম্পানে সমু-  
ত্তিষ্ঠতন্তেনাম্পানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত্র গীত-  
বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতন্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্ত্র স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি  
তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ।

যং যমঙ্গমভিকামো ভবতি যং যং কাময়তে সোহস্ত্র সঙ্কল্পাদেব  
সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে । ১—১০ ।

ত ইমে সত্যাঃ কামা অন্তাপিধানান্তেষাং সত্যানাং সতাম-  
নৃতমপিধানং যো যো হৃশ্বেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ।

- অথ যে চাস্তেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্দ্ৰিচ্ছম লভতে সৰ্ব্বং  
তদত্র গতা বিন্দতেহত্র হৃশ্বেতে সত্যাঃ কামা অন্তাপিধানান্তদ্য-  
থাপি হিরণ্যানিধিং নিহিতমক্কেত্রজ্ঞা উপযু্যপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দে-  
স্বুরেবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন  
বিন্দন্ত্যনুতেন হি প্রত্যাচাঃ ।

স বা এষ আত্মা হৃদি তশ্চৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি তস্মা-  
চ্ছৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ।

অথ য এষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপ-  
সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিন্স্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাবৈচতদমৃত-  
মভয়মেতদ্ব্রজ্জেতি তস্মা হ বা এতস্মা ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ।

তানি হ বা এতানি ত্রীণাক্ষরাণি স ত্রী-যমিতি তদাং সৎ তদ-  
মৃতমথ যন্তি তম্মর্ত্যমথ যদ্যন্তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি  
তস্মাদ্যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি । ১—৫ ।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেবাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতৎ-  
সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন স্নকৃতং ন  
দুষ্কৃতং সর্কে পাপম্মানোহতো নিবর্ত্তেহপহতপাপম্মা হ্যেব ব্রহ্ম-  
লোকস্তস্মাৎ এতৎ সেতুং তীর্থাহন্ধঃ সন্ননক্কো ভবতি বিদ্ধঃ সন্ন-  
বিদ্ধো ভবতু্যপতাপী সন্নুপতাপী ভবতি তস্মাৎ এতৎ সেতুং  
তীর্থাপি নক্তমহরেবাভিনিম্পদ্যাতে সকৃদ্বিত্যতো হ্যেবৈষ ব্রহ্ম-  
লোকঃ ।

তস্মা এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যোগানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ  
ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি । :—৩ ।

অথ যদাঙ্ক ইত্যচক্ষতে ব্রহ্মচর্যামেব তদুব্রহ্মচর্যোগ হ্যেব যো  
জ্ঞাতা তং বিন্দতেহথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যামেব তদুব্রহ্মচর্যোগ  
হ্যেবেষ্ট্বেজ্ঞানমনুবিন্দতে ।

অথ যং সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যোগ হ্যেব সত আত্মনস্ত্রাণং  
বিন্দতেহথ যম্মোনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যামেব তদুব্রহ্মচর্যোগ হ্যেবা-  
জ্ঞানমনুবিদ্য মনুতে ।

অথ যদনাশকায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যামেব তদেষ হ্যাত্মা ন  
নশ্রুতি যং ব্রহ্মচর্যোগানুবিন্দতে যদরণ্যায়নমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যামেব  
তদরশ্চ হ বৈ গাশ্চাৰ্গবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্থামিতো দিবি তদৈর-  
মদীয়ং সরস্তুদশ্বখঃ সোমসগনস্তুদপরাজিতা পূব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং  
হিরণ্ময়ম্ ।

তদ্য এবৈতাবরং চ গাশ্চাৰ্গবৌ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মচর্যোগানুবিন্দতি  
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্কেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ।

১—৪ ।

অথ যা এতা হৃদয়স্তা নাভ্যস্তাঃ পিঙ্গলস্থাপিন্ধিষ্ঠন্তি শুক্লস্তা  
নীলস্তা পীতস্তা লোহিস্ত্যেত্যসৌ বা আদিতাঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ  
নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ।

তদ্যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমকামুর্কৈবনৈবৈতা

আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমকাম্যকাম্যাদাদিত্যাং প্রতা-  
য়ন্তে তা ঋত্ব নাড়ীযু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভাঃ প্রতায়ন্তে তেহমুদ্রি-  
মাদিত্যো সৃপ্তাঃ ।

তদ্যত্রৈতৎ সূপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা  
নাড়ীযু সৃপ্তো ভবতি তন্ন কশ্চন পাপং স্পৃশতি তেদমা হি তদা  
সম্পন্নো ভবতি ।

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা আহ-  
র্জানাসি মাং জানাসি মামিতি স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুংক্রান্তো ভবতি  
তাবজ্জানতি ।

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদু ক্রমতঃ তৈতৈরেব রশ্মিভির্জ্জমাক্রমতে  
স ওমিতি বা হোবা মীয়তে স যাবৎ ক্রিপোয়্মনস্তাবদাদিত্যাং  
গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোহবিদুষাম্ ।

তদেষ শ্লোকঃ—শতধৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভি-  
নিঃসৃতৈকা । তয়োর্জ্জমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্গন্ত্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥

১—৬ । ছা, ৮ । ১০ । ২—৬ ।

বধেইগতিং বক্তৃমারভতে তত্তথেনি । ব্যাখ্যাতম্ (৩ । ১৮ [১২৬পৃ]) ।

কামচারিভাং বর্ণয়তি । ‘স যদি’ ‘পিতৃলোককামঃ’ পিতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী —‘পিতরো জনসিতারঃ  
তএব সুবহেতুশ্চেন ভোগ্যদ্বারোকা উচ্যন্তে তেহু কামো যত্ন তৈঃ পিতৃভিঃ সম্বন্ধো যত্ন’—ভবতি,  
‘সকলদেব’ সকলমাতাদেব ‘অন্ত’ ‘পিতরঃ’ ‘সমুত্তিষ্ঠতি’ গোচরতয়া আবির্ভবন্তি । এবং ‘ভেন পিতৃ-  
লোকেন’ পিতৃগণেন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ ‘সহীরতে’ সমুদ্বো ভবতি । আধুনিকানামণ্যেব সিদ্ধান্তঃ ।

(৪ । ৪ । ৮) ।

‘অথ যদি’ ‘মাতৃলোককামঃ’ মাতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী ‘ভবতি’ ‘সকলমাতাদেব’ ‘অন্ত’ ‘মাতরঃ’  
‘আবির্ভবন্তি’, ‘ভেন’ মাতৃগণেন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ ‘সহীরতে’ সমুদ্বো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘জাতৃগণসম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি, ‘সকলমাতাদেব’ ‘অন্ত’ ‘জাতরঃ’ ‘আবির্ভবন্তি’, ‘ভেন’  
জাতৃগণেন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুদ্বো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘বহুগণসম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি, ‘সকলমাতাদেব’ ‘অন্ত’ ‘বহুরঃ’ ‘আবির্ভবন্তি’, ‘ভেন’  
বহুগণেন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুদ্বো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘সখিগণসম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি, ‘সকলমাতাদেব’ ‘অন্ত’ ‘সখারঃ’ ‘আবির্ভবন্তি’, ‘ভেন’  
সখিগণেন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুদ্বো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘গন্ধমাল্যনিচয়সম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি, ‘সকলমাতাদেব’ ‘গন্ধমাল্যো’ ‘আবির্ভবন্তি’, ‘ভেন’  
গন্ধমাল্যনিচয়েন ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুদ্বো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘অন্নপাননিচয়সম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি ‘সকলমাত্মাদেব’ অত্র ‘অন্নপানং’ ‘আবির্ভবতঃ’, ‘তেন’ ‘অন্নপাননিচয়েন’ ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুচ্ছো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘গীতবাদিনিচয়সম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি ‘সকলমাত্মাদেব’ অত্র ‘গীতবাদিজ্ঞে’ ‘আবির্ভবতঃ’ ‘তেন’ ‘গীতবাদিনিচয়েন’ ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুচ্ছো ভবতি ।

‘অথ যদি’ ‘জ্ঞানিচয়সম্বন্ধাভিলাষী’ ভবতি ‘সকলমাত্মাদেব’ অত্র ‘জ্ঞায়ঃ’ ‘আবির্ভবতি’ ‘তেন’ ‘জ্ঞানিচয়েন’ ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুচ্ছো ভবতি ।

‘যং যন্’ ‘অন্তঃ’ প্রদেপন্ ‘অভিকামঃ’ ‘অভিলাষী’ ‘ভবতি’ ‘যং যং’ কামঃ ‘কামরতে’ অত্র স ‘অভিলাষঃ’ ‘সকলমাত্মাদেব’ ‘আবির্ভবতি’, তেন ‘অভিলাষেণ’ ‘সম্পন্নঃ’ সন্ সমুচ্ছো ভবতি ।

যদি সকলমাত্মাদেব পিত্রাদিভিঃ সমুচ্ছোহনুভূতং ন তৎ কথং ভবতীহ সর্বেসামিত্যক্ত কারণং নির্ণয়তে তইতি । ‘তে ইমে’ ‘সত্যঃ’ ‘অকল্পিতাঃ’ ‘কামাঃ’ পিত্রাদিসম্বন্ধবিবরণাঃ ‘অনুতাপিধানাঃ’—‘অনুতম্’—‘সত্যেন’ ‘হুয়ঃ’ ( ৮ । ১৪ ) ‘অনুতাপিধানাঃ’ ইতানুরোধবুদ্ধ্যি “অব্যক্তং কারণং যত্তন্নিভাৎ সদসদাশ্রয়কম্” ইতি তিরোহিতস্বরূপম্—‘অসৎ’—‘ইয়র্জি’ প্রাপ্নোতি হৃদয়ং হৃদয়মধিকৃত্য ( ১২ । ৮[২৩] ) তিষ্ঠতীতি কথং—‘বাহুলক্যং’ কং, ন হৃদয়মধিকৃত্য তিষ্ঠতীতানুভূতং বিবর্যন্তরপ্রবেশাৎ যৎ হৃদয়াদপ-  
স্থতম্—তদেব ‘অপিধানম্’ ‘আচ্ছাদনং’ যেযাং তে—‘তিরোহিতস্বরূপাসৎপ্রচ্ছন্নঃ’ । ‘ব্যাক্যান্তরেণ’ তদেব ফোরয়তি—‘সত্যানাম্’ ‘অকল্পিতানাং’ ‘সত্যং’ বিদ্যমানানাং ‘তেষাং’ ‘কামানাম্’ ‘অনুতম্’—‘তিরোহিতস্বরূপমসৎ’—‘অপিধানম্’ ‘আচ্ছাদনং’ সূত্রম্ ‘অত্র’ ‘জীবন্ত’ ‘যং যং’ ‘হি’ ‘ইতঃ’ ‘ইহলোকাৎ’ ‘প্রৈতি’, ইতং ‘দর্শনায়’ ‘সাক্ষাৎকারায়’ ন ‘লভতে’—‘তৈঃ’ ‘সাক্ষাৎসম্বন্ধো’ ‘নামুভূতং’ তেন ।

অনন্তরং জীবিতৈশ্চ তৈবৈবৈশ্যৈশ্চ হৃদি সত্যপি নিত্যসম্বন্ধে কথং ন সোহনুভূতং তদেবাহ অশেতি । ‘অথ’ ‘অত্র’ ‘জন্তোঃ’ ‘সম্পর্কীণাঃ’ ‘যে’ চ ‘জীবাঃ’ ‘ইহ’ ‘বিদ্যমানাঃ’, ‘যে’ চ ‘প্রোতাঃ’, ‘যৎ’ চ ‘অন্তঃ’ ‘অন্নাদিকম্’ ‘ইচ্ছন্’ ন ‘লভতে’ ‘সর্বং’ ‘তৎ’ তত্র যদি স্মৃণ্তো ‘গত্বা’ ‘বিন্দতে’ ‘লভতে’ ‘পরব্রহ্মণি’ । ‘যদি’ তত্র ‘লভতে’ কথং ন তত্তজ্ঞায়তে ?—‘হি’ ‘যস্মাৎ’ ‘অস্যা’ ‘জন্তোঃ’ ‘এতে’ ‘সত্যঃ’ ‘অকল্পিতাঃ’ ‘কামাঃ’ ‘অনুতাপিধানাঃ’ ‘তিরোহিতস্বরূপেণাসতা’ ‘প্রচ্ছিন্নাঃ’, ‘তৎ’ ‘তস্যাং’ ‘অক্ষেরজাঃ’ ‘নিশিষ্টাঃ’ ‘নিহিতাঃ’ ‘ভূমেরথঃ’ ‘হাৎ’ ‘প্রাক্ষিপ্তাঃ’ ‘হিরণ্যানিধিম্’ ‘উপস্থাপি’ ‘সকরন্তঃ’ ‘অপি’ ‘ন’ ‘বিন্দেদ্যঃ’ ‘ন’ ‘লভেতন’, ‘এবম্’ ‘এব’ ‘ইমাঃ’ ‘সর্বাঃ’ ‘প্রজাঃ’ ‘অহরহঃ’ ‘স্মৃণ্তো’ ‘এতং’ ‘ব্রহ্মলোকং’ ‘গচ্ছন্তাঃ’ ‘ন’ ‘বিন্দন্তি’ । ‘কথং’ ‘ন’ ‘বিন্দন্তি’ ? ‘হি’ ‘যস্মাৎ’ ‘তাঃ’ ‘অনুতেন’ ‘তিরোহিতস্বরূপেণাসতা’ ‘প্রভৃতাঃ’ ‘প্রতিজ্ঞতাঃ’ ‘তদানন্ততো’ ‘বচনানঃ’—‘তাসাং’ ‘দৃষ্টৌ’ ‘পরিষ্কৃত্তরা’ ‘নৈব’ ‘ব্রহ্মলোকো’ ‘ভাসতে’ ‘অতশ্চ’ ‘অন্তঃপ্রাপ্ততচিত্তা’ ‘ভবতীতি’ ‘ভানঃ’ ।

স বা ‘এব’ ‘আত্মা’—‘অপহতপাপম্’ ( ৩ । ১৮ )—‘হৃদি’ ‘হৃদি’ ‘অস্ম’ ইতি ‘তস্যা’ ‘আত্মনঃ’ ‘নিরুজঃ’ ‘নিবচনং’ ‘তৈনৈনামুভবযোগাশ্রম্’ । ‘তদ্যৎ’ ‘হৃদয়ম্’ ‘আত্মোক্তি’ ‘বিজাতব্যম্’ । ‘এবং’ ‘বিৎ’ ‘হৃদয়মেব’ ‘আত্মোক্তি’ ‘বিজ্ঞান’ ‘অহরহঃ’ ‘বৈ’ ‘স্বর্গলোকম্’ ‘এতি’ ।

‘অহরহঃ’ ‘স্বর্গলোকং’ ‘প্রাপ্য’ ‘কিং’ ‘ভবতি’ ‘তদা’ ‘অশেতি’ । ‘অথ’ ‘অনন্তরং’ ‘যঃ’ ‘এব’ ‘সম্প্রসাদঃ’ ‘প্রসন্নঃ’ ‘শান্তঃ’ ‘জীবাশ্চা’ ‘অস্মাৎ’ ‘শরীরায়’ ‘সমুৎসার’ ‘শরীরাস্তাবানং’ ‘পরিহার’ ‘পরং’ ‘জ্যোতিঃ’ ‘পরাজ্ঞানম্’ ‘উপসম্পাদ্য’ ‘তেনৈকাত্ম্য’ ‘যেন’ ‘রূপেণ’ ‘অভিনিম্পন্যতে’ ‘স্বরূপসম্পন্নো’ ‘ভবতি’ । ‘জীবাশ্চাপরাষ্ট্রক-  
যেন’—‘এব’ ‘আত্মা’ ইতি পুনঃ ‘উবাচ’ । ‘এতৎ’ ‘জীবাশ্চাপরাষ্ট্রকম্’ ‘অনুতম্’ ‘অভয়ম্’, ‘এতৎ’ ‘ব্রহ্ম’—‘সর্বাশ্রিত্যবক্যং’ । ‘তস্যা’ ‘বা’ ‘এতস্যা’ ‘সর্বাশ্রিত্যবক্যস্য’ ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘সত্যম্’ ইতি নাম । ( ৪ । ৪১—৪ ) ।

‘কিমর্থমিদং’ ‘নাম’ ‘তদুচ্যতে’—‘স-তী’ ‘যম্’ ইতি ‘তানি’ ‘বা’ ‘এতানি’ ‘জীবি’ ‘অক্ষরাণি’, ‘তৎ’ ‘যৎ’

‘সৎ’ ‘ভৎ’ ‘অমৃতম্’ ; অথ বৎ ‘ক্ৰি’—ইকাবাহুবন্ধঃ—‘ভৎ’ মৰ্ত্তাং রূপরূপান্তরাধীনম্ অসৎ ; ‘বৎ বৎ’ তেন ‘উভে’ অমৃতং মৰ্ত্তাং চ ‘বচ্ছতি’ বয়তি বশীকরোতি । ‘বৎ’ সম্মাৎ ‘উভে’ ‘বচ্ছতি, তন্মাৎ বম্’ । ‘এবংবিৎ’—সত্যস্য নির্বচনবেষজ্ঞা—‘অহরতঃ’ ‘বৈ’ স্বর্গং ‘লোকম্’ এতি । সত্য হি অসৎ চিরসম্বন্ধম্ । সদস্যতোরেব নিত্যসম্বন্ধং বিদিত্বা সত্যহিসত্যো নিয়মনং বিচিন্ত্যতে যেন গোহনাচ্ছন্ন’ দৃষ্টিরিহৈব ব্রহ্মলোকং পশুতীতি ক্ষেতেরতিশ্রায়ঃ ।

এবং জীবাত্মগণমানোরেকত্বমভিধায় পুনঃ পৃথক্ং দর্শয়তি ফিঃ—‘অথ যঃ’ ‘আত্মা, পরাত্মা স ‘এবাং লোকানাম্’ ‘অসঙ্কেদার’ ভঙ্গনিশারণার ‘সেতুঃ’ ‘বিধূতঃ’ বিধারণঃ । এতং সেতুম্ ‘অহোরাত্রে’ ন ভরতঃ—কালেনাপরিচ্ছেদাৎ, ‘ন জরা’, ‘ন মৃত্যুঃ’, ‘ন শোকঃ’, ‘ন মুকুতং’, ‘ন দুষ্-  
তম্’ ‘এতং’ তরতি । অতঃ ‘সেতৌঃ’ পরাত্মনঃ ‘সর্কেৰ পাণ্ড্যনঃ’ নিবর্ত্তন্তে । ‘হি’ সম্মাৎ এব ‘অগহতপাণ্’ পরাত্মা ‘ব্রহ্মলোকঃ’, তন্মাৎ ‘এতং’ ‘সেতুং’ পরাত্মানং ‘ভৌর্বা’ সমাক্ উপলভ্য জীবাত্মা ‘অকঃ’ সন্ ‘অনকঃ’ ভবতি, ‘বিজঃ’ ছুঃখাদিসম্বন্ধা সন্ ‘অবিজঃ’ ভবতি, ‘উপতাপী’ রোগ-  
ছ্যাপতাপবান্ সন্ ‘অশূপতাপী’ ভবতি । ‘হি’ সম্মাৎ ‘এব ব্রহ্মলোকঃ’ এব ‘সকৃষিতাতঃ’—সকৃৎ একদা ন পুনঃ পুনঃ সর্গেতি বাবৎ—সর্গাবিভাতঃ, ‘তন্মাৎ বৈ’ ‘এতং’ সেতুং ‘ভৌর্বা’ সম্যগুপলভ্য ‘নক্সম্’ অপি অহঃ এণ নিপ্পদ্যতে ।

তৎ তত্র যে এব ব্রহ্মচর্যেণ ( ১০ । ২১ ) ‘এতং ব্রহ্মলোকম্’ অনুবিন্দন্তি তেবাম্ এব ব্রহ্মলোকঃ । ‘সর্কেৰ্যু’ ‘লোকৈৰ্যু’ তেবাং ‘কামচারঃ’ যথেষ্টঃ গতিঃ ভবতি ।

সর্বগি সাধনানি ব্রহ্মচর্য্যেণাবাস্তত্বতানীতি তেবামর্থাস্তরসাম্যেনেদ দর্শয়তি অথেনি । ‘বজঃ’ ইতি আচক্রে যৎ তৎ ‘ব্রহ্মচর্য্যম্’ এব । কথম্ ? ‘হি’ সম্মাৎ ‘ব্রহ্মচর্যেণ’ এব ‘যো’ ‘জাতা’ বজ্রতব্জঃ ‘স’ তৎ বজ্রফলভূতং ‘ব্রহ্মলোকঃ’ বিদ্যতে । ‘অথ উষ্টম্ উতি’ যৎ আচক্রে ‘ব্রহ্মচর্য্যম্’ এব তৎ কথম্ ? ‘হি’ সম্মাৎ ব্রহ্মচর্যেণ এব ‘ইষ্টা’ আরাধা আত্মানং পরাত্মানম্ অনুবিন্দতে ।

‘অথ সন্তায়ণং’—দৌর্ঘকালব্যাপিবজ্রাশুষ্ঠানম্—ইতি যৎ আচক্রে তৎ ‘ব্রহ্মচর্য্যম্’ এব কথম্ ? ‘হি’ সম্মাৎ ‘ব্রহ্মচর্যেণ’ এব সতঃ সৎস্বরূপাৎ ‘আত্মানঃ’ পরাত্মনঃ ‘জাৎ’ সৃষ্টিং বিদ্যতে । ‘অথ ‘সৌনম্’ উতি ‘বৎ’ আচক্রে ‘১৭’ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব । কথম্ ? ‘হি’ সম্মাৎ ‘আত্মানম্’ এব ‘অনুবিদ্য’ প্রাপ্য ‘মমুতে’ সীনী ভবতি ।

‘অথ অনাশকং যনম্’ উপাসপারায়ণত্বম্ আচক্রে যৎ, ‘তৎ’ ব্রহ্মচর্য্যম্ এব । কথম্ ‘হি’ সম্মাৎ ‘ব্রহ্মচর্যেণ’ ‘যম্’ আত্মানং ‘অনুবিন্দতে’ স এব আত্মা ‘ন’ নশুতি অদর্শনো ন ভবতি । ‘অথ অরণ্যায়নং’—অরণ্যবাসঃ—ইতি আচক্রে ‘যৎ’ ‘ভৎ’ ‘ব্রহ্মচর্য্যম্’ এব । কথম্ ? ‘ইতঃ’ অগ্না-  
ল্লোকং—ভূবল্লীল্লোককাপেক্ষা—‘তৃতীয়াঃ’ দিবি ব্রহ্মলোকে ‘অরন্ড’ ‘গাশ্চ’ অর্গবো সমুদ্রৌ, তৎ তত্র ‘ত্রৈমদীয়ম্’—ইরা অন্নম্ তদ্রূপন্নম্ ত্রৈম্, অন্নরসময়ক তৎ ‘সদীযক’ মদকরং চ—‘সরঃ’, ‘তৎ’ তত্র ‘সোমসবনঃ’ সোমস্রাবী ‘অথৎ’, ‘তৎ’ তত্র ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘অগরাজিতা’ ‘পুঃ’ পুরী, ‘প্রভূবিশিতং’ প্রভূগা ব্রহ্মণা নির্মিতং হিরণ্ময়ং পৃথম্ ;—

‘তৎ’ তত্র ‘যে এব’ ‘ব্রহ্মচর্যেণ’ ‘এতৌ’ অরং চ গাঃ চ অর্গবৌ ব্রহ্মলোকে ‘অনুবিন্দন্তি’ লভন্তে, ‘তেবাম্’ ‘এব’ এব ব্রহ্মলোকঃ ; তেবাং ‘সর্কেৰ্যু’ লোকৈৰ্যু ‘কামচারঃ’ যথেষ্টগতিঃ ভবতি । সর্কেৰ্যাং সাধনানাম্ ব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং ব্রহ্মচর্যেণৈবেতি কলিতার্থঃ ।

ইদানীং বৃদ্ধস্তন্যাদীসম্বন্ধাং গতিমমুশীলয়তি ( ৪ । ২ ১৭—১৯ ) অথেনি । ‘অথ বাঃ’ এতাঃ ‘হৃদয়ত’ হৃৎপিণ্ডপ্রস্থতাঃ ‘নাভঃ’ ‘তাঃ’ ‘পিজলস্য’ পিজলবর্ণস্য ‘শুক্রস্য’ শুক্রবর্ণস্য, ‘নীলস্য’ নীল-



ବର୍ଣ୍ଣା, 'ପୀତସ' ପୀତବର୍ଣ୍ଣା, 'ଲୋହିତସା' ଲୋହିତବର୍ଣ୍ଣା 'ଅଗ୍ନିଃ' ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣା ବର୍ଣ୍ଣାଭିବାଚନମହେତୁତ୍ତମା  
'ନାଭାଃ' ତତ୍ତ୍ୱବର୍ଣ୍ଣାଭିବାଚନମାର୍ଥାଧୁକ୍ତାଃ—ତାହ କର୍ମାନ୍ତରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣାବିଶୋଦ୍ଧାର୍ପଣାଦଧ୍ୟାତ୍ମସ୍ୱେରମ୍ ।  
କୃତ ଏତେବା ବର୍ଣ୍ଣାଭିବାଚନେ ନାମଧ୍ୟାନାଂ ଅନେକସଂସାହ—'ଅମୋ' ବା 'ଆଦିତ୍ୟାଃ' 'ଶିଖରାଃ', 'ଏବ ଶୁକ୍ରଃ',  
ଏବ 'ନିଳଃ', 'ଏବ 'ପୀତଃ', ଏବ 'ଲୋହିତଃ'—ଆଦିତ୍ୟାରମ୍ଭିତ ଏବ ତତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଭିବାଚନମାର୍ଥାନାଂ ସଂକ୍ଷେପି  
କଳିତାର୍ଥଃ ।

ତତ୍ର ହସ୍ତୀନାଂ ଅଚରଣକାଳେ ତତ୍ତ୍ୱବେତି । 'ତତ୍' ତତ୍ର ବା 'ମହାପଥଃ' 'ଆତତଃ' ବିହୃତଃ 'ହିମଃ' ଚ  
ନିକଟବର୍ତ୍ତନମ୍ 'ଅମ୍' ଚ ଦୂରବର୍ତ୍ତନମ୍ 'ଉତ୍ତୋ' ଗ୍ରାମୋ ଗଚ୍ଛତି, 'ଏବମ୍' ଏବ ଏତାଃ 'ଆଦିତ୍ୟା' 'ରକ୍ଷତଃ'  
'ହିମଃ' ଚ ପୁରବନ୍ 'ଅମ୍' ଚ ଆଦିତ୍ୟାନ୍ 'ଉତ୍ତୋ' ଲୋକୋ ଗଚ୍ଛତି । 'ଅମ୍'ବାବ୍ ଦୂରବର୍ତ୍ତନଃ ଆଦିତ୍ୟାଂ  
'ତାଃ' ରକ୍ଷତଃ 'ଆହ' ନାଡ଼ୀୟୁ 'ହୃତାଃ' ଅଗ୍ନିଃ 'ଅତାରକ୍ଷେ' ସକ୍ତତାଃ ଭବନ୍ତି, 'ଆତାଃ' ପୁନଃ ନାଡ଼ୀତାଃ  
ତେ—'ରକ୍ଷାଃ' ପୁମାନ୍ ଦୀର୍ଘିତୋ ଯାଂଃ' ଇତି ପୁଂସ୍ତ୍ୱାଂ—'ରକ୍ଷତଃ' 'ଅମ୍'ଦ୍ୱିନ୍ ଆଦିତ୍ୟେ 'ହୃତାଃ' ଅଗ୍ନିଃ  
'ଅତାରକ୍ଷେ' ସକ୍ତତାଃ ଭବନ୍ତି ମହାପଥବ୍ୟ । ଦୂରହୀନାଂ ଶ୍ରୀରାମାଭିଧ୍ୟାନାଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଶୋଦ୍ଧିତବହୁବ୍ରହ୍ମନଦୃଶ୍ୟଗୋଚରେ  
ଅତିଛବି ଅତିକଳନେ ସଂକ୍ଷେପିତତତ୍ତ୍ୱବର୍ଣ୍ଣାବିଶୋଦ୍ଧାଦେବ ଭବତୀତ୍ୟାଧୁନିକାଃ । ଏକସ୍ୟ ନାନସର୍ବାପାର-  
ନୀୟତ୍ୱମିନ୍ ସଂକ୍ଷେପକୈବମେବ ଭବତୀତି ତେବାଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଃ ।

'ତତ୍' ତତ୍ର—ରମ୍ଭିନକ୍ରମେ—ସତି 'ବତ୍ର' ବସିନ୍ କାଳେ ଏତତ୍ ଭବତି । କିନ୍ତୁ ? 'ହୃତଃ' ଜୀବଃ ସମସ୍ତଃ  
ଊପସଂକ୍ରତକରଣ୍ୟାପାରଃ, ହୃତରାଂ 'ସମ୍ପ୍ରସରଃ' ବିସମ୍ପର୍କବିରହିତତ୍ୱାଂ ସମାକ୍ ଏସରଃ—ସମ୍ପରଃ ସ୍ୱପ୍ନଂ ନ  
'ବିଜ୍ଞାନାତି' ନୁ ଅନୁଭବତି, ତତ୍ତ୍ୱା 'ଆହ' ନାଡ଼ୀୟୁ ନ 'ହୃତଃ' ଅଗ୍ନିଃ ଭବତି । 'ତତ୍' ସମ୍ପରଂ ଜୀବାହୀନଂ  
କଳନ 'ପାପ୍'ମ୍ 'ନ ଲ୍ପୁ'ତି । କଥଂ ନ ପାପ୍'ମା ଲ୍ପୁ'ତି ? 'ହି ସନ୍ନା' 'ତେଜସା'—ନାଡ଼ୀଗତେନ ମୌରେଣ  
ରମ୍ଭିନା—ତତ୍ତ୍ୱା ନ 'ସମ୍ପରଃ' ଭବତି ।

ଅଥ 'ବତ୍ର' ବସିନ୍ ସମୟେ 'ଏତତ୍' ଭବତି । କିନ୍ତୁ ? 'ଅବଲିମାନଂ' ଯୋଗାଦିନା ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟୁରାଂ 'ନୀତଃ'  
ପ୍ରାପ୍ତଃ ଭବତି, 'ତତ୍' ଶ୍ରୀରାମୋଦୟମ୍ 'ଅଭିତଃ' ଆସୀନାଃ ବହୁବ୍ରହ୍ମାଃ ଆହଃ—'ଜ୍ଞାନାସି ମାଂ', 'ଜ୍ଞାନାସି  
ମାମ୍' ଇତି, ନ ବାବ୍ୟ 'ଅନ୍ୟାଂ' ଧରୀରାଂ 'ସମୁଦକ୍ରାନ୍ତଃ' ଅବହିନିଃସୃତଃ ଭବତି ତାବ୍ୟ 'ଜ୍ଞାନାତି' ତତ୍ତ୍ୱହରଂ  
ବଚ୍ଛତି ।

ଅଥ 'ବତ୍ର' ବସିନ୍ କାଳେ ଏତତ୍ ଭବତି । କିନ୍ତୁ ? 'ଅନ୍ୟାଂ' ଧରୀରାଂ ନ 'ଉଦକ୍ରାନ୍ତଃ', ଅଥ ତତ୍ତ୍ୱା  
'ଏତେତଃ' ଏବ ନାଡ଼ୀଗତେତଃ ରମ୍ଭିତଃ 'ଉଦ୍ଧୃ'ନ୍ 'ଆକ୍ରମତେ' । 'ମ' ସାଧନସମ୍ପରଃ 'ଓମ୍' ଇତି ଏବ ପୁନଃ  
ସମ୍ପରଂ 'ଉଦ୍' ଉଦ୍ଧୃ'ନ୍ 'ଏବ' 'ସୌରତେ' ଗଚ୍ଛତି । 'ବାବ୍ୟ' ବାବତା କାଳେନ 'ନନଃ' 'କ୍ଷିପୋଂ' ବିସରାଂ  
ବିସରାପ୍ତରଂ ବାରାଂ 'ତାବ୍ୟ' ତାବତା କାଳେନ—ଅତିଶୀଘ୍ରସିତି ଡାବ୍ୟ—'ଆଦିତ୍ୟା' ଗଚ୍ଛତି । ଏତତ୍  
ଆଦିତ୍ୟାମଘନଂ ଧୂମ୍ରବିହୁବାଂ ଶୋକହାରଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକହାରଂ, ହୃତରାଂ ତେବାଂ 'ଅପନନଂ' ବ୍ରହ୍ମଲୋକଅବେଶବନ୍ଧୁ,  
'ଅଗ୍ନିହୁବାଂ' ପୁନଃ 'ନିରୋଧଃ' ଅବେଶନିରୋଧବନ୍ ।

ତତ୍ତ୍ୱ ତସିନ୍ ଅର୍ଥେ ଏବ ଶ୍ଳୋକଃ—'ହୃଦୟନା' ହୃଦୟନବଦ୍ଧିନ୍ତଃ 'ଧତଃ ଚ ଏକା' ଏକୋଦ୍ଧରଣତଃ ନାଭାଃ ।  
'ତାମାଂ' ନାଡ଼ୀନାମ୍ ଏକା 'ହୃଦ୍'ନମ୍ 'ଅଭି' ଅଭିଧ୍ୟାନ 'ଗତା' ନିଃସୃତା ବିନିର୍ଗତା । 'ତତ୍ତ୍ୱା' ନାଭ୍ୟା  
'ଉଦ୍ଧୃ'ନ୍ ଆୟନ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ 'ଅସୃତବନ୍' 'ଏତି' ଆପ୍ରୋତି । 'ବିଷଢ଼ଢ଼ତାଃ' ବିଷୟ ସର୍ବତୋଗତାଃ ଅଭ୍ୟାଃ  
ନାଭ୍ୟାଃ 'ଉଦକ୍ରମଣେ' ନିର୍ଗମନେ 'ଭବନ୍ତି' ମହାରାଂ ନ ତୁ ଅସୃତବେ' ଇତି ଧେୟଃ । ଦ୍ୱିତୀୟାଂ ପ୍ରକରଣମନାମ୍ଭାର୍ଥଃ ।

ଇହଲୋକେ ଆଗମିସେବାଦି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତୀକୃତ ଭୋଗ ଯେମନ କ୍ଷୟ  
ପାୟ, ପରଲୋକେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତୀକୃତ ଭୋଗ ଯେମନ କ୍ଷୟ ପାୟ, ସେହି-  
କ୍ଷୟ ଇହଲୋକେ ବାହାରା ଆତ୍ମାକେ ଏବଂ ସେହି ସକଳ ସତ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତ ବିଷୟ

সমূহকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে তাহাদের সকল লোকে যথেষ্ট গতি হয় না । পক্ষান্তরে বাহারা আত্মাকে এবং এই সকল সত্য অভিলষিত বিষয়সমূহকে জানিয়া দেহত্যাগ করে তাহাদের সকল লোকে যথেষ্ট গতি হয় ।

সে যদি পিতৃলোক অভিলাষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র পিতৃগণ উপস্থিত হন এবং পিতৃলোক দ্বারা সে সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর যদি সে মাতৃলোক অভিলাষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র মাতৃগণ উপস্থিত হন এবং সে মাতৃলোক দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি ভ্রাতৃলোক অভিল'ষ করে, ইহার সঙ্কল্পমাত্র ইহ'র ভ্রাতৃগণ উত্থান করে এবং সে ভ্রাতৃগণ দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি ভগিনীলোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র ভগিনীগণ উত্থান করে এবং সে ভগিনীগণ দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি সখাদিগের লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র সখা সকল উত্থান করে এবং সে সখাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি গন্ধ মাল্য লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র গন্ধ মাল্য উত্থান করে এবং সে গন্ধমাল্য দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি অন্নপান লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র অন্নপান উত্থান করে এবং সে অন্নপান দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি গীতবাদিত্র লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র গীতবাদিত্র উত্থান করে এবং সে গীতবাদিত্র দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

অনন্তর সে যদি স্ত্রীলোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র স্ত্রীগণ উত্থান করে এবং সে স্ত্রীগণ দ্বারা সম্পন্ন হয় ।

এইরূপ যে যেরূপ লোক কামনা করে, সঙ্কল্পমাত্র সে সকল উত্থান করে এবং সে তত্তৎ লোকে সম্পন্ন হয় ।

এই সকল কামনার বিষয় সত্য অথচ অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন তাই যখন ইহারা অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর ইহারা দর্শনের বিষয় থাকে না ।

অনন্তর যে সকল জীব ইহলোকে আছে এবং যে সকল জীব পরলোকে গমন করিয়াছে এবং বাহা কিছু পাইতে ইচ্ছা করিয়াও পায় না

সে সকল এই স্থলে গিয়া প্রাপ্ত হয় । এখানে এই সকল সত্য অভিলষ-  
ণীয় বিষয় অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাই তাহারা সাক্ষাৎ উপ-  
লব্ধির বিষয় হয় না । ক্ষেত্রের নিম্নে হিরণ্য নিধি নিহিত থাকিলেও  
সেই ক্ষেত্রের সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই, তাহারা যেমন সেই  
ক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার গিচরণ করিয়াও সেই হিরণ্যনিধি প্রাপ্ত  
হয় না, তেমনি এই সকল লোক [ সুযুক্তিকালে ] অহরহঃ ব্রহ্মলোকে  
গমন করিয়াও [ সেই নিধি ] প্রাপ্ত হয় না । কেন না অসৎ দ্বারা উহা  
প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ।

সেই এই আত্মা হৃদয়স্থ, উহার নাম হৃদয় । যে ব্যক্তি এই নাম  
জানে সে অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে ।

অনন্তর এই প্রসঙ্গ শাস্ত্র জীবাত্মা এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া  
পরমজ্যোতি [ পরমাত্মার ] সহিত মিলিত হইয়া নিত্য স্বরূপ সম্পন্ন হয় ।  
এইরূপ একত্বে আত্মাই অমৃত অভয় এবং ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন । এই  
ব্রহ্মের নাম সত্য । সেই নাগের ভিতরে সতি-য-তা তিনটি অক্ষর ।  
তন্মধ্যে সৎ এইটি অমৃত তি এইটি মর্ত্য । যেহেতুক য এই বর্ণে এই  
উভয় একত্র বদ্ধ হয় । তাই যে ব্যক্তি এ তত্ত্ব জানে সে অহরহঃ স্বর্গ  
লোকে গমন করে ।

অনন্তর যিনি আত্মা তিনি সেতু, এই সকল লোকের ভঙ্গ হয় একান্ত  
তিনি সেতু হইয়া সকলকে ধারণ করিয়া আছেন । অহোরাত্র এই  
সেতুকে উত্তীর্ণ হইতে পারে না । জরা মৃত্যু শোক স্কন্ধ ও দুষ্কৃত  
সর্ববিধ পাপ এখানে নিরস্ত হয়, সুতরাং এইটি পাপবিহীন ব্রহ্মলোক ।  
তাই এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ হইয়া অবিদ্ধ হয়, তাপ-  
যুক্ত হইয়া তাপহীন হয় । তাই এই সেতু উত্তীর্ণ হইয়া রজনী দিবা হয় ।  
এইটি একবার প্রকাশিত ব্রহ্মলোক ।

এ ব্রহ্মলোক তাহারই, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যা দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হয় ।  
যাহাদের এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় তাহাদের স্বর্গলোক কামচার হইয়া  
থাকে ।

অনন্তর যাহাকে যজ্ঞ বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই  
জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি উহাকে প্রাপ্ত হয়, অনন্তর যাহাকে ইষ্ট বলে উহা

ব্রহ্মচর্য্যই—সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অনন্তর যাহাকে ইষ্ট বলে উগ্ৰ ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই বাঞ্ছনা করিয়া আত্মাকে প্রাপ্ত হয় ।

অনন্তর যাহাকে সত্ৰায়ণ বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মায় ত্রাণ প্রাপ্তি হয় ।

অনন্তর যাহাকে যৌন বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মাকে জানিয়া মনন করে ।

অনন্তর যাহাকে অনাশ্চর্য্য বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে আত্মাকে পায় সে কখন বিনাশ পায় না ।

যাহাকে অরণ্যায়ন [ অরণ্যবাস ] বলে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই কেন না সেই অর এবং ণ্য ব্রহ্মলোকে দুইটি সমুদ্র । এখান হইতে তৃতীয় স্বর্ণ, সেখানে অন্নরনোৎপন্ন মন্ততাকর অদ্যেয় সরোবর এবং গোমরনদ্রাবী অম্বথরক্ষ ও ব্রহ্মনির্মিত অপরাঙ্গিত হিরণ্ময় ব্রহ্মপুরী আছে ।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে ঐ সমুদ্রদ্বয় প্রাপ্ত হয় তাহাদের ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং সকল লোকে যথেষ্টাচার হয় ।

হৃদয়ে যে এই সকল নাড়ী আছে তাহাতে পিঙ্গলবর্ণ শুক্লবর্ণ নীলবর্ণ পীতবর্ণ লোহিতবর্ণ অণু আছে, তদ্বারা উহার তত্ত্বদর্শে অনুরঞ্জিত হয় এবং আদিত্য তত্ত্বদর্শে অনুরঞ্জিত হয়েন ।

যেমন অতিবিস্তৃত পথ এ গ্রাম হইতে ও গ্রাম বিস্তৃত হইয়া উভয় পথকে এক করিয়া রাখে সেইরূপ এই নাড়ীগত রশ্মিসকল এই নাড়ীগুলি দিয়া বিস্তৃত হইয়া আদিত্য সহ পুরুষকে মিলিত করিয়া রাখে । এ সময়ে প্রস্তুতাবস্থা উপস্থিত হয়, কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না । জীব তেজঃসম্পন্ন হয়, পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।

এই অবস্থায় জীব যখন বলহীন হইয়া পড়ে বন্ধুগণ আগিয়া তখন তাহার চতুর্দিকে উপবেশন করে, আমাকে চিনিতেছ কি না এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে থাকে । শরীর হইতে আত্মার যতক্ষণ উৎক্রমণ হয় না ততক্ষণ উত্তর দেয় ।

অনন্তর জীব যখন শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, ওম্ এই শব্দ উচ্চারণ

করিতে করিতে ঐ সকল রশ্মিযোগে উৎক্রমণ করে । মন যেমন অতি সত্ত্বর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, তেমনি দ্রুতবেগে আদিত্যে প্রবেশ করে । এইটি ব্রহ্মলোক প্রবেশের পথ । অজ্ঞানিদিগের পক্ষে এখানেই প্রবেশের নিরোধ ।

এ সম্বন্ধে এই শ্লোকগুলি নিবন্ধ আছে—একশত এক সংখ্যক হৃদয়ে নাড়ী আছে, তাহাদের একটি উর্দ্ধগত হইয়া গন্তুক ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছে । এই নাড়ী দিয়া উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, অম্ম নাড়ীগুলি উৎক্রমণে সাহায্য করে ।

ভাব—এখানে এই তত্ত্ব বর্ণিতে হইবে । আগ্রহ অবস্থায় যে সকল বিষয় অমুভূত হইয়া থাকে উহা কখন আবির্ভূত কখন তিরোহিত হয় । এই আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বভাববশতঃ উহার সৎ ও অসৎ উভয় স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । সুতরাং সকল পদার্থই এইরূপ উভয় স্বভাববিশিষ্ট । যখন যে বিষয়ের জ্ঞান চেতনায় আবির্ভূত হয়, উহা বিষয়ান্তরকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তিরোহিত হইয়া যায় । এই তিরোধান্বে বিষয় বিনষ্ট হইল তাহা নহে উহার জ্ঞান চেতনায় রহিল না এই মাত্র । এইরূপ চেতনানাম্পর্কে একটি বিষয়ের তিরোধান বিষয়ান্তরের অব্যাক্ত ভাবে স্থিতি লক্ষ্য করিয়াই বিষয়মাত্রের সদস্য নির্ণীত হইয়া থাকে । যিটি অব্যাক্তভাবে স্থিতি করিল যোগোপায় দ্বারা সেইটিকে ব্যক্ত করিয়া লইতে হইবে । সাংখ্যদর্শনের পঞ্চমাধ্যায়ের বটপঞ্চাশ সূত্রে এবং শাস্তিকগণের অন্তঃশব্দের ব্যুৎপত্তিতে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে দেখিতে পাওয়া যায় ।

এখনকার বিজ্ঞানবিকাগণ এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । কেবল তাঁহারাই এ সম্বন্ধে কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা নহে, আত্মীয় স্বজনগণও যুত ব্যক্তির ছায়াপুরুষ দর্শন করিয়াছেন, ছায়াপুরুষ কিরূপে দৃষ্ট হয় বেদান্ত তাহা এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন । “নাড়ীগত রশ্মিসকল নাড়ীগুলি দিয়া বিস্তৃত হইয়া আদিত্য সহ পুরুষকে মিলিত করিয়া রাখে সুতরাং গমনকালে সেই রশ্মিযোগে ছায়াপুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

২৪ । মঘবস্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্ম্যামৃতস্ম্যা-  
শরীরস্ম্যানোহধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ  
সশরীরস্ম্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ম্যশরীরং বাব সন্তুং ন  
প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্বুঃশরীরার্থেতানি তদ্যথৈতা-

শ্রুতমুদ্রাদাকাশাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ।

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উক্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জজ্ঞন্ ক্রীড়ন্ যমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতীভির্বা নোপজনতু স্মর-  
হ্মিদতু শরীরতু স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিহুরীরে  
প্রাণো যুক্তঃ ।

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষয়ং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায়  
চক্ষুরথ যো বেদেদং জিত্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ত্রাণমথ যো বেদেদ-  
মভিব্যাহরাণীতি স আত্মাহ্ভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদতু শৃণা-  
নীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ।

অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোহস্ত্য দৈবং চক্ষুঃ সৰ্বা  
এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান পশুন্ রমতে ।

য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মা-  
ত্তেষাং সৰ্ব্বে চ লোকা আপ্তাঃ সৰ্ব্বে চ কামাঃ স সৰ্ব্বাংশ্চ লোকা-  
নাপ্নোতি সৰ্ব্বাংশ্চ কামান্ভুস্তমাগ্নানমনুবিদ্য জানাতি হ প্রজাপতি-  
রুবাচ প্রজাপতিরুবাচ । ১—৬ ।

শ্রামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে অথ ইব রোমাণি  
বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাং প্রমুচ্য ধৃত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা  
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীতাভিসম্ভবামীতি । ১ । ছা, ৮ । ১০ । ১২ । ১৩ ।

আত্মনো বিবিধা স্থিতিবিত্রিয়তে ( ৩ । ৩ । ৫—৭ ) মধবসিদ্ধি । ব্যাখ্যাতম্ ( ৩ । ৪৮ পৃ ) ।

ইত্বাং প্রকাশরূপা এষা স্থিতিস্তাবদ্ব্যভ্যন্তে ;—‘বায়ুঃ’ ‘অশরীরঃ’ শিরঃপাণ্যাদিবিবহিতঃ ; ‘অভ্রং,’  
‘বিদ্বাং,’ ‘ভূময়িত্বঃ,’ ‘এতানি’ অশরীরানি । ‘ভৎ’ তত্র—অশরীরে—সতি ‘বধা’ ‘এতানি’ বাহ্যদানি  
‘অমুদ্রাং’ আকাশাৎ ‘সমুখায়’ ‘পরং’ ‘জ্যোতিঃ’ স্বকারণং তেজঃ ‘উপসম্পদ্য’ তেন একীভূতং ‘স্বেন’  
‘রূপেণ’ ‘অভিনিষ্পদ্যন্তে’ স্বস্বরূপসম্পন্নানি ভবন্তি ;

‘এবম্’ ‘এব’ ‘এব’ ‘সম্প্রসাদঃ’ ‘সুখময়ঃ’ শান্তঃ জীবঃ ‘অদ্রাৎ’ পরীরাত্ ‘সমুখায়’ পরীরাত্তাবনাঃ  
পরিহার্য ‘পরং জ্যোতিঃ’ পরাত্মনঃ ‘উপসম্পদ্য’ তেনৈকীভূতং ‘স্বেন’ রূপেণ ‘অভিনিষ্পদ্যতে’ স্বস্বরূপ-  
সম্পন্নো ভবন্তি । ‘এবং’ পরাত্মন্যভিন্নতাবেনাবহিতঃ ‘স উক্তমঃ পুরুষঃ’—আবিভূতস্বরূপত্বাৎ । ‘স  
তত্র’—আবিভূতস্বরূপাবহারঃ—‘জজ্ঞন্’ ‘জজন্’ ‘ক্রীড়ন্’ ‘ক্রীড়তিঃ’ বা ‘বানৈঃ’ বা ‘জ্ঞাতীভিঃ’ বা

রমনাং: উপজনম্ আত্মভাবেন গৃহীতম্ ইদং শরীরং ন স্মরন্ পর্ষোতি বিচরতি। যদি বিকৃত-  
শরীরতয়া এব বিহরতি, কথং পুনঃ সিদ্ধান্তি ভক্ষণাদিকং তদ্ব্যচ্যতে—বখা 'স' প্রমোগাঃ অবঃ বলীংর্জ-  
'বা' আচরণে' রথে অনসি বা 'বৃত্তঃ', 'এবম্' এব 'অস্মিন্' শরীরে' অয়ং প্রাণঃ—'পঞ্চবৃত্তিঃ ইন্দ্রিয়-  
মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াক্রিয়শক্তিঘরসংসৃদ্ধিতাত্মা'—'বৃত্তঃ'।

প্রতিকরণং তত্ত্বাধিতানং ভৎসরূপঞ্চ দর্শয়তি—'অথ' 'বৎ' নেত্রকোটরে 'এতৎ' 'আকাশম্'  
'অনুবিবরম্' অনুগতং চক্ষুঃ, 'স চাক্ষুঃ পুরুষঃ'—নৈতৎ চক্ষুঃ ক্রিয়াক্ষেপে চাক্ষুঃ পুরুষঃ—'স'  
একথা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চা সঙ্খ্যা নবধা চৈব পুনর্নৈককাদশঃ' (৩। ১৭[১২৩৭]) ইত্যাদি  
দর্শনাং—'দর্শনাং' দর্শনহেতোঃ 'স পুরুষঃ' 'চক্ষুঃ'; অথ 'বঃ' 'বেদ' 'ইদং' 'হৃগন্ধি' 'হৃগন্ধি' বা  
'জিহ্বা' ইতি স আত্মা, 'গন্ধার' গন্ধগ্রহণহেতোঃ 'স দ্রাণং' দ্রাণেন্দ্রিয়ম্; 'অথ বঃ বেদ' 'ইদং' বচনম্  
'অভিযাহারানি' বহানি ইতি 'স আত্মা', 'অভিযাহারার' ভাবণহেতোঃ 'স' 'বাক্' বাগেন্দ্রিয়ম্, অথ  
বঃ 'বেদ' ইদং 'শ্রুতানি' ইতি 'স' আত্মা, 'শ্রবণার' শ্রবণার্থং স 'শ্রোত্রম্';

'অথ বঃ বেদ' 'ইদং মনানি' ইতি স আত্মা, 'অথ' 'আত্মানঃ' 'মনঃ' 'দৈবম্' অপ্রাকৃতং 'চক্ষুঃ'—  
বর্তমানকালবিষয়ানীতরেন্দ্রিয়প্রাণভৌহৈবানি তানি, মনস্ত ত্রিকালোপলব্ধিকরণং হুতরং 'দৈবম্'।  
স বা এব আত্মা দেহবিস্তৃতঃ 'এতেন' 'দৈবেন' 'চক্ষুঃ' মনসা 'এতান্' 'কামান্' 'গন্তান্' 'রমতে'—  
'ন বৈ দেবা অস্তি ন পিবন্ত্যন্তদেবায়ুতং দৃষ্ট, তৃপ্যতি' (১০। ২৩[৪৩৩৭]) ইত্যুক্তে: দর্শনমেক  
তৃপ্তিহেতুন্ তু লৌকিকভোজনাদিকম্। 'বশিষ্ঠেনোরমুখ্যায়নং ভয়াবর্তমানং বনিতা বনাতাং।  
গগৌ নিমেষালসপক্ষপাক্তিভিরূপো বিতাত্যামি লোচনাভ্যাম্' (রঘু ২স, :৯৯) ইতিবৎ দর্শনাদেক  
ভোগাপেক্ষরাহিত্যধিক্যং বিষয়ব্যবধানকালব্যাহতিভ্যাং।

কান্ কামান্ গন্তান্ রমতে? 'যে এতে' ব্রহ্মলোকে অলৌকিকঃ কামাঃ। তং বা এতম্ আত্মানম্  
—ইন্দ্রায় প্রজাপতিনোক্তম্ (৩। ৪৩৭)—'দেবাঃ উপাসতে, তস্মাৎ 'তেষাং' দেবানাং 'সর্কে' চ  
'লোকাঃ' 'সর্কে' চ কামাঃ 'আপ্তাঃ' প্রাপ্তাঃ। ইদানীমপি—'বঃ তম্ আত্মানম্' 'অনুবিদ্য' জানাতি  
জানসম্প্রদো ভবতি, 'স সর্কান্' চ 'লোকান্ সর্কান্' চ 'কামান্' 'আপ্নোতি' ইতি, 'হ' ঐতিহ্যে—  
'প্রজাপতিঃ' 'উবাচ' ইন্দ্রায়। বিরচনং সমাপ্তার্থম্।

হার্দব্রহ্মধ্যানার্থেহয়ং মন্ত্রঃ—'শ্রামাং' গভীরবর্ণাং হার্দব্রহ্মণঃ 'শবলাং' বৈচিত্র্যযুক্তং—ব্রহ্মণি  
সর্কেবর্ণাং স্থিতিবর্ণাং—'ব্রহ্মলোকং' 'প্রপদ্যে', 'শবলাং' বিচিত্রাং ব্রহ্মলোকাং পুনঃ 'শ্রামাং'  
হার্দং এক 'প্রপদ্যে'। এবং হার্দব্রহ্মলোকপ্রাপ্তা 'অথঃ ইব' 'রোমানি' 'নিবুহ'—অথো বখা রোম-  
কম্পনেণ পাংখাদি অপোহতি 'তথা—পাপং' 'বিবুহ', 'রাহোঃ' 'মুখাং' 'চল্লঃ ইব' 'প্রমুখা' 'শরীরং'  
'বুহা' গরিহার 'কৃতাত্মা' কৃতকৃত্যঃ 'অকৃতং' নিত্যং 'ব্রহ্মলোকম্' 'অভিসম্ভবামি'। বিরচনং মন্ত্র-  
সমাপ্তার্থম্।

হে মঘবন, এই শরীর মরণশীল, মৃত্যুর অধীন, অঞ্চ অশরীর, অমৃত  
আত্মার অধিষ্ঠানভূমি। যাহার শরীর আছে তাহাকে প্রিয় ও অপ্রিয়  
উভয় স্পর্শ করে। যাহার শরীর নাই, তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় জনিত  
ব্যাঘাত নাই, অশরীর হইলে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করে না।

বায়ু অত্র বিদ্যুৎ মেঘগর্জন এ সকল অশরীর। এ সকল যেমন

এই আকাশ হইতে উত্থান করিয়া পরমজ্যোতির সহিত এক হইয়া আত্মস্বরূপে নিম্পন্ন হয় ।

সেইরূপ এই সুপ্রগম্ন আত্মা এই শরীর হইতে উত্থান করিয়া পরম জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া স্বরূপে স্থিতি করে । পরাত্মা সহ স্বরূপসম্পন্ন সেই উত্তমপুরুষ সেখানে বিচরণ করেন, ভোজন করেন, ক্রীড়া সহ ক্রীড়া করেন, জ্ঞানগণ সহ যানারোহণে গমন করেন, আত্ম-ভাবে গ্রহণ করাতে এই শরীরকে আর স্মরণ করেন না । বলীবর্দ্ধ বা অশ্ব রথে বা শকটে সংযোজিত হইলে যন্তাবাপন্ন হয় সেইরূপ প্রাণ এই শরীরে সংযুক্ত থাকে ।

যেখানে এই আকাশে এই চক্ষু অনুপ্রবিষ্ট থাকে সেখানে এই চাক্ষুষ পুরুষ স্থিতি করত দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করে, এইরূপ যে জ্ঞান লইতেছি এইরূপ মনে করে সেই আত্মা গন্ধ গ্রহণ করে, যে কথা কহিতেছি এই-রূপ মনে করে সেই আত্মা বাধ্যবহার করে, যে মনে করে শ্রবণ করি-তেছি, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সে শ্রোত্র হয় ।

যে মনে করে মনন করিতেছি মনন করিবার নিমিত্ত সে মন হয় । এই মননকারী আত্মা, মন ইহার দৈব চক্ষু, এই দৈব চক্ষু দ্বারা কামনার বিষয় সমুদায় দর্শন করিয়া এই সকল কামনার বিষয় সম্ভোগ করে ।

এই সকল ব্রহ্মলোকে দেবগণ এই আত্মার উপাসনা করে তাই তাহারা সকল লোক সকল কামনার বিষয় প্রাপ্ত হয় । ইহলোকে যাহারা আত্মাকে জানে তাহারা সেইরূপ সৰ্ব্বসম্পন্ন হয় । প্রজাপতি এইরূপ বলিলেন প্রজাপতি এইরূপ বলিলেন ।

শ্রাম হইতে বিবিধ বর্ণ এবং বিবিধ বর্ণ হইতে শ্রামবর্ণ প্রাপ্ত হয় । অশ্ব-বেমন রোমসকল ঝাড়িয়া ফেলে তেমনি পাপসকল ঝাড়িয়া ফেলিয়া কৃতকৃত্য হয়, রাত্নর মুখ হইতে চন্দ্রকে প্রমুক্ত করিয়া বেমন কৃতকৃত্য হয় তেমনি শরীরকে ত্যাগ করিয়া অকৃত ( নিত্য ) ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করি, জন্মগ্রহণ করি ।

ভাব—মৃত্যুতে আত্মা শরীর হইতে বিযুক্ত হয়, এ অবস্থায় তাহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় উভয় অবস্থা স্পর্শ করে না । কেন না যে শরীর প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিবে এখন তাহার অস্তিত্ব নাই । আত্মা স্তবরাং স্থখে দুঃখে প্রিয় ও অপ্রিয়ের অতীত হইয়া



স্থিতি করে। এক শরীরের জন্ত পরমাশ্রয় সহিত আশ্রয় ভিন্নতা, সেই শরীর চলিয়া যাওয়াতে আশ্রয় পরমাশ্রয় সহিত অভিন্ন হইয়া স্থিতি করে, এইটী বায়ু বিজ্ঞাৎ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য এক মনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২৫। তদ্বৈতদুব্রজ্ঞা প্রজ্ঞাপত্য উবাচ প্রজ্ঞাপতির্মনবে মনুঃ  
প্রজ্ঞাভা আচার্য্যাকুলান্দেদমদীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষে-  
ণাভিসমারভ্য কুটুস্মে শুচৌ দেশে সাধ্যায়মদীযানো ধার্ম্মিকান্ বিদধ-  
দাত্মনি সর্কেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসনং সর্কভূতান্যত্র তীর্থেভাঃ  
স থশ্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পাদ্যতে ন চ পুনরাব-  
র্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ছা, ৮। ১০। ১৫। ১।

দৃষ্টং গার্হস্থ্যপ্রাধান্তং বিদ্যাভ্যাসমত্রাপি তদনুরূপমেব গার্হস্থ্যেহান গতাপসংহারং কয়োতি ভদ্রিতি।  
'তৎ' 'বৈ' 'এতৎ' 'আজ্ঞাতং' 'ব্রহ্মা' 'প্রজ্ঞাপত্য' 'কন্তুপার' 'প্ররূপতিঃ' 'মনবে', 'মনুঃ' 'প্রজ্ঞাভাঃ'  
'উবাচ'। কেনোপায়েন সাধনেন বেদমাত্রত্বমধিগত্য ভবতি 'তদাহ'—'গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ'  
গুরুশ্রদ্ধাভ্যাসমুদ্ভাসমানান্তরম্ 'অতিশেষেণ' অবশিষ্টেন কালেন 'যথাবিধানম্' 'আচার্য্যাকুলং'  
'বেদম্' 'অদীত্য', 'অভিসমারভ্য' গুরুকূলাৎ নিবৃত্ত্য 'কুটুস্মে' গার্হস্থ্যবিহিতপরিণয়াদিজনিতকর্ত্তব্যে  
'স্থিতৌ' 'শুচৌ' মেঘো দেশে 'সাধ্যায়ম্' অধীমানঃ, 'পুত্রান্ শি-যান্' চ 'ধার্ম্মিকান্' 'বিদধৎ' ধার্ম্মিক-  
শ্চেন তান্ নিরময়ন্, 'আত্মনি' পরাত্মনি 'সর্কেন্দ্রিয়াণি' 'সম্প্রতিষ্ঠাপ্য', 'তীর্থেভাঃ' শাস্ত্রানুজ্ঞাবিধেয়াঃ  
'অত্র' 'সর্কভূতানি' আগ্নীলোকপ্রাণিমাশ্রয়ং 'অহিংসনং', স থলু 'আয়ুষং' জীবিতকালং 'বাবৎ' 'এবং'  
'বর্ত্তয়ন্' 'ব্রহ্মলোকং'—ব্রহ্মৈব লোকঃ ব্রহ্মলোকঃ 'ভম্'—'অভিসম্পাদ্যতে, প্রত্যে 'ন চ' 'পুনঃ' 'আব-  
র্ত্ততে' ততো নিবৃত্তো ভবতি। দ্বিভাষ্য উপনিষদ্বিধ্যাপরিসমাপ্তার্থঃ।

ব্রহ্মা এই কথা প্রজ্ঞাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজ্ঞাপতি মনুকে, মনু  
প্রজ্ঞাসকলকে বলিয়াছিলেন। আচার্য্যাকুলে যথাবিধান গুরুশ্রদ্ধা  
করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে বেদ অধ্যয়নপূর্ব্বক সমাবর্ত্তনা-  
নন্তর কুটুস্মে অর্থাৎ গৃহস্থশ্রমে যিনি স্থিতি করেন; পবিত্র দেশে বেদ  
অধ্যয়ন এবং পুত্র ও শিষ্যাদিগণকে ধর্ম্মযুক্ত করিয়া আপনাতে ইন্দ্রিয়-  
গণকে সংযমপূর্ব্বক বেদবিহিত স্থল ভিন্ন অত্র যিনি সর্কভূতের পীড়া  
না জন্মান, তিনি যতকাল জীবিত থাকেন এইরূপে জীবন অতিবাহিত  
করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, আর ফিরিয়া আসেন না, আর ফিরিয়া  
আসেন না।

ভাব—বেদাধ্যয়নের পর সমাবর্ত্তনান্তর কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্ম-  
লোক প্রাপ্তি হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না তাহা বিবরণে এখানে বিবৃত হইয়াছে।

২৬। অথ ত্রয়োবাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেব-  
লোক ইতি সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রৈণৈব জযাঃ নান্মেন কৰ্ম্মণা,  
কৰ্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যায়া দেবলোকো দেবলোকোবৈ লোকানাং  
শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তি ।

অথাৎ: সম্প্রতিৰ্যদা প্ৰৈম্যম্ভ্যতেহথ পুত্রমাহ ত্বং ত্রক্ষ ত্বং যজ্ঞস্ত্বং  
লোকইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাং ত্রক্ষ যজ্ঞাহং লোকইতি যদৈ  
কিঞ্চানুভূতং তস্মা সৰ্ব্বম্ভ্য ত্রক্ষোত্যেকতা । যে বৈ কে চ যজ্ঞাস্তেষাং  
সৰ্বেষাং যজ্ঞইত্যেকতা যে বৈ কে চ লোকাস্তেষাং সৰ্বেষাং  
লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সৰ্বমেতন্মা সৰ্বং সন্নয়মিতো ভূন-  
জদিতি তস্মাং পুত্রমনুশিৰং লোকামাজ্ঞস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদৈবং  
বিদস্মাল্লোকাং প্ৰৈত্যথৈভিরেব প্ৰাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি । স  
যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষয়াকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সৰ্বস্মাং পুত্রো  
মুক্তি তস্মাং পুত্রো নাম স পুত্রৈণৈবাস্মি'ল্লোকে প্রতিনিষ্ঠত্বাথৈন-  
মেতে দেবাঃ প্ৰাণা অমৃত্য আবিশন্তি ।

পৃথিব্যৈ চৈনমগ্নেশ্চ দৈবী বাগাবিশতি সা বৈ দৈবী বাগয়া  
যদ্যদেব বদতি তত্তদ্বদতি ।

দিবশ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি তদৈ দৈবং মনো  
যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি ।

অন্ত্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্ৰাণআবিশতি স বৈ দেবঃ প্ৰাণো  
যঃ সঞ্চরংচ্চাসঞ্চরংচ্চ ন ব্যথতেহথো ন রিম্যতি স এবংবিং  
সৰ্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং  
দেবতাং সৰ্বাণি ভূতানুবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সৰ্বাণি ভূতানুবন্তি ।  
যদু কিঞ্চমাঃ প্ৰজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্বদতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি  
ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি । স্ব, ৩। ৫। ১৬—২০ ।

অথ লোকত্রয়সাধনমুচ্যেতে অথৈতি । 'অথ' 'মনুষ্যলোকঃ' 'পিতৃলোকঃ' 'দেবলোকঃ' ইতি  
'লোকঃ' 'ত্রয়ঃ' এব । 'সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ' 'পুত্রৈণ জযাঃ' জেতব্যঃ, 'ন' 'অন্তেন' 'কৰ্ম্মণা' ; কৰ্ম্মণা  
অগ্নিহোতাদিনা 'পিতৃলোকঃ' 'জেতব্যঃ', 'বিদ্যায়া' 'দেবলোকঃ' । 'লোকানাং' বৈ 'দেবলোকঃ'  
'শ্রেষ্ঠঃ', 'তস্মাং' 'বিদ্যাং' 'প্রশংসন্তি' 'তজ্জজ্ঞাঃ' ।

‘অথ’ অনন্তরম্ অতঃ—কেন বা প্রকারেণ পুত্রাৎ লোকজরো ভবতি তদর্থম্—‘সম্প্রতিঃ’ সম্মান্যং—পুত্রে স্বাভাব্যপারসম্মাননম্ । ‘বদা’ ‘পিতা’ ‘ঐবান্’ মরিবান্ ইতি ‘সম্বতে’, ‘অথ’ তদা ‘স পুত্রম্’, ‘আহ—‘ব্রহ্মবন্’, ‘বজঃ স্বম্’, ‘লোকঃ স্বম্’ ইতি । স পুত্রঃ পিতরং প্রত্যাহ—‘অহং’ ‘ব্রহ্ম’, ‘অহং বজঃ’, ‘অহং লোকঃ’ ইতি । অহং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যে কোবাধঃ প্রতিপত্তং ত্রয়ং ব্যাচটে—‘বৎ বৈ’ ‘কিঞ্চন’ ‘অনুজম্’—অনু পত্যাং পিতুঃ প্রয়াণানন্তরম্ উক্তম্ অবতীর্ণং ত্যাং—‘তত্ত সৰ্ব্বত’ ‘ব্রহ্ম’ বেদম্বরূপঃ ‘স্বম্’ ইতি ‘একতা’ পিতাপুত্রয়োরেকস্বম্ বেদপ্রচারবিচ্ছেদাভাবাৎ । ‘বে বে কে চ বজাঃ’ ‘ইতঃ পরম্ অনুষ্ঠেয়াঃ’ ‘তেবাং’ সৰ্কেবাং ‘বজঃ’ ‘স্বম্’ ইতি ‘একতা’ পিতাপুত্রয়োঃ কৰ্ণেকাম্ । ‘বে বে কে চ লোকাঃ’ ‘ইতঃ পরম্’ ‘জেতব্যাঃ’ অরা ভেবাং ‘সৰ্কেবাং’ ‘লোকানাং’ ‘লোকঃ’ ‘স্বম্’ ইতি ‘একতা’ পিতাপুত্রয়োঃ লৌকিকাম্ । ‘ইদং’ ‘সৰ্বং’—‘গৃহিণাং’ কৰ্ত্তব্যম্—‘এতাবৎ’ এতৎপরিমাণম্ । ‘ইতঃ’ অস্মাৎ লোকাৎ ‘এতৎ’ ‘সৰ্বং’ ‘মদ্রম্’—লিঙ্গব্যত্যাম্হান্সঃ—‘পৃষ্ঠবলং সৎ’ ‘মা’ মাং ‘ভূনজৎ’ ভূনক্তু পালরতু—লেট্ । বিকরণযুক্তস্বমি লেট্ বধা “রয়িমদ্রবৎ” ইতি । বিকরণব্যত্যাহপ্যত্র—ইতি তস্মাৎ ‘অনুশিষ্টম্’ এবমমুজাতং পুত্রঃ ‘লোকাৎ’ লোকহিতম্ আহঃ বিধাংসঃ । ‘তস্মাৎ’ কারণাৎ এব ‘এনং’ পুত্রম্ ‘অনুশাসতি’ অনুশিষ্টং কুর্ত্তি । ‘বদা’ ‘স এবংবিৎ’ ‘অস্মাৎ’ লোকাৎ ‘ঐতি’ ত্রিরতে, ‘অথ’ তদা ‘ঐতিঃ’ এব ‘প্রাণৈঃ’ ‘সহ’ পুত্রম্ ‘আবিশতি’ পিতা । অগ্নেন পিতা যদি ‘অক্ষরা’—অক্ষোতে: সঃ, নিপাতনাদ্যগতাবঃ, ‘অক্ষা’ তদা—বহুকৰ্ম্মব্যাপ্তিৰাশাৎ—‘কিঞ্চিং’ ‘অকৃত্তং’ ‘ভবতি’, ‘স পুত্রঃ’ ‘তস্মাৎ’ সৰ্বস্মাৎ অকৃত্তাৎ ‘এনং’ পিতরং ‘মুক্তি’ মোচয়তি, ‘তস্মাৎ’ ‘পুত্রো’ ‘দাম্’—‘পুনাতি’ ‘পিতরম্’ অকরণপরাধাৎ—পুত্রোক্তবশ্যেতি ত্ৰক্ । ‘স’ ‘পিতা’ ‘পুত্রো’ ‘এব’ ‘অশ্বিন্’ লোকে ‘প্রতিষ্ঠতি’ প্রতিষ্ঠাতাজনং ভবতি ‘মহুবালোকং’ জয়তি । ‘বদি পিতা’ ‘প্রাণৈঃ’ ‘পুত্রমাবিশতি’, কথং নিযতি তত্তামুশ্বিন্ লোকে স্থিতিমিতি তদাহ—‘অথ’—এবং মহুবালোকজ্ঞান-নন্তরম্—‘এনং’ পিতরম্ ‘এতে’ ‘অমৃতাতাঃ’ অমরণধৰ্ম্মাঃ ‘দেবাঃ’ প্রাণাঃ ‘বাগানয়ঃ’ আবিশন্তি । পুত্রোক্তবশ্যপরাধপরিহারো ভবতি, ‘বহুকৰ্ম্মা’ ‘বিদ্যায়া’ চ পুনঃ পিতৃলোকদেবলোকজরো ভবত্যতো ‘হৃদশস্বেনাত্ৰ’ ‘পুত্রপ্রকরণবিচ্ছেদঃ’ ।

কৃত্তত্ত্বং প্রবেশো ভবতি তদ্বিত্ত্বগোতি—‘পৃথিব্য’ পৃথিব্যাঃ চ ‘অগ্নেঃ’ চ ‘দৈবী বাক্’ ‘এনং’ পরেতম্ ‘আবিশতি’ । ‘স’ পুনঃ দৈবী বাক্, ‘বদা’ বাচা ‘বৎ বৎ’ এব ‘বদতি’ ‘তৎ তৎ’ ‘ভবতি’—সিদ্ধবাক্ ভবতি সঃ ।

‘দিবঃ’ চ অদিভ্যাং চ ‘এনং’ ‘দৈবং’ ‘মনঃ’ ‘আবিশতি’ । তৎ পুনঃ ‘দৈবং মনঃ’, ‘বেন’ ‘মনসা’ ‘আনন্দী’ স্ত্রী এব ভবতি ‘স’, ‘ন’ ‘শোচতি’ ।

‘অত্যাঃ’ চ ‘চন্দ্রমসঃ’ চ ‘এনং’ ‘দৈবং’ প্রাণঃ ‘আবিশতি’ । ‘বঃ’ প্রাণঃ ‘জজ্ঞমেহু স করন্’ ‘হাবরেহু’ ‘অসকরন্’ চ ‘ন ব্যথতে’, ‘অথো’ অপি ‘ন রিযতি’ ন নন্ততি । ‘স এবংবিৎ’—প্রাণতত্ত্বপরিজ্ঞাতা—‘সৰ্কেবাং’ ভূতানাম্ ‘আত্মা’ ভবতি—একাত্মতালাভাৎ । কথম্ ? ‘এবা’ ‘দেবতা’ ‘প্রাণঃ’ বধা, ‘তথা সঃ’ । ‘সৰ্ব্বাণি’ ‘ভূতানি’ ‘এতাং’ দেবতাং বধা ‘অবতি’ পালয়ন্তি, এবং পুনঃ ‘এবংবিৎ’ ‘সৰ্ব্বাণি’ ভূতানি ‘অবতি’ রক্ষতি । সৰ্ব্বাত্মতারাঃ নাগরেবাং হুঃখৈঃ সংশ্লেশঃ ‘কিত্তিহি’ ‘পুণ্যৈঃ’ ‘সংশ্লেশো’ ভবতীত্যাহ—‘ইদাঃ’, প্রজাঃ ‘বৎ’ ‘উ’ কিং ‘বৎ’ কিং ‘শোচতি’, ‘অদৈব’ সইব ‘প্রাণিঃ’ তৎ ‘আসাত্’ প্রজানাং ভবতি ‘পুণ ম্’ এ৷ ‘অহুং’ গচ্ছতি । কথমেতৎ ভবতি ? ‘ন পুনঃ’ ‘পাণং’ ‘দেবান্’ ‘গচ্ছতি’ ।

অনন্তর তিন লোক—মনুষ্যালোক, পিতৃলোক, দেবলোক । মনুষ্য-

লোক পুত্র দ্বারা জন্ম করিতে হইবে, অন্য কোন কৰ্ম্ম দ্বারা নহে । কৰ্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক, বিদ্যা দ্বারা দেবলোক, দেবলোকই লোকসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ জন্য বিদ্যাকেই প্রসংসা করে ।

অনন্তর সম্প্রদান ক্রিয়া । যখন মৃত্যু উপস্থিত মনে হয়, তখন পিতা পুত্রকে বলেন, তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক । পুত্র ইহার উত্তরে বলেন, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক । এ কথা বলাতে বাহ্য কিছু অনুজ্ঞ রহিয়াছে সে সকলের ‘আমি ব্রহ্ম’ এ কথাতে একতা হইল । যে সকল যজ্ঞ অননুষ্ঠিত রহিয়াছে, সে সকলের ‘তুমি যজ্ঞ’ এ কথাতে একতা হইল । যে সকল লোক জিত হয় নাই, ‘তুমি লোক’ এ কথা বলাতে একতা হইল । ‘ইহলোকে এই সকল পৃষ্ঠবল হইয়া আমাকে পালন করুক’ । এই কথা বলাতে পুত্র পিতার সকল বিষয়ে হিতের কারণ হইল । এজন্যই পুত্রকে ঐরূপ অনুশাসন করিয়া থাকে । এই অনুশাসনানন্তর যখন পিতা মরেন তখন পিতা প্রাণসকল সহকারে পুত্রেতে প্রবেশ করেন । যদি কোন কৰ্ম্ম অননুষ্ঠিত থাকে, পুত্র পিতাকে তাহার অপরাধ হইতে মুক্ত করেন, এই জন্ত উহার নাম পুত্র । পিতা পুত্র দ্বারা ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত হন এবং মনুষ্যলোককে জন্ম করেন । বাগাদি প্রাণ সকল এইরূপে পিতাতে প্রবেশ করেন ।

পৃথিবী হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে দৈবী বায়ু প্রবিষ্ট হন, ইহাতে তিনি বাহ্য বাহ্য বলেন তাহাই সিদ্ধ হয় ।

দ্ব্যলোক হইতে এবং আদিত্য হইতে দৈব মন প্রবেশ করে, এই জন্য তিনি সর্কদা আনন্দ করেন, কখন শোক করেন না ।

জল হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ তাঁহাতে প্রবেশ করে, এজন্য সঞ্চরণ বা অসঞ্চরণ করিয়া ব্যথা পান না ক্ষতিগ্রস্ত হন না । যে ব্যক্তি এইরূপ জানে, সে সকল ভুতের আত্মা হয় । এই (প্রাণ) দেবতা যে প্রকার সকল ভুতকে রক্ষা করেন, এই জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিও সেই প্রকার সকল ভুতকে রক্ষা করে । ইহাতে অপরের দুঃখের সহিত কোন সংশ্লেষ হয় না কিন্তু পুণ্যের সহিত সংশ্লেষ হয় । যে বিষয়ে প্রজ্ঞা সকল শোক করে, তাহা তাহান্নিককেই স্পর্শ করে এ ব্যক্তিকে আর স্পর্শ করে না, কেন না পাপ কখন দেবগণকে স্পর্শ করে না ।

ভাব—ইহলোকে পিতার যে সকল ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা পুত্র কর্তৃক পূরণ হয় তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে ।

২৭ । যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং সৰ্বং যত্নানাপ্তং সৰ্বং যত্নানাভিপন্নং কেন যজমানো যত্নোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্র-  
ত্বিজ্ঞাঘ্নিনা বাচা বাঐ যজ্ঞশ্চ হোতা তথেষং বাক্ সোহয়মগ্নিঃ স  
হোতা স মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং সৰ্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সৰ্ব-  
মহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোহহোরাত্রয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত  
ইত্যধ্বর্যুণ্ডিত্বিজ্ঞা চক্ষুবাদিতোহন চক্ষুর্বে যজ্ঞশ্চাধ্বর্যুস্তদ্যদিদং চক্ষুঃ  
সোহনাবাদিত্যঃ সোহধ্বর্যুঃ সা মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং সৰ্বং পূৰ্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-  
মাপ্তং সৰ্বং পূৰ্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূৰ্ব-  
পক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যতে ইত্যদ্যত্রত্বিজ্ঞা বায়ুনা প্রাণেন  
প্রাণো বৈ যজ্ঞশ্চোদ্যাতা তদ্যোহয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ স উদ্যাতা সা  
মুক্তিঃ সাতিমুক্তিঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদমঙ্গরিকমনারম্ভণমিব কেনাহংক্রমেণ  
যজমানঃ সৰ্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণত্বিজ্ঞা মনসা চন্দ্রেণ মনো  
বৈ যজ্ঞশ্চ ব্রহ্মা তদ্যদিদং মনঃ সোহসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা সা মুক্তিঃ  
সাতিমুক্তিরিত্যতি মোক্ষা অথ সম্পদঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতিভিরয়মদাগর্ভিহোঁতান্মিন্ যজ্ঞে  
করিশ্যতীতি তিস্ত্ভিরিতি কতমাস্তান্তিস্ত ইতি পুরোহনুবাক্যা চ  
যাজ্ঞা চ শশৈব তৃতীয়া কিস্তাভিজয়তীতি যংকিঞ্চদং প্রাণভূদিতি ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতয়মদ্যাধ্বর্যুরেন্মিন্ যজ্ঞ আহতীহোঁ-  
ম্যতীতি তিস্ত ইতি কতমাস্তান্তিস্ত ইতি যা হতা উজ্জলন্তি যা  
হতা অতি নেনদন্তে যা হতা অধিশেরতে কিস্তাভিজয়তীতি যা হতা  
উজ্জলন্তি দেবলোকমেব তাভিজয়তি দীপ্যতে ইব হি দেবলোকে  
যা হতা অতিনেনদন্তে পিতৃলোকমেব তাভিজয়ত্যতীব হি পিতৃলোক-

মহতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব ভাভিজ্জয়ত্যাএব হি মনুষ্য-  
লোকঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো।  
দেবতাভির্গোপায়তীত্যেচয়েতি কতমা। সৈকেতি মনএবেতানন্তং  
বৈ মনোহনন্তা বিশ্বদেবতা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতায়মদ্যোদগাতাস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ  
স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোহনুবাक्या চ যাজ্ঞা  
চ শশ্বেব তৃতীয়া কতমাস্তা। যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণএব পুরোহনুবাक्या-  
হপানো যাজ্ঞা ব্যানঃ শস্তা। কিস্তাভিজ্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব  
পুরোহনুবাक्या। অন্ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্ঞা। ত্যলোকং শস্তা।  
ততোহ হোতাংশ উপররাম। য়, ৫। ১। ৩—১০।

সামান্ততো লোকত্রয়সাধনোলৌ যদক্ষুটমন্তি তৎ পরিক্ষুটয়তি যাজ্ঞবল্ক্যেতি। 'হে যাজ্ঞবল্ক্য'  
ইতি সৰ্বোধা 'জনকত্ব' 'হোতা' 'অধলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'বৎ' 'ইদং' 'সৰ্বং' 'বুভূনা' 'আপ্তং' 'বাপ্তং',  
সৰ্বং 'বুভূনা' 'অভিপন্ন' গ্রন্থং, 'বজমানঃ' 'কেন' উপায়েন 'বুতোঃ' 'আপ্তিস্' অধিকারম্, 'অতি-  
মুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'হোতা' 'বজ্জিহা' 'অগ্নিনা' 'বাতা'। বাক্ বৈ বজ্জত হোতা, 'তৎ'  
তত্র 'বা' 'ইদং' 'বাক্' 'সোহয়ম্' 'অগ্নিঃ', 'স হোতা' 'স' 'মুক্তিঃ' 'স' 'অতিমুক্তিঃ'। বাচি হোতারি  
পুনরগ্নিদৃষ্টিরেব বুত্যোরতিমুক্তরূপারঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি সৰ্বোধা 'অধলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'বৎ' 'ইদং' 'সৰ্বং' 'অহোরাত্রাত্যাম্'  
'আপ্তম্', সৰ্বম্ অহোরাত্রাত্যাম 'অভিপন্ন' গ্রন্থং, 'কেন' উপায়েন 'বজমানঃ' 'অহোরাত্রাত্যোঃ'  
'আপ্তিস্' 'অতিমুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'অধ্বৰ্য্যণা' 'বজ্জিহা', 'আদিত্যেন'। চক্ষুঃ  
বৈ বজ্জত অধ্বৰ্য্যণাঃ। 'তৎ' তত্র 'বৎ' 'ইদং' 'চক্ষুঃ' 'সোহসৌ' 'আদিত্যঃ', 'সোহধ্বৰ্য্যঃ' 'স' 'মুক্তিঃ',  
'স' 'অতিমুক্তিঃ'। চক্ষুঃবধ্বৰ্য্যো পুনরাদিত্যদৃষ্টিরেব কালগ্রাসাদতিমুক্তরূপারঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি 'সৰ্বোধা' 'অধলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'বৎ' 'ইদং' 'সৰ্বং' পূৰ্ব্বেগক্ষপৰগক্ষাত্যাম্'  
উল্লগক্ষকৃপক্ষাত্যাম্ 'আপ্তং' সৰ্বং পূৰ্ব্বেগক্ষপৰগক্ষাত্যাম্ 'অভিপন্ন', 'কেন' উপায়েন বজমানঃ  
পূৰ্ব্বেগক্ষপৰগক্ষারোঃ 'আপ্তিস্' 'অতিমুচ্যতে' ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'উল্লাত্যা' 'বজ্জিহা', 'বায়ুনা'  
'প্রাণেন'। প্রাণং বৈ বজ্জত উল্লাত্যা, 'তৎ' তত্র 'বোহয়ম্' 'প্রাণঃ' 'স বায়ুঃ', 'স উল্লাত্যা, 'স' 'মুক্তিঃ'  
স' 'অতিমুক্তিঃ'। 'প্রাণে উল্লাতারি' 'বায়ুদৃষ্টিরেব পূৰ্ব্বেগক্ষপৰগক্ষাসাদতিমুক্তরূপারঃ।

'হে যাজ্ঞবল্ক্য' ইতি 'সৰ্বোধা' 'অধলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'বৎ' 'ইদং' 'অন্তরিক্ষং' 'অনারয়ণম্'  
অনালয়নম্, আলয়নশ্রুতম্ ইব, 'কেন' 'আক্রমেণ' আলয়নেন 'বজমানঃ' 'স্বৰ্গং' লোকম্ 'আক্রমে'  
প্রাপ্নোতি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য আহ—'ব্রহ্মণবজ্জিহা' ব্রহ্মাধোন বজ্জিহা; 'মনসা', চক্রেণ। মনো বৈ  
বজ্জত ব্রহ্মা, 'তৎ' তত্র 'বদিতং' 'মনঃ' 'সোহসৌ' চক্রে; 'ন ব্রহ্মা' 'স' 'মুক্তিঃ' 'স' 'অতিমুক্তিঃ'। মন সি

ব্রহ্মণি চত্ৰদৃষ্টিরেবাত্মিকাতিক্রমেণ বর্ণপ্রাপ্তিরপারা অতিযুক্তরপারঃ। ইতি 'অতিনোকাঃ'—উক্তাঃ।  
অথ অনন্তরং সম্পদঃ—উচ্যতে।

'হে বাজবল্য' ইতি সম্বোধ্য 'অবলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'অথ' 'কতিভিঃ' 'বর্ণভিঃ' 'অরং হোতা' 'অগ্নিন্' জনকেনাভূক্তিরমানে 'বজ্জে' 'করিষ্যতি'—সংসন্নং করিষ্যতি ইতি। বাজবল্য আহ—'তিভিঃ' ইতি। 'অবল আহ'—'কতমাঃ তাঃ' 'তিভিঃ' ইতি। 'পুরোহিত্বাক্যা'—প্রদোষকানাৎ প্রাক্ বাঃ বচঃ প্রাক্কল্যতে 'সি বর্ণজাতিঃ' 'পুরোহিত্বাক্যা' ; 'বাজ্য'—বার্ণার্থং বাঃ প্রযুক্ত্য তে সা বর্ণজাতিঃ 'বাজ্য' ; শত্রুর্বার্ণং বাঃ প্রযুক্ত্য তে সা বর্ণজাতিঃ 'শত্রু' এবং তৃতীয়া। 'অবলঃ আহ'—'কিং তাভিঃ' 'বর্ণভিঃ' 'জরতি' ইতি। 'বাজবল্য আহ'—'বৎ কিং' 'ইদং' 'প্রাপভূৎ'। প্রাপ্ত সর্বত্র এসরাৎ ত্রিলোকজরতি ইতি বলং।

'হে বাজবল্য' ইতি সম্বোধ্য 'অবলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'অথ' 'কতি' 'আহতীঃ' 'অগ্নিন্' অগ্নিঃ। 'অগ্নিন্' বজ্জে 'হোবাতি' ইতি। বাজবল্য আহ—'তিভিঃ' 'ইতি' ; 'অবল আহ'—'কতমাঃ' 'তাঃ' 'তিভিঃ' ইতি। 'বাঃ' 'হতাঃ' 'উজ্জলঃ'—সমিদাম্যাহতরঃ ; 'বাঃ হতাঃ' 'অতিনেদন্তে' অতীত শব্দং কুর্যতি বাঃসাধ্যাহতরঃ ; 'বাঃ হতাঃ' 'অবিশেরতে' ভূমেঃ অধোগতা শেরতে পরঃসোমাহতরঃ। 'অবলঃ' 'কিং' 'তাভিঃ' 'জরতি' ইতি। বাজবল্যাহ—'বাঃ' 'হতাঃ' 'উজ্জলতি' ; 'তাভিঃ' 'দেবলোকম্' এবং 'জরতি'। কথং ? 'হি' বস্মাৎ দেবলোকঃ 'দীপ্যতে' ইব। 'বাঃ হতাঃ' 'অতিনেদন্তি' তাভিঃ 'পিতৃলোকম্' এবং 'জরতি'। কথং ? তি বস্মাৎ পিতৃলোকঃ 'অতিনেদন্তে' ইব—পাপাজনাং হাহতো-হস্তীতাদি কুৎসিতস্থানিকুৎসাৎ। 'বাঃ' 'হতাঃ' 'অবিশেরতে' ; তাভিঃ 'মহুব্যালোকম্' 'এব' 'জরতি'। কথং ? 'হি' বস্মাৎ 'মহুব্যালোকঃ' 'অথঃ' 'ইব'।

'হে বাজবল্য' ইতি সম্বোধ্য 'অবলঃ' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'অথ' 'কতিভিঃ' 'দেবতাভিঃ' 'ত্রিকা' ত্রিকণিতো 'খজঃ' 'গোপায়তি' ইতি। 'বাজবল্যাহ'—'একরা' 'দেবতয়া' ইতি। সত্যামেকত্বাৎ এত্রে দেবতাভিমিতি বহুবচনং তত্ত্বামেকত্বাৎ বহুনাং সন্নিবেশাৎ। 'অবলঃ'—'কতমা' 'সি' 'একা' ইতি। বাজবল্যাহ—'মনঃ' এবং ইতি। 'অনন্তঃ' বৈ 'মনঃ'—সৃতিবাহল্যাৎ, 'অনন্তাঃ' 'বিশ্বেদেবাঃ' ; সূতরাৎ স 'ভেন' 'মনসো' 'অনন্তঃ' এবং 'লোকঃ' 'জরতি'।

হে বাজবল্য ইতি সম্বোধ্য অবলঃ পুনঃ উবাচ—'অথ কতি স্তোত্রীয়াঃ'—প্রণীতম্ বর্ণজাতং স্তোত্রম্, অপ্রণীতং স্তোত্রজাতং শত্ৰু—'অগ্নিন্' উপাতি 'অগ্নিন্' বজ্জে 'স্তোবাতি' ইতি। বাজবল্যাহ—'তিভিঃ' ইতি। অবলঃ—'কতমাঃ' তাঃ 'তিভিঃ' ইতি। 'পুরোহিত্বাক্যা' চ, 'বাজ্য' চ 'শত্রু' এবং তৃতীয়া। কতমাঃ তাঃ 'বাঃ' অধ্যায়ম্ ইতি। 'প্রাপঃ' এবং 'পুরোহিত্বাক্যা', অপানঃ 'বাজ্যঃ' ; 'ব্যানঃ' শত্রু অবলঃ—'কিং তাভিঃ' 'জরতি' ইতি। 'পুরোহিত্বাক্যা' 'পৃথিবীলোকম্' এবং জরতি ; 'বাজ্যরা' 'অন্তরিকলোকম্', 'শত্রু' 'দ্যুলোকম্' ইতি। ততঃ প্রদানানুত্তরপ্রপাদন্তরং হোতা অবলঃ পুনঃ 'উপরায়' নিবৃত্তো বভূব।

জনকের হোতা অস্থল বলিলেন, হে বাজবল্য, যদি এ সকলই মৃত্যু দ্বারা অপিকৃত হইল, তাহা হইলে যজমান কি প্রকারে মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারে ? এই কথায় বাজবল্য উত্তর দিলেন, হোতা, ঋত্বিক, অগ্নি এবং বাক্ কর্তৃক। বাক্ যজ্ঞের হোতা, সেই বাক্ই অগ্নি,

সেই অগ্নিই হোতা, সেই মুক্তি এবং সেই অতিমুক্তি । বাগ্‌রূপী হোতাতে অগ্নিদৃষ্টি মৃত্যু হইতে অতিমুক্তির উপায় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এ সকলই অহোরাত্র দ্বারা ব্যাপ্ত, অহোরাত্র দ্বারা প্রাপ্ত, তবে কি উপায়ে যজ্ঞমান অহোরাত্র অধিকার হইতে মুক্ত হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অধ্বর্যু, ঋত্বিক্, চক্ষু এবং আদিত্য দ্বারা । চক্ষুই যজ্ঞের অধ্বর্য্য, এই চক্ষুই সেই আদিত্য, সেই অধ্বর্য্যুই মুক্তি সেই অতি-মুক্তি । চক্ষুতে অধ্বর্য্যুদৃষ্টি মৃত্যু হইতে অতিমৃত্যু মুক্তির উপায় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যদি এ সমুদায়ই শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা অধিকৃত হয় তবে কি উপায়ে যজ্ঞমান শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষের অধিকার হইতে মুক্ত হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, উদ্যাতা, বায়ু, ঋত্বিক এবং প্রাণ দ্বারা । প্রাণীই যজ্ঞের উদ্যাতা, সেই প্রাণই বায়ু এবং উদ্যাতা, সেই মুক্তি সেই অতিমুক্তি । প্রাণরূপী উদ্যাতাতে বায়ুদৃষ্টি শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের অধিকার হইতে মুক্ত হইবার উপায় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরীক্ষ আলম্বনশূন্য । কোন্ আলম্বন অবলম্বন করিয়া যজ্ঞমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ঋত্বিক, ব্রহ্মা, মন এবং চক্ষু দ্বারা । মনই যজ্ঞের ব্রহ্মা, সেই মনই চক্ষু, সেই মনই মুক্তি সেই অতিমুক্তি । মনেতেই ব্রহ্মদৃষ্টি এবং চক্ষুদৃষ্টিতেই অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তি এবং অতিমুক্তির উপায় । এইরূপেই অতিমুক্তির উপায় বর্ণিত হইল । অনন্তর সম্পদের বিষয় বলা হইতেছে ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টি দিকেতে হোতা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন ? তিনটি দিকেতে শংসন । অথল বলিলেন, সেই তিনটি কি কি ? ১ পুরোনু-বাকী ( প্রায়োগকালের পূর্বে যে সকল ঋক্ প্রায়োগ করা হয় তাহাকে পুরোনুবাকী বলে ) ২ যাজ্ঞা ( যাগার্থ যে সকল ঋক্ প্রায়োগ করা হয় তাহাকে যাজ্ঞা বলে ) ৩ শস্ত্রা ( শস্ত্রার্থ যে সকল ঋক্ প্রায়োগ করা হয় তাহাকে শস্ত্রা বলে ) । অথল বলিলেন, এই তিন প্রকার ঋকের দ্বারা কি জন্ম হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহা কিছু প্রাণযুক্ত, স্তূতরাং ত্রিলোক জন্ম ইহার ফল ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টি আছতি অধ্বর্য্যু এই যজ্ঞে হবন করিবে ? তিনটি । সেই তিনটি কি ? ষিটি হবন করিলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়,



যেগুলি হবন করিলে অত্যন্ত শব্দ হয়, যেগুলি হবন করিলে মাটিতে পড়িয়া থাকে । এসকলের দ্বারা কি জন্ম হয় ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যেগুলিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয় তাহাতে দেবলোক জন্ম হয় । যেগুলিতে অত্যন্ত শব্দ হয় তাহাতে পিতৃলোক জন্ম হয় । যেগুলি মাটিতে পড়িয়া থাকে তাহাতে মনুষ্যলোক জন্ম হয় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, কয়টি দেবতার যোগে ত্র্যক্ষ্য দক্ষিণ দিক্ হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করেন ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, একটি দেবতা দ্বারা । সেই একটিতে বহুর সন্নিবেশ আছে বলিয়া একটা বলা হইয়াছে । সেই এক দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, মন । মনই অনন্ত, বিশ্বদেব সকল অনন্ত স্তুতরাং সেই মনের দ্বারাই অনন্তলোক জন্ম হয় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, অদ্য এই যজ্ঞে কয়টি স্তবনীয় দেবতাকে স্তব করিবে ? তিনটি । সে তিনটি কে কে ? পুরোনুবাকী, যাজ্ঞ্য, শস্ত্রা । প্রাণই পুরোনুবাকী, অপানই যাজ্ঞ্য, ব্যানই শস্ত্রা । তাহাদের দ্বারা কি জন্ম হয় ? পুরোনুবাকী দ্বারা পৃথিবী লোক, যাজ্ঞ্য দ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, শস্ত্রা দ্বারা দ্যুলোক জন্ম হয় । এই কথা শুনিয়া হোতা অস্থল নিরুত্তর হইলেন ।

ভাব—মৃত্যু প্রভৃতির অধিকার হইতে কি উপায়ে মুক্ত হইতে পারা যায় এখানে তাহাই উক্ত হইয়াছে ।

২৮ । যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদত্থং মৰ্ব্বং মৃত্যোরম্নং কাস্বিং সা দেবতা যস্তা মৃত্যুরম্নমিত্যাগিবৈ মৃত্যুঃ সোহপামম্মমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ত্রিয়ত উদস্মাং প্রাণাঃ ক্রমন্ত্যাহোঃ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোহত্রৈব সমবনীযন্তে উচ্ছ্রয়ত্যাশ্বায়ত্যাশ্বাতো মৃতঃ শেতে ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ত্রিয়তে কিমেনং ন জহা-  
তীতি নামেতানন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বেদেবা অনন্তমেব স তেন  
লোকং জয়তি ।

যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যত্রাশ্র পুরুষাশ্র মৃতশ্রাগিং বাগপ্যেতি

বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীর-  
মাকাশমাত্মৌষধীলৈমাণি বনস্পতীন্ কেশা অশ্মু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ  
নিধীয়তে কাংসং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্ত্তভাগা-  
হবামমেতস্ম বেদিষ্যাবো ন নাবেতং সজনইতি তৌ হোংক্রম্য  
মন্ত্রয়াক্ষক্ৰাতে তৌ হ যদূচতুঃ কৰ্ম্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশত্ংসতুঃ  
কৰ্ম্ম হৈব তৎ প্রশশত্ং সতুঃ পুণ্যোবৈ পুণেন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ  
পাপেনেতি ততো হ জ্ঞারংকারব আৰ্ত্তভাগ উপররাম ।

৪, ৫। ২। ১০—১৩।

এহাতিএহির্নির্মানস্তং (১২। ৫) 'কমাং বা' 'মৃত্যো' 'মৃত্যুর্ভবতি' তদ্বর্ণয়তি 'বাজবল্ক্যোতি' ।  
জারংকারবঃ আৰ্ত্তভাগঃ 'বাজবল্ক্য' 'ইতি' 'সম্বোধ্য' 'তং' 'পুনঃ' 'উবাচ'—'যৎ ইদং সৰ্ব্বং'  
'মৃত্যোঃ' 'অন্নং', 'কাঞ্চিৎ' 'স' 'দেবতা' 'যজ্ঞাঃ' 'মৃত্যুঃ' 'অন্নং' ইতি । বাজবল্ক্য আহ—'অগ্নিঃ'  
'এব' 'মৃত্যুঃ' 'সোহগ্নিঃ' 'অগ্নাং' 'অন্নং' । 'মৃত্যুঃ' পুনঃ অপজরতি 'পুরুষঃ' ।

'বাজবল্ক্য' ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আৰ্ত্তভাগঃ উবাচ—'যজ্ঞ' বস্মিন্ কালে 'পুরুষঃ' 'ত্রিরতে', 'অগ্নাং'  
'ত্রিরমাণাং' 'প্রাণাঃ' 'উৎক্রামতি', 'অহো ন উৎক্রামতি' ইতি । বাজবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—'নেতি'  
'নেতি'; 'অত্র' পুরুষে 'এব' 'সমবনীয়ন্তে' প্রলীয়ন্তে প্রাণাঃ । 'ততঃ' 'উচ্ছরতি' উচ্ছন্নতাং প্রতি-  
পদ্যতে, 'আত্মারতি', বাহেন বায়ুনা পূৰ্ব্বাতে, 'আত্মাতঃ' 'ক্ষীতঃ' 'মৃতঃ' 'শেতে' ।

বাজবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আৰ্ত্তভাগঃ উবাচ—'যজ্ঞ' বস্মিন্ কালে 'পুরুষঃ' 'ত্রিরতে' 'এনং'  
'মৃত্যং' 'কিং' 'ন' 'জহাতি' 'ইতি' । বাজবল্ক্য আহ—'নাম' ইতি । 'অনন্তং বৈ নাম', 'অনন্তাঃ'  
'বিবেদেদাঃ', 'স' 'ভেন' নাম্না 'অনন্তং' 'এব' 'লোকং' 'জয়তি' ।

বাজবল্ক্য ইতি সম্বোধ্য পুনঃ আৰ্ত্তভাগঃ উবাচ—'যজ্ঞ' বস্মিন্ কালে 'মৃত্যুঃ' 'অত্র' 'পুরুষস্য'  
'বাক্' 'অগ্নিঃ' 'অপোতি' গচ্ছতি, 'প্রাণঃ' 'বাতং', 'চক্ষুঃ' 'আদিত্যং', 'মনঃ' 'চন্দ্রঃ', 'শ্রোত্রং' 'দিশঃ',  
'শরীরং' 'পৃথিবীং', 'আত্মা' 'আকাশঃ', 'লোমানি' 'ঔষধীঃ', 'কেশাঃ' 'বনস্পতীন্' 'গচ্ছতি', 'লোহিতং'  
চ 'রেতঃ' চ 'অশ্মু' 'নিধীয়তে'; 'তদা' তস্মিন্ কালে 'অয়ং' 'পুরুষঃ' 'কুত্র ভবতি' ইতি । বাজবল্ক্য  
আহ—হে 'সোম্য' আৰ্ত্তভাগ, 'অবামং' দক্ষিণং 'হস্তং' 'আহরং' দেহি, এতস্মা প্রায়সা যৎ বেদিভব্যং  
তৎ বেদিভব্যং; 'সজনং' জনাকীর্ণস্থানে 'নো' আবয়োঃ 'এতৎ' 'ন' 'বেদিভব্যং' । তৌ বাজবল্ক্যা-  
ৰ্ত্তভাগৌ পুনঃ 'উৎক্রমা' নির্গত্য 'মন্ত্রয়াক্ষক্ৰাতে' । 'তৌ' 'পুনঃ' 'যৎ' 'উচতুঃ', 'তৎ' 'কৰ্ম্ম' 'এব' পুনঃ  
উচতুঃ, 'তৌ' 'যৎ' 'প্রশশংসতুঃ', তৎ 'কৰ্ম্ম' 'এব' পুনঃ 'প্রশশংসতুঃ' । পুণ্যেন কৰ্ম্মণা পুরুষঃ পুণ্যেব  
ভবতি পাপেন কৰ্ম্মণা পাপঃ ইতি । ততঃ জ্ঞারংকারবঃ আৰ্ত্তভাগঃ পুনঃ উপররাম বিরতো বভূব ।

হে যাজবল্ক্য, যদি সকলেই মৃত্যুর অন্ন হয়, তবে সে দেবতা কে,  
মৃত্যু যার অন্ন? অগ্নিই মৃত্যু, কেন না অগ্নিই জলের অন্ন, কারণ জলই  
মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে ।

হে যাজবল্ক্য, যখন পুরুষ মৃত হয় তখন তাহাতে প্রাণ সকল উৎক্রমণ

করে কি না ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না না । প্রাণ সকল পুরুষেতেই লগ্ন পায়, তাহাতেই স্কীত ও মৃত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যখন পুরুষ মৃত হয় তখন তাহাকে কে পরিত্যাগ করে না ? নাম । নাম অনন্ত বিশ্বদেব সকল অনন্ত, সুতরাং নাম দ্বারা ই অনন্তলোক জন্ম হয় ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য, যে সময় পুরুষ মৃত হয় তাহার বাক অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, মন চন্দ্রেতে, শ্রোত্র দিক্ সকলেতে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোমসকল ওষধীতে, কেশসকল বনস্পতিতে, লোহিত এবং রেত জলেতে নিবিষ্ট হয় । সে সময় এই পুরুষ কোথায় থাকে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত আন, এ বিষয়ে বাহা বলিবার তাঙ্গ জানাইতেছি ; জনাকীর্ণ স্থানে ইহা জানাইবার বিষয় নহে । তখন উভয়ে বাহিরে চলিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন, তাঁহারা কৰ্ম্মের বিষয়েই প্রশংসা করিলেন । কেন না পুণ্য কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্য এবং পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা পাপ হয় । ইহা শুনিয়া অশ্বল নিরুত্তর হইলেন ।

২৯। অথ হৈনং ভুজুর্লাহ্যনিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ  
মদ্রেষু চরকাঃ পর্গ্যত্রজাম তে পতঞ্জলস্ত্র্য কাপ্যস্ত্র্য গৃহানৈম তস্ত্রাসী-  
দ্ধুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা তমপচ্ছাম কোহনীতি সোহত্রবীং সুধবাহুহী-  
রস ইতি তং বদা লোকানামস্তানপৃচ্ছামাধৈনমক্রম ক পারিক্ষিতা  
অভবমিতি ক পারিক্ষিতা অভবন্ স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক পারি-  
ক্ষিতা অভবমিতি ।

স হোবাচোবাচ বৈ সোহগচ্ছন্ বৈ তে তদ্যত্রাশ্বমেধযাজিনো  
গচ্ছন্তীতি ক স্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীত দ্বাত্রিংশতং বৈ দেবরথা-  
হ্মান্তয়ং লোকস্তত্ সমস্তং পৃথিবী বিস্তাবৎ পর্গ্যেতি তাৎ সমস্তং  
পৃথিবীং বিস্তাবৎ সমুদ্রং পর্গ্যেতি তদ্যাবতী ক্ষুরস্ত্র্য ধারা যাবদ্বা  
মক্ষিকায়াঃ পত্রং তাবানস্তরেণাকশস্তানিত্রঃ স্পর্গেচ্ছ্বা বায়বে  
প্রাশস্তুং তাম্ বায়ুরাজনি ধিষ্টা তত্রাগময়দ্যত্রাশ্বমেধযাজিনোহভব-  
মিত্যেবমিব বৈ স বায়ুমেব প্রশশত্ স তস্মাদ্বায়ুরেব ব্যষ্টির্ভায়ুঃ

সমষ্টিরপ পুনর্মুখ্য জয়তি য এবং বেদ ততোহুভুজ্জুলাহ্মানিরূপ-  
ররায় । য়, ৫ : ৩ ৫ ১ ২ ।

পভাৰ্হি কৰ্হিব ঞশংসিতং তদেব জয়তি অৰ্হেতি । ‘অথ’ অনন্তরম্ ‘এনং’ বাজবল্লীং ‘লাহ্মা-  
য়নিঃ’ লম্ব্যতাপত্যং লাহ্মঃ তদপত্যং লাহ্মায়নিঃ ‘ভুজ্জুঃ’ ‘গচ্ছতি’ । হে বাজবল্লী ইতি সম্বোধা  
‘স’ ভুজ্জুঃ ‘পুনঃ উবাচ’—‘মজ্জেম্’ জনপদেব্ ‘চরকাঃ’ ব্রতচরণশীলাঃ ‘পৰ্যাব্রজাম’ পৰ্য্যটনবন্তঃ । তে  
যঃ ‘কাপাত্ত’ কপিপোত্রস্ত পতঙ্গলস্ত ‘গৃহান্’ ‘ঐম’ পতবন্তঃ । ‘তত্ত’ পতঙ্গলস্ত ‘দ্রুহিতা’ ‘গন্ধৰ্ব-  
বৃহীতা’ গন্ধৰ্বজুহীতী আসীৎ । ‘তং’ গন্ধৰ্বকং ‘বয়ম্’ ‘অপূচ্ছাম’—‘কোহসি’ ইতি । ‘স’ গন্ধৰ্বকঃ  
‘অজ্রবীং’—‘অজিরসঃ’ ‘গোজতঃ’ ‘মুখবা’ ‘নামত’ ইতি । ‘তং’ ‘যদা’ ‘লোকানাম্’ ‘অন্তান্’  
পৰ্য্যাবসানানি ‘অপূচ্ছাম’ ‘অথ’ তদা ‘এনং’ গন্ধৰ্বকম্ ‘অক্রম’—‘ক’ কুজ ‘পারিকি ণঃ’ পরিক্রিততনয়।  
‘অভবন্’ ইতি । ‘স’ গন্ধৰ্বকঃ ‘ক’ ‘পারিকিভাঃ’ ‘অভবন্’ ‘তং’ অত্রবীং ইতি শেষঃ । হুতরায় হে  
বাজবল্লী, ‘ক’ ‘পারিকিভাঃ’ ‘অভবন্’ ইতি ‘হা’ স্বাম্ ‘পূচ্ছামি’ । দৃষ্টতে চ শতপথব্রাহ্মণে—  
‘এতেন চৈল্লোহিতো দৈবাপঃ শৌনকঃ । জনমেজয়ঃ পারিকিভং বাজয়াক্ষকার । তেনেষ্টী সৰ্ব্বাং  
পাপকৃত্যাপ্ত সৰ্ব্বাঃ ব্রহ্মহত্যামপজযান । সৰ্ব্বাঃ হৈব পাপকৃত্যাপ্ত সৰ্ব্বাঃ ব্রহ্মহত্যামপহন্তি যোহব-  
সেধেন বজতে । ১ । তদেতৎ পাথর্যাস্তিগীতম্—

আসন্দীযতি বাস্তাদ্যৎ সন্নিগৎ হরিতশ্রজম্ ।

অনন্তরাদ্যৎ সারিকং বেবেতো ॥ জনমেজয়ঃ ॥ ইতি ২ ।

এতে এব পূৰ্বে অহনী । জ্যোতিষতিরিত্যন্তেন ভীষসেনম্ । এতে এব পূৰ্বে অহনী গৌরতিরাজ-  
তেনোঞসেনম্ । এতে এব পূৰ্বে অহনী আবুহতিরাজন্তেন ঞতসেনম্ ইতোতে পারিকিভীয়াস্তদেত-  
লপাথর্যাস্তিগীতম্—

পারিকিভা বজমানা অশমেধঃ পরোবরম্ ।

অতঃ কৰ্ম পাপকং পুণ্যাঃ পুণ্যেন কৰ্মণা ॥ ইতি ৩ ।

( শ, প, ব্রা, ১৩। ৫। ৪ ) ।

স বাজবল্লীঃ পুনঃ উবাচ—তে পারিকিভাঃ ‘তৎ’ তত্র ‘অগচ্ছন্’ বজ্র ‘অশমেধবাজিনঃ’ ‘গচ্ছতি’  
ইতি স বৈ গন্ধৰ্বকঃ উবাচ । ভুজ্জুঃ আহ—‘ক’ হু অশমেধবাজিনঃ ‘গচ্ছতি’ ইতি । ‘বাজিঃশতং’  
‘দেবরথাহ্মানি’—দেবত্ব আদিত্যস্ত রথঃ দেবরথঃ তত্ত গত্য। পরিচ্ছিন্নো দেশঃ দেবরথাহ্মম্ অহোরাত্রঃ  
‘তৎ’ বাজিঃশতঙ্গুপিতং ‘দেবরথাহ্মানি’ তাবৎ পরিমাণোহয়ং লোকঃ ‘লোকালোকগিরিবেষ্টিতঃ’ । ‘তৎ’  
লোকঃ ‘সমস্তং’ সমস্ততঃ ‘ষিভাবৎ’ লোকষিভগা ‘পৃথিবী’ ‘পৰ্য্যোতি’, ‘তাং পৃথিবীং’ সমস্তং ‘সমস্ততঃ’  
‘ষিভাবৎ’ পৃথিবীষিভগং ‘সমুদ্রঃ’ ‘পৰ্য্যোতি’ । ‘তৎ’ তত্র ব্রহ্মাণ্ডে ‘বাবতী’ যৎ পরিমাণা ‘কুরন্ত ধারা’,  
‘বাবৎ’ যৎপরিমাণং বা ‘মাকিকারীঃ পত্রং’ পত্রঃ, তাবান্ ‘অন্তরেণ’ মধ্যে ‘আকাশঃ’ ‘তেন’ প্রাপ্তান্  
‘তান্’ পারিকিভান্ ইল্লঃ হৃপঃ পক্ষী ভূহা ‘বারবে’ প্রযচ্ছৎ, বায়ুঃ ‘তান্’ ‘পারিকিভান্’ ‘আচ্ছনি’  
ষ্মিন্ ‘বিহা’ ‘হৃপয়িহা’ তত্র ‘অগময়ৎ’ ‘বজ্র’ অশমেধবাজিনঃ ‘অভবন্’ ইতি এবমেব ‘স’ গন্ধৰ্বকঃ  
বায়ুং ‘এব’ ‘প্রশংস’ । ‘তন্নাৎ বায়ুঃ’ ‘এব’ ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ এব সমষ্টিঃ । ‘যঃ’ ‘এব’ ‘বেদ’—বায়ুরেব  
ব্যষ্টিঃ বায়ুরেব সমষ্টিরিতি—‘স’ ‘পুনঃ’ ‘মুত্য়াম্’ ‘অপজয়তি’ । ‘ততঃ’ ভুজ্জুঃ লাহ্মায়নিঃ উপরায়  
নিবৃত্তো বভূব ।

অনন্তর ইহাকে লাহ্মায়নির পুত্র ভুজ্জু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

যাজ্ঞবল্ক্য, মঙ্গলদেশে আমরা ব্রতচরণশীল হইয়া পর্য্যটন করিতে-  
ছিলাম, সেখানে কপিগোত্র পতঞ্জলের গৃহে গিয়াছিলাম, সেই পতঞ্জ-  
লের দুহিতা গন্ধর্ব্বগৃহীতা ছিলেন, আমরা সেই গন্ধর্ব্বকে জিজ্ঞাসা  
করিয়াছিলাম তুমি কে ? সেই গন্ধর্ব্ব উত্তর দিয়াছিল, আমি আদ্রিস  
গোত্র, আমার নাম সুধম্বা । যখন তাহাকে লোক সকলের অন্ত  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন এই গন্ধর্ব্বকে আমরা বলিলাম, কোথায়  
পরিস্কিতের পুত্রগণ আছেন ? সেই গন্ধর্ব্ব পরিস্কিততনয়গণ কোথায়  
আছেন তাহা বলিয়াছিলেন, সুতরাং হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা তোমায়  
জিজ্ঞাসা করিতেছি পরিস্কিততনয়গণ কোথায় আছেন বল ?

শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় দৈবাপশৌনক পরিস্কিত-  
তনয় জনমেজয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং সেই যজ্ঞ দ্বারা সমুদায়  
পাপ কার্য্য এবং ব্রহ্মহত্যাदि বিনষ্ট করিয়াছিলেন । এইটী গাথায় এই-  
রূপ গীত হইয়াছে—“ক্ষুদ্র খটুরূঢ় ধাত্তভোজী স্তবর্ণমণ্ডিত দুর্কাদলগাল্য-  
যুক্ত অশ্ব এবং বিচিত্র চিত্রিত হরিণ জনমেজয় দেবগণকে বলি অর্পণ  
করিয়াছিলেন” ইটি পূর্ব্ববর্তী দিনদ্বয়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । জ্যোতি-  
ষ্ট্রোমের অঙ্গযাজ্ঞরূপে নিশাভাগে ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতসেন এবং  
আম্বুকে জ্যোতিষ্ট্রোমের অঙ্গযাজ্ঞরূপে যাজ্ঞনা করা হইয়াছিল । ইহারা  
সকলে পরিস্কিততনয়, ইহাদের সম্বন্ধে এই গাথা গীত হইয়াছে—  
“পরিস্কিততনয়গণ অশ্বমেধ যাজ্ঞনা করিয়া ছোট বড় পাপকর্ম্ম ত্যাগ  
করিয়াছিলেন এবং পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।” যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায়  
বলিলেন, পরিস্কিততনয়গণ সেখানে গিয়াছিলেন, যেখানে সূর্য্যের রথের  
ভ্রমণের পরিমাণ আমাদের এক দিনের অপেক্ষা ৩২ গুণ অধিক ।  
উহা লোকালোক গিরি দ্বারা পরিবেষ্টিত । সেই লোককে পৃথিবী দুইবার  
পরিভ্রমণ করে । সেই ব্রহ্মাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষুরধার আছে, অথবা  
যে পরিমাণ মক্ষিকার পাখা আছে এবং উহার মধ্যে যে আকাশ আছে,  
সেই স্থান দিয়া ইস্র পক্ষী হইয়া পরিস্কিততনয়দিগকে আপনার মধ্যে  
স্থাপন করিয়া সেই স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, যেখানে অশ্বমেধ যাজ্ঞীরা  
আছেন । সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে গন্ধর্ব্ব বায়ুকেই  
প্রাশংসা করিতেছেন । সেই ব্যাটী এবং সমষ্টি বায়ুকে যে ব্যক্তি জানে

সে মৃত্যুকে জয় করে । এই কথা শুনিয়া লাহায়নির পুত্র ভুজু নিরন্ত হইলেন ।

ভাব—উপরে যে সকল কথা লিখিত হইল, তাহাতে অবশেষে যজ্ঞেরই প্রাধান্ত দেখা যাইতেছে ।

৩০ । স যত্রায়মাত্মাহবলাং শ্রোত্যা সম্মোহমিবশ্রোত্যাথৈনমেতে  
প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবা-  
স্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্গ্যাবর্ততে তথাহরূপজ্ঞো  
ভবতি ।

একীভবতি ন পশুতীত্যাছরেকীভবতি ন জিহ্বতীত্যাছরেকী-  
ভবতি ন রসয়ত ইত্যাছরেকীভবতি ন বদতীত্যাছরেকীভবতি ন  
শৃণোতীত্যাছরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাছরেকীভবতি ন স্পৃশতী-  
ত্যাছরেকীভবতি ন বিজ্ঞানাতীত্যাছস্তস্য হৈতস্য হৃদয়াগ্রং প্রদ্যো-  
ততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিজ্রামতি । চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্ণো  
বাহশ্রোভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণ-  
মনুৎক্রামন্তু সর্কে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবি-  
জ্ঞানমেবাস্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্শণী সমস্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ।

তদাথা তৃণজলায়ুকা তৃণশ্রান্তং গত্বাহন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপ-  
সংহরতোবমেবায়মাত্মৈদং শরীরং নিহত্যাহবিদ্যাং গময়িত্বাহন্য-  
মাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ।

তদাথা পেশস্কারঃ পেশসোমাত্মামুপাদায়ান্নম্নবতরং কল্যাণতরং  
রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মৈদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বা-  
হন্নম্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্রাং বা গাঙ্কর্কং বা দৈবং  
বা প্রাজাপত্যং বা ভ্রাক্ষং বাহশ্রোষাং বা ভূতানাম্ ।

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ  
শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়ো-  
হতেজোময়ঃ কামময়োহকামময়ঃ ক্রোধময়োহক্রোধময়ো ধর্ম্মময়ো-  
হধর্ম্মময়ঃ সর্বময়ঃ সদ্যদেতদিদময়োহদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী

তথা ভবতি সাধুকামী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ  
পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন । অথো খল্বাহঃ কামময়  
এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি  
তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সত্ত্বঃ সহ কর্মগৈতি লিঙ্গং মনো  
যত্র নিষক্তমস্মা । প্রাপ্যাস্তং কর্মণস্তস্মা যৎ কিলেক্ষ করোতায়ং  
তস্মাল্লোকং পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণ ইতি নু কাময়মানোহথা-  
কাময়মানে। যোহকামো নিকাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্মা প্রাণা  
উৎক্রামন্তি ত্রৈলোক্যে সন্ ত্রৈলোকেতি ।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষাম্  
হৃদি শ্রিতাঃ । অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুত ইতি ।  
তদাথাহিনিস্বর্য়নী বয়ীকে মৃত্যু প্রত্যস্তা শরীরৈবমেবেদম্ শরীরম্  
শেতে । অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজএব সোহহং  
ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ।

তদেতে শ্লোকো ভবন্তি—অগুঃ পস্থা বিততঃ পুরাণো মাৎ  
স্পৃষ্টোহনুবিভো মর্যৈব । তেন ধীরা অপিয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং  
লোকমিত উর্দ্ধা বিমুক্তাঃ ।

তস্মিঞ্জু ক্রমুত নীলমালঃ পিঙ্গলম্ হরিতং লোহিতক । এষ পস্থা  
শ্রদ্ধা হানুবিভঃ তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যক্লং তৈজসশ্চ ।

অন্ধঃ তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ।

ততো ভূয় ইব তমো য উ বিদ্যায়াৎ রতাঃ ॥

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাহবৃত্তাঃ ।

তাৎশ্চে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্যাৎসোহবুধা জনাঃ ॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥

যস্তানুবিভঃ প্রতিবদ্ধ আত্মা-

হস্মিন্ সন্দেহে গহনে প্রবিষ্টঃ ।

স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্ব কৰ্ত্তা।

তস্ম লোকঃ স তু লোকএব ॥

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্যন্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ ।

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথৈতরে দুঃখমেবাণিয়ন্তি ॥

বৃহ, ৬।৪।১—১৪।

আত্মনো গতিপ্রকাঃ বক্তৃমাহ স যজ্ঞেতি । 'যজ' যমিন্ কালে 'দোহরম্' আত্মা 'অবলান্' অবলভাবং 'জ্ঞেতা' গতা 'দোহাহম্' ইব অচেতনভাবম্ ইব 'জ্ঞেতি' প্রাপ্নোতি, 'অথ' 'তদা' 'এতে' প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি 'এনম্' আত্মানম্ 'অতিসমারম্ভি' তৎসমীপবর্ত্তিনঃ ভবন্তি । 'স' আত্মা 'এতাঃ' 'তেজোমাতাঃ' রূপাদিশ্রকাশকত্বাৎ তেজোবরবা 'সমত্যাগদানঃ' সংহরণাণঃ 'ক্লমরম্' 'এব' 'অবব-ক্রামতি' তদগতো ভবতি । কদা স হ্রয়গতো ভবতি ? 'যজ' যমিন্ কালে 'এব' 'চাক্ষুঃ' পুরুষঃ 'শরাদ্' 'পর্যাবর্ত্ততে' আদিত্যাস্তম্ভং প্রতিপদাতে 'তথা সতি' 'অরূপজ্ঞে' ভবতি রূপং ন জানাতি । রূপজ্ঞানবিবক্ষিতোভবতি তদা মুমূর্ষুঃ ।

'একীভবতি চক্ষুশা' । 'তদবহার্যং' 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন পশতি' ইতি । 'একীভবতি জ্ঞাপেন' ; 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন জিহ্বতি' ইতি । 'একীভবতি রসনয়া', 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন' 'রসয়তে' ইতি । 'একীভবতি বাগিজিরেণ', 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন বদতি' ইতি । 'একীভবতি মনসো', 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন মনুভে' ইতি । 'একীভবতি ঘ্রাণ্য', 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন স্পৃশতি' ইতি । 'একীভবতি বুদ্ধ্যা', 'পার্শ্বহাঃ' 'আহঃ'—'ন' 'বিজানতি' ইতি । তত পুনঃ 'এতত্ত' হ্রদরত 'অগ্রং' নাড়ীমুখং প্রদ্যোততে 'জ্যোতিঃসম্পদং' ভবতি, তেন প্রজ্যোতেন জ্যোতিষা এষ আত্মা নিক্রামতি 'চক্ষুঃ' 'নেত্রতঃ' বা, 'শৃঙ্গঃ' বা, 'অন্তেভাঃ' শরীরদেশেভাঃ অবরবেভাঃ বা, 'উৎক্রামন্তং' 'তম্' আত্মানম্ 'অমু' 'প্রাণঃ' উৎক্রামতি, উৎক্রামন্তং প্রাণম্ অমু 'সর্কে' 'প্রাণাঃ' বাগাদয়ঃ 'অমু' নহৈব উৎক্রামন্তি । আত্মা 'সবিজ্ঞানঃ' স্বকর্মাণুসারিবেশজ্ঞানবান্ ভবতি । 'সবিজ্ঞানম্' 'এব' 'অবব'ক্রামতি গন্তব্যম্ অমুগচ্ছতি, 'বিদ্যাকর্ষণী'—'বিদ্যা চ জ্ঞানং কৰ্ম চ বিহিতাবিহিতং—'তৎ' 'গচ্ছন্তম্' 'আত্মানম্' 'সমবারেভেতে' সম্যক্ অমুগচ্ছন্তঃ, 'পূর্বপ্রজ্ঞা' চ—বিজ্ঞাকর্ষণকলহসংস্কারচ তমুগচ্ছতি ।

'তৎ' তত্র গমনকালে তৃণজলানুকা তৃণজলানুকা তৃণত 'অন্তম্' 'অবসানং' 'গতা' 'অন্তম্' 'আক্রমন্' আশ্রয়ম্, 'আক্রম' 'আশ্রিত্য' 'আত্মানং' স্বম্ 'উপসংহরতি'—'পূর্বাবরবক্রোপসংহারেণাত্মাবরবহানে, 'এবম্' 'এব' 'অয়ম্' 'আত্মা' 'ইদং' 'শরীরং' নিহত্য 'পাতয়িষ্য' 'অবিদ্যাম্', 'অচেতনং' 'গময়িষ্য' ; প্রাপ্য 'অন্তম্' 'আক্রমন্' 'আশ্রয়'—সাধনং—'স্বকর্মবিদ্যাণুসারতঃ' বাদুশপরলোকপ্রতিগতিসাধন-বুদ্ধঃ ভবতি 'ভবাক্রমং' সাধনম্ ( ৩।৬।১ )—'আক্রম' আশ্রিত্য 'আত্মানম্' 'উপসংহরতি' তদাত্মভাবম্ আরম্ভতে ।

'তৎ' তত্র দেহান্তরারম্ভে 'বথা' শেখকারঃ 'হৃৎপকারঃ' 'শেখসং' 'হৃৎপত' 'মাতাম্' 'উপাদায়' গৃহীত্বা- 'অন্তম্' পূর্বপেক্ষয়া 'নবভরণং' 'কলাপভরণং' 'রূপং' 'তদুভে' নির্মিত্যে, 'এবম্' 'এব' 'অয়ম্' আত্মা 'ইদং' 'শরীরং' 'নিহত্য' 'পাতয়িষ্য' 'অবিদ্যাম্', 'অচেতনং' 'গময়িষ্য' প্রাপ্য 'অন্তম্' 'পূর্বপেক্ষয়া' 'নবভরণং' 'রূপং' 'কুরুতে' 'পিত্র্যং' পিতৃলোকোপভোগোপাযোগং, 'পাক্করং' পাক্করলোকোপভোগোপাযোগং,





সম্বন্ধে প্রতিপাত্তে ব্রহ্মসম্পন্নো ভবতি । ‘তৎ’ তত্র দৃষ্টান্তঃ—‘যথা অহিন্দিব’রমী সপ্নিন্দোক্তঃ’  
‘প্রত্যাহা’ প্রতিক্ষিপ্তা তদাকারেণ ভাসমানা ‘শরীত’ বর্জিত, ‘এবম্’ এব ‘ইদং’ ‘শরীরঃ’ ‘শেতে’  
বর্ততে । বদ্যেবং কথং তদাশাস্য চেষ্টা দৃষ্টতে তদাহ—‘অথ অরম্’ ‘অশরীরঃ’ ‘শরীরান্তিমানশূন্তঃ’  
‘অমৃতঃ’ মৃতঃ, ‘ব্রহ্ম এব’ ‘অস্যা’ প্রাণঃ, ‘ব্রহ্ম এব’ ‘অস্মা তেজঃ’ । ব্রহ্মপেরণ্যৈব তস্যা সন্ধিপদা  
চেষ্টা ভবতি, ন পুনর্দেহেজ্জিরপেরণ্যরা অতএবামিন্ ব্রাহ্মণে ‘প্রাণস্য প্রাণশূন্তশূন্তশূন্তঃ’  
ইত্যাদিনা ( ৪। ১৫ ) উপনিষদবিদ্যায় মূলং স্তম্ভম্ । ‘অন্তসাম্রম্’ ইতি মাধ্যান্দিনীরপাঠোদয়া  
নানতাং পরিহরতি যথা ‘আত্মনি তিষ্ঠন্’ ইত্যাদিনাত্তর্ধামিব্রাহ্মণে । জনকো নৈবেদ্যে বিদেহাধিপতিঃ  
পুনঃ আহ—‘সোহহং’ ‘জনকঃ’ ‘ভগবতে’ ‘সহস্রং’ ‘দদামি’ ইতি ।

‘তৎ’ তত্র ‘এতে লোকঃ’ ভবতি ।—‘অণুঃ’ হৃক্ষঃ, ‘বিততঃ’ বিস্তীর্ণঃ, ‘পুবাণঃ’ ‘চিরন্তনঃ’ ‘পশ্চাঃ’  
‘মঃ’ পৃষ্ঠঃ—‘তেন’ পশ্য নিত্যসম্বন্ধোহহমিতি ‘ময়ামৃততঃ’ । ‘ন কেবলমমৃততঃ’ ‘কিত্ত’ ময়া ‘স্বয়মেব’  
‘অমুবিভক্তঃ’ লক্ষ্যসাক্ষাত্বসম্পর্কীরজ্ঞানঃ, নৈবা কেবলা ময়ামৃতত্বিঃ কিত্তিঃ—‘তেন পশ্য’ ‘বীরঃ’  
‘ব্রহ্মবিদঃ’ ‘বিমুক্তাঃ’ সন্তঃ ‘উদ্ধাঃ’ ‘শরীরপাতাদৃক্ষ্যং’ ‘ইতঃ’ ‘স্বর্ণং লোকং’ ব্রহ্মলোকম্ ‘অপিরতি’  
অপিগচ্ছতি ।

তস্মিন্ পশি আদিত্যাসম্পর্কং ‘কেবলং গুরুং’, ‘কেবলং নীলং’, ‘কেবলং’ ‘পিতৃলং’, ‘কেবলং’  
‘লোহিতং’ চ ( ১১। ২১ ) আহঃ স্ববর্ণশাস্ত্রানুসারাৎ । ‘এব পশ্য’ ‘ব্রহ্মণা’ ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মণোগসম্পন্নেন  
—‘চ’ ইতিহে —‘অমুবিভক্তঃ’ লক্ষ্যসাক্ষাত্বসম্পর্কীরজ্ঞানঃ ‘ব্রহ্মবিদঃ’ ব্রহ্মজ্ঞঃ ‘পূণাকৃৎ’ ( ১০। ২১ )  
তপোনিরতঃ, ‘তৈজসঃ’ চ—তেজোব্রহ্মজ্ঞাত্যোগ্যাপাসকঃ—‘তেন’ পশ্য ‘এতি’ সঙ্গতিং প্রাপ্নোতি ।

অনন্তম ইত্যাদি বাখ্যাতম্ ( ১। ১ ) ।

‘অবিধাংসঃ’ অজ্ঞাঃ, ‘অবুধাঃ’ বোধরহিতাঃ আত্মজ্ঞানশূন্তাঃ ‘বে জনাঃ’ ‘তে প্রেতা’ অন্ধেন তমসা  
আবৃত্তাঃ ‘অনন্দা’ নাম আনন্দরহিতাঃ ইতি বিক্ষতাঃ ‘যে লোকাঃ’ ‘সত্তি’ তান্ ‘অভিগচ্ছতি’ ।

অরং পুরুষঃ ‘অশি’ ইতি ( ২। ২ ) চেৎ আত্মানং বিজানীয়াৎ ‘কিম্’ ইচ্ছাম্ ‘অভিলবন্’ ‘কস্য’  
কাম্যর প্রয়োজনায় ‘শরীরম্’ ‘অমু’ সংস্বরেণ তৎসম্ভাপনে সম্ভাবী ভবেৎ ?

‘যস্য’ ব্রহ্মজস্য ‘অশিন্’ সন্দেহে’ সন্দেহবিষয়ে ‘গহনে’ ‘বিষয়ে’ প্রবিষ্টঃ ‘আত্মা’ অমুবিভক্তঃ  
‘লক্ষ্যসাক্ষাত্বজ্ঞানঃ’ প্রতিবুদ্ধঃ ‘জাগরিতঃ’, ‘তস্য’ ব্রহ্মজস্য ‘স আত্মা’ ‘বিষকৃৎ’—‘অনেন জীবৈ-  
নাঅজান’ ( ১২। ১ ) ইতি নিখিলনামরূপব্যাকরণহেতুতয়া, ‘স হি’ ‘সর্বস্য’ ‘কর্তা’—ভগবদবীনভর্যাম-  
ব্রহ্মসামর্থ্যাৎ, ‘লোকঃ’ উৎকৃষ্টগতিস্থানং ‘তস্য’ আত্মানঃ । কথম্ ? ‘স তু স্বয়ং’ ‘লোকঃ’ ‘এব’—  
চিয়রদ্বাং লোকস্য ।

‘ইহ’ জীবনে ‘এব’ ‘সন্তঃ’ স্বয়ং ‘তৎ’ ব্রহ্ম ‘বিদ্যঃ’ বিজানীমঃ, ‘ন চেৎ’ ‘বিদ্যঃ’ অবৈদিঃ ‘অজানী’  
‘ভ্যম্’ । কিত্তেন স্যাৎ ? ‘মহতী’ ‘বিনষ্টিঃ’ কতিঃ । কোবা লাভঃ কতির্বা ? ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘বে’  
বিদুঃ ‘তে অমৃতঃ’ মৃত্যুঃ ভবতি, ‘অথ’ ইতরে অজানিনঃ ‘মুখম্’ ‘এব’ ‘অপিরতি’ প্রাপ্নুবতি ।

যে সময়ে আত্মা বলশূন্য হইয়া পড়ে এবং মোহপ্রাপ্ত হয় সে সময়ে  
ইন্দ্রিয় সকল আত্মার সমীপবর্তী হয়, আত্মার রূপাদি সকলের প্রকাশক  
তেজমাত্রা লইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে সে সময়ে চাক্ষুষ পুরুষ আদিত্য  
সহকারে এক হইয়া যান, তখন আর রূপের কোন জ্ঞান থাকে না,  
পার্শ্বস্থ ব্যক্তির বলে এ ব্যক্তি আর দেখিতে পায় না, যখন প্রাণেন্দ্রিয়

সহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ ব্যক্তির। বলে এ আর জ্ঞান নয় না। যখন রসনাসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষের। বলে এ আর রস গ্রহণ করে না। যখন বাগিদ্রিয় সহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষের। বলে এ আর কথা বলে না। যখন মনসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষের। বলে এ আর চিন্তা করে না। যখন অগ্নিদ্রিয়ের সহ এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষের। বলে এ আর স্পর্শ করে না। যখন বুদ্ধিসহকারে এক হইয়া যায় তখন পার্শ্বস্থ পুরুষের। বলে এ আর জানিতে পারে না। এই সময়ে হৃদয়ের নাড়ী জ্যোতিঃসম্পন্ন হয়, সেই জ্যোতিঃ দিয়া আত্মা নিষ্ক্রমণ করে। আত্মা উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাতে উৎক্রমণ করে। আত্মা বিজ্ঞানময়, সুতরাং সে বিজ্ঞানকে লইয়াই নিষ্ক্রমণ করে। বিদ্যা, কর্ম এবং পূর্ব প্রজ্ঞা তাহাকে সম্যক্ আপনার অনুরূপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই তৃণজলৌকা যেমন তৃণের অন্তর্ভাগে গমন করিয়া অন্ত আশ্রয় আশ্রয়-করে এবং সেখানেই আপনাকে উপসংহত করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্ত আশ্রয়কে আশ্রয়করত সেখানে আপনাকে উপসংহত করে। তাই যেমন স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড লইয়া অন্ত নবতর কল্যাণতর রূপ (প্রস্তুত) করে, তেমনি এই আত্মা এই শরীরকে ছাড়িয়া এবং অচেতনাবস্থা অতিক্রম করিয়া পৈত্র্য বা গন্ধর্ব্ব, বা দৈব বা প্রাজাপত্য, বা ব্রাহ্ম বা অন্যান্ত ভূতগণের অন্ত নবতর কল্যাণতর রূপ (গ্রহণ) করে।

\*সেই এই আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বময়—বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, তৎ-যৎ-এতৎ এবং ইহাময় এবং উহাময়। সুতরাং যে যেমন আচরণ করিয়াছে সে তেমনি হয়, সাধু কর্ম্মকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপ হয়, পুণ্যকর্ম্মে পুণ্য হয়, পাপকর্ম্মে পাপ হয়। পুরুষকে কামময় বলা হইয়া থাকে। তাহার কামনা যেমন সে তেমনি ক্রিয়াশীল হয়। সে যেমন ক্রিয়াশীল হয় তেমনি ক্রিয়া করে। যে ক্রিয়া করে সে তাই হয়।

\*উক্ত অর্থে এই শ্লোক :—[ আত্মা ] যে কর্মসহকারে পরলোকে আগমন করে তাহার লক্ষণ মন, কেন না, বাহ্যতে ইহার মন নিরতিশয় আসক্ত ভাবভেদেই সে আসক্ত হয়। ইহলোকে যে কোন কর্ম করে সেই কর্মের অন্ত পাইয়া সে লোক হইতে পুনরায় এই লোকে কর্ম করিবার নিমিত্ত আইসে। যে ব্যক্তির কামনা আছে [ তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম ]। অনন্তর যে ব্যক্তির কামনা নাই সেই ব্যক্তি অকাম, নিষ্কাং, আশুকাং, আত্মকাং। তাহার প্রাণ সকল উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়া তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

“উক্ত গর্মে এই শ্লোক—ইহার দ্বন্দ্বয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত হইয়া আছে সে সকল যখন খসিয়া পড়ে, তখন মর্ত্য অমৃত হয়, এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাই মৃত সর্পের নিষ্পোক বল্মীকে নিষ্কিণু হইয়া যেমন শয়ান থাকে তেমনি এই [ মৃত ] শরীর শয়ান থাকে আর ব্রহ্মই এই অশরীর অমরণশীল প্রাণের প্রাণ হন, তেজের তেজ হন।

তদ্বিময়ে এই শ্লোকগুলি আছে :—যিত্তৃত এবং পুরাতন সুক্ষ পথ আমাকে স্পর্শ করিয়া আছে ইহা আমি জানি। সেই পথে ধীর ব্রহ্ম-বিদ্যা ইহলোক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন।

সেই পথে শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিৎ এবং লোহিত বর্ণ আছে, এই পন্থা ব্রহ্মবিদের অবগত, তাই সেই পথে পুণ্যকারী ব্রহ্মবিৎ আলোক-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। বাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা ঘোরান্ধ-কারে প্রবেশ করে, তদপেক্ষায় আরও অন্ধকারে প্রবেশ করে তাহারা বাহারা বিদ্যাতে অনুরক্ত। আনন্দবিহীন সেই সকল লোক ঘোরান্ধ-কারে নিবিষ্ট হইয়া আছে। মৃত্যুর পর তাহারা সেই সকল লোকে গমন করে বাহারা বিদ্যাহীন অজ্ঞ ব্যক্তি। ‘আগি এই পুরুষ’ এই বলিয়া আপনাকে যে না জানে সেই ব্যক্তি কোন্ অভিলাষে শরীরকে সম্ভূত করিবে? বাহার আত্মা প্রতিষুদ্ধ এবং জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে সেই আত্মা এই সন্দ্বিহমান বিষয়ের গভীর স্থানে প্রবিষ্ট। সেই আত্মাই বিশ্বস্রষ্টা এবং সকলের কর্তা। এ লোক তাহারই এবং তিনিই এ লোক। ইহ-লোকে অবস্থান করিয়া যদি আমরা তাঁহাকে জানি, তাহা হইলেই আমাদের কৃতার্থতা, যদি আমরা তাঁহাকে না জানি তাহা হইলে আমা-

দেয় মহান্ বিনাশ । বাহারা ইহা জানে তাহারা অমর হয়, বাহারা জানে না তাহারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

ভাব—এখানে বিজ্ঞানসিদ্ধ সূর্য্যাকিরণে বর্ণসমূহের স্থিতি উল্লিখিত হইয়াছে এক জ্ঞানী অজ্ঞানীদের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে ।

৩১ । যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোকান্ পৈপ্রতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্ত খং তেন উর্দ্ধ আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্ত খং তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খন্তেন স উর্দ্ধ আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ । র, ৭। ১০ । ১ ।

দশমস্ত যটত্রিশবচনসংঘে প্রোক্তানামুপাসকানাং গতিমাহ যদেতি । ‘কদা’ ‘পুরুষঃ’ উপাসকঃ ‘অস্মাৎ’ লোকাং ‘পৈপ্রতি’, ‘স বায়ুঃ’ ‘আগচ্ছতি’, ‘বায়ুঃ’ তস্মৈ ‘রথচক্রস্ত’ ‘খং’ যথা তথা ‘বিজিহীতে’ বায়ুস্বরবান্ বিগময়তি ‘অবকাশং’ দদাতি । ‘তেন’ অবকাশেন ‘স উর্দ্ধে’ ‘আক্রমতে’ আরোহতি । ‘স’ আদিত্যম্ আগচ্ছতি ‘স’ আদিত্যঃ তত্র ‘তস্মৈ’ যথা ‘লম্বরস্ত’ ‘বাদিত্রিংশেষস্ত’ ‘খং’ তথা ‘বিজিহীতে’ অবকাশং দদাতি । ‘তেন’ আকাশেন ‘স’ ‘উর্দ্ধে’ ‘আক্রমতে’ । ‘স’ চন্দ্রমসে ‘আগচ্ছতি’ । ‘স’ চন্দ্রমাঃ তত্র ‘তস্মৈ’ যথা ‘দুন্দুভেঃ’ ‘খং’ তথা ‘বিজিহীতে’ অবকাশং দদাতি । ‘তেন’ অবকাশেন ‘স’ উর্দ্ধে ‘আক্রমতে’ । ‘স’ অশোকম্ ‘অহিমং’ হিমবর্জিতং ‘লোকম্’ আগচ্ছতি । ‘তস্মিন্’ শাশ্বতীঃ ‘সমাঃ’ নিত্যকালং বসতি ।

যখন এই পুরুষ ইহলোক হইতে গমন করে, তখন প্রথমতঃ বায়ুকেই প্রাপ্ত হয় । সেই বায়ু রথচক্রের আকাশের মত শূন্য স্থান দিয়া উর্দ্ধে গমন করিতে তাহাকে অবকাশ দান করে । সে প্রথমতঃ ঐ স্থান দিয়া গমন করত আদিত্যকে প্রাপ্ত হয় । দুন্দুভির শূন্য স্থানের ন্যায় স্থান দিয়া চন্দ্রলোকে গমন করে । সেখানে হিমবর্জিত শোকশূন্য লোকে গমন করিয়া নিত্যকাল বাস করে ।

ভাব—আত্মা ইহলোক হইতে গমন করিয়া প্রথমতঃ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইতে আদিত্য এবং আদিত্য হইতে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নিত্যকাল ঐখানেতে অবস্থিতি করে ।

৩২ । অনাদ্যানন্তং কলিলস্ত্র মধ্যে

বিশ্বস্ত্র স্রষ্টারমণেনকরুণম্ । -

বিশ্বৈশ্বকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাশৈঃ ॥

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখাং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুশ্চৈ জহন্তুমু ॥

শ্বে, ৫। ১৩। ১৪।

ভগবজ্জ্ঞানেন বৃত্তিমাত্র অনাযোতি। 'কলিঙ্গ' সংসারগহনস্ত 'মথো' 'অনান্যন্তন' আদ্যন্ত-  
বিরহিতং 'বিশ্বস্ত' 'ঐষ্টারম্', অনেকরূপং বিবিধভাবেন প্রকাশমানং, 'বিশ্বস্ত একং' পরিবেষ্টিতারং  
'দেবং' জ্ঞাত্বা 'সৰ্বপাশৈঃ' 'মুচ্যতে'।

'ভাবগ্রাহ্যং' ভাবেন অনুরাগেণ বিশুদ্ধান্তঃকরণেন বা গ্রাহ্যম্, 'অনীড়াখ্যম্' অশরীরীয়াং নিরবয়বং,  
'ভাবাত'বকরং' ভাবক অভাবং চ কৰোতীতি ভাবাভাবকরং 'তং' 'হিতিসংহারকরণং', 'শিবং'  
মঙ্গলময়ং, 'কলানং' প্রাণাদীনাং বোড়শানাং 'সর্গকরং' সৰ্জকং 'দেবং' 'যে' 'বিদুঃ', তে 'ভক্ত্য' শরীরং  
ব্রহ্মণ্যবস্থাননিয়ন্ত্রকরীম্ অভিমাত্রিক্যাকাং 'জহন্তঃ' পরিত্যজেয়ুঃ।

এই সংসারগহনগণ্ডো অনাদি অনন্ত, বিবিধভাবে প্রকাশমান বিশ্বের  
একমাত্র পরিবেষ্টিয়িতা দেবতাকে জানিয়া জীব সকল প্রকার পাশ  
হইতে মুক্ত হয়।

অনুরাগ দ্বারা ঝাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই অশরীর ভাব এবং  
অভাবের কারণ মঙ্গলময় প্রাণাদির অষ্টা দেবতাকে ঝাঁহারা জানেন  
ভাঁহারা স্বরূপাবস্থায় স্থিতির বিরোধী এই তনুকে পরিত্যাগ করেন।

ভাব—ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই মুক্তির কারণ।

৩৩। যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তু মানবাঃ ।

তদাদেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্তান্তো ভবিষ্যতি ॥ শ্বে, ৬। ২০।

আকাশো হি ব্রহ্মলিঙ্গম্ । 'তং' যদি ন তদ্ব্যভাবেন পূরতি জনাঃ 'কিচ্ছি' 'হুলাবরণরূপেণ', 'তদা'  
ন ভবেৎ স তন্ত দুঃখাপহরণারেভ্যাহ যদেতি । 'যদা' 'মানবাঃ' 'আকাশং' 'চর্ম্মবৎ' 'বেষ্টয়িষ্যন্তি'  
তদা 'দেবম্' অবিজ্ঞায় 'দুঃখস্ত' 'অন্তঃ' বিনাশঃ ভবিষ্যতি কিমিতিশেষঃ । ভবিষ্যতীতি শিরশ্চালনে-  
দোক্তার্থম্ । 'এব আকাশ আনন্দঃ' ইতি ভবম্ । পরাপরানন্তজালজিতপরাঙ্গা সমস্তাং কাশত  
আনন্দতয়েতি আকাশ আনন্দঃ ।

যখন মনুষ্যগণ এই আকাশ চর্ম্মবৎ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এইরূপ  
মনে করে তখন তাহারা সেই পরমদেবকে জানিবে কি প্রকারে ?  
সুতরাং তাহারা ভাঁহাকে জানিতে পায় না এবং তাহাদের দুঃখের  
অন্ত হয় না।

ভাব আকাশ শূন্য নহে ব্রহ্মসত্তা। অতএব তাহাকে শূন্যজ্ঞান না করিয়া ব্রহ্ম-  
সত্তাতে স্থিতিই সকল হুঃখ অন্তের কারণ ।

গতি দুই প্রকার। পুনরাবর্তিনী অপুনরাবর্তিনী। অপুনরাবর্তনসাধক গতি  
উপনিষৎসিদ্ধ। সেইটী মুখ্য, তাই সেইটী বিস্তারপূর্বক প্রদর্শন করত অষ্টটির উল্লেখ  
কেবল উহার হেতুভূত বৈদিক অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত। অপুনরাবর্তিনী গতি  
দুই প্রকার। ভগবদৈশ্বর্য্য সন্তোষ এবং ভগবৎসন্তোষ। ভগবৎসন্তোষ কেহ কেহ বহু  
মানে করেন না। তাঁহার্য্য ভেদকর নামরূপাদি সংদায় পরিহার করিয়া সৰ্ব্বাভীত  
ব্রহ্মেতে কেবল অবিভাগে স্থিতি অনুমোদন করেন না, কিন্তু লয়েরই অনুমোদন করেন।  
যে সকল স্থলে তাদৃশ গতি উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেখানেও প্রাপ্য পাপকাদি সমস্ত  
দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আমরা বলি সে সকল স্থলে অত্যন্ত লয় বলা হয় নাই,  
স্বরূপৈক্যই বলা হইয়াছে। যেমন (১২) দ্বাদশে উক্ত হইয়াছে, “জীব নামরূপ হইতে  
মুক্ত হইয়া পরাংপর পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়” “যে ব্যক্তি সেই পরব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই  
হয়” একপ বলাতে মুক্তের পরমপত্র্য্য প্রাপ্তি এবং তাঁহার জ্ঞান লাভে তৎস্বরূপতা  
উপস্থিত হইতেছে, বিলোপ হইতেছে না। যদি বল এখানে সমুদ্রে নদী সকলের অন্ত-  
গমন দৃষ্টান্ত গ্ৰস্ত হইয়াছে, ইহাতে উহাদের অন্তর অস্তিত্ব বিলোপ দেখাইতেছে। মুক্ত-  
সংগ্ৰহে যদি সেরূপ না হয় তাহা হইলে দৃষ্টান্তহানি উপস্থিত হয়। এস্থলে এইরূপ বুঝিতে  
হইতেছে, সমুদ্র জলময়। জলময় নদী সকল জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করাতো স্বরূপে ঐক্য  
হইতেছে, বিনাশ হইতেছে না। কেন না জলসমূহের ভিতরে তাহার্য্য জল হইয়া স্থিতি  
করিতেছে, সুতরাং স্বরূপের ঐক্য হইতেছে। তটাদি উপাধিযোগে যে ভিন্নতা ছিল,  
তাহারই তিরোধান হইয়াছে। যদি নদী সকলের অবিনাশ স্বীকার কর তাহা হইলে  
মুক্ত জীবসকলেরও জীবচৈতন্য তোমার স্বীকার করিতে হইবে এবং জীবচৈতন্য থাকি-  
লেই তাহার তোক্তৃত্ব পূর্ণেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। ‘জীব ব্রহ্মই হন’  
যেস্থলে একপ একতা উল্লিখিত হইয়াছে সে স্থলে একই ব্রহ্ম ‘তোক্তা ভোগ্য এবং  
প্রেয়সিতা, এই ত্রিবিধ ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকেন।’ এই ত্রিতির নিয়োগ হুঃখপ্রিহর।  
‘ইহার কুলে অব্রহ্মবিৎ পুত্র জন্মে না’ ইহা যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে শুকাদিবিৎ  
ব্রহ্মবিদ্ পুত্রপ্রাপ্তি বুঝাইতেছে। যোগে অবিভক্ত ভাবে স্থিতিবশতঃ ইহাদিগের  
অশরীরত্ব বলা কিছু অযুক্ত নহে। (১৩) ত্রয়োদশে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে  
এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়তা লাভ করিতেছে। ‘অদৃশ্য পরব্রহ্মেতে স্থিতিবশতঃ ভয়শূন্যতা’  
উপস্থিত হয়, যদি সে অবস্থায় অল্পমাত্র ভেদ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে ভয় উপস্থিত  
হয়’ এ কথা বলাতে মুক্তের ঈশ্বরিতে স্থিতিতেও কর্তৃত্বের বিলোপ হইতেছে না ইহাই

দেখাইতেছে। (২৮) অষ্টাবিংশে নিকাম জীবগণের গতি উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল জীবের ব্রহ্মভূতত্ব উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নহে অতিমানুষ্ঠ্যতাবশত অশরীরস্থ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে, কেন না সেখানে জীবের প্রাণচেষ্টাদি সমুদায় ব্রহ্মপ্রেরণাতেই হইয়া থাকে এবং তাহাদের সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সম্যক্ ঐক্য যেখানে বর্ণিত হইয়াছে সেখানেও দৃষ্টিশক্তি আদির অবিসৃপ্তত্ব স্বয়ং ঋতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন (৬৩পৃ.) সে সকলের বিষয়ান্তরের সহিত সম্বন্ধ না থাকাতে ভগবৎস্বরূপসন্তোষই তাৎপর্য্য। সেই সম্ভোগকালে বিদ্যমান জীবের নিখিল দোষমলবিরহিতত্ব প্রতিভাত হয়। (১১) একাদশে সেইটী স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন (১৩৮৪২) সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি অবস্থাতেও অর্থতঃ জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদই জানিতে হইবে। “কেন না তখনও পরস্পরের সম্বন্ধস্থচক ভেদ ঋতি আপনি নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, বৃহদারণ্যকের সুষুপ্তি প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে, ‘প্রিয় স্ত্রী, কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে যেমন বাহবিষয় কিছু জানা যায় না, তেমনি আন্তরিক বিষয়ও কিছু জানা যায় না; সেইরূপ এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ বিষয়ও কিছু জানেন না আন্তরিক বিষয়ও কিছু জানেন না।’ উৎক্রান্তি অধিকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তারাক্রান্ত শকট যেরূপ শব্দ করিতে করিতে চলে, তেমনি শরীরস্থ আত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার আলিঙ্গনে আক্রান্ত হইয়া শব্দবিশেষ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কালে এইটী হয় তখন পুরুষের উর্দ্ধাশ্বাস উপস্থিত হয়। এই দুই বাক্যে সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি কালে জীব এবং ব্রহ্ম স্পষ্ট রূপভেদ উক্ত হইয়াছে। এখানে উৎক্রান্তি শব্দে জীবের দেহত্যাগ মাত্র বুঝায়, স্তূতরাং এই সকলেতে মোক্ষাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। মোক্ষাবস্থাতে ঋতি বলিতেছেন, ‘সর্ববিধ কলঙ্কশূন্য হইয়া জীব পরম সাম্য লাভ করে’ এই সাম্যশব্দের মধ্যে জীব ব্রহ্মের ভেদ বুঝাইতেছে। “ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে লাভ করে” এ বাক্যতেও জীব ব্রহ্মের ভেদ ভেদস্থচক; কেন না ইহাতে দেহাদির অতিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের ব্রহ্মভাবই বুঝাইতেছে। প্রলয়াবস্থাতেও ‘যাহার দিকে গমন করে এবং যাহাতে প্রবেশ করে,’ ঋতি এই কথা বলাতে কোষ এবং খণ্ডের ত্রায় প্রবেষ্টী এবং প্রবেষ্টব্য এইরূপ ভেদ বুঝা যাইতেছে।

“এরূপ হইলেও সুষুপ্তিতে একীভাব এবং তুরীয় ব্রহ্মের চিহ্নাত্ত অবশেষ থাকিতে মাণ্ডুক্যাদি সকল ঋতিতে উহাই সিদ্ধ হইতেছে, যদি এরূপ বলা যায় তাহা হইলেও বৃহদারণ্যক বাক্যতে জীব ব্রহ্মের অবিভাগ যখন প্রকাশ পাইতেছে, তখন সর্বত্র সকল ঋতিবাক্যেরই ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন সুষুপ্তিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে একত্র হইয়া ভোগ করা উল্লেখ করিতে জীব ব্রহ্মে স্পষ্ট বিভাগের অভাব হওয়াতে ঋতি অবিভাগ লক্ষণ একীভাব বলিতেছেন। সুষুপ্তিতে জীবের ভোগপ্রবণতা অল্প চিন্তবৃত্তির সম্বন্ধ-বশতঃ সূক্ষ্মবিভাগ বুঝাইতেছে। তুরীয়াবস্থাতে চিন্তের অত্যন্ত বিলয় হওয়াতে জীবেরও



অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে। ঐশ্বর্যোপাধির ক্রিয়া নিত্য প্রবৃত্ত থাকিলেও প্রযুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম-  
চৈতন্ত্রে সর্ববিষয়াভাব প্রকাশ পাওয়াতে তুরীয় ও মহাপ্রলয়াবস্থাতেও উহার বিদ্যুতি হয়  
না, এই দেখিয়া ব্রহ্মকে চিত্তাত্র অবশেষ ক্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মনুষ্য এবং  
তুরীয়ের অত্যন্ত স্বল্প ভেদ শিগগণের কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। ‘অবিভাগো  
বচনাং’ ( ৪২।১৬ ) এই শ্লোকে স্বয়ং আচার্য্যই ইহা বলিয়াছেন।

এ সকল বাহ্য বলা হইয়াছে তাহা ভগবৎসন্তোগরূপ গতির অন্তর্ভূত। ভগবদ্  
ঐশ্বর্য্যসন্তোগরূপ গতি উপনিষদে বহুল পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম পরাপর  
প্রকৃতিসংযুক্ত, এজগৎ ব্রহ্মকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতি যখন অবিভক্ত  
হইয়া পরা প্রকৃতির সঙ্গে অবস্থান করে তখন স্বরূপ রসসন্তোগ উপস্থিত হয়, এরূপ  
অবস্থায় অপরা প্রকৃতি বিলুপ্ত হন না কিন্তু পরা প্রকৃতিতে বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং  
ঔঁহারকে স্বেচ্ছায় ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অপরা প্রকৃতি ভগবানের ঐশ্বর্য্য,  
অধ্যাত্ম অধিদৈব রূপে সমুদায় উহার অন্তর্ভূত। উপাসনা ঐ দুই অবলম্বন করিয়া  
বিহিত হইয়াছে। সেই দুইটী জয় করাই উপাসনার ফল। উপাসনা এবং উপাসনার  
ফল প্রেরয়িতাকে অনাদর করিয়া কখন সিক্ত হয় না, সুতরাং কোথাও ঔঁহার উল্লেখ  
না থাকিলেও সেখানে প্রেরয়িতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। গতিপ্রদর্শনই সমুদায় গতি-  
বল্লীর তাৎপর্য্য, এজগৎ প্রথমতঃ গতির মূল ব্রহ্ম হইয়াছে। আত্মজ্ঞান পরাজ্ঞান দ্বারা  
পরিপুষ্ট হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে এজগৎই উহার শ্রেষ্ঠতা। সমুদায় ভূতসকলের মধ্যে  
পরমাত্মদর্শন বিনা ভূতগণের প্রতি অপরাধ তিরোহিত হয় না এবং তাহাদিগকে জয়ও  
করিতে পারা যায় না, সুতরাং সর্বাগ্রে ভূতসকলের মধ্যে পরমাত্মদর্শনের জগৎ সাধন  
করিতে হইবে। পরমাত্মদর্শনই যখন লক্ষ্য তখন তাহা সিক্ত হইলে ভূতগণের সহিত  
সংস্পর্শকার জগৎ এত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন কি? এ কথা বলিলে তাহার উত্তর  
এই, যদি ভূতগণ সহ পরমাত্মার চিরসংস্কর্ষ না হইত, তাহা হইলে ভূতগণ দ্বারা  
বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা থাকিত। অপরা প্রকৃতি ভগবানের ঐশ্বর্য্য, সুতরাং উহা  
ভগবদর্শনে অন্তরায় না হইয়া ভগবানে চিত্ত আবদ্ধ হইবার হেতু হয়। তাই ক্রতি  
বলিয়াছেন, ‘জীব সমুদায় কামনার বিষয় ব্রহ্ম সহ এক হইয়া ভোগ করে।’ এইটী  
( ১৪।১৫।১৬ ) চতুর্দশ পঞ্চদশ এবং ষোড়শে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য্য  
সন্তোগে অভিলাষ বিদ্যমান থাকে, তাই বেদান্তের সর্বত্র অভিলাষের বিদ্যমানতা  
দেখিতে পাওয়া যায়। এ অভিলাষ কখন ভগবানের ইচ্ছাবিরোধী নহে, যদি  
বিরোধী হইত তাহা হইলে দৌর্লভ্যবশতঃ কখন সন্তোষরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনা  
থাকিত না। ( ৯।১০ ) নবম এবং দশমে যে সত্যানুসারিত্ব উল্লিখিত হইয়াছে,  
ঔঁহাতে চিন্তের বল উপস্থিত হয়, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সন্তোষ প্রভাবশালী এবং সর্বৈশ্বর্য্য  
আরম্ভীভূত হয়। উপনিষদেও অভিলাষ ভগবদ্বিচ্ছাসম্বৃত সত্য, সুতরাং সেই অভিলাষ

দ্বারা ই শিল্পলোকাদির সহিত সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া থাকে (২১)। শিল্পলোকাদিসমুচিত ভোগেতে চিত্ত কলুষিত হয় না, কেন না তাহাতে ভগবচ্ছতির বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ হইয়া আনন্দ উপস্থিত হয়। যদি একরূপই হয় তাহা হইলে (৬) ষষ্ঠে সরজঙ্গ এবং বিরজঙ্গ একরূপ ভেদ কেন দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে রজ ত্রিগুণশালিত্ব, মালিগুণ নহে, কেন না সত্য তপশ্চা এবং ব্রহ্মচর্য দ্বারা সর্বপ্রকার মালিগুণ তিরোহিত হইয়াছে। যদি ত্রিগুণশালিত্ব না থাকিত তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন লোক সকল কখন অভিব্যক্ত হইত না। মালিগুণবিরহিত হওয়াতে এখানকার ত্রিগুণশালিত্ব স্বয়ং পরমায়ার এবং তিনিই সাধকের নিকট সকল প্রকাশ করেন।

উল্লীখোপাসনা এবং সামোপাসনাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরমাত্মার উপাসনা হয় না, তাই দেবলোক মনুষ্যলোক প্রাপ্তিই উহার ফল। ফলদাতানিরপেক্ষ হইয়া কখন ফল উপস্থিত হয় না, তাই উল্লিখিত হইয়াছে “আদিত্যমধ্যে যে এই হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয় (৩৭)” “এবং চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়” (৩৮)” এই কথা বলিয়া ক্ষতি পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান উল্লেখ করিয়াছেন, এখানেও অভিলাষানুসারে উপাসক দেবলোক মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হন (১৭) উক্ত হইয়াছে। লোকসকলের ইয়ত্তা নাই, সুতরাং অনন্তর উপাসকগণের লোক এবং জীবন উভয়ই অনন্ত ও উক্ত হইতে উক্ত। (১৮) অষ্টাদশে এইটী বর্ণিত হইয়াছে ( ১৮।১৯।২০।২১ ) অজ্জিরাদি গতি, অনাবৃষ্টি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে। দেহ হইতে জীব যখন উৎক্রমণ করে, সেই সময়ে প্রথমতঃ ( অর্জি ) অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়াই উৎক্রমণ করে। আদিত্যমণ্ডল হইতে কিরণ প্রসৃত হইয়া ছন্দাৎ নাদী সমুদায়েতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে, সুতরাং রাত্রিতেও কিরণের অভাব হয় না, মনের ক্ষিপ্ৰগতিতে উক্ত কিরণ আদিত্যে আগমন করে; সেখানে মুক্তগু নাদী দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন এবং অজ্ঞানীর অগ্র নাদী দিয়া বিনিঃসৃত হয় বলিয়া তাহাদের গতি অপরূপ হয়।

অর্জি হইতে অহ, অহ হইতে শুক্ল পক্ষ, শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয় মাস, এই ছয় মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিহৃত্যং প্রাপ্ত হয়। এই কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখানে কেন ক্ষিপ্ৰগতিতে একেবারে আদিত্য প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে? দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলের উর্দ্ধে দেবলোক, তাহার অধোতে মনুষ্যলোক, বাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করে তাহারা সেই মণ্ডলের উর্দ্ধে গমন করে। সংবৎসরের পরে যে আদিত্য উল্লিখিত হইয়াছে, উহা আদিত্যলোক। সেখানে দিব্যরাত্রির পরিবর্তন নাই, কেন না সে স্থান সর্বদা জ্যোতিঃপূর্ণ, এই জন্ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে “যজ্ঞমানের সহকারে স্বর্গে আরোহণ করিলেন, এবং পরমাকাশে সূর্য্যে গমন করিলেন।” এ লোকেতে অহোরাত্র নাই। বাহারা আদিত্য মণ্ডলের দ্বার হইতে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহারা জ্ঞানহীন। সেই প্রত্যা-

খ্যাত স্থান হইতে গুম, গুম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণ ছয়মাস, সেই ছয়মাস হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানিগণের গতি মধ্যে আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিহ্যতে গমন করে বুঝিতে হইবে। এখানে অজ্ঞানিগণের চন্দ্রমা হইতে নিবৃত্তি হয়। “চন্দ্রমাই স্বর্গের দ্বার” এরূপ উক্ত হওয়াতে সেখান হইতে নিবৃত্তি ব্রহ্মলোক প্রবেশ হইল না বুঝাইতেছে। ব্রহ্মলোকে গমন হইলে আর সেখান হইতে পুনরাগমন হয় না। যেখানে ব্রহ্মলোকে গমন নাই, সেখানে পুনঃ পুনঃ আত্মা আসিত্য হয়। আত্মিকাদির গতি বিষয়ে আধুনিকগণের সিদ্ধান্ত কি তাহা মনে উক্ত হইয়াছে। যোগাচার্য্য মতে শুরু এবং কৃষ্ণ গতি প্রদর্শনার্থ শুরুপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ উল্লিখিত হইয়াছে। দেব এবং পিতৃগণ সম্পর্কীয় অহোরাত্রি প্রভৃতি শতপথ ব্রাহ্মণাদি হইতে জানিতে হইবে। পঞ্চাঙ্গ দর্শন অরণ্যে বাস ভূপ ব্রহ্মচর্য্য এই গুলি প্রথমটীর এবং অগ্নিহোত্র বৈদিক কৰ্ম্ম বাপি তড়ান আরামাদির স্থাপন দ্বিতীয়টীর গতির কারণ বুঝিতে হইবে। (৭) সপ্তমে সেইটী নির্দেশ করিয়া (৮) অষ্টমে গতির হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মলোকে জীব এবং ব্রহ্মের ছায়া এবং আত্মপের ছায়া স্থিতি স্বরূপে অবস্থান বশতঃ হইয়া থাকে। (৯) চতুর্থে এইটী উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত জ্ঞানানুরূপ তত্ত্ব গ্রহণ হইয়া থাকে। তত্ত্ব গ্রহণ চিন্ময় হইলেও তত্ত্বের ছায়া প্রতীয়মান হয়। (১০) অষ্টাবিংশে এইটীই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশশব্দে ষাটবিংশের সম্মিলনে পরলোকভুক্ত এইরূপ প্রতিভাত হয়। চন্দ্রবাদি ইন্দ্রিয় জীবাবিধানে কেবল ক্রিয়াবান্ নহে, কিন্তু তাহা হইতে উদ্ধৃত। এই জগৎ অগতঃ উহার জীবের শক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৬৩পৃ)। এখানে তেজোবয়ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উহা শক্তির অপর নাম। প্রয়াগকালে উহাদের জীবের সহিত একীভাব হয় এবং তাহাতেই স্থিতি করে, ভোগকালে মনোরূপে অভিব্যক্ত হয়। মনের দ্বারা সেই সব ভোগের বিষয় দেখিয়া সে আনন্দিত হয়। প্রয়াগকালেই জীব বিজ্ঞা কৰ্ম্ম এবং প্রজ্ঞা সহকারে গমন করে। সুতরাং ভোগও তদনুরূপ হয়। যেখানে ছায়া এবং আত্মপের ছায়া জীব ব্রহ্মের একত্র বাস উল্লিখিত হইয়াছে, সেখানে ভোগ মনের দ্বারা। যেখানে জীব ব্রহ্মের একীভাব উল্লিখিত হইয়াছে সেখানে পরমাত্মার প্রেরণাতেই সর্ববিধ চেষ্টা উপস্থিত হয়। যাহারা মুমুকু নহে, কেবল পার্থিব কামনাতেই আসক্ত, অথবা সন্তানকামী তাহাদের সেই সেই ভোগ সাধনের যে যে অনুষ্ঠান, সেই সকল করিবার জগৎ মন তদনুরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। পৃথিবীকে কৰ্ম্মভূমি এবং চন্দ্রমাকে ভোগভূমি বলাতে চন্দ্রমা হইতে পৃথিবীতে আসা এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রমাতে যাওয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবং ভোগের নিমিত্ত ইহাই উপনিষৎসিদ্ধ। পৃথিবী বহুব্রহ্মলোক, চন্দ্রমা দেবলোক। সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে ইহাদের যেমন অসংখ্যরূপে বর্ণিত

হয় তেমনি উপনিষদেও। সুতরাং “লোক সকলের প্রতি তাহারা উত্থান করে” উপনিষদে যে এইটা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের নিমিত্ত এবং সেই সকল লোক যে-বহু তাহাও ঐ কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। “বাহারা ইহলোকে উৎকৃষ্ট আচরণ করিয়াছে তাহারা নীত্রেই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয়।” “জন্ম হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া জল বর্ষণ করে” ইত্যাদি উক্তি মনুষ্যালোকের অসংখ্যোক্তবশতঃ। “বাহা ইহলোকে হয় তাহা পরলোকে তদনুরূপ হয়। মৃত্যুর পর সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় যে ব্যক্তি জ্ঞানে ভিন্ন ভাবে দর্শন করে।” এই প্রতিজ্ঞানুসারে, জীব যে সকল লোকে গমন করে, সেখানে পূর্বানুরূপ সমুদায় বিষয় আছে দেখিতে পায়, এইটা প্রদর্শনের নিমিত্ত। পতিবিষয়েতে যদি কোথাও পৃথিবীর অনুরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই, এই বেদান্তবাক্যেতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। বর্ষণ করে এই শব্দের পর ‘ইহ’ শব্দ থাকিতে ইহলোক বুঝাইতেছে। এজ্জাই বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে “বৃষ্টির পর পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়।” বর্ষণের পর কোন কোন স্থানে পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, এই যে বর্ণিত আছে তাহা মুক্তগণ শ্বেচ্ছায় রূপপরিগ্রহ করিতে পারেন এই যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত, সেট সেই সিদ্ধান্তানুরূপ মনে করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি আধিকারী পুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎকারে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইল মনে করেন, তাঁহাদিগকে এইটা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আধিকারী পুরুষগণের পরমাত্মনিরপেক্ষ রূপপরিগ্রহ কখন হয় না। সেই সকল আধিকারী মুক্তপুরুষগণের আধিপত্য যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়াছে। কেন না জীবমাত্র প্রাজ্ঞ পরমাত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত না হইয়া কোথাও অবস্থান করে না ইহাই বেদান্তবাদিগণের মত। তাঁহারা কেন কখন কখন সাক্ষাৎকার মান করেন এ প্রশ্ন উপস্থিত করিলে, তাহার উত্তর এই তাঁহারা পরমাত্মার প্রেরণাতেই ওরূপ করিয়া থাকেন। ইহা বলাতে তাঁহাদের সকল বিষয়েতেই পরমাত্মা-সাপেক্ষতাই দৃঢ় হইতেছে। সেই মুক্ত পুরুষগণ ব্রহ্মসহ অবিভক্ত ভাবে স্থিতি করেন, এজ্জাই ব্রহ্মানুভবের সহিত তাঁহাদিগের আবির্ভাব অনুভব হয় এইটা বিশেষ। “সেই পুরুষ মনুষ্য নহেন” (১১।১০) এটিতে বিহৃদৃষ্টিতে তন্ন হৃদয়গতে রূপবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছে। “পুরুষ মানস” এই কথা বলাতে সেই রূপবতাই বুঝাইতেছে। অধুনাভন ভাড়িত প্রবাহের যোগে অতি হৃদ্রদেশে প্রতিচ্ছবি প্রতিকলিত হইয়া থাকে, সেট এই মুক্তপুরুষগণের বৈদ্যুত-রূপপরিগ্রহের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। পরলোকে ঋহারা প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহাদের লোকলোকান্তরে ভ্রমণ এইরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পুত্রৈষণাদি পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষনিরন্তর ব্রহ্মভেদেই মনোনিবেশ করিয়া অবস্থিত যদিও এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, সংহিতা

সময়োচিত পুত্রৈষণাদি যথাবৎ বেদান্তে পরিগৃহীত হইয়াছে । কেন না বেদান্তের সময়ে লক্ষ্য একেবারে ভিন্ন হইয়াছে । (২৪) চতুর্বিংশে লোকত্রয় জয়সাধন উক্ত হইয়াছে । যথা,—পুত্র দ্বারা মনুষ্যলোক, অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করিতে হইবে । বেদান্তে পুত্রের বেদরূপিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় । রেদবিস্তারের বিচ্ছেদ না হয় এজন্ত বৈদিক সময়ে পুত্রাকাজ্ঞা ছিল । পিতার অপরিসমাপ্ত কার্য্য পুত্র দ্বারা সমাপন হইয়া মনুষ্যলোক জয় সিদ্ধ হইত । প্রয়াত পিতার প্রাণ পুত্রে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিব্যাदि হইতে সেই সকলে পুনঃপ্রবেশ কালে দেবশক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিত, সর্ব্বভূত তাঁহাকে রক্ষা করিত । অপরসকলের দুঃখের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইত না কিন্তু পুণ্যের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ হইত, এইরূপে তাঁহার মনুষ্যলোক জয় হইত । (২৫) পঞ্চবিংশে যজ্ঞসাধন দ্বারা ত্রিলোক জয় উক্ত হইয়াছে, তাহাতে সংহিতাসিদ্ধ পদ্ধতি অতিক্রম করা হয় নাই, এইরূপ অগ্রত্রেণ । মূলে বিজ্ঞাবল্লীতে যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্বারা অবশিষ্ট সকলের বিশেষ ব্যাখ্যা হইয়াছে সুতরাং আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ।

জীবের পুংস্ব স্ত্রীস্ব নপুংসকস্ব আত্মগত নহে, দেহগত ; জীবাত্মবল্লীতে উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই দেহাত্মরিত আত্মার পুংস্বাদিভেদ নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু গুণগত বৈষম্য বারণ হয় নাই । সেগুলি একাত্মতা সিদ্ধ হইলে তীরোহিত হয় । কৰ্ম্ম দ্বারা যে দেহের রূপাদির ভেদ উপস্থিত হয় তাহা এখানেই নিত্যপ্রত্যক্ষ । দুর্জাতীয়-দিগেরও সদাচার দ্বারা দেহ যে উচ্চবংশীয়ের অমূরূপ হয়, এবং উচ্চবংশীয়গণের অসদাচার দ্বারা নীচজাতীয়দের স্থায় দেহের হীনতা উপস্থিত হয়, ইহা উহাই দেখাই-তেছে । জন্মকালে যে সকল গুণাদি দ্বারা আবৃত হইয়া দেহী ভূমিষ্ট হয়, ক্রিয়াগুণ দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুণ্ণি এবং নব নব গুণের যোগ এইরূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । ‘যাহা এখানে তাহাই পরলোকে’ এই যে শ্রোত স্থায় আছে, পরলোকেও তাহার সেইরূপ নিয়োগ বুঝিতে হইবে ।

ইতি গতিবল্লী একাদশ অধ্যায় ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

### তত্ত্ববলী ।

একাদশটী বলীতে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সে সমুদায় এই বলীতে একস্থানে সম্বদ্ধ হইয়া তত্ত্ব উদ্ভাবন করে । সুতরাং এই অধ্যায়ে সমস্ত পরিসমাপ্তি হইতেছে । এক মূল হইতে সমুদায়ের উদ্ভব, সুতরাং উদ্ভূত সকলের স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; তথাপি স্বতন্ত্র রূপেই সে সকল পরিগৃহীত হইয়া থাকে । এরূপ পরিগ্রহ ভ্রান্তিবিজ্ঞপ্তি, এ কথা বলা যাইতে পারে না ; কেন না তাহা হইলে সর্বোচ্চ উপস্থিত হয় । এই বিষয়ে বেদান্তের সিদ্ধান্ত কি এই বলীতে বেদান্তবাক্যেই তাহা পরিস্ফুট হইবে । অতএব আখ্যায়িকার ছলে প্রথমতঃ তাহাই বলিতে আরম্ভ করা হইল ।

১। শ্বেতকেতুর্হীরুণেয় আস তৎ পিতোবাচ শ্বেতকেতো  
বস ব্রহ্মার্চ্যং ন বৈ সোম্যাহস্মংকুলীনোহনুন্য ব্রহ্মবন্ধুরিব  
ভবতীতি ।

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান বেদানধীত্য  
মহামনা অনুচানমানী স্তদ্ধ এয়ায়, তৎ পিতোবাচ শ্বেতকেতো  
যন্ম সোমোদং মহামনা অনুচানমানী স্নকোহস্ম্যত তমাদেশ-  
মপ্রাপ্যঃ ।

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি  
কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ।

যথা সোমৈম্যেকেন মূংপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্ম্যং বাচা-  
রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং স্মৃতিকেত্যেব সত্যম্ ।

যথা সোমৈম্যেকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং  
স্মাদ্ভাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ।

যথা সোমৈম্যেকেন নখনিকুম্বেন সর্বং কাষ্ঠায়সং বিজ্ঞাতং  
স্মাদ্ভাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং  
সোম্য স আদেশোভবতীতি ।

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্তত্তদবেদিদুর্য়াক্ষোতদবেদিবান্ কথং মে  
নাবক্ষ্যামিতি ভগবাৎস্বোবমেতদ্ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ।

ছা, ৬।৮।১।১—৭।

‘ত’ ইতিহে। অরণ্যেগত্যন্থ ‘আরণ্যেগঃ’ ‘বেতকেতুঃ’ ‘আস’ বক্তৃণ। ‘তং পুনঃ’ ‘পিতা’  
আরাদিঃ ‘উবাচ’—হে ‘বেতকেতো’ ‘ব্রহ্মচর্য্যঃ’ ‘বিস’। হে ‘সোমা’, ‘অনুৎকুনীনঃ’ অশ্রীকঃ কুলে  
সমুৎপন্নঃ ‘অনুচা’ অনধীতা ‘ব্রহ্মবন্তুঃ’—ব্রাহ্মণ্যনাম ব্রহ্মন্ ব্যাপদিশতি ন পরং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ—‘ইব’  
‘ভবতি’ ‘ইতি’।

‘স পুনঃ’ ‘হাদশবর্ষঃ’ তদ্বয়ন্তঃ সন্ ‘উপেতা’ শুককুলে-বাবৎ ‘চতুর্বিংশতিবর্ষঃ’ বক্তৃণ তাবৎ ‘সর্বান্’  
‘বেদান্’ ‘অধীতা’ ‘মতামনাঃ’—মতং পশ্যতঃ মনঃ অস্ত ইতি গাভীর্য্যেণ তাদৃশমাখ্যানং দর্শয়মানঃ—  
‘অনুচানমানী’ অধারনাভিমানযুক্তঃ ‘শুকঃ’ অধিনীতঃ ‘এষাং’ গৃহন্ আগতবান্। ‘তং’ বেতকেতুঃ  
‘তি’ পিতা ‘উবাচ’—হে ‘বেতকেতো’, হে ‘সোমা’, ‘বৎসু’ ‘ইহং’ ‘মহামন’ ‘অনুচানমানী’ ‘শুকঃ’  
‘অসি’, ‘উৎ’ অপি ‘তম’ ‘আদেশম্’ আচার্য্যাম্ ‘অপ্রাক্ষাঃ’ পুষ্টবান্ অসি ;

‘বেন’ ‘আদেশেন’ ‘অশ্রুতং’ ‘শ্রুতং’, ‘অমতং’—অতর্কিতং ‘মতং’—তর্কিতম্, ‘অবিজ্ঞাতং’  
‘বিজ্ঞাতং’ ভবতি ? ইতি । বেতকেতুরাহ—হে ‘ভগবঃ’ ভগবন্, ‘কথং’ ‘হু’ ‘স’ আদেশ ‘ভবতি’ ?  
ইতি ।

পিতাচ—হে ‘সোমা’, ‘বখা’ ‘একেন’ ‘সুৎপিতেন’ কারণেন ‘সর্বং’ ‘সুখম্’ সুবিকারজাতং কার্য্যং  
‘বিজ্ঞাতং’ ‘জ্ঞাৎ’ ; এবং স আদেশো ভবতীতি পরেণাশ্রয়ঃ। তত্র হেতুঃ—‘বাচরত্নং’—বাচ  
জ্ঞারভাতে উথাপ্যতে (৮।১৪) উপাদানানুভূতং যৎ তৎ ‘নামধেয়ং’ নাম—রূপেণাভিব্যক্তং ঘট-  
শরাবাদি—‘বিকারঃ’ কার্য্যম্, ‘সুখিক’ ‘ইতি’ ‘এব’ নামধেয়ং ‘সত্যং’—সম্মূলকম্ অব্যাপ্তরূপং  
বিকারজাতব্যাপিধ্যৎ। ‘নামরূপে সত্যম্’ (৮।১৪) ইত্যাক্ষর্য্যং, ‘তে যন্তরা তৎব্রহ্ম’ (৩।১২)  
ইতি চ ব্রহ্মণি তয়োঃ সত্যং কার্য্যাব্যাপ্তরূপকারণানি চ নানৃতানি তৎসত্তয়া তেবাং সত্যাবস্থায়, কার্য্য-  
কারণরোজনশূন্যত্বাচ্চ (২।১।১৪)। ঘটশরাবাধ্যাকার্য্যঃ মানবকল্পাসমুত্তা অতএব তেহনুত ইতি  
ন বক্তৃ-শক্যত্বে, একুতো ভেদামলঙ্কে তদনুকৃতিরেব কৃতঃ জ্ঞাৎ। অগতি বিবিধনামরূপসম্মিশেণা  
যথা সাক্ষাৎপরমাখনোভূতং, মানবকৃতে ভগ্নিন্ তথৈব তৎপ্রেরণায়াঃ সাত্ত্বিক্যম্। ঘটশরাবাদি  
নামধেয়ং বাচাহরভ্যত ইতি কথম্ সমিতি জিজ্ঞাসায়াং—বাক্যমানন্তর্য্য ঘটশরাবাত্ম্যাকার্য্য নাম-  
ধেয়নি মানসে ভিত্তি, তত্রোপাদানযোগেন বহিঃ সম্মিশেযন্ত ইত্যুত্তরম্। স্মৃতিকাহিরণ্যাব্যাপ্তরূপ-  
কারণানুপাদানসংজ্ঞকানি নামরূপতর্য্য পরে ব্রহ্মণি ভিত্তি, তাত্ত্ব্যে জীবাত্মনি তেন প্রত্যাবভাসিতানি  
বৈচিত্র্যানাত্মকন্তি। তত্রৈচিত্র্য্যানুসরণেবাব্যাপ্তরূপকারণানাং ঘটশরাবাদিরূপেণোক্তাবনং জীবেন নাম-  
রূপয়োঃ সত্যত্বং সত্যমেব। পরং শ্রুতিরেব সিদ্ধান্তমিহ প্রতিপাদয়িষ্যতি। কিমিদং নাম রূপক  
বদ্রূপণি স্ট্রীকো ভিত্তি। সর্বানুভূতবোধসুভবো বোধশৌ জীবহৃদি বাচোপলভ্যমানস্তোগেন তে  
বহিঃ প্রকটীভবন্তঃ।

হে ‘সোমা’, ‘বখা’ ‘একেন’ ‘সোচমণিনা’ ‘সুৎপিতেন’—সোহোহরী শব্দকে সোহে জোজকে  
সর্বভূতজনে ‘সর্বং’ জ্ঞাৎ তৈজসং সোহম্ ইতি স্বর্গজগাদিবাচকতর্য্য সুর্গং কৃদারমত পশ্চাদ্রুজোবাৎ  
—‘সর্বং সোহমহং’ স্বর্গবিকারজাতং ‘কার্য্যং’ ‘বিজ্ঞাতং’ জ্ঞাৎ। সত্যানন্তং।

হে 'সোম্য', 'বখা' 'একেন' 'নখনিক্তনেন'—তদুপলক্ষিতেন কৃকারসপিণ্ডেন কারণেন—সর্বঃ কার্যসঃ কৃকারসবিকারজাতঃ কার্যঃ বিজাতঃ ত্রাৎ, সমানমজ্ঞৎ । হে সোম্য, এবং স আদেশঃ উপদেশঃ ভবতি ইতি ।

শ্বেতকেতুরাহ—ন বৈ নুনং তে ভগবন্তঃ—মম আচার্য্যাঃ—এতৎ অবৈদিশুঃ । যদি হি এতৎ তে অবৈদিশ্যন্ কথং মে মজ্ঞং ন অবজ্ঞান্ ইতি । ভগবান্ স্বন্ এবং দৃষ্টান্তানুরূপেণ এতৎ ব্রবীতু ইতি । পিতা উবাচ—হে সোম্য, তথা অন্ত ইতি ।

অরুণের অপত্য আরুণেয় শ্বেতকেতু ছিলেন, তাঁহাকে. তাঁহার পিতা আরুণি বলিলেন, হে শ্বেতকেতু, ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর । হে সোম্য, আমাদের কুলে উৎপন্ন হইয়া কেহ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু হয় নাই ।

শ্বেতকেতু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গুরুকূলে গমন করিয়া চতুর্দ্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক বিজ্ঞাভিমানী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । তাঁহাকে তাঁহার পিতা বলিলেন, হে সোম্য, শ্বেতকেতু, তোমাকে পণ্ডিতাভিমানী অবিনীত দেখিতেছি, তুমি কি তোমার আচার্য্যকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যদ্বারা অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অতর্কিত বিষয় তর্কিত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় ? শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্, সে উপদেশ কি ?

পিতা বলিলেন, হে সোম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় মৃগয় বস্তু জানিতে পারা যায়, এইরূপ সেই উপদেশ বুঝিতে হইবে । কারণ বাক্য দ্বারা বাহ্য উপস্থিত করা হয় তাহা নাম, ঐ নাম রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় ; রূপের দ্বারা বাহ্য অভিব্যক্ত হয় তাহা কার্য্য, মুক্তিকা এই নামটী সত্য, কেন না তাহা হইতেই সমুদায় রূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ।

হে সোম্য, যেমন একটি সূবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সমুদায় সূবর্ণ জানিতে পারা যায় এবং একটি ( নখনিক্তন ) নরুণ দ্বারা যেমন সমুদায় লৌহকে জানা যায়, তেমনই নাম—বিকার, এবং বস্তু সত্য । হে সোম্য, এইটী উপদেশ জানিতে হইবে ।

হে ভগবন্, যদি আচার্য্য এ বিষয়টী জানিতেন তবে তিনি বলিতেন, অতএব আপনি এ বিষয়ে আমায় উপদেশ দিন । পিতা বলিলেন,



হে সোণা, এই সকল ভূতের তিনটি বীজ আছে, জরায়ুজ, অণুজ এবং

ভাব—এসকল মানবকল্পনাসত্ত্ব নহে । ব্রহ্মকে সর্বমুখ বলা হইয়াছে, অতএব সকল বস্তুর অনুভব তাঁহা হইতেই জীবিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

২ । তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণোব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ।

সেয়ং দেবতৈক্যত হন্ত্যাহিম্যাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনা-  
অন্যান্নুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ।

ভাসাং ত্রিরূতং ত্রিরূতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমা-  
স্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনান্নান্নুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরোং ।

তাসাং ত্রিরূতং ত্রিরূতমেকৈকমকরোদাখা নু খলু সোম্যোতা-  
স্তিস্রো দেবতাস্ত্রিরস্ত্রিরদৈক্য ভবতি তস্মৈ বিজ্ঞানীহীতি । ১—৪ ।

যদগ্নেরোহিতত্বং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং  
তদমস্ত্রাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি  
রূপাণীত্যেব সত্যম্ ।

যদাদিত্য্য রোহিতত্বং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্লং তদপাং  
যৎ কৃষ্ণং তদমস্ত্রাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো  
নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ।

যচ্চন্দ্রমসৌ রোহিতত্বং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্লং তদপাং যৎ  
কৃষ্ণং তদমস্ত্রাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি  
রূপাণীত্যেব সত্যম্ ।

যদিদ্যুতো রোহিতত্বং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছূক্লং তদপাং যৎ  
কৃষ্ণং তদমস্ত্রাপাগাদিদিদ্যুতোবিদ্যুত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং  
ত্রীণিরূপাণীত্যেব সত্যম্ ।

এতদ্ধম্ম বৈ তদ্বিদ্ধাত্ত্বং আত্মঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া  
ন নোহদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হেভ্যো  
বিদ্যাকক্ৰুঃ ।

যদু রোহিতমিবাভূদিত্তি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদ্যাকক্ৰুঃ দুয

শুক্লমিবাভূদিত্যাপাং রূপমিতি তদ্বিদাক্কুর্গদুক্কমিবাভূদিত্যনশ্চ  
রূপমিতি তদ্বিদাক্কুঃ ।

মহাবিজ্ঞাতমেবাভূদিত্যেতাষামেব দেবতানাং সমাস ইতি  
তদ্বিদাক্কুর্গথা নু খলু সোমোম্যাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষঃ প্রাপ্য  
ত্রিৎত্রিৎদৈকৈকা ভবতি তন্মে বিজ্ঞানীহীতি । ১—৭ ।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্মাৎ যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষঃ  
ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগিষ্ঠস্তন্মনঃ ।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং  
ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোহগিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ।

তেজোহশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্মাৎ যঃ স্ববিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি যো  
মধ্যমঃ স মজ্জা যোহগিষ্ঠঃ সা বাক্ ।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি  
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোমোতি হোবাচ । ১—৮ ।

দগ্নঃ সোম্য মথ্যমানশ্চ যোহগিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎ সর্পি-  
ভবতি ।

এবমেব খলু সোম্যামশ্চামানশ্চ যোহগিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি  
তন্মনো ভবতি ।

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোহগিমা স উর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা  
বাগ্ভবতি ।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি  
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোমোতি হোবাচ । ১—৯ ।

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাহশীঃ কামমণঃ  
পিষাহপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎশ্চ ইতি ।

স হ পঞ্চদশাহানি নাহশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ত্রবীমি ভো  
ইত্যচঃ সোম্য যজুংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভাস্তি  
ভো ইতি ।

তৎ হোবাচ যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতশ্চৈকোহঙ্গারঃ

ঋদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্ম্যাক্তেন ততোহপি ন বহু দহেদেবত্ব  
সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্ম্যাক্তয়ৈতর্হি  
বেদান্নানুভবশ্চান ;

অথ মে বিজ্ঞাস্তসীতি । স তাহহশাথ হৈনমুপসাদ তত্ হ  
যং কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ক্বত্ চ প্রতিপেদে তত্ হোবাচ ।

যথা সোম্য মহতোহভ্যাহিতস্ত্রৈকমঙ্গারং ঋদ্যোতমাত্রঃ পরি-  
শিষ্টং তং তৃণৈরূপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ । তেন ততোহপি বহু  
দহেৎ ।

এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ  
সাম্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীৎ তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবশ্চান্ময়ত্ হি  
সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্ত বিজিজ্ঞা-  
বিতি বিজিজ্ঞাবিতি । ১—৬ ।

উদালকে। হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমবাচ স্বপ্লাস্তং মে সোম্য  
বিজ্ঞানীহীতি ষত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো  
ভবতি তস্মাদেনত্ স্বপিতীত্যাচক্ষতে সত্ হপীতো ভবতি ।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেন প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাহন্যত্রায়তন-  
মলক্। বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তস্মিনো দিশং দিশং  
পতিত্বাহন্যত্রায়তনমলক্। প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনত্ হি সোম্য  
মনইতি ।

অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজ্ঞানীহীতি ষত্রৈতৎপুরুষোহশিশি-  
ষতি নামাপএব তদশিতং নগ্নস্তে তদাখা গোনায়োহশ্বনায়ঃ পুরুষ-  
নায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেহশ্বনায়েতি তত্রৈতচ্ছস্মুৎপতিতত্  
সোম্য বিজ্ঞানীহি মেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ।

তস্ম ক মূলত্ স্মাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যাস্মেন শুক্লেনাপো  
মূলমবচ্ছাদিঃ সোম্য শুক্লেন তেজোমূলমবচ্ছ তেজসা সোম্য  
শুক্লেন সন্মূলমবচ্ছ সন্ম লাঃ সোম্যোমাঃ সর্ক্বাঃ প্রজাঃ সদায়ভনাঃ  
সংপ্রতিষ্ঠাঃ ।

অথ যত্রৈতৎপুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজএষ তৎ পীভ্যত নরতে  
তদ্যথা সোনারোহণনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং ততেজ আচষ্ট উদ-  
গ্নোত তত্রৈতদেব শুক্লমুৎপত্তিতু সোম্য বিজানীহি নেদগমূলং  
ভবিষ্যতীতি ।

তস্ম ক মূলশ্চাদন্যত্রাত্যোহন্তিঃ সোম্য শুক্লেন তেজো মূল-  
মখিচ্ছ তেজসা সোম্য শুক্লেন সন্মূলমখিচ্ছ সন্মূলাঃ সোমোম্যাঃ  
সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠা যথা সূ খলু সোমোম্যাস্তিশ্রো  
দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিরুত্রিরদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব  
ভবত্যস্ম সোম্য পুরুষস্ম প্রযতো বাজুনসি সম্পদ্যতে যনঃ প্রাণে  
প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়াম্ ।

স য এষোহর্গিমা এতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তদ্ব্যসি খেতকেতো ইতি জুয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোমোতি হোবাচ । ১—৩ ।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিল্লিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং রক্ষাণাম্  
রসান্ সমবহারমেকতাম্ রসং গময়ন্তি ।

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেহমুযাহং রক্ষস্ম রসোহস্মী-  
তোবমেব খলু সোমোম্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি  
সম্পদ্যামহ ইতি ।

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা  
পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা বদ্যন্তবন্তি তদা ভবন্তি ।

স য এষোহর্গিমৈতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা  
তদ্ব্যসি খেতকেতো ইতি জুয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোমোতি হোবাচ । ১—৪ ।

ইমাঃ সোম্য নদাঃ পুরস্তাং প্রাচ্যঃ শ্রুদন্তে পশ্চাৎ প্রতীচান্তাঃ  
সমুদ্রাং সমুদ্রেবোপিয়ন্তি সমুদ্রেএব ভবন্তি তা যথা তত্র ন বিদুরি-  
মহমস্মীয়গহমস্মীতি ।

এবমেব খলু সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা রকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদু ভবন্তি তদা ভবন্তি ।

স য এসোহৰ্ণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

অস্ত্র সোম্য মহতো বৃক্ষস্ত যো মূলেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ শবেদ্যো মধ্যেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ শবেদ্যোহগ্রেহভ্যাহন্যাজ্জীবন্ শবেৎ স এষ জীবেনাঙ্গনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানে মোদমানস্তিষ্ঠতি ।

অস্ত্র খদেকাত্ম শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সৰ্বং জহাতি সৰ্বঃ শুষ্যতোবমেব খলু সোম্য বিদ্বীতি হোবাচ ।

জীবাপেতং বাব কিলেদং ত্রিয়তে ন জীবো ত্রিয়তে ইতি স য এসোহৰ্ণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

ন্যাক্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিক্ষীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশুসীত্যুণ্য ইবেমাধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিক্ষীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশুসীতি কিঞ্চন ন ভগব ইতি ।

তৎ হোবাচ যৎ বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্ত বৈ সোম্যৈষীহণিন্স এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি ।

শ্রদ্ধংস্ব সোম্যোতি স য এসোহৰ্ণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

লবণমেতদুদকেহবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা

চকার তথ্ হোবাচ যদোবা লবণমুদকেহবাধা অঙ্গ তদাহরেতি  
তদ্ধাবমুশ্চ ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাস্ত ।

অস্ত্রাস্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি  
লবণমিত্যস্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাশ্চৈনদথ মোপসী-  
দথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছবং সংবর্ত্তে তথ্ হোবাচাত্ত বাব  
কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেহত্ৰৈব কিলেতি ।

স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যত্ স আত্মা তত্ত্ব-  
মসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোংভিনদ্ধাক্ষমানীয় তৎ ততো-  
হতিজ্ঞানে বিসৃজ্যেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বা উদঙ্ বা অধরাঙ্ বা  
প্রত্যঙ্ বা প্রণ্যায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোহভিনদ্ধাক্ষে বিসৃষ্টঃ ।

তস্ম যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রক্ৰয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং  
দিশং ব্রজেতি স গ্রামাং গ্রামং পৃচ্ছন্ দণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারা-  
নেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যাবান্ পুরুষোবেদ তস্ম তাবদেব  
চিরং যাবন্ বিমোক্ষ্যেত্থ সম্পৎস্ম ইতি ।

স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যত্ স আত্মা তত্ত্ব-  
মসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

পুরুষত্ সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে জানাসি  
মাং জানাসি মামিতি তস্ম যাবন্ বাগ্ননসি সম্পদ্যাতে মনঃ প্রাণে  
প্রাণন্তেজসি তেজঃ পরস্তাং দেবতায়ং তাবজ্জানাতি ।

অথ যদাস্ত বাগ্ননসি সম্পদ্যাতে মনঃ প্রাণে প্রাণন্তেজসি তেজঃ  
পরস্তাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ।

স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং তৎ সত্যত্ স আত্মা তত্ত্ব-  
মসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা  
সোম্যোতি হোবাচ । ১—৩ ।

পুরুষং সোমোতো হৃদ্যগৃহীতমানমন্ত্যাপাহার্যোঃ স্তেয়মকার্যোঃ  
পরশুমম্শৈ তপতেতি স যদি তস্মা কৰ্ত্তা ভবতি তত্র এবানৃতমাত্মানং  
কুরুতে সোহনৃতাত্ত্বিসন্ধোহনৃতেনাত্মানমন্ত্যায় পরশুং তপ্তং প্রতি-  
গৃহ্ণাতি স দহতেতৎ কুরুতে ।

অথ যদি তস্মাকৰ্ত্তা ভবতি তত্বেব সত্যাত্মানং কুরুতে স  
সত্যাত্ত্বিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্ত্যায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স ন  
দহতেতৎ মুচ্যতে ।

স যথা তর না দাহোতৈতদাত্মমিদং সৰ্বং তং সত্যং স  
আত্মা তদ্ব্যমসি স্বেতকেতো ইতি তদ্ব্যস্তা বিজিজ্ঞাসাবিতি বিজিজ্ঞা-  
সিতি ১—৩। ছা, ৬। ৮। ৩—১৬।

তেজোবহ্নানাং ত্রয়াণাং সৃষ্টিপ্রদর্শনান্তরং ( ৮৯ ) জীবসম্বন্ধপ্রদর্শনায় ত্রীণোব বীজানি প্রশিনামাচ-  
েষামিতি । তেষাং ত্রিসিদ্ধাং গতিপ্রকরণে নির্দিষ্টানাম্ এষাং প্রত্যাকাশাং ভূতানাং প্রশিনা-  
তেজোহবহ্নবং ত্রীণি এব বীজানি ভবন্তি—অগ্নয়ং, জীবজন্ম, উদ্ভিদজন্ম ইতি । পক্ষাদয়ঃ অগ্নাৎ,  
পৰ্বাদয়ঃ জীবাত্, বৃক্ষাদয়ঃ উদ্ভিদঃ স্থাবরাঃ । বীজানীত্বাক্ৰমাহাত্ম্যমিদং যৎ পক্ষাদিনু সৰ্ব্বৈষু  
বীজকোষোবিজুতে । তত্রোৎপত্তিপ্রকারস্যাম্যেহপি বহিঃপ্রকাশকালেহপুরুষেণ জীবরূপেণ ভূভেদ-  
রূপেণ চাবিভবন্তি তে, ৩ তন্তেষাং ততচ্ছব্দঃ ।

স ইয়ং দেবতা সদাখা একত পৰ্য্যাক্ষোচ্চত, হৃদ—বাক্যান্তে—অহম্—‘তদাত্মানমবেবহ-  
ত্ৰাক্ৰাম্যতি’—অনেন জীবেন আত্মনা সাক্ষন্তেন ইমাঃ তেজোবহ্নরূপাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ—কৰ্ম—অনু-  
প্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকবৎসি বিংশষ্টাকবৎসি । তেজোবহ্নানাং তদা শক্তিভয়ানীৎ ত্রিংশঃ, স্ক্রব-  
তেজো নামরূপাভিব্যক্তির্জীবৈতন্তেন সহ প্রবিষ্টা পত্ন্যাক্ষেবতয়া বদতি ঐতিঃ স্বাত্মনোহনিক্রিয়তঃ  
বিক্রিয়াদীনপরাপরাশক্তিযোগাৎ । তেজোবহ্নরূপা হুপরা, জীবঃ পরা । পরাপরাশক্তিরিতি জ্ঞেয়া  
তৎপ্রকৃতিভয়া প্রসিদ্ধা ।

তাসাং তেজোহবহ্নদেবতানাম একৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং—‘একৈকাং দেবতাং বিধা বিধা বিভজ্য  
পুনরেকৈকং ভাষং বিধা বিধা কৃৎ তদ্বিতরতাগোনিষ্কিপা ত্রিবৃৎকরণম্’—ইতি নিয়মন্ত কাক্ষিকঃ  
কৃত্ত কৃত্তিৎ কেবাকিছুত্বতানামাধিকার্দর্শনং—‘করবাপি’ ইতি ‘মা’ ‘ইয়ং’ ‘দেবতা’ ‘অনেন’ ‘জীবেন’  
‘আত্মন’ ‘ইমাঃ তিস্রঃ’ ‘দেবতাঃ’—কৰ্ম—‘মনুপ্রবিশ্ব’ ‘ব্যাকরোৎ’ বিংশষ্টকৃতবতী ।

‘তাসাম্’ একৈকাং দেবতাং ‘ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং’ সা অকরোৎ । হে ‘সোমা’, ‘যথা’ স্ ‘খন্’ ইমাঃ  
‘তিস্রঃ’ ‘দেবতাঃ’ ‘একৈকা’ ‘ত্রিবৃতং’ ‘ত্রিবৃতং’ ভবন্তি তৎ ‘ক’—নিগমতো সম—‘বিজানীহি’ বিশিষ্ট-  
মবধারণ । ত্রিবৃৎকরণং ঐতিহাসিকং ন তু পক্ষীকরণমতএবাহ বিজ্ঞানভিকৃৎ—‘বহু পক্ষীকৃতভূতেভ্যো  
ব্রহ্মাণ্যাদিসৃষ্টিরিতি প্রলগ্ননমাধুনিকানাং তদপ্রামাণিকম্ । মহাত্মতেভ্যোহপক্ষীকৃতভ্যএব তদ্বৎপত্তি  
সম্ভবং ঐতিহ্যস্তাত্ত্ব্যবচ্চেতি ধোয়ং । ‘বাপি’ তৈঃ পক্ষীকরণে ব্যবহা কল্পিতা অর্ধেকত্বভূতত্ব  
অপার্যঃ ৫ সপ্ততানৈত্ তত্চতুষ্টয়ন্তেভ্যোঃ স্মিতিঃ স্মিতিঃ পক্ষীকৃত্যঃ স্তবতীতি সাপ্যাত্ম্যাপ্যকী

ব্যক্তিভরিত্ব চ স্বৰ্ণবোধো ভেদজসে ভেদান্বো চ পার্শ্ববে পৃথিবীজ্ঞানো ন্যায়িতরজ্ঞানোপেক্ষ্যাহংকা-  
দৰ্শনামিত্তি বিক্ (২।৫।২০)।" ইতি।

‘অগ্নেঃ’ ‘বৎ’ ‘রোহিতঃ’ ‘লোহিতঃ’ ‘রূপঃ’ ‘তৎ’ ‘ভেদসঃ’ ‘রূপঃ’ ‘বৎ’ ‘সুৰূপঃ’ ‘রূপঃ’ ‘তৎ’ ‘অগ্নাৎ’  
‘রূপম্’ ‘বৎ’ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘রূপঃ’ ‘তৎ’ ‘অরক্তঃ’ ‘রূপম্’। রূপেণৈবায়োরগ্নিৎ, তজ্জ রূপজ্ঞ চাতিব্যক্তিভেদো-  
হবদ্রাৎ, সূতরাৎ—অগ্নেঃ অগ্নিৎ—ভেদোহিবদ্রাদিত্যঃ স্বভাবান্তিৎ—অগ্ন্যাগাৎ অগ্নতম্। ‘বাচা’  
আরভ্যতে ‘অগ্নি’রিত্তি ‘নামগেৎ’ ‘বৎ’ ‘তৎ’ ‘বিকারঃ’ ‘কাৰ্য্যঃ’ ত্রীণি রূপাণি লোহিতাদীনি ইত্যেব  
অতিব্যক্তং রূপং ‘সত্যং’ সম্বলকম্। ভেদঃ প্রকৃতিত্ব লোহিতাদিকং রূপং বিদ্যাতে, তস্য সন্নিবেশ-  
বিশেষোহগ্নিরিত্ত্যাখ্যাত্তে। এতদাখ্যানং যদপি ন মিথ্যা তথাপি রূপং বিনা তস্য সামান্ত্যাদা-  
কাৰেণ বিদ্যান্ততাহংকাঃ রূপবোধোহিবদ্রাদিত্তি বিশেষাখ্যা। ‘অজ্ঞানেকাৎ লোহিতকৃষ্ণম্’  
(৮।১৫); ‘দেবান্তশক্তিং বস্তুগৈর্নিগূঢ়ম্’ (১২।১১); ‘স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’ (৩।১১)  
ইত্যাহি (২।১।৩০) অতঃপাৎ ‘ভবৈক্যত’ ইত্যজ্ঞ জ্ঞানক্রিয়া ‘ভবৈক্যোহস্বভূত’ (৮।৯) ইত্যজ্ঞ  
বলক্রিয়া। কথম্ ‘জ্ঞানজ্ঞানং স্বয়মকৃত’ (৮।৬) ইতি? আত্মশক্তিপ্রকাশাৎ সূত্রে। তেজো হি  
বলক্রিয়ৈত্যাখ্যুনিকানামগায়া সম্ভতিরিত্তি। তেজস আপঃ, অজ্যোহয়ঃ ত্রীবিদ্যাণীতি বচনং প্রত্যাক-  
সূত্রকম্। সৰ্বত্রৈবাহংকার লোহিতসুৰূপকারাঃ প্রকৃতিরতিব্যক্তিঃ; সম্বলকমিত্ত্যুক্তিভুক্ত তচ্ছক্তিতরা।  
স্বষ্টীগ্রন্থে কুতাপাণ্যাকাশঃ কুতাপি প্রাণঃ কুতাপি তেজঃ কুতাপ্যন্ত ইত্যনিয়তক্রমদর্শনাৎ ‘ক্রমস্যানিত্ত  
তৎপাৎ’ (৬২২পৃ) ইতি বহুত্বং তত্রানিয়ততে কিং বীজং তচ্ছিত্তনীয়ম্। ‘আকাশো বৈ নাম  
নামরূপয়োর্নির্বহিতা’ (৩।১৯) ইত্যত্র নীরূপস্বাত্ত্বজ্ঞ আকাশত্বং নির্দিষ্টং তসৌব স্বপদ্বিধাভিত্তা-  
তচ্ছক্তেঃ, সূতরাৎ তস্যোঃ প্রথমতিব্যক্তৈর্কণৌহবিভক্তত্বসূচনাম্ ‘আত্মন আকাশঃ’ (৮।৪)  
ইত্যুক্তিঃ, ‘আকাশাবায়ুঃ’ ইত্যত্র প্রাণস্য ‘এতৎস্বাক্ষরতেপ্রাণো যনঃ’ (৮।৩) ইত্যাবায়ুরূপস্য।  
এবমভূতক্রিয়াশক্তেঃ ‘ভেদঃ’; ততঃপাৎ ‘ভূততৎ’ অন্তঃ—ভেদজসোহবৃত্তবনস্য পূর্বরূপম্। আখ্যুনিক  
অপ্যোবৎ গতেভেদজসন্তেজসো বস্তুতাড়িতাদীনাম্ ক্রমোত্তেনং বর্ণয়িত্তি।

যদাহিত্যসোভাদি সমানম্।

যচ্ছব্দস ইত্যাদি সমানম্।

যদ্বিচ্ছ্যত ইত্যাদি সমানম্।

তৎ এতৎ—একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি বচনং—‘বিদ্যাংসঃ’ বিদিতবন্তঃ ‘পূর্বে’  
‘প্রাচীনাঃ’ ‘মগশালাঃ’ মহাশ্রোত্রিয়াঃ ‘আহঃ’ ‘স্ম’ কিল—অদ্য ইদানীং নঃ অস্মাকং কুলে কলচন  
‘অশ্রুতম্’ ‘অমতম্’ ‘অবিজ্ঞাতং’ ‘ন’ ‘উদাহরিষ্যতি’—একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্ববিজ্ঞানাৎ—ইতি।  
কথমেবমুক্তবন্তঃ? ‘হি’ বস্মাৎ ‘এত্যাঃ’ দৃষ্টান্তেভ্যঃ—‘একবিজ্ঞানেন’ ‘সৰ্ববিজ্ঞান’—‘বিদ্যাংচকুঃ’  
জাতবন্তঃ।

কতিপয়েভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যঃ কথং সৰ্বং অতঃ মতং বিজ্ঞাতমভূদিত্তি দৰ্শয়তি—‘রোহিতম্’ ‘ইব’  
‘অভূৎ’ ইতি ‘বৎ’ ‘তৎ’ ‘ভেদসঃ’ ‘রূপম্’ ইতি তৎ তে ‘বিদ্যাংকুঃ’; ‘সুৰূপম্’ ‘ইব’ ‘অভূৎ’ ইতি ‘বৎ’  
‘তৎ’ ‘অগ্নাৎ রূপম্’ ইতি তে ‘বিকাংকুঃ’ ‘কৃষ্ণম্’ ‘ইব’ ‘অভূৎ’ ইতি ‘বৎ’ ‘তৎ’ ‘অগ্নস্য’ ‘রূপম্’ ইতি তে  
‘বিদ্যাংকুঃ’।

‘বৎ’ পুংসঃ ‘অবিজ্ঞাতম্’ ‘এব’ ‘অভূৎ’ ইতি ‘তৎ’ এভ্যামাৎ ‘এব’ ‘দেবতানাং’ ভেদোহিবদ্রানাং  
‘সমানঃ’ সমূল্যঃ ইতি ‘তে’ ‘বিদ্যাংচকুঃ’। হে ‘মোহা’, ‘বধ্যা হু’ খলু ‘ইদাঃ’ ‘ভিষঃ’ ‘দেবতাঃ’  
‘পুরুষঃ’ ‘আপাঃ’ ‘এতিকা’ দ্বিবৎ দ্বিবৎ ভবতি, তৎ ‘বে’ যম—যতঃ—‘বিজ্ঞানীহি’ বিশষ্টবৎপ্রভেদঃ।





হে 'সোমা', 'অন্নমানন্ত' 'ভেজস্য' বৃত্তাদে: 'বঃ' 'অশিমা' 'স উক্তঃ' 'সমুদীৰ্ঘতি', 'স' 'বাক্' ভবতি ।

হে সোমা, অন্নমন্নং হি মনঃ ইত্যাদি পূৰ্ণবৎ ।

হে 'সোমা', 'পুরুষঃ'—'বোড়শকলঃ'—জীববিশিষ্টঃ কার্যাকারণসংঘাতলক্ষণঃ । 'পঞ্চদশ' 'অহানি' 'নাশীঃ' না ভুক্তঃ ; 'কামন্' 'অগঃ' পিব । আপোময়ঃ প্রাণঃ সূতরাং পিবতঃ জনন্ত প্রাণঃ ন বিচ্ছেদ্যতে ইতি । সমাধিত্বা অন্নান্নং বিনাপি জীবন্তীতি গচ্ছন্ ভাব্যকার আহ—"ধানাহারাস্ত কেচিৎ অন্নস্য সর্বাঙ্কতঃ ১৭ ।" ইতি ।

'স' যেতকেতুঃ পুনঃ 'পঞ্চদশ' 'অহানি' 'ন' 'আশ' ন বৃত্তজ্ঞে । 'অথ' তদনন্তরং 'এনং' পিতরন্ 'উপসাদান', আহ চ—তো 'পিতঃ', 'কিং' 'ব্রহ্মিণি' ইতি । পিতাহ—হে 'সোমা', 'ঋচঃ' 'বজ্রুবি' 'সামানি' ইতি । 'স' যেতকেতুঃ পুনঃ 'উবাচ'—তো পিতঃ, ন 'মা' মাং প্রতি ঋগাদীনি প্রতিভাজি ।

'তং' যেতকেতুং 'পিতা' 'উবাচ'—হে 'সোমা', 'বধা' মহতঃ 'অভ্যাহিতস্য' 'উপচিতস্য' 'অগ্নেঃ' 'খণ্ডোতমাত্রঃ' 'খণ্ডোতপরিমাপঃ' 'একঃ' 'অঙ্গারঃ' 'পরিশিষ্টঃ' স্যাৎ, 'ভেন' 'খণ্ডোতপ্রমাপোনাদ্বারং' 'ততো'হপি 'একস্মাদঙ্গারাদপি' 'বহ' 'ন' 'দহেৎ' ; 'এবং' 'সোমা', 'তে' তব 'বোড়শানাং' 'কলানাং' 'একা' 'কলা' 'অতিশিষ্টা' 'স্যাৎ', 'তরা' 'একরা' 'কলরা' 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্' ন অমুভবসি । 'অশান' ভুক্তঃ ।

অথ ভোজনানন্তরং মে মম—গদতঃ—বিজ্ঞাস্যসি প্রতিপৎসাসে ইতি । স যেতকেতুঃ পুনঃ আশ বৃত্তজ্ঞে । অথ অনন্তরম্, এনং পিতরং স উপসাদান । তং যেতকেতুং পিতা যৎ কিঞ্চ পশ্যচ্চ পৃষ্টবান্ সর্বং পুনঃ স প্রতিপেদে । তং যেতকেতুং পিতা উবাচ ;—

হে সোমা, বধা মহতঃ অভ্যাহিতস্য অগ্নেঃ খণ্ডোতমাত্রঃ পরিশিষ্টম্ একম্ অঙ্গারং তৃণৈঃ উপসাদায় উপচিভ্য প্রাঙ্কলয়েৎ, তেন প্রাঙ্কলিতে নৈকেমাদ্বারং ততোহপি একস্মাদপি বহু দহেৎ ।

এবং হে 'সোমা', 'তে' তব 'বোড়শানাং' 'কলানাং' 'একা' কলা 'অতিশিষ্টা' 'অতুৎ', 'সা' একা কলা 'অগ্নেন' 'উপসমাহিতা' 'উপচিতা' 'প্রাঙ্কলীৎ' সুপ্রাঙ্কলিতবতী, 'সূতরাং' 'তরা' 'শিষ্টরা' 'কলরা' 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্' 'অমুভবসি' । কথম্ ? 'হি' 'বস্মাৎ', হে 'সোমা', 'অন্নমন্নঃ' 'হি' 'মনঃ', 'আপোময়ঃ' 'প্রাণঃ', 'ভেজোমরো' 'বাক্' ইতি । অথঃ পিতুঃ 'তৎ' উক্তং স 'যেতকেতুঃ' 'বিজ্ঞৌ' বিজ্ঞাতবান্ । দ্বিরভ্যাসস্ত্রিবিধকরণপ্রকরণসমাপ্তার্থঃ ।

সম্মূলকত্বপ্রতিপাদনার সর্বস্য পুনরাখ্যায়িকারভ্যতে উদালক ইতি । উদালকঃ আকৃণিঃ কিল পুত্রঃ যেতকেতুস্ উবাচ—হে সোমা, বস্মান্তং বস্মস্য ঋগস্য—বস্মরূপতোক্তেঃ—সুযুপ্তে: অন্তং বস্মরূপম্—'অন্তং বস্মেণ নাপে না' ইতি—মে মম গদতঃ—বিজ্ঞানীহি বিশ্লেষ্টমবধারণ । যত্র বস্মিন্ কালে এতৎপুরুষঃ এব পুরুষঃ জীবঃ ঋগিভি নাম—নামগ্রসিদ্ধে—ঋগে ভজতে নাম, তদা, হে সোমা, সত্য সম্প্রদা ভবতি, তস্মাৎ এনং পুরুষঃ ঋগিভি ইতি জনাঃ আচক্ষতে বদন্তি । কথম্ ? হি বস্মাৎ বস্ম, অপি ইতঃ বস্মরূপতাম্ এব গদতঃ ভবতি ।

মনসঃ প্রাণতাদাক্ষোণ স্রুগ্ধিঃ দর্শরতি—স বধা শকুনিঃ পক্ষী স্ত্রেণ ব্যাধগ্রহিতেন এবন্ধঃ পাশিতঃ দিশং দিশং গতিত্ৱা অন্তত্র আরতনম্, আশ্রয়ম্, অলঙ্কা । অপ্রাণ্য প্ৰাশম্, এব উপশ্রয়তে, এবম্, এব ধলু, হে সোমা, তন্মনঃ তস্য পুরুষস্য মনঃ দিশং দিশং গতিত্ৱা অন্তত্র আরতনম্, অলঙ্কা ।

প্রাপ্তম্ এব উপশ্রয়তে । কথম্ ? হি বস্মাৎ, হে সোমা, প্রাপবন্ধম্ প্রাপঃ এব বন্ধম্ অববীভক্তম্ : যস্য তাদৃক্ মনঃ । নেহে বাৎস্ প্রাপস্য স্থিতিস্তাবৎ তস্য তত্র স্থিতিবশনাৎ । সমূলকত্যাং প্রাপস্য প্রাপতাদান্মোহন সতা সম্পন্নতা ।

হে সোমা, মে মম—গুরুতঃ—অশনানাপিপাসে অশিত্বং পাত্ত্বম্, ইচ্ছে ত্বং বিজানীহি ইতি । বজ্র যস্মিন্ সময়ে পুরুষঃ অশিশিষতি নাম—অশিত্বম্, ইচ্ছতি নাম—তৎ তদা আপঃ এব অশিতম্, অন্নং সরস্তে—রসরূপেণ বিশরিণমযা দেহস্য সর্বত্র প্রেরয়তি, অতএব তাসাং তরোজীভূম্ । তৎ তত্র—গর্বাধিনেতৃত্বে, যথা গোমারঃ গোপালঃ, অশনারঃ অশপালঃ, পুরুষনারঃ রাজা সেনাপতির্বা ইতি, এবং তৎ তত্র—অরনেত্রীভে, অশনারঃ ইতি—বিসর্জনারলোপেন অশনারেতি—অগঃ আচক্রেত যদতি । তত্র—এবমরস্য দেহগতত্বে,—এতৎ শুক্লং শূকঃ তীক্ষ্ণাঃ শূরা ইতি ধাতঃ—দেহোপাতিতিনাথক-মাংসাক্করঃ—উৎপতিতম্, উজ্জ্বলং ভবতি । হে সোমা বিজানীহি ন ইদম্ শুদ্ধোৎপত্তম্ অমূলং নির্মূলং মূলহীনং ভবিষ্যতি ইতি ।

অস্য ক মূলং সর্গাভ্যাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তয়ে পিতা ধরমাহ—অগ্নাৎ অন্তত্ৰ তস্য শুক্লস্য ক মূলং স্যাৎ । এবমেব এতৎকারেণৈব, হে সোমা, অগ্নেন শুক্লেন শুভ্রতরবিবেকেন অগঃ মূলং তৎকারণম্ অবিচ্ছিন্ন প্রতিপদ্যাম্ । অতিঃ শুক্লেন শুভ্রতরবিবেকেন, হে সোমা, তেজঃ মূলং তৎকারণম্ অবিচ্ছিন্ন তেজস্য শুক্লেন শুভ্রতরবিবেকেন, হে সোমা, সৎ মূলং তৎ কারণম্ অবিচ্ছিন্ন । হে সোমা, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সমুদ্ভাঃ সংকারণাঃ, সদানন্তানাঃ সদাপ্ররাঃ, সংপ্রতিষ্ঠাঃ সংপর্ষ্যবাসনাঃ ।

অথ যত্র যস্মিন্ সময়ে এতৎপুরুষঃ এব পুরুষঃ জীবঃ পিপাসতি নাম, তৎ তদাত্তেজঃ সন্নীরোক্ষা পীতং পানীয়ং নয়তে—মূলপরিণামঃ মূত্রশোষাকারেণ বহিনিস্কৃতা মধ্যমপরিণামং শোণিতং সরস্রদেহে প্রেরয়তি । তৎ তত্র—গর্বাধিনেতৃত্বে,—যথা গোমারঃ, অশনারঃ, পুরুষনারঃ ইতি, এবং তৎ তত্র—পানীরনেতৃত্বে,—তেজঃ উদভেতি—উদকং ময়তীতি—উদন্তম্, ইতি—বিভক্তিলোপদ্বন্দ্বোসেহি শুণ্ডাভাবশ্চ ; নয়নব্যাপারে পূরয়িতব্যত্বে, স্যাবস্তভাবিত্বে, ছদকশব্দস্তোদাদেশঃ ( পা, ৬ । ৩ । ৫৯ ) । তত্র—এবং শোণিতস্য সনপ্রত্বেহব্যাপিত্তে,—এতৎ এব শুক্লম্, উৎপতিতং—শোণিতেন ক্ষয়াপনয়ৎ । হে সোমা, বিজানীহি ন ইদম্ অমূলং ভবিষ্যতি ইতি ।

অন্তাঃ অন্তত্ৰ তস্য ক মূলং স্যাৎ ? হে সোমা, অতিঃ শুক্লেন উত্তরবিবেকেন ইত্যাদি পূর্ব্বং । হে সোমা, যথা নু খলু ত্বাঃ তিষ্রঃ দেবতাঃ পুরুষা জীবঃ আপ্য একৈকা ত্রিভূৎ ত্রিভূৎ ভবতি তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্ ভবতি । হে সোমা, এবতঃ ত্রিরম্যস্য পুরুষস্য বাক্ মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি দেহোন্নয়ি, তেজঃ পরস্যাং দেবতারাম্ সদাখ্যারাম্ সম্প্রাণ্যতে উপসংহ্রিয়তে । “নারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাশ্বনাযাক্ষত্বং সর্গস্থ্যতি যত্রৈতদুজ্জ্বলীভবতি” ( ৩০৭ ) ইত্যুক্তত্বাৎ পরেণানিদিভস্য জীবস্য তেজোহুশ্রয়নিষ্টত্বাৎ নাসৌ স্বাতন্ত্র্যোপাত্ত্বহীতঃ । অতএব হি পতিধর্যাং স্প্রাণবল্লভেনোৎ-ক্রমণং বর্ণিতম্ ।

স য এব সদাধাঃ—অনুপলভ্যমানত্যাং—অগ্নিমা । ইদং সর্গং জগৎ ইত্যাদ্যম্—এব সদাধাঃ অগ্নিমা আত্মা বরুণঃ যস্য তস্য ভাবঃ—সামানাদিকরণেণ এতৎবরুণকং সংবরুণকং সমুদ্ভবম্ । তৎ সদাধাং কারণং সতাং নিতাবিদ্যমানং স আত্মা—সর্গাত্ত্বধারী । স কেবলসিদ্ধং জগৎ তৎবরুণকং ভগধীনসম্বাকং কিস্তিহি—হে বেতকেতো, ত্বং জীবঃ তৎ—ইত্যাদ্যোহম্ সৎ—অগ্নি । “অদেদম্ জীবেনাক্সান” ইতি প্রতিজ্ঞায়াং তস্য তচ্ছক্তিঃ শুভ্রত্বেনোদভূমসি । তাদাত্ম্যমত্র ভেদানবদ্ব্যং ।

“সোহমস্মীতি” অহং জীবঃ ( ৮।১১ ), “অহং ব্রহ্মস্মীতি” ( ৮।১২ ) অহং ব্রহ্মেতি বোদ্ধব্যপ্রতিপত্তিঃ ।  
‘সোহমস্মি’ ( ২ : ২ ) ইত্যত্র তচ্ছব্দেন পরমপুরুষঃ একরূপেহ্মিহিঃ সৎ—সত্যাকরূপং ব্রহ্ম—অহং-  
শব্দেন জীবঃ অস্মিন্ পুনস্তৎপ্রতিনিধিঃ স্বংশকঃ পরায়ুততে স্বরূপৈকাপ্রদর্শনায় । এবং সর্বত্র ।  
যেতকেতুরাহ ভূমএব মা মাং ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি । পিতা—হে সৌম্য তথা অস্ত ইতি ।

সর্বং সত্য সম্প্রদায়পি কথং ন তজ্জ্ঞায়তে তদ্ব্যপায়রতি বিবিধদৃষ্টান্তমুদ্বোধনং বর্ণিতং । হে সৌম্য,  
মধুকৃতঃ মধুকরাঃ মধু নিষ্টিষ্ঠন্তি নিম্পাদয়ন্তি । নানাত্যায়ানাম্—অত্যয়ঃ অতিগমনম্ একত্বান্ততো  
ভিন্নতয়া ভূগাভিতিরতিক্রমণং—নানা অত্যয়ানাং বিবিধজাতীরানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমন্বহাং—গম্য  
সমান্বত্য রসম্ একতাং গময়ন্তি আপয়ন্তি মধুশ্বেন ।

তে রসাঃ বধা তত্র—বিবিধরসসন্নেলনোৎপাদয়ন্তি—অমৃতা বৃক্ষস্ত রসঃ অস্মি ইতি বিনেয়ঃ পার্থক্য-  
বোধঃ ন লভ্যন্তে, এবম্ এব, হে সৌম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য—স্বপ্তো মরণে লয়ে বা—  
একীভূয় সতি সম্পদ্যামহে একীভবামঃ ইতি ন বিদুঃ ন জানন্তি ।

ব্যাভ্রঃ বা, সিংহঃ বা, বৃকঃ বা, বরাহঃ বা, কৌটীঃ বা, পতঙ্গঃ বা, দংশঃ বা, মশকঃ বা, তে ইহ—  
লভ্যাস্তাএকীভবনাবস্থায়ঃ—যৎ যৎ ভবন্তি, তৎ - স্বপ্তাঃদেঃ—আ আপম্য ভবন্তি—মনোভাবানুরূপং  
তৎপ্রপেথ পরিগমাৎ ।

স য এব ইত্যাদি সমানম্ ।

হে সৌম্য, ইমাঃ নদাঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বাৎ দিশং প্রতি প্রাচ্যঃ প্রাগজনাঃ স্তম্ভস্তে অবন্তি, পশ্চাৎ  
প্রতীচীং বিশং প্রতি প্রতীচঃ প্রতাগজনাঃ স্তম্ভস্তে । তাঃ নদাঃ সমুদ্রাৎ—সমুদ্রোখিতবাল্পরাশিঃ  
মেঘাকারেণ পরিণতঃ পৰ্ব্বতাদৌ বর্ষন্তি, ততো নদ্বাকারেণ সমুদ্রীরঃ—আগঃ—সমুদ্রম্ এব অপিরন্তি,  
সমুদ্রঃ এব ভবন্তি । তাঃ নদাঃ বধা তত্র সমুদ্রে ঈয়ম্ অহম্ অস্মি ঈয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি ন বিদুঃ ।

এবম্ এব খলু হে সৌম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতঃ আগম্য সতঃ আগচ্ছামহে ইতি ন বিদুঃ ।  
তে ইহ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ।

স য এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ ।

হে সৌম্য, অস্ত মহতঃ বৃক্ষস্ত মূলে যঃ অভ্যাহস্তাৎ পরবাদিনা, জীবন্ প্রবেৎ, যঃ মথো অভ্যাহস্তাৎ  
জীবন্ প্রবেৎ, যঃ অগ্রে শীর্ষদেশে অভ্যাহস্তাৎ জীবন্ প্রবেৎ । স এব বৃক্ষঃ জীবেন আত্মনা অমুগ্রভূতঃ  
অমুবাগন্তঃ পৌরবানঃ মূলে রসান্ অভিগয়েন পিবন্ যোদমানঃ প্রকুরঃ তিষ্ঠতি ।

অস্ত বৃক্ষস্ত যদা একাং শাখাং জীবঃ গ্রহাতি, অথ তদা সা শাখা শুব্যতি, যদা দ্বিতীয়াং শাখাং  
গ্রহাতি, অথ তদা সা দ্বিতীয়া শাখা শুব্যতি, যদা তৃতীয়াং শাখাং গ্রহাতি, অথ তদা তৃতীয়া শাখা  
শুব্যতি, যদা সর্বং গ্রহাতি সর্বঃ শুব্যতি । এবম্ এব খলু হে সৌম্য, বিদ্বি ইতি পিতা উবাচ ।

ঈদং সর্বং কিম জীবোপেতম্ এব ত্রিরতে, জীবঃ ন ত্রিরতে । স য এব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ । অত্র  
জীবোপেতত্বমেব প্রথরতি, ন সহপেতত্বমিতি । “তেজঃ পরস্তাং দেবতারাম্” ইত্যত্র বধা প্রাজ্ঞ-  
নাত্মন্যাহবান্ধত্বাৎ ন বাতজ্যোপ জীবনিবচনং, তথৈবাত প্রাজ্ঞস্তেতি বিজ্ঞেয়ম্ । পৃথিব্যাদি সর্বক  
জীবানুপ্রবেশান্ত্রুপেতং, জীৱন্ত তচ্চ পরস্তাং দেবতারাম্ তিষ্ঠতইত্যোগনিবদসিদ্ধান্তঃ ( ৩।৫ ) ।

পিতা—অতঃ—স্বহতো তত্ত্বোৎপত্ত্যৎ—তত্ত্বোৎপত্ত্যম্ আহর ইতি । পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্,  
ইদম্ কলম্ ইতি । পিতা—ভক্তি ইতি । হে ভগবঃ ভগবন্, ভিক্তম্ ইতি । পিতা—কিম্ অত্র  
পত্তমি ইতি । পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, অযাঃ ইব অগ্নসদৃশঃ ইব ইমে ধান্যঃ—‘স্বী ভূমি ধান্যঃ

সত্ত্বঃ" সত্ত্বং বৃদ্ধয়াৎ—বটবীজানি ইতি । পিতা—অজ হে পুত্র, আনাম্ একাং ভিদ্ধি । পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, ভিন্না—একা বহুধাকৃতাহনুগলভামানতরা পাষণাধাতেন—ইতি । পিতা—কিম্, অত্র পশ্যসি ইতি । পুত্রঃ—হে ভগবঃ ভগবন্, ন কিঞ্চন ইতি ।

তং পুত্রঃ পুনঃ পিতা উবাচ—হে সৌম্য, যন্ম্ এতন্ম্ অগ্নমানং ন নিভালয়সে ন পশ্যসি, এবং—দৃষ্টাগোচরম্—হে সৌম্য, এতন্ম্ বৈ অগ্নয়ঃ কার্যভূতঃ এব মহাজ্ঞপ্রোধঃ ভিত্তিতি ।

হে সৌম্য, প্রজ্ঞং—“সত্য এবাগ্নয়ঃ স্থূলং নামরূপাদিভ্যং কার্যং জগচ্ছূপন্নমিতি” —সত্যং ধারয় । স য এব ইত্যাদি সমানন্ম্ ।

অনুগলভামানন্ত সতঃ প্রকারান্তরেণ ভবভাপলক্ষিত্তি তত্র দৃষ্টান্তঃ—এতৎ লবণম্ উদকে অব-  
ধারয় নিকিপা অথ অনন্তরং মা মাং প্রাতঃ উপসীদধাঃ উপগচ্ছেধাঃ ইতি । স যেতকেতুঃ পুনঃ তথা  
চকার । তৎ যেতকেতুঃ পিতা উবাচ—দোষা রজস্তাং লবণম্ উদকে অবধাঃ নিকিপ্তবান্ অসি ।  
অজ হে পুত্র, তৎ আহর ইতি । অবমুশ্র—চক্ষুযা করোণ চ পরামুশ্র—তৎ লবণং ন বিবেদ বিজ্ঞাতবান্  
যথা, তথা, অজ হে পুত্র, বিলীনম্ এব সৎ ।

অধুনোপলক্ষ্যে প্রকারান্তরং দর্শয়তি—যন্ত বিলীনলবণোদকস্ত অস্তাৎ উপরিভাগাৎ আচাম অছি  
ইতি । পিতা—কথম্ ইতি । পুত্রঃ—লবণম্ ইতি । মধ্যাৎ আচাম ইতি । পিতা—কথম্ ইতি ?  
পুত্রঃ—লবণম্ । অস্তাৎ অধোদেশাৎ আচাম ইতি । পিতা—কথম্ ইতি । পুত্রঃ—লবণম্ ইতি ।  
এনং লবণম্ অভিপ্রাশ্ত পরিত্যজ্য অথ অনন্তরং মা মাং উপসীদধাঃ উপগচ্ছেধাঃ ইতি । তৎ লবণং  
পুনঃ তথা চকার পিতাজ্ঞামুসারতঃ পরিত্যক্তবান্ । তৎ পরিত্যক্তং লবণং লবণং নিতাং বর্ততে—  
ইত্যন্তপত্তং—তৎ যেতকেতুঃ পিতা উবাচ—অত্র এব কিঞ্চ, হে সৌম্য, সৎ, ন নিভালয়সে ন পশ্যসি—  
অত্র এব কিঞ্চ ইতি ।

স য এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

হে সৌম্য, যথা অভিনন্ধাক্ষঃ নচক্ষুঃ পুরুষঃ গন্ধারেভাঃ জনপদেভাঃ বানীঃ, তং ততঃ পূর্বপে-  
ক্ষয়া অতিভনে—অতিপতাঃ জনাঃ যস্মাৎ তাদৃশে—জনশূন্তপ্রদেশে বিহৃৎবে তস্যঃ । স পুরুষঃ যথা  
তত্র জনশূন্তদেশে দিগ্ভ্রমবশাৎ প্রধ্বাযীত বিক্রোশেৎ—প্রাণ্ড পূর্বদিক্ বা, উত্তরং উত্তরদিক্ বা,  
অধরাণ্ড দাক্ষিণদিক্ বা, প্রত্যক্ পশ্চিমদিক্ বা, অভিনন্ধাক্ষঃ বানীতঃ অহম্, অভিনন্ধাক্ষঃ বিহৃষ্টঃ  
পরিত্যক্তঃ অহম্ ।

তস্য পুরুষস্য—কশ্চিৎ কারণিকঃ—যথা অভিনহনং বন্ধনং শ্রম্ভা প্রজ্ঞায়াৎ—এতাং দিশং গন্ধারাঃ,  
এতাং দিশং ব্রজ ইতি । স পশিতঃ মেধাবী, স্তবরাং তস্মিন্দর্শনামুসরণেন প্রামাণ্যং প্রাণং পৃচ্ছন্  
গন্ধারম্ এব উপসম্পদোত প্রাণ্ডয়াৎ, এবম্ এব ইহ আচাযাবান্ পুরুষঃ বেদ জানাতি । কিং  
জানাতি ? তস্য আচার্য্যবতঃ পুরুষস্য তাবৎ এব চিরং বিলম্বঃ যাবৎ ন বিমোক্যে—পুরুষব্যত্যায়েন  
—বিসোক্যেত পাপবন্ধনাৎ, অথ পাপবন্ধনমোচনানন্তরং সম্পাদ্যে—সত্য সম্পাদ্যতে ইতি ।

য এব ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

কথং সম্পাদ্যতে তদ্ব্রূচ্যতে—হে সৌম্য, উপচাপিনং অরাছাপতাপশূন্তং পুরুষং জাতয়ঃ পৰ্য্যাপা-  
সতে—জানাসি সাম, ইতি জানাসি সাম ইতি । তস্য উপচাপশূন্তস্য যাবৎ ন বাক্ যবসি, যনঃ  
প্রাণে প্রাণে ভেদসি, তেজঃ পরমাণং দেবতারাং সম্পাদ্যতে তাবৎ জানাতি ।

অথ অনন্তরং যথা অন্য বাক্ যবসি, যনঃ প্রাণে, প্রাণে ভেদসি তেজঃ পরমাণং দেবতারাং সম্পাদ্যতে  
অথ তদা ন জানাতি ।

স ব এব ইত্যাদি সমানম্ ।

বন্ধমেক্সা কারণ চোরসামুদ্রোত্তেনোপপাদ্য সভাস্য হুজ্জেন তদাস্যকথং সৰ্বস্য বর্ষয়তি পুরুষমিতি । হে সৌম্য, পুরুষম্, উত হস্তগৃহীতং বদ্ধহস্তম্, আনয়ন্তি রাজপুরুষাঃ । কথং তমেব মানয়ন্তি ? অয়ম্ অপাহার্যঃ স্তেরম্ অকাৰ্য্যঃ । অইম—চৌধামবীকৃতবতে—হে রাজপুরুষাঃ, পরশুং তপত—অগ্নৌ অরুণং কুরুত ইতি । স যদি তস্য চৌধাম্য কৰ্ত্তা ভবতি, ততঃ চৌধামবীকারাৎ আত্মানম্, অন্তম্, অসত্যসং কুরুতে । অনুভাতিসদ্বঃ স অন্তেন আত্মানং অন্তর্কার্য্য বাবহিতং কৃৎ। তপ্তং পরশুং গৃহ্ণাতি স দহতে—অনৃতব্যবহিতহস্ততলভ্যাং, অথ তদনন্তরং হস্ততে রাজপুরুষৈঃ ।

অথ যদি তস্য চৌধাম্য একর্ত্তা ভবতি, ততঃ সভাবচনাং এব আত্মানং সভাং সভাসদ্বং কুরুতে । সভাতিসদ্বঃ স সভোন—“সভোন বায়ুবাতি” ইতি বায়ুপ্রবাহোক্তাবকেন—আত্মানম্, অন্তর্কার্য্য বাবহিতং কৃৎ। তপ্তং পরশুং প্রতিগৃহ্ণাতি, স ন দহতে সভাবাবহিতহস্ততলভ্যাং, অথ হৃতে রাজপুরুষৈঃ । অন্তর্নিরুদ্ধাঙ্গনো বেহস্য তপ্তাস্থারস্য চাত্তঃসঙ্করবায়ুপ্রবাহশ্চৈতোন চাহং বারয়তীত্যাবু-  
দিকৈরপি পরীক্ষালক্ষ্ম ।

স সভাতিসদ্বঃ পুরুষঃ যথা তত্র তপ্তপরশুপরীক্ষারঃ—মা বাহ্মেন ন বজ্রো ভবেৎ, তথা সভাপক-  
সংসারপরীক্ষারঃ সভ্যানুসরণশীলঃ । ইতিদাক্ষামিৎ সৰ্বম্, ইত্যাদি পূর্ববৎ । অস্যা—গিত্তুর্গদতঃ—  
—তং সধিজ্ঞানং যেতকেতুঃ (বজ্রো) বিজ্ঞাতবান্ ইতি । বিরত্যানোহংসারপরিমমাপ্তার্থঃ ।

তেজ জল ও অন্ন এ তিনের সৃষ্টিপ্রদর্শনানন্তর জীবের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ প্রাণিগণের তিনটি বীজের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রত্যক্ষ ভূতনকলের যেমন তেজ জল ও অন্ন, তেননি প্রাণিগণের অণুজ জীবজ ও উদ্ভিজ্জ এই তিনটি বীজ । পক্ষী সকল অণু হইতে, পশু সকল জীব হইতে ও রক্ষ সকল মূলিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বীজ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পক্ষী আদি সকলের বীজকোষ আছে, সেই বীজকোষেতে বীজগুলি আকার ধারণ করিয়া যখন বাহিরে প্রকাশ পায় তখন বীজগুলি অণুরূপে জীবরূপে এবং উদ্ভিদ রূপে পরিণত হয় ।

সেই সদাখ্য দেবতা পর্যালোচনা করিলেন, আমি আছি, এই জীবসহকারে তেজ, অন্ন ও জলরূপ তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া নাগরূপ বিম্পষ্ট করিব । তেজ জল ও অন্ন তখন শক্তিরূপে অস্থিত ছিল । সুতরাং তন্মধ্যে জীবচৈতন্য প্রবেশ করাতে নাগরূপের অভিব্যক্তি হইল । ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী, সুতরাং জীবচৈতন্য সহকারে প্রবেশ করিয়া যে রূপান্তরতা হইল, উহা ব্রহ্মের রূপান্তরতা নহে, জীবের । তেজ জল ও অন্ন এই তিনটিকে অপরাপ্রকৃতি এবং জীবকে

পর্যাপ্রকৃতি বলে । এ দুই পরাঙ্গারই শক্তি, সুতরাং পরমাঙ্গার শক্তি বলিয়া তাঁহারই প্রকৃতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

তেজ জল ও অন্ন এই তিনটীকে তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে, ইহাই ত্রিভুতিসিদ্ধ । যাঁহার পঞ্চভাগে বিভাগ হওয়া বলেন, তাঁহাদের সে কথা কাল্পনিক । কেন না ভাগের মধ্যে কোথাও কোথাও আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সুবর্ণাদিতে তৈজস ভাগের আধিক্য, এই রূপ তৈজাদিতে মৃত্তিকা জলাদির ভাগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ।

অগ্নিতে যে লোহিত রূপ দেখা যায় উহা তেজের, যাহা শুক্লবর্ণ দেখা যায় উহা জলের ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় উহা অন্নের । এই তিন রূপেই অগ্নির অগ্নিহ । সুতরাং তেজ, জল ও অন্ন এই তিনেরই রূপ অগ্নিতে প্রকাশ পায় । অতএব তেজ, জল ও অন্ন ব্যতিরেকে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । সুতরাং অগ্নি এই সে নামটী সেইটী কার্য্য, এবং লোহিতাদি যে তিনটী রূপ ইহাই সত্যমূলক ।

আদিত্যের যে লোহিত বর্ণ তাহা উহার তেজের রূপ, উহার শুক্লবর্ণ জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ তাহার অন্নের রূপ—আর এই বর্ণত্রিতয় স্বতন্ত্র করিলে সূর্য্যের আর সূর্য্যত্ব থাকে না । সুতরাং আদিত্য বলিলেই এই তিনটির কার্য্যভূত সত্যমূলক আদিত্যনামধেয় বস্তুর অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে ।

ঐক্য চন্দ্রের লোহিতবর্ণ তাহার তেজের, শুক্লবর্ণ জলের এবং কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ । এ তিন ত্যাগ করিলে আর চন্দ্র বলিয়া কিছু থাকে না । সুতরাং চন্দ্র বলিলে এই বর্ণত্রিতয়ের কার্য্যভূত সত্যমূলক চন্দ্রনামের বস্তুরই অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে ।

বিদ্যাতের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ । লোহিতবর্ণ তেজের, শুক্লবর্ণ জলের এবং কৃষ্ণবর্ণ অন্নের রূপ । সুতরাং বিদ্যায় বলিলে এই বর্ণত্রিতয়ের কার্য্যভূত সত্যমূলক বিদ্যাতই বুঝাইতেছে ।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত জানিলেই সমুদয়ের বিষয় অবগত হওয়া যায় । যেহেতু প্রাচীন জ্ঞানিগণ মহামহোপাধ্যায় বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, আমাদের বংশে অজ্ঞানী কেহ হইবে না, কেন না উদাহরণ দৃষ্টে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে একটি দৃষ্টান্ত জানিলেই সমুদয় জানা হইল ।

তাহার দৃষ্টান্ত যথা — লোহিতবর্ণ জানিলেই তেজের রূপ, শুক্লবর্ণ জানিলেই জলের রূপ এবং কৃষ্ণবর্ণ জানিলেই তাঁহার। অগ্নির রূপ জানিতেন। অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কি প্রকারে সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

যেহেতু এষ্ট তেজ, জল ও অগ্নির বাহ্য কিছু অবিজ্ঞাত ছিল তাহার সমুদয়ই তাঁহার। জানিয়াছিলেন। হে সোম্য এষ্ট ত্রিবিধ বস্তু সংপুরুষকে অবলম্বন করিয়া একএকটি স্বতন্ত্র ত্রিবিধ আকার ধারণ করে, ইহা তুগি আমা হইতে পরিস্কাররূপে অবগত হও।

ভূক্ত অন্ন তিনটি আকার প্রাপ্ত হয়। অগ্নির স্ফুলাংগ পুরীষে পরিণত হয়, মধ্যমাংশ মাংসে, আর সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়। (এখানে ভাষ্যকার বলিতেছেন—“অন্ন গ্রহণে উৎপন্ন বলিয়া মনের ভৌতিকত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার বৈশেষিক তন্ত্রোক্ত নিরবয়ব নিতালক্ষণ এখানে দেখান হয় নাই। উহা পরে অন্ত্র দেখান হইবে।” প্রতিবাক্যে আছে সেই সংস্করণ এক এবং অদ্বিতীয়। শরীরস্থ ধাতুর হ্রাস বৃদ্ধিতে বাক্, প্রাণ ও মনের শক্তির হ্রাস বৃদ্ধিই বুঝাইতেছে, তাহাদের অনিত্যতা বুঝাইতেছে না। কিন্তু আপনাতে অবরুদ্ধ সেই এক জ্ঞানশক্তির কার্য্য এতদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। তেজ, জল ও অগ্নির সূক্ষ্মতম অংশ মন, প্রাণ ও বাকে পরিণত হয় ইহা দেখাতে দ্রষ্টা অগ্নির অবিনাশিত্ব ভুলিয়া যান নাই। তাহাতেই অগ্নির বৈশেষিক তন্ত্রোক্ত লক্ষণের সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। প্রকৃতির সর্বত্রই জ্ঞানশক্তির কার্য্য চলিতেছে। বীজের মধ্যে তাহার সংক্রমণ দ্বারা জীবের জ্ঞানবল বৃদ্ধি এবং অসংক্রমে পুনরায় তাহার হ্রাস, ইহাতে জ্ঞানশক্তির কার্য্য বিরোধ নাই। অন্ন হইতে মানসিক শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে)।

জল পান করিলে তাহার স্ফুলাংগ মূত্রে, মধ্যমাংশ শোণিতে এবং সূক্ষ্মাংশ প্রাণে পরিণত হয়।

তেজ অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদি গ্রহণ করিলে তাহার স্ফুলাংগ অস্থিতে মধ্যমাংশ মজ্জাতে এবং সূক্ষ্মাংশ বাকে পরিণত হয়।

মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়। তখন স্বৈতকেতু



প্রদর্শিত হইতেছে । যেমন কোন পক্ষী ব্যাধ কর্তৃক সূত্রাঙ্ক থাকিলে সে উড়িয়া উড়িয়া নানা দিকে গিয়াও আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়াতে স্বীয় আশ্রয়ভূত পাশমধ্যেই স্থিতি করে, তদ্রূপ মনুষ্যের মন নানা দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যত্র আশ্রয় প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রাণের ভিতরই আশ্রয় গ্রহণ করে । কেন না হে সৌম্য ! মন প্রাণরূপ রজ্জ্বদ্বারাই আবদ্ধ । যেহেতু শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণই তাহাতে মনও অবস্থিতি করিয়া থাকে । প্রাণ সন্মূলক ।

ভোজন ও পানের বিষয় হে সৌম্য, তুমি এক্ষণে শ্রবণ কর । কোন মনুষ্য যখন ক্ষুধাতুর হইয়া আহার করিতে ইচ্ছা করে, তৎকালে ভুক্ত অন্ন জলের আকার ধারণ করিয়া শরীরস্থ রস দ্বারা শরীরের সর্বাংশে নীত হইয়া থাকে । যেরূপ গোরক্ষক গরুর পালের, অশ্বরক্ষক অশ্ব পালের, আর জনগণের নেতা—রাজা বা সেনাপতি মানবমণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভুক্ত অন্ন সম্বন্ধে জলের নেতৃত্ব জানিতে হইবে । এই দেহগত অন্নই তীক্ষ্ণগ্র শূঁয়া ( মাংসাকুর ) আকার ধারণ করিয়া থাকে । হে সৌম্য, শূঁয়া ( মাংসাকুর ) সকলের কোনও মূল নাই তাহা মনে করিবে না ।

এক্ষণে ইহার মূল কি পিতা উদ্দালক স্বয়ংই তাহা বলিতেছেন । হে সৌম্য, অন্নবিনা এই শূঁয়া ( মাংসাকুর ) সকলের স্বতন্ত্র মূল আর কি হইতে পারে ? এই প্রকারে হে সৌম্য ! তুমি শূঁয়া ( মাংসাকুর ) সকল হইতে দেখিবে যে অন্নের মূলে জল এবং জলের মূলে তেজ এবং তেজের মূলে সংশক্তি । হে সৌম্য এই সগুণ প্রজ্ঞা সংশক্তিমূলক, সংশক্তির আশ্রয়ভূত এবং সংশক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ।

মনুষ্য যখন জলপান পিপাসু হইয়া পানীয় গ্রহণ করে তখন তাহার শরীরস্থ তেজ অর্থাৎ উষ্ণতা সেই পানীয় গ্রহণ করিয়া তাহান স্থলাংশ মুক্তরূপে বাহির করিয়া দেয় এবং মধ্যমাংশ শোণিতরূপে সর্বাংশীয়ে লইয়া যায় । এখানে, গোনায়ক অথনায়ক ও জলনায়কের মত তেজই নেতৃত্ব গ্রহণপূর্বক পীত পানীয়াংশ সর্বাঙ্গে পরিচালন করে তাহাতেই সর্বাঙ্গে শূঁয়া ( মাংসাকুর ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । হে সৌম্য ইহা মূল-শূঁয়া নহে কিন্তু ইহা তুমি সংশক্তিমূলক জান ।

হে সৌম্য, জল ব্যতিরেকে তাহার মূল কোথায় ? জল ও শূঁয়া (মাংসাচ্ছুর) এতদুভয়ের মূল দেখ তেজ । তেজ ও শূঁয়ার (মাংসাচ্ছুরের) মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখ এক সংশক্তি । হে সৌম্য, সমুদ্র প্রজা সংশক্তিমূলক, সংশক্তির আশ্রয়ভূত এবং সংশক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত । যে রূপ হে সৌম্য, এই তিস্র (ত্রিবিধ) দেবতা (অন্ন, জল ও তেজের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া একাকীই ত্রিবিধ ত্রিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে, এই কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ত্রিয়মাণ ব্যক্তির বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, (দেহের উষ্ণত্বে) এবং তেজ সংস্করণে দেবতাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ।

সেই যে এই সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ দর্শনস্পর্শনাদির অলভ্য অগিমা তাহাই সদাখ্যাবিশিষ্ট আত্মা । এই নিখিল জগৎ সত্যমূলক । তুমি নিজেও হে শ্বেতকেতো ! সেই সত্যোতে অবস্থিতি করিতেছ । শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্, আপনি পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন । পিতা আরুণি বলিলেন, তাহাই হউক, সৌম্য । সেই সদাখ্য আত্মা সর্কাস্তুর্য্যাক্রূপে নিত্য বিরাজিত আছেন । কেবল নিখিল জগৎ সেই সত্যমূলক ও সত্যের অধীন তাহাই নহে, কিন্তু হে শ্বেতকেতো তুমি নিজেও এই সদাখ্যাবিশিষ্ট আত্মার বোণেই সত্যরূপে অস্তিত্বলাভ করিয়া ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইতেছ । এস্থলে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যে এই সদাখ্য আত্মাই জীব, জ্ঞানে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়াতে জীবের আত্মশক্তি এবং এই আত্মশক্তিদ্ব হেতুই তাহার অঙ্গত্ব । এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই, যেহেতু উভয়ই এক স্বভাবসম্পন্ন । ইহাতেই মোহংবাদ আসিয়াছে আমি জীব, আমিই ব্রহ্ম এইত বেদান্তের নিষ্পত্তি । সেই তিনিই আমি—এস্থলে তিনি শব্দে পরম পুরুষ সংপুরুষকে বুঝাইতেছে । এই প্রকরণে সং বলাতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে এবং অহং বলাতে জীবকে বুঝাইতেছে । পুনরায় সেই জীবের প্রতিনিধিস্বরূপ তুমি শব্দ প্রয়োগ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপগত একতা প্রদর্শন করা হইয়াছে । সর্কাস্থলেই তত্ত্বমসি এই পদের অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপগত একতা প্রদর্শনের জন্য বলা হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে । সংস্বরূপে স্থিতি করিয়াও বিরূপে

তাহার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা সমুৎপন্ন হয় এক্ষণে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে ।

হে সৌম্য, মধুকরগণ মধু সংগ্রহ করিয়া গোচাকে সঞ্চিত করে । নানা জাতীয় রন্ধের পুষ্প হইতে রস গ্রহণ পূর্বক বিভিন্ন রসের একতঃ সম্পাদন করিয়া থাকে । এই মধুর মধ্যে যে রূপ কোন একটা রস আপনাকে আমি অমুক রন্ধজাত ও অমুক রন্ধ হইতে সঙ্গীত একত্র জানিতে পারে না, তদ্রূপ হে সৌম্য, এই নিখিল প্রজা সংস্পর্শ হইয়া একীভূত হয় এবং একীভূত হইলে আর তাহাদের ভেদজ্ঞান থাকে না । স্রুশ্চির অবস্থায় অথবা মৃত্যুর অবস্থায় জীবসকল যখন সত্যস্বরূপে অবস্থিত হয় তখন তাহার পূর্বাবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান বিলোপ হয় ।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, গশা—ইহার যাহা কিছু মনের ভাবানুসারে স্রুশ্চির পূর্বাবস্থা ; স্রুশ্চির অবস্থাতে সত্যোতে একীভূত হওয়া হেতু ঐ সকল ভাব আর থাকে না ।

আর সেই যে এই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অগ্নিমা সদৃশ আত্মা তাহাই সত্য । সেই আত্মাই তুমি হে শ্বেতকেতো । শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন । আরাগি বলিলেন—সৌম্য তাহাই হউক ।

এই নদী সকল, হে সৌম্য, পূর্বদিক্, পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতেছে । পুনরায় সমুদ্রজল বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হইতেছে, আবার সেই মেঘ হুষ্টিতে পরিণত হইয়া পর্বতাদিতে বর্ষিত হইতেছে এবং বর্ষিত জল নদ্বাকারে সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্রের জল রূপে পরিগণিত হইতেছে । সমুদ্রে পরিণত নদী যেমন জানে না যে আমি পূর্ববাহিনী বা আমি পশ্চিমবাহিনী, তদ্রূপ হে সৌম্য । এই সত্যোতে পরিণত প্রজাগণ অবগত নহে যে তাহারা সত্য হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । তাহারা এখানে ব্যাঘ্রই হউক, সিংহই হউক, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, ডাঁশ, গশকই হউক, যখন বাহা হইবার তাহারা তাহাই হইতেছে ।

আর সেই যে এই অগ্নিমা সদৃশ সূক্ষ্ম আত্মা তাহাই সত্য । সেই আত্মা তুমি হে শ্বেতকেতো । শ্বেতকেতু বলিলেন—পুনরায় ভগবন্

আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। পিতা আরুণি বলিলেন, সৌম্য—  
তাহাই হউক।

হে সৌম্য, এই রহৎ রক্ষের কি মূলে, কি মধ্যভাগে, কি অগ্রভাগে  
যেখানেই কুঠার দ্বারা আঘাত করা যায় সেখান হইতেই রস বিনির্গত  
হইয়া রক্ষের যে জীবন আছে তাহার পরিচয় প্রদান করে। এই রূক্ষ  
মূল দ্বারা রস গ্রহণপূর্বক এইরূপ প্রফুল্লভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

ইহার একটী শাখা মনুষ্য ছেদন করিলে তাহা শুকাইয়া যায়।  
দ্বিতীয় শাখা ছেদন করিলে সেই দ্বিতীয় শাখা শুকায় এবং তৃতীয়  
শাখা ছেদন করিলে সেই তৃতীয় শাখা শুকতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ  
সমুদয় শাখাই ছেদন করিলে তাহা শুকাইয়া নষ্ট হয়।

হে সৌম্য, তুমি সমুদয়ই এইপ্রকার জানিবে।

জীব হইতে স্বতন্ত্র হইলেই তৎসংযুক্ত সমুদয় মৃত হয়। জীব কখনও  
মরে না। সেই অণিগামদৃশ সূক্ষ্ম আত্মাই সৎ জানিবে। সেই সদ্  
আত্মামূলক তুমি স্বেতকেতো! স্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্! পুনরায়  
আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়। আরুণি বলিলেন, তাহাই  
হউক সৌম্য।

পিতা আরুণি বলিলেন, ‘হে স্বেতকেতো, বটের একটী ফল আন-  
য়ন কর’। পুত্র স্বেতকেতু ফল আনিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—‘ভগবন্,  
এই বটফল আনিয়াছি’। পিতা বলিলেন,—‘ফলটী ভগ্ন কর’। পুত্র—  
‘এই ভাঙ্গিলাম’। পিতা—‘ইহার মধ্যে কি দেখিতেছ?’ পুত্র—  
‘ফলের ভিতরে ছাতুর মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ দেখিতেছি’। পিতা—‘এ  
সূক্ষ্ম অংশগুলির একটী লইয়া নিষ্পেষণ কর’। পুত্র—‘ভগবন্ নিষ্পেষণ  
করিলাম’। পিতা—‘এখন কি দেখিতেছ?’ পুত্র—‘ভগবন্, এখন কিছুই  
দেখি না’।

পিতা আরুণি পুনরায় পুত্রকে বলিলেন, হে সৌম্য, এখন বটফলের  
সূক্ষ্মাংশ সকল আর চক্ষুর গোচর হইতেছে না। অথচ নিশ্চয়ই মহা  
বটরূক্ষ চক্ষুর অগোচর পরমাণু মধ্যে স্থিতি করিতেছে।

হে সৌম্য, এক্ষণে সত্যরূপে তুমি উপলব্ধি কর যে, এই স্থূল জগৎ  
অণুসদৃশ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সত্য বস্তুই আত্মা। আর

সেই 'আত্মা'মূলক ভূমি ষ্বেতকেতো ! পুত্র ষ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আরুণি বলিলেন, তাহাই হউক সৌম্য ।

ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও বস্তুর যে উপলব্ধি হয় তাহাই এক্ষণে প্রদর্শন করিতেছেন ।

জলের মধ্যে এই লবণ নিক্ষেপ করিয়া কল্য প্রাতঃকালে আমার নিকটে পুনরায় আসিবে । ষ্বেতকেতু সেইরূপ করিলেন । পরদিন প্রাতঃকালে ষ্বেতকেতু পিতার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, কল্য যে জলে লবণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে হে পুত্র, সেই জল আনয়ন কর । জল আনা হইলে বলিলেন, চক্ষু দিয়া দেখ এবং হস্ত দ্বারা জল সর্দন কর, দেখিবে সেই লবণ নাই । কেন না হে পুত্র, লবণ জলে বিলীন হইয়া গিশিয়া গিয়াছে । এক্ষণে উপলব্ধির জ্ঞান বিশেষ রূপে প্রদর্শন করিতেছেন ।

এক্ষণে লবণমিশ্রিত জল উপরি ভাগ হইতে কিঞ্চিৎ পান কর । পিতা—পান করিয়া কেমন বোধ করিতেছ ? পুত্র—সব লবণময় জানিতেছি । মধ্যভাগ হইতে পান কর দেখি ? পিতা—পান করিয়া কেমন বিবেচনা করিতেছ ? পুত্র—লবণময় । জলের নিম্নভাগ হইতে কিঞ্চিৎ পান কর দেখি ? পিতা—কেমন স্বাদ পাও ? পুত্র—লবণময় । এক্ষণে লবণ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন কর । পুত্র ষ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞানুসারে লবণ পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকটে উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন, হে সৌম্য, এখানে জানিতেছ লবণ আছে অথচ তাহা চক্ষুর গোচর নহে । এইরূপ জানিবে এই নিখিল জগতের সমুদয়ই সংস্বরূপ আত্মামূলক । ভূমিও সেই আত্মামূলক ষ্বেতকেতো ! ষ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন । আরুণি বলিলেন তাহাই হউক সৌম্য ।

হে সৌম্য ! যেমন কোন ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিয়া যদি তাহাকে গন্ধার দেশ হইতে আনয়ন করা হয় এবং কোনও জনশূন্য প্রদেশে পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে সে কেমন দিগ্ভ্রমে পতিত হইয়া, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ আমি কিছুই বুঝি না, কেন না বন্ধ

চক্ষু হইয়া এই নির্জজন স্থানে আনীত ও পরিত্যক্ত হইয়াছি, ইহাই সে জানে ।

আর যদি কোনও দয়াবান্ ব্যক্তি তাহার চক্ষুর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলে গন্ধার দেশ এই দিকে, এই দিকে গমন কর, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান এবং স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন থাকে তবে গ্রাঙ্গে গ্রাঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দিকে গমনপূর্বক গন্ধার দেশ প্রাপ্ত হইতে পারে । এইরূপ এই সংসারে আচার্য্যবান্ পুরুষ ( অর্থাৎ বিশ্বাসপূর্বক আচার্য্যের উপদেশ যে অনুসরণ করে ) বাহা কিছু প্রয়োজন তাহা জানেন । সেই আচার্য্য হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন যাবৎ না পাপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সৎ-স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হন ।

সেই যে এই অগ্নিমানদৃশ সূক্ষ্ম পরমাণু তাহাই সৎ ; সমুদয় সন্মূলক ; তুমিও সেই সত্যমূলক হে শ্বেতকেতো ! হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয় । তাহাই হউক সৌম্য ।

কি প্রকারে পাপবন্ধন পরিগোচিত হইয়া সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় এক্ষণে তাহা বলিতেছেন ।

মনুষ্য স্বরাদি রোগাক্রান্ত হইয়া মুর্ম্বাবস্থাপন্ন হইলে আত্মীয়গণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, ‘আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ, আমাকে কি চিনিতে পারিতেছ’ ইত্যাদি । সেই মুর্ম্ব ব্যক্তি যাবৎ তাহার বাক্শক্তি মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতাতে গিয়া উপস্থিত না হয় তাবৎ চিনিতে পারে ।

অনন্তর যখন তাহার বাক্শক্তি মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমদেবতাতে গিয়া উপস্থিত হয় তখন আর সে ব্যক্তি কাহাকেও চিনিতে পারে না ।

সেই যে এই অগ্নিমানদৃশ সূক্ষ্ম আত্মা সেই আত্মাই সৎ । সেই সদাখ্য আত্মামূলক তুমি নিজেও হে শ্বেতকেতো । শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্, পুনরায় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন । ইত্যাদি ।

এক্ষণে চৌর ও সাধুর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমুদয়ই যে সূক্ষ্ম সন্মূলক তাহা দেখাইয়া জীবের বন্ধন ও মুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ।

হে সৌম্য, রাজপুরুষেরা চৌর্য্যপরাধে যখন কোন ব্যক্তিকে হাতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে তখন সেই ব্যক্তি চুরি অস্বীকার করিতেছে বলিয়া পরশু অগ্নিতে দিয়া লাল করিতে আদেশ করে । সে যদি সত্য চুরি করিয়া থাকে এবং অস্বীকার করিয়া আপনাকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে, তাহা হইলে তপ্ত পরশু স্পর্শ মাত্র হস্ত দক্ষ হয় এবং রাজপুরুষেরাও তখন তাহাকে অপরাধী জানিয়া বধ করে ।

আর সে যদি চুরি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে সত্য বাক্য কখন দ্বারা আপনাকে সত্যোক্তে অন্তর্হিত করিয়া হস্তে তপ্ত পরশু ধারণ করিলেও তাহার হস্ত দক্ষ হয় না এবং তখন রাজপুরুষগণ তাহাকে নির্দোষ জানিয়া মুক্তি দান করে ।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন তপ্ত পরশু ধারণ করিয়াও দক্ষীভূত হয় না, তদ্রূপ সত্যানুসরণশীল মনুষ্য সম্ভাপকারী সংসারপরীক্ষাতে যেমন তেমনই থাকেন । তুমি হে শ্বেতকেতো, সেই সদাখ্য আত্মমূলক । পিতা আরুণি হইতে শ্বেতকেতু এই সন্ধিজ্ঞান লাভ করিলেন ।

ভাব—এই অধ্যায়ে সেই অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সদাখ্য আত্মরূপী পরমদেবতাই যে সকলের মূল কারণ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই সদাখ্য কারণ সত্য, নিত্যবিদ্যমান এবং তিনিই আত্মা ও সর্বাস্তর্য্যামী । কেবল এই জগৎই যে স্বরূপতঃ সেই সম্মূলক ও তাঁহার ভিতরে সত্যরূপে প্রতীয়মান তাহা নহে, কিন্তু জীব নিজেও এই সংস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছে । এই জীব যে সেই পরমাত্মার শক্তিতেই আছে, সেই জ্ঞান পরিকাররূপে পরিফুট না হওয়াতেই বেদান্ত এই নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইয়াছিল যে, জীব ও আত্মা উভয়ে এক, কোনও ভেদ নাই । সেই যে “আমি আছি” সেই জীব । “আমি ব্রহ্মই আছি” । আমি ব্রহ্ম । “সেই তিনিই আমি”, এখানে তদ্ শব্দে সদাখ্য পরম পুরুষ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে । আর “আমি” শব্দে জীবকে বুঝাইতেছে । আর যেখানে যেখানে “তুমিই সেই” ( তত্ত্বমসি ) বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ ঐক্য আছে বলিয়া বলা হইয়াছে । জীবব্রহ্মের একত্ব প্রদর্শন জন্ত ঐরূপ বলা হয় নাই ।

মনুষ্য সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অগ্নিও তাহাকে দক্ষ করে না । এ বিষয়টী বিশেষরূপে পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । আধুনিক বিজ্ঞানবিদেয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অবস্থাবিশেষে অগ্নির উপরে থাকিয়াও বস্তু অগ্নিদক্ষ হয় না \* ।

৩। য আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎ-  
সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ  
স সর্কীতৃশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্কীতৃশ্চ কামান্নস্তমাত্মানমনুবিদ্য  
বিজানাতীতি হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ ।

তদ্বোভয়ে দেবাসুরা অনুববুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমশ্বি-  
চ্ছামো যমাত্মানমশ্বিষ্য সর্কীতৃশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্কীতৃশ্চ কামা-  
নিতীন্দ্রে হৈব দেবানামভিপ্রবত্রাজ বিরোচনোহসুরাণাং তো  
হাসংবিদানাবেব সমিৎপানী প্রজ্ঞাপতিসকাশমাজগ্মহুঃ ।

তো হ ষাট্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যামুষতুস্তৌ হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ  
কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তো হোচতুর্গ আত্মাহপহতপাপ্মা বিজরো  
বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সো-  
হষেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্কীতৃশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্কীতৃশ্চ  
কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে  
তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি ।

তো হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ য এসোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ  
আজ্ঞেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মৈত্যথ যোহয়ং ভগবোহগ্নু  
পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেয উ এবৈষু সর্কেষেতেষু  
পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ।

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তম্মে প্রকৃত-  
মিতি তো হোদশরাবেহবেক্ষাক্রাতে তো হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ কিং  
পশুথ ইতি তো হোচতুঃ সর্কমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব  
আলোমভ্যআনখেভ্যঃ প্রতিক্রপমিতি ।

তো হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ পরিকৃতৌ  
ভুত্বোদশরাবেহবেক্ষৈথামিতি তো হ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ পরি-  
কৃতৌ ভুত্বোদশরাবেহবেক্ষাক্রাতে তো হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ কিং  
পশুথ ইতি ।

তো হোচতুর্গথৈবেদমাবাং ভগবঃ সাধ্বলকৃতৌ সুবসনৌ পরি-



ক্ষতাবিত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রজ্ঞেতি তো হ শাস্ত্রহৃদয়ো প্রবব্রজতুঃ ।

তো হানীক্ষ্য প্রজ্ঞাপতিরূবাচ অনুপলভ্যাত্মানমননুবিদ্য ব্রজ-  
তোয়তরে এতদুপনিষদো ভবিষ্যন্তি দেবা বা অশুরা বা তে পরা-  
ভবিষ্যন্তীতি স হ শাস্ত্রহৃদয়এব বিরোচনোহসুরান্ জগাম তেভ্যো  
হৈতামুপনিষদং প্রোবাচাত্মবেহ মহয়া আত্মা পরিচর্য্য আত্মান-  
মেবেহ মহযমাত্মানং পরিচরমুভৌ লোকাববাপ্নোতীমকামুক্ষেতি ।

তস্মাদপ্যদ্যোহহদদানমশ্রদ্ধধানমযজমানমাহুরাসুরোবতেতাসু-  
রাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রোতস্ম শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি  
সংস্কৃষ্তেষ্যেতেন হুমুং লোকং জ্যেষ্ঠান্তো মন্যন্তে । ১—৪ ।

অথ হেন্দ্রোহপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়মস্মি-  
চ্ছরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বলকৃতো ভবতি স্তবসনে স্তবসনঃ পরিকৃতে  
পরিকৃতঃ এবমেবায়মস্মিন্নক্কেহক্কো ভবতি শ্রামে শ্রামঃ পরিরূকে  
পরিরূকোহস্তৈব শরীরস্য নাশমনেষ নশ্রুতি নাইমত্র ভোগ্যং  
পশ্চামীতি ।

স সমিংপাণিঃ পুনরেষায় তথ্ হ প্রজ্ঞাপতিরূবাচ মঘবন্ গচ্ছান্ত-  
হৃদয়ঃ প্রাত্ৰাজীঃ সার্কিং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স  
হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগনোহস্মিতুচ্ছরীরে সাধ্বলকৃতে সাধ্বল-  
কৃতো ভবতি স্তবসনে স্তবসনঃ পরিকৃতে পরিকৃতঃ এবমেবায়মস্মি-  
ন্নক্কেহক্কো ভবতি শ্রামে শ্রামঃ পরিরূকে পরিরূকোহস্তৈব শরীরস্য  
নাশমনেষ নশ্রুতি নাইমত্র ভোগ্যং পশ্চামীতি ।

এবমেবৈষ মঘবন্মিতি হোবাচৈতত্ত্বৈব তে ভূয়োহনুব্যাখ্যাস্তামি  
বসাহপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষা-  
ণ্যুবাচ তস্মৈ হোবাচ । ১—৩ ।

য এষ স্বপ্নে মদীয়মানশরতোষ আত্মেতি ইত্যারভ্য অশরীরং  
বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশত ইতি । ( ৩।৫[৪৬প্] ) ।

আজ্ঞাতব্যং প্রভৌ ত্যাগ্যায়িকাক্ষলেন য আভ্যতি । যঃ আজ্ঞা অগ্নহতপাপ্ণা পাপমালিন্তরহিতঃ, শিরঃ বিগতজরঃ, শিরুতঃ বিগতযুতঃ, শিশোকঃ বিগতশোকঃ, বিজিৎসঃ বিগতশনেচ্ছঃ, অপিশাসঃ অপানেচ্ছঃ, সত্যাকারঃ - সত্যাঃ অবিতথাঃ কাৰাঃ যন্ত সৌহৃদ্যং, সভাসঙ্কল্পঃ—সত্যাঃ অবিতথাঃ লক্ষ্যঃ যন্ত সৌহৃদ্যং ( ৩। ১৮)। স অব্যেইবাঃ অব্যবহারঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ বিশেষণ জিজ্ঞাসনীয়ঃ । কথম ? যঃ তন্ম আত্মানং অনুশিত্ত অবিবা বিজানাতি স্বসংবেদ্যং আপাদরতি, স সৰ্ব্বান্ চ লোকান্ সৰ্ব্বান্ চ কামান্ আগোতি ইতি হ—ইতিহে—প্রজাপতিঃ উবাচ ।

তৎ প্রজাপতিবচনং পুনঃ উত্তরে দেবাস্থরাঃ অনুবৃব্বিরে অনুবৃব্বন্তঃ । তে দেবাস্থরাঃ উচুঃ । হত—বাক্যারম্ভে, তন্ম আত্মানং অবিচ্ছাদঃ অবিধ্যামঃ যন্ম আত্মানং অবিবা সৰ্ব্বান্ চ লোকান্ আগোতি, সৰ্ব্বান্ চ কামান্ ঈতি । দেবানাম্ টল্লঃ এব, অস্থরাণাং বিরোচনঃ অতিপ্রব্রাজ । তৌ উল্লশিরোচনৌ পুনঃ অনাবিদানৌ ঈর্ষাপরিহারমকুর্যাদৌ এব সনিংপাণী প্রজাপতিসকলং আজগ্মতুঃ আগতবন্তৌ ।

তৌ উল্লশিরোচনৌ পুনঃ বাজিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্ উবহুঃ উবিতবন্তৌ । প্রজাপতিঃ পুনঃ তৌ উবাচ—কিন্ উচ্ছন্তৌ অবাত্তং উবিতবন্তৌ । তৌ পুনঃ উচুঃ উক্তবন্তৌ—‘ব আজ্ঞা’ ইত্যায়ি ভগবতঃ বচঃ বেদরম্ভে শিষ্টাঃ, অতঃ তন্ম আত্মানং উচ্ছন্তৌ অবাত্তং উবিতবন্তৌ ইতি ।

তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—অক্শিণি যঃ এব পুরুষঃ বৃহত্তে যোগিতিঃ এব আজ্ঞা ইতি হ উবাচ উক্তবান্ অগ্নি এতৎ অমৃতং অন্তরং এতৎ ব্রহ্ম ইতি । অথ প্রজাপতিবচনান্তরং হার্য্যাপং পুরুষং নহা তৌ উক্তবন্তৌ—হে ভগবঃ ভগবন্, বৌহর্য্যং অগ্নং পরিহার্য্যতে অগ্নিঃ গোচরঃ ভবতি, যঃ চ অগ্নং আদর্শং স্বচ্ছপদার্থে, কতমঃ এব ইতি । প্রজাপতিরুবাচ এব উ এব এষ স্বচ্ছপদার্থেব এতেষু সৰ্ব্বেষু স্বচ্ছস্বচ্ছপদার্থেষু পরিহার্য্যতে ইতি । সৰ্ব্বাঙ্ঘ্রজানৌঘোধানায় বচনমেতৎ প্রজাপতিঃ ন তু আন্তোংগাদিনায় ।

উদগরাণে উদগপূর্ণগরাণে আত্মানং অবেক্ষা আত্মানং যং ন বিজানীধঃ তৎ মে ময়ং প্রজ্ঞাতং ইতি । তৌ উল্লশিরোচনৌ উদগরাণে অবেক্ষাচক্রাতে ইক্ষণং কৃতবন্তৌ তৌ উল্লশিরোচনৌ প্রজাপতিঃ উবাচ কিং পশ্যথঃ ইতি । তৌ পুনঃ উচুঃ উক্তবন্তৌ, হে ভগবঃ ভগবন্, আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ ইদং সৰ্বং প্রতিরূপং প্রতিবিম্বং এব আত্মানং পশ্যথঃ ।

তদোরজানতাং পশ্যরাগন্তকেভ্যোহিলকারানিত্যন্তজ্ঞানৌঘোধানায়—তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাম্প্রদন্তৌ স্ববসনৌ স্তপরিদন্তৌ ভূত্বা উদগরাণে অবেক্ষেধাম্ অবেক্ষেধাম্ ইতি । তৌ পুনঃ সাম্প্রদন্তৌ স্ববসনৌ পরিকৃতৌ ভূত্বা উদগরাণে অবেক্ষাচক্রাতে । তৌ পুনঃ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিং পশ্যথঃ ইতি ।

তৌ পুনঃ উচুঃ উক্তবন্তৌ—হে ভগবঃ ভগবন্, যণা দ্বাভ্যং সাম্প্রদন্তৌ স্ববসনৌ পরিকৃতৌ যঃ ভবানঃ, ইদং প্রতিরূপং এবম্ এব । হে ভগবঃ ভগবন্, ইমৌ প্রতিবিম্বৌ সাম্প্রদন্তৌ স্ববসনৌ পরিকৃতৌ ইতি । এব আজ্ঞা ইতি পুনঃ উবাচ প্রজাপতিঃ । এতৎ অমৃতং অন্তরং ব্রহ্ম ইতি । অত্র ‘ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ’ ইতি দর্শনেন প্রজাপতেষু বাবাদিত্ত নিরসনং ভবতি । তৌ পুনঃ সাম্প্রদন্তৌ প্রব্রজতুঃ গতবন্তৌ ।

দর্শনস্তাত্ত সত্যম্বেপি যথাবদ্ব্যবধারণমুদে নৈতত্তত্তজ্ঞানায় প্রভবতি । ন তৌ যথাবদ্ব্যবধারণিতবস্তাবিতি—প্রজাপতিঃ পুনঃ অকীচ্য বিচার্য্য উবাচ স্বাত্মানং নিবেদয়ামাস—তৌ পুনঃ আত্মানং অনুপলভ্য সাক্ষিপল্লকিবিবরম্ অকুৰ্ব্বা, অননুবিদ্য ‘আজ্ঞা বা অরে ত্রষ্টব্যো মন্তব্যঃ’ ইত্যাদ্যনুসারেণ

অন্যেবর্ণনিবন্ধনং, যত্বা ত্রাজঃ । দেবাঃ বা অসুরাঃ বা যতরে অস্ত্রে যে এতদ্বর্ণনিবন্ধনঃ—এষ উপ-  
নিবৎ দেবাঃ—তাদৃষ্ট, নিষ্করবস্তুঃ ভবিষ্যতি, তে পরাতবিষ্যতি পরাতবঃ প্রাপ্তবন্তি । স বিরোচনঃ  
পুনঃ শান্তিহরণ এব অসুরান্ অগ্নিম পতবান্ প্রাপ্তবান্ । তেভ্যঃ অসুরেভ্যঃ এভান্ উপনিবন্ধ  
প্রোবাচ—আত্মা এব হেহ এব ইহ মত্যাঃ পুত্রনীরঃ আত্মা দেহঃ পরিচর্য্যঃ পরিচরণীয়ঃ সেবনীরঃ,  
ইহ আত্মানম্, এব মরণং পুত্রয়ন্, আত্মানং পরিচরন্ ইমং চ অমু চ উভৌ লোকৌ আগোতি ইত ।

তস্মাৎ কারণং অন্য ইদানীম্, অপি ইহ অদমানং জানমকুর্কামস্, অপ্রদধানং প্রকারহিতক্,  
অবগমানম্, অবজনসম্ভাবং, বত হন্ত আসুরঃ ইতি আত্মা শিষ্টাঃ । এবা চি অসুরাণাম্, উপনিবৎ—  
ভিক্ষয়া স্বজনবর্ণাণাং সহিষৌ যচ্, ক্রীরা আক্ৰেহে ন বসনেন অলঙ্কারেণ প্রোক্ত শরীরং সংস্কৃতি ইতি ।  
কথমেব কুর্কতি ? এভেন হি তে অমুং লোকং তেযাত্তঃ ইতি মন্ততে ।

অথ পুনঃ ইল্লঃ দেবান্ অপ্রাপ্য এব তেবাং সন্নিধৌ অগচ্ছা এব এতৎ ভরং দদর্শ । যথা এব অসং-  
ভারাপুৰুষঃ অগ্নিন্ শরীরে সাধ্বলক্ৰতে সাধ্বলক্ৰতঃ ভবতি, স্তবসনে স্তবসনঃ, পকিক্রতে পকিক্রতঃ,  
এসম্, এব অসম্, অগ্নিন্ শরীরে অক্ৰে সতি অক্ৰঃ ভবতি, স্রামে শিত্যপকাদিস্রাবণি স্রামঃ  
শিভ্যাপকস্রাবী, পরিবৃক্রে ছিন্নহন্তে তির্যপাদে বা পরিবৃক্রে ছিন্নহন্তঃ ছিন্নপাদঃ বা ভবতি । অস্ত্র এব  
শরীঃ শ্র নাপম্, অসু এব মন্ততি । অসম্, ইল্লঃ ন অত্র ভোগাং ফলং পত্বামি ইতি ।

স ইল্লঃ সন্নিপাণিঃ পুনঃ এয়ায় আগতবান্ । তস্, ইল্লম্, পুনঃ প্রজাপতি উবাচ—মঘবন্ শান্ত-  
হরণঃ সন্ বিরোচনেন সর্দিং সহ প্রাত্ৰাজীঃ উভঃ অগমঃ যৎ, তৎ কিম্, ইচ্ছন্ পুনঃ আগমঃ আগত-  
বান্ অসি । স ইল্লঃ পুনঃ উবাচ—‘যৈধেব ধদ্যাম্’ ইত্যাদি পূর্ববৎ ।

প্রজাপতি পুনঃ উবাচ—হে মঘবন্, এসম্, এব এস চারাজা ইতি । এতস্, আভগদ্যর্বাং তু এব তে  
ভুতাস্ অসুব্যাব্যাত্বাসি । অপরাণি যাত্রিশতং বর্ধাণি বস ত্রক্ষর্ধ্যাম্, ইতি । স ইল্লঃ অপরাণি  
যাত্রিশতং বর্ধাণি উবাস ত্রক্ষর্ধ্যাম্ । তম্ ইল্লার প্রজাপতিঃ পুনঃ উবাচ । শিষ্টৌ বচসং যাতঃ  
পূর্বং বাধ্যাতঃ ( ৫৫ । ৫৬ পৃ ) । অত্রোদং বিবেচ্যস্,—

অপহতপাগমত্বাদিকং ত্রক্ষসক্ৰোধৈক্যং দর্শয়তি । বিনা হি স্বক্ৰগৈক্যং জীবত্রক্ষণোরবিভক্ত-  
ত্বৈক্যং স্থিতিম্ জাতু সন্তবতি । অতএব “বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ত্রাক্ৰোধো ভবতি” ( ১০ ।  
৩৫ ) ইত্যুক্তম্ । আত্মা হি স্বরূপতঃ শুদ্ধঃ, শরীরসম্পর্কাৎ তস্মিন্ প্রকৃতিভগ্নসংস্পর্শো জায়তে, তেন  
চ হন্ত মালিন্যম্ । স্বধক দুঃখক প্রিয়কাপ্রিয়ক সতি প্রকৃত্যুৎপন্নৈশ শরীরে ন পুনন্তং জহতি ।  
অতএব শরীরসম্বন্ধস্বর্জিতমাত্মানং যথা গৃহ্মীয়াৎ সাধকত্বৈবাত্র প্রজাপতেজস্কিনিবদ্ধা । প্রথমস্তাবৎ  
দেহস্তোপাধিযাজ্ঞং দর্শয়িতুং তৎপ্রতিবিশ্বদশনে নিয়োজিতৌ শিষৌ প্রজাপতিনা । অক্ষিপতপুর্বে  
পরমাত্মদৃষ্টিযোগিনাং সাধনশৈলী ( ৩ । ৮ । ১৬ ) । তামেনোদ্বিষ্টোবঃ প্রোচাতিতো তেন । দেহমেব  
ভাবপ্রীষ্টাৎ ন দ্যায়ানম্ । ততঃ প্রকৃষ্টবসনভূষণাদিভিন্নলক্ৰতঃ তৎ দেহঃ ত্রষ্টঃ প্রয়োজিতৌ তৌ ।  
বসনানিবৎ দেহোহয়মাত্মাদানমলক্ষণং বা তন্ত্ৰেতি তেন তয়োর্বোধ এব উৎপত্তেতেতি প্রজাপতে-  
রতিশ্রায়ঃ । তদানীপ্ননানামাচার্য্যাণামগৌ সত্যপ্রহসামর্থ্যোদোধানারৈব অয়স আদীহুধুকে পুনঃ  
সাক্ষাৎপদেশঃ । অসুধুকে তদুপদেশ উবরে বগনবৎ বিফল ইতি “অপ্রদধানান ন দেয়া” সত্যধারণা-  
কমায় নিব্যা নোপদেতেতি নিয়মএব তেহুস্থতবন্তঃ । অতো বিরোচনভ্রাজানবহ্মায়াং জানাতি-  
মানিতা ন প্রজাপতিনা নিষ্কজা । ইল্লন্ত পুনঃ শরীরভাত্বাদিকং নাপশং পতন্ অত্র মনোভিনিবেশত  
নিফলতঃ বিজাতবান্ । যশপুৰুষেপি বধ্যাদিত্তিদিদর্শনাৎ ততোযপি বিরতঃ সঃ । স্তপপুৰুষে  
বধ্যা নিবহন্ত তৎসংসংসদীত্যস্যা জানং বিনষ্টং ভবতি । তস্ সাক্ষাৎপ্রজানাতাবাৎ তদবলম্বনমব-

অন্যন্যেব । সুতরাং ততোহপি বিঃতে তদ্বিব্বেদনম্ভবন্তিঃ যং কিঞ্চ তৎ পরিহার্য ভগ্নভীতমাত্মন-  
মেবোপদিদেশ স তব্ । মুক্তাববিভক্ততরা ত্রিভিঃ পরাক্রম্য কিং জীবস্যায়নবহনমীতি জ্ঞানবিশেষণীতি  
প্রশ্নঃ । তথা সত্যাক্রিয়ানতরমেবোপতিষ্ঠেৎপ্রসঙ্গোব । 'যেনেদং সর্বং নিজানীতি তং কেন  
বিজ্ঞানীয়াৎ বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ' ( ১২। ৪ ) ইত্যাহ 'কেন প্রকাশান্তরেণ বিজ্ঞাতারং  
লোকে প্রকাশয়েৎ' ইতি বিজ্ঞানভিত্তিকৃতোহর্ষ এব সমীচীনঃ পাতঞ্জলভাষোক্তিব্যঞ্জিতবাস্তবিত্তিপ্রা-  
য়ানুসারিভাঃ । তথাহি 'ন চ পুরুষপ্রত্যয়েন বুদ্ধিস্বাভাবনা পুরুষোদুশ্চে, পুরুষএব প্রত্যয়ঃ  
ব্যবহাবলবনঃ পদ্ধতি, তথাহু, তং 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ' ইতি' ইতি । অস্তথা 'যদৈ তন্ন  
পদ্ধতি পদ্ধন বৈ তন্ন পদ্ধতি' ( ৬৩পৃ ) ইত্যাদিষু 'পদ্ধন' 'জিহ্বন' 'রসদন' ইত্যাদি বিশচনং ন  
সিদ্ধান্তি । তত্র পরাক্রম্যে বন'নাবীনাং চরিতার্থতা ন তু বিবরজ্ঞাতে । অতএব মুক্তাবপি 'অন-  
বহনশ্চ' ইতি জ্ঞানস্য প্রমেয়ো নান্তি । ব্রহ্মবৃত্তয়োঃ সংযোগঃ বহুপোপলক্ষেপকারী (পাত ২২৩) ।  
রজস্তমোমলরাহিতাজ্ঞপ্তপুরুষত্বদ্বিসারূপেণ দৃশ্যবরূপোপলক্ষেরনন্তরং বদ্যবরূপোপলক্ষিতবতি  
(পাত ৩। ৫৫) ভদ্রাবরূপপরাব্রহ্মসরোইক্যাবশ্যং যদপাভিগতরা স্থিতির্ভবতি, ন তদভিন্নতা  
পরাক্রমরূপসত্ত্বোং প্রতিবদ্বতি চিদেকরসত্বং বিভক্ততরা নিবরদশ'নপ্রতিনিবৃত্তাবপি দৃশ্যত্বাদেবনি-  
লোপাৎ স্বাক্ষসত্ত্বোপগরাসত্ত্বোপগরোবিসংবাদিভাচ্চ । স্বকর্ষাসাধনারাদিপুরুষস্য পাপদহনং  
( ৮। ১১ ) তস্মিন্চ পরাক্রম্যভিবিজ্ঞবিসংযু প্রৱণা পাপত্বং ( ৯। ৮ ) রজস্তমোমলরূপেণাহরভাব-  
নেজ্জিয়বিকারেণ পাপজননং স্বরূপপ্রাপ্তৌ তদ্বিনাশচে ( ৯। ৪ ) ভাদেস্তত্ত্বং বহুভুক্তমত্র দেব । পাপস্য  
মুক্তারূপত্বং ( ৯। ৮ ) শক্তিহরভাঃ । রজস্তমঃ স্বার্থং ন তু বৈদিকমিতি ন সত্তবাম্'অধর্পণি 'রজস্তমো  
মা উপগাঃ' ( ৮। ২। ১ ) "পুণ্ডরীকং নবহারঃ ত্রিভিঃপেতিভাবৃত্তম্" ( ১০। ৮। ৪০ ), যেভাবতরে  
'ত্বপাংস্ত সর্বান্ বিনিরোজয়েদাঃ' ( ৬। ১০ ) ইত্যাহুত্বভাঃ । ত্বপাংস্ত ত্বং গীতাসম্বয়ভাষো  
ব্রহ্মবান্ ।

এক্ষণে আত্মায়িকচ্ছলে আত্মতত্ত্ব স্পর্শনা করিতেছেন ।

যে আত্মা পাপমলিনতা পরিশূন্য, জরা রহিত, মৃত্যুরহিত, বিগত-  
শোক, ক্ষুৎপিপাসা বিরহিত, সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প, সেই আত্মাই  
অশ্বেষণের বস্তু, তাঁহার সম্বন্ধীয় তত্ত্বই বিশেষভাবে জানিবার বিষয় ।  
যেহেতু, প্রজ্ঞাপতি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অশ্বেষণপূর্বক এই আত্মাকে  
অবগত হয় সে সর্বলোক ও সমুদায় প্রার্থয়িতব্য বস্তু প্রাপ্ত হয় ।

দেবতা ও অসুরগণ প্রজ্ঞাপতির এই বাক্যানুগারে বলিলেন :—অহো,  
যে আত্মার অশ্বেষণে সকল লোক ও সকল কামনার বস্তু লাভ হয়  
আমরা তাহারই ( আত্মার ) অশ্বেষণ করিব । দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র  
এবং অসুরগণের মধ্য হইতে বিরোচন এই উভয়ে প্রজ্ঞাপতির নিকটে  
গমন করিলেন । তাঁহারাই ধর্ষাপরিশূন্য ও সমিৎপাণি হইয়া উপস্থিত  
হইলেন ।

ইন্দ্র বিরোচন উভয়েই ব্রহ্মিণ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিলেন । তখন

প্রজাপতি বলিলেন, 'তোমরা কি অভিপ্রেতে এখানে বাস করিতেছ ? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, ভগবান্ আপনি যে বলিয়াছেন যে আস্ত্রা পাপ-পরিশুদ্ধ, জরামৃত্যুরহিত, শোকবিহিত, ক্ষুৎপিপাসাবিহীন, সত্যকাগ, সত্যসঙ্গ, সেই আত্মারই অন্বেষণ করিবে, সেই আত্মার বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিবে এবং সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা অবগত হয়েন তাঁহারা সকল লোক ও সকল কামনার বস্তু লাভ করেন, পণ্ডিতেরা আপনার বাক্য হইতেই সেই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন, আমরা উভয়ে সেই আত্মাকে জাগিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়া এখানে বাস করিতেছি।

প্রজাপতি ইন্দ্রবিরোচনকে বলিলেন—এই সম্মুখস্থ পুরুষ যেমন চক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্যমান হইতেছে, তদ্রূপ এই আস্ত্রা সোণিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হন। এই আস্ত্রাই অমৃত অভয়, এই আস্ত্রাই ব্রহ্ম। প্রজাপতির বচন শেষ হইলে, তাঁহারা সেই পুরুষকে ছায়াঙ্কপী মনে করিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, ভগবান্ এই যিনি জলে পরিদৃশ্যমান হন এবং স্বচ্ছ পদার্থে যে প্রতিক্রম দৃশ্য হয়, ইনি কে ? প্রজাপতি বলিলেন, ইনি স্বচ্ছাস্বচ্ছ সর্ব পদার্থেই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন।

( প্রজাপতির এই প্রশ্ন সর্বত্র আত্মজ্ঞান লাভের জন্ত, ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্ত করা হয় নাই )।

প্রজাপতি বলিলেন, শরাবে জল রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর, যদি তদ্বারা আত্মবোধ না জন্মে তাহা হইলে আমাকে বলিবে। ইন্দ্র ও বিরোচন তখন শরাবে জল রাখিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রজাপতি তখন বলিলেন—কি দেখিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন, ভগবান্, শরীরের নখলোমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের প্রতিক্রম দেখিতেছি।

( প্রজাপতি তাঁহাদের অজ্ঞানতা দেখিয়া, বেশভূষা পরিধানপূর্বক আনিলে সম্যক জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এই মনে করিলেন )।

প্রজাপতি বলিলেন—ভাল বেশভূষা পরিধানপূর্বক পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় শরাবস্থ জলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ। তাঁহারা তখন উত্তম বসন ভূষণে সঙ্গলঙ্কৃত ও পরিষ্কৃত হইয়া শরাবস্থ জল নিরীক্ষণ করি-

লেন। তখন প্রজ্ঞাপতি তাঁহাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ ?

তাঁহারা বলিলেন—হে ভগবন, আমরা যখন বসনযুক্ত, ভূষণালঙ্কৃত ও পরিকৃত হইয়া শরাবস্থ জলে নিরীক্ষণ করিলাম, প্রতিবিম্বও তদ্রূপ হইল। এই প্রতিবিম্ব পরিকৃত, উত্তম বসনপরিহিত ও ভূষণে সজলঙ্কৃত। প্রজ্ঞাপতি বলিলেন, আত্মা এইরূপ। এই আত্মাই অমৃত, অভয়, এই আত্মাই ব্রহ্ম। (এস্থলে ব্রহ্মের ত্রিবিধ রূপ দর্শন হেতু প্রজ্ঞাপতির মুম্বাবাদিতা নিরসন হইতেছে)। ইন্দ্র বিরোচন তখন শাস্তিচিন্তা হইয়া চলিয়া গেলেন।

(এই দর্শনের ভিতর সত্য থাকিলেও তদবধারণের অভাবে ইহা তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহায় হইতেছে না)।

প্রজ্ঞাপতি তখন আপনাপনি বিচার করিয়া বলিলেন—এই ইন্দ্র বিরোচন মধ্যম বস্তুর অবধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। দেবতারা হউক বা অমুরেরা হউক বা অশুরেরা হউক, তাহারা ইহা আপনাদের (উপনিষদ্) ধর্মশাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিবে, তাহারাই পরাভূত হইবে।

সেই বিরোচন শাস্তিচিন্তে অমুরগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অমুরদিগকে এই বেদান্তশাস্ত্র বলিলেন—আত্মা অর্থাৎ দেহই পূজনীয়। আত্মা অর্থাৎ দেহেরই পরিচর্যা করিবে। ইহাশোকে আত্মাকে অর্থাৎ দেহকে পূজা করিয়া, তাহার সেবা করিয়া, ইহাপরলোকে গতি লাভ হয়।

এজন্য অণু পরীক্ষিত পণ্ডিতেরা দানবিহীন, শ্রদ্ধাবিহীন, স্বজনক্রিয়াদি-বিহীন লোকদিগকে “অমুর” বলিয়া থাকেন। অমুরগণের ধর্মশাস্ত্র এইঃ—ভিক্ষাপূর্বক স্বজনবর্গের নিকট হইতে সমানীত বসন ও অলঙ্কার দ্বারা প্রেতশরীরের সংস্কার করিবে। কেন এরূপ করিবে? এতদ্বারা পরলোকে জন্ম লাভ হয়, ইহাই তাহারা মনে করে।

ইন্দ্র দেবতাদিগের নিকটে না গিয়া পথেই এই ভয় দেখিলেন। বেক্রপ এই শরাবস্থ ছায়া পুরুষ এই শরীর অলঙ্কৃত হইলে অলঙ্কৃত,

উত্তম বসন পরিহিত হইলে উত্তম বসন পরিহিত, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শরীর অন্ধ হইলে এই ছায়াপুরুষও অন্ধ হয়, শরীর শ্লেষ্মাশ্রাবী হইলে শ্লেষ্মাশ্রাবী হয়, শরীর ত্বিন্ন হস্তপদ হইলে ছায়াপুরুষও তদ্রূপ হয়। শরীর নাশে এই ছায়াপুরুষও নষ্ট হয়। আমি ( ইন্দ্র ) এখানে প্রার্থনীয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

তখন ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, মঘবন্ ( ইন্দ্র ) তুমি বিরোচনের সহিত শাস্তিচিতে চলিয়া গিয়াছিলে, কি অভিপ্রায়ে পুনরায় সমাগত হইলে ? ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, যেমন এই শরীর সাধারণরূপে হইলে ছায়াপুরুষ সাধারণরূপে হয়, শরীর উত্তম বসনপরিহিত হইলে উহা উত্তম বসনপরিহিত দেখায়, শরীর পরিষ্কৃত হইলে উহাও পরিষ্কৃত দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীর অন্ধে উহা অন্ধ, শরীর শ্লেষ্মাশ্রাবী হইলে উহাও শ্লেষ্মাশ্রাবী, শরীর হস্তপদপরিচ্ছিন্ন হইলে উহাও ত্বিন্নহস্তপদ হয়, তদ্রূপ শরীর নাশে ছায়াপুরুষও নষ্ট হয়, সুতরাং আমি এখানে প্রার্থনীয় কিছুই দেখি না।

প্রজাপতি বলিলেন—মঘবন্, এই ছায়া-আত্মা, এইরূপই বটে। তোমাকে পুনরায় আত্মার স্বরূপ আমি ব্যাখ্যা করিব, তুমি আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যে বাস কর।

যিনি স্বপ্নে ( স্বপ্নদৃষ্ট বিবিধ ভোগ্য বিষয় দ্বারা ) গৌরবান্বিত হইয়া বিচরণ করেন ইনি আত্মা। শরীরের দোনে এই আত্মা দূষিত হয় না।

ভাব-আত্মা দূষিত হয় না বলাতে জীবের সহিত পরমাত্মার স্বরূপভেদ একতা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপৈক্য না থাকিলে জীব ও ব্রহ্মের একত্র স্থিতি সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ, নিম্পাপ, বিরজঃ ও বিচিকিৎস বলা হইয়াছে। আত্মা স্বভাবতঃ নিম্পাপ। শরীরসংসর্গ হেতু তাহাতে প্রাকৃতিক গুণ স্পর্শ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই আত্মা মলিন দৃষ্ট হয়। শরীর সম্বন্ধবিবর্জিত করিলে এই আত্মাকে স্বরূপ শুদ্ধ দেখা যায় প্রজাপতির উক্তিতে তাহাই বলা হইয়াছে। প্রজাপতি প্রথমতঃ দেখে যে উপাধিমাত্র তাহা দেখাইবার জন্য ইন্দ্র বিরোচনকে শরীরজলে দেহের প্রতিবিম্ব দর্শনে নিয়োজিত করিলেন। যোগীগণের ইহা সাধনশৈলী ( সন্তোভ ) যে তাহার অক্ষিপত পুরুষের ছায়া প্রদর্শন করিয়া তদ্বারা পরমাত্মার দর্শনে শিষ্যগণকে নিয়োজিত করিয়া থাকেন! প্রজাপতি ইহা লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্র বিরোচনকে ঐরূপ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাহার

উভয়ে দেহকেই গ্রহণ করিলেন, আত্মাকে লক্ষ্য করিলেন না। তৎপর হৃদয় বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া সেই দেহকে দেখিতে অমুজ্জা করিলেন। দেহ অলঙ্কৃত হইলে বা বসনাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, দেহের এবং তাহার আচ্ছাদনের ও ভূষণের প্রভেদ বুঝিতে পারা বাইবে, প্রজাপতির ইহাই অভিপ্রায়। কেন না সেই সময়ে আচার্য্যগণ শিষ্যের মধ্যে সত্যগ্রহণের সামর্থ্যই অগ্রে উদ্ধৃদ্ধ করিতে বহু করিতেন এবং তৎপরে সাক্ষাৎ উপদেশ দিতেন। শিষ্যের মন উপদেশ গ্রহণে উদ্ধৃদ্ধ না হইলে উষ্ম ভূমিতে বীজবপন তুল্য হয়। আর সত্যাবধারণাক্রমকে উপদেশ দিবে না, পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ এই নিয়মেরই অনুসরণ করিতেন। এজন্ত বিরোচনকে প্রজাপতি অজ্ঞান অবস্থায় জ্ঞানাভিমानी দেখিয়াও নিরোধ করিলেন না। ইন্দ্র শরীরের অন্ধতাদি ও বিনাশ দর্শন করিয়া সেখানে মনোভিনিবেশের নিষ্ফলতা জানিলেন। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ মৃত হয় এই ভ্রান্তিনিবন্ধন তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন। কেন না সুপ্ত আত্মা “এই আমি আছি” এভাবে আপনাকে জানিতেছে না এবং ভূতকেও জানিতেছে না, এতো বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আত্মায় আমি কোন ফল দেখি না। তখন প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেহের অতীত আত্মার বিষয় উপদেশ করিলেন। মুক্তির অবস্থায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি কি না, এবং তদবস্থায় জীবাত্মার ‘আমি আছি’ এই জ্ঞানের বিলোপ ষটে কি না, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন হইতেছে। ইন্দ্র ভয় করিতেছিলেন, সত্য আত্মাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তিনি বলিলেন, যে আত্মা দ্বারাই সকল জ্ঞান যায়, সেই আত্মার বিনাশে কি প্রকারে জ্ঞান লাভ হইতে পারে? এহলে বিজ্ঞানভিগ্নু কৃত অর্থাৎ ই সমীচীন মনে হয়। তিনি পাতঞ্জল ভাষ্যে অভিব্যক্তিত ব্যাসের অভিমত অনুসরণ করিয়া বলেন, “কাহার প্রকাশে সেই বিজ্ঞাতা আত্মা এই লোকে প্রকাশিত হয়?” যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ দর্শন করে না, সে যে তাহা দেখিয়াও দেখে না। এই ভেদ না থাকিলে, “দেখে, আশ্রয় করে, আশ্বাদন করে” ইত্যাদি বাক্য আর সিদ্ধ হয় না। কেন না যেখানে দর্শনাদি দ্বারা পরমাত্মার চরিতার্থতা, সেখানে বাহিরের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ কোথায়? অতএব মুক্তাবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিলেও ‘আমি আছি’ এই জ্ঞানের কোনরূপ বিলোপ উপস্থিত হইতেছে না। পাতঞ্জল বলেন, দ্রষ্টা ও দৃষ্টের যোগ স্বরূপ উপলব্ধি পক্ষে বিশেষ উপকারী। রজঃ ও তমোগুণের মালিগ্রশূন্য হইলে জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহা পাতঞ্জলেরও মত। তখন আত্মস্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপের ঐক্যবশত অভিন্ন ভাবে স্থিতি হয়। সেই অভিন্নতা জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার সহবাসজনিত ভূমানন্দ সন্তোষে প্রতিবন্ধক হয় না, কেন না উভয়েই চিৎস্বরূপ; জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্, বিষয় হইতে নিবৃত্তিবশতঃ তাহার দৃষ্টিশক্তির বিলোপ হয় না। যেহেতু আপনার আত্মাতে সন্তোষ আর পরমাত্মাতে সন্তোষ এতদুভয়ের



বিত্তিন্নতা সম্বন্ধে কাহার দুই মত নাই : সেই আদিপুরুষ নিয়োজিত কার্যসাধনের জগ্ৰহ মনে পাপদহন উপস্থিত হয়। পরমাত্মার নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইলেই পাপ হয়। রজঃ ও তমোগুণের মালিন্যহেতু জীবাত্মা অহুর ভাবাপন্ন হওয়াতে পাপ উৎপন্ন হয়। সেই মালিন্য দূর হইলে পরমাত্মার সহিত তাহার স্বরূপ ঐক্য হয়, তাহাই ঐক্যে বলা হইয়াছে। পাপই শক্তির মূর্ত্যু। রজঃ ও তমোগুণ স্মার্তগুণের, বৈদিক-গুণের মত নহে, এতদপ মনে করা ঠিক নহে। বেহেতু অধর্কবেদে আছে, রজঃ ও তমোগুণে প্রবেশ করিবে না। ঐহিকতরেও গুণত্রয়ের উল্লেখ দেখা যায়।

৪। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাত্তবক্ষ্য উদ্যাস্তন্ বা অরেহহ-  
গম্মাং স্থানাদস্মি হস্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্যাহস্তং করব নীতি।

স। হোবাচ মৈত্রেয়ী। যম্ম ম ইয়ন্তগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন  
পূর্ণা স্ম্যাং কথং তেনামৃতাস্ম্যমিতি নেতি হোবাচ যাত্তবক্ষ্য। যথৈ-  
বোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্মাদমৃতস্য তু  
নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

স। হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্ম্যাং কিমহং তেন কুর্গ্যাং  
যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ক্রহীতি।

স হোবাচ যাত্তবক্ষ্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষন  
এহাস্মি ব্যাখ্যাস্ম্যমি তে ব্যাচক্ষাণস্ম তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি।

স হোবাচ ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাগ্ননস্ত  
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া  
ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং  
কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন  
বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় বিত্তং  
প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাগ্ননস্ত  
কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং  
ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং  
কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবত্যাগ্ননস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি।  
ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবত্যাগ্ননস্ত কামায়  
দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি

ভবত্যাগনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি । ন বা অরে সৰ্বস্ব  
কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবত্যাগনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবত্যাগ্না বা  
অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনো  
বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন গত্যা বিজ্ঞানেনৈদং সৰ্বং বিদিতম্ ।

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোহন্যত্যাগ্নো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদা-  
দ্যোহন্যত্যাগ্নঃ ক্ষত্রং বেদ লোকস্তং পরাদুর্যোহন্যত্যাগ্নো লোকান্  
বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোহন্যত্যাগ্নো দেবান্ বেদ ভূতানি পরাদুর্যো-  
হন্যত্যাগ্নো ভূতানি বেদ সৰ্বং তং পরাদাদ্যোহন্যত্যাগ্নঃ সৰ্বং  
বেদ । ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতা-  
নীদং সৰ্বং যদয়মাত্মা ।

স যথা তুন্দুভেহগ্র্যমানস্ত ন বাহ্যশ্ছন্দাঙ্কুরাদ্গ্ৰহণায় তুন্দু-  
ভেষু গ্ৰহণেন তুন্দুভ্যাঘাতস্ত বা শকো গৃহীতঃ ।

স যথা শঙ্খস্ত শ্মারমানস্ত ন বাহ্যশ্ছন্দাঙ্কুরাদ্গ্ৰহণায়  
শঙ্খস্ত তু গ্ৰহণেন শঙ্খাঘাতস্ত বা শকো গৃহীতঃ ।

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যশ্ছন্দাঙ্কুরাৎ গ্ৰহণায়  
বীণায়ৈ তু গ্ৰহণেন বীণাবাদস্ত বা শকো গৃহীতঃ ।

স যথার্দ্ধেকাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথঙ্কুয়া বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরে-  
হস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃসিস্তমেতদৃষ্টো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথ-  
র্ক্সাগ্নিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণামুচ্য-  
খ্যানানি ব্যাখ্যানান্যষ্টৈবৈতানি সর্বাণি নিঃসিস্তানি ।

স যথা সর্ক্সাসামপাৎ সমুদ্রএকায়নমেবৎ সর্ক্সেযাং স্পর্শানাং  
স্বগেকায়নমেবৎ সর্ক্সেযাং রসানাং জিহ্বেকায়নমেবৎ সর্ক্সেযাং  
গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবৎ সর্ক্সেযাৎ রূপাণাঞ্চক্ষুরেকায়ন-  
মেবৎ সর্ক্সেযাৎ শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবৎ সর্ক্সেযাৎ সঙ্ক-  
ল্পানাং মনএকায়নমেবৎ সর্ক্সাসাং বিদ্যানাৎ হৃদয়মেকায়নমেবৎ  
সর্ক্সেযাং কর্মণাম্ হস্তাবেকায়নমেবৎ সর্ক্সেযামানন্দানামুপস্থ একা-

য়নমেবৎ সর্কেষাং বিসর্গাণাং পাস্থুরেকায়নমেবৎ সর্কেষামধ্বনাং  
পাদাবেকায়নমেবৎ সর্কেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্।

স যথা সৈন্ধবখিলা উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুবিলীয়তে নচা-  
শ্রোদৃগ্রহণায়ৈব স্রাৎ যতোয়তস্তাদদীত লবণমেবৈবং বা অর উদং  
মহদুত্তমনস্তমপারং বিজ্ঞানঘনএব। এতেভ্যো জুতেভ্যঃ সমুখায়  
তান্নোবানুবিনশ্রুতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীত্যরে ত্রবীমীতি হোবাচ  
যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সা হোবাচ মৈত্রেয়সাত্রেব মা ভগবানমুমুহ্ম প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি  
স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো ন বা অরেহং মোহং ত্রবীম্যনং বা অরে  
ইদং বিজ্ঞানায়।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্রুতি তদিতর ইতরং  
জিহ্রতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর  
ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজ্ঞানাতি। যত্র বা অস্ত্র সর্কমা-  
জ্ঞোবাত্তৎ কেন কং জিহ্রং কেন কং পশ্রুং কেন কং শৃণুয়াং  
কেন কমভিবদং তং কেন কং মন্বীত তং কেন কং বিজ্ঞানীয়াং।  
যেনেদং সর্কং বিজ্ঞানাতি তং কেন বিজ্ঞানীয়াং বিজ্ঞাতারমরে কেন  
বিজ্ঞানীয়াং। স্ব, ৪। ৪। ১—১৪। ৬। ৫। ১—১৫।

যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়সংবাদেন। অতঃ পরিস্কৃটয়া বিবরণোতি মৈত্রেয়ীতি। মৈত্রেয়ী ইতি সঙ্খ্যে  
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—অরে অরি মৈত্রেয়ি, অন্নাং স্থানাং বর্তমানীয়াঃ ভূমে পার্হিয়াং উক্তান্তন্ উচ্চ-  
যাতন এত্রজিহ্যানু, হস্ত—মনুকম্পারানু—অনয়া কাত্যায়ন্তা তে অস্তং বিচ্ছেদং করবাণি ইতি।  
যত্রে উত্তরমৈত্রেয়ীত্রাক্ষণে স্কৃটতরেনমাখ্যায়িকা, যথা।

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যে ভার্ষ্যে বভূবতুমৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তরোহি মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব  
জীপ্রজৈব তর্হি কাত্যায়ন্তথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোহস্তৎ স্তমুপাকরিযান্। ১। মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ  
এত্রজিহ্যানু বা অরেহমস্মাং স্থানাদস্মি হস্ত তেহনয়া কাত্যায়ন্তান্তং করবাণীতি। ২।

সা মৈত্রেয়ী পুনঃ উবাচ—হে ভগবঃ ভগবন্ যৎ যবি ইয়ং সর্ক। পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা ত্ভাং, কথং  
কিং তেন অমৃত্য ত্তান্ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ—ন ইতি। যথা উপকরণবতাং ধনাদিসাধনবতাং  
জীবিতং জীবনং ত্ভাং তে তব জীবিতং তথা। এব ত্ভাং, বিত্তেন অমৃতত্বত্ব তু আশা ন অস্তি।

সা মৈত্রেয়ী পুনঃ উবাচ—যেন অহন্ অমৃত্য ন স্তান্, অহং তেন কিং দুর্ধ্যান্। যৎ অমৃতত্বসাধনং  
ভগবান্ বেদ তৎ অমৃতত্বসাধনং মে মতং ব্রহ্ম ইতি।

স যাজ্ঞবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—বত সন্তোষে, অরে অরি নঃ অন্নাং জিহ্রা সত্যী শিরং ভাবসে।

এহি আগচ্ছ, আস্ব উপস্থি। তে তুভাং ব্যাখ্যাতানি। ব্যাচক্ষণত ব্যাখ্যানং কুর্যতঃ তু নে  
নন নিদিখ্যাস্ব রা কানি অর্থতো নিশ্চয়েন ধ্যাতুন্ ইচ্ছ ইতি।

ন বাজ্ঞবক্যঃ পুনঃ উবাচ—অরে অরি নৈত্রেয়ি, পভাঃ কামার এরোজনায় অভিলষাচার প্রি-  
দ্বায়েতি বাবৎ ন বৈ পতিঃ প্রিঃ ভবতি, তু কিন্তু আত্মনঃ কামার এরোজনায় অভিলষাচার  
প্রিঃ প্রিঃ পতিঃ প্রিঃ ভবতি। ন বা অরে জারায়ৈ কামার জার প্রিয়া; ন বা অরে পুত্রাণাং কামার  
পুত্রাঃ প্রিয়াঃ, ন বা অরে বিত্তত কামার বিত্তং প্রিয়াঃ; ন বা অরে ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণত কামার ব্রহ্ম  
প্রিয়াঃ; ন বা অরে ক্ষত্রত কামার ক্ষত্রং প্রিয়াঃ; ন বা অরে লোকানাং কামার লোকাঃ প্রিয়াঃ; ন বা  
অরে দেবানাং কামার দেবাঃ প্রিয়াঃ; ন বা অরে সৰ্বত কামার সৰ্বং প্রিয়াঃ; কিন্তু আত্মনঃ কামার  
ইতি সৰ্বত্বা বোজ্যম্। বটে “ন বা অরে দেবানাং কামার” ইত্যনন্তরং

ন বা অরে বেদানাং কামার বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামার বেদাঃ প্রিয়া ভবতি।

ইত্যবিকম্। সুতরাং “দেবান্তং পরাভুঃ” ইত্যনন্তরং “বেদান্তং পরাভুঃ” ইতি। আত্মনা পরিত্যক্তানাং  
তেষাং বেদেষু ন নিত্যমানং হেপি স্বরূপমধ্যার্ণো নিক্ষেপপ্রতিবন্ধনগণাং ততঃ ততঃ আত্মনঃ প্রিয়তমেষু  
নানন্তি। যদ্যেবং কিমত্ৰাত্মতত্ত্বসাক্ষ্যকরণায় কর্তব্যম্—অরে অরি নৈত্রেয়ি, আত্মা জট্টবাঃ  
দর্শনবিষয়মপাদয়িতব্যঃ, শ্রোতব্যঃ শ্রবণবিষয়ীকর্তব্যঃ আচার্য্যাত আগমতত্। মন্তব্যঃ মননবিষয়ী-  
কর্তব্যঃ পরিচিন্তনেন; ভূতো নিদিখ্যাসিতব্যঃ নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ মনোনিবেশবিষয়ীকর্তব্যঃ।

অত্রাত্মা পরমাত্মা জীবোবেতি বিবেক্যম্। “তচ্ছবৎ প্রেরঃ পুত্রাং প্রেরোবিত্তাৎ প্রেরোহস্তম্মাৎ  
সৰ্বমাস্তমন্তরং বদয়মাত্মা” (১০ ৩০) ইত্যত্রোপাত্ততয়া গ্রহণাত্মা পরমাত্মা। ইহ পুনঃ “আত্মা  
বা অরে জট্টবাঃ” ইত্যাদিনা তদ্বর্ণনাদিতিঃ সৰ্ববিজ্ঞানপতিজ্ঞানাদত্মাপি পরমাত্মৈব ভবিতুমহতি।  
বাসপাদেন বোগমুজ্জোক্তপুরুষবিজ্ঞানবিষয়ে “বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” ইতি ঞ্জতিব্রাহ্মতা।  
সিদ্ধান্তি ততোহয়ং জীবাস্মেতি। পরন্তু পরা প্রকৃতিজীবঃ নিখিলং জগদ্ব্যাপ্য স্থিতঃ, সুতরাং তদ্বিজ্ঞা-  
নেন সৰ্ববিজ্ঞানং ন সুদূরপরাহতম্। পংক্তলেখোপাং জীবন্ত যরূপাবস্থানপৰ্য্যাবসারী; বেদান্তসিদ্ধান্ত  
পুনত্র জীবরূপৈক্যপৰ্য্যাবসারী। অতএবাত্ পৃথিব্যাদিকমারত্যা জীবাত্মপৰ্য্যন্তং নিখিলতান্তর্ভাষিণ-  
আত্মশরীরতয়া পৰ্ব বসনানাত্মলকৈ তৎপৰ্য্যাবসারিষম্। সুতরাং পরাত্মনএবাত্ মুখাপ্রিয়ত্বং তৎস্বরূ-  
পৈক্যেন জীবাত্মন ইতি তত্বম্। পরেতন্ত পরাত্মালিজিতত্বেনৈবোৎক্রান্তিন্ তু স্বাতন্ত্র্যেণ (৬৪পৃ)।  
ঐদৃশ্যন্তরোঃ সংযোগে রজন্তমোদলবিরহিতজীবাত্মস্বরূপোপলব্ধিঃ পরমাত্মস্বরূপোপলব্ধেহেতুঃ।  
অতএবোত্তরগরএবাত্মাশ্রয়কঃ। “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ” ইত্যত্র বিজ্ঞাতা পুরুষ ইতি  
সিদ্ধান্তেহপি তন্ত বিজ্ঞাতৃত্বং পরমাত্মসাপেক্ষসিদ্ধি বেদান্তসিদ্ধান্তস্য ন কাপি হানিঃ পাতঞ্জলমু-  
তাযোগে। (১১৪ : ১১—২২)।

ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ তং জনং পরানং পরাদখ্যং পরাকুর্য্যং ভক্তুর্য্যং যঃ আত্মনঃ অন্তত্ আত্ম-  
স্বরূপমাত্মতরেকণ অনাত্মত্বেন—নায়মাত্মা কিন্তু রক্তমাংসাদিসংঘাত ইতি—ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং  
ভক্তুর্য্যং, লোকা দেবা ভূতানি তং ভক্তুর্য্যং, সৰ্বং তং ভক্তুর্য্যং যঃ আত্মনঃ অন্তত্ তৎ তান্ তানি চ  
বেদ। কথমেবং ভক্তুর্য্যং? যৎ যন্তাৎ অয়ম্ আত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ  
ইমানি ভূতানি ইদং সৰ্বম্। আত্মশব্দস্য পরমাত্মপৰ্য্যাবসানে—পরমাত্মা আত্মনঃ আত্মা।

সৰ্বজ্ঞাত্মগ্রহণোপায়ং দর্শয়তি—স আত্মা তথা পৃথীতঃ স্যাৎ যথা শব্দঃ পৃথীতো ভবতি। ন হি  
চক্ষুঃশ্রোত্রাদিনিরপেক্ষান্ বাহ্যান্ শব্দান্ কোহপি গ্রহীতুং শক্নোতি, তদুচ্ছৃষিতান্ শব্দানেন ভক্তন্তোপেন  
শব্দেষু গ্রহীতুং সমর্থো ভবতি। আত্মাপি তথা পতিজ্ঞানাদিযোগেনৈব শব্দতিব্যনন্তি, ততঃ তত্

চান্ধেন স পৃথীতো ভবতি । এতদ্ব্যপ্রকাশকৃষ্টাভাঃ বধা হস্তমানস্য হুল্লুভেঃ বাহান্ তদন-  
পেকান্ শবান্ ন গ্রহণায় ন গ্রহীতুং শক্যং, কিন্তু হুল্লুভেঃ গ্রহণেন তত্ত্বোপেন হুল্লুভাশীতস্য  
হুল্লুভিতাড়নস্য শবঃ পৃথীতঃ ভবতি, তথা স আত্মা ।

এবং শব্দস্য ধ্বনিসাম্যস্য, বীণায়ৈ বাস্তমানায়ৈ ইত্যুভয়ং ব্যাখ্যাতম্ ।

স আত্মা তথা স্বপাদেবস্তাবয়িতা বধায়িঃ ধ্বনান্ । এতদেব কথরতি—বধা অভ্যাহিতাৎ  
আর্দ্রেদ্বাপ্তেঃ আর্দ্রেদ্বেনেন ইচ্ছাৎ অগ্নেঃ পৃথগ্ভূত্বা ধ্বাঃ বিনিষ্করতি, এবং বা, অগ্নি অগ্নি মৈত্রেরি,  
অস্য প্রকৃতস্য সহতঃ অনবচ্ছিন্নস্য ভূতস্য পরমার্থস্য চিৎস্তনঃ পরমাত্মনঃ নিবসিতং বিনা এবদ্বোক্তং  
১৭ এতৎ—সামান্তে নপুংসকৈকবচনম্—স্বধেনঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বস্মৃতিসঃ আথর্বগঃ,  
ইতিহাসঃ, পুরাণং, বিদ্যা দেববিদ্যাদিরঃ ( ৩। ১৭ ), উপনিষদঃ, শ্লোকাঃ, সূত্রাণি, অনুব্যাখ্যানানি  
ব্যাখ্যানানি । এতানি সর্বাণি এতস্য এব পরমাত্মনঃ নিবসিতানি । যথে “ব্যাখ্যানান্তানি” ইতা-  
ন্যানন্তরম্,

ইষ্টং হৃতগণিতং পারিতময়কং লোকঃ পরম লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্তস্যৈব  
ইত্যমিকম্ ।

স আত্মা তথা একায়নং বধা সর্কাসাম্ অপাং সমুদ্রঃ একায়নম্ । এবং সর্কেবাং স্পর্শানাং স্বক্  
একায়নম্, এবং সর্কেবাং রসানাং তিহা একায়নম্, এবং সর্কেবাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নম্, এবং  
সর্কেবাং রূপাণাং চকুঃ একায়নম্, এবং সর্কেবাং শব্দানাং শ্রোত্রম্ একায়নম্, এবং সর্কেবাং সঙ্কল্পানাং  
মনঃ একায়নম্, এবং সর্কাসাং বিদ্যানাং হৃদয়ম্ একায়নম্, এবং সর্কেবাং কর্ণাং হস্তৌ একায়নম্,  
এবং সর্কেবাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ একায়নম্, এবং সর্কেবাং বিসর্গাণাং পাকুঃ একায়নম্, এবং  
সর্কেবাম্ অধ্বনাং পাদৌ একায়নম্, এবং সর্কেবাং বেদানাং বাক্ একায়নম্ ।

স আত্মা তথা বধা সৈন্ধবখিলাঃ সৈন্ধব এব খিলাঃ—খিলএব খিলাঃ অপ্রহতঃ অনাকৃষ্টভূমিঃ,  
তৎসাদৃশ্যং অচূর্ণীকৃতসৈন্ধবঞ্চঃ—উদকে জলে প্রাপ্তঃ নিকৃষ্টঃ উদকম্ এব অম্ বিলীয়তে, ন পুনঃ  
অস্য সৈন্ধবখিলস্য উদ্গৃহণায়—ইব অনর্থকঃ—উদ্ধরণায় সাৎ সমর্থঃ । তু কিন্তু বতঃ বতঃ উদকম্  
আদদীত স্বাদরেৎ লবণম্ এব । এবং বা অগ্নি অগ্নি মৈত্রেরি, ইদম্ অনন্তম্, অপারম্, মহৎ ভূতং  
চিৎস্ত বিজ্ঞানঘন এব—নিষ্কোপাধিতং সৈন্ধবং লবণং বধা তথা—এতত্ত্বাঃ ভূতত্ত্বাঃ সমুদ্রাঃ—  
বিজ্ঞানঘনভেদে গোচরীভূতঃ—উদকে নিকৃষ্টঃ সৈন্ধবঃ বধা তথা—তানি ভূতানি এব অম্ বিনশতি—  
গণ অধর্শনে—অদৃশ্যো ভবতি—সুদৃশ্যো বধেতি ভাবঃ ; প্রেতা ন সংজ্ঞা—দেবদত্তঃ বজ্রদত্তঃ পতিঃ  
জায়েত্যাদি—নিশেবনাম্ অস্তি ইতি অগ্নি অগ্নি মৈত্রেরি, ব্রহ্মি ইতি পুনঃ বাজবন্ধঃ উবাচ । কো  
বা পুনঃ প্রজ্ঞানঘনঃ ? বিবরজ্ঞানানুগতো বিবরী যথে পুনরিতং বিল্যপ্রোক্তিঃ,—

স বধা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাঃ কুন্ডো রসঘন এতবৎ বা অগ্নেহরমাত্মাহনন্তরোহবাঃ কুন্ডঃ  
প্রজ্ঞানঘন এতত্তত্ত্বো ভূতত্ত্বাঃ সমুদ্রাঃ তাত্ত্বো বা বিনশতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাতীত্যে ব্রহ্মবীতি  
হোবাচ বাজবন্ধাঃ ।

সা পুনঃ মৈত্রেরী উবাচ, ন প্রেত্য সংজ্ঞাতীতি অত্র এব ভগবান্ মা নাম্, অনুসহং মোহাচ্ছাৎ  
কৃতবান্ । যথে পুনঃ.

সা হোবাচ মৈত্রেরীভৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিতং ন বা অহমিহং বিজ্ঞানামীতি ।

স বাজবন্ধাঃ পুন উবাচ—ন বা অগ্নি অহং মোহং মোহনং কাকং ব্রহ্মি, অগ্নি অগ্নি মৈত্রেরি, ইদং  
বচনং বৈ বিজ্ঞানায় সাংকল্পজ্ঞানায় অসং পর্যাগম্ । ভূতানাং প্রজ্ঞানঘনস্য চ তিরোধানেন শুদ্ধ-

চৈতন্য শুদ্ধাচৈতন্য পরা চাপরা চ প্রকৃতিরিত্তি পৌরাণিকাসামবশিষ্যতে, অভএকং হি মাছুকো পরস্য ততো ভেদপ্রদর্শনার প্রজ্ঞানবদানন্তরং 'ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্' (৩।৫ [৬৩পূ]) ইত্যুক্তিঃ। প্রজ্ঞানিজিতঃ প্রজ্ঞানিত্যমবিত্ততয়া হিতোহপি ভূতসংসর্গাৎ ভগংশ ইব প্রতিষ্ঠাতীতি শাখান্তরে তস্মিন্নংগো দাসঃ কিতব ইত্যাদি ব্যাপদেশঃ (২।৩।৪৩)। দেবদত্তাদিসংজ্ঞাপি তস্মিন্নেব। অতএব 'দৈবেন চকুবা মনসা...পশ্চন্' ইত্যাদি দৃশ্যতে। দৈবেন ভূতসংঘটিতেন (১১।২৪)। ন সংজ্ঞাতীতি বচনেন বিনাশিত্বমুচ্ছেদাধীনত্বং ন তেনাভিপ্রোক্তং বৎ তবিস্পষ্টমুক্তং বটে—

স হোবাচ ন বা অরেৎহং যোহং ত্রবীম্যাবিনাশো বা অরেহমাত্মাহুচ্ছিত্তিধর্মী ।

সংজ্ঞাহীনত্বেহপাত্যনঃ সাক্ষাৎজ্ঞানার কথং তৎ পর্যাগুং তদদর্শয়তি—যত্র হি বৈতঃ বিতস্তম্ ইব ভবতি—ইবশব্দোহত্র 'সর্ব পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে পৃথিবী পৃথিবীমাত্ৰা চ' 'বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ স পরেহকরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে (৩।৫)' 'বৈততর পশ্চত্তি পশ্চন্ বৈ তর পশ্চতি' ইত্যাহ্বাত্বাৎ—অবিতাগদ্যোক্তকঃ—তৎ তত্র ইতরঃ একঃ ইতরম্ অন্তঃ পশ্চতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং জিত্বতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরঃ শৃণোতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরম্ অভিবদতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং মনুতে মননবিষয়ং কয়োতি, তৎ তত্র ইতরঃ ইতরং বিজ্ঞানতি। যত্র পুনঃ অস্যা ব্রহ্মবিদঃ সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ—প্রপঞ্চ্য ব্রহ্মধরুণে বিলয়েন সচ্চিদানন্দমাত্মত্বেন পর্যবসান্যং তচ্ছক্তিতয়া। তদভিন্নত্বেন চ দর্শনাৎ—তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং জিত্বৎ, তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং পশ্চৎ, তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং শৃণৎ, তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং অভিবদৎ, তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং মনুতে, তৎ তত্র কেন আত্ম্যতিরিক্তেন কম্, আত্ম্যতিরিক্তং বিজ্ঞানীয়ৎ যেন আত্মনা অন্তর্ধামিণা টদং সর্বং বেদ তম্, আত্মানম্, অন্তর্ধামিণং কেন প্রকাশান্তরেণ বিজ্ঞানীয়ৎ। বিজ্ঞাতারং—যন সর্বং বিজ্ঞানতি স শরং সর্ববিজ্ঞানময়ঃ, অন্তর্ধা জীবো তত্তজ্জ্ঞানোৎপাদনং ন জাতু সম্ভবতি; 'অহমাত্মা ব্রহ্ম সর্বাভূতঃ' (৩।২১) ইত্যোবা শ্রুতিস্তদেব প্রতিপাদয়তি—কেন প্রকাশান্তরেণ বিজ্ঞানীয়ৎ। বিজ্ঞাতারমিতি চেৎ পাতঞ্জলভাষ্যানুরোধাৎ পুরুষত্বেন গৃহ্যেত তবিজ্ঞানোৎপাদকস্য পরমাত্মনন্তে নৈবাত্র গ্রহণং সাৎ। বটে উত্তরনৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়ৎ' ইত্যাস্যাত্রে

স এব নেতি নেত্যাত্মাহুচ্ছো ন হি গৃহ্যেতেশীর্ষ্যো ন হি শীর্ষ্যতেহস্মো ন হি স্বর্যতেহসিতো ন হি বাথতে ন রিষাতি

ইত্যধিকম্। বাধ্যাত্মকৈতৎ পূর্বম্ (৩।২৩)। উপসংহারে পুনঃ

ইত্যাত্মানুশাসানি মৈত্রেয়্যোতাবদরে ধ্বমুতভূমিতি হোক্তা। বাজবল্ক্যো বিজ্ঞহার ।

বিজ্ঞহার এবব্রাহ্ম ।

তৃতীয়ে জনকবাজবল্ক্যসংবাদে (৬১পূ) যত্তত্ত্বমুক্তং তস্যাত্ম নিরোগৌহস্ত ব্রাহ্মণস্য গুঢ়ার্থমুদঘা-টরতি। তত্র পশ্চন্ জিত্বন্ রসয়ন্ বদন্ গৃহ্ণন্ মদানঃ স্পৃশন্ বিজ্ঞানন্—ন পশ্চতি ন জিত্বতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণোতি ন মনুতে ন স্পৃশতি ন বিজ্ঞানতি ইতি যচ্ছতং, তত্র কারণং পরমাত্মা-লিস্বনেন তেনৈকীভূয় তৎ বিনাহস্তং কিকন ন দর্শনাদিবিষয়ং কয়োতি ব্রহ্মবিৎ; যচ্চ দর্শনাদিবিষয়ং কয়োতি তৎ 'তজ্জ্ঞানতি' (২৬।৭০পূ) ইতি শ্রোতন্তায়েন পরমাত্মকির্যতে, ন। 'এব ম আত্মা (৬৪) ইতি চ বচনেনাত্মানমপি পরমাত্মাত্ত্বতয়া গৃহ্ণন্ তেনাবিত্তকঃ 'দেব ইব রাজোবাহনেনবেদত্ব সর্বো-হস্মীতি সম্বতে সঃ।' অহমত্র পরমাত্মালিজিতো জীবঃ সর্বশ্চিদদর্শনাদিবিষয়ে 'অহমাত্মানবিদং সর্বং

করোনি" ইতি পরাত্যুভাবতাবিত্যাহ। "এযোহস্য পরম আনন্দঃ" ইত্যানন্দাকৌ সঙ্গত্যাং "প্রাজ্ঞো-  
নাম্মনা সম্প্রিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইত্যোবাযহ। ব্রহ্ম বহু্যপতিষ্ঠতে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি বুদ্ধো নন্তত তত্ত্ববিৎ।

পশুন্ শৃণুন্ স্পৃশন্ জিহ্ময়ন্তন্ গচ্ছন্ সপন্ বসন্॥

প্রলপন্ বিস্মজন্ পূরুহ্মগ্নিবন্ নিমিষয়গি।

ইজ্জিমাণাঞ্জিহারার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ (গী, ৫।৮।৯)

ইতি বহুত্বং কর্মসম্মাসাযোগমাত্রিত্য ভদেবাজ্ঞোক্তং পরমাশ্চাযোগমবলম্ব্য।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী সংবাদে বিশেষ পরিস্ফুট করিয়া আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের এক জনের নাম মৈত্রেয়ী ও অপরের নাম কাত্যায়নী। তন্মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজর্ষি যাজ্ঞ-  
বল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্বক বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণে উদ্যত হইয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন,—হে মৈত্রেয়ি, আমি তোমার ও কাত্যায়নীর মধ্যে আমার বাবতীয় ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছি।

তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, না। ধনবান্দিগের জীবন যেরূপ, ধন দ্বারা তোমার জীবন তদ্রূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।

মৈত্রেয়ী পুনরায় বলিলেন, যদ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব? ভগবন্ আপনি অমৃতত্ব লাভের যে উপায় জানেন, আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তাহাই বলিতে আজ্ঞা হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই জন্য তুমি প্রিয় বাক্য সকল বলিতেছ। তিনি আরও বলিলেন, এস মৈত্রেয়ি, আমার নিকটে উপবেশন কর। আমি তোমাকে অমৃতত্ব লাভের উপায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। আমি যাহা প্রকাশ করিয়া বলি, তাহার প্রকৃত অর্থ মনোযোগ সহকারে শ্রীয়া অন্তরে ধারণ করিতে যত্নবতী হও।

যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি, পতির জন্ম পতিকে প্রিয় জানে কামনা করিলে পতি প্রিয় হয়েন না। কিন্তু পরমাত্মার জন্য,

অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রিয় জ্ঞানে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য পতি প্রিয় হয়েন। জায়ার জন্য জায়াকে কামনা করিলে জায়া (স্ত্রী) প্রিয়া হয়েন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য জায়া কামনা করিলে জায়া প্রিয় হয়েন। পুত্রের জন্য পুত্র কামনা করিলে পুত্রগণ প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য পুত্র কামনা করিলেই পুত্রগণ প্রিয় হইয়া থাকে। বিত্তের জন্য বিত্ত কামনা করিলে বিত্ত প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য বিত্ত কামনা করিলেই বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের জন্য ব্রাহ্মণ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়েন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ব্রাহ্মণ কামনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়েন। ক্ষত্রিয়ের জন্য ক্ষত্রিয় কামনা করিলে ক্ষত্রিয় প্রিয় হন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ক্ষত্রিয় কামনা করিলে ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়েন। ত্রিলোকের জন্ত ত্রিলোক কামনা করিলে ত্রিলোক প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্ত ত্রিলোক কামনা করিলে ত্রিলোক প্রিয় হয়। দেবতার জন্য দেবতা কামনা করিলে দেবতা প্রিয় হন না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য দেবতা কামনা করিলে দেবতা প্রিয় হয়েন। ভুতসকলের জন্য ভুত কামনা করিলে ভুতসকল প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য ভুত কামনা করিলে ভুতসকল প্রিয় হয়। এইরূপ অপর যে কোন বস্তুই হউক না কেন, সেই সকলের জন্য তাহাদের কামনা করিলে, সেই সকল প্রিয় হয় না, কিন্তু পরমাত্মার জন্য যাঁহা কিছু কামনা করা যায় তাহাই প্রিয় হয়। হে গৈত্র্যেয়ি, এই পরমাত্মাই দর্শনীয়, শ্রবণীয়, চিন্তনীয়, অন্তরে ধ্যাননীয়; কেন না এই পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে মনন করিয়া জীব তাঁহাকে অবগত হইলে, জীবের যাঁহা কিছু জানিবার বিষয় আছে তৎসমুদয়ই জানা যায়।

সেই ব্রাহ্মণ পরিত্যজ্য, যে ব্রাহ্মণ আত্মা ভিন্ন অপর কিছু—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ ব্যতিরিক্ত—অনাত্মা—আত্মা নয় সুধু রক্তমাংস মাত্র। সেই ক্ষত্রিয় পরিত্যজ্য যে আত্মা ভিন্ন অপর কিছু। সেই লোক পরিত্যজ্য যে লোক আত্মা নয়। সেই দেবতা পরিত্যজ্য যে দেবতা আত্মা নহে। সেই ভুতসকল পরিত্যজ্য যাঁহা পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছু। সে সকলই পরিত্যজ্য যাঁহা যাঁহা পরমাত্মা নহে। এই পরমাত্মাই ব্রাহ্মণ, এই



পরমাত্মাই ক্ষত্রিয়, এই পরমাত্মাই ত্রিলোক, এই পরমাত্মাই দেবগণ, এই পরমাত্মাই ভুতগণ, এই পরমাত্মাই সমুদয় বাহ্য কিছু আছে ।

সকল বস্তুর মধ্যে আত্মাকে কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন । যেমন বাহ্য প্রকৃতিগণ্য শব্দ গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ সেই পরমাত্মাকে গ্রহণ করিবে । যথা—দুন্দুভি ধ্বনি হইলে দুন্দুভিধ্বনি ছাড়া কোনও বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা হয় না । আহত দুন্দুভির শব্দই গ্রহণ করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ দুন্দুভি বাতাসস্বয়ংযোগে বাত হইতেছে ইহাই প্রতীতি জন্মে । সেইরূপ পরমাত্মা পতি পত্নী যোগে আপনাই স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছেন, পতি ও পত্নী মধ্যে পরমাত্মাই গ্রহণীয় । কেন না দুন্দুভিধ্বনি হইলে আর কোন শব্দ না বুঝিয়া আহত দুন্দুভিধ্বনিই সকলে বুঝিয়া থাকে ।

সেই আত্মা যথা—শব্দধ্বনি হইলে বাদিত শব্দশব্দ ব্যতিরেকে বাহিরের অপর কোনও শব্দ গৃহীত হয় না ।

সেইরূপ যেমন বীণা বাদিত হইলে, বীণার শব্দ ব্যতিরেকে বাহিরের আর কোনও শব্দ বীণাশব্দ বলিয়া গ্রহণ করা হয় না তদ্রূপ ।

কোনও আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নিগংযোগ করিলে যেমন তাহা হইতে ধূমা বাহির হইয়া ইত্যন্তঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ হে গৈত্র্যয়ি ! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সাগবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিবধ দেববিদ্যা, উপনিষৎ, জ্যোতিষ, সূত্রসকল, ব্যাখ্যান সকল ও অনুব্যাখ্যান সকল এই নিত্য পরমাত্মার নিঃশ্বাস হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ।

হে গৈত্র্যয়ি ! এই পরমাত্মাকেই সকলের একমাত্র আশ্রয় বা আধার জানিবে । যেমন সমুদ্র সমুদয় জলের একমাত্র আধার ; যেমন জল বাবতীয় স্পর্শজ্ঞানলাভের একমাত্র আধার ; যেমন জিহ্বা সমুদয় রস আনন্দের একমাত্র আধার ; যেমন নাসিকা সর্কপ্রকার জ্ঞান গ্রহণের একমাত্র আধার ; যেমন চক্ষু সর্কবিধ রূপদর্শনের একমাত্র আধার ; যেমন কর্ণ সর্কপ্রকার শব্দ গ্রহণের একমাত্র আধার ; যেমন মন সর্কপ্রকার সংকল্পের একমাত্র আধার ; যেমন হৃদয় সর্কবিধ বিদ্যার ( জ্ঞানের ) একমাত্র আধার ; যেমন উপস্থ সর্কানন্দের আধার ; যেমন হস্ত সকল কর্মের আধার ; যেমন পায়ু ( গুহ্যদেশ ) মলনির্গমনের এক-

মাত্র আধার; যেমন পানদ্বয় সৰ্ব্বপথে বিচরণের একমাত্র আধার; আর যেমন সৰ্ব্বপ্রকার জ্ঞানপ্রকাশের বাহুই একমাত্র আধার, তদ্রূপ ।

যেমন অচূর্ণীকৃত কঠিন লবণখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে এবং উহা জলের সহিত মিলিত বা জলে লীন হইয়া গেলে, আর স্বতন্ত্র লবণখণ্ড গ্রহণ করা যায় না, অথচ সেই জলের যে কোন অংশ হইতে জল তুলিয়া আশ্বাদন করিলে জল লবণাক্ত অনুভূত হয়, অর্থাৎ লবণের জ্ঞান অন্যায় উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ এই মহা সত্য অনন্ত অপার চৈতন্যময় পরমাত্মাকে নামরূপ গ্রাপ্ত তাবৎ সৃষ্টির মধ্যে অনুভব করা যায় । সেই বিজ্ঞানধন পরমাত্মা এই ভূতসকলের মধ্য হইতে গোচরীভূত হইয়াও জলে বিলীন লবণের ন্যায় অদৃশ্য আছেন । আর হে মৈত্রেয়ী ! পরলোকে নামরূপ উপাধি—অর্থাৎ দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, পতি, জায়া ইত্যাদি সংজ্ঞা থাকে না ।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্, পরলোকে যে ( আত্মা দেহমুক্ত হইলে ) নামরূপধারী সংজ্ঞা থাকে না বলিতেছেন, ইহাতে আমি মোহাচ্ছন্ন হইতেছি অর্থাৎ আমি এ কথায় কোনও তাৎপৰ্য্য বুঝিতেছি না । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ী ! এ কথা মোহ উৎপাদনের জন্য নহে । কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভের জন্য এ বাক্য যথেষ্ট বটে ।

যেহেতু জ্ঞানময় বিজ্ঞাতা জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষে সংপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দ্বৈতভাবাপন্নবশতঃ দ্বিতীয় ব্যক্তির ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে । যথা এই দ্বৈতভাবাপন্ন পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে দর্শন করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে আত্মাণ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে শ্রবণ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে আশ্বাদন করে ও তাঁহার সহিত আলাপ করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে মনোমধ্যে চিন্তা করে; এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষকে জানে । হে মৈত্রেয়ী ! যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জীবাত্মা পুরুষ ও পরমাত্মা পুরুষ এক ব্যক্তি হইবে তাহা হইলে কে কাহাকে আত্মাণ করে, কে কাহাকে দর্শন করে, কে কাহাকে শ্রবণ করে, কে কাহার সহিত আলাপ করে, কে কাহাকে মনের দ্বারা

চিন্তা করে, আর কে কাহাকে জানে ? সেই সৰ্ববিজ্ঞাতা, সৰ্বান্তৰ্য্যায়ি পরম পুরুষকে কি দিয়া জানিবে ? যে জ্ঞানময় জীবাত্মা পুরুষ জানিবার অধিকারী সে না থাকিলে (সে মরিয়া গেলে) আর কাহার এবং কোথায় জানিবার অধিকার থাকে ?

ভাব—এখানে যে মূলে আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা কি জীবাত্মা তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। “এই আত্মাকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিবে”, “এই আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অশ্রাশ্র সকল বস্তু হইতে প্রিয়” ইত্যাদি ঋতিবাক্যানুসারে উপাশ্রুত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং আত্মা শব্দে এখানে পরমাত্মাকেই জানিতে হইবে। আর “হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দর্শনীয়” ইত্যাদি বাক্যানুসারে দর্শন দ্বারা বাবতীয় দর্শনীয় বস্তুর জ্ঞানলাভপূর্বক আত্মাকে দর্শন করিবে, এই কথা বলাতে সৰ্বব্যাপী পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। পূজ্যপাদ ব্যাসোক্ত যোগশ্রুত্রে পুরুষ বিজ্ঞান বিষয়ে যে ঋতিবাক্যের উদাহরণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা এই—“সেই সৰ্ববিজ্ঞাতা পুরুষকে কি উপায়ে জানিবে ?” সুতরাং জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে। জীবাত্মা না থাকিলে কে জানিবে, কে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে ? জীবাত্মা পরমাত্মার প্রকৃতি। এই জীবপ্রকৃতি জগতের সর্বত্রই আছে, সুতরাং ইহাকে জানিয় সমুদয় জানা কঠিন ব্যাপার কিছুই নহে।

পতঞ্জলোক্ত যোগ জীবাত্মার স্বরূপ অবস্থানে পর্য্যবসিত। যথা, পাতঞ্জলদর্শনে—  
সমাধিপাদে আছে :—

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিপমৌল্যপ্তরায় ভাবশ্চ ।

যে তাবৎ অন্তরায়ঃ ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্বর এপিধানানন্তবন্তি, স্বরূপ দর্শনমপ্যন্ত ভবতি ।  
বর্গবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলোহুপসর্গঃ, তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী, যঃ পুরুষ এব  
অধিগচ্ছতি ।

ঈশ্বর মন স্থির হইলে আর কোনও অন্তরায় থাকে না, এবং তখন জীবের পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। সেই সময়ের জন্ত জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মা পুরুষের জ্ঞায় শুদ্ধতা, প্রসন্নতা, বিকারহীনতা প্রাপ্ত হইয়া তদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকে।

যোগভঙ্গ হইলে যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাই এতৎসম্বন্ধে পরিহার্য্য প্রমাণ। যোগাবস্থাতে জীব অনুভব করে, পরমাত্মা তাহার অস্তিত্ব, চৈতন্য, প্রীতি, আনন্দ সকলই। এই জন্তই পতঞ্জলোক্ত যোগ জীবাত্মার স্বরূপে পর্য্যবসিত বলা হইয়াছে। আর বেদান্তসিদ্ধ যোগ জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপে ঐক্যে পর্য্যবসিত। অর্থাৎ এই যোগের অবস্থায় পরমাত্মার স্বরূপাবিভাবে জীবাত্মা পরমাত্মাকেই মাত্র লক্ষ্য করিয়া থাকে—তখন কেবল এক আত্মাই সার সত্য জ্ঞানমনস্ত আনন্দ অমৃত দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। এখানে আরও একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা পতঞ্জলের ও বেদান্তের যোগ পরিস্ফুট

করিতে বহু করিতেছি। যেমন আকাশই চন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, তাহার নিজের কোন আলো নাই; চন্দ্র স্বৰ্ঘ্যালোকে আলোকিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই পতঞ্জলের ভাব। আবার স্বৰ্ঘ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, স্বৰ্ঘ্য ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। অস্তিত্ব থাকে সত্ত্বেও গ্রহ নক্ষত্রগণ স্বৰ্ঘ্যালোকে পরিদৃশ্যমান হয় না। বেদান্ত তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

এখানে পৃথিব্যাदि স্থূল পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবাশ্মা পর্য্যন্ত সমুদায়ই পরমাশ্মার আশ্রয়শরীর বা প্রকৃতি। সুতরাং আশ্মা শব্দের পর্য্যবসান বলাতে তৎসমুদয়েরই পর্য্যবসান সূচিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাশ্মাই এখানে মুখ্য শ্রিয় বস্তু, তাহার সহিত স্বরূপেক্যে জীবাশ্মা তত্ত্বাবাপন, ইহা বলা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির আশ্মা পরমাশ্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরলোকে গমন করে, স্বতন্ত্র হইয়া যায় না। দ্রষ্টা আর দৃষ্টের সংযোগে রজঃ ও তমোজনিত মলিনতা বিরহিত হওয়াতে পরমাশ্মার স্বরূপ উপলব্ধিতেই জীবাশ্মার নিজের স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব আশ্মা শব্দে জীবাশ্মা পরমাশ্মা উভয়ই। “বিজ্ঞাতা ব্যতিরেকে কি উপায়ে জানিবে” এই বিজ্ঞাতা পুরুষই আশ্মা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে, পাতঞ্জলহৃত ভাষ্যানুসারে, জীবাশ্মা পুরুষের বিজ্ঞাতৃত্ব যে পরমাশ্মাসাপেক্ষ সেই বেদান্তসিদ্ধান্তেরও কোন দোষ ঘটতেছে না।

এস্থলে দেখিতে হইবে যে, রাজর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে পরমাত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। পরমাশ্মা ভিন্ন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, ত্রিলোক, দেবতা, ভূতসকল এবং আর আর সকলই পরমাশ্মার বর্তমানতাসাপেক্ষ, সুতরাং পরমাশ্মাকে ছাড়িয়া তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে পরমাশ্মার স্বরূপ গ্রহণের আর কি উপায় হইতে পারে? সুতরাং এই সমুদয়ই আশ্মা বলাতে কোনও দোষ ঘটতেছে না। কেন না তদ্বারা আশ্মার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পরমাশ্মা নির্বিকার, নিরবলম্ব। সৃষ্ট বস্তু পরমাশ্মা যোগেই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে পরমাশ্মাকে লক্ষ্য করে না, সে কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে?

পরমাশ্মাযোগে প্রত্যেক বস্তুই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকের মধ্যে পরমাশ্মাকেই লক্ষ্য করিলে, ভিন্ন ভিন্ন বাগ্যবল্লভে নিনাদিত বিভিন্ন শব্দের দ্বারা পরমাশ্মারই বিভিন্ন অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি মোহ উৎপাদনের জন্ত একথা বলি নাই, তোমার বর্ণাঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞান বাহাতে লাভ হয় তজ্জন্তই বলিয়াছি। ভূতগণের প্রজ্ঞানবন অর্থাৎ বুদ্ধির তিরোহিত হইলে, শুদ্ধ চৈতন্য নষ্ট হয় না। শুদ্ধচৈতন্য প্রকৃতি দ্বিবিধ—বধা, পরা ও অপরা। এজন্ত মাণ্ডুক্যে পরা প্রকৃতির প্রভেদ প্রদর্শনার্থ বলা হইয়াছে;—প্রজ্ঞানবন তিরোধানে প্রজ্ঞার তিরোধান হয় না। ভূতসকল প্রজ্ঞালিঙ্গিত। প্রজ্ঞা ভূতসঙ্গে অবিক্লিষ্ট ভাবে স্থিতি করিলেও ভূতসংসর্গে তাহার অংশের মত প্রকাশ পায়। তাহা-

তেই দেবদত্তাদি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। “দৈবচক্ষে দর্শন করে” ইত্যাদি বাক্যেরও সেই অর্থ প্রয়োগ দেখা যায়। বাজবল্য, ‘সংজ্ঞা থাকে না’ বলিলেন; তাঁহার এ বাক্যের অভিপ্রায় ইহা নয় যে, আত্মা (জীব) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না তৎপরেই (যষ্ঠে) বলিয়াছেন, “অরেহরমাস্মাহুচ্ছিত্তি ধর্মা” অর্থাৎ এই আত্মা (জীব) অবিনাশী ধর্ম (গুণ) বিশিষ্ট।

সংজ্ঞা (দেবদত্ত, বাজবল্য ইত্যাদি) না থাকিলেও পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেহেতু এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই স্বৈরাচার্য্যতাব দর্শন করেন না, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি কেবল পরমাত্মাই দর্শন করেন। তাহার কারণ এই;—যোগের অবস্থায় জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হওয়াতে কেবল সচ্চিদানন্দ মাত্র থাকেন—অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব বিলোপ না হইয়া সচ্চিদানন্দের শক্তি সহ অভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাতা পুরুষ বলাতে পরমাত্মা জীবাত্মা উভয়কেই বুঝাইতে পারে। কেন না সেই পূর্ণজ্ঞান পরমাত্মা সর্বস্ব; তাঁহার সহিত অবিস্থিৎ যোগে জীবাত্মাও জ্ঞানবান্, জ্ঞানময় হইয়া থাকে, অগ্ৰা জীব জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবে না। ‘আর পাতঞ্জল ভাষ্যানুসারে বিজ্ঞাতা পুরুষকে জীবাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে তখনও ইহাই বুঝিতে হয় যে, পরমাত্মা পুরুষের গুণেই তাহার (জীবাত্মা পুরুষের) বিজ্ঞাতৃত্ব জন্মিয়াছে। “বিজ্ঞাতা না থাকিলে কে জানে” একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আরোহবল্লীতে জনক বাজবল্যসংবাদে এ বিষয় বলা হইয়াছে যে, এই জীবাত্মা পুরুষ পরমাত্মাযোগেই দর্শন করে, আভ্রাণ করে ইত্যাদি। ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি পরমাত্মা দ্বারা আনন্দিত থাকিতে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কোন কিছু তাঁহার দর্শনাদির বিষয়ীভূত করেন না। এ বিষয় ভগবদ্গীতায় (২৭৯পৃঃ) ৪ পেরাধ্যায়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য। সেখানে “তজ্জলানিতি অর্থাৎ এই সমুদয় বাহ্য কিছু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তদযোগে অবস্থিত আছে এবং তদযোগেই পরিবর্তিত হই-তেছে” ইত্যাদি।

৫। অথ হৈনং জরংকারব আর্তিভাগঃ প্রপ্রচ্ছ বাজবল্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কতর্গতগ্রাহা ইতি অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রাহা ইতি যে তেহষ্টৌ গ্রহাঃ কতমে তে।

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোহপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোহপানেন হি গন্ধং জিজ্ঞাত্তি।

বাতৈ গ্রহঃ স নাস্মাকিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি।

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বর্যাহি রসান্  
বিজানাতি ।

চক্ষুর্বে গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুর্যাহি রূপাণি  
পশ্যতি ।

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি  
শব্দাঙ্গৃণোতি ।

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনস্যা হি কামান্  
কাময়তে ।

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কৰ্ম্মেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কৰ্ম্ম  
করোতি ।

ত্বষ্টে গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতত্বষ্টাহি স্পর্শান্ বেদয়ত  
ইতোতেহন্দ্রৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রাহাঃ । র, ৫।২।১—২ ।

অতিভাগাদিভাগ উপতিষ্ঠতে সূত্রায় বিভাগো নোপেক্ষ্যায় ইত্যজিহ্বায়াং তদ্বিবরণাক্য বাবহিঃ-  
ক্বেশপি কথং যজ্ঞো ভবতি তৎ প্রদর্শ্যতে অথেনি । অথ পুনঃ এনং জনকসভাপত্যং বাজ্ঞবক্যং  
জারংকারবঃ জরংকারগোত্রঃ আর্জিতাগঃ কতভাগভাগভ্যাং পঞ্চাচ্ছ পৃষ্টবান্ । হে বাজ্ঞবক্য ইতি  
সম্বোধ্য স উবাচ—কতি গ্রহাঃ কতি অতিগ্রাহাঃ ইতি । বাজ্ঞবক্য উবাচ—অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ  
অতিগ্রাহাঃ ইতি । আর্জিতাগ উবাচ—যে তে অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রাহাঃ কতমে তে ইতি ।

বাজ্ঞবক্য উবাচ—প্রাণঃ স্রাণঃ বৈ গ্রহঃ—গৃহীতি পক্ষাদীনিতি গ্রহঃ । স গ্রহঃ অপানেন নাসা-  
বিবরং বিশতা বাসেন অতিগ্রাহেণ—অতিক্রম্য গ্রাহয়ত্যাচ্ছানন্ অতিগ্রাহঃ তেন ; কিমতিক্রম্য ?  
নিষয়েল্লিরোরন্তরা ব্যবধানন্—গৃহীতঃ আরজীকৃতঃ । কথং জারতে হেনারজীকৃত ইতি ?—হি  
বস্মাৎ স প্রাণঃ স্রাণঃ পক্ষান্ জিহ্বতি । স্রাণেল্লিরক পুষ্পাদিনিষ্ঠঃ পক্ষত উভৌ ব্যবহিতৌ—তিষ্ঠতঃ,  
বাহুন পক্ষবাহিনা স্রাণেল্লিরারজীকরণেন তিরোধানিতং তব্যাবধানন্ ।

বাকু বাগিল্লিরং বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ নাম্না অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জারতে তেনারজীকৃত ইতি ?  
তি বস্মাৎ বাচা নামানি অভিবদতি বস্তুনিষ্ঠং হি নাম, তস্মাৎবাগিল্লিরায় তত্ত ব্যবধানন্ । ব্যবহারত-  
ত্তমান বাগিল্লিরং আরজীকরোতি, সূত্রায় ততস্তত্ত্বাতিবাঙ্কিঃ ।

জিহ্বা রসেনল্লিরং বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ রসেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জারতে তেনারজীকৃত  
ইতি ? হি বস্মাৎ জিহ্বর্যাহি রসান্ বিজানাতি । অত্র বস্তুনিষ্ঠরসঃ রসরূপরা লালরা বিজ্ঞাবিতঃ রসনাং  
সংস্পৃক্তাচ্ছানং গ্রাহয়তি ।

চক্ষুঃ বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ রূপেণ অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জারতে তেনারজীকৃত ইতি ? হি  
বস্মাৎ চক্ষুর্যাহি রূপাণি পশ্যতি । রূপং হি লোহিতকৃকাদিবর্ণধটিতম্ (১২।২) । তৎ পুনর্দর্শনার্ধ-  
নাদিত্যনিষ্ঠং (১১।২১) (১২।৮) । সূত্রায়ত্র স্বর্বারশ্মিনা তিরোধানিতং ব্যবধাননিতং বিজ্ঞেয়ম্ ।  
রূপশব্দেনৈবৈতৎ তথ্যং বেদান্তবিধৌ বুদ্ধিং তথ্যতীতি বেদঃ স্যাদনুভূতম্ ।

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ শব্দেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জ্ঞায়তএতৎ ? হি বস্মাৎ শ্রোত্রোপ  
শব্দান্ শৃণোতি । বস্তুসমুখিত্বনির্ভেব শব্দঃ ( ১২।৪ ) স্তুতরাং ব্যবহিতঃ । স চ তত্ত্বলক্ষণা-  
দেবোৎপত্তাতে ; “আকাশাবায়ুঃ” ( ৮।৪ ) ইতি তদ্বৎপন্নেন বায়ুনা স শ্রোত্রসকৃৎ নীয়তে ।  
উৎপন্নত শব্দস্ত শ্রোত্রস্পর্শবোধোক্তো ন পুনর্ব্যবধানাপনোদনক্রমঃ ।

মনো বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ কামেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জ্ঞায়তএতৎ ? হি বস্মাৎ মনসা  
কামান্ কাময়তে । কামো বদ্যপ্যাস্তনিষ্ঠত্বাশি বস্তুনিষ্ঠরূপাভিতিরতো বোধদৈবব্যবধানক ।

হৃদ্যো বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ কর্ণণা অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জ্ঞায়তে ? হি বস্মাৎ হৃদ্যাত্য  
কর্ণ করোতি হৃদ্যয়োক্ত কর্ণণত্বা ক্রিয়াব্যাপ্যবিষয়জ্ঞাতেন ব্যবধানত্ব ।

দৃক্ বৈ গ্রহঃ । স গ্রহঃ স্পর্শেন অতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ । কথং জ্ঞায়তে ? হি বস্মাৎ দৃচ্চা স্পর্শান্  
বেদয়তে । বস্তুনিষ্ঠশৈল্যাদি ব্যবহিতমেব । ইতি এতে অষ্টৌ গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রাহাঃ ।

এক্ষণে, জীবাঙ্কাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ করিতে না পারিলেও  
ইন্দ্রিয়াদি বোলে তাহার যে স্বাতন্ত্র্য ঘটে তাহাও যে উণেক্ষা করিতে  
পারা যায় না, তাহাই বলিতেছেন ।

অনন্তর জরৎকারুগোত্রজাত ঋতভাগের পুত্র, জনকরাজসভাপুত্র  
বাজ্জবক্ষ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ভগবন্, গ্রহ এবং অতিগ্রাহ কয়টি ?  
যজ্ঞবক্ষ্য বলিলেন, অষ্ট গ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রাহ । আর্জভাগ জিজ্ঞা-  
সিলেন, অষ্ট গ্রহ এবং অষ্ট অতিগ্রাহ কি কি ?

বাজ্জবক্ষ্য বলিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ভ্রাণেশ্বর্য গন্ধাদি গ্রহণ করে  
বলিয়া গ্রহ, আর অপান দ্বারা অর্থাৎ নাসাবিবরণবিষ্ট শ্বাসবায়ু দ্বারা  
সেই ভ্রাণ গ্রহণ করা যায় বলিয়া ঐ অপান বায়ু অতিগ্রাহ । নাসারন্ধ্র  
ও পুষ্পাদির গন্ধ পরস্পর দূরে স্থিত সত্ত্বেও বায়ু দ্বারা সমানীত পুষ্পগন্ধ  
ভ্রাণেশ্বর্যগোচর হইল ।

বাগিশ্বর্য গ্রহ । সেই বাগিশ্বর্য নাম সংজ্ঞারূপ অতিগ্রাহ দ্বারা  
গ্রহণ করিয়া থাকে অর্থাৎ বাগিশ্বর্য দ্বারা বস্তুর নাম নির্দেশ হওয়াতে  
বস্তুজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।

জিহ্বা গ্রহ এবং রস অতিগ্রাহ । জিহ্বাগ্রে বস্তু রাখিলে জিহ্বা  
হইতে রস অর্থাৎ লাল নিগত হইয়া বস্তু দ্রব হয় ও তখন তাহার স্পর্শ  
মাত্র আনন্দন জ্ঞান জন্মে ।

চক্ষু গ্রহ আর রূপ অতিগ্রাহ । চক্ষু রূপের দ্বারা অর্থাৎ বস্তুর সূর্য-  
রশ্মিবিষটিত লোহিতকৃষ্ণাদি বর্ণ দ্বারা তাহাদের ব্যবধান দূর হইলে  
দর্শনজ্ঞান জন্মে ।

জ্যোতিঃ গ্রহ এবং শব্দ অতিগ্রাহ্য । দূরে শব্দ হয় । সেই শব্দ আকাশ-  
পথে বায়ুকর্তৃক আনীত হইয়া অবগতিবিরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দজ্ঞান জন্মে ।

মন গ্রহ আশ্রয় কাম অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতিগ্রাহ্য । মনের দ্বারাই  
কাম্যবস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে । যদিও কামনা মনের  
মধ্যেই জন্মিয়া থাকে, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ রূপ দ্বারাই তাহার উৎপত্তি হইয়া  
থাকে ।

হস্ত গ্রহ এবং কর্ম্ম অতিগ্রাহ্য । হস্ত দ্বারাই কর্ম্ম করা যায় । স্মৃতির  
হস্তদ্বয় ও কর্ম্ম ইহাদের ব্যবধান নাই ।

দ্রব গ্রহ এবং স্পর্শ অতিগ্রাহ্য । স্পর্শ দ্বারাই দ্রব বস্তুর গৈতা,  
উষ্ণত্বাদি অনুভব করে । এই আটটি গ্রহ ও আটটি অতিগ্রাহ্য জানিবে ।

তাব—পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়াও যে এই জীবাশ্মাই ইন্দ্রিয়বোণে আত্মা  
ভয়, কথ্য বলে, আশ্বাদন করে, দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, কর্ম্ম করে, স্পর্শ  
করে ইহাই এস্থলে প্রদর্শন করা হইয়াছে ।

৬ । অথ হৈনং গার্গী বাচকুবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ  
যদিদং সর্বমপ্যস্বোতঞ্চ প্রোতঞ্চ কস্মিন্মু খল্বাপ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্মু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেতাস্তরিক্ষলোকেষু  
গার্গীতি কস্মিন্মু খল্বস্তরিক্ষলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি গন্ধর্ব-  
লোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু গন্ধর্বলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেত্যা-  
দিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খল্বাদিত্যলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু চন্দ্রলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু নক্ষত্রলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু দেবলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
শ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খল্বীন্দ্রলোকা ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি  
প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু খলু প্রজাপতিলোকা  
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্মু ব্রহ্মলোকা  
ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি স হোবাচ গার্গ মাতিপ্রাক্কৌর্ম। তে মূর্দ্ধা  
ব্যাপ্তদনতিপ্রপ্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গ মাতিপ্রাক্কৌরিত  
ততো হ গার্গী বাচকব্যুপররাম । হু, ৫ । ৬ । ১ ।



বেদান্তসিদ্ধিলোকতত্ত্বং বিরোধোতি অথেনি । অথ পুনঃ এনং জনকসভাগতং যাজ্ঞবল্ক্যঃ বাচক্ৰবী  
 যচক্ৰোহুহিতা গার্গী পপ্রচ্ছ পৃষ্টবতী । যাজ্ঞবল্ক্য ইতি সযোধ্যা সা উবাচ—যং যদি ইদং সৰ্ব্বম্ অঙ্গ-  
 —স্বশ্ববাষ্পাকারেণাবহিতাহু—ওতঃ চ প্রোতাঃ চ, কস্মিন্ হু খলু আপঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি ।  
 যাজ্ঞবল্ক্য আহ—হে গার্গি, বামো । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু বায়ুঃ ওতঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ  
 —হে গার্গি, অন্তরিকলোকেষু ইতি । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু অন্তরিকলোকঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ  
 ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, গন্ধৰ্বলোকেষু ইতি । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু গন্ধৰ্বলোকাঃ ওতাঃ  
 চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, আদিত্যালোকেষু ইতি । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু আদিত্য-  
 লোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, চন্দ্রলোকেষু ইতি—তদালোকেনালো-  
 কিতা বহবশ্চন্দ্রবনন্তঃ পরিবেষ্টা ভ্রমজীতি তথোক্তম্ । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু চন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ  
 প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, নক্ষত্রলোকেষু । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু নক্ষত্রলোকাঃ  
 ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, দেবলোকেষু ইতি । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু  
 দেবলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ইন্দ্রলোকেষু ইতি । গার্গী—কস্মিন্ হু খলু  
 ইন্দ্রলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, প্রজাপতিলোকেষু ইতি । গার্গী—  
 কস্মিন্ হু খলু প্রজাপতিলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, ব্রহ্মলোকেষু  
 ইতি—লোকলোকান্তরব্যাপিহাং সৰ্ব্বান্ লোকানান্ততত্ত্বৈরবিদ্যমানহাং বহুবচনম্ । গার্গী—  
 কস্মিন্ হু খলু ব্রহ্মলোকাঃ ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ ইতি । স যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে গার্গি, বা অতিপ্রাকীঃ  
 ভ্রাণাগমসিদ্ধান্তমতিক্রম্য বা প্রঃ কারীঃ । মা তে তব মুদ্ধা শিরঃ বাপত্তং বধা ন পতেৎ । অনতি-  
 প্রমাণ—ভ্রাণাগমমতিক্রম্য বঃ প্রঃ সোহতিপ্রঃ, ন অতিপ্রমমহতীতি অনতিপ্রমাণা তং দেবতাং  
 পরাস্মদেবতাং ব্রহ্মলোকাবিষ্ঠাত্রীং ব্রহ্মলোকব্রহ্মণা চ অতিপৃচ্ছসি, বা গার্গি, অতিপ্রাকীঃ ইতি ।  
 ততঃ ভগবন্তং বাচক্ৰবী গার্গী উপরাস্য নিরুজা বভূব ।

এক্ষণে বেদান্তসিদ্ধি লোকতত্ত্বের বর্ণনা করা হইতেছে ।

অনন্তর জনকসভাগত যাজ্ঞবল্ক্যকে বাচক্ৰদুহিতা গার্গী জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, ভগবন্ ! যদি ইহাই সত্য হইল যে, জগৎ প্রপঞ্চ স্বশ্ব বাষ্পা-  
 কারবিশিষ্ট জলে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে ; তবে বাষ্পা-  
 কারবিশিষ্ট জল কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করি-  
 লেন, হে গার্গি ! ঐ জল বায়ুতে অবস্থিত আছে । গার্গী বলিলেন,  
 ভগবন্ ! বায়ু কোন বস্তুর উপর ওতপ্রোত অবস্থিত আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য  
 বলিলেন, হে গার্গি ! বায়ু অন্তরীক্ষ লোকের উপরে আছে । গার্গী  
 বলিলেন, অন্তরীক্ষ লোক কাহার উপর ওতপ্রোত অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য  
 বলিলেন, অন্তরীক্ষ লোক গন্ধৰ্বলোকে অবস্থিত । গার্গী—গন্ধৰ্বলোক  
 কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য—আদিত্য লোকে । গার্গী—  
 আদিত্যলোক কোথায় অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য—চন্দ্রলোকে । গার্গী—  
 চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য—নক্ষত্রলোকে ।

গার্গী—নক্ষত্রলোক কাহার উপর ওতপ্রোত স্থিতি করে? যাজ্ঞবল্ক্য—  
 দেবলোকে । গার্গী—দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত রহিয়াছে? যাজ্ঞ-  
 বল্ক্য—ইন্দ্রলোকে । গার্গী—ইন্দ্রলোক কাহার উপর ওতপ্রোত? যাজ্ঞবল্ক্য—  
 প্রজাপতিলোকে । গার্গী—প্রজাপতিলোক কোথায় ওত-  
 প্রোত রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য—ব্রহ্মলোকে । গার্গী—ব্রহ্মলোক কোথায়  
 ওতপ্রোত স্থিতি করে? যাজ্ঞবল্ক্য—হে গার্গী! জ্ঞানানুগত সিদ্ধান্ত  
 অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিও না, যেন তোমার মস্তক পতিত না হয় ।  
 ব্রহ্মলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনতিপ্রশ্না, অর্থাৎ তাঁহাকে অতিক্রম  
 করিয়া কোনও প্রশ্ন হইতে পারে না । তাঁহার সম্বন্ধে ন্যায়ানুগতসিদ্ধান্ত  
 অতিক্রম করিয়া কোন প্রশ্ন করিও না । তখন বচকুছুহিতা গার্গী  
 বিরত হইলেন ।

ভাব—এই অধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই বাবতীর লোক (স্থিতি)  
 নিগূঢ় স্বত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং সমুদায় স্বত্রে মূলস্বত্রে পরব্রহ্ম,  
 নিত্য, সনাতন স্বরত্ন ও অনাদি । তিনি দুজ্জের এবং বাপাদির অবিষয় । সুতরাং  
 তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার মাহুষের নাই । একজ্ঞ তাঁহাকে অনতিপ্রশ্না  
 দেবতা বলা হইয়াছে ।

৭। অথ হ বাচকুব্যাচাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তোহস্তাহমিমং দ্বৌ  
 প্রশ্নৌ প্রশ্ন্যামি তৌ চেম্মৈ বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুস্মাকমিমং কশ্চিদু-  
 ব্রহ্মোদ্যং জ্ঞেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ।

স। হোবাচাহং বৈ স্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাস্ত্রো বা বৈদেহোবোত্র-  
 পুত্র উজ্জ্যং ধনুর্ধ্বজ্যং কৃতা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্ন্যতিব্যধিনৌ হস্তে  
 কৃত্বোপতিষ্ঠেদেবমেবাহং স্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদহ্যং তৌ মে  
 ক্রহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ।

স। হোবাচ যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদর্ক্যাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরা  
 দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুত্তঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্শ্চন্দো-  
 তঞ্চ প্রোতক্ষেতি ।

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ক্যাকৃ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-

পৃথিবী ইমে যদুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে আকাশে তদোতঞ্চ প্রোতক্ষেতি ।

স। হোবাচ নমস্তেহস্ত যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবচোহপর্যমৈ  
ধারয়স্বৈতি পৃচ্ছ গার্গীতি ।

স। হোবাচ যদুর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদর্ক্যাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা  
দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্দো-  
তঞ্চ প্রোতক্ষেতি ।

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ক্যাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা-  
পৃথিবী ইমে যদুতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে আকাশ এব তদো-  
তঞ্চ প্রোতক্ষেতি কস্মিন্মু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতক্ষেতি ।

স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ইত্যাদি  
( ৪ । ৪ ) । বৃ, ৫ । ৮ । ১—৭ ।

লোকবিষয়কশ্রদ্ধাপানান্তরং তত্র যদুর্দ্ধং তদ্বৎ তদেব বিরূপাতি অথ হেতি । অথ পুনঃ  
যাচক্ৰী গার্গী উবাচ সভাগতান্ ব্রাহ্মণান্ সযোধ্যা—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, হস্ত—বাক্যারম্ভে—অহম্  
ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং যো প্রমো পৃচ্ছামি, মে মম তো প্রমো বক্ষ্যতি চৈৎ, ন বৈ জাতু যুগ্মাকং কশিৎ  
ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মবদনং প্রতি ইমং যাজ্ঞবল্ক্যং জেতা—সূট্,—ইতি । ব্রাহ্মণা উচুঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ ।

স। গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যথা কাস্তাঃ—কাশীযু ভবঃ—বা, বৈদেহঃ—বিদেহানং  
য়াবা বা উগ্রপুত্রঃ শুরাধ্বঃ উজ্জাম্ অবতারিতজ্যাকং ধনুঃ অধিজাম্ আরোণিতজ্যাকং কৃষা সপজ্জাতি-  
বার্ধির্নৌ শক্রপাডাকরৌ বাণবন্তৌ ভীক্কলকমুক্তৌ শরৌ হস্তে কৃষা উপতিষ্ঠেৎ সমাগতঃ আশ্বানং  
দর্শয়েৎ, এবম্ এব অহং স্বাং স্বাত্যাং শ্রদ্ধাত্যাম্ উপোদহ্যং সমীপতঃ উখিতবতী অস্মি । তো প্রমো  
মে মম ব্রহ্মি ইতি । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ ইতি ।

স। গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ দিবঃ উর্দ্ধম্ উপরি, যৎ পৃথিব্যাঃ অর্ক্যাক্ অধঃ, যৎ ইমে  
দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা মধ্যো, যৎ ভূতম্ অতীতং চ, ভবৎ বর্তমানং চ, ভবিষ্যৎ চ ইতি আচক্ষতে কথয়ন্তি,  
তৎ কস্মিন্ চ ওতং চ প্রোতং চ ইতি ।

স যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—হে গার্গি, যৎ দিবঃ উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অর্ক্যাক্, যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরা,  
যৎ ভূতং চ ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ আচক্ষতে, আকাশে তৎ ওতং চ প্রোতং চ ইতি ।

স। গার্গী উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ স্বং মে মম এতং শ্রদ্ধং ব্যবচঃ উক্তবান্ অসি, তে ভূত্যাং মমঃ  
অন্তঃ । অপর্যমৈ শ্রদ্ধাং ধারয়স্ব আশ্বানং দৃঢ়ীকুরু । যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হে গার্গি, পৃচ্ছ ইতি ।

স। গার্গী পুনঃ উবাচ—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ দিবঃ উর্দ্ধম্, যৎ পৃথিব্যাঃ অর্ক্যাক্, যৎ ইমে দ্যাবাপৃথিবী  
অন্তরা, যৎ ভূতং চ, ভবৎ চ, ভবিষ্যৎ চ ইত্যাদি শ্রদ্ধং পুনরুদ্রিয়া—

স হোবাচ যদুর্দ্ধং গার্গি, দিব ইতি শ্রদ্ধোত্তরং দৃঢ়ীকৃত্য স। পশচ্ছ—কস্মিন্ মু খলু আকাশঃ ওতঃ  
চ প্রোতঃ চ ইতি ।

ন হোবাট্টেতই ভগবৎ গার্গি ইত্যাদিঃ পূৰ্ণং ব্যাখ্যাতাঃ ( ৪ : ১৪ ) ।

লোকবিষয়ক প্রশ্ন কীৰ্ত্তন করিয়া তাহার মূলতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন ।

বচরুদ্রুহিতা গার্গী—জনকসভাগত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে সভাস্থ মাননীয় ব্রাহ্মণগণ ! আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে ছুটি প্রশ্ন করিতেছি ; তিনি তাহার উত্তর দিতে পারিলে আপনাদের মধ্যে কেহ এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যের উপর জেতা হইবেন না ।” পণ্ডিত-মণ্ডলী বলিলেন, হে গার্গি ! প্রশ্ন কর ।

তখন গার্গী পুনরায় বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য, যেৰূপ কাশীরাজ বা বিদেহরাজ বা কোন বীরতনয় শত্রুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জ্যামুক্ত ধনুতে জ্যা আরোপ পূৰ্ব্বক শত্রুগীড়াজনক স্তম্ভীকৃত কলকযুক্ত শরদ্বয় হস্তে তুলিয়া শত্রুর প্রতি আপনাকে প্রদর্শন করে, তদ্রূপ আমি এই প্রশ্নদ্বয় লইয়া আপনার সঙ্গীপে সমুপস্থিতা আছি । প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর আপনি বলুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে গার্গি ! প্রশ্নদ্বয় বল ।

গার্গী বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! বুঝিলাম উর্দ্ধে দ্ব্যলোক ( স্বৰ্গ ) অধোভাগে ভুলোক ; দ্ব্যলোক ও ভুলোকের মধ্যে ভূত, বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে বলা হইয়া থাকে । ( প্রশ্ন এই ) এই দ্ব্যলোক ভুলোক এবং ভূত বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লোক কাহার উপর ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করে ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে গার্গি ! উর্দ্ধে দ্ব্যলোক ও অধোভাগে ভুলোক, ইহার মধ্যে তুমি যে ভূত, বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যল্লোক আছে স্থি-  
য়াছ, এ সকলই আকাশে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে ।

তখন গার্গী বলিলেন,—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! আপনি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিয়াছেন ; আপনাকে নমস্কার করি । স্থিরভাবে মন দৃঢ় করিয়া অপর প্রশ্ন অবধান করুন । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে গার্গি বল ।

( গার্গী প্রথম প্রশ্নেরই পুনরুল্লেখ করিয়া বলিলেন )—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! উর্দ্ধস্থ দ্ব্যলোক অধোভাগস্থ ভুলোক, এই দ্ব্যলোক ভুলোকের গধ্যভাগে অবস্থিত ভূত, বৰ্ত্তমান ও ভবিষ্যলোক তৎতাবৎ বাহার উপরে ওত-  
প্রোত স্থিতি করিতেছে ( ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া বলিলেন ) তন্মধ্যে আকাশ কাহার উপর আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—হে গার্গি ! উর্ধ্বে যে দ্ব্যলোক, অধো-  
ভাগে যে ভুলোক এবং দ্ব্যলোক ভুলোকের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র, বর্তমান  
ও ভবিষ্য লোক, এ সমুদয়ই আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে বলা চই-  
য়াছে ; তুমি প্রশ্ন করিতেছ এই আকাশ কোথায় ওতপ্রোত অবস্থিত ?

হে গার্গি, সেই অবিনাশী পুরুষকে অগ্নস্বন করিলে এই আকাশ  
ও লোকসকল আছে, যাহাকে ব্রাহ্মণেরা অভিবাদন করেন এবং যিনি  
স্থূল নহেন, অণু নহেন ইত্যাদি পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।—( ২০৭ পৃষ্ঠায়  
গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে ইহা দ্রষ্টব্য ) ।

তাব—এই অধ্যায়ে সর্বলোকের মূল ও অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইবার  
জন্ত প্রশ্ন হইতেছে । উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্বরূপ বর্ণনা ( যাহা পূর্বে ২০৭ পৃষ্ঠায়  
দ্রষ্টব্য ) করিতেছেন ।

৮ । পৃথিব্যেব যশ্চায়তনমগ্নিলোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ  
তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্রাৎ  
যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং যমাত্ম য  
এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্ম কা দেবতেত্যমৃত-  
মিতি হোবাচ ।

কাম এব যশ্চায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ  
তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্রাৎ যাজ্ঞ-  
বল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং যমাত্ম য এবায়ং  
কামময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্ম কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি  
হোবাচ ।

রূপাণ্যেব যশ্চায়তনং চক্ষুলোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ তং  
পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্রাদ্যাজ্ঞবল্ক্য  
বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্রাস্ত্রানঃ পরায়ণং যমাত্ম য এবাসা-  
বাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্ম কা দেবতেতি সত্যমিতি  
হোবাচ ।

আকাশ এব যশ্চায়তনং প্রোক্তং লোকো মনো জ্যোতির্ঘো বৈ

তং পুরুষং বিদ্যাং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ য এবায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুংকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্মা কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ ।

তমএব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্গো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এব বদৈব শাকল্য তস্মা কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ ।

রূপাণ্যেব যস্তায়তনং চক্ষুর্লোকো মনো জ্যোতির্গো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ য এবায়-মাদর্শে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্মা কা দেবতেত্যমৃত্যুরিতি হোবাচ ।

আপএব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্গো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ ।

রেতএব যস্তায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্গো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্মাৎ যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সৰ্বস্বাত্মনঃ পরায়ণং যমাথ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতি-রিত্তি হোবাচ ।

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্মাত্মস্থিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষ্য-ণমক্ৰতা ইতিঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যে যদিদং কুরুপাকালানাং ব্রাহ্ম-

ଘନତାବାଦୀଃ କିଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧାନିତି ଦିଶେଃ ବେଦ ସଦେବାଃ ସପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତି  
ସା ଦିଶେଃ ବେଦ ସଦେବାଃ ସପ୍ରତିଷ୍ଠାଃ ।

କିଂଦେବତୋହମ୍ୟାଂ ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ଦିଶ୍ଵସୀତ୍ୟାଦିତାଦେବତ ଇତି ସ  
ଆଦିତ୍ୟଃ କଶ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତ ଇତି ଚକ୍ଷୁସୀତି କଶ୍ମିନ୍ ଚକ୍ଷୁଃ ପ୍ରତି-  
ତିଷ୍ଠିତମିତି ରୂପେଷିତି ଚକ୍ଷୁଷା ହି ରୂପାଞ୍ଚି ପଶ୍ୟତି କଶ୍ମିନ୍ ରୂପାଞ୍ଚି  
ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତାନୀତି ହୃଦୟ ଇତି ହୋବାଚ ହୃଦୟେନ ହି ରୂପାଞ୍ଚି ଜ୍ଞାନାତି  
ହୃଦୟେ ହେବ ରୂପାଞ୍ଚି ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତାନି ଭବତୀତ୍ୟେବମେବୈତଦ୍ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ।

କିଂଦେବତୋହମ୍ୟାଂ ଦକ୍ଷିଣ୍ୟାଂ ଦିଶ୍ଵସୀତି ସମଦେବତ ଇତି ସ ସମଃ  
କଶ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତ ଇତି ସଞ୍ଜ ଇତି କଶ୍ମିନ୍ ସଞ୍ଜଃ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତ ଇତି ଦକ୍ଷି-  
ଦାୟାମିତି କଶ୍ମିନ୍ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତେତି ଅକ୍ଷାୟାମିତି ସଦାହେବ  
ଅକ୍ଷତ୍ତେହଂ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦଦାତି ଅକ୍ଷାୟାତ୍ତ୍ଵହେବ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତେତି  
କଶ୍ମିନ୍ ଅକ୍ଷା ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତେତି ହୃଦୟ ଇତି ହୋବାଚ ହୃଦୟେନ ହି ଅକ୍ଷାଂ  
ଜ୍ଞାନାତି ହୃଦୟେ ହେବ ଅକ୍ଷା ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତା ଭବତୀତ୍ୟେବମେବୈତଦ୍ୟାଜ୍ଞ-  
ବଲ୍କ୍ୟ ।

କିଂଦେବତୋହମ୍ୟାଂ ପ୍ରାଚ୍ୟାଂ ଦିଶ୍ଵସୀତି ବରୁଣଦେବତ ଇତି ସ ବରୁଣଃ  
କଶ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତ ଇତ୍ୟାପ୍ୟତି କଶ୍ମିନ୍ ଆପଃ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତା ଇତି ରେତସୀତି  
କଶ୍ମିନ୍ ରେତଃ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତମିତି ହୃଦୟ ଇତି ତସ୍ମାଦପି ପ୍ରତିରୂପଂ ଜାତ-  
ମାଜ୍ଞର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳାଦିବ ସ୍ଵପ୍ନେ ହୃଦୟାଦିବ ନିର୍ମିତ ଇତି ହୃଦୟେ ହେବ ରେତଃ  
ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତଂ ଭବତୀତ୍ୟେବମେବୈତଦ୍ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ।

କିଂଦେବତୋହମ୍ୟାମୁଦୀଚ୍ୟାଂ ଦିଶ୍ଵସୀତି ସୋମଦେବତ ଇତି ସ ସୋମଃ  
କଶ୍ମିନ୍ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତ ଇତି ଦୀକ୍ଷାୟାମିତି କଶ୍ମିନ୍ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତେତି  
ସତ୍ୟ ଇତି ତସ୍ମାଦପି ଦୀକ୍ଷିତମାଜ୍ଞଃ ସତ୍ୟଂ ସଦେତି ସତ୍ୟେ ହେବ ଦୀକ୍ଷା  
ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତେତି କଶ୍ମିନ୍ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତମିତି ହୃଦୟ ଇତି ହୋବାଚ ହୃଦ-  
ୟେନ ହି ସତ୍ୟଂ ଜ୍ଞାନାତି ହୃଦୟେ ହେବ ସତ୍ୟଂ ପ୍ରତିତିଷ୍ଠିତଂ ଭବତୀତ୍ୟେବ-  
ମେବୈତଦ୍ୟାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ।

କିଂଦେବତୋହମ୍ୟାଂ ଧ୍ରୁବାୟାଂ ଦିଶ୍ଵସୀତ୍ୟାଗ୍ନିଦେବତ ଇତି ସୋହ ଗ୍ନିଃ

কশ্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কশ্মিন্ বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি  
কশ্মিন্ হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ।

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য যত্রৈতদন্যত্রান্মন্যাসৈ যদৈ-  
তদন্যত্রান্মং স্রাজ্ছানো বৈনদদ্যুৰ্য়গ্ৰাণ্ণসি বৈনদ্বিমথুরম্নিতি ।

কশ্মিন্ ঙ্গ চান্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্ব ইতি প্রাণ ইতি কশ্মিন্  
প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কশ্মিন্ পানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান  
ইতি কশ্মিন্ ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যদান ইতি কশ্মিন্ দানঃ প্রতিষ্ঠিত  
ইতি সমানইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মাহুহো ন হি গৃহ্যতেহশীৰ্য্যো  
ন হি শীর্গ্যতেহসঙ্গো ন হি সজ্জতেহসিতো ন বাথতে ন রিষ্যতি ।

এতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স  
যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ প্রতাহাতাক্রামত্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি  
তন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্খা তে বিপতিষ্যতীতি । তৎত্ব ন মেমে  
শাকল্যন্তস্ত হ মূর্খা বিপপাতাপি হান্ত্য পরিমোষিণোহস্বীকৃপজহ্রুর-  
ন্মন্যমানাঃ ।

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু  
সর্কো বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্কান বা বঃ  
পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধুঃ ।

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ—

যথা বৃক্ষে বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোমুখা ।

তস্য লোমানি পর্মানি ভৃগস্তোংপাটিকা বহিঃ ॥

ভূচএবাস্ত্য রুধিরং প্রস্থান্দ ভূচ উৎপটঃ ।

তস্মাত্তদাতৃধাং প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাং ॥

মাণ্ডসাম্ভাস্ত্য শকরাণি কিনাটংস্ত্র্যাব তং স্থিরম্ ।

অস্বীকৃপ্তরতো দাক্ষিণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ॥

যদ্বৃক্ষে বৃক্কোরোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ ।

মর্ত্যঃ শ্বিন্মূতানা বৃক্কঃ কশ্মাম্মূলাং প্ররোহতি ॥



য়েতস ইতি মা বোচত জীবতন্তুং প্রজায়তে ।

ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষেহঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ ॥

যৎ সমুন্মাবৃহেযুর্নক্ষং ন পুনরাভবেৎ ।

মর্ত্যঃ শ্বিন্মৃতানা বৃক্কঃ কস্মাস্মলাং প্ররোহতি ॥

জ্ঞাত এব ন জায়তে কোঽন্যেৎ জনয়েৎ পুনঃ ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ ।

তিষ্ঠমানস্ত তষিৎ ইতি । বৃ, ৫ । ৯ । ১০—১৮ ।

দেবতানির্কটনান্তরং ( ১ । ১১ ) আগন্ত পরোক্তব্রহ্মণোহষ্টথা তেন্দুগদিত্ত বিশেষণাভ্যন্তরং  
বিবরিতুং পুনঃ শাকল্যঃ প্রথমোপপত্তি পৃথিবীতি । যন্ত পুরুষন্ত পৃথিবী এব আরতনম্ আজরঃ  
শরীরম্, অগ্নিঃ লোকঃ—লোকরতানেতি—দর্শনং একাশসাধনং ; মনঃ জ্যোতিঃ সর্ববস্তুবোধক-  
ত্বাৎ ; তং পুরুষং যো বৈ বিভ্রাৎ জানীয়ৎ, স বৈ সর্বস্ত আত্মনঃ আধ্যাত্মিকস্ত কার্যাকারণসংঘাতস্ত  
পরম্ অরনম্ আজরং—কর্ষ ( পা. ২ । ৩ । ৬২ )—বেদিতা ত্বাৎ । হে রাজবল্ক্য, তং সর্বাত্মনঃ  
পরায়ণং পুরুষম্ অহম্ বেদ বৈ, য ইম্ম আখ কথরসি । রাজবল্ক্যন্তনোগতং ত্বাৎ বিজ্ঞানাহ—যঃ  
এবারং শরীর পুরুষঃ—শরীরে ভবঃ সাত্ত্বশোণিতজঘৎমাংসকৃধিরাধাঃ—স এবঃ । হে শাকল্য,  
বদ এব—কিন্তুত্র বিশেষং পৃচ্ছনীরং তে তৎ বদ । শাকল্যঃ—কাত্ত শরীরন্ত দেবতা ? রাজবল্ক্যঃ  
পুনঃ উবাচ—অমুন্ম অরনসঃ ইতি । “যো ভুক্তভাগন্ত রসো সাত্ত্বন্ত লোহিতন্ত নিপন্তেহেতুত্মনা-  
জারয়সারোহিতং নিপদ্যতে জিহ্বাশ্রিতং ততন্ত লোহিতময়ং শরীরং বীজাশ্রম্” ইতি ভাব্যকারঃ ।

কামঃ জীবাতিক্রান্তিলাবঃ যন্ত আরতনং শরীরং, হৃদয়ং লোকঃ—দর্শনং জ্ঞানসাধনত্বাৎ, মনঃ  
জ্যোতিঃ তং পুরুষং যো বৈ বিভ্রাৎ, সর্বস্ত আত্মনঃ পরায়ণং স বেদিতা ত্বাৎ, হে রাজবল্ক্য, তং  
সর্বভারতনং পুরুষম্ অহম্ বেদ বৈ, য ইম্ম আখ । রাজবল্ক্য আহ—যঃ এব অরং কামময়ঃ পুরুষঃ  
স এবঃ । হে শাকল্য, বদ এব । শাকল্যঃ—তন্ত কা দেবতা ইতি । রাজবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—  
জিহ্বঃ ইতি ।—জীতো হি কামন্ত বীজির্জায়তে ।

রূপাণি এব যন্ত আরতনং, চক্ষুঃ লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি । য এব অনৌ আদিত্যো পুরুষঃ,  
স এব—সর্বেষাং রূপাণাং একাশকত্বাৎ রূপৈরারক্তঃ সঃ । হে শাকল্য বদ এব । শাকল্যঃ—কা  
তন্ত দেবতা ইতি । রাজবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—সত্যম্ ইতি সত্যং চক্ষুঃ ভক্তভূতপত্তিশ্রবণাৎ ।

আকাশঃ এব যন্ত আরতনং, শ্রোত্রং লোকঃ, মনো জ্যোতিঃ ইত্যাদি যঃ এব অরং শ্রোত্রঃ শ্রোত্রে  
ভবঃ,—প্রতিশ্রবণঃ—প্রতিশ্রবণং প্রতিবিবরশ্রবণং তথোদারং বিশেষণাধিষ্ঠিতঃ—পুরুষঃ স এবঃ—  
হে শাকল্য, বদ এব । শাকল্যঃ—তন্ত কা দেবতা ইতি । রাজবল্ক্যঃ পুনঃ উবাচ—দিশ ইতি ।  
তাত্যো নিপন্তেঃ ।

তমঃ অন্ধকারঃ এব যস্য আরতনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি । যঃ এব অরং হারাময়ঃ  
পুরুষঃ স এবঃ । হে শাকল্য, বদ এব । শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি । রাজবল্ক্যঃ পুনঃ  
উবাচ—বৃত্তাঃ ইতি—অশনারা পবিলকিতো হিরণ্যগর্ভঃ ( ১ । ১০ ) ।

রূপাণি এব যস্য আরতনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি । যঃ এব অরম্ আদর্শে

অঙ্গাণী পুরুষঃ প্রতিবিধাধাঃ স এষ। হে শাকল্য, বদ এষ। শাকল্যঃ—তত্ত্ব কা দেবতা ইতি।  
বাজবল্যক্যঃ পুনঃ উবাচ—হুঃ প্রাণ ইতি।—প্রাণাৎ রূপস্য নিম্পত্তেঃ।

আপঃ এব যস্য আরতনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ং অপ্, পুরুষঃ  
স এষঃ। হে শাকল্য, বদ এষ। শাকল্যঃ—তস্য কা দেবতা ইতি। বাজবল্যক্যঃ উবাচ—বরুণঃ  
ইতি।

যেতঃ এব যন্ত আরতনং, হৃদয়ং লোকঃ, মনঃ জ্যোতিঃ ইত্যাদি। যঃ এব অয়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স  
এষঃ। হে শাকল্য, বদ এষ। শাকল্যঃ—তত্ত্ব কা দেবতা ইতি? বাজবল্যক্যঃ পুনঃ উবাচ—প্রজা-  
পতিঃ। "প্রজাপতিঃ পিতোচ্যতে, পিতৃতোহি পুত্রতোংগতিঃ" ইতি ভাষ্যকারঃ। "অহিনজ্ঞাশুক্রাণি  
পিভূর্ত্তাতানি" ইতি বৈজ্ঞকমাসিত্রিয়া ভেদেভ্যস্তমিদম্।

শাকল্য ইতি সৰ্বোধ্য পুনঃ বাজবল্যক্যঃ উবাচ—ইমে ব্রাহ্মণাঃ সত্যগতাঃ স্বাং—স্বিং-বিতর্কে—  
অঙ্গারাবক্ষণম্—অঙ্গারী অবক্ষিরন্তে হাণ্যন্তে বহিন্ কটাহাদৌ তৎ—অঙ্গার্যাণামাশ্রয়ং অকৃত কৃত-  
যন্তঃ। অলদঙ্গারসদৃশোহহম্, অরা বাদে নিয়োজ্য স্বাং মরণোমুখং কৃতযন্তে ইতি ভাবঃ।

শাকল্যঃ হে বাজবল্য ইতি সৰ্বোধ্য পুনঃ উবাচ—যৎ ইদং কুরুপাকালানাং ব্রাহ্মণান্ অভ্যবাদীঃ  
অহিন্রম্য উক্তবান্ অসি, কিং স্বং ব্রহ্মবিদ্বান্ ইতি? বাজবল্যক্যঃ আশ্রব্রহ্মবিদ্বং জ্ঞাপয়িতুমাহ—সদেবাঃ  
সম্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ যেন জ্ঞানং ইতি। শাকল্যঃ—যং যদি সদেবাঃ সম্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেধ জানানি—

প্রাচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ—কা দেবতা অস্ত ভব—ঐন্ অসি ইতি—আশ্রপ্রতিষ্ঠাৎদেবতারাস্তথা  
প্রজ উত্তরক। বাজবল্যক্যঃ—আদিত্যদেবতঃ অগ্নি। শাকল্যঃ—স আদিত্যঃ—আগ্নপ্রতিষ্ঠিতঃ—  
কসিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। বাজবল্যক্যঃ—চক্ষুৰি ইতি। শাকল্যঃ—কসিন্ হু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি।  
বাজবল্যক্যঃ—রূপেহু ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ চক্ষুৰা রূপাণি পশ্চতি। শাকল্যঃ—কসিন্ হু রূপাণি  
প্রতিষ্ঠিতানি ইতি। বাজবল্যক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ হৃদয়েন রূপাণি  
জানাতি হৃদয়ে এব হি রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি তথসি ইতি। রূপারকৃতনোরাদিত্যন্ত রশ্মিশ্চক্ষুৰা গৃহীতঃ  
জদয়েন বিশেষবিশেষকারণে ভিত্ত্যমানন্তঃপ্রব রূপেণ প্রতিষ্ঠিততি, তদ্বশেচ্ছূক্তমত্র। শাকল্যঃ—  
হে বাজবল্য, এবম্ এতৎ।

শাকল্যঃ—অস্তাং দক্ষিণত্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি। বাজবল্যক্যঃ—যমদেবতঃ অগ্নি ইতি।  
শাকল্যঃ—স যমঃ কসিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। বাজবল্যক্যঃ—যজ্ঞে ইতি যজ্ঞাহুসারিশাস্ত্রত্বাৎ তত্ত্ব।  
শাকল্যঃ—কসিন্ হু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। বাজবল্যক্যঃ—দক্ষিণারাম্ ইতি।—দক্ষিণরা যজ্ঞস্ত সিদ্ধ-  
ত্বাৎ। শাকল্যঃ—কসিন্ হু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। বাজবল্যক্যঃ—প্রজ্ঞারাম্ ইতি—প্রজ্ঞা তত্ত্ব  
সকলত্বাৎ। তদেব স্মৃষ্টং কথয়তি—বরা হি এব ব্রহ্মন্তে তদা দক্ষিণাং দদাতি, ব্রহ্মারাম্ হি দক্ষিণা  
প্রতিষ্ঠিতা ইতি। শাকল্যঃ—কসিন্ হু ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতা ইতি। বাজবল্যক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে  
ইতি। কথম্? হি যস্মাৎ হৃদয়েন ব্রহ্মা জানাতি—তদ্ব্ত্ত্বাৎ, হৃদয়ে এব হি ব্রহ্মা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি  
ইতি। শাকল্যঃ—হে বাজবল্য, এবম্ এতৎ।

শাকল্যঃ—অস্তাং প্রতীচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি। বাজবল্যক্যঃ—বরুণদেবতঃ অগ্নি  
ইতি। শাকল্যঃ—স বরুণঃ কসিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। বাজবল্যক্যঃ—অপ্ হু ইতি। শাকল্যঃ—  
কসিন্ হু আপঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। বাজবল্যক্যঃ—যেতসি ইতি। শাকল্যঃ—কসিন্ হু যেতঃ  
প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি। বাজবল্যক্যঃ পুনঃ উবাচ—হৃদয়ে ইতি—বহুগাধ্যুনিকৈরুৎকৃষ্টং হৃদয়ং দিশীতং  
তথাপি হর্বাধিক্যাদন্তোপচরদর্শনাৎ হৃদয়প্রতিষ্ঠিতমত্ বহুং স্করম্। শারীরত্বাদে পুনরন্ত গর্বদেহত্বং

তত্ত্বা—“বধা পয়সি সর্পিভ্যঃ খুচশ্চেন্দ্রমণো বধা । এবং হি সকলে কামে ভুজঃ তিষ্ঠতি দেহিনাম্” ইতি, সূতনামন্ত হনয়প্রতিষ্ঠাং হর্ষণপটনবাহবঃ । কথং হনয়ংহ্য প্রতিষ্ঠোক্তা ভবকারণং স্বয়ং প্রতিক্রি—ভব্যাং হনয়প্রতিষ্ঠানকারণাৎ প্রতিরূপং ভাবঃ পুত্রং জনা আহঃ—হনয়াৎ ইব স্বপ্তঃ নিঃসৃতঃ হনয়াৎ ইব নির্মিতঃ, হি অতএব হনয়ে এব য়েতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতি ইতি । শাকল্যাঃ—হে বাজবল্কা, ইদম্ এষম্ এষ ।

শাকল্যাঃ—অস্যাং উদীচ্যাং দিশি কিংদেবতঃ অসি ইতি । বাজবল্কাঃ—সোমদেবতঃ অসি ইতি । শাকল্যাঃ—স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বাজবল্কাঃ—দীক্ষারাম্ ইতি । শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ইতি । বাজবল্কাঃ—ভব্ কামে বর্ষরতি—তন্মাত্রং সত্যপ্রতিষ্ঠাবধারণাৎ দীক্ষিতম্ আহঃ স্বভিজঃ সত্যং বদ ইতি, হি বস্মাৎ সত্যে এব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতা ইতি । শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি, বাজবল্কাঃ পুন উবাচ—হনয়ে ইতি । হি অতএব হনয়েন সত্যং জানাতি, হনয়ে এব চি সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । শাকল্যাঃ—হে বাজবল্কা এষম্ এষ এতৎ ।

শাকল্যাঃ—অস্যাং ব্রহ্মারাম্ উদীচ্যাং দিশি—“সোমোঃ সমস্ততো বসতামব্যাতিচারাদুচ্ছ্বেদিত্বাচ্যতে”—কিংদেবতঃ অসি স্বমিতি । বাজবল্কাঃ—অগ্নিদেবতঃ অসি ইতি । শাকল্যাঃ—স অগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বাজবল্কাঃ—বাচি ইতি । শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু বাচ্ প্রতিষ্ঠিতা ইতি । বাজবল্কাঃ—অবধে ইতি । শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু হনয়ঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি ;—

বাজবল্কাঃ পুনঃ অহমিক ইতি শাকল্যাঃ নানান্তরেণ সযোধ্যা উবাচ—বজ্র বস্মিন্ কালে এতৎ হনয়ম্ অস্মৎ অস্ত্র—অস্ত্রতঃ দেশান্তরে—সন্তানৈ সন্তসে—শোভতে তদৈব প্রদ ইতি ভাবঃ । কথম্ ? হি বস্মাৎ যদি এতৎ হনয়ম্ অস্মৎ অস্ত্র স্যাৎ বানঃ কুতরাং বা এনং শরীরং অছাঃ খাদেয়ং, বস্মাসি বা পূত্রাদিহ এনং বিষম্মীরন্ বিলোডেযুঃ বিকর্ষেরন্ ইতি । “শরীরস্যপি নামরূপকর্মাঙ্ককচ্ছদয়ে প্রতিষ্ঠিতম্” ইতি ভাব্যাকারঃ ।

শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু বং চ আত্মা চ প্রতিষ্ঠিতো বঃ ইতি । বাজবল্কাঃ প্রাণে—প্রাণবৃত্তৌ—ইতি । শাকল্যাঃ কস্মিন্ হু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বাজবল্কাঃ—অপানে ইতি—“সাপি প্রাণবৃত্তিঃ প্রাণেব প্রেরাদপানংভ্যঃ চের নিগৃহতে ।” শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু অপানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বাজবল্কাঃ—বানে ইতি । “সাপানানবৃত্তিরব বাবাৎ প্রাণবৃত্তিঃ প্রাণেব, সযান্তরা চেদ্যানবৃত্তা ন নিগৃহতে ।” শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু বানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি বাজবল্কাঃ—উদানে ইতি । “সর্কান্তি-স্রোহপি বৃত্তয় উদানে কীলস্তানীরে চের নিবজ্জা বিঘণ্ তব্বেযুঃ” । শাকল্যাঃ—কস্মিন্ হু উদানঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি । বাজবল্কাঃ—সমানে ইতি । “হুবি প্রাণোক্তদেহপানঃ সমানো নাভিদেহতঃ । উদানঃ কঠদেশস্তো বানঃ সর্কশরীরগঃ ।” ইতি অরণ্যং নাভেবুলদেশতঃ তজ্জোক্তাভিন্নসত্বাৎ চ সর্কঃ প্রাণবৃত্তয়তস্মিন্ পোষণং লক্ষ্যং স্বস্কিরাদানাবিকাঃ চ পরিহার সমতঃ ভজতে ; অতন্তপাশ্রয়তঃ সর্কাসাম্ । প্রাণো হি সুখাপগতান্নমন্তঃ প্রবেশয়তি ; অপানঃ পতঙ্গম্মাবীক্ষ্যতঃ প্রেরয়তি ; বানঃ সর্কশরীরে রসং বাহয়তি, স্বেদকাস্তৃচ্ চ অবর্জয়তি, গভ্র্যংক্ষেপণনিমেষোন্মেষবাশিষ্টোঃ সাধয়তি ; উদানো ভাবগণীভাতি নির্কায়য়তি ; সমান আমাশ্রয়পকাশরচরোহমং পঠতি । এবং ক্রিয়াভেদাৎ ভাসাং নামভেদঃ । “সর্কী দিশঃ সর্কে প্রাণাঃ স এষ নেতি দেভ্যাত্মা ( ৩ । ২৩ )” ইত্যত্র বধা সর্কীকৃত্ত্বমুদিতং তথৈবাহ ; বাধ্যাত্ত্বং তথৈব ।

বাজবল্কাঃ—এতানি অষ্টৌ আরতনানি “পৃথিব্যেব বতায়তনম্” ইত্যেবদানীনি, অষ্টৌ লোকাঃ—অগ্নিলোকাদয়ঃ, অষ্টৌ দেবাঃ—“অমৃতমিতি হোবাচ” ইত্যেবদায়ঃ, অষ্টৌ পুরুষাঃ—“শরীরঃ পুরুষঃ”

ইত্যাদিঃ । স বঃ তান্ পৃথিব্যাত্তারতনসহিতান্ অষ্টৌ পুরুষান্ নিরুহ নিশ্চয়েন উহ গময়িত্বা—  
অষ্টচত্ব্বিংশতেনৈন লোকহিতবৃগপাণ্য—প্রভৃৎ—বিগাদিক্রমেণ আত্মনি তান্ উপনংহতা—অতাক্রমং  
হবদ্বাদ্বাপাধিধর্মং অতিক্রমভবান্ ; তন্, উপনিষদং, উপনিষদপদং পুরুষং পৃচ্ছামি । তং পুরুষং  
চেৎ মে মন্তঃ ন বিবক্যাসি বিম্পষ্টং ন কথয়িষ্যসি, তে তব বুদ্ধি বিপত্তিযাতি ইতি শাকলাঃ তন্ উপ-  
নিষদং পুরুষং ন যেনে ন জাতবান্ । হুতরাম্ অভিধাপেণ তস্য শাকলাস্য পুনঃ বুদ্ধি বিপাতত,  
অপি পুনঃ—কিক—অস্মা অহীনী সৎকারার্থে শিবোন্নয়নানি পরিমোহিণঃ তদ্ব্যঃ অপজহুঃ  
অপহৃতবন্তঃ । কথমহীজগৎ তবজ্ঞে ইতি তৎকারণং কথয়তি—অন্তঃ—ক্লম অহীনী কিত্তিহি  
ধনং—সত্তমানাঃ । ব্রহ্মবিদী বিশীভেন তবিত্তকাকিত্যাচারোজনজনন্ত কলপ্রদর্শনার বুদ্ধিপতনা-  
হ্যতিঃ ।

অথ অনন্তরং পুনঃ রাজবল্কাঃ উবাচ—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ—যঃ যঃ যুগ্মকং মথো কামরতে  
অভিলষতি মাং প্রঃ স মা মাং পৃচ্ছতু, সর্কে বা মা মাং সমুদ্র পৃচ্ছত । যঃ যঃ কামরতে—বাজ-  
বল্কাঃ পৃচ্ছতু ইতি—তং যঃ অহং পৃচ্ছামি, সর্কান্ বা যঃ যুগ্মান্ মিলিতান্—অহং পৃচ্ছামি । তে  
পুনঃ ব্রাহ্মণাঃ ন বহুভূঃ ন অগল্ভাঃ বহুভূঃ ।

তান্ ব্রাহ্মণান্ অপ্রশঙ্কতান্ এতৈঃ সৌকৈঃ রাজবল্কাঃ প্রচ্ছ—যথা বনশ্রুতিঃ মহান্ বৃক্ষঃ,  
তথা এব পুরুষঃ অম্বা সত্যম্ । ভক্ত পুরুষস্ত যথা লোমানি, তথা বৃক্ষস্ত পর্ণানি পত্রানি ; অস্য  
পুরুষস্য বহিঃ ত্বক্, বৃক্ষস্য উৎপাটিকা নীরসত্বক্ । অস্য পুরুষস্য ততঃ চর্মণঃ রুধিরং এসন্নি-  
সান্নতৈ, বৃক্ষস্য ততঃ উৎপটৈঃ নির্ধাসঃ । আহতাং বৃক্ষাৎ রসঃ ইব, আতুরাং আহতাং তদ্ব্যং  
পুরুষাং তৎ শোণিতং প্রৈতি । অস্য পুরুষস্য মাংসানি, বৃক্ষস্য শকরাণি শকলানি আর্জী ত্বক্ ।  
বৃক্ষস্য কিনাটঃ কাষ্ঠসংলগ্নং বল্কলং পুরুষস্য স্রাব—নাস্তোহসং পুংসি অত্র ক্লীবে—স্রাবুহ । তৎ স্রাব  
কাষ্ঠসগ্ন বল্কলবৎ হিরঃ দৃঢ়ম্ । অন্তরতঃ সারোরভ্যন্তরে পুরুষস্য অহীনী, বৃক্ষস্য দারুণি । পুরুষস্য  
মজ্জা বৃক্ষস্ত মজ্জোপমা কৃতী তৎসাদৃশ্যং । এবং সাদৃশ্যং প্রবক্ত' বৈসাদৃশ্যং দর্শয়তি—যৎ যদি বৃক্ষঃ  
হিরঃ বৃক্ষঃ নবতরঃ সন্ পুনঃ মূল্যং রোহতি মর্ত্যঃ মহাঃ কিং—বিতর্কে—সুতান্না বৃক্ষঃ হিরঃ, কন্ম্যং  
মূল্যং প্ররোহতি—ইতি প্রশ্নঃ । রেকসঃ প্ররোহতি ইতি, হে ব্রাহ্মণাঃ, মা বোচত নৈবং বক্তুমর্হত ।  
কথং ? তৎ রেকসঃ জীবতঃ—ন সুতাৎ—প্রজায়তে । বৃক্ষঃ পুনঃ ধানারুহঃ বীজরুহঃ—ইব—অনর্থকঃ ।  
বৃক্ষঃ প্রোতা মৃত্যু অজ্ঞস্য সাক্ষাৎসম্বন্ধেণ সত্যং তবৈব ধানাতঃ, ন তথা পুরুষঃ । যৎ যদি বৃক্ষস্ত  
আহুগ্নং ধানাদিসহিতং আবৃহেভুঃ উৎপাটয়েভুঃ, ন পুনঃ আভবেৎ ন উৎপদোত । সুতান্না যদি মর্ত্যঃ  
বৃক্ষঃ কিং কন্ম্যং মূল্যং প্ররোহতি ইতি পুনঃ প্রশ্নঃ । স পুরুষঃ জাতঃ এব নিত্যবিদ্যমানএব প্রথমজ-  
ত্বাৎ, ন জায়তে ন মৃতঃ পুনঃ জায়তে, কো হু এবং পুরুষং পুনঃ জনয়েৎ । ব্রাহ্মণানাং সুকীর্তাবে  
কুতোহস্তাপন্নং তৎ স্বয়মেব বিবৃণোতি—তিষ্ঠমানস্ত নিতাং ব্রহ্মণি বিদ্যমানস্ত, তদ্বিদঃ ভগ্নিন্ বিদ্যা-  
মান ইতি জ্ঞানবতঃ, সাত্ত্বিগ'ভুঃ—রাতৈঃ—যটীর্থে প্রথমা—ধনন্ত দাতুঃ—‘বরদং ধাৰ্যতে জগৎ’  
ইতি জ্ঞানেন—অনন্দাভিভবণীলসা ( ১১ । ১৫ ) পুরুষস্য পরায়ণং পরমায়ুঃ বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম ।  
ব্রহ্মৈব তস্য মূলং নাস্তৎ কিঞ্চিৎ ইতি ভাবঃ । প্রজ্ঞানবদেনে প্রাজ্ঞানানন্দময়েনালিস্তিত্য জীবন্য  
বিজ্ঞানবরূপাৎ বিজ্ঞানময়দেহে স্টম্বে প্রথমজতং বিতজনাৎ, অতএব “অনেন জীবেনান্মনাপুপ্রবিত্ত”  
ইতুক্তিঃ । প্রকরণশিন্দমষ্টাবরতনাত্তৌ লোকাঃ, অষ্টৌ দেবাঃ, জীবনভেদঃ প্রবেশ্যং তত্ত্বরিষ্ঠাঃ  
পুরুষাঃ, সর্কানেনেতানামনি প্রথমজ পুনরুৎপাদ্যতাত্ত্বাদ্বাদ্বাপাধিধর্মং পরাক্রমি তিষ্ঠং পুরুষ-  
জানপোচরনকারয়ৎ ।

পূর্বে ৪৪৬ পৃষ্ঠায় (৯। ১১) শাকল্য ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রমোত্তরে দেবতা-নির্কীচনান্তর প্রাণের (প্রাণকে পরোক্ষ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে) যে অষ্ট প্রকার ভেদ, তদ্বিষয়ে উপদেশ হইলে শাকল্য পুনরায় আবৃত্ত্য বিশেষ রূপে বর্ণন করিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

হে যাজ্ঞবল্ক্য ! এই পৃথিবী যে পুরুষের আয়তন অর্থাৎ আশ্রয়, অগ্নি বাহার লোক অর্থাৎ প্রকাশার্থ চক্ষু, মম বাহার বস্ত্রবোধক জ্যোতি, সেই পুরুষকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্বাত্মা পুরুষকে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কার্য্যকারণ সমূহের পরমাশ্রয়কে জানেন । হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি সেই সর্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে অবগত হইয়াছ বলিতেছ । (তখন) যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যের মনোগত ভাব বুঝিতে পানিয়া বলিলেন—হে শাকল্য, এ সেই শরীর পুরুষ অর্থাৎ মাতৃশোণিত জাত ভ্ৰূং মাংস রুধির সঞ্জাত পুরুষ ; এ সম্বন্ধে তোমার কোনও বিশেষ প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার । শাকল্য প্রশ্ন করিলেন—তবে সেই শরীরের দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই দেবতা অমৃত অর্থাৎ অমরগ । (ভাষ্যকার) বলেন মাতৃজ রক্তের সহিত মিশিয়া অমরগ লোহিত বর্ণ হয় ) ।

শাকল্য ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য, কাম অর্থাৎ স্ত্রী সংসর্গাভিলাষ বাহার আয়তন ( শরীর ), হৃদয় বাহার চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানসাধনার্থ চক্ষু, মন বাহার জ্যোতি, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি সেই সর্বাত্মা পরমাশ্রয়কে জানেন । তুমি বলিতেছ যে সেই সর্বাত্মা পরমাশ্রয়কে তুমি জানিয়াছ । যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে শাকল্য, ইনি সেই কামময় পুরুষ । তৎসম্বন্ধে তোমার কোনও প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার । শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, স্ত্রীজাতি তাহার দেবতা, অর্থাৎ স্ত্রীজাতি হইতেই কামোদ্ভূত হইয়া থাকে ।

শাকল্য—শুক্রাদি রূপই বাহার আয়তন, চক্ষু বাহার দর্শন, আর মন বাহার জ্যোতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনিই সেই সর্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে জানেন । হে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সেই সর্বাত্মা পরমাশ্রয় পুরুষকে জান বলিতেছ । তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এ সেই আদিত্য পুরুষ । (অর্থাৎ আদিত্যই সমুদয় রূপের প্রকাশক একমাত্র রূপকেই

তাহার শরীর বলা হইয়াছে) । হে শাকল্য, তুমি তাহার সম্বন্ধে কি জানিতে চাও বল ? শাকল্য প্রশ্ন করিলেন—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সত্য (চক্ষু) তাহার দেবতা, চক্ষুই সূর্য্যকে জামান ।

শাকল্য—আকাশই বাহার শরীর, শ্রবণই চক্ষু এবং মন বাহার জ্যোতি, সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, তিনি সেই সর্বাঙ্গী পরমাত্মন পুরুষকে জানেন । তুমি তাঁহাকে জান বলিতেছ ইত্যাদি—তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এ সেই শ্রবণে স্থিত প্রাতিজ্ঞক পুরুষ (প্রতি শ্রবণ কালে এই পুরুষ বর্ত্তমান) । হে শাকল্য, এই পুরুষের দেবতা দিক্ । যেহেতু দিক্ হইতেই শ্রবণকার্য্য সম্পন্ন হয় ।

শাকল্য । অঙ্ককার বাহার শরীর, হৃদয় বাহার লোক (চক্ষু), মনই বাহার জ্যোতি, তাহাকে যিনি জানেন ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই ছায়াময় পুরুষ । তৎসম্বন্ধে তোমার কি প্রশ্ন বল ? শাকল্য—ইহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য—তাহার দেবতা মৃত্যু । বুভুক্ষাবারাই মৃত্যু পরিলক্ষিত হয় । ( ৩৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) ।

শাকল্য—( দর্পণাদিতে ) রূপ বাহার শরীর, চক্ষু বাহার দর্শন, মন বাহার ( বস্তুবোধক ) জ্যোতি, ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই আদর্শ ( দর্পণে ) প্রতিবিম্বিত পুরুষ । শাকল্য—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য—এই পুরুষের দেবতা ( অম্ম ) প্রাণ । প্রাণ হইতেই রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

শাকল্য । অপ—অর্বাং জল বাহার শরীর, হৃদয় দর্শন, মন জ্যোতি ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই জলময় পুরুষ । শাকল্য—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য—ইহার দেবতা বরুণ ।

শাকল্য ।—রেত—যাহার শরীর, হৃদয় চক্ষু এবং মন বাহার জ্যোতি ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য—এ সেই পুত্রময় পুরুষ । শাকল্য—তাহার দেবতা কে ? যাজ্ঞবল্ক্য—বলিলেন তাহার দেবতা প্রজাপতি । প্রজাপতিকেই পিতা বলা হয়—পিতা হইতেই পুত্রের উৎপত্তি । ( ঐন্দ্র্যক শাস্ত্রানুসারে পিতার অস্থিমজ্জা শুক্রাদি হইতেই পুত্রোৎপত্তি ) ।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে শাকল্য !

এই উপস্থিত ব্রাহ্মণসংগ, ভয়ে আমার সহিত তোমাকে বাদে নিযুক্ত করিয়া তোমাকে বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ কটাহে স্থাপন পূর্বক মরণোন্মুখ করিয়াছেন ।

শাকল্য পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি কি ব্রহ্মজ্ঞানাত্মিমানী, যে তুমি এই উপস্থিত কুরুপাঞ্চাল ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞা করিয়া একরূপ বলিতেছ ? তখন তিনি যে ব্রহ্মবিৎ বলিয়া সৰ্ব্বতত্ত্ববিৎ তাহা জ্ঞাপনার্থ, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আমি জানি— এই দিক্ সকল সদেবা ও সপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ এই দিক্ সকলের দেবতা এবং তাঁহাদের আশ্রয় স্থান আমি অবগত আছি । শাকল্য বলিলেন, দিক্ সকলের দেবতা ও তাঁহাদের আশ্রয় স্থান যদি তুমি জান, তবে জিজ্ঞাসা করি :—

শাকল্য ।—পূর্বদিকে ( তুমি ) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্ক্য— ( উত্তর ) আদিত্য দেবতা । শাকল্য ( প্রশ্ন ) সেই আদিত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য— ( উত্তর ) চক্ষুতে । শাকল্য— ( প্রশ্ন ) চক্ষু কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য— ( উত্তর ) রূপেতে । যেহেতুক চক্ষু দ্বারাই রূপ দেখা যায় ।

শাকল্য ।—দক্ষিণদিকে ( তুমি ) তোমার কি দেবতা ? ( উত্তর ) যাজ্ঞবল্ক্য ।—দক্ষিণদিকের দেবতা যম । শাকল্য—যম কোথায় আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—যজ্ঞে । ( কেননা যম ধর্মরাজ, এবং যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারাই ধর্মকার্য্য সংসিদ্ধ হয় এবং তদনুসারে যম শাসন করিয়া থাকেন ) । শাকল্য ।—যজ্ঞ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—দক্ষিণাতে । দক্ষিণা দ্বারাই যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়া থাকে । শাকল্য ।—দক্ষিণা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—শ্রদ্ধাতে । শ্রদ্ধা থাকিলেই মনুষ্য দক্ষিণা দিয়া থাকে । শাকল্য ।—শ্রদ্ধা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—হৃদয়ে । হৃদয় দ্বারা শ্রদ্ধা জানা যায় । তখন শাকল্য বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি বাহা বাহা বলিলে তাহা ঠিক এইরূপই বটে ।

শাকল্য ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য এই পশ্চিমদিকে ( তুমি ) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন পশ্চিমদিগের দেবতা বরুণ । শাকল্য ।—বরুণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—বরুণ জলে প্রতিষ্ঠিত । শাকল্য ।

—জল কোথায় প্রতিষ্ঠিত । যাজ্ঞবল্ক্য ।—রেতে । শাকল্য ।—রেত কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—রেত প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ে । পিতৃ-হৃদয় নিম্নত রেত হইতেই পিতার অনুরূপ পুত্র জন্মিয়া থাকে । অতএব হৃদয়েই রেত প্রতিষ্ঠিত । শাকল্য বলিলেন হে যাজ্ঞবল্ক্য, বাহা বাহা বলিলে তাহা ঠিক এইরূপই বটে ।

শাকল্য বলিলেন এই উত্তরদিকে ( তুমি ) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—উত্তরদিকের দেবতা সোম ।—সোম কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—সোম দীক্ষাতে প্রতিষ্ঠিত । শাকল্য ।—দীক্ষা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কেননা ঋত্বিক-গণ দীক্ষিত ব্যক্তিকে বলেন সত্যবল । শাকল্য ।—সত্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, কেন না হৃদয় দ্বারাই সত্য জ্ঞান যায় । শাকল্য ।—হে যাজ্ঞবল্ক্য ! তুমি বাহা বাহা বলিলে তাহা ঠিক এই রূপই বটে ।

শাকল্য—যেরূপদেশে (তুমি) তোমার কোন্ দেবতা ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—অগ্নি । শাকল্য ।—অগ্নি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—অগ্নি প্রতিষ্ঠিত বাকে । শাকল্য ।—বাক কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—হৃদয়ে বাক প্রতিষ্ঠিত । শাকল্য ।—হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞবল্ক্য তখন বলিলেন হে অহল্লিক ( শাকল্যের নাগাস্তর ) এই বর্তমান সময়ে আমার হৃদয় অন্ত্র আছে বলিয়া যদি তুমি মনে কর, তাহা হইলে তোমার এই প্রশ্ন ( হৃদয় কোথায় আছে ? ) শোভা পায় । আর যদি হৃদয় আগাতে ( দেহে ) না থাকিয়া অন্যত্রই স্থিতি করিবে তাহা হইলে কুকুরগণ কেন তাহা ( দেহ ) ভক্ষণ করিতেছে না এবং গৃধ্র-গণই বা কেন তাহা ( চক্ষুপুটে ) আকর্ষণ করিতেছে না ?

শাকল্য দ্বিজ্ঞাসিলেন—তুমি ও তোমার আত্মা এখন কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—প্রাণে । শাকল্য—প্রাণ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—অপানে ( অধোগামী বায়ুতে ) । শাকল্য ।—অপান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—ব্যানে ( সর্ষশরীরব্যাপী বায়ুতে ) । শাকল্য ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—উদানে ( উর্দ্ধগামী বায়ুতে ) । শাকল্য ।—উদান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ? যাজ্ঞবল্ক্য ।—সমানে ( নাভি-



মুলোখিত বায়ুতে) । হৃদয়ে প্রাণবায়ু, গুহ্যে অপান বায়ু, সর্কশরীরে ব্যান বায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু, আর নাভিসূল সমুখিত সগান বায়ু । ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ানুসারে ইহাদের নাম । প্রাণবায়ু মুখ মধ্যে গৃহীত অন্নাদি উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করে । অপান বায়ু মল মূত্রাদি এককালে শরীরের বাহিরে প্রেরণ করিয়া থাকে । ব্যানবায়ু সর্কশরীরে রস বহন করে, ঘর্ম্ম-শোণিত প্রবর্তন করে এবং গতি, উদ্ভেদ, ক্লেপণ, নিমেষ উন্মেষাদি চেষ্টা সম্পাদন করিয়া থাকে । উদান বাক্য উচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি কার্য্য নির্বাহ করে । সমান আশয় ও পকাশয়গত অন্ন পরিপাক করে ।

হে শাকল্য এই আত্মা ইহা নহে, উহা নহে অথবা অন্য কোনও পদার্থও নহে, এই আত্মা অগৃহ্য ( গ্রহণাযোগ্য ) কোন কিছু দ্বারা গ্রহণ করা যায় না ; অশীর্ষ্য—শীর্ণতা ( ক্ষয় ) প্রাপ্ত হয় না ; অসঙ্গ অর্থাৎ কোনও কিছুর সহিত সংযুক্ত হয় না ; অসিত অর্থাৎ কোন বাধানুভব করে না এবং বিনাশও প্রাপ্ত হয় না । ( এ সকল জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে, আরোহবল্লীতে সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । )

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে শাকল্য, এই মনুজ পৃথিব্যাদী অষ্ট আয়তন, অগ্ন্যাদি অষ্ট লোক অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষ । যে ব্যক্তি এই পৃথিব্যাদি শরীর-বিশিষ্ট অষ্ট পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় অষ্টদিকের পুরুষ-স্বর্ণকে দিগাদিক্রমে আত্মাতে উপসংহার অর্থাৎ একীভূত করিতে পারেন, তিনিই নিরুপাধি ধর্ম্ম হন ( অর্থাৎ শরীর মধ্যে আত্মা আছে বলিয়াই তাহার নামরূপাদি ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া হইতেছে, পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিলে শরীর সত্ত্বেও জীব নিরুপাধি ধর্ম্ম লাভ করে ) । সেই উপনিষদগম্য পুরুষের বিষয় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । তুমি যদি সেই পুরুষের বিষয় আমাকে পরিষ্কার রূপে বলিতে না পার তাহা হইলেন আমার অভিশাপে তোমার মস্তক পতিত হইবে । শাকল্য সেই উপনিষদগম্য পুরুষকে অবগত না থাকাতে তখন অভিশাপক্রমে তাঁহার মস্তক খসিয়া পড়িয়া গেল । অপিচ শিষ্যগণ তাঁহাকে সংকারার্থ লইয়া গেলে শাকল্যের শরীরাস্থিসকল মূল্যবান্ ধন মনে করিয়া চোরগণ অপহরণ করিল ।

অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য সত্যস্ব ব্রাহ্মণদিগকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন

হে পণ্ডিতমণ্ডলি ! আপনাদের মধ্যে কোন এক জন বা আপনারা লকলে মিলিয়া আমাকে কোন প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন। অথবা আমি আপনাদের একজনকে বা লকলকে প্রশ্ন করিতে পারি। বাহ্য আপনাদের অভিরুচি। তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না।

ব্রাহ্মণগণকে এইরূপে সাহসশূন্য ও নিরুত্তর দেখিয়া রাজবল্ক্য জ্ঞোকাকারে তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন। যথা :—

যে রূপ বিশাল বৃক্ষ, তদ্রূপ এই পুরুষ সত্য। ইহার লোগ সকল বৃক্ষের পত্রের সদৃশ। এই পুরুষের স্বকৃ বৃক্ষের বল্কলের স্থায়। এই পুরুষের স্বকৃ হইতে ক্ষধির নির্গত হয়, বৃক্ষের বল্কল হইতে নির্বাস বাহির হইয়া থাকে। আঘাত করিলে বৃক্ষ হইতে রস এবং পুরুষ হইতে শোণিত নিসৃত হয়। পুরুষের মাংস বৃক্ষের বল্কলের রসাল অংশের মত দৃঢ়। এই পুরুষের অস্থি সকল বৃক্ষেব কাষ্ঠ সদৃশ। তাহাদের অস্থি-মজ্জা বৃক্ষের শাঁস সদৃশ। এই পর্য্যন্ত পুরুষের ও বৃক্ষের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যদি বৃক্ষ ছিন্ন হয় তবে মূল হইতে নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইয়া থাকে। আর মরণশীল মানুষ যখন মরে তখন কোন্ মূল হইতে পুনরায় তাহার উৎপত্তি হয় ? ( এই প্রশ্ন )। হে ব্রাহ্মণগণ ! রেত হইতে মানুষের উৎপত্তি, এমন কথা বলিও না ; কেন না জীবিত ব্যক্তি হইতেই রেত জন্মিয়া থাকে, মৃত ব্যক্তি হইতে জন্মে না। বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, সেজন্য বৃক্ষ ছেদন করিলে মূল হইতে তাহার পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে ; যদি সমূলে বৃক্ষ তুলিয়া নষ্ট করা যায় তাহা হইলে আব বৃক্ষ জন্মে না। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মরণশীল মানুষ, মৃত্যুতে যদি একেবারে মরিয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় কোথা হইতে তাহার পুনরুৎপত্তি সম্ভবে ?

যে জাত অর্থাৎ জন্মিয়াছে সেই পুনরায় জন্মে। যে জন্মে নাই অর্থাৎ যিনি নিত্যই আছেন, তাঁহার মৃত্যুও নাই জন্মও নাই। জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চয়ই আছে। জগতের মূল্যধার সেই অমৃত পুরুষকে কে জন্মাইবে। ব্রাহ্মণগণ এসকল কথা, অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন, সুতরাং রাজবল্ক্য নিজেই এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন।

‘তিনি বলিলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যাণের পরম সম্পদ ও পরমাত্মের বিজ্ঞান-  
খন, এই আনন্দময় নিত্য বর্তমান ব্রহ্ম জগতের মূলাধার । বিজ্ঞানময়  
জীবাত্মা পুরুষ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ।

ভাব—প্রাণই পরোক্ষ ব্রহ্ম এজ্ঞ ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ বলা হইয়া থাকে । এই  
প্রাণের অষ্ট প্রকার ভেদ ব্যাখ্যা করিয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ দিবার জন্ত  
শাকল্য পুনরায় বাজবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন । তদনুসারে বাজবল্ক্য  
ক্রমে (১) শারীর পুরুষ, (২) কামময় পুরুষ, (৩) আদিতা পুরুষ, (৪) প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ,  
(৫) ছায়াময় পুরুষ, (৬) আদর্শ পুরুষ, (৭) জলময় পুরুষ, (৮) ও পুত্রময় পুরুষ ব্যাখ্যা  
করিয়া সেই সকলের দেবতা (১) অন্ন (অমৃত), (২) নারীজাতি, (৩) সত্য, (৪) দিক্,  
(৫) মৃত্যু, (৬) প্রাণ, (৭) জল ও (৮) প্রজাপতি ব্যাখ্যা করিলেন । তৎপর পূর্ব দক্ষিণ  
পশ্চিম ও উত্তরাদি ক্রমে দিক্ সকলের দেবতা ব্যাখ্যা করিলে, শাকল্য জিজ্ঞাসা  
করিলেন “তুমি ও তোমার আত্মা কোথায় ? তখন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও  
সমানাদি পঞ্চ প্রাণের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রমে পৃথিবাদি অষ্ট শরীর, অগ্ন্যাদি অষ্ট  
লোক, অষ্ট দেবতা ও অষ্ট পুরুষে প্রবেশ করিয়া সেই সকলের ক্রিয়া মধ্যে পৃথক্ পৃথক্  
ভাবে আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া পুনরায় দিগাদিক্রমে সমুদয় আত্মাতে উপসংহত অর্থাৎ একী-  
ভূত করিয়া উপাধি ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্বক উপনিষদ্ উক্ত পরম পুরুষকে সমাক্ অবগত  
হইতে হয় তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন । এস্থলে বিরোগ এবং সংযোগ ক্রমে ( analysis  
and synthesis ) ক্রমে জীবব্রহ্মের যোগানুভূতি লাভ হয় তাহাই প্রদর্শন করা  
উদ্দেশ্য । শাকল্য এই সকল শ্রবণে ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন কি না তাহাও পরীক্ষা করিলেন ।  
ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অতি বিনীত ভাবে ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রশ্নোত্থাপন ও তাহার  
সীমাংসা শ্রবণ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে আত্ম-  
জ্ঞান বিহীন মূর্খগণের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাই প্রদর্শন জন্ত বলা হইয়াছে যে,  
অভিশাপক্রমে শাকল্যের মস্তক পড়িয়া গেল, কেন না জ্ঞানাত্মানবশতঃ তদীয় হৃদয়ে  
ব্রহ্মজ্ঞান স্মৃতি পাইতেছিল না । অপিচ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হইলে মনুষ্য মৃত্যুগ্রাসে  
পতিত হয়, ( নচেদবেদীমহতী বিনষ্টিঃ ) ইহা প্রদর্শন করাও অত্যন্ত উদ্দেশ্য ।  
“য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি” । যাহারা ব্রহ্মকে জানেন তাহারা অমর হইবেন, ইহাই  
এতদ্বর্থে প্রমাণিত হইয়াছে, (তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ—অথর্ববেদ) । অতঃপর  
ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত দিয়া জগতের মূল কারণ বিজ্ঞানানন্দঘন পুরুষ, তাহার অতি পরিকার  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

৯ । তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্কীত ব্রাহ্মণঃ ।

নানুধ্যায়ৈবহুজ্ঞানং বাচো বিদ্বানপন্থ হি তদতি ॥

ব্রহ্মযোগানুগৃহীতা বুদ্ধিরন্যায়সেন নিধিঃ তৎসমারম্ভীকরোতি, অন্তথা বহুশাস্ত্রাভ্যাসেনাপি ন তৎক্ষুৰ্ভিজায়তে । এতদেব কথরতি শ্রুতিস্নেবেতি । তং পরাম্ভানম্ এব (৪।১৫) বিজ্ঞায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধেন জ্ঞাযা ধীরঃ প্রজ্ঞাবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রজ্ঞাং জিজ্ঞাসানিবৃত্তিকরীং কুর্বীত । বহুন্ শব্দান্ যোগবিচ্ছেদকরান্ ন অনুধ্যায়েন্ ন অনুচিন্তয়েৎ । কথং ? তৎ অনুচিন্তনং বাচঃ বিশ্রামনং বিশেষেণ গ্লানিকরং—তত্ত্বপ্রকাশপ্রতিকূল্যাৎ বুধাঃ সমমাত্রঃ স্তাদিতি ভাবঃ ।

ব্রহ্মরূপাণ্ডুণে যিনি ব্রহ্মযোগ লাভ করেন, তিনি অনায়াসেই সৰ্ব্ব তত্ত্ব লাভ করেন । অন্যথা বহু শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাস করিলেও অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুৰ্ত্তি পায় না । এক্ষণে শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন । সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া ধীরেরা, জিজ্ঞাসা নিবৃত্তিকরী প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন । ( কেননা “তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে, হিন্দ্যন্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ” অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে সমুদয় সংশয় বিদূরিত হয় স্মৃতরাং আর জিজ্ঞাসার বিষয় কিছু থাকে না ) । তাঁহারা যোগ বিচ্ছেদকারী বহুশব্দের অনুধ্যান ও অনুচিন্তাও করেন না, কেন না তদ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রকাশের প্রতিকূলতা জন্মে বলিয়া বহুশব্দ তাঁহাদের মনের গ্লানিকর হইয়া থাকে ।

ভাব—যপ্রকাশ ব্রহ্ম আপনার রূপাণ্ডুণে জীবের রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে জীবের ভয় ভাবনা ও সমুদয় সংশয় দূর হয় । তখন জীবাত্মা পুরুষ বৃত্তিতে পারেন যে, বহু শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাস ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশের অধিকূল না হইয়া প্রতিকূলই হইয়া থাকে । স্মৃতরাং বহুশব্দ প্রয়োগ মনের গ্লানিকর হয় । এজন্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অগ্নাক্ষরে ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞাপকাত্মক মন্ত্র ব্যবহার করেন । যেমন “সত্যং শিবং সুন্দরম্” অথবা “সৎ, চিং, আনন্দং”, ওঁ হরি ওঁ । ইত্যাদি ।

১০। সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাং সনাতনঃ সনগাং সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্মা স্বয়ম্ ব্রহ্মণে নমঃ ।

বৃহ, ৬। ৬। ৩।

আচার্য্যপরম্পরাক্রমো হি বংশঃ । তৎকীর্তনমুপনিষদি দৃষ্টতে । ঐশ্বরানুগৃহীতবৃদ্ধো স্বয়ং বেদঃ প্রতিষ্ঠাতীতি প্রদর্শনার ‘সনারোঃ সনারুঃ, সনাতনাং সনাতনঃ, সনগাং সনগঃ, পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম স্বয়ম্’ ইতি চরম্যাংশে বংশকীর্তনস্ত পরিগৃহীতোহত্র । পরমেষ্ঠী, বিরাট্, ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভঃ । ঐশ্বরানুগৃহীতা বুদ্ধিরেব হিরণ্যগর্ভঃ । অতএবাহ টীকাকৃত্য—“স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতবেনো হিরণ্যগর্ভো নাচা-  
র্য্যাস্তমরূপেকতে । ঐশ্বরানুগৃহীতস্ত ব্রহ্মাবাবির্ভূতাবেদাদেব বিভ্রালাভসম্ভবাৎ” ইতি । এব বংশানু-  
ক্রমঃ :—

অথ বংশঃ । গোঁতিমাব্যো গোঁপবনাং গোঁপবনঃ গোঁতিমাব্যাং গোঁতিমাব্যো গোঁপবনাং গোঁপবনঃ কোশিকাং কোশিকঃ কোঁতিস্তাং কোঁতিস্তঃ শাণ্ডিল্যাং শাণ্ডিল্যঃ কোশিকাজ্জ গোঁতিমাজ্জ গোঁতিমঃ ।



আচার্য্যপরম্পরার বংশ হইয়াছে । উপনিষদে এই বংশাবলীর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে । ঈশ্বররূপাবতরণে মানব অন্তরে বেদ প্রতিভাত হয় । তাহা প্রদর্শন জন্য বলিতেছেন :—সনারু হইতে সনারু ; সনাতন হইতে সনাতন ; সনগ হইতে সনগ ; পরমেষ্ঠী হইতে পরমেষ্ঠী ; ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি । বংশাবলী কীর্তনের শেষাংশ এখানে গৃহীত হইয়াছে । পরমেষ্ঠী বিরাট্ । ব্রহ্ম হিরণ্যগৰ্ভ । হিরণ্যগৰ্ভে ঈশ্বররূপাবতরণ করিয়াছিল । এজন্য টীকাকার বলিয়াছেন, হিরণ্যগৰ্ভ অপর কোন আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন নাই । ঈশ্বর রূপায় বেদ (ব্রহ্মজ্ঞান) তাঁহার অন্তরে স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিলেন । এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, গুরুপদেশ বিনাও ঈশ্বররূপায় বেদবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে ।

অনন্তর বংশ বলিতেছেন :—গোপবন হইতে পৌতিমাস্য । পৌতিমাস্য হইতে গোপবন । গোপবন হইতে পৌতিমাস্য । কৌশিক হইতে গোপবন । কৌশিন্য হইতে কৌশিক । শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য । কৌশিক ও গৌতম হইতে গৌতম ।

আগ্নিবেশ্য হইতে আগ্নিবেশ্য । শাণ্ডিল্য এবং আনভিল্লাত হইতে আনভিল্লাত । আনভিল্লাত হইতে আনভিল্লাত । আনভিল্লাত হইতে আনভিল্লাত । গৌতম হইতে গৌতম । সৈবত ও প্রাচীনযোগ্য এই উভয় হইতে সৈবত ও প্রাচীনযোগ্য । পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য । ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ । ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে গৌতম । ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ । পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য । বৈজ্ঞানপায়ন হইতে বৈজ্ঞানপায়ন, কৌশিকায়ন ও কৌশিকায়নি ।

দ্ব্যুতকৌশিক হইতে দ্ব্যুতকৌশিক । পারাশর্য্যায়ন হইতে পারাশর্য্যায়ন । পারাশর্য্য হইতে পারাশর্য্য । জাতুকর্য্য হইতে জাতুকর্য্য । আম্বরায়ন এবং যাক্ষ হইতে আম্বরায়ন । জৈবেনি হইতে জৈবেনি । ঔপজ্জনি হইতে ঔপজ্জনি । আমুরি হইতে আমুরি । ভারদ্বাজ হইতে ভারদ্বাজ । আত্রেয় হইতে আত্রেয় । মাণ্ডি হইতে মাণ্ডি । গৌতম হইতে গৌতম । বাৎস্য হইতে বাৎস্য । শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য । কৌশোর্য্য ও কাপ্য হইতে কৌশোর্য্য এবং কাপ্য ।

কুমারহারিত হইতে কুমারহারিত । গালর হইতে গালব । বিদভী-  
কৌণ্ডিন্য হইতে বিদভীকৌণ্ডিন্য । বাজব হইতে বৎসনপাত । বৎসন-  
পত হইতে বাজব । পথঃসৌভর হইতে পন্থাসৌভর । অযাস্য ও  
আজিরস হইতে অযাস্য ও আজিরস । আভুতিশ্চাট্ট হইতে আভুতি-  
শ্চাট্ট । বিশ্বরূপশ্চাট্ট হইতে বিশ্বরূপশ্চাট্ট । অশ্বিনীদ্বয় হইতে অশ্বিনী-  
দ্বয় ও দধী । অথর্ক ও দধী হইতে অথর্ক । দৈব হইতে অথর্ক ও দৈবী ।  
মৃত্যু ও প্রাধ্বংসন হইতে মৃত্যু । প্রাধ্বংসন হইতে প্রাধ্বংসন । একঋষি  
হইতে একঋষি, বিপ্রচিতি হইতে বিপ্রচিতি । ব্যাষ্টি হইতে ব্যাষ্টি ।  
সনারু হইতে সনারু । সনাতন হইতে সনাতন । সনগ হইতে সনগ ।  
পরমেষ্টি হইতে পরমেষ্টি । ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম ( ব্রহ্মা ) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মকে  
ব্রহ্মস্বর করি ।

আচার্য্যগণের ও শিষ্যগণের বিশেষ ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ।  
পত্নী গুণবতী হইলে গুণবান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে । অতএব পত্নীগণের  
বিশেষত্বানুসারে পুত্রগণের বিশেষত্ব আচার্য্য-পরম্পরা পরিকীৰ্ত্তিত হই-  
য়াছে । যথা :—কাত্যায়নী পুত্রের শিষ্য পৌতিমাষী পুত্র । গৌতমী  
পুত্রের শিষ্য কাত্যায়নী পুত্র । ভারদ্বাজের পুত্রের শিষ্য গৌতমী পুত্র ।  
পারাশরী পুত্রের শিষ্য ভারদ্বাজ পুত্র । ঔপন্বন্তী পুত্রের শিষ্য পারাশরী  
পুত্র । ঔপন্বন্তী পারাশরী পুত্রের শিষ্য । পারাশরী পুত্র কাত্যায়নী  
পুত্রের শিষ্য । কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্রের শিষ্য । কৌশিকী  
পুত্র আলম্বীপুত্রের ও বৈয়াজ্ঞপদীপুত্রের শিষ্য । বৈয়াজ্ঞপদীপুত্র  
কাথী পুত্রের শিষ্য । কাপীপুত্রের শিষ্য কাপীপুত্র ।

আত্রেয়ীপুত্রের শিষ্য আত্রেয়ীপুত্র । গৌতমীপুত্রের শিষ্য গৌতমী-  
পুত্র । ভারদ্বাজীপুত্রের শিষ্য ভারদ্বাজীপুত্র । পারাশরীপুত্রের শিষ্য  
পারাশরীপুত্র । বাৎসীপুত্রের শিষ্য বাৎসীপুত্র । পারাশরী পুত্রের  
শিষ্য পারাশরী পুত্র । বার্কাকরুণী পুত্রের শিষ্য বার্কাকরুণী পুত্র । বার্কাক-  
রুণী পুত্রের শিষ্য বার্কাকরুণী পুত্র । আর্ভভাগী পুত্রের শিষ্য আর্ভভাগী  
পুত্র । শৌকী পুত্রের শিষ্য শৌকী পুত্র । সাক্ষী পুত্রের শিষ্য  
সাক্ষী পুত্র । আলম্বায়নী পুত্রের শিষ্য আলম্বায়নী পুত্র । জায়ন্তী  
পুত্রের শিষ্য জায়ন্তী পুত্র । মাণ্ডুকায়নী পুত্রের শিষ্য মাণ্ডুকায়নী পুত্র ।

মাণ্ডুকী পুত্রের শিষ্য মাণ্ডুকী পুত্র। শাণ্ডিলী পুত্রের শিষ্য শাণ্ডিলী পুত্র। রাধিতরী পুত্রের শিষ্য রাধিতরী পুত্র। ভালুকী পুত্রের শিষ্য ভালুকী পুত্র। দুই কোঞ্চিকী পুত্রের শিষ্য কোঞ্চিকী পুত্রদ্বয়। বৈদভুতি পুত্রের শিষ্য বৈদভুতি পুত্র। কাশ্চকীয়ী পুত্রের শিষ্য কাশ্চকীয়ী পুত্র। প্রাচীনযোগী পুত্রের শিষ্য প্রাচীনযোগী পুত্র। সাংজীবী পুত্রের শিষ্য সাংজীবী পুত্র। আম্বরবাসিনী প্রান্নী পুত্রের শিষ্য প্রান্নী পুত্র। আম্বর-  
স্নায়ণের শিষ্য আম্বরস্নায়ণ। আম্বরির শিষ্য আম্বরির।

যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য। উদালকের শিষ্য উদালক। অরু-  
ণের শিষ্য অরুণ। উপবেশির শিষ্য উপবেশি। কুশ্রির শিষ্য কুশ্রি।  
বাজ্রপ্রবর শিষ্য বাজ্রপ্রবর। জিহ্বাবান্ বাধ্যগের শিষ্য জিহ্বাবান্  
বাধ্যগ। অসিতবার্ষগণের শিষ্য অসিতবার্ষগণ। হরিতকশ্যপের শিষ্য  
হরিতকশ্যপ। শিল্পকশ্যপের শিষ্য শিল্পকশ্যপ। কশ্যপনৈক্যবির  
শিষ্য কশ্যপোনেক্যবি। বাকের শিষ্য বাক্। অস্তিগীর শিষ্য আদিত্য।  
বাজ্ঞনেনয় যাজ্ঞবল্ক্য গুরু যজুর্বেদে এই বংশ কীর্তন করিলেন।

সনানম আগাংজীবীর পুত্র হইতে সাংজীবী পুত্র। মাণ্ডুকায়নি  
হইতে মাণ্ডুকায়নি। মাণ্ডুব্যের শিষ্য মাণ্ডব্য। কোৎস হইতে  
কোৎস। মাহিথি হইতে মাহিথি। বামকক্ষায়ণ হইতে বামকক্ষায়ণ।  
শাণ্ডিল্য হইতে শাণ্ডিল্য। বাৎস্ত হইতে বাৎস্ত। কুশ্রি হইতে কুশ্রি।  
যজ্ঞবচরাজন্তস্বায়ন হইতে যজ্ঞবচরাজন্তস্বায়ন। তুরাকাবষেয়ের শিষ্য  
তুরাকাবষেয়। প্রজাপতির শিষ্য প্রজাপতি। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের শিষ্য ব্রহ্ম  
( ব্রহ্মা ) ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

ভাব। স্বয়ম্ভু ও সপ্রকাশ ব্রহ্ম কৃপাপরবশ হইয়া ব্রহ্মার অন্তরে স্বয়ং বেদরূপে  
অবতীর্ণ হন। সুতরাং ব্রহ্মার গুরু স্বয়ং পরমেশ্বর। ক্রমে ব্রহ্মা হইতে শিষ্যানুক্রমে  
বেদবিদ্যা শিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্যগণ গুরুগণের নামানুসারে নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং  
তঁাহাদের বংশধরগণ সেই শিষ্যগণের নামানুসারে তঁাহাদের বংশ বলিয়া অদ্যাপি খ্যাতি  
লাভ করিতেছেন।

১১। ও ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক চ সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ।



অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেণ  
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥

কালঃ সত্যবো নিরতির্যদৃচ্ছা  
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্য।  
সংযোগ এষাং ন স্বাস্থ্যতাবা-  
দাস্থ্যাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্রব  
দেবাস্থশক্তিৎ স্বভূগৈর্নিগূঢ়াশ্চ ।  
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি  
কালাস্থযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥

তথৈকেনমিৎ ত্রিভূতং ষোড়শাস্থৎ  
শতাক্ষরং বিংশতিপ্রত্যরাতিঃ ।  
অষ্টকৈঃ ষড়্ ভির্বিষ্মকৈপৈকপাশং  
ত্রিমাগ্ভেদং ত্রিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥

পঞ্চশ্রোতোহম্ভুং পঞ্চযোনিঃপ্রবক্তাং  
পঞ্চপ্রাণোন্মিৎ পঞ্চবুদ্ধাদিমূল্যম্ ।  
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং  
পঞ্চাশত্তেদাং পঞ্চপৰ্ব্বামধীমঃ ॥

সৰ্ব্বাজীবে সৰ্ব্বসংস্থে বৃহন্তে  
তস্মিন্ হৃৎসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।  
পৃথগাস্থানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা  
জুষ্টম্বতন্তেনামৃতত্বমেতি ॥

উদগীতমেতৎ পরমস্তু ব্রহ্ম  
তস্মিন্ স্তব্রং স্প্রতিষ্ঠান্নরঞ্চ ।

ଅତ୍ରାନ୍ତରଂ ବ୍ରହ୍ମବିଦୋ ବିଦିଷ୍ଠା  
ଜୀନା ବ୍ରହ୍ମାଣି ତତ୍ତ୍ୱମା ଯୋନିଯୁକ୍ତାଃ ॥

ସଂଯୁକ୍ତମେତଂ କରମକ୍ଷରଂ  
ସାକ୍ତାସାକ୍ତଂ ଭରତେ ବିଶ୍ୱଶୀଳଃ ।  
ଅନୀଶଂଚାତ୍ମା ବଧାତେ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱାବା-  
ହଂଜ୍ଞାତ୍ୱା ଦେବଂ ଯୁକ୍ତାତେ ସର୍ବପାପୀନଃ ॥

ଜ୍ଞାତ୍ୱେଽହାବଦ୍ଧାବୀଶାନୀଶା-  
ବଦ୍ଧାବେକା ଭୋକ୍ତୃଭୋଗ୍ୟାର୍ଥଯୁକ୍ତା ।  
ଅନନ୍ତଶ୍ଚାତ୍ମା ବିଶ୍ୱରୂପୋହକର୍ତ୍ତା  
ଦ୍ରେୟଂ ସଦା ବିନ୍ଦତେ ବ୍ରହ୍ମମେତଂ ॥

କ୍ଷରଂ ପ୍ରଧାନମୟତାକ୍ଷରଂ ହରଃ  
କ୍ଷରାତ୍ମାନାବୀଶତେ ଦେବଂକଃ ।  
ତତ୍ତ୍ୱାଭିଧ୍ୟାନାଦ୍ୟୋଜନାଂ ତତ୍ତ୍ୱତ୍ୱାବାଦ୍  
ଭୂୟଂଚାନ୍ତେ ବିଶ୍ୱମାୟାନିରୂପିତଃ ॥

ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଦେବଂ ସର୍ବପାପାପହାନିଃ  
କ୍ଳୀନଃ କ୍ଳେଶଜର୍ଜରମୟତ୍ୱା ପ୍ରହାଣିଃ ।  
ତତ୍ତ୍ୱାଭିଧ୍ୟାନାଂ ତୃତୀୟଂ ଦେହଭେଦେ  
ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର୍ୟାଂ କେବଳ ଆତ୍ମକାମଃ ॥

ଏତଦ୍ଭଞ୍ଜେୟଂ ନିତ୍ୟମେବାତ୍ମନଂସଂ  
ନାତଃପରଂ ବେଦିତବ୍ୟଂ ହି କିଞ୍ଚିତ୍ ।  
ଭୋକ୍ତା ଭୋଗ୍ୟଂ ପ୍ରେରିତାରକ୍ଷ ମତ୍ତା  
ସର୍ବଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତ୍ରିବିଧଂ ବ୍ରହ୍ମମେତଂ ॥

ବହ୍ମେଶ୍ୱରୀ ଯୋନିଗତତ୍ତ୍ୱା ମୂର୍ତ୍ତି-  
ର୍ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ନୈବ ଚ ଲିଙ୍ଗନାଶଃ ।

স ভূয় এবেক্কনযোনিগৃহ-

স্তম্বোভয়ং প্রণবেন দেহে ॥

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্ ।

ধ্যাননিশ্চয়ানাভ্যাসাদ্বেবং পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-

রাপঃ শ্রোতঃস্বরণীষু চাঘ্নিঃ ।

এবমাস্ত্রান্নি গৃহতেহসৌ

সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্রুতি ॥

সর্বব্যাপিনমাস্ত্রানং ক্ষীরে সর্পির্বিষার্চিতম্ ।

আস্ত্রবিদ্যাতেপোমূলং তদ্রুক্কোপনিষৎপরম্ ॥

তদ্রুক্কোপনিষৎ পরম্ ॥ শ্বে, ১ । ১—১৬ ।

বেদান্ততত্ত্বসংগ্রহভূতাহরমধ্যায় আরভাতে 'ও' ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি' ইতি নিবচনেন । উদ্ভাদেই প্রথমধেন ব্রহ্মবাক্তিরিত্যং কারণান্তরং নিরসিতুমাহ—কিং ব্রহ্ম কারণম্ ? কৃতঃ বয়ং জাতাঃ শ্বঃ ? জাতাঃ সন্তঃ কেন জীবাম জীবনধারণং করবাম ? ক চ বয়ং সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ—অন্তে স্থিতিঃ কুর্ধ্বঃ ? হে ব্রহ্মবিদঃ, কেন ব্যবস্তাং—ভূতে: শ্বঃ—বিবিধবাবসারম্ অধিষ্ঠিতাঃ অধিকৃত্য স্থাপিতাঃ বয়ং স্থেতেহরেষু স্থব্ধুঃখেবু বর্তামহে ।

এবং প্রথমপাণ্য ব্রহ্মবাক্তিরিত্যং কারণান্তরং নিরশ্রুতি কালইতি । কালঃ—সর্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ, স্বভাবঃ—পদার্থানাং প্রতিনিরতা শক্তিঃ, নিরতিঃ—অবিষমপূর্ণাপাপলক্ষণং কর্ণ, যদৃচ্ছা—আকাম্বিকী প্রাপ্তিঃ, ভূতানি—আকাশাদীনি, বোনিঃ—প্রকৃতিঃ, পুরুষঃ—জীবঃ ইতি—চিন্তা চিন্তাঃ নিরূপণীয়ম্ । ভেবামকারণত্বং নিরূপয়তি—এবাং কালাদীনাং ন তু সংযোগঃ কার্যোৎপাদনে মিলিত-ভাবঃ । কথম্ ? আস্ত্রভাবাৎ—জীবচৈতন্ত্যাদিষ্ঠানবশাৎ স সংযোগো ভবতি । যন্তেবম্ আন্ত্রৈব ভবতু কারণম্ ? তদপি ন জীবব্রহ্মৈবনাগর ইত্যুক্তেত্রাণ্ডিঃ দর্শয়তি শ্বয়ং শ্রুতিঃ,—স্থব্ধুঃখেহেতোঃ স্থব্ধুঃখাধীনত্বাৎ আস্ত্রাপি অনীশঃ অবন্ততঃ ।

এবং কারণান্তরনিরসনানন্তরং ধ্যানযোগেন ব্রহ্মবিদো নিখিলশক্তিপ্রস্রবণঃ পরমাস্ত্রানমেব সাক্ষাৎ কারণত্বেনাপশ্রুতিভাষ্যে ভবতি । ধ্যানযোগাভ্যুগতাঃ তে ব্রহ্মবিদঃ স্বত্ত্বগৈঃ স্বশ্বত্ত্বগৈঃ অব্যাসিত-পৃথিব্যাষ্টৈবর্ধাঃ নিগূঢ়াং প্রচ্ছিন্নাং দেবাস্ত্রশক্তিং দেবস্ত্র পরাস্ত্রানং আস্ত্রশক্তিং নিজাং শক্তিং চিহ্নিত্বম্ অপশ্রুত্ব । কোহিসৌ দেবঃ যন্তেরমাস্ত্রশক্তিঃ ? যঃ একঃ অদ্বিতীয়ঃ কালান্ত্রযুক্তানি নিখিলানি তানি স্বভাবাদীনি কারণানি অধিষ্ঠিত্তি ।

তং চক্ষুশ্চেন বর্ণয়তি তমিতি । যঃ একঃ নিখিলানি কারণানি অধিষ্ঠিত্তি তম্ একঃ নেদ্বিঃ ত্রিবৃতং ত্রিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ একুতিত্ত্বগৈঃ বৃতং ; বোড়শস্তঃ—পঞ্চভূতানি একাদেশজিরাণি ইতি বোড়শবিকারঃ অন্তঃ অবসানং বস্ত, অথবা প্রয়োগনিবহুতবোড়শকলাঃ ( ৫ । ৭ ) অবসানং বস্ত ;

শতাব্দীর—পঞ্চাশৎ অরঃ বস্ত্র—“পঞ্চ বিপৰ্য্যয়ভেদা ভবন্ত্যশক্তি করণৈবকল্যাৎ । অষ্টাবিংশতি-  
ভেদাভূতিন্ ববাহুত্বা সিদ্ধিঃ ॥” ইতি সাংখ্যকারিকোক্তাঃ পঞ্চবিপৰ্য্যয়ভেদা অষ্টাবিংশতিভেদা চাশক্তি-  
নব্বা ভূষ্টিরষ্টা সিদ্ধিরিতি পঞ্চাশৎ, বিশেষজ্ঞ কারিকায়ান্ত্রাখ্যায়ান্দ জ্ঞাতব্যঃ ( সাং ৩। ৩৭—  
৩০২ ) ; বিংশতিপ্রভারভিঃ—নশল্লিঙ্গাণি ভেবাঞ্চ বিবরাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবচনাদানবিহরণোৎ-  
সর্গানন্দাঃ প্রভারাঃ অরাণাং দার্ঢ্যায় কিলকাঃ তৈঃ ; যড়তিঃ বটসংখ্যকৈঃ অষ্টকৈঃ (১) ভূম্যাদি  
প্রকৃতাষ্টকম্, (২) স্বপাদি খাণ্ডষ্টকম্ (৩) অধিমাষ্টোত্তমচর্চাষ্টকম্ (৪) ধর্মজ্ঞানাদি ভাবাষ্টকম্ (৫) ব্রহ্ম-  
জ্ঞাপ্রভাদি দেবাষ্টকম্ (৬) দ্বাদশিগুণাষ্টকং তৈঃ—বৃত্তম্ ; বিবরূপৈকপাশং বিবরূপঃ নানারূপঃ  
পুত্রাদিভেদাৎ একঃ কামএব পাপো বস্ত্র ; ত্রিমাগ্ভেদং—ধর্মধর্মজ্ঞানমাগ্ভেদা বস্ত্র ; দ্বিনির্মিষ্টক-  
মোহং—ঘরোঃ পাপপুণ্যরোঃ নিমিত্তম্ একঃ মোহঃ অনাক্ষয় আত্মাতিমানঃ বস্ত্র ; এবভূতং একচক্রং  
অধীমঃ ইতি পরোপাধঃ ।

পুনশ্চ তৎ নদীত্বেন বর্ণয়তি—পঞ্চস্রোতোহমুম্—পঞ্চস্রোতাংসি চকুরাদীনি জ্ঞানল্লিঙ্গাণি অমু-  
স্থানিণি বস্ত্র ; পঞ্চবোম্মাত্রাফাং—পঞ্চবোনিতিঃ কারণত্বৈঃ পঞ্চত্বৈঃ উগ্রাং ভীষণাং বক্রাং চ ;  
পঞ্চপ্রাণোর্ধ্বিঃ—পাণাদীনি পঞ্চ কর্মল্লিঙ্গাণি উগ্রঃ বস্ত্রাঃ ; পঞ্চমুচ্ছাদিমূল্যঃ—পঞ্চজ্ঞানল্লিঙ্গজ্ঞ-  
বোধানাম্ আদিকারণং মনো বস্ত্রাঃ ; পঞ্চানন্তাং—পঞ্চ শব্দাদিবিবরাঃ আবর্তাঃ বস্ত্রাঃ ; পঞ্চহুঃখোঘ-  
বেগাং—গর্ভহুঃখজন্মহুঃখ জরাহুঃখ-ব্যাধিহুঃখ-মরণহুঃখানি প্রবাহেনেগাঃ বস্ত্রাঃ ; পঞ্চাশতেদাং—  
বিপৰ্য্যয়াদয়ঃ পঞ্চাশৎ ভেদাঃ বস্ত্রাঃ • পঞ্চপর্কাম্—অবিদ্যাহিস্মিতারণেষবাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ  
পর্কানি বস্ত্রাঃ তাং নদীম্ অধীমঃ অধিগচ্ছামঃ যারন্তোকুর্ধ্বঃ ।

এবং ব্রহ্মসংক্রমণে ব্রহ্মস্রোতস্তাং বর্তমানানাং জীবানাং কথং বা চক্রজমিতো মুক্তির্ভবতি ভদ্রাহ  
সংগেতি । সর্কাজীবে সর্কেষাম্ আজীবঃ আজীবনং যমিন্, সর্কসংহে—সর্কেষাং সংহা সমাক-  
শ্রিতিঃ যমিন্, বৃহন্তে সর্কাজর্জবকে অগ্নিন্ ব্রহ্মচক্রে হংসঃ জীবঃ আত্মানং যং প্রেরিতারং প্রেরয়িতারং  
চ পৃথক্—অস্তোহম্ অস্তোহমেই ইতি স্বরূপপার্থক্যং—মহা তৎপ্রেরণাবমাননাং ভ্রামতে পরিবর্ততে  
বিবিধাবস্থাধীনো ভবতি । ততঃ বিবিধবিপরিবর্তনানন্তরং ভেন প্রেরয়িতা ভূঃ সেবিতঃ অনুপৃষ্ঠীতঃ  
অমৃতত্বম্ এতি প্রাপ্নোতি । হুঃখতাপকরবিবিধপরিবর্তনেনাপগতমলঃ পরাত্মাশুগ্রহভাক্ ভবতি  
ততোহস্ত বিমুক্তিঃ ।

উল্লীতমিতি । এতৎ সর্কান্তর্ভাবকং ব্রহ্ম তু পরমং সর্কোৎকৃষ্টম্ উল্লীতম্ । তস্মিন্ ব্রহ্মণি  
তুরীয়ে ত্রয়ং—ভোক্তাভোগ্যং প্রেরয়িতা ইতি, সূত্রাং তৎ সূত্রতিষ্ঠা শোভনপ্রতিষ্ঠা সর্কন্ত নিম্নলতরা  
স্থিতিস্থানম্ । কথম্ ? অক্ষরং স্বরমবিচূতস্বভাবম্ । ব্রহ্মবিদঃ অন্তরং সর্কান্তরাত্মানম্—“অবসর-  
মধোহস্তরাত্মনি চ” ইত্যমরঃ—বিদিত্বা অত্র ব্রহ্মণি পরমে জীনাঃ অপৃথগ্ভাবেনাবস্থিতাঃ সূত্রাং  
তৎপরঃ তদেকপরায়ণাঃ সন্তঃ যোনিমুক্তাঃ—যোনিঃ প্রকৃতিঃ তৎকার্যজাতক্ ততো মুক্তাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ  
স্থিতাঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ—ভবন্তি ।

সংযুক্তমিতি । ক্ষরং বিনাশি—তিরোধানবস্তাবস্থায়, অক্ষরং অবিনাশি—নিত্যবিদ্যমানস্থায়,  
ব্যক্তাব্যক্তং—ব্যক্তং বিকারজাতম্ অব্যক্তং কারণং—পংখুকং পরম্পরমিলিতং হ্রৎ বিধং নিখিলম্ ।  
তদেতদ্বিখিলম্ ইদং সর্কশক্তিমান তরতে বিভর্তি । অনীশঃ অগ্নশক্তিঃ চ আত্মা জীবঃ ভোক্তৃত্বাব্য-  
বধাতে ভোগম্পূহা বদ্ধো ভবতি । দেবং পরেশং জ্ঞাত্বা সর্কপাশৈঃ সর্কবিধবন্ধনৈঃ মুচ্যতে ।

এবং অগজীবপরব্রহ্মজ্ঞিতত্বং সংক্ষেপেণোক্তা স্পষ্টমভিপ্রাণতি জাজ্ঞাবিতি । জাজ্ঞো—জঃ  
ইদং অজঃ জীবঃ তে—বো ইশানীশো শতাব্দীর্ভো অজো অমরহিতো ; ভোক্তৃত্বোপার্ধ্যত্বা—

ভোক্তা; জীবন্ত ভোগবোগ্যবিবরকৃত্য—অজ্ঞা জ্ঞানরহিতা প্রকৃতিঃ হি একা—বিবিধরূপেণ প্রকাশমানা-  
গীৰ্ণশক্তিধ্বেন কেবলা—এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্ম—“তস্মিন্ভ্রমন্” ইত্যুক্তবাৎ একস্মিন্নেব পরব্রহ্মণি  
ভোক্তৃত্বভোগ্যপ্রেরিতরূপেণ বিভজ্যং, ভোক্তৃত্বভোগ্যয়োক্তজ্ঞিত্তর্য প্রেরিতভূতাত্তর্য তুরীয়াব-  
ভাগঃ, “তৎ সর্বমভবৎ” (৮। ১২) ইতি তৎসত্ত্বা সত্ত্বাবত্বাৎ স্বরূপতৈচ্ছকম্, স্বরূপত ব্রহ্মস্বরূপ-  
মুত্তর্যাবকত্বং, নিরন্তরি অগজীবানাং, জীবশক্তৌ “বয়েন ধার্বাতে জগৎ” (পী ৭। ৫) ইতি নিখিলন্ত  
জগতঃ, জগজ্জগাং প্রকৃতিশক্তৌ ভূতনিচয়ানাং তদ্বৎপন্নানাঞ্চাত্তৃত্তর্য হিত্তিঃ; অতএব চ  
ত্রয়াণাং ব্রহ্মত্বম্ (৮। ১৪)—যথা বিমুক্তে লভতে অবিভাগং ভজতে, তদা বিবরূপঃ—অগজীব-  
নিরন্তৃত্বেন বিবিধরূপেণ প্রকাশমানঃ—অনন্তঃ সৰ্বাভাবকতর্য পরিপূর্ণমভাবঃ আত্মা হি অকর্তা—  
“তদাত্মানতু শ্রমমকুরত” (৮। ৬) ইতি বিভজ্যন্ত ন কৰ্ত্তা ।

এতদেব ক্ষুটতর্য বিরূপোতি । করং—প্রধানম্, অমৃতাকরং—অমৃতঞ্চ তৎ অক্ষরং চ - হরঃ ঈশ্বরঃ  
অজানাদিহরণাৎ, করাত্মনৌ প্রধানপুরুষৌ—কৰ্ম—একঃ দেবঃ ঈশতে ঈষ্টে । তত্ত দেবন্ত অতি-  
ধানাৎ, বোজনাত্ সৰ্বত্র সত্ত্বাত্মাণাং সত্ত্বাত্তর্য সংযোজনাত্, ত্বয়ন্ত অসক্য়ং তত্ত্বতাবাৎ সৰ্বত্র  
তৎসত্ত্বা সত্ত্বাবদ্বদর্শনাৎ, অস্তে তত্ত্বসাক্ষাৎকারপরিপাকে বিবমায়ানিবৃত্তিঃ—বিবমায়ারাঃ সৃষ্টিকৌশল-  
রূপায়াঃ ভেদবুদ্ধেঃ নিরুত্তিঃ কার্ণ্যোপরতিরবিভক্ততর্য প্রকাশমানবাৎ ।

জ্ঞাত্তি । দেবা জ্ঞাতা সৰ্বপাশপহানিঃ—সৰ্ব্বেবাং পাশানাং বন্ধনানাং হানিঃ ছেদঃ, কীটৈঃ  
ক্ষরপ্রাণৈঃ অবিন্ধ্যাদিভিঃ ক্লেশৈঃ অক্ষমভূতপ্রহাদিঃ জননমরণদুঃখনাশঃ, তস্যা দেবস্যা অতিধানাৎ  
দেহভেদে দেহভঙ্গে বিবৈধবাং প্রভবাপায়াদিনিখিলৈবর্ষালক্ষণং তুরীয়ং জীবপরিব্রজঃ স্থানং জ্ঞাত্তি  
শেব, কেবলঃ নিরন্তসমন্তৈবর্ষাভিধানঃ আপ্তকামঃ পূর্ণনিখিলাভিলাষঃ ভবতি ।

এতদিতি । এতৎ পরং ব্রহ্ম স্থানত্রয়েহস্য প্রকাশমানত্বেনপি নিত্যম্, এব আত্মসংহম্, আত্মনি  
সমাকৃ হিত্তি জ্ঞেয়ম্, একাত্মপ্রত্যয়ত্বাৎ; অতঃপরং সম্যাক্ষরংস্থজ্ঞানানন্তরং কিংচিৎ ন বেদিতব্যম্  
অস্তি, তুরীয়ে সৰ্বজ্ঞানসা পর্যাবসনাৎ । ভোক্তা ভোক্তারং জীবং, ভোগ্যং জগৎ, প্রেরিতারং নিরন্তরং  
মত্বা ননবিবরং কৃত্বা সৰ্বম্, এতৎ ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং—প্রকারাত্তর্যঃ প্রকারি তে, তৎ তুরীয়ম্—ব্রহ্মং  
প্রোক্তম্ । বিনা হি মননাং ত্রিবিধপ্রকাশসা মূলতৈচ্ছকতং ন জাতু প্রতিভাতি স্বভাবতো বিভক্ততর্য  
প্রতিভাসমানত্বাৎ । এক এব আত্মা বিবে ভোগ্যাত্তর্য, মানসে ভোক্তাত্তর্য, জীবে নিরন্ত্রাত্তর্য  
প্রকাশমানঃ, অতএনৈকদৈব্যব্রহ্মং স্থানত্রয়ে বিদ্যমানত্বাৎ ত্রয়ং ব্রহ্মত্বাঙ্কিঃ তত্ত্বতর্য তৎসত্ত্বা  
ত্রিতর্য সত্ত্বাবত্বাৎ । বিপরীতমিদং বদবিকারী চৈতন্ত্বরূপ আত্মা ভোগ্যাত্তর্য ভোক্তাত্তর্য  
নিরন্ত্রাত্তর্যস্থানং প্রকাশিতবানখচ নিত্যাত্মসংহম্ এব সঃ । “সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বজগৎ সৰ্বরসঃ”  
(৬। ৩) ইত্যত্র ভোগ্যাত্তর্য, “মনোময়ঃ প্রাপশরীরো ভারূপঃ সত্যসম্বন্ধঃ” ইত্যত্র ভোক্তাত্তর্য,  
“এব ম আত্মাহন্তর্দরে” ইত্যত্র নিরন্ত্রাত্তর্য প্রকাশস্য মূলস্বক্ৰেবাৎ, “জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি-  
খবিকারিত্ত্বা চ, সৰ্বাভাবকং তুরীয়ন্ত “এতদ্বব্রহ্ম” ইত্যত্র । মধ্বব্রহ্মণে পুনন্ত্বমিদং পরিচ্ছিন্নম্ ।  
উপাসনাসিদ্ধার্থপ্ৰপাসকদুষ্টাবপূষক্ তে, হপি পূষক তর্য প্রতিভাতীতি নৈতদ্বিপরীতং বদিত্ত্বমিদং জাতু  
দৃষ্টিতো নাপসরতি । “জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যাত্মাত্তিঃ দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যাবধারণেতি নন্তবান্ । এবং “রূপং  
রূপং প্রতিরূপো বহিচ্ছ (৫। ৩) ইত্যত্র বহিঃশব্দঃ ।

বহুৈরিতি । বোনিগতস্য অরপিগতস্য বহুঃ সৃষ্টিঃ যথা মননাং প্রাক্ ন দৃষ্টতে, ন এব চ—  
নির্বাণপ্রাপ্তে সৃষ্টিমত্বাভাবাৎ—তস্যা বহুঃ লিঙ্গনাশঃ সৃষ্টতনোরভাবাভাবাঃ । কথং জ্ঞাত্তে ন  
তস্য সৃষ্টতনোরভাবইতি ? স এব নির্বাণপ্রাপ্তঃ ত্বয় এব পুনরেব ইন্দ্রনবোনিগৃহঃ ইন্দ্রেনৈন জ্ঞায়েন

পূরঃ দৃষ্টগোচরবিষয়ঃ । তৎ উত্তরং বা—তদুত্তরমিষ—মেহে অরপিহানীয়ে এণবেন উত্তরারপিহানীয়েন আত্মা বহিহানীয়েঃ পৃথ ইতি শেষঃ ।

এতদেব হুংপাটং প্রথয়তি ঋদেহমিতি । ঋদেহম্ অরপিং এণবং চ উত্তরারপিং কৃত্বা ধ্যাননির্মল্যনা-  
ভাসাৎ—ধ্যানরূপস্য নির্মল্যনস্য অভ্যাসাৎ নিগূঢ়বৎ নিগূঢ়াশ্লিষৎ দেবং দ্যোতনম্ভভাবং পরমাত্মানং  
পশ্যেৎ লাক্ষ্যংকুর্যাৎ ।

তিলেখিতি । তিলেযু তৈলং, দধিনি সর্পিঃ সূতম্ ইব, স্রোতঃস্থ অস্তঃকলিলপ্রবাহেযু আপঃ,  
অরণীযু অগ্নিঃ মনবাধিনা গৃহ্যতে । এবম্ আত্মনি মেহে অসৌ দেবঃ গৃহ্যতে । কেন গৃহ্যতে ? বঃ  
সত্যেন—তুভ্যহিতার্থবচনেন, তপসা—ইন্দ্রিয়মনসামৈকাগ্রালক্ষণেন—এনং দেবম্ অমুপভৃতি ।

কথমেবমমুপভৃতিতীতাপেক্ষরাহ সর্বব্যাপিনমিতি । সর্বব্যাপিনং সর্বমস্মিন্ জগজ্জীবান্দো ব্যাপিনং  
ব্যাপ্য অবস্থিতম্, আত্মানম্ অলম্ব্যামিণং, কীরে সর্পিঃ ইব অর্পিং সারতরা নিত্যলব্ধম্, আত্ম-  
বিদ্যাতপোমূলম্,—“ধিয়োধোনে প্রচোদয়াৎ” ( ঋক্ ৩৮, ৬২ম্, ১০৮ক্ ) “দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন  
মা মুপভৃতি তে” ( গীতা ১০। ১০ ) ইতি—আত্মবিদ্যায়াঃ তপসস্ত মূলং কারণম্,—তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম  
—তুরীয়ং সর্ব্বাভীতং সর্ব্বাভ্যর্থব্যবস্, উপনিষৎপরং উপনিষৎম্ পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্,—উপনিষদস্মিন্ পরং  
জ্ঞের ইতি ভাষ্যকারঃ—বিস্মতেনমথ্যারপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ।

এই অধ্যায়ে বেদান্ততত্ত্বসংগ্রহ আরম্ভ হইতেছে, এবং ‘ওঁ ব্রহ্মবাদিগণ  
বলেন’ এই বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন । প্রথমেই প্রশ্ন করা হই-  
য়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগদুৎপত্তির অন্য কারণ কি হইতে পারে ?  
ব্রহ্মই কি কারণ ? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি ? জন্মিয়া  
আমরা এতাবৎকাল কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছি ? আমরা  
পরে কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিব ? হে ব্রহ্মজগণ ! বল, কাহার  
কর্তৃত্বাধীনে বিবিধ অবস্থাতে অবস্থাপিত হইয়া আমরা ( এই সংসারে )  
লুপ্তহুঃখভাগী হই ?

এই সকল প্রশ্ন দ্বারাই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত যে জগতের অন্ত কারণ নাই  
ও হইতে পারে না, তাহা পরিস্কাররূপে প্রমাণ করিতেছেন । কাল  
—( অর্থাৎ সর্ব্বভূতের পরিণামের হেতু, ) স্বভাব—( অর্থাৎ পদার্থসমূহের  
প্রতিনিয়তা শক্তি ), নিয়তি—( অর্থাৎ অবিসম পুণ্যপাপ লক্ষণযুক্ত কর্ম্ম ),  
যদৃচ্ছা—( অর্থাৎ আকস্মিক প্রাপ্ত বিষয় ), ভূতসকল—( অর্থাৎ ক্ষিত্যপ-  
তেজাদি ), যোনি—( অর্থাৎ প্রকৃতি ), পুরুষ—( অর্থাৎ জীব, বিজ্ঞানাত্মা  
পুরুষ ), এই সকলই কি সৃষ্টির কারণ তাহা চিন্তা করিবার বিষয় ? যদি  
এসকলের কোনও কারণ না থাকে, তাহা হইলে এই কালাদির  
সংযোগে ও সম্মিলনে যে কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও সম্ভবে না ।  
কেন না সংযোগকারী ব্যতিরেকে কিরূপে এই সংযোগ সজ্জিত হইতে

পারে ? যদি বল যে জীবচৈতন্যই এই সংযোগের কারণ ; তাহা কখনও বলিতে পার না, যেহেতুক জীব ঈশ্বর নয়, কেন না সে সৃষ্টি-স্থলের অধীন ।

এই প্রকারে ব্রহ্মব্যতিরেকে যে জগৎপত্তির অন্য কারণ নাই তাহার মীমাংসা করিয়া “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে ধ্যানযোগে নিখিল শক্তির আধার পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ কারণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন তাহাই বলিতেছেন । ধ্যানযোগের অনুসরণকারী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা বস্তুসকলের স্বকীয় বিভূতি দ্বারা (অর্থাৎ দ্রব্যাপ্তিত, পৃথিবী আদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা) নিগূঢ় — ( অর্থাৎ প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত ) দেবাত্মশক্তি ( অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্য শক্তি ) পরিষ্কার দর্শন করিয়া থাকেন । যাহার এইরূপ আত্মশক্তি সেই দেবতা কে ? তিনি পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়রূপে কালান্বিত নিখিল স্বভাবের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ?

সেই এক এবং অদ্বিতীয় চিৎশক্তি রথচক্রের স্তায় বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । সেই এক যিনি নিখিল কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনি ত্রিত, — ( অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিবিধ প্রকৃতিগুণে আরত — আচ্ছন্ন ), ষোড়শান্ত, ( অর্থাৎ পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়েতে পর্য্যবসিত ; অথবা প্রোক্তোপনিষদুক্ত ষোড়শকলাবসিত, ৫ম অধ্যায় ৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ), পঞ্চাশৎ অরবিশিষ্ট, ( ৫০ অর, যথা :—পঞ্চ বিপর্য্যয় ভেদ, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নয়টি তুষ্টি, আর অষ্টাবিধ সিদ্ধি ; সাংখ্যকারিকাতে উক্ত এই পঞ্চাশৎ অর ; সবিশেষ সাংখ্যকারিকাতে দ্রষ্টব্য ৩ । ৩৭—৪০ সূত্র ) । বিংশতি প্রতি-অর বিশিষ্ট, — ( অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়ীভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কথন, আদান—বস্তুগ্রহণ, বিহরণ—বস্তু স্থানান্তর করণ, উৎসর্গ—ত্যাগ, এবং আনন্দ ), ষট্‌সংখ্যক অষ্টগুণ বিশিষ্ট, ( যথা, (১) ভূম্যাদি অষ্ট প্রকৃতি ; (২) ত্বগাদি অষ্ট ধাতু ; (৩) অগ্নিমাди অষ্ট ঐশ্বর্য্য ; (৪) ধর্ম্মজ্ঞানাদি অষ্ট ভাব ; (৫) ব্রহ্মা প্রজাপতি আদি অষ্ট দেবতা ; (৬) দয়াদি অষ্ট গুণ ) বিশ্বরূপ — ( বিশ্বরূপ—নানারূপ—পুত্রাদি ভেদ হেতু এক কাম অর্থাৎ যাহার ইচ্ছাই পাশস্বরূপ কার্য্য করে ), ত্রিমার্গভেদ অর্থাৎ ( যাহার ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদ ), ত্রিনিগিতৈক মোহ, অর্থাৎ ( পাপ ও পুণ্য এই

উভয়ের জন্য বাহার মোহ অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মাভিমান ) । এইরূপ ব্রহ্মচক্র আমরা অবগত হই ।

পুনরায় ব্রহ্মকে নদীর ন্যায় বর্ণনা করিতেছেন । যথা—তিনি পঞ্চ স্রোতাসু—( অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়স্থিত—হৃষিকেশ ) পঞ্চ যোনি-উগ্রবক্রা, ( অর্থাৎ পঞ্চভূতের কারণভূত বলিয়া ভীষণ এবং বক্র ), পঞ্চ প্রাণোন্মি, ( অর্থাৎ হস্তাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় বাহার উন্মি ) পঞ্চ বুদ্ধাদি মূলা, ( অর্থাৎ বাহার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়জনিত বোধের আদি কারণ মন আছে ) পঞ্চাবর্তী, ( অর্থাৎ বাহাতে পঞ্চ শব্দাদির বিষয়রূপ আবর্ত আছে ) পঞ্চ দুঃখৌষবেগা, ( অর্থাৎ ১ গর্ভ দুঃখ, ২ জন্ম দুঃখ, ৩ জরা দুঃখ, ৪ ব্যাধি দুঃখ, ৫ মরণ দুঃখরূপ প্রবাহ বিশিষ্টা ) বিপর্যয়াদি পঞ্চাশৎ ভেদবিশিষ্টা, পঞ্চ পর্কী ( অর্থাৎ ১ অবিজ্ঞা, ২ অস্মিতা—অহঙ্কার, ৩ রাগ, ৪ দ্বেষ, ৫ অমনোযোগ—এই পঞ্চ পর্ক অর্থাৎ ক্লেশযুক্তা ) । সেই নদী আমরা অবগত হই ।

এই রূপ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমান ও ব্রহ্মস্রোতে নীয়মান জীবের কি প্রকারে মুক্তি লাভ হয় তাহাই বলিতেছেন । ব্রহ্ম সর্কাজীব ( অর্থাৎ উৎপত্তি কাল হইতে তিনি সর্কজীবের জীবন ), সর্কগংস্থ ( সমুদয় তাঁহাতে অবস্থিত ) এবং সর্কাস্তর্ভাবক, এই ব্রহ্মচক্রে হংস ( জীব ) আপনাকে ও আপনার প্রেরণিতাকে পৃথকরূপে ( অর্থাৎ আমি এই জীব এক স্বতন্ত্র বস্তু বা ব্যক্তি আর আমার প্রেরণিতা—আশ্রয় প্রতিপালক ও রক্ষক—আমা ইহাতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ) স্বরূপের পার্থক্য মনে করিয়া—তাঁহার প্রেরণার অবমাননাবশতঃ ভ্রাম্যমান ও বিবিধ পরিবর্তিত অবস্থার অধীন হয় । তৎপর বিবিধ বিপর্যিবর্তনের অন্তে, সেই প্রেরণিতা কর্তৃক সেবিত ও অনুগৃহীত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় । অর্থাৎ দুঃখ ও সন্তাপজনিত বিবিধ পরিবর্তনের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া জীব পরমাত্মার অনুগ্রহভাগী হয় এবং তখন তাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

এই সর্কাস্তর্ভাবক পরমব্রহ্মই সর্কোৎকৃষ্টরূপে কীর্তনীয় । সেই তুরীয় ব্রহ্ম, ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরণিতা স্তুরাং নিশ্চল ভাবে স্থষ্ট তাবৎ বস্তুর স্থিতিস্থল । কি প্রকারে স্থিতিস্থল ? যেহেতুক তিনি অক্ষর,



অর্থাৎ স্বয়ং অচ্যুত স্বভাব । ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ—সর্গীশ্বরাত্মাকে অবগত হইয়া এই পরমব্রহ্মে লীন ( অর্থাৎ অপৃথগ্ভাবে স্থিত ) হইয়া, স্মৃতরাৎ তৎপর, (অর্থাৎ এক ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া) যোনিমুক্ত হন । যোনিমুক্ত অর্থাৎ যোনি—প্রকৃতি, তৎকার্য্যজাত যে অবস্থা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্থিতিপূর্যক ব্রহ্মের সারোপ্য প্রাপ্ত হন ।

সেই সর্গ-শক্তিগান ঈশ্বর, ক্ষর ( নশ্বর ) এবং অক্ষর ( অবিনশ্বর ) ব্যক্ত ( বিকারজাত ) এবং অব্যক্ত ( কারণ ) রূপে পরস্পর মিলিত এই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । অল্প শক্তি আত্মা অর্থাৎ জীব ভোক্তা-ভাবে অর্থাৎ ভোগম্পৃহা দ্বারা মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয় ; আর পরব্রহ্মকে অবগত হইয়া সর্ববন্ধন বিমুক্ত হয় ।

এইরূপে জগৎ, জীব, পরব্রহ্ম ও মুক্তিতত্ত্ব সংক্ষেপে সূক্ষ্মরূপে প্রদান করিতেছেন । সর্গজ্ঞ ঈশ্বর আর অজ্ঞ জীব এই দুইজন ; উভয়েই ঈশানীশ অর্থাৎ শক্ত ( সবল ) অশক্ত ( দুর্বল ), উভয়েই অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত ; জীব ভোগকারী এবং তাহার ভোগযোগ্যবিষয়যুক্ত প্রকৃতি ও অজ্ঞা অর্থাৎ জন্মরহিতা এবং সেই প্রকৃতি একই প্রকৃতি ( কেন না কেবল ঈশ্বর-শক্তির দ্বারা উহা বিবিধরূপে প্রকাশমান ); এক পরব্রহ্মেই ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ বিভাগ । এই ত্রিবিধ বিভাগকে যখন অবিভক্তরূপে জানা যায়, তখন ব্রহ্মই যে জগৎ জীব ও নিয়ন্তা এই ত্রিবিধরূপে প্রকাশমান, অনন্ত অর্থাৎ সর্গীশ্বরভাবক বিধায় পরিপূর্ণ স্বভাব এবং নিজে বিভাগের অকর্তা ( যেহেতুক ইহা তাঁহার স্বভাব ) তাহা বুঝিতে পারা যায় ।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন ।—

ক্ষর (বিনাশশীল) প্রধান, অমৃতাক্ষর ঈশ্বর হর অর্থাৎ সকল অজ্ঞানতা হরণকারী । প্রধান এবং আত্মা (পুরুষ) এই উভয়ের উপর প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর একদেবতা । সেই একদেবের ধ্যানে, এবং তিনি যে সর্গ বস্তুর অস্তিত্বের মূলে অবস্থিত তৎসংযোজনে, পুনরায় বারম্বার তাঁহাকে সেই-রূপে বর্তমান দর্শনে পশ্চাৎ যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার পরিপক্বতা প্রাপ্ত হয়, তখন জীবের বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয় । (বিশ্বরূপ মায়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ সৃষ্টির বিচিত্র নির্মাণ শক্তির অন্যথা বোধ শেষ হয়) ।

সেই দেবতা অর্থাৎ পরব্রহ্মকে জানিয়া জীব সর্বপ্রকার বন্ধন বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাক্রান্ত ক্লেশ ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে জন্মমৃত্যুরূপ চঞ্চলতার নষ্ট হয়; সেই দেবতার ধ্যান করিতে করিতে যখন ( প্রকৃতির নিয়মানুগারে ) তাহার দেহ তঙ্গ হয় তখন সে নিখিল ঐশ্বর্য লক্ষণবৃত্ত, সুতরাং, তাহার ঐশ্বর্যীয় তৃতীয় স্থান অবগত হইয়া কেবল ( অর্থাৎ এক-নিষ্ঠ অবস্থা,—সমুদয় বাসনা কামনার পরিসরাগিরূপ অংশ ) প্রাপ্ত হইয়া আশু কাম অর্থাৎ পূর্ণভিলাষ হয় ।

এই পরব্রহ্ম, জগৎ, জীব ও নিয়ন্তা রূপে এই স্থানত্রে প্রকাশমান থাকিলেও, তিনি প্রতিনিয়ত আত্মপ্রত্যয়-দ্বারা ( বিশ্বাসে ) আত্মস্বরূপে ( আপনার হৃদয়ে স্থিত রূপে ) জ্ঞাতব্য । এইরূপে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে দেখিলে আর জ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না । ভোক্তা ( জীব ) ভোগ্য ( জগৎ ) আর প্রেরয়িতা ( নিয়ন্তা ঈশ্বর ) এই তিনটিকে চিন্তন মনন দ্বারা জানিবে; ইহারা ত্রিবিধরূপে অর্থাৎ তিন প্রকারে প্রকাশমান হইলেও, প্রকারি অর্থাৎ প্রাকার্ষক যে এক তুরীয় ব্রহ্ম তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ( স্বভাবতঃ তিন প্রকারে প্রকাশ বিধায়, মনন ব্যতিরেকে ত্রিবিধ প্রকাশের মূলে যে একত্ব তাহা সহজে মনে প্রতিভাত হয় না ) ।

অরণির অর্থাৎ কার্ঠের অভ্যন্তরস্থ অগ্নি দৃষ্টিগোচর হয় না । অথচ অগ্নি সূক্ষ্ম শরীরধারীরূপে তাহাতে আছে, নির্দীপিত হয় নাই; দ্বিতীয় কার্ঠ খণ্ডের সহিত পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষণ দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে ভাগ্য দৃষ্টিগোচর হয় । দেহ এবং প্রণব এই উভয় এইরূপ জানিবে । ( পুনঃ পুনঃ প্রণব উচ্চারণ দ্বারা দেহ হইতে অদৃশ্য অগ্নির স্মার পরমাত্মা পরিদৃশ্যমান হয় ) ।

উগাই সুপ্তে বলিতেছেন । নিজের দেহ প্রথম কার্ঠখণ্ড; আর প্রণব দ্বিতীয় কার্ঠখণ্ড । ধ্যানাভ্যাসরূপ সংঘর্ষণ দ্বারা কার্ঠস্থিত অদৃশ্য অগ্নিকে দৃশ্যমান করিয়া লইবার মত দেহে নিগূঢ়ভাবে স্থিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেক ।

সেই পরম দেবতা তিলে তৈলের স্মার বলিতেছেন । যেরূপ তিলে তৈল, দধিতে দ্বত, অন্তঃসলিলা ( অর্থাৎ ফল ) নদীতে জল, কার্ঠে অগ্নি, মনন দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত

হওয়া যায় । ( কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? ) যিনি হৃদয়ে সত্যাবলম্বন করেন এবং অনুতপ্ত হইয়া তপস্তা দ্বারা শুদ্ধ হইলেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করেন ।

তাঁহাকে যে সৰ্বব্যাপী রূপে দেখিতে হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন । দুষ্ক্লিষ্ট সর্পির ন্যায় সেই সৰ্বব্যাপী এবং সৰ্বাস্তব্যামী পরমাত্মা । তিনি আত্মবিচার অর্থাৎ আমাদের আত্মজ্ঞানের ও তপস্তার মূল এবং তিনি সৰ্বশ্রেষ্ঠ ও উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম ।

ভাব—ব্রহ্মবাদিগণ কেন ব্রহ্মকে জগৎসৃষ্টির কারণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, যেতদন্তর উপনিষদে প্রথম শ্লোকে তাহাই প্রমাণকারে বর্ণিত হইয়াছে । প্রথমেই প্রশ্ন করিতেছেন, ব্রহ্ম কিরূপ সৃষ্টির কারণ ? (১) আমরা কোথা হইতে জন্মিলাম ? (২) কিরূপে এবং কাহার দ্বারা সংস্থাপিত হইয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি ? (৩) পরে আমরা কোথায় গিয়া অবস্থিতি করিব ? (৪) আমাদের হৃৎকের এবং হৃৎকের অবস্থার কে ফেলে ? এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়া ব্রহ্ম ব্যতিরেকে যে জগতের অস্ত্র কারণ নাই তাহাই বলিতেছেন ।

কাল, স্বভাব, নিয়তি, আকস্মিক ভাবে প্রাপ্তি, পঞ্চভূত এবং জীব, ইহার কোনটাই কি সৃষ্টির মূল কারণ ? তাহাদের সংযোগ কারণ হইতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের কোনও শক্তি নাই । সংযোগ দ্বারাই সংযোগকারী অভিযুক্ত হইতেছে । আর জীবাত্মাকেও কারণ বলিতে পার না, কেন না তাহার উপর আর এক জন কর্তা না থাকিলে কে তাহার সুখদুঃখ বিধান করে ? এস্থলে জীব আপনি আপনার সুখদুঃখ সম্পাদন করে না, আর এক জন তাহার উপরে আছেন, যিনি জীবের সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন, এই বলিয়া জীব ব্রহ্ম ( জীবোব্রহ্মৈব নমঃ ) এই অধৈতবাদ সঙ্গুলে খণ্ডন করিয়াছেন ।

তদু সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না ; উদ্ধারা ব্রহ্মকে কেবল সৃষ্টির অন্তরালে শক্তিরূপে কারণরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে । প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থীকে ব্রহ্মজ্ঞানে নিঃকৃত হইয়া ব্রহ্ম যে ভৌতিক শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়াও স্বীয় চিন্ময়ী শক্তিপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন ধীরে তাহা দর্শন করেন এবং তাঁহাকে কালাদি সকলের মূলে এক অদ্বিতীয় কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখেন । এখানে “ধ্যানযোগে তাঁহাকে দেখেন” এই কথাতেই প্রমাণাত্মক মীমাংসিত হইয়াছে । কেন না যিনি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, তাঁহার নিকটই তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন । ( যথৈবেষ বৃগুতে তেনলভত্ত্বৈশ্বৰ্য আত্মা বৃগুতে তনুং স্বাম্ ) ।

আরও (নাশান্ত মানসোবাপি প্রজ্ঞানৈনমাপ্নুয়াং) প্রশান্তচিত্ত না হইলে কেবল জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না । কঠ, ২।২৩:২৪ ।

ব্রহ্মকে চক্ষুর দ্বারা (কার্য্যাকারণাশ্রক) বলিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই । সেই ব্রহ্মচক্র যথা :—তাহার একটীমাত্র পরিধি—যাহা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ । এই পরিধি পরিবেষ্টন করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ রহিয়াছে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তমগুণে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । এই চক্র, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এক অস্মরিন্দ্রিয় মন এই ষোলটীতে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । ফলতঃ পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন ইহা ছাড়া আর ত কিছুই নাই । (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) । ৫০টী অর এই চক্রে আছে—তাহা এই—পঞ্চ বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নয়টী তুষ্টি এবং অষ্ট সিদ্ধি । (পঞ্চ বিপর্য্যয় যথা :—তম, মোহ, মহামোহ, তামিগ্র, অন্ধতামিগ্র, অথবা সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে অবিদ্যা, অম্বিতা, রাগ, দ্বেষ, অনভিনিবেশ ; অষ্টাবিংশতি অশক্তি—অক্ষমতা, সাংখ্যকার ইহাকে বুদ্ধিবধ বলিয়াছেন, যথা—বুদ্ধির অসামর্থ্যরূপ বধের সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় বধকে অশক্তি বলে । তুষ্টি ও সিদ্ধির বৈপরীত্য বশতঃ বুদ্ধির বধ অর্থাৎ স্বকার্য্যে অসামর্থ্য সপ্তদশ প্রকার হইয়া থাকে । বুদ্ধিবধের কারণ বলিয়া একাদশ ইন্দ্রিয়ের বধ গ্রহণ করা হইয়াছে । একাদশ প্রকার ইন্দ্রিয় বধ, যথা :— ১ বধিরতা, ২ কুষ্ঠ, ৩ অন্ধতা, ৪ জড়তা (জিহ্বার) ৫ ভ্রাণশক্তির অভাব, ৬ মুকতা, ৭ কোণা বা গ্রহণশক্তির অভাব, ৮ পঙ্গুতা, ৯ ক্লীবতা, ১০ মলত্যাগে অশক্তি, এবং ১১ বোধশক্তির (মনের) অভাব ; এই একাদশ অশক্তি ; ইন্দ্রিয় বধে বুদ্ধিরও স্বরূপতঃ অশক্তি ঘটয়া থাকে, সুতরাং নয়টী তুষ্টি লাভে ক্ষমতা ও অষ্ট সিদ্ধি সাধনে তাহার ক্ষমতা থাকে না । সমুদায়ে এই আটাইশটী অশক্তি বলা হইল । ৯ তুষ্টি যথা :— আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রতিতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য ; বাহ্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার—উপার্কজন, রক্ষা, ক্ষয়, উপভোগ ও হিংসা । অষ্ট সিদ্ধি যথা :—১ম গোণ— ১ অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ, ২ তদর্থ বোধ, ৩ পঠিত বিষয়ে মনন, ৪ তত্ত্বনির্ণয়ের জগ্ন সমপাঠি-দিগের সহিত আলাপ, ৫ বিবেকজ্ঞানের পরিণতি ; ২য় মুখ্য—প্রমোদ, মূর্দিত ও মোহ-মান ।—সবিশেষ সাংখ্যাত্মক দ্রষ্টব্য । অতঃপর ৪৮টী প্রতি অর বা কিলকের কথা বলিতেছেন ১ম অষ্ট প্রকৃতি, ২য় অষ্ট ধাতু, ৩য় অষ্ট ঐধর্য্য, ৪র্থ অষ্ট ভাব, ৫ম অষ্ট দেবতা, ৬ষ্ঠ অষ্ট গুণ, মোট ৪৮ সংখ্যা । (ভূম্যাদি অষ্ট প্রকৃতি যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার । ত্বগাদি অষ্ট ধাতু—ত্বক্, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রে । অগ্নিাদি অষ্ট ঐধর্য্য—অগ্নিমা, লব্ধিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশারিতা । ধর্ম্মজ্ঞানাদি অষ্ট ভাব—বেদান্তি মতে—

সকল সংশয়ভ্রান্তিস্পৃতিসাদৃশ্য নিশ্চয়ঃ।

উহনোহনব্যবসায়ও তথাহেহমুভবা অপি ॥

অর্থাৎ ১ সকল, ২ সংশয়, ৩ ভ্রান্তি, ৪ স্পৃতি [বাচিবার ইচ্ছা], ৫ সাদৃশ্য নিশ্চয়, ৬ উহন [অনুমান], ৭ অনব্যবসায়, ৮ অনুভূতি। সাংখ্যমতে যথা—সাংখ্য মতসিদ্ধেষ্ণু ধর্মাধর্মাণ্যামিষু বুদ্ধিধর্মেষু [সাং কাং] “ভাবৈরধিবাসিতং ধর্মাদ্বৈজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগৈগর্ভানৈর্গর্ভানি ভাবাঃ তদ্বিত্যবুদ্ধিঃ।” অর্থাৎ ১ ধর্ম, ২ অধর্ম, ৩ জ্ঞান, ৪ অজ্ঞান, ৫ বৈরাগ্য, ৬ অবৈরাগ্য, ৭ ঐর্গর্ভ্য, ৮ অনৈর্গর্ভ্য এই অষ্ট প্রকার বুদ্ধি, ধর্মজ্ঞানাদি এই অষ্ট ভাব। ব্রহ্মপ্রজাপতি আদি অষ্ট দেবতা যথা : ১ ব্রহ্মা, ২ বিষ্ণু, ৩ রুদ্র, ৪ আদিত্য, ৫ ইন্দ্র, ৬ সোম, ৭ অগ্নি, ৮ বাহুঃ দয়াদি অষ্ট গুণ—(যথা, ১ দয়া, ২ ক্রমা, ৩ অনন্যতা, ৪ শৌচ, ৫ অনায়াস, ৬ মঙ্গল, ৭ অকাপণ্য এবং ৮ অস্পৃহা।) এই ৪৮ প্রতি অর গুলি পূর্বোক্ত পঞ্চাশৎ অরকে আরও দ্রষ্টব্য করে। আর কামরূপীপাশ জীবকে, পুত্রার্থী, অম্বার্থী করিয়া বহুবিধ বন্ধনে সম্বদ্ধ করে। আর এই চক্রে ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান, এই তিনটি পথ আছে; আর পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও জীব পাপকর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাকে জানে না। মোহমুদারবলে আত্মজ্ঞানবিহীন মুখেরাই নরকে ক্লেশ ভোগ করে।

অতঃপর ব্রহ্মকে নদীর ত্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার পঞ্চ শ্রোত্র। পঞ্চভূত উহার উৎস, সূতরাং ভীষণ এবং বক্র। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহাদের মধ্যে উন্মিষ অর্থাৎ ঢেউ হইয়া রহিয়াছে। অন্তরিত্রিয়ের প্রধান ইন্দ্রিয় মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের কার্য অনুভব করিয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়গুলি পঞ্চ আর্ভস্বরূপ হইয়া বিপজ্জনক হইয়া আছে। জীবের গর্ভাদি পঞ্চ দুঃখ এই নদীপ্রোতের বেগরূপে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ ভেদ অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান কি কি তাহা শব্দরও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। তিনি পঞ্চ ক্লেশ বলিয়াছেন, উহাদের পঞ্চাশৎ সংখ্যা কিপ্রকারে হইল তাহা বলেন নাই। ভট্ট মোক্ষমূলর এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, পূর্ব প্রোক্ত ব্রহ্মচক্রে ৫০টি অর বলা হইয়াছে, ৫০টি ভেদও তাহাই, সূতরাং শব্দর তদুল্লেক্ষ পুনর্বার অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। এইরূপ বর্ণিত নদীকে আমরা কার্য-কারণাত্মক ব্রহ্মরূপে অবগত হই। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও তাহার কার্য যুগপৎ জানি।

একশ্রে ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ জীবের মুক্তি কি প্রকারে লাভ হয়? একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রেরিত জীব ও তাহার প্রেরিত্য ঈশ্বর পরস্পর পৃথক্ হইলেও উহাদের স্বরূপ একী আছে। জীব যত দিন এই একতা অনুভব না করে, সে ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হয়, দুঃখতাপরূপ বিবিধ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তাহাকে বাইতে হয়। যখন অনুভব হইল সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় তখন তাহার অন্তঃপ্রবেশে অনন্তর লাভ করিয়া থাকে।

তুরীয় ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই তিনই আছে। অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিনই সুপ্রতিষ্ঠিত ও অক্ষর, বেহেতুক তাহার। যাহা তাহাই থাকে, তাহাদের স্বভাবের বিচ্যুতি ঘটে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার অভ্যন্তরে যিনি আছেন তাঁহাকে জানিয়া অপ্রথাভাবে (স্বরূপ ঐক্যবশতঃ) স্থিতি করেন এবং এক ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া তদীয় স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থাতে জীবের জ্ঞানচৈতন্যের হানি হয় না। জীবের জ্ঞানচৈতন্যের হানি না হওয়াতে জীব ব্রহ্মসহবাসে ভূমানন্দ বিমলানন্দ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার কোনও ভয় থাকে না। স্বয়ং ক্রটি বলেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কৃতশ্চন।

ঈশ্বর, নগর অবিনশ্বর এবং ব্যক্ত অব্যক্ত উভয়ই ধারণ করিয়া আছেন। দুর্বল জীব ভোক্তা; অজ্ঞানতাবশতঃ আমি কণ্ট এই মনে করিয়া নৃত্যপাশে আবদ্ধ হয়, আর স্বয়ং দীপ্যমান ব্রহ্মকে জানিলে সর্লপ্রকার বন্ধন মুক্ত হয়। (ভিগ্নতে হৃদয়গ্রহি শিহ্নন্তে সর্কসংশয়াঃ ক্লীয়ন্তে চাশ্রকখ্যাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। মু, উ, ২।১।৩। সেই পরাংপর ব্রহ্মকে দর্শন করিলে জীবের হৃদয়গ্রহি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূর হয় এবং সমুদয় কর্ম ক্ষয় হয়।)

ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই তিনই পরব্রহ্ম, এবং এক আদি ঈশ্বর শক্তি দ্বারা প্রকাশমান। ইহার কোনটিকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক করা যায় না, কেননা পৃথক করিতে গেলেই আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই তিনই ব্রহ্মের স্বভাব; সুতরাং অজ্ঞ দুর্বল জীব আর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর উভয়ই অজ্ঞ। তট মোক্ষমূলর ইহা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন “(১) ঈশ্বর পরমপুরুষ, স্রষ্টা; (২) জীবাত্মা পুরুষ বা মানবাত্মা; আর (৩) সৃষ্টিকারিণী শক্তি; এই তিনই পরব্রহ্মে অবস্থিত। (বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বাদশ শ্লোকে দৃষ্টব্য)। সেই অনন্ত পরব্রহ্ম বিধরূপী সুতরাং নিজে অকণ্ট—অর্থাৎ পূর্ণ স্বভাবশতঃ আপনাতে আপনি পরিহৃত। ক্রটি বলেন—তিনিই সব হইলেন—“তৎসর্বমভবৎ”। গীতা বলেন যাহা দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে—“যয়েদং ধার্যতে জগৎ”—৭।৫

প্রকৃতি ও পুরুষ (জীব), এই উভয়ের উপর কণ্টা ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই জীবের অজ্ঞানতা দূর করিয়া থাকেন। তাঁহার ধ্যানে সৃষ্টির বিচিত্র নির্মাণ শক্তি সম্বন্ধে জীবের যে অগ্রথা বোধ হয় তাহা শেষ হয়।

দেব শব্দের ধাতু গত অর্থ দীপ্যমান অর্থাৎ যিনি আপনিই প্রকাশমান। সেই স্বপ্রকাশ দেবতা পরমেশ্বরকে জানিয়া জীব পাপ মুক্ত, অজ্ঞানতা জনিত ক্লেশ মুক্ত এবং অমাদি দুঃখ পরিশূন্য হয়। এবং তাঁহার সহিত জ্ঞানে ও পূর্ণ ইচ্ছা সহকারে যোগমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা নিয়োজিত বীর গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া সেই কেবলাবস্থা লাভ করে, যে অবস্থাতে তাহার কামনা বাসনা চিত্ত! ও মননাদির অন্য বিষয় থাকে না। সুতরাং

সে পূর্ণকাম হয়। এজন্য বলা হইয়াছে—“বদগত্বা ন নিবৰ্ত্তন্তে যোগিনঃ সংশিতব্রতাঃ”  
—অর্থাৎ সেই স্থান যেখানে গেলে আর যোগীরা ফিরিয়া আসেননা। “ধীর ব্যক্তির প্রব  
অমৃতকে জানিয়া তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।” কঠ, ৪।২।

যিনি চিরকাল আপনাতে আপনি আছেন, তাঁহাকে জানিয়া আর কিছুই জানিবার  
থাকে না। যেহেতুক তিনি পূর্ণানন্দ। অমৃত পান করিলে আর জলের পিপাসা থাকে  
না। আবার তিনি অনন্ত হুতরাং জীব তাঁহাতেই আরও অধিকতররূপে অনুরক্ত হয়,  
জ্ঞাতব্য ও প্রার্থনিতব্য অত্র কিছুই থাকে না। ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই ত্রিবিধ  
ভাবে প্রকাশ একজনেরই এবং তিনিই ব্রহ্ম পূর্বে বলা হইয়াছে। মনন ব্যতিরেকে  
এই ত্রিবিধ প্রকাশ পারগ্রহ করা যায় না, কেন না তাহার অভিব্যক্তরূপে প্রতিভাসিত।  
এক পরমাত্মাই বিবে ভোগ্যরূপে, মনে ভোক্তারূপে এবং জীবে নিয়ন্তারূপে প্রকাশমান।  
এই স্থানত্রিতয়ে ব্রহ্ম বর্তমান বলিয়া তিনটীকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এ উক্তি বিপরীত  
বলিয়া মনে হইতে পারে। কেন না, নিত্য অবিকারী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা নিজেই  
ভোগ্য, নিজেই ভোক্তা এবং নিজেই নিয়ন্তারূপে প্রকাশিত অথচ নিত্য আপনাতে  
আপনি অবস্থিত, এ উক্তি কি প্রকার? ইহার উত্তর এই :—“তিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম,  
সর্বগন্ধ, সর্বরস” ( ভগবদ্গীতা ৬।৪ দ্রষ্টব্য ) এখানে তিনি ভোগ্য ; “মনোময়, প্রাণ  
এবং শরীরের প্রকাশক, সত্যসকল” এখানে ভোক্তারূপে ; তিনি “এই আমার আত্মা  
অন্তর্হৃদয়ে” এখানে নিয়ন্তারূপে প্রকাশিত। এই এই ভাবে তাঁহার ত্রিবিধ প্রকাশ  
দ্রষ্টব্য। “পৃথিবী অপেক্ষা তিনি বড়” এখানে তাঁহার তুরীয় ব্রহ্মত্ব। আর মনুত্রাস্রুপে  
আরও পরিষ্কৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। উপাসনা সিদ্ধির জন্য উপাসকের দৃষ্টিতে  
ত্রিবিধ প্রকাশ অগ্ৰগতভাবে স্থিত থাকিলেও পৃথকরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে।  
হুতরাং এখানে বিপরীত ভাব কিছুই নাই।

কাঠে অগ্নি আছে কিন্তু একখণ্ড কাঠের সহিত অপর একখণ্ড ঘর্ষণ না করিলে  
তাহার ভিতরের অগ্নি দৃশ্যমান হয় না। জীবের অন্তরেই সত্য ঐশ্বর নিত্যকাল বাস  
করিতেছেন, জীব শ্রদ্ধাসহকারে বারম্বার ওঁ সত্যং বলিয়া তাঁহাকে পরিদৃশ্যমান দেখি-  
বার জন্য ইচ্ছা করিলেই তিনি প্রকাশিত হন।

জীব নিজে প্রথম কাঠখণ্ড, ঐশ্বরবাচক শব্দ ওঁ হরি, গড়, ধোদা, জিহোবা দ্বিতীয়  
কাঠখণ্ড সদৃশ ; পরমাত্মা অদৃশ্যমান অগ্নি সদৃশ। তাঁহার সত্যনাম উচ্চারণে মননে  
ও ধ্যানে ব্রহ্মাগ্নি পরিদৃশ্যমান হয়েন।

সত্যপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় তৃষ্ণা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার অনুসন্ধান  
করিলে, আলোড়ন দ্বারা যেরূপ তিল হইতে তৈল, দধি হইতে মাখন, অন্তঃসলিলা (ফল)  
নদী হইতে জল এবং কাঠ খণ্ড হইতে অগ্নি বাহির হইয়া থাকে তদ্রূপ আপনাদি ভিতর  
হইতে এই প্রকাশমান পরম দেবতা পরিদৃশ্যমান হন।

হুঙ্কে অবস্থিত স্বত্তের স্থায় উপনিষদ্বক্ত সৰ্বব্যাপী, সৰ্ব্বাভীত, সৰ্ব্বাস্তর্ভাবক, সৰ্ব্বাস্ত-  
ৰ্য্যামী সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম আত্মজ্ঞান ও অন্ততাপ দ্বারা লভনীয়। আত্মজ্ঞান লাভের  
উপায় প্রথম গ্লোকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যথা, কিরূপে আমরা জন্মিয়াছি ? জন্মিয়া  
কোথায় কাহা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া স্থিতি করিতেছি ? কোথায় যাইব ? আমাদের সুখ  
দুঃখের কারণ কি ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আপনাদের অন্তরেই প্রাপ্ত হওয়া চাই। এই  
আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। ঋগ্বেদে আছে—“যিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি  
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। গীতা—“দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন  
মা মূপযান্তি তে” অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে ( উপাসকদিগকে ) সেই বুদ্ধি, শুভ বুদ্ধি,  
বিবেক বুদ্ধি বা অনুরাগ প্রদান করি যদ্বারা তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

১২। ঋচোহক্ষরে পরমে যোমন্

যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিসেদুঃ ।

যন্তম বেদ কিমুচা করিম্যতি

যইৎ তদ্বিত্ত্বন্তুইমে সমাসতে ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি

ভূতং ভবাং যচ্চ বেদা বদন্তি ।

যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

তস্মিন্শ্চান্নো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্ত্রাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ॥

শ্লোক ৪। ৮—১০ ।

পরমেশ্বরাংকারং বিনা বেদাদীনং বিকলমহাং স্বচ ইতি । যস্মিন্ যোমন্ আকাশকর্মে পরমে  
অক্ষরে স্বচঃ তৎপ্রতিপাত্তাঃ বিবে দেবাঃ অধিনিবেদুঃ আশ্রিতাঃ তিষ্ঠন্তি, যঃ তৎ অক্ষরং ন বেদ, স  
জ্ঞা কিং করিম্যতি । যে ইৎ পুনঃ তৎ অক্ষরং বিদুঃ, তে ইমে সমাসতে আত্মরূপতয়া তিষ্ঠন্তি  
( স্বচ্ ১ম, ১৩৪স্থ, ৩২ স্বচ্ ) ।

তদ্বাদক্ষরাং সৰ্বং প্রতবতীত্যাহ ছন্দাংসি । ছন্দাংসি বেদাঃ, যজ্ঞাঃ যুগসম্বন্ধবিরহিতাঃ বিহিত-  
ক্রিয়াঃ বেদপাঠাদয়ঃ, ক্রতবঃ স্বর্গসাধকক্রিয়াঃ, ব্রতানি চাত্তারপাদীন, যৎ ভূতং ভবাং চকারাৎ বর্তমানং  
বেদাঃ তদ্বদন্তি কথয়ন্তি, এতৎ বিশ্বং নিখিলং যস্মাৎ অক্ষরাৎ অন্তর্নিহিতনিখিলাৎ মারী মারাধিতাতা  
সৃজতি আবিষ্করোতি, তস্মিন্ অক্ষরে এব অন্তঃ জীবঃ মায়য়া ভগবচ্ছক্ত্যা সংনিরুদ্ধঃ উপাধ্যবচ্ছিন্নঃ ।

মায়েরং ন কৃৎকঃ কিত্বহি ভগবচ্ছক্তিরিত্যাহ মায়ামিতি । মায়্যং তু প্রকৃতিং মায়িনং তু মহেশ্বরং  
বিদ্যাং জ্ঞানীং, তস্ত মহেশ্বরস্ত অবয়বভূতঃ—তদবয়ববৎস্বাণৈঃ ঐশ্বৰ্য্যৈঃ, চিহ্নক্ৰিয়কলভূতৈঃ  
পুরুষৈরিতি ঐক্যঃ—ইহং সৰ্বং জগৎ তু ব্যাপ্তম্ ।



ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে বেদাদি পাঠ বুঝা :—বাঁহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশস্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ স্কন্দ স্থিতি করে। যে ব্যক্তি পরব্রহ্মকে না জানিল সে শুধু ঋক্ দ্বারা কি করিবে? বাহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেন।

সেই অক্ষর পুরুষ হইতেই সমুদয় হইয়াছে।—সগুণ বেদ, যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ, স্বর্গার্থে তাবৎ উৎসর্গ, যাবতীয় ব্রতানুষ্ঠান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে অবস্থিত তাবৎ বস্তু এতৎ আর আর বাহা কিছু আছে বলিয়া যেদ বলেন, তৎসমুদয় সেই অক্ষর পুরুষ আপনার মায়া (প্রকৃতি) অবলম্বনপূর্ব্বক সৃজন করিয়াছেন। জীব (পুরুষ) তাঁহার মায়াশক্তিদ্বারা ই সম্যক্ আবদ্ধ আছে।

মায়া কুহক নহে, ভগবৎশক্তি, তাহা বলিতেছেন। মায়াকে তাঁহার প্রকৃতি এবং স্বয়ং মহেশ্বরকেই মায়া জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়ব-স্বরূপ ঐশ্বর্য্য দ্বারা সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত।

ভাব—ঋক ইত্যাদি বেদাখতরের এই শ্লোক ঋক্বেদ হইতে গৃহীত। (ঋক্ ১ম, ১৬৪ঃ, ৩৯ঋক্)। ভট্ট মোক্ষমূলর বলেন, এই শ্লোক কিরূপে এখানে আসিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি শব্দের ভাষ্যই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলেন অক্ষর শব্দে পরমাত্মা। শ্লোকের অর্থও সরল। যে মনুষ্য সেই অক্ষর পুরুষে অবস্থিত ঋগ্বেদোক্ত দেবগণের বিষয় জানিল অথচ অক্ষর পুরুষকে জানিল না, তাহার ঋগ্বেদ পাঠে কি ফল? বাহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা আত্মস্বরূপে স্থিতি করেন। মোক্ষমূলর বলেন, আত্ম-স্বরূপে স্থিতি করেন অর্থাৎ শান্তি লাভ করেন।

মায়া শব্দে দেবাত্মশক্তি বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ যে শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভট্ট মোক্ষমূলরও বলেন :—

*Māyā* means making, or art, but as all making or creating, so far as the Supreme Self is concerned, is phenomenal only or mere illusion, *maya* conveys at the same time the sense of illusion. In the same manner *mayin* is the maker, the artist, but also the magician or juggler. What seems intended by our verse is that from the *akshara*, which corresponds to Brahman, all proceeds, whatever exists or seems to exist, but that the actual Creator or the author of all emanations is *Iśa*, the Lord, who as Creator, is acting through *maya* or devatmasakti (দেবাত্মশক্তি)। Possibly,

however, *any* (অন্য) the other, may be meant for the 'individual Purush (পুরুষ) । সুতরাং যে মারী অর্থাৎ দেবাত্মশক্তিসম্পন্ন অবিনাশী পরমাত্মা পুরুষ আপনায় শক্তিপ্রভাবে বেদ, যজ্ঞ, উৎসর্গ, ব্রতানুষ্ঠান, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানাদি বেদোক্ত সমুদয় ও এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষের মারা শক্তি দ্বারা ই জীবাশ্মা পুরুষ উপাধিবিশিষ্ট । অতএব মারাকে পরমেশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ নির্মাণকৌশল (art) জানিবে । আর মারী অর্থাৎ নির্মাণকর্তাকে মহেশ্বর জানিবে । সমুদয় জগৎ তাঁহার ঐশ্বর্য দ্বারা পরিচালিত জানিবে । তাঁহার 'অবয়বভূত' এই শব্দের অর্থ শ্রীকর্তৃ বলেন—“চিহ্নকৃতির অংশ-ভূত ।” ভগ্নেব ভাস্তমহুভাতি সর্বং তন্ত ভাসা সর্বমিদং বিতাতি । কঠ, ৫।১৫ । অর্থাৎ সমুদয় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অসুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে ; এই সমুদয় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে । স্বর্গের প্রকাশে বৈরূপ স্বর্গকে জানা যায় এবং জগতের ভাষ্য পদার্থেরও পরিষ্কার জ্ঞান জন্মে, তজ্জপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশে তাঁহাকে জানা যায় এবং সৃষ্টির নির্মাণকৌশল অবগত হইয়া সমুদয় জগৎ যে তাঁহা দ্বারা পরিচালিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় । গীতা বলেন :—সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাস্মিন । ঈক্ষতে বোদধুস্তাত্মা সর্বজ্ঞ সমধ্বনঃ ॥ গীতা ৬।২৯ । বোগী ব্যক্তি সর্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সমুদয় প্রাণীকে সন্নিবর্তন করেন ।

### ১৩ । তপঃপ্রভাবাদেবপ্রসাদাচ্চ

ব্রহ্ম হ বেতস্বতরোহৃষ বিধান ।

অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং পবিত্রং

প্রোবাচ সমাগৃষিসজ্জজুষ্টম্ ॥

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।

নাপ্রশাস্ত্য দার্তব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥

যন্ত দেবে পরা ভক্তির্গুণা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ বেত ৬।২১—২৩ ।

“বেদোহসীতি” ( ১০।৪০ ) ঋতজ্ঞৌবমাজ্ঞ বেদপ্রভবত্বঃ স্ব্যপি ষাভাবিকং তথাপি তেহু কেহু- চিন্দ্রুটতয়া কেবুটিং একটতরাংসৌ বিরাজতে । এবং তন্ত বিরাজমানভায়াঃ কারণং নর্ণয়তি বেতাৎতরঃ স্বদৃষ্টান্তেন তপইতি । তপঃপ্রভাবাৎ সননাদিসামর্থ্যাৎ দেবপ্রসাদাৎ জ্ঞানস্বরূপত্ব অকু- গ্রহাৎ চ বিধানং বেতাৎতরঃ পরমং পবিত্রম্ স্ববিসংযজুষ্টঃ স্ববিসমূহসেবিতঃ ব্রহ্ম বেদং অত্যাশ্রমিত্যঃ আশ্রমধর্মবিরক্তভ্যঃ প্রোবাচ ।

তদ্ব্রহ্ম কস্মৈ দাতব্যং তদাহ বেদান্তে ইতি । পুরাকালে আদিপুরুষার প্রচোদিতম্ উপদিষ্টং বেদান্তে পরমং গুহ্যং তৎ একম্ ন অংশান্তারম্ ন চকলচিত্তারম্, ন অপূজ্যম্, ন বা পুনঃ অশিষ্যার দাতব্যম্ ।

কথং বাহরং নিরমঃ কৃতন্তংকারণমাহ যন্তেতি । হি যন্তাৎ যন্ত দেবে পরম পুরুষে পরা বিবরানু-  
রাগাব্যবধানা ভক্তিঃ, যথা দেবে তথা গুরৌ উপদেষ্টরি পরা ভক্তিঃ, এতৎ কথিতাঃ অর্থাঃ তন্ত মহাত্মনঃ  
সমীপে প্রকাশন্তে, বিনা হি ভক্তিং ন জাতু গূঢ়োহর্থঃ প্রতিভাতি—অনুহাগনির্ণলে জনয়ে তন্ত যতঃ  
প্রতিভাসমানম্ভাং । বিরত্যানুসোহ্যারসমাপ্যার্থঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরেই স্ফূর্তি পায় । তবে কাহার  
কাহারও মধ্যে সেই স্ফূর্তি অধিক আর কাহার কাহারও মধ্যে অল্প ।  
এক্ষণে শ্বেতাশ্বতর স্মর্য দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন ।  
যথা :—তপস্বী প্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে অর্থাৎ ঈশ্বরানুগ্রহে, ব্রহ্মজ্ঞ  
শ্বেতাশ্বতর, ঋষিগণ-সেবিত পরম পবিত্র ব্রহ্মকে সর্বপ্রমত্তাঙ্গী (সন্ন্যাস-  
ধর্ম্মাবলম্বি) দিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব কোন্ ব্যক্তির নিকট প্রকাশযোগ্য তাহাই বলিতে-  
ছেন :—বেদান্তে ব্রহ্মতত্ত্ব পরম গুহ্য তত্ত্ব । এই পরম গুহ্য তত্ত্ব পুরা-  
কালে আদি পুরুষ ব্রহ্মাকে উপদেশ করা হইয়াছিল । এ তত্ত্ব চকলচিত্ত  
ব্যক্তির নিকট, এবং পুত্র ও শিষ্য ব্যক্তিরেকে অপর কাহারও নিকট,  
প্রকাশ করিবে না ।

কেন এরূপ নিয়ম, তাহার কারণ বলিতেছেন :—যাগার দেবে  
অর্থাৎ পরব্রহ্মে পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, এবং বেক্রপ ঈশ্বরের প্রতি তদ্রূপ  
গুরুর (অর্থাৎ উপদেষ্টার) প্রতি পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, এরূপ মহাত্মা  
ব্যক্তির নিকট কথিত ব্রহ্মতত্ত্বের নিগূঢ়ার্থ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে ।

তাব ।—ভাগবত বলেন—

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ সমেন চ দমেন চ ।

ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মে নচ ॥

দেহবাগ্ বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধারাম্বিতাঃ ।

ক্ষিপন্ত্যসং মহর্দাপি বেগুণ্ডাম্বিবানশঃ ॥

অনল বেক্রপ বেগুণ্ডা দম্ব করে, তদ্রূপ ধীরেরা প্রজ্ঞাবান্ হইরা তপ, ব্রহ্মচর্য্য,  
শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ত্যাগ, সত্য, শুদ্ধতা, আত্মসংযম ও নিয়ম দ্বারা শারীরিক, বাচনিক  
ও মানসিক মহৎপাপ পরিত্যাগ করেন । যোটাযুটী ভাবে বলিতে এ সমুদয়ই তপস্তার

অস্বর্গত, কেন না এসকল মানুষের নিজের করণীয়। একপ তপস্তাদি অবলম্বন করিয়া বাহারা ইচ্ছাপূর্বক মানুষের (পুরুষকারের) দিক দিয়া বাহা কিছু করিবার আছে। তৎসমুদয় সম্পাদন করিতে করিতে অমৃতপু হৃদয়ে আপনার হীনতা দর্শনপূর্বক জীবনের করণীয় ভিত্তি হইল, তাঁহারা ব্রহ্মরূপাণ্ডে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও তদীয় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম প্রকাশ। তিনি প্রসন্ন হইয়া আত্ম প্রকাশ না করিলে কাহারও অন্তরে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান জন্মে না। আর বাহারা অত্যাশ্রমী অর্থাৎ অনান্য আশ্রম ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এমন ব্যক্তিগণের নিকটই ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এবং ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দ্বারা এই রীতিই প্রচলন কর হইত। তবে রাহর্ষি জনককে কি প্রকারে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইল? একপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কেন না জনক গৃহস্থাশ্রমস্থিত এবং মিথিলা দেশের রাজা। ইহার উত্তর এই যে জনক বাহিরে আশ্রমত্যাগী না হইলেও তাঁহার হৃদয় সংসারশক্তিপরিশূন্য হইয়া সন্ন্যাস সম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং অত্যাশ্রমী বলাতে সংসার আসক্তি পরিশূন্যাদিগকেই বুঝাইতেছে। জনকের অস্ত্র নাম, বিদেহ, অর্থাৎ যিনি দেহ-সম্বন্ধ পরিশূন্য হইয়াছেন। এখানে ‘বিদেহ কৈবল্য’ মুক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহারা দেহে বর্তমান থাকিয়া কৈবল্য লাভ করেন তাঁহাদিগকে ‘জীবমুক্ত’ অর্থাৎ ‘বিদেহ কৈবল্য’ বলা হইয়া থাকে। “নতস্ত প্রাণা হুংক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে” ইতি শ্রুতিঃ। তাঁহার প্রাণ আর কিরিয়া অপর কোন বিষয়ে আসক্ত হয় না, এখানে অর্থাৎ দেহ বর্তমানেই ব্রহ্মে সংলগ্ন হইয়া অস্থিতি করে। কেবল ব্রহ্মতত্ত্বলাভ পিপাসু ব্যক্তিই যে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র তাহা পরবর্তী শ্লোকে আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। কুবক যে প্রকার ভূমি কর্ষণ করিয়া বৃষ্টির জল আকাশের পানে তাকাইয়া প্রতীক্ষা করে তদ্রূপ পুরুষ আপনার বাহ্য কর্তব্য তাহা সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্ম রূপার জন্য প্রতীক্ষা করিলে তিনি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রসন্ন হন ও আপনাকে জীবাত্মা পুরুষের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম জ্ঞান সম্পন্ন করেন।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি নিগূঢ় তত্ত্ব। ইহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবেনা। মহর্ষি জৈনা বলিয়াছেন শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবে না। কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করাই নিয়ম। উষর ভূমিতে বীজ বপন ব্যর্থ হইয়া থাকে। একথা আরও বলা হইয়াছে যে ‘যে ব্যক্তি দুর্কর্ম্য হইতে বিরত হয় নাট, ইন্দ্রিয় চাক্ষুষ্য হইতে শাস্ত হয় নাই, বাহার চিন্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্মফল কামনা প্রযুক্ত বাহার মন স্থির হয় নাই সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না’। এই জ্ঞান এখানে বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির নিকট নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবে না। কেননা কর্মফল কামনা প্রযুক্ত চঞ্চলচিত্তে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব দারণ করিবার সামর্থ্য কোথায়? অনবরত ঘূর্ণমান

চক্রে উপরে যে প্রকার কোন বহুৎ বস্তুর স্থাপন করিলে তাহা সেখানে থাকে না হয়ে অপসারিত হয় সেইরূপ সংসার চক্রে বিঘূর্ণিত চিত্তে সর্বপ কণা সদৃশ অতি নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে অবস্থিতি করিতে পারে ? সুতরাং চঞ্চলচিত্তের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ্য নিষেধ করিয়াছেন । আর যিনি পুত্র নহেন বা শিষ্য নহেন তাঁহাদের নিকটও নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবে না । শিষ্যের লক্ষণ পরবর্তী প্রোক্তে কাথ্য করিয়াছেন । পুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিবে এ কথাই ভাব এই যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যীর ওরস জাত পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য অনুভব করিয়া শিক্ষা দ্বারা পুত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপযুক্ত করিষ্ট লইবেন ও বধা সময়ে তদ্বিবরে উপদেশ দিবেন ।

সুন্দররূপে কথিত ও রসযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবা মাত্র সেই বীজ অকুরিত হইয়া অল্প সময়েই বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া থাকে । এইরূপ যে শিষ্যের হৃদয়ে দেবতার প্রতি পরমাত্মিক জন্মিয়াছে অর্থাৎ বাহ্যর হৃদয় ঈশ্বরের জন্য—জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, আর যেমন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, তেমন ব্রহ্মজ্ঞান-শিক্ষাদাতা গুরুর ( উপদেষ্টার ) প্রতিও শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহার নিকট নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে তাহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া থাকে । তৃষার্ত ব্যক্তির নিকট এক মাস শীতল জলের কত আদর, এবং তিনি উহা পান করিয়া কত আনন্দই না অনুভব করিয়া থাকেন । আর বাহার পিপাসা নাই তাহার নিকট বিতুল সলিলা পানানদীরও সমাদর অল্প । তৃষার্ত ব্যক্তির নিকট যেমন জলের তৃষ্ণা নিবারণী শক্তি অনুভূত হইয়া থাকে তদ্রূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক প্রকাশ পায় ।

সকল তত্ত্বের যে সমন্বয় আছে, তাহা অনুভব করিয়াই বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মতসামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা এই বলীতে স্বভাবতঃ বহু করা বাটতেছে । প্রকৃতি, পুরুষ ( জীব ), আর পরমায়া ; এই ত্রিবিধতত্ত্বের অবিরোধিতা ক্রটি সর্বত্রই প্রদর্শন করিয়াছেন । ইহার একটিকে জানিলেই সমুদয় ( তিনকে ) জানা হয় বেদান্ত ইহাই স্বীকার করিয়া থাকেন ; সুতরাং বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় । সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রে তদ্রূপ নয় । বাহার অস্তিত্বে প্রকৃতি পুরুষের অস্তিত্ব, বেদান্তসূত্র সেই সত্যকে মুখ্যরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । প্রকৃতি পুরুষ সেই আদি সত্য হারা আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহাদের সত্তা পরমায়াই সত্তাসাপেক্ষ । প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অপর্যাপ্ত দর্শন দ্রষ্টব্য । এসম্বন্ধে গোড়দেশের গৌরব বিজ্ঞান ভিক্টর মত এই :—প্রমাণ, তাহার ফল এবং নিয়মপ্রাণী বাহা বাহা পাত-জলোক্ত বোগশাস্ত্রে এবং কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে আছে, অবিরোধি না হইলে এবং স্তম্ভসম্বন্ধে স্বতন্ত্র সূত্র না দিলে, সেই সকল এ দর্শনেও গ্রহণীয় । বেহেতুক নিজে

কোনও হুত্রেয় সংজ্ঞা না দিয়াও একজন নিজের অর্থের অবিরোধী অপরের হুত্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তদ্বারা সর্বতত্ত্বেরই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে ; অতথা তত্ত্বনির্ণয় অসম্ভব । অতএব জ্ঞানোৎপত্তি প্রক্রিয়াতে এবং আত্মানাত্মা বিবেকে পদার্থনিরূপণাদি সম্বন্ধে মন্যাদি ঋষিগণ সাংখ্যপাতঞ্জলের সিদ্ধান্ত সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন । হুতরাং আমরা যখন আমাদের দর্শনে কোনও হুত্র প্রদান করিতেছি না, তখন তাঁহাদের হুত্রই আমাদের গ্রহণীয় । ... ... সাংখ্যপাতঞ্জলের সহিত এ দর্শনের গূঢ় সম্বন্ধবশতঃ এখানে জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে যখন কোনও বিশেষ প্রক্রিয়া দেওয়া হইল না তখন তাহা ঐ ঐ দর্শনে যেরূপ আছে তাহাই গ্রহণীয় । সাংখ্যহুত্রেয় এবং পাতঞ্জলোক্ত যোগহুত্রেয় জ্ঞানোৎপত্তি প্রক্রিয়া যথা :—“ইঞ্জিরের বিক্যসংযোগে মন মলিন বস্ত্রের আকার ধারণ করে । যে সকল বস্তু মনের অজ্ঞানতা জন্মায়, তাহা পরিহার করিলে মনের নির্মলতা সম্পাদিত হয় । যেরূপ পরিষ্কার বস্ত্র কুহুম্ব সংযোগে কুহুম্বাকার গ্রহণ করিয়া থাকে তদ্রূপ নির্মল বুদ্ধি বিক্য সংযোগে বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই বিষয় সংযুক্ত বুদ্ধির অবস্থাকে বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায় । স্বপ্ন এবং ধ্যানাদির অবস্থাতে বাহ্যবিষয়ের অভাব হয় ; তখনও বিক্য তুল্য বুদ্ধির অবস্থা ঘটিয়া থাকে । স্বপ্ন ধ্যানাদির অবস্থাতে যে বুদ্ধির অবস্থা উপলব্ধ হয় তাহা কোনরূপে অস্বীকার করিবার সামর্থ্য নাই । যোগহুত্রেয় বৃত্তি বিভাগানুসারে সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পাঁচ প্রকার—(১) প্রমাণ ; (২) বিপর্যয় ; (৩) বিকল্প (৪) নিদ্রা ; (৫) স্মৃতি । (১৬ যোগহুত্র ।) [ প্রমাণ অর্থাৎ যক্ষার প্রসিত অর্থাৎ বিষয় সকল জ্ঞাত হওয়া যায় ; এইরূপ নিকৃতি দ্বারা প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) কারণ প্রমাণ বুঝায় । প্রমাণ অর্থে যথার্থ জ্ঞান বুঝায় । প্রমাণের এইরূপ লক্ষণ করাতে, সংশয়, বিপর্যয় (ভ্রম) ও স্মৃতির কারণরূপ অপ্রমাণ সকলে প্রমাণের উক্ত লক্ষণের প্রসক্তি হইল না অর্থাৎ প্রমাণ শব্দ সংশয়াদির কারণ বুঝাইল না । প্রমাণ ত্রিবিধ যথা (প্রত্যক্ষ ; (২) অনুমান ; (৩) আগম । চার্লস মতে প্রমাণ একটী (প্রত্যক্ষ) কণাদ ও বৌদ্ধ মতে দুইটী (প্রত্যক্ষ ও অনুমান,) ; সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমাণ তিনটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,) ; একাদশী নৈয়ায়িকও প্রমাণ তিনটী বলেন ; অপর নৈয়ায়িক মতে প্রমাণ চারিটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান,) প্রত্যাকর মতে প্রমাণ পাঁচটী (প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি) ভট্ট বেনাস্তির মতে প্রমাণ ছয়টী (পূর্বোক্ত পাঁচটীও অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি,) পৌরাণিক-গণের মতে প্রমাণ আটটি (পূর্বোক্ত ছয়টী এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য) এইরূপ প্রমাণের সংখ্যা বিষয়ে বিভিন্ন বাদিগণের মতভেদ দৃষ্টি হইলেও মূলতঃ ত্রিবিধ প্রমাণই গ্রাহ্য । সাংখ্য ও পাতঞ্জল হুত্রে এ বিষয়ে মত এক । প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথা—বিষয় ও ইঞ্জির সংযোগে যে নিশ্চয় জ্ঞান (চিত্তবৃত্তি) হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে । অনুমান—

একরূপ বস্তু দর্শনে যে সেই জাতীর বস্তুই জান তাহা অনুমান । আগম—আপ্ত । আপ্ত শব্দে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ শূন্য পুরুষ ও ব্যায়, উহাদের উক্তিকে আপ্তশ্রুতি বলে । সাংখ্য মতে সর্বত্রই চিন্তাবৃত্তি প্রমাণ । উহার প্রামাণ্য গ্রহণের জন্য অন্যের আশ্রয় লইতে হয় না । সাংখ্য বেদান্ত ও মীমাংসা মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ জ্ঞানান্তরের প্রকাশ নহে । ( ২ ) বিপর্যয়—মিথ্যা জ্ঞান । ( ৩ ) বিকল্প—সন্দেহ । ( ৪ ) নিদ্রা—অভাব প্রত্যয়াবলম্বনাবৃত্তিকে নিদ্রা বলা যায় । ( ৫ ) স্মৃতি—অনুভূত বিষয়ের অসং-প্রমেয় অর্থাৎ অবিকৃষ্ট ভাব । ] বৃত্তি সেই অবস্থা, যে অবস্থাতে পুরুষ কর্তৃক অনুভূত পদার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফল তাহা হইতে অবিকল্পিত ভাবে স্থিতি করে । যেমন রথারূঢ় ব্যক্তি কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে রথই গ্রামসম্বন্ধীয় জ্ঞানের দায়বরূপ হয় । সেই বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া চেতনেই প্রতিবিম্বিতা হইয়া থাকে । একমাত্র যোগ-সূত্রে আছে, বৃত্তিসাক্ষ্যামিতরজ, ( ১ । ৪ যোগসূত্র ) অর্থাৎ পক্ষান্তরে জাগ্রত অবস্থায় পুরুষ যে শান্ত ঘোর এবং মৃঢ়াবস্থা দ্বারা আবিষ্ট দেখা যায়, সে সকল পুরুষের অভিন্ন বৃত্তি বলা হয় । স্বর্ঘ্যাকান্ত মণির নিকটে জবা কুসুম রাখিলে যেমন ঐ মণি জবার বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধি বিষয়ের সন্নিধানে বিষয়াকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থাতেই পুরুষ আমি শান্ত, আমি হৃঃষিত, আমি মৃঢ়, আপনাকে একরূপ মনে করিয়া থাকে । স্ফটিকস্তম্ভের নিকটে স্থাপিত কুসুমরক্তবস্ত্রের বর্ণ যেরূপ স্তম্ভে প্রতি-বিম্বিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষের ( জীবের ) জ্ঞানচৈতন্ত্রে তাহার বিষয়োপলব্ধ বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহার অধিষ্ঠানভূত চৈতন্ত্রেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । যোগসূত্রে আছে “চিন্তের প্রতিসংক্রমার্য স্তবাকার্যাপত্তৌ স্ববুদ্ধি সংবেদনং” ( ৪ । ২২ ) । জীবের ভোগকারিণী শক্তির শেষ নাই, এবং সেই শক্তি অপ্রতিসংক্রমা—অনন্তসংক্রা-রিণী বুদ্ধিতে সংস্থাপিত হইলে অর্থাৎ আনন্দময় নিত্য চৈতন্তের সত্তা দ্বারা প্রতিবিম্বিতা হইলে তাহার যে চৈতন্ত্যোপগ্রহ স্বরূপতা লাভ হয়, তাহাকে অবিশিষ্টা জ্ঞানবৃত্তি বলা যায় । (অবিশিষ্টা জ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ বাহ্যর তুলনা দ্বারা পাওয়া যায় না, একমাত্র বলা হইতেছে “ন পাতালাং ন চ বিষয়ং গিরীণাং নৈবাক্কারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্ শুভাঃ সত্তাঃ নিহিতঃ ব্রহ্ম শাস্বতং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কবরো বেদয়ন্তে ইতি । পশুতগণ যে ব্রহ্ম শাস্বত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি অবগত হইলেন তাহা পাতালে, বিষয়ে, অন্ধকারে, সাগরগর্ভে বা অন্ত কোনও স্থানে পাওয়া যায় না । ) বুদ্ধি যখন বাহ্যর নিকটে উপস্থিত হয়, তাহারই আকার তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় ইহা বৃত্তিতে যখন পারা গেল, তখন ইহা একপে অনা-য়াসেই উপলব্ধ হইবে যে, সেই বুদ্ধি যে সময়ে অপ্রতিসংক্রমা হয় অর্থাৎ অন্ত কোনও বিষয় সকারিণী না থাকিয়া সর্বপ্রকার প্রসঙ্গশূন্য হয়, তখন চিন্তের দ্বীয় উপাধি বুদ্ধি সংবেদন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । বিষয়টা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাই-বার জন্য এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যথা :—

ভাষ্যশিষ্টদর্পণে ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টঃ ।

ইমান্তা প্রতিবিম্বিত্য সরসৌব তটক্রমাঃ ॥

সরসিবক্ষে তটস্থ তরুস্বাক্ষর প্রতিবিম্ব যেরূপ প্রতিফলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ  
বিশাল চিত্তদর্পণে এই সৃষ্ট বাবতীর বস্তু সমূহের দৃষ্টি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ।  
চেতনে প্রতিবিম্বিত বলিয়া কেহ কেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাতে দৃশ্যমান বস্তু-জ্ঞান মরু-  
ভূমিতে মারামরীচিকা সমুৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানের জ্ঞান মরীচিকাবৎ মনে করিয়াছেন । কিন্তু  
তাহা হইতে পারে না, কেননা চিংসরূপ পরমেশ্বরের নিত্যাবর্তমানতা সংযোগে তাবৎ  
বস্তু পরিদৃশ্যমান হইতেছে ? তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বস্তুার্থতঃ বস্তুজ্ঞান কখন কোনও  
উপারে লাভ হইতে পারে না । আমাদের উক্তি এই যে বুদ্ধিবৃত্তি কখন বিষয় সন্নিহিত  
হইলে বিবরণাকার প্রাপ্ত হয় আবার কখন স্বতন্ত্রভাবেও অবস্থিতি করে । যেমন  
কোনও বস্তু চক্ষুর নিকটবর্তী হইলে, চক্ষু তাহার রূপই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু  
কখন তাহার রস গ্রহণ করে না, তদ্রূপ জীবাত্মা বাহ্যতেই সংযুক্ত হউক না কেন  
আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকেই (জ্ঞান) সাক্ষাৎ গ্রহণ করিয়া থাকে অপর কিছু গ্রহণ করে  
না । সেই বুদ্ধিবৃত্তি (জ্ঞান) অনভিব্যক্ত অর্থের, সূত্রাৎ তদ্বারা অর্থই মাত্র গ্রহণ  
করা হইয়া থাকে । সেই বুদ্ধিবৃত্তি কুটস্থ অর্থাৎ নির্মিকার অবস্থাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া  
থাকে সূত্রাৎ তাহার সহিত আর কিছুই সংযুক্ত থাকে না । অতএব বুদ্ধিবৃত্তিরই  
চৈতন্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইবার সামর্থ্য আছে অপর কিছুই সেই সামর্থ্য নাই, ইহাই  
নিশ্চিতি । কেন না বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জীবচৈতন্ত্বেই অজ্ঞাতসত্তাভাব (আমি কোথা  
হইতে উৎপন্ন হইলাম এই ভাব) অনুভব হইয়া থাকে অত্বে তাহা অনুভব করে  
না । এই নিমিত্ত অর্থানুরাগ বৃত্তির ক্ষুরণ জন্ত তাহার প্রতিবিম্ব চেতনাই সিদ্ধ হইয়া  
থাকে । × × × × × × × বেদান্তি মতে বুদ্ধি ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরে  
প্রতিবিম্বিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের উপর আরোপিত হয় বলা হইয়া থাকে ।  
কিন্তু এই নিয়মানুসারে এক চৈতন্যেই প্রাকৃতিক জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে বলিয়া  
কেহ কেহ যে মনে করেন এক চৈতন্ত্বেই সত্য আর বাহ্য কিছু পরিদৃশ্যমান বস্তু  
তৎসমুদায় মরীচিকাসদৃশ নিতান্ত তুচ্ছ, তাহাদের সেরূপ মীমাংসা নিতান্ত  
ভ্রাম্যক । আধুনিক বিবর্তবাদীগণও এই ভ্রমে নিশ্চিত । তথাপি জলবৃদ্ধের  
জ্ঞান প্রতিবিম্বিত প্রতীক্যমান হয় বলিয়া চৈতন্ত্বে প্রতিবিম্বিতের বাধা সন্দেহ কোন  
বাধা হয় না । বেহেতুক সাংখ্যে দৃষ্ট হয়—“সদসৎ খ্যাতির্কীধাবাধাৎ (৫৫৬) ইতি ।  
সদসৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ । কেননা প্রকৃতি পুরুষের অব্যক্ত কারণ নিত্য অক্ষর সৎ ।  
জগৎ স্বরূপতঃ সংরূপে প্রতীক্যমান হইলেও সংস্করণের সঙ্গেই উহা সঙ্গ্রহে পরিদৃশ্য-  
মান অন্যথা অসৎ । এই অর্থে সদসৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ । এতদ্বারা আত্মতত্ত্ব স্বরূপকে  
করতলতত্ত্ব আমলকবৎ (অতি সহজ ও স্বাভাবিক) প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যেমন ঘট-



পটাদি সঞ্চকীয় জ্ঞান নানাকারে উদ্ভাসিত হয় তদ্রূপ বিবেকানুসারে আত্মতত্ত্ব সন্ধানও ঘটনা থাকে । দর্পণে নীর সুখের প্রতিবিম্বদর্শনে বেরূপ দর্পণতত্ত্বের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব সন্ধানও বলা হইয়াছে যথা—“তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবহুমানম্ (১৩) ইতি যোগ-সূত্রাৎ—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থিতি । বাহ্য বস্তু সন্ধান জ্ঞানোৎপত্তির ক্রিয়া বেরূপ অব-  
ধারিত হয়, আত্মা সন্ধানও তদ্রূপ জ্ঞানোৎপত্তির ক্রিয়ার নিয়ম সেইরূপই বুঝিতে হইবে, কেননা একরূপ ভাব গ্রহণই সর্বথা সমুচিত । শাস্ত্রাদি দ্বারা যোগ বর্ণনাত্মকভাবে, অথবা ভ্রমসাক্ষর বুদ্ধির ভ্রমে দূর হইলে, নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান জন্মে ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ‘আমি ব্রহ্ম’ আছি, ইত্যাদিরূপা যে বুদ্ধি তাহাই তাহার প্রমাণ । সেই বুদ্ধি চেতনাই প্রতিবিম্বিত হইয়া উদ্ভাসিত হয় ; জীবাত্মা পুরুষের আত্মজ্ঞান তাহাতেই জন্মে । ঘটাদি জ্ঞান হইতে আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে অতিমান থাকে না । ঘটাদি সঞ্চকীয় যে জ্ঞান তাহা মিথ্যাজ্ঞান হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহা যায় না ।” ইতি

এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের ব্যাখ্যাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া, আমাদের সমগ্র সাধনের ধর্মের ক্রমোন্নত্বন করি নাই । অতঃ ইহাই আমাদের ধারণা । প্রথমতঃ তত্ত্ব সকলের সত্যত্ববিচার্য্য। বিষয় এবং বিষয়ীর সত্যত্ব সর্বত্রই আছে জানা যায় । “ভগবান বাদরায়ণ কোনও সূত্রে সংসারের জ্ঞান, অজ্ঞান পরিকল্পিত তত্ত্ব বলেন নাই, প্রত্যুত স্বপ্ন সৃষ্টির নিরাকরণের দ্বারা আগ্রত সৃষ্টিরই সত্যত্ব নির্ধারণ করিয়াছেন ।” (৩১৭৬পৃঃ) শ্রীমৎ স্বপ্নেগম সূত্র-বিষয়ে বাহ্য বলিয়াছেন তাহা সমগ্র বেদান্ত বিষয়ে প্রযোজ্য । “ত ইমে সত্যঃ কামা অন্তাপিধানাঃ” (১১২৩) । এই সকল কামনার বিষয় সত্য অথচ অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন, তাই যখন ইহারা অসৎ দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর ইহারা দর্শনের বিষয় থাকে না (১১অ—৭১৯পৃঃ) । এখানে অন্ত শব্দ দ্বারা যে মিথ্যাজ্ঞান পরি-  
কল্পনা করা হয় নাই তাহা পূর্বাগর বাক্য সকলের পর্যালোচনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় । কামনা সকলের সত্যতা নিবন্ধন তাহাদের স্বরূপ তিরোহিত হইলেও তাহার প্রচ্ছন্নাকাশে প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করে । এইজন্য সাংখ্যিকার “সদসংখ্যাতিবাবাধাৎ,” বলিয়াছেন । সাংখ্যিকার জৈবর অস্বীকার করিয়াছেন সুতরাং সাংখ্য প্রক্রিয়া ঐতি-  
মূলিকা বলা যায় না । কিন্তু সাংখ্যিকার যখন ঐতিবাক্য সকল প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তখন আমরাও সাংখ্যিকারের উক্তি গ্রহণ করিতে পারি । একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ঐতির প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অনুমান হইতেই উপজীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং ঐতির অনুমোদিত সাংখ্য প্রক্রিয়া বেদান্তের নিজের প্রক্রিয়া-  
রূপে স্বধীগণকর্তৃক নির্বিনোদে অবশ্য স্বীকার করা কর্তব্য । বেদান্তে কোথাও এই প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ দৃষ্ট হয় না । যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব বিনা অন্য তত্ত্ব অবীকৃত হই-

যাছে একুপ উপশক্তি হয়, সেখানে তত্ত্বজিত্বের অবিতকৃত্ত্ব এবং তাহাদের স্বরূপের অবিনুশ্চয় শ্রুতি স্রষ্টা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন ; যথা :—“যদৈ তন্নপশ্চুতি পশুন্ বৈ তন্নপশ্চুতি”—বিনি তাহা দেখেন না দেখিয়াও তাহা দেখেন না। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের কাহারও বিলোপ হয় না, কেন না উভয়েই অবিনাশী। এই দ্রষ্টা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া (অর্থাৎ সত্ত্ব ধাকিয়া) দর্শন করে না। পূর্বে আরোহবলীতে বিষয় ও বিষয়ীর যে অবিতকৃত্ত্ব অবস্থা এবং শক্তির অবিনুশ্চয় (অর্থাৎ কাহারও শক্তির বিলোপ ঘটে না) তাহা পদর্শন করা গিয়াছে। “সলিল একোদ্রোহৈবতো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ” অর্থাৎ ‘সলিলবৎ সচ্ছ সেই এক অদ্বিতীয় সর্বদর্শী পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোক’—এতদ্বারা বিষয় ও বিষয়ীর অবিতকৃত্ত্ব অর্থাৎ পক্ষা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে জীব যে ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হয় অতঃপর তাহার দীর্ঘ অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে না, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য উহার সঙ্গে সজ্জই বলা হইয়াছে “এষান্ত পরমাগতিঃ ইত্যাদি ; অর্থাৎ এই পরমাত্মাই জীবাত্মার পরমা গতি, এই পরমাত্মাই তাহার পরমা সম্পদ এই পরমাত্মাই তাহার পরম লোক এবং পরমাত্মাই তাহার পরম আনন্দ”। এতদ্বারা পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, একত্ব সত্ত্বের বৈতভাব থাকে, আবার অস্তিত্বের অবিলোপ সত্ত্বের একত্ব সম্পন্ন হয়। বেদান্তপোক্ত যে অবিতকৃত্ত্ব, সাংখ্যপ্রক্রিয়া তাহারই অমু-মোদিত, সুতরাং যে সাধনার্থীরা বেদান্তের অদ্বিতকৃত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাংখ্যপ্রক্রিয়াতে তাহা জানিতে পারিবেন। ব্রহ্মমনন দ্বারা অতঃপর বিষয়ের চিন্তা পরি-তাগ করিলে আর আর সকল যে অসত্য এবং এক ব্রহ্মই যে সত্য তাহাই সাক্ষাৎ-কারের বিষয় হয়, এই যোগ প্রক্রিয়া সকলেরই আদরীয়। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের যে বিলোপ ঘটে না এই বাক্যে বিষয়ের তো নয়ই, বিষয়ীরও যে শক্তির বিলোপ হয় না, তাহাই তি পরিষ্কার রূপে প্রদর্শিত হয় নাই ? তাহা হইলে এইটাই দাঁড়াইতেছে, এই অবস্থায় পরম্পর অবিনুশ্চয় শক্তি সত্ত্বের “পশুন্ বৈ তন্নপশ্চুতি” ‘দেখিয়াও তাহা দেখে না,’ এতদ্বারা শক্তিমাে পর্যাবসিত (কিন্তু বিকারজাত নহে) বিষয় অহুত্ব করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ অবিতকৃত্ত্বভাবে তত্ত্ব জিত্বের একত্ব অবস্থিত হওয়াতে তাহাদের স্বরূপের অমুপহানি উপলব্ধ হইয়া থাকে। স্বরূপ এখানে নিরূপাধি জ্ঞান ও বল, সুতরাং উহা অবিভাগবিরোধী নহে। অবিভাগী হওয়াতেই উহা পারমার্থিক, সুতরাং যোগা-বস্থায় সর্বত্রই স্বরূপৈক্য পরিকীর্ণিত হইয়া থাকে ; আর ব্যবহারিক অবস্থায় এক ব্রহ্মেরই ভোক্তা, ভোগ্য এবং পেরয়িতা এই ত্রিবিধ বিভাগ (১৮৯পৃঃ)। ব্যাকার, ব্যবহার শব্দেরই যে নামান্তর ( differentiation ), তাহা পূর্বে বলা হই-য়াছে। যদি একুপ মনে কর একটা জানিলেই সমুদয় জানা হয়, এই যে আভিজ্ঞা, এখানে তাহার হানি হইতেছে, সে কথা নিতান্ত সামান্য ; কেন না ব্রহ্মের পরা, অপরা এবং অনগ্রা শক্তি, তাহাদের যে একত্বের হানি ঘটে না তাহা এই

অবস্থায় উপনীত হইলেই অবশ্য উপলব্ধির বিষয় হয়। এই নিমিত্তই বেদান্ত-  
ভাষ্যভূত গীতোপনিষৎ বলিয়াছেন, “এতচ্ছোনীর্ন তূতানি ( ৭ অ, ৬ শ্লো, গীতা )  
অর্থ্যং ভূতসকল ইহা হইতেই উৎপন্ন। বেদান্তসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ  
পাদ ঐ গীতাবাক্যকেই অনুসরণ করিতেছে বলিয়া আমরা বিজ্ঞানতিক্ষুব্ধ ব্যাখ্যা  
সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিয়াছি। তাহার প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানে অত্রাত ভাষ্যকারগণ  
ঐতির যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যে আমাদের এই বেদান্তসমন্বয়ের বিষয় নহে  
তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে। “আত্মানং রথিনং বিজ্ঞ শরীরং রথমেব চ”—  
“আত্মাকে রথী এবং শরীর তাহার রথ বলিয়া জ্ঞান”—এস্থলে রথরূপত্ব শরীরের, অবা-  
জ্ঞের নহে। আর সেখানে যে “ইন্দ্রিয়েভাঃ পরার্থ্যাঃ অর্থ্যং ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিষয়-  
নিচয় শ্রেষ্ঠ” এই ঘটনে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বই প্রদর্শন করা হইয়াছে ; এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন,  
সংঘম অবলম্বনকারিগণের ক্রমিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে। গীতোপনিষদের এই  
ঐতির নিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। “আনুমানিকমপোকেনামিতি চেন্ন, শরীররূপক-  
বিশ্বস্তৃগৃহীতেদর্শয়তি চ”। ( বেদান্তসূত্র ১।৪।১ ) ইহার ব্যাখ্যাতেও ঐ অর্থই নিষ্পন্ন  
হয়। প্রধান অনুমানগম্য হইলেও কোন কোন শাখার মতে ( কঠ শাখার ) যদিও তাহা  
জগৎকারণ বলা হইয়াছে, তাতা ঠিক নয়। কেন না—“শরীররূপকবিশ্বস্তৃগৃহীতেঃ”—  
অর্থ্যং সেখানে তাহা শরীর সম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে। শরীরে  
শক্তিত্ব আছে বলিয়া শরীরের রূপক বর্ণনা করা হইয়াছে, অর্থ্যং শরীরই যেখানে  
রূপকরূপে বিশ্বস্ত তাহার যে স্থল প্রসবধর্ষিত্ব আছে তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত  
এরূপ বর্ণনা। “অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্রুপাং”  
ইত্যাদি ( ৮।১৫ ) অর্থ্যং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণ একটী অজা বহু প্রজা সৃজন করিতেছেন  
এবং আপনি যেমন তেমনি আছেন, আর একটী অজ তাঁহাকে ভোগ করত তাঁহাতেই  
আসক্ত হইয়া আছেন। অপর একটী অজ ভুক্তভোগা ইহাকে পরিহার করিতেছেন”।  
[ খেত—৪।৫ ] এখানে “প্রজাসৃজমানাং” ‘প্রজা সৃজন করিতেছেন’ ইহার উল্লেখ  
করিতে অজার নিরপেক্ষ প্রজাসৃষ্টি প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু তাহা নহে। কেননা  
উপমান উপমেয়ের অভেদরূপ দ্বারা রূপকচ্ছলে ‘অজা যেমন বহু সন্তান প্রসব করে,  
তেমনি অজারূপ প্রকৃতি বহু প্রজা সৃজন করিতেছেন’ ইহার উল্লেখ করতে [ রূপক-  
দ্বারা ] সমগ্র প্রকৃতিরই শরীরত্ব সাধিত হইতেছে ; কিন্তু কারণ ব্রহ্মের তাদৃশ শরী-  
রত্ব কোথাও দৃষ্ট হয় না ; আর তাহা হইলে স্বরূপ প্রচ্ছন্ন দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের  
হানি জন্মে। অতএব সৃষ্টি প্রকরণে সর্বত্রই তাঁহাকে আত্মারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে,  
ঐতি ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই। যথাঃ—

“অগ্নি মূর্ধা চক্ষুর্বা চন্দ্রসূর্য্যো দিশঃশ্রোত্রে বায়ুবৃতাশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাগোহৃদয়ং বিশ্বমত্র পদ্মাঃ পৃথিবীহোষ সর্গীভূতাপুরাণ ॥ ৮.৩।

‘ইনি সর্বভূতাত্মগায়া’ তাই অগ্নি ইহার মন্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল শ্রোত্র, বিবৃতবেদ বাক্‌, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পদবয়ের নিমিত্ত পৃথিবী।’ এখানে রূপক সম্বন্ধে “সর্বভূতাত্মগায়া” এই উল্লেখ দ্বারা তাঁহার আত্মা অপনোদন করা হয় নাই। এস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রকৃতিরূপা অজ্ঞা, অজ্ঞের সংসর্গে যেমন প্রজাপ্রসবধর্ম্মিষ প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি জন্মরহিত অজ্ঞের পরমাআরূপে স্থিতি হেতু, সৃষ্টি যে তাঁহারই, তাহাই সৃচিত হইয়াছে। স্বয়ং স্রুতিও তাহাই দেখাইতেছেন। যথা—“জহাতোনাং ভুক্তভোগামজ্ঞোহনুঃ”—অর্থাৎ অজ্ঞ একটা অজ্ঞ, ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে ভোগ করে। ভুক্তভোগা অর্থাৎ প্রাপ্তিপালিত বা উদ্ভাসিত বিষয় যার; তাহা হইলে বিষয়ের অর্থাৎ তৎসমুৎপন্ন প্রকাশ পরমাআরই। “জহাতোনাং” ইহাকে ভোগ করেন, এই বাক্যের দ্বারা প্রকৃতিরূপেক্ষা যে তাঁহার নিয়ন্ত্ররূপে বিজ্ঞমানতা, তাহাই প্রমাণিত করে। ছগলভ্রমণ কল্পনা করিয়াই প্রকৃতি যে অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত এই অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক তেজ, অপ্, অন্নরূপ বিভিন্ন অবস্থাব্যঞ্জক লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ ইহাই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। পরমাআতে অজ্ঞানিরূপেক্ষতা বচনে তাঁহার জন্মরহিতত্বই মুখ্যার্থ। ছগলভ্রমণে যে ব্যঙ্গার্থ, “ভুক্তভোগা” এই বচনের ভিন্নার্থ পরমাআর স্বরূপাপহানিজনক বলিয়া পণ্ডিত-গণ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। দর্শয়তি—“প্রদর্শন করে” এই বলাতে সূত্রকারেরও যে এই অভিপ্রায় তাহাই সৃচিত হইতেছে। “পরাত্মৈব তৎ প্রকৃতিস্তদ্ব্যোনিস্তবীজমিতি বেদান্তকৃতান্তঃ” ইতি; অর্থাৎ ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত যে, পরমাআই তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার যে নি এং তাঁহার বীজ [১৭১পৃষ্ঠা] পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। তদ্বারা যদি উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বিঃতর না হয়, তাহা হইলে, “পরমাআ প্রকৃতি, পরমাআ হইতেই প্রকৃতি” ইত্যাদি নচনে প্রকৃতি যে স্ততঃ তাহার বাধা উপস্থিত হয়। বিবিধ ভাষ্যকারগণেরও এই সকল বচন দ্বারা যে অবিরোধ এবং তাহাই যে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলা হইল, সুধীগণ বিশেষ করিয়া তাহা বিবেচনা করিবেন। “না পঞ্জং” এই নিষেধ বাক্যবলে পূর্ব্বের অবিভক্ত অবস্থা এবং পুনরায় এখানকার বিভক্ত অবস্থা সৰ্ব্বদ্বয়ের নিবচন সুধী-গণ নিজেরাষ্ট অবধারণ করিবেন।

তত্ত্ব সকলের এই সিদ্ধান্ত বেদান্ত প্রতিপাদিত, সূত্রাং বেদান্তই প্রমাণ।

যথা :—

“উদ্যতীতমেতৎ পরমব্রহ্ম তস্মৈঃস্বয়ং সূত্রতিষ্ঠা করক।

অজ্ঞাতং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বানীনা ব্রহ্মণি তৎপর্য্য যোনিমুতাঃ ॥” ১২।১১।

অর্থাৎ এই সর্ভাস্তর্ভাবক পরব্রহ্মই সর্বোৎকৃষ্টরূপে কর্তৃনীয়। সেই তুরীয় ব্রহ্মই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা, সূত্রাং নিশ্চলভাবে সৃষ্ট তাৎ বস্তুর স্থিতিস্থল। কি প্রকারে স্থিতিস্থল ? যেহেতুক তিনি অক্ষর, অর্থাৎ স্বয়ং অচ্যুতস্বভাব। ব্রহ্মজ্ঞ বাক্তি-গণ সর্ভাস্তর্ভাবকে অবগত হইয়া এই পরম ব্রহ্মে নীন ( অপৃথগ্ভাবে স্থিত ) হইয়া,

স্বভাবঃ তৎপর (‘এক ব্রহ্মপরায়ণ’) হইয়া যোনিমুক্ত হন। যোনিমুক্ত অর্থাৎ যোনি —  
 ঐক্য, তৎকার্য্যজাত যে অবস্থা তাহা হইতে মুক্ত হইয়া, স্বভাবভাবে স্থিতি পূর্ব্বক  
 ব্রহ্মের “স্বরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন।” যে তত্ত্ব এখানে (শ্বেতাশ্বতরে) একটী শ্লোকে  
 সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে, সমুদয় মাণ্ডুক্যোপনিষদে তাহা অতিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মে ব্যাখ্যাত  
 আছে। সেখানে ভোগ্য, ভোক্তা, পেররিতা ও পরব্রহ্ম, আত্মার এই চতুষ্পাণ্ড বর্ণনা  
 করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যদি এখানে ত্রিপাদ মায়িক স্বভাবঃ অলীক, কেবল  
 এক তুরীয়ই সত্য, তাহা হইলে তুরীয়েরও অপামাণ্য উপস্থিতি হয়। ভাষ্যকারও  
 বলিয়াছেন যে তুরীয় যদি অবস্থান্ত্রিতমের বিলক্ষণ অর্থাৎ অন্তরূপ হয়, তাহা হইলে  
 তুরীয়ের প্রতিপত্তির (পরিমাণের) উপায়াভাবে শাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক হয় এবং সকল  
 শূন্তে পরিণত হইয়া যায়। যদি বল, মায়িক, অলীক ও ইন্দ্রজালবৎ এই অবস্থান্ত্রিতম  
 স্বাভাবিক তাহাদের কারণব্রহ্মের ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, এবং তাহাকে জানিলে এই  
 তিনের সর্ব্ববৎ মিথ্যাত্ব, এবং পুনরায় কেবল তুরীয়েরই ব্রহ্মত্ব স্বেচ্ছ, ইহা বলিলে  
 কোন দোষ ঘটে না; তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, এই মায়াকে, যে তুরীয়ের এই প্রকার  
 জ্ঞানলাভে উপকার করে? আর এই মায়ারূপ উপকার করে সেই বা কে? ইত্যাদি  
 বিবিধ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যদ্বারা কোনও মীমাংসাতে পৌঁছা যায় না। ভাষ্যকার  
 বলিতেছেন “পরমেশ্বরানীনা দ্বিরমস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোহভূতপগম্যাতে ন স্বতন্ত্রা।  
 সা চাবশ্যমভূতপগন্তব্য, অর্থবতী হি সা। নহি তন্না বিনা পরমেশ্বরস্তাশ্চৈত্বং সিদ্ধিতি,  
 শক্তিরহিতস্ত তত্ত্ব প্রবৃত্তানুপপত্তেঃ। (১।৪।৩ ভা) সৃষ্টির প্রাগবস্থা জগতের ঈশ্বরানীনা  
 অবস্থা ছিল, স্বাতন্ত্র্যাবস্থা ছিল না, আমরা এই মীমাংসাতেই উপনীত হইয়াছি।  
 সকলের পক্ষেই এই মীমাংসাতে উপনীত হওয়া প্রয়োজনীয়, কেন না ইহারই অর্থ  
 আছে, ইহা ব্যতীত চলে না। তাহা না হইলে পরমেশ্বরের শ্বেতাশ্বত্রে সিদ্ধ হয় না;  
 এবং শক্তিশূন্য ঈশ্বর নিত্যত্ব অযৌক্তিক। বেহেতুক “কারণস্তাত্ত্বভূতা শক্তিঃ  
 শক্তেশ্চাত্ত্বভূতং কার্য্যং” (২।১।১৮) কারণের আত্মভূতা শক্তি এবং শক্তির আত্মভূত  
 কার্য্য; “যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিযুকালেষু সত্ত্বং ন ব্যতিচরতি এবং কার্য্যমপি জগৎ  
 ত্রিযুকালেষু সত্ত্বং ন ব্যতিচরতি”। (২।১।১৬ ভা) যেহেতু কারণরূপী ব্রহ্ম ত্রিকালেই  
 সত্ত্ব, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তদুপ ইহার কার্য্যরূপ জগৎ তাহাও সত্ত্ব  
 তাহারও ব্যতিক্রম হয় না। “ব্রহ্মস্বরূপো হি প্রপঞ্চঃ”। (৩।২।২১ ভা) — ব্রহ্মের স্বরূপ  
 লইয়াই প্রপঞ্চ। “উপলভ্যতে চ সংসারস্তানাদিত্বং স্ফুটত্বতো্যোঃ। স্ফুটত্বাৎ ‘অনেন  
 জীবেনাদ্ব্যনা’ ইতি স্বর্গমুখে শরীরমাদ্ব্যনাং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেনাভিলপন্যনাদি-  
 সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমস্তেতু ততঃ প্রাণবধারণিতঃ প্রাণঃ স কথং প্রাণধারণ-  
 নিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গমুখেহভিলপোত”। (২।১।৩৬ ভা)। স্ফুটত্বভিত্তিতেও সংসারের  
 অনাদিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্ফুটত্ব ‘এই জীব ও আত্মা স্বাভাবিক সৃষ্টি’ এই বচনে

জীব শব্দের দ্বারা পাণ্ডারের নিমিত্ত সৃষ্টিমুখে শারীর আত্মার উদ্বেগ করিতে জগৎ যে  
অনাদি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সেই আদিম অবস্থার প্রাক্কালে প্রাণাবধারিত  
হয় নাই, সুতরাং উহা কখনও পাণ্ডারের নিমিত্ত সৃষ্টিমুখে জীবশব্দব্যাপ্য হইতে  
পারেনা। “সর্বক নামরূপাদি সদাঅনৈব সত্যং বিকারজাতং স্বতন্ত্ৰতমেব ...  
... তথা জীবোহপি। (ছা, ভা, ) নামরূপাদি সমুদয়ই সংস্করণ আত্মার দ্বারাই  
সত্য। উহা যে, সত্যঃ বিকারজাত একথা মিথ্যা। ... ... ঐরূপ জীবও বিকার-  
জাত কিছু নহে, কিন্তু সদাঅ্যার দ্বারাই জীবরূপে প্রতিষ্ঠিত”। ভাষাকানের দ্বারা এই  
সকল, সঙ্গলৈই স্বীকার করিয়া থাকেন। বেদান্তে সর্বত্রই এই দেখা যায় যে বিভক্ত  
(বিচ্ছিন্ন) অবস্থা হইতে অবিভক্ত অবস্থাতে আরোহণ। বিভক্ত অবস্থা বাবৈয়িক,  
সত্ত্ব অবস্থা। আর অবিভক্ত অবস্থা পারমার্থিক, অসত্ত্ব অবস্থা; বাঁহারা, ইহার এক  
অবস্থার অসত্ত্ব ও অপর অবস্থার সত্ত্ব মনে করেন তাঁহারা বেদান্তমুদিত সাংখ্য  
প্রক্রিয়া “সদস্য পরম্পর অবিচ্ছিন্ন” একথা ভুলিয়া গিয়া তাহার বিপরীত পথাবলম্বন  
করেন। ‘এই জগৎ অগ্রে অসংই ছিল’ (৮৬—৩৪৬ পৃঃ)। “সৃষ্টির পূর্বে এক  
আত্মাই এই (দৃশ্যমান) জগৎ ছিলেন; আর কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না।” (৮৭—  
৩৫২ পৃঃ)। “হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সংই ছিলেন”।  
(৮৯—৩৬২ পৃঃ)। “(সৃষ্টির) পূর্বে একই এই জগৎ ছিলেন”। (৮১২—৩৭৯ পৃঃ)  
ইত্যাদি বচনে উদং শব্দে বিভক্ত সত্ত্ব জগৎকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বিভক্ত  
অবস্থা হইতে “ব্রহ্ম সদস্য অবিভক্ত” এই অবস্থাতে সমারোহণ। এই অবিভক্ত ব্রহ্ম-  
স্বরূপ হইতে বিভক্ত জগৎ ও জীব অনায়াসেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা নিম্নোক্ত  
বাক্য সকল হইতে পরিষ্কাররূপেই প্রতিপাত হয়।

“যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আবরণ, কর্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্ম রহিত, রূপরহিত, চক্ষুঃ  
শ্রোত্র বিহীন, সেই হস্ত পদ শূন্য, জন্ম মৃত্যু বিবর্জিত, সর্বব্যাপী, সর্বগত, অতি  
স্বল্পবস্তু, হ্রাসরহিত, সর্বভূতের কারণ পরম্পরকে ধীরে সর্বতোভাবে দৃষ্টি  
করেন।”

“উর্গনাতি যেরূপ আপনিই সূত্র নির্মাণ করে এবং গ্রহণ করে, যেরূপ পৃথিবীতে  
ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেরূপ পুরুষের কেশলোম সকল জন্মে তরুণ এই অক্ষর  
পুরুষ হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়।”

“তাহা হইতেই সত্ত্ব (দৃশ্যমান) জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি বরংই আপনাকে  
উৎপন্ন করিলেন।”

“তিনি আলোচনা করিলেন লোকসকল সৃজন করি, তিনি লোক সকল সৃজন  
করিলেন।”

“তিনি আলোচনা করিলেন প্রজা উৎপাদনের জন্য আমি বহু হইব।”

“অ’মি ব্রহ্ম আছি এইরূপে তিনি আপনাকে জানিলেন, তাই তিনি সকল হইলেন।” ইত্যাদি বাক্যে অগ্রে দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে সমারোহণ, পরে অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অবতরণ ; এই প্রক্রিয়া প্রতিদিন জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থাতে উপলব্ধ হয়। শ্রুতি এই প্রত্যক্ষ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ-রহস্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জাগ্রত অবস্থাতে আকাশ, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি বিষয়ের সহিত প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত জ্ঞানাদি কণ্ঠেজ্বরগণের সম্বন্ধহেতু বাহ্যজ্ঞান লাভ হইতেছে। স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল বিষয়ই বাসনার আকারে প্রকাশিত হইয়া সূক্ষ্ম জ্ঞানাকারে প্রাণাদিতে ভাসমান দেখা যায় ; অতএব উহাই অমঃপ্রজ্ঞঃ সূপ্তির অবস্থাতে অমুর ও বহির্বিষয়ক ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞানাকারে একীভূত অবস্থা হয়, সুতরাং ইহা সীকার্য্য যে এই ত্রিবিধ অবস্থায় ঐ ত্রিবিধ উপাধি-সম্বন্ধ হেতু, স্বখামৃতব লক্ষণযুক্ত প্রজ্ঞানখনত্ব এক জীবাত্মারই। আর বহির্বিষয়ক জ্ঞানের যাবতীয় লক্ষণপরিশূন্য নিরুপাধিক পরমাত্মার মঙ্গলভাব, সমুদায় জগৎ আপনার অভ্যন্তরে অভিনিবিষ্ট করিয়া সর্ব্বদিকে প্রসারিত রচিয়াছে। ( দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক ) “তোমার কল্যাণতমরূপ আমি দেখিতে পাই,” ‘আমি’ এই বচনই একথার প্রমাণ। যদি বল যে এই ত্রিবিধ অবস্থা অবিভক্তভাবে শিবস্বরূপ তুরীয়ে অবস্থিতি করে সুতরাং তাহাদের ত্রিপাদে বিভক্তাবস্থায় বিশেষ ঘটে ; কিন্তু তাহা কখনও হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে কিরূপে তদবস্থা হইতে পুনরায় প্রজ্ঞানখনরূপে প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে ? তিনি ( পরমাত্মা ) আত্মারূপে প্রেরক হইয়া যদি তাহা করেন তবেই তাহা সম্ভব হয়। “তিনি স্বয়ং আপনাকে উৎপন্ন করিলেন,” “তিনি পর্যালোচনা করিলেন,” “জগৎ পর্যালোচনা করিলেন,” “আমি ব্রহ্ম আছি এইরূপে আপনাকে অবগত ছিলেন” ইত্যাদি বচনে শ্রুতি তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। অবিভক্ত অবস্থাতেও আত্মরূপে স্থিতি হেতু পরমাত্মা তাঁহার প্রেরকত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ভ্যাগ করেন না, একথা যদি সত্য হইল, তবে উল্লিখিত রূপ অবিভাগ পরিকল্পনার প্রয়োজন কি ? তিনি বৃহৎ, তিনি অনন্ত, সুতরাং তাঁহাতে ব্যক্তাব্যক্ত ভাবেই অবিচ্ছেদ্য অবশ্যস্বাধী এবং যুগপৎ তাঁহাতে সর্বাভীতত্ব ও সর্ব্বগতত্ব এবং তাহাতেই বিভাগ অবিভাগ পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। যাহা যাহা পরমাত্মার অন্তর্ভূত না থাকে তাহা কিন্তু কখনও কোন কিছু নিয়মিত করিতে সক্ষম হয় না, ইহা দ্বারা ই পরমাত্মার সর্ব্বাপ্যাপিব এবং নিয়ন্তৃত্ব সীকৃত হইয়াছে। তিনি যদি এক হইলেন তবে তাঁহার বহিঃপ্রজ্ঞাদি বিভাগ কিরূপে সম্ভবে ? জাগ্রতাবস্থায় জীব যখন বহির্বিষয়ে চিন্তাদি নিরোগ করে, তখন এই পরমাত্মা প্রেরয়িতারূপে বহির্বিষয়ক জ্ঞান তাহাতে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন। সুতরাং বহিঃপ্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়া তদজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিভাগ করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় এবং সুষুপ্তির অবস্থাতেও এইরূপ জানিতে হইবে। সুষুপ্তির অবস্থা “একীভূত প্রজ্ঞাখন,” ইহা ভাব্যসম্মত বচন। অর্থে কোন-

রূপ পার্থক্য নাই বলিয়া, মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকার ব্যাখ্যানে “একীভূত প্রজ্ঞানঘন” এই পাঠ দর্শন করিয়া শ্রীমদ্ ভাস্করানন্দ স্বামী “প্রজ্ঞানঘন” পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পাঠ এখানেও পরিগৃহীত হইয়াছে। কেননা তাহা হইলে “তুরীয়ে প্রোক্ত ‘প্রজ্ঞানঘন নাই’” এই বচনের সঙ্গিত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই প্রজ্ঞানঘন (জ্ঞানময় পুরুষ) জীবই কোটি কোটি নিষিক্ত কার্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, আনন্দময় কখনও পাপে লিপ্ত হন না, কেননা তাহার শাস্ত ও শিবস্বরূপ তাঁহা হইতে কখন স্থলিত হয় না। “প্রজ্ঞানঘন এবং আনন্দময়” এই বচনে জীব, আনন্দময় পরমাত্মার দিকে উন্মুখতাবশতঃ তাঁহার আনন্দে অভিভূত হইয়া যে অস্বতন্ত্রভাবে আনন্দে স্থিতি করে ‘এব’ শব্দে তাহাই সূচিত হইতেছে। এখানেও “সদসদ্বাধা সত্ত্বং বাধা হয় না” এই নিয়মের প্রভুত্ব দেখা যায়। যেহেতুক জীবের সর্বদর্শনসামর্থ্য নাই অথচ সে পরমাত্মার সহিত যুগপৎ স্থিতি করে। বলা বাহুল্য যে কেবল ভগবৎ রূপাত্তেই জীবের যুগপৎ এই ত্রিতরকে পশ্চি-গ্রহ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হয় জ্ঞানে মাত্র, কেন না তদবস্থাতে তিন একাকার হইয়া যায়; কিন্তু সম্বোগে তদ্রূপ নহে। কেন না সম্বোগ কালে পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রসাত্ত্বভবই সেখানে স্বাভাবিক।

ত্রিতয়ের এবং তুরীয়ের সাক্ষাৎকার বিষয়ে পরমোপকারিণী ঐশ্বর্য পথপদর্শন করিয়াছেন। আমরা সাধকদিগের হিতার্থে বৈদান্তিক সম্প্রদায় সকলের বিরোধ নীমাংসার ভ্রান্ত সেই পন্থার আলোচনা করিতেছি। সেই পন্থা বাহ্যজগতে, অন্তর্জগতে, শরীর পুরুষে [জীবাাত্মাতে] এবং তুরীয়ের আপনাতে প্রকাশানুসারে সাক্ষাৎকার-ভেদে চারিভাগে বিভক্ত।

#### প্রথমপক্ষ।

“একমাত্র অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

“একমাত্র বায়ু যেমন জগতে প্রবিষ্ট থাকিয়া রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন, সেইরূপ একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন।

“সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়া চক্ষুর বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন, তেমনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা লোক হৃৎকেন্দ্রের অতীত বলিয়া উহাতে লিপ্ত হন না।

“একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা আত্মবশে অবস্থিত এবং যিনি এই রূপকে বহু প্রকার করেন, যেসকল ধীরবাক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদেরই শাস্ত অথ, অপরের নাই।

“নিভাগণের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনগণের মধ্যে যিনি চেতন, এক হইয়া যিনি বহুপ্রাণীর অভিলষিত বিধান করেন, যে সকল ধীর বাক্তি তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদের শাস্ত অথ হয়, অপরের নহে।” [৫৬—২২৫পৃঃ]



এই সকল ক্রতিবচন পথ প্রদর্শন করিয়াছে । এখানেও সাধনার্থকে, দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে এবং অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অধিরোধণ ও অবচরণ ক্রম অবগত হইতে চর । “রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন”, এখানে বাহিরের রূপ হইতে সর্বভূতের নিরুপা পরমাঙ্গার রূপ—তাঁহার অমুরূপ নিরময় স্বরূপ প্রথমতঃ পর্যালোচনা করিয়া নির্ণয় পূর্বক তৎপর তদমুরূপ তাহার নিরময় স্বরূপ হইতে বাহ্য রূপের আবির্ভাব পরিচিস্তিত হইয়াছে । তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, সূর্য্যের সূর্য্য ইত্যাদি বচনে নিয়মা [ যাহা নিয়মিত হয় অর্থাৎ কার্য্য ] ও নিয়ন্তার নিত্য সঞ্চক অমুভব করিয়া প্রথমে নিয়ামোর (কার্য্যের) দর্শন হইয়া থাকে, আর তাহার নিয়ামক পরমাঙ্গার দর্শনাদি তাহার সঙ্গেই নিত্য অমুভূত থাকি হেতু একের উল্লেখই সমুদায় বলা হইয়াছে ; কেন না বেদান্তে সর্বত্রই এই রীতির প্রসিদ্ধ উপদেশ আছে । এইরূপ উপদেশ যে আরও অন্তঃস্থ স্থানে আছে তাহাও দেখা যায় । বেদান্তের বাক্য প্রয়োগের রীতি অমুসারেই আকাশাদির উল্লেখ দ্বারা ব্যক্তবাক্যে আকাশের নিয়ন্তার উল্লেখ না করিলেও তাহার নিয়ন্তাকেই বুঝাইয়া থাকে । “প্রাণের প্রাণ” এই উক্তি দ্বারা সেই রীতি আরও বিস্পষ্ট করা হইয়াছে । এইরূপে যে বস্তুতে নিয়মন-কার্য্যের অমুরূপ বলিয়া নিয়ন্তার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে সেখানে কেবল তিনি যে আত্মাতে অবরুদ্ধ নহেন তাহা প্রদর্শনার্থই “একমাত্র সর্বভূতান্তরাঙ্গা রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়াছেন এবং তাহার বাহিরেও আছেন” বলিয়া, বহিঃশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রাণাদিতে তাঁহাকে প্রাণাদিক্রমে অমুভব করিলে তিনি সংস্কার প্রাণেই নিরপেক্ষ হয়েন না, কেন না সংস্কার অমুরে পরমাঙ্গা যে মহতোমহীয়ান্ এবং অনন্ত সে ভাবীও নিত্যকালই জাগ্রত ভাবে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন । যে বস্তুতে এই পরমাঙ্গার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, এই পরমাঙ্গা যে সেই বস্তুর দোষে লিপ্ত নহেন, তাহা সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গ্রহণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । ( যথ — সূর্য্য যেমন সকল লোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুর বাহ্যদোষে লিপ্ত নহেন, ইত্যাদি ) তিনি এক থাকিয়াও বহু প্রকারে রূপে রূপে প্রতিক্রম হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন । যাহারা প্রথম পাদোপযোগী প্রতিনিচয় তাবৎ বেদান্ত বাক্যার্থ নিস্পত্তির জন্ত প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে ভোগা, ভোক্তা এবং প্রেরয়িতা এই তিনই নিত্যকাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছেন । তিনের মধ্যে এক স্বতন্ত্র (স্বাধীন), অপর দুটি পরতন্ত্র ( অর্থাৎ তাহার অধীন ) এই বিশেষ । নিয়ন্তার অপেক্ষা দ্বারা অভেদ শ্রুতি ।

শ্রীমদ্বাচার্য্য ।

শ্রীমদ্বাচার্য্য এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ভাষা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতের সম্প্রদায়ও প্রবর্তিত করিয়াছেন । সুতরাং তাঁহার মতে পরা প্রকৃতি পরমাঙ্গার অধীন ।

“জীব এবং জৈবের প্রভেদ অসত্য নহে । ১২১২ ।”

“প্রত্যক্ষ এক, একথা বলা ঠিক নয় । ১৩৫ ।”

“জৈব যে অন্তর্গামী, তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই ‘সোহং’ বলা হইয়াছে । ( কেন না অন্তর্গামিষেই জৈবের সহিত জীবের পার্থক্য, নতুবা উভয়ে এক ) । ১২১৩ ।”

“জীব নিত্য, উপাধি যোগে তাহার উৎপত্তি বলা হইয়া থাকে । ২৩১২ ।”

“( জীব ) বিতক্ত বলিয়াই তাহার বিকারিত্ব খাটে, বিকারপ্রাপ্তকেই লোকে এই জগতে বিতক্ত ( স্বতন্ত্র ) রূপে দর্শন করিয়া থাকে ।—

“এক অবিতক্ত পরম পুরুষকেই বিষ্ণু বলা হয় । প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিনটি বিভাগ । ( ২৩৭ )

“অতএব জীব ভিন্ন । ২৩২৮ ।”

“আরও এই যে জ্ঞানানন্দাদি ব্রহ্মের গুণই এই জীবের গুণ ; জীবের জ্ঞান ও আনন্দ, ব্রহ্মের জ্ঞান ও আনন্দ হইতে অভেদ ; সুতরাং ইহাই তাহার ( জীবের ) সার-সর্ব্ব । ব্রহ্ম সর্ব্বগুণাত্মক, সুতরাং সর্ব্বাত্মরাত্মা ; একজাই ‘সর্ব্বং খবিনং ব্রহ্ম’ বলা হয়—তাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন, তাহাতে স্থিত এবং তাহা দ্বারা ই নিয়মিত । ২৩২৯ ।”

“জীবও কর্ত্তা । ২৩৩৩ ।”

“যেমন জ্ঞানবিষয়ে জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে অথচ সে আদি জানিতেছি, বলে, কর্ণেও তাহার কর্ত্ত্ব তজ্জগই, কেন না, তাহার শক্তি অতি অল্প । ২৩৩৭।৩৮ ।”

“জীব তাহার সেই কর্ত্ত্বশক্তি পরমাত্মা হইতেই প্রাপ্ত হয় । ২৩৪১ ।”

“জীবের প্রবৃত্তি ( ইচ্ছাশক্তি ) পরমাত্মার অনুজ্ঞাতেই ; তাহার বন্ধনবৃত্তিও পরমাত্মা হইতে সম্পন্ন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে । ২৩৪৮ ।”

“পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়যোগেই কার্য্য করিয়া থাকেন । ২৪১৬ ।”

“পরমাত্মা অনাদি ও নিত্য, সুতরাং জীবের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের শ্রুতিপ্রযুক্ত হইয়াছে । ২৪১৭ ।”

“পরমাত্মা বাহ্য ভোগ করেন মুক্ত জীবগণও তাহাই সম্ভোগ করেন । ৪৪৪ ।”

“মুক্তগণ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তাহা ( শরীর ) প্রকাশপূর্ব্বক পূণ্য সুখ সম্ভোগ করেন, কিন্তু তাহারা হঃখাদি ভোগ করেন না । ৪৪১৫ ।”

“মুক্ত আত্মা কামনার তাবৎ বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছেন—ইহাই বলা হয় । মুক্ত আত্মা সৃষ্টবস্ত সকলের সংশ্লেষে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় । ৪৪১৭ ।”

“মুক্তগণের বিকারাবর্ত্তি অবস্থা হয় না । ( ৪৪২০ ) ।”

( বিকারাবর্ত্তি অবস্থা—বিকার চেতু পুনঃ পুনঃ পতনাবস্থা )

“মুক্তাবস্থাতে আনন্দাদির হ্রাস বৃদ্ধি নাই । সর্ব্বদা এক ভাবেই তখন স্থিতি হয় । ৪৪২১ ।”

অপর। প্রকৃতি কিন্তু সর্বগকারেই পরাধীন ;—

“চ শব্দ বারী প্রকৃতির সবাদি ( জবা, কর্ম ও কাল ) বলা হইয়াছে । ২।২।৫ ।”

“প্রকৃতিশব্দে ( জবা, কর্ম ও কাল ) উহাই বলা হয় । ১।৪।২৫ ।”

“পরমাত্মা প্রকৃতিশব্দেও বাচ্য ১।৪।২৪ ।”

তাহার কারণও দেওয়া হইয়াছে, যেহেতুক “প্রকৃষ্টরূপে করেন বলিয়াই প্রকৃতি,” এই বাক্যযোগে। তিনি প্রকৃতিতে অল্পপ্রবিষ্ট হইরা তাহাতে পরিবর্তন সংঘটনপূর্বক নিয়ামকরূপে তাহাতে অবস্থিতি করতঃ আপনাকে বহুধা করেন। ১।৪।২৭” ইত্যাদি।

পুনরায় নিম্নস্তা সম্বন্ধে :—

“তিনি যে অধিদেবতারূপে ( বাহুদেবতারূপে ) স্থিতি করেন বলা হইয়াছে সে বলা এই জন্ত যে, তিনি অন্তর্যামিনারূপে ( সর্বাত্তাবকরূপে ) স্থিতি করিয়া সমুদয় নিয়মিত করিতেছেন। ১।২।১৮ ।”

“তাঁহার যে বহুত্বের কথা বলা হইয়াছে সেই বহুত্ব তিনি স্বয়ং অধিকারী থাকিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকেন। ১।৩।১৩ ।”

“সৃষ্টিব্যাপারে স্বতন্ত্র ও বহুসাধনা দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই সকল ত্রক নহেন তাঁহার স্বরূপ সামর্থ্য হইতেই ঐ সকল সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হইতেছে। ২।১।১৫ ।”

“সৃষ্টিকার্যে ত্রাক্ষের পরিশ্রম অথবা চিন্তাদি প্রয়োজন হয় না, কারণ তাঁহার শক্তি অনন্ত। ২।১।২৩ ।”

“পরমাত্মার বিচিত্র শক্তি, কিন্তু অপর কাহারও ( জীব ও প্রকৃতির ) সেরূপ বিচিত্র শক্তি নাই। ২।১।২২ ।”

“কেবল শাক্তবৈচিত্র্য তাঁহাতে আছে তাহা নহে, কিন্তু তিনি সর্বশক্তিও। ২।১।৩১ ।”

“ভগবান্ বদাত্মক তাঁহার প্রকাশও তদাত্মক। যদি বল ভগবান্ কোন্ রূপাত্মক ? তিনি জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্যাত্মক, এবং শক্তি-আত্মক। ২।২।৪১ ।”

“পরমাত্মা কোনও স্থানে আবদ্ধ নহেন, সূতরাং স্থানাপেক্ষা দ্বারা তাঁহার রূপের ভিন্নতা ঘটনা। ৩।২।১১ ।”

“তিনিই গুরুত্বাদির প্রবর্তক, সূতরাং তাহাপেক্ষা উত্তম, অতএব ত্রাক্ষের রূপ নাই। ৩।২।১৪ ।”

“রূপের বৈলক্ষণ্য জন্মে ইহাই বলা হইয়াছে। সূতরাং ত্রাক্ষরূপ বিজ্ঞানানন্দ মাত্র। ৩।২।১৬ ।”

“কর্ম পরমাত্মার প্রবর্তক নহে, পরমাত্মাই কর্মের প্রবর্তক। ৩।২।৪২ ।”

“বেদোক্ত সর্বগুণসম্পন্ন এবং দোষপরিশূন্য পরমাত্মাই উপাস্ত। ৩।৩।৬ ।”

“খানের নিমিত্তই তাঁহার গুণ উক্ত হইয়াছে। ৩।৩।১৫ ।”

“আত্মারই উপাসনা করিবে ইহাই সর্বত্র প্রমাণ। ৩।৩।১৬ ।”

“আত্মা শব্দে সমুদয় গুণেরই সমন্বয় বুঝায় । ৩৩ ১৮।”

“সত্যাদি গুণ সেই পরমদেবতারই স্বরূপভূত । ৩৩৩৯।”

“সত্য, জ্ঞান এবং পরমানন্দরূপ আত্মা । এই তাৎবেই নিত্যকাল তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে । ৩৩ ২৮।”

রূপ ধাৰা হেতু হুগ বস্তু চিৎ নহে ; হুগ বস্তু ও চিৎ ব্রহ্মের অত্যন্ত বিভিন্নতা । তাহার অভিব্যক্তির নিমিত্তই জ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্যদর্শন মুখ্য ।

### দ্বিতীয় পক্ষ—

এই পৃথিবী সমুদয় ত্বত্তের মধু ( উপকারী ), সকল ভূত এই পৃথিবীর মধু । এই পৃথিবীতে এই যে তেজোময় অমৃতময় ( অন্তর্ধামী ) পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়ধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ ( জীব ), ইহারা পরস্পর পরস্পরের মধু ( প্রিয় ) । এই জীবই ( একত্বে ) সেই অন্তর্ধামী । ( জীব সহ এক হইয়া স্থিত ) এই যে পরাত্মা, ইনি অমৃত, ইনি ব্রহ্ম, ইনি সকল । ইত্যাদি । “এই পরাত্মা ব্রহ্ম সর্বাণুভূ ( সর্ব বিষয়ের অমৃতভিত্তি ) । এইটী ( বেদান্তের ) অনুশাসন ।” ( ১৫০ পৃঃ )

এখানে পৃথিব্যাদি সকলেরই মধুত্ব উক্ত হইয়াছে, কেন না তাহারা পরস্পর পরস্পরের উপকারী । এই উপকারিতা অন্তর্ধামীর প্রেরণাদ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে । সুতরাং যে সাধক তাঁহার ধ্যানপরায়ণ, তিনি ভক্তির সহিত নিরন্তর গুণচিন্তন ও অনুধ্যান করিয়া তদ্বারা যে পরম মঙ্গল লাভ হয় তাহা দর্শনপূর্বক সেট ধ্যানযোগে তাঁহার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন । এইরূপে সাধকের একত্ব লাভ হইলে সাধক সর্বাভাবক পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ পূর্বক তদনুভবানুভবিতা হইয়া ( তাঁহার বর্তমানতা উপলব্ধি করিয়া ), ব্রহ্মসম্পন্ন করেন । এখানেও যে এট পরাত্মা ব্রহ্ম সর্বাণুভূ ( সকল বিষয়ের অমৃতভিত্তি ) তাহা উল্লিখিত বাক্যানুসারে দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে এবং অদৃশ্য হইতে দৃশ্যে অধিরোহণ ও অবরোহণ ক্রম, চিন্তন ও অনুগুণতা দ্বারা অবলম্বনীয় ( অনুগুণতা—সাদৃশ্য—অনুরূপতা ) । একথা সকলেই জানেন যে পৃথিব্যাদির যে মধুত্ব ও উপকারিত্ব তাহা অনুধ্যান বিনা অন্তরে প্রতিভাত হয় না । যেখানে পৃথিব্যাদি হইতে সাক্ষাৎসবন্ধে সুখ উৎপন্ন হইতেছে দেখা যায়, সেখানে তাহা নির্ণয়ে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন কোথায় ? কিন্তু দৃশ্যমান দুঃখ সমূহের পরিণাম দুঃখ না হইয়া তাহাদের পরিণাম যে মঙ্গল, ইহাই মনোমধ্যে চিন্তার উৎপাদন করিয়া থাকে । এট চিন্তা হইতে, সর্বত্র পাপ হইতে উৎপন্ন যে দুঃখ তাহার তিত্তরেও এক কল্যাণই যে বর্তমান তাহার উপলব্ধি হয় । এই কল্যাণউপলব্ধি হইতে সেই কল্যাণের প্রবর্ত্তিতা যে স্বয়ং কল্যাণগুণসম্পন্ন, তাহা অবধারণ করিয়া তাঁহার অনুভূতি ও কল্যাণানুভূতি, চিন্তা দ্বারাই প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে । সুতরাং চিন্তা দ্বারা যে

উপলব্ধি, তাহাও দৃষ্টসদৃশ। এই দৃষ্টসদৃশ কল্যাণের প্রভাক্ষীপণ হইতে তাহার নিরস্তর যে অদৃষ্ট কল্যাণশুণ তাহা প্রভাক্ষীভূত হওয়াতে, সমুদয় কল্যাণের প্রেরণিতা যেরূপ কর্তৃত্ব হেতু তাবৎ কল্যাণ অমুভব করিয়া থাকেন, তজ্জপ ভোক্তা জীবও কল্যাণ-প্রেরণিতার প্রেরণা দ্বারা সেই সকল কল্যাণ অমুভব করিয়া থাকে। ইহাই অদৃষ্ট হইতে দৃষ্টে অবতরণ। এই প্রেরণার অহসরণেই জীবের কৃতার্থতা। যে সকল বেদান্তবাদী এই প্রকারে নিরস্তর কল্যাণ শুণ ধ্যান করেন তাঁহারা জীব ও পরমাত্মার একত্বের পক্ষপাতী হইয়াও মুক্তির অবস্থায় তাহাই অমুভব করিতে করিতে তাঁহাতে অবস্থিত হইলেন। এইটী অবধারণ করাই দ্বিতীয় পক্ষাশ্রিতগণের বিশেষত্ব।

### শ্রীমদ্ভাস্যমুক্ত।

শ্রীমদ্ভাস্যমুক্ত এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভাষা রচনা করিয়াছেন এবং দেখা যায় সম্প্রদায়ও পবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে পরাত্মা প্রাকারী, জীব তাঁহার প্রাকারভূত। যথা :—

জীব :—

“জীব যখন ঈশ্বরের মতিমা দর্শন করে এবং তাঁহাকে নিখিল জগতের নিরস্তর-রূপে দর্শন করে তখন সে বীতশোক হয়। ( ১।৩।৪ )”

“সৃষ্টির প্রাক্কালে জীবের নামরূপ ছিল না, ব্রহ্মণীরে উহা অপৃথকরূপে ছিল। তাহার সেই স্বরূপে স্থিতির অবস্থার কোন সংজ্ঞা দেওয়া অযোগ্য। ( ২।১।৩৫ )”

“আত্মা জন্মে না। ২।৩।৮।”

“জীবাত্মা জ্ঞানমাত্র নহে, জ্ঞাতা। ২।৩।১২।”

“ইহা সর্বগত নহে। ২।৩।২০।”

“আত্মাই কর্তা, তাহার শুণ অর্থাৎ প্রকৃতি কর্তা নহে। ২।৩।৩০”

“পরাত্মা চইতে, তাঁহারই কর্তৃত্ব জীবের কর্তৃত্ব ঘটে। ২।৩।৪০।”

“প্রত্যুত জীব যেরূপ, পরমাত্মা ঠিক সেরূপ নহেন। নিশ্চয়ই যেরূপ প্রভা চইতে প্রভাব বিভিন্ন, তজ্জপ প্রভাহীনীর অংশভূত জীবাত্মা হইতে প্রভাবহীনীর অংশী পরমাত্মা বিভিন্ন, বৃথিতে হইবে। ( জীবাত্মা পরমাত্মারই স্বীয়অংশজাত )। ২।৩।৪৫।”

“শ্রুতি বলিয়াছেন পরমাত্মার সঙ্কল্প হইতেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ ঘটে। ৩।২।৪।”

শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন ‘জীব ব্রহ্মের সহিত স্থিতি করিয়া অভিলষিত তাবৎ কামনার বিষয় ( ভোগ করে )। এই ব্রহ্ম সহ একত্ব জ্ঞাতসারে স্থিতির অবস্থায় জীব ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন তাহার ব্রহ্মের তুল্য চিত্ততা লাভ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রাকারী ব্রহ্মের সহিত যোগবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জীব যে সজ্ঞানে ভদীর শুণামুভব করিয়া থাকে উক্ত শ্রুতিবাক্য তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ৪।৪।৪।”

“বেহেতুক মুক্ত অবস্থায় জীব সত্যসত্ত্ব হয়, সুতরাং তখন তাহার অনন্তাধিপতিত্ব  
যেট। ৪৪।৯।”

“জীব মুক্ত অবস্থাতেও লীলাতে নিযুক্ত ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট পিতৃলোকগণের সহিত  
মিশ্রিত হইয়া লীলারস আনন্দন করে। ৪৪।১০।

“অমুক্ত ( বদ্ধ ) অবস্থায় কর্মদ্বারা জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে ; সুতরাং তদবস্থায়  
জীব অপর দোহে মুক্তভাবে আপনাকে প্রসারিত করিয়া তাহার সত্ত্বিত আপনার ঐশ্বর্য  
সম্পাদনে সক্ষম হয় না। কিন্তু মুক্ত জীবের জ্ঞান সঙ্কুচিত থাকে না, সুতরাং  
উহা যথেষ্ট ক্ষুধি প্রাপ্ত হইয়া অপর সকলকে আপনায় করিয়া লয়। ৪৪।১১।”

“কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টি ও জগন্নিয়মন প্রসঙ্গে মুক্তজীবের কোনও সংশ্রব থাকে  
না। ৪৪।১২।”

“মুক্তাবস্থায় জীবের সর্বপ্রকার বিকারপরিশুদ্ধতা লাভ হয় ; সমুদয় চৈতন্য এবং  
বিকল্প অবস্থা যথো নিরবচ্ছিন্ন কলাপ দৃষ্ট হয় ; পরব্রহ্মের সাধর্মা ( তৎস্বরূপতা )  
লাভ হয় এবং তাহার সকল কলাপ গুণ অমৃত্তব করিয়া নিরতিশয় আনন্দ ভোগ হইয়া  
থাকে ; এবং তাহার বিবৃতির অন্তর্ভূত থাকিয়া বিকারাবর্তি লোকেরও ভোগ্যত্ব  
অবাধে তাহার থাকে। ( বিকারাবর্তি লোক—বিকার হেতু পুনঃ পুনঃ যে লোকে  
পত্তন )। ৪৪।১৩।”

প্রকৃতি :—

‘মায়ী’ শব্দ সৃষ্টির বিচিত্রতা লক্ষণ বাজক। “প্রকৃতিকে” মায়ী শব্দে অভিহিত  
করা হইরাছে একজন্ম, যে উহা সৃষ্টির বিচিত্রতা প্রদর্শন করে।

“পরম পুরুষেরই সেই তাব ( মায়ী ) একজন্ম মায়িত্ব তাহারই বলা হইরাছে। জীব  
অজ্ঞ সুতরাং সেই মায়ী দ্বারা আনন্দ এ অর্থে ময়। ( অমুক্ত )”

“প্রলয়কালেও অচিদ্বস্ত অতি সূক্ষ্মভাবে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাত্মক হইয়া স্থিতি করে গ্রন্থপ  
দীকার করা হইরাছে। সুতরাং জগৎকারণ পরব্রহ্মের প্রকারভূত অতি সূক্ষ্ম অচিদ্ব-  
বস্তও নিত্য। ( ১৪।২৩ )।”

“কারণ অবস্থাতে আত্মভাবে ( স্বত্বভাবে ) অবস্থিত পরমাত্মাই, কার্যরূপে বিক্রিয়-  
মাণ জগের সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইরাছেন ইহাই বলা হইরাছে।... ..  
পরমাত্মা আত্মশরীরভূত চিদ্রিৎ উভয়ের নিরন্তর। সুতরাং এতদ্বস্তের ( প্রকৃতি  
ও জীব ) অপূর্ণতা ও বিকার তাহাকে স্পর্শ করে না। ( ১৪।২৭ )।”

পরাত্মা :—

“পরাত্মা পরব্রহ্ম।... .. সর্বপ্রকার দোষ পরিশুদ্ধ এবং কলাপগুণাকর-  
শূণ্যোপেত। ( ৩২।১১ )।”

“কর্মশাশ হেতু, জীবের কর্ম্মমুসারে, কর্ম্মমুগ্ধা ( কর্ম্মমুসারে কলপ্রদ ) বস্তুর

সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার অধীনতা। পরব্রহ্ম বাধীন। তাঁহার জীব ও প্রকৃতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহা তাঁহার বিচিত্র নিয়মনুসঙ্গ লীলারসের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (অ২।১২)।”

“সত্য জ্ঞান অনন্ত” ইত্যাদি শাক্ত ব্রহ্মের প্রকাশের স্বরূপতা হাজ্ঞ প্রতিপাদন করে। (অ২।১৬)।”

“প্রেম ভক্তি-যোগে ঐকান্তিক স্বরূপ চিন্তাতেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অস্ত্র অবস্থায় হয় না। (অ২।২৩)।”

“হৃদ চিদ্রিদ্ বস্তুবিশিষ্ট কারণভূত যে ব্রহ্ম তিনিই হুল চিদ্রিদ্ বিশিষ্ট কার্যভূত ব্রহ্ম; এই নিমিত্তই কারণ হইতে কার্যের অনন্তত্ব। কারণভূত ব্রহ্মকে আনিগেই কার্যও জানা হয়। (অ২।২২)।”

“ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তনে সেই সকল গুণেরই চিন্তা করিবেক যে সকল গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মস্বভাবের যথার্থ বিশেষত্ব ধারণ করা যায় না। (যথা—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, শুদ্ধ-সুদৃ-সুস্বভাব ইত্যাদি) (অ৩।৩৪)।”

“এই ব্রহ্মই আমার আত্মা” এই ভাবেই উপাসক তাঁহার উপাস্তকে দেখিয়া উপাসনা করিবেন। (৪।১।৩)।

“উপাসনার উদ্যোগকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল যথো যে সময় তাহাই সর্বত্র উপাসনা কাল বলা হইয়াছে দেখা যায়। (৪।১।১২)।” -

“ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ব্রহ্মজ্ঞ নেত্র-মাহাত্ম্যো জীবের পূর্বকৃত পাপ নষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও তাহার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। (৪।১।১৩)।”

এই পক্ষান্তিতগণের মতে নামরূপ বিশিষ্ট কার্যভূত হুল চিদ্রিদ্, রূপবিহীন কারণভূত হৃদ চিদ্রিদ্ সমাধানপূর্বক, চিদ্রিদ্ ব্রহ্মে তাঁহার কল্যাণৈকজ্ঞানতা দর্শনই প্রধান।

### তৃতীয় পক্ষ।

“ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতে অপৃথগভাবে স্থিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া, অতএব নিশ্চয় এ সমুদায় ব্রহ্ম। শাস্ত্রভাবে এই সর্বস্বরূপের উপাসনা করিবে। নিশ্চয় পুরুষ কর্মময়। ইহলোকে পুরুষ বাদৃশকর্মী হয়, এখান হইতে গমন করিয়া তাদৃশ হইয়া থাকে। সুতরাং সে কর্মীহুষ্ঠান করিবে। ২।১১। (২১ পৃঃ) ছা—৩১৪।১।

“এই আমার আত্মানন্দোন্নয়, প্রাণ শরীর, আলোকরূপ, সত্যসত্ত্ব, স্বাক্ষররূপ, সর্বকর্মী, সর্বকার সর্বগুরু, সর্বরস, সকলই ইহার আরম্ভ, ইনি-অবাকী, সর্বানপেক।

“এই আমার আত্মা, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ত্রিবিম্বপেকা, বসাপেকা, সর্বপাপেকা, শ্রামাপেকা, শ্রামাকততুলাপেকা হৃদয়তর। এই আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৃথিবী অপেকা, অস্ত্রীকপেকা, ছালোকপেকা, অভ্যন্তর পোকপেকা, বৃহত্তর।

—ইনি সর্বকৰ্মী, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সকলই ইহার আরম্ভ, ইনি অবাণী, সর্বানপেক্ষ । এটো আমার আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে, তিন ব্রহ্ম । ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া উচ্চলোক হইতে গমনপূর্বক ইহারই অভিমুখে জন্মগ্রহণ করিব এতরূপ বাহার জ্ঞান তাঁহার পে জ্ঞান সত্য হইবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই, শান্তিলা এই কথা বলিয়াছেন । ৩।৪ ( ২৩২—৫৩ পৃঃ ) । ছা ৩।৫।১৪।২—৪ ।”

এখানে পুনরায় দৃষ্ট হইতে অদৃশ্যে, সমুদয় ব্রহ্মে বিলীন করিয়া দিয়া, তাঁহার লহিত অবিভক্তভাব-প্রাপ্ত সাধক, দর্শন শ্রবণ স্পর্শন, মনন রসাস্বাদনাদি চেষ্টার প্রবৃত্ত হইয়াও এক ব্রহ্মরসতাপরহেতু তাঁহার স্পন্দ মহাদ্বাদি দ্বারা অতিষ্ঠ হইয়া, কেবল সেই ব্রহ্ম-রস অমুভব করিতে করিতে বিচরণ করেন ; তখন তাঁহার ( সাধকের ) বাঙ্‌নিশ্চিন্তির প্রয়োজন হয় না ; কেননা তিনি অস্ত্র বিষয় নিরপেক্ষ, শাস্ত্র, এবং যেরূপ দীর্ঘাদি বিরহিত করেন । দৃষ্ট হইতে অদৃশ্যে, এবং অদৃষ্ট হইতে দৃশ্যে গমনের যে নিম্নম, তাহা এখানেও অবগতনীয় । পূর্বোক্ত পক্ষের জাগ্রত স্বপ্নের অমুরূপ অবতার কথায় বলিয়াছেন ; অমুপ্তির অবস্থার কথা বলেন নাই । কেন না অমুপ্তির অবস্থাপ্রাপ্তের কথায় যদি বলিতেন, তাহা হইলে সে অবস্থার দর্শন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি হয় একথা বলিতেন না । অমুপ্তাবস্থার প্রবৃত্তি কোথা হইতে সম্ভবে ? দর্শনাদিতে যে ‘প্রবৃত্ত’ বলিয়াছেন সেও ‘অপ্রবৃত্তবৎ’ ; যেহেতুক সেই সেই প্রবর্তনাতে তাহার আপনার ক্রিয়া নাই ; কিন্তু তখন ব্রহ্মের ক্রিয়া অমুভব হেতু, ক্রিয়ার রসস্ব নিবন্ধন, এবং রসস্বরূপের আলিঙ্গনে মুগ্ধতা হেতু, সকল অবস্থাতে সেই একরস অমুভব ব্যতিরেকে অস্ত্র কিছুই তাহাতে ( সাধকে ) থাকে না । “এক হইতে জাত, ব্রহ্মেতে পৃথক্ ভাবে হিত, ব্রহ্মের ক্রিয়া”, এখানে মূলে অনু পদের ক্রিয়া বাচিতা হেতু ব্রহ্মের বাহ্য ক্রিয়া নিশ্চয় তাহাই সূক্তত ( পুণ্য ) । তিনিই রস ( আনন্দ ) । রসস্বরূপে নিমগ্ন সাধকগণের সম্বন্ধে “আনন্দ না পাইলে কেবা চেষ্টা করিত কেবা প্রাপ্যধারণ করিত” ( ৪।১২ ) এই প্রশ্ন-গামুসারে, জীবের সাধন নিবৃত্তি ( অনধাবসার ) কখনও উপস্থিত হয় না । তাহার স্বরূপে (স্বভাবে) বিনা কারণেই যে ক্রিয়ার উদ্ভাবকস্ব আছে, শিউগণের উত্তমশালীত্বই তাহার নিদর্শন ।

শ্রীমৎ শ্রীকৰ্ণ মতে “সুভগণ, ব্রহ্মসদৃশ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সমান রসীভূত ( আনন্দময় ) হইয়া, প্রপঞ্চদর্শি প্রাপ্ত হন ।” ( ১।৩৩ ) । তৃতীয় পক্ষাপ্রতিপত্তির যে এই রূপ অমুভব তাহা শ্রীকৰ্ণোক্তি প্রকাশ করে । সুতরাং তত্ত্বাবলম্বী তৃতীয় পক্ষের মত বিবেচনা করিতে হইলে শ্রীকৰ্ণের রচিত ভাষা হইতে উদাহরণ গ্রহণ কর্তব্য । কিন্তু আধুনিকগণ, পরমাত্মার সহিত যোগে এক হইয়া, মহোত্তমের আবিষ্কার করিয়াও, সেই কার্যে আপন আপন কর্তৃত্ব দর্শন করেন না—তাঁহার পরব্রহ্মের কর্তৃত্ব আর কোথায় দেখিবেন । সুতরাং এই যোগের অবস্থার রসনিমগ্ন অবস্থারই প্রাপ্যত্ব ।



শ্রীমৎ শ্রীকর্তা ।

সাধারণ ভাবে শ্রীমদ্ রামানুজের সহিত ইহার মতসাম্য থাকিলেও, মুক্তি বিষয়ে অভ্যস্ত প্রভেদ দৃষ্ট হয় । এই স্থানেই ইহাদের বিভিন্ন পন্থা । এ প্রভেদ সামান্য নয় । এ মতে জীবিতাবস্থাতেও “বেদান্ত বিজ্ঞান লাভ করিয়া ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত জীবের, মহাব্যদেহাদি বিষয়ক কল্পিত অহং ভাবের দ্বারা লঙ্ঘিতাবস্থা বিদূরিত হইলে, আমিই এই ভাবং বিশ্ব” এই ভাব প্রাপ্তিই মুক্তাবস্থা বুলিতে হয় । শ্রীমৎ শ্রীকর্তমতে :—

জীব :—

“ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় না ।” ( ২।৩।১৮ )”

“সংসারে তাহার কিঞ্চিৎ জ্ঞান, কিন্তু মুক্তিলাভ হইলে পূর্ণজ্ঞান (তাহার সর্বজ্ঞত্ব) । ( ২।৩।১৯ )”

“বিভূষ লাভ হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ ক্লেশ ঘটিবে না । ( ২।৩।২০ )”

“ব্যাপ্তি দ্বারা মুক্ত জীবের যে বিশ্বভূবনের অভিভাবিক্য ঘটে বলা হইরাছে, তাহা কিন্তু মগা-পরিপূত, দূরীভূত-প্রকটিত-শক্তি এবং ঈশ্বর জ্যোতিতে ব্যাপ্ত জীবের অবস্থা । ( ২।৩।২১ )”

“জীবাত্মাও কর্তা । ( ২।৩।৩০ )”

“জীবের কর্তৃত্ব তাহার স্বায়ত্ত নহে, পরমেশ্বরের আয়ত্তাধীন । ( ২।৩।৪০ )”

“ব্রহ্মের অংশেই তাহাতে নাম সংজ্ঞা মুক্ত । যেমন অগ্নি পরিব্যাপ্ত কাষ্ঠাদির অগ্নি সংজ্ঞা দ্বারা অগ্নি এবং কাষ্ঠের নামের প্রভেদ, তদ্রূপ জীব ব্রহ্মের অংশভূত হইরাও তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করে । ( ২।৩।৪২ )”

“পুরুষ, সারী পরমেশ্বরের অবরবেশ লেশ ( ক্ষুদ্রাংশ ) । ( ২।৩।৪৩ )”

“পরমেশ্বরের সাক্ষ হইতেই জীবের বন্ধ মোক্ষ ঘটে । ( ২।৩।৪৪ )”

“মুক্তজীব স্বভাবতই চিদানন্দধনস্বরূপ ; তাহার যে সর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টগুণ তাহা আবির্ভূত হয় ( অর্থাৎ পূর্বে থাকে না পরে লাভ হইয়া থাকে । ( ৪।৪।১ )”

“পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বাভাবিক চিদানন্দধনত্ব প্রাপ্ত হইলে এবং তাহাতে সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইলে, মুক্ত আত্মা ব্রহ্মদৃশ গুণস্বরূপ হয় । ( ৪।৪।৩ )”

“মুক্ত আত্মা ( জীব ) ব্রহ্মের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়াতে অবতরভাবে স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকে । ( ৪।৪।৪ )”

“চৈতন্তরূপেই ( মুক্ত জীব ) স্বপ্রকাশ ও অগত পাপমত্বাদি বোলে ব্রহ্মদৃশ কল্যাণগুণবিশিষ্ট মুক্তস্বরূপ । ( ৪।৪।৭ )”

“শিবসদৃশ মুক্তজীবের সর্বজ্ঞত্ব, অনাদিবোধরূপত্ব, নিত্যত্বগুণত্ব, স্বতন্ত্রত্ব, সর্বশক্তি-মত্ব, অলুপ্তশক্তি ত্ব, এবং অনন্তশক্তি ত্ব ইত্যাদি । ( ৪।৪।৯ )”

“অগ্ন্যবস্থার যেমন পুরুষ শরীর এবং ইন্দ্রিয়ার্দি নিরপেক্ষ হইয়াও কেবল মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সম্পাদিত বিষয় সকল ভোগ করে, সেইরূপ জীব মুক্ত অবস্থাতেও আত্ম-ভূত মনের দ্বারা ব্রহ্মরূপের রস ভোগ করিয়া থাকে । ( ৪।৪।১৩ )”

“মুক্ত আত্মাকর্ষক এই ষষ্ঠ ব্রহ্মাকার পরিদৃশ্যমান হয় ।... .. জীবৎ-অবস্থাতেই মুক্ত আত্মার ব্রহ্মের তুল্য আনন্দ হয় । ( ৪।৪।১৪ )”

“মুক্তগণের বিভূত্ব । ( ৪।৪।১৫ )”

“পরমেশ্বর-সদৃশ হইলেও মুক্তজীবের জগৎ সৃষ্টিাদি ব্যাপারে কিছু করিবার থাকে না ; তাহার গীর ভোগাবস্থাতে স্বতন্ত্রভাবে স্থিতি হয় । ( ৪।৪।১৭ )”

“মুক্তগণের ব্রহ্মানন্দানুভবরূপ ব্যাপার ব্যতিরেকে বৈষ্ণাক্রমে সৃষ্টিাদি ব্যাপারে প্রবেশ সম্ভব নহে । ( ৪।৪।১৯ )”

“ভোগ বিষয়েই কেবল তাহার ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য । ( ৪।৪।২১ )” \*

শক্তি :—

“সকল চিদ্রিৎ প্রপঞ্চ মহাবিভূতিরূপা, মহাসংবিদানন্দ সত্তা, দেশকালভেদপরি-শূন্য স্বাভাবিকী এই পরমাশক্তি শিবের স্বরূপ এবং গুণ । এই শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব, সর্বকারণত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্বোপাত্তত্ব, সর্বানুগ্রাহকত্ব, সর্বপুরুষার্থহেতুত্বাদি এবং সর্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না । ... .. ‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম,’ এই বে চিদ্রিৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মশরীর বলা হয়, তাহা প্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বহেতু । যেবাদি পরিশূন্য হইয়া শান্তভাবে ব্রহ্মই উপাত্ত । ( ১।২।১ )”

“মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়ী জানিবে । তাঁহার অবয়বভূত হইয়াই এই জগতের সমুদয় আছে ।’ এই বাক্যানুসারে মায়াদ্বারা এই সকলের প্রকৃতিত্ব এবং বিশিষ্টত্ব ; মহেশ্বরের অবয়বভূত অংশভূত, চিহ্নক্ৰিয় অংশভূত, এবং ভোক্তৃত্ব অবস্থার পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত জীব কর্তৃকই সকল জগদ্ব্যাপ্তি অনুভূত হয় । ( ১।৪।২৭ )\*

ঈশ্বর :—

“ব্রহ্মই জড়াজড় প্রপঞ্চের প্রেরক ; এতদ্বারাই তাঁহার স্বতন্ত্রত্ব সিদ্ধ । সকল বিষয়ের সত্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য দ্বারা ই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে । স্বভাবতই তিনি শক্তিসম্পন্ন এবং কোনও অবস্থাতে তাঁহার শক্তির বিলোপ হয় না । ... .. অনন্ত শক্তি দ্বারা ই ব্রহ্ম জগতের জনক এবং শাসক রূপে আছেন । অনন্ত শক্তিমান বলিয়া ব্রহ্মের অভিন্ন-প্রপঞ্চ-সমব্যয়িকারণত্ব সিদ্ধ হয় । ( ১।১।২ )”

“স্থূল সূক্ষ্ম চিদ্রিৎ প্রপঞ্চরূপ শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরই কার্য্যকারণরূপ সংপদের বিষয় । (‘হে সৌম্য! এই জগৎ অগ্রে সৎই ছিল’) । ( ১।১।৫ )”

“মর্ত্তশরীরীর কেশনখাদি উৎপত্তির জ্ঞান মায়ী পরমেশ্বর হইতে সকল চেতনানাচেতন

প্রকৃতিপুরুষের অতিব্যক্তি হয়। চিদচিৎবিদ্যেই পরমেশ্বর অবস্থাতেদেহত্ব কারণ এবং কার্য। (১।৪।২৭)"

"জীব এবং ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য এবং অব্যাতন্ত্র্য যতঃসম্ভব। জীব বস্তু শরীরে অবস্থিত করে পরমেশ্বর তখনও তাহার সহিত অব্যতন্ত্র্যভাবে থাকেন। কিন্তু জীবের শরীর-সম্বন্ধ-সামান্য-দ্বারা ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের কোনও বিভাগ প্রাপ্তি হয় না। (২।১।১৪)"

"যদি সচ্চিদ্রূপে শিবকর্তৃক জগৎ ব্যাপ্ত না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার সত্তা এবং স্মৃতি দ্বারা যে বস্তু সকলের স্মৃতি স্মৃতি পাইতে দেখা যায়, সে সকল বস্তু অবস্তু হইরা যায়। অতএব স্মৃতিকানির্মিত বটানির জ্ঞান তাঁহার কার্য্য, তিনি যে কারণরূপী শিব ভদ্বারা ব্যাপ্ত এবং তাঁহা হইতে অনন্তভূত অর্থাৎ অনন্তত্ব। (২।১।১৬)"

"পূর্বে (সৃষ্টির পূর্বে) আপনা হইতে অভিন্ন, নামরূপ দ্বারা বিভাগের অযোগ্য সূক্ষ্ম চিদচিদ্রূপ শক্তিগর্ভ এক শিবই কেবল থাকেন। তিনি দ্বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট। সেই শিবশক্তিকে পুনরায় পূর্বদশা-বিরোধি-স্থূলসূক্ষ্ম এবং নামরূপ দ্বারা বিভাগযোগ্য, চিদচিদ্রূপে বাহিরে বিস্তার করেন। এখানে শক্তিমান্ শিবের সঙ্কোচাবস্থা প্রলয় এবং বিকাশাবস্থা সৃষ্টি। (২।১।১৮)"

"পরমকারণ পরব্রহ্ম শিব হইতে কার্য্য অভিন্ন। (২।১।১৯)"

"চেতনচেতনপ্রপঞ্চ বিশ্ব পরমেশ্বরের কার্য্য, স্মৃতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি, অতএব চেতনাচেতনপ্রপঞ্চ বিশ্ব অপেক্ষা তিনি অধিক। (২।১।২৩)"

"সকল অবস্থাত সর্বাস্তিত্বগামিরূপে স্থিতি করেন বলিয়া পরমেশ্বরে কোনও দোষ-কলঙ্ক-স্পর্শ হয় না। যেহেতুক স্রষ্টাতে সর্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ যে, ঈশ্বর নিষ্কলঙ্ক এবং নিরতিশয় মঙ্গলকর; এই দুইটা তাঁহার বিশেষত্ব। (৩।২।১১)"

"জ্ঞান দ্বারা ধ্যানরূপ সম্যক্ আরাধনাতে ব্রহ্মস্বরূপ গ্রহণ করা যায় (প্রাপ্ত হওয়া যায়)। (৩।২।২০)"

"এই প্রকার গুণসম্পন্ন হইয়া সর্বত্র ব্রহ্মস্বরূপজনিত ব্যাপ্তিপ্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার অজ্ঞ চিন্তার নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মধনন হইয়া থাকে। (৩।৩।৩৪)"

"(সোহম্বৃত্তে সর্বকামান্ সহব্রহ্মণা—ব্রহ্মের সহিত কামনার তাবৎ বিষয় ভোগ করে) এস্থলে সৰু শব্দের ব্যবহার ব্রহ্মের সহিত যুগপৎ আমলভোগই অভিপ্রায়। (৩।৩।৪৩)"

"শিবাখ্য পরব্রহ্ম জীব অপেক্ষা অধিক হইলেও "আমি ব্রহ্ম" এই ভাবেই তাঁহার উপাসনা বিধেয়। (৪।১।৩)"

"আত্মাতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ-দর্শন হইতে তাঁহার প্রকাশের কারণভূত যে ব্রহ্ম-

ভাবনা, তাহা উপাসকগণের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরন্তর কর্তব্য ; কখনও তাহার বিরাম হইবে না। (৪।১।২)”

“উপাসকগণের পূর্নকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা দূর হয়। (৪।১।৩৩)”

এই পক্ষাশ্রিতগণের মতে ব্রহ্মের সহিত স্বরূপ অভিন্নভাবে অমুভূতিই প্রধান।

চতুর্থ পক্ষ।

(সৃষ্টির) পূর্বে ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন। তিনি আপনাকেই জ্ঞানিতেন “আমি আছি”। (৮।১২)। (৩৭৯পৃঃ)।

চতুর্থ পক্ষের এইটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয় যে, সকল বিশেষ জ্ঞান বিলোপ করাই আবশ্যক, না তাহা থাকে নত্বে অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে অন্তরায় উপস্থিত ঘটে। “চিদচিদং প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্টং ব্রহ্মের স্বাভাবিক, এতদ্বারা ব্রহ্মের নির্কিংশেবদ্ব কখনও সিদ্ধ হয় না।” পূজ্যপাদ আচার্য্য শঙ্করের এই বচনদ্বারা ব্রহ্মের নির্কিংশেবদ্ব প্রত্যাখ্যাপন অনেক কেবল ভাল মনে করিয়াছেন তাহা নহে, ব্রহ্মের বিশেষবদ্ব ‘বিকার-সংসৃষ্ট’ ইহার প্রতিপাদনকারিগণ নির্কিংশেব ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, আর সবিশেষ ব্রহ্ম অপর ব্রহ্ম, ব্রহ্মে এই দ্বিবিধ ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। আত্মাতে ও পরমাত্মাতে কোন প্রভেদ আছে কি না তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন প্রভেদ আছে।—“বেদ, দ্বিবিধ রূপে স্থিতি, বলিয়াছেন—“ইহার তাবৎ মহিমা এবং তাবৎ মহিমা হইতে জ্যোতি (বড়) তাঁহার পুরুষ রূপ। সর্বভূত ইহার একপাদ, আর ছালোকে অমৃতরূপে ত্রিপাদ, এই তাঁহার দ্বিবিধ আদিক্রূপ।” আমরা বলিতেছি একরূপ নহে। কেন বলিতেছি? যেহেতুক এই ঐশ্বর্য্যবাক্য ব্রহ্মের বিভূতিভূত সমুদয়কে নীচে রাখিয়া ব্রহ্মের সর্বাভীতত্ত্ব প্রথিত করিতেছেন। বেদান্তভাষ্যভূতা গীতা বলেন, ব্রহ্ম আপনায় সর্বাভীতত্ত্ব পরিহার করিয়া কখনও জীব বা জগতে জীবরূপে বা জগদ্রূপে আপনাকে প্রকটন করেন না। যথা :—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদবাক্তমূর্তিনা।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ। ৪।

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভূম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। ৫।

গীতা ৯অ. ৪। ৫ শ্লো।

“অবাক্তমূর্তিতে আমি সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমাতে সমুদয় ভূত স্থিতি করিতেছে। আমি ভূতগণে স্থিতি করিতেছি না, ভূতগণ আমাতে স্থিতি করিতেছে না। এই আমার ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর। আমি ভূতগণকে ধারণ করি, আমি ভূত নহি, আমার আত্মা ভূতগণের প্রতিপালক।”

তিনি নিত্য একরূপেই অবস্থিত, সূত্ররাং কখনও তাঁহার বিরূপতা সিদ্ধ হয় না । যদি সিদ্ধ হয় বল তাহা হইলে “অদ্বৈতঃ” “অদ্বিতীয়” এই যে তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ বিশেষণ তাহা বার্থ হয় । বিভক্তত্ব বিকারত্বের হেতু, সূত্ররাং তিনি “শাস্ত্রঃ” এই যে বিশেষ স্বরূপ তাহাও কেবল বাক্যমাত্রে পর্যাবসিত হয় । যাহাতে বিভক্তত্ব আছে, সূত্ররাং বিকারত্ব আছে তাহার কখনও শিবত্বসম্ভব হয় না ; তদবস্থায় তিনি শিবত্ব ও অশিবত্ব মিশ্রিত, ইহা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে । যদি বল কেন ? আমাদের উত্তর এই, এ অবস্থায়, জীবের যে প্রকার সমদৃষ্টিত সকল দেখিবার ক্ষমতা নাই, ব্রহ্মতেও তদ্রূপ সমদৃষ্টির অসামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হয় । আর তাহা হইলে এতদ্রূপ তুরীয় ব্রহ্মে “শাস্ত্রঃ শিবমদ্বৈতঃ” বিশেষণগুলি বিফল হয় । এ প্রশ্নের সমাধান সূত্রকার স্বয়ংই করিয়াছেন । “ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ( ৩।২।১১ )—সগুণ নিগুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায় একপ চিত্তের অনেক কথা আছে সত্য ; কিন্তু তিনি উপাধি দ্বারাও উভয়রূপী নহেন । সমুদয় শ্রুতিতে সর্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায় ।” ( বেদান্তদর্শন ) । পরবর্তী কালে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সবিশেষ-নির্নিশেষবাদিষাধ্যাতৃগণের মধ্যে বিরোধ অতিশয় ঘনীভূত পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সত্য তত্ত্ব আচ্ছাদিত হয় নাই । একপক্ষ নির্নিশেষত্ব অপর পক্ষ সবিশেষত্ব এই দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে পতোক পক্ষের অবলম্বিত সত্য যে অখণ্ড, তাহাই সর্বপক্ষসম্মতনিরতগণের নিকট পোঙ্কলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে । এই সূত্রের অভিপ্রায় এই :—“ন স্থানতোহপি” অর্থাৎ উপাধি দ্বারাও তিনি উভয়রূপী নহেন—কেবল যে জাগ্রৎ গগ্ন সুষুপ্ত উপাধি দ্বারাও ব্রহ্ম তদ্রূপী হন না তাহা নহে, ‘সদত্র’ সমুদয় বেদান্তবাক্যেই পরব্রহ্মের এই ‘উভয় লিঙ্গ’ ( দ্বিবিধ চিহ্ন )—একটা চেয় এবং অপরটা উৎকৃষ্ট—ইহা পদর্শনের চক্স রহিয়াছে । ‘জাগরিত স্থান বহিঃপ্রজ্ঞ’, ‘গগ্ন স্থান অখঃপ্রজ্ঞ’, ‘সুষুপ্ত স্থান প্রজ্ঞানঘন’ ইহা অবধারণ করিয়া, যে অবস্থাতে বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অখঃপ্রজ্ঞ নয়, প্রজ্ঞা ঘনও নয়, অর্থাৎ যে অবস্থায়, সেই অবস্থায় সহিত সৎকল্পানিত পরমাত্মার কোনও পরিবর্তন ঘটে না, সেই অবস্থাতে তাঁহার প্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞার কোনও একটা প্রকাশ পায় না বলিয়া তদবস্থাকে ‘ন প্রজ্ঞ’ ‘ন অপ্রজ্ঞ’ বলা হইয়াছে । সূত্ররাং তদ্বারাই সবিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্তের চেতন প্রমাণিত হইতেছে । শাস্ত্র, শিব, অদ্বৈত প্রভৃতি স্বরূপগুলি উপাদেয় । তিনি কেবল এক আত্মরূপেই ঐ জাগ্রৎ, গগ্ন সুষুপ্তাদ অবস্থাতে স্থিতি করেন তাহা প্রদর্শন করিতেছে । পরবর্তী সূত্রও তদর্থ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । সে সূত্র এই :—“ন ভেদাদিত্তি চেয় প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ( ৩।২।১২ ) শ্রুতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষ অঙ্গীকার্য্য নহে । কারণ ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অন্তর্দৃষ্ট অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে ।” এই

হেয়ত্বের উপাদান যে অবস্থাতে, তাহা প্রদর্শন দ্বারাই পরস্কেয় অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়। প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এই যে বহিঃপ্রজ্ঞারূপ ভেদ পরব্রহ্মে উপলব্ধ হয় এ ভেদ তাঁহাতে নাই। তিনি আত্মরূপে জীবন্তিত্তি করেন এবং সেই ভাবে জীবের বাহ্যজ্ঞান, অখজ্ঞান ও পজ্ঞানঘনই উদ্ভব করিয়া সেই সেই কার্যো কারণরূপে অবস্থিত্তি করেন এবং আপনাকে প্রকটরূপে প্রদর্শনপূর্বক সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ হন; যথা তিনি পাণের প্রাণ আদিতোর আদিতা ইত্যাদি রূপে। প্রজ্ঞা (জ্ঞান) পরা প্রকৃতির কার্য্য অপ্রজ্ঞা (অজ্ঞান) অপরা প্রকৃতির কার্য্য। ইহা সম্বন্ধেও তাঁহার কার্য্য সকল তাঁহার আত্মভূত এবং তন্নির্মিত তাঁহারই পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি হইতে তাঁহার পভেদ সাধিত হইয়াছে। ‘যোগার্থীকে প্রপঞ্চের উপশম করিতে হইবে’ এই অমুসায়ে প্রপঞ্চের সম্বন্ধ পরিহার দ্বারা “তোমার যে কল্যাণতমরূপ তাহা আমি দেখি” (২।১) এতদিক্ দিয়া গমন করিলে সেখানে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বেদান্ত অপেক্ষা পুরাতন ঋক্ অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় প্রতীপাদন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে আছে ‘এই প্রকারে প্রপঞ্চসম্বন্ধ-বিমুক্ত হইলে প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়েন’। (৩.২১)। ভাষ্যকারও সেটরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (৩।১ পৃঃ)। “ইনিই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্তরূপে হইয়াছেন; এই ব্রহ্মই অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অব্যাহ, ইনিই আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক” এই বচন, হেয় ও উপাদেয়, এতদুভয়রূপ প্রদর্শনকারী উভয়লিঙ্গ প্রস্ফুট-রূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এখানে ‘অপূর্বাদি’ ও ‘সর্ব্বাত্মক’ ক্রমান্বয়ে তাঁহার হেয় ও উপাদেয় স্বরূপবাচক। ব্রহ্মনিরূপক তাৎৎ বেদান্তবচনেই এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা :—

“তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ অপাপবদ্ধ; তিনি সর্ব্বদশী, মনের নিরন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকাণে প্রজ্ঞাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।”

ঈশোপনিষৎ । ৭—৩১ ।

এখানে কারাদির হেয়ত্ব এবং শুদ্ধত্বাদির উৎকৃষ্টত্ব পরিষ্কার। এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা-কালে গোড়দেশের গৌরবভূত শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু আক্ষেপ করিয়া এই বলিয়াছেন :—“এতদ্বারা আধুনিকগণ অসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরমেশ্বরের লীলাবিগ্রহ কল্পনা করিয়াছেন। কেননা ‘অরূপবৎ’ (রূপবিহীন) এই যদি তাঁহাদের ধারণা হইত তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাতির রূপকল্পনা অসম্ভব হইত।” বেদান্তসূত্রে পুনঃ আত্মা বিনা অপর কাহারও উপাস্তত্ব উপস্থাপিত হয় নাই। ভাষ্যকারগণেরও আত্মাই যে উপাস্ত তাহাই অতিশয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই :—“আত্ম্যতি ভূপগচ্ছতি গ্রাহ-রস্তি চ। (৪।১।৩)—আত্ম্যরূপেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, জ্ঞাত হওয়া যায় এবং আত্ম্যরূপেই তাঁহাকে স্বীকার করা হইয়া থাকে। আবার শ্রুতিতে ব্রহ্মকে

আত্মা বলিয়াছেন।” ভাবাকার শব্দরূপ বলিয়াছেন :—“আত্মাতোষ পরমেশ্বরঃ প্রতিপত্ত্বাঃ তথাহি পরমেশ্বর প্রক্রিয়ায়া জাবাণা আত্মাতেনৈবৈনমুপগচ্ছন্তি ‘ত্বং বা অহমস্মি ভগবদেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে, ইতি। তথাক্তেহপি ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ ইত্যেবমাদয় আত্মাতোপগমা দ্রষ্টব্যঃ। গ্রাহয়ন্তি চাত্মাহে নৈবেশ্বরঃ বেদান্তবাক্যানি ‘এব ত আত্মা সর্গাস্তরঃ’ ‘এব ত আত্মাস্তর্ধ্যামামৃতঃ’ ‘তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি’ ইত্যেবমাদৌনি।” ইতি। “আত্মাক্রপেই পরমেশ্বরকে স্বীকার করিবেক। জাবানশ্রুতির পরমেশ্বরপত্তাবে আছে ‘হে ভগবতি! হে দেবতে! তুমিই আমি অথবা আমিই তুমি’। শ্রুতান্তরেও দেখা যায়—‘আমি ব্রহ্ম’। এই সকল বেদান্তবাক্যও পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—‘এই ব্রহ্ম তোমার আত্মা, ইনিই সর্গাস্তর’ ‘ইনি তোমার আত্মা, তত্ত্বধ্যামী ও অমৃত’। ‘তাহাই সত্য, তিনি আত্মা, সেই সৎপদার্থ তুমি হে খেতকোতা’ ইত্যাদি।”

যদি বল “তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন” ইত্যাদি বচনানুসারে অচেতন ধর্মবশতঃ “তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করেন না” ইহা দ্বারা ভোক্তা ও ভোগ্যের যেমন হেয়ত্ব বলিতেছে, তদ্রূপ “যিনি সর্গজ, সর্গবিৎ” (৩।১) ইত্যাদি বচনানুসারে সর্গজ, সর্গবিৎ হইলেও প্রপঞ্চের সমুদ্রবশতঃ যে জড় ও বিজ্ঞ উদ্ভাবন করেন তজ্জড়ই মাথুরেকা ‘প্রজ্ঞ নন, অপ্রজ্ঞ নন.’ এই চিদচিহ্নের নিবেশ করা হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে গেলে ‘সর্গস্বর্গ্য,’ ‘সর্গকাম,’ ‘সর্গগন্ধ,’ ‘সর্গরস’ ইত্যাদি বিশেষত্ববাচকগুলি গ্রহণের অযোগ্য হয়। আর তাহা হইলে যে সকল উপদান হেয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছে তাহাই রহিয়া গেল। মাথুরেকা উক্ত হইয়াছে বচিঃপ্রজ্ঞাদি চিদচিহ্নের অন্তর্ভূত বলিয়াই ‘প্রজ্ঞ নন’ ‘অপ্রজ্ঞ নন’ অর্থাৎ এতত্ত্বয়ের মধ্য অসংসার প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। কেননা প্রজ্ঞের অর্থাৎ চেতনধর্মবিশিষ্টের, অপ্রজ্ঞের অচেতনধর্মবিশিষ্টের হেয়ত্ব বলিয়াই উহা বলা হইয়াছে। ভোক্তৃত্বের চেতনধর্ম আর ভোগ্যের অচেতনধর্ম। প্রজ্ঞানবনের জীবাংশে হেয়ত্ব, কিন্তু জীবাংশে হেয়ত্ব নহে, যেহেতুক উহা সর্গেরই হইতে। অতএব “এই ভূতসকল আনন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদি শ্রুতিবচনানুসারে, চৈতন্যময় পরমাত্মাতে, সর্গকারণ আনন্দময়ের উপাদেয়ত্ব সৃষ্টিও হইতেছে। কেবল যে প্রজ্ঞানবনের আনন্দময়ত্ব উল্লেখ নাই দেখা বাইতেছে তাহা নহে, জীবও স্বয়ং আনন্দময় নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে; যেহেতুক জীবের যে আনন্দময়ত্ব তাহা পরমাত্মা হইতে তাহাতে সংক্রমণ হয় বলিয়া। “আনন্দ নিত্য ক্রিয়াশীল” ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সর্গজ, সর্গবিৎ ইত্যাদি কিন্তু ক্রিয়াশীল নহে; উহা ব্রহ্মবরূপবাচক, যথা (সৃষ্টির পূর্বে) “ব্রহ্মই এই জগৎ ছিলেন, তিনি আপনাকেই জানিতেন “আমি ব্রহ্ম আছি” ব্রহ্মের এই আত্মজ্ঞান-বস্তাহেতু তাঁহাতে সকল জ্ঞানই আছে—“তে বদন্তরা তদব্রহ্ম” (৩. ১৯)—নামরূপ

বাহার মধ্যে আছে তিনি ব্রহ্ম । এটি নাম ও রূপ বাহাতে সৃষ্টাকারে স্থিতি করিতে ছিল, সেই চিহ্নাঙ্কস্থিতি হইতে ‘সমুদয় উৎপন্ন হইল’ ( ৮।১২ ), ইহাই সিদ্ধ হইতেছে । বাহা হইতে সর্বকৰ্ম, বাহা হইতে সমুদয় কামনা, বাহা হইতে সর্বগন্ধ, বাহা হইতে সর্বরস ইত্যাদি—এখানে বেকর উদ্ভাবের ( বাহা উদ্ভাবিত হয় ) হেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের উদ্ভাবকের উপাদেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় তদ্রূপ আগ্নেয়স্থান, যন্ত্রস্থানে এবং জলপুষ্টিস্থানে যে যে পজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অপেক্ষা সেই সকলের উৎপাদক পর-মাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য নীকার্য্য । “যেখানে বাধ্যমান হইতে বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে না সন্দেহ প্রযুক্ত তাহা অলক্ষণ স্তবরাং গ্রহণের অযোগ্য” এই রীতি এখানেও অমূল্যগণীয় । এস্থলে পুনবার ইহাই দেখা যায় যে, “তিনি ‘সত্যসকল’, ‘আকাশাত্মা,’—অর্থাৎ প্রকাশরূপ, ইত্যাদি উপাদেয়ত্বই অগ্রে প্রদর্শন করা হইয়াছে । তৎপর “তিনিই সমুদয় হইলেন” ( ৯।১২ ) এই হেয়-উপাদেয়-প্রদর্শন-নিরমাত্মসারে কর্তৃত্বাংশে ‘তৎ’ ( তিনি ) অব্যাকৃত নামরূপব্রহ্ম ( নামরূপে অপকাশিতাবস্থা ) ; কার্য্যাংশে ব্যাকৃত অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মকর্তৃক পূর্ণ ( আলিঙ্গিত ) ; ইহাট বৃত্তিতে হইবে ।

একগ্রে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউতেছে । “দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি তৎকালে প্রবুদ্ধ হইলেন তিনি তিনি ( ব্রহ্ম ) হইলেন । ঋষিগণের মধ্যেও সেইরূপ, মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ । ( ৮।১২ )” । ইহার অর্থ এই যে নামরূপে ব্যাকৃত ( প্রকাশিত ) বিষয় সকল বাহিবে বিভক্তভাবে স্থিতি কবিত্তেছে, স্থূলদৃষ্টিতে ইহা ভাসমান হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তদৃষ্টিতে যখন প্রত্যক্ষ করা যায় যে ঐ সকল বিষয় ব্রহ্মের সহিত অবিকৃতভাবে আছে তখন ‘আমি মনু ছিলাম’ ‘আমি সূর্য্য ছিলাম’ এতদ্রূপ প্রতিবোধ ( বিভক্ত ) উপস্থিত হইয়া থাকে । এরূপ সাধকদিগের নিকট পরিজ্ঞাত । জীব যখন পরমাত্মাকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে আপনায় স্থিতি অনুভব করে, তখন তাহার এরূপ স্থিতি যে জীবতত্ত্বকপে অনাদিসিদ্ধ এ জ্ঞান তাহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে । ( ১১।১৫ ) । “এই জ্ঞান হয় বলিয়াই জীব, আমি আপনি অমুপ্রবেশ করিয়া আপনাকে নামরূপ দিয়া প্রকাশ করিব” এরূপ ভাব প্রাপ্ত হয় । অতএব নামরূপে প্রকাশ করা মাত্র কার্য্যই তাহার সৎক ; স্তবরাং এ সৎক তাহার আত্মপ্রত্যয়ে আসিয়া উদ্ভাসিত হয় । এই প্রতীতিবশতই ‘আমি মনু ছিলাম,’ ইত্যাদি বাক্যসকল যে সকল উপদেয়গুণ অন্তর্য্যামী পরমাত্মার সহিত একত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মুখ হইতেই উচ্চারিত হইয়াছিল, শাস্ত্রে একপ শুনিতে পাওয়া যায় সেইস্থানে কর্তৃত্বাংশে ‘আমি’ পরমাত্মা, আর কার্য্যাংশে পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত মনু প্রভৃতি জীবাত্মা স্থিতি হইয়াছে । আধুনিকগণ পরমাত্মাতে জীব অভিন্নভাবে স্থিত, ইহা স্বীকার করিলেও সূক্ষ্মভাবে যে জীব ও পরমাত্মার বিভিন্নভাবে স্থিতি, তাহা কখনও বিস্মৃত হন না ; এ নিমিত্ত পূর্বগত ( পরলোকগত ) জীব সকলের



পরমাত্মাতে শক্তির আকারে একত্ব অনুভব করেন । কেননা পূর্বগত জীবগণ অগত্যা সীকার করিলে স্বীয় স্বীয় বর্তমান সত্ত্ব ও সত্ত্ববেদনা, ইহাই আধুনিকগণের বিশ্বাস । ব্রহ্মের অগুরুপ কর্তৃত্ব জীবের নাই ; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে জীব 'আমি আছি' এরূপ বলিতে সমর্থ নহে । তজ্জন্মই যখন প্রাপ্যরূপ জীবের আবির্ভূত হয় তদবস্থার ব্যাখ্যাত 'সেংহতমাস্মি' । ( ৮১১ ) । ব্রহ্ম আপনি বলিতেছেন 'অহং ব্রহ্মস্মি' । তাঁহার কর্তৃত্ব মূলক এই বাক্য অবিশ্রাণই হইতেছে । স্বীয় আত্মাতে ব্রহ্মরূপের অবিভাবানুভূতি দ্বারা বাহ্যারা ব্রহ্মের মুখে এই বাণী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাধনে প্রযুক্ত হন, সেই সাধনকালে তাঁহারা, বেদান্তানুমোদিত সাংখ্যান্নিখিত তিরোধানের নিয়মানুসারে স্বীয় আত্মাকে তিরোধান ( অস্বীকার ) করিয়া পরব্রহ্মের সমীপে প্রতিপূর্ণক ব্রহ্মরূপে প্রতিগমন করিতে বজ্রলীল হটয়া থাকেন । এই প্রণালী অবলম্বনে 'অহং ব্রহ্মস্মি' শ্রবণ আধুনিকগণ অংশত অনুমোদন ও অংশত সন্দেহমোদন করিয়া থাকেন । জীবাত্মা একপ বলা হের, সুতরাং অনুমোদনীয় ; ব্রহ্মের কর্তৃত্বাংশে ইহা উপদেশ, সুতরাং অনুমোদনীয় । সর্বানুভূত পরব্রহ্ম হইতে 'অহং ব্রহ্মস্মি' এই বাণী জীবের সংক্রামিত হয় । সুতরাং জীবগণের তাঁহার আবির্ভাব হইলে তাঁহার 'আমি আছি' ( অহং ব্রহ্মস্মি ) বাণী শ্রবণ বেদান্তদর্শন সঙ্গত । এতদ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ দর্শনই সুদৃঢ় হইতেছে । সর্বাবস্থার কর্তৃত্বাংশে ( জীবাত্মাংশে নহে ) 'অহং ব্রহ্মস্মি' এই যে অনুভব গোচর হয় তদ্বারা ই চতুর্থ পক্ষের উক্তির পাতাবিকল্প প্রতিপন্ন হইতেছে ।

### শ্রীমচ্চকরা ।

তাঁহার মতে "সকলেরই আমি আছি এই আত্মজ্ঞান হইতে, ব্রহ্ম আমার আত্মা এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । সকলে যদি আপনার অস্তিত্বে প্রত্যয় না করিত তাহা হইলে আমিও নাই ইহাই প্রমাণিত হইত । আমি আছি এই জ্ঞান যদি না থাকিত তাহা হইলে সকলেই বিশ্বাস করিত আমি নাই । অত্যা ই ব্রহ্ম ।" ইত্যাদি । সেই আত্মা শরীরবিনাশে যখন দৈহিক-সংস্ক-বর্জিত হয়, তখন সে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে । তাহার লক্ষণ এই :—শরীরবিনাশে আত্মা সর্বতঃখবিমুক্ত হইয়া 'এক চৈতন্যাত্মক আমি আছি' এরূপ অনুভব করিয়া থাকে । এইরূপ আত্মানুভূতি-লাভ হইলে আর কোনও কার্য্য করিবার প্রয়োজন থাকে না ।" ইত্যাদি । বস্তুতঃ ( যোগযুক্ত ) আত্মা যখন পরমাত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত হয়, তখন তাহার অহং ভাব ( আমি স্বতন্ত্র ব্যক্তি ) বিলুপ্ত হইয়া যায় ; তখন সে পরমাত্মারূপে সংস্থিত হওয়াতে আমি ব্রহ্ম এইভাবে সিদ্ধ হয় এবং তৎকালে অকর্ষা ও ভোক্তার সমীধানবশতঃ সকল প্রকার ক্রিয়াতে তাহার অকর্তৃত্ব উপস্থিত হয় । সকলের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা নাই এই নিমিত্ত শঙ্কর স্বপ্রণীত ভাবো বলিয়াছেন, এই ভগবতের বেদৈক্যালিঙ্গ ( ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ) চিত্তমানতা দৃষ্ট হয় তাহা অবিভা সমুদ্র ।

তাঁহার ভাষ্যে এইরূপ আছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তদীয় ভাষ্য গ্রন্থ পক্ষে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহার মতে জীবের উৎপত্তি যথা :—

“নামোপাধিযোগে উহার উৎপত্তি, আর নামোপাধির প্রলয়ে তাহার প্রলয়। উপাধি বলিয়ে আত্মা বলিয় হয় না। \* \* \* \* \* যেহেতুক ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জীব ও পরমাত্মার যে বিভিন্ন লক্ষণ (লক্ষণভেদ) তাহা উভয়ের উপাধি নিমিত্তই হইয়াছে। (২৩১৭)”

“এই আত্মা নিত্য চৈতন্য। অতএব যখন আত্মা উৎপন্ন হয় না বলা হইতেছে, তাহা হইতেই বুঝিতে হইবে যে পরব্রহ্ম অবিকৃত থাকিয়াই উপাধি সম্পর্ক হেতু জীব-ভাবে স্থিতি করেন। (২৩১৮)”

“এতদ্বারা জীবের অখণ্ডত্বই সিদ্ধ হয়, অন্য কিছু হয় না। (২৩২০)”

“জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব আছে, এতৎপক্ষে প্রাপ্তিতে বলা যায়, আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব সম্ভবে না। কারণ আত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্বই মোক্ষাভাব প্রাপ্তি দোষ আছে। \* \* \* \* \* বিবেকীগণের দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতিরেকে কর্তা বা ভোক্তারূপে স্বতন্ত্র জীব থাকে না। আত্মা সমুদয় ব্যাপারে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা দ্বারা কর্তা হন কিন্তু স্বীয় স্বরূপে অকর্তাই থাকেন। (২৩৪০)”

“অবিদ্যাবস্থায় কণ্ঠাধ্যক্ষ, সর্কভূতাধিবাস, সর্কসাক্ষী ও চেতয়িতা পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে কার্য্য-করণ সংঘাত অবিবেকী (কার্য্য—দেহ, করণ—ইন্দ্রিয়, সংঘাত—মিলিত—তাহাদের সমষ্টি। অবিবেক—তদ্বিশয়ে যথার্থ জ্ঞান না থাকা অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া) সুতরাং অজ্ঞান ভিমিরাক্ষ জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি লক্ষণেই সংসার সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর পরমেশ্বরের রূপাঙ্গণে বিজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) উদয় হইলে তদ্বারা মোক্ষসিদ্ধি হইয়া থাকে। (২৩৪১)”

“জীব পরাধীন (ঈশ্বরধীন) কর্তা হইলেও জীব করে ও ঈশ্বর করান। (২৩৪২)”

“জীবের ও ঈশ্বরের চৈতন্য অবশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্যাংশে ভিন্নতা নাই। যেমন অগ্নির ও অগ্নি ফুলিঙ্গের উষ্ণতা বিষয়ে বিশেষ বা ভেদ নাই। অতএব ভেদ ও অভেদ অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব ব্রহ্মের অংশাংশিভাব প্রতীত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে অহং হেতুতেও জীবের অংশত্ব নিশ্চিত হয়। (২৩৪৩)”

“তবে কি জীব এবং ঈশ্বরের সমধর্মিত্ব নাই? নাই একথা বলা যায় না। আছে। ঋক সবেও অবিদ্যা দ্বারা তাহা তিরোহিত—আচ্ছাদিত (সুতরাং অনভিব্যক্ত) আছে। সেই আবরণ তিরোহিত হইলে (নষ্ট হইলে) তাহার দেবগুণ (ঈশ্বরগুণ) প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। দর্শন শক্তি শূন্য (অন্ধ) ব্যক্তি যেরূপ ঔষধ সেবন করিয়া ঔষধের প্রভাবে দর্শনশক্তি সম্পন্ন হয় তদ্রূপ ধ্যানাসক্ত ব্যক্তি একান্ত বহুশীল থাকিয়া অজ্ঞানান্ধ-কার মুক্ত হয় এবং ঈশ্বর প্রসাদে তাহার সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তিতেই

ঈশ্বরের সমধর্মিত্ব আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহা আপনা আপনি সকল মনুষ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। ( ৩২৫ )”

“বাহা আপনার কেবল অর্থাৎ বিভক্ত অনারোপিতরূপ তাহারই আবির্ভাব হয়, আগন্তক অথ কিছু আবির্ভূত হয় না। ( ৪৪১ )”

“মুক্তব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অবিভক্ত (একীভূত) তাবে অবস্থিতি করেন। (৪৪৪)”

“মুক্তগণ এক সংকল্প দ্বারাই বাবত্তীয় প্রয়োজন লাভে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। (৪৪৮)”

“মুক্তগণ অবদ্য (সফল) সংকল্প স্তুরাং তাঁহারা অনগ্রাধিপতি হন। (৪৪৯)”

“শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় অবিগ্রমানেও মুক্তগণ উপলব্ধি দ্বারা কামনার বস্ত (যথা পিত্রাদি) প্রাপ্ত হন। (৪৪১০)”

“মুক্তাত্মা যখন সাংকল্পিক শরীর প্রাপ্ত হন তখন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান (শরীরী জীবের) পিত্রাদি অভিলাষী হওয়ার দ্বারা মুক্তাবস্থাতেও বিদ্যমান পিত্রাদি অভিলাষী হন। (৪৪১৪)”

“একটি প্রদীপ হইতে যেরূপ বিকার শক্তিবোনে অনেক প্রদীপ হইয়া থাকে, সেইরূপ মুক্তজ্ঞানী এক হইলেও ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃজন করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। (৪৪১৫)”

“জগতের সৃষ্টি প্রতিপালনাদি ব্যাপারে মুক্ত ব্যক্তির কোনও সংশয় হয় না। কিন্তু অগ্নিমানি (অষ্টবিধ) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপার একমাত্র নিত্যসিদ্ধ (পূর্ণস্বরূপ) ঈশ্বরের। (৪৪১৭)”

“(অধিকারিগণের) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি নিত্যসিদ্ধ (পূর্ণস্বরূপ); ঈশ্বরের অধীনে ও তাঁহার অধীনতা স্বীকারে সিদ্ধ হয়। (৪৪১৮)”

“(তাঁহাদের) ভোগ মাত্রই অনাদিসিদ্ধ, নিত্য ঈশ্বরের সহিত সমান, ক্ষমতা সমান নহে। (৪৪২১)”

মারা ১—

জগৎ উৎপত্তির সেই বীজশক্তি অবিন্যাস্ত্রিকা অতএব অব্যক্ত শব্দের নির্দেশ্য। (অব্যক্ত—অপ্রকাশিত)। সেই শক্তি পরমেশ্বরের আশ্রিত। তাহা মায়াময়ী, এবং মহাপ্রসূতির অবস্থা। এতদবস্থায় সংসারী জীব, স্বরূপ প্রতিবোধ (জ্ঞান) পরিশূন্য হইয়া পশ্যান থাকে। ঈদৃশ অব্যক্ত শক্তি কখন ‘আকাশ’ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা :—হে গার্গি ! এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোত ভাবে স্থিতি করিতেছে। ইতিশ্রুতি। কখন ‘অক্ষর’ বলা হইয়াছে। যথা :—‘পর’, অক্ষর হইতেও ‘পর’ ইতি শ্রুতি। কখন ঐ বীজ-শক্তিকে ‘মায়ী’ বলা হইয়াছে যথা :—“মায়াকে প্রকৃতি জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর জানিবে” ইত্যাদি বাক্যে সেই মায়ী অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) স্তুরাং তাহা সং কি অসং ইহা নির্ণয় করা যায় না। (১৪৩)।

“যেমন মারাবী (ঐন্দ্রজালিক) কোনও কালে স্বীয় প্রসারিত মারার আবদ্ধ হয় না, কেন না সে জানে যে তাহার মার্য্য তাহার আপনার সৃষ্টি-বস্তু সুতরাং অবস্তু ; তদ্রূপ পরমাত্মা ও সংসার মার্য্য স্পৃষ্ট হন না। বেরূপ স্বপ্নদর্শনকারী ব্যক্তি স্বাপ্নিক মার্য্য সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং তাহার কারণও এই যে উহা জাগ্রৎ ও সুস্থপ্তির অবস্থার থাকে না, তদ্রূপ অবস্থাত্বের সাক্ষী এক অব্যভিচারী চিদাত্মা অবস্থার ব্যভিচারে কখনও লিপ্ত হন না। পরমাত্মার এই মার্য্য, শারীর পুরুষের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুস্থপ্ত্যাদি অবস্থাত্বের আভাস প্রকাশ মাত্র। সে প্রকাশ রজ্জুতে সর্পভ্রমের চায়। (২।১।৯)”

ঈশ্বর :—

“ঈশ্বর কি শরীরে বাস করেন ? এ প্রশ্নের মীমাংসা এই :—ঈশ্বর শরীরে বাস করেন সত্য কিন্তু তিনি শারীর (জীব) হন না,—অর্থাৎ শরীরে আবদ্ধ নহেন। (১।২।৩)।”

“জীব এবং অন্তর্ধ্যাত্মীয় যে ভেদ তাহা বাস্তবিক পক্ষে ভেদ নহে ; কেননা এ প্রভেদ অবিদ্যাজনিত, শরীরজিয়াদি উপাধি নিমিত্ত। প্রত্যগাত্মা এক ; দুই প্রত্যগাত্মা অসম্ভব। এই বিদ্বৎ উপাধিহৃত ; সুতরাং একেরই। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। (১।২।২০)।”

“যদি বল কুটস্থ ব্রহ্মবাদিগণের মতে একত্বই ঐকান্তিক অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এক বই দুই নাই ; সুতরাং নিয়ম্য ও নিয়ন্তা এ দুই এর কিছুই নাই ; নিয়ম্য-নিয়ন্তা না থাকায় ঈশ্বরই জগতের কারণ এ প্রতিজ্ঞা থাকে না। আমরা বলি এরূপ বলিতে পার না। কেননা অবিদ্যাত্মক নামরূপ-বীজের বিকাশ সর্বস্বত্ব ও কর্তৃত্ব সাপেক্ষ। ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সৃজ্য হইয়াছে’ ইত্যাদি বাক্য সকলের দ্বারা জানা যায়, নিত্যওক্ত-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, সর্বস্বত্ব, সর্বশক্তি পরমেশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। অচেতন প্রধান অথবা অপর (পরমাণু) কিছু হইতে এ সকল হয় না। অপর কিছু হইতে যে হয় না তাহা অসম্ভব যতঃ (সেই অঞ্চল নিত্য চিহ্ন ব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-স্থিতি লয়) এই হুত্রে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা এম্বলে স্থির আছে। তাহার বিরুদ্ধ কিছু বলা হয় নাই। আত্মার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব বধন বলা হইতেছে তখন বিরুদ্ধ কিছু বলা হয় নাই একথা কি প্রকারে বলিতে পার ? এমন প্রশ্ন যদি কর, তবে শোন, কিরূপে বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। সর্বস্বত্ব ঈশ্বরের আত্মভূত এই অবিদ্যাকল্পিত নামরূপই সংসার প্রাণের বীজ। ইহা সং অথবা অসং শব্দ বাচ্য নহে। ইহা সর্বস্বত্ব পরমেশ্বরের মার্য্য-শক্তি ও প্রকৃতি নামে ক্রতি ও স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে। সর্বস্বত্ব ঈশ্বর এই অবিদ্যাকল্পিত অনির্বাচ্য নামরূপ হইতে ভিন্ন। এ বিষয়ে ক্রতি বলেন “আকাশই নামরূপের নির্বাহক। যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন অথচ নামরূপের নির্বাহক তিনিই ব্রহ্ম।” “তিনি আলোচনা করিলেন, আমি নামরূপের বিকাশ করিব।” “সেই ধীর (ঈশ্বর) সমুদ্র রূপের কলনা ও

তৎসকলের নাম প্রদান পূর্বক সে সকল নামধারণ করতঃ বর্তমান আছেন।” “যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন,” ইত্যাদি প্রতিবাক্য। আকাশ যে প্রকার ঘটকরকাদি উপাধি দ্বারা উপহিত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর অবিচ্ছিন্ন নামরূপ-উপাধি-উপহিত। ঈশ্বর ঘটাকাশসদৃশ আয়ত্বত অবিচ্ছিন্ন দ্বারা প্রচাপস্থাপিত নামরূপ-রূপ শরীর-ইন্দ্রিয়যোগে উপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা জীবসকলের নিয়মিত ব্যবহারে পরিচালক। উক্ত প্রকার অবিচ্ছিন্ন উপাধি পরিচ্ছেদ (ভেদ) থাকে। জগৎই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, ও সর্বশক্তিহ; কিন্তু পরমার্থ দর্শনে এক অদ্বিতীয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশে উপাধি বিলোপ হয়। উপাধি বিলোপে পরমার্থ দর্শন হয়। তখন পরমাত্মার নিয়ম-নিয়ন্তৃত্বের ও সর্বজ্ঞত্বের কোনও ভেদ-ব্যবহার উপপন্ন হয় না। প্রতি বলিতেছেন ‘যে অবস্থায় জীব অথ কিছু দেখে না, অথ কিছু শোনে না, অথ কিছু জানে না, তখন সে ভূমি (ব্রহ্ম) হয়।’ ‘যে অবস্থায় সকল তাহার আশ্রয় হয় (অর্থাৎ আশ্রয়িতরিত্ত দর্শন হয় না) তখন কে কাহাকে দেখে?’ ইত্যাদি। এই পরমার্থতা লাভের (তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের) অবস্থায় সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ভেদ দূর হয়। বেদান্তশাস্ত্র একথা বলিয়াছেন : \* \* \* \* \* সূত্রকার বাসও বলিয়াছেন যে পরমার্থ অভিপ্রায়ে অভেদ (এক)। আর ব্যবহার অভিপ্রায়ে নৈমিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, পরব্রহ্ম সমুদ্রস্থানীয় এবং কার্য প্রপঞ্চের প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহার পরিণাম প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন যেহেতুক (তাঁহার মতে) উহা সঙ্গত ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী। ইতি (২:১:১৭)।

“যে অবস্থায় তত্ত্বমসি (তিনিই তুমি) এরূপ অভেদ নির্দেশ দ্বারা অভেদ (একত্ব) জ্ঞানলাভ হয়, তদবস্থায় জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের শ্রষ্টৃত্ব অপগত হয়। যেহেতুক যাহা কিছু ভেদ ব্যবহার সকলই মিথ্যা জ্ঞানবিজ্ঞপ্তিত। সূত্রকার সম্যক জ্ঞানে তাহা বাধিত (নষ্ট) হয়। (২:১:২২)।

ব্রহ্ম :—

“বিবিধরূপে ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। (একটী সঙ্গত, অপরটী নিগূর্ণ)। তন্মধ্যে একটী রূপ—নামরূপ বিকারভেদ হেতু উপাধিবাশিষ্ট, অগ্ররূপ তাহার বিপরীত, সর্বোপাধিবর্জিত। \* \* \* \* \* একই আশ্রয় (পরমাত্মা) স্বাবরজস্বম সর্বভূতে গৃহভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। বৃহৎ পরমাত্মা নিত্যকালই একরূপ। কিন্তু তাঁহার এরূপ নিত্যত্ব সত্ত্বেও সাধকচিন্তের বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে তাহাতে তাঁহার ঐখ্যশক্তির উত্তরোত্তর (ক্রমশঃ) প্রকাশের ভারতম্য হইয়া থাকে, এইরূপ কথিত হইয়াছে। \* \* \* \* \* বেদান্ত এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন যে এইরূপে এক ব্রহ্মই সমুদয় উপাধি-সম্বন্ধ-সংস্পর্শরূপে উপাধি এবং সমুদয় উপাধি-সম্বন্ধ-নিরপেক্ষরূপে জ্ঞেয় : (২:১:১১)।

“শুদ্ধ ব্রহ্ম” বিষয়ক শ্রুতি যথা : — ‘তিনি অপ্রাণ, অমন, শুভ্র।’ ( তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুভ্র অর্থাৎ শুদ্ধ, তীত )। আর ‘সমুদ্র’ ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতি, যথা : — তিনি ‘মনোময়, প্রাণ শরীর’ ইত্যাদি। ( ২১।১২ )”

এই চতুর্থ পক্ষ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বে শ্রীমচ্ছঙ্করের সহিত অগ্ৰাণু আচার্য্যগণের বিরোধ-সীমাংসায় বহু প্রয়োজন। তাঁহার সহিত অপর আচার্য্যগণের বিরোধ আছে কি বিরোধ নাই ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে বিরোধ আছে তাহা দুগুণতঃ পক্ষে বিরোধ, পরমার্থ পক্ষে বিরোধ নহে। আমরা এরূপ কেন বলিতেছি ? বলি এইজন্ত যে তত্ত্বের অবিভাগ ও বিভাগ ( অভেদ এবং ভেদ ) বিষয়ে সমুদয় আচার্য্যগণের এক মত। অবিভাগের বিভাগ কিরূপে হইল, এরূপ ভেদে সর্বদা মত বিরোধ অতি সামান্য। যেহেতুক কারণ পরব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি স্বীকার করা ব্যতিরেকে কেহ অপর কিছু বলিতে পারেন না ; কেন না কারণের শক্তি না থাকিলে কারণ আর কারণ থাকে না ; কারণ প্রত্যক্ষ। যে গ মার্গ প্রদর্শন করাই শ্রীমচ্ছঙ্করের নির্বন্ধ ; সুতরাং তিনি অবিভাগের পক্ষপাতী। এক্ষণে যখন সমুদয়ই আত্মা হয় ( অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত দর্শন হয় না ) তখন আর কে কাহাকে দেখে’ এই জাতীয় বেদান্ত বচন সকলই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। বেদান্ত প্রত্যক্ষ-প্রধান শাস্ত্র, সুতরাং সর্বপ্রকারের অনুমান পরিহার করিয়া, আগ্রহ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থা ত্রয় এবং তাহার অতীত চতুর্থ অবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি এই রহস্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগ্রহবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ হয়। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়যোগে মানসপটে তাহা শক্তির আকারে প্রতিভাত হয়। সুষুপ্তির অবস্থাতে ঐসকল জ্ঞান একীভূত হইয়া প্রজ্ঞানধনরূপে পরমাত্মাতে বিলুপ্ত প্রায় স্থিতি করে, তখন কেবল চৈতন্যে আনন্দ-ভোগই মাত্র থাকে। যখন তাহাও অনুভূত হয় না তখন পরমাত্মার সহিত অবিভাগ ( একত্ব ) প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থাপন্নত্ব বিবেচনা করিয়াই শ্রীমচ্ছঙ্কর ‘সমুদয় ভূত ইহার পাদমাত্র, দ্যুলোকে ইহার ত্রিপাদ অমৃত ( ৩।১১ )’ ‘সর্বভূত অনৃতচ্ছাদিত, ( ১১ ২৩ )’ ইহা নিশ্চয়পূর্বক, সমুদয় জগৎ অসত্যে পরিণত করিয়া এক শুদ্ধ ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্ত বেদান্তের তত্বযোগী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছঙ্কর যে সমুদয় মিথ্যাভূত করিলেন, তাহা বেদান্তানুমেদিত সাঙুখ্য প্রক্রিয়া বিরোধী নহে, কেন না ‘সেরূপ [ প্রপঞ্চের ] লয়সাধন পুরুষ মাত্রেয় সাধ্যায়ত্ত নহে ( ২।৩৭ পৃঃ ) ( বে, হু, অ২২১ )’, তাঁহার এই উক্তি দ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রাক্তের অপর নাম জৈবর সুতরাং এ দুইএর অবিভাগেই স্থিতি। অন্যগ্রা আচার্য্যগণের নিকট এরূপ উক্তি উদ্বেগকরী হইলেও উহা আমাদের মনে কোনও উদ্বেগ জন্মায় না। যেহেতুক নিয়ম্য জীব পরমাত্মাতে অবিতক্তরূপে স্থিতি করে বলিয়া পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব জীবে অবিতক্তরূপেই থাকে। ( ৪।৪।৪ বে, হু, দেখ )। সকল প্রকারের অমিলন বিলয় প্রাপ্ত হইলে এবং সর্বসম্পন্নতা লাভ

হইলে নিয়ম-বিষয়ের-অভাব হয়, তখন জীব স্বয়ংই নিয়মের নানান্তরস্থ শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমুদয় আপনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিরাজ করে। এই অবস্থাতে জীব-চৈতন্য-বিলুপ্ত হয় না, অর্থাৎ পরমাত্ম চৈতন্য-সে সজ্ঞানে অবস্থিতি করে। তখন সাধকগণ আত্মস্বরূপ অনুসন্ধান করিতেই দেখিতে পান যে “ব্রহ্ম স্বয়ং বলিতেছেন আমি আছি ( অহং ব্রহ্মস্মি )’। যোগবিশিষ্ট বলেন ‘অজস্র মুক্তেরন্তঃ স্বং—বিনি অবিত্রান্ত “আমি আছি বলিতেছেন ( ১৮২৬ )’। এতদবস্থায় ঈশ্বরাত্মস্থী জীবগণ তাঁহাতে প্রবৃত্ত হইয়া ( চৈতন্য লাভ করিয়া ) তাঁহার কল্যাণতমরূপ দর্শন করতঃ প্রত্যেকেই ‘সোহংঃ আমি তিনিই’ এই যে ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র সম্পদের ভোক্তৃত্বচক অনুভূতি তাহা জ্ঞানযোগে হৃদে পূর্ণমাত্রায় অহুতব করিয়া থাকেন। এই অনুভব সর্বাভাবক পরব্রহ্মের সত্য কল্যাণাত্মত্ব উপলব্ধি করিতে সামর্থ্য দান করে। এই অবস্থাতে বিবিধ অভিলষিত বিষয় সম্পদ-রূপে অন্তরে ভাসমান হয় এবং স্বল্প বিষয় সকল কল্যাণাত্মত্বরূপে অন্তরে প্রাহৃত হয় ; ভাসমান ও প্রাহৃত হইয়া নাম-প্রধান রাজ্য হইতে রূপ-প্রধান রাজ্যে লইয়া গিয়া বিচিত্র শক্তি প্রভাবে উৎপন্ন-বিবিধ-বিষয় প্রদর্শন করে। এইরূপে ক্রমশঃ রূপপ্রধান রাজ্য হইতে উত্তরোত্তর লইয়া গিয়া সম্যক্ নামরূপহীন রাজ্যে উপস্থিত করে। সেই নাম রূপহীন রাজ্য জীবসকল অহরহঃ আগ্রাদাদি ও তাহার অতীত অবস্থাতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সাঙুখাদি অসুমান প্রধান শাস্ত্রসকল যেরূপে সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রক্রিয়া অধিকতর সম্মানিত, যেহেতুক ইহা প্রত্যক্ষমূলক ; এবং এই প্রক্রিয়া বেদান্তোক্ত এবং বেদান্ত-পরিগৃহীত। এখানে সমগ্র বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের বিরোধ মীমাংসিত হইয়াছে, যেহেতুক তাঁহাদের বিরোধ যেখানে নাই, তাহাই প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখানেই উল্লিখিত পঞ্চ চতুষ্টির সমঞ্জস। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে জীব এ অবস্থায় পরমাত্মার সহিত যোগে শান্ত এবং অন্তঃস্থ (অবিত্র) ভাবে অবস্থিতি করিয়া এবং তাঁহাকে সর্বাভাবরূপে দর্শন করিতে করিতে উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে বহিঃকর্তব্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই পঞ্চচতুষ্টয়ের অবিসংবাদিরূপে একত্র স্থিতি।

সুধীগণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্বিজ্ঞানমি সম্প্রদায়ের যে মত তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্কের মন্ত-সংগ্রহে উৎপন্ন। শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্তুর যে মত তাহা তৎকৃত ভাব্যের পরিশিষ্টে জ্ঞাতব্য। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। যথা :—“এখানে ব্রহ্মমীমাংসার তরলিত অর্থ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। উর্নান্ধি যেরূপ তত্ত্ব নির্মাণ করে তদ্রূপ চেতন বিশেষ, [ অর্থাৎ চিত্তশক্তিই বাহার বিশেষভাব ] সর্বোত্তম নিত্যজ্ঞানে ছানাদী স্বীয় শাস্ত্র-শক্তিবশে প্রকৃতি পুরুষাদি শক্তির পরস্পর সংযোগে মহাদাদির ( জীবের ) সৃষ্টি করেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনায় অন্তঃস্থিত ঔপাধিক জীবের ক্রেশ-কর্ষ-বিপাক-আশ্রয়াদি সংস্পৃষ্ট হন না।\* সৃষ্টির পর তিনি স্বয়ংই

অষ্টাখ্যিকল্পে তাবৎ সৃষ্টি রূপ ধারণ করেন, তাহা ওতপ্রোতভাবে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং রাজ্য বৈরাগ্য অরুণত সেবকের পুরস্কার এবং অপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন, তদুপ কৰ্মফল বিধান করেন। পুনরায় প্রলয়কালে আপনাতে সমুদয় সৃষ্টি লয় করিয়া একমাত্র সত্তারূপে অবশিষ্ট থাকেন। তরঙ্গ বৃদ্ধ বৃদ্ধ যেরূপ বিলীন হইয়া সমুদ্রে থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রজালের মায়ী সদৃশ এই কণভঙ্গুর পৃথিবী তাহার প্রয়োজন শেষ হইলে মহা-সমুদ্ররূপেই সেই সত্যে স্থিতি করে। অতএব সেই সং হইতে স্বতন্ত্র কিছুই থাকে না। ঋতি বলিয়াছেন “সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম তচ্ছলানিতি”। ঐন্দ্রজালিক মায়ী-সদৃশ কণভঙ্গুর বিকারজাত সমুদয় সমুদ্রে তরঙ্গ বৃদ্ধদের মত বাহাতে শব্দমাত্র; সূর্য্যকিরণ যেমন সূর্য্যেরই অংশ, তদ্রূপ সকল জীব বাহার অংশ; বাহার সত্তার অধীনেই প্রকৃতি এবং তাহার গুণ ও জীবাদি স্ফুৰ্ত্তি পাইয়া থাকে, যেমন স্বপ্নে বস্তুর প্রকৃততত্ত্বে স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব না থাকিলেও বস্তু দেখা যায়; যিনি স্বতঃ মায়ী, তাহার গুণ এবং জীবাদি হইতে ভিন্ন এবং অতিরিক্ত, ও জীবের লক্ষণবিশিষ্ট নহেন কিন্তু চিন্মাত্র এবং জীবের দোষ বাহাকে স্পর্শ করে না; সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্রয় বস্তুর সূত্রের দ্বারা কার্য্য-কারণ সংঘাতে উৎপন্ন জীব। এই আশ্রয় ব্যতিরেকে ভোক্তা জীব প্রাণাদিসত্তেও জড়তাবারী অনাস্রা হয়। সমুদয় বেদান্তের মহাবাক্যার্থভূত সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মকে শব্দমাদি সাধনসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ‘হিনি আমার আশ্রয়’, ‘তিনিই আমি’ এইরূপে জ্ঞান দ্বারা আশ্রাতে মায়ী, ও জীবের সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক অবিজ্ঞানিত কামনার অহুসারি কৰ্ম্ম এবং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি ক্রয় হইলে এই পৃথিবীতেই সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ঋতিও বলেন ‘তাহার প্রাণ উৰ্দ্ধলোকে গমন করে না। যে সকল মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানতাবশতঃ তদ্বাবে ব্রহ্মের উপাসনা করে, বাহাদের মধ্যে দেবতাব অধিক, বাহার স্ব স্ব ভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহার বিরুদ্ধতাবগুলি পরিত্যাগের উপায় অবলম্বন দ্বারা, ব্রহ্ম হইতে সমাগত জ্ঞানালোক গ্রহণপূর্ব্বক এই মায়াজ্জর ব্রহ্মাণ্ডের অতীত কারণ-ব্রহ্মে মায়ামবলে (বীজশক্তিতে) গমনকরতঃ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে লীলাবতাররূপে পুনঃ পুনঃ সংসারে আবির্ভূত হইয়া ইহলোকেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদিকে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করিলে, অথবা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে মাত্র করিলে, জ্ঞানী ব্যক্তি বিরোধীতাব সকল পরিত্যাগের উপায় অবলম্বনে জীবলোক বা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তাহাই ভোগ করিতে থাকেন এবং দ্বিপর্য্যক কালান্তে জ্ঞানে পরিপক্ব হইয়া ব্রহ্মাদির সহিত মুক্তিলাভ করেন। (” দ্বিপর্য্যক—ব্রহ্মার পরমায়ুঃ) সাধ্যসূত্রে ~~মুখ্য~~ “বিবেকী ব্যক্তির পুনরায়ুত্তি (পুনর্জন্ম) হয় না। (১৮৩)” যদি তাহাই হইত তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্যে অধিকারী হইয়া ব্রহ্মাদিরূপে তাহার আবির্ভাব হইত। সাংখ্যের ৫ম সূত্রে একবার উল্লেখ থাকিলেও পুনরায় তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাইতেছে।



“এই বেদান্তশাস্ত্র জীবতত্ত্ব নিরূপক নহে। যেহেতুক “অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” এই স্তব্ধারা আরম্ভেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বেই ইহার উপসংহার করা হইয়াছে।

‘উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোৎপূর্বতাকলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নিশ্চয়ে ॥’

যথা উপক্রমণিকা তথোপসংহার,

অভ্যাস সতত, অভিনব ফল আর,

অর্থযুক্ত বাক্যসহ উপপত্তি চয়,

এসকল করে গ্রন্থ-তাৎপর্য্য নির্ণয় ॥

এরূপ গ্রন্থতাৎপর্য্য সর্বসম্মত। বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণেই শেষ করা হইয়াছে। সাঙ্খ্যাাদি শাস্ত্রে জীবতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই নিরূপণ অব্যর্থ বলা যায় না, কেন না। পূর্ব মীমাংসাতে যেরূপ কর্তব্য নিরূপণ দ্বারা উপসংহার করা হইয়াছে, সাঙ্খ্যেও তাহাই করা হইয়াছে। সুতরাং মীমাংসিত বিষয়ের পুনরায় আলোচনা করাতে বিষয়ের নতনত্ব নাই। কিন্তু এ গ্রন্থে ব্রহ্ম হইতে জীব অপত্যন্ত এই ভাবে জীব নিরূপণ করাতে সব নিষ্ফল, এ কথা বলা ঠিক নয়। কেন না জীবতত্ত্ব নিরূপণ ইহার উদ্দেশ্য নয়। তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে তাহার মুখ্যার্থ বোধের নিমিত্ত “অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” না হইয়া ‘জীবব্রহ্মের ঐক্য জিজ্ঞাসা’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা-স্তব্ধ সূহীত হওয়াই সম্ভব হইত। পুনরায় আর একটা কথা এই, যদি কোনও সূত্রে অথ-গুতা পরিচ্ছিন্ন উপলব্ধ হয়, তাহাও কথঞ্চিৎ কল্পিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নাই, কেন না, শ্রুত্যাৰ্থ পরিত্যাগ করিলে মুমুক্শুগণ শ্রদ্ধা করেন না।

অজাত, অকৃত যিনি সকলের মূল,

এক অদ্বিতীয় কিন্তু আপনি অমূল,

হেন কেবা আছে তাঁর না লয় শরণ।

বেদান্তেতে ধ্বংসান কে কোথা এমন ॥

বেদান্তের সূত্রগুলি করিয়ে চিত্তন,

সর্বপক্ষ অবিরোধ পেয়ে স্তবীকণ,

যতেক মতের ভেদ নিরসন করি,

এ বেদান্তের সময় দেখুন বিচারি ॥

ইতি তত্ত্ববল্লী দ্বাদশ অধ্যায় ।

## পরিশিষ্ট ।

৭৩০ পৃষ্ঠায় ২৭শের অগ্রঃ ।

জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ, তত্র চ কুরুপাক্ষা-  
লানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ । তস্মৈ হ জনকস্মৈ বৈদেহস্মৈ  
বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃ স্নিদেশাং ব্রাহ্মণানামনুচানতম ইতি । স হ  
গবাং সহস্রমবরুদ্রো দশ দশ পাদা একৈকস্মাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা  
বভূবুঃ । ১

তানু হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা  
উদজতামিতি । তে চ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ । অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ব-  
মেব ব্রহ্মচারিণমুবাচ—এতাঃ, সোম্য, উদজ, সামশ্রবাঃ ইতি তা  
হোদাচকার । তে হ ব্রাহ্মণাশ্চক্রুধুঃ—কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রবী-  
তেতি । অথ হ জনকস্মৈ বৈদেহস্মৈ হোতাশ্চলো বভূব, স হৈনং  
পপ্রচ্ছ—ত্বং নু খলু নো, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মিষ্ঠোহসীৎ ইতি । স হোবাচ  
—নমোবয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্যঃ, গোকাম্য এব বয়ং স্ম ইতি । তং হ  
তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাশ্চলঃ ।

বিদেহরাজ জনক বহুদক্ষিণাবুক্ত অর্থমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে  
ভাঁহার গৃহে কুরু এবং পাক্ষাল দেশীয় বহু পণ্ডিত সম্মিলিত হইরাছিলেন । জনকর  
পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করা হইরাছিল এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেদজ কে ?

রাজর্ষি জনক দশ দশ ‘অর্ণব’মণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট সহস্র গাভী দানের অজ্ঞ বাক্সিয়া  
রাখিয়াছিলেন । এবং তৎকালে ব্রাহ্মণদিগকে সন্মোদন করিয়া বলা হইরাছিল—  
ভগবন্তঃ ! আপনাদের মধ্যে যিনি সর্কাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি এই সকল গো গ্রহণ  
করুন । কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই ধৃষ্টভাবোথে সেই গো গ্রহণ করিতে  
অগ্রসর হইলেন না । অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য “আমি ব্রহ্মজ্ঞ” আপনাকে এরূপ জানাইয়া  
শিষ্যকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, ‘হে সোম্য ! এই গো সকল আমার গৃহে লইয়া  
যাও ।’ শিষ্য ‘বে আজ্ঞা সামশ্রবা’ • বলিয়া গো লইয়া গেলেন । সেই পণ্ডিতমণ্ডলী

• তট সোমবল্লর বলেন, সামশ্রবা বলাতেঃ যাজ্ঞবল্ক্য বে চতুর্বেদী ছিলেন তাহাই প্রমাণিত

তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন কি সাহসে ইনি আপনাকে ত্রিদিষ্ট বলিতেছেন। জনকের পুরোহিত ছিলেন অখল। তিনি বাজবদ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন “বাজবদ্য” তুমি কি আমাদের মধ্যে সত্যসত্যই ত্রিদিষ্ট ? বাজবদ্য বলিলেন আমি ত্রিদিষ্টকে নমস্কার করি। আমি গো সকল পাইতে ইচ্ছা করি। তৎপর জনকের পুরোহিত অখল বাজবদ্যকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।



হইতেছে ; যেহেতুক স্বর্গের হইতে লাম পৃথীত হইয়াছে এবং অথর্কর্ষেণ অপর ত্রিবেদেয় অন্তর্ভূত ;  
বাজবদ্য যে শুধু বজ্রকর্ষেণী ইহা ভাব্যকারের অনুমান।





## APPENDIX I. ( १७२७: )

\* The Fire Walk,\* by Andrew Lang (vol. xv, p. 2.)

This gives instances of an alleged capacity on the part of certain persons under certain circumstances of resistance to the normal effects of fire on the human organism. The phenomenon, if genuine, is not exactly telekinetic, but may rather be regarded as an extended form of motor automatism. Some mediums, especially D. D. Home, are said to have had the same power.

Appendices to chapter IX,

Human Personality, by F. W. H. Myers

Vol. II, Page 555.

---



# উপনিষৎ-সূচিপত্র ।

অর্থাৎ

“ইকাবাং কোন্ উপনিষৎ হইতে শ্লোক গৃহীত হইল তাহার পৃষ্ঠা ও সংখ্যানির্ণয় ।

“ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন-মুণ্ড-মাণ্ডুকা-তিত্তিরিঃ ।

ঐতরেয়ক ছান্দোগ্যং যজুদারণ্যকসুখা ।”

“.....স্বৈতাপ্তঃ.....”

ঈশ ।

	পৃষ্ঠা ।		পৃষ্ঠা ।
ঈশাবাস্তমিঃ সর্বং যৎকিঞ্চ	৪৬১	অত্রদেবাহবিত্ত্বয়াহত্ৰদাহঃ	২
কুর্করেবেহ কৰ্ম্মাণি	”	বিত্ত্বাঞ্চাবিত্ত্বাঃ চ যত্তবেদোত্তরম্	৩
অহুর্গ্যা নাম তে লোকা	৬৬২	অক্ং তমঃ প্রবিশন্তি	”
অনেজদেকং মনসো জবীরো	১১০	অত্রদেবাহঃসন্তবাদিত্ত্বং	৪৬৩
ভদেজতি তন্নৈজতি তদ্রূরে	”	সত্ত্বিকং বিনাশকং	”
যস্ত সৰ্বাণি ভূতাত্মান্	৬৬২	হিরণ্ময়েন পাত্রেণ	১১
যস্মৈ সৰ্বাণি ভূতাত্মান্যেবাত্ত্বং	”	পুষ্পককর্ষে যম সূর্য্য	১২
সপর্গাপাক্ষু ক্রমকারমত্রণম্	১১১	বায়ুরনিলমমৃতমধেনং	”
অক্ং তমঃ প্রবিশন্তি	১	অথে নর সুপথা রায়ে	১৩

কেন ।

খণ্ড ।

খণ্ড ।

১ । কেনেবিতং পততি প্রেষিতং	২১৮	যং পাপেন ন প্রাণিতি যেন	১১৩
প্রোক্তস্ত প্রোক্তং মনসো মনো	”	২ । যদি যন্তলে চুবেদেতি	১১৪
ন ভক্ত চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্	১১২	নাহং নন্তে স্তবেদেতি নো ন	১১৫
যযাচাহনভ্রামিতং যেন	”	যস্তাহমতং তস্ত মতং মতং	”
বগ্ননসঃ ন মমুতে যেনাহংহঃ	১১৩	প্রতিবোধবিদিতং যতমমৃতম্	১১৫
যজ্ঞকৃষা ন পশ্যতি যেন	”	ইহ চেনবেদীদধ সত্যমন্তি	”
যজ্ঞে ত্র্যৈণ ন শৃণোতি যেন	”	৩ । ব্রহ্মহ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্ত	১৩



খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।	খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।
তৈজস্ব্যং বিজ্ঞেয়ং তেভ্যো হ	১৪	স তস্মিন্নেবাঁকাশে	১৪
তেহগ্নিমক্রবন্ জাতং বেদ	"	৪। সা তস্মৈতি হোবাচ ব্রহ্মণো	"
তদভ্যাদ্রবত্তমভাবদং	"	তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরাম্	"
তাস্মৈত্বগ্নি কিং বীৰ্য্যমিত্যপীনং	"	তস্মাদ্বা ইন্দ্রোহতিতরাম্	১৫
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদহেতি	"	তস্মৈশ্ব আদেশো যদেতদ্বিহত্যঃ	"
অথ বায়ুমক্রবন্ বায়বে	"	অথাধাঅং যদেতদগচ্ছতীৰ	৪৬৪
তদভ্যাদ্রবত্তমভাবদং	"	তদ্ধ তদনং নাম তদ্বনম্	"
তস্মৈত্বগ্নি কিং বীৰ্য্যম্	"	উপনিষদং তো জ্ঞানীহ্যক্তা	৪৬৫
তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতৎ	"	তস্মৈ তপো দমঃ কশ্মেতি	"
অথেন্দ্রমক্রবন্ময়বয়েতদ্	"	যো বা এতামেবং বেদাহপহত্য	"

## কঠ ।

বল্লী ।		বল্লী ।	
১। উশন্ হ বৈ বাজশ্রবণঃ	২২২	এষ তেহগ্নিন্ চক্রেতঃ স্বর্গো	২২৩
তহ কুমারম্ সন্তং দক্ষিণাস্থ	"	বেদশ্রেষ্ঠতে বিচিকিৎসা	"
পীতোদক। অন্ধতৃণ। ছুদ্ধদোহ।	"	দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুন্নঃ	"
স হোবাচ পিতরঃ তত কস্মৈ মাং	"	দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল	"
বহুনামেমি প্রথমো বহুনামেমি	"	শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রাশ্বনীষ	২২৪
অহুপশ্ব যথাপূর্বে প্রতিপশ্ব	"	এততুল্যং যদি মন্ত্রণে বরং	"
বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো	"	যে যে কামা ছল্গতা মর্ত্যলোকে	"
আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতঃ স্ননুতাং	"	আভির্মৎ প্রভাতিঃ পরিচারয়স্ব	"
তিস্রো রাজীর্যদবাংসীর্গৃহে	"	খোভাবামর্ত্যস্ত যদন্তকৈতৎ	"
শান্তসকলঃ স্নমন। যথাস্তাদ্বীতমনুঃ	"	ন বিন্তেন তর্পণীয়ো মহুযো	"
যথা পুরস্তান্ডবিতা প্রতীতঃ	"	অজীর্যাতামমৃতানামুপেত্য	"
স্বর্গে লোকে ন ভয়ং (২২৩) ৬৬৩		যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো	২২৫
স স্বমগ্নিঃ স্বর্গামধো'ষ ভূত্যো	২২৩	২। অজ্ঞেদ্রোহন্তাহুতৈব প্রেয়ঃ	৩০১
প্র তে ব্রবীমি তহ মে (৩২)	"	শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মহুযামেতন্তৌ	"
লোকাদিমগ্নিঃ তদুবাচ (২২)	"	স স্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ	"
তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো	"	দুর্মমেতে বিপরীতে বিবৃঢ়ী	"
ত্রিগাচিক্রেতস্তিভিরেত্য (৩২)	"	অবিজ্ঞানামন্তরে বর্তমানাঃ	৪
ত্রিগাচিক্রেতস্তস্যাস্তদ্বিদিদ্বা	"	ন সাম্প্রায়ঃ প্রতিভাতি বালং	৩০৩

বলী ।	পৃষ্ঠা ।	বলী ।	পৃষ্ঠা ।
শ্রবণরাপি বহুভির্গো ম লভাঃ	৩০৩	যচ্ছেষাশ্বনসী প্রাক্তন্তং	৩১০
ম নরেণাবরেণ প্রোক্তএষ	"	উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য	"
নৈবা তর্কেণ মতিরাপনেয়াঃ	"	অশক্যম্পর্শমরূপমবায়ং	২২১
জানামাহং শেখরি তানিতাং ১৮।৩০৩	৪	৪। পরাধি খানি বাতৃণং স্বয়ম্ভুঃ	২২২
কামশ্রাণ্ডিং জগতঃ পতিষ্ঠাং	"	পর্যচঃ কামাননুযুক্তি বালান্তে	৬৬৪
তং হৃদিশং গুঢ়মহু পবিষ্টং	২১৯	যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্	৩১৬
এতচ্ছ্রুত্যা সংপরিগৃহ্য মর্ত্যাঃ	৩০৬	স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তং চোভৌ	"
অত্রাত্র ধর্মাদত্রাধর্ম্যাং	"	যইমং মধ্বদং বেদ আশ্রয়ানং	"
সর্কে বেদা যৎপদমামনস্তি	৪১	যঃ পূর্বে তপসোজাতমদ্ভাঃ	৪৬
এতচ্ছোবাক্ষরং ব্রহ্ম	"	যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতঃ	"
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং	৪২	অরণ্যানিহিতৌ জাতবেদা	৪৭
ন জায়তে ত্রিযতে বা	৩০৭	যতশ্চোদেতি সূর্যোহস্তং যত্র চ	"
হস্তা চেম্মততে হস্তম্	"	যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদব্রিহি	১৯৭
অণোরণীয়ায়হতো মহীমান্	"	মনসৈবেদমাপ্তবাং নেহ নানাস্তি	"
আসীনৌ দূরং ব্রজতি শর্যানৌ ৩০৮	৩০৮	অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আশ্রয়নি	২৪৮
অশরীরঃ শরীরেধনবহুধ্ববহিতম্	"	অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিব	"
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভো	২২০	যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্কতেষু	৬৬৪
নাবিরতো হৃশ্রিতরাশাষ্টো	"	যথোদকং শুক্রে শুক্রেমাসিক্রং	"
যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে	"	৫। পুরমেবাদপবারমজ্ঞাতব্রহ্মচেতসঃ	৪৬৭
। ধাতং পিবন্তৌ স্কৃতশ্চ লোকে	৩০৯	হংসঃ শুচিবদ্বহরন্তরিক-	৪৯
যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম	"	উর্কং প্রাণমুন্নয়তাপানং	৬১৭
আশ্র্যানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং	৩১০	অশ্রু বিশ্রংসমানশ্র শরীরতত্ত্ব	"
ইন্দ্রিরাপি হয়ানাহবিষয়াংস্তেষু	"	ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো	"
যন্তবিজ্ঞানবান্ ভবতায়ুস্তেন	"	হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং	৬৬৫
যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুস্তেন	"	যোনিমধ্যে প্রপত্তস্তে শরীরত্বঃ	"
যন্তবিজ্ঞানবান্ ভবতামনস্	"	য এষ মুণ্ডেযু জাগর্তি কামং	২২৩
যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্	"	অগ্নির্ধৈথিকো ভুবনং প্রবিষ্টো	"
বিজ্ঞানসারধিযন্ত মনঃপ্রগ্রহবারয়ঃ	"	বায়ুর্ধৈথিকো ভুবনং প্রবিষ্টো	"
ইন্দ্রিয়েভাঃ পরা হৃথী অর্পেভ্যশ্চ	"	সূর্যো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ৰঃ	২২৪
মহতঃ পরমবাক্তমব্যাক্তং পুরুষঃ	"	একো বশী সর্বভূতান্তরাশ্রা	"
এষ সর্কেষু ভূতেষু গুঢ়াশ্রা ন	"	নিত্যোহনিত্যানং চেতনঃ	"

বলী ।	পৃষ্ঠা ।	বলী ।	পৃষ্ঠা ।
তদেতদিত্তি মজ্জন্তেহনিদেত্তং	১২৮	ন সন্দেশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত	৩৬৯
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং	"	বদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি	"
৩। উর্জমূলোহবাক্ষাধ এবোহখণ্ডঃ	১২৯	তাং যোগমিত্তি মজ্জন্তে	৪৬৭
কদিদং কিঞ্চজগৎ সর্বং প্রাপে	২০০	নৈব কচা ন মনসা	"
ভয়াদভ্যগ্নিতপতি ভয়ান্তপতি	"	অস্মীতোবোপলকবাস্তবভাবেন	"
ইহ চেন্দশকণ্ঠেজুং প্রাক্	৬২৬	বদা সর্বে প্রমুচান্তে কামাঃ	"
বধা দর্শে তপাশ্মনি বধা যুগ্মে	"	বদা সর্বে প্রাতিভন্তে হৃদয়ন্তে	৪৬৮
ইন্দ্রিরাণঃ পৃথগ্ভাবয়দয়ান্তমহৌ	"	শতকৈকা হৃদয়ন্ত নাভাঃ	৬৬৮
ইন্দ্রিয়েভাঃ পরং মনো মনসঃ	"	অমুষ্ঠমাত্রঃ পুরুবোহস্তরাত্মা	৬৬৯
অব্যক্তাত্ম পরঃ পুরুষো	"	মৃত্যুপ্রোক্তাঃ নাচিকতোহথ	"

প্রশ্ন ।

প্রশ্ন ।		প্রশ্ন ।	
১। সূকেশা চ ভারবাহঃ শৈবাশ্চ	৩৯৯	ভানু বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ	৪০২
তান্ হ স ঋষিরবাচ ভূয় এক	"	তেহ প্রজ্ঞানান্ বভূবুঃ সোহতি	"
অথ ককদী কাত্যায়ন উপত্য	"	এবোহমিত্তপত্যেব সূর্য্য এব	"
তস্মৈ স হোবাচ প্রজ্ঞাকামো	"	অয়া ইব রথনাতৌ প্রাণে	"
আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রসিরেব	"	প্রজ্ঞান্ধস্তচরসি গর্তে যমেব	"
অখাদিত্য উদয়ন্তং প্রাণিঃ দ্বিধং	"	দেবানামসি বহুতমঃ পিতৃণাং	"
স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ	"	ইন্দ্রঃ প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি	"
বিশ্বরূপঃ হরিণং জাতবেদসং	"	বদা ত্বমভিবর্ষত্থেমাঃ প্রাণ তে	৪০৩
সংবৎসরে বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ	৬৭০	ত্রাতাত্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরতা	"
অখোত্তরেন তপসা ব্রহ্মচর্যেণ	"	বা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা	"
পঞ্চপাদং পিতরং বাকশাকৃতিং	"	প্রাণসোদনং বশে সর্বং ত্রিদিবে	"
মাসো বৈ প্রজ্ঞাপতিস্তত	"	৩। অথ হৈনং কৌশল্যাশ্চাখ্যায়নঃ	৪০৫
অঃহোরাত্রো বৈ প্রজ্ঞাপতিস্তত	৬৭১	তস্মৈ স হোবাচাতি প্রশ্নান্	৪০৬
অন্নং বৈ প্রজ্ঞাপতিস্ততো	"	আশ্মান এক প্রাণো জায়তে	"
ভজে হ বৈ তৎপ্রজ্ঞাপতিস্ততং	"	বধা সম্রাড্ভবাকৃতা বিনিযুক্তে	"
তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো	"	পাদুপেহুহপানং চক্ষুঃপ্রোজে	"
২। অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ	৪০২	হৃদি হেব আত্মা অজৈতদেকশতং	"
তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ	"	অধৈকরোক্ত উদানঃ পুণ্যেন	"

প্রশ্ন ।	পৃষ্ঠা ।	প্রশ্ন ।	পৃষ্ঠা ।
আদিত্যো হ বৈ বাহুঃ প্রাণঃ	৪০৬	৫। অথ হৈনং শব্যঃ সত্যকামঃ	৪৩
তেজো হ বা উদানন্তম্যং	"	তন্মৈ স হোবাচ এতন্মৈ সত্যকাম	"
যচ্চিস্তত্তেনৈব প্রাণমায়ান্তি	"	স যজ্ঞকমাত্রমতিধারীত	"
য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ	"	অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি	"
উৎপত্তিমারুতিং স্থানং	৪০৭	যঃ পুনরুতং ত্রিমাত্রেণ	"
৪। অথ হৈনং সৌধারণো গার্গ্যঃ	৫০	তিস্তো মাত্রা মুচ্যমানতঃ	"
তন্মৈ স হোবাচ যথা গার্গ্যম্	"	ঋগ্ভিরুতং যজুর্ভিরন্তরিকং	"
প্রাণায়ম এবেভস্মিন্ পুরে	"	৬। অথ হৈনং কুশো ভারদ্বাজঃ	২২৬
যজ্ঞকুপসনিষ্যাসাবেতাবাহতী	"	তং ত্রাং পৃচ্ছামি কাসৌ	"
অত্রৈব দেবঃ যপ্পে মহিমানম্	"	স ঈক্ষাক্রক্রে কশ্মিরহম্	২২৭
স যদা তেজসাত্ত্বভূতো ভবতি	"	স প্রাণমমৃজত প্রাণাক্রুচ্ছাং	"
স যথা সোমো বর্যাসি	"	স যথোমা নথঃ স্তন্যমানাঃ	"
পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা	৫১	অত্রা ইব রথনাতৌ কলাঃ	"
এব হি ত্রষ্টী স্রষ্টা স্রোতা	"	তান্ হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ	"
পরমেবাঙ্করং প্রতিপত্ততে	"	তে তমর্চয়ন্তস্ব নঃ পিতা	"
বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্গৈঃ	"	—	
		মুণ্ডক ।	

মু. খণ্ড ।

মু. খণ্ড ।

১১। ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবত্শ	৪	এতেষু যশ্রতে ব্রাহ্মজানেষু	৪৭৯
অথর্কণে বাৎ প্রবদেত ব্রহ্মা	"	এহেহীতি তমাহতরঃ	"
শোনকোহ বৈ মহাশালো	৫	প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা	৬
তন্মৈ স হোবাচ দে বিজ্ঞে	"	অবিজ্ঞারাং বহুধা বর্তমানা	"
জন্মাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বৈদঃ	"	ইষ্টাপূজং মন্তমানাবরিতং	৭
যত্তদ্রেশ্বমগ্রাহমগোত্রম্	৩৩৬	তপঃশ্রদ্ধে য়ে জ্ঞাপয়ন্ত্যারণ্যে	৬৭৩
যথোর্ণনাভিঃ স্কন্ধতে গৃহ্মতে	"	পরীক্ষা লোকান্ কর্মস্চিহ্নান্	৪৭১
তপসা চীরতে ব্রহ্ম	"	তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্	৪৭২
যঃ সর্বজঃ সর্ববিজ্ঞস্ত	"	২১। তদেতৎ সত্যং যথা সূদীপ্তাং	৩৩৯
১২। তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মণি	৪৬৯	দ্বিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স	২২৯
যদা লেলারতে হৃচ্চিঃ	"	এতন্মাজ্জারতে প্রাণোমনঃ	৩৪৫
যত্মাধিহোত্রমদর্শম্	"	অগ্নিসূক্তা চক্ষুরী চক্রেহর্ষৌ	"
কালী করালী চ মনোজবা চ	"	তন্মাদমিঃ সমিথো যশ	"

মু. খণ্ড।	পৃষ্ঠা।	মু. খণ্ড।	পৃষ্ঠা।
তন্মাদৃচঃ সামঘজ্জ্বলী দীক্ষা	৩৪০	প্রাণো হোষ যঃ সর্বভূতৈ-	২৪৯
তন্মাদৃচ দেবা বহুধা সম্প্রসূতা	"	সত্যো ন লভ্যন্তপসা হোষ	২৩১
সপ্ত পাণাঃ প্রভবন্ত তন্মাং	"	সত্যমেব জয়তে নানৃতং	৬৭৫
অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বৈ	"	বৃহচ্চ তদ্বিবামচিস্ত্যরূপম্	২০৩
পুরুষ এবেনং বিধং কৰ্ম	৩৪১	ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা	২৩২
২১২। আবিঃ সন্নিহিতং গুহ্যচিরমাম	২০১	এষোহগুরাত্মা চেতসা	"
যদর্চিমত্তদগুভোহগু চ	"	যং যং লোকং মনসা	৬৭৬
ধনুর্গৃহীতৌপনিষদং মগাস্তং	৪৭৩	৩১২। স বেদেতৎপরমং ব্রহ্মদ্যম	৬৭৭
প্রাণবো ধনুঃ শরোহাত্মা ব্রহ্ম	"	কামান্ যঃ কাময়তে মত্তমানঃ	"
অগ্নিন্ ত্র্যোঃ পৃথিবী	২৩০	নাগ্নমাত্মা প্রবচনেন	৪৭৪
অরা ইব রথনাভৌ সংহতা	"	নাগ্নমাত্মা বলহীনেন	"
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্যুত্ৰৈষ	৮২	সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়ে জ্ঞানতৃপ্তাঃ	"
ভিগ্নতে হৃদয়গ্রহিষ্টিহৃদয়ে	৬৭৪	বেদান্তবিজ্ঞানশ্রুতিশ্চিৎতাঃ	"
হিরণ্ময়ে পরে কোসে বিরজং	২০২	গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ	৬৭৮
ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-	১৯৮	যথা নভঃ স্ত্রুদমানাঃ	"
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরতাদব্রহ্ম	১০২	স যো হ বৈ তৎ পরমম্	"
৩১১। স্বা স্পর্শা সযজ্ঞা সখায়া	৩৮	তদেতদ্ভাভাক্রমম্	৪৭৬
সমানেন বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো	"	তদেতৎ সত্যামৃষিরজিরাঃ	৪৭৭
যদা পশুঃ পশুতে রুদ্রবর্ণং	২৪৯		

### মাণ্ডুক্য।

ওমিতোতদক্ষরমিদং সর্বম্	৪৪।৭০	নাস্তুঃ পজ্ঞং ন বহিঃ পজ্ঞম্	৭০
সর্বং হেতদব্রহ্মা হ্যমাত্মা	" "	সোয়মাত্মাহ্যাক্ষরমোক্ষারঃ	"
জাগরিতস্থানো বহিঃ পজ্ঞঃ	"	জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো	"
অপ্নস্থানোহিস্তঃ পজ্ঞঃ	"	অপ্নস্থানৈজ্ঞস উকারো	"
যত্র স্পষ্টো ন কঞ্চন কামম্	"	স্বপ্নস্থানঃ পাজ্ঞো মকারঃ	"
এষ সর্বৈশ্বর্য এব সর্বজ্ঞঃ	"	অমাত্রশ্চতুর্থো হ্যবাবহার্য্যঃ	"

### তিত্তিরি।

বল্লী অম্ববাক।

বল্লী অম্ববাক।

১১১। শ্লো মিত্রঃ শং বরুণঃ

১৯

১১২।

ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাশ্রামঃ

৪৮৪

বল্লী অনুবাক ।	পৃষ্ঠা ।	বল্লী অনুবাক ।	পৃষ্ঠা ।
১৩ । সহ নৌ যশঃ সহ নৌ ব্রহ্ম-	৪৭৭	২১৪ । যতো বাচো নিবর্তন্তে	৭৪
অথাধিলোকম্ পৃণিবী	,,	তস্মাদ্৷ এতস্মাৎ মনোময়ীং	,,
অপাধিজ্যোতিষম্ অগ্নিঃ	,,	২১৫ । বিজ্ঞানং যজ্ঞং তদুত্তে	,,
অথাধিবিজ্ঞাম্ আচার্য্যঃ	,,	তস্মাদ্৷ এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়ীং	,,
অথাধি প্রজন্ম মাতা	,,	২১৬ । অস্নেব ভবতি অসদ্-	৭৫
অথাধ্যাত্মম্ অধরা হনুঃ	,,	অথাতোহনু গম্নাঃ উতা-	৩৪৩
ইতীমা মহাসংহিতাঃ	৪৭৮	(সোহ কাময়ত বহু শ্রাং)	
১৪ । যচ্ছন্দস্যমুষভোবিশ্বরূপঃ	,,	তদনু পবিত্রসচ্চ	৩৪৪
(কুর্ক্সাণাহচৌরমাত্মনঃ		২১৭ । অসদা ইদমগ্র আসীৎ	৩৪৬
যশোজনে হসানি স্বাহা )		যদ্বৈতং সূকৃতং রসো বৈ সঃ	২০৪
১৫ । ভূভূবঃ স্রবরিত্তি বা এতা-	,,	যদা হৌবৈষ এতস্মিন্	৬৭৯
(মহ ইত্যাদিত্যঃ আদিতোন	২১৮	ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষো-	১৯
মহ ইতি ব্রহ্ম ব্রহ্মণা বাব)		স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসা-	৬৮০
১৬ । স য এবোহস্তর্জদয় আকাশঃ	৪৭৯	২১৯ । যতো বাচো নিবর্তন্তে	,,
(স্রবরিত্তাদিত্যে মহ ইতি)		(তৎ হ বাব ন তপতি )	
এতত্তো ভবতি আকাশ	২৫১	৩১ । ভৃগুর্বে বারুণিঃ বরুণঃ (২০৫)৪৯১	
১৭ । পৃথিব্যস্তরিকং জ্যোতিশো	৪৭৯	যতো বা ইমানি ভূতানি	২০৫
১৮ । ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতীদম্	৪৪	৩২ । অগ্নং ব্রহ্মেতি বাজ্ঞানাং	৪৯১
১৯ । ঋতঞ্চ স্বাধ্যায় পবচনে চ	৪৮৭	৩৩ । প্রাণো ব্রহ্মেতি বাজ্ঞানাং	,,
১১০ । অহং বৃক্ষস্ত রেব্রিবা কীর্তিঃ	৪৮৮	৩৪ । মনো ব্রহ্মেতি বাজ্ঞানাং	,,
১১১ । বেদমনুচ্যচার্য্যোহস্তেবাসিনম্	,,	৩৫ । বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বাজ্ঞানাং	৪৯২
(দেবপিতৃকার্য্যভ্যাং ন		৩৬ । আনন্দো ব্রহ্মেতি বাজ্ঞানাং	,,
নো ইতরাণি যে কে		৩৭ । অগ্নং ন নিন্দ্যাং তদব্রতম্	,,
যে তত্র ব্রাহ্মণা সংমর্শিনঃ )		৩৮ । অগ্নং ন পরিচক্ষাত ভদ্রতম্	,,
২১ । ওঁ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম্	২০৩	৩৯ । অগ্নং বহু কুর্ক্সীত তদব্রতম্	,,
তস্মাদ্৷ এতস্মাদাত্মনঃ	৩৪২	৩১০ । ন কঞ্চন বসতো	৪৯৩
স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ	৭৩	য এবং বেদ ক্ষেম ইতি	,,
২২ । অন্নাতৈব প্রাণাঃ প্রজায়ন্তে যাঃ	,,	যশ ইতি পশুযু	,,
তস্মাদ্৷ এতস্মাদন্নরসময়ীং	,,	তন্মম ইতু্যাপাসীত নম্যন্তে	,,
২৩ । প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি	৭৪	স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চা-	৬৮২
তস্মাদ্৷ এতস্মাৎ প্রাণলয়াং	,,	(হাওবু হাওবু হাওবু অহমন্ন )	



প্রপাঠক পঙ ১	পৃষ্ঠা ১	প্রপাঠক পঙ ১	পৃষ্ঠা ১
নৈবৈতেন সুরতি ন হুর্গন্ধি	৪১০	নকদ্রাণোবর্ক্ চক্রমাঃ	৬৮৪
তৎ হাঙ্গিমাউদগীধমুপাসাং	„	অথ যদেতদাদিত্যস্ত গুরুঃ	„
তেন তৎ হ বৃহস্পতিকদগীধম্	„	অথ যদেবৈবভদাদিত্যস্ত (৮৩)	„
তেন তৎ হাহরাস্তমুদগীধম্	„	তস্ত যথা কপাসাং	„
তেন তৎ হ বকোদালভ্যো	৪১১	তস্তর্ক্ চ সাম চ	৬৮৫
আপাতা হ বৈ কামানাং	„	১৭। অথাধ্যায়ঃ বাগেবর্ক্	„
১৩। অথাধিবৈবতম্ ব এবাংসো	৫০১	চক্রেবর্ক্ আত্মা সাম	„
সমান উ এবাংস চাংশো	„	গ্ৰোত্রেমেবর্ক্ মনঃ সাম	„
অথ থলু ব্যানম্	„	অথ যদেতদক্ষঃ গুরুঃ ভাঃ	„
যা বাক্ সর্ক্ তস্মাদ্-	„	অথ ব এবোহস্তরক্ষিণি (৮৪)	„
অতো যান্ত্রস্থানি কৌর্যবস্তি	„	স এব যে চৈতস্মানবীক্ষো	„
অথ থলুদগীধাক্ষরাণ্যুপাসীত	„	অথ ব এতদেবঃ বিদ্বান্	„
জ্যোত্রেবোদস্তরীকং গীঃ	৫০২	অথানেনৈব যে চৈতস্মাং	„
অথ অরাসীঃ সমুক্তিরূপ-	„	কং তে কামমাপ্রানীতোষ	„
বস্ত্রামৃচি তামৃচং যদাধেয়ং	„	১৮। ত্রয়োহোকপীণে কুশলাবভূবুঃ	৬৮৯
যেন ছন্দসা স্তোযান্	„	তথোতি হ সমুপবিবিশুঃ	„
যং দিশমভিষ্টোষ্যন্	„	স হ শিলকঃ শালাবত্যাঃ	„
আত্মানমন্তত উপমৃত্য	„	কা সামোপগতিরিতি স্বরঙিতি	„
১৪। ওমিত্যেভদক্ষরমুপাসীতো	৫০৫	অপাং কা গতিরিত্যাসৌ	„
দেবা বৈ মৃত্যোবিভাতস্মরীঃ	৫০৬	তৎ হ শিলকঃ শালাবত্যাঃ	„
তানু তত্র মৃত্যুর্গথা মংস্তম্	„	হস্তাহমেতত্তগবন্তো	„
যদা বা ঋচমাপ্রোত্যোমিত্যে-	„	তৎ হ প্রবাহণো জৈবলিকৃবাচ	„
স য এতদেবঃ বিদ্বানক্ষরম্	„	১৯। অস্ত্র লোকস্ত কা (৮৫)	„
১৫। অথ থলু ব উদগীধঃ	৫০৭	স এব পরো বরীয়ান্	৬৯০
এতমু এবাহমভাগাসিবাং	„	তৎ হৈতমতিধবা শৌনকঃ	„
অথাধ্যায়ঃ য এবাংসঃ	„	তথামুয়িন্ন্রোকে লোক ইতি	„
এতমু এবাহমভাগাসিবাং	„	১১১। অথ হৈনং বজ্রমান উবাচ	৪১৫
অথ থলু ব উদগীধঃ	৫০৮	স হোবাচ ভগবন্তং বা	„
১৬। ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতং	৬৮৪	ভগবাত্বেব মে সর্কৈ-	„
অন্তরিক্ষমেবর্গাশ্বঃ সাম	„	অথ হৈনং প্রোক্তোভোপদসাদ	„
জ্যোত্রেবর্গাদিত্যঃ সাম	„	প্রাণ ইতি হোবাচ (৮৬) ৪১৫	„



প্রাণাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।	প্রাণাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।
অথ হৈনমুদগাভোপসসাদ	৪১৫	বহুদিত্তি স উদগীথো	৫১৭
আদিত্য ইতি হোবাচ	"	হুঙ্কেহৈম্ব বাগ্গোহং	"
অথ হৈনং প্রতিহন্তোপসসাদ	৪১৬	২১২। অথ খন্ডমুদিত্তাম্	"
অন্নমিত্তি হোবাচ সর্বাণি	"	তন্নিম্নমানি সর্বাণি	"
১১২। অধাতঃ শৌব উদগীথ-	৫১০	অথ যং প্রথমোদিত্তে সঃ	"
তস্মৈ স্বা খেতঃ প্রাহুর্ভূব	"	অথ যং সঙ্গববেলারঃ সঃ	"
তান্ হোবাচেহৈব মা	"	অথ যং সম্প্রতি মথান্দিনে	"
তে হ যথৈবেহ বহিষ্পবমানেন	"	অথ বদুর্জং মথান্দিনাং	"
ওঁমদাতমোংও পিবাও মোং	"	অথ বদুর্জমপরাহুং	"
১১৩। অয়ং বাব লোকো হা	৫১১	অথ যং প্রথমাস্তমিত্তে	"
আদিত্য উকারোনিহবঃ	"	২১০। অথ খন্ডাশ্বস্মিত্তমতি-	"
অনিরুক্তস্তয়োদশঃ স্তোভঃ	"	আদিত্তিত্তি দ্যাকরং	৫১৮
হুঙ্কেহৈম্ববাগ্গোহং যো	"	উদগীথ ইতি ত্র্যাকরম্	"
২১১। সমস্তস্ত খলু সায় উপাসনম্	৫১৩	নিধনমিত্তি ত্র্যাকরম্	"
তদুতাপ্যাহঃ সাত্বৈনমুপা-	"	একবিংশত্যান্দিতাম্	"
অথোতাপ্যাহঃ সাম নো	"	আপ্পোতি হাদিত্যস্ত জয়ম্	"
স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু	"	২১১। মনো হিকারো বাক্	"
২২২। লোকেষু পঞ্চবিধঃ	৫১৫	স য এবমেতং গায়ত্রম্	"
অথাবুত্তেবু তৌহিংকারঃ	"	২১২। অভিমম্বতি স হিকারো	"
কল্পন্তে হাট্মৈ লোকাঃ	"	স য এবমেতত্ত্রয়স্তরমমৌ	"
২১৩। বুঠৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত	৫১৬	২১৩। উপমন্ত্রয়তে স হিকারো	"
উদগ্গাহাতি তন্নিধনং বর্ষতি	"	স য এবমেতদ্বামদেবাং	"
২১৪। সর্বাশ্বস্তু পঞ্চবিধং	"	২১৪। উত্তনু হিকার উদিতঃ	৫১৯
ন হাপ্সু গৈতাপ্সু মান্	"	স য এবমেতং বৃহদাদিত্যো	"
২১৫। ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত	"	২১৫। অবাভ্রাণি সংপ্রবন্তে স	"
কল্পন্তে হান্না ঋতবঃ	"	স য এবমেতদৈকরূপং পঙ্কজন্তে	"
২১৬। পশুযু পঞ্চবিধং সামোপাসীত	"	২১৬। বসন্তো হিকারো গ্রীষ্মঃ	"
ভবন্তি হান্ত পশবঃ পশুমান্	"	স য এবমেতং বৈরাজম্	"
২১৭। প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীকঃ	"	২১৭। পৃথিবী হিকারোহুত্তরিকং	"
পরোবরীকো হান্ত ভবতি	"	স য এবমেতাঃ শকর্ধ্যো	"
২১৮। অথ সপ্তবিধস্ত বাচি	"	২১৮। অজা হিকারোহুবয়ঃ প্রস্তাবো	"

প্রাণিক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।	প্রাণিক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।
স য এবমেতারেবতাঃ পশুযু	৫১৯	এব বৈ যজমানান্ন লোক	৫৩৬
২।১৯ । লোম হিকারঙ্ক প্রস্তাবো	৫২০	তস্মা আদিত্যাশ্চ বিধে চ	"
স য এবমেতত্তজ্জাযজীরম্	"	৩। ১। সৌ বা আদিত্যো	৫৩৯
২।২০ । অর্ঘ্যহিকারো বায়ুঃ প্রস্তাবঃ	"	তস্মা যে প্রাকো রশ্ময়স্তাঃ	"
স য এতজ্জাজনং দেবভাসু	"	এতমুখেনমভ্যতপন্	"
২।২১ । জরী বিপ্রা হিকারঙ্কঃ	"	তদ্যক্ষরতদাদিত্যমভিতো	"
স য এবমেতৎ সাম সর্কস্বিন্	"	৩। ২। অথ যেহস্ত দক্ষিণা রশ্ময়স্তাঃ	"
তদেন্দ্র মোকো যানি পঞ্চধা	"	তানি বা এতানি যজ্ঞুঃষোতং	"
( যত্বেদেদ স বেদ সর্কস্ব )	"	তদ্যক্ষরতদাদিত্যমভিতো	"
২।২২ । বিনদি সায়ে বৃণে	"	৩। ৩। অথ যেহস্ত প্রত্যক্ষো রশ্ময়স্তা	"
অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানি	"	তানি বা এতানি সামান্ত্রোতম্	"
সর্কস্বরা ইন্দ্রস্তাঃশ্বনঃ	৫২১	তদ্যক্ষরতদাদিত্যমভিতো	৫৪০
অথ যত্বেদমুখমহপালভেত	"	৩। ৪। অথ যেহস্তোদাকো রশ্ময়স্তাঃ	"
সর্কস্বরা ঘোষবন্তো	"	তে বা এতৈহর্ষর্ষাঙ্গিরসঃ	"
২।২৩ । জয়ো ধর্ম্যস্বক্কা যজ্ঞাধারনং	৫৩৩	তদ্যক্ষরতদাদিত্যমভিতো	"
প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ	"	৩। ৫। অথ যেহস্তোদাকো রশ্ময়স্তাঃ	"
তাশ্চত্ব্যতপন্তে গোভি-	"	তে বা এতে গুহা আদেশাঃ	"
২।২৪ । ব্রহ্মবানিনোবদন্তি	৫৫৫	তদ্যক্ষরতদাদিত্যমভিতো	"
ক তর্হি যজমানান্ন লোকঃ	"	তে বা এতে রসানাম্ রসা	"
পুরা প্রাতরমুখাকস্তোপা-	"	৩। ৬। তস্মাৎ প্রথমমমৃতং তদসবঃ	"
লোকতদ্বারমপাবাওর্ণু৩৩	"	ত এতদেব রূপমভিসংবিশ-	"
অথ জুহোতি নমোহগ্নয়ে	"	স য এতদেবমমৃতং বেদ	"
অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ	"	স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাৎ	"
পুরা মাধানিনস্ত	"	৩। ৭। অথ যদ্বতীরমমৃতম্	"
লোকতদ্বারমপাবাওর্ণু৩৩	"	ত এতদেব রূপমভিসংবিশ-	৫৪১
অথ জুহোতি নমো বারবে	"	স য এতদেবমমৃতং বেদ	"
অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ	"	স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাৎ	"
পুরা ভূতীরসবনস্তোপাকরণাৎ	"	৩। ৮। অথ যদ্বতীরমমৃতং তদাদিত্যঃ	"
লোকতদ্বারমপাবাওর্ণু৩৩	৫৩৬	ত এতদেব রূপমভিসংবিশ-	"
আদিত্যমথ বৈশ্বদেবম্	"	স য এতদেবমমৃতং বেদ	"
অথ জুহোতি নমো	"	স যাবদাদিত্যো দক্ষিণতঃ	"

প্রাণাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।	প্রাণাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।
৩৯। অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তদ্ব্যকৃতঃ	৫৪১	৩৯৪। সৰ্ব্বং ধৰ্ম্মিণং ব্রহ্ম	২০
ত এতদেব রূপমভিসংবিশ-	"	মনোবহঃ প্রাণশরীরো	২৫২
স য এতদেবমমৃতং বেদ	"	এবম আত্মাহুর্হৃদয়ে	"
স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাৎ	"	সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ	"
৪১০। অথ যৎ পঞ্চমমৃতং তৎ	"	৩১৫। অন্তঃকোদরঃ কোশোভূমি	৫৫১
ত : তদেব রূপমভিসংবিশ-	৫৪২	তস্ত প্রাচীদিগ্জ্জহ্নানাম	৫৫২
স য এতদেবমমৃতং বেদ	"	অরিষ্টঃ কোশঃ প্রাপত্তে	"
স যাবদাদিত্য উত্তরতঃ	"	স যদবেচং প্রাণং প্রাপত্তে	"
৩১১। অথ তত উর্দ্ধ উদেক্য	"	অথ যদবোচং ভূঃ প্রাপত্তে	"
ন বৈ তত্র ন নিলোচ	"	অথ যদবোচং ভুবঃ প্রাপত্তে	"
ন হ বা অস্মা উদেতি	"	অথ যদবোচং স্বঃ প্রাপত্তে	"
তদ্বৈতদ্বন্ধা প্রজাপতম	"	৩১৬। পুরুষা বাব যজ্ঞস্তত্ত্ব	"
ইদং বাব তজ্জ্ঞোষ্ঠান	"	তং চেদেতন্নিব্বয়সি	"
নাশ্রুত্বৈ কঠৈশ্চন যত্মপি	"	অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশৎ	"
৩১২। গায়ত্রী বা ইদং সৰ্ব্বং ভূতং	৮৬	তঃকোদেতন্নিব্বয়সি কিঞ্চিং	"
যা বৈ সা গায়ত্রীং বাব	"	অথ যানন্তুচত্বারিংশৎ	৫৫৩
যা বৈ সা পৃথিবীং বাব সা	"	তঃকোদেতন্নিব্বয়সি কিঞ্চিং	"
যদ্বৈতৎ পুরুষে শরীরমিদং	"	এতন্ময় বৈ তদ্বিবানাহ	"
সৈষা চতুষ্পদা যজুর্বিধা	"	৩১৭। স যদশিশিষতি বৎ	"
তাবানন্ত মতিমা ততো	"	অথ যদশ্শাতি যৎপিবতি	"
যদ্বৈতদ্বন্ধোষ্ঠীদং বাব	"	অথ যদ্বসতি যজ্ঞকতি	"
অন্নং বাব স যোহয়মন্তঃ	"	অথ যত্তপো দানমার্জ্জব	"
অন্নং বাব স যোহয়মন্তর্হৃদয়ে	৮৭	তস্মাদাহঃ সোষাতাসোষ্টেতি	"
৩১৩। তস্ত হ বা এতস্ত ল্পদন্ত	৪১৯	তদ্বৈতদ্বন্ধো আশ্রয়সঃ	"
অথ যোহস্ত দক্ষিণঃ সূরিঃ	"	আদিং প্রত্নস্ত রেষতস উদয়ং	"
অথ যোহস্ত প্রত্যঙ্ সূরিঃ	"	৩১৮। মনো ব্রহ্মতাপাসীতেভ্য-	৯০
অথ যোহস্তোদঙ্ সূরিঃ	"	তদেতচ্চতুষ্পদব্রহ্ম বাক্	"
অথ যোহস্তোর্ধ্বঃ সূরিঃ	৪২০	বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ	"
তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষা	"	প্রাণ এষ ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ	"
অথ যদতঃ পরোদিবো	৮৯	চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ	৯১
যদ্বৈতদ্বন্ধোষ্ঠীরে	"	শ্রোত্রীমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ	"

প্রাচীন বস্তু ।	পৃষ্ঠা ।	প্রাচীন বস্তু ।	পৃষ্ঠা ।
৩১৯ । আদিত্যো ব্রহ্মতাদেশস্তত্	৩১৯	স য এতমেবং বিদ্বান্	৬৯৩
তত্ত্বব্রহ্মতৎ সেরং পৃথিবী	"	৪১৩ । অথ হৈনমাহবনৌয়ো	"
অথ ব্রহ্মজায়ত সোহসা-	"	স য এতমেবং বিদ্বান্	"
স য এতমেবং বিদ্বান্	৩৬০	৪১৪ । তে হৌচূরুপকোসলৈষা	"
৪৩ । বায়ুর্বা বসংবর্গো যদা বা	৫৫৯	ভগব ইতি হ প্রতিশ্রুত্বা	"
যদাপ উচ্ছুকাস্তি বায়ুন্	"	ইদমিতি হ প্রতিজ্ঞে	৬৯৪
অথাধাত্বং প্রাণো বাব	"	৪১৫ । য এসোহক্ৰিণি পুরুষো (১০৫)	"
ভৌ বা এভৌ ঘৌ সংবর্গৌ	"	এতৎ সংস্ফাম	"
অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়ন্	"	এষ উ এব বামনীরেষ	"
স হোবাচ মহাত্মনশ্চতুরো	৫৬০	এষ উ এব ভামনীরেষ	"
তদ্বহ শৌনকঃ কাপেয়ঃ	"	অথ যদ্ব চৈবান্মিহব্যম্	"
তস্মাট্ হ নদুত্তে বা একে	"	স এতান্ ব্রহ্ম গময়তোষ	"
৪৫ । অথ হৈনমুভোহভ্যবাদ	৯২	৪১৬ । এষ হ বৈ যজ্ঞো বোহয়ং	৫৬৫
ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি	"	তয়োরন্ততরাং মনসা	৫৬৬
স য এতমেবং বিদ্বাৎ	৯৩	অন্তরামেব বর্তনীত্	"
৪৬ । অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি	"	অথ যত্রোপাকৃতো	"
তমগ্নিরভ্যবাদ সত্যকাম	"	স যথোভয়পাদব্রহ্মন্ রথো	"
ব্রহ্মণঃ সোমা তে পাদম্	"	৪১৭ । প্রজাপতির্লোকানভ্যতপং	"
স য এতমেবং বিদ্বাৎ	"	স এতান্তিষ্রো দেবতা	"
৪৭ । হংসস্তে পাদং বক্তেতি	"	স এতাং ত্রয়ীং বিজাম্	"
তৎ হংস উপনিপত্যভ্যবাদ	"	তত্ত্বদ্যক্তো রিবোভুঃ	"
ব্রহ্মণঃ সোমা তে পাদং	"	অথ যদি যজুষ্ঠো	"
স য এতমেবং বিদ্বাৎ	"	অথ যদি সামতো	"
৪৮ । মদগুষ্ঠে পাদং বক্তেতি	"	তত্ত্বাথ লবণেন স্তবর্ণং	"
তং মদগুরুপনিপত্যভ্যবাদ	৯৪	এবমেবাং লোকানামাসাম্	"
ব্রহ্মণঃ সোমা তে পাদং	"	এষ হ বা উদক্ পবণো	৫৬৭
স য এতমেবং বিদ্বাৎ	"	মানবো ব্রহ্মৈবৈক	"
প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম	১০৪	৫১১ । যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ	৪২১
৪১১ । অথ হৈনং গার্হপত্যো-	৬৯৩	যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ	"
স য এতমেবং বিদ্বান্	"	যো হ বৈ অতিষ্ঠাং বেদ	"
৪১২ । অথ হৈনম্বাহার্যাপ্যনো	"	যো হ বৈ সম্পদং বেদ	৪২২

প্রাণাঠক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।	প্রাণাঠক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।
যো হ বা আরতনং বেদ	৪২২	৫১৬ । পৃথিবী বাব গৌতমায়ি-	৭০০
অথ হ প্রাণাঅহং শ্রেয়সি	"	তন্নিম্নেতন্নিম্নমৌ দেবাঃ	"
( তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং )	৫১৭ ।	পুরুষো বাব গৌতমায়ি-	"
সা হ বাণ্ডচক্রাম সা "	"	তন্নিম্নেতন্নিম্নমৌ দেবাঃ	"
চক্ষুর্হোচিক্রাম তৎ সংবৎসরম্	"	৫১৮ । যোতা বাব গৌতমায়ি	"
শ্রোত্রং হোচিক্রাম তৎ	"	তন্নিম্নেতন্নিম্নমৌ দেবাঃ	"
মনো হোচিক্রাম তৎ	"	৫১৯ । ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ	"
অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষান্	"	স জাতো যাবদায়ুৰং	"
অথ হৈনং বাণ্ডবাচ যদহং	"	৫১০ । তত্ত্ব ইখং বিহঃ যে চেম	৭০১
অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ	৪২৩	মাসেভ্যঃ সংবৎসরং	"
ন বৈ বাচো ন চক্ষুঃ	"	অথ য ইমে গ্রাম	"
৫১২ । স হোবাচ কিং মেহং	৫১০	মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্	"
স হোবাচ কিং মে বাসো	"	তন্নিন্ যাবৎ সম্পাতম্	"
তদ্বৈতং সত্যকামো	"	অত্রঃ ত্বা মেঘো ভবতি	"
অথ যদি মহজ্জিগমিষং	"	তত্ত্ব ইহ রমণীরচরণাঃ	"
বসিষ্ঠায় স্বাহেতাশ্রা-	"	অধৈতয়োঃ পথৈর্ন তরৈশ্চ	"
অথ প্রতিল্পপাঞ্জলৌ	"	স্তেনোহিরণ্যস্ত সুরাং	"
অথ খবেতরর্চা পঙ্কঃ	৫১১	অথ হ য এতানেনং	"
নির্গিয্য কংসং চমসং বা	"	৫১১ । প্রাচীনশাল ঔপমত্তবঃ	৫১৪
( যদা কৰ্ম্মস্থ কামোষু )	"	তে হ সম্পাদয়াক্কু-	"
৫১৩ । য়েতকেতুর্হাকরণৈঃ	৬৯৯	স হ সম্পাদয়াক্ককার	"
বেথ যদিতোহধি প্রজাঃ	"	তান্ হোবাচাখপতির্বে	"
বেথ যথাসৌ লোকো	"	তেভ্যো হ প্রাপ্তোভ্যঃ	"
অথ হু কিমহুশিষ্টো-	"	তে হোচুর্ধেন হৈবার্থেন	"
পঞ্চ মা রাজত্ববজ্জুঃ	"	তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ	"
স হ গৌতমো রাজো-	"	৫১২ । ঔপমত্তব কং ত্বমায়ানম্	"
স হ কৃচ্চী বত্ব তৎ হ	"	অন্তরং পশ্চাদি	"
৫১৪ । অসৌ বাব লোকো	৭০০	৫১৩ । অথ হোবাচ সত্যবজ্জং	৫১৫
তন্নিম্নেতন্নিম্নমৌ দেবাঃ	"	প্রবৃত্তোহখতরীরথো	"
৫১৫ । পঙ্কজোবাব গৌতমায়ি-	"	৫১৪ । অথ হোবাচেন্দ্রহ্যং	"
তন্নিম্নেতন্নিম্নমৌ দেবাঃ	"	অন্তরং পশ্চাদি	"

প্রপাঠক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।	প্রপাঠক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।
৫১৫ । অথ হোবাচ জনঃ	৫৭৫	কুতস্ত খলু সোমৈম্যনঃ	৩৬১
অন্তঃ পশুসি	,,	তদৈকত বহস্তাং	,,
৫১৬ । অথ হোবাচ বুড়িলম্	,,	তা আপ ঐকম্ বহবঃ	,,
অন্তঃ পশুসি	৫৭৬	৬৩ । তেবাং খল্বেবাং তৃতানাং	৭৫৮
৫১৭ । অথ হোবাচোদালতম্	,,	সেনঃ দেবতৈকত হস্তাহম্	,,
অন্তঃ পশুসি	,,	তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্	,,
৫১৮ । তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু	,,	তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্	,,
তস্ত হ বা এতস্তান্ননো (২১)	,,	৬৪ । হদগ্নে রোহিতঃ রূপম্	,,
৫১৯ । তত্তত্ত্বং প্রথমমগচ্চেৎ	,,	যদাদিত্যস্ত রোহিতঃ	,,
প্রাণে তৃপাতি চক্ষুতৃপাতি	,,	যচ্চন্দ্রমসো রোহিতঃ	,,
৫২০ । অথ বাং দ্বিতীয়াং	,,	যদ্বিহাতো রোহিতঃ	,,
যানে তৃপাতি শ্রোত্রং	,,	এতন্ময় বৈ তদ্বিহাংসঃ	,,
৫২১ । অথ বাং তৃতীয়াং	৫৭৭	যহ রোহিতমিবাভূদিতি	,,
অপানে তৃপাতি বাক্	,,	যদবিজ্ঞাতমেবাভূদিত্যো-	৭৫৯
৫২২ । অথ বাং চতুর্থীং	,,	যথা হু খলু সোমো-	,,
সমানে তৃপাতি মন	,,	৬৫ । অন্নমশিতং ত্রেধা	,,
৫২৩ । অথ বাং পঞ্চমীং	,,	আপঃ পীতাক্ষেধা	,,
উদানে তৃপাতি বায়ু	,,	তেজোহশিতং ত্রেধা	,,
৫২৩ । স য ইদমবিদ্বান্	,,	অন্নময়ঃ হি সোম্য	,,
অথ য এতদেবং বিদ্বান্	,,	৬৬ । দগ্নঃ সোম্য মথামানস্য	,,
তত্ত্বথেষীকাতুলমদ্যো প্রোতম্	,,	এবমেব খলু সোম্যায়স্য	,,
তন্মাতৃহৈবং বিজ্ঞত্বসি	৫৭৮	অপাং সোম্য পীরমানানাং	,,
যথেষ্ট কুখিতা বালা	,,	তেজসঃ সোম্যায়মানস্য	,,
৬১ । খেতকে তুর্হাক্ষণেয়	৭৫৫	অন্নময়ঃ হি সোম্য মনঃ	,,
স হ দ্বাদশবর্ষ উপেতা	,,	৬৭ । বেড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ	,,
যেনাশ্রিতঃ শ্রুতং ভবতামতং	,,	স হ পঞ্চদশাহানি	,,
যথা সোমৈম্যকেন মৃগিণ্ডেন	,,	তৎ হোবাচ যথা সোম্য	,,
যথা সোমৈম্যকেন লোহমগিনা	,,	অথমে বিজ্ঞাত্ত্বসীতি	৭৬০
যথা সোমৈম্যকেন নথ-	,,	যথা সোম্য মহতো	,,
ন বৈ নুনং ভগবত্ত্ত	৭৫৬	এবং সোম্য তে বেড়শানাং	,,
অ২ । স দেব সোমোদমগ্র	৩৬১	৬৮ । উদালকোহাকৃষিঃ	,,

প্রপাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।	প্রপাঠক খণ্ড।	পৃষ্ঠা।
স যথা শকুনিঃ স্ত্রেণ	৭৬০	৭১১। অধীহি ভগব ইতি	৭
অশনাপিগায়ে মে সোম্য	"	স হোবাচ ঋগ্বেদঃ ভগবো-	"
ভস্ত ক মূলংস্তাদনজ্ঞানাদ্	"	সোহহম্ ভগবো মন্ত্রবিদ্	"
অথ যত্রৈভ্যং পুরুষঃ	৭৬১	নাম বা ঋগ্বেদো	১০৭
ভস্ত ক মূলংস্তাদনজ্ঞানো	"	স যো নাম ব্রহ্মজ্ঞাপাস্তে	"
স য এবোহগ্নিমা	"	৭১২। বাগ্ধাব নান্নো ভূরঙ্গী	"
৭১২। যথা সোম্য মধু	"	স যো বাচং ব্রহ্ম-	"
তে যথা ভজ ন নিবেকং	"	৭১৩। মনো বাব বাচো	"
ত ইহ ব্যাত্তো বা	"	স যো মনো ব্রহ্ম-	"
স য এবোহগ্নিমা	"	৭১৪। সঙ্কল্লো বাব মনসো	১০৮
৭১৩। ইমাঃ সোম্য নমঃ	"	ভানি হ বা এতানি	"
এবমেব খলু সোমোমাঃ	৭৬২	স যঃ সঙ্কল্লং ব্রহ্ম-	"
স য এবোহগ্নিমা	"	৭১৫। চিত্তং বাব সঙ্কল্লভূয়ো	"
৬১১। অস্ত সোম্য মহতো	"	ভানি হ বা এতানি	"
অস্ত যদেকাং শাখাং	"	স যশ্চিত্তং ব্রহ্ম-	"
জীবাপেতং বাব কিলেদং	"	৭১৬। ধ্যানং বাব চিত্তাভূয়ো	১০৯
৬১২। ভ্রোগোধকলমত আহ্নেতীদং	"	স যো ধ্যানং ব্রহ্ম-	"
তৎ হোবাচ যং বৈ	"	৭১৭। বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাভূয়ো	"
শ্রদ্ধং ন সোমোতি স য	"	স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্ম-	"
৬১৩। লবণম্বেতদ্বদেকং হৃদযায়াং	"	৭১৮। বলং বাব বিজ্ঞানাভূয়ো	"
অস্তান্তাদাচামেতি কথং যতি	৭৬৩	স যো বলং ব্রহ্ম-	১১০
স য এবোহগ্নিমা	"	৭১৯। অন্নং বাব বলাভূয়ঃ	"
৬১৪। যথা সোম্য পুরুষং	"	স যোহন্নং ব্রহ্ম-	"
ভস্ত যথাভিনহনং	"	৭১০। আপো বাহ্নাভূয়ঃ	"
স য এবোহগ্নিমা	"	স যোহপো ব্রহ্ম-	"
৬১৫। পুরুষং সোমোতোপতাপিনং	"	৭১১। তেজো বা অন্ত্যো ভূয়ঃ	"
অথ যদাস্ত বাহ্নননি	"	স যন্তেজো ব্রহ্ম-	১১১
স য এবোহগ্নিমা	"	৭১২। অকাশো বাব তেজসো	"
৬১৬। পুরুষং সোমোতো হস্ত-	৭৬৪	স য আকাশং ব্রহ্ম-	"
অথ যদি ভস্তাকর্ষ্য	"	৭১৩। অস্তো বাকাশাভূয়ঃ	"
স যথা তত্র না দাহেত	"	স যঃ অন্নং ব্রহ্ম-	"

প্রাণাঠক শ্রুত ।	পৃষ্ঠা ।	প্রাণাঠক শ্রুত ।	পৃষ্ঠা ।
৭।১৪ । আশাং বা অশাং ভূরান্	১১১	৮২ । অথ যদি গন্ধনালালোককামঃ	৭১৩
স বা আশাং ব্রহ্মভূতান্	"	অথ বত্তরপানলোককামঃ	"
৭।১৫ । প্রাণো বা আশাং ভূরান্	১১২	অথ যদি গীতবাদিলোক	"
স যদি পিতরঃ বা মাতরঃ	"	অথ যদি স্ত্রীলোককামঃ	"
অথ বত্তরপানান্নং ক্রাস্তং গাণান্	"	বঃ যমন্তমতিকামঃ	"
প্রাণোহে বৈতানি সর্কানি	"	৮৩ । ত ইমে সত্যঃ কামাঃ	"
৭।১৬ । এব তু মতিবদতি যঃ	"	অথ যে চাত্রেহ জীবাঃ	"
৭।১৭ । বদা বৈ বিজানাত্যথ	"	স বা এব আত্মা হৃদি	"
৭।১৮ । বদা বৈ মজ্জতেহথ বিজানাতি	"	অথ য এব সস্ত্রসাদোহ্মাত্	"
৭।১৯ । বদা বৈ প্রদধাত্যথ মজ্জতে	"	তানি হ বা এতানি	"
৭।২০ । বদা বৈ ন্তিষ্ঠত্যথ	১১৩	৮৪ । অথ য আত্মা স সেতুঃ	৭১৪
৭।২১ । বদা বৈ করোত্যথ ন্তিষ্ঠতি	"	( তস্মাদ্ বা এতং সেতুং )	"
৭।২২ । বদা বৈ স্ত্বং লভতেহথ	"	তস্ত এবৈতং ব্রহ্মলোকং	"
৭।২৩ । যো বৈ তুমা তং স্ত্বং	"	৮৫ । অথ যদ্ বজ্র ইত্যোচকতে	"
৭।২৪ । যজ্ঞ নাত্যং পশ্যতি নাত্যং	"	অথ যং সত্রায়গমিত্যাচকতে	"
গো অথমিহ মহিমেত্যোচকতে	"	অথ যদ্ নাশকায়নম্	"
৭।২৫ । স এবাথত্যং স উপরিষ্ঠাং স	"	তদ্ য এবৈতাবরং চ ণাকার্ণবৌ	"
অথাত আত্মা বেশ এব	"	৮৬ । অথ বা এতা ছন্দরস্ত	"
৭।২৬ । তস্ত হ বা এতস্তেবং পশ্যতঃ	১১৪	তদ্ বধা মহাপথ আততঃ	"
তদেব শ্লোকো ন পশ্যে যুক্ত্যং	"	তদ্ যত্রৈতং স্তম্ভঃ সমস্তঃ	৭১৫
৮।১ । অথ যদি নমস্বিন্ ব্রহ্মপুরে	১১২	অথ যত্রৈতদবলিমানম্	"
তঃ চেদ্ব্রহ্মবর্জিতমস্বিন্	"	অথ যত্রৈতদস্মাক্ষরীয়াং	"
ক্রোদ্যবান্ বা অরমাকামঃ	"	তদেব শ্লোকঃ । শতং চৈকা	"
তঃ চেদ্ব্রহ্মবর্জিতমস্বিন্	"	৮৭ । য আত্মাহ পহতপাপ্মা	৭৮৩
স ক্রোদ্যাত অরমৈতস্বীর্ধ্যতি	"	তদ্ব্যক্তয়ে দেবাসুরাঃ	"
তদ্ব্যথৈহ কর্মজিতো- (১৩২)	৭১২	তো হ বাত্রিংশতং বর্ষানি	"
৮।২ । স যদি পিতৃলোককামঃ	"	তো হ প্রজাপতিরূবাচ	"
অথ যদি মাতৃলোককামঃ	"	৮৮ । উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য	"
অথ যদি ভ্রাতৃলোককামঃ	"	তো হ প্রজাপতিরূবাচ	"
অথ যদি স্বস্থলোককামঃ	"	তো হে'চ তুর্যথৈবেদমাভাঃ	"
অথ যদি সখিলোককামঃ	৭১৩	তো হাবীক্ষ্য প্রজাপতিরূবাচ	৭৮৪



প্রাণিক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।	প্রাণিক খণ্ড ।	পৃষ্ঠা ।
ভাস্কর্য্যভেদাহাদনাম্	৭৮৪	এবমেবৈব মন্বন্তরিত্তি হোবাচ	৫৫
৮।২। অথ হেত্বোহপ্রাপ্যৈব দেবান্	"	৮।১২। মন্বন্তরীভাং বা ইদং (৫৫)	৭২২
স সন্নিপাতিঃ পুনরেক্সাম	"	অশরীরো বাসুয়ভঃ কিহাৎ	"
এবমেবৈব মন্বন্তরিত্তি (৫৫)	"	এবমেবৈব স্প্রশাদো	৭২৩
৮।১০। য এব স্প্রে মহীরমানশচর্য্যোব ৫৪	"	অথ বৈরতদাকাশম্	"
ন বধেনান্ত হন্ততে নান্ত	"	অথ যো বেদেদং মন্বানীতি	"
স সন্নিপাতিঃ পুনরেক্সাম	"	য এতে ব্রহ্মলোকৈ তং বা	"
ন বধেনান্ত হন্ততে নান্ত	"	৮।১৩। শ্রামাচ্চবলং প্রপত্তে	"
৮।১১। তদ্বৈরতং স্প্রঃ সমন্তঃ	"	৮।১৪। আকাশো বৈ নাম	১৩৫
স সন্নিপাতিঃ পুনরেক্সাম	"	৮।১৫। তদ্বৈরতং ব্রহ্মা প্রজাপতর	৭২৬

বৃহদারণ্যক ।

অধ্যায় শ্রাবণ	অধ্যায় শ্রাবণ ।
৩।১। উবা বা অশস্ত মেধান্ত	৫৮৬
অহর্বা অথং পুরস্তাৎ	"
৩।২। নৈবেদ্য কিঞ্চনাগ্র আসীৎ	৩৬৪
আপো বা অর্কন্তুগুপাং	"
স ত্রেখাজ্ঞানং বাসুকতা	"
সোহকামরত বিতীন্নে ম আচ্চ	"
স ঐক্যত যদি বা	৩৬৫
সোহকামরত ভূয়সা	"
সোহকামরত মেধং (২২)	"
৩।৩। যরা হ প্রাজাপত্য দেবাস্ত	৪৩৩
তে হ বাচস্পৃশম্	"
অথ হ প্রাণস্পৃশম্	"
অথ হ চক্ষুরূশম্	"
অথ হ শ্রোত্ররূশম্	"
অথ হ মন উচূশম্	"
অথ হেমমাসন্তং প্রাণম্	৪৩১
তে হোচুঃ কুসোহবৃত্তো	"
স্বা বা এবা দেবতা দুর্নাম	"
সা বা এবা দেবতৈতাসাং	৪৩১
সা বা এবা দেবতৈতাসাং	"
স বৈ বাচস্পৃশ প্রথমাম্	"
অথ প্রাণমত্যবহং স ক্রা	"
অথ চক্ষুরত্যবহন্তদাদা	"
অথ শ্রোত্রমত্যবহন্তদাদা	"
অথ মনোহত্যবহন্তদাদা	৪৩২
অথান্নেনেহ্রাদাদ্যমায়ং	"
তে দেবা অত্রবরৈতাক্ষ	"
সোহরাস্ত আদিত্রসোহরানঃ	"
এব উ এব বৃহস্পতিবৈ	"
এব উ এব ব্রহ্মস্পতিঃ	"
এব উ এব সাম বাঐশ্ব	"
এব উ বা উদনীক	"
তদ্বাপি ব্রহ্মলভ্যৈকিতানেবো	"
তন্ত হৈতন্ত সান্নো যঃ যঃ	৪৩৩
তন্ত হৈতন্ত সান্নো যঃ স্পর্শং	"
তন্ত হৈতন্ত্য সান্নো যঃ	"

অধ্যায় ত্রাঙ্কণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ত্রাঙ্কণ ।	পৃষ্ঠা ।
অধাতুঃ পবমানানাম্	৪৩৩	অধৈতস্য প্রাণস্যাপঃ	৪৪৫
অঃ । আটম্মবেদমগ্র আসীৎ	৩৬২	স এব সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ	৫২৩
সোহিবিত্তেন্নাদেকাকী	"	যো বৈ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ	"
স বৈ নৈব রেমে তন্মাদেকাকী	"	অথ জ্ঞয়ো বাব লোকাঃ	৭২৭
সাহেয়ীক্যাচক্রে কথম্	"	অধাতুঃ সম্প্রতির্ঘদা	"
সোহিবেদহং বাব	"	পৃথিব্যা চৈনমগ্নেচ দৈবী বাক্	"
অধৈতাত্মাহুংস মুখাচ্চ	"	দ্বিবৈশ্বনরাদিত্যাচ্চ দৈবং	"
ভদ্রেনং তর্হ্যাবাকৃতমাসীৎ	৩৭০	অভ্যুদৈশ্চনং চন্দ্রমশচ	"
ভদ্রেনতৎপ্রেরঃ পুত্রাং প্রেরো	৫৮৮	অধাতো ব্রতমীমাংসা	৫২৪
ভদ্রার্হদ্বৈত্বকবিদ্যায়	৩৭৬	অধাধিদ্বেবতম্ অলিয়াসি	৫২৫
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ	"	অধৈব শ্লোকো ভবতি	"
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ	"	অঃ । জয়ং বা ইদং নামরূপং	৩৮৪
স নৈব বাতবৎ স বিশম্	"	অথ রূপাণাং চক্ষুরিত্যোতদ্	"
স নৈব বাতবৎ স শৌদ্রম্	"	অথ কর্ম্মাণামাত্মৈত্যোতদেবাম্	"
স নৈব বাতবত্তচ্ছ্রো	"	৪১১ । দৃষ্টবালাকির্হিহনুচা	৫৬
ভদ্রেনতৎ ব্রহ্ম কত্রং বিট্	৩৭৭	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
অথ বোত বা অস্মাৎ (২৪)	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
অথো অয়ং বা আস্মা	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
আটম্মবেদমগ্র আসীদেক	৩৮২	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
অঃ । বৎ সপ্তাঙ্গানি মেধয়া	৫৮৯	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
বৎ সপ্তাঙ্গানি মেধয়া	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	৫৭
ত্রীণ্যঙ্গনৈককুভেতি	৩২১	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
জ্ঞয়ো লোকা এত এব	৪৪৪	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
জ্ঞয়ো বেদা এত এব	৪৪৫	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
মেবাঃ পিতরো মনুষ্যাঃ	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
পিতা মাতা প্রৈজত এব	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাসাম্	"	স হোবাচ গার্গ্যো যঃ	"
বৎকিঞ্চ বিজিজ্ঞাসাম্	"	স হোবাচাজাতশত্রুঃ	"
বৎকিঞ্চবিজ্ঞাতং প্রাণস্য	"	স হোবাচাজাতশত্রুঃ	"
ভস্য। এব বাচঃ পৃথিবী	"	স হোবাচাজাতশত্রুঃ	"
অধৈতস্য মনসো যোঃ	"	স হোবাচাজাতশত্রুর্ঘৈব	"

অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।
য যত্রৈতৎ বপ্ৰায়া চরতি	৫৭	অন্নমাদিতাঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ ১৪৩	
অথ বদা হুমুপ্তো ভবতি	৫৮	ইমানিশঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
স যথোর্ণনাস্তিত্ত্বনো	"	অন্নং চক্ষুঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
৪১২ । যো হ বৈ শিশুঃ সাধানং	৪৪৮	ইদং বিহাং সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
তমেতাঃ সপ্তাহক্ষিতয়ঃ	"	অন্নং তনয়িষুঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
অবর্ণগ্ৰিগ্ৰনশ্চমস উর্জ	৪৪৯	অন্নমাকাশঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ ১৪৪	
ইমাদেব সোতমত্তরবাজৌ	"	অন্নং ধর্মঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
৪১৩ । যো বাব ব্রাহ্মণো রূপে	১৩৬	ইদং সত্যঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
তদেতন্মূর্ত্তং যদন্ত্রায়াঃ	"	ইদং মাহুবাং সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চাত্তরিকং	"	অন্নমাত্মা সর্কেবাং ভূতানাম্ "	
অপাখ্যাত্মম্ ইদমেব	"	স বা অন্নমাত্মা সর্কেবাং "	
অথামূর্ত্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়ম্	১৩৭	ইদং বৈ তন্মধুদধাভ্ভাধর্কণো "	
যথা মাতারজনং বাসো	"	ইদং বৈ তন্মধুদধাভ্ভাধর্কণো ১৪৫	
৪১৪ । মৈত্রেয়ীতি হোবাচ	৭৯২	ইদং বৈ তন্মধুদধাভ্ভাধর্কণো "	
সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু মে	"	ইদং বৈ তন্মধুদধাভ্ভাধর্কণো "	
সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং	"	৪১৬ । অথ যৎশঃ পৌতিমাকো ৮২৭	
স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	"	৪১১ । জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন "	
স হোবাচ ন বা অরে পত্নাঃ	"	তে চ ব্রাহ্মণা ন দধুযুঃ ৭৩০ ক	
ব্রহ্ম তং পরাদাদোহত্	৭৯৩	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং ৭৩০০	
স যথা হুমুভেইত্য়মানত্	৭৯৩	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং "	
স যথা শব্দাশ্চ ধ্যায়মানত্	"	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং "	
স যথা বীণায়ৈ বাত্য়মানায়ৈ	"	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ যদিদং "	
স যথার্ত্তেকাশ্চৈত্য়হিতাং	"	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতিভিঃ "	
স যথা সর্কাসামপাং	"	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতায়ম্ "	
স যথা সৈন্ধবখিলা উদকে	৭৯৪	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতিভিঃ ৭৩১	
সা হোবাচ মৈত্রেয়াত্রেব	"	যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ কতায়ম্ "	
যত্র হি দৈত্তমিব ভবতি	"	৫১২ । অথ হৈনং জারংকারবঃ ৮০৪	
৪১৫ । ইদং পৃথিবী সর্কেবাং	১৪২	প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোপানেন "	
ইমা আপঃ সর্কেবাং	"	বাতৈথ গ্রহঃ স নাস্যতি "	
অন্নমগ্নি সর্কেবাং ভূতানাম্	"	জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতি ৮০৫	
অন্নং বায়ুঃ সর্কেবাং ভূতানাম্ ১৪৩		চক্ষু বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতি	

অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।
শ্রোত্রঃ বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতি	৮০৫	যশ্চকুবি তিষ্ঠং শ্চকুৰোহস্তরো	১৫৫
মনো বৈ গ্রহঃ স কাশেনাতি	"	যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্ শ্রোত্রাদ্	"
হস্তো বৈ গ্রহঃ স কৰ্ম্মণাতি	"	যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসো	"
যক্ বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতি	"	যশ্চি তিষ্ঠংস্তচোহস্তরো	১৫৬
যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ	৭৩৪	যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্	"
যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ	"	যো রেক্তসি তিষ্ঠন্	"
যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ	"	৫৮। অথ হ বাচরুদ্রাবাচ	৮০২
যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ	"	সা হোবাচাহঃ বৈ ভা	"
৫৩। অথ হৈনং ভূজ্জাল্যাহারনিঃ	৭৩৬	সা হোবাচ যদুর্জং যাজ্ঞবল্ক্য	"
স হোবাচোবাচ বৈ	"	স হোবাচ যদুর্জং গার্গি	"
৫৪। অথ হৈনমুযশ্চাক্রায়ণঃ	২৩৩	সা হোবাচ নমস্তেহস্ত	৮১০
স হোবাচোযশ্চাক্রায়ণো	"	সা হোবাচ যদুর্জং	"
৫৫। অথ হৈনং কহোলঃ	৫২৭	স হোবাচ যদুর্জং	"
৫৬। অথ হৈনং গার্গীবাচরুদ্রী	৮০৭	স হোবাচৈতদৈ তদক্ষরম্	২০৫
৫৭। অথ হৈনমুদ্যালক আরুণিঃ	১৫৩	এতস্ত বা অক্ষরস্ত	২০৬
স হোবাচ বায়ুর্বে গৌভম	১৫৪	যো বা এতদক্ষরম্ ( ২৬ )	"
যঃ পৃথিবাং তিষ্ঠন্	"	তদ্বা এতদক্ষরং গার্গী	"
যোহপসু তিষ্ঠন্ন্যোহস্তরো	"	তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা	৭৩০ ক
যোহমৌ তিষ্ঠন্নথেরস্তরো	"	৫১২। অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ	৪৫১
যোহস্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নস্তরিক্ষাং	"	স হোবাচ মহিমানঃ	৪৫২
যো বারৌ তিষ্ঠন্ন্যোরস্তরো	"	কতমে বসব ইতাগশ্চ	"
যো দিবি তিষ্ঠন্নিবোহস্তরো	"	কতমে রুদ্রা ইতি দশমে	"
য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাং	১৫৫	কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ	"
যো দিক্ষু তিষ্ঠন্নিগ্তোহস্তরো	"	কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিঃ	"
যশ্চক্ৰতারকে তিষ্ঠংশ্চক্ৰ	"	কতমে সড়িত্যাগশ্চ পৃথিবীচ	"
য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদ্	"	কতমে তে জ্যো দেবা ইতিমে	"
যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোহস্তরো	"	তদাহুর্যদরমেক ইবৈব	"
য স্তেজসি তিষ্ঠং স্তেজঃ	"	পৃথিব্যোব যস্যারতনম্	৮১২
যঃ সর্কেষু ভূতেষু	"	কামএব যস্যারতনম্	"
যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদস্তরো	"	রূপাণ্যোব যস্যারতনম্	"
যো বাচি তিষ্ঠন্ন্যোহস্তরো	"	আকাশএব যস্যারতনম্	"

অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।
তম এব যস্তায়তনম্	৮১৩	অন্তমিত আদিভ্যো	৬১
রূপাণোব যস্তায়তনম্	"	অন্তমিত আদিভ্যো	৬২
আপ এব যস্তায়তনম্	"	কতম আদ্যেতি যে'হয়ং	"
রেত এব যস্তায়তনম্	"	স বায়ং পুরুষো জায়মানঃ	"
শাকলোতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	"	ভক্ত বা এতন্ত পুরুষন্ত	"
যাজ্ঞবল্ক্যোতি হোবাচ শাকল্যঃ	"	ন তত্র রথা ন রথযোগা ন	"
কিং দেবতোহস্তাং প্রাচ্যাম্	৮১৪	তদেতে শ্লোকো ভবন্তি স্বপ্নে ন	"
কিং দেবতোহস্তাং দক্ষিণায়ং	"	প্রাণেন রক্ষসবরং কুলায়ং	"
কিং দেবতোহস্তাং প্রতীচ্যং	"	স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো	"
কিং দেবতোহস্তাম্ উদীচ্যং	"	তন্নায়তং বোধয়েদিত্যাহঃ	"
কিং দেবতোহস্তাং এবায়ং	"	স বা এব এতস্মিন্	"
অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	৮১৫	স বা এব এতস্মিন্ স্বপ্নে	"
কস্মিন্মু স্বং চান্মা চ	"	স বা এব এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে	"
এতান্নষ্টাবায়তনান্নষ্টৌ	"	তত্ত্বথা মহাব্যস্ত উভে	"
অথ হোবাচ ব্রাহ্মণাঃ	"	তত্ত্বথাহস্মিনা কাশে শ্রেনো	৬৩
যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব	"	তা বা অস্তে তা হিতা নাম	"
৬১। জনকো হ বৈদেহঃ আসাং	৯৯	তবা অস্তে তদতিচ্ছূন্যঃ	"
যন্তে কশ্চিদব্রবীত্তক্ষণবামেতি	"	অত্র পিতাহপিতা ভবতি	"
যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ	১০০	যদৈ তন্ন পশুতি পশুত্বৈ তন্ন	"
যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ	"	যদৈ তন্ন জিহ্বতি	"
যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ	"	যদৈ তন্ন রসয়তে	"
যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ	"	যদৈ তন্ন বদতি	"
যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ	"	যদৈ তন্ন শৃণোতি	"
৬২। জনকো হ বৈদেহঃ কুর্চ্চাদ্	১৬২	যদৈ তন্ন মনুষ্যে	"
ইক্কো হ বৈ নার্মৈশ যোহয়ং	"	যদৈ তন্ন স্পৃশতি	"
অথৈত্তদ্ব্যমেক্ষিণি	"	যদৈ তন্ন বিজানতি	"
ভক্ত প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ	"	যত্র বাস্তদিত্যন্তাত্তাত্তো	"
৬৩। জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো	৬১	সলিল একোদ্রষ্টাঐবতো	"
যাজ্ঞবল্ক্য কিং জ্যোতিরয়ং	"	স বো মহাব্যাণাং রাহুঃ	"
অন্তমিত আদিভ্যো	"	স বা এব এতস্মিন্	৬৪
অন্তমিত আদিভ্যো	"	তত্ত্বথা নঃ হুসমাহিতং	"

অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ব্রাহ্মণ । ।	পৃষ্ঠা ।
স যত্রান্নমগ্নমানং তেতি	৬৪	স হোবাচ মৈত্রেয়ী	৭২২
তত্তথা রাজানমাস্তমুগ্ৰাঃ	„	স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ	”
তত্তথা রাজানং প্রবি	„	স হোবাচ ন বা অরে	”
৬৪ । স যত্রান্নমাস্তমুগ্ৰাম্	৭৩৯	ব্রহ্ম তং পরাদাত্তোহুগুত্র	৭২৩
একী ভবতি ন পশুভী	„	স যথা হৃন্দুভেইগ্ৰমানস্ত	”
তত্তথা তৃণজলায়ুকা	„	স যথা শল্মস্ত্রায়মানস্ত	”
তত্তথা পেশস্বারঃ পেশসো	„	স যথা বীণারৈ বাস্তমানারৈ	”
স বা অরমাস্তা ব্রহ্ম	„	স যথার্কেকাশ্চেরভ্যাহিতাং	”
তদেব শ্লোকো ভবতি	৭৪০	স যথা সর্কাসামপাং	”
তদেব শ্লোকো ভবতি	„	স যথা সৈকবথিল্য উদকে	৭২৪
তদেতে শ্লোকো ভবতি	„	স হোবাচ মৈত্রেয়াত্রৈব	”
তস্মিন্ধুরুমুত নীলমাহঃ	„	যত্র তি দৈতমিব ভবতি	”
অন্ধং তমঃ প্রবিশতি	„	৬৬ । সনারো সনারুঃ	৮২৭
অনন্না নাম তে লোক।	„	অথ বংশঃ পৌতিমাষো	”
আস্মানং চেদ্বিজানীর্যং	„	৭১ । পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং	২৫৪
যস্তাহুবিভুঃ প্রতিবুদ্ধ আস্মা	„	ওঁ ঋং ব্রহ্ম	১০৪
ইতৈব সন্তোষ বিদ্বস্তব্রহ্ম	৭৪১	ঋং পুরাণং বায়ুরং ধমিতি	”
যদেতমহুপশ্রুতাস্মানম্	২৩৮	৭২ । জয়াঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতো ৬০৩	”
যস্মাদর্কাক্ সংবৎসরো	২০৯	অথ হৈনং মহুবাঃ	”
যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজন।	„	অথ হৈনমহুরাঃ	”
প্রাণস্ত প্রাণমুত চক্ষুঃ	„	৭৩ । এদ প্রজাপতির্যজ্ঞদরমেতং	”
মনসৈবাহুদ্রষ্টবাং নেহ	„	৭৪ । তদৈতদেতদেব তদা স	”
একধৈবাহুদ্রষ্টবামেতদ প্রমেরং	„	৭৫ । আপএবেদমগ্রে আহুস্তা	৬০৪
তমেন ধীরো বিজায় প্রজাং	৮২৬	তত্তত্তং সত্যমসৌ স	”
স বা এষ মহানজ আস্মা	৬০০	য এষ এতস্মিন্ বঙলে	”
তদেতদৃচাত্তাক্তম্	„	যোহরং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষঃ	”
স বা এষ মহানজ আস্মা	„	৭৬ । মনোমরোহরং পুরুষো ভাঃ	৬০৮
স বা এষ মহানজ আস্মা	”	৭৭ । বিহাদব্রহ্মেত্যাহ বিদানানং	”
৬৫ । অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত	৭২৪	৭৮ । বাচং ধেমুপাসীত	”
মৈত্রেয়ীতি হোবাচ	৭২২	৭৯ । অরমগ্নি বৈশ্বানরো যোহরমন্তঃ	”
স হোবাচ মৈত্রেয়ী	”	৭১০ । যদা বৈ পুরুষোহস্মাল্লোক্যং	৭৪৬

অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ব্রাহ্মণ ।	পৃষ্ঠা ।
৭।১১ । এতদৈব পরমঃতপো	৬০৯	অধৈনং বসন্তোপমহুৱাঙ্কঃ	৭০৮
৭।১২ । অন্নং ত্র্যকোত্যেক আহুতম্	"	স হোবাচ তথা নম্	৭০৯
৭।১৩ । উকথং প্রাণো বা উকথং	৬১০	স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো	"
যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ	"	স হোবাচ দৈবেষু বৈ গোতম	"
সাম প্রাণো বৈ সামঃ	"	স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হান্তি	"
ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রম্	"	স হোবাচ তথা মন্থম্	"
৭।১৪ । ভূমিরন্তরিকম্	"	অসৌ বৈ লোকোহগ্নিঃ	"
ঋচো যজুঃবি সামানি	"	পৰ্জ্বন্তো বা অগ্নিগৌতম	"
প্রাণোহপানো বায়নঃ	"	অন্নং বৈ লোকোহগ্নিগৌতম	"
সৈবা গায়ত্র্যোতস্মিঃ স্তরীয়ে	"	পুরুষো বা অগ্নিগৌতম	"
তাং হৈতামেকৈ সাবিজী	৬১১	যোবা বা অগ্নিগৌতম	"
স য ইমাং জীংল্লোকান্	"	অধৈনমগ্নয়ে হরন্তি	"
তস্তা উপস্থানং গায়ত্রী	"	তে য এবম্ভেদবিহৃষে চামী	"
এতচ্চ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো	"	অথ যে বজ্জেন দানেন	"
৭।১৫ । হিরণ্যয়েন পাত্রেণ	১১	৮।৩ । স যঃ কাময়তে মহৎ	৬১৭
৮।১ । যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ	৪২৬	জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায়	"
যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ	"	অগ্নয়ে স্বাহেত্যায়ৌ হুবা	৬১৮
যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ	"	অধৈনমভিমুশতি ব্রহ্মদসি	"
যো হ বৈ সম্পদং বেদ	"	অধৈনমুত্তচ্চ তামং স্ত্রামং	"
যো হ বা আরতনং বেদ	৪২৭	অধৈনমাতামতি তৎসবিতুঃ	"
যো হ বৈ প্রাজাপতিং বেদ	"	তং হৈতমুদালক আকর্ণিষা	৬১৯
তে হেমে প্রাণা অহং শ্রেয়সে	"	এতমু হৈব বাজসনেয়ো	"
বাগ্‌ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরম্	"	এতমু হৈব মধুকঃ	"
চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরম্	"	এতমু হৈব চূলোভাগবিত্তিঃ	"
প্রোজং হোচ্চক্রাম তৎ	"	এতমু হৈব আনকিরারহুণঃ	"
মনেঃ হোচ্চক্রাম তৎ	"	এতমু হৈব সত্যকামো	"
রেতো হোচ্চক্রাম তৎ	"	চতুর্যৌহুৱয়ো ভবত্যৌহুৱয়ঃ	"
অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষান্	"	৮।৪ । এবাঃ বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ	৬২১
সা হ বাগ্‌বাচ যদা অহম্	"	স হ প্রাজাপতিরীক্ষাঃচক্রে	"
৮।২ । খেতকেতুর্হ বা আকর্ণেরঃ	৭০৮	তস্তা বেদিকপন্থো লোমানি	"
বেথ বথেনাঃ প্রজাঃ	"	এতচ্চ বৈ তদ্বিহাশুদালক	"

অধ্যায় ত্রাঙ্কণ ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় ত্রাঙ্কণ ।	পৃষ্ঠা ।
ভদভিশ্বেদনম্ বা মন্থয়েত	৬২২	অথ ব ইচ্ছেৎ পুত্রো মে	৬২৪
অথ বহ্নাদক আশ্মানম্	"	অথাতিপ্রাতরেব স্থানী যাকা	"
সা চেদশ্মৈ ন দদ্যাৎ	"	অথৈনামভিপত্ততেহমোহম্	"
সা চেদশ্মৈ দদ্যাৎ	"	অথাস্তা উরুবিহাপয়তি	"
স যামিচ্ছেৎকাময়েত মেতি	"	হিরণ্ময়ী অন্নগী বাভ্যাম্	৬২৫
অথ যামিচ্ছেৎ গৰ্ভং	"	মোষাস্তীমস্তিরভ্যাক্তি	"
অথ যামিচ্ছেৎদধীতেতি	৬২৩	জাতেহগ্নিমুপসমাধারাক	"
অথ যস্ত জায়াম্যৈ জারঃ	"	অথাস্ত দক্ষিণং কর্ণম্	"
অথ যস্ত জায়ামার্ভবং	"	অথাস্ত নাম করোতি	৬২৬
স ব ইচ্ছেৎপুত্রো মে শুক্লো	"	অথৈনং মাত্রে প্রদায়ন্তনম্	"
অথ ব ইচ্ছেৎপুত্রো মে কপিলঃ	"	অথাস্ত মাতরমভিমন্থয়েত	"
অথ ব ইচ্ছেৎপুত্রো মে	৬২৪	৮৫ । অথ বংশঃ পৌতিমায়ী পুত্রঃ ৮২৮	
অথ ব ইচ্ছেৎকুহিতা মে	"		

শ্বেতাস্বতর ।

অধ্যায় শ্লোক ।		অধ্যায় শ্লোক ।	
১১—১৬ । ৩ ব্রহ্মবাদিনোদুদন্তি	৮৩১	তিলেশু তৈলং দধিনীবসর্পিঃ	৮৩৪
কিং কার্ষণং ব্রহ্মকৃতঃস্ব	"	সর্বব্যাপিনমাস্মানম্	"
কালঃ স্বভাবো নিয়তিঃ	৮৩২	২১—১৭ । যুজ্ঞানং প্রথমং মনস্তত্ত্বায়	৬৩৯
তে ধ্যান যোগাহুগতা	"	যুক্তেন মনসাবয়ং	৬৪০
তমেকেনেমিং ত্রিবৃতং	"	যুক্তায়মনসাদেবান্	"
পঞ্চশ্রোতোহম্বুং পঞ্চ	"	যুজ্ঞতে মন উত যুজ্ঞতে	"
সর্বাজীবৈ সর্বসংস্থৈ	"	যুজ্ঞেবাং ব্রহ্মপূর্য্যং নমোতিঃ	"
উদগীতমেতং পরমন্ত ব্রহ্ম	"	অগ্নির্গথাভিমথ্যতে	"
সংযুক্তমেতং করমক্ষরঞ্চ	৮৩৩	সবিদ্রা প্রসবেন জুষেত	"
জাজ্ঞৌ দাবজাবীশানীশা	"	ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমংশরীণং	"
ক্ষয়ং প্রধানমমৃতাক্ষরংহরঃ	"	প্রাণান্ প্রপীড়োহ সংযুক্ত	"
জাস্তা দেবং সর্বপাপাপহানি	"	সমে শুচৌ শর্করা বহ্নিবালুকা	"
এতজ্জ্ঞেয়ং নিতামেবাস্ত	"	নীহার ধুমার্কানিলানলানাং	৬৪১
বহ্নের্থা যোনিগতস্ত মূর্তিঃ	"	পৃথুপ্তেজোহনিলধে	"
স্বদেহমরণং কৃত্বা	৮৩৪	লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপ্তং	"



অধ্যায় শ্লোক ।

পৃষ্ঠা ।

অধ্যায় শ্লোক ।

পৃষ্ঠা ।

বৈশ্বাশ্বত্রেণ যুদ্রোপলিখ্যং ৬৪১

যদাশ্বত্রেণ তু ব্রহ্মতত্ত্বং ”

এব হি দেবঃ প্রদিশেহহু ২৬

যো দেবোহম্বো যোহপ্পু ২৭

৩১—২১ । য একো জালবানু সৈশত ২৫৫

একোহি কুদ্রো ন বিতীয়ায় ”

বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো ২৫৬

যো দেবানাং প্রভবশ্চোত্তবশ্চ ”

যা তে কুদ্রশিবা (২৮) ”

যামিষু গিরিশস্ত হস্তে ”

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহত্ত্বং ২৫৬

বেদাহবেতং পুরুষং মহাত্মম্ ”

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ ”

ভূতো বহুত্তরতরং তদরূপম্ ”

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূত ২৫৭

মহান্ প্রভুর্বে পুরুষঃ ”

অসৃষ্টমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা ”

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ ”

পুরুষ এবৈদং সর্বম্ ”

সর্বতঃ পাণিপাদস্তং ”

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ ”

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো ”

অপাদিপাদ জবনো গ্রন্থীতা ”

অণোরণীরান্ মহতো মহীদান্ ”

বেদাহমেতমজরং ২৫৮

৪১—২২ । য একোহবর্ণো বহুধা ২৬৩

ভদেবাগ্নিস্তদাদিতাঃ ”

স্বং স্ত্রী স্বং পুমানসি ২৮

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো ২৯

অজামেকাং লোহিত ৩৮৬

দ্বা হৃপর্ণা সযুজা সখারী ৩১৮

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিম্নয়ো ৩১৮

খণ্ডোহকরে পরমে যোমন ৮৪৭

ছন্দাংসি বজ্রাঃ ক্রতবো ”

মারাত্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ ”

যো যোনিং যোনিমধিষ্ঠিতো ২৬৪

যো দেবানামধিপো ২৬৫

সুস্রবাতিসুস্রং কলিলস্ত ”

স এব কালে ভুবনস্তাত্ত ”

যুতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসুস্রং ”

এব দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা ”

যদাহতমস্তরং দিবা ন রাত্রি ২৬৬

নৈনমূৰ্দ্ধং ন তিৰ্য্যক্ ন ২১১

ন সঙ্ক্ষেপে তিষ্ঠতি রূপমস্ত ”

অজাত ইত্যেবং কশ্চিচ্চীকৃঃ ৬৪৬

যা নন্তোকে তনয়ে যা ন ”

৫১—১৪ । যে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ২৬৬

যো যোনিং যোনিমধিষ্ঠি ২৬৮

একৈকং জালাং বহুধা ”

সর্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তিৰ্য্যাক্ ”

কচ সত্যং পচতি ২৬৯

তদেদগুহোপনিষৎসু (১১২) ২৬৯

গুণাঘরো যঃ কলকর্ম্মকর্তা ৩২৩

অসৃষ্টমাত্রো রবিভূলারূপঃ ”

বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা ”

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ”

সকল্লনস্পর্শনদৃষ্টিমোটৈঃ ”

সুলানি সুস্রাণি বহুনি চৈব ”

অনাদানন্তং কলিলস্ত মধ্যে ৭৪৬

ভাবগ্রাহমনীড়া ধাং ৭৪৭

৬১—২৩ । সত্যবস্মেক কবরো ৩৮৭

যেনাবৃতং নিতামিদং হি সর্বং ”

অধ্যায় শ্লোক ।	পৃষ্ঠা ।	অধ্যায় শ্লোক ।	পৃষ্ঠা ।
তৎ কৰ্ম কৃদ্ধা বিনিবৰ্ত্ত্য ত্বয়ঃ ৩৮৭		ন তত্র সূৰ্য্যো ভাতি (১৮) ১২৮	
আরম্ভ্য কৰ্ম্মাণি গুণাবিতানি „		একো হংসো ভুবনস্ত্র মধ্য ২৭৫	
আদিঃ স সংযোগ নিমিত্ত ৩৮৮		স বিশ্বকৃষ্ণবিদ্যায়োনিঃ „	
স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ „		স তন্নরো হমুত ঐশসংহো „	
তন্নীশ্বর্য্যং পরমং মহেশ্বরং ২৭১		যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূৰ্ব্বং „	
ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ ২৭২		নিষ্কলং নিষ্কি, রং শাস্তম্ ২৭৫	
ন তস্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি „		যদা চক্ষুবদ্যাকাশং ৭৪৭	
যত্তূর্ণনাভ ইব তদ্বতিঃ „		তপঃ প্রভাবাদেব প্রসাদাচ্চ ৮৪৯	
একো দেবঃ সৰ্ব্বভূতেষু „		বেদান্তে পরমং শুভম্ „	
একোবশী নিষ্কি, রাণাং „		যস্ত দেবে পরা ভক্তিবর্ধা „	
নিভ্যো নিভ্যানাং চেতনঃ „			







